



উপন্যাস সমগ্র

বৃহৎসংস্কৃত

সম্পাদনা - থান্ডারবার্ড



श्रीगुरुभ्यो नमः

সূচীপত্র

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
রাজর্ষি
চোখের বালি
নৌকাডুবি
প্রজাপতির নির্বন্ধ
গোরা
ঘরে বাইরে
চতুরঙ্গ
যোগাযোগ
শেষের কবিতা
দুই বোন
মালঞ্চ
চার অধ্যায়



This Book
is created by

Thunder Bird

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটির সবকটি উপন্যাস অন্যান্য সাইট থেকে সংগ্রহ করে নিজের মতো করে এডিট করে নিয়েছি। তাই সেই সমস্ত স্ক্যানার ও আপলোডারদের জানাই অকৃত্তিম কৃতজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বো-ঠাকুরানীর হাট

১৮৮৩

সূচনা

অস্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে একসময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে-- একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে।

কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বন্ধিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষপে। বন্ধিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে-- এই বইকে তিনি নিন্দা করেননি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশা আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যিক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি।

আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশুরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না।

যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, “প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি তো আর কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার সিংহাসনের তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম। কী তপস্যা করিলে এ-সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে!”

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না, এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, “সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতিমুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদগণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল-- না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না।

আমি নির্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না।

সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, “আহা! কেমন করিয়া পারিত!” তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, “তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ।”

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোসে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে গভীর হইয়া কহিলেন, “না, সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন বোল বৎসর বয়স, তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল।

রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিতেন-- ও কুলঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।”

সুরমা আবার কহিলেন, “প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্যউপার্জন, রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।”

যুবরাজ কহিলেন, “সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী, কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত, পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে; রাজকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে, ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।”

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লঙ্ঘন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

“চারিদিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পলাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন। সেখানে গাছপালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কূটরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন, তাহার ত্রিসীমায় বিবাদ ভাবনা বা কঠোর গাভীর্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাছিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারিদিকে উল্লাস, সঙ্গাব, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আরামের ভুল। অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।”

সুরমা বলিয়া উঠিল, “ও-কথা অনেক বার শুনিয়াছি।”

উদয়াদিত্য। আর-একবার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে-কথাগুলো যদি বাহির করিয়া না দিই, তবে আর বাঁচিব কী করিয়া। সেই কথাটা তোমার কাছে এখনও বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি। যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না। সুরমা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম ? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না ? অন্তর্য়ামী কি তোমার মন দেখিতে পান না ?

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, “রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী বিধবা। দাদামহাশয়ের অনগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারিদিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাষ্পে আবৃত।

সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল ; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না ; পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্চরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র-- আর অধিক নয়-- সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যুৎবেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, স্তান-- সে ধূলি আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভকে কালি করিলে ?

দিনকে রাত্রি করিলে ? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।” বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পাপ্যস্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, “আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক।”

উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল, সকলই তখন যথায়থ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুঞ্জাটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা ! কোথা হইতে কোথায় পতন ! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া ? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয়, আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না ; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন।

অভিমান নাই, কিছু নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।”

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল শ্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল ; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন ; মুখখানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত শ্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, “তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি ? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহশ্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল ? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা ছিল কি ? তুমি আমার উষা, আমার আলো, আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে ?”

যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন, “এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারই কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভালো বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই।

তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ ?

কী অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেঁধে রাখিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, “আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে।”

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে একএকদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে। উদয়াদিত্য কহিলেন, “এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদগণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ওদিকে অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।”

সুরমা। সে কী কথা নাথ। এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যিক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম! সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলই সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সাহায্য দিয়াছ, শান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুর-রাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে আপনাকে যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয়, আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।”

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অন্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রে তারা উদিত হইল। প্রাকার-তোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুযুগ্ম। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই।

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।

শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন, “কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?”

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, “এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!” সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, “কেন, কী হইয়াছে?” বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, “দাদা কী হইবে?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি তবে চলিলাম।” বিভা বলিয়া উঠিল, “না না, তুমি যাইয়ো না।”

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?

সুরমা কহিল, “ছিঃ বিভা; এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?”

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। বিভা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, “দাদা তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিভা এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।” এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, “কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?”

সুরমা কহিল, “আর কী হইবে? স্মেনহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।”

বিভা কহিল, “না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনোপ্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?”

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন কাজটা?”

মন্ত্রী কহিলেন, “কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম ?”

মন্ত্রী কহিলেন, “আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।”

প্রতাপাদিত্য আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী ?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমউলতলির চাটিতে আশ্রয় লইবেন তখন--”

প্রতাপাদিত্য ঙ্গকুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, “তখন কী ? কথাটা শেষ করিয়াই ফেলো।”

মন্ত্রী। তখন দুই জন পাঠান গিয়া--

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁহাকে নিহত করিবে।

প্রতাপাদিত্য রুগ্ন হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি ? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন ? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে ! এখন বোধ করি তোমার রাজকার্যে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন ?”

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না ? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে ; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, আমি--

প্রতাপ। চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা-- আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই-- এই যে স্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আৰ্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই স্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আৰ্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যিক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয় ; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজাপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে স্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায় ; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন, “এ-বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনও আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিও। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো বলিও। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিও। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ ; ‘না’ বলিও না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না ?”

এ বিষয়ে-- অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুগ্ন হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, “আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশুর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুগ্ন হইবেন।”

প্রতাপাদিত্য জুলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ রুগ্ন হইবেন ! রুগ্ন হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে।

দিল্লীশুর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুগ্ন হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিও না।”

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, “আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বই কি। দিল্লীশুরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।”

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন, “দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশুরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।”

মন্ত্রী কহিলেন, “প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে ?”

প্রতাপ। জানিতে পারিলে তো ?

মন্ত্রী। এ কাজ অধিকদিন ছাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি।

অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলো ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক, যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, “মহারাজ, দিল্লীশুর--” প্রতাপাদিত্য জুলিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আবার দিল্লীশুর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশুরের নাম কর ততবার যদি জগদীশুরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশুরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশুরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।”

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশুরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য--”

রাজা কহিলেন, “দিল্লীশুর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই স্ত্রী বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মুলেই নাই।”

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, “তবে কী বলিতেছিলে বলো।”

মন্ত্রী বলিলেন, “কাল রাতে যুবরাজ সহসা অশুরোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কোন দিকে গেলেন?”

মন্ত্রী কহিলেন, “পূর্বাভিমুখে।”

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, “কখন গিয়াছিল?”

মন্ত্রী। কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?”

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভালো হয়।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা-- নরাণং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহাদের মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনও ফিরিয়া আসে নাই?”

মন্ত্রী। না মহারাজ।

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই?”

মন্ত্রী। একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ। অদৃশ্যভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?

মন্ত্রী। তাহারা কোনোপ্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।

প্রতাপ। সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীর কর্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারো ছিল ডাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোনো একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে। তবে এ দায় তোমার।

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ। দিল্লীশুরের কথা কী বলিতেছিলে?”

মন্ত্রী। শুনলাম আপনার নামে দিল্লীশুরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।

প্রতাপ। কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। যেই করুক, তাহার জন্য অধিক ভাবিয়ো না, আমিই দিল্লীশুরের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্‌যোগ করিতেছি।
সে পাঠানেরা এখনও ফিরিল না ? উদয়াদিত্য এখনও আসিল না ? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুৎবেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রি অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর খেউ-খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শূগল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি ; শব্দের মধ্যে বিঁঝিঁঝিঁ পোকাকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন।

অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল।

শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সবঙ্গ ঘর্মে প্লাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনও অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন।

একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, “সুগ্রীব !” সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বক্ষিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া উর্ধ্বশাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সবগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তব্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শূগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমুলতলির চটির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, “সুগ্রীব” বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, “এত রাত্রি তুমি কে গো ?” দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন, “একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।”

সে কহিল, “দ্বার খুলিবার আবশ্যিক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো না।”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন ?”

সে কহিল, “আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনও আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।”

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, “এই লও।”

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন, “বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে ?”

চটি-রক্ষক সন্দ্বিগ্ধভাবে কহিল, “না মহাশয় তাহা হইবে না।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্ধান আসিয়াছি।”

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন।

কেবল দুই জন সুপ্তোখিতা শ্রৌড়া চেঁচাইয়া উঠিল, “আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন ?”

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোনো চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধান সেখানে গিয়া থাকে ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে এক জন অশ্বরোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, “কে ও, রতন নাকি ?” সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল “আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রি এখানে যে ?”

যুবরাজ কহিলেন, তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।

“আজ্ঞা, তাঁহার তো চটিতেই থাকিবার কথা।”

“সে কী ! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।”

সে অবাক হইয়া কহিল, “ত্রিশ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।”
“পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলো না?”
পাঠান কহিল, “হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রি অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।”
বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।”
খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ-বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।”
পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, “কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরইয়াছেন।”
বসন্ত রায় কহিলেন, “এখন তোমার কী করা হয়?”
পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, “হুজুর, দূরবস্থায় পড়িয়াছি। এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।”
বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ওই দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।”
পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দূরবস্থা।
চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন, “তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।”
পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “হুজুর, পারি বইকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,--”
বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-এক জন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াসহ।” এই বলিয়াই পার্শ্ব শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জগাইয়া দিলেন।
পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, “আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।”
বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার!” চুপ করিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুতা নাশ করা যায় না-- কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়?
রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুতা নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ কী তারিফ!” বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, “তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?”

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

বসন্ত রায়। তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, “আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।” পাঠান ভাবিল একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সেতার বাজানো আসে?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “হাঁ” ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “বাহবা! খাসী!” ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গান্ধী আত্মপূর্ণ সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, “কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।”

গান থামিলে পাঠান কহিল, “বাঃ কী চমৎকার আওয়াজ।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “তবে বোধ করি নিস্তন্ধ রাত্রি, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লগে।

কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কী না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটি অর্বাচীন আছে। নহিলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদ্দার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন দুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাথে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।” বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখদুটি স্পন্দে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, “তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনানো হইয়াছে, এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি?

তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছে যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল-- পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, “কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান?

তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।” বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন-- আমার অনুচরেরা কখন ফিরিয়া আসিবে? আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

এক জন অশ্রোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, “আঃ বাঁচিলাম। দাদামহাশয় পথের ধারে এত রাত্রি কাহাকে গান শুনাইতেছ?”

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে উদয়াদিত্য কহিলেন, “সমস্তই মঙ্গল।”

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

“বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?

সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?

এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?

এখনো তো রয়েছে রাত এখনো হয় নি প্রভাত,

এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।

চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?

চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?”

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, “খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমঝদার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।”

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চটিতে না গিয়া এখনে যে?”

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, “হুজুর, আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও

আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।”

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, “রাম রাম রাম।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বলিয়া যাও।”

পাঠান। আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদের নানাপ্রকার ভয় দেখান। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে

বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়ো না। এখন গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে ফিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।” বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, “তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “হাঁ ভাই।”

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা।”

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।”

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

“মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?”

“এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?”

সকলে সমস্বরে বলিল, “সে নেড়ে বেটা কোথায়।”

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, “হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।”

প্রথম। আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে--

দ্বিতীয়। তুই থাম না রে; আমি সমস্ত ভালো করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আম-বাগানের মধ্যে--

তৃতীয়। না রে সেটা বাবলা বন।

চতুর্থ। সেটা বাঁ-হাতি নয় সেটা ডান-হাতি।

দ্বিতীয়। দূর থেপা, সেটা বাঁ-হাতি।

চতুর্থ। তোর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি?

দ্বিতীয়। বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে পুকুরটা--

উদয়াদিত্য। হাঁ বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমা জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গায়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গায়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।

প্রথম। সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।

দ্বিতীয়। আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।

তৃতীয়। যখনই দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

অবশেষে সকলেই ব্যস্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটা এখনও আসিল না।”

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “দোষের কথা হইতেছে না। দেরি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

মন্ত্রী। শিমুলতলি এখন হইতে কিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতেম ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিক দিয়া গেলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?”

মন্ত্রী। আঞ্জা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য। পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদয়াদিত্য তো পূর্বে এমনতরো ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়? মন্ত্রী। কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো না!” মন্ত্রী। আপনি মহিষীর কাছে বধুমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ-বিষয়ে আপনি অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?

এক জন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?”

পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। আঞ্জা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?

পাঠান। আপনার পরামর্শ মতো আমি তাঁহার লোকজনদের তফাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য। যদি না করিয়া থাকে?

পাঠান। মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ওইখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, “এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, অসম্ভব না হন যদি তো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।”

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানিতে পারিলে?

মন্ত্রী। ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশ্যভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ঠ হইয়া কহিলেন, “তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রুষ্ঠ না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ঠ হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।”

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই-একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমি বিবেচনা করিতেছি, ওই পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ-বিষয়ে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।”

মন্ত্রী কহিলেন, “একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে পারিবেই।” মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “তবে তো আমি ভরে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে!

যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে।

অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।”

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন-- প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না!

প্রতাপাদিত্য। শ্রাদ্ধশাস্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

বৃদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন-- প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।”

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্যন্ত হইল না।

বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, “প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি।

আজ অনেকদিনের পর দেখা হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।”

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন।

ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “বসন্ত রায় অনেকদিন বাঁচিয়া আছে-- না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।”

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, “তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলি। আমাকে বধ করিয়ো না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?”

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না।

তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, “প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা--” এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “খবরদার উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ।” বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।”

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, “মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।”

দেড় মাস পূর্বে এইরূপ একটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

“আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চুপ করো। দোষ কাটাঁইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।”

রাজা প্রহরীদের ডাকিলেন। পূর্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে। এ সকলের অর্থ কী?”

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, “মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।”

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। যেন তপ্ত সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।” সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, “ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ

দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।” মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্যদিকে ফিরাইলেন।

এক জন পুরানো বৃদ্ধা দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।” এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, “বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ওই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী। আছা বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।” এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল।

উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন “আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।”

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার স্তান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, “বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?”

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, “আমার আর কী বলিবার আছে?”

সুরমা কহিল, “অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।”

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, “এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?” বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল। সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, “আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস তো কি করতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি শূশুরবাড়ি যাইতিস না?”

বিভা বলিয়া উঠিল, “না, তাহা পারিতাম না আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম ;

মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া অনিলে তিনি কেন আসিবেন?”

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে রকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটা কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, “আজ কী ছেলেমানুষি করিয়াছি।” ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, “বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?”

বিভা। দাদামহাশয় আসিয়াছেন?

সুরমা। হাঁ।

বিভা। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “কখন আসিয়াছেন?”

সুরমা। প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।

বিভা। এখনও যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না?

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি, একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, এক বায়েই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন।

“আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।

ভয় নাইকো সুখে থাকো,

অধিক ক্ষণ আকব নাকো।

আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তারে।

দেখব শুধু মুখখানি

শুনব দুটি মধুর বাণী

আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।”

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আল্লাদ হইয়াছে। অতটা আল্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।”

বসন্ত রায়। না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বৃড়া বিদায় না হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না।

আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া জ্বালাইয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।”

সুরমা হাসিয়া কহিল, “দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল যে, মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জ্বালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বালাইতে হইবে না।”

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, “না, আমি কখনো ও কথা বলি নাই। আমি কোনো কথাই কই নাই।”

সুরমা কহিল, “দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা তো পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।”

বসন্ত রায়। না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, “তোমার আধমাথা বই চুল নাই যে দাদামহাশয়।”

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “সে একদিন গিয়াছে রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রুপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।”

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?”

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুম্ফসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আশ্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গৌফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গৌফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্ত রায় কহিলেন, “সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনও একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।”

বিভা কহিল, “কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।”

সুরমা কহিল, “দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।”

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, “দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।”

সুরমা। আমি বলি কি--

বিভা। শোনো না দাদামহাশয়, তোমার--

সুরমা। বিভা চুপ কর। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার--

বিভা। দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।

বসন্ত রায়। আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদেহ ছিল।

বিভা বলিল, “কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।” বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, “বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিলে বোধ করি মহারাজরও মনে দয়া হয়।”

“কেন। কেন। তাহার কি হয়েছে।” বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, “বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না।”

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন “ঠিক কথাই তো।”

সুরমা কহিল, “স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো ?

বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।”

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে ?”

সুরমা। আজ বিকেলে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।

বসন্ত রায়। বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল ?

সুরমা। হাঁ।

বসন্ত রায়। আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “তুই কাঁদিস কেন দিদি ?

যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন ? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি।

আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে।”

বিভা বলিয়া উঠিল, “দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিয়ো না।

দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইয়ো না।”

বলিতে বলিতে, বসন্ত বাহির হইয়া গেলেন ; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, “তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর নাই ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।”

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

“মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।”

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, “দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ ?” বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

“মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।

মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।”

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, “বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ ?”

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, “অ্যা দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।”

“এস, এস, ভাই এস।” বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে

সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার

দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন

দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত

কারিকর বটবৃক্ষ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া।

তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে-সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশংকর।

রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নাভিজ।

রাজা বলিলেন, “ওহে রমাই।”

রমাই বলিল, “আজ্ঞা, মহারাজ।”

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নাভিজ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নাভিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাশে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মান্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকই আমোদে হাশে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “খবর কী হে?”

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যিক।

“পরম্পরায় শুনা গেল সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।”

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নাভিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্নাভিজকে স্থাপন করা; রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, সুরচির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পরে?”

“নিবেদন করি মহারাজ। (ফর্নাভিজ তাহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রি চোর আনাগোনা করিতেছিল।

সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই।”

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ।

“দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, ‘দোহাই তোমার, আজ রাত্রি চোর ধরিব।’ রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, ‘ওগো চোর আসিয়াছে।’ কর্তা বলিলেন, ‘ওই যাঃ ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে।’

চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, ‘আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।’

রাজা। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রাজা বলিলেন, “তার পরে?”

রমাই দেখিল, এখনও রাজার তৃপ্তি হয় নাই। “জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না।

তাহার পররাত্রিও ঘরে আসিল। গিমি কহিলেন, ‘সর্বনাশ হইল ওঠো।’ কর্তা কহিলেন, ‘তুমি ওঠো না।’ গিমি কহিলেন, ‘আমি উঠিয়া কি করিব।’ কর্তা বলিলেন, ‘কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না।

কিছু যে দেখিতে পাই না।’ গিমি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ‘দেখো দেখি, তোমার জন্যই যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আনো।’ ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, ‘মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।’ কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, ‘রোস্ বেটা! আমি তামাকু সাজিয়ে দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।’ তামাকু খাইয়া চোর কহিল, ‘মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাটিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।’ সেনাপতি কহিলেন, ‘বেটার ভয় হইয়াছে।’

তফাতে থাকে, কাছে আসিস না।' বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিম্বিকে কহিলেন, 'বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।'

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্নাভিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে "হিঃ হিঃ" করিয়া টুকরো টুকরো হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, শুনিয়াছ আমি শিশুরালায়ে যাইতেছি?"

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "অসারং খলু সংসারং সারং শিশুরামন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি)। কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শিশুরামন্দিরের সকলই সার, -- আহারটা, সমাদরটা; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলই সার পদার্থ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই স্ত্রীটা।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ--"

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, "মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না।" (যথাক্রমে হাস্য।) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, "আমি তো শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা ও ঘরকন্মায় বিশেষ পটু।"

রমাই। সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না।

প্রত্যুষে গৃহিণী এমন ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি।

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যঙ্গ কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন।

রমাই ঘরে আসিলে তিনি কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না।

রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থূলকায়ী ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"

সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা আঁটা। ঘুমাইবার সময়ও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয় তো কী।" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আদেশ করেন তো বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করো আমার চৌষটি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে শিশুরালায়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।"

রমাই। আজ হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।

রাজা হাসিলেন, মুখে দস্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতম মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "আপনার এক শ্যালক আসিয়া আমাকে কহিলেন, 'বাসর-ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানিতাম না।' আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, 'পূর্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।'"

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই সুখী। ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাহুগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না। এই সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার যোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন, "রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল, “মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাথে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।”

রাজা কহিলেন, “তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।”

রমাই কহিল, “আপনার অসাধ্য কী আছে?”

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কী না করিতে পারেন? অনুগতবর্গের কেহ যদি বলে, “মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।” মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন, “হাঁ, তাহাই হইবে।” কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিদূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল। শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তো সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অনুচর যাইবে।

রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, “যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?” বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতে হইতেছে। আহালাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আল্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন-- বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্ক মাতার সহিত দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে; কিন্তু হইলে হয় কী, বিভার কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না-- কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে গিয়া মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন।

অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পরিয়াছে যে, দুরন্ত আল্লাদকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্যুতের মতো উকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলো পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সন্মহে মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুশন করিলেন। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, “কী?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কিছুই না।”

এমন সময়ে বসন্ত রায় জের করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা একবার দেখে যাও।” আনন্দে গদগদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আল্লাদ হয় তো ভালো করেই হাস না ভাই, দেখি। হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে, হাসির সে প্রাণের সাধ ও অধরে খেলা করে।

বয়স যদি না যাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায় হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে।

যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।”

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে?” তিনি কহিলেন, “আমি কী জানি।” “আজ পথে বশ্য আলো দিতে হইবে?” নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, “অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।”

তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, “নহবত বসিবে না কি?” “সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।” আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?”

ভালোমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, “না, ওটা হাতি।”

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, “তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে, সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।”

দেওয়ান কহিলেন, “বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।”

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে!

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শুশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?”

রমাই ভাঁড় কহিল, “বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে? তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই--”

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল “দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। আমার মা-ঠাকুরনের কথা অমন করিয়া বলিয়ো না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।”

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, “অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।”

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, “মহারাজ, ওই বামনা যে আপনার শুশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ্য হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।”

রাজা কহিলেন, “রামমোহন, তুই থাম।”

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বৃদ্ধিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন।

প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন, “এস, ভালো আছ তো?”

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।”

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “ভাঙামাথি পরগনার তহসিলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ?”

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই?”

রামচন্দ্র। আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জলবৃদ্ধি--প্রতাপাদিত্য। মন্ত্রী এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে।

বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, “যাও বাপু, অন্তঃপুরে যাও।”

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।

নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল “মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম” তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত।

কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত।

কোনো আবশ্যিক না থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত।

রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন “মা” বলিয়া অসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল, “মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?”

রামমোহন কহিল, “তা মা, ‘কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়’, তুমি কোন্ আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, ‘মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি, কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।’

তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না।”

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, “না মা, আবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।”

বিভা কহিল, “মোহন, তুই বঁস্ ; তোদের গল্প আমায় বল।”

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিত লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিত তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাঁধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধ মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, “মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।”

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, “মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।”

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, “তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।”

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।” রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল,

“সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,

নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।

এলি কি পাষাণী ওরে

দেখব তোরে আঁখি ভরে

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।”

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন।

আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অস্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অস্তঃপুরে আসিয়াছেন। ছলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের বাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মৃগাল-বাছুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন শ্রৌচা রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুরমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই শ্রৌচা তাহাকে বলিয়াছিল, “মাগো মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা বাঁটা।” ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, “আর মাগি, তোর মুখটা আঁস্কা কুড়, এত বাঁটা ইলাম তবুও সাফ হইল না।” বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘরে খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই শ্রৌচা গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও একপার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই শ্রৌচা মহিষীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, “এই যে নিকষা জননী।” শুনবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, শ্রৌচার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শার্দূলের ন্যায়

লক্ষ্য দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, “আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি।” বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, “আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।” বলিয়া তাহাকে দুই এক পাক আকাশে ঘুরাইল।

মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, “রামমোহন তুই করিস কী?” রমাই কাতর স্বরে কহিল, “দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।” চারিদিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “হতভাগ্য, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?”

রমাই কহিল, “মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।” রামমোহন বলিয়া উঠিল, “কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব।” বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আতর্নাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকার রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্ত্র মতন করিয়া বুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথটা অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, “লছমন সর্দারকে ডাকো।”

লছমন সর্দারকে কহিলেন, “আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।” সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, “যো হুকুম মহারাজ।” তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল, “মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না।” প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “আজ রাত্রে মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।”

তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “মহারাজ, আজ তাঁহার অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন, মহারাজ, মার্জনা করুন।” তখন প্রতাপাদিত্য ক্রিয়ৎক্ষণ স্তম্ভভাবে থাকিয়া কহিলেন, “লছমন, শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।” শ্যালক দেখিলেন, তিনি যত-দূর মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তন্ধ রাত্রে নেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুইএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয্যা শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে-- তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া।

তিনি জানাইতে চান, ‘তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?’ এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া একএকবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে-- প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোখিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, “বিভা, কাঁদিতেছ?”

বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, “কে ও?” বাহির হইতে উত্তর আসিল, “অবিলম্বে দ্বার খোলো।”

দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র যায় শয়নকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, “বাবা, এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।”

সেই রাতে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কেন, কী হইয়াছে?”

“কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।”

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মামা, কী হইয়াছে?”

রমাপতি কহিলেন, “সে-কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।”

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, “মামা, কী হইয়াছে বলো।”

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পালাইবার উপায় দেখো।”

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, “ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।”

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, “গোল করিস নে বিভা চুপ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি।”

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন-- কহিলেন, “চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।”

বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতে কহিলেন, “এখন আমি কী উপায় করিব? পালাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।”

রমাপতি কহিলেন, “আজ রাতে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।”

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, “মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।”

রমাপতি কহিলেন, “বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না।

ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।”

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, “মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো।

আমি একবার দাদার কাছে যাই।” বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই।

রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অস্তঃপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই

নিঃশব্দচিন্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো

অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে

বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা

করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ওই যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে

তো কেহ মুখ গুঁজিয়া, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নিচে,

অথবা দেয়ালের এক পাশে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু

করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? আস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া

গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে এক জন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল-- কে এক জন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে ঘেষিয়া গিয়া

ডাকিলেন, “মামা।” মামা কহিলেন, “কী বাবা?”

রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া

বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইয়াছে, বিভা?” বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

উদয়াদিত্য সন্মুখে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, “কেন বিভা, কী হইয়াছে?” বিভা তাহার আতার দুই হাত ধরিয়া কহিল,

“দাদা, আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবে।”

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া

আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, হইয়াছে কী?” রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন। উদয়াদিত্য

তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্তারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমি এখনই পিতার কাছে যাই--তাঁহাকে কোনোমতেই

আমি ও-কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।”

সুরমা কহিল, “তাহাতে কি কোনো ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু

উপকার দেখে।”

যুবরাজ কহিলেন, “আচ্ছা।”

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন, “কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে, দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।”

উদয়াদিত্য বলিলেন, “দাদামহাশয়, বিপদ ঘটয়াছে।”

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অ্যা। সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।”

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “না দাদা না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।”

বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?”

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা প্রতাপ, এ কি কখনো সম্ভব?”

প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই-- তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। এক বার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তা বিভা বিধবা হইত।

রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোবাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনা উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, ইহা কি কখনো সম্ভব?”

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কেন সম্ভব নয়?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?”

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “ছেলেমানুষ! আশুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই!

ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ মুর্থ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবার জন্য আনিয়াছে--এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সেবুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না। দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।” যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছই বুঝে না।”

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “দেখো পিতৃবঠাকুর, যশোহরে রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মুক্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।”

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-এক জন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ এক জনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল)। কিন্তু ভাবিয়া দেখো প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন--” বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, “আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।”

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নিচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো

বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অস্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অস্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।” রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, “এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।” সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিভা, তুই এখানে থাক, তুই আসিস নে।” বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, “না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।” সেই নিস্তন্ধ রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারিদিক হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশাতে পার্শ্ব দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অস্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “দাদা, নিচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই। সেইখানে চলো।” সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অস্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ। যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, “দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।” উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, “আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।” সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্ব গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, “প্রতাপাদিত্য যে-রকম লোক দেখিতেছি তিনি কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।”

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, “আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।”

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।” সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “যাও।”

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বন্ধ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জেড়হস্তে কহিল, “মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।” বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল।

সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে “মা” “মা” বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতো পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, “কেন মা, আমি কী করিয়াছি?” তাহার উত্তর শুনিতো পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, “দাদা এখনো ফিরিল না, কী হইবে?”

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিধাতা যাহা করেন।”

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতে ছিলেন। কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক বার চৈতন্য হইতেছে যে, শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারী হস্তে অস্তঃপুর অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন--কহিলেন, “কে আছিস?”

বাহির হইতে উত্তর আসিল, “আজ্ঞা, আমি সীতারাম।”

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “শীঘ্র দ্বার খোলো।”

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, “যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অস্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নাই।”

যুবরাজ কহিলেন, “সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে? আচ্ছা তবে এস।” বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিলেন, “না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।” বলিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, “তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।”

সীতারাম কহিল, “যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না।

আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।”

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অস্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক জন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন।

বিদ্যুৎবেগে সে নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপাদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, “যুবরাজ, করেন কী?”

যুবরাজ কহিলেন, “অস্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।”

প্রহরী কহিল, “কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদেরকে পরাভূত করিয়া অস্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।”

উদয়াদিত্য অস্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেই খানে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহালাদ করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ, ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল।

বিস্মিত হইয়া কহিল, “এ কী যুবরাজ?” যুবরাজ কহিলেন, “বাহিরে এস।” রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, “দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া এক-শ জন লোক ভাগাইতে পারি।”

যুবরাজ কহিলেন, “সে-কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোনো উপায় দেখিতে হইবে।”

রামমোহন কহিল, “আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।” তখন অস্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “তোকে আমি এখনি ছাড়িয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।” বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, “শিশুকাল হইতে রামমোহন তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, “তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে, মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।” বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “রামমোহন, কী উপায় করিলে?” রামমোহন কহিল, “আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।”

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “ও উপায় কোনো কাজের নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?”

রামমোহন কহিলেন, “রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “চলো একবার ছাদে যাই।”

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল-- সে কহিল, “হাঁ, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।”

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ ইহতে প্রায় সত্তর হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষটি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে।

রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইলা সে সেইখানে বাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না না, সে কি হয় ?

রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।”

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল, “না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।” রামচন্দ্র বলিলেন, “না রামমোহন, তাহা হইবে না।”

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলি খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

রামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যেদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের

উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল,

“মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।” রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সন্মত হইলেন।

তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, “জয় মা কালী।” রামচন্দ্রকে পিঠে

তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, “মা, তবে

আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোনো ভয় করিয়ো না।”

রামমোহন রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ

বুঁজিয়া “দুর্গা” “দুর্গা” জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত

দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই হস্তে বুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও

লাফাইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মুর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক

নিশ্বাস ফেলিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, কী হইল ?” উদয়াদিত্য মুর্ছিত বিভাকে

সন্মেনহে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, “এখন তোমার কী হইবে ?” উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমার জন্য আমি ভাবি না।”

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বন্ধ। এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল,

নৌকা পলাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না।

এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। “ওরে বারুদ কোথায়--গুলি কোথায়”

করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অনুসরণ করিবার জন্য

একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাঁহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মুদির দোকানে এক ছিলিম তামাক

খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন

নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-

আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, “আমি তো আর ঘোড়া নই।” একে একে সকলের যখন

ভর্ৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই।

নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভর্ৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া

পৌছিল তখন ফর্নাভিজ এক তোপের আওয়াজ চরিল প্রত্যয়ে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা

ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, “প্রহরী।”

কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাতেই পলাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, “প্রহরী।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, “প্রহরী।” যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, “মন্ত্রী।” একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

“মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল ?”

মন্ত্রী কহিলেন, “বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে।” মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত

প্রতাপাদিত্যের কথা স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাহার কথার উত্তর দেওয়া হয়,

ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “অন্তঃপুরের প্রহরীরা ?”

মন্ত্রী কহিলেন, “আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাতপা-বাঁধা পড়িয়া আছে।”

মন্ত্রী রাজির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে-সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্ত রায় কোথায়?”

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, “বোধ করি তাঁহার অস্তঃপুরেই আছেন।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।”

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল।

মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, “এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান” বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দস্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিতীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃকপাত করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন, “ইহাকে লইয়া আয়।” মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই।

প্রতাপাদিত্যের বজ্র এক জন না এক জনের উপরে পড়িবেই-- তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক্।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সমস্ত করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হাস্যরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দারণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, “দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?” প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইল, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেন না ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, রাজজামাতা--”

প্রতাপাদিত্য অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “রামচন্দ্র রায়--”

মন্ত্রী কহিলেন, “হাঁ, তিনি কাল রাত্র রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।”

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, “পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?”

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, “বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।”

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, “পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অস্তঃপুরে প্রহরীদের এখনই ডাকিয়া লইয়া এস।” মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্র আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরের পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য এক জন কে-- অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল-- বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ-হৃদয় বসন্ত রায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন-- এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, “দাদা।” উদয়াদিত্য কহিতেছেন, “কী দাদামহাশয়?” তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ওই এক “দাদা” সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে।

তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থই-- এ কী? চারিদিককার অন্ধকার এমন গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, আমার জন্যই কি এ-সমস্ত হইল?”

তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, “না দাদামহাশয়।”

অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, “বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?” বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছু ক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন,

“সুরমা, ও সুরমা।” সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগল। আঁতে আঁতে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাতপা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, “দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।”

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, “ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।” সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, “এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।”

বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, “ভাগবত, আমার কথা শুন; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব?” বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, “না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।”

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, “ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।”

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলো মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাকে আশ্রয় লাভ করিল।

বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “কাল রাগে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া?”

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, “দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।”

মহারাজ ক্রক্কাণ্ঠ করিয়া কহিলেন, “সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?”

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, “আজ্ঞা না, বলি মহারাজ, যুবরাজ-- যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।” যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ওই নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ওই নামটাই সর্বাপ্রাে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন সীতারাম কহিতেছে, “যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম, তিনি শুনিলেন না।”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর পরে সমস্ত হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।”

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, “আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “তবে তোর দোষ?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা না।”

“তবে কার দোষ?”

“আজ্ঞা মহারাজ--”

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় চারিদিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না।

তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে “দুর্গা” “দুর্গা” কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগন্তীর স্বরে কহিলেন, “উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই!” এমনি ভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের সে অপরাধ বসন্ত রায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্পূর্ণে রাখিয়াই ভর্ৎসনা করিতেছে। বসন্ত রায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, “বাবা প্রতাপ, উদয়ের হইতে কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, “দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছে কেন?”

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।”

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, “ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।” আর-একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য তাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, “বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।”

বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, “দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।” বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, “কেন, দাদামহাশয়?”

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, “ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি এক-রকম কাটাইয়া দিব।”

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না, তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই।

তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি বাঁচিব না।”

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ওই হাত বুলাইয়া দে।”

বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, “সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।” সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, “সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায়?”

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, “সে যম পারে, আর কেহ পারে না।”

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, ‘অমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।’

সুরমা আবার কহিল, “আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।”

সুরমা ওই কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাছ দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ওই বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।”

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।”

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গম্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী কহিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাঙারে ছোটো রত্নের মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, “আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।”

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন, ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই, পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।

আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,

(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।

খেলেতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,

হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,

নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল রে সোজা,

(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।”

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, “দেখো ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যিক। এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই, বিভার কান্না দেখিতে পারি না।” বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

“আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস নে আর মায়াডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকসি নে ভাই,
যেতে হবে তুরা করে।”

“ওই দেখো, ওই দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ্ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো--”

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সমালাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, “দাদা, ওই দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ওই দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ওই কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিসফিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।”

বসন্ত রায় দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া বন্ বন্ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, “এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো। বিভা--” কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, “আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।” বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। “তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-এক জন কার পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি-- তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?”

মঙ্গলা নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়। যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহে নহে স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, “সে মাগীর মরিবার জন্য বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।”

মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, “তোমার মতন রূপসীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতিনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ো, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।” বলিয়া এক শুকনো শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বলি রাজবাটীর খবর কী?”

মাতঙ্গিনী হাত উল্টাইয়া কহিল, “সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?”

মঙ্গলা কহিল, “ঠিক কথা। ঠিক কথা।”

মঙ্গলার যে এ-বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, “তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।” বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল, “তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।”

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, “তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাতেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।”

মঙ্গলা কহিল, “সত্যি নাকি ? বটে। কেন বলো দেখি ? তাই বলি, মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।”

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, “আসল কথা কী জান ? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মস্তুর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি-- না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।”

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামলাইতে পারিল না ; যদিও সে জানিত, আর খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল, “এখানে কোনো লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনি মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী ? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন ?”

“তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাঁটিয়া অনান্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ওই দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে ? তোমার যে আর হাসি ধরে না।”

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার যথার্থ কারণ রাজবাড়ীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথায় ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, “তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিযো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।” বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাতঙ্গ কহিল, “তা বেশ কথা।”

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন ?”

“সে কথায় কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে ‘তু’ বলিয়া ডাকিলেই আসেন।”

“আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাহার কাছেই থাকেন ?”

মঙ্গলা কহিল, “ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস ?”

“না ভাই, তাহা দেখি নাই।”

“আমাকে একবার রাজবাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।”

মাতঙ্গ কহিল, “কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?”

মঙ্গলা কহিল, “বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।”

মাতঙ্গ কহিল, “তা বেশ, আজ তবে আসি।” বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্তনহীন অবিচলিত পাষণ্ডরূদয় রাজবাড়ীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলি ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল।

তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুরমা তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া স্নেনহের স্বরে কহিল, “কী দেখিতেছিস বিভা ?” বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কে জানে ভাই।”

বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাড়ীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যে গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল ; তাহার-- চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে ? হয়তো রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহার না জানি কোথায়। বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সন্মুখেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধূমায়িত হইতেছে সে-বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয় ?

উদয়াদিত্য শুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্যবশত রাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কিনা, সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই।

সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে খণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে আনুযঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আর কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না।

সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে শখটিও বজয় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্যদশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্ণনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ-কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অপ্পে অপ্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, “আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?”

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।”

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয় নাই।

উদয়াদিত্যের ধীর গভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।” হাত জোড় করিয়া কহিলেন, “কিন্তু এমন কী অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে?”

আমি কী করিয়া দেখিব, আমার জন্য আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যিকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।”

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পরে আস্তে আস্তে কহিলেন, “তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।”

প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই ‘আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ারশরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন।

দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আস্পর্শা কাহার প্রাণে সয় !

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত कहিলেন। সুরমা कहিল, “সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহার সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায় ?”

উদয়াদিত্য कहিলেন, “বিশেষত রাজবাটা হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিয়ো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, যাহাতে এ-কাজটা সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।”

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া कहিল, “তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব।

আমার উপরে ভার দাও।” সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে, সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য যোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশৃঙ্খল দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশৃঙ্খল বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ-কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

যোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না कहিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া कहিল, “তুমি যদি যাও, তবে এ শাসনপুরীতে আমি কী করিব ?” সুরমা বিভার চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া कहিল, “আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্বস্ব এখানে রহিয়াছে।” সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন कहিল, “আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখানে হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।” শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলো তাঁহার মতে নিতান্ত দুর্জয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ।

এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া कहিলেন, “সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।” মহিষী कहিলেন, “তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে ?” প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া कहিলেন, “উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।”

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া कहিলেন, “বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।”

উদয়াদিত্য कहিলেন, “কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে ?”

মহিষী कहিলেন, “কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজাই জানেন।”

উদয়াদিত্য कहিলেন, “মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল ?

যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে ? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভর্ৎসনা সহিয়াছে, ‘দূর ছাই’ সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না !

তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা ? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে ? তাহা হইলে মা, আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।”

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, “কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা! ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।”

উদয়াদিত্য এ-কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, “মহারাজ রক্ষা করো। সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ওই সুরমা ওই ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।” বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।”

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, “পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই আমার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে-- সে রাজার ছেলে তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?”

সুরমা শিরিয়া উঠিয়া কহিল, “আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।”

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, “বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।” বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, “আর হইবে না।” আর আসিতে পাইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল, -- যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বৃকে বৃকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বৃক ফাটিয়া গেলেও একমুহূর্তের জন্যও একবিন্দু শ্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ। সুরমার বৃক ফাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাহার পা দুটি জড়াইয়া বৃকে চাপিয়া বৃক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই। তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে সুরমা?” সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, “ওই মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বলাইয়া দিবে, তুমি ওই দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?” সুরমা যে বলিল “কোথায়”, তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর-দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরও কত দূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয়, তখন আরও কতদূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও একমুহূর্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন--তখন ওই পা দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বৃকে চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকারলোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাতধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ড, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, খরখর করিয়া কাঁপে, গলিত লৌহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে।

তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে।

এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতো পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশ্যে সে নানা অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনও তো কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতো পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটা হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে, তখন তিনি ভাবিলেন সুরমাকে রাজবাটা হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই নিস্তন্ধ গভীর রাত্রে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিশ্রাম একয়েয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না।

কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরও কিছু দিন রাজবাটাতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারিদিকে অকূল পাথর দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো যে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারিদিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, “বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম”, বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাক্ষ হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যয়ে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন, নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, “বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্ আর বিলম্ব নাই!” উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, “এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!” বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল।

উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে।

উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, “সুরমা!” সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, “কী নাথ!” উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “কী হইয়াছে সুরমা?” সুরমা কহিল, “বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।” বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “সুরমা, সুরমা, তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?”

সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বলাইয়া গেল, রাজবাটাতে পূজার শাঁখ-ঘন্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, “একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।”

ক্রমে রাজবাটাতে রাত্রি হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, “সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?” সুরমা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া কহিলেন, “মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?” তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন “শেষ হইয়া গেছে!” “দাদা, কী হইল গো” বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই ? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন ? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে ! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ-- ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল--

সে-ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারিদিকে দেখিতেন, দেখিতেন-- কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন ; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন-- আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে--

- মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে ?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু চারিদিকে দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন-- কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন ; আজকাল আর সে-সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব-- সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী স্নানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, “বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল ? তোকে এখন শৃশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস ? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল ?” বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় ? পিতৃভবনে কি আর তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে-- সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী ? কিন্তু তাহাকে লইতে এ-পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না ! কেন আসিল না ?

বিভাকে শৃশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “বিভাকে শৃশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত।

আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যিক দেখি না।”

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায় ?

বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষি করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, বিভাকে শৃশুরবাড়ি পাঠাও।” মহারাজ রাগ করিলেন, কহিলেন “ওই এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।” মহিষী কহিলেন, “মেয়ে অধিক দিন শৃশুরবাড়ি না গেল দশজনে কী বলবে ?” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলিবে ?”

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজ এক-এক সময় কী যে করেন তাহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

একবার যশোহরে তাঁহার শশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারী এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিয়াছিলেন-- অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েক জন বালক মাটির টিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীরা দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতো পায় ও তাহা লইয়া আপনা-আপনি মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে-কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন, কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, “বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!”

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, “দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।”

মন্ত্রী কহিতেছেন, “বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।”

দেওয়ান কহিতেছেন, “বেটা, জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্ণীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করিতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাঁহাকে টিকা পরাইয়া দেন।”

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, “বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা তো দুই পুরুষে রাজা!

প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জেঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জেঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাত-সাপ চিনি না?” রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সম্ভট হইয়া সহাস্যবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তৃণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটা করিতে দৌর্দণ্ডপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, “আচ্ছা যা, এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।”

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, “আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন।

রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত!”

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, “বটে!”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, শুনিতো পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহরনিদ্রা নাই।”

রাজা কহিলেন, “সত্য নাকি।” বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, “আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর!”

রমাই কহিল, “তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়াছেন, সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী!”

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার

কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি এক জন লঘুহৃদয়, সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎসংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিব্যাত্রি শত শত স্মৃতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন, উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্যপরিহাসের ত্রুটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনও বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন-- কিন্তু যখন সেই রাতে প্রথম নিন্দ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয়্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্য একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধনির্মীলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস, সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহার ত্যা-কাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল।

ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে- কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে! সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রেত্রণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে! তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল? শৃশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কি? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাকে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধ্য দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জেড়হাতে কহিল, “মহারাজ।”

রাজা কহিলেন, “কী রামমোহন।”

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।

রাজা কহিলেন, “সে কী কথা!”

রামমোহন কহিল, “আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না।

অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে।

আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।”

রাজা কহিলেন, “রামমোহন তুমি পাগল হইয়াছ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি?”

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপরাধ করিয়াছেন?”

রাজা কহিলেন, “বল কী রামমোহন। প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?”

রামমোহন কহিল, “কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার-- আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?”

রাজা কহিলেন, “প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?”

রামমোহন কহিল, “মান রক্ষা ? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে ?” রাজা কহিলেন, “যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয় ?”

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, “কী বলিলেন মহারাজ ? যদি না দেয় ? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না ? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে ? যতবড়ো প্রতাপাদিত্য হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে ?” বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, “রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু-- দেখো, এ-কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রী কানে যেন এ-কথা না উঠে।”

রামমোহন কহিল, “যে আজ্ঞা মহারাজ।” বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে-- কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা জেগায় না। দুইজনে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চূপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, “দাদা, সে কোথায় গেল ?”

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, “আয় বিভা একটা গল্প বলি শোন।”

বর্ষার দিন খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন বুপ বুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চূপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, “সুরমা নাই--সে নাই।” মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, “সুরমা কোথায় !” বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, “দাদা।” দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, “দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাওসে।” উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, “দাদা উঠ, রাত হইল।” উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না।

উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন !

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বেকার সাহস নাই। বিপদকে তৃণগ্জন করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশু প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিক দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন।

ভৃত্য আসিয়া কহিল, “যুবরাজ, অশু প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে ?” যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, “কোথাও না। তুমি অশু লইয়া যাও।”

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন, রাজকর্মচারী এক প্রজাকে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “দোহাই যুবরাজ”। যুবরাজ তাহার যত্নগণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে! তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনে, তখনই মনে করেন, “আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।” তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনও যদি প্রতাপাদিত্য ক্রকুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনও তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রূপা এই দুয়ের জেরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সা সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রূপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখে, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?” সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, “বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।” সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলো কিছু মাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনারারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন। আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে ঘেঁষিয়া কহিল--

“ভিক্ষা যদি দিবে রাই,

আমার) সোনা রূপায় কাজ নাই,

(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,

মান রতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান রতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা রূপা পাইলে কাজে লাগে।”

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, “তা তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?”

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, “নাঃ-- আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।”

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, “তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না।” জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলা এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উথলিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দঙ্গাহঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর-সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আঙুটে আঙুটে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল।

সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অনুরাগ সহসা উথলিয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘোঁষিয়া প্রীতিভরে কহিল, “তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ !”

রুক্মিণী কহিল, “মর্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন !”

সীতারাম কহিল, “তাহা কেমন করিয়া হইবে ? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া !”

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, “না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া !”

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, “দূর মূর্খ !”

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, “মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ !” সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জেগাইয়াছে।

আবার কহিল, “আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো !”

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, “বলো প্রাণ !”

সীতারাম কহিল, “প্রাণ !”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়ে !”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়ে !”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়তমে !”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়তমে !”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রাণপ্রিয়ে !”

সীতারাম কহিল, “প্রাণপ্রিয়ে। আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে ?”

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, “যাও, যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে ?”

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “না না, সে কি হয় ? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম ?

আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না ? ছি প্রিয়তমে !”

সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, “আমার ভাই অত ফন্দী আসে না, এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না।”

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে।

বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে।

বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া “কাকা” “কাকা” বলিয়া সে তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

উদয়াদিত্য তাহাকে বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা, কাকীমা কোথায় ?”

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “একবার তাহাকে ডাক্ না।” মেয়েটি “কাকীমা” “কাকীমা” করিয়া ডাকিতে লাগিল।

উদয়াদিত্যের মনে হইল, ওই যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ওই যেন কে বলিয়া উঠিল, “এই যাই রে।” যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুক তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল ? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়দুড় করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, “সুরমা কি ?”

পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, “কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।”

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া “কাকা” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, “বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?”

উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, “আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?”

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেঁটন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল-- সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন

মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতোছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, “তোমার কী চাই?”

রুক্মিণী কহিল, “আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ওই বাতায়নে বসিয়া তোমার বুক মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো?”

যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না!”

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও বিছানায় বসিয়ে না, বসিয়ে না।”

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, “কেন বসিব না?”

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, “না, ও বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।”

রুক্মিণী কহিল, “আচ্ছা তোমার আঙুলের ওই আংটিটা দাও।”

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, “কোথায়, সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দন্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে, ভাগবত তাহাই।

পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, কেমন আছ হে?”

ভাগবত কহিল, “ভালো না।”

সীতারাম কহিল, “কেন বলো দেখি?”

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, “বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।”

সীতারাম কহিল, “বটে? তা কেমন করিয়া হইল?”

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুস্ত হইয়া কহিল, “কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি? আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।”

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, “না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন?”

ভাগবত কহিল, “ধার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কী দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।”

সীতারাম সগর্বে কহিল, “তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।”

ভাগবত কহিল, “বটে ? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই।”

সীতারাম কহিল, “সেজন্যে দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, “দাদা, রাজার অন্যায বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।”

ভাগবত কহিল, “কই তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না।” সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, “না ভাই, কথার কথা বলিতেছি ! আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।”

ভাগবত কহিল, “তা রাজা যদি অন্যায বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।”

সীতারাম করিল, “আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।”

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, “ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই ? তুমি বড়ো-মানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।”

সীতারাম কহিল, “রাগ কর কেন দাদা ? কথাটা মন দিয়া শোনোই না কেন ?” বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার আছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।”

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, “কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।”

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “কেমন দাদা, বলি নাই।”

ভাগবত কহিল, “আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।”

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমতো কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল।

নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশুরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, “উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।” ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বীর রাজবাড়িতে চাকরি হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শব্দ সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ-সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই।

বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিভা কাঁদিয়া, বিভা আকুল হইয়া কহিল, “আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে ? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি ?” কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, “আমি কী অপরাধ করিয়াছি ?” দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুক লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার করিয়া কহিল, “আমি কী করিয়াছি ? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব ? বুক ফাটিয়া ছটফট করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।” এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বড়োয়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া “মা গো জয় হোক” বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, “মোহন, তুই এলি !”

“হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।”

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না-- বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শনিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “কেন মা, তোমার মুখখানি এমন মলিন কেন ?

তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।”

বিভা স্তান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল-- শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না।

বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, “এতদিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল ?”

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, “এ কী অলক্ষণ। মা লক্ষ্মী, তুমি হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভদিনে চোখের জল মোছো।”

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহ্বার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল। কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এবিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বলিয়া কী একটা ভাবিতেছিল।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, “বিভা, তবে তুই চলিলি ? তা ভালোই হইল।

তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক।”

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, “কেন কাঁদিতেছিস ? এখানে তোর কী সুখ ছিল বিভা, চারি দিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি-- তুই বাঁচিলি।”

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, “যাইতেছিস ? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস নে। এক-একবার মনে করিল, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।”

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, “এখন আমি যাইতে পারিব না।”

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, “সে কী কথা মা।”

বিভা কহিল, “না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না।

আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব ? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।

এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে ?” বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয়

দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, “না মা, আমি পারিব না।”

মহিষী রোষে বিরজিতে কাঁদিয়া কহিলেন, “এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।” তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন।

মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, “তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে ?”

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথায় থাকিব না।”

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাশাস রামমোহন আসিয়া স্তানমুখে কহিল, “মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব।”

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, “তবে বিদায় হই মা।” বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, “মোহন।”

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “কী মা ?”

বিভা কহিল, “মহারাজকে বলিযো, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।”

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, “যে আজ্ঞা।”

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষণ্ডভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। স্নান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়; যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে, “বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন?” বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়, প্রতাপাদিত্য আশ্চর্য হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও-কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ-কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারটি খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শৃঙ্গুরের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গৌয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনোপ্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কী হইল, রামমোহন?”

রামমোহন কহিল, “সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।”

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আনিতে পারিলি না?”

রামমোহন। আজ্ঞা না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম।

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ--”

রামমোহন কপালে হাত দিয়া স্নানমুখে কহিল, “মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।”

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে কখনো হয় নাই।”

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, “ও-কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।”

রাজা কহিলেন, “তবে হইল না কেন?”

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, শীঘ্র বল!”

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, “মহারাজ--”

রাজা কহিলেন, “কী বল!”

রামমোহন। মহারাজ, মা-ঠাকরুন আসিতে চাহিলেন না।” বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সম্ভানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ-- “মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।” কী জানি কী মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বটে !” অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

“আসিতে চাহিলেন না, বটে ! বটে, তুই বেরো, বেরো, আমার সম্মুখ হইতে এখনই বেরো।”

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কী করিয়া ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল, “আমাদের মহারাজার অপমান !” অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে ? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই এই কথা লইয়া রমাই আর-একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

এক দিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, “মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।”

রমাই ভাঁড় কহিল, “আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।”

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ রমাই।” রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সন্ত্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সন্ত্রম কাহাকে বলে ও কী করিয়া সন্ত্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, “মন্ত্রীমহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।”

রমাই ভাঁড় কহিল, “এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে তুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।” বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, “বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একখাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রস্তা পাঠাইয়া দিবেন।”

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখের চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল।

ফর্নাণ্ডিজ অলঙ্কিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, “মিষ্টান্নমিতরে- জনাঃ-- যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে তো যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।”

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাধ হইয়া চাহিল, এমন কি, একজন অমাত্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়। রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে ?” দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে ; তাহা প্রসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তন্ধ রাত্রি দৈবাৎ দুইএকজন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্বদিক হইতে কারাগারের হৃৎস্পন্দন-ধ্বনির মতো প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শোনা যাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে-রাত্রি উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানালার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারিদিকে দাসদাসী, চারিদিকেই পিসি মাসি, কথায় কথায় “কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত” জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রুবিন্দুর হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসের বিজৃত ভাষা ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই। ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিজৃত নিস্তন্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরা, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আঁধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হইতে শান্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারে সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারি দিকে কিছুই নাই।

আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপর কত কী রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বলিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্নিমেয। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলো হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়িয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তন্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, “কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।”

বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগ্দিগন্তশূন্য মহাঅন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারি দিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হু হু। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদযাদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল উদযাদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদযাদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখির গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পাথেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই-একটি রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁখ-ঘন্টার শব্দ উঠিল। উদযাদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “এ কী বিভা, এত সকালে যে?” ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, “এ কী, আমি কোথায়?”

মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “আঃ !

বিভা, তুই আসিয়াছিস? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।”

বিভা উদযাদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, “দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?” বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদযাদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, “খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো আকাশে প্রাণের সাথে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারি দিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে এক দিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে,

আমি স্বভাবতই স্বাধীন ; কোনো রাজা-মহারাজ আমাকে বন্দী করিতে পারে না । আর ওইকানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার ।”

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল । বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল । সেদিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারাগারবিশেষের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই । বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল । জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে ।

বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল । তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল । বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল । হৃদয়ে সে বল পাইল । এতদিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল । নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না ; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিতে, কিন্তু বিশ্বাস করিত পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে । আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল । আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণ-কিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল ।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল । গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত । বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত । একটা টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত । ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন ।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতর একটি কষ্ট জাগিয়া আছে । তিনি তো ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন ? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন, “তুই যা বিভা ।” কিন্তু বিভা উষার বাতাস লইয়া উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, “বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না ।” প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব । কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না । অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন । বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, “বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে ।

তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না । প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে । বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা । আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে । তুই শুষুরবাড়ি যা । মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব ।”

বিভা চুপ করিয়া রহিল ।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল । উদয়াদিত্য বুঝিলেন, “আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব ।”

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন। আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল।

সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না।

রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।” রামমোহন জোড়হস্তে কহিল, “আজ্ঞা না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।” রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। একদিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর-একদিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন।

মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্মায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন-- কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে সুকুমার বিভা বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকূল পাথার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, “মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “কেন বলো দেখি?”

মহিষী কহিলেন, “নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে তবে বিভাকে তো এক সময়ে শূশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।”

প্রতাপাদিত্য। “সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?”

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, “ওই তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়--”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হইবে আর কী?”

মহিষী। “এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।” বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে-- তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে!”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।”

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, “মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কী হইবে। আমার পাষণ্ড প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যন্ত্রণা দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে-- আমার বাছাকে-- রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ।

সে আমার কাহারও কোনো অপরাধ করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকার্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন, তাহার দোষ কী।” বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “ও-কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে-কথা হইতেছিল তাহাই বলো না।”

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “আমারই পোড়া কপাল! বলি আর কী? বলিলে কি তুমি কিছু শোন? একবার বিভার মুখপানে চাও, মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না-- সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই তো সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি। কহিল, “সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বলাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপর ঘবিব, তোর মুখে চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।”

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেঘনে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ ভূয়ুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষু তারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্থূল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, জ্বা ড় তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাঙ্গস্বহীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক হইল, কুঞ্চিত জ্র প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, “বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে-- যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।”

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন--

আমিই শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি

আমার বঁলে ছিল যারা

আর তো তারা দেয় না সাড়া,

কোথায় তারা, কোথায় তারা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।

বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,

আমার কিছু রাখলি নে রে?

আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত, তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ওই তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হয়-- এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিতেছে-- আমিই শুধু রইনু বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব, এসো এসো।” অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তমস্ত হইয়া কহিলেন, “সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভালো আছে তো?”

খাঁ সাহেব। “মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে-- রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে স্মান হইয়া যাই!-- মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।”

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?”

খাঁ সাহেব। “মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনায় না।” বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমার গান শুনিবে সাহেব ?

আমি শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে,

রইল যা তা কেবল ফাঁকি।”

খাঁ সাহেব। “আপনি আর সে সেতার বাজান কই ? আপনার সে সেতার কোথায় ?”

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “সে সেতার যে নাই, তাহা নয়। সেতার আছে শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।” বলিয়া আশ্রমবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব, একটা গান গাও না-- একটা গান গাও ;

গাও, তাজবে তাজ নওবে নও।”

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন,

তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন--

তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল,

অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম “মহারাজের জয়

হউক” বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া

তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “আরে সীতারাম যে ! ভালো আছিস তো ? দাদা কেমন আছে ? দিদি কোথায় ? খবর ভালো তো ?”

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, “একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।” বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে- কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটয়াছিল, সে- কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার ঋ উর্ধ্বে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল-- নির্নিমেঘ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “অঁয়া ?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।”

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, “সীতারাম !”

সীতারাম। “মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহা হইলে দাদা এখন কোথায় ?”

সীতারাম। “আজ্ঞা, তিনি কারাগারে।”

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ-কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, “সীতারাম !”

সীতারাম। “আজ্ঞা মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে ?”

সীতারাম। “কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।”

বসন্ত রায়। “তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ?”

সীতারাম। “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না ?”

সীতারাম। “আজ্ঞা না।”

বসন্ত রায়। “সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে ?”

বসন্ত রায় এ-কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই-- আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই-- সে উত্তর করিল, “হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ-- খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার

পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা ?” আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা ?” যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে, ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা ?” তাই তিনি অতি একগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না ; তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেইসব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে।

সে এক কী উৎসবে দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান শুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা-- সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে-ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিত-- সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন ? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়-- দাদামহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনই কাঁদিয়া উঠিবে।

বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন-- দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিকে দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুকফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, ঘরে কি কেহই নাই ?” বিভা কাঁদিয়া কহিল, “না দাদামশায়, কেহই নাই।”

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, “আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই।”

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাছিয়া উঠিলেন, আমি শুধু রইনু বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও-- সে তোমার কী করিয়াছে ? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমার কাছে অপরাধ করে তবে তাহাকে এই বুড়োর কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই-- আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাকে দেখিতে হইবে না-- সে আমার কাছে থাকিবে !”

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া চূপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, “খুড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ-বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন-- অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।”

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই ! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না ? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি ? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, একদিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি ? প্রতাপ, বল দেখি, আমি তোর কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি ? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী-- তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্মেনহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি-- তাও দিবি না ?”

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষণমূর্তির ন্যায় বিসয়া রহিলেন।

বসন্ত রায় আবার কহিলেন, “তবে আমার কথা শুনবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না ? কথায় উত্তর দিবি নে প্রতাপ ?”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে এই অনুমতি দাও।”

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্মেনহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরও বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্ত রায় নিতান্ত স্তানমুখে অস্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, আমার ঘরে এস।” বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, এস, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।” বসন্ত রায় কহিলেন, “দিদি সে পাকাচুল কি আর আছে ? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।”

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল।

অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, “আয় বিভা আয় ; গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল। এখন আরএকটা মাথার অনুসন্ধান কর, আমি জবাব দিলাম।” বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, “রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।”

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কাঁরাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, “মা, আয়ুস্মতী হও।”

মহিষী কহিলেন, “কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।”

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “রাম, রাম। ও-কথা মুখে আনিতে নাই।”

মহিষী কহিলেন, “আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্মায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।”

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, “বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না,

কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।”

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

“এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।” বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার কিসের সুখ আছে? উদয়-- বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ-- সে যেন রাজার মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনায় সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।” মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ওই কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।

চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা!”

মহিষী কহিলেন, “মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না, বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শশুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিও না!”

মহিষী কহিলেন, “আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন। বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।”

বসন্ত রায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন, “বাড়িতে রাত্রি করিয়া যাও যে, বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।”

উনত্রিশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী সীতারাম, কী খবর?”

সীতারাম কহিল, “সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “কেন, কোথায় সীতারাম?”

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল। বসন্ত রায় চম্ভু বিস্ময়িত করিয়া কহিলেন, “সত্য নাকি?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “এখনই যাইতে হইবে নাকি?”

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?

সীতারাম। আজ্ঞা না, আর সময় নাই।

বসন্ত রায়। কোথায় যাইতে হইবে?

সীতারাম। আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?”

সীতারাম। আঞ্জা না মহারাজ। দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বসন্ত রায়। তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তবে কাজ নাই-- কাজ নাই।” উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, “একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না।?”

সীতারাম। না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।

“দুর্গা বলো” বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কণ্ঠের কারণ হইত। সন্ধ্যার পরে বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক এক বার দীপনিবো-নিবো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল-- দীপ নিবিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল।

আজ বিভা কিছু দেরি করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ স্মান দেখিয়াছিলেন ; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অক্ষকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেনহের প্রতিমা বিভার স্মান মুখখানি ভাবিতেছিলেন। সেই অক্ষকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, “বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষণ্ণ অক্ষকার মূর্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা তাহার সংসার-পথের কন্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন বিভা আসিবে--বিকাল হইল, সন্ধ্যা হইল-- রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না।-- তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।” উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা হা হা করিতে লাগিল-- তাঁহার কল্পনারাজ্যের চারিদিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেনহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কন্টক বলিয়া দেখিবে সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, “আমি কী ভয়ানক স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি, কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।” বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে সে বল চলিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছে-- মরণাপন্ন মঞ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাঙ্গালিক মূর্তিকে আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছে।

এমন সময়ে বহির্দেশে সহসা “আগুন-- আগুন” বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল।

উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল, বাহিরে শত শত কণ্ঠরোল একত্রে উঠিল, সহসা নানা কণ্ঠে নানাবিধ চীৎকার সহিত আকাশে শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল-- তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অক্ষকার গৃহে প্রবেশ করিল-- তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও?”

সে উত্তর করিল, “আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কেন?”

সীতারাম কহিল, “যুবরাজ, কারণেই আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।” বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া-- প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেকদিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন-- মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অক্ষকার রাত্রি, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিশ্চিন্ত, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী করিব, কোথায় যাইব?” অনেকদিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই-- আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী করিব? কোথায় যাইব?” সীতারাম কহিল, “আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।”

এদিকে আশুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারা ই প্রথমে আশুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কালাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল--সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল, সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত-পা আছড়াইতে লাগিল।

উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-এক জন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াবন্ধ পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শাস্তভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাত্মে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আশুন নেবে না-- কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আশুন নিবিলে পর তাহারা ই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সে কী একটা বলিতে চায় কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, “যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।” বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, “পোড়ামুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই?”

কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।” “ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?” বলিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল। যাহারা ঘরে আশুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটো জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুলগুলো ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহিষ্ণিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

ত্রিশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “দাদা আসিয়াছিস?” উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন--সেই চিরপরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে যে স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কালাগারে গভীর রাতে বিনীদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন-- সেই স্বর। বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয়ে সেইখানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়।” বসন্ত রায় কহিলেন, “কী দাদা।” আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, “দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কী অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?” কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, “যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।” যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, “কেন, নৌকায় কেন?”

সীতারাম কহিল, “নহিলে এখনই আবার প্রহরীরা আসিবে।”

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি।

এ যে পাষণ্ড-হৃদয়ের দেশ-- এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।” বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, “না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।” বসন্ত রায় কহিলেন, “কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি যাই-- একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গো, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।”

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “দাদা, আমার কথা শোন-- সেখানে যাস নে, সে-চেপ্টা করা নিষ্ফল।”
 উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তবে যাই। আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।”
 বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “কেমন যাইবি বা দেখি। আমি যাইতে দিব না।”
 উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?”
 বসন্ত রায় কহিলেন, “দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সেকি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?” বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।
 তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তবে চলো চলো দাদামহাশয়।” সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।”
 সীতারাম কহিল, “নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।”
 উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, “মা, আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা-- আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।” বিভাকে লিখিলেন, “চিরায়ুশ্রমতীষু-- তোমাকে আর কী লিখিব-- তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো-- স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।” লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন-- এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে।
 সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল, “ওই রে-- সেই ডাকনী আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রুকিমণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদ্গার করিতেছে-- তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতুষ্ট প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সন্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আশুনি নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে-- একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল-- সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুকিমণীকে ছাড়াইয়া লইল।
 আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে ছল ফুটাইতে থাকে, তেমনই সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, “কিছুই হইল না, কিছুই হইল না-- এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।” সেই অন্ধকার রাত্রি এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত মধ্যে বিদ্যুৎসদৃশে রুকিমণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল-- কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজিয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় জ্ঞান হইয়া গিয়াছেন-- বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল।
 সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, “যাত্রার সময় কী অমঙ্গল।”

একত্রিশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।
 উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষরূপে নিবেদন করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।
 তখন আশুনি আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।
 এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভৃত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীর্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আশুনি ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আশুনি নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আশুনি নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আশুনি নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে,

জল আনিতে গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আশুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আশুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চৌকাঠ কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আশুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে কোনো সূত্রে আশুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সূতরাং সেদিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আশুন বেশ রীতিমতো ধরিয়াছে। কতকগুলো হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনো প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরিশালার আশুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “ও কী রে!” একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে, যুবরাজের ঘরে আশুন ধরিয়াছে!” প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল!” তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তো তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।” যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে-- চারিদিকে আশুন-- ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থিখর করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আশুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটিরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শৌখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। মঙ্গলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ঢের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর একজন লইবে-- তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুতেই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল-- কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হুটচিণ্ডে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ কহিল। ঘোরতর অন্ধকার-- কিছুই দেখা যাইতেছে না।

একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্দূকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা হুম্ হুম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে।

কাহার যেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে-- আঙুে আঙুে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনীদ্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক ঠক করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে।

সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে, পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে-- ঘরে আর কিছু নাই-- কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী, সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাহাকে শ্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না-- ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পারিল না। সীতারাম নিতান্ত ভীরা ছিল না, অস্পক্ষ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, “তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি!” রুক্মিণী কটমট করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল-- তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক ধুক করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, “বটে। তোদের এখনও সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!” উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, “যমের দুয়ার হইতে

ফিরিয়া আসিলাম। আগে তোকে আর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব-- তার পরে যমের সাথ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই।”

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল, “মাইরি ভাই, ওইজন্যই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয়, ভালো বুঝতে পারি না। বল্ তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?”

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল-- সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, “একটু রোসো; তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি।” বলিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁটির অনুেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল-- সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তুত উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বাঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল।

রুক্মিণী বাঁটিহস্তে শূন্যগৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে-- তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণশাণিত হাস্য নাই, বিদ্যুৎস্বী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই-- রাজবাটীর যে-সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত বগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে বাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুঘলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আশুনও ক্রমে নিবিয়া গেল, যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আশুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দক্ষ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল।

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “খুড়া কোথায়?” রাজবাটা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল, “যখন আশুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারণগারে ছিলেন।” কেহ কহিল, “না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” প্রতাপাদিত্য এইরূপ যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কী চাও?” সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “আমি আর কিছু চাই না-- তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!” এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, “চুপ কর মিন্‌সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমারা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যাহা যাহা ঘটয়াছে সমস্ত বলো।”

রুক্মিণী কহিল, “বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে।”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘরে কে আশুন দিয়াছে জান?”

রুক্মিণী কহিল, “আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।”

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে?” রুক্মিণী কহিল, “সে-কথায় কাজ কী গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া, উহারা এ-কাজ করিবে না।”

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন, “মহারাজ।”

মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন সংবাদ পাইলেন।

নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?” তাহারা কহিল, “সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।”

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন।

প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।”

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন, “আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।”

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশুস্ত হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সম্ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্য মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রত্ন করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শৃঙ্গুরবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আত্মদ্বন্দ্ব ধরে না।

রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্য শাস্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত ‘তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?’ উল্টিয়া পাল্টিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুতর তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুক মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন-- তখন তাহার চক্ষু সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল।

তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাছ জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রসারিত, নির্মল হইয়া গেল। সে

এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো স্নেনহের মেয়েটির মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহকার্যে সাহায্য করে।

আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিস্তন্ধ বিষণ্ণ ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে-- এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহার সর্বাস্ত্রে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশুদ্ধভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেনহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু এক তিল মলিন করিবেন। এইজন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্যমুখে অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শৃঙ্খলায় পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছু দিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা। একবার তিনি মার্জনা করিয়াছেন, আবার--। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, “মা!” ওই কথাতাই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “কী বাছা!” বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, “মা, তুমি আমাকে কবে পাঠাইবি মা?” বলিতে বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় পাঠাইবি বিভা?” বিভা মিনতিস্বরে কহিল, “বলো না মা!” মহিষী কহিলেন, “আর কিছুদিন সবুর করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইবি!” বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জল আসিল।

ত্রয়স্বিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পরে উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, “দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই। প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ-কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।

মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম

জোর করে রাখিব ধরে।

শূন্য করে হৃদয়-পূরী প্রাণ যদি করিলে চুরি

তুমিই তবে থাকো সেথায়

শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বারবার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন, “কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?” উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, “দাদা, তোকে আর সে পাষাণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।”

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল।

অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সংকীর্ণপ্রসর পাষাণময় চারিটি কারাভিষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেনহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাস্ত্রে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তম্ভতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর

আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, “মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে” বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, “প্রণাম করো?” তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, “এখান হইতে যশোর যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।” শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।” বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন-- একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন বায়ুহীন, বন্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব--এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব-- মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ।

সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন-- যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।” উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, “না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?” বসন্ত রায় অন্যদিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, “তা নয় তো আর কী। কতদিন আর বাঁচিব বল, বুড়া হইয়াছি।” গত রাত্রে দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, “কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই।”

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন।

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদামহাশয়।”

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, “কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়া তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা।”

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, “দাদা, কোথায় যাস?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “একটু বেড়াইয়া আসি।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “আজ নাই-বা গেলি।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কেন দাদামহাশয়?”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক ভাই।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি অধিক দূর যাইব না দাদামহাশয়, এখনই ফিরিয়া আসিব।” বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, “মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?”

যুবরাজ কহিলেন, “না, আবশ্যিক নাই।”

প্রহরী কহিল, “মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই।”

যুবরাজ কহিলেন, “অস্মের প্রয়োজন কী ?”

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই-- পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে কোথাও ঘরবাড়ি না বাঁধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে কাটিবে ? তাহার পর মনে পড়িল--বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে ? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে সুখী হইয়াছে ? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট খেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে--যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে।

যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল-- সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন।

বসন্ত রায় যখন শনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখ করিয়া বলিবেন, ‘অ্যা, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল !’ সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “এই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ--এইখানে !”

দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, “আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এইদিকে তাকাও ! একবার এইদিকে তাকাও !” যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, “দূর হ মাগী !” সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, “এ-সব কে করিয়াছে ? আমি করিয়াছি।

এ-সব কে করিয়াছে ? আমি করিয়াছি। এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে ? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি-- !” যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর ?”

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, “জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী আদেশ !”

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, “ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী ? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

তবে আর বিলম্ব প্রয়োজন কী ? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।” মুক্তিয়ার খাঁ হাত জোড় করিয়া কহিল, “এখনই ফিরিতে পারিব না।” যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, “কেন ?” মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।”

যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, “কী আদেশ !”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।”

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ দিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের-- আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী ! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো-- আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিও না।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ ! তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিও।”

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব ? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।”

মুক্তিয়ার নিরন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন,

“মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরাপরাধ পুণ্যাত্মকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।”

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্র তাহা বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।”

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি ঘরে ফিরিয়া যাই।

তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিয়ো।”

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁষিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।”

বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের প্রান্তে গিয়া সে সুর মলাইয়া গেল। সৈন্যেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল।

উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।” এক জন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল-- শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, “কে গা।” উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, “যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।” দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আঙ্কি করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ ঘন্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাড়ীতে কোনো কোলাহল নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আঙ্কি করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিয়ো না। আমি এখনই আঙ্কি সারিয়া আসিতেছি।”

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আঙ্কি সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া

মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, ভালো আছ তো?”

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, “হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “আহারাদি হইয়াছে?”

মুক্তিয়ার। আজ হাঁ

বসন্ত রায়। আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

মুক্তিয়ার কহিল, “আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।”

বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?”

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নাই?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজের একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী আদেশ? এখনই বলো।”

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি প্রতাপের লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ।”

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ মহারাজ।”

তখন বসন্ত রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।”

কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, “প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম-- এই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?”

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে আধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা কহিলেন, “দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।”
 বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?”
 মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, “না জনাব, হুকুম নাই।”
 বসন্ত রায় সশ্রুতনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, “একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!”
 মুক্তিয়ার কহিল, “আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।”
 বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।”
 মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, “মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন--আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।”
 বসন্ত রায় কহিলেন, “না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?” বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন কহিলেন, “প্রতাপকে বলিও, আমি আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ-- দেখিও অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।”
 বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুঁজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ট হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, “সাহেব এইবার।”
 মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, “আবদুল।” আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষণ্মূর্তির ন্যায় স্থির-- তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই-- কেবলই ভাবিতেছিলেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল-- দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে-- যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উবার বাতাস বহিল, পূর্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া ছ ছ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল-- হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল-- তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন?” যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন, অনেকক্ষণ স্তম্ভভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, “ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্য কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজে বাধা দেয়-- নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীরা, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল-- আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় হইলাম।”
 উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল-- তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।
 প্রতাপাদিত্য গভীর স্বরে কহিলেন, “কোন শাস্তি তোমার উপযুক্ত?”
 উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, “আপনি যাহা আদেশ করেন।”
 প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।”
 উদয়াদিত্য কহিলেন, “না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।”

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, “তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কী করিয়া জানিব ?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব-- আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।”

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তুমি তবে কী চাও ?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা-- আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।”

সেইদিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, “মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি-- যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।” বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারানী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, “বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।”

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, “বাহা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব ? রাজ্যসংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে ? তোর পিতা পাষণ্ড বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।” মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্র কহিলেন, “মা তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিত হও মা, আমি বিশেষশুরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।”

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, “বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।”

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদামহাশয় কেমন আছেন ?”

“দাদামহাশয় ভালো আছেন।” বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অস্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, “বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে।”

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন ?”

মহিষী কহিলেন, “কী জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে ?”

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, “বাহা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তবে আর বিভা বাঁচিবে না।”

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনও শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, “বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।” রাজবাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রক্তভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল-- জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ-বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে যড়যন্ত্র, যথেষ্টচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনাস্তুরের মধ্য হইতে কিরণের ছটা উর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, “জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।”

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন।

বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে চোখে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশুস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল শ্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে-- বিভা ছোটো পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্রুত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদু স্বরে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া, লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, “আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।” সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটা উৎসব পড়িয়াছে।

একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাদের নৌকা গা?” নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, “কে ও? রামমোহন যে? আরে, এস এস।” রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “মোহন।”

রামমোহন। মা।

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া স্তানমুখে কহিল, “মা তুমি আসিলে?”

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, “হাঁ, মোহন। মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?”

রামমোহন কহিল, “না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক, আর-একদিন লইয়া যাইব।”

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, “কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।”

রামমোহন কহিল, “আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে-- আজ থাক মা।”

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, “সত্য করিয়া বল মোহন, কী হইয়াছে?”

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, “মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।”

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল। রামমোহন কহিতে লাগিল, “মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা ?

তখন তুই নিষ্ঠুর পাষণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা ? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না !”

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া ত্বর্ভূত হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, “মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন-- আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে ?”

মোহন কহিল, “বিলম্ব হইয়াছে বই কি !”

বিভা অধীর হইয়া কহিল, “আর কি মার্জনা করিবেন না ?”

মোহন কহিল, “মার্জনা আর করিলেন কই !”

বিভা কহিল, “মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।” বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, “আজ থাক্ না, মা !”

বিভা কহিল, “না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।”

রামমোহন কহিল, “যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।”

বিভা কহিল, “না মোহন এখনই একবার যাই।”

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, “তবে একখানি শিবিকা আনাই।”

বিভা কহিল, “শিবিকা কেন ? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় কাজ কী ?”

রামমোহন কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।”

বিভা কাতর স্বরে কহিল, “মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।”

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, “আচ্ছা মা, তাহাই হউক।”

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল, “এ কী মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও !”

রামমোহন কহিল, “এ তো মায়ের রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।”

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

শেষ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকোচে মারিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্ত যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে।

চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি-- কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্যন্ত, চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্যন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহূর্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারিদিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল।

রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে ফর্নাগুজ ছিল, যে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাসদাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুই ?

ভিখারিনী ? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস ?”

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আপনার মহিষী-- যশোহরের রাজকুমারী।”

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, “কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?”

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস!”

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম। তোমার মহিষীকে--আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল-- উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া যোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।”

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, “কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।”

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, “মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।”

বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, “আয় মা, আয়। এখন হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়। আর একমুহূর্তও এখানে থাকা নয়।” বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে থাকিল।

রামমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে--“বউঠাকুরাণীর হাট”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজসি

১৮৮৭

f̄bj f̄il ̄p̄Rc

i ̄k̄en̄l̄ē j̄īc̄ē I f̄j̄b̄ē I Ōj̄v ̄N̄j̄āf̄ ec̄l̄ē ā īNu; f̄ēhn L̄il̄u; ̄Rz īc̄ēf̄j̄il j̄q̄il̄īS; ̄N̄j̄h̄j̄j̄ZL̄ē HL̄ice N̄ōj̄ L̄j̄m̄l̄ f̄ī j̄ē ā ōe;e L̄il̄ ē ā B̄ip̄u; ̄Re, p̄Ā a;̄q̄il̄ ī j̄c̄ er̄c̄el̄jūJ B̄ip̄u; ̄হনা এমন সম̄ H̄L̄IV ̄R̄j̄V; ̄j̄ ō a;̄q̄il̄ ̄R̄j̄V; ī j̄c̄L̄ p̄Ā L̄il̄u; ̄p̄C Ōj̄v B̄ip̄mz I;̄S;il̄ L̄j̄fs V̄j̄leu; īS' j̄p; L̄il̄m, "āj̄ ̄L?"

I;̄S; Dov q̄il̄pu; h̄im̄ē, "j̄, B̄j̄ ē a;̄j̄il̄ p̄z̄j̄ez"

̄j̄ ōīv h̄im̄, "B̄j̄;̄L̄ f̄S;il̄ ḡm̄ f̄j̄s;u; c;̄J-e;̄z"

I;̄S; h̄im̄ē, "B̄p̄R; Q̄m̄j̄z"

AēQ̄INZ Aī̄Øbl̄ q̄Cu; Eī̄Wmz a;̄q̄il̄; L̄iqm, "j̄q̄il̄īS, B̄f̄le ̄Le k;̄c̄ē, B̄j̄l̄ī f̄j̄s;u; īc̄ē āīRz"

I;̄S; h̄im̄ē, "e;̄, B̄j̄;̄L̄ k̄Me h̄im̄u; ̄R B̄j̄C f̄j̄s;u; īchz"

I;̄S; ̄p̄C ̄j̄ ōīv̄Ī j̄ ̄M̄l̄ īc̄ē L̄ī Q̄j̄qu; ̄c̄im̄ēz ̄p̄iceL̄il̄ īh̄j̄m̄ Eo;il̄ p̄Ā a;̄q̄il̄ j̄ ̄M̄l̄ p̄ich̄ē īRmz I;̄S;il̄ q̄ia d̄il̄u; k̄Me ̄স মন্দিরসংলগ্ন ফ̄m̄h̄īN;̄ē ̄hs;̄c̄ē āīRm, āMe Q̄j̄il̄ īc̄ē L̄ī ōī ̄m̄ḡm̄-īml̄ j̄ ē a;̄ a;̄q̄il̄ ḡv̄l̄ḡv̄ j̄ ̄M̄l̄j̄ē q̄c̄ē ā ke H̄L̄IV īh̄j̄m̄ ̄p̄h̄ē Ī ī h̄ Eī>a q̄Cu; f̄ī j̄ē āl̄ L̄j̄ēē h̄ē;̄c̄ q̄c̄ē āīRmz ̄R̄j̄V; ī j̄c̄IV īc̄l̄ L̄j̄fs d̄il̄u; īc̄l̄ p̄Ā p̄Ā ̄hs;̄c̄ē āīRmz ̄p̄ ̄L̄hm̄ H̄L̄j̄;̄ē īc̄l̄c̄ L̄C S;̄ē, I;̄S;il̄ p̄Ā a;̄q̄il̄ h̄s;̄-H̄LV; ī h̄ q̄Cm̄ e;̄z

I;̄S; ̄j̄ ōīv̄L̄ īS' j̄p; L̄il̄ ē, "ē a;̄j̄il̄ e;̄z L̄f̄j̄j̄?"

̄j̄ ō h̄im̄, "q̄il̄p̄z"

I;̄S; ̄R̄m̄īv̄L̄ īS' j̄p; L̄il̄ ē, "ē a;̄j̄il̄ e;̄z L̄f̄?"

̄R̄m̄īv̄ h̄s;̄; h̄s;̄; ̄Q̄j̄m̄ ̄j̄ l̄mu; īc̄l̄ j̄ ̄M̄l̄ īc̄ē L̄ī Q̄j̄qu; l̄iqm, īLR̄ēS̄l̄ L̄il̄m̄ e;̄z

q̄il̄p̄ a;̄q̄il̄ N;̄ē q̄ia īcu; l̄iqm, "h̄m̄l̄ē; ī j̄c̄, B̄j̄il̄ e;̄z a;̄j̄z"

̄R̄m̄īv̄ a;̄q̄il̄ Aīa ̄R̄j̄V; c̄ēM̄j̄ē ̄W̄j̄v̄ H̄L̄V̄M̄j̄ē M̄l̄īyā ḡz̄f̄l̄ ī j̄ē īc̄l̄ L̄b;il̄ f̄l̄ad̄l̄ē j̄ ē a;̄ h̄im̄, "B̄j̄il̄ e;̄z a;̄j̄z"

h̄im̄u; īc̄l̄ L̄j̄fs B̄ĪJ n̄š² L̄il̄u; d̄il̄mz

q̄il̄p̄ I;̄S;il̄ h̄f̄j̄Cu; h̄im̄, "J̄ īLe; ̄R̄m̄j̄ē, a;̄c̄ J̄L̄ p̄L̄m̄ a;̄j̄ h̄m̄z"

̄R̄j̄V; ī j̄c̄IV īc̄ē L̄j̄ M̄l̄ īḡl̄īCu; l̄iqm, "B̄p̄R; h̄m̄ūc̄im̄ j̄ īc̄l̄z"

̄R̄m̄īv̄ īc̄l̄ j̄ ̄M̄l̄ īc̄ē L̄ī Q̄j̄qu; l̄iqm, "m̄c̄z̄"

q̄il̄p̄ q̄il̄pu; Eī̄Wu; l̄iqm, "a;̄j̄ j̄ īc̄l̄ h̄im̄ ē ā f̄ī ē; h̄m̄ m̄c̄z̄-- B̄p̄R; h̄m̄ūc̄im̄ L̄s;̄Cz"

̄R̄m̄īv̄ N̄ñēl̄ q̄Cu; h̄im̄, "h̄m;̄Cz"

qilp Bhil qilpu; Eiwu; Liqm, "aja; Bj icl Lsjc hima fi ei, hm hm;Cz"
himu; aja;L dilu; Qj; M;Cu; M;Cu; Aibol Lilu; icmz
aja; pqp; icic Ha qilp J Ha Bc;L L;e;C L;IZ M;Su; fi;Cm ei, p Lhm jU
Q;M Q;imu; Q;ilqu; Liqmz h;UihLC j;icl Hhw Lsjc ne Ep;IZ p;e; aja; p;f;N;e;V
IRm, Cq; AüfL;il Li; k;u ei; aja; hu; qilp j;icl LM;e;C mc;e; hima ei, p
j;icl hima fi;M; BI p Lsjc;L hm;C hima ile; S;le ei; il;° Lis;L hima Oiu,
p;al;w aja; HI f ihio; Ep;IZ öleu; a;q;il k Aaf; q;ilp fi;C;h, a;q;ia BI BÖQk;L;L;f
aja; p;e; ei; Ove; p I;S;L hima m;ilNmz HLh;il HLSe h;S;j;jeo Löm S;S;Cu;
B;ip;ilRm, aja; a;q;L i;ö;L himu;ilRm, H;le aja; j;ch;Üz BI HLh;il aja; N;RI
Ba;gm-Im;L fi;IM j;e Lilu; Q;V; Q;V; R;V; c;V q;ia a;im icu; a;q;icN;L Es;Cu;
ich;il Q;ö; Lilu;ilRmz aja; k qilpl Q;u A;eL R;m;j;jeo, Cq; aja; icic ih;U; Ec;q;IZ
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে f;iz Lilu; icmz aja; le;SI h;U; filQ;ul Lb; p;f;N; AihQ;imaio;S
öle;a;ilRm, kaV;L;h;IT;a fi;ilM a;q;ia R;ri;L L;IZ ilR;e; c;im;a fi;Cm e;iz HCl;f
p;iceL;il pL;im g;m;a;M; no q;Cmz R;V; Q;u;VI B;Qm i;il;u; kMe g;m;ic;me aMe
I;S;il j;e q;Cm, ke a;q;il f;S; no q;Cm; HC c;iv plm fi;ZI Q;e;qi ch;e; c;im;u; HC
fil;e; q;e;ul Bn Ij V;Cu; g;m;a;mu; icu; a;q;il ke ch;f;S;il L;S q;Cmz

Ìàafu fìl R̄C

a;qil fìlce qC̄a Oj i jìP̄m p̄k̄N̄ EìW̄mJ I;Sìl fìl ja qCa eì, R̄i;V̄i c̄V̄ i jC̄h̄i;eìl j̄M̄ c̄ìM̄m āh̄ ayqil fìl ja qCaz fìlce a;qilcN̄L ḡm āmu; Ìcu; āh̄ Ìale Øe;e Lìl̄aer c̄c̄ i jC̄h̄i;e Oj̄V̄ h̄ìpu; ayqil Øe;e c̄ìMaz k̄ice pL̄i;̄m HC c̄V̄ R̄m̄j̄ u e; Bìpa, p̄ice ayqil p̄áìj-Bìq²L k̄e p̄c̄f̄V̄ìlqCa eìz

qìlp J a;ajl h̄if j; ÌLq eìCz Ìhm HLìV LìLì B̄Rz LìLì e; j ÌLc;̄ìN̄ìz HC c̄V̄ R̄m̄j̄ uC̄ a;qil S̄h̄eìl HLj;̄e p̄M̄ J p̄ðmz

HL hvpl LìV̄u; ÌNmz a;aj HMe j̄ìzìl h̄ìm̄a f̄i;̄, ÌLz̄⁰ এখনও কড়াই বলি̄a hm;C h̄mz AìdL Lb;̄ p̄ Lu eìz ÌNj̄ af̄ ecfl d̄i;̄ e;ìN̄Lnl N;̄Rì am;u f; Rs;Cu; a;qil Ìcìc̄ a;q;̄L k̄-L̄i;̄e; NòfC Lìla, p̄ a;q;C X̄e;h;X̄e;h;̄ Q;̄M̄ Ah;L qCu; òleaz p̄ N̄òfì L̄i;̄e; j;bj̄ ÌM̄ìRm e;ì; ÌLz̄⁰ p̄ k̄ Lf̄ h̄Tā p̄C S;̄e; Nòf òleu; p̄C N;̄Rì am;u, p̄C p̄k̄N̄ B̄m;̄a, p̄C j̄s̄² p̄j̄f̄ìz, HLìV R̄i;̄V̄i R̄m̄l R̄i;̄V̄i q̄cuV̄L̄ā k̄ La Lb;̄ La Rìh EìWa a;q; B;̄l;̄ Lf̄ S;̄ìez a;aj Bì-L̄i;̄e; R̄m̄l p̄Á̄ M̄m;̄ Lìla e;ì, Ìhm a;qil Ìcìc̄l p̄Á̄ p̄Á̄ R;̄u;̄l j̄a;̄ h̄s;̄Caz

Boit j;̄pz pL;̄m qC̄a Oē j̄O Lìlu; Ììqu;̄Rz HMeJ h̄ìø f̄s̄ e;ìC, ÌLz̄⁰ h;̄cm;̄ qCh;̄l Ef̄æ²j̄ c̄M;̄ k;̄C̄āRz c̄V̄ c̄h̄l h̄ìøL LZì h̄ìqu;̄ n̄fam h;̄ajp h̄ìq̄āRz ÌNj̄ af̄ ecfl S̄m̄ Hhw ÌNj̄ af̄ ecfl Eì u f̄i;̄l AìZ̄é AàLìl B̄L;̄h̄l R;̄u;̄ f̄ìsu;̄Rz L;̄m I;̄e;̄ Aj̄ h̄p̄é;̄ ÌRm, L;̄m ī h̄en̄ìl f̄S;̄ qCu;̄ ÌNu;̄Rz

kb;̄pj̄ u qìlp J a;ajl qia d̄ìlu; I;̄S;̄ Øe;e Lìl̄a Bìpu;̄R̄ez HLìV Ìs̄²p̄ì̄aìl ÌM;̄ h̄ìla f̄ìl̄l O;̄V̄l p̄i;̄f;̄e h̄ìqu;̄ S̄m̄ ÌNu;̄ h̄no qCu;̄Rz L;̄m I;̄e;̄ k̄ HL-̄h;̄-HL j̄ìqo h̄ìm qCu;̄R̄ a;qilC Ìs̄²

qìlp p̄C Ìs̄²l ÌM;̄ c̄ìMu;̄ p̄q;̄ HLf̄ìL;̄l p̄w̄L;̄Q̄ p̄ìlu;̄ ÌNu;̄ I;̄S;̄L ÌS'̄ ip;̄ Lìlm, "H ÌL̄p̄l c;̄N̄ h;̄h;̄!"

I;̄S;̄ h̄ìm̄e, "Ìs̄²l c;̄N̄ j;̄!"

p̄ Lìqm, "Ha Ìs̄²̄Le!" H;̄e HLf̄ìL;̄l L;̄jal ǖl j̄u;̄V̄ ÌS'̄ ip;̄ Lìlm "Ha Ìs̄²̄Le', k̄, I;̄S;̄lJ q̄e;̄ul j̄d̄é̄ æ²j;̄Na HC f̄h̄ĀEìW̄a m;̄ìNm, "Ha Ìs̄²̄Le! Ìale p̄q;̄ Ìnqìlu;̄ EìW̄mez h̄yìce d̄ìlu;̄ f̄ìahvpl Ìs̄²l p̄ìā c̄ìMu;̄ Bìp̄āRe, HLìV R̄i;̄V̄i j̄u;̄l f̄h̄Ā òleu;̄ ayqil j̄ē Eìca qC̄a m;̄ìNm, "Ha Ìs̄²̄Le! Ìale Ešì Ìc̄a ī h̄mu;̄ ÌN̄mez Aef̄ j̄ē Øe;e Lìl̄a Lìl̄a Ì f̄h̄C̄ ī j̄h̄a m;̄ìN̄mez

qìlp S̄m̄ B̄Qm̄ Ìi S;̄Cu;̄ Ìp;̄s̄ā h̄ìpu;̄ d̄f̄l̄ d̄f̄l̄ Ìs̄²l ÌM;̄ j̄R̄ā m;̄ìNm, a;qil c̄M;̄c̄ìM̄ R̄i;̄V̄i qia c̄V̄ Ìcu;̄ a;ajJ a;q;C Lìl̄a m;̄ìNmz qìlp̄l B̄Qm̄M;̄le Ìs̄² m;̄m qCu;̄

Nmz I;S;I kMe Øeje qCu; Nm, aMe c€ i ;Cñ;e Ij İmu; I Š²I c;N j #Ru; Ğımu;Rz
pCİce h;İs İgİl; İNu; qİlp Sİ qCmz a;aj; L;R hİpu; c#V R;V; Bpñm İcİcl j #aa
Q;MI f;aj; M#mu; İch;İl QØ; Lİl; j;T j;T X;İL#aR, "İcİc!" İcİc Ajİe pQİL#a
HLVশানি জাগিয়া উঠিাRz "Lf a;aj;" hİmu; a;aj;L L;R V;İeu; mC#aR; B;İl a;qİl
Q;M Y#mu; fİs#aRz a;aj; A#eL rZ dİl; Q#f Lİl; İcİcl j #MI İc#L Q;İqu; b;İL, R;İe;
Lb;C h#m e;Z Ah#n#o A#eL rZ f#l d#l d#l İcİcl Nm; Ss;Cu; dİl; İcİcl j #MI L;R
j # İcu; B#U' B#U' hİmm, "İcİc, a€ EWh e?" qİlp Q;İL; S;İNu; a;aj;L h#L Q;İfu;
Lİqm, "Le EWh e; de!" İL;° İcİcl EİWh;İl Bİ pİd#f e;Cz a;aj;İl r# q#e ke Aa#z¹
A#L;İl qCu; Nmz a;aj;İl p;İ' İc#eİ M#m;İd#m; Be#İl Bn; H#Lh;İl Ç#m;e qCu; Nmz
BL;İn Aa#z¹ A#L;İl, O#I Q;İml Efl e#z;NaC hİØl n# öe; k;C#aR, f;İ#Zİ #ayam
N;R S#m İİ İS#aR, f#b fİbL e;Cz #Lc;İn#İ HLSe h#f#L p#A Lİl; Bİemz h#f# e;İs
İVİfu; AhØb; cİMu; i ;#m; #İd Lİl m e;Z

a;qİl fİİce Øeje Lİl#a Bİpu; I;S;İ cİM#e, j;İ# c#İV i ;Cñ;e a;qİl A#fr;İu
hİpu; e;Cz j#e Lİl#e, HC Q;İlal hoİu a;qİl; Bİp#a f;İl e;Cz Øeje-afİV #no Lİl;İ
İnİhL;İu Qİsu; h;İqLİcN#L #Lc;İn#İ L#V# k;C#a B' İ dİmez AeQ#İ;İ pL#m BØQkİ
qCu; Nm, İL;° I;S;İ' İl Efl Bİ Lb;İ Lİq#a f;İİl m e;Z

I;S;İ İnİhL;İ f;İ#Z İNu; #f;İR#m L#V# Aa#z¹ N;İm;K;N fİsu; Nmz #p N;İm;İ;İm R;İN#İ
R;İN#İ Lb;İ pL#mC İ#mu; Nmz #Lhm a;aj; eİsm e;İ, #p A#Qae İcİcl R;İ#mİ L;R hİpu;
İcİcl L;İf#Sİ HL f;İ;¹ j #MI İİ al f#İl; Q#f Lİl;İ Q;İqu; İİqmz

I;S;İ#L O# Bİp#a cİMu; a;aj; İS' İp;İ Lİl m, "Lf q#u#R?"
Eİ#N#eİu I;S;İ İLR# EŞİ İc#e e;Z a;aj; O;İs e;İsu; e;İsu; B;İl İS' İp;İ Lİl m, "İcİcl
e#N#R?"

M#S;İ #Lc;İn#İ İLR#İhl Š² qCu; EŞİ İcm, "qy, #m#N#Rz"
Ajİe a;aj; İcİcl L;R İNu; İcİcl j #m a#mu;İ dİl;İl; QØ; Lİl;İ Nm; Ss;Cu; İS' İp;İ
Lİl m, "İcİc, #aj;İl R;İb;İu e#N#R?"

j#eİ Aİİ f;İu HC #k, #pC S;İuN;İV;İ#a g#İcu; , q;İa h#m;Cu;İ, İcİcl p;İ' #nce;İ c# Lİl;İ
İc#z İL;° kMe İcİc R;İe; EŞİ İcm e;İ aMe a;qİl Bİ p#f# qCm e;İ-- R;İV;İ c#İV
উঠ উঠেই গম্ভীর মিলন, Aİİ j;İe L;İcu; EİWmz L;İm qC#a hİpu; B#R, HLİV Lb;İ e;C
#Le! a;aj; Lf Lİl;İR #k, a;qİl Efl Ha Ae;İcl! I;S;İl p#j#M a;aj;İl HCl#f h#h;qİl
cİMu; #Lc;İn#İ Aa#z¹ n#h#U' qCu; EİWmz #p İhl Š² qCu; a;aj;İl q;İa dİl;İu; Ae#f O# V;İeu;
mCu; Nmz ah#İ İcİc İLR#hİmm e;İz

I;S;İh#f# Bİpu;İ p#İq fİL;İn Lİl;İ Nmz I;S;İ p#İ;#m;İu B;İl qİlp#L cİM#a Bİp#mez
aMe h;İmL;İ f;İm;f hİL#aRz hİm#aR, "j;İN;İ, Ha İŠ² #Le!"

I;S;İ Lİq#e "j;İ, H İŠ²#p;İa B;İj İeh;İZ Lİl hz"
h;İmL;İ hİmm, "Bu İ ;C a;İa, B;İl;İ c#S#e H İŠ² j #R Ğılmz"

I;Sj Lİq^{me}, ""Bu j; , Bİj J j #Rz"

pâÉ;l İLR^fC qİp HLh;l Q;M M^{mu}iRmz HLh;l Q;İl İc^L Q;İqu; L;q;^L ke M^{Smz}
aMe a;aj AeÉ 0^{el} Lyİcu; Lyİcu; Oj; iCu; fİsu;^{Rz} L;q;^L ke e; ^cİM^a f;Cu; qİp Q;M
h^{Smz} Qr^{Bİ} M^{mm} e; j l j^æ İàf^qİ l p j u l;S;l ^Lİ^m qİp l j^æ qCmz

qİp^L kMe İQİİc^el SeÉ L^{Vİ} qC^a mCu; ^{Nm}, aMe a;aj A' je qCu; Oj; iC^aİRmz ^p
kİc S;İe^a f;Ca, aⁿ ^pJ h^T İcİcl p^Â p^Â ^{R;V}; R;u;V;l j^a; Qİmu; k;Caz

a'afu fili R

I;S;I pi ; hipu;Rz i h'eni'f-@chf-j'j'q' I f'aj;Iqa L;k'hna I;Scn'fe B'ipu;Rez
f'aj;Iq'al ej I0'fiaz H @n f'aj;Iqa' L Q;Z;C himu; b;Lz i h'eni'f @chf' p'ujar
Q;Y' Ice f' Ni fl I;@e Qa'cn'cha;I HL f'S; quz HC f'S;I p;u HL Ice c'f I;@e 'Lq
0' I h;Iql qC'a f;I ej, I;S;J e;I I;S;I k'ic h;Iql qe, a'n Q;Z;C'ul leL'V
ayq;f' ar'd'g' di'a quz fh;ic B'R,HC f'S;I I;@e j'j'q' el'him quz HC f'S;
Efm'f' s'ar'p'x'g' k-pLm f'o him qu, a;qi I;Sh;I'sl c;e himu; N'q'fa quz HC himl f'o
N'q;Z L'Il h;I Se'f' Q;Z;C I;Sp;J'f B'ipu;Rez f'S;I BI h;I;I Ice h;IL B'Rz

I;S;I him'me, "H hvpl qC'a j'j'q' S'h'him BI qC'n e;I'

pi ;p'U' m;L Ah;L qCu; N'mz I;S;I;aj er'ael;I'ul j;bj;I Q'm f'k'N;I' c;js;Cu; E'Il'mz

Q;Z;C I0'f'ia him'me, "B;Ij H iL u'f'A'c'IM'a'IR!"

I;S;I him'me, "ej W;L'f, Ha'ice B;I;I u'f'A'c'IM'a'IRm;Ij, BS B;I;I'c'I Q'ae; qCu;Rz
HL'IV h;imL;I j'j'a'n d'Il u; j; B;I;I'c' M;I'cu;I'R'mez lale himu; N'Q'Re, LI;Z;Ij uf Seef
qCu; j;I ayq;I S'f'h' I's'z BI 'c'IM'a f;I' e e;I'

I0'f'ia Liq'me, "j;I a'n Ha'ice d'Il u; S'f'h' I's'z f;Ie L'Il u; B'ip'a'Re Lf L'Il u;?"

I;S;I Liq'me, "ej, f;Ie L'le e;I'z 'aj;I k'Me I's'z f;Ia L'Il 'a a'Me lale j'M I'gl;I'cu;
b;I'L'aez"

I0'f'ia him'me, "j;I q;I;S, I;S;L;k'N' B'f'ie i ;m;I h'f'Te p'q'q e;I'c, iL;Z' f'S;I p'd'a B'f'ie
iL'R'c S;I'ee e;I' @ch'f' k'ic iL'R'a Ap'z;o qCa, B;I;I'c B'N S;I'le'a f;I'Il a;I'z"

er'ael;Iu Aa'f;I' h'U;I;I'el j'a;I 0;S e;I'su;I Liq'me, "qy, H iWL Lb;Iz @ch'f' y'di ki'h'f'a
Ap'z;o qCa W;L'f j;q;nu'c B'N S;I'le'a f;I'c'aez" I;S;I him'me, "q'eu k;I L'Il'we qCu;
iNu;I'R, @ch'f' Lb;I'p' ole'a f;Iu e;I'

er'ael;Iu f'aj;Iq'al j'M' I'c' L Q;I'q'me-- i;h;V; HC k, H Lb;I HL'V; E'S;I 'c;J;u;
B'h'n'f'Lz I0'f'ia B'ne qCu; E'Il'W;u;I him'me, "j;I q;I;S, B'f'ie f;I'o'™ e;I'U'LI j'a;I Lb;I
Liq'a'Rez"

er'ael;Iu j't'f'lad'lel j'a;I him'me, "qy, e;I'U'LI j'a;I Lb;I Liq'a'Rez"

N;I'h;Z;j;ZL'f' E'Y'f'c;j'j'a'n f'aj;Iq'al j'M' I'c' L Q;I'qu;I him'me, "W;L'f, I;S;I;I;u hipu;
আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করি'ae'Rez j'j'q' I L;S h;Iqu;I k;I'c'a'R, B'f'ie j'j'q' k;Iez k;I'Ch;I
p;u f' b' f'Q;I L'Il u; I'c'ne k, B;I;I I;S'f' k' h'f'f's'z 'cha;I leL'V S'h'him i'c'n
তাহার নির্বাসনদণ্ড হই'f'az"

a'Me I0'f'ia L;y'f'a L;y'f'at' উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলি'me, "a'n a;Ij E;I'Ræ

kjJ!"

Qijl İcL qC@a qy-qy Lİlu; pi ;pcNZ fİjİq@aI EfI İNu; fİs@mez İ;Sİ CİÄ@a pLm@L İe@od Lİİ@me, pL@n pİlu; cysİC@mez İO@fİa hİm@a mİjİN@me, ""a@j İ;Sİ, a@j CİRİ Lİİ@n prajar sarb'sh hrar karİ@a fİjİ, aİC hİmu; a@j jİ@ul hİm qİZ Lİİ@n! h@V! Lf@aİjİl pİdİ! Bİj İO@fİa jİ@ul @phL bİl@a @Lje a@j fSİl hİ;Oİa LI @cİMhz"

jZİ İ;Sİl İi İh İhmRZ AhNa B@Rez İale Sİ@ee pWLOf qC@a İ;Sİ@L nİOİİhQİma LI; kİu eİz İale dİ@ dİ@ pİ @u Lİq@me, ""j qİlİS, Bfeİl İN@İ İfa'fİİ@nZ hİİhl @chİl İeL@V İeulİa hİm İcu; Bİp@a@Rez LM@eİ HL İc@el Seİ Cqİl Aeİbİ qu eİCZ"

jZİ bİjİ@mez

İ;Sİ Q@f Lİlu; İlq@mez jZİ hİm@me, ""BS Haİce f@ Bfeİl İfa'fİİ@n@cl fİaİua HC fİQ@fe fSİl hİ;Oİa pİde Lİİ@n İ@Nİ ayqİlİ; ApZ@ qC@hez"

j qİlİS İ İh@a mİjİN@mez er@elİu İh' aİpqlİ@ hİm@me, ""qy, İ@Nİ ayqİlİ; ApZ@ qC@hez"

jZİ Bİhl hİm@me, ""j qİlİS, HL LİS LIİ@e, @kMİ@e pqpİhİm qCu; bİ@L @pMİ@e HLna hİml B@cñ LIİ@ez"

pİ İp@clİ; hSİq@aI j@aİ AhİL qCu; İlqm, @Nİh@jİZLİJ hİpu; İ İh@a mİjİN@mez @e@ fİjİq@a Adİl qCu; pİ İ qC@a EİWu; kİC@a Ecİa qC@mez

Hje pİ@ @Lje Lİlu; fİlİ@cl qİa HsİCu; Mİİm-Nİ@ Mİİm-fİ@ HLİV @Rİ@Vİ; @R@n pİ İu fİhn LİImz İ;Sİpİ İl jİTMİ@e cysİCu; İ;Sİl j@MI İc@L h@sİ; h@sİ; QİM aİmu; İS' İpİ LİIm, ""İcİc @Lİbİuz"

hİq İ;Sİpİl pİ@ @ke pqpİ İe@İ qCu; @Nmz cİON N@q @Lhm HLİV @R@ml L~dİe fİadİea qCu; EİWm ""İcİc @Lİbİuz"

İ;Sİ avrZİv İpwqİpe qC@a eİjİu; @R@n@L @Lİ@n Lİlu; ctü@ jZİ@L hİm@me, ""BS qC@a Bİjİl İ;Sİ hİmcİe qC@a fİİ@n eİz Cqİl EfI Bİ Lbİ Lİq@u; eİz"

jZİ Lİq@me, ""k B@ İ"

aİaİ İ;Sİ@L İS' İpİ LİIm, ""İcİc @Lİbİu?"

İ;Sİ hİm@me, ""jİ@ul Lİ@RZ"

aİaİ A@eL rZ j@M Bp@n İcu; Q@f Lİlu; İlqm, HLVİ @ke İWLİeİ fİCm Hİİe aİqİl j@e qCmz BS qC@a İ;Sİ aİaİ@L İe@SI Lİ@R İİM@mez M@sİ @Lcİ@nİ İ;Shİs@a Øbİe fİCmz

pİ İp@clİ; Bfeİ-Bfİe hmİhİm Lİİ@a mİjİNm, ""H @k j@Nİ j@eL qCu; cysİCmz Bİ İ;@a Sİİe @nİ@ j@NİİC İŠfİa L@ eİ, Ah@n@ Bİjİ@cl İq@e@cl @c@nJ İL @pC İeuj Qİm@ eİl!"

er@elİuJ aİqİ@cl j@a pCfZİnİa İcu; Lİq@me, ""qy, @n@ İq@e@cl @c@nJ İL @pC İeuj Qİm@ eİl?"

pLmC i jhm, Aheġal mrZ Cqj qC@a BI Lf qC@a fj!j N iqt@a agja Iiqm Lf

Qabñ fīl R̄c

i n̄enāē-čē-j̄l̄ i bāē Sulpwq Sīlāa I;Sfā, r̄l̄œuz ayqil hif p̄Qaīpwq l̄œf̄ju I;ShiVēl HLSe f̄j;ae i ৩ ছিমেz p̄Qaīpwq̄l j̄aēL̄īm Sulpwq l̄ea;ç¹ h̄imL̄ İR̄mez HC Aejb h̄imL̄L̄ I;S; j̄l̄l̄ L̄īS̄ İekš² L̄l̄ez Sulpwq j̄l̄l̄l̄ f̄l̄j̄l̄qa I0f̄l̄al à;ij̄C f̄j̄l̄ma J İnīra qCu;R̄ez R̄m̄hm̄; qC̄a j̄l̄l̄l̄ f̄j̄l̄ma qCu; Sulpwq j̄l̄l̄l̄ N̄q̄l j̄a; i j̄m̄h̄j̄lp̄ae, j̄l̄l̄l̄l̄ f̄l̄aēL̄ p̄if̄je f̄l̄aēL̄ f̄Ūl̄M̄M̄l̄ p̄l̄qa ayqil f̄l̄l̄Qu İR̄mz ayqil j; İR̄me ej, i n̄enāē f̄l̄aj̄j̄LC̄ l̄aē j̄j̄ul̄ j̄a; c̄iM̄ae, f̄l̄aj̄j̄l̄ p̄C̄j̄M̄ h̄īpu; l̄aē L̄b; L̄l̄q̄ae, ayqil HLM̄ī h̄id̄ qCa ejz ayqil BIJ p̄Āē İR̄mz j̄l̄l̄l̄l̄ h̄j̄N̄j̄el̄ AēL̄-İm N̄j̄R̄L̄ l̄aē İēS̄l̄ q̄īa j̄jē0 L̄l̄l̄u;R̄ez a;ij̄l̄ Q̄j̄l̄ İc̄L̄ f̄l̄aice ayqil N̄j̄R̄-İm h̄j̄s̄āR̄, ma;İm S̄s̄īC̄āR̄ n̄j̄M̄; f̄j̄f̄a qC̄āR̄, R̄j̄u; İh̄Ūa qC̄āR̄, n̄ēj̄m h̄ōl̄f̄l̄ f̄ōh̄Ūh̄L̄ k̄h̄eN̄h̄M̄ İeL̄ f̄l̄l̄ f̄ȲN̄ qCu; EİW̄āR̄z İL̄ç̄° Sulpwq̄l̄ H-pL̄m f̄l̄Z̄l̄ L̄b; i j̄m̄h̄j̄p̄l̄ L̄b; h̄s̄j̄ R̄L̄q̄ HL̄V̄j̄ S̄j̄lea ej; ayqil İhf̄m̄ hm̄ J̄ p̄j̄q̄p̄l̄ S̄eĴ̄ l̄aē İh̄M̄ē;ja İR̄mez

j̄l̄l̄l̄l̄l̄ L̄j̄SL̄j̄N̄ h̄no L̄l̄l̄u; Sulpwq ayqil L̄V̄l̄l̄l̄ à;ij̄l̄ h̄īpu; B̄R̄ez p̄C̄j̄M̄ j̄l̄l̄l̄l̄ L̄jeēz İh̄L̄j̄m̄ qCu; B̄īpu;R̄z Aaēç̄¹ 0ē 0̄ L̄l̄l̄u; h̄j̄0̄ qC̄āR̄z eh̄h̄ōl̄l̄ S̄m̄ Sulpwq̄l̄ N̄j̄R̄-İm 0̄e;je L̄l̄l̄āR̄, h̄j̄0̄h̄ç̄h̄ ēaē f̄j̄a;ju f̄j̄a;ju Evph f̄īsu; İNu;R̄, h̄ōl̄S̄m̄l̄ R̄j̄V̄j̄ R̄j̄V̄j̄; na na f̄h̄j̄q̄ 0̄j̄m̄; qCu; L̄mL̄m L̄l̄l̄u; N̄j̄j̄aē ec̄f̄a İNu; f̄īsāR̄-- Sulpwq f̄l̄j̄jēç̄ ayqil L̄jēel̄ İc̄L̄ Q̄j̄l̄qu; Q̄f̄ L̄l̄l̄u; h̄īpu; B̄R̄ez Q̄j̄l̄ İc̄L̄ 0̄j̄0̄l̄ İ0̄eç̄ AāL̄j̄l̄, h̄ēl̄ R̄j̄u; 0̄ef̄ōh̄l̄ n̄ēj̄n̄ē, 0̄j̄ R̄L̄ī R̄L̄j̄m̄;qm, h̄j̄0̄l̄ Aİhn̄j̄ TITl̄ n̄ē-- L̄jēel̄ j̄ç̄đ̄ HCl̄f̄ eh̄h̄ōl̄l̄ 0̄j̄l̄0̄V̄j̄ c̄iM̄u; ayqil f̄l̄Z̄ S̄s̄j̄Cu; k̄j̄C̄āR̄z

İi İS̄ā İi İS̄ā I0̄f̄l̄a B̄īpu; EĴ̄l̄0̄ba qC̄mez Sulpwq a;sj̄a;İs̄ EİW̄u; f̄j̄ d̄ç̄h̄j̄l̄ Sm̄ J̄ 0̄L̄ē; L̄j̄fs̄ B̄l̄eu; İc̄mez

I0̄f̄l̄a İhl̄š² qCu; h̄im̄me, ""a;ij̄j̄L̄ L̄j̄fs̄ B̄l̄ēā R̄L̄ L̄l̄qm?"

h̄im̄u; L̄j̄fs̄-লা লইয়া য় I j̄ç̄đ̄ R̄ḡl̄m̄u; İc̄mez

Sulpwq f̄j̄ d̄ç̄h̄j̄l̄ Sm̄ m̄Cu; AN̄p̄l̄ qC̄mez I0̄f̄l̄a İhl̄İš²l̄ ǖl̄ L̄l̄q̄me, ""b;L̄l̄b;L̄l̄ R̄a;ij̄j̄l̄ J̄ Sm̄ l̄j̄l̄M̄u; c;J̄l̄"

h̄im̄u; f̄j̄ İcu; S̄l̄n̄r̄ য়টি W̄l̄m̄u; R̄ḡl̄m̄mez

Sulpwq p̄q̄p̄j̄ Hl̄f̄ h̄ēhq̄l̄l̄ L̄j̄l̄Z̄ h̄T̄ā ej̄ f̄j̄l̄l̄u; Ah̄j̄L̄ qC̄me-- L̄j̄fs̄ ī 0̄j̄ qC̄ā a;ij̄m̄u; kb;0̄b;ē l̄j̄l̄M̄ā Ec̄f̄a qC̄me-- I0̄f̄l̄a f̄e0̄0̄ İhl̄İš²ī j̄h̄ L̄l̄q̄me, ""b;L̄l̄b;L̄l̄ J̄ L̄j̄f̄s̄ R̄a;ij̄j̄l̄ q̄ja İc̄ā qC̄h̄ ej̄"

h̄im̄u; İēS̄ İNu; L̄j̄fs̄ R̄j̄lsu; B̄īp̄mez Sm̄ m̄Cu; f̄j̄ d̄ç̄mez

Sulṗwq dṑ dṑ Liqṑme, "fī ṑ amī ki ṑLiṑe; AfI;d Līl u;īR?"

Iṑfīa iLī' v ENṑ Liqṑme, "ṑL hīmṑaṑ ṑk aṑj AfI;d Līl u;īR?"

জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চফ Līl u; hīpu; līqṑmez

Iṑfīa Aīṑb l i jṑ LṑVṑ l c;Juju ṑhs;Cṑa mīlNṑmez HCl ṑf l jīṑe AṑeL qCm; ṑe; j;Na hṑṑṑ pṑṑṑa mīlNmz Ahṑṑṑ Iṑfīa Sulṑwq l i fṑw q;ia i cu; ṑL j mṑṑ Liqṑme, "hvp, nue Līl ṑa k;J, l jīṑe AṑeL qCmz"

Sulṑwq Iṑfīa l ṑeṑl ṑṑ i hṑlma qCu; Liqṑme, "fī ṑ BṑN nue Līl ṑa k;je, a; l fṑ Bīj k;Chz"

Iṑfīa Liqṑme, "B; j; l i hṑṑ BṑRz ṑCṑm; fṑe, ṑa; j; l fīa Bīj BS Lṑw; l hṑṑṑ l Līl u;īR, iLRṑ jṑe Līl ṑu; e; z B; j; l j e i jṑm; iRm e; z pṑhṑno hṑ; ṑ' ṑa; j; l L; j m fī jṑa hīmhz BS aṑj nue Lṑjṑz"

Sulṑwq Liqṑme, "ṑk Bṑ t"

hīmu; nue Līl ṑa ṑNṑmez Iṑfīa p; j ṑ' l j a ṑhs;Cṑa mīlNṑmez

fī jṑa Sulṑwq -l; ṑL fṑZ; j Līl u; c;ys;Cṑmez Iṑfīa Liqṑme, "Sulṑw, j; jṑul hīm hā qCu;ṑRz"

Sulṑwq i hīṑj a qCu; Liqṑme, "ṑpīL Lb; fī ṑ"

Iṑṑṑṑ ṑa; j; l ṑeṑṑ Bṑcnz

জয়সিংহ ṑL; eṑl j; S; l ?

Iṑfīa i h l ṑ' z qCu; Liqṑme, "Hm; ṑe l; S; B; h; l Lu Nṑm; BṑR? j q; l; S ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉ Bṑcn Līl u;īRe, j; jṑṑ Sṑh hīm qCṑa f; j l ṑ e; z"

জয়সিংহ ṑrṑb l i ?

Iṑṑṑṑ ṑa; j; kṑ Evf; j a! Bīj hīmṑaīR Sṑh hīm, aṑj ṑṑeṑaR e l hīmz

জয়সিংহ ṑL; ṑe; Sṑh hīmC qCṑa f; j l ṑ e; j ?

Iṑṑṑṑ ṑa

জয়সিংহ ṑhṑṑṑ ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉ HCl ṑf Bṑcn Līl u;īRe?

Iṑṑṑṑ ṑa; j; ṑN; i, HL Lb; Lah; l hīmh!

Sulṑwq AṑeL rZ iLRṑ hīmṑe e; j, ṑLhm Bfe jṑe hīmṑa mīlNṑme, "j q; l; S ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉ! ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉṑ Sulṑwq ṑRṑṑṑm; j qCṑa ṑchaj hīmu; S; jṑeṑa e; z BL; jṑṑ l fṑZṑṑṑ fīa i nṑṑṑ ṑk; je HL f; l; l; Bpīṑ' z BṑR, ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉ fīa Sulṑwq l ṑpCl ṑf jṑe l i; j h iRmz ṑN; i hṑ; j; j; ZLÉ f; h; j; ṑ' pṑṑ l j ṑṑ ṑcīMu; Sulṑwq f; j; Z i h pSṑe Līl ṑa f; j l ṑa e; z

Iṑfīa Liqṑme, "Cq; l HL V; ṑa; j fīa l h d; j e Līl ṑa qCṑz"

Sulṑwq Liqṑme, "a; j Ahnṑz Bīj j q; l; S l; jṑṑ k; C, ayq; ṑL i j e l a Līl u; hīm--"

Iṑṑṑṑ ṑṑ ṑṑṑ h; b; z

জয়সিংহ ṑṑṑ Lf Līl ṑa qCṑṑ?

Iṑfīa i LuvrZ i j; hu; j hīmṑe, "ṑp L; j m hīmhz L; j m aṑj fī jṑa L; j; l e rṑe l; ṑul i e Lṑ

İNu; a;ğ;L N;f'e Bj;I pıqa p;r;v Lİ'a Ae;d Lİ'hz"

f' j fili R

fili'a eræljū Bīpu; Iofīa^l fZj Līlū; īS' ipi Līl^{me}, "WjL⁴, Lf B^{cn} L^{le}?"

Iofīa Līq^{me}, "ajjil fīa jīul B^{cn} B^{Rz} B^N jīL fZj Līl^h Q^{miz}"

Ei ū jī⁴ N^{mez} SulpwqJ p^Ā p^Ā N^{mez} eræljū i^h enī^l-fīajjil pCj^M pīōjĀ fīZfīa Līl^{mez}

Iofīa eræljū^L Līq^{me}, "Lj jil, a^h j IjSi qC^{hz}"

eræljū Līq^{me}, "Bij IjSi qCh? WjL⁴ j nju k Lf h^{me} aīl īWL ejCz"

hīmu; eræljū Aa^z qīp^a mīN^{mez}

Iofīa Līq^{me}, "Bij hīm^aīR a^h j IjSi qC^{hz}"

eræljū Līq^{me}, "Bfīe hīm^aīR Bij IjSi qCh?"

hīmu; Iofīal j^M īc^L aīLjCu; Iīq^{mez}

Iofīa Līq^{me}, "Bij īL īj bē; Lb; hīm^aīR?"

eræljū Līq^{me}, "Bfīe īL īj bē; Lb; hīm^aīR? p^o Lje Līlū; qC^h? c^M WjL⁴ j nju, Bij Ljm hē^{PI} ūf^l cīM^u jīRz BμR; hē^{PI} ūf^l cīM^m Lf qu hm^e cīMz"

Iofīa qīpē pōlZ Līlū; Līq^{me}, "Lj ea^l j hē^P h^m cīMz aīqīl j jībū cīN B^R aī?"

eræljū pN^h Līq^{me}, "aīqīl j jībū cīN B^R hīLz cīN ej bīL^m Qīm^h lē!"

Iofīa Līq^{me} "h^v! a^h aī ajjil IjSīVLj mī qC^{hz}"

eræljū Līq^{me}, "a^h Bjil IjSīVLj mī qC^h! Bfīe hīm^aīR Bjil IjSīVLj mī qC^h? Bī kīc ej qu?"

Iofīa Līq^{me}, "Bjil Lb; hēb^l qC^h? hm Lē"

eræljū Līq^{me}, "ej ej, p^o Lb; qC^aīR ejz Bfīe īLe; hīm^aīR Bjil IjSīVLj mī qC^h, j^e Lī^e kīcC ej quz chiv īL Hje qu ej k--"

Iofīa Līq^{me}, "ej ej, Cqīl Aēb; qC^h ejz"

eræয়া ইহার অন্যথা হই^h ejz Bfīe hīm^aīR, Cqīl Aēb; qC^h ejz c^M WjL⁴ j nju, Bij IjSi qC^m Bfē^l j^z Līl^{hz}

I^oপতি ম^l f^c Bij fcjōja Līl^z

eræljū Ecīl i j^h Līq^{me}, "BμR; Sulpwq^L j^z Līl^{hz}"

Iofīa Līq^{me}, "p^o Lb; f^l qC^{hz} IjSi qCh; B^N Lf Līl^a qC^h p^v j^h B^{Nz} j; IjSī^z cīM^a Qje, ūf^l Bjil fīa HC B^{cn} qCu^{Rz}"

eræljũ Liqme, "j; i;SIš² cMª Qje, üfÅBfejl flã HC Bcn qCujRz H ª;
ñn Lbjz"

IOflã Liqme, "ªajjL Nih½j jZLÉI Iš² Bieª qCñz"

eræljũ MjleLVj qy Lliuj liqmez H LbjVj aa "ñn' himuj j e qCm eiz

IOflã afhüL Liqme, "ppq; i;jaDeqi Ecu qCm eilL?"

eræljũ Ljùqilp qilpuj himme, "qix qix, i;jaDeq! WjLd j nju ñn himme kj qjL,
i;jaDeq!"

Hje jSjl Lbj, Hje qilphjl Lbj ke BI qu eiz i;jaDeq ! Lf m< jl ðhou! ÌLz°
Azkñj fSjree, eræljũl fñZl li aL i;jaDeq SjNªR, aj qilpuj Es;Chjl S; e;Cz

IOflã Liqme, "aj qCm Lf Lli ñ hñiz"

eræljũ Liqme, "Lf Lli h hmæz"

IOflãz LbjVj i;ñj Lliuj ñjeizªajjL Nih½j jZLÉI Iš² j;ul cnle;bñ Bieª
qCñz

eræljũ j; jªaj himuj Nme, "Nih½j jZLÉI Iš² j;ul cnle;bñ Bieª qCñz"

IOflã leaj;¹OZjl plqa himuj EIWme, "eix,ªajjl à;jl ÌLRªqCñ eiz"

eræljũ Liqme, "Le qCñ ej? kjqj himme a;qjC qCñz Bfleªaj Bcn
LliªRe?"

IOপতি হাঁ, আমি আঁcn LliªRz

erærajã k f Bcn LliªRe?

IOflã ðhlš² qCuj Liqme, "j;ul CµRj, ðale i;SIš² cnle Lliñez añj
Nih½j jZLÉI Iš² cM;Cuj ayqil CµRj fñLliñ, HC Bjjl Bcnz"

erærajã আমি আজই গিয়া ফªa MyL HC LjS ðekš² Llihz

IOপতি না না, আর Lje; ñjL L Cqjl ðñhpññSje;Cuj eiz Lhm SulpwqLªajjl
p;qk f ðekš² Llihz Ljm fªa Bìpuj, Lf Efj;u H Ljklpide Lliª qCñ Ljm himhz
eræljũ IOflãl qja Hs;Cuj hyIQmez ka nDe f;il me hijl qCuj Nmez

ou fii R

eræ:ju Qimu; Nm Sulpwq Liqme, "Ich, Hje i ujeL Lbj LM:ej öle e:Cz Bfle j:ul pCj j:ul ej Lilu; i:Ck dia bratpat: fUjh Lilme, BI BjiL ajc cys:Cu; ölea qcm!"

Iofia himme, "BI LfEfu B hmi:"

Sulpwq Liqme, "Efu! iLpi Efu!"

Iostiti tjj J k eræ:ju; j:a; qcm cimairz HarZ ah Lf ölem?

জয়সিংহ যাহা শনিলাম তাহা শনিবার k:NE e, a;q; ölem fif Bz

Iofiaz fiffzél ajj Lfh?

জয়সিংহ এতকাল আপনার কার Inr; f:cmj, fiffzél iLR hT ej iL?

Iostiti hiej hvp, ajiL ah BI-HL Inr; icz fiffzél iLR e:Cz LC hj ifaj, k:hi ba brata, LC hj L? qat: kic fif qu ai pLm qat:c pjjez iL: L hm qat: fif? qat: ai ffaiceC qcaR Lq hj j:bj:u HLM f:bl fisu; qa qcaR, Lq hie:ju i jpu; iNu; qa qcaR, Lq hj jsLi j fisu; qa qcaR, Lq hj je:el R#L:0: a qa qcaR La iffimL; Bji; faeq fca m cme Lilu; k:air, Bji; aqi:cl Afr; HjeC iL h:s? HC-pLm r: f:z:cl She-j:at Mmi; h ai eu, j:qiniS' jju; h ai euz L:mi f:fz j:qjju; i leL v ffaice Hje La mr:L:iv f:zél ihm:je qcaR-- SN'al Qa:cl qca Sh:ij:al p:ja a;q: j:qimf: Bipu; Ns:Cu; fis:ar BjiC equ pC p:ia BI-HLIV LZ; k:N Lilu; icm:z ayqi; him laieC HL L:m Nqz Lil:ae, Bij equ j:TM:e bijLu; Efmr qcmjz

aMe Sulpwq flaj: iL igil:u; Liq:a mijNme, "HCsefC iL aiL pLm j: hm j: a Hje f:oiZ! i:rpf, pjU' SNv qca iS' le:foz Lilu; mCu; Ec f:ih: Set aC JC m:m iSq: hijql Lilu; iRp?

fj j:aj p:kn djN pjUC ij b:ei, pat Lhm aiL JC Ae: iS'ab? aiLC Ecl-f:Zi Seé j:je j:je:ol Nmju R#l hp:c, i:c i:c:L Me Lil, ifaif: LjV:LjV Lilnz leu, patpatC HC kic aiL C:R; ah j0 iS'hoV L ei Le, Li:Z:ul f:fz ecf iS'p:ia mCu; iS'pj:a iNu; f:s ei Le? ei ej j:, aC f:Ln Lilu; hm-- H Inr; ij b:ei, H nj:oe ij b:ei-- BjiL j:L j: hm ei, p:zel s'ffip: i:rpf hm-- H Lbj Bij p:q:a f:ilh ei?"

Sulpwqi Qr:icu; An: Tilu; fis:a mijNm-- laie le:SI Lbj mCu; le:SC i:jh:a mijNmez Ha Lbj Claf:sh LM:ej ayqi; j:e qu e:C, Iofia kic ayqiL esae nj:oe Inr;

İc[®]a ej Bİp[®]ae, a[®] LM[®]ejC ayqı Ha Lbj j[®]ec Bİpa ejz

İ0fİa Dov qıİpu; ħım[®]me, ""a[®]h[®] a; ħımcı[®]el fıım; H[®]Lhı[®] EWıCu; İc[®]a quz"

জয়সিংহ অতি শৈশবকাল হইয়া ফাঁকে হিম্বে চীমু; Bİp[®]a[®]Rez HCSe[®]f, jİ[®]ı[®]ı[®] ı[®] ħımcıe[®] Lı[®]ejLı[®]m ħã qC[®]a fıı İLõ; ħã qJuı EİQa H Lbj İLR[®]aC ayqı j[®]e mı[®]N ejz Hj e-İL, H Lbj j[®]e Lİİ[®]a ayqı q[®]eu B0ıa mı[®]Nz HCSe[®]f İ0fİaİ Lbjİ EŞ[®]ı Sulpwq ħım[®]me, ""p[®] üa[®]ı»Lbz aıqı Aef[®] Lı[®]ej Abİ B[®]Rz aıqı[®]ıt a; Lı[®]ej fıf ejCz İLz[®] aıC ħımu; i jıC[®] i jıC qaf; Lİİ[®]h! aıC ħımu; j qıİ;S[®] Nıİh[®]ıj jİZL[®]fL-- fıı ı Bfej fıı dıİu; İS' ıpı Lİİ, Bjı[®]L fıh' ej Lİİ[®]he ej, pa[®]fC İL jı ü[®]fA Lıquı[®]Re-- İ;SİŞ[®]2 elq[®]m ayl aı[®]ıC qC[®]h ej?"

İ0fİa İLuvrZ Qıf Lİİu; bıİLu; Lİq[®]me, ""pa[®]f elq[®]m İL İj bı[®]; Lİq[®]aİR? aıj İL Bjı[®]L Aİhnı[®]p Lİ?"

Sulpwq İ0fİaİ fcdı[®]m mCu; Lİq[®]me, ""-İı[®]c[®]hı fıİa Bjıİ İhnı[®]p İnİMm ej qu[®] kez İLz[®]erælı[®]ııJ[®] a; İ;SL[®]m Sıjı[®]"

İ0fİa Lİq[®]me, ""çai[®]ıCİ üfAÇİAajıæ; pLm Lbj öej kıu ej, A[®]eLVı ħıTuı mC[®]a quz öföC[®] CıMı kıC[®]a[®]R, Nıİh[®]ıj jİZ[®]LÉİ fıİa çhfİ Ap[®]ııo qCuı[®]R, Ap[®]ııoİ pçfıZİ LıİZJ Sııııı[®]Rz AaHh çhfİ kMe İ;SİŞ[®]2 Qııquı[®]Re aMe ħıT[®]a qC[®]h, aıqı Nıİh[®]ıj jİZ[®]LÉİC İŞı[®]"

Sulpwq Lİq[®]me, ""aı kıc pa[®]f qu, a[®]h BİjC İ;SİŞ[®]2 Bİeh-- erælı[®]ıı fıı[®]f İmç Lİİh ejz

İ0fİa Lİq[®]me, ""çhfİ B[®]cn fııme Lİİ[®]a Lı[®]ej fıf ejCı"

Sulpwqz fıZÉ B[®]R a; fıı ı[®]p fıZÉ BİjC EfıSİe Lİİhz

İ0fİa Lİq[®]me, ""a[®]h pa[®]f Lİİu; ħım ħvpz Bİj[®] aıjı[®]L İnöLıım qC[®]a fııel AİdL k[®]aA fııZI AİdL iıııııııııı fııme Lİİu; BİpuıİR, Bİj[®] aıjı[®]L qıııC[®]a fıİİh ejz erælı[®]ıı kıc Nıİh[®]ıj jİZ[®]LÉİ hd Lİİu; İ;Sı qu, a[®]h Lq aıqı[®]a HLİV Lbj Lİq[®]h ej, İLz[®]aıj kıc İ;Sıİ Nıııı qıa aıııı aı aıjı[®]L Bİ Bİj İgİİu; fııç ejı"

Sulpwq Lİq[®]me, ""Bjıİ öe[®]ıı-- İfai, Bİj Afçıbİ- Bıjıİ öe[®]ıı aıj HLİV İffııııııııııı fııe Lİİ[®]a fııC[®]h ejz Bıjıİ fıİa öe[®]ıı aıj kıc fıı[®]f İmç qı, a[®]h aıjııı ıı öe[®]ıı Bİj ħııııce ııı Nİİ[®]a fıİİh ej, ıı öe[®]ıı fıİZıı LM[®]ejC iıııııı qC[®]h ejı"

İ0fİa aııııııı Lİq[®]me --Bıııı, Aıııııı, ııLbj fıı qC[®]hı Lııı erælı[®]ıı Bİıııı kı qu HLıııı ħıııııııı qC[®]hı"

Sulpwq j[®]e j[®]e fıİa' ıı Lİİ[®]me, ""BİjC İ;SİŞ[®]2 Bİehı jııııı ejıı -İı[®]c[®]hı ejıı ııııııııııı 0ıV[®]a İç ejı"

পূর্বে ফিলিপিন্স

Sulṭwṭal pj Ū' l jœ leâ; qCm eiz -l; l plqa k Lb; mCu; Bṁ; Qe; qCu; jRm, cīmṁa cīmṁa a; q; l n; m; f; h; m; h; j; q; l qCṁa m; j; N; m; z A; d; L; j; w; n p; j; ṁ; C B; l; ñ B; j; c; l B; u; š, ṁ; n B; j; c; l B; u; š eṁ; q; z Ū; Q; z; } pḍṁ; a; J H; C L; b; j; M; i; v; z S; u; l; p; w; q; l j; e; A; i; e; h; j; k; l; ṁ; ṁ; N H; j; e; - p; L; m L; b; j; E; i; w; ṁa m; j; i; N; m; k; i; q; a; y; q; i B; n; n; h; l; h; n; ṁ; p; l j; ṁ; A; i; h; n; i; j; B; o; j; a L; i; l; ṁa m; j; i; N; m; z S; u; l; p; w; q; f; ṁ; s; a Ṽ; l; ḍ; q; Cṁa m; j; i; N; ṁ; e; z

Ṽ; l; z; ṁ; c; x; ū; ṁ; f; l; j; ṁ; a; i; j; e; j; Ṽ; l; R; ṁ; a; C r; i; z; ṁ; Q; i; Cṁa Q; i; u; e; j; k; ṁ; c; h; ṁ; L S; u; l; p; w; q; H; a; i; c; e; j; j; h; i; m; u; S; j; e; ṁ; a; e, -l; ṁ; c; h; B; S; ṁ; L; e; a; y; q; i; j; j; a; ṁ; ṁ; A; f; q; l; z; L; i; l; ṁ; e, ṁ; L; e; a; y; q; i; ṁ; L; q; e; u; q; e; n; i; š; ṁ; h; i; m; u; h; e; j; M; e; j; L; i; l; ṁ; e? n; i; š; ṁ; l; p; ṁ; z; j; o; C; L; e, B; i; A; p; ṁ; z; j; o; C; h; j; L; e? n; i; š; ṁ; l; Q; r; ṁ; h; j; ṁ; L; j; b; u, L; z; i; C; h; j; ṁ; L; j; b; u? n; i; š; ṁ; a; j; q; i; ṁ; b; l; e; j; u; a; q; i; l; p; q; p; e; Q; ṁ; e; ṁ; l; a; ṁ; S; N; v; L; i; o; l; a; L; i; l; u; j; o; o; ṁ; n; e; Q; i; m; u; k; i; Cṁa; R, a; q; i; ṁ; L; A; h; m; ḍ; e; L; i; l; u; j; ṁ; L; Q; i; m; m, a; q; i; l; a; ṁ; f; i; s; u; j; ṁ; L; Q; z; i; ṁ; q; C; m, a; q; i; l; E; f; ṁ; E; i; w; u; j; ṁ; L; E; v; p; h; L; i; l; ṁ; a; R, a; q; i; l; i; e; ṁ; e; f; i; s; u; j; ṁ; L; B; a; l; e; j; c; L; i; l; ṁ; a; R, ṁ; p; a; q; i; l; L; e; S; j; e; ṁ; h? a; q; i; l; p; i; l; b; Ṽ; l; ṁ; L; q; e; j; C? f; i; b; h; e; l; i; e; l; f; q; A; p; q; i; u; i; e; l; S; h; i; c; ṁ; l; i; š; ṁ; h; i; q; l; L; i; l; u; j; L; i; m; l; ṁ; f; z; e; i; e; u; ṁ; n; i; š; ṁ; l; a; b; j; i; e; h; ṁ; z; L; i; l; ṁ; a; q; Cṁ; h; H; C; Ṽ; l; B; j; i; l; h; a! ṁ; L; e? ṁ; p; ṁ; a; j; B; f; e; j; l; L; j; S; B; f; i; e; C; L; i; l; ṁ; a; R-- a; q; i; l; c; h; i; ṁ; B; R, h; e; j; B; R, i; j; j; L; ṁ; f; B; R, S; i; j; j; i; f; A; i; N; i; c; i; q; B; R, i; e; c; l; u; j; j; e; h; q; e; u; i; ḍ; o; b; a; i; q; w; p; i; B; R-- r; ṁ; B; j; i; ṁ; L; a; q; i; l; B; h; n; e; l; L; e

a; q; i; l; f; i; l; c; e; k; f; i; j; a; q; C; m; a; q; i; A; i; a; j; e; i; q; l; f; i; j; a; z; h; i; ḍ; ṁ; n; o; q; C; u; i; R; z; f; h; i; c; ṁ; L; ṁ; j; o; e; j; z; p; k; ṁ; l; i; z; ṁ; e; h; o; ṁ; l; S; ṁ; ṁ; d; a; J; i; ḍ; e; z; h; i; ḍ; i; h; ṁ; J; p; k; ṁ; l; i; z; ṁ; c; n; i; c; l; T; m; j; m; L; i; l; ṁ; a; R; z; o; i; B; e; ṁ; f; i; j; B; L; i; ṁ; f; i; z; ṁ; A; i; ṁ; z; e; e; c; l; ṁ; p; i; ṁ; a; i; h; L; i; n; a; ṁ; h; a; n; a; c; ṁ; l; e; j; u; f; i; l; ḍ; g; v; q; C; u; i; E; i; w; u; i; R; z; e; f; m; B; L; i; ṁ; i; ḍ; m; i; j; l; p; u; j; k; i; Cṁa; R-- C; ṁ; ḍ; e; ṁ; a; j; ṁ; z; i; e; f; ṁ; d; i; y; a; b; ṁ; l; ṁ; h; z; e; E; i; s; u; j; Q; i; m; u; i; R; z; L; j; W; i; h; s; i; m; l; j; N; i; R; N; i; R; R; v; j; R; v; L; i; l; ṁ; a; R; z; c; ṁ; H; L; i; v; A; i; a; i; e; l; M; i; ṁ; j; p; p; Q; i; l; ṁ; a; ṁ; T; i; ṁ; f; l; i; a; l; q; Cṁa; h; i; q; l; q; C; u; i; B; h; i; l; B; s; i; m; M; ṁ; S; ṁ; a; R; z; R; i; N; i; n; o; l; j; A; i; a; c; ṁ; ṁ; j; f; i; q; i; ṁ; s; E; i; w; u; j; Q; i; p; i; R; j; s; u; j; M; i; Cṁa; R; z; ṁ; N; i; l; -i; m; B; S; j; e; l; B; e; ṁ; j; j; w; -j; u; R; s; i; C; u; i; f; i; s; u; j; R; z; i; j; M; i; m; N; i; e; d; i; l; u; j; R; z; L; m; p; L; r; j; j; ṁ; l; B; o; m; d; i; l; u; j; B; S; ṁ; R; ṁ; ṁ; ṁ; ṁ; l; j; h; i; q; l; q; C; u; i; R; z; h; ū; f; ṁ; s; i; l; S; e; f; g; ṁ; a; ṁ; ṁ; a; R; z; ḍ; e; j; e; l; S; e; f; e; c; l; ṁ; a; B; S; A; e; l; ṁ; ṁ; j; L; p; j; ṁ; h; a; q; C; u; i; R, L; m; L; m; ū; ṁ; a; q; i; l; j; N; o; f; L; i; l; ṁ; a; R-- e; c; f; l; L; m; ḍ; e; l; j; i; h; i; j; e; j; z; B; o; j; e; t; l; f; i; j; ṁ; a; H; C; S; h; j; u; f; B; e; ṁ; j; u; f; d; i; z; e; l; i; c; ṁ; L; Q; i; l; q; u; j; c; f; o; ṁ; n; e; ṁ; p; ṁ; f; l; i; y; a; j; y; s; i; n; h; m; n; d; i; ṁ; f; ṁ; h; n; L; i; l; ṁ; e; z

জয়সিংহ প্রতিমার দিṁ; L; Q; i; l; q; u; j; S; s; q; ū; l; L; i; q; ṁ; e, ṁ; ṁ; L; e; j; j; B; S; H; j; e; A; f; p; a; ṁ; L; e? H; L; i; c; e; ṁ; a; j; j; l; S; ṁ; ṁ; l; i; š; ṁ; a; ṁ; j; c; i; m; ṁ; a; f; j; j; e; j; c; h; i; m; u; j; H; a; i; ṁ; ṁ; ṁ; l; B; j; i; c; l; q; e; ṁ; l; j; ḍ; e; Q; i; l; q; u; j; c; ṁ; ṁ; j; i; i; š; ṁ; l; Ṽ; l; ṁ; L; R; ṁ; A; i; j; h; c; i; m; ṁ; a; R? i; ṁ; ṁ; ṁ; l; q; e; u; f; i; c; ṁ; m; c; Ṽ; l; ṁ; a; j; j; l; a; i; ṁ; q; u; e; j; i; e; l; f; l; i; ḍ; i

©ñjZa Q;C? BµR; j j, paÉ LÏLu; hmÚ ©cIM, fZÉI -nIÉI ©ñjh½j jZLÉL fÏbhÉ qC@a
Afpá LÏLu; HM;e c;eñI I;SaAØb;fe LI;C ÌL@a;I AÏi fÏu? I;SIŠ² ÌL Ìeaj;C Q;C?
©a;I jMI EŠI e; öle@m BÏj LM@e;C I;SqaÉ; OIV@a Ìch e;I, BÏj hÉ;O;Ia LÏLhz hmÚ qy
ÏL e;I"

pqp; ÌhSe jÏ¾© nÉ EÏWm, ""qy"

Sulpwq Qj ÏLu; fOQ;@a Q;Iqu; ©cIM@me, L;q;LJ ©cIM@a f;C@me e;I, j @e qCm @ke R;u;I
j@a; Lf HLV; L;Ïfu; @Nmz üI öleu; fÏb;C ayq;I j @e qCu;I Rm, @ke ayI -I;I L~üIz
f@ j @e LÏL@me, j; ayq;@k তাঁহার -I;I L~ü@C B@cn LÏL@me Cq;C pñhz ayq;I N;ce
@j;I' a qCu; EÏWmz ÌaÉe fÏaj;@L i Šj ù fZ;I LÏLu; pn@Øe h;IqI qCu; fÏs@mez

Aøj fii Rrc

Nj af ecfi cirZ icLI HL Øbjei fjs Aianu EpQz hoñi di; J R;ta R;vi pñia HC Eæa i jL e;ej -qiNqñi ðhi š² Liliu; gimu;Rz Cqi; iLRcçñi fiu Adñiçñi hš; hš; nim J Niñjil NiR HC nadihçñi ðmichñi iöñi; iñimu;R, ðLç° j;TM;e; HC SijVLç j dñe hš; NiR HLIVJ e;çz Lhm Øbje Øbje; çipir upar R;vi R;vi nim NiR hñisça fii aR e; hñilu; Liçmi qCu; fisu;Rz ðñi f;bi Rs;e; HL-q;ia cç-q;ia fñi R;vi R;vi Smçñia La na B;L;hyLi fçb Oñi; Oñi; iñimu; ðhi š² qCu; ecfça inu; fisaRz HC Øbje Aia ðeSñe-- HM;eLi B;L;N NiRI à;li Ahñiç nçq HM;e qCça Nj af ecf Hhw a;qi; fi f;ñi ðhiçñiñi nçñi çepLm Açel çñi fñi; çmi; kuz fñiçce fñi; i;S; Njñiç; j;ZLÉ HCM;e çñiçça B;ipçae, pñA HLIV pñe hi HLIV Aeçñi J B;ipa e;çz Sçmi; LM;e; LM;e; Nj afça j;R di;ça B;ipu; çñi qCça çimça f;çca, a;qi;çñi çñiçñiçñi i;S; çñiçñi e;ñi; i;çñi; i;çñi Qrç; j;çaa Liliu; h;pu; B;Re, a;qi; j;çñi fñi; i;çñi çñiçñi iL a;qi; Bañi; Sñiçña hçñi; k;çca e;çz BSLim hoñi icçe fñiçce HM;e B;ipça f;ñiçae e; ðLç° hoñi-Efnç; k;çce B;ipçae çñiç R;vi; a;ai;L pñA Liliu; B;ieçae

a;ai;L B; a;ai; h;imça C;R; Lç e;çz HLj;ç k;qi; j;çñi a;ai; pç;de j;ççca ç ç;ai; B; e;çz f;ñiçñi LiçR a;ai; nçñi; R;ç;e; Ab;ç e;çz ðLç° q;ip k;me pLimçñi; nimhç, çñiç Liliu; nimNiçRI B;çñi; m;L;Cu; a;qi; pñiç ç afrñiç a;ai; h;imu; X;ilLa Hhw a;qi; Ešñi Niç Niç ç;çum X;ilLu; Eñwa, çñi L;çee qCça fñiçñiç i;çñi; B;ipa, a;me çç a;ai; nç Açñi fñiçñiç qCu; L;çee h;çç Lila-- a;me çç a;ai; pç;de HLIV h;imLi; rç qççul Aia ççñiç ðeççñiç fñiçñiç Liliu; f;ñiç j;ç; üçñi; icçel E;isu; k;çca-- a;me çç HLIV ççççç² j;çñi pç;de fñi; i;çñi çñiç f;ñiçñi N;ç m;Vu; m;çca-- fñi; ja-fñiçñi B;ççju pççñiç p;çca HLIV rç h;imLi; B;ççju çççñi iLÉ ççmi;Cu; i;çaz HMe ç h;imLi; e;ç-- h;imLi; B;R, ðLç° a;ai; e;çz h;imLi; H pwp;ñi; pqpçñi;L;L, pqpçñiçñi, ðLç° a;ai; Lhmj;ç çç h;imLi;çz j;qi;S Njñiç; j;ZLÉ HC h;imLç dñi h;imu; X;ilçae, B; j; j; a;qi;ç h;imu; X;ilçz

j;qi;S fñiçñi HL; Nj af a;ai; B;ipçae, HMe dñiç pñA Liliu; B;eez a;qi; f;ñiç p;lm j;çñiçñiç i;çce ççñiçñi; R;ju; çimça f;çez j;ççç² pwp;ñi; B;hçñi j;çç i;S; k;me fñiçñi Lçee a;me h;ñi; j;ççñi; a;qi;çñi; iöñi; çys;u, a;qi;çñi; f;ñiçñi; çuz B; fñi; ja qCçñi HLIV inö a;qi;çñi; pwp;ñi; h;ñiçñi; m;Cu; B;ç-- a;qi;ç h;ç; h;ç; çñiç e;ñiç Qrç; pççñiç ðñiçñiç pqpçñi; LçVma; p;LçQa qCu; k;ju-- inö; q;ia di;lu; j;qi;S ðñiçñiçñiç j;çççñiç A;ççñi; icçel f;ñiçñiç HLIV E;çñi; p;lm ðñiçñi; i;ççç inu; çys;ç; ççmi;ç A;ççñi; pççñi

BLin-0%cia®fI-leÇe-lØba İhnİpİ®Mİ j qİpİ j cİM®a fİJu; kİu; ®pMİ®e İ İmİL
İ İmİL ü®mİL pÇ®mİ®Lİ pWNeal Bİ İp öeİ kİu; ®pMİ®e plm f®b pLmC plm pqS
®hİ e İmİu; ®hİd qu, ®LhmC ANİpİ qC®a Evpİq qu, EvLV İ İheİ-İQİ ApM-Anİİİ cİ
qCu; kİuz j qİİS ®pC fİİ İ®a, İeSİ®e h®el j ®dİ ecfl a®İ, j İ² BLİ®n HLİV İnöl ®fİj
İej NÀqCu; Apfİ ®fİj pİ®al fb cİM®a fİez

®Nİİhİİİ j İZLÉ dİ®®L ®Lİ®m Lİİu; mCu; aİqİ®L dİ®hİfİMÉİe öeİC®a®Re; ®p ®k h®Sİ; HLV;
İL®hİ®T®a®R aİqİ e®q, İLİ®° İİSİİ CİRİ dİ®hİ j ®M B®dİ-B®dİ ü®İ HC dİ®hİfİMÉİe Bİhİ
İgİİu; ö®eez

NÖf öİe®a öİe®a dİ®hİ İmİm, ""Bİj h®e kİhz"

İİSİ İmİ®me, ""LÉ Lİ®a h®e kİ®h?"

dİ®hİ İmİm, ""qİu®L cM®a kİhz"

İİSİ İmİ®me, ""Bİ İİ®aİ h®e H®pİR, qİİ®L cM®a H®pİRz"

dİ®hİ হই ®Lİbİu?

রাজা এইখা®eC B®Rez

dİ®hİ Lİqm, ""İcİc ®Lİbİu?"

İmİu; EİWu; cİSİCu; İfR®e Qİİqu; cİMm-- aİqİİ j®e qCm, İcİc ®ke B®NLİİ j®aİ İfRe
qC®a pqpİ; aİqİİ ®QİM İVİfhİİ Seİ Bİp®a®Rz Lİqİ®LJ eİ fİCu; OİS eİj İCu; ®QİM aİmİu;
İS' İpİ Lİİm, ""İcİc ®Lİbİu?"

İİSİ Lİq®me, ""qİİ®aİjİİ İcİc®L ®X®L İe®u®Rez"

dİ®hİ Lİqm, ""qİu®Lİbİu?"

İİSİ Lİq®me, ""aİ®L Xİ®Lİ hvpz®aİjİ®L ®pC ®k ®hİ®L İnİM®u İc®uİRmİj ®pC®V h®mİz"

dİ®hİ cİmİu; cİmİu; İmİ®a mİİNm--

qİİ®aİjİu XİİL-- hİmL HLİLÉ,

Bİdİİ Aİ®ZÉ dİC®qz

গহন তিমি®İ eu®el e®İ

পথ খ®S eİİq fİC®qz

সদা ম®e qu LÉ Lİİ LÉ Lİİ,

কখন আসি®h Lİm-İhİ İhİÉ,

aİC İ®u jİİ XİİL "qİİ qİİ"--

qİİ İheİ®Lq eİC®qz

নয়®el Sm q®h eİ İhgm,

®aİjİu p®h h®m İ Lahvpm,

®pC Bnİ j®e L®İR pöM--

®h®Q BİR Bİj aİC®qz

আঁধা®®a Sİ®N®aİjİİ BİMajİİ,

ajil i š² Li qu ej fbqij,
ajju Qiq aij dha:ij--
BI Lij fiqe Qic qz

"I'u "m'u "X'u "c'u EmVfjmV Liliuj, Adnl Lbi jsmi jde Iijmuji, Adnl Lbi
EjQijZ Liliuj, dha cimu; cimu; paju L HC nql fiw Lilmz oleui I;Sij fiZ Be%
lejNAqCu; Nm, fi ja la-Z j d qCu; EIm, Qij icL ecf-Ljee al;mai qilpa mijNmz
LeLpajipš² efm;Li n lale Lijqil Aefj pxi pqipf jMurih cim'a ficemez dha kje
ayqil Li m hipuj BR-- ayqif q ajle L ke hijfi ni j de, Li ml j de a mu;
mCmz lale Bfe;L, Bfe;L Qij icLi pLmL, ihndi;Qil Lijqil Li ml Efi cim'a
ficemez ayqil Be% J fi pknli ZI eju cn icL ihliLia qCu; BLjn fzn Lilmz

Hje pju pnØe Sulpwq -qifb lcu; pqp; I;Sij pCj sm Bipuj Eia qCmez

I;Sij ayqil c qia hijcu; icme; Liqme, "Hp Sulpwq, Hpz"

I;Sij aMe inöi plqa Ij Inu; inö qCu;Re, ayqil I;Sj kn; Lijbiuz

Sulpwq I;Sij i jju qCu; fZj Lilmz Liqme, "jqij;S, HL lence BR"

I;Sij Liqme, "Lf hmiz"

জয়সিংহা মা, আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াRez

রাজা Le, Bij ayl Ap;ol LijS Lf LiliujR?

জয়সিংহা মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া chel fSij h;Oja LiliujRez

I;Sij himuj EIme, "Le Sulpwq, Le H lqwpil mimpil; jjae's pzlel Iš²fja
Liliuj aij jil fipæ Lila Qij!"

Sulpwq dfe dfe I;Sij fiul LijR hipmez dha ayqil am;ujl mCu; Mm; Lila mijNmz

Sulpwq Liqme, "Le jqij;S, niØe aj himc;el hethöb; BR"

I;Sij Liqme, "niØael kb;bn ihid LC hij fime Lz Bfe;L fhis Aepi pLmC
niØael h;M;ij Liliuj biLz kMe chel pCj sm himl pLc;ij Iš² ph;A jilmuj pLm EvLV
QfvLij i foZ Eö; p f;A Z eae Lila biL, aMe il aqij; j;ul fSij L, ej leSI
qcul j de k lqwpil; rpf BR pC I; rpf;ij fSij L! lqwpil leL v himc;e cju;
niØael ihid e, lqwpil him cju;c niØael ihidz"

Sulpwq AeL rZ Qf Liliuj liqmez Lmf Ijæ qc'a ayqil j eJ Hje AeL Lbi
aimf;is qCu;Rz

Ahnö himme, "Bij j;ul üj sm oleujR-- H iho BI Li;ei pwnu bil'a fi
ej lale üuw himujRe, lale jqij;SI Iš² Qjez"

himuj Sulpwq fi j;al j;el Ovej I;SijL himmez

I;Sij qilpu; himme, "H aj; j;ul Bcn eu, H Iofial Bcnz IofiaC A;ijm qc'a
ajil Lbijl ESI lcu;jRmez"

I;Sij j sm HC Lbi oleui Sulpwq H;Lhi; QijLuj EImmez ayqil j eJ HI f pwnu

HLhij Qil@a j@a; EIWu;IRm, iLz° Bhij ihc@a j@a; Azlqila qCu;IRmz IjSi Lbij
pC p@a q Bhij B0ja m;INmz

Sulpwq Aafz' Ljal qCu; himu; EIWme, "ei j qijS, BjiL æzjNa pwnu qC@a
pwnu; mCu; k;C@he ej-- BjiL afl qC@a @Wmu; p;@a @gim@he ej-- Bfeij Lbij
Bji Qijl ic@LI AaLij @Lhm hij@a@Rz Bji @k ihnap, @k i š² IRm, a;C b;Lú-a;qil
filh@aNH Lwin; Bij Qic eiz j;ul B@cnc qEL BI -I;I B@cnc qEL, @p HLC Lbij--
Bij f;ime Lihz" himu; @N EIWu; a;qil a@m;ujl M@m@me-- a@m;ujl @alLIZ ihc@a
j@a; QLj LúLiluj EIWmz Cq; @cimu; dñ Fdú@ Lyicu; EIWm, a;qil @R;@V; c@IV q;@
IjSiL Ss;Cu; IjSiL f;ZF@Z B;R;ice Liluj dilm-- IjSi Sulpwq f;la mr ej Liluj
dñ@LC h@r Qijfu; dil@mez

Sulpwq a@m;ujl c;@ @gimu; ic@mez dñl if@W qia h;@Cu; him@me, "L;@ej i u @eC
hvp, @L;@ej i u @eCz Bij HC Qimmij, a;@ JC j qv Bntu b;@L; JC ihnim h@r ihl;S
L@;-- @aj;@L @Lq ihjRæ Lil@h ej"

himu; IjSiL fZj Liluj f@b;je Lil@a Ec@a qC@mez

pqpi Bhij Lf ijhu; igiluj Liq@me, "jqijS@L p;hd;je Liluj icC, Bfeij i;ja;
eræ;ju Bfeij ihe;@nl fl;jnñ Liluj@Rez 29@n Bojt Qa@h @chajl fS;il I;@e Bfle
paLñbijL@hez"

IjSi qijpu; Liq@me, "eræ @L;@ej@aC BjiL hd Lil@a f;il@h ej, @p BjiL
i j;@mh;@pz"

Sulpwq ihc;ju qCu; @N@mez

IjSi dñl ic@L Qilqu; i š²; i;@h Liq@me, "a;@C BS Iš²f;ja qC@a dIZ@L Iri
Lil@m, @pC E@Y@c @aj;il ic@c @aj;@L IjMu; iNu;@Rez"

himu; dñl An;@pš² c@IV L@f;im j R;Cu; ic@mez

dñ Nñ@l j @M Liqm, "ic@c @L;@ju?"

Hje p;@u @0 B;pu; p;@L B;Ræ Liluj @gimm, ecfl Efl L;@m; R;uj f;ismz c;@l
he;@j @0 I j@a;C L;@m; qCu; EIWmz h;@f;@al mrZ @cimu; IjSi f;ip;@c igiluj B;@mez

ehj fīl[®]Rc

jīcī A[®]eL c[®]fī euz īL[°] Sul[®]p[®]wq īhSe ecfl dīl īcu; A[®]eL O[®]īl u; d[®]fī d[®]fī jīcī[®]l īc[®]L Qīm[®]mez īhū^l i jhe; ayqīl j[®]e Ecu qC[®]a mīlNmz HL S[®]uN[®]ju ecfl a[®]fī N[®]i[®]Rl amīu hīpu; fīs[®]mez c[®]ē q[®]ū^l j[®]M B[®]ūR[®]ice Līl u; i jīh[®]a mīlN[®]me, "HLV; L[®]iS Līl u; [®]gīmūjīR, AbQ pwnu k[®]C[®]a[®]R eiz BS qC[®]a [®]LC hī Bjil pwnu O[®]ūC[®]h! [®]L[®]je[®]W; i j[®]mī [®]L[®]je[®]W; j[®]c BS qC[®]a [®]L a;qī Bjil[®] h[®]ā;Cu; īc[®]h! pwpī[®]l pqp[®]t[®]L[®]iV f[®]bl [®]j[®]iqe;u cys;Cu; L[®]iqī[®]L īS' ipi Līl h[®] [®]L[®]je[®]W; kb;bn[®]fb! fī[®]cī[®]l j[®]d[®]e Bīj A[®]ā HL[®]iL[®]f cys;Cu; BīR, BS Bjil oīø i jīPu; [®]N[®]R[®]'

Sul[®]p[®]wq kMe EīW[®]me aMe hīø fīs[®]a Bīñ Līl u;[®]Rz hīø[®]a īi īS[®]a īi īS[®]a jīcī[®]l īc[®]L Qīm[®]mez [®]cīM[®]me īhū^l [®]mīL [®]L[®]im;qm Līl[®]a Līl[®]a jīcī[®]l īc[®]L qC[®]a cm hīydu; Qīmu; Bīp[®]a[®]Rz

h[®]s; hīm[®]a[®]R, "h[®]i[®]f-īfajql L[®]im [®]b[®]L HC [®]a; Q[®]m Bp[®]R Sīle, BS l;Sīl hīū īL ay[®]cl pLm[®]LC Rījs[®]ū EWM!"

k[®]h; hīm[®]a[®]R, "HMe Bī jīcī[®]l Bp[®]a C[®]ūR L[®]ī ej, f[®]Sīl [®]p dj [®]eCz'"

[®]L[®]q hīmm, "H [®]ke ehī[®]hī l;Saīq[®]ū cys;[®]mīz'"

a;qīl j[®]eīl i jīh HC [®]k, hīmcje pō[®]ā lād; HLSe j[®]pmj[®]eīl j[®]eC S[®]ūj[®]C[®]a fī[®]l, īL[°] HLSe lq[®]ā j[®]e S[®]ūj[®]e; Aaf[®]z' Bōōkī

[®]j[®]ūl; hīm[®]a mīlNm, "H l;Sēīl j[®]Ām q[®]h eiz'"

HLSe Līqm, "f[®]d;ā-wīL[®]ā [®]a; ūuw hm[®]me [®]k,j; ū[®]f[®]āh[®]m[®]Re īae jī[®]pī j[®]d[®]e H [®]cn js[®]L E[®]p[®]R[®]ē k[®]h[®]z'"

qīl; hīmm, "HC [®]c[®]mī-ej [®]Le, [®]j[®]ī[®]d; BS [®]cs hRl d[®]ī hē;[®]j; i [®]N hī;hīl [®]h[®]ū H[®]p[®]R, [®]kC hīm hā qm Ajīe [®]p jīl; [®]Nmz'"

rīz' hīmm, "a; [®]Le, Bjil i jōl[®]fī, [®]p [®]k jī[®]h H [®]L Sjeaz īale īc[®]eīl Sīz [®]kjīle Līhī[®]Sī hīsīV MīJuj Ajīe [®]QīM Em[®] [®]Nmz'"

i jōl[®]fīl [®]hī[®]L Hhw l;Sēīl AjĀm-Bn[®]ju rīz' Līal qCu; fīsmz

īaeLīs Līqm, "pīce j[®]d[®]qī[®]lVī N[®] B[®]-e mīNm, HLMīe; QīmīJ hīl LīCm eiz'"

īQz'jīZ Qīo; a;qīl HLSe pĀē Qīo;[®]L Līqm, "Aa Lbīu LīS Lē, [®]c[®]mī-ej [®]Le H hRl [®]kje dje pū[®] q[®]ū[®]R Hje Aef [®]Lī[®]e; hRl qu īez H hRl Qīo; l Lfī[®]m Lē B[®]R [®]L Sī[®]e[®]z'"

hīmcje hā qChīl f[®]ī Hhw f[®]hīū kīqīl kīqī-īLR[®]rīā qCu;[®]R, phīp[®]Cjīāe[®]j Jc hīm hā qJu; a;qīl HLjīe LīZ īeīcīb qCmz H [®]cn fīlāē;N Līl u; kīJu;C i j[®]mī, HCl[®] pL[®]mī ja qCmz H ja īLR[®]aC fīl hīā[®]ā qCm e; h[®]ū, īL[°] [®]c[®]h[®]C pL[®]m hīp Līl[®]a

m;INmz

Sul'pwq AeEjeu' IR'mez Cq;@Cl fIa ILRj;æ j'e;@k;N e; LILu; IaIe j;@e' INu; EfIØba qC'me; @cIM'me, fS; @no LILu; IOfIa j;@e' h;Iq' h;Ipu; B'Rez

âaNIa IOfIaI IeLV' INu;C Sul'pwq Ljal AbQ ct ü' ayq;L IS' ip; LIL'me, " -I;@ch, j;@ul B'cn NqZ LILh;I SeE BS fI;@a B;Ij kMe j;@L fhA IS' ip; করিলাম, আপনি @Le a;q;I ESI I'c'me?"

IOfIa HLV' CaU'a LILu; h;Im'me, "j; @a; B;IjI a;I;C ayq;I B'cn fQ;I LILu; b;@Le, IaIe IeSj;@M ILR' h'me e;I"

Sul'pwq LIq'me, "BfIe pC;@M EfIØba qCu; h;Im'me e; @Le? Az;I;@m m;@ j;Iua b;I;Lu; B;Ij;@L Rme; LIL'me @Le?"

IOfIa @e;@ qCu; h;Im'me, "Q'f L'@;Z B;Ij Lf i;Ihu; Lf LIL a;@j a;q;I Lf h;@T'@? h;Iq;@mI j;@a; k;q;I j;@M B'p a;q;C h;Im'me; e;I B;Ij k;q;I B'cn LILh a;@j @Lhm a;q;C f;Ime LIL'@, @L;@e; fhA IS' ip; LIL'@; e;I"

Sul'pwq Q'f LILu; I;Iq'mez a;q;I pwnu h;Ism 'h L;Ijm e;I ILR'Z f'@ h;Im'me, "BS fI;@a B;Ij j;@ul L;@R h;Imu;I;Rm;Ij @k, IaIe k;Ic ü;@M B;Ij;@L B'cn e;I L'@e a'@h B;Ij LM'@aIe @a;@h;@t;@a @ch e;I, a;q;I h;I;@;a LILhz kMe IØbl h;@Tm;Ij j;I B'cn L'@e e;I;C, aMe j;q;I;@SI IeLV er@a;I;@ul pWLØf f;IL;In LILu; I'c'@a qCm, ayq;@L paLN LILu; I'cm;I;I'"

IOfIa ILuvrZ Q'f LILu; h;Ipu; I;Iq'mez EcI'@hm @e;@d c;Ie LILu; ctü'@ h;Im'me, "j;@e' fhA L'@;I;I'"

Ei @u j;@e' fhA LIL'mez

IOfIa LIq'me "j;@ul QIZ Øfn' LILu; nfb L'@;I;I-- h;@m; @k, 29'@h Bo;@tI j;@e' B;Ij I;SI Š' B;Ie;I HC QI'Z Efq;I I'cht'"

Sul'pwq O;I; @q;@ LILu; ILR'Z Q'f LILu; I;Iq'mez f'@ HLh;I -I;I j;@MI I'c'@L HLh;I f;Iaj;I j;@MI I'c'@L Q;Iq'mez f;Iaj;I Øfn' LILu; d'@I d'@I h;Im'me, "29'@h Bo;@tI j;@e' B;Ij I;SI Š' B;Ie;I HC QI'Z Efq;I I'cht'"

cnj fil R

Nq igilu; Bipu; j qil;S leul; a I;SL;ikN pj;fe Lil mez f;axL;iml p;skN;im;L B;uRæ qCu; NRz j'OI R;uju ice Bhil Aål;il qCu; Bipu;Rz j qil;S Aaf;1 ihje; B'Rez Aefice I;Spi ju eræ;ju Ef;Øba b;il'æ, BS lale Ef;Øba IR me e; I;S; ayq;L X;ilLu; f;w;C me, lale JSI Lilu; himu; f;w;C me ayq;il n;fel Ap;Øbz I;S; üuw eræ;ju L' r iNu; Ef;Øba qC mez eræ j M a;mu; I;S;il j M ic L Q;ilq'a f;il me e; HLM;e; imiMa L;NS mCu; L;S h;f;U' B'Re Hjle i je Lil mez I;S; him'লন, "নক্ষত্র , 'aj;il il ApM Lilu;R?"

eræ L;N'SI H;f;w J;f;w Em;V;Cu; q;al AÅ;il le;f;RZ Lilu; him me, "'ApM? e; ApM iWL eu-- HC HLM;ile L;S IRm -- qy qy, Ap'হুইRm-- LaLV; ApM jae h'Vz"

eræ;ju lea;1 Ad;el qCu; E;Iw me, N;il;h;1;j;ilZLÉ A;lanu ihoZ; M eræ;el j M ic L Q;ilqu; I;Iq mez lale i ;ih'ত লাগি me-- "qu qu, 'De;el e;f;S j 'd;f;J lqwp; Y;Lu;R, 'p p;f;il j 'a; m;L;C'a Q;u, j M 'cM;C'a Q;u e; B; j;C;il A;I'ZÉ il lqwp;f;ö k'Ø e;C, 'n'Ø il j;e;Ø j;e;Ø' i u Lil'হ, i ;C; i ;C;ul f;in iNu; lexn'iq'Ş h;ip'a f;ic'হ e;! H pwp;il lqwp;-'m; C Ha h;S; qCu; E;Iw, B;I 'Deq-'f;ij 'L;ib;J W;C f;icm e;! HC B; j;il i ;C; Cq;il p;qa f;ilæce HL Nq hip Lil , HL;ip'e h;ipu; b;il, q;ilp; M L;bi LC-- HJ B; j;il f;ic'হ h;ipu; j 'e;el j 'd;f; R;il n;e;C'a'Rz' N;il;h;1;j;ilZLÉ leLV aMe pwp;il lqwp;S;f;Z'N A;I'ZÉ j 'a; 'h;id qC'a m;ilNmz Oe Aål;il j 'd;f; 'Lhm Q;il ic L c;1 J eM' I RV; 'c;im'a f;ic mez c;Ø'nen;ip 'g;im;u; j qil;S j 'e Lil me, "HC 'Deq-'f;ij q;e q;e; q;ilel I;S;é h;ilQu; b;ilLu; B;ij B; j;il ü;S;ilal, B; j;il i ;C;el j 'e 'LhmC lqwp; 'm; j 'a;Ø Aem S;im;C'a;IR-- B; j;il l;pwq;pe;el Q;il ic L B; j;il f;ilZ;ildL Ba;f;ul; B; j;il ic L Q;ilqu; j 'e j 'e j M hæ' Lil'a'R, c;1 Oo;V Lil'a'R, n'MmhÜ i foZ L; M;il j 'a; Q;il ic L qC'a B; j;il Ef; Tyf;Cu; f;ish;il Ahpl M;S'a'Rz Cq; A'f;ri Cq;el M;leM;il;Q;a iRæ;ih;uRæ qCu; Cq;el I'Ş'2l ab;ij V;Cu; HM;e qC'a Af;pt' হওয়াই ভা'ম;il'

f;il ja-BL;in N;il;h;1;j;ilZLÉ k 'f;ij j M;u;R;il' c;im;u;ilR me a;q; 'L;ib;ju l; j; m;Cu; 'Nmz E;Iw;u; c;ys;Cu; j qil;S N;ñ;el ü' him me, "'eræ, আজ অপরা'q;Z 'N; j afa;f;il leS;le A;I'ZÉ B; j;il c;f;S'e 'hs;C'a k;Chz"

I;S;il HC N;ñ;el B'c;nh;Z;el ih;il;Ü eræ;el j M L;bi p;ilm e; , il;L;° pwn'ü J Bn'ju ayq;il je BL'হ হইয়া উঠিলা তাঁহার ম'ে qC'a m;ilNm, j qil;S HarZ e;f;h c;f; Qr;a;ayq;il C j 'e;el ic L leihø Lilu; h;ipu;ilR me-- 'pM;e Aål;il N'a;il j 'd;f; k i ;he;-'m; L'f;Vl j 'a;

İLmühmü Lİl aİRm, p-ŋi ke pqp; Bŋi cİMu; AİØbl qCu; hİlql qCu; fİsu;Rz i u i u eræ:ju İ;Sİl jŋMI İcƒ একবার চাইমে-- cİMŋn তাঁহার মশM Lhm pNi fl İhoZAnİ;L i jh, pMİe RİjØl RİMj;æ e;Cz j;ehqƒeul LİWe İeü† a; cİMu; RŁhm pNi fl ŋİL ayqİl qƒe İhlİS Lİl aİRmz

ŋm; fİsu; Bİpmz aMƒe; j0 Lİl u; BƒRz eræ:juL pA mCu; j qİ;S fchƒS AİZƒİ İcƒ Qİmƒmez HMƒe; páf; qCƒa İhmØ BƒR, İLz'j 0I AâLİj páf; hİmu; İj qCƒaR-- LİLİ; AİZƒİ j dƒ İgİl u; Bİpu; Aİhnİj QfvLİ Lİl aR, İLz' cƒ-HLVİ; İQm HMƒe; BLİŋ pyaİl İcƒaRz cƒ İ;C kMe İeSİe hƒeİ j dƒ fİhn Lİl me, aMe eræ:juL Nİ RjİRjÜ Lİl a mİlNmz hƒs; hƒs; fİQƒe NİR SVMİ; Lİl u; cysİCu; BƒR-- aqİlİ; HLİV Lbİ Lƒq eİ, İLz' İØbl qCu; ke LƒVI fcnëvLƒ fknİ;U ŋİe; aqİlİ; RŁhm İeSI Rİuİl İcƒ, amİØba AâLİj İcƒ Aİe;0 eƒe Qİlqu; bİRLz AİZƒİ pC SİVm İqƒƒİ İi aƒ fƒƒf Lİl a eræ:juL fİ ke Bİ Eƒ eİ -- Qİl İcƒ pNi fl İeÜ† aİl İLİV cİMu; qƒƒƒƒ উপস্থিত হইa mİlNmz eræ:juL Aaƒz' pƒƒq J İ u Sİj; m; İ foZ AcƒØ j a; efl h İ;Sİ; HC páf;Lİm HC fİbhƒl A;İ; m İcu; ayqİL Rİbİu mCu; kİCƒaRƒe İLRƒ Wİql fİCƒme eİ; İeØQu j e Lİl me, İ;Sİl LİR dİ; fİsu;Rƒe, Hhw -İ;al nİİÜ'İchİl SeƒC İ;Sİ ayqİL HC AİZƒİ j dƒ Bİeu; gİmu;Rƒe eræ:ju Fdİhİp fİmİCƒa fİlİm hƒƒe, İLz' j e qCm R ke ayqİl qİa-fİ hƒİdu; Vİeu; mCu; kİCƒaRz İLRƒaC Bİ fİlæ;Z eİCz

AİZƒİ j dƒØbŋm LaLVİ; gyLİz HLİV ü;İ İhL Smİnŋul j a; BƒR, hoİLİm aqİ; Sŋm fİl fZİ pC Smİnŋul dİ; pqp; İgİl u; cysİCu; İ;Sİ; hİmƒe, "cysİJ!"

eræ:ju QİİLu; cysİCƒmez j e qCm, İ;Sİl Bƒcn öİeu; pC j qƒaİ Lİmİ pİa ke hâ qCm-- pC j qƒaİC ke AİZƒİ hƒ -İm k kMİe İRm Tİ;Lu; cİsİCm-- eƒQ qCƒa dİZƒ Hhw Efl qCƒa BLİn ke İenİp İ;Ü Lİl u; Üİ qCu; Qİlqu; İİqmz LİLİ Rİmİqm bİlİu; ŋR, hƒeİ j dƒ HLİV nē e;Cz RŁhm pC "cysİJ" nē AƒeL rZ dİl u; ke NjÜNjÜ Lİl a mİlNm-- pC "cysİJ" nē ke aİsvfİqİl j a; hƒ qCƒa hƒİ;Lİ, nİMİ qCƒa fİhİMİu fİhİqā qCƒa mİlNm; AİZƒİ fİaƒL fİaİVİ ke pC nƒeİ Lƒƒƒe İƒ İƒ Lİl a mİlNmz eræ:juJ ke NİRI j a;C Üİ qCu; cysİCƒmez

İ;Sİ aMe eræ:juL jŋMI İcƒ j jİ cƒ İØbl İhoZAcİØ Øbİfa Lİl u; fİhİ; Nñƒİ üƒ dƒ dƒ Lİqƒme, "eræ, aİj BİjİL j İl a QİJ?"

eræ hSİqƒal j a; cysİCu; İİqƒme, EŠİ İchİl QØ;J Lİl a fİlİme eİz

İ;Sİ Lİqƒme, "Le j İl ŋ İ;C? İ;Sƒİ ŋİ;? aİj İL j e Lİ İ;Sİ RŁhm pİeİl İpwqİpe, qƒİl j İL J İ;SRæ? HC İL, HC İ;SRæ, HC İ;ScŋMI İ;İ La aqİ; Sİe? napqƒƒŋİLİ İQ; HC qƒİl j İL İcu; Yİlİu; İİMİuİRz İ;Sƒ fİCƒa QİJ a; pqpƒƒŋİLİ cƒMƒL Bƒeİl cƒM hİmu; NqZ Lƒİ, pqpƒƒŋİLİ İhƒcƒL Bƒeİl İhƒc hİmu; hİZ Lƒİ, pqpƒƒŋİLİ cİlİaƒL Bƒeİl cİlİaƒ hİmu; úƒa hƒe Lƒİ-- H k Lƒİ p'C İ;Sİ, p fZİLİVƒC bİLÜBİ fİpİcC bİLÜ k hƒİŠ' pLm ŋİLƒL Bƒeİl hİmu; j e Lİl a fİ; ,

pLm ʘnjL ʘaj a;qiLcz fĭbhĕl cʘMqIZ ʘk Lʘ ʘpC fĭbhĕl I;Siz fĭbhĕl IŠ² J AbŃ
ʘhjoZ ʘk Lʘ ʘp ʘaj cpĕ-- pqpĕAi jNĭl AnĕSm a;qi j ŪʘL AqleŃn hĭoŃa qCʘaʘR, ʘpC
Ali nĭfdĭj; qCʘa ʘLĭʘej I;SpRœ a;qiʘL Irĭ Lĭlʘa fĭʘl eĭz a;qiĭ fĭDʘ I;Sʘi jʘNĭ jʘdĕ
na na Efhĭpĕl rʘdĭ mĕLĭCuĭ BʘR, Aeĭʘbl cĭlĭ âĕ NmĭCuĭ ʘp ʘpĭejĭ AmwLĭl Lĭl uĭ fʘl,
a;qiĭ i Ńj ĩhŪʘa I;Shʘœl jʘdĕ na na nĕajaʘl I jĭme ĩRæ Lʘbĭz I;SĭʘL hd Lĭl uĭ I;SaĀ
ʘʘm eĭ i ;C, fĭbhĕl hn Lĭl uĭ I;Sĭ qCʘa quz"

ʘNĭhʘj; jIZLĕ bĭj ʘmez Qĭl ĭcʘL Nĭ ĕl Ūĭ aĭ ĩhlĭS Lĭlʘa mĭlNmz erœĭju jĭbĭ ea
Lĭl uĭ Qʘf Lĭl uĭ Iĭqʘmez

j qĭl;S Mĭf qCʘa alhĭll Mĕmʘmez erœĭjʘul pCj ʘM dĭl uĭ ĩmʘme, ""i ;C, HMĭʘe ʘmĭL
ejC, pĭrĕ ejC, ʘLq ejC-- i ;Cʘul hʘr i ;C kĭc Rʘl jĭllʘa Qĭu aʘh a;qiĭ Őbĭe HC, pĭju
HCz HMĭʘe ʘLq ʘajĭʘL ĩehĭZ Lĭlʘh ej, ʘLq ʘajĭʘL ĩeʘĭ Lĭlʘh ejz ʘajĭl ĩnlĭju BI
Bĭjĭl ĩnlĭju HLC IŠ² ĩhĭʘaʘR, HLC ĩfaj HLC ĩfajʘqĭ IŠ²-- aʘj ʘpC IŠ²fĭa Lĭlʘa
QĭJ Lʘlĭ, ĩLĭʘ j eʘfĕl BĭhpŐbʘm Lĭlʘuĭ ejz LĭlZ, ʘKMĭʘe HC IʘS² ĩhʘcʘ fĭsʘh,
ʘpCMĭʘeC Amʘrĕ ĩjaʘaĀ fĭhœ hâe ĩnlbm qCuĭ kĭCʘhz fĭʘfĭ ʘno ʘLĭbĭju ĩNuĭ qu ʘL
Sĭʘez fĭʘfĭ HLIV hĕS ʘKMĭʘe fʘs ʘpMĭʘe cĭMʘa cĭMʘa ʘNĭfʘe ʘLje Lĭl uĭ pqpĕhʘr
Sʘjĭu, ʘLje Lĭl uĭ Aʘf Aʘf pʘhĭj e jĭehpĭjS AIʘy পরিনত হইয়া যায় তাহা ʘLq
Sĭjeʘa fĭʘl ejz AaHh eNʘl Nĕʘj ʘKMĭʘe ĩelŪQ; ĩŪS² fĭj ʘDeʘq i ;Cʘu i ;Cʘu NmĭNĭm
Lĭl uĭ BʘR, ʘpC i ;Cʘcl eʘsĭ jʘdĕ i ;Cʘul IŠ²fĭa Lĭlʘuĭ ejz HCSeĕ ʘajĭʘL BS AIʘZĕ
Xĭl uĭ BĭeujĭRz"

HC ĩmĭuĭ I;Sĭ erœĭjʘul qĭʘa alhĭll ĭcʘmez erœĭjʘul qĭa qCʘa alhĭll jĭvʘa fĭsuĭ
ʘNmz erœĭju cĕ qĭʘa jʘM Yĭl uĭ Lĭlcuĭ EĭWuĭ I;ŪLʘ Lĭqʘme, ""cĭcĭ, Bĭj ʘcĭof eC-- HC
Lbĭ Bĭjĭl jʘe LMʘej Ecu qu ejC--"

I;Sĭ ayqĭʘL BĭmĀe Lĭl uĭ ĩmʘme, ""Bĭj a;qi Sĭlez aʘj ĩL LMʘej BĭjĭʘL BŐja
Lĭlʘa fĭʘlĭ-- ʘajĭʘL fĭyQSʘe jʘc fĭlj nĭĭcuĭʘRz"

erœĭju ĩmʘme, ""BĭjĭʘL IŐfĭa ʘLhm HC Eʘcʘn ĭcʘaʘRz"

I;Sĭ ĩmʘme, ""IŐfĭal LĭR qCʘa cʘʘ bĭlʘuĭz"

erœĭju ĩmʘme, ""ʘLĭbĭju kĭCh ĩmĭuĭ ĭcez Bĭj HMĭʘe bĭlʘa QĭC ejz Bĭj HMĭje qCʘa--
IŐfĭal LĭR qCʘa fĭmĭCʘa QĭCz"

I;Sĭ ĩmʘme, ""aʘj BĭjĭlC LĭʘR bĭʘLĭ-- BI ʘLĭbĭj kĭCʘa qCʘh ej-- IŐfĭa ʘajĭl
Lĕ Lĭlʘh!"

erœĭju I;Sĭl qĭa cĕ Lĭl uĭ dĭlʘme, ʘke IŐfĭa ayqĭʘL Vĭleuĭ mCʘh ĩmĭuĭ Bnĭ;
qCʘaʘRz

HLjcn fīl R̄c

eræljū l;Sj l qja dīl u; Al[®]Él j dē ĩcu; kMe N[®]q ĩgīl u; Bīp[®]a[®]Re aM[®]e; BLj n qC[®]a A0f A0f B[®]m; Bīp[®]aīRm-- ĩLz[°] Al[®]Él eſ[®] Aaſz¹ AāLj l qCu; Rz[®] ke AāLj[®] l heſj Bīpu; R, Lhm NjR-[®]m; l j j b; Ef[®] SjīNu; B[®]Rz æ² a; q; J Xhū; k; C[®]h; aMe AāLj[®] f[®]qCu; BLj[®] n fībh[®]a HL qCu; k; C[®]h

fīp; c l f[®] b e; ĩNu; l; S; j j[®] c[®] l ĩc[®] L[®] N[®]mez j j[®] c[®] l pāſj-Bīā pj; fe Līl u; HLIV cſf Sāīmu; l 0fīā J Suīpwq L[®] V[®] ĩpū; B[®]Rez Eī[®] uC eſ[®] h Bfe Bfe i j; he; mCu; B[®]Rez cſ[®] fl rſz B[®]m; L[®] Lhm ayq; c l cſ[®] S[®] e l j[®] M l AāLj l[®] cM; k; C[®]a[®] Rz eræljū l 0fīā[®] L[®] cīMu; j[®] M aām[®] a fīl[®] me e; l; S; l Rjū; cys; Cu; j j; V l ĩc[®] L[®] Q; lqu; l lq[®] me-- l; S; ayq; L[®] f; h V; leu; mCu; c[®] l[®] f ayq; l qja dīl u; cys; C[®] me J ĩ0bl-[®] e[®] 0fīā l j[®] M l ĩc[®] L[®] HLh; l Q; lq[®] mez l 0fīā a[®] hē[®] l[®] a eræljū l fīā LV; r f; jā Līl[®] mez Ah[®] n[®] l; S; l 0fīā[®] L[®] fſz j Līl[®] me, eræljū J ayq; l Aep; l z Līl[®] mez l 0fīā fſz j Nqz Līl u; Nñē l ü[®] l lq[®] me, "S[®] u; ſ[®] - l; S[®] É l L[®] nm?"

l; S; l HLV[®] M; j le b; j l u; ĩm[®] me, "W; L[®] d, Bn[®] h[®] ĩc l l; e, l; S[®] É l AL[®] nm e; 0V[®] Lz H l; S[®] É l j; ſ[®] ul pLm p; z; e ke pā; h[®] c[®] fē j ĩj[®] mu; b; l, H l; S[®] É l i; c[®] ul L; R qC[®] a i; c[®] L[®] Lq[®] ke Līsu; e; mu, kM; e[®] f; j B[®] R[®] pM; e[®] Lq[®] ke ĩqwp; l fīā; ſ[®] e; l[®] z l; S[®] É l Aj[®] Ām Bn[®] ĩ; l l u; c Bīpu; j R; f; fpwL[®] ſ[®] fl pw0o[®] ſ[®] c; h; em Sāīmu; EīW[®] a f; j[®] -- ĩeh[®] ſ[®] z l l; e, n; j; l[®] ĩj l hō[®] ſ[®] z l l; e, fībh[®] e nſam l l; e z"

l 0fīā l lq[®] me "cha; j l[®] j; o; em Sāīmu; EīW[®] m[®] L[®] a; q; ĩeh[®] ſ[®] z l l; h! HL Af; l; dē l Sē f pqpē l e l fl; j d[®] p Ae[®] m c[®] z quz"

l; S; ĩm[®] me, "pC[®] a; i u, pC[®] Sē f[®] L; j f[®] aī R; z[®] p Lb; l[®] Lq h[®] Tū; j[®] h; T[®] e; l[®] e! Bfīe ĩL S; e[®] e; j, H l; S[®] É l cha; j l e; j Līl u; cha; j l leuj m[®] 0e l l; qC[®] a[®] R? pC[®] Sē f[®] Aj[®] Ām-Bn[®] ĩ; jū BS pā; ſ[®] h[®] m; jū HM; e[®] Bīpu; j R-- HM; e[®] f; j[®] fl h[®] r[®] l; f; z l l u; B; j; l HC ded; e; j u p[®] M l; S[®] É l cha; j l hſē Bq; j l l u; Bīe[®] he e; j Bfe; l HC Lb; ĩmū; j[®] Nm; j, HC Lb; ĩmh; l Sē f[®] BS B; j Bīpu; j Rm; j z"

ĩmū; j q; j; S l 0fīā l j[®] M l Ef; l ayq; l j j[®] ſ[®] cſ[®] cīō ōb; fe Līl[®] mez l; S; l p[®] Nñē l c[®] ſ[®] ſ[®] l; ſ[®] TIVL; l j[®] a; l[®] V[®] l j[®] dē L; j f[®] a m; j Nm z l 0fīā HLIV Eſ; l ĩc[®] me e; j, fCa; j mCu; e; j[®] s[®] a m; j N[®] mez l; S; fſz j Līl u; eræljū l qja dīl u; ĩj l q l qCu; Bīp[®] me, p[®] Ā p[®] Ā Suīpwq J ĩj l q l qC[®] mez 0[®] l j[®] dē Lhm HLIV cſf, l 0fīā Hhw l 0fīā l h[®] v R; j; j l lq m z

aMe BL; j[®] n l B[®] m; j leū; j[®] N[®] Rz[®] j[®] 0 l j[®] dē a; j; j le; j N[®] BL; j[®] n l l; e; jū l; e; jū AāL; j l f[®] h ĩj; a; j p[®] pC[®] ſ[®] ſ[®] l AāL; j[®] l j[®] dē L; j b; j qC[®] a Lc; j g[®] m l Nā f; jū; j k; C[®] a[®] R Hhw

Al[®]ZÉI j j[®]ñë öe; k;C[®]a[®]Rz i ;he;u lej NÀqCu; fíI[®]Qa fb İcu; I;S; Qİm[®]a[®]Re, pqp; fÖQ;v qC[®]a öle[®]me ®L XjİLm ""j q;I;S"z

I;S; İgİl u; İS' ;p; Lİİ[®]me, ""®L ađj?"

fíI[®]Qa üI Lİqm, ""Bİj Bfe;I Adj [®]phL, Bİj Sulpwqz j q;I;S Bfİe Bjil -I; Bjil fİİ * Bfİe R;S; Bjil Bİ [®]Lq e;Cz [®]kje Bfİe Bfe;I Lİeü ; ;ajl q;a dİl u; Aål;®I j [®]dÉ İcu; mCu; k;C[®]a[®]Re, [®]ajİe BjilJ q;a dİe, Bjil[®]LJ p[®]Â mCu; k;e; আমি -I;ajl Aål;®I j [®]dÉ fİsu;İRz Bjil İL[®]p i ;m; qC[®]h, İL[®]p j ¼ qC[®]h Bİj İLR[®] S;İe e;Z Bİj HLh;I h;®j k;C[®]aİR, HLh;I cİr[®]Z k;C[®]aİR, Bjil LZİd;I [®]Lq e;Cz"

[®]pC Aål;®I Anİ fİs[®]a m;İNm, [®]Lq [®]cİM[®]a f;Cm e; , [®]Lhm B[®]hNi [®]I Sulpw[®]qI Bâİ üI Lyİf[®]a Lyİf[®]a I;S;I L[®]Zİ fİhn Lİİ[®]a m;İNmz Üİ İØbl Aål;I h;u[®] m p;®al j[®]a; Lyİf[®]a m;İNmz I;S; Sulpw[®]qI q;a dİl u; hİm[®]me, ""Q[®]m; , Bjil p[®]Â fİp;[®]c Q[®]m;Iz"

àjcn fiì R

aqil fiìce kMe Sulpwq j ¼ ìgìlu; Bìpme, aMe fSjìl pju Aafa qCu; ÌNu;Rz IOfià ihj oñj M HL;Lè hìpu; BRez Cqil fñLMè; Hìf Aleuj qu e;Cz

Sulpwq Bìpu; -l;l LìR e; ÌNu; aqqil h;Nìeìl j dè Nmez ayqil N;Rf;mi;-ìml j dè ÌNu; hìpmez aqil; ayqil Qjìl ìcL Lyìfà m;ìNm, eìsà m;ìNm, Rju; e;Q;Cà m;ìNmz ayqil Qjìl ìcL fFMìQa fõhìl Ùl, nèjm Ùl Efl Ùl, Rju;fZì pLjm Øeql Bùr;ce, pjd Bqìe, fiìlìal fiìafZì BimÀez HMìe pLm AFr; Lìlu; b;L, Lb; ÌS' ip; L e; i jhe;ìl h;ì0;ja L e; Qìq; a h Qju, Lb; Lìq; a h Lb; Luz HC efl h òb;ìl j dè, fiìlìal HC Axfìl j dè hìpu; Sulpwq i jhà m;ìNmez I;S; ayqìL k-pLm Efc;cn ìcu;ìRme, aq;C j e j àm;Qe; Lìà m;ìNmez

Hje pj u dè dè IOfià Bìpu; ayqil ìf q;à ìcmez Sulpwq pQìLa qCu; EìWmez IOfià ayqil f;h hìpmez Sulpwqìl j M ìcL Qìqu; Lìçfaü Lìq;me, "hvp, àj;ìl Hje i jh cìMàìR Le? Bìj àj;ìl Lè Lìlu;ìR k, a;ìj Aòf Aòf B;ìl L;ìR qCà pìlu; k;CàR?

Sulpwq Lè himà Ø; Lìme, IOfià aq;à h;ì; ìcu; himà m;ìNme, "HL j q;ìal Seì ÌL B;ìl Øe;h; àtab cìMu;ìR? Bìj ÌL àj;ìl LìR Lìe; Afìd Lìlu;ìR জয়সিংহ? যদি করিয়া থাকি তহি Bìj àj;ìl -l;l, àj;ìl ìfa'amè, Bìj àj;ìl LìR r;ì l;ì r; Qìq;àìR-- B;ìL j;Sìe; L e;ì"

Sulpwq hSìq;al e;ju Qjìlu; EìWme; -l;l QIZ dìlu; Lyìcà m;ìNme; himme, "ìfa;ì, Bìj ÌLRè S;ìe e;ì, Bìj ÌLRè h;Tà f;ìl e;ì, Bìj Lìb;ju k;CàìR cìMà f;ìCàìR e;ì"

IOfià Sulpwqìl q;à dìlu; himme, "hvp, Bìj àj;ìL àj;ìl ình qCà j;ìl e;ju Øe;ql f;ìme Lìlu;ìR, ìfa;ìl e;ju k;àAn;Øeìnr; ìcu;ìR-- àj;ìl fià pçfZì ìhn;ìp Øb;ìfe Lìlu; pMìl e;ju àj;ìL B;ìl p;ju j;Z;ìl p;Q;Nè Lìlu;ìRz BS àj;ìL L B;ìl f;ìn qCà V;ìeu; mCà? এতদিনকার Øeq;ìj;ìl h;àe L ìhìpRè LìàR? àj;ìl Efl B;ìl k c;hcš AìdL;ìl S;ìj;u;R p f;ìh;e AìdL;ìl L q;U;r f Lìlu;ì? ব;ìm;ì, hvp, pC j;q;ìf;ìal e;ì h;ìz"

Sulpwq himme, "fi; ; Bfe;ìl LìR qCà B;ìL Lq ìhìpRè L e;ìC -- BfìeC B;ìk; d;ìr k;ìr;ìyà d;ìyàRez Bìj ÌRm;ì N;ìl j dè, Bfìe p;ìp; f;ìl j dè B;ìL h;ìq;ìl Lìlu; ìcu;ìRez Bfìe hìmu;ìRe, LC h;ì ìfa;ì, LC h;ì j;ìl, LC h;ì j;ìl! Bfìe hìmu;ìRe, f;ìbh;èa Lìe;ì h;àe e;ìC, Øeq;ìf;ìj;ìl f;ìh;e AìdL;ìl e;ìC k;ìq;ìL j;ì hìmu;ì S;ìe;ìj

আপনি তাঁহা^১ হিমু^২ Re niš^৩-- ক^৪ ক^৫ M^৬ e i^৭ q^৮ p^৯ i L^{১০} i^{১১} a^{১২} R, ক^{১৩} ক^{১৪} M^{১৫} e i^{১৬} š^{১৭} f^{১৮} i a L^{১৯} i^{২০} a^{২১} R,
ক^{২২} M^{২৩} e c i^{২৪} c^{২৫} u i^{২৬} c^{২৭} u i^{২৮} h^{২৯} h^{৩০} i c, ক^{৩১} M^{৩২} e c c^{৩৩} Se j^{৩৪} e^{৩৫} k^{৩৬} u, p^{৩৭} c^{৩৮} M^{৩৯} e c H^{৪০} C a^{৪১} i o a niš^{৪২}
i š^{৪৩} m^{৪৪} i m^{৪৫} p^{৪৬} i u a^{৪৭} i q^{৪৮} i l M^{৪৯} f^{৫০} m^{৫১} c^{৫২} u i c^{৫৩} y^{৫৪} s^{৫৫} i c^{৫৬} u i B^{৫৭} R e! B^{৫৮} f^{৫৯} i e j^{৬০} i^{৬১} R^{৬২} L^{৬৩} i m^{৬৪} q^{৬৫} C^{৬৬} a B^{৬৭} j^{৬৮} i^{৬৯} e এ ক^{৭০}
i j^{৭১} r^{৭২} p^{৭৩} e l c^{৭৪} h^{৭৫} i e h^{৭৬} i i^{৭৭} p^{৭৮} a L^{৭৯} i l u i i^{৮০} c^{৮১} u i^{৮২} R e!"

I o^{৮৩} f^{৮৪} i a A^{৮৫} e L r^{৮৬} z Ū^{৮৭} i^{৮৮} ñ^{৮৯} a C^{৯০} q^{৯১} u i h^{৯২} i p^{৯৩} u i l l^{৯৪} q^{৯৫} m e z A^{৯৬} h^{৯৭} c^{৯৮} o i e n^{৯৯} i p^{১০০} g^{১০১} i m^{১০২} u i h^{১০৩} i m^{১০৪} e, "a^{১০৫} h^{১০৬} a^{১০৭} i^{১০৮}
ü^{১০৯} d^{১১০} e q^{১১১} C^{১১২} m, h^{১১৩} a e j^{১১৪} š^{১১৫} q^{১১৬} C^{১১৭} m, a^{১১৮} i j^{১১৯} i l E^{১২০} f^{১২১} l q^{১২২} C^{১২৩} a B^{১২৪} j^{১২৫} i l p^{১২৬} j^{১২৭} Ū^{১২৮} A^{১২৯} i d^{১৩০} L^{১৩১} i l B^{১৩২} i j^{১৩৩} f^{১৩৪} l a^{১৩৫} i q^{১৩৬} l z
L^{১৩৭} i l m^{১৩৮} i j^{১৩৯} z a^{১৪০} i q^{১৪১} a^{১৪২} c^{১৪৩} k^{১৪৪} i c^{১৪৫} a^{১৪৬} i j^{১৪৭} p^{১৪৮} m^{১৪৯} e q^{১৫০} j, a^{১৫১} h^{১৫২} a^{১৫৩} i c^{১৫৪} q^{১৫৫} E^{১৫৬} L^{১৫৭} z"

h^{১৫৮} i m^{১৫৯} u i E^{১৬০} i^{১৬১} w^{১৬২} h^{১৬৩} i l E^{১৬৪} c^{১৬৫} k^{১৬৬} i N^{১৬৭} L^{১৬৮} i l^{১৬৯} m^{১৭০} e z

S^{১৭১} u^{১৭২} l^{১৭৩} p^{১৭৪} w^{১৭৫} q^{১৭৬} a^{১৭৭} y^{১৭৮} q^{১৭৯} i l f^{১৮০} i d^{১৮১} i l u i h^{১৮২} i m^{১৮৩} e, "e^{১৮৪} i e^{১৮৫} i e^{১৮৬} i f^{১৮৭} i^{১৮৮} z- B^{১৮৯} f^{১৯০} i e B^{১৯১} j^{১৯২} i l a^{১৯৩} i N^{১৯৪} L^{১৯৫} i l^{১৯৬} m^{১৯৭} j B^{১৯৮} i j
B^{১৯৯} f^{২০০} e i l a^{২০১} i N^{২০২} L^{২০৩} i l^{২০৪} a^{২০৫} f^{২০৬} i l l e i z B^{২০৭} i j l l^{২০৮} q^{২০৯} m^{২১০} i j -- B^{২১১} f^{২১২} e i l f^{২১৩} c^{২১৪} a^{২১৫} m^{২১৬} C^{২১৭} l l^{২১৮} q^{২১৯} m^{২২০} i j, B^{২২১} f^{২২২} i e k^{২২৩} i q^{২২৪} i c^{২২৫} p^{২২৬} i
L^{২২৭} i l^{২২৮} m^{২২৯} e z B^{২৩০} f^{২৩১} e i l f^{২৩২} b^{২৩৩} R^{২৩৪} i s^{২৩৫} i B^{২৩৬} j i l A^{২৩৭} e i f^{২৩৮} b^{২৩৯} e i c^{২৪০} z

I o^{২৪১} f^{২৪২} i a a^{২৪৩} m^{২৪৪} e S^{২৪৫} u^{২৪৬} l^{২৪৭} p^{২৪৮} w^{২৪৯} q^{২৫০} L^{২৫১} B^{২৫২} i m^{২৫৩} A^{২৫৪} e L^{২৫৫} i l u i d^{২৫৬} i l^{২৫৭} m^{২৫৮} e-- a^{২৫৯} y^{২৬০} q^{২৬১} i l A^{২৬২} n^{২৬৩} e f^{২৬৪} i l q^{২৬৫} a q^{২৬৬} c^{২৬৭} u i
S^{২৬৮} u^{২৬৯} l^{২৭০} p^{২৭১} w^{২৭২} q^{২৭৩} i l ú^{২৭৪} a^{২৭৫} f^{২৭৬} i s^{২৭৭} a^{২৭৮} m^{২৭৯} i l N^{২৮০} m^{২৮১} z

æ[®]u;cn fīl[®]µRc

j[®]æ[®] A[®]eL[®] m;L[®] Sj; qCu;[®]Rz M[®]h[®] L;mi;qm EīWu;[®]Rz Iofīa I;rü[®] İS' ip; Līl[®]me, "æ[®]aj I; Lf Līl[®]a Bīpu;R?"

a;qi; i; e;ej L[®] hīmu; EīWm, "Bj I; W;Līl;e cnlē Lī[®]a Bīpu;Rz"

Iofīa hīmu; EīW[®]me, "W;Līl;e L;bi;u? W;Līl;e H I;Sē[®] b[®]L Q[®]m N[®]Rez[®] æ[®]aj; W;Līl;e[®]L I;M[®]a f;ilīm[®] L? İalē Q[®]m N[®]Rez"

i; il N;im; j; m EīWm, e;ej İcL qC[®]a e;ej Lb; öe; k;C[®]a m;ilNmz

"p Lf Lb; W;Līl;"

"Bj I; Lf Afī;id L[®]İR WL;"

"j; İL İLR[®]aC f;æ q[®]he e;?"

"Bj; i; i;C[®]f;il hē; j; İRm h[®]m Bīj L'ice f;S; İc[®]a Bīp İez" (aj; ct İhn;ip, a;qi; i;C E[®]f;ri pīq[®]a e; f;ilū; c[®]hf[®] c[®]n R;is[®]a[®]Rez)

"Bj; i; f;W; c;V W;Līl;e[®]L c[®]h j[®]e L[®]İRm; j, İhÜ[®]! c; h[®]m Bp[®]a f;il İez" (c;V; f;W; İc[®]a c;il Līlū; I;Sē[®] k HI[®] f Aj[®] Ām OīVm, Cq;C j[®]e Līlū; p L;al qC[®]aİRmz)

"N;ıhdİle k; j;ea L[®]İRm a; j; j[®]L[®] c[®]u İe h[®]V, İL; j; j[®] İ[®]ai[®] æ[®]aj İe a; İc[®]u[®]Rez a; i; f[®]m h[®]s Y;L q[®]u[®]R, p BS R j; ip İhR;e;ju f[®]sz" (N;ıhdİle a;qi; i; f;ıq; i; Aİankē mCu; Q[®]m;ju k;Lū j; c[®]n b;L[®]e-- HCl[®] f[®] p j[®]e j[®]e f;İblē; Līl m; pL[®]mC Ai; N;ı N;ıhdİle f;ıq; i; f;D[®] Eæ;la L; j; e; Līl[®]a m;ilNmz)

İi[®]SI j[®]dē HLİV c[®]İNFİD[®]b m;L İRm, p pLm[®]L djL İcu; b; j; Cm Hhw Iofīa[®] S;sq[®]U[®] Līl qm, "W;Līl, j; L[®]e Qīmu; N[®]me, Bj; c; i; Lf Afī;id qCu; İRm?"

Iofīa Līq[®]me, "æ[®]aj; j; j[®]ul Sē[®] HL[®] g;v; İš[®] İc[®]a f;il p[®]e, HC[®] æ[®]aj; æ[®]aj; c; i; İš[®]?"

pL[®]m Q[®]f Līlū; İlqmz Ah[®]n[®]o Lb; EīW[®]a m;ilNmz AØfØ ü[®] Lq[®] Lq[®] hīm[®]a m;ilNm, "İ;S; i; İe[®]od, Bj I; Lf Līl h!"

Sulpıwq f;İ[®] I f;š;İmL; i; j[®]ai; İØb; i; qCu; hīpu; İR[®]mez "j; j[®]ul İe[®]od' HC Lb; aİsc[®]h[®] N a;qi; i; p;e; N[®]EīWu; İRm; İL; İalē Bf;e; L c; j; e Līl[®]me, HLİV Lb; Līq[®]me e; i;

Iofīa a;h;ü[®] hīmu; EīW[®]me, "İ;S; L! j; j[®]ul İpıwq;pe İL İ;S; i; İpıwq;pe İ e[®]f[®]Q! a[®]h HC j; a; q[®]fe c[®]n æ[®]aj; c; i; S; İL mCu; C[®] æ[®]aj; i; b; i; Lū[®] c; i; M[®] æ[®]aj; c; i; L İr; i; L[®]İz"

Sea; i; j[®]dē -eū- eūnē EīWmz pL[®]mC p;ıhd; İe Lb; Līq[®]a m;ilNmz

Iofīa c;ys;Cu; EīWu; hīm[®]me, "İ;S; İLC h[®]s; i; Līlū; mCu; æ[®]aj; c; i; j; æ[®]aj; i; İ;Sē[®] qC[®]a Af; j; e Līlū; İhc;ju Līl m; p[®]M b; i; L; h j[®]e Līl p[®]ez Bİ İae hvpl f[®] Hah[®]s; İ;Sē[®] æ[®]aj; c; i; İi[®] Vİ İQ[®]2 b; i; L[®]h e; j;-- æ[®]aj; c; i; hw[®] h; İla İch; i; Lq[®] b; i; L[®]h e; j;"

Sea:| j d' p;N' | -e -e'ne e'j n 0gfa qCu; E'W'a m;INmz Sea:J e'j h;S'a'Rz
pC c'f' m;LIV S;sqia LILu; IOfia'L Liqm, "p'je k'c AfI;d L' b;L a'h j;
a;L n;U'ice, iL'z'j; p'je'L H'Lh; fIa'f;N L' k;H iL LM'e; qu! f'i s' h'm ice
L'f L' m; j; i'g' Bp'hez"

IOfia Liq'me, "a;C' HC I;S; kMe H I;S'e qC'a h;IqI qCu; k;C'he, j;J aMe HC
I;S'e f'eh' f;f'V LIL'hez"

HC Lb; o'leu; Sea:| -e -e'ne qW;v b;Ij u; গলা হঠাৎ চতুর্দিক পাই ফি leU' qCu;
Nm, A'h'h'o fIOfI fIOf' I j'MI i'c' চাহি'a m;INm; R'q p;qp LILu; Lb; Liq'a
f;I m e; j

IOfia j ON'el u' Liq'me, "a'h a;I; c'iM'h! Bu, B;J i p'A Buz A'eL c' q'a
A'eL B; LILu; a;I; W;L;e'L c'n'e LIL'a B;pu;I Rp-- Qm'HLh; j; i'c' Qm' "

pL'm pi' u' j; i'c' f;A'Z B;pu; p; h'a qCmz j; i'c' a; I;U' iRm IOfia d'f' d'f'
a;I M'mu; i'c' mez

iLuvrZ L;qi J j'MI h;L'0g'fa' qCm e; j f;Ia; j; j'MI c'M; k;C'a'R e; f;Ia; j; f'0Q; a;N
c'n'LI i'c' L' 0b;I'faz j; i'h; j' qCu; R'ez p;qp; Sea:| j d' qC'a e'z'ed'le E'Wm, "HLh;I
i'g' c;S; j;I B;J i L'f AfI;d L' i'R!" Q;i i'c' "j; L; b;u, j; L; b;u" I'h E'Wmz f;Ia; j;
f;I;Z h;mu;C i'g' I m e; j A'e'L j' R'N' Nmz R'm; i; iLR'e; h' Tu; Ly'cu; E'Wmz h'U; j; a; q; i;
i'nop'z'el j'a; Ly'c'a m;INm, "j; j; j;!" 0'ce'f; m;L'c' i' 0; j; V; M'mu; Nm, A' m M;pu;
f'ism, a; q; i; h' L; i; 0; a LIL'a m;INmz k'h' L; i; Li'c'fa Fd'U' h; m'a m;INm "j; a; L
B;J i i'g' I' u' Beh-- a; L B;J i R;sh e; j"

HLSe f;INm N;Iqu; E'Wm--

"j; B;J i f;I;Z i' g' u'
সন্ধ্যাে c'Mim e' Q' u'"

j; i'c' a; i' c;S; Cu; p; j'U' I;S'e 'ke "j; j;" LILu; i'h; m; f' LIL'a m;INm-- iL'z' f;Ia; j;
i'g' I m e; j d'f; q' p'k' f'MI qCu; E'Wm, f;A'Z E'f; h; p'f' Sea:| i'h; m; f' b;Ij m e; j

aMe Sul'pwq Li'c'fa f'c' B;pu; IOfia'L Liq'me, "f'i s' B;Ij iL HLIV Lb;J Liq'a
f;ICh e; j?"

IOfia Liq'me, "e; j, HLIV Lb;J e; j"

Sul'pwq Liq'me, "p'c' q' iL R' L; e; j L; IZ e; jC?"

IOfia c't' u' Liq'me, "e; j"

Sul'pwq c't' f' j' h' u' LILu; Liq'me, "p; j' U'c' iL i'h; n' p' LIL h?"

IOfia Sul'pwq' L' p'ath' c' i' a; i; c' f' LILu; Liq'me, "q; yz"

Sul'pwq h' q; a; i'cu; Liq'me, "B;J i h' i'hc'Z'N' qCu; k;C'a'Rz"

Iale Sea:| j d' qC'a R'V; u; h;IqI qCu; N' mez

Qacñh fil®Rc

aqil filce 29th Boitz BS Ije Qacñh chajl fSiz BS fil je a imh^{el} Bsje^m pñkñ kMe EIW^aRe, aMe fhñ ic^L j 0 eCz LeLILIZfñha Be^zju Lje^{el} j^{dé} INu; Suipwq kMe hip^{me} aMe ayqil fjae ðj ðapLm j^e EIW^a mijNmz HC h^{el} j^{dé} HC fjoiz-j^{ic} fjoiz-^pfje;hm^{el} j^{dé}, HC Nj afa^l pC hqv h^{VI} Rjuju, pC Rjuj-^lcu;^l fñ^l dje ayqil him^{el}im pjd^h ü^{fñ} j^aj^e fis^a mijNmz k-pLm jd^h ch^{el} ayqil him^{el}im^l p^{de}q iöllu; bijLa aqil; BS qilp^aR, ayqil^l Bhil Bqñe LIL^aR, IL^z ayqil je him^aR, "Bij kje; LILu; hijl qCuj^R, Bij ihcu mCuj^R, Bij BI igilh eiz" ña fjoiz^l j^{ic} E^{fñ} pñkñLIZ fisu^R Hhw aqil hij ic^L li is^a hLⁿⁿMij Liçfa Rju; fisu^{Rz} R^mhmju HC fjoiz^{ic} l^l kje p^{Qae} h^{id} qCa, HC p^ffje^l j^{dé} HLMj hipu; kMe Mm; LIL^{ae} aMe HC p^ffje-^lim^l j^{dé} kje p^A f^{ic}ae, BS fil je^{al} pñkñLIZ j^{ic} l^l aj^{le} p^{Qae}, aqil p^ffje-^lim^l aj^{le} ñn^{hl} Q^r c^{im}a mijN^{me}; j^{ic} li a^l j^l BS Bhil j; himu; j^e q^Ca mijNmz IL^z Ai j^e ayqil q^{eu} fñlu; Nm, ayqil c^l Q^rai j^lpu; Sm fis^a mijNmz

IOñia^l Bip^a c^{im}Mu; Suipwq Q^{im} Sm j^{ru} g^{im}mez -^l f^zj LILu; cys^{ic}mez IOñia Liq^{me}, "BS fS^l icez j^{ul} QIZ ðfn^l LILu; L^{fn}b LILu^lR^m j^e B^R?

Suipwq Liq^{me}, "B^{Rz}"

IOপতি শপথ পালন করিণৈ?

জয়সিংহা হাঁ।

IOপতি c^{im}Mu; hvp, p^{hd}e L^s LIL^uz ih^fcl Bnⁱ; B^{Rz} Bij aj^l L^ri LILh^l Se^fc fS^{ic}N^l I^si ih^l E^sisa LILu^lRz

Suipwq Q^f LILu; IOñial j^{im} ic^L Q^lqu; liq^{me}, ilR^c E^{sl} LIL^{me} e; IOñia ayqil j^lju q^{ia} l^{cu} him^{me}, "Bjil Bñh^{ic} leih^l a^l aj^l L^{kñ} p^lde LIL^a f^lñ, j^{ul} B^{cn} f^{ime} LIL^a f^lñ"

HC himu; Q^{im}u; N^{mez}

Af^lq² HLIV O^l hipu; I^si dñ^l p^lqa Mm; LIL^aRez dñ^l B^{cn}j^a HLh^l j^lbil j^l M^ma^{Re} HLh^l fil^aRe; dñ j^ql^si HC cñ^l c^{im}Mu; q^lpu; A^lðbl q^Ca^{Rz} I^si Dov q^lpu; him^{me}, "Bij Ai l^{ip} LIL^al^{Rz} ayqil B^{cn} H j^l k^{je} p^qS fil^a filu^lR, ayqil B^{cn} H j^l ke aj^{le} p^qS M^ma f^ll^z j^l flⁱ n^s, il^z j^l a^lñ LI; BIJ LIL^{ez}"

dēhl j^e pqp; HLV; iⁿicu qCm-- İLuvrZ İ;S;İ j^mİ İc^L Qıqu; j^mİ Bp^m İcu; hİmm, "aⁿj BS;Z" İ;S;İ nē qC^a "İ" Arİ H^Lh;İ^L p;S;İ^m İm;İf Lİİu; İcu;J dēhl j^e İLR;İ^İ Aea;İ^L Ecu qCm e;Z İ;S;İ j^mİ p;İ^e İ;S;İ^L BS;İ hİmu; İ^p pCf;Zİ Baİf;İ^pİc m;İ Lİİmz

İ;S;İ dēhl HC d;İa;İ p;İ^L Lİİ^İ না পারিয়া বলিমে, "aⁿj BS;Z"

dēhl hİmm, "aⁿj BS;Z"

H İho^İ a^Lİ^m İⁿo qCm e;Z İ^Lİ^e; f^r İ^Lİ^e; f;İ;Z e;C, aLİ^Lİ^mC N;İ^İİ^Lİ^İ Ahⁿİ^İ İ;S;İ İe^Sİ j^LV mCu; dēhl j;İ;İu Qs;İcu; İc^mez aMe dēhl Bİ Lb;İV Lİq;İ^L İ^Sİ İİqm e;İ, pCf;Zİ q;İ qCmz dēhl j^mİ Bdm;İe; İ^pC j^LVİ e^LQ Xİhu; İNmz j^LV-İ^pİ j^İİ;İ;İ c;m;İcu; dēhl j^LV-İ^pİ İ;S;İ fİİa B^ecn Lİİm, "HLV; Nİf hİm;Z"

İ;S;İ hİm^İme, "Lİ Nİf hİmh;Z"

dēhl Lİqm, "İcİcİ Nİf hİm;Z" Nİf;İ^İİ^İLC dēhl İcİcİ Nİf hİmu; S;İleaz İ^p S;İlea, İcİc İ^k-İ^pLm Nİf hİma a;İ;İ R;İ;İ fİbh^La Bİ Nİf e;Cz

İ;S;İ aMe j^İİ HL İ^fİ;İZL Nİf g;İcu; İİp^mez İale hİm^a m;İİ^İme, "İqlZÉLİnf^İİ^İ HL BS;İ İRm;Z"

BS;İ İleu; dēhl hİmu; EİWm, "Bİj BS;Z" j^İİ^İİ^İ j^LVİ İ^Sİ^İ İqlZÉLİnf^İ İ;S;İ^c İ^p H^Lh;İ^L ANİ^İİ^Lİmz

Q;İv;İ^İ İ^pİ^İ e^Lİu İⁿİh;İ;İZLÉ İ^pC İLİİVÉ İⁿİ^L İ^pİ^İ Lİİh;İ Seİ hİm^İme, "aⁿj J BS;İ, İ^pJ BS;Z"

dēhl a;İ;İ^İ İ^pİ^İ ApC;İİa fİL;İn Lİİu; hİmm, "e;İ, Bİj BS;Z"

Ahⁿİ^İ j q;İ;İS kMe hİm^İme, "İqlZÉLİnf^İBS;İ eu, İ^p B, İ" aMe dēhl a;İ;İ^İ Bfİš Lİİh;İ İLR^İ İ^cİm^İ e;Z

Hje İ;İu eræ;İu N^İİ fİhn Lİİ^İme-- Lİq^İme, "İlem;İ İ;S;İ^Lİ^mf^mİ^r İ;İ;İS B;İ^L XİİLu;İ^İRez B^ecnİ Seİ fİİfr;İ Lİİ^İaİr;Z"

İ;S;İ Lİq^İme, "Bİ-HLV^İA^fr;İ L^İİ;İ, NİfV;İ İⁿo Lİİu; mCz" hİmu; NİfV;İ İ;İ^İ İⁿo Lİİ^İme z

"B, İ^p c^İİ^İ --Nİf İleu; İ^pİ^İ İⁿ HClİ^f İa fİL;İn Lİİmz

dēhl j;İ;İu j^LV İ^cİmu; eræ;İ^İul İ;İ;İ m;İ^İ e;Cz dēhl kMe İ^cİm^İ eræ;İ^İul İ^İ a;İ;İ İc^L İb;İfa İİqu;İ^İ, aMe İ^p eræ;İ^İul Nİfİ İ;İ S;İe;İcu; İcm, "Bİj BS;Z"

eræ hİm^İme, "İR, İ Lb;İ hİm^a e;Cz" hİmu; dēhl j;İ;İ qC^a j^LV aⁿİmu; mCu; İ;S;İ q;İ^a İc^a Ecİa qC^mez dēhl j^LVq;İZİ İⁿİhe;İ İ^cİmu; İaİL;İ İ;S;İ^cİ İ^aİ QİV;İ Lİİu; EİWmz İⁿİh;İ;İZLÉ a;İ;İ^İ HC Bpæ İhfc qC^a EÜ;İ Lİİ^İme, eræ^L İeh;İZ Lİİ^İmez

Ahⁿİ^İ İⁿİh;İ;İZLÉ eræ;İ^İul Lİq^İme, "İleu;İR İOİİa W;İLİ Apv Eİ;İ^İ fİS;İ^cİ Ap^İİ^İ E^aL Lİİu; İc^aRez aⁿj İ^İ eⁿİ İ j^İİ İNu; H İho^İ ac;İ L Lİİu; Bİ^pİⁿ Hhw İaİİ b;İ;İ Ahd;İZ Lİİu; B;İ^L S;İe;İC^İh;Z"

eræljū Līq^{me}, "k B^z hīmu; Ōīmu; N^{me}, īLz' d^hl j; b; j L^v ayq; īLR^aC
i; m; m; īNm e; z

fīq; Bīpu; Līqm, "f; i; q; W; L; I phL Sulpwq p; r; v- f; b; e; u à; c; y; s; C; u; z"

I; S; a; q; L f^h nī Aej īa īc^{mez}

Sulpwq j; q; i; S^L f; z; j Līl; u; Lī^S s^S Līq^{me}, "j; q; i; S, Bīj h; y; c; c^h Ōīmu;
k; C^a īRz Bfīe B; j; i; I; S; i, B; j; i; -I; , Bfē; i; Bn^hl; c m^C a Bīpu; īRz"

I; S; īS' i; p; i; Līl^{me}, "L; j; b; u; k; C^h Sulpwq?"

Sulpwq Līq^{me}, "S; i; e; e; j; q; i; S, L; j; b; u; a; q; L; q; hīm^a f; i; e; z"

I; S; i; L L; b; i; Līq^a Ecīa cīMu; Sulpwq Līq^{me}, "īe^{od} Līl^{he} e; j; q; i; S; z Bfīe
īe^{od} Līl^m B; j; i; k; æ; ö; i; q^C h; e; j; Bn^hl; c Lī; e, H; M; i; e; B; h; i; l k- p; L; m; p; w; n; u; īRm,
p; M; i; e; k; e; p- p; L; m; p; w; n; u; c; y; q; C; u; i; k; i; u; z; H; M; i; e; L; i; j; 0; p; M; i; e; k; e; L; i; v; u; i; k; i; u; z; k; e; Bfē; i;
j^a; i; S; i; L; i; S^a āk; i; C, k; e; n; i; z' f; i; C; z"

I; S; īS' i; p; i; Līl^{me}, "L^h k; i; C^h z"

Sulpwq Līq^{me}, "BS pā; i; L; i; m; z AīdL p; j; u; e; i; C; j; q; i; S, BS Bīj a^h īh; c; u; q; C; z"

hīmu; i; S; i; L f; z; j Līl; u; i; S; i; f; c; d; j; m m^C me, i; S; i; L Ōī^Z c; c; g; y; v; i; A; n; f; f; i; s; m; z

Sulpwq EīWu; kMe k; i; C^a Ecīa q^C me aMe d^h d^h d^h īNu; ayq; i; L; i; f; s; V; i; e; u;
Līqm, "a; j; k; u; i; e; z"

জয়সিংহ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াই^{me}, d^h L^h L; i; m; a; m; u; i; m; C; u; i; a; q; i; L; Ō; e; Līl; u; i; Līq^{me},
"L; i; L; i; R; b; i; l; h; h; v; p; ? B; j; i; l; L; B; R; ?"

d^h Līqm, "Bīj BS; i; z"

Sulpwq Līq^{me}, "a; j; i; i; S; i; L; i; S; i, a; j; i; C; p; L; m; L; h; c; f; Līl; u; i; i; j; i; M; u; i; R; z"

d^h L^h L; i; m; q^C a; e; j; i; C; u; i; Sulpwq Nq q^C a; h; i; q; l; q; C; u; i; N^{mez} j; q; i; S; N^h l; j; M; A^e L;
r; z; d; i; l; u; i; i; j; h^a m; i; j; i; N^{mez}

f' cn fil R

Qacihf ialbz g OJ LiliuR, QycJ EiwuRz BLinl Lbij Bm Lbij Aalilz LMei Qyc hijql qcRa, kxRei Qyc mLiCaRz Nij afalI AIZE-im Qijci icL Qilqu; aqiqci Ni fl Aaliljini jji c LiliujjT jiT lenip gimRa

BS Ije fcb mjl hijql qJu; leodz Ije fcb mjl LC hij hijql quz ilz'leod B hlmuj fcb ihSea; BS BIJ Ni fl hnd qcRaRz eNihip"fl; pLmC Bfeil OI cef leh;Cu; ajl IJU Liliu; icuRz fcb HLIV fqlf eiz QijJ BS fcb hijql qu eiz kqil; nlnie nhcq Lila kich aqiqi; j'acq OI mCu; fii jaal Se ffafr; Liliu; BRz OI kqiqci pze j'ab aqiqi; hce Xil'a hijql qu eiz k li rL fbfi' hram nue Lila p BS Nqubli Ninimju Bnu mCuRz

p Ije nNim-L d eNI fcb fcb ihQIZ LilaR c- HLv; iQajh;0 Nqubli ajl LjR Bipu; EYL jil'aRz jjeol j'de Lhm HLSe jje BS Nqil hijql ar-- BI jjeo eiz p HLMje; R#l mCu; ecfal fjbI Efl nje icRa, Hhw Aefjeu qCu; Lf i jh'aRz R#l djl kbø IRm, ilz' p hnd Lil R#l pA pA i jhe;aJ nje icairm, aic ail nje cju; BI no qcairm eiz fUI OomZ afrAR#l lqp lqp ne Liliu; lqwpil mimpju aq qCu; Eiwairmz Aalilj j'de Aalil ecf hiqu; kicairmz SNaal Efl icu; Aalil Isefl fql hiqu; kicairmz BLinl Efl icu; Aalil Oe'OI pja i jpu; kicairmz

Ahno kMe j'omdi hio fis'a Bln qcm aMe Sulpwql Qae; qcmz aq R#l Mifl j'de fluj Eiwu; cjs;Cmez fS;I pju leLVhafl qCuRz ayqil nfb lbi je fisuRz BI HL cTMJ ihmO Lilm Qimh eiz

jil BS pqrctf Bmjlaz ceucn chaj; j;Tmje Ljmf cys;Cu; eI' S'2I Se fIsqj gImuRz jil' phLicNL hncju Liliu; icu; Qacih chflaj; pCjM Liliu; iofla HLjLf hipu; BRz ayqil pCjM HL cfONMysiz EmA E< In MslN cefim;L Ihi jipa qCu; iObli h'SI efju chfl Bcni Se fAfr; Liliu; BRz

Admje fS;iz pju leLVhafl iofla Aafz' AiobliQ'S Sulpwql Se fAfr; Liliu; BRz pqp; T'SI j'aj; hiaip Eiwu; j'omdi hio fis'a Bln qcmz hiaip jil' pqrctf flnMj Lyif'a mijNm, EmA MslNI Efl ihcev Mim'a mijNmz Qacih chaj Hhw ioflal Rju; ke Sthe f;Cu; cflnMjil eafal a'm a'm jil' li Isju eIQ'a mijNmz HLv; eLlfim T'SI hiaip OIju Ns;Ca mijNmz jil' j'de cV; Qij iQL; Bipu; oxL f'el j'aj; e'j;Na Eisu; hsc'a mijNm-- cu; m aqiqci Rju; Eis'a mijNmz

làfqi qCmz fbiġ leL^q, f^q cš-cš;ġ^q nNim XijLu; EiwMz T^qSI hjaipJ aq;ċl p^qÂ IjImu; qš qš Liiu; Lyic^qa mijNmz fšSi pju qCu;Rz Iofia AjÂm-Bn^qju Aafz¹ Q' m qCu; Eiwu;Rz

Hje pju Sfh;¹ Tshiohcf^qal j^qai Sulpwq İent^qbi AâLi^q I j^qdÉ qC^qa pqp; jİġ^q I B^qm;LI j^qdÉ fĤn Lii^qmez cŃŃ Q;ċ^q ċq BpRiċa, phŃÂ hijqu; hİød;I; fİs^qaR, İenġp^q Ĥ^qN hiq^qaR, Qr^qaj;L;ju AİNLZ; Sİm^qaRz

Iofia ayq;L dilu; Li^qeI Li^qR j^qM İcu; Liq^qme, "I;SI š² Bİeu;R?"

Sulpwq ayq;I qia R;siCu; EpŃü^q Liq^qme, "Bİeu;İRz I;SI š² Bİeu;İRz Bfİe pİlu; cys;e, Bİj^q ċh^qf^qL İe^qnce Lİlz"

n^qe jİġ^q I Lyİfu; EiwMz

L;miI flaj;I pĊj^qM cys;Cu; hİm^qa mijN^qme, "paċİL İL a^qĤ aċ pġ;I^qeI I š² Q;ip j;I I;SI š² eiq^qm^q aiI ab; İjİV^q ċi? Sġ;hİd Bİj^q ai^qLC j;I hİmu; Bİpu;İR, Bİj^q ai^qIC^q ph; Lİlu;İR, Bİj^q BI Liq;I J İc^qL Q;ċ^q e;ċ, B;jiI Sfh^qeI BI^q Li^qe; E^qYnÉ İRm e;I Bİj^q I;Sf^qa, Bİj^q rİæu, B;jiI flİfaj;q I;S; İR^qme, B;jiI j;aj; qhwn^qİul; BSJ I;SaĀ Lİi^qaRz HC^q e a^qĤ aiI pġ;I^qeI I š², aiI I;SI š² HC^q e;I" N;æ qC^qa Q;ċl fİsu; N^qmz LİVhå qC^q Ĥ^q hİlq;I Lİi^qme-- İhċ^qv e;IQu; EiwM-- QİL^qaI j^qdÉ pċ R^qİ B;ġm ayq;I q^qu İeİqa Lİi^qme, j^qI^qZI aĤrĀİSqĀ ayq;I h^qr İhÜ qCmz flaj;I fca^qm fİsu; N^qme; f;io;Z-flaj; İhQİma qCm e;I

Iofia QfvLi; Lİlu; Eiw^qme-- Sulpwq^qL a^qm;h;I^q Q^q; Lİi^qme, a^qm^qa fİll^qme e;I a;ġ;I j^qa^qċ^ql Efi fİsu; İiq^qmez I š² N;siCu; jİġ^q I Ĥ^qİa fİŃ^q I Efi fİhİqa qC^qa mijNmz æ²ġ cĤf-İm H^qL H^qL İeİhu; N^qmz AâLi^q I j^qdÉ p;Ń^q I;İæ HLİV fİZİ İenġ^qpl nē öe; N^qm; I;İæ a^qa^q fġ^q I pju Ts b;İj;u; Q;İl İcL İeŃ^q qCu; N^qmz I;İæ Qa^qb^q fġ^q I pju ġ^qŃ^q İRâ İcu; Q^qċ^qm;L jİġ^q I j^qdÉ fĤn Lİi^qmz Q^qċ^qm;L Sulpw^ql f;İ^qm^qhZİ j^qM I Efi fİsm, Qa^qĤ^q ċ^qhaj İnu^q cys;Cu; a;ġ;ċ^q ċİM^qa mijNmz fİ^q j^qa he qC^qa kMe f;İM XijLu; EiwM, aMe Iofia j^qa^qċ^q R;İsu; Eiwu; N^qmez

Ójsn fíl úRc

I;SjI B^cnja fš;^cl Ap^ž;^ol L;IZ Aepã;^el Seĕ erælj u uuv fĭaxL;^m h;ĭql qCu;^Rez ayqil i jhe; qC^a m;ĭNm, j ĭ½^ ĭĕ Lĭl u; k;Cz I0ĕĭal pĕj M fĭs^m ĭale ĒLj e Aĭ0bl qCu; f^se, BalpwhlZ Lĭl^a f;^le e;Z I0ĕĭal pĕj M fĭs^t তাঁহার সম্পূর্ণ AĭepR;Z HCSeĕ ĭale ĭ0bl Lĭl u;^Re, I0ĕĭal cĭ0 Hs;Cu; Ņ;f^e Sulpwr^qĭ L^r ĭNu; ayqil ĭeLV qC^a pĭh^no ĭhhlZ AhNa qC^a fĭll^hez

erælj u dĕĭ dĕĭ Sulpwr^qĭ L^r fĕhn Lĭl^mez fĕhn Lĭl u;C j^e Lĭl^me, ĭgĭl^a fĭll^m h;ĭŲZ ŕcĭM^me Sulpwr^qĭ f;^b, ayqil hpe, ayqil Nq< ; Q;ĭl ĭc^L Rs;^e; ĭĭqu;^R, j;Tm;^e I0ĕĭa hĭpu;Z Sulpwr^qĭ e;Cz I0ĕĭal Ņ;ĭqā Qr^AAĭ;^ĭ eĕju Sĭm^a^R, ayqil ŕLn;fĭn ĭhn^Mmz ĭale erælj u^L ŕcĭMu;C cĭt j ĭ0^a ayqil qā dĭl^mez hmfĭhĭL ayq;^L j;ĭV^a hp;C^mez erælj u;^l fĭZ Eĭsu; Ņmz I0ĕĭa ayqil AĀ;ĭeue^e erælj u;^l j;ĭ0b;e fklĕ;^cĭ Lĭl u; f;ĭN^mĭ j^a;ĭ hĭm^me, "ĭŠ^ Ēĭb;u?"

erælj u;^l qvĭf^m ĭŠ^ĭ aĭĀ EĭW^a m;ĭNm, j ĭĭcu; Lb; pĭl m e;Z

I0ĕĭa EpŲū^ ĭhĭm^me, "ĕaj;ĭl flā^ ; Ēĭb;u? ĭŠ^ Ēĭb;u?"

erælj u qā e;ĭs^me, f; e;ĭs^me, h;ĭj pĭl u; ĭp^me, L;f^sl fĭĭ;^ĭ dĭl u; V;ĭle^a m;ĭN^me-- ayqil Ųj ĭhĭq^a m;ĭNm, ĭale ōxL;^M ĭhĭm^me, "W;Lĭ--"

I0ĕĭa Lĭq^me, "Hh;ĭl j; ĕ ūuv MsN aĭmu;^Re, Hh;ĭl Q;ĭl ĭc^L ŕk ĭŠ^ĭ pĭĭa ĭĭq^a b;ĭL^h -- Hh;ĭl ĕaj;ĭcl hĕh HL ŕg;v; ĭŠ^ ŕk h;ĭl b;ĭL^h e;Z aMe ŕcĭMh erælj u;^l ĭ;ĭa^0eq?"

"ĭ;ĭa^0eq! q;ĭ q;ĭ q;ĭ ! W;Lĭ"--

erælj u;^l qĭlp BI hĭql qCm e;ĭ, Nm; ōL;Cu; Ņmz

I0ĕĭa Lĭq^me, "Bĭj Ņ;ĭh;ĭj;ĭZ^Lĕĭ ĭŠ^ Q;C e;Z fĭbhĕ^a Ņ;ĭh;ĭj;ĭZ^Lĕĭ ŕk fĭŲZĭ A^fr; ĭfĭ, Bĭj a;ĭq;^LC Q;Cz a;ĭq;ĭ ĭŠ^ mCu; Bĭj Ņ;ĭh;ĭj;ĭZ^Lĕĭ N;^u j;M;C^a Q;C-- a;ĭq;ĭ hr0bm ĭšhZĭ qCu; k;C^h-- ŕ ĭŠ^ĭ ĭŲq^ ĭLR^aC j;R^h e;Z HC ŕcĭM;-- Q;ĭqu; ŕcĭM;Z" hĭmu; Ešĭĭ ŕj;Ųe Lĭl^me, ayqil ŕcq ĭŠ^ ĭmĕ, ayqil hr;ĕ^h 0b;^e 0b;^e ĭŠ^ Sĭju; B^Rz

erælj u ĭnqĭl u; EĭW^mez ayqil qā-f; Lyĭf^a m;ĭNmz I0ĕĭa hSĭj ĭ0^a erælj u;^l qā Q;ĭfu; dĭl u; ĭhĭm^me, "ŕ ŕL? ŕ Ņ;ĭh;ĭj;ĭZ^Lĕĭ fĭŲZĭ A^fr; ĭfĭ? ŕ Ēĭmu; Ņ^m Ņ;ĭh;ĭj;ĭZ^Lĕĭ Q^r fĭbhĕ nĭh;e qCu; k;C^h, ayqil Sĭh^el E^Ųnĕ Ųĭmu; k;C^h? pL;^m nkĕ; qC^a EĭWu;C L;ĭq;ĭ j ĭĭ ayqil j^e f^s, L;ĭq;ĭ 0jĭa p^Ā Lĭl u; ĭale ĭ;^e nue Lĭl^a k;ĭe, ayqil qĕ^ul eĭs p;ĭŲV; fĭl f;ĭN Lĭl u;^L ĭh;ĭS Lĭl^a^R? ŕ ŕL? ŕ ĭL a;ĭj?"

hĩmu; hE;OEmÇg İch;İ fŞhN LİÇfa qİl Zİnöl İcL Kje HLcİØª Qıu, İOfla ªajİe
erel İcL QİlqmeZ erel;u a;S;ajİs hĩmu; EİWme, "e; Bİj e;Z" İLz° İLRªaC
İOflal jŞ R;S;İCªa fİllme e;Z

İOfla hĩmme, "aŞ hĩm; pL!"

erel;u hĩmu; Ğİmme, "p dİhZ"

İOfla hĩmme, "dİhL?"

erel;u, "p HLİV İnÖ--"

İOfla hĩmme, "Bİj Sİe, a;qİL Sİez İ;Sİl İeSI pZİe e;C, a;qİLC pZİeİ jªa;
fİme LİlªaRez İeSI pZİeL ĩm;L Lje İ ĩm;h;İp Sİe e; İLz° fİma pZİeL fİZİ
Qİu İ ĩm;h;İp a;qİ Sİez Bfe;İ p;e;u pÇfCİ Qİu a;qİl pM İ;Sİl ĩn jªe quz
Bfe;İ j;İb;u jLW Qİu a;qİl j;İb;u jLW cİMªa İ;Sİl ĩn Be½ quz"

erel;u BÖQkNqCu; hĩmu; EİWme, "İWL Lb;Z"

İOfla Lİqme, "İWL Lb; euª İL? İ;S;İ a;qİL LaMİe İ ĩm;h;İpe a;qİ İL Bİj
Sİe e;? Bİj İL hŞTªa fİll e;? Bİj J a;qİLC QİCZ"

erel;u q; Lİl;u; İOflal İcL Qİlqu; İİqmeZ Bfe-jªe hĩmme, "a;qİLC QİCZ"

İOfla Lİqme, "a;qİL BİeªaC qCŞ-- BSC Bİeªa qCŞ-- BS İ;ªeC QİCZ"
erel;u fİadİel jªa; Lİqme, "BS İ;ªeC QİCZ"

erel;ul jŞMİ İcL İLRªZ Qİlqu; Nmİl İl e;J;Cu; İOfla hĩmme, "HC İnÖC
ªaj;İl nœ; a;qİ Sİe? aŞ İ;ShwŞ SİŞ;u;R-- L;İb;Lİl HL A' jaLmnm İnÖªaj;İl
j;İb;İ qCªa jLW Lİsu; mCªa Bİpu;R a;qİ İL Sİe? K İpwqİpeªaj;İl Seİ AŞfr;
LİlªaİRm, pC İpwqİpeªaj;İl Seİ Øb;İe İelcİb qCu;R a;qİ İL cŞ; QrªbİLªa cİMªa
fİCªaR e;!"

erel;ul LİR H-pLm Lb; eŞae eQz İaleJ fŞhN HClŞ İ İh;u;İRmeZ pNŞh hĩmme,
"a; İL Bİ hĩmªa qCŞ WİLŞ! Bİj İL Bİ HCŞ cİMªa fİC e;!"

İOfla Lİqme, "aŞ Bİ Lfz aŞ a;qİL Bİe; c;Jzªaj;İl İpwqİpeİ h;İd; cŞ Lİl;
HC LV; fİql Lİe;ªªa LİVŞ, a;İ fŞ -- a;J LMe BİeŞ?"

erel;u, "BS pÅİŞm;u-- AÅLİl qCŞmz"

fCa; ØfnN Lİl;u; İOfla hĩmme, "kİc e; Bİeªa fİlªaj;İpZİ Aİl nİf mİNŞz a;
qCŞ, K jŞM aŞmİ pŞİtİ; E;u;İZ Lİl;u; fİme e; Lİ, İel;İe e; fİqİCªa pC jŞMİ jŞp
nLŞnİ İİĐİyİa İİĐİyİa İaİŞz"

öİe; erel;u QjİL;u; jŞM qİa hĩm;Cme-- L;Jm jŞpİ EfŞ nLŞel Q' fİa-LØfe;
a;qİl İeaj; cŞpq ĩd qCmz İOflaL fZİj Lİl;u; İale a;S;ajİs İhc;u qCŞmeZ p Oİ
qCªa Bm;L hİaj; J SeL;İm;qŞmİ jŞdİ İNu; erel;u fŞŞhŞe mİjİ LİlmeZ

hijau^{el} e^l q^ca^l Ljalü^l Xil^aR, "jqiljS! jqiljS!"

IjSi pa^A EIWu; INu; Q^zim^l L^cim^a f^cme, d^hl ifah^e Lcⁱn^lz IS' ipi L^lme,
"Lf qCu^R?"

Lcⁱn^l Liq^{me} "jqiljS, Bji^l d^h Lⁱbju?"

IjSi Liq^{me}, "Le, aqil nk^ea e^c?"

"eiz"

Lcⁱn^l him^a mij^Nme, "Aflⁱq² q^ca^l d^hl e; cⁱm^a fⁱJuju IS' ipi Lⁱa^l
khljS eræⁱul i ^haf Liqm, d^h A^zxf^l khlj^S LⁱR B^Rz öleuj Bⁱj Ie^lÖQ^z IRmijz
A^eL Ija q^ca^l cⁱMu; Bji^l Bn[^]i Sⁱm; Aep^ae Lⁱu; Sⁱlemij, khljS eræⁱu
fⁱpⁱc e^cz Bⁱj jqilj^Sl pⁱqa pⁱrⁱv-fⁱb^el Se^e A^eL Q^o; Lⁱu; IRmij, IL^z f^llⁱl;
ILR^ac Bji^l L^bi Nⁱq^e Lⁱl m eⁱ-- এইজন্য বাতায়^{el} e^l q^ca^l jqiljS^l XilLui^R,
Bfeⁱl Ie^ai ^A Lⁱu; IR, Bji^l Hc Aflⁱd jⁱSⁱlⁱ Lⁱl^he^r"

IjSi j^e HLVⁱ i^h Ihc^eal j^ai QjⁱLu; EIWmz Iale Qⁱl Se f^llⁱl^l Xil^lme,
Liq^{me}, "pn^oe Bji^l Aep^lZ L^liz"

HLSe Liqm, "jqiljS, BS I^e f^b hij^l qJu; Ie^od^z"

IjSi Liq^{me}, "Bⁱj B^cn LⁱaⁱRz"

Lcⁱn^l p^A kⁱc^a Ec^la q^cme, IjSi ayqⁱl Igⁱlu; kⁱc^a Liq^{me}, IhSe f^b
Q^zim^l LⁱSi jⁱlⁱ j^l Qⁱm^{me}z

jⁱlⁱ ^al kMe pqp; Mⁱmu; N^m, c^mi; N^m, MsN p^cj^l Lⁱu; eræ Hhw IO^fla
j^cfⁱe Lⁱa^l Rez B^ml AⁱdL e^c, HLIV c^f Sⁱm^aRz d^h Lⁱbju? d^h Lⁱm^fl^ajⁱ
fⁱul LⁱR öCu; Ojⁱcu; fⁱsu^R-- aqil L^fi^ml An^fl^mi; öLⁱcu; N^R, W^y c^v HLV^a
Mⁱmu; N^R, j^l i u e^c, i^he; e^c--H^{ke} fⁱo;Z-nkⁱ eu, ^{ke} p^l icⁱl^l Lⁱm^l Ef^l
öCu; B^Rz icⁱ ^{ke} Q^zij; Mⁱcu; aqil Qⁱm^l Sm j^Rcu; Icu^Rz

j^c Mⁱcu; eræ^l fⁱz Mⁱmu; INu; IRm, IL^z IO^fla Iöbl qCu; hⁱpu; f^Sil m^Nl Se^e
A^frⁱ; LⁱaⁱR^{me} -- eræ^l f^ml^f ILR^jæ Lⁱe I^caⁱR^{me} e^z eræ him^aiR^{me},
"WⁱL^l, ^aijⁱl j^e j^e i u q^Rz a^hj j^e LⁱR Bⁱj J i u LⁱRz ILR^a i u ^ec WⁱL^l! i u
IL^pl? i u Lⁱl? Bⁱj ^aijⁱl^l I^ri Lⁱhz a^hj IL j^e Lⁱ Bⁱj I^si^l i u Lⁱlz
আমি শাস^Si^l i u Lⁱl ^e, Bⁱj nⁱSⁱqⁱe^l i u Lⁱl ^ez WⁱL^l, a^hj hm^m eⁱ ^eLe-- Bⁱj
I^si^l d^l Beaj, ^{ch}l^l p^z L^l ^cJu; ^{kaz} JCV^l ^Rm^l LaV^l ^hi I^z"

Hje pju pqp; jⁱlⁱ Ii I^l Ef^l Rⁱu; fⁱsmz eræⁱu f^oQⁱa Qⁱqu; cⁱm^{me}, IjSi^z
Qⁱl^al j^of^e ^eni p^cf^zl^l RⁱVu; N^mz Ie^Sl Rⁱu; Q^u Ie^S jⁱme qCu; N^{me}z ^ah^h
Ie^la^a d^hl^l Lⁱm^l a^hmu; mCu; Nⁱh^z jⁱZL^e f^ll^l ^hc^Nl Liq^{me}, "Cqⁱcl c^Se^l h^z
L^liz"

Qⁱl Se f^ll^l IO^fla J eræⁱul c^e q^a dⁱlmz d^hl^l h^ll j^of^e Qⁱfu; dⁱlu; IhSe
f^b ^Stⁱv^oeⁱm^l LⁱSi fⁱpⁱc Igⁱlu; Bⁱp^{me}z IO^fla J eræⁱu p^l I^e LⁱlⁱNⁱ^l

İq[®]mez

Aøjcn fīl R

a;qil fīlce ĩhQ;lz ĩhQ;l n;mj m;L m;L;lZēz ĩhQ;l;ipē l;S; ĩpuiRe, pi; pCl; Q;ll ĩcL ĩpuiRez pCj cSe hLz L;q;l J q;a n'Mm e;Cz Lhm pnØe fqlf a;q;lcN L ōll u; B, lOfla f;ojZ;āll j;a; cys;Cu; BRe, erælj;ul j;bj; eaz

lOfla c;o pfj;Z Lll u; l;S; a;j;l ĩmme, "aj;l Lf ĩmh;l B?"

lOfla Lĳme, "Bj;l ĩhQ;l Lll h;l AldL;l Bfe;l e;Cz"

l;S; Lĳme, "aĥ aj;l ĩhQ;l L Lll?"

lOpati amibrāṅṅ, amī chphL, chaj; Bj;l ĩhQ;l Lllhez

রাজা পাফি c J fZēl fū;l ĩch;l Seē SNa chaj;l pqpē AeØl Bz Bj;l;J a;qil HLSez p Lb; mCu; Bj; aj;l pĳa ĩhQ;l Lll a Q;c e;-- Bj; ŐS' ip; Lll aĳR, Ljm pāt;L; m ĩml j;e p aĳ HLIV ĩnōL qlZ Lll u;Rm ĩL e;z

lOfla Lĳme, "qz"

l;S; Lĳme, "aĳ Afld ūfL;l Lll aR?"

lOpati अपराध! अपराध किंप! Bj; j;ul Bcn f;me Lll aĳRm; j;ul L;kĳ Lll aĳRm; , aĳ a;qil h;Ø;a Lll u;R-- Afld aĳ Lll u;R-- Bj; j;ul p;ĳ aj;l Afldf Lll aĳR, lale aj;l ĩhQ;l Lllhez

l;S; a;qil Lb;l L;e; Ešl e; ĩcu; Lĳme, "Bj;l l;Sēl ĩeuj HC -- ĳ hēš' chaj;l EYĥ Sĥĥim ĩcĥ h; ĩc'a Ecā qCĥ a;qil ĩehĳpecTMz pC cTM Bj; aj;l flā fū;n Lll m;jz BV hvp;l Seē aĳ ĩehĳpa qCmz fqlf;l; aj;l Bj;l l;Sēl ĩlq l;ĳmu; Bĳhz"

fqlf;l; lOflaL pi; Nq qC'a mCu; k;C'a Ecā qCmz lOfla a;q;lcN Lĳme , "lØbl qJz" l;S;l ĩcL Q;ĳqu; Lĳme, "aj;l ĩhQ;l ĥno qCm, HMe Bj; aj;l ĩhQ;l Lll h, aĳ abān k; z Qaēĥ chaj;-fS;l cē l;e k Lq f b ĩlql qCĥ, f;l;lqal L;R p cĳa qCĥ, HC Bj;Cl j;ēl ĩeujz pC fĳe ĩeuj Aep;l aĳ amār nĳ cTM;l"

l;S; Lĳme, "Bj; aj;l cTM NqZ Lll a fūā BĳR"

pi; pCl; Lĳme, "H Afld Lhm Abĳc qC'a f;lz"

f;l;lqā Lĳme, "Bj; aj;l cē mr j;ā cTM Lll aĳRz HMe ĩc'a qCĥz"

l;S; ĩLuvrZ i;ĳhme fĳ ĩmme , "ab;L" L;ojdēL X;lLu; cē mr j;ā; Bcn Lll u; ĩcmez fqlf;l; lOflaL ĩlq l; mCu; Nmz

lOfla Qĳmu; N nĳælj;ul ĩcL Q;ĳqu; l;S; ctūL Lĳme, "erælj;u, aj;l

Aflid ađj üflj l l il eiz"

erælj u hlmme, "jqilj s, Bj aflid, Bj l j slb; l l eiz"

hlmuj R#Vu; Bipu; l;sl f; Ss;Cu; dl mez

j qilj s ihQima qCme, ilR#Z h;LEØgjañ qCm eiz Ahn° BaipðlZ Lilu; hlmme, "erælj u, Jw; Bj l l b; h;eiz Bj j slb; l l h; l ? Bj Bfeil n;pe Bfle l;Üz h;EJ k;e hÜ, ihQ;l LJ aj le hÜz HLC Afl;đ Bj HLSeL c™ lch, HLSeL j;slb; l l h, H Lf l l u; qu? ađj C ihQ;l l eiz"

pi j pcl; hlmuj EIWme, "jqilj s, erælj u Bfeil i jC, Bfeil i jCL j;slb; l l eiz"

l;sl; ctüL l l qme, "aj;l; pLm Qf L eiz karZ Bj HC Bpe BIR, aarZ Bj L;qi l j i jC eiq, L;qi l j hãelqz"

pi j pcl; Qil lcl Qf l l lmez pi j leUñ qCmz l;sl; Nñfl üL l l qa m;ilNme, "aj;l; pLmC öleujR-- Bj;l l;Sél leuj HC k, k hñš² chajl EYñ Sfhlm lcl h; lcl Ecfa qCñ a;q;l lehñpec™z L;im páf;L;im erælj u f; j l qal p l qa osk;» l l u; hml j;e p HLIV inöL qlZ l l u; j l Rmez HC Afl;đ p f; j z qJu; a Bj ayq;l BV hvpl lehñpec™ lhd;e l l m; j z"

f;ql fl; kMe erælj uL mCu; k;C a Ecfa qCm aMe l;sl; Bpe qC a e;lj u; erælj uL BimAe l l lme, l;ÜL l l qme, "hvp, lhm aj;l c™ qCm e; Bj;l j c™ qCmz e; S;le fñS; Lf Afl;đ l l u; j l Rm; j z kalce ađj hãcl L;R qC a c; b; l l h ch; aj;l pA pA b; l e, aj;l j Am l l eiz"

pwh; c c;im a c;im a l; j e qCmz A; x f; e z cedle EIWmz l;sl; lei a L r a; l l;Ü l l u; h;pu; f; s mez S;sq; a l l q a m;ilNme, "f; B; Bj k;lc LM e; Afl;đ l l, Bj l j;slb; l l u; e; Bj l il R; j e cu; l l u; e; z Bj l Bj;l f; f l n; j l c; j z f; f l l u; n; j l u' hqe l l; k; u, il z j;slb; i j l hqe l l; k; u e; f; #"

erælj ul f; l;sl; j e la-Z S; j l N a m;ilNmz erælj ul R m h m; l; j j M ayq;l j e f; s a m;ilNmz p k-pLm Mm; l l u; R, l b; l l qu; R, l;S l l u; R, a;q; H L H L a;q;l j e EIW a m;ilNmz HL-HLV; lce, HL-HLV; l; j e a;q;l p k; m; l l j dÉ, a;q;l তরাখচিত আকাñ l j dÉ inö erælj uL mCu; ayq;l pCj M Ecu qCmz l;sl; cC Qr; l cu; Sm f; s a m;ilNmz

Felhwn fíl R̥c

Íehŋp̥eic̥fa 10f̥iaL̥ kMe f̥q̥l̥f̥l̥; ÍS' ip̥i L̥l̥m "W̥;L̥d̥, R̥;L̥eU̥ íc̥L̥ k̥jC̥he" aMe 10f̥ia EŠI L̥l̥m̥e, "f̥iŋŋj̥ íc̥L̥ k̥jChz"

eu íce f̥iŋŋj̥ j̥m̥ k̥j̥e; l̥ f̥l̥ h̥z̥ J̥ f̥q̥l̥f̥l̥; Y̥;L̥; nq̥l̥ l̥;R̥;L̥;R̥ B̥l̥pu; f̥j̥R̥mz aMe f̥q̥l̥f̥l̥; 10f̥iaL̥ R̥;lsu; l̥;Sd̥jeŋ̥a l̥g̥l̥u; B̥l̥pmz

10f̥ia j̥e j̥e h̥l̥m̥e, "L̥im̥a h̥l̥p̥n̥if̥ g̥m̥ e; , c̥M̥i k̥;L̥ h̥l̥p̥Z̥l̥ h̥ŋŋ̥a LaV̥; quz c̥M̥i k̥;L̥, N̥;ih̥z̥j̥ j̥Z̥L̥ÉC̥ h̥; L̥j̥e l̥;S̥i, B̥l̥ B̥l̥j̥C̥ h̥; L̥j̥e f̥l̥; j̥l̥qa-W̥;L̥d̥z"

Íe f̥d̥; l̥ f̥iŋŋj̥ j̥m̥ l̥;L̥;Z̥ j̥;N̥m̥-l̥;S̥Él̥ pwh̥;c̥ h̥;S̥; f̥j̥R̥a e;Z̥ HC̥ íe; j̥ Š̥ 10f̥ial̥ Y̥;L̥; nq̥l̥ ÍNu; j̥;N̥m̥ic̥N̥l̥ l̥;S̥eŋ̥a J̥ l̥;S̥Él̥ Ahŋb̥; S̥j̥e̥a R̥;L̥; a;g̥m̥f̥ q̥C̥m̥ez

aMe j̥;N̥m̥ p̥j̥ŋV̥ n̥;S̥;q̥;e; l̥;S̥aL̥; m̥z aMe ayq̥; l̥ ḁaŋu f̥e K̥l̥w̥S̥h̥ c̥l̥r̥Z̥;f̥b̥ íh̥S̥;f̥d̥ B̥e; j̥Z̥ íe; k̥Š̥² IR̥m̥ez ayq̥; l̥ íaafu f̥e p̥S̥; h̥;w̥m̥; l̥ Aídf̥la IR̥m̥e, l̥;S̥j̥q̥m̥ ayq̥; l̥ l̥;Sd̥jeŋ̥ L̥íeù f̥e L̥j̥; l̥ j̥d̥; c̥ -S̥l̥;V̥l̥ n̥;peLaŋ̥z̥ Š̥f̥u̥ k̥h̥l̥;S̥ c̥; l̥;Sd̥jeŋ̥ íc̥l̥o̥aC̥ h̥; p̥ L̥l̥ḁR̥ez p̥j̥ŋV̥l̥ hup 67 hvpl̥z̥ ayq̥; l̥ n̥l̥f̥l̥ Apŋb̥ h̥l̥mu; c̥; l̥; E f̥C̥ íC̥ p̥j̥ŋV̥S̥Él̥ i; l̥ f̥;su;R̥z

10f̥ia íLuvL̥; m̥ Y̥;L̥; u; h̥; p̥ L̥l̥u; EíL̥; j̥o; ínr̥; l̥l̥m̥e J̥ Ah̥n̥o̥ l̥;S̥j̥q̥m̥ Aí; j̥m̥ k̥j̥e; l̥l̥m̥ez

l̥;S̥j̥q̥m̥ kMe f̥j̥R̥m̥e, aMe i; l̥ ah̥n̥o̥ l̥ y̥m̋ŋb̋ŋm̋ f̥;su; ÍNu;R̥z pwh̥;c̥ l̥;ŋ̥ q̥Cu;R̥ k̥, n̥;S̥;q̥;e j̥ḁnk̥e; j̥u nu;ez HC̥ pwh̥;c̥ f̥;Ch̥; j̥;e p̥S̥; p̥e; l̥p̥l̥qa íc̥l̥o̥-Aí; j̥m̥ d̥;h̥; j̥e q̥Cu;R̥ez p̥j̥ŋV̥l̥ Q̥j̥l̥ f̥eC̥ j̥; j̥; l̥b̥n̥;S̥;q̥;e; l̥ j̥; b̥; l̥ E f̥l̥ q̥C̥a j̥;L̥;W̥; H̥;L̥h̥;í; R̥; j̥; l̥; u; E;S̥;Cu; m̋Ch̥; l̥ E c̥l̥k̥;N̥ L̥l̥ḁR̥ez

h̥; p̥Z̥ avrZ̥;v̥ Aí;S̥L̥ l̥;S̥j̥q̥m̥ a;íN̥ L̥l̥u; p̥S̥; l̥ Aep̥l̥Z̥ f̥h̥Š̥ q̥C̥m̥ez m̥;L̥Se, h̥; q̥L̥ f̥i; íḁL̥ íh̥c̥; u; L̥l̥u; íc̥m̥ez p̥Ḁ́ k̥ c̥; m̋r̥ V̥;L̥; íR̥m̥ a; q̥; l̥;S̥j̥q̥m̥l̥ íeLVhaŋ̥HL̥ íh̥Se f̥i;ŋ̥ f̥j̥au; g̥l̥m̥ez a; q̥; l̥ E f̥C̥ HL̥ íQ̥q̥² l̥; íM̥u; N̥m̥ez Aí; a̋f̥ V̥;L̥;C̥ p̥Ḁ́ m̋C̥m̥ez c̥; L̥V̥l̥, f̥í l̥ a; Š̥² N̥; j̥; íc̥l̥a n̋p̋e̋r̋e̋ m̋r̋é̋ L̥l̥u; 10f̥ia Aíh̥n̥; j̥ AN̋p̋l̥ q̥C̥a m̋j̥N̋m̥ez 10f̥ia p̋e; íp̋é l̥ ħn̋ d̋; l̥Z̥ L̥l̥m̥ez íL̥;° p̋e; íp̋é l̥ ħn̋ p̋e; Š̥W̥ B̥l̥ab̋é f̥; Ju; c̋ŋw̥z̥ L̥; l̥Z̥, f̋Áf̋; m̋l̥ e; j̥u p̋e; f̋l̥; k̋ f̋b̋ íc̋u; Q̋l̋mu; ÍNu;R̥, a; q̥; l̥ Eí u; f̋; ħn̋ l̋hm̋ c̋; í; ħr̋ íh̋l̋;S̥ L̥l̥ḁR̥z p̋e; f̋l̥; An̋ J̥ q̋íŰf̋; m̋l̥ Se; f̋ Af̋, n̋p̋é L̥; íV̥u; m̋Cu; ÍNu;R̥z L̋b̋L̋l̥ j̥; l̋;C̋u HL̋V̥ LZ̥; Ah̋n̋ø e; c̋Z̥ Q̋j̥l̥ íc̋L̥ l̋hm̋ m̋e; j̥h̋n̋ø íh̋n̋M̋m̋; z̋ Aí; d̋L̋; w̋n̋ m̋; l̥ N̋; j̥; R̋;lsu; f̋; m̋; Cu;R̥z c̋h̋; v̋ k̋ c̋HL̋Se̋L̥ c̋M̋; k̋; u; a; q̥; c̋l̥ j̥m̋ q̋; p̋é e; c̋Z̥ a; q̥; l̥; Q̋íLa q̋íL̋Z̋l̥ e; j̥u paL̋ŋ L̋; q̋; l̋J̥ a; q̥; l̥; íh̋n̋p̋ L̋; e; j̥, cu; l̋; e; j̥ íh̋Se f̋b̋l̥ f̋; ħn̋N̋; R̋l̥ am̋; u; m̋j̋w̋-q̋; a c̋; Q̋; l̋ Se̋L̥ h̋; pu; b̋; l̋ḁ c̋M̋; k̋; u; f̋; b̋L̋-í; n̋L̋; l̋ Se; f̋ a; q̥; l̥; p̋j̋Ű íce A̋Fr̋; l̋l̋u;

B^Rz d^g La^d f⁰Q;clhañ Eó;ijñl e^tju cp^él; p^{le}L^cl Aep^lZ L^lu; m^ẽeh^{no}
m^ñWu; mCu; k;uz Hje-İL, j^ãc^oql Efl n^Nim-L^ll e^tju j;T j;T p^efcm J cp^éc^m
ms;C hⁱdu; k;uz leu^daj p^ef^cl M^m; qCu;R, f;ñhañ le^lq f^lb^ll f^ov Mf L^lu;
HLV; a^mju;I M^yQ; hp;Cu; c^Ju; h; a;qil j^m qC^a f;ñis-p^ga M^leLV; M^m Es;Cu;
c^Ju; a;qil; p;je^é Efq;p;je j^e L^lz N^lijl m;L^l; a;q;cl cⁱMu; i u f;C^aR
cⁱM^m, a;q;cl flj L^lz^l hⁱd quz m^ẽeh^{no} a;qil; N^lijl m;L^lcl Evf^lse L^lu;
Be^z Ef^l;N L^lz c^éSe j;je^é hⁱp^zL İf^o İf^o p^wmN^a L^lu; İV^lL^a İV^lL^a hⁱdu;
Ei^ul e^l ep^é f^lu;N L^lz c^é O;sjl İf^o HLSe j;je^oL Qs;Cu; O;sjc^vl Q;h^l
j;I; c^é O;sj c^é İhfl^a İc^l R^vu; k;u, j;TM^le j;je^ov; fⁱsu; İNu; q;a-f; i;P^z
HCl^é fl^aice e^šae e^šae M^m; a;qil; B^lh^xL^l L^lz AL^ll^z N^lij S^m;Cu; İcu; k;uz h^m
k, h;cn;ql p^cj;je;ñhⁱS f;sjc^aRz p^ef^cl f^ob HCl^é Aa^t;Q;I na na İQ² fⁱsu;
B^Rz HM^le İO^fla B^lab^é f;C^{he} L^lb;uz L^l;e^lice Ae;qi^l L^l;e^lice A^of;qi^l L^liv^a
m;İNmz İ;e A^aL^l HL i N^a fl^aš² L^vl n^lz^cq nue L^lu;İR^{me}, p^Ll^m E^lWu;
c^oMe HL İR^ænl j^ãc^oql p^jU^l İ;je h;İmn L^lu; öCu;İR^{mez} HL^lce j^d;q² İO^fla
r^lda qCu; L^l;e; L^vl İNu; cⁱM^{me}, HLSe m;L a;qil i;P; İp^zLI Ef^l y^jİs
M;Cu; fⁱsu; B^R-- hⁱd qu a;qil m^ẽ a^de^l Se^t h;L L^ll^aİRm-- L^lR İNu; M^lm^aC
p^o Ns;Cu; fⁱsu; Nmz j^ãc^oq j;je, a;qil S^{he} A^eL L^lm qCm Q^lmu; İNu;Rz

HL^lce İO^fla HL L^vl öCu; B^Rez İ;je Ahp;e qu e;C, İLR^æhm^o B^Rz Hje p;ju
d^ll d^ll à;İ M^mu; Nmz n^le^al Q^zl^mLI p^A p^A LaL-İm R;u; O^ll j^dé B^lpu;
fⁱsmz İgp^lİgp^lne öe; Nmz İO^fla Q^jİLu; E^lWu; hⁱp^{mez}

İale E^lW^aC LaL-İm Øæ^l~ pi^u hⁱmu; E^lW^m "J j; N^l!" HLSe f^dİo AN^l qCu;
hⁱmm, "L^le^lq^lu^l?"

İO^fla L^lq^{me}, "B^lij hⁱp^z, f^lb^lz^aij İ;L?"

"B^jcl HC O^lz B^jİ; O^l R^lİsu; f;İm;Cu;İR^mİz g;İNm p^ef^l Q^lmu; İNu;R^o İleu; a^h
HM^le B^lpu;İRz"

İO^fla İS' İp; L^ll^{me}, "g;İNm p^ef^l L^le^lİc^l İNu;R?"

a;qil; L^lqm, "İhSuN^l İc^lLz HarZ İhSuN^l h^el j^dé f^lhn L^lu;Rz"

İO^fla B^l A^ldL İLR^æ; hⁱmu; avrZ^{İv} k;je; L^ll^{mez}

Ihwn fīl ʔRc

IhSuNʔSI cEON he WNFʔCI BĀ ȷ hʔel j dē ȷcʔu ʔk fb İNuȷʔR ʔpC fʔbl cʔf fȷhŋĀ La
jeʔfL ȷim İelqa BʔR, aȷȷʔCI Efʔ ʔLhm hegŋm gŋVʔaʔR, BI ʔLȷeȷ İQq² eȷCz hʔel
j dē hv BʔR, hȷhmȷ BʔR, İej BʔR, na na fĀLȷıI maȷ J -ȷȷ BʔRz ȷbȷe ȷbȷe ʔXȷhȷ
Abhȷ fĀL ȷȷaȷ ʔCȷMȷ kȷuz Aİhnȷȷ fȷaȷ fĀQuȷ fĀQuȷ aȷȷı Sm HʔLhȷıI phS qCuȷ
EİWuȷʔRz ʔRȷVȷ ʔRȷVȷ pȷs fb H İcʔL J İcʔL BȷLuȷ hȷıLuȷ pȷfĀI j ȷaȷ AåLȷı SĀʔmI
j dē fĀhn LİL uȷʔRz NȷʔRI Xȷıŋ Xȷıŋ fȷıŋ fȷıŋ qeȷ jez hvNȷʔRI XȷıŋmI EfĀI qCʔa na na
İnLs Hhw qeȷj ȷel ʔmS TĀmʔaʔRz i ȷȷı j İcʔıI fĀĀZ İneİm gŋmI NȷR pȷȷı pȷȷı gŋm
Hhw qeȷj ȷel cȷİhLȷıŋ HʔLhȷıI BȷRæz pȷfȷŋmȷu hʔsȷ hʔsȷ TyLsȷ NȷʔRI Efʔ TyʔL
TyʔL İVuȷfȷıŋmI QĀVȷıI hʔel ʔȷıI AåLȷı ʔke cEZN İhcfZN qCʔa bȷLz BS HC hȷv hʔel
j dē fȷıu Lȷs qȷSȷıI ȷpef fĀhn LİL uȷʔRz HC Xȷıŋm-fȷıŋȷu maȷu-fȷıŋȷu aʔZ-ȷȷȷ Sİsa hȷv
ʔNȷıŋȷıI AİZÉ, Lȷs qȷSȷıI MİeMQ' ȷȷıeL hȷSfrʔʔCI HLİVȷıe efs hİmuȷ ʔhȷd qCʔaʔRz
ȷpefȷȷıNȷ ʔCİMuȷ ApwMÉ LȷL Lȷ Lȷ LİL uȷ cm hȷıduȷ BȷLȷıŋ Eİsuȷ ʔhsȷCʔaʔR-- pȷqȷ
LİL uȷ XȷıŋmI EfĀI Bİpuȷ hİpʔaʔR eȷz ʔLȷeȷfĀLȷıI ʔNȷıŋȷıŋ LİL ʔa ʔpeȷfĀIal İeʔod BʔRz
ȷpefȷı pȷU' İce Qİmuȷ pȷfȷŋmȷu hʔe Bİpuȷ öxL LȷıW LsȷCuȷ håe LİL ʔaʔR J fĀİfĀI
Qİf Qİf Lbȷ LİqʔaʔR-- aȷȷıCİ ʔpC -eİ -eİ nʔe pȷU' AİZÉ NȷU NȷU LİL ʔaʔR,
pȷfȷŋmȷıI İTyİTyʔfȷıI XȷıL ʔhȷeȷ kȷCʔaʔR eȷz NȷʔRI -ȷsʔa hȷdȷ Aŋŋıȷ jȷıȷ jȷıȷ rʔ
İcuȷ jȷıV MȷsʔaʔR J ʔbȷıdİe LİL uȷ EİWʔaʔR-- pȷU' hʔel aȷȷıʔa QȷL mȷıNʔaʔRz i ȷȷı
j İcʔıI LȷıR gȷLȷı SȷıNȷı nȷpSȷıI İnhİl fİsuȷʔRz BI pLʔmI BS hȷraʔmC Ahȷbȷjez

pȷU' İce Aİhnȷȷ Qİmuȷ İOʔİa kMe hʔel j dē fĀhn LİL ʔme aMe İȷıe qCuȷʔRz
AİdLȷıŋ ȷpef İeUʔı OȷıCʔaʔR, Aİfȷıe ȷpef eİf ʔh fȷıȷıȷ İcʔaʔRz jȷıȷ jȷıS HL-HL
SȷıNȷı B-e SİmʔaʔR-- AåLȷı ʔke hȷ Lʔı İeåȷıȷıȷı I ȷȷı QrʔıİmuȷʔRz İOʔİa hʔel
j dē fȷı İcuȷC Lȷs qȷSȷıI ȷıeʔLİ İenĀp-fİhĀp ʔke öleʔ ȷıhȷıeȷ hʔel pȷqȷ NȷR nȷıMȷ
İhUȷıI LİL uȷ fȷıȷıȷ İcʔaʔRz LȷıŋfQL aȷȷıI pʔCıSȷıa nȷhʔLİ Efʔ ʔkȷe fr İhUȷıI a
LİL uȷ hİpuȷ bȷL, ʔaj İe AİZÉİ hȷıqıLȷı İhıȷıV İȷıe AİZÉİ İı aLȷıI Nȷıtal İȷıe EfĀI
Qȷıfȷı Xȷıeȷ Tyİfȷı eİf ʔh hİpuȷ BʔR-- AİZÉİ İı aʔı HL İȷıe j ȷıŋ -ȷıSuȷ OȷıCuȷ BʔR,
AİZÉİ hȷıqı HL İȷıe j ȷıbȷı aŋmuȷ SȷıNȷı BʔRz İOʔıı ʔı İȷıe hefıȷıȷı ÖCuȷ İİqıeȷ

pLȷıŋ ʔNȷıVȷı cʔf QȷıI ʔMȷQȷı MȷıCuȷ dsİgsU LİL uȷ SȷıNȷı EİWıeȷ ʔCİMıe Se-La fȷıNİs-
বাঁধা দড়ি-fİl fȷıNı aŋıe ȷpef İhʔcnf i ȷȷı aȷȷıCİ Lf hİmʔaʔR; öleuȷ İale İeUQu Aej je
LİL uȷ mCıe, Nȷıŋmȷ İaleJ hĀı ȷȷı aȷȷıCİ nȷıŋmL-pȷđ fȷıI LİL uȷ İcıeȷ aȷȷıȷı aȷȷıCİ
VȷıeVȷıe LİL ʔa mȷıNȷı

10fīa hīm^{me}, "Wjī; f^uiRp?" İL^o a;qi^{cl} B0I^z Wjī; mrZ İLRj;æ fİL;in f;Cm e;zh^el j dē İcu; a;qi; ayqi^L AL;ja^q Vjēu; mCu; k;C^a m;İNmz

İale pih^{no} Ap^ojo fİL;in Lİlu; hīm^{me}, "V;e;Vjē LI ^{le}? Bİj BfīeC k;İpRz Ha fb Bİj Hm; Lē LI^a?"

p^efī; q;İp^a m;İNm J a;qi; h;wm; Lb; eLm Lİl^a m;İNmz æ² æ² ayqi; Qa;İcİ^L İhÜl p^ef S^s; qCm, ayqi^L mCu; i;İf^Nm fİsu; ^Nmz Evfİs^eİJ pēj; İİqm e;Z HLSe p^ef HLv; L;Wİhs;İml ^mS dİlu; ayqi; jTM a j;İbu R;İsu; İcm-- ^cİMh;İ C;R;İ, gm j^e Lİlu; M;İu İL e;Z HLSe p^ef ayqi; e;^Lİ pCj^M HLv; ^gj;V; ^ha h;L;Cu; dİlu; ayqi; p^Å p^Å Qİmm, ^pV; R;İsu; İc^m 10fīal j^Mİ Efl qC^a e;^Lİ p;æa jİq; H^Lh;İ p;İ^m ^m;f qCh;İ p;İhe;Z p^ef^{cl} q;İ^pē L;ee dİea qC^a m;İNmz j dē;Q² BS kÜ Lİl^a qC^h, pL;^m a;C 10fīa^L mCu; a;qi^{cl} i;İf^Mm; fİsu; ^Nmz ^Mm;İl p;İd İjİV^m fl h;İpZ^L pS;İ İnİh^q mCu; ^Nmz

pS;^L ^cİMu; 10fīa ^pm;İ Lİl^{me} e;Z İale ^çha; J ühZİ R;İs; Bİ L;İq;İJ L;İ^R LMeJ j;İb; ea L^e e;Cz j;İb; a^mu; c;S;Cu; İİq^{me}; q;İa a^mu; hīm^{me}, "n;İ^qe n;İ Su qELz"

pS; j^{cl} ^fu;İm; mCu; p;İ pcl^p a hİpu;İR^{me}; BmpİhSİsa ü^q İea;İ¹ E^fr;İ ^q İİq^{me} "Lē, hē;f;İ Lē"

p^efī; İİqm, "Se;İh, nœ^fr İ Qİ ^N;İf^e B;İ^{cl} hm;İm S;İl^a Bİpu;İRm; B;İ; a;qi^L fİ d L;İ^R dİlu; Bİeu;İRz"

pS; İİq^{me}, "B;İR; B;İR;İ! ^hQ;İ; ^cİM^a Bİpu;^R, Eq;^L i;İ^m Lİlu; p;İ^Ü ^cM;Cu; R;İsu; c;Jz ^ch İNu; NÖf Lİl^hz"

10fīa hc İq;İ^Ü B;İl^a İİq^{me}, "pİ L;İ^İ Ad^e Bİj L;İ^fİb;İ; Lİlz"

pS; Bmpēİ ^q q;İa e;İsu; a;qi^L ^â Qİmu; k;C^a CİÅa Lİl^{me}z hīm^{me}, "Nİjz" ^k h;İa;İp Lİl^aİRm, ^p İà-Z ^sİ^q h;İa;İp Lİl^a m;İNmz

c;İ; ayqi; f^æ p^mj;e^L İ;S; S;İp^wqİ Ad^e pS;İ Bæ;Z fİl^aİd Lİl^a f;İw;Cu;^Rez ayqi^{cl} h;v p^efcm İeLVha^İ qCu;^R, pwh;İc Bİpu;^Rz a;C İhSuN^sİ ^LÖ; AİdL;İ Lİlu; ^pCm;^e p^ef p;İ^ha Lİl^hİ Se^f pS;İ hē^Ü qCu; fİsu;^Rez pS;İ q;İ^a ^LÖ; Hhw pİ L;İf M;Se;İ p;İ fİZ Lİl^hİ fİ^Üh mCu; İhSuN^sİ Aİdfİa İhæ;İp^wqİ İeLV ç^a İNu;İRmz İhæ;İp^wq ^pC ç^aj^M hİmu; f;İw;C^{me}, "Bİj ^Lhm İcō^İ n;İS;İq;İe Hhw S;İNc^İ İ h;İefİl^a S;İl^ez pS;^L, Bİj a;qi^L S;İl^e e;Z"

pS; Sİsa ü^q İİq^{me}, "i;İf^hBch! e;İqL B;İl m;S;C Lİl^a qC^hz i;İf q;İ^Å!"

10fīa HC-p;İ^Ü öle^a f;İC^{me}z p^ef^{cl} q;İa Hs;Ch;İj;æ İhSuN^sİ İc^L Qİmu; ^Nme;Z

HLihwn fii Rrc

fijiqsi Efqi ihSunSz ihSunSi AIZE Nsi LjRiLjIR iNu; no qCuRz AIZE qCa hijqi qCu; IOfia pqp; cimme, cfON fjo;ZcAN ke efm BLin qmje lcu; cys;Cu; BRz AIZE kje aqil pqpEal;Sim firæ, cAN, ajie Bfejl fjo;ZI jde Bfie Ijuz AIZE p;hdeE, cAN paLN AIZE hEi j'ai -ys jillu; mS fL;Cu; hipu; BR, cAN ipwqi j'ai Rnl gmiCu; Ois hL;Cu; cys;Cu; BRz AIZE jiv'a Lje filau; oleaR, cAN BLin j;bi amu; cim'aRz

IOfia AIZE qCa hijqi qChj;æ cANfiLi I Efqi pefli; pQila qCu; EIWmz nA hijSu; EIWmz cAN ke pqp; ipwq;e Liliu; cya eM jimu; iLIV Liliu; cys;Cmz IOfia fCa; cm;Cu; qia amu; CIAa Lila miNmez pefli; paLN qCu; cys;Cu; Iiqmz IOfia kMe cANfiQ I LjRiLjIR Nme aMe pefli; IS' ip; Liliu; EIWm, "a?j L?"

IOfia himme, "Bij hipZ, Alaibz"

cANidfia ihæjipwq filj djNeuz cha; hipZ J Alaib-phju lekS? fCa; bilLm cANfihnl SeE BI L;ei filQul BhnEL IRm eiz ILz° BS kUI icE Lf Lij EIQA pefli; i jihu; fiCairm eiz

IOfia Liqme, "aj l; Bnu e; icm jpmj;ecl qia Bjil jila qCnz"

ihæjipwqi Lje kMe H Lbi Nm aMe lale hipZL cAN j de Bnu icE Aejla Lila mez filQ I Efli qCa Hlv; jC e; j;ei qCm, IOfia cAN j de fEhn Lila mez

cAN j de kUI fafr;ju pLmC hEuz hu Ms;pi;qh hipZ-Ai EbE; l i j; uuw mCmez ayqil fLa e; j MsNipwq, ILz° ayqiL Lq hM Ms;pi;qh, Lq hM ph;c;l-p;qh -- Le k hM aqil L;ei LjZ fj;ju; kju eiz fibhLa ayqil i;jaofæ e;C, i;C e;C, ayqil Ms; qCh;l L;ei AidL;l hi pEj pñ;he; e;C Hhw ayqil i;jaofæ ka-lm ayqil ph; aqil Afr; AidL eQ, ILz° BS fkl; Lq ayqil Ef;id pEa L;ei fil;l Bfif Abh; pE; q E;jifa L e;Cz kqil; l;he; i;Cf;ju Ms; l;he; ph;ju ph;c;l, pwp; I Aleafa; J mrEl Qfma; l;ehæ aq;cl fcQial L;ei Bn^; e;Cz

Ms;pi;qh Bilpu; Liqme, "h;qh; HC a; hipZ hVz" himu; iIszi q fZj Lila mez IOfial HLfil;l aSfue cfInM;l j'ai BLia IRm, k;q; cimui pqp; faAl; j qCu; k;Caz

Ms;pi;qh SNal hanje h;Qefu AhØb;ju ihozA qCu; Liqme, "w;L, a;je hipZ BSLim L'V; j mz"

IOfia Liqme, "Ala Aofz"

Msjpi^qh Liq^{me}, "B^on hⁱp^oZI j^oM AIN^oIRm, HMe pj U^oAIN^oSW^o Bn^u mCuⁱRz"
Iofia Liq^{me}, "ajJ IL B^oNLi j^oaj B^oR?"

Msjpi^qh jⁱbi ejⁱsuⁱ Liq^{me}, "IWL Lbⁱz ANU^oE j^ote k-B^okⁱS fⁱe LILuⁱR^ome p-
B^okⁱS kⁱc Bqⁱl LIL^oae aⁱqi qC^om HLhⁱl h^oTuⁱ c^omez"

Iofia Liq^{me}, "BIJ cbⁱz¹ B^oRz"

Msjpi^qh^z q^y B^oR hⁱLz Sq^oz j^oel Ifⁱfⁱppⁱl Lbⁱ o^ei kⁱu, ayqⁱl r^odⁱl Lbⁱ L^oibⁱJ B^om^om
ejⁱc, IL^o HLvⁱ Aejⁱe LI jⁱ kⁱc^oa fⁱqⁱz qa^oLL Mⁱc^omC^o p^o Lj MⁱJuⁱ qu aⁱqi e^oq,
কটা করিয়া হতল ayqⁱlⁱ qⁱS Mⁱc^oae aⁱqiⁱ HLvⁱ Iqⁱph bⁱlL^om ah^oh^oT^oa fⁱll aⁱjz

Iofia hⁱp^oZI jⁱqⁱae Oj IZ LILuⁱ N^ofl iⁱq^h Liq^{me}, "ejⁱ pⁱq^h, BqⁱlI fia
ayqⁱcⁱl k^ob^o j^oeⁱkⁱN IRm eⁱz"

Msjpi^qh ISi Lⁱvⁱuⁱ Liq^{me}, "Ij Ij, h^ome Lf WⁱLd? ayqⁱcⁱl SWⁱjem k^o Aaeⁱz¹
fⁱhm IRm aⁱqiⁱ Ihⁱno fⁱjⁱz B^oRz c^ome-eⁱ q^oLe, Lⁱme^oj BI-pLm AIN^oC Ieⁱhuⁱ q^oNm,
qⁱj I AIN^o BI Sⁱm eⁱ, IL^oz^o--"

Iofia ILI^ov r^ozA qCuⁱ Liq^{me}, "qⁱj I AIN^o BI Sⁱm Lf LILuⁱ? c^oh IO Iiqm
LC? fⁱo^omⁱ jⁱ pj U^oN^olⁱ fⁱl LILuⁱ ic^oa^oR, HMe q^oh^o fⁱJuⁱ kⁱu L^oibⁱu? qⁱj jⁱNAeⁱ Sⁱm^om
hⁱp^oaS BI Laice q^oL?"

himuⁱ Iofia Ie^oSI fⁱRae cⁱlqLⁱnⁱš² Aaeⁱz¹ Aejⁱ h LIL^oa mⁱn^omez

Msjpi^qh Liq^{me}, "IWL himuⁱRe WⁱLd, N^olⁱo^omⁱ jⁱll uⁱ BSLⁱm je^oo^omⁱL S^oj NqZ
LIL^oa BI n^o LILuⁱR, IL^oz^o aⁱqi^ci LⁱR qC^oa IO fⁱChⁱl flaeⁱnⁱ LI jⁱ kⁱu eⁱz jⁱN^oSI pC^of^oz^o
Ai jⁱhz WⁱL^ol L^oibⁱ qC^oa Bpⁱ qC^oa^oR?"

Iofia Liq^{me}, "Iae^of^o jⁱl IⁱShⁱVf^o qC^oaz"

IhSuN^oSI hⁱqxiO^oba iⁱlah^om iⁱq^oNⁱm Abhⁱ Ciaqⁱp p^od^oa Msjpi^qhⁱl kvⁱpⁱje^of^o Sⁱeⁱ
IRmz IhSuNs Rⁱsⁱ iⁱlah^om Sⁱlehⁱl qⁱn^o k^o BI-ILR^o B^oR aⁱqi^J ayqⁱlⁱ Ihn^op e^oqz
pC^of^oz^oAejⁱeⁱl Efl Iei N^o LILuⁱ him^ome, "Bqⁱ, Iae^of^o jⁱl IⁱSⁱ jⁱU^oIⁱSⁱz"

Iofia aⁱqi pC^of^oz^oAe^ojⁱce LIL^omez

Msjpi^qহবা ঠাক^o I Lf LI jⁱ qu?

Iওপতি আমি Iae^of^o jⁱl IⁱSf^o jⁱlqaz

Msjpi^qh QⁱM h^oSuⁱ jⁱbi ejⁱsuⁱ Liq^{me}, "Bqⁱl Iofial Ef^o ayqⁱl iⁱš² Aaeⁱz¹
hⁱjsuⁱ EⁱWmz

"Lf LIL^oa Bpⁱ qCuⁱR?"

Iofia Liq^{me}, "af^ol^ocn^ole LIL^oaz"

dⁱj LILuⁱ BJuⁱS qCmz naef^or c^oN^o Bae^ojZ LILuⁱRz Msjpi^qh qⁱlpuⁱ QⁱM IⁱVⁱfuⁱ
Liq^{me}, "J ILR^o eu, q^oYmⁱ R^ojs^oa^oRz" IhSuN^oSI Ef^o Msjpi^qhⁱl Ihn^op ka c^ot,
IhSuN^oSI fⁱo^oZ aa c^ot e^oqz Ih^ocn^of^o fibL c^oN^o j^od^of^o f^ohn LIL^omC Msjpi^qh aⁱqi^oL
pC^of^oz^o AidLⁱl LILuⁱ h^ope Hhw IhSuN^oSI jⁱqⁱae aⁱqi^l j^oe h^oU^oj^om LILuⁱ cez Iae^of^o jⁱl

I;Sh;Vf qC@a 10fīa Bīpu;Re, Hje Aīaīb pQl;Ql j m ej, Ms;pi;qh AaĒ;1 Eō;P
BRe Aīaībl pĀ ihSuNডর পদ;āšĀ pōā Bm;Qe; Lī@a m;īNmez īaīe hīmme,
hī;I A™ Hhw ihSuNসি cAN k fīu HLC pj u Evfæ qCu;R Hhw īWL j eđ fl qC@aC
j qī;S ihæ;īpwqī fhīf;ī;ol; k HC cAN i;īNcMm Līlu; Bīp@aRe p īho u R;ī;e;
pwnu bīL@a fī e; HC cAN fīa īnīl Lē hl B R Hhw HC cAN L;āīhīSē k
īLī f h;ē qCu;īRme a;q;J 10fīal A;N;Ql īīqm e;z

pā;īl p;u pwh;c fī;Ju; Nm nœfr cAN R;ī;e; rīa Lī@a fī e;Cz a;q;ī; L;ī;e
fī;āu;īRm, īL;° L;ī;eī N;ī; cAN Bīpu; f;īR@a fī e;Cz Ms;pi;qh qī;pu; 10fīal
īcL Q;īqmez j;īHC k, cAN fīa īnīl k A;ī;0 hl B R a;q;īl Hje fā;īr fī;ī;Z Bī
Lē qC@a fī;ī;ī;īd Līl, e;ē ūuw Bīpu; L;ī;eī N;ī;īm m;īgu; mCu; īNu;R, Lm;P
NZfīa J L;ī;ā;īLu i;īV; Mīmmez

àjhwñ fíi Rç

nipSijL @Lijeja qUNa LIjC IOfiaI EYne IRm z lale kMe oleme, pSij cAN BæjZ Lila fhs qCujRe aMe j@e Lila me ljaei jh cAN j@de fhn Lila; lale @Lijeja of pSij cAN BæjZ pjqike Lila nez ILz° hlpZ kUhnEqI @Lijeja dij dje ej, Lf Lila m@k pSij pjqike qC@a fja ILRই ভাবিয়া পাইme ej

flice BhiI kU BIñ qCmz lhfrr fr hijc lcu; cANfIQI ILucwn EsjCu; lcm ILz° Oe Oe -lmhoZI fja jh cAN fhn Lila fijlm ej i Na Awn cim@a cim@a Nyibu; তাল হইল। আজ মাট জিট cAN j@de Nijm;-lm Bipu; fis@a mijNm, cC-QilSe Lila; cAN-pef qa J Bqa qC@a mijNmz

"WjLd, ILRai u e;C, H @Lhm @Mm; qC@aR" himuj Mspj@qh IOfiaL mCu; cAN Qil icL @MjCu; @hsj@a mijNmez @Liju A@ejN;l, @Liju ijTM;l @Liju Bqa@l iQilvpjNq, @Liju h@hjm; @Liju clhij, HC- pjU' aæ aæ Lila; @Mj@a mijNme J hij hij IOfiaI j@MI icL Qij@a mijNmez IOfia Liqme, "QjvLi LijMjez laefjil Ns Cqil LijR mijN@a fja ej ILz° pjeব, Nijfe fmju@el Se laefjil Ns HLIV B@Qkñ p@A-fb B@R, HMje @pl@ ILR@ cim@aIR ej"

Mspj@qh Lf HLV; him@a k;C@aIRme, pqp; Ba@p@IZ Lila; Liqme, "ej, H cAN @pl@ ILR@ e;Cz"

IOfia laejz¹ B@Qkñ fLjn Lila; Liqme, "Hah@s; cAN HLV; p@A-fb e;C, H @Lje Lbj qCm!"

Mspj@qh ILR@Ljal qCu; Liqme, "e;C, H IL q@a fja? Ahn@c B@R, a@h Bji; qu@a; @Lq Sije ej"

IOfia qijpu; Liqme, "a@h @aj ej b;LijC j@dz kMe BfieC Sje@e ej aMe BI @LC hij Sjez"

Mspj@qh Aaéz¹ Nñfl qCu; ILR@Z Qf Lila; Liqme, a;I f@l pqp; "qil @q Ij Ij" himuj a@s lcu; qic a@mme, a;I f@l j@M @Ny@g cjs@a cC-HL-hij qia hm;Cu; qWjv himme, "WjLd, fSj-AQñej mCu; bjeLe, BfejL him@a @Lije; @jo e;C-- cAN-fhnI Hhw cAN qC@a hijl qChij c@V; Nijfe fb B@R ILz° hijq@I @Lije; @m;L@a; @Mje; je@dz"

IOfia ilil' v p@C@qI ü@l Liqme, "h@V! aj q@hz"

Mspj@qh @cimme ayqilC @jo, HLhij "e;C" HLhij "B@R" him@m @m;Lil üi jhaC p@C@q qC@a fja iz ih@cnfl @qim laefjil NsI LijR ihSuNs @Lije; Aw@h Mj@V; qCu; k;C@h

Cq; Ms;pi;gñi f®r Apqéz

İale Liq®me ""W;Lđ , ®hid Lİİ , Bfe;il İæfđ; A®eL c®İ Hhw Bfle hİpZ, ®ch®ph;C Bfe;il HLj;æ L;S, Bfe;il à;I; İLR® fL;in qCh;il pñ;he; e;CZ"

IOfİa Liq®me, ""L;S Lf p;®qh, p®çq qu ®a; J-ph Lb; b;LÜe;Z Bİj hİp®ZI ®R®m B;I;I c®Nİ Mh®I L;S Lf"

Ms;pi;gñi İSi L;İVu; Liq®me, ""B®I İj İj , Bfe;il®L Bh;il p®çq İL®plz Ome, HLh;il ®M;Cu; mCu; Bİpz"

H İc®L pqp; c®Nİ hİlq®I pS;il ®pe;®cl j®đ İhn®Mm; EfİØba qCu;®Rz Al®Zİİ j®đ pS;il İnİhl İRm, p®mj;e Hhw Sulpw®qI ®peđ Bİpu; pqp; ayq;®L h®çf Lİİu;®R Hhw Am®rÉ c®Nİ Bæ²j ZL;İf®cl Ef®I Bİpu; fİsu;®Rz pS;il ®peđ; ms;C e; Lİİu; L;SV; L;I;je fØQ;®a ®gİmu; i Â İcmz

c®Nİ j®đ d;I fİsu; ®Nmz İhæ²j İpw®qI İeLV p®mj;®el c®İa ®f;İR®aC İale c®İr đar Mİmu; İc®me, üuw AN®I qCu; p®mj;e J İ;S; Sulpw®L Ai İbİe; Lİİu; mC®mez İc®İnİİ İ ®peđ J An®N®S c®Nİ fİİ f;Zİ qCu; ®Nmz İen;je Eİs®a m;İNm, n®M J İZh;çÉ h;İS®a m;İNm Hhw Ms;pi;gñi ®nİa -®çgl e®Q ®nİa qİpÉ fİİ f;Zİ ®f fØg®Va qCu; EİWmz

œu;hwn fîl Rç

Msjp;@h Lf Be@l Ice! BS İcõn@l İ;Sfæ p@el; İhsun@sl Alalb qCu;Rz fhmfa;f;leâ n;ps; BS İhsun@sl h@z L;alh@k;S@el fl qC@a İhsun@s Hje h@z BI @m ejçz L;alh@k;S@el hæ-cnj ØjIZ Lİlu; İenİp @gİmu; Msjp;@h İ;Sfæ p@alpw@L İhm@me, "j@e Lİlu; @M; q;S;İV; q;@a İnlİm fl;C@a Lf B@;SeV;C Lİ@a qCu;İRmz Lİmk@ fİsu; Ahİd d;dj İhmL@m Lİju; İNu;Rz HMe İ;S;İ R@mC qEL BI h;cn;@l R@mC qEL h;S;İ@ c@;e;İ @hİn q;@a M;Su; f;Ju; k;u e;ç h;İdu; p@ e;çz"

p@alpw@ qİpu; İe@SI q;@al İc@L Qİqu; Lİq@me "HC c@M;e; q;@C k@b@z"

Msjp;@h İLİ' v i İhu; İhm@me, "a; h@V, @pL;@m L;S İRm @YI @hİnz BSL;@m L;S Ha Lj fİsu;R @k, HC c@M;e; q;@aİC @L;@e; Lİgua @Ju; k;u e;ç B@; q;@a b;İL@m B@; @y@g a; İc@a qCaZ"

BS Msjp;@h @hni @;İl @@V İRm e;ç İQh@LI e@Q qC@a f;L; çİs c@ İ;@ İhi Š? Lİlu; ayqİl c@ L;@e mVL;Cu; İcu;Rez @y@S;S; f;L;Cu; LZN@aİ L;R;L;İR mCu; İNu;Rez j;bu; h;L; f;Nİs, LİV@h h;L; a@m;u;İz Sİİ S@;İl p@ç;@İ İN İN@PI j@a; h;İLu; f;L;Cu; EİWu;Rz BS Msjp;@h Qİmh;İl H;İe İİÂ, @ke İhsun@sl jİq;İ ayqİC phİ@A alİÂa qC@aRz BS HC-pj;@ p;ç;S;çİl @m@LI İeL@V İhsun@sl j;q;@aİ f;İjz qCu; k;C@h HC Be@z ayqİl Bq;İleâ; e;çz

p@alpw@L mCu; f;İu p;@İ İce c@Nİ fklİhrz Lİ@mez p@alpw@ @M;@e @L;@e;f;L;İ B@Qk@ f;L;İn e; L@e @pM;@e Msjp;@h üuw "h;ç; h;ç;İ" Lİlu; İe@SI Evp;İq İ;Sfæ h@lİ q@e;u p' İİa Lİ@a Q@; L@ez İh@noa c@Nİf;L;İİ Nyb@e p@â ayqİL pİh@no fİlnİj Lİ@a qCmz c@Nİf;L;İ @kl@f AİhQİma, p@alpw@J a@a;İdL-- ayqİl j@M @L;@e;f;L;İC İ;h f;L;İn f;Cm e;ç Msjp;@h O@İlu; İgİlu; ayqİL HLh;İl c@Nİf;L;İİ h;ç HLh;İl çİr@Z, HLh;İl Ef@ HLh;İl e@Q Bİeu; Efİ@ba Lİ@a m;İN@me-- h;İ h;İ İhm@a m;İN@me, "Lf a;İlg!" İL;@ İLR@aC p@alpw@ q@euc@Nİ AİdL;İ Lİ@a f;İl@me e;ç A@h@o p@f;@hm;u n;ç; qCu; p@alpw@ İmu; EİW@me "Bİj İlaf@İ Ns @çİMu;İR, BI-@L;@e; Ns B;ç;İl @Q;@m m;@NC e;ç"

Msjp;@h L;ç;İl J p@A LMeJ İhh;ç L@e e;ç; İe;ç;ç;ç;ç; qCu; İhm@me, "AhnÉ, AhnÉz H Lb; İhm@a f;ç;İ; h@V"

İenİp @gİmu; c@Nİ p@â B@m;@e; fİlaÉ;N Lİ@mez İh@z;İpw@ qİ f;hİf;ç;@ c@Nİİpw@ qİ Lb; Ew;C@mez İale İhm@me, "c@Nİİpw@ qİ İae f@e İRmz Lİeù f@e İQ@İpw@ qİ HL B@Qk@ Ai É;ç İRmz İale fİlaİce fİ@a Bd @pl B@;S @R;İm; c@d İp@ Lİlu; M;C@a;ç ayqİl nİfl J

ajle IRmz BpR; IS, aij k i laf I NsI Lb; himaR, p Ahne Mh j U' NsC
qCn-- ILz LC hlp hhaif Z ai aqil Li; EOM eiz'

পশ্চতসিংহ হাসিয়া কহিমে, "aiqil SeI Li;SI Li; hE;0ja qC'aR eiz'

Msip;qh Lj;uqip qilpu; Liqme, "qi qi qi! ai IWL, ai IWL, ai IWL! a h IL
Sna, fef;il NsJ hS; Lj e;q, ILz ihSuNsi--"

পশ্চতসিংহ ফেফ;il Bhi; Liellj oL?

Msip;hba p i il j oL Aa Lbiu Lis Lf, pM;eLi I;Sf;ilqa-W;Ld Bji;ci Ns
Alalb BRe, aij ayqil j M pj U' olehz

ILz hlpZL BS Li;bj M;Su; fi;Ju; Nm eiz Msip;qh fi;Z pC hlpZI SeI Lyic'a
m;INmz lale j e j e Liq'a m;INme, "HC I;Sf;a Nj;E-m;il Qu p hlpZ A'eL i ;m;iz"
p;Qalpw;ql leL V naj M IOfial fhwp; LiI'a m;INme Hhw ihSuNs pda IOfial
Lf ja aq;J hfs² LiI mez

Qa#hNn fil R

Msjpjqh qja Hsjca pQalpwqL BI AidL flup fjca qcm eiz Ljm fja h3f-
pja pjv- pefl kae;l ice l0bl qCujR, kae;l BujSe pefl; lekš2 qCmz

h3fnmju njpSj Aafz' Apz0 qCuj j e j e LiqaRe, "'Cqil; Lf hBch! inihl qca
Bjil BmhmjVj Bleu; lc'h, aqij Cqicl j e Ecu qcm eiz"

ihSunSl fjq;Sl icei jN HL Ni fl Mjm BRz pc Mjml djel HL 0bje HLIV
hSct Anbl -jS BRz pc -jSl LjR-hl;hl Iofia Ni fl Ije Xh icme J AchE qCuj
Nmez

Njfe cNl-fhn Sl SeE k pA-fb BR HC Mjml Ni fl amC aqil fhn jMz HC
fb hijluj pA-fj' f;Ru; eLQ qca phm WlmC HLIV fjbl EIWu; fS, Efl qca
aqil ILRca EWje; kju eiz paljw kqil; cNl li ael BR aqil; H fb lcu; hijl
qca fjel eiz

h3fnmjl fimel Efel pSj lelaaz fim^ Rjsj Nq BI Lje; p< j e;Cz HLIV flcf
SimaRz pqp; Nq IRa fl;n fjcmz Aof Aof j;bj amuj fajm qca Iofia EIWu;
fismez aqil phA li Sjz Ipš2 h0e qca Smdil; Tiluj fisaRz Iofia dEl dEl
pSjL ofnLilmez

pSj QjLU; EIWu; Or= INs;Cu; ILRrZ hipuj liqme, a; f BmpEsisu uel
liqme, "'Lf qAj! Cqil; il Bjil IjeJ Oj;ca lch ej! 'aj;cl hEhqel Bij B0Qkl
qCujRz"

Iofia jcuel liqme, "'nqis;ci, EIWa B' j qELz Bij pc hijpZ Bjil 0jIZ
Liluj cmez i hofaJ Bjil 0jI'Z IjImez"

flice fja pjv-peE kae;l SeE fUa qcmz pSjL lea; qca SniChil SeE I;Sj
Sulpwq uuw h3fnmju fhN Lilmez cimme, pSj amje; nkE; qca Ewe e;Cz LjR inu;
ofnLilmez cimme, pSj eq, aqil h0e fisu; BRz pSj e;Cz 0el j TI j dE
pA-Nqil, aqil fU'-BhlZ Ejs2 fisu; BRz

h3el fmjueh;ajncNl;jeqcmz pajel SeE Qjil icel mjL R#vmz I;Sj ihce;jlpwql inl
ea qcm z h3el il f fmjcm aqil ihQel SeE pi j hipmz

Msjpjqh pc Nihla pqonl jh Ljbu Nm! lale fjNm j'ai "hjpZ Ljbu" "hjpZ
Ljbu" Liluj IofiaL MjSu; hsjcaRez hijpZ Ljbu; e;Cz fjNis Mmu; Msjpjqh
ILRLjm j;bj; qja lcu; hipuj liqmez pQalpwq fjn Bipuj hipme; liqme,
"'Msjpjqh, Lf B0Qkl LjImje; ! H il pjU'i jal Lj!"

M:spiqh lhoZÀ i jh Ois ejsuj Liqme, "ei, H i ŷal Lj™ eu pQaipwq, H HLSe
leaiz¹ leñhd hñUI Lj™ J BI-HLSe İhnËp0jaL fjo™MI LjSz"

pQaipwq B0Qkñ qCu; Liqme, "aŷj klc a;qiçl Sjeç añ a;qiçl Ñgajl Lİu;
cjJ-ej Le?"

M:spiqh Liqme, "a;qiçl jđe HLSe fim;Cu;Rz BI-HLSeL Ñgla;ı Lİu;
I;Spi ju mCu; k;C@aİRz"

hımu; f;Nİs fıİ me J I;Spi jı Ğn d;ıZ Lİİ mez

pi ju aMe fıqıİçl pıre mJu; qC@aİRmz M:spiqh eainı pi ju fıñn Lİİ mez
İhæ²jİpwqı fca™ a™ıu;ı Mımu; I;ıMu; Liqme, "BjıL hçf Lİİ a Bçn Lİİe,
Bİj Afııdİz"

I;Si İhl0j a qCu; Liqme, "M:spiqh, hçfıı Lfı"

M:spiqh Liqme, "pç hİpZ! H pj Ü¹ pç hıP;ıM hİpZı LjSz"

I;Si Sulpwq İS' jı; Lİİ me, "aŷj Le?"

M:spiqh Liqme, "Bİj İhSuNçsı hÜ M:spiqhz"

Sulpwqz aŷj Lf Lİu;R?

M:spiqhz Bİj İhSuNçsı paje ç c Lİu; İhnËp0jaLı LjS Lİu;ıRz Bİj İeaiz¹
İeñııđı j@a; İhnËp Lİu; hıP;ıM hİpZçL pđÂ-fçbı Lbı hımu;ıRmıj --

İhæ²jİpwq pqpı Sımu; EıWu; hıM me, "MsNİpwı"

M:spiqh Qj İLu; EıW me-- İale fıı i Ğmu; İNu;ıR me çk ayqıı ej MsNİpwqz

İhæ²jİpwq Liqme, "MsNİpw, Haıce fç aŷj İL Bhıı İno qCu;Rı!"

M:spiqh eainı Qç Lİu; İıq mez

İhæ²মসিংহা ঋ:spiqh, aŷj HC LjS Lİİ m! a;ııı qı@a BS İhSuNçsı Afjıe qCmı!"

M:spiqh Qç Lİu; cys;Cu; İıq me, ayqıı qıa bı bı Lİu; Lyıf@a mııNmz Lİçfa
qÜ¹ Lfı;ı ðfnıLİu; jç jç Liqme, "Açbı!"

İhæ²মসিংহ কহı me, "Bjıı cANı qC@a İcöfnıı İ nœ fmıue Lİİ m! Sıçı aŷj BjıL
İcöfnıı İ İeLç Afııdİf Lİu;Rı!"

M:spiqh Liqme, "Bİjç HLı Afııdİz jıııS Afııdİf H Lbı İcöfnı İhnËp Lİİ me
ejı"

İhæ²jİpwq İhlŞ² qCu; Liqme, "aŷj Le? a;ııı Mhl İcöfnı Lf İı me? aŷj@a;
BjııC çm;Lz H çke Bİj İeçsı qı@a hçfı hãe ç jıQe Lİu; İcu;ıRz"

M:spiqh İelıŞı qCu; İıq mez İale QıMı Sm Bı pjııç@a fııı me ejı

İhæ²jİpwq Liqme, "a;ıııL Lf c™ İçh?"

M:spiqহবা মহারãsı çje CıRız

İhæ²মসিংহা তŷj hçsjıeç, a;ıııL AıdL Bı Lf c™ İçz İehııpe c™C a;ııı fıç
kçbçz

Msiꝑiꝑh İhæ'j İpwꝑl fi Ssiꝑi dİl me; Liqme, "İhSuNs qC'a İehlİpe! e; j qil iS, Bİj hÜ, Bji l j İai j qCu;İRmz Bji'L İhSuN'SC j İl'a İcez j aİc™ İ B'cn Lİl u; İcez HC hsi huꝑ nu;im-LİL İ j'ai Bji'L İhSuNs qC'a Mc;Cu; İc'ne e; z"

İsi Suİpwq Liqme, "j qil iS, Bji l Ae'İ; d Cqil Afl id j iSİe; Li'ez Bİj pjiV'L pji' AhØb; AhNa Lİl hz"

Msiꝑiꝑh İ j iSİe; qCmz pi i qC'a hijql qChil pju Msiꝑiꝑh Lyİfu; fİsu; N'nez pİce qC'a Msiꝑiꝑh'L Bİ hsi HLV; cMi k;Ca e; z İale Oİ qC'a hijql qC'ae e; z ayqil İ İc™ ke i jİPu; Nmz

f' ihwn fil R

-Sd fjs; hlpfel af rā Nij HLSe rā Sijc; BRe, ej ffa;ðl Iju; hlp; AïdL e;Cz ffa;ðl Bfe; f;ae QTMfj TMf hïpu; Bfe;L I;S; hïmu; b;Lez ayqil f;S;ij; ayq;L I;S; hïmu; b;Lz ayqil I;S;ij; HC Bjlfu;mhēhōa rā Nij VLd j'ēyē birāzmana tāhār ysh ēhē grā I lēL' -īml j'ēdē dīea qCu; HC Nij I p;je; j'ēdēC İhmfe qCu; k;uz SNal h;S; h;S; I;S;id;SI fMI f;af HC R;uju e;S;I j'ēdē fēhn Lİa f;ju e; Lhm ab;De;el EYn ecfaf İæf;il I;S;cl HL hqv f;ip;c B, İLz°AeL Ljm qCā I;S;ij Lq ðe;e Bpe e;C, p;al;w İæf;il I;S; pðā Nij h;ip;cl j'ēdē HLv; Aðfð Senā fāma B j;æz

HLice i j;aj;pl İcē Nij pwh;c Bïpm, İæf;il HL I;SLj;il ecfaf I f;ae f;ip;c h;ip Lİa Bïpae Rez İLRice f; ihU! f;Nis-hyd; m;L Bïpu; f;ip;c i j;f;dj m;N;Cu; İcmz a;qil f;ju HL p;ç;q f; q;la;S; m;Lmūl mCu; üuw eræ;S -Sd fjs; Nij Bïpu; Efīðba qCmez p;je; q;CİMu; Nij h;ip;cl j'ēdē ke I; p;ll m e; ffa;ðl L Halce i j;f; I;S; hïmu; j'ē qCa, İLz° BS BI a;q; L;qi;J j'ē qCm e; eræ;juL CİMu; pLmC HLh;LÉ hïmm, "qy, I;Sfæ HCl LjC qu h'vz'

HClf ffa;ðl ayqil f;L; ç;m;e J QTMfj TMfp; Hh;Lh; m; qCu; Nme h, İLz° ayqil Be;cl BI p;je; İlqm e; eræ;juL İale Hjle I;S; hïmu; Aes; h Lİme k le;SI rā I;S;ij; eræ;juL QI'Z p;çf;N İhpSle İcu; İale flj p;Mē qCmez eræ;ju L;ç;İqv q;la Qİsu; h;ilql qCm ffa;ðl Bfe; f;S;cl X;ilLu; hïm;ae, "I;S; C;MIRp? JC C;MUI;S; C;M" j;R-al L;il Bq;kñâhē Ef;il mCu; ffa;ðl f;İalce eræ;juL C;Mā Bïpae-- eræ;juL al;Z p;ç; j'ē CİMu; ffa;ðl I'ðeq E;Rāpa qCu; EİWaz eræ;juC Nij I;S; qCu; EİWmez ffa;ðl f;S;cl j'ē İNu; i İa;NqCmez

f;İalce İae m; eqha h;İSā m;İNm, Nij I f; b q;la-S; Qimā m;İNm, I;S;aj; j's² alh;il İhcēv Mīmā m;İNm, q;Vh;S;il h;ip; N;f; ffa;ðl Hhw ayqil f;S;ij; f;MİLa qCu; EİWmez eræ;ju HC İeh;lp;el I;S; qCu; EİWu; p;J' c;M i m;mez HM;e I;S;a; İ j; İLRj;æ e;C, AbQ I;S;a; p;M p;çf;N B;Rz HM;e İale p;çf;N ü;dfe, üc;n ayqil Ha f;hm f;af İRm e; a;q; R;S; HM;e İO;f;al R;ju; e;Cz j'el Eō;ip eræ;ju İhm;ip j;NāqCmez Y;L; e;Nİf qCā eVeVe Bïpm, e'af;Nfah;çē eræ;juL İamL Al;İQ e;Cz

eræ;ju İæf;il I;S-Ae;je p;J'c Ahmðe Lİmez i 'af;cl j'ēdē L;qi;J e; j; İj;Mme j;ç;L, L;qi;J e; j; İj;Mme p;e;f;İa, ffa;ðl C;Ju;e;S e; Nij Qİma qCmez İāaj; I;S-clh;il h;ipaz eræ;ju flj Bsð; İhQ;il Lİaez eLs Bïpu; e;İmn Lİm, "j;bd B;ju

"L[®]šj' L[®]u[®]Rz" a;qi l ihidja ihQ; l hipmz ihhd f; jz pwn[®]qi fl j b[®] c; of p; h[®]U[®] qC[®]m er[®]el; ju fl j Nñ[®]fl i; h ihQ; l; pe qC[®]a B[®]cn L[®]il[®]me-- eL[®]s j b[®] L[®] c[®] L; ej m; [®]cuz HCl[®] f p[®]m p; ju L; iV[®]a m; iNmz HL-HLice q; [®]a lea; z' L; S e; b; iL[®]m p; i[®]R; s; HLv; [®]L; [®]e; e[®]ae B[®]j; c Eá; h[®]el Se[®] j z' L[®] amh f; saz j z' l; Spi j p; c; l; cN[®] L p; [®]ha L[®]il; u; lea; z' Ecl[®]hN[®]h[®]; L[®]m; i; h e[®]ae [®]M; m; h; i; q; l L[®]il[®]a f[®]h[®]š qC[®]ae, Ni fl iQ; } Hhw fl j [®]h[®] Ahid b; iL[®]a e; z HLice p[®]e[®]f; j; z' mCu; f; fa; i[®]ð[®]l Q[™]fj[™]f B[®]e; z' J L; i; qCu; iRm, Hhw ayq; l f[®]l[®] qC[®]a j; R J ayq; l h; iN; e qC[®]a X; h J f; j; m; w; n; l m[®]Wl á[®]h[®]el ü[®]l[®] f Aa[®]f; z' d; j L[®]il; u; h; i[®]c[®] h; iS; iCu; f; i; p; i[®]c[®] B; e; i qCu; iRmz HCl[®] f [®]M; m; [®]a er[®]el; [®]ul f; l[®]a f; fa; i[®]ð[®]l [®]Deq B[®]; j N; t qCaz

BS f; i; p; i[®]c[®] ihs; i; m- n; i; h[®]LI ihs; i; qz er[®]el; [®]ul HLiv inö ihs; i; m[®] iRm, a; q; l p; l; qa j[™]m[®]cl ihs; i; m[®]l ihs; i; q qC[®]h; z Q[®]s; j; z' OVL OVL; i; m[®]l ü[®]l[®] f lae na V; l; L; J HLv; n; i; m f; iCu; iRz N; i[®]u- qm[®] f; i; l[®]a p; j; U[®] E[®]f[®]e; z; iZL; i qCu; iNu; iRz BS öi m[®]Wl p[®]á; t; l p; j[®]u ihs; i; q qC[®]h; z H Lu lce l; Sh; iV[®]a L; i; q; l J l[®]am; i; d[®]W Ahpl e; z

p[®]á; t; l p; j; u fb0; iV B[®]m; i; lLa qCm, eqha hipmz j[™]m[®]cl h; i; s qC[®]a Qa[®]c; i; m; i; u Q; i; su; iLwM; i; h[®]l [®]h[®]n f; i; l; u; i f; i[®]e Ala L; j; al ü[®]l[®] l; jE l; jE L[®]il[®]a L[®]il[®]a k; i; e; i L[®]il; u; iRz j[™]m[®]cl h; i; s; l [®]R; i; v; [®]R[®]m; iV l; j; a- h[®]l j[®]a; i; a; q; l Nm; i; l c; i; s; iV d; i; l; u; i a; q; l p[®]Á p[®]Á B; i; p[®]a[®]Rz Em[®]n [®]M; d; i; e; l j[®]d[®]e f; i; e; p; i; j; ðb qCmz

f[®]; i; l; q[®]al e; j [®]Le; i; j, iLz[°] er[®]el; ju a; q; l e; j l; i; m; u; iR[®]me l0[®]f; i; az er[®]el; ju Bpm l0[®]f; i; a[®] l i u L[®]il[®]ae, HCSe[®]f eLm l0[®]f; i; a[®] l mCu; i [®]M; m; L[®]il; u; i p[®]M[®]e qC[®]aez H; j; e- iL, Lb; ju Lb; ju a; q; i[®]l E[®]v[®]f; se L[®]il[®]ae; N; i; h [®]Le; i; j p; j; U[®] e[®]l[®] [®]h[®] p[®]q[®] L[®]il; az BS [®]ch[®]c; h[®]l; f; i[®]l[®] [®]Le; i; j p; i; ju A[®]e[®]f; i; ðba-- a; q; l [®]R[®]m; iV S[®]h[®]l; i[®] j; i; l[®]a[®]Rz

er[®]el; ju Ad[®]el ü[®]l[®] iS' i; p; i L[®]il[®]me, "l0[®]f; i; a[®] l; j; u?"

i á[®]e h; i; m; m, "ayq; l h; i; s[®]a h[®]; i; j; z"

er[®]el; ju l[®]a- z q; i; l; u; i h; i; m[®]me, "[®]h; i; m; j Ep[®]l; z"

[®]m; iL R[®]Wmz aarZ [®]i; l; i[®]c; j; e ihs; i; m[®]l p; j[®]r e; iQ; N; e Q; i; m[®]a m; i; Nmz

er[®]el; ju h; i; m[®]me, "p; i; q; e; i N; j; z" p; i; q; e; i N; e B; l[®]n qCmz

iLuvrZ f[®]l i á[®]e B; i; p; u; i le[®]nce L[®]il; m, "l0[®]f; i; a B; i; p; u; iRz"

er[®]el; ju p[®]l; i[®]o h; i; m[®]me, "[®]h; i; m; j; z"

avrZ; i; v f[®]; i; l; q; a N[®]q f; i; h[®]n L[®]il[®]me; z f[®]; i; l; q; a[®] l [®]c; i; m; u; iC er[®]el; [®]ul i[®]l[®]W [®]L; j; u; i l; j; m; iCu; i [®]Nm, ayq; l p[®]c; f; z[®] i; i; h; i; z' l E[®]f; i; ðba qCmz ayq; l j[®]W ihs; i; z[®] qCu; i [®]Nm, Lf; i[®]m O; j[®] [®]c; m; i; l[®]cmz p; i; q; e; i N; e, p; i; l[®]Á J j[®]t[®]Á p; q; p; i; h[®]a qCm; [®]Lhm ihs; i; m[®]l l; jE l; jE d; i; e; l[®]eU[®]l O[®]l[®] i[®]c- z S; i; l; Nu; i E; iWmz

H l0[®]f; i; a[®] l h[®]v; z a; q; l B; l p[®]q; e; i; z c[®]l[®] n[®]e; z[®] [®]aSü[®]f, h; y; i[®]c[®]el r; i; da L[®]l[®]l; i; j[®]a; Qr[®]c[®]v; i; S; i; m[®]a[®]Rz d; m; i; u; f; i; l; f; z[®] c[®] f; i; l[®]a; e; iLwM; i; h; j; Rm[®]cl E[®]f; l ðb; i; fe L[®]il; u; i j; j; b; i; a; m; u; i c; y; s; iC[®]me; z h; i; m[®]me, "er[®]el; ju!"

eræljū Qʰ Līlū; līqʰmez

lōʰlā hīmʰme, "aʰj lōʰlāʰL XjīLu;Rz Bīj Bīpu;īRz"

eræljū Aʰfəüʰ līqʰme, "W;Lʰ --W;Lʰ!"

lōʰlā līqʰme, "EīWu; Hpz"

eræljū dʰl dʰl pi; qCʰa EīWu; ʰNʰmez ĩhs;īml ĩhʰu, p;q;ej Hhw p;IÂ HʰLh;īl hā
qCmz

osühwn fil®pRc

10fīa İS' ipi Lİl®me, "H-ph Lf qC®aİRm?"
eræljũ j jbi QmLjCu; Lİq®me, "e;Q qC®aİRmz"

10fīa OZju L# a qCu; Lİq®me, "İR İR!"
eræ Afİjdfİ eİju cysjCu; İİq®mez

10fīa Lİq®me, "Ljm HMje qC®a k;æ; Lİl®a qC®hz a;qil EcÜk;N L®İz"
eræljũ Lİq®me, "Lj;bjũ k;C®a qC®h?"

10fīaz®p Lbj f® qC®hz Bfjaa Bjil p®A hİlql qCu; f®Siz
eræljũ Lİq®me, "Bİj HMje®hn BİRz"

10fīaz®hn BİR! a#j İ;Shw®n SİjũjR, ®ajjil f®hİf®İ®ol; pL®m İ;SaÄ Lİlũ;
Bİpuj®Rez a#j İLej BS HC heNy®u®nujm İ;Sj qCu; hİpujR BI hİm®aR "®hn BİR!"

10fīa a#h®h;L®L® J afrÁLVj®r fİjz Lİlũ; İc®me®k, eræljũ İj®m; e;Cz eræljũJ
10fīal j®MI®a®S LaLV;®pCljC hİT®mez İale hİm®me, "®hn BI Lf Hjİe BİR!
İLz®BI Lf Lİlh? Efju Lf B®R?"

10শতি উপায়®YI B®R-- Efj®ul Aİjh e;Cz Bİj®ajj;L Efju®cM;Cu; İch, a#j
Bjil p®A Q®m;z

eræraya একবার®cJujelS®L İS' ipi Lİlz

10শতি না।

eræraya আমার এই সব জিনিসপা®--

10শতি কিছু®Bhn®L e;Cz

eræraya®m;LSe--

10শতি দরকার নাই।

eræraya আমার হা®a HMe k®bø eNc VjL; e;Cz

10fīaz Bjil B®Rz BI AİdL JSI Bfİš Lİl®uj e;Cz BS nue Lİl®a k;J, Ljm
fİaxLj®mC k;æ; Lİl®a qC®hz

hİmu; 10fīa®Lj®e; EŠ®I A®Fr; e; Lİlũ; Qİmu;®N®mez

a;qil flİce®q;İ®l eræljũ EİWuj®Rez aMe h®cfl; mİma İ;İNZL®a jdf Nje Nİlq®a®Rz
eræljũ hİqi İh®e Bİpu; Sjem; qC®a hİlq®l Qİlqu;®cİM®mez f®hİa®l®l p®kİlcu qC®a®R,
AİZ®M;®cM; İcu;®Rz Eİ u a®l®l Oe aİ;®pİ®al jdf İcu;,®R;®V;®R;®V; İelāa Nİj -İml
à;®r®r কাছ দিয়া ব্রহ্মপা® a;qil İhf®m Sml;İn mCu; Ah;®d hİqu; k;C®a®Rz fİp;®Cl Sjem;
qC®a ecf®l®l HLIV®R;®V; L#VI®cM; k;C®a®Rz HLIV®g®u fİAZ TyV İc®a®R-- HLSe

fđo aqil p^Á cĕ-HLV; Lb; Lĭqu; j;ibu Q;cl hŷdu; HLV; h^si hⁿl mĭwĭ ANĭ jⁿ f^wm mCu; ĩeĭŌQz^j ĕ^lib;u hĭql qCm z nĕj; J ĕⁱum ĩnp ĩc^aR, ĕ^e-hE h^si LyWim Nĭ^RI Ōe f^ohĭ j^dĕ ĩpu; Nĭe Nĭlq^aRz hĭa;u^e cys;Cu; hĭlq^l ĩc^l Q;ilqu; eræj^ul q^ĕu qC^a HL Ni ĩl c^oĭnenĭp EĭWm, Hĭe pj^u f^oQ;v qC^a IŌfĭa Bĭpu; eræj^ul Ōfnĭ Lĭl^omez eræj^u QjĭLu; EĭW^omez IŌfĭa j^tANĭĭl ũ^l Lĭq^ome, "k;æ;ĭ pj^u f^uĕz"

eræj^u ^Sisqⁱa Aafz¹ Ljal ũ^l Lĭq^ome, "W;Lđ, Bĭj^l j;ĭf L^li; W;Lđ -- Bĭj^l ĕ;C^a Q;ilq e; Bĭj^l HMⁱe ĕⁿ BĭRz

IŌfĭa HLĭV Lb; e; ĩmu; eræj^ul j^oMĭ ĩc^l ayqil AĭNĭĭŌ ĭŌbl ĭjĭM^omez eræj^u Q;im e; j;Cu; Lĭq^ome, "ĕ^lib;u k;C^a qC^h?"

IŌfĭaz ^p Lb; HMe qC^a fⁱl e; j

eræz c;ĭl ĩhĭ^l Bĭj^l ĕ^li^e; Ōæz¹ Lĭl^oa fĭĭh e; j

IŌfĭa Sĭmu; EĭWu; Lĭq^ome, "c;ĭ; ^aaj;ĭ Lĕj qv EfLĭV; Lĭlu;^{Re} ölez"

eræ j^oM ĭgl;Cu; Sĭe;ĭl Efĭ B^os Lĭv;u; ĩm^ome, "Bĭj Sĭle, ĭæle Bĭj^l ĭj^omĭhĭ^{pe}z"

IŌfĭa aĕĕ^oL qĭ^pĕĭl pĭqa Lĭq^ome, "qĭl qĭl, Lĕ^fĭj! a;ĭ hĭT ĩeĭhĭŌA dĭh^l ĕ^hĭj^oSĕ Aĭ ĩŌš² Lĭhĭl Seĕ ĭj R; R^a; Lĭlu; c;ĭ; ^aaj;ĭ^l ĭj^oSĕ qC^a a;sj^ome-- fĭ^l ĭj^oSĕĭ ĩĭj^l eĭel f^aĭm Ōe^ql ĭj^oC LM^e; ĕĭĭba qCu; f^os^z ^p ĭj^oSĕ Bĭ ĭL LM^e; pq^s fĕĕn Lĭl^oa fĭĭĕ ĩe^hĭd?"

eræj^u a;sj^aĭs ĩm^ome, "Bĭj ĭL HC pj;ĭĕf Lb;v; Bĭ hĭT e; Bĭj pj^uC hĭT-- ĭLz^o Bĭj Lĕ Lĭh h^om; W;Lđ, Efĭu Lĕ?"

IŌfĭaz ^pC Efĭ^ul Lb;ĕ^a; qC^aRz ^pCSeĕĕ^a; Bĭpu;ĭRz ĕ^uR; qu^a; Bĭj^l p^Á Qĭmu; Bĕp, eu^a; HC hynh^el j^dĕ ĩpu; ĩpu; ^aaj;ĭ ĭq^aĭLĭ^rf c;ĭl dĕje L^li; Bĭj Qĭmm; j^z"

ĭmu; IŌfĭa f^ob;^el Ec^lk;N Lĭl^omez eræj^u a;sj^aĭs ayqil f^oQ;v f^oQ;v ĭNu; Lĭq^ome, "Bĭj J k;ĕh W;Lđ, ĭLz^o ĕ^uJu;ĕĭS kĭc k;C^a Q;e ayq^l Bĭj^l p^Á mCu; k;C^a ĭL Bĕĭš B^oR?"

IŌfĭa Lĭq^ome, "Bĭj R;sj Bĭ ĕ^lq p^Á k;C^h e; j"

ĭĭs Rĭsu; eræj^ul fĭ pĭ^oa Q;u e; j HC-pj^u p^oMĭ M^om; Rĭsu; ĕ^uJu;ĭS^l Rĭsu; IŌfĭal p^Á HLm; ĕ^lib;u k;C^a qC^h, ĭLz^o IŌfĭa ^on t^aĕĕ^o ĕ^ln dĭlu; Vĭleu; mCu; Qĭm^omez a;q; Rĭsj eræj^ul j^e HL-fĭLĭ ĭuĭĭnĕ ĕ^lag^om J Sĭj^oa mĭĭNmz a;q;ĭ J HLv; ĭ Ōz BLoĭ^z B^oRz

^eĕ^lĭ f^uĕa B^oRz ecĕaf^l EfĭŌba qCu; eræj^u ĕĭM^ome, Ly^d Nĭj R; ĕ^gĭmu; fĕa;ĭĭ Ōe;je Lĭl^oa Bĭpu;^{Re}z eræ^l ĕĭMu;ĕ fĕa;ĭĭ q;ĭĕĭhLĭna j^oM Lĭq^ome, "S^u;ĭ^h q;ĭ;Sĭ ölem; j e;ĭL Lĭm ĕ^lib; qC^a HL AmrZj¹ ĩhVm ĕĭpZ Bĭpu; ōi ĩhĭ^ql ĕĕ;Ōja

Liluj Rz'

erælj u Aİðbl qCu; fİsmez İOfla Nñfl ü@ Lİqme, "Bİj C pC İhVm hİpZİ"

fəajðl qİlpu; EİWme; Lİqme, "a@ @a; Bfeİl pİrİ@a Bfeİl hZİe; LİVİ i İmİ; qu eİz Sİeİm @Lİeİİfaİl fæ Hje LİS Lİla? İLRaj@e Lİİhe eİ WİLd , Apİrİ@a İmİ@L Lf eİ hİnz Bİj@L kİqİlİ pÇj İM hİm İSİ; aİqİlİ Bİjİm hİm İfaZ j İMİ pİj@e İLR@e; hİmİmC qCm, Bİj @a; HC hİTz Bpm Lbİ Lf Sİ@e, Bfeİl j İMİ @Lİe İİİf Afpæ @MİC@aR, Lİqİlİ Hje j İMİ İ İh @İMİm İmİ@L aİqİl eİj İeİ; İVİuz j qİlİS Ha fİ@a @k ecfat@?"

erælj u İLR@LİZİ ü@ Lİqme, "Bİj @k Qİmmİj @JuİeİSİ"

ফিতহরা চলিমে? @Lİbİu? e-fİSİu, j İMİm@Lİ hİİS?

eræİ nā @JuİeİS, j İMİm@Lİ hİİS euz A@eL cŞİz

ফিতহরা অ@eL cŞİ? a@ @kİ pāİkŞāİay Şİkā@ kİC@aRe?

erælj u HLhİl İOflāİ j İMİ İc@L Qİlqu; @Lhm İhōZİ İ@h OİS eİİSmez"

İOflā Lİqme, "İmİ; hİqu; kİu, @eLİu EWİ qELİ"

fəajðl Aafz' pİ@z İ @eİ İ İ@h hİpZİ j İMİ İc@L Qİlqme; Lİqme, "aİj @L @q WİLŞ? āmā@Lİ j qİlİS@L İLİj Lİİ@a BİpuİR!"

eræ hÉU' qCu; fəajðl @L HL fİ@h Vİleu; mCu; Lİqme, "Eİe Bİj@Lİ -İİWİLdİz"

fəajðl hİmu; EİWme, "qİL-eİ -İİWİLdİz Eİe Bİj@Lİ QİMİj İMİf bİL@, Qm-Lmİ hİİj Lİlİu İch, pİjİc@ bİLİhe-- j qİlİS@L EŞİİ İL@pİ BhnÉL?"

İOŞāİİ bİj pİu eø qC@aR-- Bİj a@h Qİmmİjİz

ফিতহরা @k B@ , İhm@ gm Lf, j nİu QVİFVİpİlİu; fŞez j qİlİS@L mCu; Bİj fİpİ@ kİC@aİRİz

erælj u HLhİl İOflāİ j İMİ İc@L Qİlqu; HLhİl fəajðl İ j İMİ İc@L Qİlqu; j @eİ Lİqme, "eİ @JuİeİS, Bİj kİCİ"

fəajðlİz a@h Bİjİ kİC, İmİLSe p@ā mEez İSİİ j@aİ Qmez İSİ kİCİhe, p@ā @JuİeİS kİCİh eİ?

erælj u @Lhm İOflāİ j İMİ İc@L Qİlqmez İOflā Lİqme, "Lq p@ā kİCİh eİz"

fəajðl ENÉqCu; EİWu; Lİqme, "C@Mİ WİLd , aİj --"

erælj u ayqİ@L aİSİaİS hİdİ İcu; hİmİme, "CJuİeİS, Bİj kİC, @İİ qC@aRİ"

fəajðl Çmİe qCu; er@el qİa dİlİu; Lİqme, "C@Mİ hİhİ; Bİj @aİjİ@L İSİ hİm, İLİ@ Bİj @aİjİ@L pZİ@el j@aİ İ İmİhİp-- Bİjİl pZİe @Lq eİz@aİjİl Efl Bİjİl @Sİl MİV eİz aİj Qİmu; kİC@aR, Bİj @Sİl Lİlİu dİlİu İİM@a fİİl eİz İLİ@ Bİjİl HLİV Ae@İd HC B@, @kMİ@eC kİj Bİj j İİhİl B@N İgİlİu; Bİp@a qCİhZ Bİj üq@İ Bİjİl İSāİpİj@İ@aİjİl qİ@a İcu; kİChZ Bİjİl HC HLİV pİd B@Rİ"

erælj u İ İOflā @eLİu EİWmez @eLİ cİrZİ İM Qİmu; @NmZ fəajðl @eİe İ İmu;

Nij Ri-Ly^d Aefje^u hjs İgllu; ^Nmez -S#fjs; ^k nşef qCu; ^{Nm}-- aqil B^jic-
Evph pj ^U Ahp;ez ^Lhm fl^aice fl^Lial İeaÉ Evph, fl^a fⁱMI N;e, f^ohl j j ^Ndİe J
ecfal ^{Al} Lⁱajİml İhl;j e;Cz

Qim^a Qim^a æ² ecfl h^ymÉ Lij u; Bĭp^a mijNmz æ² i ſj ct qCu; Bĭpm; j ſL;
mĭlqa hZĭ L[^]lj u, mⁱLⁱmu cſĭ cſĭ Øbĭfa, NiRfimi ĩhm; eĭl^lm-h^el^e cⁿ Rĭsu;
cĕ flbL aĭm-h^el^e cⁿ Bĭpu; fls^{me}z jⁱT jⁱT h^s; h^s; hyd, öxL ecfl fb, cſĭ
j^ol j^a fĭqis c^m kĭc^a R^z æ² nĭp^sl lⁱSdĭef lⁱSj qm ĩeLVhaĭĕ qC^a mijNmz

Aøjhwñ fīl R̄c

Ahññ I;Sdjet̄a Bīpu; Efīðba qC̄mez fl;Su J fm;ūel f̄l p̄S; ešae p̄ef
p̄wññq̄l Q̄ø;u fh̄S̄ qCu;R̄ez ÌL;̄° I;S̄L;̄ñ AīdL Abñ̄ej;Cz f̄S;ñZ Līi īl f̄f̄saz Cīaj̄ Q̄f̄
c;I;̄l fl;īSa J Ìeqa Līlu; Klw̄Sh Ìcīōl Īpwq;̄p̄e hīpu;R̄ez p̄S; HC p̄wh;̄c f;̄Cu;
Aaf;̄' ĪhQ̄īma qC̄mez ÌL;̄° p̄ef;̄j;̄' ÌLR̄€ f̄Ūa ĪRm ej, HCSēf ÌLR̄=̄p;̄j;̄u q;̄a f;̄Ch;̄l
Bñ;̄u Ìaīe Rm Līlu; Klw̄S̄h̄l ĪeLV HL c̄ša f;̄W;̄Cu; Īc̄mez hīmu; f;̄W;̄C̄me R̄k, eūel
S̄f;̄ja q̄ēul Bēš̄c fl;̄j̄ Q̄eq;̄ðfc Īf̄uaj i;̄ja; Klw̄Sh Īpwq;̄pe-m;̄l̄ L̄aL;̄kñ qCu;R̄e
Cq;̄a p̄S; j̄'āc̄q̄ f;̄j;̄ f;̄C̄me-- Hr̄Z p̄S;̄l h;̄w;̄m;̄-n;̄ipe-i;̄j;̄l ešae p;̄j;̄V j "đ Līl̄m̄C
Bēš̄c̄l Bī ÌLR̄=̄Ahññ b;̄l̄ ej Klw̄Sh Aaf;̄' p;̄j;̄c̄l̄l p;̄q̄a c̄š̄a L̄ Bq̄le Līl̄mez
p̄S;̄l n̄l̄f̄-j̄'el ü;̄ðb̄é Hhw p̄S;̄l f̄l̄h;̄l̄ j̄ Ām-p̄wh;̄c S;̄lēh;̄l Sēf p̄lh̄ño Kvp̄L̄é f̄l̄;̄n
Līl̄me Hhw hīm̄me, "kMe üuw p;̄j;̄V n;̄S;̄q;̄e p̄S;̄l̄ h;̄w;̄m;̄l n;̄ipeL;̄kñ Īēu;̄ñ Līlu;R̄e,
aMe Bī Ìaafu j "đf-f̄ēl̄ L;̄e;̄ Bhn̄f̄L ej;̄Cz" HC p;̄j;̄u Ī0f̄īa p̄S;̄l p;̄j;̄u ĪNu;
Efīðba qC̄mez

p̄S;̄ L̄a' a;̄ J p;̄j;̄c̄l̄l p;̄q̄a ayq;̄l EÜ;̄l Lañ̄L Bq̄le Līl̄mez hīm̄me, "Mh̄l L̄f?"
Ī0f̄īa hīm̄me, "h;̄c;̄n;̄q̄l L;̄R̄ ÌLR̄=̄lēñce B̄Rz"

p̄S;̄ j̄'ē j̄'ē i;̄j;̄h̄me, Īēñce Bñ;̄l̄ ÌL̄p̄l? ÌLR̄=̄Abñ̄Q;̄l̄qu; ej hīp̄m̄ h;̄j;̄Qz
Ī0f̄īa Līq̄me, "B;̄j;̄l̄ f̄īb̄l̄e;̄ HC R̄--"

p̄S;̄ Līq̄me, "h;̄p̄Z, a;̄j;̄l̄ f̄īb̄l̄e;̄ B;̄j;̄ Īē0Qu f;̄j;̄Z Līl̄hz ÌL;̄° ÌLR̄=̄l̄ce ph̄đ L̄;̄j;̄
HMe I;̄S̄L;̄ñ AīdL Abñ̄ej;̄Cz"

Ī0f̄īa Līq̄me, "n;̄q̄e n;̄, Īf;̄ī p;̄e;̄j;̄ h;̄ Bī L;̄e;̄j;̄ d;̄a=̄Q;̄l̄q ej, B;̄j;̄ HMe n;̄j;̄Za
C̄0f;̄ja Q;̄c;̄ B;̄j;̄l̄ e;̄j;̄m̄n̄ öēe, B;̄j;̄ ĪhQ;̄l̄ f̄īb̄l̄e;̄ Līl̄z"

p̄S;̄ Līq̄me, "i;̄j;̄l̄f̄j̄ñl̄m̄! HMe B;̄j;̄l̄ ĪhQ;̄l̄ Līl̄h;̄l̄ p;̄j;̄u ēq̄ h;̄p̄Z, a;̄j;̄ h̄S;̄ Ap;̄j;̄u
Bīpu;Rz"

Ī0f̄īa Līq̄me, "n;̄q̄l̄S;̄c;̄i, p;̄j;̄u Ap;̄j;̄u pL̄m̄l̄C B̄Rz Bf̄le h;̄c;̄n;̄q, Bf̄e;̄l̄J B̄R;
Hhw B;̄j;̄ cīl̄â h;̄p̄Z, B;̄j;̄l̄J B̄Rz Bf̄e;̄l̄ p;̄j;̄u a Bf̄le ĪhQ;̄l̄ Līl̄a hīp̄m̄ B;̄j;̄l̄ p;̄j;̄u
b;̄l̄ L;̄j;̄b;̄?"

p̄S;̄ q;̄m R;̄j;̄su; Īcu;̄ hīm̄me, "i;̄j;̄l̄f̄ q;̄Ā;̄j;̄z Ha Lb;̄ī ñ;̄e;̄l̄ Q̄ū a;̄j;̄l̄ e;̄j;̄m̄n̄ ñ;̄e;̄j;̄
i;̄j;̄ñ;̄z hīmu;̄ k;̄j;̄z"

Ī0f̄īa Līq̄me, "l̄ēf;̄j;̄l̄ I;̄S;̄ ñ;̄j;̄h̄j;̄j;̄zL̄é ayq;̄l̄ L̄l̄ēū i;̄ja; er̄æ;̄l;̄ūL Īhe;̄ Af̄l;̄đ
Īehñ̄j;̄pa Līlu;R̄e--"

p̄S;̄ Īhl̄ Š² qCu;̄ Līq̄me, "h;̄p̄Z, a;̄j;̄ f̄l̄l̄ e;̄j;̄m̄n̄ mCu;̄ L̄e B;̄j;̄l̄ p;̄j;̄u ē0 Līl̄aRz

HMe H pj Û'lhQ;I Lİh;I pj u euz"
I0fİa Lİqme, "gİl u;çf İ;Sd;eİa qİİSI BReI"
pŞ; Lİqme, "İale Bfle EfİØba b;İLu; Bfe;I j M kMe e;İmn E>İfe Lİhe
aMe İhhe; Lİ; k;çh"
I0fİa Lİqme, "ayq;L Lh HM;e qİİSI Lİh?"
pŞ; Lİqme, "hİpZ İLRaC Rİs e; BpR; HL pç;q f Bİe;u;I"
I0fİa Lİqme, "h;cn;q kİc ýL; L e a; Bİj a;q;L L;Im Bİeh"
pŞ; İhl Š² qCu; Lİqme, "BpR; L;ImC Bİe;u;I"
BİSL;I j a; İexLİa f;çme; I0fİa İhc;u qçme;

eræ;İu Lİqme, "eh;hI L;R k;çh, İL;°eS;I Seİ Lf mChz"
I0fİa Lİqme, "pSeİ a;İj;L İ jh;a qçh e;I"
eS;I Seİ İale çs mr j a; EfİØba Lİme;
fİİce fİ;İa I0fİa Lİçfaqeu eræ;İuL mCu; pŞ;I p;İu EfİØba qçme; kMe
çs mr V;L; eh;hI fca; Øb;İfa qCm aMe ayq;I j MnE a;e Afpæ h;İd qCm e;I
eræ;İuİ e;İmn Aİa pqSC ayq;I qeuAj qCmz İale Lİqme, "HrZ a;İj;çI Lf
Aİi fİu B;İj;L h;me;I"

I0fİa Lİqme, "N;İhç;İj;İZLÉL İehİİpa Lİİu; ayq;I Øb;em eræ;İuL İ;S; Lİİu;
İc;a B' İ qELI"

kİcJ pŞ; İeS İ;İajİ İpwq;İp;e qUrf Lİİa İLR;İe pWLİQa qe e;I, abİf H Øb;em
ayq;I j e L;İe Bfİš EfİØba qCmz İL;° I0fİaİ fİbİe; f;Z Lİ;ç ayq;I Bf;İaa
pL;ml Q;u pqS h;İd qCm-- eİq;em I0fİa İhU'İ hL;İİL Lİh HC ayq;I İ uz İh;noa
çs mr V;L; eS;I Ef;J AİdL Bfİš Lİ; İ;İm; çM;İu e; HCl f ayq;I j e qCmz İale
İİm;me, "BpR; N;İhç;İj;İZLÉİ İehİİpe Hhw eræ;İuİ İ;SfİİçI f;İu;İe;fæ a;İj;çI
pÅ İch, a;İj İ; mCu; k;çI"

I0fİa Lİqme, "h;cn;çI Lİafu pef;J pÅ İc;a qçh"
pŞ; çt;ü; Lİqme, "e;I, e;I, e;I-- a;İq; qçh e;I, k;UİhNq Lİİa f;İİİ e;I"

I0fİa Lİqme, "k;Uİ h;u;İl f BİJ Rİæn q;S;İ V;L; Bİj İ;İMu; k;ç;aİRz Hhw
İæf;İu eræ;İu İ;S; qç;İj;e HL hvp;I M;Se;İ pef;İaİ q;İa İcu; f;İW;Cu; İchz"

H fU;h pŞ;I Aİanu k;Š²pwNa h;İd qCm, Hhw Aj;İaİ;J ayq;I pİqa HL;İa qCmz
HLcm ç;İNm- pef; pÅ mCu; I0fİa J eræ;İu İæf;İİ j;L k;ç; Lİİme;

Felæwn fil®Rc

HC EfeÉi®pl BIñL;im qC®a HMe c€ hvpl qCu; İNu;®Rz dñ aMe c€ hvpl h;imL İRmz HMe a;qi; hup Q;il hvplz HMe ®p İhÜ' Lb; İniMu;®Rz HMe İale Bfe;®L i;İf j Ü' ®mjL ' je L®e; pLm Lb; kİcJ ØfØ hİm®a f;®e ej, İLz° Aafz' S;®İİ pİqa hİmu; b;®Lez İ;S;®L fİu İale "fæm®ch' hİmu; flj fİm;İ e J p;®İe; İcu; b;®Le, Hhw İ;S; kİc®L;®e;fİL;İl cøjİ mrZ fİL;in L®e a® dñ ay®L "O® h;® L'® İ;Mh" hİmu; Aafz' nİ^a Lİlu; a®mez HCI®f İ;S; HMe İh®no n;®e B®Re-- dñİ Aeli ja ®L;®e; L;S Lİ®a İale h®s; HLv; i İp; L®e ej

Claj®dÉ qW;iv dñİ HLİV pÂÉ S;®V; ®Nmz HLİV fİa®hñfl ®j®u, dñ A®Fr; Ru j;®pl ®R;®V; İj İev c®h®Lİ İi a® Ei®ul j®dÉ İQİØb;uÉ i; İh qCu; ®Nmz j;®T HLVM;İle je;®'İ qCh;İ J pñ;he; qCu;İRmz dñİ q;®a HLv; h®s; h;aj;İp; İRmz fİj -fZ®ul E;®R;®p dñ a;qi; ®R;®V; c®İV Bp®m İcu; Aİa p;®hd;®e r®a HLv®LZ; i; İİPu; H®Lh;®İ a;qi; pİÂefl j®M fİlu; İcm J flj AeN®qİ pİqa O;İs ejİsu; Lİqm, "a;®j L;Jz" pİÂef İj Ø f;®Cu; fİlaç qCu; Lİqm, "BIJ L;h;"

aMe dñ İLR®L;jal qCu; fİsmz hã®aİ Ef® Ha AİdL c;İh ef;İupwNa ®h;İd qCm ej; dñ a;qi; İi İhp®m; N;®ñkñJ N®h®İ pİqa O;İs ejİsu; Qr®İhØg;İİa Lİlu; Lİqm, "İR-- BI L®a®eC, ARM®L;®h, h;h; j;®h;" hİmu;C AİdL İhmð ej Lİlu; p;®'İ h;aj;İp;V; İe®Sİ j®Mİ j®dÉ H®Lh;®İ fİlu; İcu; İex®no Lİlu; ®gİmmz pqp; h;İmL;İ j®Mİ j;®p®fñfl j®dÉ fİİhalÉ OİV®a m;İNm-- Jü;İdİ g;İm®a m;İNm, İ®KAI Ef® EİW®a m;İNm-- Bpæ æz®el p;®'İ mrZ hÉš² qCmz

dñ L;qi; J æz®e pİq®a fİİa ej; a;İs;ajİs p®Nİ fl p;®İe;İ ü® Lİqm, "L;im®ch;"

İ;S; Bİph;jæ dñ Aafz' İh' qCu; ešæ pİÂefl fİa İe®cñ Lİlu; hİmu; EİWm, "H®L İLR®h;®m; ej, H L;yc®h; İR, j;®'a®eC, İR!"

İ;S;İ ®L;®e;fİL;İl c®İİ pİa İRm ej paf, ab;İf N;®u fİsu; İ;S;®L p;®hd;e Lİlu; c®Ju; dñ Aafz' BhnÉL İh®Oe; Lİlmz İ;S; ®j®uİV®L j;®İİme ej, dñ ØfØC c®İMm a;qi; Ef®cn İeØgm e®qz

a;İl f® dñ j;®İİ'İ İ İ;h d;İZ Lİlu; ®L;®e;fİL;İl İhf®cl Bn^; ejC S;e;Cu; ®j®uİV®L flj N;®ñkñ pİqa Bn;İp İch;İl Qø; Lİ®a m;İNmz

a;qi; J İLR;®jæ BhnÉL İRm ej L;İZ, ®j®uİV Bfe; qC®a İei İEL İ;® İ;S;İ L;®R İNu; Aafz'®L;asqm J ®m;®İ İ pİqa ayqi; q;®al L^Z O;®;Cu; O;®;Cu; İel İrZ Lİ®a m;İNmz

HCI®f dñ ®Lhm;jæ İe®Sİ k®aAJ fİİnÉj fİbhÉa n;®; J®f;® Øb;İfe Lİlu; f;®pælQ®S

I;S;I j M L;R Bfe;I m g m l j a; j;V; N;im L;j m f h e j M M;le h;s;Cu; l c m--
I;S;I p c h h q;I I f d u;I-- I;S;I Q e L;I l m e z

aMe d h a;q;I p i A e f l j M a m u; d l u; I;S;I L A e j l a J A e l i d l j;T;j;iT u l i q m, "H L Q e j L;J t"

I;S;I d h l B c n m o e L;I l a p;q;P L;I l m e e j j u i v aMe l e j z;Z I l L R j;e A e f r;
e; L;I l u; l e a j; A i E U' i j h A C m;e h c e I;S;I L e f Q i s u; h i p m z

HarZ S N a L;e;f L;I A n i;Z' h; E p R M m a;I m r Z i R m e; i L;Z' H C h;I d h l
I p w q;P e V;e f i s a C a;q;I p h i i j L e f j V m j m L;I l u; E i W m z I;S;I L e f a;q;I
l e S I H L j;e u a A p;h E U' L;I l h;I Q o; h m h a f q C u; E i W m z j M A a E; i j l q C m, j u i v L
c C-H L h;I V;I e m, H j e- i L, l e S I f e r A h O b;I h n o R;V; j u L j;I;J a a V; A e f;u
h;I d q C m e; j

I;S;I aMe i j V;I;V L;I l h;I E Y n d h L J a;q;I B d M;e; L;I m V;I e u; m C m e z i L;Z'
a;q;I a J d h l B f i s c l q C m e; A f l;I d n A i d L;I l L;I l h;I S e f e s a e B e z;Z I E c O k;N
L;I l a m;I n m z H j e p j u e s a e I;S-f;I j l q a I h O h e W;L d O e f h n L;I l m e z

I;S;I E i u L C L;I m q C a e j;C u; a;q;I f Z; j L;I l m e z d h L h i m m e, "W;L d L f Z; j
L e i z" d h a;q;I B h n e L h;I d L;I l m e; j M B P m f;I u; I h a;I q e i j h c y s;C u; I l q m z j u i v
B f e; q C a C I;S;I c M;C i M f;I j l q a L f Z; j L;I l m z

I h O h e W;L d d h L L;R V;I e u; m C u; I S' i p; I L;I l m e, "a; j;I H p A e S i V m L;I b;
q C a?"

d h M;I e L r Z i j h u; L i q m, "B i j V L V L U Q' h z" V L V L U A b n O;S;I z

f;I j l q a L i q m e, "h;I q h;I, f h A J E s O I j d e L e p; j " p e!"

p q; j u i v I l c L d h l Q r f i s m, a;q;I p O a A l a p w e f B f e;I j a J A l i f i u
h e s z L;I l u; L i q m, "J c o; J L j; h z"

h i m u; B L;I n B f e;I r a j h e r f L;I l m!

I;S;I N n e l i j h L i q m e, "I R d h!"

H L i V g y u k j e f e f l e h u; k; u a j l e a v r Z; v d h l j M C m;e q C u; N m z f b; j p
A n f l e h;I Z I S e f c c j h o l c u; c c Q r i n s;C a m;I n m; A h n o c i m a c i m a r a O g f a
q e u B I d;I Z L;I l a f i l m e; L y l c u; E i W m z

I h O h e W;L d a;q;I e j s u; Q i s u; j, L;I m m C u; j, B L;I n a m u; j, i j a e j;C u; j, A i O b l
L;I l u; a m m e; E j O x u J a e E j O i l Z h i m m e, "h;e; h;e; d h, h;e;e; a; j;I L
h o l h i m h;e;e;--

L m q L V L V j w L;I W L;I j W e f L;I W e w

কটন কিটন ক E V w L v l e m w M i j I w z

A b n v i l e; j, k R m L y c a;I L L m q L V L V;P I j d e f e M h L e L;I W L;I j W e f L;I W e w
l c a q u, a;I f e H a- h;I L V e i L V e L E V w l e u H L h;I l a e l c e d e L v l e m w M i j I w z"

fajlqa wjL# HCl# AeNim hilu; Nmez dhl æ%e Apçfzñ Ahøbj@aC H@Lh;@
mç qCu; Nmz p fb# Njm;im ihhã J Ah;L qCu; ihðhe WjL# I j#MI ïc@L pSm Qr#
a#mu; Qjiqu; liqmz a;I f@ ayl q;aj# e;S; cImu; a;qi; Aafz'1@L#L# @hid qCmz

@p i ;l#M#n qCu; himm, "Bh;I h@m;I"

fajlqa Bh;I hilu; Nmez dhl Aafz'1;q;lp@a q;lp@a himm, "Bh;I h@m;I"

I;S; dhl Anlipš² L@f;im Hhw qilpi I; Ad@ hi;I hi;I Q@e Lii@mez aMe I;S;
I;Sfajlqa J c#V @m# @u IjImu; Mm; fisu; Nmz

ihðhe WjL# I;S;@L Liq@me, "j q;I;S Cq;@cl mCu; @hn B@Rez icel;ja fMI h#Uj;e@cl
p#A b;il@m h#U @m;f f;uz R#l@a Aihni;I n;e f;is@m R#l æ²@jC p#r#E qCu; Az;bl#e L@Iz
HLV; @j;V; hyV @Lhm Ahinø b;@Lz"

I;S; qilpu; Liq@me, "HM@e; a@ @hid Lii Bj;I p#r#E h#U;I mrZ fL;in f;u e;Cz"

বিন্ধনা না সূক্ষ্ম ব#U;I HLV; mrZ HC @k, a;qi pqS islep@L nš² Liiu; a@mz fibh@a
ihU;I h#Uj;e e; b;il@m fibh@l L;S A@eLV; @p;S; qCaz e;e;I# p#hd; Lii@a iNu;C
e;e;I# Ap#hd; O@v; AidL h#U mCu; j;e@ L#Lii @ i ;lhu; f;u e;Z

I;S; Liq@me, "fyQV; BP@mC @hn L;S QImu; k;u c# NNeæ²@j p;av; BP@m f;ic@m C;R;
Liiu; L;S h;S;C@a quz"

I;S; dhl@L Xj;L@mez dhl a;qi; piAefl plqa f#el;u n;I;¹ Øb;ife Liiu; Mm; Lii@aIRmz
I;S;I X;L öleu; avrZ;v Mm; R;isu; I;S;I L;@R B;ipu; EfIØba qCmz

I;S; a;qi;@L pçj#M hp;Cu; Liq@me, "dhl @pC e#æ N;eIV WjL#L @n;e;Jz" iL;¹ dhl
lea;I;¹ BfišI i ;@ WjL# I j#MI ïc@L Qjiquz

I;S; @n;I @m;Cu; him@me, "a;I;@L VLWLUOs@a @chz" dhl a;qi;I B@j;-B@j; EpQ;I#Z
him@a m;I;Nm, --

আমায় ছ-Seju Ij @m fb @m;Iu h'@m

প@e f@e fb i #m @qz

নানা কথার ছ@m e;e;e j#e h@m,

সংশ@u a;C c#m @qz

@aj;I L;@R k;h HC IRm p;I d,

@aj;I h;Z# ö@e O@h f;I; j;C,

কা@el L;@R ph;C Lii@R ihh;C

শত @n;@LI na h#m @qz

কাতর প্রা@Z Blj @aj;Iu kMe k;I Q

আডাল ক@ ph;C cys;u L;R;L;I;R,

ধরণ@l d@m; a;C i#e@ BIR--

f;ic @e QI Zdg@m @qz

শত ভাগ @j;I na ic@L d;u,

আপনা-Bfle lhhjc h;du,
কাণ p; jlmh H Lf qm c;u
একা ৳ A'eL-Im ৳z
আমায় এক কণ; ৳aj; il ৳flj ৳hd,
এক পথ আমায় ৳Cm;J Alh ৳R'c,
ধাঁধার মাণ্ট f'is La j il ৳Lyc--
Ql ৳Z'a mq a ৳m ৳z

d'ñl j ৳M B'uj-B'uj ü ৳ H Lihaj öleu; ihðhe W;L ৳ lea;ç' ihNima qCu; ৳Nmez lale
hlm'e, "Bnfh'ic L il a ৳j iQl Sfh' qCu; bi ৳L:z"

d'ñ ৳L ৳L; ৳m a ৳mu; mCu; W;L ৳ A'eL l; eia L il u; hlm'e, "BI HLh; il öe; Jz"

d'ñ pet ৳j ৳ Bfiš fl; in L il mz f ৳j; l; qa Qr ৳ B; R; ce L il u; Liq'me, "a ৳ñ B; j
Lyicz"

d'ñ Dov ihQlma qCu; Liqm, "L; m ৳ñ; e; hz iR Lyc'a ৳eCz a ৳j HLe h; lu (h; is) k; jz h; h;
j; i' ৳z"

ihðhe q; i; pu; Liq'me, "j d ৳ Nm; di, z"

l; S; il leL'v lhc; u mCu; f ৳j; l; qa W;L ৳ f' ৳b h; i; q; l qC'mez

f' ৳b c' ৳Se fl; bL k; j; c' a; iRmz HLSe BI-HLSe ৳L Liq' a; iRm, "iae lce a; il c; l; S; u j; j; b;
৳ ৳ j; m; j, HL fup; i ৳ñ l; l' a f; i; l; m; j e; -- HCh; il ৳ ৳ ৳b ৳ñ; l; ৳m a; il j; j; b; i; j; Ph, ৳c; iM
a; j; a Lf quz"

i'fRe qC'a ihðhe Liq'me, "a; j; a; j ৳L; j; e; gm q'ñ e; j; ৳cM'aC ৳a; f; i; j; R h; i; f; j; b; i; j; ৳d'
iLR' b; i; L e; j, ৳Lhm c' d' l; h' ৳ B' Rz hl' le' S; l; j; j; b; i; j; P; i; j; m; j, L; il j; L; j; R Sh; i; h' i; c; l; q l; l' a
qu e; jz"

fl; bLàu nnh' l; u' j Af; l; ai qCu; W;L ৳ ৳L f; Z; j L il mz ihðhe Liq'me, "h; i; f; ৳ ৳aj; i; j; ৳k
Lb; j hm; iR' m ৳ ৳ Lb; j- ৳ñ; i; j; m; j euz"

fl; bLàu Liqm, "৳k B' ৳ W;L ৳, BI A; j e Lb; j hmh e; jz"

f ৳j; l; qa W;L ৳ f' ৳b ৳ñ; l; j; iO il mz lale Liq'me, "BS ihL; j; m B; j; il JM; i' e k; i; p, B; j
BS N0f ৳ñ; e; hz" Be' ৳ ৳ñ; l; j; mg; i; m; i; g ৳ ৳ ৳j; iO h; i; d; Cu; j l; cmz ihðhe W;L ৳ HL-HLice
Af; i; q' l; j; S; e; l ৳ñ; m S' s; j; L il u; a; q; i; c; N' l; pqS i; j; o; u l; j; j; u; z, j; q; i; j; l; a j ৳ f; j; i; zL N0f
öe; c' ৳ aez j; j; T j; j; T c' c' -HLIV efl p Lb; j k; b; i; p; d' e l; p; l; p; š' L il u; h; i; m; h; i; l ৳ ৳ ৳; L il ৳ aez,
iL; j' kMe ৳c; iM'a e ৳ñ; m' c; l; j; ৳d' q; i; c' ৳ a; m; j; p; w; e; j; L qCu; E; i; W' a; R aMe a; q; i; c; l; j; i; c' ৳ l
h; i; N; i' e; l j; ৳d' R; i; s; u; j; i' c' aez ৳ ৳ M; i' e g' m; l N; i; R A; p; w; e; B' Rz ৳ñ; m- ৳ñ; j; B; L; i; n' e; c' f Q' v; L; i; l-
n' e; h; j; e; l; j; ৳ a; j; X; i; m X; i; m m' v; f; v h; i; d; Cu; j l; ca-- ihðhe B; j; j; c' ৳c; iM'a e z

ihðhe ৳L; e; l' c' n' f ৳ñ; j; l ৳Lq S; i' e e; j; h; i; p; z, iL; j' E; f; h; a a; e; j; N L il u; j; Rez h; i; m; c; j; e fl; i; a
hà L il u; j; HLfl; l; i; e; ৳ aez A; e; u; j; e ৳ ch; fl; f; S; j; L il u; j; b; i; ৳L e-- fl; b; j; fl; b; j; a; q; i' a ৳ñ; l; i;

p^q J Bfš fLjn Llu;Rm, ĪLz^o HMe pj Ū' plqu; ĪNu;Rz Īh^onoa Īh^oh^el Lbju
pL^m hnz Īh^ohe pL^ml hĳs hĳs ĪNu; pL^ml p^Ā Bmĳf L^e, pL^ml pwh;c me, Hhw
^q;N^qL kĳq; Kod ^qce aĳq; BŌQk^NMĳiVu; kĳuz Īhf^q Bf^q pL^mC aĳq; l fl;j n^qĳ^a LĳS
L^q-- Īaĳe j dĳh^aĳ^e qCu; Lĳq; l J Īhh;c Īj VĳCu; Īc^m hĳ ĪLR^q j ĳj;wp; Lĳlu; Īc^m aĳq; l
Ef^q BI ^qLq Lb; L^q eĳ

İæwn fīl ʔRc

HC hvpʔ İæfʔju HL Ai ʂafʂŋŌVe; Oİvmz EŞI qCʔa pqp; f;ʔm f;ʔm Cçʔ İæfʔj; İ npÉʔrʔe Bİpu; fİsmz npÉ pjŪ' eø Lİlu; ʔgİmm, Hje-İL, LbʔLI Oʔ npÉ ka İLRʔ pİ' a İRm a;q;J AİdL;wn M;Cu; ʔgİmm-- İ;SÉ q;q;L;İ fİsu; ʔNmz ʔcİMʔa ʔcİMʔa çİ İr EfİØba qCmz he qCʔa gmjʂm BqLZ Lİlu; ʔm;ʔL fİZd;İZ Lİlʔa m;İNmz hʔeİ Ai jh e;C, Hhw hʔe e;e;fİL;İ Bq;KŋEİá< J BʔRz j Nu;mi j;wp h;S;ʔİ j q;Ōŋj ʂmÉ İhæʔu qCʔa m;İNmz ʔm;ʔL hʔe; j İqo, qİLZ, MİʔN;ın, pS;İİ, L;Wİhs;İm, hİ, hʔs; hʔs; ØbmLpRF İnl;İ Lİlu; b;Cʔa m;İNm-- qİa f;Cʔm qİaJ M;u-- ASNI p;İf M;Cʔa m;İNm-- hʔe Bq;Kŋ f;İMI Ai jh e;C-- N;ʔRI ʔL;Vʔİ j ʔÉ ʂ;Ū;L J j ʔʔf;Ju; k;u-- Øb;ʔe Øb;ʔe ecfl Sm h;İdu; a;q;ʔa j;çL ma; ʔgİmu; İcʔm j;ʔRI; Ahn qCu; İ jİpu; EʔW, ʔC-pLm j;R dİlu; ʔm;ʔLI; M;Cʔa m;İNm Hhw öL;Cu; p' u Lİlmz Bq;İ HMʔe; ʔL;ʔe;æʔʂ Qİmu; k;CʔaʔR hʔV, İL;ʔ AaÉ; İhnʔMm; EfİØba qCmz Øb;ʔe Øb;ʔe Qİİ-X;L;İa Bİñ qCm; fŞ;İ; İhʔa;ʔqİ m;Z fİL;ın Lİlmz

a;q;İ; İmʔa m;İNm, ""j;ʔul İm hā Lİlʔa j;ʔul Aİi n;ʔf HC-pLm cʔŌVe; OİVʔa Bİñ Lİlu;ʔRz" İhðhe W;Lʔ ʔp Lb; qİlpu; Es;Cu; İcʔmez İale Ef;q;puRʔm Lİqʔme, ""Lm;ʔp L;İaŋL-NʔZʔnİ j ʔÉ İ;İaİhʔRc OİVu;ʔR, L;İaŋLI juʂʔİ e;ʂ NʔZʔnİ Cçʔ -ʔm; İæfʔj; İæfʔİnİİİ L;ʔR e;İmn Lİlʔa Bİpu;ʔRz" fŞ;İ; H Lb; İea;ç; Ef;q;İp İ;İh NqZ Lİlm e;ç a;q;İ; ʔcİMm, İhðhe W;Lʔİ Lb;ç a Cçʔİİ ʔpİa ʔk;e âʔhʔN Bİpm ʔaj;İe âʔhʔN pjŪ' npÉ eø Lİlu; ʔL;b;ju A;çbİİe Lİlm-- İae İcʔeİ j ʔÉ a;q;çİ Bİ İQq;ç; İİqm e;ç İhðhe W;Lʔİ AN;İd ' İeİ pðʔa L;q;İJ pʔçq İİqm e;ç Lm;ʔp İ;İaİhʔRc pðʔa N;İe İİQa qCʔa m;İNm, ʂ;ʔul; ʔRʔnİ; İİ rʔLI; ʔpC N;İe N;İqʔa m;İNm, fʔb O;ʔV ʔpC N;İe fDİma qCmz

İL;ʔ İ;S;İ fİİa İhʔaİ jh İ;ʔm; Lİlu; OʔQm e;ç İhðhe W;Lʔİ fİj nİ;ʔa ʔNİhʔç;İZLÉ çİ İrNŪ' fŞ;çİ HL hvpʔİ M;Se; j;İf Lİlʔmez a;q;İ LaLV; gm qCmz İL;ʔ a hʔ AʔeʔL j;ʔul Aİi n;ʔf Hs;ç;İ SeÉ QİNİ;ʂ f;İhİaÉ fİcʔh fm;İue Lİlmz Hje-İL, İ;S;İ j ʔe pʔçqİ Ecu qCʔa m;İNmz

İale İhðheʔL X;İLu; Lİqʔme, ""W;Lʔ, İ;S;İ f;ʔFC fŞ; Lø f;İuz Bİj İL j;ʔul İm hā Lİlu; f;İf Lİlu;İR? a;q;İC İL HC n;İŪ?"

İhðhe pjŪ' Lb; HʔLh;ʔ Es;Cu; İcʔmez İale Lİqʔme, ""j;ʔul L;ʔR kMe q;S;İ eİ İm qCa, aMe Bfe;İ AİdL fŞ;ç;İle qCu;ʔR, e; HC çİ İr qCu;ʔR?"

İ;S;İ İeİŞİ qCu; İİqʔme İL;ʔ a;q;İ j ʔeİ j ʔÉ qCʔa pwnu pçfʔZŋ çʂ qCm e;ç fŞ;İ;

ayqil fīa Apz̄ḅ qCuḣṚ, ayqil fīa pḅḅq fīLḣn LīlḅaṚ, CqḣṚa ayqil qḅḅu B0ja mḣiNuḣṚ, ayqil ḣḅSI fīaJ ḣḅSI pḅḅq SḣḣuḣṚz İale İenḣp ḅgḣmuḣ Līqḅme, "İLRḅ ḣḅTḅa fḣİİ eḣz"

İhḅhe Līqḅme, "AīdL ḣḅThḣİ BhnēL Lf̄ḅḅ Le LaL-ḅḣḣ; Cḣḅ Bḣpuḣ npē MḣCuḣ ḅNm aḣqḣ eḣC ḣḅTmḣjz Bḣj Aef̄ju Līlḅ eḣ, Bḣj pLḅḣl İqa Līlḅ, HCvḅḅḅḅḅ ḣḅTḅḣC qCmz aḣİ fḅ İhdḣaḣİ LḣS İhdḣaḣİ Līlḅhe, İale Bḣjḅḅİ İqpḣḣ İḅḅa Bḣpḅhe eḣz"

İḣSḣ Līqḅme, "WḣLḅ, aḅḣ Nḅḅ Nḅḅ İgḣİuḣ Aİhnḣj LḣS LīlḅaṚ, fḣbhḅİ kaVḅḅḅİqa LīlḅaṚ aaVḅḅḅ ḅaḣjḣİ fḅḅḅḅ qCḅaṚ, HC Beḅḅḅ ḅaḣjḣİ pḣḅḅḅ pwnu Qḣmuḣ kḣuz Bḣj ḅLhm İcelḣİḅ HLVḣjḅḅḅ jḣbḣu Līlḅuḣ İpwqḣpḅel Efḅ Qḣsuḣ ḣḣpuḣ BİR, ḅLhm LaL-ḅḣḣ İQḅḅ Oḣḅ Līlḅuḣ BİR-- ḅaḣjḣİ LḣS ḅİMḅḅ Bḣjḣİ ḅḣİ quz"

İhḅhe Līqḅme, "jḣqḣİS, Bḣj ḅaḣjḣİC ḅaḣ HL Awnz aḅḣ JC İpwqḣpḅe ḣḣpuḣ eḣ bḣİLḅḅ Bḣj İL LḣS LīlḅaṚ fḣİİaḣ? ḅaḣjḣḅa Bḣjḅa İḣḣmuḣ Bḣİ Eİ ḅu pḅḅḅḅḅqCuḣİRz"

HC ḣḣmuḣ İhḅhe İḣḅu NḅZ Līlḅme, İḣSḣ jḅḅḅḅ jḣbḣu Līlḅuḣ İ İḣḅa mḣİNḅḅez jḅḅ jḅḅ Līqḅme, "Bḣjḣİ LḣS kḅḅ İİquḣṚ, Bḣj aḣqḣİ İLRḅ Līlḅ eḣz Bḣj ḅLhm Bḣjḣİ İQḅḅ mCuḣC İelİQḅḅ İİquḣİRz ḅCSeḅC Bḣj fḅḅḅḅ İhnḅḅ BLoḅḅ LīlḅaṚ fḣİİ eḣz İḣSḅḣpḅel Bḣj ḅḣNē eCz"

HLiæwn fli®Rc

g;Nm-p®eEl LaN qCu; erælu f®bl j®dÉ® aya#m-ejL HLIV r# Nf®j ihnj
Lil®aIR®mez fli®a Iofia Bipu; Liq®me, "k;æ; Lil®a qC®h j qil;S, fU®a® q;eZ"

pqp; Iofial j®M j qil;S nË AaÉ;¹ IjØ öe;Cmz erælu EöIpa qCu; EIW®mez lale
Lðfe;u fihh®p®j® m;®LI j®M qC®a j qil;S pñ;joZ öle®a m;IN®mez lale j®e j®e læf®j;l
EµQ Ipwq;p®e Qisu; pi; E< h Lilu; hlp®mez j®el Be®c hlm®me, "W;L®d, Bfe;®L
LM®e;C R;si qC®h e;Z Bfe;®L pi; ju bil®a qC®h; Bfle Lf Qje® pC®V Bj;®L hmæ;"
erælu j®e j®e Iofia®L avrZ;v hq;v HLM™ SjuINI Ahmf;æ²®j cje Lilu; g®im®mez
Iofia Liq®me, "Bij ILR®Q;ilq e;Z"

erælu Liq®me, "p Lf Lbj; a; qC®h e; W;L®d ILR®mC®aC qC®h Lum;pl fIne; Bij
Bfe;®L lcm; j -- Bfle® m;M;fs; Lilu; mEeZ"

Iofia Liq®me, "p-- pLm f®l c®M; k;C®h"

erælu Liq®me, "f®l® Le, Bij HMe ichz pj U' Lum;pl fIne; Bfe;®L qCm; Bij
HL fup; M;Se; mCh e;Z" hlm;u; erælu j; j; b; a#mu; AaÉ;¹ Ipd; qCu; hlp®mez

Iofia Liq®me, "j ilh;I SeÉ lae q;a Sij IjIm®mC p#E qChz Bij BI ILR®Q;ilq e;Z"
hlm;u; Iofia Qimu; N®mez ayq;I Sulpwq®L j®e fisu;®Rz Sulpwq kic bilLa a®h
f®d;®l®l® ul®f ILR®mC®ae-- Sulpwq kMe e;C aMe pj U' læf®j;l; I;SÉ j; IŠL;l; pj lØ R;si
BI ILR®j®e qCm e;Z

Iofia HMe erælu®L I;SÉ;ji j;®e j Š Lih;l;® Q®; Lil®a®Rez ayq;I j®el j®dÉ® i u
B®R f;®R Ha B®u;Se Lilu; pj U' hÉb®l®qu, f;®R c®h®müi jh erælu læf®j;l;u INu; Ihe;K®U
I;S;l; IeLV dl;® cez IL;® c®h®m qC®u HLh;l; I;SÉ; j c Sij®m BI i jhe; e;Cz Iofia
erælu;®l fli®a BI Ah' j fÉn®le L®e e; j, Lb;u Lb;u ayq;I pC; j e c®M;Cu; b;®Lez pLm
Iho®u ayq;I® j;®ML B®cn mCu; b;®Lez g;Nm-p®eEl; ayq;®L j qil;S; pi®qh h®m, ayq;®L
c®iM®m nnhÉU' qCu; E®W-- h;u® h;®q®m® k;je pj U' npÉ®ræ ea qCu; k;u® a; j le erælu
Bipu; cys;C®m p;il p;il g;Nm-p®e; HLP®A j; j; b; ea Lilu;® p;M; j L®l;® p;e;f;li®a ppò®j
ayq;®L A;i h;ice L®e;Z na na j Š² a;l h;il I® SÉ; j;l a j®dÉ® hq;v qU®Ei f®u I;S;IQq²-Ai~ a
üZlj i™ a q; j;c;u Qisu; lale k;æ; L®e, p®A p®A Eö; pSeL h;icÉ h; jS®a b;®L-- p®A p®A
Ien;e; d;l; I;S;en;e d;l;u; Q®mz lale® k;M;je lcu; k;je, p;M;jeL;l; Nf®j;l® m;L p®eEl i®u
Ol h;is R;isu; f;im;Cu; k;uz a; q;®cl® æ; p c®iMu; erælu;®l j®e N®h®M Ecu quz ayq;I j®e
qu, Bij Icin®Su Lilu; Qimu; jRz® R;®V;® R;®V;® Sij;c; INZ e;e; j;Ihd E f®Y;®Le mCu; Bipu;
ayq;®L ٱسلام كرىيا ياي-- a; q;ilcN®L fl; j;Sa e;f;ia hlm;u;® h;id qu; j qil; j;l®al Icin®Suf

fjTMh^{cl} Lbj^e f^sz

HLice p^{efl} Bipu^{pmj} Lilu^{Liqm}, "jqil;S pi^{qh}!" erælu Misi qCu; hlp^{mez}

"Bjli; jqil;S Seſ Sje İc^a BipuJR-- Bjli; Si^{el} f^{ju} İjİM eiz hİhl Bjı^{cl} cÜH B^R, msıC^u k;Chil f^b Bjli; Nİj m^W Lİlu; k;C-- ^{cl}Li^e ni^Øæ Cqi^a ^{cl}jo İm^M eiz"

erælu j;bi ejİsu; Lİq^{me}, "İWL Lbi, İWL Lbiz"

p^{efl} Lİqm, "hİpZ-W;Lđ Bjı^{cl} m^W Lİl^a h;IZ Lİlu;R^{ez} Bjli; Sje İc^a k;C^aİR, AbQ HLV^mW Lİl^a f;İlh ej, H h^sİ AİhQ;Iz"

erælu f^ØQ j;bi ejİsu; Lİq^{me}, "İWL Lbi, İWL Lbiz"

"jqil;Sıl kİc yLj İj^m ^a; Bjli; hİpZ-W;Lđ İLbi ej jİleu; m^W Lİl^a k;Cz"

erælu Aaſz¹ Øfdİl pİqa Lİq^{me}, "hİpZ-W;Lđ ^{cl}! hİpZ-W;Lđ Lf Si^{el} Bİj ^aİjİlcN^L yLj İc^aİR ^aİj İj m^Wf;V Lİl^a k;Jz"

hİmu; HLhİl CaÜa Qİlqu; ^{cl}İM^{me}, ^{cl}Li;J İO^fİa^L ej ^{cl}İMu; İeİØQz¹ qC^{mez}

İLz^o İO^fİa^L HCl^Øf ALİa^{cl} m^Øe Lİlu; İale j^{el} j^Øf Aaſz¹ Be^z mİj Lİl^{mez} rjajc jİclİl j^a; ayqİl İnlİu İnlİu p' İlla qC^a mİlNmz fİbh^L eſæ Q^r ^{cl}İM^a mİlN^{mez} LİØfİeL ^{cl}hm^{el} Ef^{cl} Qİsu; fİbh^V ^{cl}ke A^{el} İe^{ce} ^{cl}İ j^a; İj mİCu; ^{cl}Nmz Hje-İL, j;T j;T Lc;Q LM^{ej} İO^fİa^L J eNZ^f hİmu; j^{el} qC^a mİlNmz pqp; hm^fİL ^{cl}İh;ç jİZ^L İl İa Aaſz¹ æ^İ qCu; EİW^{mez} j^{el} j^{el} hİl hİl Lİlu; hİm^a mİlN^{me}, "Bjı^{cl} İehİpe! HLVİ pİjİe^f fİSİl j^a; Bjı^{cl} İhQİpİju Bqİe! Hhİl ^{cl}İM^L Lİqİ^L İehİİpa L^{cl}z Hhİl İæfđ İp^İ ^{cl}mİl erælu^İ İaİf AhNa qC^{hz}"

erælu İjİf Evg^Ø J Øgfa qC^{mez}

İelİq Nİj hİp^{cl} Efİ AebİL Evfİse J m^Wf;V İ İa İO^fİal İh^{no} İhlİN İRmz İehİZ Lİhİl Seſ İale A^{el} ^{cl}Ø; LİluJR^{mez} İLz^o p^{efl} erælu^İ B' İ fİCu; ayqİ^L Ah^{qm} Lİlmz İale erælu^İ Lİ^R hİm^{me}, "Apqİu Nİj hİp^{cl} Ef^{cl} ^{cl}Le H Aaſzİl!"

erælu Lİq^{me}, "W;Lđ, H-ph İho^u a^İ İj İj ^{cl}İT eiz k^İİhN^{cl} pİu p^{efl} ^{cl}m^Wf;V İe^Ød Lİlu; İelİvpİq Lİ İj İj eiz"

erælu^İ Lbi öleu; İO^fİa İLİ' v İhlİJ a qC^{mez} pqp; erælu^İ ^{cl}İuaİİİ jİe ^{cl}İMu; İale j^{el} j^{el} qİlp^{mez} Lİq^{me}, "HMe m^Wf;V Lİl^a İc^m f^{cl} CqİlcN^L pİj mİ^{ej} cİu qC^{hz} pİ İ^İæfđ; m^Wİu; mC^{hz}"

erælu Lİq^{me}, "aİqİ^a qİle Lf? Bİj ^a; aİqİC QİCz İæfđ; HLhİl h^fđ, erælu^İ İehİİpa Lİİl gm Lf W;Lđ, H-ph İhou a^İ İLR^{cl}İT ej-- a^İ ^a; LM^{ej} k^İ İl eİCz"

İO^fİa j^{el} j^{el} Aaſz¹ B^İİc ^{cl}İd Lİl^{mez} İLR^{cl}EŞİ ej Lİlu; Qİmu; ^{cl}N^{mez} erælu İeajz¹ f^İİmLİl j^a; ej qCu; HLVⁿŞ² jİe^Øİ j^a; qe, HC ayqİl CİRİ İRmz

àjläwn fll®Rc

läefd;u Cc®l Evfja kMe Blñ qu aMe nñhZ j;pz aMe ®r®e ®Lhm i d; gïmu;ïRm, Hhw f;qi®S Sj®a d;ef®r®eJ f;L dïl®a Blñ Lïlu;ïRmz läe j;ip ®L;®ej®a L;ïVu;ïNm- - ANq;uZ j;ip læÇei ®j®a kMe d;e L;ïVh;ïl p;ju Bïpm aMe ®c®n Be¾ fïsu;ïNmz Q;oi;ï' Øæf®m;L h;imL khl hÛ pL®m ïjïmu; c; q;®a mCu;ï®r®e ïNu;ïfïsmz `qu; `qu; n®e flØfl flØfl®L Bqäe Lïl®a m;ïNmz Sþ;ju; ïjZf®cl N;®e j;ïW-h;ïV dïlea qCu;ï EïWmz ï;S;ïl flä Ap®;ïo cï qCu;ï Nm-- ï;S®e n;ï;¹ Øb;ïfa qCmz H;e p;ju pwh;ic Bïpm, eræ;ïu ï;S®e Bæ;ïZ ï E®Y®n®e hÿpWMEË `pef mCu;ï läefd; ï;S®e ï pf;ïe;ïu Bïpu;ï ®f;ïRu;ï®Re Hhw AaÆ;¹ mWf;ïV Evfïse Blñ Lïlu;ï ïcu;ï®Re-- HC pwh;ic p;ju ï;S®e n;ï^a qCu;ï EïWmz

H pwh;ic ï;S;ïl h®r R#ïl j®a;ï hÛ qCmz p;ju ïceC ayq;ï®L ïh;ïd®a m;ïNmz b;ïLu;ï b;ïLu;ï ®LhmC fläfl h;ïl eþæ Lïlu;ï ayq;ïl j®e qC®a m;ïNm eræ;ïu ayq;ï®L Bæ;ïZ Lïl®a Bïp®a®Rz eræ;ïul plm p;ïcl j;ïM nah;ïl ayq;ïl ØeqQ®r ï pC;ïM ®cïM®a m;ïN®me Hhw ®pC p®AC j®e qC®a m;ïNm, ®pC eræ;ïu LaL-®m;ï `pef pWNg Lïlu;ï a®m;ïu;ïl q;ï®a mCu;ï ayq;ï®L Bæ;ïZ Lïl®a Bïp®a®Rz HL-HLh;ïl ayq;ïl j®e j®e C;ïR;ï Lïl®a m;ïNm HLïV `pef;ï e;ï mCu;ï eræ;ïul pC;ïM hq;ïv ïZ®r®e HL;ï c;ïS;ïCu;ï p;ju ï hrØbm Ah;ïll a Lïlu;ï eræ;ïul pqp®e `pl®e ïl a h;ïll HL L;ïm ayq;ïl q®e®u Nq;ïZ L®ez

läe dñ®L L;ï®R V;ïe;ï hïm®me, ""dñ, a®J ïL HC j;ïLW;ïe;ïl Sef B;ï;ïl p®A TNS;ï Lïl®a f;ïll pz" hïmu;ï j;ïLW ï ®j®a ®gïmu;ï ïc®me, HLïV h®S;ï j;ïS;ï ïR;ïsu;ï fïsu;ï Nmz

dñ BN®q;ïl pïqa q;ïa h;ïS;ïCu;ï Lïqm, ""Bïj ®ehz"

ï;S;ï dñl j;ïb;ïu j;ïLW fl;ïCu;ï a;ïq;ï®L ®L;ïm mCu;ï Lïq®me, ""HC mJ--Bïj L;ïq;ïl j;ï pïqa TNS;ï Lïl®a Q;ïC e;ïz" hïmu;ï AaÆ;¹ B®h®Nl pïqa dñ®L Q;ïf;ïu;ï dïl®mez

a;ïq;ïl f®l p;ju ïce dïlu;ï ""H ®Lhm B;ï;ïC f;ï®fl n;ïlÛ" hïmu;ï ï;S;ï læ®Sï pïqa aLñ Lïl®a m;ïN®mez eïq®m ï;ïC LM®e;ï ï;ïC®L Bæ;ïZ L®e;ïz Cq;ï j®e Lïlu;ï ayq;ïl Lb;ï' v p;ï;ïe;ï qCmz läe j®e Lïl®me, Cq;ï Dn®l ïhd;e;ï SNvfïal clh;ïl qC®a B®cn Bïpu;ï®R, r®a eræ;ïu ®Lhm a;ïq;ïl j;ïehq®e®ul f®l;ïQe;ïu a;ïq;ï m´Oe Lïl®a f;ï®l e;ïz HC j®e Lïlu;ï ayq;ïl Bqa Øeq ïLR®n;ï;¹ f;ïCmz f;ïf läe læ®Sï ú®a mC®a ï;ïS B®Re-- eræ;ïul f;ï®fl ï;ïl ®ke a;ïq;ï®a LaLV;ï Lïj;ïu;ï k;ïuz

ïh®e Bïpu;ï Lïq®me, ""j;ïq;ï;ïS, H p;ju ïL BL;ï®nl ïc®L a;ïL;ïCu;ï ï;ïlhh;ïl p;ju z"

ï;S;ï Lïq®me, ""W;ïLd, H pLm B;ï;ïC f;ï®fl gmz"

ïh®e ïLï' v ïhl S² qCu;ï Lïq®me, ""j;ïq;ï;ïS, HC-pLm Lb;ï öle®m B;ï;ïl `dkñ b;ï®L e;ïz

cəM ək fɪfɪC gm aɪqɪ ɛL hɪmm, fɔZɛl gmJ qCəa fɪɹɪz La dj ɲaɛ BSfhe cəM
LɪVɪCuɪ ɪNuɪRɛz"

IɪSɪ ɪelɪʂɪ qCuɪ ɪɪqəmez

ɪhəhe ɪS' ɪpɪ Lɪl əme, "j qɪɪS Lɛ fɪf Lɪl uɪR əme kɪqɪl g əm HC OVeɪ OɪVm?"

IɪSɪ Lɪq əme, "Bfɛ ɪ ɪC ɛL ɪeh ɲɪpa Lɪl uɪR mɪj z"

ɪhəhe Lɪq əme, "Bfɛ ɪ ɪC ɛL ɪeh ɲɪpa L ɪe eɪCz ɛCɪof ɛL ɪeh ɲɪpa Lɪl uɪR ɛz"

IɪSɪ Lɪq əme, "ɛCɪof qC əmJ ɪ ɪC ɛL ɪeh ɲp ɛel fɪf B ɹCz aɪqɪl gm qC əa ɪe ɪɪɪ fɪJuɪ
kɪu eɪz ɛL ɪhɪɪ cɪɪqɪl qC əmJ fɪ ɪhɪɪ aɪqɪɪcN ɛL hd Lɪl uɪ fɪp ɪQ ɛS ɪɪS ɛp ɪ ɪN
Lɪl əa fɪɪl əme eɪz k' Lɪl uɪ fɪ ɪl ɪQ ɛS Lɪl əmez fɪ ɪhɪɪ ɛL ɪeLV qC əa ɪɪS ɛ
mC əme, ɛL ɪhɪɪ ɪɪl uɪ ɪNuɪ fɪ ɪhɪɪ ɪɪS ɛ qɪZ Lɪl əmez Bɪj ɛr ɛ ɛL ɪeh ɲɪpa Lɪl uɪR,
ɛr ɛ Bɪj ɛL ɪeh ɲɪpa Lɪl əa Bɪp əa R z"

ɪhəhe Lɪq əme, "fɪ ɪhɪɪ fɪ ɪfɪ ɪɪɪ ɪchɪɪ Sɛf ɛL ɪhɪɪ pɪqa k ɪ L ɪe eɪC, aɪqɪɪ
ɪɪS ɛmɪ ɪ Sɛf Lɪl uɪR əmez ɪL ɪ' j qɪɪS fɪ ɪfɪ ɪɪɪ ɪcuɪ ɪe ɪSɪ p ɪc əM ɛ ɛfrɪ Lɪl uɪ dj ɲ
fɪme Lɪl uɪR əmez Cqɪ əa Bɪj əaɪ fɪf ɪLR ɛ ɪm əa ɪR eɪz a ɪh fɪ ɪl ɪQ ɛSɪ ɪhɪd ɪc əa Bɪj ɪ
ɪLR ɪj ɪe Bfɪ ɛ eɪCz Bɪj hɪp z ɛfɪ ɪba BɪR, Bɪj ɛL p ɪ ɪ Lɪl əmC fɪ ɪl ɪQ ɛS qC ənz"

IɪSɪ Dov qɪɪpuɪ Q ɛf Lɪl uɪ ɪɪq əmez

ɪhəhe Lɪq əme, "p kɪqɪC qEL, HMe k ɪɪɪ B əuɪSe Lɪ ɪez Bɪ ɪhm ɔ Lɪl əhe eɪz"

IɪSɪ Lɪq əme, "Bɪj k ɪɪ Lɪl h eɪz"

ɪhəhe Lɪq əme, "p qC əaC fɪ ɪ eɪz Bfɛ hɪpuɪ hɪpuɪ ɪ ɪh ɛz Bɪj aarZ ɪpe ɪp ɪ ɪqɪ
Q ɔj Lɪl ənz pL əmC HMe S ɪj ɪNuɪR, k ɔ ɔ ɪpe ɪ fɪJuɪ Lɪ ɪez"

hɪmuɪ Bɪ ɛL ɪeɪ ɛS ɪɪ A ɛfrɪ eɪ Lɪl uɪ ɪhəhe Qɪmuɪ ɪN əmez

d ɪhɪ p qɪ Lɛ j ɛ qCm; ɔ ɪɪSɪɪ Lɪ ɪR Bɪpuɪ ɪɪSɪɪ j ɪMɪ ɪc ɛL aɪLɪCuɪ ɪS' ɪpɪ Lɪl m,
"LɪLɪ ɛLɪbɪu?"

ɛr ɛɪɪju ɛL d ɪh LɪLɪ hɪmaz

IɪSɪ Lɪq əme "LɪLɪ Bɪp əa R ɛ d ɪnz"

aɪqɪɪ Q ɪMɪ fɪaɪ Dov B ɪ ɪqCuɪ ɪNmz

œuðœwn fíl R

Íhðhe WjL I ðhÙ! LjS físu; Nmz ðale QÍNfj I fjhðæ ffcñ e; Efqj -pja
âan;jf cða fjWjCu; ðcmez pmie LðL-Nfj fíacl ðeL LðL-pef p;qkè fjbè;
Lilmez kðU ej öleuj a;q;ij e;íQu; EIWmz LðLcl ka mjm (Nfj fía) íRm a;q;ij kðU
pwh;cùl f mjm hðœM hyd; c; cðaQ' Nfj Nfj fjWjCu; ícmz cím'a cím'a LðL pfa
QÍNfj I nmñÁ qC'a ðæfð;í nmñÁ Bípui físmz a;q;ícnL Lj'e; leu;í j'ðé pwwa
Liluj l;M;C c;uz Íhðhe üuw ðæfð;í Nfj Nfj íNu; Sj qC'a hjíRu; hjíRu; p;qpè
k;fð;ícnL peññZ'a pwnq Liluj Bie'mez ANp qCu; j;Nm-peñcnL Bæ'jZ Lil;
Íhðhe WjL pwna ðhñQe; Lilme e;í kMe a;q;ij pjamræ Aðæ'j Liluj A'fr;L'a
cñj nmñÁ Bípui Efðba qCñ, aMe BIZÉ, fhña J e;í cñj -ç ðbje qC'a
a;q;ícnL pqp; Bæ'jZ Liluj QíLa Lilhe íðbl Lilmez h's; h's; ínm;M'Í à;í;
ñjaf ecfl Sm hyídu; l;íMme-- ðeaj;¹ fl;í ðl Bñ; cím'm pC hyd; í;íPu; ícu;
Smfñel à;í; j;Nm-peñcnL í;íPu; cJu; k;C'a fíllñz

HícL eræljú cñ m'e Lil'a Lil'a ðæfð;í fjhðæ ffcñ Bípui f;íRmez aMe
Sj LjV; ðno qCu; ñRz Sj u;í;í pLmC c; J afdæq;í'a Liluj kðU Seí fU'a qCu;Rz
LðLcmL E;íR;í;í M Smfñ;íal j'aj BÍ hyídu; l;íM; kju e;í

ñ;íh;í;íZLÉ himme, "Bíj kðU Lilh e;í"

Íhðhe WjL Lìqme, "H Lj'e; Lj'SI Lb;íC e'qz"

l;íS; Lìqme, "Bíj l;íSaLilh;í k;íNÉ e;íq, a;q;íC pLm mrZ fíL;íñ f;íC'aRz pCSeí
Bj;í fía fð;ícl ðhn;íp e;íC, pCSeíC cñ íRl pQe;í, pCSeíC HC kðU l;íSé-fíal;íñ
Seí H-pLm í Nh;íel B'cnz"

Íhðhe Lìqme, "H LM'e;íC í Nh;íel B'cn e'qz Dn'í a;í;í Efq' l;íSé;í AfíZ
LilujRe; kalce l;íSL;íkníexpwLV íRm aalce a;í;í p;íL'í Ae;í;íp fime LilujR,
kMeC l;íSé;í -l;íal qCu; EIWu;R aMeC a;í;í cñ ðe'f Liluj a;í;í ü;íðe qC'a Q;íq'aR
Hhw Dn'í B'cn himu; Bfe;íL gyl ícu; pMÉ Lil'a Q;íq'aRz"

Lb;íV; ñ;íh;í;íZLÉÍ j'e m;íNmz ðale ðe;í;í qCu; íLRZ hípu; l;íqmez Ahññ
ðeaj;¹ L;íal qCu; himme, "j'e L'í;í-e;í WjL, Bj;í fl;íSu qCu;R, eræ Bj;íL hd
Liluj l;íS; qCu;Rz"

Íhðhe Lìqme, "kíc paé a;í;íC 0V a;í;í qC'm Bíj j;í;í;í Seí ñ;íL Lilh e;í íL;¹
j;í;í;í kíc L'íh'í í Á ícu; fm;íue L'íe, a'ñC Bj;ícl ñ;íLI L;íZ 0íVñz"

l;íS; íLí' v Adé qCu; Lìqme, "Bfe í;íC'ul íš'f;ía Lilh!"

İh0he Liq@me, ""Lalñél Li®R i jC hã®LqC e;Cz Lđj®r®el kđÜI pju nELb. ASñe®L
Lē Ef®cn İcu;İR®me 0j İZ Lİİ u; cMēz"

IjSi Liq@me, ""WjLđ, ađj İL hm Bij üq®U HC ałh;il mCu; eræi;u®L B0ja
Lİİ h?"

İh0he Liq@me, ""qyz"

pqpi dñ Bİpu; Nñél i jñ Liqm, ""İR, J Lbi hm@a ®eCz"

dñ Mmi; Lİİ@aİRm, cç f®rİ Lē HLVi ®Nim;im öleu; pqpi a;qil j®e qCm cçS®e
AhnéC HLVi cđij Lİİ@a®R, AaHh pju biİL@a cçSe®L İLİ'v nipe Lİİ u; Bpi
BhnéLz HC-pLm İhñ0e; Lİİ u; İale qWiv Bİpu; 0js e;İsu; Liq@me, ""İR, J Lbi hm@a
®eCz"

fđijıqa WjL®İ I Aaé;¹ Bđj;c ®hid qCmz İale qilpu; EİW®me, dñ®L ®Li®m mCu; 0đj;
MjC@a m;İN®mez İL;º İjSi qilp®me e;z ayqil j®e qCm ®ke h;im®LI jđM İale çhh;Zē
öle®mez

İale Apİçđ ü® hİmu; EİW®me, ""WjLđ, Bij İ0bi Lİİ u;İR H İŞ²f;ia Bij 0İV@a İch
e;ı, Bij kđ Lİİ h e;ı"

İh0he WjLđ İLR®Z 0f Lİİ u; İİq®mez Ahñ®0 Liq@me, ""j qij;®SI kic kđ Lİİ@aC
Bfİš bi®L, añ BI-HL LjS Lİİ ez Bfle eræi;®ul piqa p;ri;v Lİİ u; ayq;®L kđ
qC@a İhİ a Lİİ ez"

®Nihçj;İZLē Liq@me, ""Cq;®a Bij pçj;a BİRz"

İh0he Liq@me, ""añ ®pCİ® fÜ;h İmİMu; eræi;®ul İeLV fiW;®e; qELz"

Ahñ®0 a;q;C İ0bi qCmz

Qaithœwn fli®Rc

erœlju peŧ mCu; ANpI qC®a mijN®me, ®LjbjJ İamj;œ h;dj f;C®me e;Z İœfđ;I ®K Nİ®jC İale fc;fİZ Lİİ®me ®pC Nİ®jC ayq;®L İ;S; hİmu; hIZ Lİİ®a mijNmz f®C f®C İ;S®aİ BÜ;C f;C®a mijN®me-- r®dj BIJ hİs®a mijNm, Q;İİ İc®LI İhÜ®a ®rœ, Nİ®j, fhİb®hZİ, ecŧ pjÜC ""Bj;I" hİmu; j®e qC®a mijNm Hhw ®pC AİdL;I hÉ;İÇ;I p®Â p®Â İe®SJ ®ke A®eL cŞ;I fKİ;¹ hÉ;Ç qCu; AaÉ;¹ fHÜ¹ qCu; fİs®a mijN®mez ®j;Nm-peŧİ; k;q; Q;u İale a;q;C a;q;İcN®L mC®a Bmf ýL;J İcu; İc®mez j®e qCm H-pjÜC Bj;I Hhw Cq;I; Bj;Ic İ;S®E Bİpu; fİsu;®Rz Cq;İcN®L ®L;®e; pM qC®a hİ' a Lİ; qC®h e;-- üØb;®e İgİİu; İNu; ®j;Nmİ; ayq;I Bİa®bÉI J İ;Shv Ec;Ia; J hc;eŧa;I A®eL fHwp; Lİİ®h; hİm®h, ""İœfđ;I İ;S; h®S; Lj İ;S; e®qz" ®j;Nm-peŧ®cI İeLV qC®a MÉ;İa m;I Lİİh;I Seŧ İale paaC EvpL qCu; İİq®mez a;q;I; ayq;®L ®L;®e;-fİL;I nİ;İajđđ pñ;öZ Lİİ®m İale İea;Z¹ Sm qCu; k;ez phİc;C İ u qu f;®R ®L;®e; İe;®;I L;I Z 0®Vz

İ0fİa Bİpu; Lİq®me, ""j q;I;S, k®ÜI ®a; ®L;®e; EcÜ®k;N ®cM; k;C®a®R e;Z"

erœlju Lİq®me, ""e; W;Lđ, İ u f;Cu;®Rz"

hİmu; AaÉ;¹ q;İp®a mijN®mez

İ0fİa q;İph;I İh®no ®L;®e; L;I Z ®cİM®me e;I, İL;Z¹ ab;İf q;İp®mez

erœlju Lİq®me, ""erœlju eh;®hI peŧ mCu; Bİpu;®Rz h®S; pqS hÉ;f;I e®qz"

İ0fİa Lİq®me, ""®cİM Hh;I ®L L;q;®L İehNp®e f;I W;uz ®L;e?"

erœlju Lİq®me, ""Bİj C;R; Lİİ®m İehNpec™ İc®a f;İİ, L;I;I;Ü Lİİ®aJ f;İİ -- h®dI ýL;J İc®aJ f;İİz HM®e; İØbI Lİİ e;C ®L;eW;I Lİİhz"

hİmu; Aİanu İh' İ j®h A®eL İh®h0e; Lİİ®a mijN®mez

İ0fİa Lİq®me, ""Aa İ;İh®he e; j q;I;S; HM®e; A®eL p;u B®Rz İL;Z¹ Bj;I İ u qC®a®R, ®N;İh®;j;İZLÉ k®Ü e; Lİİu;C Bfe;®L f;I;I İ Lİİ®hez"

erœlju Lİq®me, ""p®L;e Lİİu; qC®h?"

İ0fİa Lİq®me, ""®N;İh®;j;İZLÉ peŧ-®n;®L B;S;®m İ;İMu; İhÜ¹ İ;İa®Deq ®cM;C®hez Nm; dİİu; hİm®he-- ®R;®V; İ;C Bj;I, Hp 0®İ Hp, c®đ-pl M;J®pz j q;I;S L;İcu; hİm®he-- ®K B® , Bİj HMİe k;C®aİRz AİdL İhmð qC®h e;Z hİmu; e;İN;I S®a;S;S;İV; f;İ®u İcu; c;C;I İfR®e İfR®e j;I; İeQ®Lİİu; V;İ®®;S;İV;I j®a; Qİm®hez h;Cn;®qI ®j;Nm ®g;S a;I;I;I; ®cİMu; q;İpu; 0®İ İgİİu; k;C®hz"

erœlju İ0fİaI j®M HC a®hÉ İhâs f® öleu; AaÉ;¹ L;IaI qCu; fİs®mez İLİ' v q;İph;I İeØgm ®Ø; Lİİu; hİm®me, ""Bj;®L İL ®R®m;Ie® f;Cu;®R ®K H;İe Lİİu; İ; m;C®hz a;q;I

“Sj e;Cz p qh ej WjL4z cIMuj mCuz”

pCice NjiljzjZLEI IQiW Bipu; fYRmz p IQiW IOfla Mmmez Isj Aafz1
DeqfLjn Lilu; piriv fibe; Lilu;Rez IQiW eraeljuL cM;Cme ej csaL himu;
lcme, “Lø ufljil Lilu; NjiljzjZLEI Hacsj Biphil cLjil eCz pef J alhijl mCu;
jqil;S eraj;ZLE nFOC ayqil plqa piriv LILhez NjiljzjZLE HC AOf Ljm ke
lfui;ajhlq AldL Ljal qCu; ej fsez BV hvpl lehnp e bijLm Cqi AFr; BIJ
AldL Ljm ihpRcl pnjhe; IRmz”

IOfla eraeljuL INuj Liqme, “NjiljzjZLE lehnpa R;V; i jCL Aafz1 DeqfZ
HLMjle IQiW imiMu;Rez”

eraelju flj EFr;il i je LILu; qilpu; himme, “paE ej IL! LE IQiW? LC cIMz” himu;
qja h;sjCu; lcmez

IOfla Liqme, “p IQiW jqil;S cM;e; Bij BhnfL ihhQe; LIL e;Cz aMeC IRjsu;
gimu;jRz himu;jR, kU R;sj Cqi BI L;e; ESl e;Cz”

eraelju qilp a qilp a himme, “hn LILu;R WjL4! a#j himu;R kU R;sj BI L;e;
ESl e;C? hn ESl lcu;Rz”

IOfla Liqme, “NjiljzjZLE ESl oleu; i jh h k, kMe lehnp e lcu;jRmj aMe a;
i jC hn pqS INujIRm, ILz pC i jC Oq igllu; Biphil pju a; Lj Njm;N LIL aR
ejz”

eraelju Liqme, “j e LILhe i jCiv h;sj pqS mjL euz j e LILmC k kMe CjR;
lehnp e ich Hhw kMe CjR; XjLU; mCh pIV qChil Sj e;Cz”

himu; Aafz1 Be laafuhjil qilp a mijINmez

f' İæwn fİl®µRc

erælj®ul EŞl öleuj ®Nijh¾j jİZLÉ Aaf¿ j j Nqqa qC®mez İhðhe j®e Lİl®me, Hhij®
qu®a; j qij;S; BfİŞ fİLjn Lİl®he eiz İL¿'® Nijh¾j jİZLÉ him®me, ""H Lbj LM®e;C
erælj®ul Lbj e®qz H®pC f®ijlqqa himuj f;W;Cu;Rz er®el j®M İcu; Hje Lbj LM®e;C
hijlql qC®a f;®l eiz"

İhðhe Lİq®me, ""j qij;S, Hr®Z Lf Ef;ju İØbl Lİl®me?"

I;S; Lİq®me, ""Bij er®el p®A® L;®e;æ²j HLh;il® cM; Lİl®a f;C, a;qi qC®m pj Üİ
İj Vj;V Lİluj İc®a f;ilz"

İhðhe Lİq®me, ""Bl® cM; kİc e; quz"

রাজা তাহা হইলম Bij I;SÉ R;jsu; İcu; Qİmu; k;Chz

İhðhe Lİq®me, ""BµR;ij, Bij HLh;il® QØ; Lİluj cİMz"

f;qi®Sl Efl erælj®ul İnihlz Oe SÂmz hynhe, ®hahe, M;Ns;il hez e;ejİhd maj-®j
i Şj BµRæz p®eÉl; hef qÜE®cl Qİmh;il fb AepIZ Lİluj İnm® EİWuj®Rz aMe AfI;qLz
p®kN f;qi®Sl fİÖQj fİ¿'® Qİmu; fİsu;Rz f;hİf;¿'® AâL;il Lİluj®Rz ®N;dŞml R;uj J al;I
R;uju İj İmu; h®el j®dÉ AL;®m pãÉl; Bilhi Nh qCu;Rz nÉal p;uj®q² i Şj am qC®a Lw;n;il
j®a; hijf EİW®a®Rz İTİÖl n®e İeÜİ he j®Mİla qCu; EİWuj®Rz İhðhe kMe İnih® İNu;
®f;R®me, aMe p®kN pÇfZİ AÜ'® N®re, İL¿'® fİÖQj -BL;®n p®ZİM; İj m;Cu; k;ju e;Cz
fİÖQj İc®LI pj am EfaÉL;ju üZİR;uju İİ" a Oe he İeÜİ phS pj®al j®a; cM;C®a®Rz
p®eÉl; L;im fİi®a k;æ; Lİl®hz İO®fİa HLcm®pe; J®pe;fİa®L p®A® mCu; fb A®eb®Z
hijlql qCu;®Re, HM®e; İgİluj B®pe e;Cz kİcJ İO®fİal A' japi®l erælj®ul İeL®V®L;®e;
®m;L Bp; İe®od İRm, abİlf pæ;İp®hnd;İf İhðhe®L®LqC h;id; İcm eiz

İhðhe erælj®ul İNu; Lİq®me, ""j qij;S® Nijh¾j jİZLÉ Bfe;®L Øj İZ Lİluj HC fæ
İmiMu;®Rez" himuj fæ erælj®ul q®Ü'İc®mez erælj®ul LİÇfa q®Ü' fæ NqZ Lİl®mez®p fæ
M®m®a ayqil m< j J i u qC®a m;İNmz karZ İO®fİa® Nijh¾j jİZLÉ J ayqil j®dÉ Bsım
Lİluj cys;u, aarZ erælj®ul®n İeİÖQ;¹ b;®Lez İale®L;®e;j®aC® Nijh¾j jİZLÉ®L®ke
cİM®a Q;e eiz® Nijh¾j jİZLÉİ HC cŞa H®Lh;il® erælj®ul pÇj®M Bİpu; cys;C®a erælj®ul
®Lje®ke pW;L;Qa qCu; fİs®me, Hhw j®e j®e Dov İhl Ş² qC®mez CµR; qC®a m;İNm İO®fİa
kİc EflØba b;il®ae Hhw HC cŞa®L ayqil L;®R Bİp®a e; İc®aez j®el j®dÉ e;ej CaÜ'a
Lİluj fæ M®m®mez

a;qi j®dÉ İLR;je i vİpe; İRm eiz® Nijh¾j jİZLÉ ayqil®L m< j İcu; HLİV Lbj J h®me
e;Cz i;C®ul fİa®m n;je Aİi j;je fİLjn L®e e;Cz erælj®ul®k p®eİpj;¿¹ mCu; ayqil®L

Bæjz Lil'ea Bipu're, 'p Lbij E'om j'æ L'le e;Cz Ei'ul j'edf f'ñk'je i;h
IRm, HMeJ AihLm 'ke 'pC i;hC B'Rz AbQ pj'U' f'æj j'edf HLIV p'ni'el 'Deq J'ho;C
f'pRæ qCu; B'R-- a;qi 'L;e; 'Øf'Ø Lbiju h'š'2 qu e;C himu; erælj'ul q'eu AldL B0ja
mj'Nmz

IQiW f'is'ea f'is'ea A'of A'of ayqil j'ni'ç'i filha'le qC'ea mj'Nmz q'eu f;jo;Z-
BhIZ 'cim'ea 'cim'ea gj'Vu; 'Nmz IQiW ayqil L'ç'f;je q;e'a L'y'f'ea mj'Nmz 'p IQiW mCu;
iLuvrZ j;bj;u di;Z Lilu; i;jm'mez 'p IQiW j'edf i;aj;il 'k Bn'h'ç' IRm a;qi 'ke n'fam
leT'i'li j'aj; ayqil aç q'eu T'lu; f'is'ea mj'Nmz A'eL rZ f'k'l;1 'Øbl qCu; p'æ'j
f'i'Q'ç' p'æ;j;NI'š'2 n'ej; m hei'š'j l'ic'L A'ej'o 'e'æ Q;ilqu; i'iq'mez Q;il ic'L le'U' p'æ;j
Aam'Øfn' n'eq'fe ni;ç'1 p;ç'aj j'aj; S;ilNu; i'iqmz æ'2'ç' ayqil Q'er Sm 'cm; icm, â'æ'h'n
An'f f'is'ea mj'Nmz pqp; m< ju J A'e'aj'f erælj;u ç'ç' q;e'a j'ni' f'pRæ Lilu; di'imez

L'yicu; him'eme, "'Bij H i;S' Q;C e;ç' ç;ç; B;il pj'U' Af'id j;S'le; Lilu; B;il'
'aj;il fca'm 'Øbj;e ç;J, B;il' 'aj;il L;R i'ijMu; ç;J, B;il' ç'ç' a;ç;Cu; ic'u; e;ç'"

Ih'he HLIV Lbij him'eme e;ç-- B'ân q'eu Q'f Lilu; h'ipu; 'cim'ea mj'Nmz Ah'n'Ø
erælj;u kMe f'h;ç'1 qC'me, aMe ih'he Liq'me, "'k'h;S, B'fej; fb Q;ilqu; 'N;il'h'ç;j;ZL'É
h'ipu; B'Re BI ih'm'Ø Lil'he e;ç'"

erælj;u i'S' ip; Lil'eme, "'B;il' IL i'ale j;ç' Lil'he?"

Ih'he Liq'me, "'i'ale k'h;S' f'ia iLR;j'æ i;N L'le e;Cz AldL i;æ qC'm f'Ø L'Ø
qC'hz n'f'Ø HLIV An'Am'Eez f'h'p'al e'f'Q j;q;il'S' 'mj'L A'fr; Lilu; B'Rz'"

erælj;u Liq'me, "'Bij 'N;f'æ fm;je Lil, 'p'e'ç'i iLR'ç;S;e;Cu; L;S e;Cz BI i'am;j'æ
ih'm'Ø Lilu; L;S e;C, ka n'f'Ø HM;je qC'ea h;ilq; qCu; fs; k;u aaC i;j'm;ç'"

Ih'he Liq'me, "'iWL Lbijz'"

i'ae;j;ç; f;qi's p'æ;j;p'el piqa inh'im'AI f'S; Lil'ea k;ç'a'Re himu; erælj;u ih'he'l
piqa An'f'iq'Z k;æ; Lil'mez Ae'Q;NZ p'Å k;ç'a Q;ilqm, a;qi;ç'N'L iel'U' Lil'mez

p'h h;ilq; qCu;re j'æ, H;e pj'eu A'n'i' r'ç'd'le J 'p'e'ç'i 'L;im;qm ö'le'a f;ç'mez
erælj;u i'ae;j;ç'1 p'wL'Q;a qCu; 'N'mez 'cim'ea 'cim'ea i'Ø'f'ia 'p'e'ç' mCu; i'g;il;u; B;il'mez
B'ØQ'k'l;qCu; Liq'me, "'j;q;il;S, 'L;ib;u k;ç'a'Re?"

erælj;u iLR'ç' E'š' ic'ea f;il'eme e;ç erælj;u'el iel;š' 'cim;u; ih'he Liq'me, "'j;q;il;S
'N;il'h'ç;j;ZL'É piqa p;ç;ç' Lil'ea k;ç'a'Rez"

i'Ø'f'ia ih'he'l B'f;ç;j'U'L HLh;il i'el'frZ Lil'eme, HLh;il i'ç'L'ç' a Lil'eme, a;il f'ç'
Ba'p'Ø;Z Lilu; Liq'me, "'BS H;e Ap;ç'u B;il; B;il'ç'i j;q;il;S'el ih'ç;u ic'ea f;il' e;ç
h'f'U' qç;il 'aj; 'L;e;ç; L;il;Z e;Cz L;im f'ç'axL;im k;æ; Lil'mC 'aj; qC'hz L'f'h'eme j;q;il;S?"

erælj;u j'ç'ü'ç' Liq'me, "'L;im pL;imC k;ç;h, BS i;a qCu; 'N'Rz'"

Ih'he iel;j; qCu; 'p i;æ inh'ç'ç' k;ç'fe Lil'mez f'i'ce f'i;j'ea erælj;ul iel'v k;ç'a
Q'Ø; Lil'eme, 'p'e'ç'i h;ç;ç; icmz 'cim'eme Qa'ç'i'f' f;ç;il;ç; 'L;e;ç; ic'L iR'a e;Cz Ah'n'Ø

IOflal leLV INu; Liqme, "kæ;I pju qCu;R, khl;S^L pwh;c İcez"
IOfla Liqme, "jq;I;S k;C^{he} e; İØbl Lİl u;Rez"
İh0he Liqme, "Bİj HLh;I ayq;I plqa p;r;v Lİl^a CµR; Lİl z"
IOপতি সাক্ষাৎ হইল e; İale hİmu; İcu;Rez
İh0he Liqme, "jq;I;S N;İh;ç;j İZ^{LÉI} f^{el} EŠI Q;Cz"
IOপতি প^{el} EŠI Claf;h^MBI-HLh;I cJu; qCu;Rz
বিন্দনা আমি তাঁহার নিজম^M EŠI öle^a Q;Cz
IOflaz a;q;I^L e; Efju e;Cz
İh0he h#T^{me} hb; Qø; Lhm pju J h;LÉ-hÉuz k;Ch;I pju IOfla^L hİmu; N^{me},
"hİpZ, H Lf phİe;n-p;d^e a#j fh^S qCu;R! H^a hİp^{ZI} L;S euz"

oVüæwn fil[®]RC

İhðhe İgİl u; İNu; cİM[®]me, Cİaj[®]de İ;S; L[®]L[®]ci İhc;u Lİl u; İcu;[®]Rez a;qi; İ;S[®]İ[®]de Efâh Bİñ Lİl u; İcu;İRmz pefcm fİu i jİPu; İcu;[®]Rez k[®]ÜI Ecö[®]k;N h[®]S; HLV; İLR[®]æ;Cz İhðhe İgİl u; Bİpu; İ;S;[®]L pj Ü'İhhIZ hİm[®]mez

İ;S; Lİq[®]me, "a[®]h WİL[®]ı, Bİj İhc;u qCz er[®]æI Seİ İ;S[®]İ de İ;İMu; İcu; Qİmm;ı z"

İhðhe Lİq[®]me, "Apq;u fS;İcN[®]L fİq[®]Ü'İ gİmu; İcu; a[®]ıj fm;ue Lİİ[®]h, Cq; ØjIZ Lİl u; Bİj[®] L[®]İ[®]ej[®] aC fİpæ j[®]e İhc;u İc[®]a fİİl e; jqi;S! İhj;ajl q[®]Ü'İ fæ[®]L pj fİV Lİl u; i jİj[®]İ[®]z j;aj nİİ[®]ıj Lİİ[®]me, Cq; İL LØfe; Lİj k;uz"

İ;S; Lİq[®]me, "WİL[®]ı, a;ıj;ı hİLÉ B;ıj;ı q[®]e[®]u İhÜ qCu; fİh[®]n L[®]İz İL[®]ı[®] Hh;ı B;ıj;ı L[®]İ[®]ı; B;ıj;ı L Bİ AİdL İLR[®]hİm[®]u; e;ı B;ıj;ı L İhQİma Lİİh;ı QØ; Lİİ[®]u; e;ı a[®]ıj S;ı[®]ı; WİL[®]ı, Bİj j[®]e j[®]e fİa'ı; Lİl u;İRm;ı İŞ[®]f;ıa Bİ Lİİh e;ı, p fİa'ı; Bİj i jİP[®]a fİİl e;ı"

İhðhe Lİq[®]me, "a[®]h HMe jqi;S LÉ Lİİ[®]he?"

İ;S; Lİq[®]me, "a[®]h a;ıj;ı[®] L pj Ü'İ hİmz Bİj dİh[®]L p[®]Â Lİl u; h[®]e k;ıChz WİL[®]ı, B;ıj;ı Sİhe AaÉ[®]ı ApçfYİ İİqu; İNu;[®]Rz k;ıq; j[®]e Lİl u;İRm;ı a;qi; İLR[®] Lİİ[®]a fİİl e;ı-- Sİh[®]el kaM;İle Qİmu;[®] N[®]R a;ıq; İgİl u; f;ıCu; Bİ e;æe Lİl u; Nİs[®]a fİİİh e;ı-- B;ıj;ı j[®]e qC[®]a[®]R, WİL[®]ı, AcØ[®] ke B;ıj;ıcN[®]L aİİİ j[®]a; İe[®]r f Lİl u;[®]R, m[®]rÉ qC[®]a kİc HLh;ı HLV[®] h;ıL u; İNu; b;ıİL, a[®]h Bİ ke pqpÉ QØ;ıu m[®]rÉİ j[®]İm İgİİ[®]a fİİl e;ı Sİh[®]el Bİñ-pj[®]u Bİj[®] pC[®] k h;ıL u; İNu;İR, Sİh[®]el İnoL;ım Bİj Bİ m[®]rÉ M;ıSu; f;ıC[®]aİR e;ı k;ıq; j[®]e Lİl a;ıq; Bİ qu e;ı[®] k pj[®]u S;ıİN[®]m Baİl r;ı Lİİ[®]a fİİl a;ıj p pj[®]u S;ıİN e;ıC, k pj[®]u Xİhu;İR aMe Qaeİ qCu;[®]Rz pj[®]a fİs[®]m İm;ı[®]L k;ı İh L;ıM[™] Ahmðe L[®]ı Bİj h;ımL dİh[®]L pC;ı İh Ahmðe Lİİ[®]aİRz Bİj dİh[®]ı j[®]de Baİpj;ıde Lİl u; dİh[®]ı j[®]de fæSİ[®]ı m;ı Lİİhz Bİj fİbj qC[®]a dİh[®]L j;ıe Lİl u; Nİsu; a;ımhz dİh[®]ı pİqa İa[®]m İa[®]m BİjC h;ıİs[®]a b;ıİLhz B;ıj;ı j;ıehS;ı pçfYİ Lİİhz WİL[®]ı, Bİj j;ıe[®]ı j[®]a;ı eC, Bİj İ;S; qCu; LÉ Lİİh!"

İno Lb;ıV; İ;S; AaÉ[®]ı B[®]h[®]NI pİqa EıQ;ıZ Lİİ[®]me-- öİeu;ı, dİh İ;S;ı qıV[®]ı Efl a;ıq;ı j;ıb;ı Qİou; Lİqm, "Bİj BS;ı z"

İhðhe qİlpu; dİh[®]L L;ı[®]m a;ımu; mC[®]mez A[®]eL rZ a;ıq;ı j[®]İm İc[®]L Qİlqu; Ah[®]n[®]o İ;S;[®]L Lİq[®]me, "h[®]e İL LM[®]ı; j;ıe Ns; k;ıuz h[®]e Lhm HLV; Eİác fİme Lİl u; a;ım;ı k;ıC[®]a fİİz j;ıe j;ıe[®]ıpj;ı[®]SC NİWa quz"

İ;S; Lİq[®]me, "Bİj İeaj;ıC hehİpf qCh e;ı, j;ıe[®]ıpj;ıS qC[®]a İLİ' v c;ıİ b;ıİLh j;ıe,

AbQ pj j^{SI} plqa pj U¹ k^N ihl^Ræ Lih eiz H[®]Lhm İce-La[®]LI Seİz"

H İc[®]L erælj^u pef-p[®]ja IjSdjefl İeLVhaİf qC[®]mez fS[®]İcİ dedjeİ m[~]a qC[®]a mİjNmz fS[®]İjİ[®]Lhm[®] Nİjh³İjİZLİ[®]LC Aİi nİf İc[®]a mİjNmz aİqİjİ Lİqm, "H pj ÜC[®]Lhm İjSİjİ fİ[®]f ÖİV[®]a[®]Rz"

IjSİ HLhİjİ İO[®]fİal plqa pİrİv Lİİ[®]a Qİjİ[®]mez İO[®]fİa EfİØba qC[®]m ayqİ[®]L Lİq[®]me, "Bİ[®] Le fS[®]İcN[®]L Lø İc[®]aR? Bİj erælj^u[®]L İjSÉ Rİjsuİ İcuİ Qİmuİ kİC[®]aİRz[®]aİjİjİ İjİNm-p[®]ef[®]cİ İhcİu Lİİuİ cİjz"

İO[®]fİa Lİq[®]me, "k B' İ, Bfİe İhcİu qC[®]mC Bİj İjİNm-p[®]ef[®]cİ İhcİu Lİİuİ İch-- İæfİjİ m[~]a qu Cqİ Bİjİjİ CİRİ e[®]qz"

IjSİ[®] pCİceC İjSÉ Rİjsuİ kİæİ Ecl[®]kİN Lİİ[®]me, ayqİjİ İjS[®]hn aİjİN Lİİ[®]me, İNİ[®]İuİ hpe fİİ[®]mez erælj^u[®]L İjSİjİ pİj U¹ Laİİf ØjİZ Lİİ[®]Cuİ HL cİÖN Bnİİİc-fæ İmİM[®]mez

Ah[®]n[®]o İjSİ dİİ[®]L[®] Lİ[®]m aİmuİ İİm[®]me, "dİİ, Bİjİjİ p[®]Â h[®]e kİ[®]h İjİjİ?"

dİİ avrZİv İjSİjİ Nmİ Ssİcuİ Lİqm, "kİhz"

Hİe pİj[®]u İjSİjİ pqpİjİ[®] j[®]e qCm dİİ[®]L[®] p[®]Â mCuİ kİC[®]a qC[®]m aİqİjİ Mİsİ[®] İCİ[®]İnİİ İ pCİjİa BİnİfL; İCİ[®]İnİİ[®]L Xİjİ[®]Cuİ İjSİ Lİq[®]me, "İCİ[®]İnİİ, İajİjİ pCİjİa fİC[®]m Bİj dİİ[®]L Bİjİjİ p[®]Â mCuİ kİCz"

dİİ İcelİæ İjSİjİ Lİ[®]RC bİjLa, aİqİjİ Mİsİjİ plqa aİqİjİ h[®]Sİ HLvİ pCfLİİ İRm eİ, HCSeİc İhİd Lİİ İjSİjİ LM[®]eİ j[®]e qu eİC İk, dİİ[®]L[®] p[®]Â mCuİ İN[®]m İCİ[®]İnİİ İ İjİ[®]eİ BfİİŞ qC[®]a fİİ[®]z

IjSİjİ Lbİ öİeİjİ İCİ[®]İnİİ Lİqm, "p Bİj fİİİ h eİjİqİjİSz"

öİeİjİ İjSİjİ Qj L İjİPİjİ İNmz pqpİjİ ayqİjİ jİbİu hSİØİa qCm İLR[®]Z Q[®]f Lİİuİ bİjİLuİ Lİq[®]me, "İCİ[®]İnİİ, aİjİjİ Bİjİ[®]cİ p[®]Â Q[®]mİz"

İCİ[®]İnİİz eİjİqİjİS, h[®]e kİC[®]a fİİİ h eİjİ

IjSİ Lİjİal qCuİ Lİq[®]me, "Bİj h[®]e kİCh eİ; Bİj deSe mCuİ İmİLİm[®]u bİjİLhz"

İCİ[®]İnİİ Lİqm, "Bİj İcn Rİjsuİ kİC[®]a fİİİ h eİjİ"

IjSİ İLR[®]eİ İİmuİ Nİ İİ cİÖNenİp İgİm[®]mez ayqİjİ pİj U¹ Bnİ İjİjİjİZ qCuİ İNmz İeİ[®]İol j[®]dÉ pİj U¹ dİZİİ jİİ[®]ke fİİİhİaİa qCuİ İNmz dİİ Bfİe j[®]e İMmİ Lİİ[®]aİRm-- A[®]eL rZ aİqİjİ İc[®]L Qİjİquİ İİq[®]me AbQ aİqİ[®]L[®] ke İQİ[®]M İcİM[®]a fİC[®]me eİjİ dİİ ayqİjİ Lİf[®]İİ fİİ[®]İ dİİuİ Vİjİeİjİ Lİqm, "İMmİ Lİ[®]İz"

IjSİjİ pİj U¹ q[®]eİ Nİmuİ Anİ[®] qCuİ İQİ[®]Mİ Lİ[®]R Bİpm, A[®]eL L[®]Ø Anİ[®]Sm cİe Lİİ[®]mez jİİ İgİjİcuİ İ Nİ[®]eİu Lİq[®]me, "aİh dİİ İİqmz Bİj HLİC kİCz"

Aİİnø Sİh[®]eİ p[®]cİÖNİjİjİu İb[®]ke İeİ[®]İol j[®]dÉ İhcİcİ[®]mİ[®]L ayqİjİ Qr[®]aİjİLİu Aİ[®]a qCmz

İCİ[®]İnİİ dİİİ İMmİ İjİPİjİ İcuİ aİqİ[®]L İİmm, "Bu Bİjİjİ p[®]Â Buz"

İİmuİ aİqİjİ qİa dİİuİ Vİjİemz dİİ İeİ[®]İel İ[®]İ İİmuİ Eİİm, "eİz"

I;Si pQILa qCu; dñl İc®L İgİl u; Qilq®mez dñ R#Vu; Bİpu; I;Si®L Ss;Cu; dİl u;
a;S;ai;S ayq;I c€ qyV# j®dÉ j#M m#L;Cu;Z I;Si dñ®L ®L;®m a#mu; mCu; a;q;®L h®LI
j®dÉ Q;İfu; I;İM®mez İhn;im q©u İhcfZİ qC®a Q;İq®aİRm, r# dñ®L h®LI L;®R Q;İfu;
q©u®L cje Lİl®mez dñ®L ®pC AhØb;u ®L;®m I;İMu; İaİe cØN L®r fcQ;İZ Lİl®a
m;İN®mez dñ Ly®d j;bi I;İMu; Aaf;ç'İØbl qCu; fİsu; İİqmz

Ah®n®o k;æ;I pju qCmz dñ I;Si®L ®L;®m Oj;Cu; fİsu;®Rz Oj;ç' dñ®L dİ®L dİ®L
®Lc;®İn®İl q®U'pj fİZ Lİl u; I;Si k;æ;I Lİl®mez

pçlæwn fll®µRc

fñhãl ìcu; peépjç¹ mCu; eræj;ZLÉ I;Sdjet®a fñhn Lll®me, ilL'v Abñ J -iVLaL AeøI mCu; fll®Qj à;il;li j®M N;lh¾çj;ZLÉ k;æ; Lll®mez eN®II ®m;L hylñ h;S;Cu; Y;l®Y;®ml në Lllui ymælle J n'Mdæel plqa erælj;u®L Bqæ Lllmz N;lh¾çj;ZLÉ ®k fb ìcu; Anã®I;q®Z k;C®aIR®me ®p f®b ®LqC ayq;®L pj;icl Ll; BhnfL ìh®hQe; Lllm e;ç c®f f;®hã L#VIh;ipef IjZel; ayq;®L öe;Cu; öe;Cu; N;ilm ìc®a m;ilNm, røju J r;ida pçl®el æ¾®e a;q;®cl ÌSqã n;ìZa qCu;®Rz flnã -l;al c;hi ®r;l p;ju ®k hÜ; I;Sà;®I ÌNui Bq;il f;Cu;ilRm Hhw I;S; üuw k;iq;®L p;çl®e; ìcu;ilR®me ®p a;q;il nEzNqÜ¹ a;®mu; I;S;®L A;li n;f ìc®a m;ilNmz ®R®ml; Seefl L;R qC®a Ìnr; f;Cu; ìhãf Lllui QæVl;il Lll®a Lll®a I;S;il ÌfRe ÌfRe Qimz

cìr®Z h;çj ®L;®e; ìc®L cløf;ia e; Lllui pçj®M Q;ilqu; I;S; d®l d®l Qim®a m;ilN®mez HLSe S;çj;u; ®ræ qC®a B;ip®aIRm, ®p I;S;®L ®c;imui; i Ìš²i ®l fZ;j Lllmz I;S;il q®cu BãñqCu; ®Nmz ìale a;q;il ìeL®V ®øeq-BL®m L® ìhc;u f;ilb®e; Lll®mez ®Lhm HC HLIV S;çj;u; ayq;il p;çju p;çle f;S;®cl qCu; ayq;il I;S®aã Ahp;®e ayq;®L i Ìš²i ®l ç;m;eq®®u ìhc;u ìcmz I;S;il fll®Q;®a ®R®ml f;im QæVl;il Lll®a®R ®c;imui; ®p j;q; æ¾® qCu; a;q;ilcN®L a;ç; Lllui ®Nmz I;S; a;q;®L ìe®od Lll®mez

Ah®n®o f®bl ®k Aw®n ®Lc;®In®l L#VI ÌRm, I;S; ®pCM;®e B;ipu; Eflløba qC®mez aMe HLh;il cìr®Z Ìg;llui; Q;ilq®mez HMe n®eal f;faxL;imz L;u;ni; L;ilVui; p;K®In®e p®h ®cM; ìcu;®Rz L#V®II ìc®L Q;ilqu; I;S;il Na hvp®II Bojt j;çpl HL f;faxL;im j®e f;ismz aMe Oeçj0, Oehol;ç ìaafuj;il rEz Q®æã e;çju h;ilmL; q;ilp A®Qa®e nk®el f;çl;¹ Ìj m;ç;u; öCu; B®Rz rã a;ç; ÌLR® e; h;T®a f;illui; LM®e; h; ìc;icl A' ®ml f;çl;¹ j®M f;ilui; ìc;icl j®M ìc®L Q;ilqu; B®R, LM®e; h; a;q;il ®Nim ®Nim ®R;®V; ®R;®V; ç;ç;V; ç;ç;V; q;ia ìcu; B®U¹ B®U¹ ìc;icl j®M Q;f;ç;C®a®Rz B;ISL;il HC ANq;uZ j;çpl Ìn;ilpš² öi f;faxL;im ®pC Bo;çtl ç;ç;ç;ç;®e f;il;®al j®d®e f;il;®æ ÌRmz I;S;il ÌL j®e f;ism ®k, ®k Acb BS ayq;®L I;S;eaf;N® J Afj;ileã Lllui; Nq qC®a ìhc;u Lllui; ìc®a®R, ®pC Acb HC rã L#VI à;çl®l ®pC Bo;çtl AãL;il f;faxL;im ayq;il Seef A®Fr; Lllui; h;ipu; ÌRm! HCM;®eC a;q;il plqa ®pC f;ilj p;ç;ç;ç; I;S; Aeçj eú qCu; HC L#V®II pçj®M ÌLR®Z Ìøbl qCu; Ìlq®mez ayq;il AeøINZ R;ç; aMe f®b BI ®Lq ®m;L ÌRm e;ç S;çj;u;il ìeLV a;ç; M;ç;u; ®R®m-®m; f;im;ç;u;®R, ÌL;¹ S;çj;u; c;ç hal® qC®aC B;h;il a;q;il; B;ipu; Eflløba qCm, a;q;®cl QæVl;çl®l Qae;m;ç; Lllui; Ìenãp ®g;imui; I;S; B;h;il d®l d®l Qim®a m;ilN®mez

pq;ç; h;imL;ic®NI QæVl;çl®l j®d®e HLIV p;çj ø f;il;Iq;a L~ ayq;il L;®e B;ipu; fñhn Lllmz

©iMme, RjVj dñ aqil RjVj RjVj fi gimu; c€ qia amu; qilpa qilpa ayqil
LjR RjVj; BjpRaRz Lc:lnl eae l;SjL Bñi jN pCj je fcnle LllRa INu;R, LjVj
Lhm dñ Hhw HL hU; filQjil Lj IRmz NjiljzjilZLÉ Ujsi; bjjCu; Ujsi; qC@a ejju;
fismez dñ RjVj; iMmMmúLil u; qilpu; H@Lhij ayqil Ef@ TyfjCu; fism; dñ ayqil
Ljfs dñ u; Vjleu; ayqil qjV# j@dÉ jM -jSu; aqil fbj Be@L Eprjip Ahpje qC@m
fl, Nñel qCu; l;SjL himm, ""Bij VLVLÚQ'hz"

l;Sj aqil@ Ujsi;u QsjCu; lcmeZ Ujsi; Efl Qisu; p l;Sj; Nm; SsjCu; dñ m, Hhw
aqil @Ljm L@fjmMjle l;Sj; l@fj;ml Ef@ lelhø Lll u; lqmq dñ aqil rã hñU@a
l;Sj; j@dÉ Lf HLvj; filhañe Aea h Lll@a mijNmz Ni fl Oj i jPjChil SeÉ mjL @kj
ejel@ U@; L@, dñ @ajle ayqil Vjleu; ayqil SsjCu; ayqil Q@j; MjCu; Lj@e;@j
ayqil fhñ jh lgl;Cu; Blehij A@eL U@; Lllmz Ah@ ALaLjklñ qCu; j@MI j@dÉ NjV;
c@uL Bpm fil u; lcu; hñpu; lqmq l;Sj; dñ l j@el i jh hñT@a fjil u; aqil hñ hñ Q@e
LllmeZ

Ah@no Ljqme, ""dñ, Bij a@h kjCz"

dñ l;Sj; j@MI lc@ Qjiqu; Ljqm, ""Bij kjhz"

l;Sj; Ljqme, ""a@j @Lj;ju kj@, a@j @ajil LjLj; LjR bjLjz"

dñ Ljqm, ""ej, Bij kjhz"

Hje pju LjVl qC@a hU; filQjil Lj ihsñhsúLil u; hñL@a hñL@a Efl@ba qCm; p@hñ
dñ qia dñ u; Vjleu; Ljqm, ""Qmñ"

dñ Ajle pi @u ph@m c€ qj@a l;SjL SsjCu; l;Sj; h@LI j@dÉ jM m@LjCu; lqmq l;Sj;
Ljal qCu; i jh@me, h@r l ñl; Vjleu; IRjsu; @gm; kju ah@H c@V qj@a l hãe il @Rsj kju!
lLz° aj J IRjs@a qCmz B@U' B@U' dñ l c€ qia M@mu; hm fhñL dñL filQjil Lj; qj@a
lcmeZ dñ fjZFZ Ljlcu; EilWm; qia amu; Ljqm, ""hñj; Bij kjhz" l;Sj; BI ifR@e e;
Qjiqu; @a Ujsi;u Qisu; Ujsi; RjVjCu; lcmeZ kacñ kje dñ l BLm @23@e öle@a fjC@me,
dñ @Lhm aqil c€ qia amu; him@a mijNm, ""hñj; Bij kjhz" Ah@no l;Sj; fhñ;1 Qr@
l;cu; Sm fñs@a mijNmz lale BI fb0jV ilLR@ ©iM@a fjC@me eiz hñ@fSj@m p@kñmjL Hhw
pj U' SNv @ke Bpræ qCu; @nmz Ujsi; @k lc@ Cprj RjV@a mijNmz

f@l j@dÉ HL SjuNju HLcm @jNm-peÉ Bjp u; l;SjL mrÉ Lll u; qilpa mijNm,
Hje-ñL, ayqil Ae@l@cl plqa ilLi' v L@Wj; ihâf Bñ Lllmz l;Sj; HLSe pi jpc
Anj@;qZ kjC@aR@me, lale HC chÉ ©iMu; l;Sj; leL@V RjVj; Bjpmez Ljqme,
""jqil;S, H Afjje @aj BI pqÉ qu eiz jqil;S l HC cfe @hñ ©iMu; Cqil; Hl@ pjqpÉ
qCu;Rz HC mEe alhñl, HC mEe Eo-f@z jqil;S ilLi' v A@fri Ljle, Bij Bjil mjL
mCu; Bjp u; HC hhñ lcN@L HLhñ l ñr; lcCz"

l;Sj; Ljqme, ""ej euel;u, Bjil alhñl-Eo-f@ f@u;Se e;Cz Cqil; Bjil Lf Lll@h?
Bij Hme Cq; A@fri A@eL -l;al Afjje pqÉ Lll@a fjilz j@2 alhñl amu; Bij H

fíbhél ®m;®LI ìeLV qC®a BI pCj je Bcju Lìl®a Q;ìq eiz fíbhél phíp;id;ìZ ®kì® ppj®u cxpj®u j je-Afj je pMlcxM pqé Lìl u; b;®L, Bìj J SNcfn®l l j®M Q;ìqu; ®pCì® pqé Lìlhz hàþ; ìhfr qC®a®R, Bìnt®al; L'a0AqC®a®R, fV®al; c®hìe®a qCu; EìW®a®R, HL L;®m qu®a; Cq; B;ìl Apqé qCa, ÌLz°HMe Cq; pqé Lìl u;C Bìj qe®ul j®dè Be¾ m;ì Lìl®aìRz ìkìe B;ìl hà®ayq;®L Bìj Sìleu;ìRz k;J euel;ju, aþ; ìgìl u; k;J, eræ®L pj;ìl f®hìL Bqìe Lìl u; B®e;ì, B;ìl®L ®k;je pCj je Lìl®a eræ®LJ ®aj;ìe pCj je Lìl®u;ìz ®aj;ì; pL®m ìj;ìmu; phìc;ì eræ®L p®f®b Hhw fS;ìl Lm;®Z Ìr;ì L®ì;ì, ®aj;ì®cì L;®R B;ìl ìhc;ìuL;®mìl HC fìbìe;ìz cìM®u;ì, ì®j;ì LM®e;ì ®ke B;ìl Lb;ìl E®òM Lìl u;ì h;ì B;ìl pìqa a®me;ì Lìl u;ì a;ìq;ì ìam;ìj;æ ìe¾;ì Lìl®u;ì eiz a®h Bìj ìhc;ìu qCz"

hìmu;ì I;S;ì ayq;ìl p;ì;ìp®cìl pìqa ®L;ìm;ìL®m Lìl u;ì AN®l qC®me, p;ì;ìpc ayq;®L fV;ìj Lìl u;ì An;ìSm j®Ru;ì Qìmu;ì ®N®mez

kMe ®N;ìj afaì®lì E;ìQ f;ìS;ì L;®R ìNu;ì ®f;ìR®me aMe ìhòhe W;ìLþ AìZé qC®a hìqìl qCu;ì ayq;ìl pCj®M Bìpu;ì A"ìm a®mu;ì Lìq®me, ""Su qELz"

I;S;ì AnAqC®a e;ìj;ìu;ì ayq;®L fV;ìj Lìl®mez

ìhòhe Lìq®me, ""Bìj ®aj;ì;ì L;®R ìhc;ìu mC®a Bìpu;ìRz"

I;S;ì Lìq®me, ""W;ìLþ, aþ;ì er®eìl L;®R b;ìlLu;ì a;ìq;®L pvfìl;ìj nìc;ìjz I;ìS;ìl ìqap;ìde L®ì;ìz"

ìhòhe Lìq®me, ""eiz aþ;ì ®kM;®e I;S;ì eJ ®pM;®e Bìj ALjìVéZ HM;®e b;ìlLu;ì Bìj BI ®L;®e;ì L;ìS Lìl®a f;ìlìh e;ìz"

I;S;ì Lìq®me, ""a®h ®L;ìb;ìu k;ìC®h, W;ìLþ? B;ìl®L a®h cu;ì L®ì;ì, ®aj;ì®L f;ìC®m Bìj c®hìm qe®u hm f;ìCz"

ìhòhe Lìq®me, ""®L;ìb;ìu B;ìl L;ìS B®R Bìj a;ìq;ìC Aepå;ìe Lìl®a Qìmm;ìjz Bìj L;®R b;ìl BI c®M b;ìl® ®aj;ì;ìl fìa B;ìl® ®f;ì LM®e;ì ìhìpRæ qC®h e;ì Sìle®u;ìz ÌLz°®aj;ì;ìl pìqa h®e ìNu;ì Bìj Lè Lìl®h?"

I;S;ì j;ìt;ìü®l Lìq®me, ""a®h Bìj ìhc;ìu qCz" hìmu;ì ìaafuh;ìl fV;ìj Lìl®mez ìhòhe HL ìc®L Qìmu;ì ®N®me, I;S;ì Aef ìc®L Qìmu;ì ®N®mez

Aøjæwn fīl R̥c

eræljū Ræj jīZLÉ ej dīZ Līlū; j qīpjī R̥i R̥q IjSfc NāZ Līlūmez IjS R̥Lj R̥o Abñ
AīdL IRm eiz fS̥i R̥cī kb;phū qīZ Līlū; fīlanā Abñ lcu; R̥j Nm-pef̥cī lhcū Līl R̥a
qCmz R̥o; l aī c̥hī R̥ J cīl āē mCu; Ræj jīZLÉ IjSaāLīl R̥a mīlNūmez QaācīL qC R̥a Aī nīf
J æ̥cē hīōlā qC R̥a mīlNmz

R̥k Bp R̥e R̥nīh R̥j jīZLÉ hīp R̥ae, R̥k nkējū R̥nīh R̥j jīZLÉ nue Līl R̥ae, R̥k-pLm R̥mīL
R̥nīh R̥j jīZ R̥LÉ I fū pqQī IRm, aīqī; R̥ke Ijæice efl R̥h Ræj jīZLÉ R̥ i vīpe; Līl R̥a mīlNmz
Ræj jīZ R̥LÉ æ̥R̥j aīqī Apqē R̥hīd qC R̥a mīlNmz lāle R̥q; Mī pCj R̥ qC R̥a R̥nīh R̥j jīZ R̥LÉ
pj Ū' Iōq' j R̥ R̥a Bīñ Līl R̥mez R̥nīh R̥j jīZ R̥LÉ hēhqīkñ pj NĒ eō Līlū; R̥gīm R̥me Hhw
ayqīl I fū AeōlīcN R̥ cī Līlū; l c̥mez R̥nīh R̥j jīZ R̥LÉ ej Nā lāle Bī pqē Līl R̥a
fīl R̥ae eiz R̥nīh R̥j jīZ R̥LÉ R̥Lj R̥e; E R̥ōM qC R̥mC ayqīl j R̥e qCa pL R̥m ayqī R̥L m rē Līlū; C
HC E R̥ōM Līl R̥a R̥z phīc; j R̥e qCa pL R̥m ayqī R̥L IjS; hīmū; k R̥bō pCj je Līl R̥a R̥ R̥ ej;
HCSeē pqpj ALjī R̥Z rīfī qCu; EīW R̥ae, pī jpcīlīcN R̥L nñhē Ū' bīl R̥a qCaz

lāle IjSLj kñ lLR R̥ h T R̥ae ej; lLz' R̥lq fī j nñ l c̥ R̥a Bīp R̥m lāle QīVūj EīWū;
hīm R̥ae, "Bīj Bī HC R̥v h T R̥e! a R̥j lL Bī jī R̥L lē R̥hīd fī Cu; R̥!"

ayqīl j R̥e qCa, pL R̥m ayqī R̥L l p w q p R̥e AeīdL jē IjSē f q i L ' je Līlū; j R̥e j R̥e
aīj R̥mē Līl R̥a R̥z HCSeē p R̥ S̥i R̥ AaēīdL IjS; qCu; EīW R̥me; k R̥bū R̥; QīZ Līlū; phīe ayqīl
HLjīd faē fDīl Līl R̥a mīlNūmez lāle R̥k Ijīm R̥m Ijīm R̥a fī R̥e, jīl R̥m jīl R̥a fī R̥e, Cqī
l h R̥nōl R̥ fī jīZ Līl hīl Seē kīqī R̥L IjM; EīQa e R̥q aīqī R̥L Ijīm R̥me-- kīqī R̥L jīl; EīQa
e R̥q aīqī R̥L jīl R̥mez fS̥i l; Aæjī R̥h jīl R̥a R̥, lLz' ayqīl l cēl jōe pj jī R̥i qīl R̥no eīc--
Aqīq eāē Nfa hīcē R̥i jīS; Cīa f R̥hīl Bī - R̥Lj R̥e; IjS; l p w q p R̥e Qīsu; hīpu; IjS R̥aā R̥ FMj
pj Ū' Vj R̥s; Cu; lcu; Hje Af R̥hīeāē L R̥ ejc

fS̥i l; Qīl l c̥ R̥ Ap R̥jō fīl jīn Līl R̥a mīlNm-- Ræj jīZLÉ aīqī R̥a Aaēj' Sīmu;
EīW R̥me; lāle j R̥e Līl R̥me, H R̥ Lhm IjS; l fīlā ApCj je-fīc n lēz lāle Ap R̥jō l lā-Z
LjīZ S R̥j Cu; lcu; h m f R̥hīl fīse f R̥hīl i u R̥c Mī Cu; pL R̥m l j R̥m hā Līlū; l c̥mez; pj Ū' IjSē
lēlāa lēn R̥bī j R̥a; efl h qCu; R̥Nmz R̥pC nīz' eræljū Ræj jīZLÉ qCu; R̥k pqpj Hī R̥ BQīZ
Līl R̥e Cqī R̥a BōQ kñ l hōu lLR R̥ ejc; A R̥e L pj R̥u c̥hī m q R̥e ul; fī R̥ā fī C R̥m HCī R̥ fD R̥m
J k R̥bū R̥; Qīl f qCu; E R̥w

Iōfīal LjS R̥no qCu; R̥Nmz R̥no fkl R̥c fīlā l q w pī-fīhīš ayqīl q R̥e pj je SīNā IRm

a;qi e^{qz} æ^{2j} flaiqwp;I i ;h 0^{40u}; iNu; ^q LⁱS qia İcu;Re ^pC LⁱSV; pçfæ Lİl u; ^am; ayq;I HLj;æ h^ā qCu; EİWu;İRmz e;e; ^RLn^m h;dj;hfiš pj Ù' Aİæ^{2j} Lİl u; İcel;İæ HLv; E^Ynép;d^e İeks² b;İL u; İale HLfL;I j;çL p^M Aei h Lİl ^aİR^mez Ahⁿo ^pC E^Ynt^e İpÜ qCu; ^Nmz fİbh^a BI ^Li;b;J p^M e;çz

İ0fİa ayq;I j İ^ç İNu; ^ciM^e ^pM^e SefİZE e;çz kİçJ İ0fİa İhmrZ Sİle^{ae} ^q, Sulpwq e;çz, abİf j İ^ç f^hn Lİl u; ^{ke} İaafu h;I ešæ Lİl u; Sİle^{me} ^q, Sulpwq e;çz HL-HLh;I j^e qC^a m;İNm ^{ke} B^R, a;I f^q ØjIZ qC^a m;İNm ^q e;çz pqp; h;u^a Lf;V M^mu; ^Nm, İale QjİL u; İgİl u; Qİlqu; ^ciM^e, Sulpwq Bİpm e;çz Sulpwq ^q 0^q b;İLa j^e qC^m ^p 0^q Sulpwq b;İL^aJ f;İ -- İLç^o A^eL rZ ^p 0^q f^hn Lİl^a f;İl^e e;çz, j^e i u qC^a m;İNm f;İR İNu; ^cMe Sulpwq ^pM^e e;çz

Ahⁿo kMe ^Ni;dşmİ Dov Aål;İ^q h^el R;u; N;İtal R;u; İj m;Cu; ^Nm aMe İ0fİa d^f d^f Sulpw^ql N^q f^hn Lİl^e-- n^eİ İhSe N^q p;İldi h^el j^a İeÜİz 0^q İ j^d HL f;çn HLİV L;İ^q İp^çL Hhw İp^çLİ f;çn^İ Sulpw^ql HL^S;s; Msj dşmj İme qCu; fİsu; B^Rz İİ İš^a Sulpw^ql üq^U B;L; L;İm;İş^a 0^q İ f;çn^İ HLİV d;İa^fçf d;İa^ç B;İ^q İ Efl çys;Cu; B^R, Na hvpl qC^a ^p fçfç ^qL S^mİu e;çz-- j;Lsp;I S;İ^m ^p B;İRæ qCu; İNu;Rz İeLVh^aİ^e ^cu; ^m fçfçİnM;İl L;İ^m ç;N fİsu; B^Rz N^q f;çn^İš² L^uLİV ah^e R;ç; BI İLRç e;çz İ0fİa Nİ İl çİŃenİp ^gİm^eez ^p İenİp n^eİ N^q dİea qCu; EİWmz æ^{2j} Aål;İ^q BI İLRç ^cM; k;u e;çz HLv; İVLİVL j;İ^T j;İ^T ^qLhm İVLİVL n^e Lİl^a m;İNmz j^š à;I İcu; 0^q İ j^d n^eal h;u^a f^hn Lİl^a m;İNmz İ0fİa İp^çLİ E^f hİpu; L;İf^a m;İN^eez

HÇİ^f HL j;İp HC İhSe j İ^ç L;İv;C^e, İLç^o H;e Lİl u; BI İce L;İ^v e;çz ^fİ;İl;İqae R;İs^a qCmz İ;S;İp;İu ^Nm^ez İ;S;İn;İpeL;İ^qİ^qİ^q Lİl^emez ^ciM^e, AİhQ;I Evfİse J İhn^aMm; Ræj;İZLÉ e;çz dİl u; İ;Saİ Lİl^aRz İale İ;S^e n^aMm;İ-Øb;İf^el ^Qø; Lİl^emez Râj;İZLÉ^q f;İj nİİc^a ^Nm^ez

Ræj;İZLÉ QİVu; EİWu; İİm^e, "W;Lç, İ;S;İn;İpeL;İ^qİ^q a;İj Lf S;İe;çz? H-ph İhou a;İj İLR^ah;İT e;çz"

İ0fİa İ;S;İl f;İa;İf ^ciM^u; Ah;L qCu; ^Nm^ez ^ciM^e, ^p eræ;İu BI e;çz İ0fİal pİqa İ;S;İl æ;ç;İNa İMİVİj İV h;İd^a m;İNmz Ræj;İZLÉ j^e Lİl^e ^q, İ0fİa ^qLhmC İ;İh^aR ^q İ0fİaC ayq;İL İ;S;İ Lİl u; İcu;Rz HCSeİ İ0fİa^q ^ciM^m ayq;I Apq^e ^qİd qCa;çz

Ahⁿo HL İce ØfØ İİm^e, "W;Lç, a;İj ^aaj;İl j İ^ç İL;S L^qİ^qNz İ;S;İp;İu ^aaj;İl ^Lİe;çz f;İu;Se e;çz"

İ0fİa Ræj;İZLÉİ fİa Sİnç¹ a^hçİç⁰ İe^r f Lİl^emez Ræj;İZLÉ Dov Afİai qCu; j ^Mİgl;İcu; Qİmu; ^Nm^ez

FeQaÄlwn fll®Rc

erælj u®kice eNI fñhn L®e ®Lc;®nÄ® pCiceC ayqil pïqa pïrjv Lll®a kju, ÌLz°
hý®Qø;®aJ® p ayqil eS® fïsm eiz peFl; J fqlFl; a;qi®L® Wïmu;Wïmu; a;si Ìcu; e;si
Ìcu; Ìhhæ Lllui; aïmmz Ah®n®® p fïZ mCu; fm;Cu; k;uz® N;ìh¾; j;Z®LÉl Bj®m®
I;S®i;®N fll fll aÇ qCu; fll p;®c hïp Lll a, khl;S erælj®ul pïqa a;qi Ìh®no fZuJ
ÌRmz ÌLR®L;im fll p;®cQfa qCu; a;qi Sfhed;IZ Ll; cju qCu; EïWu;®R; kMe® p I;S;I Rjuju
ÌRm aMe pL®m a;qi®L pi® u pCj;e Lll a, ÌLz°HMe a;qi®L® LqC BI NïqÉ L® e;iz fS®hñ
I;Spi ju L;qi;J ÌLR®fE;Se qC®m a;qi®L qi®a-f;®u Bïpu; dlla, HMe fb Ìcu; Qïmh;I
pju® Lq a;qi; p®A c®V; Lbi Lïqh;I Ahpl fju e;iz Cq;I Ef® Bh;I AæLøJ qCu;®Rz
Hje Ahøb;ju fll p;®c fehñl fñhn Lll®a fll®m a;qi Ìh®no pñd; quz® p HLice
Ahpl;ja ÌLR®® V pWñq Lllui; fll;ñÉ I;S-cl;h;® Ræj;Z®LÉl pïqa cM; Lll®a® Nmz fll j
fll®a;io fll;ñ-pûrbk atyala® f;io-j;e; Ìhefa qipÉ qilp®a qilp®a I;S;I pCj;®M Bïpu;
cys;Cmz

I;S;I a;qi®L cïMu;C Sïmu; EïW®mez hïm®me, ""qilp ÌL®pl SeÉ! aþj ÌL Bj;I p®A Wï;I
f;Cu;R! aþj Hll IqÉ Lll®a Bïpu;R!"

Ajle® Q;f;c;I S;j;c;I hll¾;S jzÉ Aj;af pL®mC qyL;I Ìcu; EïWmz avrZ;v
®Lc;®nÄ® ÌhLina c;fwiš;²l EfI khleL;fae qCmz

Ræj;Z®LÉ Lïq®me, ""a;ji;I LÉ hïmh;I B®R nEËhïmu; Qïmu; k;Jz"

®Lc;®nÄ® ÌLÉ hïmh;I ÌRm j®e fïsm e;iz A®eL L®® p j®e j®e® k hš²a;V L®Nïsu;
aïmu;ÌRm a;qi® f®Vl j®dÉC Qd;ji;I qCu;®Nmz

Ah®n®® I;S;I kMe hïm®me ""a;ji;I kic ÌLR® hïmh;I e; b;®L® a; Qïmu; k;J", aMe
®Lc;®nÄ® QVfV HLV; k; qu ÌLR®hm; BhnÉL Ìh®n®e; Lllmz® Q;®M j®M L~ü® pqp; fD®
fll;j;®Z Ll;Z Ip p' ;I Lllui; hïmm, ""j;qi;S, dñ®L ÌL i;®mu; ÌNu;®Re?"

Ræj;Z®LÉ Aaf;¹ B~e qCu; EïW®mez j®M®Lc;®nÄ® ÌLR® h®T®a e; fll;ui; Lïqm, ""p
®k j;qi;®S! SeÉ L;L; L;L; Lllui; L;Ïcu; p;I; qC®a®Rz"

Ræj;Z®LÉ Lïq®me, ""a;ji;I Bøfdñ® a; Lj eu cïM®aïRz® a;ji;I i;jaøfæ Bj;®L
L;L; h®m? aþj a;qi®L HC Ìnr; Ìcu;R!"

®Lc;®nÄ® Aaf;¹ L;jal i;®n® S;sq®U' Lïqm, ""j;qi;S--"

Ræj;Z®LÉ Lïq®me, ""L BR®q-- Cq;®L BI® pC® R®mV;®L I;SÉ qC®a c;® Lllui; c;J

aj"

pqp; úal Efl Ha-mi flfl qja Bipu; flsm k, LcIna afl j a; Hlh
hjq IRVL;Cu; flsmz qja qc a aqil Xim L;su; mCu; flfl; aq; i jN Llu; mCmz
dL mCu; LcIna lcf; flaf;N Llmz

Qaäilwn fīl R̥c

IOfīa Bhjī jīŋ̥ Iḡīluj N̥mez İNu; cīm̥me, R̥L̥e; R̥fj f̥ŷN̥ q̥eu h̥øæjlc mCu; ayqīl Seŋ̥ ḀFr; Līluj e;Cz f;ō;Zjŋ̥ cys;Cu; B̥R̥, a;qīl j̥d̥ R̥L̥b;J q̥eul̥ m̥nj;æ e;Cz İale İNu; N̥jafat̥ I̥ n̥a p̥i;f̥e;el Efl̥ h̥p̥mez p̥i;f̥e;el h̥j f̥i;ñ̥ Sul̥pw̥qīl üq̥U' Q̥jīfa R̥ngj̥mL; N̥iR̥ Apw̥M̥ g̥m̥ g̥V̥u;R̥z HC g̥m̥-İm̥ cīm̥u; Sul̥pw̥qīl p̥z̥l j̥M̥, plm̥ q̥eu, plm̥ S̥the H̥hw Aaf̥z' p̥qS̥ İh̥öÜ Eæa i;h̥ ayqīl Øf̥ø j̥e f̥is̥a m̥j̥İNmz İpw̥qīl eŋ̥ju phm̥ aS̥üf̥ H̥hw q̥İZİN̥öl j̥a; p̥L̥j;īl Sul̥pw̥q 10f̥īal q̥eul̥ p̥çf̥ŷN̥ Bīhl̥İ ŋ̥ q̥Cm, ayqīl p̥j̥Ü' q̥eu AīdL;īl Līluj m̥Cmz Cīaf̥ŋ̥ İale B̥f̥e;̥L Sul̥pw̥qīl Q̥u ḀeL h̥s; ' je Līl̥ae, H̥Me Sul̥pw̥q̥L ayqīl İe̥SI̥ Q̥u ḀeL h̥s; j̥e q̥C̥a m̥j̥İNmz ayqīl f̥īa Sul̥pw̥qīl p̥c̥ plm̥ i̥š² Øj İZ Līluj Sul̥pw̥qīl f̥īa ayqīl Aaf̥z' i̥š² Ecu q̥Cm, H̥hw İe̥SI̥ f̥īa ayqīl Aī š² S̥j̥mz Sul̥pw̥q̥L R̥k-pLm̥ Aef̥ju İal̥ū;īl Līluj̥Re a;q; Øj İZ Līluj ayqīl q̥eu İhc̥Z̥N̥ q̥Cmz İale j̥e j̥e Līq̥me, ""Sul̥pw̥qīl f̥īa i;vīpe;īl Bīj AīdL;īl eCz Sul̥pw̥qīl p̥īqa kīc HL j̥q̥ŋ̥ Seŋ̥ HLİVh;īl c̥m; qu, ḁh̥ Bīj B̥j;īl q̥feañ̥üf̥L;īl Līluj a;qīl İeLV̥ HLh;īl j;S̥l̥e; f̥īb̥l̥e; Līluj m̥Cz' Sul̥pw̥q k̥Me k;q; k;q; h̥İmu;̥R̥ Līluj̥R̥ p̥j̥Ü' ayqīl j̥e f̥is̥a m̥j̥İNmz Sul̥pw̥qīl p̥j̥Ü' S̥the p̥w̥qa i;ñ̥ ayqīl j̥d̥ İhl;S̥ Līl̥a m̥j̥İNmz İale HCİ̥ HLİV̥ j̥qv̥ Q̥İl̥æ l̥ j̥d̥ Bāİh̥Øj̥'a q̥Cu; p̥j̥Ü' İh̥h;ç İh̥ao i;ñ̥mu; N̥mez Q̥j̥İl İc̥L̥I -l;ī;īl p̥wp;īl m̥O̥q̥Cu; İNu; ayqīl̥ f̥ise Līl̥a İh̥la q̥Cmz R̥ er̥æj;īZL̥f̥L̥ İaleC̥ l;S; Līluj İcu;̥Re p̥ R̥ l;S; q̥Cu; BS̥ ayqīl̥C̥ Af̥j;e Līluj̥R̥ Cq; Øj İZ Līluj ayqīl İLR̥j;æ Q̥i;ō S̥j̥m̥ e;Z̥ HC j;e-Af̥j;e p̥j̥ÜC̥ p̥j;eŋ̥ j̥e Līluj ayqīl Dov̥ q̥j̥p̥ Bīpmz R̥L̥hm̥ ayqīl C̥p̥R; Līl̥a m̥j̥İNm̥ Sul̥pw̥q k;q;̥a kb;İl̥ p̥z̥b̥ qu H̥je HL̥V; İLR̥ L;S̥ L̥ez̥ Ab̥Q̥ Qḁİç̥İL̥ L;S̥ İLR̥ cīm̥a f;ç̥me e;-- Qḁİç̥İL̥ n̥eŋ̥ q;q;L;īl Līl̥ḁR̥z̥ HC İh̥Se j;īç̥l̥ ayqīl̥ R̥ke Q̥j̥İfuj̥ d̥İl̥m̥, ayqīl R̥ke İen̥p̥ Q̥j̥d̥ Līl̥mz̥ HL̥V; İLR̥ h̥qv̥ L;S̥ Līluj İale q̥eu̥nce; n;ç' Līluj İj̥İM̥e, İL̥z̥ HC-pLm̥ İeÜ' İel;ç̥j̥ İel;ı;ju j;īç̥l̥ İc̥L̥ Q̥j̥İqu; İf' İh̥Ü f;İM̥I̥ j̥a; ayqīl q̥eu Ad̥İl̥ q̥Cu; EİW̥mz İale EİW̥u; h̥e; l̥ j̥d̥ Ad̥İl̥ i;ñ̥ f̥c̥Q̥;Z̥ Līl̥a m̥j̥İN̥mez j;īç̥l̥ İi̥ aL;īl Amp̥ ḀQ̥ae AL̥j̥İZ̥ S̥s̥f̥īaj;ī-İml̥ f̥īa ayqīl Aīanu̥ OZ̥īl Ecu q̥Cmz q̥eu k̥Me R̥N̥ E̥am̥ q̥Cu; EİW̥u;̥R̥ aMe LaL̥-İm̥ İel;ç̥j̥ Øb̥ŋ̥ f;ō;Z̥-j;ŋ̥ İel;ç̥j̥ p̥q̥Q̥I̥ q̥Cu; İQ̥İce Aīah;īq̥a L;ī ayqīl İeL̥V̥ Aaf̥z'̥qu̥ h̥İmu;̥ R̥j̥d̥ q̥Cmz k̥Me l;ç̥e İaaf̥u̥ f̥q̥l̥ q̥Cm, 10f̥īa QL̥j̥İL̥ W̥L̥u; HLİV̥ f̥ç̥f̥ S̥j̥m;ç̥mez̥ ç̥f̥q̥U' Qḁeñ̥ R̥chaj;ī j;īç̥l̥ j̥d̥ f̥ñ̥ Līl̥mez̥ İNu;

©iM©me, Qacñh ©chaj pjje i j©hC cys©Cu; B©R; Na hvpl Boj©tl Ljmlj©e rEZ
cf©m©L i ©š2l j©ac©ql p©j©M Iš2fh©ql j©d© kje h©Üqfe q©uqf©el j©a; cys©Cu;
iRm, BSJ ©aj©e cys©Cu; B©Rz

IOfla QavLjil Liliuj h©mu; Eñ©me, "ijb©; Lbj! pjÜ1 ij b©; qj hvq Sulpwq, ©aj jil
Ajšm© q©©ul Iš2 Ljqi©L ic©m! HMj©e ©Lj©e; ©chaj e;C, ©Lj©e; ©chaj e;Cz İfn;Q IOfla
©p Iš2 fje Liliuj©Rz"

h©mu; Ljm©l flaj; IOfla Bpe qC©a Vjleuj a©mu; mC©mez jİ©©l àj© cys©Cu; ph©m
cyl İe©rf Lili©mez Aålj©l fjo;Z©pi©fj©el Efl İcu; fjo;Zflaj; n© Liliuj Nsj©a
Nsj©a ©Nj a©l S©ml j©d© f©su; ©Nmz A' jelijrpf fjo;Z-BLİa dijZ Liliuj Haİce
Iš2fje Lili©aİRm, ©p BS ©Nj a©N©i İ pqp©fjo;Zl j©d© Ach© qCm, İLz°jje©nl LİWe
q©u;pe İLR©aC flia©;N LİIm ej IOfla cf© İeh©Cu; İcu; f©b hijql qCu; fİs©me, ©pC
İj©eC İjSdjef Rjİsu; Qİmu; ©N©mez

HLQaÄllwn fil®Rc

®eju;Mijlml ÌeSij a f®l ÌhÙhe WjL¶ ÌLRÏce qC®a hip LÌl®a®Rez ®pMj®e i uwLI j s®LI fÏc¶ Ìh qCu;®Rz

g;ON®e j i®pl ®no;®nio HLÏce pjÙ' Ìce ®j0 LÌl u; b;®L, j i®T j i®T A0f A0f hÏØJ qu; Ah®®o páfj l pju l fãaj a Ts Blñ quz fÏb®j f®hñcL qC®a fhm hju=hiq®a b;®Lz l jÏce Ìàafu fÏq®l pju Ešl J Ešl-f®hñ qC®a fhm ®h®N Ts hiq®a m;ìNmz Ah®®o j®md;®l hÏØ Blñ qCu; T®sl ®hN Lij u; ®Nmz Hje pj®u Ìh EÌWm hef; Bìp®a®Rz ®Lq 0®l Q;®m EÌWm, ®Lq f®LÌIZÈl f;®sl Efl ÌNu; cys;Cm, ®Lq h®r n;M;u ®Lq j Ìc®l Qs;ju Bnù mCmz Aål; l l jÏce, Aìhnfj hÏØ-- hef; l NSÌe æ²®j ÌeLVhañ qCm, Ba® Nf;®j l ®m;®L; Ìcn;q; l; qCu; ®Nmz Hje pj®u hef; Bìpu; EflØba qCmz Efl-Èfl c® h; l aÌA Bìpm, Ìàafu h;®l f®l Nf;®j f;® BV q; a Sm cys;Cmz flÏce kMe p®kN EÌWm Hhw Sm e;lj u; ®Nm, aMe ®Cm; ®Nm-- Nf;®j Nq A0fC Ahinø B®R, Hhw ®m;L e;C-- Aef Nf;®j qC®a j jee-®N; l; j Ìqo-R;Nm Hhw nN;im-L®l j Ìa®cq i jìpu; Bìpu;®Rz p f;ìl l N;R-m; i jìpu; i jìpu; ®N®, -ÿsl ÌLucwn j jÏce Ahinø B®Rz h®s; h®s; Bj-LyW;®m l N;R pj®m Evf;ìVa qCu; L; a qCu; f;ìsu; B®Rz Aef Nf;®j l N®q l Q;im i jìpu; Bìpu; Ìi Ìšl ®h;®L CaÙ'a Ef®s qCu; f;ìsu; B®Rz A®eL-Ìm q;ìs-Lmpf Ìhirc qCu; B®Rz AìdL;wn L®VIC hynT; s Bj LyW;im j; c; l f;ì Ìa h®s; h®s; N;®RI à; l; Bh'a ÌRm, HCSef A®eL-Ìm j jee H®Lh;®l i jìpu; e; ÌNu; N;®R BVL;Cui ÌNu;ìRmz ®Lq hi pjÙ' l jÏce hef;®h®N ®c;cmf;®j je hynT;®s c®mu;®R, ®Lq hi j; c;®l l LV®L raihra, ®Lq hi Evf;ìVa h®r-p®j a i jìpu; ®N®Rz Sm pìl u; ®Nm Sãha hÏš²®l e;lj u; Bìpu; j®al j®dè ÌhQIZ LÌl u; BañuicN®L A®ebZ LÌl®a m;ìNmz AìdL;wn j Ìa®cqC AfìlÌQa Hhw Ìi æ Nf;®j qC®a BNaz ®LqC a; q;ìcN®L pvL; l LÌl m e; j f;ìm f;ìm nL®e Bìpu; j Ìa®cq i rZ LÌl®a m;ìNmz nN;im-L®l pìqa a; q;ìc l ®L;®e; Ìhh; c e;C, L; lZ nN;im-L®l J pjÙ' jìl u; ÌNu;®Rz h;®l; 0l f;ìW;e Nf;®j hip LÌl a; a; q;ì l; A®eL E;® Sij®a hip LÌl a hìmu; a; q;ìc l f;ì L; q;ì l J ®L;®e; rÌa qu e;Cz Ahinø Sãha hÏš²®l j®dè k; q;ì l; Nq f;ìCm, a; q;ì l; N®q Bnù mCm-- k; q;ì l; f;ìCm e; j, a; q;ì l; Bnù-A®ebZ Aefæ ®Nmz k; q;ì l; Ìh®c®h ÌRm a; q;ì l; ®c®h Ìgìl u; Bìpu; ešæ Nq Ìej ÌZ LÌl mz æ²®j A0f A0f f®e00 ®m;®L l hpl a Blñ qCmz HC pj®u j Ìa®cq f®LÌIZÈl Sm c;®oa qCu; Hhw Aef; e; e; e; L; lZ Nf;®j j sL Blñ qCmz f;ìW;e®l f;ìs; u; j s®LI fÏb; Blñ qCmz j Ìa®cq l ®N; l Ìch; l hi flØfl®L ®ph; LÌl h; l Ahpl L; q;ì l J Ìqam e; j Ìq;®l;

Liqm, jpmjjei; Niquaj-fifi gm i; N Lila Rz Sija-hilaju Hhw Sija Qilai i
 Li;ei; iqca; aqilcNL Sm lcm ei; hi; Li;ei; fil; i; piqike Lilm eiz ihoh pæ;ipe kMe Nij
 Bipme aMe Nij I HClf Ahobiz ihohel LaL-im Qm; SuvijRm, jsLI i u aqil;
 fjm; Chj; Qo; Lilmz ihoh i u cm; Cu; aqilcNL ihla Lilmz lale fisa f;wjeicNL
 phi; Lila mijNme-- aqilcNL fbe f;efu Kod Hhw aqicli j'acq Nij ic'a mijNmez
 iqca; iqca; pæ;ipe Aeqi; cimu; B00kñ qCu; Nmz ihoh Liqae, "Bij pæ;ipe, Bjil
 Li;ei; Sja eiz Bjil Sja jjeoz jjeo kMe jila aR aMe il'pl Sja! i Nijel pø jjeo
 kMe jjeo i f;ij Qiq'aR aMeC hi; il'pl Sja! iqca; ihohel Aepš' fliq'aozi cimu;
 ayqil OL; hi; leca; Lila ke piqp Lilm eiz ihohel Lis i; m; il jca; aqil; iØbl
 Lila fillm eiz aqicli Apçfñ n;øe' je p;ca; i; h; himm "i; m; e'q", il'z' aqicli
 q'cul li a' k jjeof hip Lila aR p himm "i; m;"z k; q; qEL, ihoh A'el i; m; i; l
 ic'el ei; al; Cu; Lis Lila mijNmez j j'p f;wjei; ayqil' cha; ' je Lila mijNmz
 f;wjei; R;v; R;v; R'm'cl lale jsL q'ca c' i; i; m; hi; Se' iqca'cl Li;R mCu; Nmez
 iqca; ihoj nne'u' qCu; Eilm, Lq aqilcNL Bnu lcm eiz aMe ihoh HLV; h's;
 fillaš' i; pi; j'ca; Bnu Nqz Lilmz ayqil R'm'cl fjm p'cm; e i; m; mez f'ca Eilm;
 ihoh ayqil R'm'cl Se' li r; Lila hijl q'caez il'z' li r; l' c'n? c'n npe
 Li; b; u? Aeqi; La m; L jil hi; Efoz Lila Rz Nij I jpmjje Sijc; i; A'eL c' i; hip
 Lila eiz ihoh ayqil leL'v EfiØba q'caez h; L'ø ayqil i; s; Lili; lale Yli; q'ca
 Q; Em Bj; c; le Lila mijNmez lale fisa'cl phi; Lila e Hhw ayqil Qm; i; Q; Em ihalZ
 Lila z j; t' j; t' ihoh R'm'cl p' A' i; Nu; Mm; Lila eiz aqil; ayqil' c'im' m' aj' m'
 L; m; qm E> i; fe Lila-- pæ; i; pju j'ca' i; fin icu; Nm j' e q'ca ke j'ca' pqp
 i; v; u; f; i; m' hip; Lili; u; Rz ihohel Hpl; i; SI BL; i; HLfil; i; k; » IRm, kMe Aa'z' n; i; z'
 q'caez, aMe aqic hi; Si; Cu; Nje Lila eiz R'm- m; ayqil' iØil; u; Lq hi; Nje o'lea, Lq
 hi; k'z' i; a; i; Vile; a, Lq hi; ayqil Ael' i; z' Nje Lili; i; Qo; Lili; u; ihoj Q'vLi; Lila z

Ah'no jsL jpmjje f; i; s; q'ca iqca; f; i; s; u; Bipmz Nij HLfil; i; Al; SLai; EfiØba
 q'ca-- Q' i; X; i; L; i; l' a' l' no e; c, k k; q; f; i; u m' Lili; u; muz jpmjjei; cm h; y; du; X; i; L; i; l' a
 Bln Lilmz aqil; f; i; s; a; i; c; n' l' nk; i; q'ca Vile; u; g' i; mu; i; cu; aš' i; j; c' i; ihR; e; i; f; k' l' i; q' l' z
 Lili; u; mCu; k; i; c; a; z ihoh f; i; z' f' z' aqilcNL ieh; i; l' z Lila mijNmez ihohel Lb; aqil;
 Aa'z' j; j; e' Lila-- m' o' e Lila piqp Lila eiz HClf ihoh kb; i; p; d' e' Nij I n; i; z' i; r; i;
 Lila eiz

HLice pLi; m' ihohel HL Qm; Bipu; ayqil' pwhic lcm k, HLIV R'm p' A' mCu;
 HLSe ih'cnf Nij I Anbam; u; Bnu mCu; Re, aqil' jsL dil' u; R, h; i; d' Lila p' BI
 h; y; i; Q' h' eiz ihoh c'im' e, Lc; i; n' A' Oae qCu; f; i; su; d' h' d' m; i; u; o' Cu; Oj; Cu; B'Rz
 Lc; i; n' i; l' j; j' p' Ahob; -- fbL'ø Hhw Aeqi; p' c' h' m' qCu; i; Rm, HCSe' f; i; s; aqil'
 hm f; h' l' Bøz' z Lili; u; R, Li; ei; Ko' d' i; LR' gm q'ca ei; p' c' h' r' a' m' c' aqil' j' a' e' q'ca z

dñL cïMu; ñ;d qCm ke hÿrZ Ae;q; rñju Lyïcu; Lyïcu; p Oj;Cu; fïsu;Rz
ÿhðhe Aïa p;hd;e a;q;L L;ïm aïmu; a;q;l ÿnön;ïmu mCu; N;mez

àQaÄlwn fil Rç

QÍÑj HMe BI;L;eI Adfez Ñihçj;ZLÉ ìehÑipai j;h QÍÑj Bìpu;Re öleu; BI;L;eI I;S; j;q;pj;I;qfñL ayqil ìeLV cça FIZ LILme; hìmu; f;W;Cme, klc Ìpwq;pe f;el;u AìdL;I LILa Q;e, a;q; qCm BI;L;efl;ayq;L p;q;kÉ LILa f;I ez

Ñihçj;ZLÉ Lìqme, "e; Bìj Ìpwq;pe Q;C e;Z"

cça Lìqm, "a;h BI;L;e-I;Spi ;u f;Sefu Aìal;B qCu; j;q;I;S ÌLR=L;im h;ip LI;ez"

I;S; Lìqme, "Bìj I;Spi ;u b;ìLh e;Z QÍÑj;I HL f;IhÑ B;ji;L Øb;e c;e LILm Bìj BI;L;eI;SI ìeL;V GZf qCu; b;ìLhz"

cça Lìqm, "j;q;I;SI K;M;e Aìi I;I;Q p;C;M;e;C b;ìL;a f;I ez H pj;Ù' Bfe;I;C I;SÉ j;e LILhez"

BI;L;eI;SI LaL-ìm Ae;QI I;S;I p;A p;AC Iìqmz Ñihçj;ZLÉ a;q;I;C;N;L ìe;od LILme e; ; l;ale j;e LILme, qu;a; h; BI;L;efl;ayq;L p;C;Q LILu; ayqil ìeLV Q;M;L I;I;M;a C;u;R; L;ez

j;u;I;e e;cf;I d;I; j;q;I;S L;VI h;I;du;Re;Z ü;Rp;ìmm; r;â e;cf; R;V; h;S; Ìnm;M;M;I Efi Ìcu; â;a;h;N Q;ìmu;R;Z c;É f;IhÑ L;b;h;Z;N f;I;q;S M;I;S; qCu; B;R, L;I;M;I f;I;b;I Efi Ìh;I;Q;e h;Z;N Ình;im T;ìm;a;R, j;I;T j;I;T R;V; R;V; Nq;I B;R, a;q;I j;e;É f;I;M h;I;P;I LILu;R;Z Øb;e Øb;e c;É f;IhÑ f;I;q;S Ha E;I;Q;K, A;e;L Ìhm;Ø p;Y;K;M; c;É-HLIV LI e;cf;I S;M Bìpu; fl;aa qu;Z h;S; h;S; -Ù; Ìh;I;hd BL;I;I f;õh Ìh;Ù;I LILu; f;I;q;SI N;I;e T;ìm;a;R;Z j;I;T j;I;T e;cf;I c;É a;f;I;I Oe S;A;M;I h;I;Y A;e;L c;I f;K;I;Q;ìmu; ÌNu;R;Z HL;V; c;É;N;I;M;I;q;f;e h;I; NS;I;h;T f;I;q;SI E;f;I; Q;ìmu; I;I;qu;R, e;f;Q e;cf;I Q' m S;M a;q;I R;u; e;I;Q;a;R, h;S; h;S; ma; a;q;I;L B;u;R;e LILu; T;ìmu; I;I;qu;R;Z Oe ph;S S;A;M;I j;I;T j;I;T ÌØe;± n;I;M Lcm;hez j;I;T j;I;T c;É a;f;I Ìhc;Z;N LILu; R;V; R;V; ìe;T;N Ìn;ö;I;C;N;I e;f;I;u BL;M h;I;Y, Q' m B;h;N J Lm;Lm ö;I; q;I;P;É mCu; e;cf;a Bìpu; f;I;S;a;R;Z e;cf;I;L;R;e;f;I; pj;I;h; ÌNu; Øb;e Øb;e Ìnm;P;I;f;I;e h;I;I;qu; R;ge;Cu; ìe;Çe;I;I; j;M TILu; f;I;S;a;R;Z p;C Aìhn;I;T T;T;M n;e; ìe;Ù;I Ìnm;f;I;Q;E;I; f;I;ad;I;e;a q;C;a;R;Z

HC R;u;I, n;f;am f;I;h;I;Q, ÌØe;± T;T;M n;e;I j;e;É Ù;I Ìnma;M Ñihçj;ZLÉ h;I;P LILa m;I;N;me;Z q;e;u Ìh;Ù;I;I;I a LILu; Ìcu; q;e;u;I j;e;É n;I;Z;I; p' u LILa m;I;N;me;-- ìe;S;I;e f;I;L;I;al p;I;Z;I;e;I;u Ni; Ìl; R;f;I; e;I;e;I;C;L Ìcu; p;q;P;É;I;e;T;M;I;I j;a;I; ayqil q;e;u;I j;e;É f;I;S;a; m;I;N;M;Z l;ale Bfe;I; q;e;u;I -q;I; j;e;É f;I;h;N LILu; p;M;I;e q;C;a r;â Aìi j;I;e;P;Lm j;I;R;u;I R;g;I;M;a

mijine-- ài Ejs² Liliu; İcu; Bfeij j^{de} İhjm B^mL J hij⁴ fhq NqZ Lila
mijinez^l ayqil^l c^xM İcu;R, h^bi; İcu;R--^l ayqil^l ^{de}q^l İhleju^l ^{cu} e;C, ^l ayqil^l
leLV qC^a HL q^U Efqil NqZ Liliu; Afli q^U L^a0^a; Afiz Liliu;R, ^l ayqil^l leLV
pjic^a qCu; ayqil^l Afje Liliu;R, pj^U İale i^muj^l ^Nmez HC nmipehipef Aİa
f⁴iae fLİal Aİhnij Lⁱkİh^{ma}; Ab0 İ0İleİ00² f^hi;¹ eh^{ea}; ^{ci}Muj İale İe^SJ ^{ke}
^{pc}İ^f f⁴iae, ^{pc}İ^f h^{qv}, ^{pc}İ^f f^hi;¹ qCu; EİW^{mez} İale ^{ke} p^{ej} SNv f^kİ¹ Bfeij
L^je;İ^İ ^{de}q İh^Uİİa Liliu; İc^{me}-- pj^U hipe; c^İ Liliu; İcu; ^Ssq^U Lİq^{me}, ^q
Dnİ, fa^eİ^İ p^çfv-İnMI qC^a ^aijil^l ^{de}İ^l j^{de} dⁱlZ Liliu; Bjil^l H kⁱe; İri
Liliu;Rz Bİj jİİ^a hİpu;İRmij, Bİj h^yİ0u; İNu;İRz kMe İ;S; qCu;İRmij aMe Bİj Bjil
jq^Şİ;İeaj e; BS pj^U fİbh^İju Bjil jq^ŞİAeİ h Lİİ^aİRz" Ahⁿ0 c^İ Q^r Sm
fİs^a mijNm; hİm^{me}, ^jqil;S, aİj Bjil ^{de}q^l d^h Lİİsu; mCu;R, ^p ^hce; HM^e;
q^{cu} qC^a p^çf^İİ k^u e;Cz BS Bİj h^Tİ^aİR^q, aİj i^mi;C Liliu;Rz Bİj ^{pc} hİm^{LI}
fİa ü;İİfİ ^{de}q Bjil p^jcu L^aİİ^İ Bjil S^{he} İhpSİe İc^aİRmij; aİj Bjil^l İhfc
qC^a İri Liliu;Rz Bİj d^h Bjil pj^U f^Şİ^l f⁴ı;İ hİmu; NqZ Liliu;İRmij; aİj
aqil^l Lİİsu; mCu; İnr; İc^aR^q, f^Şİ^l f⁴ı;İ f^Şİ^l a;C BS ^{pc} d^hİ fİh^e
İhİqc^xM^l p^M hİmu; ^aijil^l fİp;C hİmu; Aeİ h Lİİ^aİRz Bİj ^hae mCu; i^aİ j^a;
Lİİ h e; fİ^İ; Bİj ^aijil^l ^fİ^l hn qCu; ^aijil^l ^{ph}i; Lİİ hz"

^Nİh^İİ;İZLİ^İ ^{ci}M^{me}, İeSİ^e d^eİefİ;İ;İ; fİLİa^q ^{de}q^lİ; p' u Lİİ^aR, pS^e
^mi;Lİm^{ul} j^{de} a;İ; ecİ^f ^fİZ Lİİ^aR--^q a;İ; NqZ Lİİ^aR a;İ;İ ab; İeh;İZ
qC^aR, ^q Lİİ^aR e; a;İ;İ fİaJ fİLİal ^li^e; Aİİ j;e e;Cz ^Nİh^İİ;İZLİ^İ Lİq^{me},
"Bİj J Bjil HC İhS^e pİ' a ^fİ pS^e İhaİZ Lİİ^a hİqİ qChz" hİmu; ayqil^l fİİa;İİ;
Rİİsu; İale hİqİ qC^{mez}

pq; İ;SaİRİİsu; İcu; Ecİp^e qJu; ^mMİu kaV; pqS j^e qu hİÜİhL aaV; pqS e^{qz}
İ;S^{hn} Rİİsu; İcu; ^Nİ;İ; h⁰e fİ; İeaj;¹ A⁰f Lb; e^{qz} hİ' İ;Sİ fİİaİ;N Lİ;İ pqS, İL;⁰
Bjil^l BS^İ Lİm^l ^Rİ;İ; ^Rİ;İ; Aİ İ;İ Bjİ; Aeİ;İ^p Rİİs^a fİİ e; a;İ;İ; a;İ;İ^{cl}
a^hİ^rİ;İ;İ; mCu; Bjil^l Aİİb;İ;İ^pİ pİqa İmç qCu; B^R; a;İ;İ^{cl}N^l İeul;İa ^Mİ;İ;İ
e; ^kİ;İ;C^m a;İ;İ;İ; Bjil^l İ^Şİ;İ;İZ Lİİ^a b;İ^l ^lq ^{ke} j^e e; L^e ^q, ^Nİh^İİ;İZLİ^İ
kaİce ayqil^l İhSe LİV^l hİp Lİİ^aİR^{me}, aaİce ^Lhm AİhQİma İQ^Ş İb;İ;İ j^a;
hİpu; İR^{mez} İale f^ç f^ç Bfeij pqp^İ İ^a Aİ İ;İ^pİ pİqa k^İ Lİİ^aİR^{mez} kMeC İLR^İ
Aİ İ^h ayqil^l q^{cu} Lİal qC^aİRm aMeC İale a;İ;İ^l İ vİpe; Lİİ^aİR^{mez} İale ayqil^l
j^eİ pqp^İ İ^İ İLR^e; MİC^a İcu; İhe;İn Lİİ^aİR^{mez} f^ç f^ç HC na na Aİ İ^hİ
Efl Suf qCu; İale p^M mİ; Lİİ^aİR^{mez} ^qİe c^İİ¹ AnİL İ^aİⁿ R^vİ;İ;İ; İ;İ¹ Lİİ^a
qu, ^aİİe İale ayqil^l Aİ İhLİal Anİ;İ¹ q^{cu} L Aİ İ^hİ jİ;İ¹ j^{de} Aİhnİj ^cs
Lİ;İ;İ;İ¹ Lİİ^aİR^{mez} A^eL İce f^kİ¹ HLj^İİ^İ ayqil^l İhnİj İRm e;İ

fİhİaİ f^çcn Rİİsu; ^Nİh^İİ;İZLİ^İ cİr^İİ;İ j^İİ^İ Qİm^a mijinez pj^U hipe;İ İhİ

İhpSİe İcu; İale qeul j de BÖÖkN üdfeaj Aei h Lİİa mijNmez Lq ayqiL BI
hyİda fi e; ANİpI qChil pju Lq ayqiL BI hidi İca fi e; FLİaL Aae; hq
CIMe Hhw Bfe; LJ aqil piqa HL himu; j qCmz h ma; p HL eae ne; j m hZİ,
pKİİ p HL eae LeLİLİZ, FLİal p HL eae j MnE CIMa mijNmez Nİj İNu;
j jehİ fPaL LiSI j de İale HL eae pKİİ CIMa mijNmez j jehİ qipimif,
JWİhp; Qmİgl; j de İale HL Afhİ eaİNEal j dİf CIMa fiCmez k; q; L CIMe
aqiL LiR XilLu; Lb; Liq; pM fiCme-- k ayqiL Efr; fcnİe Lİm aqil İeLV
qCa ayqil qe cİ Nje Lİm e; phİe chİmL piqikE Lİa Hhw cMİL pi; İe İca
CıR; Lİa mijNmz ayqil j qCa mijNm, "Bj; İeSI pj Ü'hm Hhw pj Ü'pM Bİj fİ I
Seİ EvpNİ Lİm; , Lee; Bj; İeSI LiE; LiS e; C, LiE; hipe; e; C" pQİ; Qİ k-
pLm chE Liq; j Qİm fS e; aq; eae BLİl dİZ Lİu; ayqil Qİm fiSa mijNmz
kMe cE RmL f b İpu; Mm; Lİa CIMae-- cE i; C, İfa; fE, j; j; İnÖL
HLæ CIMae-- aq; j; dİmİç qEL, cİâ qEL, Lckİ qEL, İale aq; cİ j de
cİ cİ j; hE; fE jehqEupj PaI Ae; İNi İl İj CIMa fiCaes HLİV İnÖE; s; Seİl j de
İale ke Aafa j İhofal pj Ü' jehİnÖI SeİL CIMa fiCaes cE hâL HLæ
CIMmC İale pj Ü' jehSİaL hâfİj p; j; h; e Aei h Lİİaes fİhİ k fİbhE j; T
j; T j; a; h; e; himu; İhd qCa, pC fİbhE Beaeue; İQİS; Nİa Seİl LiM CIMa
fiCmez fİbhE cMİ; L; cİl İaİ İh; cİh; ao CIMmJ ayqil j de BI İeİne Sİ; a e; j
HLİV; j; e; j; Aml İQq CIMmC ayqil Bn; p; q; E; Aj Am İ c Lİu; üNİİ j; M fİD; g; Va qCu;
EİWaz Bj; cİ pLml Sİh; eC İL LiE; e; j; LiE; İce Hje HL Ai İafhİ eae İj J
eae üdfeaj; fİ; ja Eİca qu e; C, kİce p; q; HC qipE; e; j; u SNvL HL pL; j; m
ehL; j; İ j; a; HL Afhİ pKİİ İj j; Aml E; s; İhLİna CIMu; İR-- kİce Lq
Bj; İcN r; Lİa fi e; , Lq Bj; İcN SNal LiE; pM qCa hİ' a Lİa fi
e; , Lq Bj; İcN LiE; fİQİ İ j de İ; Ü Lİu; İjİM a fi e; -- kİce HL Afhİ h; İn
hİ; Su; E, HL Afhİ hp; İ Sİ; İNu; E, Qİ; Qİ İQİ k; h; eİ Be; c fİl f; İN qCu; k; u-- kİce
pj Ü' cM-cİl İaİ-İhfcL İLR; j e qu e; j eae üdfeaj; Be; c fİ; İl aq; e
İj; İh; c; j; İZLÉİ Sİh; e pC İce Eİİba qCu; R;

cİrZ-QİNİ; İ j; nql HM; e; cn E; İn cİ; İz p; İj; İLİ' v fİhİ İj; İh; c; j; İZLÉ kMe
Bm; j; İm-e; j; L r; İ Nİj İNu; İj; İR; me, aMe Nİj fİ; h; aİ HLİV LİVİ qCa rEzL
h; İmLİ E; c; eİle öle a fiCmez İj; İh; c; j; İZLÉİ qe p; q; Aae; İQ' m qCu; EİWmz İale
avrZ; v pC LİVİ İNu; Eİİba qCme; CIMe, k; h; L LİVİ ü; j; E HLİV nEİN h; İmL
LiM Lİu; mCu; Oİ İ j de f; j; u; İİ Lİa R; h; İmL bİdİ Lİu; Lyİf; a; R Hhw bİ; Lu;
bİ; Lu; rEz L; Lyİc; a; R; LİVİ ü; j; E ayqiL h; İLİ j de Qİ; fu; dİ; u; O; j; fİ; s; Chİ; Q; İ;
Lİa R; p; İ; p; h; n; E İj; İh; c; j; İZLÉL CIMu; p n; h; E; Ü' qCu; fİsmz L; j; aİ ü; İ Lİqm, "W; L; İ,
Cq; L Bn; İh; İc L; İ; İz"

“Nijh3cj jZLE Bfejl Löm hijql Llluj LÇfjje himLI Qjil İcL Ss;Cu; İcmez himL HLhjl Lhm aqil nEzN jM a#mu; Nijh3cj jZLEİ İcL Qjqlmz aqil QjMI eFQ Ljmf fİsu;R-- aqil rEz jMI j dE cMjle QjM Rjs; BI İLR#e;c kez HLhjl Nijh3cj jZLEİ cİMu;C cCMjle fjTMhZNFjam; WjV ejİsu; rEz Ahš2 nE Lİlmz Bhjl aMeC aqil İfajl úaİ Efl jM İjİMu; QF Lİlu; fİsu; İlqmz aqil İfa; aqil LÖm- pja i şj@a İjİMu; İjSİL fZj Lİlm Hhw İjSİl fcdj mCu; Rml Nİu j;bj;u İcmz İjSİ RmL a#mu; mCu; İS' j;pi Lİlme, “RmİVI hjfl ej Lİ”

LİVİüj f Lİqm, “Bİj Cqil hjf, Bjil ej kjchz i Nhje H L H L Bjil pLm L'IV mCu;Re, Lhm HCİV HM#e; hjİL B RZ” hİmu; Ni fl cİlİenİp gİmmz İjSİ LİVİüj fL hİlme, “BS İj@e Bİj @ajjl HM#e Alalbz Bİj İLR# MjCh ej, AaHh Bjil Seİ Bqil;İcl Ecİk;N Lİ@a qC# ej Lhm HM#e İj@ek;fe LİlhZ” hİmu; p İj@e pCM#e İlqmez AeQINZ Nİjİ HL def Ljuİbl hİİs BİabÉ NİqZ Lİlmz

æ2j pãİ; qCu; Bİpmz İeL V HLVj fje;fL İRm, aqil Efl qC@a hİİf EİW@a mİİnmz Nİju;m-Oİ qC@a Ms Hhw öxL fœ Sİmj#eİ -İjİl İ dyu; BLİ# EİW@a fİllm ej, -İjS jİlluj pÇjMI İhÜ@a Smj;W L BİRæ Lİlu; dİlmz BpİhJsİl #sİl LjR qC@a LLİh ü@ İTjTyXİL@a mİİnmz hİajp H Lhİ@ hã, NİRI fİajİV eİs@aR ej fL İ Afl fİS Oe hynTİSİ j dE qC@a HLVj fİİm bİlluj; bİlluj İV Lİlu; Xİlluj; EW@aRz rEzİmjL Nijh3cj jZLE pC İNİZ himLI İhhZn nEzN jM cİM@aRez İale aqil İjİmjİ LÖm Bhã Lİlu; aqil nkÉİl fİ#İ hİpu; aqil ejejİhd Nİf öejC@a mİİNmez pãİ; Aafa qCm, cİ nİjm Xİlluj; EİWmz himL Nİf öe@a öe@a İjİNI Lø İ #mu; Oj;Cu; fİsmz

İjSİ aqil fİ#İ 0@ Bİpu; nue Lİlmez İj@e aqil Oj qCm ej Lhm dİL j@e fİs@a mİİnmz İjSİ Lİqme, “dİL qİ;Cu; pLm himL L C Bjil dİh hİmu; #İd quZ” MİleL İj@e öe@me, fİ#İ 0@ RmİV Sİİnu; EİWu; aqil hjf L İS' j;pi Lİl@aR, “hİh; J Lf hİS?”

hİf Lİqm, “hİİn hİİS@aRz”

রঞ্জা বাঁশি Le hİS?

বাপা কাল ক fSİ hjf Bjil!

রঞ্জা কাল পূজা ? পূজার দিন আমাL İLR#e;c ej?

বাপা কf ch hİhİ?

Rmz BjİL HLVj İjPİ njm c# ej?

বাপা আমি শাল L;bj;u fİh? Bjil k İLR#e;c jİleL Bjil!

Rmz hİhİ, @ajjl İLR#e;c hİhİ?

বাপা কিছ#e;c hİhİ, Lhm a#j BRz

i Nİ#eİ İfajl Ni fl cİlİenİp fİ#İ Oİ qC@a öej Nmz

Rm BI İLR#İmm ej #İd Lİl hjf L Ss;Cu; dİlu; Bhİl Oj;Cu; fİsmz

Ijæ no e; qC^a qC^aC Nihzj jZLE Nqüjél leLV Ihcu e; mCu;C Aní; qZ Ij^a nq^l Ali j^aM Oimu; N^emez Bqil LIL^eme e; ihnij LIL^eme e; z f^bl j^{dé} HLIV r^a ecf İRM; U; s; p^u ecf f; i qC^emez fMI qⁱal pju Ij^a İNu; fⁱYR^emez pMⁱe AidL İhmö LIL^eme e; z Bhil p^{at}; i LR^a fⁱhⁱc k; c^hi LⁱV^e Bİpu; EfİÜba qC^emez k; ch^eL Bsⁱm XijLu; Bİe^emez ayqil T^hm l j^{dé} qC^a HLM; i^e m; i^m n; i^m h; i^ql LILu; k; c^hi q; i^a İcu; Liq^eme, "BS f^Ş; i İce HC n; i^mIV^e a; j; i R^em^eL c; Jz"

k; ch Lyicui Nihzj jZLEÉ f; Ss; Cu; dİlmz Liqm, "fⁱ s; a; j; Bİe; iR, a; j; C c; Jz"

I; Si Liq^eme, "e; j, Bİj İch e; j, a; j c; Jz Bİj İc^m L; i^e; gm e; iCz B; j; i e; j LIL^u; e; j Bİj R^hm a; j; i R^em l j^aM Be^ç; i q; i; p cⁱMu; Qimu; k; Chz"

I; NİZ h; i^mLI Ala nEzİ Ç; m; i^e j^aM fİğ^e cⁱMu; I; Si Oimu; N^emez I; Si İhoZÀ qCu; j^e j^e Liq^eme, "Bİj R; i^e; L; S LIL^a f; i; i e; j Bİj R^hm LuV; hvpl I; SaC LILu; j; R, İLR^ç İnr; i LIL e; iCz L^e LIL^m HLIV r^a h; i^mLI q; i; NI Lø HLV^a İeh; i; Z qC^h a; q; i Sile e; j Bİj R^hm Apq; u ALj İZÉ i; i^h n; i; L LIL^a C Silez İh^öhe W; i; L^ı k; i; c b; i; L^ae^e a; i; Cq; i^eÇİ İLR^a EFL; i LILu; k; i; C^ae; z Bİj k; i; c İh^öhe W; i; L^ı I j^a; qCa; jz"

Nihzj jZLE hİm^eme, "Bİj Bİ O^ılu; O^ılu; Ç; s; i; Ch e; j, Ç; m; i; L; i^mU; i j^{dé} h; i; p LILu; L; S LIL^a İniMhz"

I; j^ı cİr^eZ I; S; i; L^em l İeLV jNiç^{NI} k cANİ B^R, Bİ; L; i; e; i; S; i Aejİa mCu; p^çM; i^e İale h; i; p LIL^a m; i; N^emez

Nİj h; i; p^eÇİ ka-Ç; m; i R^emİ f^çm İRM, pL^m C c^aNI Nihzj jZLEÉ İeLV Bİpu; S^ıVmz Nihzj jZLE a; q; i; c^N L mCu; HLv; h^e; s; i f; i; W; n; i; m; i M^hm^emez İale a; q; i; c^N L f; s; i; C^ae, a; q; i; cⁱ pİqa Mİm^ae, a; q; i; cⁱ h; i; s^a İNu; a; q; i; cⁱ pİqa h; i; p LIL^ae, f^Ş; i; qC^m a; q; i; c^N L cⁱM^a k; i; C^ae; z R^em l; p; i; d; i; Za k İeaz; C üNİ qC^a Bİpu; R Hhw a; q; i; i; k^e Çhİnö a; q; i; e^q, a; q; i; cⁱ j^{dé} j; j; eh Hhw c; i; eh i; i^h i LR^j i^e A f^am e; i; C; ü; i; b^ıNI f; a; i; Ç^e; d Ç; m; i^e Ç^{ao} İqwp; i a; q; i; cⁱ j^{dé} p^çf; YNİ hmh; i; e, a; q; i; i Ef^ç Bhil h; i; s^a İfaj; j; a; i; i İeLV qC^a J pLm p; j^u i; i^m; İnr; i f; i; u k a; q; i; e^qz HC Se^f j^{NI} c^aNI j^{NI} NI I; SaİqCu; EİWm- c^aNI j^{dé} Ç^e Eef' i; n h; i; u^a Hhw Ç^ııİ i Ş^a HL^e h; i; p; i LILu; R^z Nihzj jZLE HC-pLm EfLIZ mCu; d^kNI dİlu; j; j; e^o Nİs^a m; i; N^emez HLIV j; j; e^o l S^he k La j; q; v J L^e f; İZfZ k^aİ f; i; me J İr; i Lİ h; i; l İh^f a; q; i; Nihzj jZLEÉ q^eu phİc; S; i; NI Ç; z ayqil Q; i; l İc^eL Ae; i¹ gm fİİ f; YNİ j; j; e^o S; i; p; i; b^ıL qu, Cq; i; C cⁱMu; Hhw İe^{SI} Ç^o; u Cq; i; C p; i; de LILu; Nihzj jZLE İe^{SI} Apç; f; YNİ S^he İhpSİe LIL^a Q; i; e; z Cq; i; l Se^f İale pLm Lø pLm Ef^ah p^qÉ LIL^a f; i; İez Ç^hm j; i; T j; i; T HL-HLh; i; l q; a; n; İp qCu; ç^aM LIL^ae, "B; j; i L; i; kİ Bİj İef; Zİ Ç^f p^çf; æ LIL^a f; i; l^aİR e; j İh^öhe b; i; L^m i; i^m; qCa; z"

HCl[Ⓞ]f[Ⓞ] N[Ⓞ]i[Ⓞ]h[Ⓞ]3[Ⓞ]j[Ⓞ] iZLÉ HL na d[Ⓞ]n[Ⓞ]L mCu[Ⓞ] iček[Ⓞ]fe LII[Ⓞ]a m[Ⓞ]i[Ⓞ]N[Ⓞ]mez

İceQaÄilwn fil®Rc

ØVlu;Vñ-L'a h;wm;l Ciaq;ip qC®a HC fil®Rc pwnqfa

H ic®L ni pS; ayqil i;ja; KlwSf®hl ÷pef-LañL ajsa qCu; fmjue Lii®a®Rez Hm;qi;hi®cl İeLV k®U®r®ce ayqil fl;Su quz İhfr fl;je;ç;¹, Hhw HC İhf®cl pju pS; üfrfu®clJ İhnñp Lii®a fil®me e;ç lale Afj;lea J i fa i;ç Rcl®h®h p;je®f®m;®Ll j®a; HL;Lf fmjue Lii®a m;in®mez ®Km;®eC k;je f00;®a næp®e®f®l d;mdS; J a;qi®cl A®ñl r®dñe ayq;®L Aep;IZ Lii®a m;inmz Ah®h®o f;veju ®f;®Ru; lale fehñl eh;h-®h®h Bfe fil;hi; J fS;®cl İeL®V BNje-pwh;ic ®0;oz; Lii®mez laleJ ®k;je f;veju ®f;®R®me, a;qi; İLR®L;im f®C KlwSf®hl f®e L;ç;il j qç;ç ÷pef-plqa f;ve;il à;® B;ipuj; ®f;®R®mez pS; f;ve; R;isu; j;®A®l fm;C®mez

j;®A®l ayqil İh;rc cmhm LaL LaL ayqil İeL®V B;ipuj; S;vm Hhw ®pM;®e lale eSae ÷pefJ pwnq LI®mez ®allu;Nis J İnLİmNİml c®ñpwú;il Liiu; Hhw ecfa®f®l f;qi;®sl Ef®l f;®Q®f® İej;ñZ Liiu; lale c®t qCu; h;®p®mez

H ic®L KlwSf®h ayqil İhQrZ ®pe;f;la j fl;İS;ç m;®L L;ç;il j qç;ç®cl p;qi;®k®f® f;®W;C®mez L;ç;il j qç;ç fl;L;ne i;ç j;®A®l c®ñm Aelac;® B;ipuj; İnhl Øb;fe Lii®me, Hhw j fl;İS;ç m; Aef®N;fe fb İcu; j;®A®l-Ali j;®M k;®e; Lii®mez kMe pS; L;ç;il j qç;ç®cl plqa ®R;®V;M;®V; k®U h;®f;®a B®Re, Hje pju pqp; pwh;ic f;C®me ®k, j fl;İS;ç m; h;ypwMEL ÷pef mCu; hpç;f® B;ipuj; ®f;®Ru;®Rez pS; h®U®l qCu; avrZ;v ayqil p;®U®l ÷pef mCu; j;®A®l R;isu; I;S;ç qm fmjue Lii®mez ®pM;®eC ayqil p;®U®l fil;hi; h;ip Lii®a;Rmz p;®V-÷pef Aİhm®o ®pM;®eJ ayqil Aep;IZ Lii®mz pS; Ru İce d;il u; f;®Zf®Z k®U Liiu; næp®e®f®L AN;®l qC®a İc®me e;ç İL;® kMe ®cİM®me BI İr; qu e;ç, aMe HLİce AâL;il T®sl I;®e ayqil পরিবারসকল যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি mCu; ecf f;il qCu; ®a;™;ju fmjue Lii®me, Hhw Aİhm®o ®pM;®eL;il c®ñm-pwú;®l f;h;®S qC®mez

HC pju Oehol; B;ipm, ecf Aaeç;¹ Øgfa Hhw fb c®ñm qCu; Eİwmz p;®V-÷pef;il AN;®l qC®a fil;im e;ç

HC k®UİhN®q; f;®ñ L;ç;il j qç;ç®cl plqa pS;il Le;®l İh;®q;il p;®U®l İØbl qCu;İRmz İL;®HC k®Uİ Efâ®h ®p f;®U;®h Ei u frC İhØj;®a qCu;İRmz

hol;u aMe k®U Øb;na B®R Hhw j fl;İS;ç m; I;S;ç qm qC®a İLR®c;®l ayqil İnhl mCu; ®N®Re, Hje pju pS;il HLSe ÷pleL ®a;™;il İnhl qC®a B;ipuj; ®N;f®e L;ç;il j qç;ç®cl q®U®l HLM;ile f®e İcmz L;ç;il M;mu; ®cİM®me pS;il Le;®l İmİM®a®Re, ""L;ç;il, HC

İL Bjil Acø İrm? kyqil j e j e üj el f hIz Lİlu; Bjil pjNēqēu pj fİV
Lİlu;İR, İkie AAñ fu-İhleju Lİlu; Bjil NqZ Lİ the hİmu; fİanfa qCu;İRme-- İale
BS İeùñ aIhİl qU' Bjil İfa;İl fİZ mC@a Bİpu;Re, HC İL Bjil cİM@a qCm?
Ljil, HC İL Bjil İhh;İq-Evph? a;C İL Ha pjil;İq? a;C İL Bjil İ;Sjqm BS
İšhZİ? a;C İL, Ljil İclō qC@a m;İqil n'Mm qİ@a Lİlu; Bİeu;Re? HC İL fİj I
n'Mm?"

HC fæ fİsu; pap; fİm i İj Lçf ke Ljil j qCj cİl qēu İhceZİ qCu; Nmz İale
HL j qñ BI İØbl bİL@a fİlİme e;Z avrZİv pjİSİl Bnİ, h;cn;İql Aeñİq, pjU'
İale a;R ' je Lİİmez fİbj kñel cfç ya;nē İale rİam;İ I İhñQe; pjU' İhpSİe
Lİİmez ayqil İfa;İl pjU' L;İkñ ayqil Aaē; Aē;İu J İeùñ hİmu; m;İd qCmz İfa;İl
osk; fİZ İeùñ eñal İh;İU Clafñ İale İfa;İl pj rC Bfe ja Øfø hēš' Lİİ@a
Hhw LMē; LMē; İale pjİV İh;İNi;S qC@aēz BS İale ayqil pē;İdēr cİl j dē
L uLSe fİje fİje hēš' L XjİLu; pjİV İeùñ a; Mma; J Aaē;Q;İl pð@a İh;İN fİL;İn
Lİlu; Lİqme, "Bİj a;İ;İu Bjil İfañel pİqa k;İN İc@a k;İz a;İ İ; k;İq;İ; Bjil
İ;İm;İp, Bjil Aehañ qJz"

a;İq;İ; cİDİ pm;İj Lİlu; avrZİv Lİqm, "n;İqS;İ; k;İq; İm@a Re a;İq; Aİa kb;İbİ,
L;İmC cİM the A dİL pē; a;İ;İl İñİh; n;İqS;İ;İl pİqa İj İma qCñz"

j qCj c pCİceC ecf f;İl qCu; pS;İl İñİh; E fİØba qCmez

a;İ;İu Evph fİsu; Nmz kñİhNēqİ Lb; pL m H Lh;İC İ;İmu; Nmz Halce Lhm
fñ;İ;İC hēU' İrm, HMe pS;İl fİh;İ İjZİ cİl qİ@a J L;İSİ A;İ' Lİqm e;Z pS;İ Aaē;İ'
Qe; J Be;İl pİqa j qCj c L NqZ Lİİmez Aİhñİj İšf;İal fİ İš'İ V;İe ke BİJ
h;İsu; EİWmz eñeñeñ; cİl j dē İhh;İq pçfæ qCu; Nmz eñeñeñe ño qC@a e; qC@aC pwh;İc
Bİpm pjİV- pē; İeLVhañ qCu;Rz

j qCj c k;İe pS;İl İñİh; N Re, pē;İ; Aj İe j fİİS;İm;İl İeLV pwh;İc fİZ Lİİmz
HLİV pē;İ j qCj cİl pİqa k;İN İcm e;İ, a;İq;İ; h;İTu;İRm j qCj c C;İR;İñİL İhfcp;İN
Tyf İcu;Re, pM;İe ayqil cmi š' qC@a k;İJu; h;İama;İz

pS;İ Hhw j qCj cİl İhñp İrm k, pjİV- pē;İl AİdL;İwC kñ;İr e Ljil j qCj cİl
pİqa k;İN İcñz HC Bn;İu j qCj c İeSİ İen;İe Es;İcu; kñ;İr e AhaZİ qCmez h;İv HLcm
pjİV- pē;İ ayqil İc L AN;İl qCmz j qCj c Be;İ Evgø qCmez İeL V Bİpu;C a;İq;İ;
j qCj cİl pē;İc mİ E fİ N;İm;İ hōİZ Lİİmz aMe j qCj c pjU' AhØb; h;İT@a fİlİmez İL;'
aMe Bİ pj u e;Cz pē;İ; f;İm;İeavfİl qCmz pS;İl Sēu fæ kñ;İ j;İ; fİsmz

pC İ;İeC qai;İNē pS;İ Hhw ayqil S;İj;İ; p fİİh;İl a;İN;İf e;İ;İu Qİsu; Y;İLu f;İm;İe
Lİİmez j fİİS;İm;İ Y;İLu pS;İl Aep;İZ Lİ; BhnēL İhñQe; Lİİme e;İ İale İhİSa cñ
n'Mm;İØb;İf e fñš qCmez

cēh;İl İc e İhf cİl pju kMe hā;İ; H L H L İh;İ qC@a b;İL aMe j qCj c de fİZ

aþR Lílui pšj frjhmðe LÍªa pšj qcu İhNİma qCu; Nmz İale fİZİ pİqa
jqÇjcL i jİmjİlpªmez Hje pjªu YİLj nqİ KlwSfİhl HLSe fæhİqL Ql dlj fİsmz
pšj qİªa aİqİl fæ İNu; fİsmz KlwSfh jqÇjcL İmİMªaRe, İfİuaj fæ jqÇjc, aþj
ªajİl LalİÉ Ahªqmj Lílui İfaİhªaqf qCuİR, Hhwªajİl ALm^ kªn Lm^ İeªrf
LíluiRz İjZfİ Rmeİj u qİªf jª qCu; Bfe dj İİhpSİe İcu;Rz i İhoªªa pjªİªİNm-pjİSf
nİpªel i jİ kyqİl qªİ, İale BS HL İjZfİ cİp qCu; BªRe, kİqİ qEL, Dnİİl eİª nfb
Lílui jqÇjc kMe Aeªİf fİLİn LíluiªRe, aMe ayqİL jİf Lİlmİjz İLªªk Lİªkİİ Seİ
İNu;ªRe pªC Lİkİİpİde Lílui Bİpªm aª İale Bjİªcl Aeªİqİ AldLİİf qCªhez"

pšj HC fæ fİW Lílui hSİqa qCªmez jqÇjc hİl hİl Lílui hİmªme, İale LMªeİC
İfaİl İeLªV Aeªİf fİLİn Lªe eİz H-pjªC ayqİl İfaİl Lªnmz İLªª pšj pªq cİ
qCm eİz pšj İae İce dlİui İQªİ Lİªmez Ahªªª Qaªİİcªe Lİqªme, İhvp, Bjİªcl jªf
İhnİªpİ hæ İnİbm qCu;ªRz AaHh Bİj Aeªİj d LİªªİR, aþjªajİl ØæªL mCu; fİªİe
Lªİ, eİqªm Bjİªcl jªe Bİ nİªª¹ bİLªn eİz Bjİl İSªLİªol àİl jª² Lílui İcmİj ,
nİªªİ Efqİl İlªª ka CİRİ del aªmCu; kİJz"

jqÇjc AnİİhpSİe Lílui İhcİu mCªme, ayqİl Øæª ayqİl pªª Nªmez

pšj Lİqªme, İBİ kªİ Lİİh eİz QİNİªİ l hªcl qCªª SİqİS mCu; j , İu Qİmu; kİChz"
hİmu; YİLj Rİİsu; Rcªªªn Qİmu; Nªmez

QaŋQaŋiwn fili R

Ɔk cŋŋi Nihŋj jizlÉ hip Liliæ, HLice hoŋi Afliq² ƆpC cŋŋi fƆ HLSe gili, pŋæ laeSe himL J HLSe fiçhuú amifcjl mCu; Qimu; Rez himL Ɔl Aafç¹ Lç¹ Ɔm; ƆaRz hijap Ɔhŋ hiqŋaR Hhw Aihni; hoŋi dli; fisŋaRz pLml Ɔu R; Vi himLivi hup Ɔyŋi AidL qCŋ ej, Ɔp nŋa Lyfŋa Lyfŋa Ljal ü Ɔl Liqm "Ifaj, BI ŋa; f;il ej;" himu; Adŋl i jŋ Lyŋcŋa m;ilNmz

gili ilRæ; himu; len; Ɔgimu; a;qiL hŋli L;R Vileu; mCme; z

hŋs; himLIV R; ViL ialú;il Lili; Liqm, "Ɔb; j dÉ Hje Lili; Lyicu; gm Lf? Ɔf Lili Aebŋl IfajL Ljal Lili p ez"

R; Vi himLIV ame a;qiL Eupŋpa æŋe cje Lili; niç¹ qCmz

j dÉ; himLIV giliL IS' ip; Lilm, "Ifaj, Bji; L;bi;u k; ƆaR?"

gili Liqme, "I Ɔk cŋŋi Ɔs; Ɔm; k; ƆaR, I cŋŋi k; ƆaRz"

"JM;e Ɔl Bŋ Ifaj?"

"öleu; jR L;bi;L;il HLSe I;S; pæ; pÉ qCu; JM;e hip Lli ez"

"I;S; pæ; pÉ Ɔle qCm Ifaj?"

gili Liqme, "Sile ej hijR; quŋa; ayqiL Bfe;il pŋq;cl i;aj; pef mCu; ayqiL HLv; NijÉ Lŋli jŋa; Ɔcn qCŋa Ɔniç¹ a;si; Lili;Rz I;SÉ J pŋpçfc qCŋa ayqiL fƆ hijql Lili; icu;Rz Hme quŋa; Ɔhm c;il ŋaÉl Aål;il rŋ Nqŋ J pæ; pÉl Ɔni;u; hpe fi;bhÉl j dÉ ayqiL HLjæ mŋ;Ch;il Ɔb;jez Bfe;il i;aj;il ihŋao qCŋa, ihocç¹ qCŋa, BI L;bi;J Iri; ejçz"

himu; gili çtŋf Bfe Jü;dl Qif;u; qŋul BŋN cje Lili;mez hŋs; RŋniV IS' ip; Lilm, "Ifaj, HC pæ; pÉ L;leŋŋl I;S; iRm?"

gili Liqme, "a;qi; Sile ej hijR;?"

"kic Bjiçl Bnŋ ej Ɔcu?"

"aŋ Bji; hŋraŋ nue Lili; Bjiçl Ɔb;je L;bi;u?"

pæ;il ilRŋ fŋŋ cŋŋi pæ; pÉ J giliL Ɔm; qCmz Ei uC Ei uL Ɔcimu; BŋQkŋ qCu; Ɔŋme; Nihŋj jizlÉ Qilqu; Ɔcimŋe, giliL giliL himu; Ɔhid qCm ej rŋ rŋ ü;bnŋfi hijpe; qCŋa qŋul fŋa;iqIz Lili; HLjæ hq;v EŋYŋÉl j dÉ Ɔb;je Lili; jŋM Ɔk HLfiL;il S;im;ihq;e ihjm ƆS;ija fiL;in fi;u, giliL jŋM a;qi; Ɔcimŋa fiçme ej giliL phŋ; paLŋ, pQilaz ayqiL qŋul aŋoa hijepLm ayqiL çç S;im;¹ eæ qCŋa Ɔke AINA f;je Lili;aRz Adŋl iqwp; ayqiL çthÜ Jü;dl Hhw çtmNacç¹ j dÉ ihgŋm fi;laqa qCu;

felju ke qeul Aalji Nqfi fhn Liliu; Bfejl Bfie cwne Lilaar pA
laese himL, aqicli Aafz' pLji; pzi nizi IL0 ecq J HLfLi Nihla pwLiQ cimui
je qcm ke aqili; BSjLm Ala pkaal pcjjei InLi Efai m; IRm, HC fibj
aqicli i jjaom fcjflz Qim'a Nm k QIZI AAim'a djm miN, Cqi ke fshla aqicli
faer Sjei IRm eiz fibhfi HC djmju jime cilaf flafec ke fibhfi Efai aqicli Oz;
Sij'aar, jRm3c J jivi fli c cimui flafec aqili; ke fibhfi laluj; Lilaar
fibhfi ke aqiclic fla hno Bis Liliu; Bfejl hsi; jRm3cMjei -Vicu; Ijimu;Rz
pLmc ke aqicli leL'v Aflijd Lilaar cilâ k li ri Lihji Seé aqil jime hpe
mCu; aqicli LiR' Ojo'a piqp Lilaar H Lhm aqil Øfdli; OZE L'v fiR LiR
Bp HCSeé miL kje MicéM™ cš qca Rysu; cu, Cqil;J ke ajle r'ajal jime
li r'vL cimom cš qca jM lgiCu; HL j#i; j'aj; Aejuip gimu; ic'a fi'z aqicli
Qer AidLijn fibhfi HLfLi kvpijeé i jh J IRahðæ AIL' eai ke Lhm HLvi j'U'
hu;clhz aqili; k fibhfi'a pME J pcjjea qcaar ei H Lhm fibhfi ecioz

Nih3c; jizLÉ k iWL Hav; i ihu;IRme aqi; eoz lale mrZ cimuiC hTuiRme k,
HC gili, H k Bfejl hipejLm lhpSle icu; üjde J p'ob qCu; SN'al LjS Lila
hijl qCu;R aqi; eoz; H Lhm Bfejl hipej a'c qu eic himu; IjN Liliu; pj'U' SN'al
fla ihj# qCu; hijl qCu;Rz lale kqi; Qie aqi;C ayqi; fiJe; HCl' gili'li ihnap, Hhw
SNv ayqi; leL'v kqi; Qiu aqi; p'ndj a icmC Qim'h Hhw ei icmJ 'Li'e; r'la eic iWL
HC ihnap-Aepi' LjS qu eic himu; lale SNvL HL0' Liliu; hijl qCu; fisu;Rez

Nih3c; jizLÉL cimui; gili'li IjSi himu;J je qcm pæjpf himu;J h'jd qcmz lale
iWL HI' Bni; L'e eic lale je Liliu;IRme qu HLvi m'ocli fiNis-fl; Øgfa
j'wpif™ cim'he, eu 'aj HLvi cfe'ndj; f jime pæjpf Abli'v i Øj; jRjca dšmnk'j;nué
EUa Øfdli' cim'a fi'c'hez ilz' c'ul j'dé 'Li'e;VjC cim'a fi'c'me eiz Nih3c; jizLÉL
cimui; h'jd qcm lale ke pj'U' a'jN Liliu;Re, ah'ke pj'UC ayqi;Cz lale iLR' Qie ei
himu;C ke fiCu;Re-- lale Bfejl icu;Re himu; fiCu;Rez lale kje Ba'bj flz
Liliu;Re, 'ajle pj'U' SNv Bfe CjRiu ayqi; leL'v di; icu;Rz 'Li'e;fLi; Bsðl eic
himu; lale IjSi, Hhw pj'U' pwp'li leaiz' leLVha'f qCu;Re himu; lale pæjpf HCSeé
ayqi;L IjSi;J pi'S'a qu eic, pæjpf J pi'S'a qu eic

IjSi ayqi; AlaibicN'L pkaal'phi Lila'nez ayqi; ayqi; phi flj Ah'qm;il piqa
Nqz Lila'nez Cqi'a ke ayqi;C p'cfvN AidLi IRmz ayqi;C Bi;ji Seé Lf Lf ahé
Bhnél aqi;J IjSi'L SjeiCu; ic'nez IjSi hsi; RmivL 'De'qi piqa IS' ipi; Lila'ne,
"fbn'j Aafz' n'iz' h'jd qCu;R iL?"

himL aqil i im;il' Ešl ei icu; gili'li LiR' Ojou; h'ipmz IjSi aqicli ic'Q Qijqu;
Dov qilpu; Liq'ne, "ajicli HC pLji; n'fl 'aj f'ob Qimh;il Seé eoz 'aj;il; Bjil
HC c'vNhip L'ji, Bij 'aj;ilcN'L kaALiliu; IjIMhz"

I;S;I HC Lb;I EŠI ĆJu; EİQa İL e; Hhw HC-pLm Ćn;RLI pİqa İWL İLİĖ i jĆ
hĕhq;I LI; Laĥĕ a;q; h;imQL; i jĥu; f;Cm e;-- a;q;I; gİLQI AİdLaI L;R Q;you;
hİpmz Ćke jĕ LİIm, ĆL;b;L;I HC hĕİŠ² jİme q;ia h;S;Cu; a;q;İcNQL HMeC Baİp;v
Lİİa Bİp;aRz

gİLI NĥĕI qCu; Lİqĕme, "B;R;I, B;I;I İLRĖL;im Ćaj;I HC cĆNĥ;ip Lİİa f;İIz"

I;S;İL Ćke AeĤĖ LİImez jĕ jĕ Lİqĕme, "Bİj ĖL a;q; kİc Sİĕĕa, aĥ HC
AeĤĖ Ćaj;I BI BeĖĖI pĕj;I b;İLa e;I"

İaeİV h;imLQL I;S;I İLRĖaC Ćf;io j;je;Ćĕa f;İIĕme e;I Hhw gİLI İeaj;¹ Ćke İeİmİĖ
qCu; İİqĕmez

gİLI ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖL İS' ;p; LİIme, "öĕeu;İR aĥ; HL L;im I;S;I İRĕm, ĆL;b;L;I
I;S;I?"

ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖ Lİqĕme, "İeĖĖ;Iz"

öĕeu; h;imQL; a;q;QL AaĖ;¹ ĆR;Ė; İĥĕQe; LİImz a;q;I; ĆL;ĕ; L;im İeĖĖ;I e;I
öĕe e;Cz İL;¹ gİLI Dov İĥQİma qCu; EİWĕmez B;I;I İS' ;p; LİIme, "Ćaj;I I;SaĖNm
LĖ LİIu;?"

ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖ İLRĖZ QĖ LİIu; İİqĕmez Aĥĕĕĕo Lİqĕme, "h;İm;I eĥ;I n;I p;S;
B;I;I L;İSĖ qĆĕa İeĥ;İpa LİIu; İcu;Rz"

e;ĕeI;ul ĆL;ĕ; Lb;I ĥİmĕme e;I

HC Lb;I öĕeu; h;imQL; pLĕm QjİLu; EİWu; gİLQI j;MI İcQL Q;İq;Iz gİLQI j;MI
Ćke İĥZİqCu; Nmz İae p;q; ĥİmu; Ėgİmĕme, "H-pLm ĥĖT Ćaj;I i ;Ćul L;S? Ćaj;I
i ;Ć ĥĖT Ćaj;IL I;SĖ qĆĕa a;S; LİIu; pĕ;İpĖ LİIu;Rz"

I;S;I BÖQKĖqCu; Nĕme; Lİqĕme, "aĥ; Ha pwh;Ė ĆL;b;Iu f;İCĕm p;İqĥ?"

fQL jĕ LİIme, BÖQKĖ İĥu İLRĖ e;C, L;q;I J İeLV qĆĕa öĕeu; b;İLĕmez

gİLI a;S;aj;S Lİqĕme, "Bİj İLRĖ Sİĕe e;I Bİj ĖLĥm Ae;Ie LİİaİRz"

I;İe qĆĕm pLĕm nue Lİİa Nĕmez p;I;ĕe gİLQI BI Oj qĆĕm e;I S;İNu; cĕxüfĖ
ĆĕİMĕa m;İNĕme Hhw fĖaĖL nĕe QjİLu; EİWĕmez

fİĖe gİLI ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖL Lİqĕme, "İĥĕno fĖu;Seĥna HM;ĕe BI b;I;I qĆĕm e;I
B;I;I BS İĥ;Iu qĆz"

ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖ Lİqĕme, "h;imQL; fĖb;I Lĕo n;İ;¹qCu; f;İsu;R, Eq;İcNQL BI İLRĖL;im
İĥn;İj Lİİa İcĕm i ;ĕm;I quz"

h;imQL; İLRĖİĥI Š² qĆm-- a;q;ĖĖI jĕdĖ phİSĖİv gİLQI İcQL Q;İq;I Lİq;I, "B;I;I
İLRĖİeaj;¹İnö e;I, kMe BĥnĖL aMe Ae;Iu;P Lø pĖĖ Lİİa f;İIz"

ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖL İeLV qĆĕa a;q;I; Qe;Ė NqZ Lİİa fĖĖa e;qz ĆN;İĥ;Ėj;İZLĖ BI İLRĖ
ĥİmĕme e;I

gİLI kMe k;ĕe;I EcĖk;N LİİaRe, H;Ie p;Iu cĆNĖ BI-HLSe Aİaİb BN;Ie

Lil^{me} ayqil^L cimu; I;S; J gili Ei^u B00kni qcu; N^{me} gili Lf Lil^{he} i;ihu; fice^{me} ez I;S; ayqil Alaib^L fZj Lil^{me} Alaib BI^{Lq} e^{qe}, Iofia I;S; fZj NqZ Lilu; Liq^{me}, "Su qELz"

I;S; Ili' v hfu' qcu; IS' ip; Lil^{me}, "er^{el} leLV qC^a Bip^aR WjL⁴? ih^{no} L^{ei} pwhic B^R?"

Iofia Liq^{me}, "er^{el}ju i;im; B^{Re}, ayqil Se^f i;ih^{he} ez"

BLⁿⁱ ic^L qia a^{mu}; Liq^{me}, "Bj^L Sulpwq^a aj;il L^R f;W;Cu; icu;Rz^o p hylou; e;Cz a;qil C^Ri B^j p;de Lilh, eiq^m B;il ni;e;Cz¹ aj;il L^R bilu; aj;il p^Af qcu; aj;il pLm L^{kN} B^j k;N ichz"

I;S; fb^j Iofial i;h ilR^a h^T aj;il^{me} ez lale HLh;il j^e Lil^{me}, Iofia h^T f;Nm qcu; bil^Lhez I;S; Of Lilu; Iiq^{me}

Iofia Liq^{me}, "B^j pj^U cimu;ilR, ilR^ac p^M e;Cz iqwp; Lilu; p^M e;C, Bidfa^f Lilu; p^M e;C, a^h k fb Ahm^{de} Lilu;ilR a;qi^ac p^Mz B^j aj;il flj n^ea; Lilu;ilR, B^j aj;il^L iqwp; Lilu;ilR, aj;il^L B;il L^R him ic^a Qilqu;ilRm;il, BS Bj^L aj;il L^R p^Cf;Z^N a^filN Lil^a Bipu;ilRz"

Nih³ j;ilZL^E Liq^{me}, "WjL⁴, a^h B;il flj EfL;il Lilu;ilR B;il n^ea; B;il R;u;il j^a; B;il p^A p^AC im^c qcu; ilRm, a;qil qia qC^a a^h B;il^L fil^e;Z Lilu;ilRz"

Iofia p^o Lb;u h^si-HLV; L;e e; icu; Liq^{me}, "jq;il;S, B^j SN^al I^s2f;ia Lilu; k ifn;Q^E HaL;im p^hi Lilu; Bipu;ilR, p^o Ahⁿo B;ilC q^eul pj^U I^s2^o h;oz Lilu; f;e Lilu;ilR^o p^C ni;Zaiff;ip^f Ssai-j^{ta}il B^j c^l Lilu; Bipu;ilR; p^o HMe j;qi;SI I^sSEl^o chj³ e;C, HMe p^o I;Spi ju f^hn Lilu; ipw;ip^e Qisu; hipu;ilRz"

I;S; Liq^{me}, "chj³ qC^a kic^o p^o c^l qu^a a; e² j;e^hl q^eu qC^aJ c^l qC^a f;il^hz"

f00;v qC^a HLIV fil^lQa ul Liqm, "e; j;qi;S, j;ehq^euC fil^h a j;il^o, p^CM;eC Ms^W ni;Za qu Hhw p^CM;eC na p^qte^l him quz^o ch-j³ a;qil p;je^f Ali eu qu j;e^z"

I;S; pQILa qcu; igil;u; cim^{me} p;ip^e p;ij³ j;an^{ih}hez ayqil^L fZj Lilu; I;UL^o Liq^{me}, "BS B;il Lf Be³z"

ih^ohe Liq^{me}, "jq;il;S, Bfe;il Su Lilu;ilR^e himu; pLm^{LC} Su Lilu;ilR^ez a;C BS Bfe;il a;il^o n^ea; pL^m HL^e qcu;ilRz"

gili AN^{pl} qcu; Liq^{me}, "jq;il;S, B^jJ aj;il n^ea; B^jJ aj;il qⁱa d;il icm;ilz"

Iofial ic^L B^{im} ic^h Lilu; Liq^{me}, "HC hipZ-WjL⁴ Bj^L Sⁱeez B^jC p^Si, h;wm;il eh;h, B^jC aj;il^L ih;e;fi;e^d ih;ilpa Lilu;ilR Hhw p^o fⁱFI ni;UJ f;Cu;ilR-- B;il i;aj;il iqwp; BS f^o f^o B;il Aep^lZ Lil^aR, B;il I^sSE B;il BI cys;Ch;il 0b;e e;Cz Rcl^h B^j BI bil^La f;il e; aj;il L^R p^Cf;Z^N Ba^{tp} f;ilz"

Lil u; Blij hylomjz"
ame l;S; J ehjh Ei u l;im;Lm Lil mez l;S; l;mhj;æ Liqme, "Bjil Lf p; iNE!"
Iofla Liqme, "jqil;S, a; j;il plqa nœ; Lil mJ mji Bz a; j;il nœ; Lil a
Inu;C a; j;il LiR dl; f;su;R, elq; l;e;Li; m a; j;il S;leaj; e; z"
Ihøhe qilpu; Liqme, "k; e gyp; l; j d; f;su; gyp IR; s; a Inu; Nm; u BIJ AidL
h;ldu; k;uz"
Iofla Liqme, "Bjil BI c;M e;C-- Blij n; j; f;Cu; j;Rz"
Ihøhe Liqme, "n; j; p;M Bfe; j; j d;C Bz, Lhm S;le; a f;C e; z i Nh; e H ke
j; iVI q; s; a Aj; a l; iMu; Re, Aj; a Bz h; mu; L; q; iJ Ihn; p qu e; z B0; a m; iInu; q; s;
i j; P; m a; h A; eL p; u p; iL B; u; c f; C; q; u q; u, H; e I; SlepJ H; e S; uN; u b; iL!"
H; e p; u HLV; A; i; c; f; q; i; n; e E; iWmz c; iM; a c; iM; a c; iM; j d; C R; iV; h; s;
e; j; ihd R; m B; iPu; f; smz l; S; iIhøheL Liqme, "HC c; M; i W; iL; , Bjil d; h; z"
h; mu; R; m; c; l c; M; iCu; i; c; me; z
Ihøhe Liqme, "k; q; iL f; p; i; c; a; j; Ha- i; m R; m f; Cu; j; R p; J a; j; iL e; i; m e; C,
a; q; iLJ B; leu; i; c; z"
h; mu; h; i; q; i N; me; z iL; i' v Ihm; d; d; h; L l; i; m Lil u; B; leu; l; S; iL l; i; m i; c; me; z l; S; i
a; q; iL h; L Q; i; f; u; j; d; iL u; X; i; l; L me, "d; h; i!"
d; h; iLR; c; h; i; m m e; j, N; ñ; e; l i; j; h e; f; i; h l; S; iL L; y; d j; b; i; l; c; u; j; f; i; s; u; j; I; l; q; m; z h; y; i; c; e f; i; l f; i; b; j
l; j; m; e h; i; m; L; i r; a q; e; u; l; j d; e; k; e HLf; iL; iL A0g; v A; i; j; e J m; < iL Ecu q; C; m; z l; S; i; L
S; s; iCu; j; j; M m; L; iCu; j; I; l; q; m; z
l; S; i h; i; m; e, "BI ph q; C; m, Lhm e; r; æ Bj; iL i; j; C h; i; m m e; z"
p; S; i a; h; i; i; h; Liqme, "jqil;S, BI pL; m; C A; i; a p; q; SC i; j; C; u; l; j; a; i; h; e; h; q; iL L; i,
Lhm i; e; S; i i; j; C L; i e; z"
p; S; iL q; e; u q; C; a HM; e; i; h; m E; v; f; i; l; V; a qu e; j; C;

EfpwqjI

HCMj[®]e hmj BhnÉL ðaeiV hjmL pSjI ðae Rcl[®]hnÉ Letiz pSj j , j k;ChjI E[®]Y[®]n QÍNÉj h[®]ç[®] I Nu;ijR[®]mez ÌLç' c[®]i ÑNÉæ^{2®}j -I;al hoÑI f[®]ç[®] Ñ[®] HLMjIeJ S;qiS f;C[®]me e; Ah[®]n[®]o qajñ qCu; IgiIuj BìphjI f[®]b, [®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉI pìqa c[®]Ñ[®] c[®]Mj quz ÌLR[®]ç[®] c[®]Ñ[®] h;ip LìIuj pSj pwh;ic f;C[®]me HM[®]e; pjìV-peÉ ayq;L pàje LìI[®]a[®]Rz [®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉ k;ejIc J ÌhÙ'I Ae[®]QI-p[®]j a ayq;I hà[®]Bj;L;je-fìal ÌeL[®]V ayq;L [®]fìZ L[®] ez k;ChjI pju pSj ayq;L hýj ðmé aI h;il Efq;I ùl[®] c;je L[®] ez

Cìaj[®]dÉ I;Sj I0fìal J Ìh0h[®]e Ijìmu; pj Ù' NÉj[®] L[®] ke p[®]Qae LìIuj a[®]m[®]mez I;SjI c[®]Ñ[®] pj Ù' NÉj[®] I fìZ qCu; EìWmz

HCl[®]F Ru hvpl L;ìVuj [®]N[®]m Ræj; jZ[®]LÉI j[®]a[®] qCmz [®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉ[®] I p[®]wq;ip[®]e Igl;Cu; mChjI SeÉ Ìæf[®]ç; qC[®]a c[®]ç[®] Bìpmz

[®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉ fìb[®]j hìm[®]me, "Bìj I;SÉ IgiI h e;I"

Ìh0he Lìq[®]me, "p qC[®]h e; j q;I;S; dz Ñ kMe üuw à;I[®] Bìpu; Bq[®]è LìI[®]a[®]Re aMe ayq;L Ah[®]qm; LìI[®]he e;I"

I;Sj ayq;I R;æ[®]cI Ìc[®]L Q;ìqu; Lìq[®]me, "B;jiI HaìceL;I Bn; Ap;ç;ç, HaìceL;I L;ik[®]Apçf[®]Y[®]Ñ Iìq[®]h?"

Ìh0he Lìq[®]me, "HM;[®]e [®]a;jiI L;ik[®]Bìj LìIhz"

I;Sj Lìq[®]me, "a[®]ç; kìc HM;[®]e b;L a;qi qC[®]m B;jiI [®]pM;jeL;I L;ik[®]Apçf[®]Y[®]Ñ qC[®]h?"

Ìh0he Lìq[®]me, "e; j q;I;S, HMe B;ji[®]L BI [®]a;jiI BhnÉL e;Cz a[®]ç; HMe Bfe;I fìal Bfìe pçf[®]Y[®]Ñ Ìei Ñ LìI[®]a f;Iz Bìj kìc pju f;C[®] [®]a;ji[®]T j;I[®]T [®]a;jiI pìqa p;I;Iv LìI[®]a k;Chz"

I;Sj d[®]h[®]L p[®]Á mCu; I;SÉ f[®]h[®]n LìI[®]mez d[®]h[®] HMe BI Ìea;ç;I r[®]a[®] e[®]qz p[®] Ìh0h[®]eI f[®]p;ç[®] p[®]wú[®]a i;oi Ìnr; LìIuj n;I[®]æ-Adéu[®]e je Ìcu;Rz I0fìal f[®]eh[®]ÑI [®]f[®]ç;Iqae NqZ LìI[®]mez Hh;I j;I[®]ç[®] Bìpu; ke j[®]a Sulp[®]wq[®]L f[®]eh[®]ÑI S[®]h;ai j[®]h fìç qC[®]mez

H Ìc[®]L Ìhn[®]p0;aL B;ji;L;je-fìal pSj[®]L qae; LìIuj ayq;I ph[®]Lìeù Let;L Ìhh;q L[®] ez--

"c[®]i ÑN; pSjI fìal B;ji;L;je-fìal eh[®]wpa; IjIZ LìIuj [®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉ c[®]xM LìI[®]aez pSjI e;I I0I0jIZ[®] LìIh;I SeÉ Ìale aI h;I[®]I Ìhìej[®]u hýal Abì[®]h;I; L[®]ç; I;e-nI[®]f[®]a HLìV EvL[®] j pìSc fìU[®]a L;I;Cu;ijR[®]mez a;qi Act;ìf pSj-j pìSc hìmu; haìj;je B[®]Rz

[®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉI k[®]a[®]Á[®] ç;I L[®]m B;h;ic qCu;ijRmz Ìale h;ìpZ[®]NZ[®]L ÌhÙ'I i;Sj a;I[®]f[®]oe pe[®]ç; ÌmìMu; c;je L[®] ez j q;I;S [®]N;ih[®]ç[®]j jZ[®]LÉ L[®]ç; I;e cìr[®]Z h;ìap; NÉj[®] HLìV c[®]h0[®]L; Mee

LI;Cu;R®mez İaİe A®eL pvL;®Kİ Aeu;e Lİİ®aİR®me, İL;°pÇfæ Lİİ®a f;®e e;Cz
HCSeİ Aea;f Lİİu; 1669 Mx A®ë j;ehmİm; pðIZ L®eİ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোখের বালি

১৯০৩

সূচনা

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দূরুহ। সব চেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকালে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ- অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায় টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ- সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন- অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা- ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা- ঘরে যেখানে আঙুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ঐ পর্দার বাইরের সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে- বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রুঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি, এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর- এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমন- কি কাব্যেও, মানব চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত- নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরস্পরের বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

অধ্যায় - ১

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্য দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, “বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।”

রাজলক্ষ্মী। মহিন, ঐ তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা , ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা- সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর- আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু- শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের খলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন, তখন মহেন্দ্র বলিল, “আচ্ছা, কন্যাটি একবার দেখিয়া আসি।”

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, “দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার মিথ্যা।”

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে তখন মহেন্দ্রের কড়ি- সুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিতচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততই উৎকর্ষিত হইয়া উঠিল— অবশেষে দুই- চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, “না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।”

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ- প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্তীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যিক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ

দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাকে বলিলেন, “বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—”

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, “মা, ঐটে পারিব না। যে-মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে-মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কন্যার বেলা সেটা সহিবে না।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘বিহারী আবার বিয়ে করিবে ! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।’

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর- একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহুযত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছি, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মভূমি বারাসতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।”

বছর- তিনেক পরে আর- এক দিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।”

“কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ?”

“পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।”

মা হাসিয়া কহিলেন, “শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।”

মহেন্দ্র কহিল, “বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি- বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোনো ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?”

কাকী কহিলেন, “এ তোমার, বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।”

এ কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে-কটি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, “আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজোবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।”

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজোবউ কহিলেন, “তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।”

মেজোবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোনো সূত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল, তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুষ্কবিমর্ষমুখে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া নিঃশব্দে ডাকিল, “কাকীমা।”

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আয় মহিন, বোস।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।”

অল্পপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কণ্ঠে সংবরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আহারাঙ্তে হঠাৎ মনের বোঁকে বলিয়া বসিল, “কাকী, তোমার সেই- যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে একবার দেখাইবে না?”

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অল্পপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, “তোমার আবার বিবাহে মন গেল নাকি, মহিন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।”

অল্পপূর্ণা কহিলেন, “আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।”

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।”

মা কহিলেন, “তোমার পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।”

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অল্পপূর্ণার রোদনশ্রীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন।

ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কী গো মেজোঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?”

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

অধ্যায় - ২

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, “এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী। এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি হয় মহিন। এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।”

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, “চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।”

বিহারী কহিল, “সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া পছন্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো উত্তম কথা।”

বিহারী কহিল, “কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের স্কেপে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।”

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, “তবে কী করিতে চাও।”

বিহারী কহিল, “যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।”

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, “সে কি হয় বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয়, তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রহিল।”

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, “আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।”

মা কহিলেন, “কেন, কোথায় যাবি।”

মহেন্দ্র কহিল, “দরকার আছে মা, তুমি দাও- না, আমি পরে বলিব।”

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলোও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

কন্যার জেঠা শ্যামবাজারের অনুকূলবাবু— নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারায় তাঁহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অল্পপূর্ণা বলিয়াছিলেন, “আমার কাছে থাক।” তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমন- কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহ- ভাবনার সময় আসিল কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ‘যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতিতাদৃশী’ কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অনুকূল বলেন, “আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।” এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া- গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোনুখ। দোতলার দক্ষিণবারান্দায় চিত্রিত চিত্রণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রুপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রুপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল, সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কৃষ্ণিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার- জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু- আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, দুটা- একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অনুকূলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।”

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকূলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, “লজ্জা কী মা। বাটা ঐ গুঁদের সামনে রাখো।”

বালিকা নত হইয়া কম্পিতহস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন- পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিম- প্রান্ত হইতে সূর্যাস্ত- আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পান্বিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অনুকূলবাবু কহিলেন, “একটু দাঁড়া চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।” বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর- এক বার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, “এই বারো- তেরো হইবে।” অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীৰু ভাবে তাহার নবযৌবনারস্তুকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কী।” অনুকূলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, “বলো মা, তোমার নাম বলো।” বালিকা তাহার অভ্যস্ত আদেশ- পালনের ভাবে নতমুখে বলিল, “আমার নাম আশালতা।”

আশা ! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কর্ণটি বড়ো কোমল। অনাথা আশা !

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।”

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, “মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।”

বিহারী কহিল, “না, বোধ হয় সহ্য করিতে পারিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা না হয় আমিই স্কন্ধে তুলিয়া লই। কী বল।”

বিহারী গম্ভীরভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, “মহিন্দা, সত্য বলিতেছ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে হইয়া যাইত।”

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহুবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌঁছিল।

মা তখন লুচিভাজা- ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তখনো তাঁহার বোনঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্ম্যাশিখরপুঞ্জের উপর গুরুসগুমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা যখন খাবার খবর দিলেন, মহেন্দ্র অলসস্বরে কহিল, “বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।”

মা কহিলেন, “এইখানেই আনিয়া দিই- না?”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ আর খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় খাইতে গিয়াছিলি।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে অনেক কথা, পরে বলিব।”

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

তখন মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র কহিল, “মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।”

মা কহিলেন, “ক্ষুধা না থাকে তো দরকার কী!”

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান- অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

অধ্যায় - ৩

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, “ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা আমিই তাঁহার বোনঝিকে বিবাহ করি।”

বিহারী কহিল, “সেজন্য তো হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।”

বিহারী কহিল, “সম্ভব বটে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে।”

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, “বেশ কথা, সে তো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।”

মহেন্দ্র। একদিন দেরিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, “আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।”

মাকে গিয়া কহিল, “আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।”

মা মনে মনে কহিলেন, “বুঝিয়াছি, সেদিন মেজোবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনঝিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল।”

তাঁহার বারংবার অনুরোধ অপেক্ষা অল্পপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।”

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া কহিল, “কন্যা তো পাওয়া গেছে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে কন্যা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।”

মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, “কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ নয়।”

রাজলক্ষ্মী। তাহার তিন কূলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুম্বের সুখ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের সুখ না হইলেও আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা।

ছেলের জেদ দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, “বাপ- মা- মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এতবড়ো শয়তানি!”

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, “মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কী বলিয়াছে আমিও জানি না।”

মহেন্দ্রের মা সে কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, “তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উলটাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।”

বিহারী কহিল, “কাকীমা, সে কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনঝি যখন, তখন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না বাছা, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিত হই। মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।”

বিহারী কহিল, “কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।”

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকটে গিয়া কহিল, “মা, কাকীর বোনঝির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।”

রাজলক্ষ্মী। বলিস কী বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে। মহিনদা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই- সকল বাধাবিঘ্নে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, “মেজোবউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকো, দুদিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা- খুশি করিতে পারে। তোমার বোনঝির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক, তার—”

অন্নপূর্ণা। দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে ভাঙিতে কতক্ষণ।” বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা, তোমার জন্য ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।”

বিহারী কহিল, “না মা, সে হয় না। সে- সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।”

তখন রাজলক্ষ্মী অন্তর্পূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, “আমার মাথা খাও মেজোবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।”

অন্তর্পূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, “বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিত হইতাম, কিন্তু সব তো জানিতেছই—”

বিহারী। বুঝিয়াছি কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনো কাহারোও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্তর্পূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ- আশঙ্কায় মুছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন— যাহা হইল, তাহা ভালোই হইল।

এইরূপ রাজলক্ষ্মী অন্তর্পূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত- প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, সানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিতসুন্দরদেহে লজ্জিতমুগ্ধমুখে আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত- কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্তর্পূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন মা।”

মা কহিলেন, “এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।”

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক- না বাপু, আর- একটা বৎসর বৈ তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, “বউয়ের বাপ- মা যদি কেহ থাকিতেন, তাহাদের কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না— কি জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।”

রাজলক্ষ্মী। (আত্মগত) ওরে বাস্ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ি কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্নেহতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না!

মহেন্দ্র খুব জোরের সহিত কহিল, “কিছু ভাবিয়ো না মা। একজামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।”

অধ্যায় - ৪

রাজলক্ষ্মী তখন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধূকে ঘরকন্নার কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার- ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশাস লুদ্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোখের সম্মুখেই নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহ্য হয়।

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, “কাকী, মা বউকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।”

অন্নপূর্ণা জানিতেন রাজলক্ষ্মী বাড়াবাড়ি করিতেছেন, কিন্তু বলিলেন, “কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।”

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, “এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না।”

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।”

মহেন্দ্র উত্তেজিতভাবেই বলিল, “পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো খাটিতে দিতে পারিব না।”

মা তাহার উদ্দীপ্ত জ্বালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, “তাহাকে লইয়া কী করিতে হইবে!”

মহেন্দ্র কহিল, “তাহাকে আমি লেখাপড়া শিখাইব।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, “এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেখাও।”

এই বলিয়া অল্পপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র-জোড়করে কহিলেন, “মাপ করো মেজোগিন্ণি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই, উঁহার কোমল হাতে আমি হনুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।”

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।

অল্পপূর্ণা ক্ষোভে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্জায় ভয়ে দুঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, ‘আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্যায়ে হইবে।’

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবুদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, একজামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল— কাজের প্রতি দৃকপাত বা লোকের প্রতি ক্রক্ষেপমাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, ‘মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।’

দিন যায়— দ্বারের কাছে কোনো অনুতপ্তের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আসিলে ক্ষমা করিবেন, নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না। তখন রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেতলার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃশ্লেশের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, ‘মহেন্দ্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি, কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।’

রাজলক্ষ্মী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সম্মুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদ্রিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধূ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী লজ্জায় ধিক্কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

অধ্যায় - ৫

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দেহ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযতুলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নূতন- আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিন্তদাহে অল্পপূর্ণাকে দন্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, “ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—”

অল্পপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, “দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, “আমার বউ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে!”

তখন অল্পপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, “তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!”

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।”

অল্পপূর্ণা কহিলেন, “সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ?”

মহেন্দ্র কহিল, “এই দেখো, উহার জন্যে স্নেহ খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।”

অল্পপূর্ণা কহিলেন, “তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক- আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো ঢের হয়।”

মহেন্দ্র। অত সহজ নয় কাকী, পড়াশুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অল্পপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, “রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।”

এমন গস্তীরপ্রকৃতির শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্সপেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গস্তীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক- নাম ধরিয়া ডাকিল, “চুনি।” চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, “বইটা আনো দেখি, দেখি কোন্‌খানটা পড়িতেছ।”

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব- প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্লীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, “আজ কতটা পড়িলে দেখি।” আশা যতগুলো লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, “উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?” বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো- একটা অধ্যায়ের শিরোনামটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, “তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।” মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, “আমি একজনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।” আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত— কিন্তু হয়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?”

আশা কহিল, “তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।”

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।”

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।”

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কাল্লার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভ্রুৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়িকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ি তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।”

অবশেষে অন্তর্পূর্ণা আশাকে কহিলেন, “তোমার যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।”

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার একজামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।”

এ বয়সে এতবড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।”

আশা এতবড়ো উদার গন্তীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল, “তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি একজামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।”

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র

পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন- পাঠন- ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। “মহিন্দা মহিন্দা” করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভৎসনা করিত।

আশাকে বলিত, “বোঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।”

মহেন্দ্র বলিত, “চুনি, ও কথা শুনিয়ে না- বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।”

বিহারী বলিত, “সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।”

মহেন্দ্র উত্তর করিত, “পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি, আর- একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।”

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, “চুপ!”

এই- সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময়ে তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ- প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, “মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়, কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।”

মহেন্দ্রের ফেল- করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করিয়া জুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অল্পপূর্ণা। তাহার আহরনিদ্রা দূর হইল।

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দ্বিগ্ন অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযতুলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নূতন- আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিত্তদাহে অন্নপূর্ণাকে দন্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, “ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ— ”

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, “দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্ঠংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, “আমার বউ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে !”

তখন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, “তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম !”

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল বারিয়া পড়িল, আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া
কাঁদিতে
লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ ?”

মহেন্দ্র কহিল, “এই দেখো, উহার জন্যে স্নেহ খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক- আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো চের হয়।”

মহেন্দ্র। অত সহজ নয় কাকী, পড়াশুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, “রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।”

এমন গস্তীরপ্রকৃতির শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্সপেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক- নাম ধরিয়া ডাকিল, “চুনি।” চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, “বইটা আনো দেখি, দেখি কোন্খানটা পড়িতেছ।”

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চরুত্ব-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্লীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, “আজ কতটা পড়িলে দেখি।” আশা যতগুলো লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, “উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?” বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো- একটা অধ্যায়ের শিরোনামটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, “তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।” মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, “আমি একজনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকাকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।” আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত— কিন্তু হয়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, “নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?”

আশা কহিল, “তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।”

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।”

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।”

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভ্রুৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়িকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ি তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।”

অবশেষে অল্পপূর্ণা আশাকে কহিলেন, “তোমার যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।”

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, “তোমার একজামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।”

এ বয়সে এতবড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।”

আশা এতবড়ো উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল, “তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি একজামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।”

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যিক, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন- পাঠন- ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। “মহিনদা মহিনদা” করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবরণ হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভ্রুৎসনা করিত।

আশাকে বলিত, “বোঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।”

মহেন্দ্র বলিত, “চুনি, ও কথা শুনিয়ে না— বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।”

বিহারী বলিত, “সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।”

মহেন্দ্র উত্তর করিত, “পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি, আর- একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।”

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, “চুপ!”

এই- সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময়ে তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ- প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, “মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়, কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।”

মহেন্দ্রের ফেল- করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করিয়া জুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্তর্পূর্ণা। তাঁহার আহরনিদ্রা দূর হইল।

অধ্যায় - ৬

একদিন নববর্ষার বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পূব দিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নীচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

মহেন্দ্র দ্রুতপদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইয়াছে।”

বালিকা দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র ক্রমশ উত্তর পাইল যে, মাসিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিসতুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেন্দ্র রাগিয়া মনে করিল, ‘গেলেন যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া গেলেন!’

শেষকালে সমস্ত রাগ মাতার উপরে পড়িল। তিনিই তো সকল অশান্তির মূল।

মহেন্দ্র কহিল, “কাকী যেখানে গেছেন, আমরাও সেইখানে যাইব, দেখি, মা কাহাকে লইয়া ঝগড়া করেন।”

বলিয়া অনাবশ্যক শোরগোল করিয়া জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি মুটে- ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতেছিস।”

মহেন্দ্র প্রথমে কোনো উত্তর করিল না। দুই- তিন বার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, “কাকীর কাছে যাইব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোমার কাকীকে আনিয়া দিতেছি।”

বলিয়া তৎক্ষণাৎ পালকি চড়িয়া অন্তর্পুর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, “প্রসন্ন হও মেজোবউ, মাপ করো।”

অন্তর্পুর্ণা শশব্যস্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “দিদি, কেন আমাকে অপরাধী

তুমি যেমন আজ্ঞা করিবে তাই করিব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে- বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।” বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুই জা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্তর্পুর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অল্পপূর্ণা কহিলেন, “চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই?”

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।”

অল্পপূর্ণা কহিলেন, “বউ- মানুষের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়িকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারমুখী।”

জীবনের কবিত্ব- অধ্যায়ে মা খুড়ী যে এমন বিয়, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাসতে যাইতে চাই।”

বিহারী কহিল, “অনেক দিনই যখন যান নাই তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে তা বোধ হয় না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার সেখানে না থাকাই ভালো— বর্ষার সময় জায়গাটা ভালো নয়।”

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, “মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। বৌঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও- না!” বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গৃঢ় ভরৎসনায় মহেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, “তা বুঝি আর পারি না।”

কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্ত বিমুখ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া সে যেন একপ্রকারের শুষ্ক আমোদ অনুভব করে।

বলা বাহুল্য, রাজলক্ষ্মী জন্মস্থান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না। গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বারাসতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন, ‘অল্পপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে— সে হইল মন্ত্র- জানা ডাইনী আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভালো।’

অল্পপূর্ণা ভিতরকার কথাটা বুঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, “দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না।”

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে কহিল, “শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কী করিয়া।”

রাজলক্ষ্মী বিদ্রোহবিষে জর্জরিত হইয়া কহিলেন, “তুমি যাইবে মেজোবউ? এও কি কখনো হয়। তুমি গেলে চলিবে কী করিয়া। তোমার থাকা চাই- ই।”

রাজলক্ষ্মীর আর বিলম্ব সহিল না। পরদিন মধ্যাহ্নেই তিনি দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর- কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে একজন সরকার ও দারোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, “মহিন্দা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই?”

মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, “আমার আবার কালেজের— ”

বিহারী কহিল, “আচ্ছা তুমি থাকো, মাকে আমি পৌছাইয়া দিয়া আসিব।”

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, “বাস্তবিক, বিহারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ও দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশি ভাবে।”

অল্পপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষোভে ও বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া রহিলেন। খুড়ীর এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

অধ্যায় - ৭

রাজলক্ষ্মী জন্মভূমিতে পৌঁছিলেন। বিহারী তাঁহাকে পৌঁছাইয়া চলিয়া আসিবে এরূপ কথা ছিল, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখিয়া, সে ফিরিল না।

রাজলক্ষ্মীর পৈতৃক বাটীতে দুই- একটি অতিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারি দিকে ঘন জঙ্গল ও বাঁশবন, পুষ্করিণীর জল সবুজবর্ণ, দিনে- দুপুরে শেয়ালের ডাকে রাজলক্ষ্মীর চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, “মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’ কোনোমতেই বলিতে পারি না। কলিকাতায় চলো। এখানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম হইবে।”

রাজলক্ষ্মীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। অদ্য সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী পিস্তাশাঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে। মুহূর্তের জন্য আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলক্ষ্মী বলেন, “বেলা হইল মা, তুমি দুটি খাও গে যাও।”

সে কি শোনে? পাখা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া সে উঠে না।

রাজলক্ষ্মী বলেন, “এমন করিলে যে তোমার অসুখ করিবে মা।”

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে, “আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না পিসিমা। আহা কতদিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ, এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদর করিব।”

বিহারী দুইদিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তার কাছে রোগের ঔষধ কেহ- বা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে, কেহ- বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিসে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ধরে, কেহ- বা তাহার কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া লয়। বৃদ্ধদের তাসপাশার বৈঠক হইতে বাগ্দিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত সর্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতূহল এবং স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত— কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

বিনোদিনী এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ডে যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অস্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, “এই মেয়েকে কিনা তোরা অগ্রাহ্য করিলি।”

বিহারী হাসিয়া কহিত, “ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশকিল।”

রাজলক্ষ্মী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, “আহা, এই মেয়েই তো আমার বধু হইতে পারিত। কেন হইল না।”

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, “পিসিমা, তুমি দুদিনের জন্যে কেন এলে ! যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো একরকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, “মা, তুই আমার ঘরের বউ হলি নে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।”

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অনুনয়পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহার মহিন জন্মাবধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই— নিশ্চয় এতদিনে মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলের অভিমান এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্য তৃষিত হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, “মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ সুখে আছেন।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছে। সুখে আছেন ! হতভাগিনী মা নাকি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও সুখে থাকিতে পারে।’

“ও বিহারী, তার পরে মহিন কী লিখিয়াছে, পড়িয়া শোনা- না বাছ।”

বিহারী কহিল, “তার পরে কিছুই না মা।” বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পুরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন। নিশ্চয়ই মহিন মার উপর এমন রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চয় করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অপরূপ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। কহিলেন, “আহা, বউ লইয়া মহিন সুখে আছে, সুখে থাক— যেমন করিয়া হোক সে সুখী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কষ্ট দিব না। আহা, যে মা কখনো তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহিন মার 'পরে রাগ করিয়াছে!' বার বার তাঁর চোখ দিয়া জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বার বার আসিয়া বলিলেন, “যাও বাবা, তুমি স্নান করো গে যাও। এখানে তোমার বড়ো অনিয়ম হইতেছে।”

বিহারীরও সেদিন স্নানাহারে যেন প্রবৃত্তি ছিল না; সে কহিল, “মা, আমার মতো লক্ষ্মীছাড়া অনিয়মেই ভালো থাকে।”

রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন, “না বাছা, তুমি স্নান করিতে যাও।”

বিহারী সহস্র বার অনুরোধ হইয়া নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলক্ষ্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি সেই কুণ্ডিতদলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, “দেখো তো মা, মহিন বিহারীকে কী লিখিয়াছে।”

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিখিয়াছে; কিন্তু সে অতি অল্পই, বিহারী যতটুকু শুনাইয়াছিল তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঞ্জে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুখানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, “পিসিমা, ও আর কী শুনিবে।”

রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তের মধ্যেই পাথরের মতো শক্ত হইয়া যেন জমিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, “থাক।” বলিয়া চিঠি ফেরত না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র- আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী আর খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। দুঃসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দিদি, কলিকাতার খবর সব ভালো।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তবে তুমি এখানে যে?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও’সে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ, (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) সে ছেলেমানুষ, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।” আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আসিল। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া যাইবে?”

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, “আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিস নে, বেহারি—তোরা সব সুখে থাক, আমার জন্যে কিছুই আটকাইবে না।”

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, “মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।”

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, “অমন কথা বলিস নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।”

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, “বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো—বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।”

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিস। রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, “শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।”

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অধ্যায় - ৮

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া যান, মাসিমা চলিয়া যান। তাহাদের সুখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শূন্য গৃহস্থালির মাঝখানে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষড়িয়া পড়ে— সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিমুখ সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জ্বলাইয়া খুব সমারোহের সহিত শূন্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, “চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলা দেখি। মাসি গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন। আমাদের দুজনার ভালোবাসাতেই কি সকল ভালোবাসার অবসান নয়।”

আশা দুঃখিত হইয়া ভাবিত, ‘তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি; শাশুড়ি চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।’ তখন সে প্রাণপণে এই-সকল প্রেমের অপরাধ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকর্ম ভালো করিয়া চলে না— চাকরবাকরেরা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন ঝি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বামুনঠাকুর মদ খাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, “বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।”

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন্ জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলো বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেগুলো লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরূপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা দুটা- তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যিকের সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অস্ত্র একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাকটিনি করিয়া রান্নাঘরের ভস্মশয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই-সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্ষয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারের স্রোতে সমস্ত ঘরকন্না ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজনে ঢাকা- বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া, অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। আশা এই- সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভরৎসনা করিবার উপক্রম করিবামাত্র মহেন্দ্র কোনো- একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঞ্জরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুছ কুছ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোদুল্যমান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুছধ্বনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন?

আশা উৎকর্ষিত হইয়া কহিল, “পাখির আজ কী হইল।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লজ্জাবোধ করিতেছে।”

আশা সানুনয়স্বরে কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, দেখে- না উহার কী হইয়াছে।”

মহেন্দ্র তখন খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে। অন্তর্পূর্ণার যাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখিকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না- ফুল পাড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলে, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, “ভালোই হইয়াছে, আমি ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুছস্বরে তোমাকে জ্বালাইয়া মারিত।” এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শূন্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, “আর কেন। ছি ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।”

অধ্যায় - ৯

এমন সময় দোতলা হইতে “মহিনদা মহিনদা” রব উঠিল। “আরে কে হে, এসো এসো” বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের সুখের বাধাস্বরূপ আসিয়াছে— আজ সেই বাধাই সুখের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “যাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।”

আশা কহিল, “ঠাকুরপোর জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।”

একটা- কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ির সংবাদ জানিবার জন্য মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, “আ সর্বনাশ ! কী কবিত্বের মাঝখানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বৌঠান, তুমি বসো, আমি পালাই।”

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী, মার কী খবর।”

বিহারী কহিল, “মা- খুড়ির কথা আজ কেন ভাই। সে ঢের সময় আছে। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!”

বলিয়া বিহারী ফিরিতে উদ্যত হইলে মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল, “বৌঠান, দেখো আমার অপরাধ নাই— আমাকে জোর করিয়া আনিল— পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।”

কোনো জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই- সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল, “বাড়ির শ্রী তো দেখিতেছি— মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিলক্ষণ, আমরা তো তাঁর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।”

বিহারী কহিল, “সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। বৌঠান, মহিনদাকে সেই দু মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।”

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল— তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই সন্ধি হইল না— কেবলই ঠুকঠাক চলিতেছে।”

বিহারী কহিল, “তোমাকে তোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে দুই- এক কথা বলি।”

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হয়।

অধ্যায় - ১০

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া এবং সে- চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলক্ষ্মীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এ চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে— কিন্তু তবু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন— সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত— তাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরো যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কী পরিবর্তন। সে যে ছায়ার মতো তাঁহার অনুসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, “রাখো, রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। জান না যে- কাজ সে- কাজে কেন হাত দেওয়া।”

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অল্পপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, ‘মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল, তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে ছিলাম— আর মা আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অল্পপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।’

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে বধু যাইতে ইতস্তত করিত— কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভরৎসনা করিয়া বলিতেন, “মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।”

আবার সেই স্লেট-পেনসিল চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা- যুক্তিমূলে তুমুল তর্কবিতর্ক। বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্নারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, সঙ্গ যখন অসাড়া চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তখনো ক্ষণকালের জন্য মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভয়াবহ মনে হয়— সন্তোগসুখ

ভস্মাচ্ছন্ন, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুশ্চন্দ্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।”

আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া লোক-সাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ি রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ নাই। রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহুমান দিতেছেন, সময়ে-অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ—প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ—দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভরৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চার গুণ উছলিয়া পড়িল। জাদুকরের মায়াতরঙ্গ মতো তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, “এসো ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “কী পাতাইবে।”

আশা গঙ্গাজল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও- সব পুরানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই।”

আশা কহিল, “তোমার কোনটা পছন্দ।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “চোখের বালি।”

শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝাঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, “চোখের বালি।” বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

অধ্যায় - ১১

আশার পক্ষে সঞ্জিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না— সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।

নিস্তন্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শূনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানায় বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত— কহিত, “আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত তো কী করিতে।” সেই- সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, “আচ্ছা ভাই চোখের বালি, তোর সঙ্গে যদি বিহারীবাবুর বিবাহ হইত।”

আশা। না ভাই, ও কথা তুমি বলিয়ো না— ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো ঢের লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে— আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভালো, এ কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। “একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।”

তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র— আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।

অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদযোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিত হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক- এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, “আঃ, আর- একটু বসোই- না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো

বনের মায়ামৃগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।” এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, “তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না— তিনি বাড়ি ফিরিবেন কবে।”

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত, “না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালোবাসে— কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।”

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্য নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে- পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্য ঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, “এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, “রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।”

খানিক বাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, “না ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন— আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।”

বিনোদিনী বলিত, “আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না— তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো।”

কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল— কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে। ‘এমন সুখের ঘরকন্না— এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল!’ (আশার গলা জড়াইয়া) “ভাই চোখের বালি, বলো- না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না ভাই।”

অধ্যায় - ১২

মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, “এ কি ভালো হইতেছে? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো ইহাতে মত নাই— কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।”

মহেন্দ্র কহিল, “না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উহাকে রাখা উচিত হয় না।”

রাজলক্ষ্মী বেশ জানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক, যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনো পাই নাই।”

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল— কহিল, “মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাবিয়া রাতে ঘুম হয় না। তোমার বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করো- না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর- সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।”

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, “বল কী। দ্বিতীয় বিষুবক্ষ!”

মহেন্দ্র ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনি ছটফট করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভরৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল, “বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও— বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।”

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, “থাক্, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন দণ্ড।”

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর- এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়— সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, “দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-ঘরে ছিলে— আজকালকার চলচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।”-

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, “আমি ভাই কে। আমার মতো অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কী ঘটে বলা যায় কি।”

আশা সাধাসাধি কান্নাকাটি করিয়া মরে— বিনোদিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের কথায় আশা আকর্ষণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এ দিকে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি যেন ক্লাস্তিতে আবৃত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল— কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তম্ব বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম, পড়াশনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলোকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান-প্যাণ্টলুন-কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

অধ্যায় - ১৩

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না তখন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, “ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হও না কেন। পলাইয়া বেড়াও কী জন্য।”

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, “ছি ছি।”

আশা কহিল, “কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।”

বিনোদিনী গস্তীরমুখে কহিল, “সংসারে আপন- পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন- যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।”

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অন্যায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল, “আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “তোমার সাহস তো কম নয়।”

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, ভয় কিসের।”

মহেন্দ্র। তোমার সখীর যেরকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গা নয় !

আশা কহিল, “আচ্ছা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও- তার সঙ্গে আলাপ করিবে কি না বলো।”

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতূহল ছিল না, তাহা নহে। এমন- কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই।

হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত- অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এইজন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁতখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমন- কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসতীত্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, “তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বন্ধুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকে- তাকে বন্ধু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।”

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ চুনি। তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে।”

আশা কহিল, “আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।”

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, “আমার মতো অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।” আশা তাহা কিছুতেই মানিত না— ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের দুজনের মাঝখানে বিনোদিনীকে সূচ্যগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, “আচ্ছা, বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।”

আশায় নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাখিল, “কিন্তু তাই বলিয়া যখন- তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।”

পরদিন প্রত্যুষে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, “এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে !”

আশা কহিল, “তোমাদের ও- সব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও’সে।”

বিনোদিনী কহিল, “সে রসিক লোকটি কে।”

আশা কহিল, “তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই, ঠাট্টা নয়— তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।”

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, ‘স্ত্রীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।’

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি ! তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা ! আর কেহ হইলে তো এতদিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে

দেখাসাক্ষাৎ আলাপ- পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই। বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারে।

বিনোদিনীও দুদিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, ‘এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি তখন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না। এত ঔদাসীন্য কিসের। আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।’

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, “তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে— তা হইলেই সে জন্ম হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কী অপরাধে তাকে এতবড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন।”

আশা কহিল, “না সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার প্রিয়সখীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।”

আশা সানুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, “মাথা খাও, একটিবার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়া।”

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, “লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।”

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল— সেইজন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তরু মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অন্যমনস্ক হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, “ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে আমি যাই।”

আশা কহিল, “আর একটু বোসো, এবার দেখো, আমি ভুল করিব না।” বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। আশা সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া আস্তে আস্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, “হঠাৎ হাসির কথা কী মনে পড়িল।” আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, “না ভাই, ঠিক বলিয়াছ— ও আমার হইবে না”— বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাসিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভঙ্গিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতান্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।”

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “হয় আপনি বসুন আমি যাই, নয় আপনিও বসুন আমিও বসি।”

বিনোদিনী সাধারণ মেয়ের মতো আশার সহিত হাত-কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধুম বাধাইয়া দিল না। সহজ সুরেই বলিল, “কেবল আপনার অনুরোধেই বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না।”

মহেন্দ্র কহিল, “এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেকক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে।”

বিনোদিনী কহিল, “সে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা, আপনার অনেকক্ষণ খুব বেশিক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।”

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “মাথা খাও আর একটু বসো।”

অধ্যায় - ১৪

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য করিয়া বলো, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “মন্দ নয়।”

আশা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, “তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।”

মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, “আচ্ছা, ওর সঙ্গে আর- একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।”

মহেন্দ্র কহিল, “আবার আলাপ ! এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে।”

আশা কহিল, “ভদ্রতার খাতিরেও তো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোখের বালি কী মনে করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর কেউ হইলে অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সাধিয়া বেড়াইত, তোমার যেন একটা মস্ত বিপদ উপস্থিত হইল।”

অন্য লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, “আচ্ছা, বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার সখীরও পালাইবার তাড়া দেখি না— সুতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।”

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো- না- কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না— দৈবাৎ যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সঙ্গলাভের জন্য স্বাভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঔদাস্যে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে হাস্যচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোখের বালির কেমন লাগিল।”

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশার কাছ হইতে এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্য সবুর করিয়া যখন ফল পাইল না, তখন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোখের বালি কোনো কথাই বলে নাই। তাহাতে আশা সখীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল, “রোসো, দু-চারি দিন আগে আলাপ হউক, তার পরে তো বলিবে। কাল কতক্ষণেরই বা দেখা, ক’টা কথাই বা হইয়াছিল।”

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো দুরূহ হইল।

এই-সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী মহিনদা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া।”

মহেন্দ্র কহিল, “দেখো তো ভাই, কুমুদিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বৌঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশলাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।”

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল— কহিল, “বৌঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরো যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তখন বড়ো সন্দেহের কথা।”

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরকি নিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, “আচ্ছা।”

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, “না।”

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য সখীকে উপযুক্তরূপে জন্দ করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সেদিন তাহার চোখ তুলিয়া পড়িল। গায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া

এমনই সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, “ঠিক মনে হইতেছ, যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।”

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন-কি, আটের খাতিরে অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল- পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, “পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ দিকে সরাইয়া দাও।”

অপটু আশা কানে কানে কহিল, “আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব- তুমি সরাইয়া দাও।”

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আশা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল- তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু দুইটি হইতে মহেন্দ্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, “ভারি অন্যায়।”

মহেন্দ্র কহিল, “অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেল ! অন্যায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দণ্ড দিবেন।”

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লওয়া হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। সুতরাং পরের দিন আর- একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই সখীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলায় প্রস্তাবে বিনোদিনী “না” বলিতে পারিল না। কহিল, “কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।”

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

অধ্যায় - ১৫

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয়পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্যলাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিখাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল— সুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আসে, সেটা দূর করিতে মানুষ আবার যে-নেশা চায় সে-নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেষ্টা রহিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাস-পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত। তাসখেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্যায় ফাঁকি দিত তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সক্রমণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে সে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে।

এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকন্না দেখা, রাজলক্ষ্মীর সেবা করা, সমস্ত সে নিঃশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অস্তির হইয়া বলিত, “চাকর দাসীগুলোকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি।” বিনোদিনী বলিত, “নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।”

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে—

বিনোদিনী। না সে হইবে না—তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে—কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।—বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুত্রের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমাদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্রয় দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে দুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াহ্নের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়— গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক, ধোপার বাড়ি গেছে কি আলমারির কোনো-একটা অনির্দেশ্য স্থানে আগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই-সকল বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্য ভরৎসনা করিত— মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতায় সন্নেহে হাসিত। অবশেষে সখীবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অল্পে বিড়ালে মুখ দিল— আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তখনই রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল; আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল সখীহস্তের প্রসাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দরবেশে সুগন্ধ মাখিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর-একজনের— তাহার সাজসজ্জা-সৌন্দর্যে আনন্দে সে যেন গঙ্গায়মুনার মতো তাহার সখীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে।

বিহারীর আজকাল পূর্বের মতো আদর নাই— তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, দুপুরবেলা আসিয়া সে মহেন্দ্রের মার রান্না খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারান্তে একবার মহেন্দ্রের বাড়ির খোঁজ লইতে আসিল। বেহারার কাছে গুলিল, মহেন্দ্র বাড়ি হইতে বাহিরে যায় নাই। “মহিন্দা” বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, “ভারি মাথা ধরিয়াছে।” বলিয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পড়িল। আশা সে কথা শুনিয়া এবং মহেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল— কী করা কর্তব্য, স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, “অনেকক্ষণ বসিয়া আছ, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন আনিয়া দিই।”

মহেন্দ্র বলিল, “থাক, দরকার নাই।”

বিনোদিনী শুনিল না, দ্রুতপদে ওডিকলোন বরফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা রুমাল দিয়া কহিল, “মহেন্দ্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও।”

মহেন্দ্র বার বার বলিতে লাগিল, “থাক- না।” বিহারী অপরূপহাস্যে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র সগর্বে ভাবিল,

‘বিহারীটা দেখুক, আমার কত আদর।’

আশা বিহারীর সম্মুখে লজ্জাকম্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না— ফোঁটাখানেক ওডিকলোন গড়াইয়া মহেন্দ্রের চোখে পড়িল। বিনোদিনী আশার হাত হইতে রুমাল লইয়া সুনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর- একটি বস্ত্রখণ্ডে ওডিকলোন ভিজাইয়া অল্প অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল— আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাখা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মহেন্দ্রবাবু, আরাম পাচ্ছেন কি।”

এইরূপে কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী দ্রুতকটাক্ষে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী বুঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে— কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল, “বিনোদ- বৌঠান, এমনতরো শুশ্রূষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।”

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ। আপনাদের ডাক্তারিশাস্ত্রে বুঝি এইমতো লেখা আছে।

বিহারী। আছেই তো। সেবা দেখিয়া আমারও কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা- চিকিৎসাতেই চটপট সারিয়া উঠিতে হয়। মহিন্দার কপালের জোর বেশি।

বিনোদিনী ভিজা বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল, “কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুতেই করুন।”

বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয়দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা- আপনি যে এতখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “ঠিক কথা। বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমি তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ওডিকলোন আর বাজে খরচ করিবেন না।” আশার দিকে চাহিয়া কহিল, “বৌঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।”

অধ্যায় - ১৬

বিহারী ভাবিল, ‘আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।’

বিহারী আহান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, ‘বিনোদ-বৌঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে— তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাও— দোহাই তোমার।’

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, যাহাকে কেহ কোনোকালে পৌঁছে না—

মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উমেদারি সহজ নয় হে বিহারী, দরখাস্ত পেশ করিলেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, ‘মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারীবাবু।’

বিহারী কহিল, ‘নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে। একবার প্রশ্নয় দিয়া দেখেই- না।’

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অসাবধান থাকিতে হয়। কী বল, ভাই চোখের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও- না, ভাই।

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, ‘তোমার এই ভিক্ষুক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে— কিছু দে, ভাই।’

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, ‘আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিন্দার সঙ্গেই নগদ কারবার!’

বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্রে থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইল। খোলসা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। সে ঈষৎ তীব্র স্বরেই কহিল, ‘বিহারী, তোমার মহিন্দা কোনো কারবারে যান না— হাতে যা আছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।’

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে!— বলিয়া সে সর্কটাক্ষহাস্যে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল, “হতাশ হইয়া যাবেন না, বিহারীবাবু। আমি চোখের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি।”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতেই সভাভঙ্গে মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বিহারীর রুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল, “মহিন্দা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, করো— বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।”

বলিতে বলিতে বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র রুদ্ধরোষে কহিল, “বিহারী, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা কও।”

বিহারী কহিল, “স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিয়া কহিল, “মিথ্যা কথা। তুমি যদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্যায় সন্দেহের চোখে দেখ, তবে অন্তঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।”

এমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাস্যমুখে তাহা বিহারীর সম্মুখে রাখিল। বিহারী কহিল, “এ কী ব্যাপার। আমার তো ক্ষুধা নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “সে কি হয়। একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল বুঝি। সমাদর আরম্ভ হইল।”

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল; কহিল, “আপনি যখন দেওর তখন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেখানে দাবি করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন মহেন্দ্রবাবু।”

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর- কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জো নাই। মিষ্টান্ন দিলেও মুখ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল— মহেন্দ্র অন্য দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না— সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, “বিহারী, বিনোদিনী হাজার হটক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়— তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।”

বিহারী কহিল, “তাই নাকি। তবে কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।”

মহেন্দ্র নিশ্চিত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেইদিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, “বিনোদ-বৌঠান, মাপ করিতে হইবে।”

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্যে কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।

এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ ম্লান করিয়া যেন অশ্রুসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী ক্ষণকালের জন্যে মনে করিল, ‘মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করিয়াছি।’

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলক্ষ্মী বিপন্নভাবে আসিয়া কহিলেন, “মহিন, বিপিনের বউ যে বাড়ি যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন মা, এখানে তাঁর কি অসুবিধা হইতেছে।”

রাজলক্ষ্মী। অসুবিধা না। বউ বলিতেছে, তাহার মতো সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ি বেশি দিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষুদ্রভাবে কহিল, “এ বুঝি পরের বাড়ি হইল?”

বিহারী বসিয়া ছিল— মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভরৎসনাদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিল।

অনুতপ্ত বিহারী ভাবিল, ‘কাল আমার কথাবার্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল; বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।’

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল।

ইনি বলিলেন, “আমাদের পর মনে কর, ভাই!” উনি বলিলেন, “এতদিন পরে আমরা পর হইলাম!”

বিনোদিনী কহিল, “আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে, ভাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “এত কি আমাদের স্পর্ধা।”

আশা কহিল, “তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।”

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, “না ভাই, কাজ নাই, দুদিনের জন্য মায়া না বাড়ানোই ভালো।” বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, “বিনোদ-বৌঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি— তাহারই শাস্তি?”

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল, “দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।”

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলই মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করুণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল— কহিল, “আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন- না।”

বিহারী মুশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, “অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, নাহয় আর দু-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কী।”

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, “আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন— আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন— কিন্তু আপনারা বড়ো অন্যায় করিতেছেন।”

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষুপল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা দ্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, “কয়দিনমাত্র আসিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না— কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বৌঠান, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় দেয়!”

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

অধ্যায় - ১৭

মাঝখানের এই গোলমালটা একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল, “আসছে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।”

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না। মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মুষড়িয়া গেল। তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দূরে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আসিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, “দেখুন তো বিহারীবাবু, মহিনবাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাই নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে দুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বসিয়াছেন।”

বিহারী কহিল, “অন্যায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইঁহাদের চড়িভাতিতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড়ো শত্রুও যেন তেমন না হয়।”

বিনোদিনী। চলুন- না, বিহারীবাবু। আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কর্তা কী বলেন।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। বিহারীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্ধেক উৎসাহ উড়িয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত— কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেন্দ্র কহিল, “তা বেশ তো, ভালোই তো। কিন্তু বিহারী, তুমি যেখানে যাও একটা হাঙ্গামা না করিয়া ছাড় না। হয়তো সেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বসিবে, নয় তো কোন্ গোরার সঙ্গে মারামারিই বাধাইয়া দিবে— কিছু বলা যায় না।”

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল— কহিল, “সেই তো সংসারের মজা, কিসে কী হয়, কোথায় কী ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলিবার জো নাই। বিনোদ- বৌঠান, ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইব।”

রবিবার ভোরে জিনিসপত্র ও চাকরদের জন্য একখানি থার্ড ক্লাস ও মনিবদের জন্য একখানি সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মস্ত- একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, “ওটা আবার কী আনিলে। চাকরদের গাড়িতে তো আর ধরিবে না।”

বিহারী কহিল, “ব্যস্ত হইয়ো না দাদা, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কী করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিয়া চট করিয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিতেছিল, ‘বিহারী ভিতরেই বসে কি কী করে, তাহার ঠিক নাই।’ বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, “বিহারীবাবু, পড়িয়া যাবেন না তো?”

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, “ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্ছা— ওটা আমার পাটের মধ্যে নাই।”

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, “আমিই নাহয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই।”

আশা ব্যস্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, “না, তুমি যাইতে পারিবে না।”

বিনোদিনী কহিল, “আপনার অভ্যাস নাই, কাজ কী, যদি পড়িয়া যান।”

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, “পড়িয়া যাব? কখনো না।” বলিয়া তখনই বাহির হইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, “আপনি বিহারীবাবুকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই তো হাঙ্গাম বাধাইতে অধিতীয়।”

মহেন্দ্র মুখ ভার করিয়া কহিল, “আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আসিয়া বসুক।”

আশা কহিল, “তা যদি হয়, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।”

বিনোদিনী কহিল, “আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব?” এমনি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া রহিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌঁছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার খোঁজ নাই।

শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালিগাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া খাইল, দুই সখীতে দিঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে- গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুলকিত সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর দুই সখী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় টোকি লইয়া অত্যন্ত গুঞ্চমুখে একটা বিলাতি দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারীবাবু কোথায় !”

মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, “জানি না।”

বিনোদিনী। চলুন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে।

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়তো আপনার জন্য ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে দুর্লভ রত্ন খোওয়া যায়। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা যাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাকবাক্স খুলিয়া একটি কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদির উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোটো রেকাবিতে দুই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বারবার বলিতে লাগিল, “ভাগ্যে বিহারীবাবু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্রবাবুর কী দশা হইত।”

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, “বিহারীর সমস্ত বাড়বাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দস্তুরমত আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মজা থাকে না।”

বিহারী কহিল, “তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা করো গে— বাধা দিব না।”

বেলা হয়, চাকররা আসিল না। বিহারীর বাক্স হইতে আহারাদির সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল- ডাল, তরি- তরকারি এবং ছোটো ছোটো বোতলে পেষা মশলা আবিষ্কৃত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, “বিহারীবাবু, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে তো গৃহিনী নাই, তবে শিখিলেন কোথা হইতে।”

বিহারী কহিল, “প্রাণের দায়ে শিখিয়াছি, নিজের যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।”

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া কহিল, কিন্তু বিনোদিনী গস্তীর হইয়া বিহারীর মুখে করুণচক্ষের কৃপা বর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া বাঁধাবাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আশা ক্ষীণ সংকুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর একটা পা তুলিয়া কম্পিত বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, “মহিনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গনিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান।”

ভৃত্যের দল এতক্ষণে জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন বেলা দুপুর হইয়া গেছে।

আহরাস্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাব হইল— মহেন্দ্র কোনোমতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ির মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিল।

বিনোদিনী মাথার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, “আমি তবে ঘরে যাই।”

বিহারী কহিল, “কোথায় যাইবেন, একটু গল্প করুন। আপনাদের দেশের কথা বলুন।”

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীত্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর- একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস কৌতুকবিলাসের দহনজ্বলায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীন্দ্রীভাবে একান্ত- ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।

বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, ‘প্রকৃত- আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।’ বিহারী কথাটাকে খামিতে দিল না— প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ- সকল কথা এ পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই— বিশেষত, কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই— আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপদ্রবে ক্লান্ত মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, “এবার ফিরিবার উদ্যোগ করা যাক।”

বিনোদিনী কহিল, “আর- একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “না, শেষকালে মাতাল গোরার হাতে পড়িতে হইবে?”

জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, “ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, দুইজন গোরা গাড়োয়ানের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।”

আর- একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলই মনে মনে কহিতে লাগিল, ‘আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে।’ অধৈর্য্য সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমন হইল।

শুরুপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাখাজালজড়িত দিক্‌প্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তন্ধ নিষ্কম্প বাগান ছায়ালোকে খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়ামগ্নিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূর্বভাবে অনুভব করিল। আজ সে যখন তরণবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল বরিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী ভাই চোখের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?”

বিনোদিনী কহিল, “কিছুই নয় ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমার বড়ো ভালো লাগিল।”

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।”

বিস্মিত আশা এ- সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল, “ছি ভাই চোখের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।”

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরণশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র সুদীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।

অধ্যায় - ১৮

চড়িভাতির দুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর- এক বার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফ্লুয়েঞ্জা- জ্বরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অসুখ ও দুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমিই যে অসুখে পড়িবে। মার সেবার জন্যে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিহারী কহিল, “মহিন্দা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।”

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই- তিনবার কহিল, “মহিন্দাবাবু, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কী সুবিধা করিতেছেন। আপনি যান- অনর্থক কালেজ কামাই করিবেন না।”

মহেন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব এবং সুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা, রুগণা মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুক্কহদয়ে বসিয়া থাকা- ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত। কোনো কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তখন সে আর- কিছুই মনে রাখে না। যতক্ষণ খাওয়ানো- দাওয়ানো, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই- সেও প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজলক্ষ্মীর সংবাদ লইতে আসে। ঘরে ঢুকিয়াই কী দরকার, তাহা সে তখনই বুঝিতে পারে- কোথায় একটা- কিছুর অভাব আছে, তাহা তাহার চোখে পড়ে- মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার গুশ্রমাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে। সেইজন্য বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতান্ত ধিক্কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কালেজে বাহির হইতে লগিল। একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া রহিল, তাহার পরে এ কী পরিবর্তন। খাবার ঠিক সময়ে হয় না, সেইসটা নিরুদ্দেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। এখন এই- সমস্ত বিশৃঙ্খলায় মহেন্দ্রের পূর্বের ন্যায় আমোদ বোধ হয় না। যখন যেটি দরকার, তখন সেটি হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবার আরাম কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহার অভাবে, আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।

“চুনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান- প্যাণ্টলুন ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে- একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার দু ঘণ্টা যায়।”

অনুতপ্ত আশা লজ্জায় স্নান হইয়া বলে, “আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।”

“বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!”

ইহা আশার পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভরৎসনা সে কখনো পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, ‘তুমিই তো আমার কর্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।’-এই ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সে মনে করিত, ‘আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতই কোনো কাজ ঠিকমতো করিয়া উঠিতে পারি না।’ মহেন্দ্র যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছে, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক- একবার তাহার রুগ্ণা শাশুড়ির ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়- এক- একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যিক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কী- একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিষ্কৃত বেদনা, সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অনুভব করে, তাহার চারি দিকের সমস্তই সে যেন নষ্ট করিতেছে- কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কেমন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, ‘আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মূঢ়তার কোথাও তুলনা নাই।’

পূর্বে তো আশা ও মহেন্দ্র সুদীর্ঘকালে দুই জনে এক গৃহকোণে বসিয়া কখনো কথা কহিয়া, কখনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ সুখে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্রের মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা জোগায় না- এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধো- বাধো ঠেকে।

মহেন্দ্র বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ও চিঠি কাহার।”

“বিহারীবাবুর।”

“কে দিল।”

“বহু- ঠাকুরাণী।” (বিনোদিনী)

“দেখি” বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়িয়া পড়ে। দু- চারিবার উলটাপালটা করিয়া নাড়িয়া- চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, ‘পিসিমা কোনোমতেই সাণ্ড- বার্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালের ঝোল খাইতে দেওয়া হইবে।’ ঔষধপথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত না, সে- সম্বন্ধে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেন্দ্র বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, “তোমার চোখে কিছুই

পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিস নষ্ট হইয়া যায়।” দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে-তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুষ্ক অবস্থায় তেমনিভাবে আছে; অন্যদিন মহেন্দ্র এ-সমস্ত লক্ষ্যই করে না—আজ তাহা চোখে পড়িল। কহিল, “বিনোদিনী আসিয়া না ফেলিয়া দিলে, ও আর ফেলাই হইবে না।” বলিয়া ফুলসুন্দর ফুলদানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠং শব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল। ‘কেন আশা আমার মনের মতো হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মতো কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিল্য ও দুর্বলতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, সর্বদা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।’—এই কথা মহেন্দ্র মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠোঁট-দুটি কাঁপিতেছে—কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানিটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল—চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র দ্রুতপদে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেন্দ্রদের লোকবিরল গৃহ রাত-দুপুরের মতো নিস্তর হইয়া গেল—তবু আশা আসিল না। মহেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সংকুচিত পদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল—মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কান্না ফাটিয়া পড়িল—সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোখের জল আর ফুরায় না, কান্নার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না। মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুম্বন করিল—নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তর হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, “কালেজে আমাদের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কালেজের কাছেই বাসা করিয়া থাকিতে হইবে।”

আশা ভাবিল, ‘এখনো কি রাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন? নিজের নিঃশব্দতায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার তো মরা ভালো ছিল।’

কিন্তু মহেন্দ্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চুল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্বে আদরের দিনে মহেন্দ্র এমনি করিয়া আশার বাঁধা চুল খুলিয়া দিত—আশা তাহাতে আপত্তি করিত। আজ আর সে তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহ্বল হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় তাহার ললাটের উপর অশ্রুবিন্দু পড়িল, এবং মহেন্দ্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহরূপে স্বরে ডাকিল, “চুনি।” আশা কথায় তাহার কোনো উত্তর না দিয়া দুই কোমল হস্তে মহেন্দ্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেন্দ্র কহিল, “অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করো।”

আশা তাহার কুসুম-সুকুমার করপল্লব মহেন্দ্রের মুখের উপর চাপা দিয়া কহিল, “না, না, অমন কথা বলিও না। তুমি কোনো অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাসীর মতো শাসন করো। আমাকে তোমার চরণশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।”

বিদায়ের প্রভাতে শয্যাत्याগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল, “চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছড়াইয়া যাইতে পারিবে না।”

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবি দাখিল করিল। কহিল, “তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমিও দিবে?”

আশা কহিল, “আমি কি লিখিতে জানি।”

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলকগুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, “তুমি অক্ষয়কুমার দত্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার— চারুপাঠ যাহাকে বলে।”

আশা কহিল, “যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিয়ো না।”

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যাগেটা সাজাইতে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমতো ভাঁজ করা কঠিন, বাক্সে ধরানো শক্ত— উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বাক্সে ধরিত, তাহাতে দুই বাক্স বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরো অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার বার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি, কৌতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্য দোষারোপে পূর্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। সহস্র দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না— অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, “ঘোড়া খুলিয়া দাও।”

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠি লেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলক্ষ্মী আজ দুইদিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতেছেন। আজ তাঁহার শরীরে কোনো গ্লানি নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না— মাকে কহিল, “মা, কালেজে আমার রাত্রের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া সুবিধা হয় না— কালেজের কাছে বাসা লইয়াছি। সেখানে আজ হইতে থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, “তা যাও। পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে।”

যদিও তাঁহার রোগ সারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র যাইবে শুনিয়া তখনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত রুগ্ণ ও দুর্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, “দাও তো বাছা, বালিশটা আগাইয়া দাও।” বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আস্তে আস্তে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “নাড়ী দেখিয়া তো ভারি বোঝা যায়। তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি।” বলিয়া যন্ত দুর্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনোপ্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ১৯

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘ব্যাপারখানা কী ! অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন?’

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ত ভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে সে প্রতিদিন নানা পাশে বন্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে- কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ- পাশ ও- পাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার

প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ- যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে- বেদনায় জাগরুক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে- মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে- মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বলাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, ‘কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।’ কিন্তু যে কারণেই বল, দক্ষ হইতেই হউক বা দক্ষ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিক্ষ অগ্নিবাহু জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, ‘সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।’

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার- তেলে- দাগ- পড়া মহেন্দ্রের বসিবার কেদারা, কাগজপত্র- ছড়ানো ডেস্ক, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র বার বার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া ঝাড়- পৌঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আশা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাখিয়া দিয়া, কী যেন খুঁজিতেছে এমনিতরো ভান করিল। বিনোদিনী গস্তীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কী হচ্ছে তোর, ভাই !”

আশা মুখে একটুখানি হাসি জাগাইয়া কহিল, “কিছুই না, ভাই।”

বিনোদিনী তখন আশার গলা জড়াইয়া কহিল, “কেন ভাই বালি, ঠাকুরপো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন।”

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাত্রেরই সংশয়ান্বিত সশঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল, “তুমি তো জানই, ভাই— কালেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন।”

বিনোদিনী ডান হাতে আশার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া যেন করুণায় বিগলিত হইয়া স্তব্ধভাবে একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আশার বুক দমিয়া গেল। নিজেকে সে নির্বোধ এবং বিনোদিনীকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিত। বিনোদিনীর ভাবখানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোফার উপরে বসিল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বসিয়া দৃঢ় বাহু দিয়া আশাকে বুকের কাছে বাঁধিয়া ধরিল।

সখীর সেই আলিঙ্গনে আশা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দ্বারের কাছে অন্ধ ভিখারি খঞ্জনি বাজাইয়া গাহিতেছিল, ‘চরণতরণী দে মা, তারিণী তরা।’

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া দ্বারের কাছে পৌঁছিতেই দেখিল— আশা কাঁদিতেছে, এবং বিনোদিনী তাহাকে বুক জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পাশের শূন্য ঘরে গিয়া অন্ধকারে বসিল। দুই করতলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদবে। যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পাষণ্ড জগতে কে আছে ! তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, ‘বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায় সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।’

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, মহেন্দ্র ঘরের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, “এ কী বিহারীবাবু ! আপনার কি অসুখ করিয়াছে।”

বিহারী। কিছু না।

বিনোদিনী। চোখ দুটো অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, “বিনোদ-বৌঠান, মহেন্দ্র কোথায় গেল।”

বিনোদিনী মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “শুনিলাম, হাসপাতালে তাঁহার কাজ পড়িয়াছে বলিয়া কালেক্টর কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারীবাবু একটু সরুন, আমি তবে আসি।”

অন্যমনস্ক বিহারী দ্বারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে সুদৃশ্য নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনীর চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল, “বিনোদ-বৌঠান, আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।”

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ

সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুপ্ত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে ! দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ ! প্রতিকূল ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।

অত্যন্ত মিষ্টস্বরে বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়া গেল, “আপনি নিশ্চিত থাকিবেন, বিহারীবাবু। আমার চোখের বালির জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কষ্ট দিবেন না।”

অধ্যায় - ২০

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। কালেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ এক- একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কূজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেষ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুযত্নে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল—তাহা সাধ্বী নারী- হৃদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই দুই- একদিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ- মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রমে উদ্ভাসিত সুখসূতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি অসুবিধা তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে- সমস্ত অপসারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানসীমূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল। একদিন মহেন্দ্র যে- এসেঙ্গ আশাকে উপহার দিয়াছিল, সেই এসেঙ্গের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। যেমন বাঁকাচোরা লাইন, তেমন সাদাসিধা ভাষা নয় তো। কাঁচা- কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি তো তাহার সঙ্গে মিলিল না। লেখা আছে—

‘প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন। যে লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না !

‘কিন্তু এটুকুতে তোমার কী ক্ষতি হইবে, নাথ। নাহয় ক্ষণকালের জন্য মনে পড়িলই বা। মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে। আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মতো আমার পাজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল। সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে যে দিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বিধিতে লাগিল। তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমন করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও।

‘নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত। আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারিতাম। তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে। আর, আজ বিনা-মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দধি করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।

‘এই দুটো দিনে অনেক সহ্য করিলাম, অনেক ভাবিলাম, কিন্তু, একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না- ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না। আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল। আমি কি তোমার এতখানি জুড়িয়া আছি। আমাকে তোমার ঘরের কোণে, তোমার দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি তোমার চোখে পড়িতাম। তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমার কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না। ভাসিয়া আসিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।’

এ কী চিঠি। এ ভাষা কাহার, তাহা মহেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না। অকস্মাৎ আহত মূর্ছিতের মতো মহেন্দ্র সে-চিঠিখানি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে-লাইনে রেলগাড়ির মতো তাহার মন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সেই লাইনেই বিপরীত দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উলটাপালটা স্তূপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে দুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা সুদূর আভাসের মতো ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধূমকেতুটা ছায়ার মতো দেখাইতেছিল, আজ তাহার উদ্যত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিখিয়াছে। পূর্বে যে কথা সে কখনো ভাবে নাই, বিনোদিনীর রচনামত চিঠি লিখিতে গিয়া সেই-সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকল-করা কথা বাহির হইতে বদ্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল; যে-নূতন বেদনার সৃষ্টি হইল, এমন সুন্দর করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে আশা কখনোই পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল, ‘সখী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কী করিয়া। কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল।’ অন্তরঙ্গ সখীকে আশা আরো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ, যে-ব্যথাটা তাহার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি তাহার সখীর কাছে-সে এতই নিরুপায়।

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দ্রুত কুণ্ডিত করিয়া বিনোদিনীর উপর রাগ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, মাঝে মাঝে রাগ হইল আশার উপর। ‘দেখো দেখি, আশার এ কী মূঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কী অত্যাচার।’ বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চারণ হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ ভাষায় কেনোমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। দু-চার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মতো মনকে চারি দিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে-পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মুষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ‘দূর করো, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি।’ বলিয়া চিঠিখানি ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর-একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন

ভৃত্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলো অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

অধ্যায় - ২১

ইতিমধ্যে আরো এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল।—

‘তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালোই করিয়াছ। ঠিক কথা তো লেখা যায় না; তোমার যা জবাব, সে আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। দুখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে !

‘কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব! তুমি বর দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই দু- ছত্র চিঠি লিখিলাম— হে আমার পাষণ- ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।’—

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল— কে যেন বলিল, “পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা?” চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র— ‘যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর- অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া।

‘তোমার মন হয়তো ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি, যখন চুপ করিয়া ছিলে, তখনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই।

‘সে যাই হোক, ভুল হোক সত্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর মুছিব না, যাহা দিয়াছি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ। ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভালো যে বাসে সে নিজের ভালোবাসাকে বরাবর অপদস্থ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না চাও তো থাক, যদি উত্তর না লিখিব তবে এই পর্যন্ত—”

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, ‘অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভুলিবার জন্যই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি !’ বিনোদিনীর সেই স্পর্ধাকে হাতে হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্যই তখনই মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ইতিপূর্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিতেছিল, উভয়ের

বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্ষাভার বিসর্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিহারীর মুখ আজ বিমর্ষ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে?”

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, “এখনি সেখান হইতে আসিতেছি।”

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, ‘হতভাগ্য বিহারী। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।’ বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় এক বার হাত দিয়া চাপ দিল— ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়খড় করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “সবাইকে কেমন দেখিলে?”

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, “বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে?”

মহেন্দ্র কহিল, “আজকাল প্রায় নাইট- ডিউটি পড়ে— বাড়িতে অসুবিধা হয়।”

বিহারী কহিল, “এর আগেও তো নাইট- ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি।”

বিহারী কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, এখনি বাড়ি চলো।”

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল; বিহারীর অনুরোধ শুনিয়া সে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, “সে কি হয়, বিহারী। তা হলে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে।”

বিহারী কহিল, “দেখো মহিন্দা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্যায় করিতেছ।”

মহেন্দ্র। কার 'পরে অন্যায় করিতেছি জজসাহেব !

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, “তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিন্দা।”

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালোজের হাসপাতালে।

বিহারী। থামো মহিন্দা, থামো। তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো সুখদুঃখ আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, “আশা কাঁদিতেছে কী জন্য।”

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, “সে কথা তুমি জান না, আমি জানি?”

মহেন্দ্র। তোমার মহিনদা সর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিনদার সৃষ্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই— এ উপসর্গ কবে জুটিল। যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে নাকি। বেচারী বিহারী। মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারী বলিল বটে, কিন্তু দুঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একান্তভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। “অন্য লোকের কাছে যাহারা বাঞ্ছার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে”, ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা গর্বের স্ফীতি অনুভব করিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল, “আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।”

অধ্যায় - ২২

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেন্দ্রের সামনে সে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। মহেন্দ্র তাহার উপরে ভরৎসনা করিয়া কহিল, “এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলো লিখিলে কী করিয়া।”

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছিঁড়িয়া ফেলো।” বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিগুলো লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, “আমি কর্তব্যের অনুরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?”

আশা ছল- ছল চোখে কহিল, “এবারকার মতো আমাকে মাপ করো। এমন আর কখনোই হইবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কখনো না?”

আশা কহিল, “কখনো না।”

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, “চিঠিগুলো দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি।”

মহেন্দ্র কহিল, “না, ও থাক!”

আশা সবিনয়ে মনে করিল, ‘আমার শাস্তিস্বরূপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।’

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না— বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, ‘এ তো বড়ো অদ্ভুত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে— উলটা হইল? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কী।’

নারীহৃদয়ের রহস্য বুঝিবার কোনো চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে দৃঢ় করিয়াছিল— ভাবিয়াছিল, ‘বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব।’ আজ সে মনে মনে কহিল, “না, এ তো ঠিক হইতেছে না। যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।’

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, “দেখিতেছি, আমিই তোমার সখীর চোখের বালি হইলাম। আজকাল তাঁহার আর দেখাই পাওয়া যায় না।”

আশা উদাসীন ভাবে উত্তর করিল, “কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।”

এ দিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, “বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।”

মহেন্দ্র চকিত ভাব সামলাইয়া কহিল, “কেন, মা।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কি জানি বাছা, সে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কহাকেও খাতির করিতে জানিস না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর- যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।”

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “বালি।”

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল, “কী, মহেন্দ্রবাবু।”

মহেন্দ্র কহিল, “কী সর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।”

বিনোদিনী আবার চাদর সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, “তবে কী বলিয়া ডাকিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার সখীকে যা বল— চোখের বালি।”

বিনোদিনী অন্যদিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না— সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!”

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়তি সুতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, “কী জানি, সে আপনি জানেন।”

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গস্তীরমুখে কহিল, “কালেজ হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে?”

মহেন্দ্র কহিল, “কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।”

আবার বিনোদিনী দস্ত দিয়া সুতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল, “এখন বুঝি জিয়ন্তের আবশ্যিক।”

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্যপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গান্ধীরের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল— ব্যবধানটাকে কোনো-একটা নাড়া দিয়া ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, “তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি?”

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু মহেন্দ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল,

“কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি যে সকল ছাড়িয়া কালেজের বাসায় যান, সে কি কাহারো অপরাধে। আমারও যাইতে হইবে না? আমারও কর্তব্য নাই?”

মহেন্দ্র ভালো উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।”

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে সূচিতে সুতা পরাইতে পরাইতে কহিল, “কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।”

মহেন্দ্র গস্তীর চিন্তিত মুখে জানালার বাহিরে একটা সুদূর নারিকেলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকসমাৎ নিঃশব্দভাঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল— তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, “তোমাকে কোনো অনুন্নয়- বিনয়েই রাখা যাইবে না?”

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল, “কিসের জন্য এত অনুনয়-বিনয়। আমি থাকিলেই কী, আর না থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আসে যায়।”

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নিচু করিয়া সেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল— মনে হইল, হয়তো বা তাহার নতনেত্রের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দেখা দিয়াছে। মাঘের অপরাহ্ন তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলস্বরে কহিল, “যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে?”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল— তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব-কথোপকথনের অনুবৃত্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, “আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।”

আশা স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, “তবে এই কথা রহিল। তাহা হইলে তিন-সত্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।”

বিনোদিনী তিন বার স্বীকার করিল। আশা কহিল, “ভাই চোখের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি?”

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া। আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসন্নমুখে স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে। এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। সে গস্তীরমুখে কহিল, “আমারই তো হার হইয়াছে।” বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, “আমাকে মাপ করো।”

বিনোদিনী কহিল, “অপরাধ কী করিয়াছ, ঠাকুরপো।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাসিয়া ভালো মুখেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই, চোখের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাসা কি একই হইল।”

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, “কখনোই না।”

বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কী বল ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ কয় জন পাওয়া যায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন।”

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরন্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল, “তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।”

মহেন্দ্র আবার দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সন্মানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে দ্বারের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, “ভাই বিহারী, আমার মতো পাষাণ আর জগতে নাই।” এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, “বিহারী- ঠাকুরপো।”

বিহারী কহিল, “একটু বাদে আসছি, বিনোদ- বৌঠান।”

বিনোদিনী কহিল, “একবার শুনেই যাও- না।”

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল— ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে পাইল, সেখানে বিষাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল— কহিল, “আচ্ছা, বিহারী- ঠাকুরপো, আমার চোখের বালির সঙ্গে কি তোমার সতিন- সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।”

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, “বিধাতা আমাকে তেমন সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।”

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি, বিহারী- ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন— তোর রুচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষণটির মতো এমন সুলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিখিলি না— তোরই কপাল মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ- বৌঠান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিসের।

বিনোদিনী। সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে, বলিতে পার?”

শুনিয়াই বিহারী থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “তাহা তো জানি না। কিছু হইয়াছে নাকি।”

বিনোদিনী। কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না।

বিহারী উদ্‌বিগ্ন মুখে চোকির উপর বসিয়া পড়িল। কথাটা খোলসা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের
দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া
অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর সেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, “মহিন্দার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।”

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণভাবে কহিল, “কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার
চোখের বালির জন্যে আমার কেবলই ভাবনা হয়।” বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া
যাইতে উদ্যত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “বৌঠান, একটু বোসো।” বলিয়া একটা চৌকিতে বসিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উস্কাইয়া সেলাই টানিয়া
লইয়া বিছানার দূরপ্রান্তে গিয়া বসিল। কহিল, “ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না- কিন্তু
আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো- সে যেন অসুখী না হয়।” বলিয়া
যেন হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, “বৌঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই- এই
সরলা মেয়েটিকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও- তুমি তাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি তো আর
উপায় দেখি না।”

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী
বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী- অসহায়া বালিকাকে সংসারের নির্ধুর
আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বৌঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য
আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণ-হৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে
অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম, একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ-
যেন- কিন্তু সে- সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয়
আমি পাইয়াছি- তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত
অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তিউপহার
সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিস সে কখনো কাহারো কাছ হইতে
পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র উন্নত- আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্য
দয়ায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং
সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষাণ বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অकारणे কখনোই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের এবং সুপরিচিত ঘরের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শয়নঘরে আনিয়া বৃকের কাছে টানিয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া কহিল, “ভাই চোখের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো অলক্ষণা।”

আশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া স্নেহাঙ্গুরকণ্ঠে বলিল, “কেন ভাই, অমন কথা কেন বলিতেছ।”

বিনোদিনী রোদনোচ্ছ্বাসিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া কহিল, “আমি যেখানে থাকিব, সেখানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।”

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “লক্ষ্মীটি ভাই, অমন কথা বলিস নে— তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আসিল।”

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী কোনো একটা ছুতায় পুনর্বীর বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্তী আশঙ্কার কথাটা আর- একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ি খাইতে যাইতে বলিবার জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ লইয়া সে উপস্থিত হইল। “বিনোদ-বৌঠান” বলিয়া ডাকিয়াই হঠাৎ কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতেই আলিঙ্গনবদ্ধ সাশ্রনেত্র দুই সখীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোনো অন্যায় নিন্দা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই সে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অন্যায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিতহৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, “চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশী চলিয়া যাইব।”

আশার বক্ষঃস্থল ধক করিয়া উঠিল— কহিল, “কেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।”

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল; এ কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল; নিজের সুখদুঃখের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসিমাকে সে যে ভুলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাসী-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনহৃদয়া বলিয়া বড়োই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, “তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্ৰের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; স্নেহপূৰ্ণ নীৰব আশীৰ্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মস্তকের উপৰ দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাৎ স্নেহাবেগের সম্পূৰ্ণ মৰ্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকাৰণ স্নেহাতিশয্যে যে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীৱনে কিসের একটা সূচনা। ভালো কি মন্দ কে জানে।

ভয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্ৰকে বাহুপাশ বদ্ধ করিল। মহেন্দ্ৰ তাহার সেই অকাৰণ আশঙ্কার আবেশ অনুভৱ করিতে পারিল। কহিল, “চুনি, তোমার উপৰ তোমার পুণ্যবতী মাসিমার আশীৰ্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কখনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।”

আশা তখন দৃঢ়চিত্তে সমস্ত ভয় দূৰ করিয়া ফেলিল। স্বামীৰ এই আশীৰ্বাদ অক্ষয়কবচের মতো গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসিমার পবিত্ৰ পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একাগ্রমনে কহিল, ‘মা, তোমার আশীৰ্বাদ আমার স্বামীকে সৰ্বদা রক্ষা করুক!’

পৰদিনে মহেন্দ্ৰ চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, ‘নিজে অন্যায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ! এমন সাধু তো দেখি নাই। কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেকে না।’

অধ্যায় - ২৩

সংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাৎ মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আপ্ত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেন্দ্রের আবার কোনো বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্ত্বনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকলপ্রকার সংকট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারো উপর রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, দুঃখবোধ করিলে তাহা সহজে সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা যে সংকটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারচেষ্টা দূরে থাক, কোনোপ্রকার সান্ত্বনা পর্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম। সে সম্বন্ধে যেভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংসারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রুগুণ শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অন্য ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠানে এ কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই-সকল বিরোধের কথা ভুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোনো নালিশের কথা ভুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অন্য পথে গেল। যে মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে টিলা হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ রে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল দেখি, চুনি কেমন আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো বেশ ভালো আছে কাকীমা।”

“আজকাল সে কী করে, মহিন। তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছিস, না কাজকর্মে ঘরকন্মায় মন দিয়াছিস?”

মহেন্দ্র কহিল, “ছেলেমানুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝগড়াটের মূল সেই চারুপাঠখানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে—লেখাপড়া শেখায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত মনে পালন করিতেছে।”

“মহিন, বিহারী কী করিতেছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “নিজের কাজ ছাড়া আর-সমস্তই করিতেছে। নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কী চক্ষে দেখে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ঐ দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, পরের কাজ সে নিজে দেখে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।”

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, “কই, কিছুমাত্র উদ্ভোগ তো দেখি না।”

শুনিয়ে অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোনঝিকে দেখিয়া, একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যান্য করিয়া অকস্মাৎ দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, “কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে কখনো অনুরোধ করিয়ো না।” সেই বড়ো অভিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাঁহার একান্ত অনুগত সেই স্নেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘এখনো কি আশার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে।’

মহেন্দ্র কখনো ঠাট্টার ছলে, কখনো গস্তীরভাবে, তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবর- বার্তা জানাইল, বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেজ খোলা, কাশীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন সেই সুখ অনুভব করিতেছিল— তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার স্নেহমুখচ্ছবির সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বকার আতঙ্ক হাস্যকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন- কি, তাহার মুখের চেহারা হই মনে আনিতো পারে না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, ‘আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।’

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, “কাকীমা, আমার কালেজ কামাই যাইতেছে— এবারকার মতো তবে আসি। যদিও তুমি সংসারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আসিয়া আছ— তবু অনুমতি করো মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইব।”

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসির স্নেহোপহার সিঁদুরের কৌটা ও একটি সাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসিমার সেই পরমস্নেহময় ধৈর্য ও মাসিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ির নানাপ্রকার উপদ্রব স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, “আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসিমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধুলা লইয়া আসি। সে কি কোনোমতেই ঘটিতে পারে না।”

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছুদিনের জন্য কাশীতে সে তাহার মাসিমার কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বীর কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী পৌছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, “পজেঠাইমা তো অল্পদিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, সেই সঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।”

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল, “মা, বউ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।”

রাজলক্ষ্মী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, “বউ যাইতে চান তো অবশ্যই যাইবেন, যাও, তাঁহাকে লইয়া যাও।”

মহেন্দ্র যে আবার অল্পপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভালো লাগে নাই। বধূর যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, “আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জেঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়োলোক, কখনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত গৌরব!”

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও বিহারী, শুনিয়াছিস, আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।”

বিহারী কহিল, “বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “না না, মহিন কেন যাইবেন। তা হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবেন, বউ তাঁহার জেঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল।”

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, ‘ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গেল আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে। দুজনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটয়াছে। এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিবে না—দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?’

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই—তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “আশা-বৌঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “না হইবে কেন। বাধাটা কী আছে।”

বিহারী কহিল, “বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে?”

মহেন্দ্র কহিল, “মাসিকে দেখিবার ইচ্ছা—প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।”

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সঙ্গে যাইতেছ?”

প্রশ্ন শুনিয়েই মহেন্দ্র ভাবিল, ‘জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে’ পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, “না।”

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর আগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, ‘বেচারা আশা যদি কোনো বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সান্ত্বনা হইবে।’ তাই ধীরে ধীরে কহিল, “বিনোদ- বৌঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, “বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে- কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।”

অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে— রুদ্ধকণ্ঠ বিহারী তেমনি পাংশু মুখে তাহার চোকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল— হঠাৎ থামিয়া বহুকণ্ঠে স্বর বাহির করিয়া কহিল, “ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি বিদায় হই।” বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, “বিহারী- ঠাকুরপো !”

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কী, বিনোদ- বৌঠান !”

বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমিও কাশীতে যাইব।”

বিহারী কহিল, “না না, বৌঠান, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না। তোমাকে মিনতি করিতেছি— আমার কথায় কিছুই করিয়ো না। আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভালো হইবে না। তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিয়ো। আমি চলিলাম।”

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনম্র নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল, “আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারো ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না।”

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে- ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে ! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে ! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল, ‘আমি পাষাণ’— তাহার পর আবেগ শান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে সে ভালোবাসে— ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড়ো একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত, তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতূহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই- সমস্ত বিরক্তি উত্তরোত্তর জন্মিতেছিল— আজ একটু আঘাতেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী পাশের ঘর হইতে যেরূপ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল, যেরূপ আতর্কণ্ঠে বিহারীকে রাখিতে চেষ্টা করিল এবং বিহারীর আদেশ পালন স্বরূপে আশার সহিত কাশী যাইতে প্রস্তুত হইল, ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে অভাবিতপূর্ব। এই দৃশ্যটি মহেন্দ্রকে প্রবল আঘাতে অভিভূত করিয়া দিল। সে বলিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না; কিন্তু যাহা শুনিল, যাহা দেখিল, তাহা তাহাকে সুস্থির হইতে দিল না, তাহাকে চারি দিক হইতে বিচিত্র আকারে পীড়ন করিতে লাগিল। আর কেবলই নিষ্ফল পরিতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, ‘বিনোদিনী শুনিয়াছে— আমি বলিয়াছি আমি তাহাকে ভালোবাসি না’।

অধ্যায় - ২৪

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, ‘আমি বলিয়াছি মিথ্যা কথা, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি না। অত্যন্ত কঠিন করিয়া বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি তাহা না- ই হইল, কিন্তু ভালোবাসি না, এ কথাটা বড়ো কঠোর। এ কথায় আঘাত না পায় এমন স্ত্রীলোক কে আছে। ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর কবে কোথায় পাইব। ভালোবাসি এ কথা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ভালোবাসি না, এই কথাটাকে একটু ফিকা করিয়া, নরম করিয়া জানানো দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন- একটা নিষ্ঠুর অথচ ভুল সংস্কার থাকিতে দেওয়া অন্যায়া।’

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার বাক্সের মধ্য হইতে আর- একবার তাহার চিঠি তিনখানি পড়িল। মনে মনে কহিল, ‘বিনোদিনী আমাকে যে ভালোবাসে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল সে বিহারীর কাছে অমন করিয়া আসিয়া পড়িল কেন। সে কেবল আমাকে দেখাইয়া। আমি যখন তাহাকে ভালোবাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোনো সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কী করিবে। এমনি করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়তো সে বিহারীকে ভালোবাসিতেও পারে।’

মহেন্দ্রের ক্ষেভ এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাঞ্চল্যে সে নিজে আশ্চর্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। নাহয় বিনোদিনী শুনিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে ভালোবাসে না- তাহাতে দোষ কী। নাহয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে- তাহাতেই বা ক্ষতি কী। ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘চুনি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস ঠিক করিয়া বলো।’

আশা ভাবিল, ‘এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে- কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।’ সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, ‘ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো- আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।’

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য বাহির করিবার জন্য কহিল, ‘তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন।’

আশা কহিল, ‘আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।’

মহেন্দ্র। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, ‘তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।’

মহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাসির কাছে বোধ হয় বেশ সুখে থাকিতে।

আশা কহিল, “কখনো না। আমি সুখের জন্য যাইতে চাই নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি সত্য বলিতেছি চুনি, তুমি আর- কাহাকেও বিবাহ করিলে ঢের বেশি সুখী হইতে পারিতে।”

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মুখ ঢাকিয়া, কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া রহিল— মুহূর্তপরেই তাহার কান্না আর চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিব্রতার এই অভিমানে মহেন্দ্র সুখে গর্বে ধিক্কারে ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

যে- সব কথা ভিতরে- ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলো হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিষ্কৃত হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল— অমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি সে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুশি হইত। বেশ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে- আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপ্যই ছিল। বিহারীর মতো অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালোবাসিবে। এই আঘাতে বিহারীকে যে দূরে লইয়া গেছে, সে যেন ভালোই হইয়াছে— বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মুখ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারীপ্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্ণ শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আতুর মূর্তিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল; তাহাকে সুস্থ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্যের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ঔৎসুক্য জন্মিল।

দুই- তিন দিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সান্ত্বনার পত্র লিখিল, কহিল—

‘ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুষ্ক মুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও— সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।
তোমার বিনোদ- বৌঠান।’

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাকে বিহারী ভালোবাসে, এ কথা যে এমন রুঢ় করিয়া, এমন গর্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্রাহত হইল— তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, ‘অন্যায়, অসংগত, অমূলক।’

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষে সেই যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার

মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বৃকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কঠোর কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘরাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ির সম্মুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্দাম হইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর- বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

তখন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বুঝিল। মনে মনে কহিল, “আমার তো আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেন্দ্রের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে। সেদিন এমনভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, যেন মহেন্দ্র দোষী, আমি বিচারক— সে অন্যায় স্বীকার করিয়া আসিব।”

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। একদিন সে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সাধুদা, কদিন আসিতে পারি নাই— এখানকার সব খবর ভালো?” সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “বৌঠান কাশীতে কবে গেলেন।” সাধুচরণ কহিল, “তিনি যান নাই। তাঁহার কাশী যাওয়া হইবে না।” শুনিয়া কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে যেমন আনন্দে আত্মীয়ের মতো সে পরিচিত সিঁড়ি বাহিয়া ভিতরে যাইত, সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা দুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিত্ত যেন উন্মত্ত হইল। আর- একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলক্ষ্মীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে বৌঠান বলিয়া দুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, “ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।”

শুনিয়া বিহারী দ্রুতবেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, “যাই একটা কাজ আছে।” বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাহার চিঠি।” দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে— অপরাধিনী বিনোদিনীর লজ্জিত মুখ একবার সে দেখিয়া আসিবে— কোনো কথা বলিবে না। এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও আর- একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুঝাইল— বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোটো চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা সরল ভাষায় লেখা, সেইজন্য অকৃত্রিম উদ্বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল, “আমি যে

তাহাকে ভালোবাসি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্য দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।’

এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের ধৈর্যরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যে- বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল, সে যে মুহূর্তকালের মূঢ়তায় সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে, সেই সম্ভাবনায় মহেন্দ্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর— এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।’ আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অন্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালোবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সে যদি অন্য কোনো দিকে মন দেয় তবে তাহার কী সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে। মহেন্দ্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোনো অবকাশে আর- একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদেহ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “ওগো, মিথ্যা দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না। এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে।” বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী কহিল, “খোলা যে?”

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরত পাঠাইয়াছে মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরা দব্ দব্ করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল; সে অন্য কাজে অনুপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না— সেই দুই- চারি লাইন কালির দাগকে অতীত হইতে বর্তমান হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই ‘না’ করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সন্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

অধ্যায় - ২৫

সেদিন নূতন ফাল্গুনে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিতেই আশা অনেক দিন পরে সন্ধ্যার আরম্ভে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। একখানি মাসিক কাগজ লইয়া খণ্ড প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিবার সময় ডাকাতির হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্বেগে কাঁপিতেছিল, এ দিকে হতভাগিনী নায়িকা ঠিক সেই সময়েই বিপদের স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আশা চোখের জল আর রাখিতে পারে না। আশা বাংলা গল্পের অত্যন্ত উদার সমালোচক ছিল। যাহা পড়িত, তাহাই মনে হইত চমৎকার। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিত, “ভাই চোখের বালি, মাথা খাও, এ গল্পটা পড়িয়া দেখো। এমন সুন্দর ! পড়িয়া আর কাঁদিয়া বাঁচি না।” বিনোদিনী ভালোমন্দ বিচার করিয়া আশার উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বড়ো আঘাত করিত।

আজিকার এই গল্পটা আশা মহেন্দ্রকে পড়াইবে বলিয়া স্থির করিয়া যখন সজলচক্ষে কাগজখানা বন্ধ করিল, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের মুখ দেখিয়াই আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “একলা ছাদের উপর কোন্ ভাগ্যবানের ভাবনায় আছ?”

আশা নায়ক-নায়িকার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কহিল, “তোমার কী শরীর আজ ভালো নাই।”

মহেন্দ্র। শরীর বেশ আছে।

আশা। তবে তুমি মনে মনে কী একটা ভাবিতেছ, আমাকে খুলিয়া বলো।

মহেন্দ্র আশার বাটা হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া কহিল, “আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার মাসিমা বেচারী কত দিন তোমাকে দেখেন নাই। একবার হঠাৎ যদি তুমি তাঁহার কাছে গিয়া পড়িতে পার, তবে তিনি কত খুশি হন।”

আশা কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ এ কথা আবার নূতন করিয়া কেন মহেন্দ্রের মনে উদয় হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না?”

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসিকে দেখিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল, “কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।”

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই; পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক্, এখন না-ই গেলাম।

মহেন্দ্র। থাক্ কেন। যাইতে চাহিয়াছিলে, যাও-না।

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।

মহেন্দ্র। এই সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া চোখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের সঞ্চারণ হইল। কহিল, “আমার উপর মনে মনে তোমার কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে নাকি। তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও?”

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা নম্রতা ধৈর্য মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, ‘মাসির কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বলো যে, আমি যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও— তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ— এ কী রকম।’

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপে মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্বিত চিত্ত ভয়ে ও ভালোবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোখে চোখে পাহারা দিতে চায় ! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দয় সন্দেহ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবশ্যিক, না হাস্য করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা?

হতবুদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র দ্রুতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। সূর্যাস্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারস্ত্রের ক্ষণিক বসন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল— তখনো আশা সেই মাদুরের উপর লুপ্তিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তখনই আশার মনে হইল, স্নেহময়ী মাসির প্রতি তাহার উদাসীনতা কল্পনা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তখন মহেন্দ্র করুণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল, “আমি যদি কোনো দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করো।”

মহেন্দ্র আর্দ্রচিতে কহিল, “তোমার কোনো দোষ নাই, চুনি। আমি নিতান্ত পাষণ্ড, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।”

তখন মহেন্দ্রের দুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া তাহাকে দুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার রোদনবেগ থামিলে সে কহিল, “মাসিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না। কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না।”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্র কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, “এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।”

আশা কহিল, “না, আমি কাশী যাইব।”

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না— এ কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্যও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন- সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। যে- সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে- সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, “আবার ! ও কথা বলিয়ো না। কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে।”

আশা কহিল, “তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অস্তির হইতেছি।”

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না।

মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আসিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ‘অনেক রাত হইয়াছে’ বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্বীর এ পাশে ফিরিয়া কহিল, “চুনি, কাজ নাই, তুমি নাই- বা গেলে।”

আশা কাতর হইয়া কহিল, “আবার বারণ করিতেছ কেন। এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভরৎসনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে। আমাকে দু- চার দিনের জন্যও পাঠাইয়া দাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া গুইল।

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল, “ভাই বালি, আমার গা ছুইয়া একটা কথা বল।”

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, “কী কথা, ভাই। তোমার অনুরোধ আমি রাখিব না?”

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কী রকম হইয়া গেছ। কোনোমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না।

বিনোদিনী। কেন চাই না সে কি তুই জানিস নে, ভাই। সেদিন বিহারীবাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস নাই। এ- সকল কথা যখন উঠিল তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত— তুমিই বলো- না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ- সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল, “কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে- সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের, ভাই। ও কথা ভুলিতে হইবে।”

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “আচ্ছা।”

অধ্যায় - ২৬

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর- এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে- অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, ‘বউ গিয়াছে, তাই এ বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।’ আজকাল মহেন্দ্রের সুখদুঃখের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল- তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্ষ ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘন ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়াদাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন থাকিতে পারে না। দেখো- না, বউ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন একরকম হইয়া গেছে। বউকেও ধন্য বলি, কেমন করিয়া গেল?’

বিনোদিনী একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘কী বউ, কী ভাবিতেছ। ইহাতে ভবিষ্যৎ কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও।’

বিনোদিনী কহিল, ‘কাজ নাই, মা।’

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, ‘আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি আমি নিজে যা পারি তাই করিব।’

বলিয়া তখনই তিনি মহেন্দ্রের তেতলার ঘর ঠিক করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, ‘তোমার অসুখ- শরীর, তুমি যাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ করো পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।’

রাজলক্ষ্মী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার মতো এমন ভালো ছেলে আছে কোথায়। সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিন্দা ! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক। তাঁহার নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ও ভালো বোধ হয় সে- সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধূনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত। তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, ‘এগুলি তুই কার জন্যে তৈরি করিতেছিস, ভাই।’ বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, ‘আমার চিতাশয্যার জন্য। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।’

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবসুদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সম্মুখে দুটি বড়ো আলনায় কাপড় বুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রাতে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শখের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুণ্ডিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব- ইতিহাসের যে- কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেঝের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নূতন বালিশগুলির উপর মাথা রাখিবামাত্র একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল— বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর যাহার নিপুণ হস্তের শিল্প, তাহারই কোমল চম্পক- অঙ্গুলির যেন গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

এমন সময় দাসী রূপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট এবং কাঁচের গ্লাসে বরফ- দেওয়া আনারসের শরবত আনিয়া দিল। এ সমস্তই পূর্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত রচিত। সমস্ত স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে নূতনত্ব আসিয়া মহেন্দ্রের ইন্দ্রিয়- সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃপ্তিপূর্বক ভোজন সমাধা হইলে, রূপার বাটায় পান ও মসলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।
হাসিতে হাসিতে
কহিল, “এ কয়দিন তোমার খাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো, ঠাকুরপো। আর যাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অযত্ন হইতেছে, এ খবরটা আমার চোখের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি— কিন্তু কী করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে।”

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া খয়েরের একটু বিশেষ নূতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, “যত্নের মাঝে মাঝে এমন এক- একটা ক্রটি থাকাই ভালো।”

বিনোদিনী কহিল, “ভালো কেন, শুন।”

মহেন্দ্র উত্তর করিল, “তার পরে খোঁটা দিয়া সুদসুদ্ধ আদায় করা যায়।”

“মহাজন- মহাশয়, সুদ কত জমিল?”

মহেন্দ্র কহিল, “খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজির পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “তোমার হিসাব যেরকম কড়াবুড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।”

মহেন্দ্র কহিল, “হিসাবে যাই থাক, আদায় কী করিতে পারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।” বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গান্ধীর্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, “ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা।”

এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, “কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।”

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ তখন যাইবে কোথায়?”

বিনোদিনী কহিল, “ছি ছি, ছাড়ো— যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন।”

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিছানার সুগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, নির্জন ঘর, নববসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যে ধরা দিল- দিল- উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শার্সি আঁটিয়া দিল, এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও তো সে পুরাতন বিছানা নহে। চার-পাঁচখানা তোশকে শয্যা তল পূর্বের চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ— সে অগুরুর কি খসখসের, কি কিসের ঠিক বুঝা গেল না। মহেন্দ্র অনেক বার এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল— কোথাও যেন পুরাতনের কোনো একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রুদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল, “ঠাকুরপো, তোমার খাবার আসিয়াছে, দুয়ার খোলো।”

তখনই দ্বার খুলিবার জন্য মহেন্দ্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শার্সির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না— মেঝের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া কহিল, “না না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।”

বাহির হইতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, “অসুখ করে নি তো? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমার কিছুই চাই না— কোনো প্রয়োজন নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “মাথা খাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না। আচ্ছা, অসুখ না থাকে তো একবার দরজা খোলো।”

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল, “না খুলিব না, কিছুতেই না। তুমি যাও।”

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্বীর বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিতা আশার স্মৃতিকে শূন্য শয্যা ও চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যখন কিছুতেই আসিতে চায় না, তখন মহেন্দ্র বাতি জ্বলাইয়া দোয়াত কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল, “আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি। তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়— সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ দুটি চোখের প্রেমলক্ষ দৃষ্টিপাতে। তুমি শীঘ্র এসো, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্যায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মুহূর্তকাল বিস্মরণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।”

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে সুদূরে অনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে চং চং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকণ্ঠে বেহাগ- রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘ পত্রে নানারূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল— গতরাত্রে আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্বীর পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, ‘করেছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার! ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না।’ রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসংগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল—

‘তুমি আর কত দেরি করিবে। তোমার জেঠামহাশয়ের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে একলা আমার ভালো লাগিতেছে না।’

অধ্যায় - ২৭

মহেন্দ্র চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যখন কাশীতে আসিল, তখন অন্নপূর্ণার মনে বড়োই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানাপ্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “হাঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন এমন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই?”

“সত্যই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।”

“তোর সখী, তুই তো তাহাকে সর্বগুণবতী দেখিবি, বাড়ির আর- সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।”

“মার মুখে তো তার প্রশংসা ধরে না। চোখের বালি দেশে যাইবার কথা বলিতেই তিনি অস্তির হইয়া ওঠেন। এমন সেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ির চাকর দাসীরও যদি কারো ব্যামো হয় তাকে বোনের মতো, মার মতো যত্ন করে।”

“মহেন্দ্রের মত কী।”

“তঁাকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর- কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।”

“কী রকম।”

“আমি যদি- বা অনেক করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান, তিনি কী রকম কুনো- লোকে মনে করে, তিনি অহংকারী, কিন্তু তা নয় মাসি, তিনি দুটি- একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।”

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল- দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে মনে হাসিলেন- কহিলেন, “তাই বটে, সেদিন মহিন যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই।”

আশা দুঃখিত হইয়া কহিল, “ঐ তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাসেন না, সে যেন একেবারেই নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।”

অন্নপূর্ণা শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, “আবার যাকে ভালোবাসেন মহিন যেন জন্মজন্মান্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।”

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোখ নিচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “চুনি, বিহারীর কী খবর বল্ দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।”

মুহূর্তের মধ্যেই আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল- সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরন্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, “সত্য বল্ চুনি, বিহারীর অসুখ- বিসুখ কিছু হয় নি তো?”

বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ দুঃখ প্রবাসে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের আর-সমস্তই একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর সেই গৃহহীন অবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচর্চার ব্যাঘাত ঘটে।

আশা কহিল, “মাসি, বিহারী-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না।”

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বল দেখি।”

আশা কহিল, “সে আমি বলিতে পারিব না।” বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “অমন সোনার ছেলে বিহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়। অদৃষ্টেরই খেলা। কেন তাহার সহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই-বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনিকে কাড়িয়া লইল।”

অনেক দিন পরে আজ আবার অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া জল পড়িল— মনে মনে তিনি কহিলেন, “আহা, আমার বিহারী যদি এমন-কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বিহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই।” বিহারীর সেই দুঃখের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অন্নপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় যখন অন্নপূর্ণা আঁহিকে বসিয়াছেন, তখন একটা গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ির লোককে ডাকিয়া রুদ্ধ দ্বারে ঘা মারিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা পূজাগৃহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ যা, আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জর শাশুড়ির এবং তার দুই বোনঝির এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ঐ বুঝি তাহারা আসিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে।”

আশা লণ্ঠন-হাতে দরজা খুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, “এ কী বৌঠান, তবে যে শুনিলাম, তুমি কাশী আসিবে না।”

আশার হাত হইতে লণ্ঠন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেতমূর্তি দেখিয়া এক নিশ্বাসে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আতর্স্বরে বলিয়া উঠিল, “মাসিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উঁহাকে এখনই যাইতে বলো।”

অন্নপূর্ণা পূজার আসন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কাহাকে চুনি, কাহাকে।”

আশা কহিল, “বিহারী-ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন।” বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিল।

বিহারী নীচে হইতে সকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তখনই ছুটিয়া যাইতে উদ্যত— কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহ্নিক ফেলিয়া যখন নামিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বিহারী দ্বারের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার শরীর হইতে সমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারী !”

হায়, সেই চিরদিনের স্নেহসুধাসিক্ত কণ্ঠস্বর কোথায়। এ কণ্ঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জননী অন্নপূর্ণা, সংহার- খড়গ তুলিলে কার 'পরে। ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার মঙ্গলচরণশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল।

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমস্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, “কাকীমা, আর নয়, আর একটি কথাও বলিয়ো না। আমি চলিলাম।”

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পাও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিসর্জন করিলেন, একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল—

‘বিহারী- ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জেঠামশায়রা কবে কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক নাই— তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।’

অধ্যায় - ২৮

সেদিন রাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকালবেলায় মহেন্দ্রের শরীর- মনে একটা অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি, গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেন্দ্র অন্যদিন সকালে তাহার শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বসিত। আজ নীচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িল। বেলা হইয়া যায়, স্নানে গেল না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিসের গাড়ির শব্দের বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, মিস্ত্রি- কন্যারা তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে

সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল। ঈষৎ তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে; কোনো কঠিন পণ, দুরূহ চেষ্টা, মানস- সংগ্রাম আজিকার এই হালছাড়া গা- ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।

“ঠাকুরপো, তোমার আজ হল কী। স্নান করিবে না? এ দিকে খাবার যে প্রস্তুত। ও কী ভাই, শুইয়া যে! অসুখ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?” বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, “আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই— আজ আর স্নান করিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “স্নান না কর তো দুটিখানি খাইয়া লও।” বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকর্ষিত যত্নের সহিত অনুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিম্নলিখিতচক্ষে বলিল, “ভাই বালি, এখনো তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও।”

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারো কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কতদিনের জন্যই বা যায় আসে।’

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে তাহার কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, “নাঃ আমার কালেজ আছে, আমি যাই।” বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, “ব্যস্ত হইয়ো না, আমি তোমার কাপড় আনিয়া দিই।” বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজের কাপড় বাহির করিয়া আনিল।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কালেজে চলিয়া গেল, কিন্তু সেখানে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। পড়াশুনায় মন দিতে অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বিনোদিনী বুকের তলায় বালিশ টানিয়া লইয়া নীচের বিছানায় উপুড় হইয়া কী একটা বই পড়িতেছে— রাশীকৃত কালো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। বোধ করি বা সে মহেন্দ্রের জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল, পড়িতে পড়িতে বিনোদিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওগো করুণাময়ী, কাল্পনিক লোকের জন্য হৃদয়ের বাজে খরচ করিয়ো না। কী পড়া হইতেছে।”

বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি- কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল— বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থল তোলপাড় করিতেছিল। অনেক চেষ্টায় সে হাসিয়া কহিল, “ছি ছি, বড়ো ফাঁকি দিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম, খুব একটা গোপনীয় কিছু হইবে বা। এত কাড়াকাড়ি করিয়া শেষকালে কিনা বিষবৃক্ষ বাহির হইয়া পড়িল।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার আবার গোপনীয় কী থাকিতে পারে, শুন।”

মহেন্দ্র ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, “এই মনে করো, যদি বিহারীর কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিত?”

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয় বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মুহূর্তে- প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “মাপ করো, আমার পরিহাস মাপ করো।”

বিনোদিনী সবেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, “পরিহাস করিতেছ কাহাকে। যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম। তোমার ছোটো মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।”

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেঁটন করিয়া বাধা দিল। এমন সময়ে সম্মুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দণ্ড করিয়া শান্ত ধীর স্বরে কহিল, “অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না, সেখানে বউঠাকুরন আছেন। না জানিয়া তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কখনো কোনো পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেজন্য তাঁহাকে যেন কখনো কোনো দুঃখ সহ্য করিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।”

বিহারীর কাছে দুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ পাইল বলিয়া মহেন্দ্রের মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। এখন তাহার ঔদার্যের সময় নহে। সে একটু হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরঘরে কলা খাইবার যে গল্প আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি। তোমাকে দোষ স্বীকার করিতেও বলি নাই, অস্বীকার করিতেও বলি নাই; তবে ক্ষমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন।”

বিহারী কাঠের পুতুলের মতো কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তার পরে যখন কথা বলিবার প্রবল চেষ্টায় তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তখন বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, “বিহারী- ঠাকুরপো, তুমি কোনো উত্তর দিয়ো না। কিছুই বলিয়ো না। ঐ লোকটি যাহা মুখে আনিল, তাহাতে উহারই মুখে কলঙ্ক লাগিয়া রহিল, সে কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করে নাই।”

বিনোদিনীর কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ— সে যেন স্বপ্নচালিতের মতো মহেন্দ্রের ঘরের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোনো কথা বলিবার নাই। যদি তিরস্কারের কিছু থাকে, তবে তিরস্কার করো।”

বিহারী যখন কোনো উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পতনশব্দ শুনিয়ে মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কনুয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, “ইস, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে” বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামা খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, “না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।”

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, “আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি।”

বিনোদিনী কহিল, “মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?”

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?”

বিনোদিনী কহিল, “মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, ‘চাই না’ বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।”

মহেন্দ্র তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, “তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ— যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আজ নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি, মাপ করো।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমিও আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাতে ঘুমাইতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “মাপ করিলাম।”

মহেন্দ্র তখনই অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে- হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল— মহেন্দ্রও ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাৎ আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকোচুরির যে- একটা ঘণ্যতা আছে, একজনের কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দূর হইল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, “আমি নিজেকে ভালো বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাই না— কিন্তু আমি ভালোবাসি— আমি ভালোবাসি, সে কথা মিথ্যে নহে।”— নিজের ভালোবাসার গৌরবে তাহার স্পর্ধা

এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া সে আপন মনে উদ্ধতভাবে গর্ব করিতে লাগিল। নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যাকালে নীরব- জ্যোতিষ্কমণ্ডলী- অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিষ্ক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল, ‘যে আমাকে যত মন্দই মনে করুক, কিন্তু আমি ভালোবাসি।’ বলিয়া বিনোদিনীর মানসী মূর্তিকে দিয়া মহেন্দ্র সমস্ত আকাশ, সমস্ত সংসার, সমস্ত কর্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি- আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল— বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

অধ্যায় - ২৯

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাতের সূর্যালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিল। কী সুন্দর পৃথিবী, কী মধুময় আকাশ, বাতাস যেন পুষ্পরেণুর মতো সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈষ্ণব ভিক্ষুক খোল- করতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল। দরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে মহেন্দ্র দরোয়ানকে ভৎসনা করিয়া তখনই তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার সময় অসাধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল— মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরস্কারমাত্র না করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, “ওরে ওখানটা ভালো করিয়া ঝাঁট দিয়া ফেলিস— যেন কাহারো পায়ে কাঁচ না ফোটে।” আজ কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া ছিল— আজ সে সন্মুখে আসিয়া পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎসংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অন্তর্হিত হইল। গাছপালা, পশুপক্ষী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ। এই বিশ্বব্যাপী নূতনতা এতকাল ছিল কোথায়।

মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, আজ যেন বিনোদিনীর সঙ্গে অন্যদিনের মতো সামান্যভাবে মিলন হইবে না। আজ যেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সংগীতে ভাব প্রকাশ করিলে, তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র সৃষ্টিছাড়া সমাজছাড়া একটা আরব্য- উপন্যাসের অদ্ভুত দিনের মতো করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে— তাহাতে সংসারের কোনো বিধিবিধান, কোনো দায়িত্ব, কোনো বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কালেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লগ্নটি কখন অকস্মাত আবির্ভূত হইবে, তাহা তো কোনো পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্যে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে, রান্নাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভালো লাগিল না— আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের স্নানাহার হইয়া গেল— সমস্ত গৃহকর্মের বিরামে মধ্যাহ্ন নিস্তন্ধ হইয়া আসিল। তবু বিনোদিনীর দেখা নাই। দুঃখে এবং সুখে, অধৈর্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলো বাৎকৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি- করা সেই বিষবৃক্ষখানি নীচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির স্মৃতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে- বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষবৃক্ষখানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন এক সময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা বাজিয়া গেল— হুঁশ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদি খুশ্খের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং রেকাবে বরফচিনিসংযুক্ত সুগন্ধি দলিত খরমুজা লইয়া বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, “কী করিতেছ, ঠাকুরপো। তোমার হইল কী। পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো হাতমুখ- ধোয়া কাপড়- ছাড়া হইল না?”

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কী হইয়াছে, সে কি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। বিনোদিনীর সে কি অগোচর থাকা উচিত। আজিকার দিন কি অন্য দিনেরই মতো। পাছে যাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উলটা কিছু দেখিতে পায়, এই ভয়ে মহেন্দ্র গতকল্যকার কথা স্মরণ করাইয়া কোনো দাবি উত্থাপন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাদে- বিছানো রৌদ্রে- দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি দ্রুতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আলমারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “একটু রোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি।”

বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল, “দোহাই তোমার, আর যা কর সাহায্য করিয়ো না।”

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, “বটে! আমাকে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক!” বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, “ওগো মশায়, তুমি রাখো, আমার কাজ বাড়াইয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।” বলিয়া আলমারির সম্মুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যুষ হইতে যেরূপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংগীতে গাহিবার, উপন্যাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্পনিক

আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত, কিরূপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্যতাকে কী উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না- এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাসিতামাশা করিয়া সে যেন স্বরচিত একটা অসম্ভব দুরূহ আদর্শের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বসিয়া কী করিতেছিস।”

বিনোদিনী কহিল, “দেখো তো পিসিমা মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিলক্ষণ। আমি আরো গুঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার কপাল ! তুই আবার সাহায্য করিবি ! জান বউ, মহিনের বরাবর ঐরকম। চিরকাল মা- খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোনো কাজ নিজের হাতে করিতে পারে।”

এই বলিয়া মাতা পরমশ্লেহে কর্মে- অপটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্মণ্য একান্ত মাতৃশ্লেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিত, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্যাদা যে মহেন্দ্র বুঝিয়াছে এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, “বউ, আজ তো তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নূতন রুমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন- আদর করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটাইয়া মারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল তবে বুঝিব তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন, “আহা মা, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।”

বিনোদিনীর কাপড়- তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব,
না,
এখন
তোমার অন্য কাজ আছে?”

বিনোদিনী কহিল, “না পিসিমা, অন্য কাজ আর কই। চলো, মিঠাইগুলি তৈরি করিয়া আসি গে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?”

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই ঠাকুরপোর বই- পড়া শুনিতে আসিব- কী বল।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যিক।’ কহিলেন, “তা বেশ তো, মহিনের খাবার তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস, মহিন।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে- সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, ‘আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব- দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিব।’ বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেক বার চাহিল, শেষে ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, ‘আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া মাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস জ্বাল দিলে তাহাতে মিষ্টত্ব থাকে না।’

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গস্তীর মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও কী ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে !”

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু অসুখ করে নাই তো?”

বিনোদিনী কহিল, “এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে। ভালো হয় নি বুঝি? তবে থাক্। না না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না না, কাজ নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভালো মুশকিলেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভালো, তুমি বাধা দিলে শনিব কেন।”

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল- তাহার একটি দানা, একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না। আহারান্তে তিন জনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুই যে কী বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর- না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কিন্তু তাহাতে ঠাকুর- দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভালো লাগিবে না।”

ভালো লাগিবে না ! যেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্য রাজলক্ষ্মী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে, তাহার ভালো লাগিতেই হইবে। আহা বেচারী মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে- তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহার ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, “এক কাজ করো- না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শান্তি- শতক আছে, অন্য বই রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও- না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।”

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, “মা, কায়েত- ঠাকুরন আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।”

কায়েত- ঠাকুরন রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু ঝিকে বলিলেন, “কায়েত- ঠাকুরনকে বল, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য- অবশ্য করিয়া আসেন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো- না।”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত- ঠাকুরনের কাছে গিয়া বসি গে।”

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, “বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোসো- দেখি, যদি কায়েত- ঠাকুরনকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও- আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো না।”

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না- বলিয়া উঠিল, “কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর।”

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, “সে কী, ভাই ! আমি তোমাকে পীড়ন কী করিলাম। তবে কি তোমার ঘরে আসা আমার দোষ হইয়াছে। কাজ নাই, আমি যাই।” বলিয়া বিমর্ষমুখে উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, “অমনি করিয়াই তো তুমি আমাকে দণ্ড কর।”

বিনোদিনী কহিল, “ইস, আমার যে এত তেজ, তাহা তো আমি জানিতাম না। তোমারও তো প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার। খুব যে বলসিয়া- পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “চেহারা কী বুঝিবে।” বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী “উঃ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, “লাগিল কি।”

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র অন্ততপ্ত হইয়া কহিল, “আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম- ভারি অন্যায় করিয়াছি। আজ কিন্তু এখনই তোমার ও- জায়গাটা বাঁধিয়া ওষুধ লাগাইয়া দিব- কিছুতেই ছাড়িব না।”

বিনোদিনী কহিল, “না, ও কিছুই না। আমি ওষুধ দিব না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন দিবে না।”

বিনোদিনী কহিল, “কেন আবার কী। তোমার আর ডাক্তারি করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক।”

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া গেল— মনে মনে কহিল, “কিছুই বুঝিবার জো নাই। স্ত্রীলোকের মন !”

বিনোদিনী উঠিল। অভিমাত্রী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, “কোথায় যাইতেছ।”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ আছে।” বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুত উঠিয়া পড়িল; সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মুহূর্ত কাছে আসিতেও দেয় না। অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ গর্ব মহেন্দ্রের ছিল, তাহা সে সম্প্রতি বিসর্জন দিয়াছে— কিন্তু চেষ্টা করিলেই অন্যকে সে জানিতে পারে, এ গর্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না। আজ সে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না। হৃদয়ক্ষেত্রে মহেন্দ্রের মাথা বড়ো উচ্ছেই ছিল— সে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানিত না— আজ সেইখানেই তাহাকে ধুলায় মাথা লুটাইতে হইল। যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল তাহার বদলে কিছু পাইলও না। ভিক্ষুকের মতো রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

ফাল্গুন- চৈত্রমাসে বিহারীদের জমিদারি হইতে সরষে- ফুলের মধু আসিত, প্রতি বৎসরই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত— এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাণ্ড লইয়া স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, “পিসিমা, বিহারী- ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।”

রাজলক্ষ্মী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে বসিল। কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো কখনো তোমাদের তত্ত্ব লইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই নাকি, তাই তোমাকেই মার মতো দেখেন।”

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেন্দ্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ- কিছু ভাবিতেন না— সে তাঁহাদের বিনা- মূল্যের বিনা- যত্নের বিনা- চিন্তার অনুগত লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, ‘তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।’ মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা আহ্বানে, বিনা আড়ম্বরে তাঁহাকে নিঃশব্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তাহা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কাহারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে। যখন অল্পপূর্ণা ছিলেন তিনি রাখিতেন বটে— রাজলক্ষ্মী ভাবিতেন, ‘বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অল্পপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।’

রাজলক্ষ্মী আজ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।”

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে— এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড়ো ভালোবাসেন।”

রাজলক্ষ্মী সস্নেহগর্বে কহিলেন, “আর- কারোও মাছের ঝোল তাহার মুখে রোচে না।”

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আসে নাই। কহিলেন, “আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।”

বিনোদিনী কহিল, “আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে— বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।”

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে— কেন সে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্য কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দুদিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, “কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী- ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।”

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া নাহয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণ- চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্দাম হইয়া থাকে, যদিও এ পর্যন্ত তাহার কল্পনার অনুরূপ কিছুই হয় নাই— তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপরূপ সংগীতের মতো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখানা কী। মার আজ কোনো ব্রত আছে নাকি! অন্যদিনের মতো বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি তো বিশ্রাম করিতেছেন না। আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল— ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোনো ছুতায় বিনোদিনীর সঙ্গে এক মুহূর্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বসিল না— খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া জোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধুমধাম যে!”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউ তোমাকে বলে নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।”

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, “কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।”

রাজলক্ষ্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাস, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মুহূর্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, “যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান- না, পিসিমা। নাহয় আজ বিহারী- ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।”

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। ‘অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই— বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল’ ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রান্না ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না— ঠাকুরপো মুখে আশ্ফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।”

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয় ঈর্ষায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কী করে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কী করিয়া। দেখিয়া জ্বলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত- আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মতো অব্যাহতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাভ্যু করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মূহূর্তের জন্য সে থমকিয়া দাঁড়াইল— একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার জন্য তাহার বক্ষকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্মিতহাস্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া সদ্যঃস্নাতা রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। বিহারী যখন সর্বদা যাতায়াত করিত তখন এরূপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুদূর প্রবাস হইতে পুনর্বীর ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলক্ষ্মী স্নেহে তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ নিগূঢ় সহানুভূতিবশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোথায়।”

রাজলক্ষ্মী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, “মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।”

শুনিবামাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন হইতে সমস্ত বিষাদবাপ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কী রান্না হইয়াছে শুনি।” বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর রন্ধনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুন্ধ বলিয়া পরিচয় দিত— আহারলোলুপতা দেখাইয়া বিহারী মাতৃহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাঁহার স্বরচিত ব্যঞ্জন সম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতূহল দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে তাঁহার লোভাতুর অতিথিকে আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে শুষ্কস্বরে দস্তুরমত জিজ্ঞাসা করিল, “কী বিহারী, কেমন আছ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না?”

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, “না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।”

স্নান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে- দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।”

বিহারী কহিল, “সকলকেই কি চেনা যায়।”

বিনোদিনী কহিল, “একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।” বলিয়া খবর দিল, “পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।”

মহেন্দ্র- বিহারী খাইতে বসিল; রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেশন করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ার মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেশনে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেশন করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল— মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্মানে তপসিমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, “না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাসে।” মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, “না না, আমি চাই না।” শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অনুরোধ মাত্র না করিয়া সে- মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে দুই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, “বিহারী ঠাকুরপো, এখনই যাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চলো।”

বিহারী কহিল, “তুমি খাইতে যাইবে না?”

বিনোদিনী কহিল, “না, আজ একাদশী।”

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের একটি সূক্ষ্ম হাস্যরেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল— তাহার অর্থ এই যে, একাদশী-করাও আছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।

সেই হাস্যের আভাসটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই— তবু সে যেমন তাহার হাতের কাটা ঘা সহ্য করিয়াছিল; তেমনি করিয়া ইহাও সহ্য করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, “আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চলো।”

মহেন্দ্র হঠাৎ অসংগতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তোমাদের কিছুই তো বিবেচনা নাই— কাজ থাক্ কর্ম থাক্, ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তবু বসিতেই হইবে। এত অধিক আদরের আমি তো কোনো মানে বুঝিতে পারি না।”

বিনোদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো, শোনো একবার, তোমার মহিনদার কথা শোনো। আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার আর কোনো দ্বিতীয় মানে লেখে না।” (মহেন্দ্রের প্রতি) “যাই বল ঠাকুরপো, অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিষ্কার বোঝা, এমন আর কেহ বোঝে না।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও।” বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোনো বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, “মহিনদা, আমি জানিতে চাই, এইখানে কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল।”

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তখন জ্বলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্য বিদ্যুৎশিখার মতো তাহার মস্তিকের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া বিঁধিতেছিল—সে কহিল, “মিটমাট হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না—অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই।”

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ঈর্ষাজর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল, ‘বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না’—তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে-বাহিরে, উপরে-নীচে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অধ্যায় - ৩০

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “আমি এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মূর্তি ছায়ার মতো মনে হয়।”

আশা জিজ্ঞাসা করিল, “মাসি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব।”

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।”

আশা কহিল, “তাহাতে তুমি সুখ পাও?”

অন্নপূর্ণা সন্নেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, “আমার সে মনের কথা তুই কি বুঝবি বাছা। সে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি তিনিই জানেন।”

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘আমি যাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।’

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, ‘চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমতো করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।’

কুলিখিত তুচ্ছপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর খারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র ‘শ্রীচরণেশু’ লিখিয়া নাম সহি করিলেই মহেন্দ্র অন্তর্যামী দেবতার মতো সকল কথা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠিলেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতখানি ভালোবাসা দিয়াছিলেন, একটুখানি ভাষা দেন নাই কেন।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল, “মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।”

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন— একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “বাছা আমিও তো মূর্খ, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।”

আশা কহিল, “তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মূর্খের সেবায় খুশি না হন?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিযত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।”

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাসির এই কথা হইতে সান্ত্বনা গ্রহণের অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ কথা কিছুতেই তাহার মনে হইল না। সে নতমুখে বসিয়া তাহার মাসির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তখন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন; রুদ্ধকণ্ঠকে দৃঢ়চেষ্টায় বাধামুক্ত করিয়া কহিলেন, “চুনি, দুঃখে কষ্টে যে শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব, সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার- হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।”

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণ্যবতী মাসির প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, সেই মাসির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাসি সকল সংসারের উপরে যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, “আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজন্য অপরাধ লইয়ো না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো। তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসিমার মতো পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।’ এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জেঠামশায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্যায় অন্নপূর্ণা আশাকে আপনার কোলে বসাইয়া কহিলেন, “চুনি, মা আমার, সংসারের শোক- দুঃখ- অমঙ্গল হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই উপদেশ, যেখান থেকে যত কষ্টই পাস, তোর বিশ্বাস তোর ভক্তি স্থির রাখিস, তোর ধর্ম যেন অটল থাকে।”

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, “আশীর্বাদ করো মাসিমা, তাই হইবে।”

অধ্যায় - ৩১

আশা ফিরিয়া আসিল। বিনোদিনী তাহার 'পরে খুব অভিমান করিল- “বালি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখানা চিঠি লিখিতে নাই?”

আশা কহিল, “তুমিই কোন্ লিখিলে ভাই, বালি।”

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব। তোমারই তো লিখিবার কথা।

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। কহিল, “জান তো ভাই, আমি ভালো লিখিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।”

দেখিতে দেখিতে দুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, “দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।”

আশা। সেইজন্যই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই- গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জব্দ ! লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস, ভাই। ঠাকুরপো যেরকম বাড়াবাড়ি করেন, এক- একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা।

আশা হাসিয়া কহিল, “তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম।”

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে, সেইটিকে রক্ষা কর, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস নে ভাই বালি। বড়ো ল্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হস্তদ্বারা তর্জন করিয়া বলিল, “আঃ, কী বকিস, তার ঠিক নেই।”

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, “তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।”

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না- কিন্তু মূঢ় আশার কিছুই ঠিকমত চলে না; তাহার মন যখন এত খারাপ ছিল, তখনো তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া

উঠিয়াছিল, একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উলটা বলিতে থাকে।

আশা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেমন ছিলে।”

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত, “মরিয়া ছিলাম।” এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, “বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।”

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছে— তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধায় তাহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করিয়া ভাবিল, ‘আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।’ স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, “কাকীমা ভালো আছেন তো?”

সে প্রশ্নের উত্তরে কুশল-সংবাদ পাইয়া তাহার আর দ্বিতীয় কথা মনে আনা দুঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া কথা কহিলেন না, এমন- কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসির অনুরোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।’ অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্টহৃদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্‌বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি তোর অসুখ করিয়াছে মহিন।”

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, “না মা, অসুখ কেন করবে।”

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিস না!

মহেন্দ্র পুনর্বীর উত্ত্যক্তস্বরে কহিল, “এই তো, খাচ্ছি না তো কী।”

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একখানা পাতলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটি দুই-তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র। বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক সে-কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্য বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল।

সজ্জিত লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নূতন লজ্জা আসে—যেখানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায় ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নূতন সম্ভাষণের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশয্যাটিতে আজ অনাহুত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল— মহেন্দ্রের কোনো সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অসতর্কে দৈবাৎ কোনো গহনা বাজিয়া উঠে তো সে লজ্জায় মরিয়া যায়। কম্পিতহৃদয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অনুভব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজসজ্জা তাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিদ্যুৎবেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাসাধ্য নিঃশব্দে সংকুচিত হইয়া খাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত, তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষু খুলিল না, কেননা, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র খাটের অপর প্রান্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, সুতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন জাঁতার মতো পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না; মনে মনে নিজেকে সুতীর কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, ‘প্রাতঃকালে তো ঘুমের ভান করা যাইবে না, তখন মুখোমুখি হইলে আশাকে কী কথা বলিব।’

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সংকট দূর করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যাশেই অপমানিত সাজসজ্জা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে-ও মহেন্দ্রকে মুখ দেখাইতে পারিল না।

অধ্যায় - ৩২

আশা ভাবিতে লাগিল, ‘এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।’ যে জায়গায় যথার্থ বিপদ, সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকালে পর হইতে সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল সকাল কালেজে গেল। কালেজযাত্রাকালে আশা বরাবর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতেই একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য প্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অনুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে— তখনো তাহার স্নান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংযত কেশ, শুষ্ক মুখ— দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি!

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। পৃথিবী সংসার সমস্ত বিশ্বাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তখন জোয়ার আসিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে— আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটিতেছে— সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকল্লোলের অদূরে এই একটি বেদনাস্তম্বিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

হঠাৎ এক সময় আশার মনে হইল, ‘বুঝিয়াছি। ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।’

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জন্য যেন আশার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার সঙ্গে আশারও কোনো যোগ আছে। দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি। এমন সন্দেহ! কী লজ্জা! একে তো বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্কারের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে, তবে তো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না— বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেন্দ্র খোলসা কোনো কথা না বলিয়া কেবলই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বার বার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের মনে এমন কোনো সন্দেহ আসিয়াছে, যাহা নিজেই সে অন্যায় বলিয়া জানে, যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো তাহার চেহারা হইবে কেন। ক্রুদ্ধ বিচারকের তো এমন কুণ্ঠিত ভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হইতে চকিতের মতো সেই- যে আশার স্নান করণ মুখ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্ত দিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কালেজের লেকচারের মধ্যে, শ্রেণীবন্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অস্নাত রুক্ষ কেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যথিত- ব্যাকুল দৃষ্টিপাত সুস্পষ্টরেখায় বারংবার অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কালেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা, না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোনটা উচিত। বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে- তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাতে সে সকাল সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে যত্নে স্নিগ্ধ আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিস্তন্ধ ঘরে সেই শূন্য শয্যার মধ্যে কোন্ স্মৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবপরিণয়ের নিত্যনূতন লীলাখেলা? না। সূর্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে- সকল স্মৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র- উজ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিগ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাতে নিভৃত কক্ষের সেই স্তন্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃদুতর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত, ‘তোমাকে সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসি।’ সেই- সকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চগর করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল— মহেন্দ্রের মনে মনে ঈষৎ আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই আশা আসিয়া পড়িবে— কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘আমি তো কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্যায় রাগ করিয়া না আসে তো আমি কী করিব।’ এই বলিয়া নিশীথরাতে বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাত্রি বড়ো রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তন্ধ সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে— অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্নামদবিহ্বল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে,

কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “কে ও।”

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিল, “বিনোদ, আমি।”

বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মহিন, এত রাতে তুই এখানে যে!”

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ জ্রুয়ুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৩

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর স্নিগ্ধশ্যামল মেঘে দন্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্বেই কালেজে গেছে। তাহার ছাড়া- কাপড়গুলো মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া ধোবাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এইজন্য আশার প্রতি তাহার অনুরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া- কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া- জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে— মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পড়িল—

‘কাল রাতে তুমি যে- কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না। আজ আবার কেন খেমির হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, সে কী মনে করিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

‘আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই।

‘জগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোনো স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার

ঘরে উঁকিঝুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

‘তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার বেলায় সে কথা শোনা যাইতে পারে— কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো।

‘ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে— সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ— সে কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে— তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ চিঠির যদি উত্তর দাও, তবে বুঝিব, না পলাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।’

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারি দিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল— নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর- একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্ভ্রান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না— কালো- কালো অক্ষরগুলো তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল। এ কী। এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো একটা আশ্রয় পাইবার জন্য জলের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা- হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া উর্ধ্বশ্বাসে বলিয়া উঠিল, “মাসিমা !”

সেই স্নেহের সস্তাষণ উচ্ছ্বসিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া বরষার করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কান্নার উপর কান্না— কান্নার উপর কান্না যখন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, ‘এ চিঠি লইয়া আমি কী করিব।’ স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষে তাঁহার নিদারণ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্থির করিল, চিঠিখানি সেই ছাড়া- জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলনায় বুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি- হাতে সে শয়নগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, “ভাই বালি।”

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা খাটের উপর ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “ধোবা বড়ো কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলোয় মার্কা দেওয়া হয় নাই, সেগুলো আমি লইয়া যাই।”

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, মনে মনে কহিল, ‘ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ। আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই!’

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টাই করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেজের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিদ্যুদ্বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্য স্তব্ধ হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুতধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন ধোবা ডাকিতেছে, “মাঠাকরুন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।”

অধ্যায় - ৩৪

রাজলক্ষ্মী আজ সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, “পিসিমা, তোমার অসুখ করিয়াছে বুঝি? করিবারই কথা। কাল রাতে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আসিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।”

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ- না কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল, “হয়তো চোখের বালির সঙ্গে সামান্য কিছু খিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে। তখনই নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জন্যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর সয় না। যাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার ছেলের সহস্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ঐজন্যেই আমার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ- আমার আজ আর কোনো কথা ভালো লাগিতেছে না।”

বিনোদিনী কহিল, “আমারও কিছু ভালো লাগিতেছে না, পিসিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়ে মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে আর ঢাকা পড়ে না।”

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলের দোষ- গুণ আমি জানি- কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল- কহিল, “সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।”

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন- কহিলেন, “হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না!”

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, “পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ- তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ- আমরা মায়াবিনী।”

রোষে রাজলক্ষ্মীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল- তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী একলা ঘরে ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সকালবেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহেন্দ্র বুঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভরৎসনা করিলেই বিদ্রোহীভাবে সে যথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এ সময়ে বাড়ি হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, “মাকে বলিস, আজ কালেজে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই যাইতে হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দেখা হইবে।” বলিয়া পলাতক বালকের মতো তখনই তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিসুদ্ধ জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

এক পশলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অসুখ হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই সে আজ যত রাজ্যের কাপড় জড়ো করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরো বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধী হইতে হয় তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে।

ঝুপ ঝুপ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপর বসিয়া। সম্মুখে কাপড় স্তূপাকার। খেমি দাসী এক- একখানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে। মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসি কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “যাও, আমার এ ঘর হইতে চলিয়া যাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন, কী করিয়াছি।”

বিনোদিনী। কী করিয়াছি। ভীরু কাপুরুষ ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ !

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক— তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মুহ্যমান হইয়া কহিল, “তুমি আমাকে ঘৃণা কর, বিনোদ !”

বিনোদিনী। হাঁ, ঘৃণা করি।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ?

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, “ছাড়ো, আমার লাগিতেছে।”

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?

বিনোদিনী। না, যাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, “তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।”

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, “চারি দিকে আগুন জ্বলাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল, “এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।”

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, “মহিন, কী করছিস।”

মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তাহার পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, “আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?”

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, “যাইব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আর আমার কেহই রহিবে না।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, “মাঠাকরুন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসত না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।”

খেমি আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।”

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার খাওয়া দেখিত।

গোপাল- চাকর আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, ঝাড়ু- বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাপুচরণের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকারবাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।”

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

অধ্যায় - ৩৫

বিহারী এতদিন মেডিকাল কলেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিত, ‘পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।’

আসল কথা, বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা- কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কলেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যিক বোধ করিত সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বৎসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের দুইজনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের দুজনকে শ্যামদেশীয় জোড়া- যমজ বলিয়া ডাকিত। গত বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে দুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আসিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাৎ জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্শ্বে এক কুটিরের রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করিত, ছাপাখানায় বারো টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, “তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখো, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।”

ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া গেল। খুশি হইয়া তাহার আট বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, “দশ বৎসর বয়সের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে মুখে শিখাইব।” তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর- পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে মুখে ইংরাজি শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল— সে নিজেকে মুহূর্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। দুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো ঘরে আলো জ্বালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

“বসন্ত, এ ঘরে ক’টা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বলো। না, গুনিতে পাইবে না।”

বসন্ত। কুড়িটা।

বিহারী। হার হইল— আঠারোটা।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ খড়খড়িতে ক’টা পাল্লা আছে?” বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল, “ছয়টা।”

“জিত।” – “এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে? এই বইটার কত ওজন?” এমনি করিয়া বিহারী বসন্তের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন সময় বেহারা আসিয়া কহিল, “বাবুজি, একঠো ঔরৎ—”

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, “এ কী কাণ্ড, বৌঠান!”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার এখানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?”

বিহারী। আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। পিসি আছেন দেশের বাড়িতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়িতে আমাকে লইয়া চলো।

বিহারী। কী বলিয়া লইয়া যাইব।

বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব।

বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব তো জানান নাই। আগে শুনি, এ সংকল্প কেন মনে উদয় হইল। বসন্ত, যাও, শুইতে যাও।

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, “বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।”

বিহারী। না- ই বুঝিলাম, নাহয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কী।

বিনোদিনী। আচ্ছা, নাহয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে।

বিহারী। সে খবর তো নূতন নয়, এবং এমন খবর নয় যাহা দ্বিতীয় বার শুনিতে ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বার বার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও।

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ- সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বলাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।

বিহারী। ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনো ও- সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুঁথি সাথে খুলিয়া রাখি, বৌঠান। হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ— একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে— সত্য করিয়া বলো, সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি— তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। আমার পোড়াকপাল। তুমিও কিনা আশার ভালোবাসায় মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বোসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ ! অন্ধ !

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমস্তই আমি শুনিব— কিন্তু যে কথা বলিবার নহে, সে কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।”

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে তাহা আমি জানি— কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাগে ভয়-

লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কতবড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, “আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।”

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, “এ কিছতেই হইতে পারে না। কোনোমতেই না।”

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে।

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল— তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থির রাখিয়া কহিল, “ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই— ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।”

বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল— কহিল, “তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলো বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে- সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো- আনাই নাটক এবং নভেল।”

বিনোদিনী। নাটক ! নভেল !

বিহারী। হাঁ নাটক, নভেল ! তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ- সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না— কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া শান্তনব্রহ্মের কহিল, “তুমি আমাকে কী করিতে বল।”

বিহারী কহিল, “অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।”

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আজ রাতে তবে আমি এখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “ঐটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো! একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, “জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে- জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারো কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা- কিছু দাও।” বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে।”

বিনোদিনী একটুখানি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, “সেই ট্রেনেই যাইব।”

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরসুন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “শুতে যাস নি যে?” বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধ্যায় - ৩৬

যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, যাহা অসহ্য তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে রাত্রি সে দিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, “মাজি, চিঠি।”

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশ্বাস ও আশঙ্কা একসঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল—কোনো কথা না বলিয়া আশা সে চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল, “চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।”

আশা কহিল, “জানি না।”

রাত্রি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল—ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল—দেখিল, ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল, “বিনোদ।” কোনো উত্তর আসিল না।

‘নির্বোধ। আমি নির্বোধ। তখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।’

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে-ঘরেও আলো নাই—কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই রুগ্নস্বরে বলিয়া উঠিল, “মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কিছুই বলি নাই।”

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষ্মী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের স্বরে কহিল, “তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম—সে যেখানেই থাক, আমি তাহাকে বাহির করিবই।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, “মহিন, যাস নে মহিন, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।”

মহেন্দ্র এক নিশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, “বহুঠাকুরানী কোথায় গিয়াছেন।”

দরোয়ান কহিল, “আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।”

মহেন্দ্র গর্জিত ভরৎসনার স্বরে কহিল, “জান না !”

দরোয়ান করজোড়ে কহিল, “না মহারাজ, জানি না।”

মহেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, ‘মা ইহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।’ কহিল, “আচ্ছা, তা হউক।”

মহানগরীর রাজপথে গ্যাসালোকবিদ্ধ সন্ধ্যাক্ষকারে বরফওয়ালা তখন বরফ ও তপসিমাছওয়ালা তপসিমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষুদ্ধ জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৭

বিহারী একলা নিজেকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কখনো ধ্যান করিতে বসে না। কোনোকালেই বিহারী নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই। সে পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব লোকজন লইয়াই থাকিত। চারি দিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্য দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারি দিক যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অভভেদী বেদনার গিরিশৃঙ্গে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই হইতে নিজের নির্জন সঙ্গকে সে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জোর করিয়া নিজের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া এই সঙ্গীটিকে সে কোনোমতেই অবকাশ দিতে চায় না।

কিন্তু আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। কাল বিনোদিনীকে বিহারী দেশে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে যে- কোনো কাজে যে- কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগূঢ় নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রান্তি ও অবসাদে আজ বিহারীকে পরাস্ত করিল। রাত্রি তখন নয়টা হইবে; বিহারীর গৃহের সম্মুখবর্তী দক্ষিণের ছাদের উপর দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের বাতাস উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বিহারী চন্দ্রোদয়হীন অন্ধকারে ছাদে একখানি কেদারা লইয়া বসিয়া আছে।

বালক বসন্তকে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে পড়ায় নাই— সকাল সকাল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ সান্ত্বনার জন্য, সঙ্গের জন্য, তাহার চিরাভ্যন্ত প্রীতিসুধান্নিক পূর্বজীবনের জন্য তাহার হৃদয় যেন মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর মতো বিশ্বের অন্ধকারের মধ্যে দুই বাহু তুলিয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহার দৃঢ়তা, তাহার কঠোর সংযমের বাঁধ কোথায় ভাঙিয়া গেছে। যাহাদের কথা ভাবিবে না পণ করিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, আজ আর পথরোধ করিবার লেশমাত্র বল নাই।

মহেন্দ্রের সহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে সেই প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা— যে সুদীর্ঘ কাহিনী নানাবর্ণে চিত্রিত, জলে- স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল— বিহারী প্রসারিত করিয়া ধরিল। যে ক্ষুদ্র জগৎটুকুর উপর সে তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কোন্‌খানে কোন্‌ দুর্গহের সহিত সংঘাত পাইল, তাহাই সে মনে করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রথমে বাহির হইতে কে আসিল। সূর্যাস্তকালের করুণ রক্তিমচ্ছটায় আভাসিত আশার লজ্জামণ্ডিত তরুণ মুখখানি অন্ধকারে অঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে- সঙ্গে মঙ্গল- উৎসবের পূণ্যশঙ্খধ্বনি তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই শুভগ্রহ অদৃষ্টাকাশের অজ্ঞাত প্রাপ্ত হইতে আসিয়া দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়াইল— একটু যেন বিচ্ছেদ আনিল, কোথা হইতে এমন একটি গূঢ় বেদনা আনিয়া উপস্থিত করিল, যাহা মুখে বলিবার নহে, যাহা মনেও লালন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই বিচ্ছেদ, এই বেদনা অপূর্ব স্নেহরঞ্জিত মাধুর্যরশ্মি দ্বারা আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিগ্রহের উদয় হইল— বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল, বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। আঘাত যেন অত্যন্ত মৃদু হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। সেই পরমাসুন্দরী প্রহেলিকা তাহার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেঘ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণপঙ্কের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ বাতাস তারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষুর জ্বালাময়ী দীপ্তি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল; সেই তৃষাশুষ্ক খরদৃষ্টি অশ্রুজলে সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মুহূর্তের মধ্যে সেই মূর্তি বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই জানু প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল— তাহার পরে সে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো নিমেঘের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সদ্যাবিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমঞ্জরিতুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিহারীর ওষ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল। বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই কল্পমূর্তিকে স্মৃতিলোক হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে আঘাত করিতে যেন তাহার হাত উঠিল না— একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

বিহারী ছাদের নির্জন অন্ধকারে আর থাকিতে পারিল না। আর- কোনো দিকে মন দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দীপালোকিত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কোণে টিপাইয়ের উপর রেশমের- ঢাকা- দেওয়া একখানি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ ছিল। বিহারী ঢাকা খুলিয়া সেই ছবিটি ঘরের মাঝখানে আলোর নীচে লইয়া বসিল— কোলের উপর রাখিয়া দেখিতে লাগিল।

ছবিটি মহেন্দ্র ও আশার বিবাহের অনতিকাল পরের যুগলমূর্তি। ছবির পশ্চাতে মহেন্দ্র নিজের অক্ষরে ‘মহিন্দা’ এবং আশা স্বহস্তে ‘আশা’ এই নামটুকু লিখিয়া দিয়াছিল। ছবির মধ্যে সেই নবপরিণয়ের মধুর দিনটি আর ঘুচিল না। মহেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখে নূতন বিবাহের একটি নবীন সরস ভাবাবেশ; পাশে আশা দাঁড়াইয়া— ছবিওয়ালা তাহাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেয় নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে লজ্জাটুকু খসাইতে পারে নাই। আজ মহেন্দ্র তাহার পার্শ্বচরী আশাকে কাঁদাইয়া কতদূরে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু জড় ছবি মহেন্দ্রের মুখ হইতে নবীন প্রেমের একটি রেখাও বদল হইতে দেয় নাই, কিছু না বুঝিয়া মূঢ়ভাবে অদৃষ্টের পরিহাসকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

এই ছবিখানি কোলে লইয়া বিহারী বিনোদিনীকে খিক্কারের দ্বারা সুদূরে নির্বাসিত করিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনীর সেই প্রেমে- কাতর যৌবনে- কোমল বাহুদুটি বিহারীর জানু চাপিয়া রহিল। বিহারী মনে মনে কহিল, ‘এমন সুন্দর প্রেমের সংসার ছারখার করিয়া দিলি!’ কিন্তু বিনোদিনীর সেই উর্ধ্বাৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল মুখের চুম্বন- নিবেদন তাহাকে নীরবে কহিতে লাগিল, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের মধ্যে আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি।’

কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভগ্ন সংসারের নিদারুণ আতঁস্বরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী!

পিশাচী! বিহারী এটা কি পুরা ভরৎসনা করিয়া বলিল, না, ইহার সঙ্গে একটুখানি আদরের সুর আসিয়াও মিশিল। যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব ভিখারীর মতো পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী কি এমন অযাচিত অজস্র প্রেমের উপহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল প্রেম- ভাণ্ডারের খুদকুঁড়া ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের অল্পপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ একা তাহারই জন্য যে ভোজ পাঠাইয়াছেন, হতভাগ্য কিসের দ্বিধায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।

ছবি কোলে লইয়া এইরকম নানা কথা যখন সে একমনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিল মহেন্দ্র আসিয়াছে। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই কোল হইতে ছবিখানি নীচে কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল— বিহারী তাহা লক্ষ্য করিল না।

মহেন্দ্র একেবারেই বলিয়া উঠিল, ‘বিনোদিনী কোথায়।’

বিহারী মহেন্দ্রের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ‘মহিন্দা, একটু বোসো ভাই, সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘আমার বসিবার এবং আলোচনা করিবার সময় নাই। বলো, বিনোদিনী কোথায়।’

বিহারী কহিল, ‘তুমি যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া চলে না। একটু তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে।’

মহেন্দ্র কহিল, ‘উপদেশ দিবে? সে- সব উপদেশের কথা আমি শিশুকালেই পড়িয়াছি।’

বিহারী। না, উপদেশ দিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই।

মহেন্দ্র। ভরৎসনা করিবে? আমি জানি আমি পাষণ্ড, আমি নরাধম এবং তুমি যাহা বলিতে চাও তাহা সবই। কিন্তু কথা এই, তুমি জান কি না, বিনোদিনী কোথায়।

বিহারী। জানি।

মহেন্দ্র। আমাকে বলিবে কি না।

বিহারী। না।

মহেন্দ্র। বলিতেই হইবে। তুমি তাহাকে চুরি করিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ। সে আমার, তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

বিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, “সে তোমার নহে। আমি তাহাকে চুরি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে।”

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, “মিথ্যা কথা !” এই বলিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিতে দিতে উচ্চস্বরে ডাকিল, “বিনোদ, বিনোদ !”

ঘরের ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, “ভয় নাই বিনোদ ! আমি মহেন্দ্র, আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব— কেহ তোমাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।”

বলিয়া মহেন্দ্র সবলে দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার। অস্ফুট ছায়ার মতো দেখিতে পাইল, বিছানায় কে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিয়া বালিশ চাপিয়া ধরিল। বিহারী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসন্তকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, “ভয় নাই বসন্ত, ভয় নাই, কোনো ভয় নাই।”

মহেন্দ্র তখন দ্রুতপদে বাহির হইয়া বাড়ির সমস্ত ঘর দেখিয়া আসিল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখনো বসন্ত ভয়ের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বিহারী তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহেন্দ্র আসিয়া কহিল, “বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছ।”

বিহারী কহিল, “মহিন্দা, গোল করিয়ো না, তুমি অকারণে এই বালককে যেরূপ ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছ, ইহার অসুখ করিতে পারে। আমি বলিতেছি, বিনোদিনীর খবরে তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “সাদু ! মহাত্মা ! ধর্মের আদর্শ খাড়া করিয়ো না। আমার স্ত্রীর এই ছবি কোলে করিয়া রাত্রে কোন্ দেবতার ধ্যানে কোন্ পুণ্যমন্ত্র জপ করিতেছিলে? ভণ্ড !”

বলিয়া, ছবিখানি মহেন্দ্র ভূমিতে ফেলিয়া জুতাসুদ্ধ পা দিয়া তাহার কাচ চূর্ণ চূর্ণ করিল এবং প্রতিমূর্তিটি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বিহারীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

তাহার মত্ততা দেখিয়া বসন্ত আবার ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল— দ্বারের দিকে হস্তনির্দেশ করিয়া কহিল, “যাও।”

মহেন্দ্র ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৩৮

বিনোদিনী যখন যাত্রিশূন্য মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বাতায়ন হইতে চশমাঠ ও ছায়াবেষ্টিত এক- একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্নিগ্ধনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরুচ্ছায়াবেষ্টিতের মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনা- নীড়ে নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া কিছুকাল নগরবাসের সমস্ত ক্ষেভ, দাহ ও ক্ষতবেদনা হইতে সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্যাস্তদৃশ্য দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুই দরকার নাই— মন যেন এইরূপ সুবর্ণরঞ্জিত স্তব্ধবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, তরঙ্গবিষ্কুব্ধ সুখদুঃখসাগর হইতে জীবনতরীটি তীরে ভিড়াইয়া নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্প বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। গাড়ি চলিতে চলিতে এক- এক জায়গায় আম্রকুঞ্জ হইতে মুকুলের গন্ধ আসিতেই পল্লীর স্নিগ্ধশান্তি তাহাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মনে মনে সে কহিল, ‘বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেঁড়া করিতে পারি না— এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব— পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজকর্মে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে জীবন কাটাইয়া দিব।’

তৃষিত বক্ষে এই শান্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হয়, শান্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য। চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহুদিনের রুদ্ধ সঁগাতসেঁতে ঘরের বাস্প তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পস্বল্প যে- সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে, হাঁদুরের উৎপাতে ও ধুলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌছিল— ঘর নিরানন্দ অন্ধকার। কোনোমতে সরষের তেলে প্রদীপ জ্বলাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোতে ঘরের দীনতা আরো পরিষ্ফুট হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল— তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অন্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, ‘এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিবে না।’ কুলুঙ্গিতে পূর্বেকার দুই- একটা ধুলায়- আচ্ছন্ন বই ও মাসিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরের বায়ুসম্পর্কশূন্য আমবাগানে বিল্লি ও মশার গুঞ্জনস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেয়েকে দেখিতে সুদূরে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চকিত হইয়া উঠিল। ও মা, বিনোদিনীর দিব্য রঙ সাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড় ফিটফাট, যেন মেমসাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ করিয়া মুখ চাওয়া- চাওয়ি করিল। যেন কী একটা জনরব শোনা গিয়াছিল, তাহার সহিত লক্ষণ মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে সর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে- পদে অনুভব করিতে লাগিল। স্বপ্নে তাহার নির্বাসন। কোথাও তাহার এক মুহূর্তের আরামের স্থান নাই।

ডাকঘরের বুড়ো পেয়াদা বিনোদিনীর আবাল্যপরিচিত। পরদিন বিনোদিনী যখন পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া পেয়াদাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “পাঁচুদাদা, আমার চিঠি আছে?”

বুড়া কহিল, “না।”

বিনোদিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, “খাকিতেও পারে। একবার দেখি।”

বলিয়া পাড়ার অল্প খান- পাঁচ- ছয় চিঠি লইয়া উলটাইয়া- পালটাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিমর্ষমুখে যখন ঘাটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোনো সখী সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, “কী লো বিন্দি, চিঠির জন্যে এত ব্যস্ত কেন।”

আর- এক জন প্রগল্ভা কহিল, “ভালো ভালো, ডাকের চিঠি আসে এত ভাগ্য কয়জনের। আমাদের তো স্বামী, দেবর, ভাই বিদেশে কাজ করে কিন্তু ডাকের পেয়াদার দয়া হয় না।”

এইরূপে কথায় কথায় পরিহাস স্ফুটতর ও কটাক্ষ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অনুন্নয় করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ যদি নিতান্ত না ঘটে, তবে অন্তত সপ্তাহে দুইবার তাহাকে কিছু নাহয় তো দুই ছত্রও যেন চিঠি লেখে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, দূর সম্ভাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরূপব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শত্রু- মিত্রের কৃপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শান্তি কোথায়।

গ্রামবাসী সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরো রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে তাহার বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে গোপন রাখিবার চেষ্টা বৃথা। এখানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে গুপ্তা করিবার অবকাশ নাই— যেখান- সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতস্থানে পতিত হয়— বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চূপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যতই আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। এখানে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণরূপে বেদনাভোগ করিবারও স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিল—

‘ঠাকুরপো, ভয় করিয়ো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বসি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। দুঃখ এই, দণ্ডটি যে কত কঠিন, তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে- দয়া হইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে তোমার দুইখানি পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া, আমি ইহাও সহ্য করিব। কিন্তু প্রভু, জেলখানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌখিন আহার নহে— যতটুকু না হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুও তো বরাদ্দ আছে। তোমার দুই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার— তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাসনদণ্ড নহে, প্রাণদণ্ড। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিয়ো না, দণ্ডদাতা। আমার পাপমনে অহংকারের সীমা ছিল না— কাহারো কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্তু আমাকে দয়া করো— আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অরণ্যবাসের সম্বল আমাকে অল্প- একটু করিয়া

দিয়ে। তাহা হইলে তোমার শাসন হইতে আমাকে কেহই কিছুতেই টলাইতে পারিবে না। এইটুকু দুঃখের কথাই জানাইলাম।

আর যে- সব কথা মনে আছে, বলিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম।

তোমার
বিনোদ-বৌঠান।’

বিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল— পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি পাইবার জন্য পেয়াদাকে গিয়া আক্রমণ করে— কলিকাতায় দুদিন থাকিলেই লজ্জাধর্ম খোয়াইয়া কি এমনই মাটি হইতে হয়।

পরদিনেও চিঠি পাইল না। বিনোদিনী সমস্ত দিন স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্তরে- বাহিরে চারি দিকের আঘাত ও অপমানের মন্তনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহারশক্তি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদারণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে দ্বার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, ছবি না, একছত্র চিঠি না, কিছুই না। সে শূন্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা- কিছু চিহ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজলে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া বিদ্রোহবহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া বিহারীর কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতম প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল জ্বলিতেই লাগিল, দিগ্দিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও

অশ্রুর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, “আমার জীবন শূন্য, আমার হৃদয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য— এই শূন্যতার মাঝখানে একবার তুমি এসো, এক মুহূর্তের জন্য এসো, তোমাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।”

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন যথার্থ বল পাইল। মনে হইল, যেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণমাত্র করিয়া, দুরাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্ত সেচন করিয়া হৃদয় কেবল অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেকে যেন সহায়বান মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর- সমস্ত ছাড়িয়া কেবল বাঞ্ছিতকে আকর্ষণ করিতে থাকতে প্রতিমুহূর্তে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশূন্য অন্ধকার ঘর নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে— যখন সমাজ-সংসার, গ্রাম- পল্লী, সমস্ত বিশ্বভুবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে— তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত

শুনিয়া ভূমিতল হইতে দ্রুতবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, অসংশয় বিশ্বাসে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, “প্রভু, আসিয়াছ?” তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর কেহই তাহার দ্বারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, “আসিয়াছি, বিনোদ।”

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল, “যাও যাও, যাও এখান হইতে। এখনই যাও।”

মহেন্দ্র অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

“হ্যাঁলা বিন্দি, তোর দিদিশাশুড়ি যদি কাল”– এই কথা বলিতে বলিতে কোনো প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী বিনোদিনীর দ্বারের কাছে আসিয়া “ও মা” বলিয়া মস্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

অধ্যায় - ৩৯

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, “এ কখনোই সহ্য করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কী ঘটতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা! এরূপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।”

বিনোদিনী আজ নিশ্চয় আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর পাইবে, কিন্তু উত্তর আসিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, ‘আমার উপরে বিহারীর কিসের অধিকার। আমি কেন তাহার হুকুম শনিতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে বুঝিতে দিলাম যে, সে আমার প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জন্য যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামান্য দুই ছত্র চিঠিও না– আমি এত তুচ্ছ, এত ঘৃণার সামগ্রী?’ তখন ঈর্ষার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল– সে কহিল, ‘আর- কাহারোও জন্য এত দুঃখ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্য নয়। এই দৈন্য, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্য আমাকে বহন করিতে হইবে– এতবড়ো ফাঁকি কেন আমি মাথায় করিয়া লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম না। নির্বোধ, আমি নির্বোধ। আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।’

বিনোদিনী যখন কাঠের মূর্তির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার দিদিশাশুড়ি জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহাকে কহিল, “পোড়ারমুখী, কী সব কথা শনিতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “স্বাহা শনিতেছ সবই সত্য কথা।”

দিদিশাশুড়ি। তবে এ কলঙ্ক পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল– এখানে কেন আসিলি।

রুদ্ধ স্ফোভে বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিদিশাশুড়ি কহিল, “বাছা, এখানে তোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি। পোড়া অদৃষ্টে আমার সবাই মরিয়া- বরিয়া গেল, ইহাও সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ- সকল ব্যাপার আমি সহিতে পারিব না। ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে। তুমি এখনই যাও।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি এখনই যাইব।”

এমন সময় মহেন্দ্র, স্নান নাই, আহার নাই, উষ্ণখুষ্ণ চুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক। অন্ধকার থাকিতেই ভোরে আসিয়া সে বিনোদিনীকে লইয়া যাইবার জন্য দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিবে, এইরূপ তাহার সংকল্প ছিল। কিন্তু পূর্বদিনে বিনোদিনীর অভূতপূর্ব ঘৃণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে নানাপ্রকার দ্বিধার উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে যখন বেলা হইয়া গেল, রেলগাড়ির সময় আসন্ন হইয়া আসিল, তখন স্টেশনের যাত্রিশালা হইতে বাহির হইয়া, মন হইতে সর্বপ্রকার বিচার- বিতর্ক সবলে দূর করিয়া, গাড়ি চড়িয়া মহেন্দ্র একেবারে বিনোদিনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য দুঃসাহসের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে একটা স্পর্ধাপূর্ণ বল জন্মে, সেই বলের আবেগে মহেন্দ্র একটা উদ্ভ্রান্ত আনন্দ বোধ করিল— তাহার সমস্ত অবসাদ ও দ্বিধা চূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের কৌতূহলী লোকগুলি তাহার উন্মত্ত দৃষ্টিতে ধূলির নিজীব পুত্তলিকার মতো বোধ লইল। মহেন্দ্র কোনোদিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া একেবারে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া কহিল, “বিনোদ, লোকনিন্দার মুখে তোমাকে একলা ফেলিয়া যাইব, এমন কাপুরুষ আমি নহি। তোমাকে যেমন করিয়া হউক, এখান হইতে লইয়া যাইতেই হইবে। তাহার পরে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, পরিত্যাগ করিয়ো, আমি তোমাকে কিছুমাত্র বাধা দিব না। আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজ শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যখন যেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে— দয়া যদি কর তবে বাঁচিব; না যদি কর তবে তোমার পথ হইতে দূরে চলিয়া যাইব। আমি সংসারে নানা অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছি, কিন্তু আজ আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না। আমরা প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়াছি, এখন ছলনা করিবার সময় নহে।”

বিনোদিনী অত্যন্ত সহজভাবে অবিচলিত- মুখে কহিল, “আমাকে সঙ্গে লইয়া চলো। তোমার গাড়ি আছে?”

মহেন্দ্র কহিল, “আছে।”

বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “মহেন্দ্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষ্মী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামসম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ! ভদ্রসমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।”

মহেন্দ্র যে ভাবোন্মাদের রাজ্যে ছিল, সেখানে এই একটা আঘাত লাগিল। তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। এই সহজ কথাটা নূতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অজ্ঞাত সুদূর পল্লীর অপরিচিত গৃহদ্বারে মহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে, ইহা তাহার এক সময় স্বপ্নেরও অতীত ছিল, দিনের বেলায় গ্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে ঘর হইতে পথে বাহির করিতেছে, মহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অদ্ভুত অধ্যায় লিখিত হইল। তবু তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে এবং ভদ্রসমাজ আছে।

মহেন্দ্র যখন নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন বৃদ্ধা কহিল, “যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না— আর এক মুহূর্তও দেরি করিয়ো না।”

বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। অস্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী শূন্য হস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেন্দ্র যখন গাড়িতে উঠিতে গেল, বিনোদিনী কহিল, “না, স্টেশন দূরে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “এখনো তোমার লজ্জার বাকি আছে?” বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল, “স্টেশনে চলো।”

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু যাইবে না?”

মহেন্দ্র একটু ইতস্তত করিয়া আর যাইতে সাহস করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া নতশিরে স্টেশনের অভিমুখে চলিল।

তখন গ্রামবধূদের স্নানাহার হইয়া গেছে। কেবল যে-সকল কর্মনিষ্ঠা প্রৌঢ়া গৃহিণী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আশ্রমমুখে আমোদিত ছায়ামিষ্ট পুষ্করিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে।

অধ্যায় - ৪০

মহেন্দ্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সেই আশঙ্কায় রাজলক্ষ্মীর আহরনিদ্রা বন্ধ। সাধুচরণ সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— এমন সময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পটলডাঙার বাসায় তাহাকে রাখিয়া রাত্রে মহেন্দ্র তাহার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল।

মাতার ঘরে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারপ্রায়, কেরোসিনের লণ্ঠন আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী রোগীর ন্যায় বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আশা পদতলে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এতকাল পরে গৃহের বধু শাশুড়ির পদতলের অধিকার পাইয়াছে।

মহেন্দ্র আসিতেই আশা চকিত হইয়া উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বলপূর্বক সর্বপ্রকার দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া কহিল, “মা, এখানে আমার পড়ার সুবিধা হয় না; আমি কালেজের কাছে একটা বাসা লইয়াছি; সেইখানেই থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী বিছানার প্রান্তে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন, একটু বোস্।”

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বসিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মহিন, তোর যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কষ্ট দিস নে।”

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই”– বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল– “কিন্তু তুই তাহাকে এতদিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত দুঃখের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।” রাজলক্ষ্মী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র সেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আজ রাতে তো এখানেই আছিস?”

মহেন্দ্র কহিল, “না।”

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন যাবি।”

মহেন্দ্র কহিল, “এখনই।”

রাজলক্ষ্মী কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, “এখনই? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না?”

মহেন্দ্র নিরন্তর হইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এ- কয়টা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু বুঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্লজ্জ, তোর নিষ্ঠুরতায় আমার বুক ফাটিয়া গেল।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী ছিন্ন শাখার মতো শুইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্র মার বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি মৃদুপদে নিঃশব্দগমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়নঘরে চলিল। আশার সহিত দেখা হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহেন্দ্র উপরে উঠিয়াই দেখিল, তাহার শয়নগৃহের সম্মুখে যে ঢাকা ছাদ আছে, সেইখানে আশা মাটিতে পড়িয়া। সে মহেন্দ্রের পায়ের শব্দ পায় নাই, হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত “চুনি”– তবে তখনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কান্নাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্তু মহেন্দ্র সে প্রিয় নাম ডাকিতে পারিল না। যতই সে চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শূন্যগর্ভ পরিহাসমাত্র। তাহাকে মুখে সান্ত্বনা দিয়া কী হইবে, যখন বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবার পথ মহেন্দ্র নিজের হাতে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশা সংকোচে মরিয়া গিয়া বসিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে, চলিয়া যাইতে, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। কক্ষপক্ষের আকাশে তখনো চাঁদ ওঠে নাই– ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে দুইটি ডাঁটায় ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অন্ধকার আকাশে ঐ নক্ষত্রগুলি– ঐ সপ্তর্ষি, ঐ কালপুরুষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভৃত প্রেমাভিনয়ের নীরব সাক্ষী ছিল, আজও তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, মাঝখানের কয়টিমাত্র দিনের বিপ্লবকাহিনী এই আকাশভরা অন্ধকার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরন্তন স্থানটিতে অতি অনায়াসে গিয়া বসিতে পারি। কোনো প্রশ্ন নাই, জবাবদিহি নাই, সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, সেই সহজ আনন্দ ! কিন্তু হয়, জগৎসংসারে সেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাদুরের একটুখানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল। ভালোবাসিবার উন্মত্ত সুখ ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল না। এখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই— মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক বা না থাক, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকন্না, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি, হঠাৎ মহেন্দ্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজসুলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেন্দ্রের পক্ষে দুরাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো যে- বোঝা সে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেন্দ্র এক মুহূর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তখনো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে— রাত্রির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের ন্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র পায়চারি ভঙ্গ করিয়া কী বলিবার জন্য হঠাৎ আশার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আসিয়াছিল, ভাবিয়া পাইল না, তাহার কীই বা বলিবার আছে। কিন্তু কিছু- একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না। বলিল, “চাবির গোছাটা কোথায়।”

চাবির গোছা ছিল বিছানার গদিটার নীচে। আশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল— মহেন্দ্র তাহার অনুসরণ করিল। গদির নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা গদির উপরে রাখিয়া দিল। মহেন্দ্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে এক- একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না, মৃদুস্বরে কহিল, “ও- আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।”

কাহার কাছে চাবি ছিল সে কথা আশার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেন্দ্রের কাছে আর তাহার কান্না চাপা না থাকে। অন্ধকারে ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেন্দ্রের আহ্বারের সময় হইয়াছে। দ্রুতপদে আশা নীচে চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহিন কোথায়, বউমা।”

আশা কহিল, “তিনি উপরে।”

রাজলক্ষ্মী। তুমি নামিয়া আসিলে যে।

আশা নতমুখে কহিল, “তঁহার খাবার–”

রাজলক্ষ্মী। খাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নূতন ঢাকাই শাড়িখানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ির আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই সাজসজ্জার প্রস্তাবে আশা মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বান্তে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উঁকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আস্তে আস্তে দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে।

চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জোর করিয়া খুলিয়া আবশ্যিক কয়েকখান কাপড় ও ডাক্তারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া তঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, “তোমার দুখ ও ফল আনিয়াছি, খাবে এসো।”

করণমূর্তি বধূর এই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর শুষ্ক চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশ্রুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহিন এখন কী করিতেছে বউমা।”

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল— মৃদুস্বরে কহিল, “তিনি চলিয়া গেছেন।”

রাজলক্ষ্মী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই।

আশা নতশিরে কহিল, “তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।”

শুনিবামাত্র রাজলক্ষ্মীর সমস্ত কোমলতা যেন দূর হইয়া গেল— বধূর প্রতি তঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না। আশা একটা নীরব লাঞ্ছনা অনুভব করিয়া নতমুখে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

অধ্যায় - ৪১

প্রথম রাতে বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রাখিয়া মহেন্দ্র যখন তাহার কাপড় ও বই আনিতে বাড়ি গেল, বিনোদিনী তখন কলিকাতার বিশ্রামবিহীন জনতরঙ্গের কোলাহলে একলা বসিয়া নিজের কথা ভাবিতেছিল। পৃথিবীতে তাহার আশ্রয়স্থান কোনোকালেই যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ছিল না, তবু তাহার এক পাশ তাতিয়া উঠিলে আর- একপাশে ফিরিয়া শুইবার একটুখানি জায়গা ছিল— আজ তাহার নির্ভরশূল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যে নৌকায় চড়িয়া স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহা দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। অতএব বড়োই স্থির হইয়া হাল ধরা চাই, একটু ভুল, একটু নাড়াচাড়া সহিবে না। এ অবস্থায় কোন্ রমণীর হৃদয় না কম্পিত হয়। পরের মন সম্পূর্ণ বশে রাখিতে যেটু লীলাখেলা চাই, যেটুকু অন্তরালের প্রয়োজন, এই সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার অবকাশ কোথায়। একেবারে মহেন্দ্রের সহিত মুখোমুখি করিয়া তাহাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভেদ এই যে মহেন্দ্রের কূলে উঠিবার উপায় আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী নিজের এই অসহায় অবস্থা যতই সুস্পষ্ট বুঝিল ততই সে মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিতে লাগিল। একটা উপায় তাহাকে করিতেই হইবে, এ ভাবে তাহার চলিবে না।

যেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না— নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, ‘আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।’

বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না— তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যিক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নূতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট- আপিসে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না— সে বলিল, ‘আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা যাইবে।’

এই বলিয়া বিনোদিনী অন্ধকারে জানালা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ্ত কলিকাতার দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে— ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গেলেই এখনই তাহার দরজার কাছে পৌঁছানো যাইতে পারে— তাহার পরে সেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিভৃত ঘরটি— সেখানে নিস্তর শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে— হয়তো কাছে সেই ব্রাহ্মণ- বালক, সেই সুগোল সুন্দর গৌরবর্ণ আয়তনেত্র সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উলটাইতেছে— একে একে সমস্ত চিত্রটা

মনে করিয়া স্নেহে প্রেমে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এখনই যাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী ইচ্ছাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আগে হইলে হয়তো সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অগ্রসর হইত; কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুধু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, ‘আগে দেখি বিহারী কিরূপ উত্তর দেয় তাহার পরে কোন্ পথে চলা আবশ্যিক, স্থির করা যাইবে।’ কিছু না বুঝিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আর সাহস হইল না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন রাত্রি নয়টা-দশটা বাজিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত। কয়দিন অনিদ্রায় অনিয়মে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে কাটাইয়াছে; আজ কৃতকার্য হইয়া বিনোদিনীকে বাসায় আনিয়া একেবারে অবসাদ ও শ্রান্তিতে তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে। আজ আর সংসারের সঙ্গে নিজের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত ভারাক্রান্ত ভাবী জীবনের ক্লান্তি যেন তাহাকে আজ আগে হইতে আক্রমণ করিল।

রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে উন্মত্ততায় সমস্ত পৃথিবীকে সে লক্ষ্য করে নাই, সে মত্ততা কোথায়। পথের অপরিচিত লোকদের দৃষ্টির সম্মুখেও তাহার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হইতেছে কেন।

ভিতরে নূতন চাকরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— দরজা খোলাইতে অনেক হাঙ্গাম করিতে হইল। অপরিচিত নূতন বাসার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্রের চিরদিন যে বিলাস-উপকরণে, যে-সকল টানাপাখা ও মূল্যবান চৌকি-সোফায় অভ্যস্ত, বাসার নূতন আয়োজনে তাহার অভাব সেই সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই-সমস্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাসার সমস্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য চিন্তা করে নাই— আজ হইতে একটি নূতন গঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপরিপূর্ণ ধূমোদগার করিয়া মিটমিট করিতেছিল— তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে সঁাতসঁাত করিতেছে— মিস্ত্রি ডাকাইয়া বিলাতি মাটির দ্বারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যিক। রাস্তার দিকের দুটো ঘর যে জুতার দোকানদারদের হাতে ছিল, তাহারা সে দুটো ঘর এখনো ছাড়ে নাই, তাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমস্ত কাজ তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরো বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল— বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল, তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এতদিন সমস্ত পৃথিবীকে তুলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই— আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই, তাহাই সর্বাঙ্গ বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিল, এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল— এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তরালে তাহার যেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, ‘বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক অসুবিধা ঘটতেছে।’

বিনোদিনী সেলাই করিতে করিতে বলিল, “কিছুমাত্র না।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি আর দুই- তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আসবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে।”

বিনোদিনী কহিল, “না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না— তুমি আর একটিও আসবাব আনিয়ো না, এখানে যাহা আছে তাহা আমার আবশ্যকের চেয়ে ঢের বেশি।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি- হতভাগ্যও কি সেই ঢের বেশির মধ্যে।”

বিনোদিনী। নিজেকে অত ‘বেশি’ মনে করিতে নাই— একটু বিনয় থাকা ভালো। সেই নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্রের মনে আবার সেই মোহের সঞ্চার হইল।

বাড়িতে হইলে ছুটিয়া সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িত— কিন্তু এ তো বাড়ি নহে, সেইজন্য মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একান্তই সে মহেন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে, আজ নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরুষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, “এখানে তুমি তোমার বই- কাপড়গুলো আনিলে কেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “ওগুলোকে যে আমি আমার আবশ্যকের মধ্যেই গণ্য করি। ওগুলো ‘ঢের বেশির দলে নয়।”

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে ও- সব কেন।

মহেন্দ্র। সে ঠিক কথা, এখানে কোনো আবশ্যক জিনিস শোভা পায় না— বিনোদ, বইটাইগুলো তুমি রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ো, আমি আপত্তিমাত্র করিব না, কেবল সেইসঙ্গে আমাকেও ফেলিয়ো না।

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আসিয়া কাপড়ে- বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গস্তীরমুখে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া কহিল, “ঠাকুরপো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।”

মহেন্দ্র তাহার সদ্যোজাগ্রত আগ্রহের মুখে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল— গদগদকণ্ঠে কহিল, “কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দূরে রাখিতে চাও। তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।”

বিনোদিনী। আমার জন্য তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, “এখন সে আর তোমার হাতে নাই— সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে— কেবল তুমি একলা আছ, বিনোদ! বিনোদ— বিনোদ— ”

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই?”

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া লইল—কহিল, “মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনো তাহার কোনো অন্যথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে, বলো।”

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্রী, বিনোদ ! তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্রয়োজন ছিল। সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি, না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহ্য করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব—যে বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি সেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিরুত্তরে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর ! আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।”

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহুযত্নে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ঐ পাষণ্ড হৃদয়টাকে নিজের কঠিন মুষ্টির মধ্যে সবলে চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের দ্বারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল—কহিল, “আমি না থাকিলে এখানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।”

বিনোদিনী কহিল, “সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিসিমা খেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, সে আজ আমার এখানে আসিয়া কাজ লইয়াছে। দ্বারে তালা দিয়া আমরা দুই স্ত্রীলোকে এখানে বেশ থাকিব।”

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ঐ অটল মূর্তিকে বজ্রবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্য মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে-অবস্থায় বিশ্বজগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভয়ে, এমন সুদৃঢ় সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান—এতবড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই পীড়িত দলিত হইতে

লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, ‘আমি কি এতই অপদার্থ। আমার সম্বন্ধে এতবড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার আর কে আছে।’

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল— বিহারী। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষে সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে— আমি তাহার উপলক্ষমাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে- পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত অবজ্ঞা ! মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখন মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর দ্বারে গিয়া ঘা দিল, তখন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাক্কার পর বেহারা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ‘বাবুজি বাড়ি নাই।’

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, ‘আমি যখন নির্বোধের মতো রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী সেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজন্যই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দয়ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গর্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।’

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।’

ভজু কহিল, ‘সে আজ চার- পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।’

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ‘এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাই, আর সমস্ত রাত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।’ বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কৌচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র যে- রাত্রে বিহারীর ঘরে আসিয়া উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই স্থির
না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববন্ধুর সহিত সংঘর্ষ কোন্- একদিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অনুতাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র যখন উঠিল তখন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্মুখের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনো খোলা হয় নাই। প্রবাসী বিহারীর জন্য তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কস্পিতহস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো জবাব সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। জগতের স্নেহপ্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র- দেবতার শুষ্ক নির্মাল্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আজ মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিমুখ, তবু মহেন্দ্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী এই অরসিক বিহারীকেই বরণ করিল। মহেন্দ্রও বিনোদিনীর দুই- চারখানি চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত কৃত্রিম, তাহা নির্বোধকে ভুলাইবার শূন্য ছলনা।

নূতন ঠিকানা জানাইবার জন্য গ্রামের ডাকঘরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যগ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

পূর্বপ্রথামত মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইল। মহেন্দ্র স্নান ভুলিয়া গেল। উত্তণ্ড বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন দ্রুতপদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পণ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর দুই-একদিন চিঠির জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে। সে সম্ভাবনা তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল।

তখন চিঠিখানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের স্নান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল— সে বুঝিতে পারিল, মহেন্দ্র কাল রাত্রে হয়তো পথে-পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “না।”

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আজ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি নাকি।” বলিয়া সেবাপরায়ণা বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ আহ্বারের আয়োজন করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ থাক্, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মুহূর্তের জন্য বিনোদিনীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তকাল নিরুত্তর থাকিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো?”

মহেন্দ্র কহিল, “ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।” —মহেন্দ্র এমনভাবে বলিল, যেন বিহারী আজই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মুখ আর-একবার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, “এমন চঞ্চল লোকও তো দেখি নাই। আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো খুব কি রাগ করিয়াছেন।”

মহেন্দ্র। তা না হইলে এই অসহ্য গরমের সময় কি মানুষ শখ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

বিনোদিনী। আমার কথা কিছু বলিলেন না কি।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিখানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি— লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উলটাইয়া পালটাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা জবাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “চিঠিখানা তুমি পড়িয়াছ?”

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ফস করিয়া মিথ্যা কথা কহিল, “না।”

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মহেন্দ্র কহিল, “আমি বাড়ি যাইতেছি।”

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাই করিব। সাত দিন আমি বাড়িতে থাকিব। কালেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া খেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না— খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শূন্যগৃহে অনেকক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্য বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, “বউঠাকরুন, করিতেছ কী।”

“তুই যা এখান থেকে” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পরে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দুই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষত পরিশ্রান্ত করিয়া মূর্ছিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারী যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ খেমিকে ডাকিয়া কহিল, “খেমি, তুই এখনই যা— বিহারী- ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।”

থেমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “বিহারীবাবুর বাড়ির সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, ‘বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন’।”

বিনোদিনীর মনে আর সন্দেহের কোনোই কারণ রহিল না।

অধ্যায় - ৪২

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।”

আশা মুখ নিচু করিয়া বলিল, “জানি না, মা।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?”

আশা কেবলমাত্র বলিল, “না।”

রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনো সম্ভব হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল মহিন কখন গেল।”

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, “জানি না।”

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তুমি কিছুই জান না ! কচি খুকি ! তোমার সব চালাকি।”

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ মতও রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই ভ্রুংসনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, ‘কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।’ যে লোক ভালোবাসে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্যকে ভালোবাসে, তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ- ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য- ঠাকরুন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য- আলোচনার সংকোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃদু জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, “কে ও।”

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, “কে যায় গো।” তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য- ঠাকরুন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরো লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য যে লজ্জা, ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদুস্বরে বউকে বলিলেন, “বউমা, পার্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে”, তখন আশা কহিল, “মা, আমিই আনিতেছি।” বাড়ির দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত মুঢ়দের সহিত নির্লজ্জভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য- ঠাকরুন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভালো আছ তো, বাবা”- তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, “মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।”

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধূর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, “যাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের কী বুঝি দরকার আছে।”

আশা দুরূদুর বক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ির কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র- সেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল- আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিতে- পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও শয্যায় আর বসিযো না, মহেন্দ্র। এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই- সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই- সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহুল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিগু জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, ‘এসো, আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো, আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের শতদলের উপর তোমার চরণ- দুখানি রাখো।’ সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না- এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল; সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাস্ত্রে

রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক— এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি- বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সম্মুখের দেয়ালের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সে- ও যেন তাহার জোড়া- ভুরুর ভিতর হইতে ঐ ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আসিল। আশা আপনার মূর্ত্ততা ঘুচাইবার জন্য আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম ও শাশুড়ির সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেকরাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্রবইগুলি ঘরের একধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রুপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল— পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার সঙ্গে রহস্যলাপে প্রবৃত্ত আছে; সেইজন্য খাবার লইয়া গিয়া মাঝখানে ভঙ্গ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আসিতে দেখিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে খবর দিলেন। মহেন্দ্র খাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার খাতাপত্রগুলো তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্য দুধ জ্বাল দিতেছে। কোনো আবশ্যিক ছিল না। কারণ, যে- দাসী রাজলক্ষ্মীর রাত্রে দুধ প্রতিদিন জ্বাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের দ্বারা পূরণ করিয়া দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।”

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ির ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, “যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্য বাড়ি আসিল, বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি- ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা

পড়িল, সে তো আশারই দোষ। পুরুষমানুষ তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্ত্রীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে সিধা পথে রাখা।’

রাজলক্ষ্মী তীর ভরৎসনার স্বরে কহিলেন, “তোমার এ কী রকম ব্যবহার, বউমা। তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে- কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।”

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অন্ধুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল, এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিশ্বাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীর অভিমানের উদয় হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছিল, ‘বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনই ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশঙ্কা জন্মিল না। আজ হইতে যদি আমি আশার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবে। আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্তব্য- পালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিনোদিনীর কাছে কি শেষকালে আমার এই পরিচয় হইল। শ্রদ্ধাও হারাইলাম, ভালোবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না?’ মহেন্দ্র মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, যেমন করিয়া হউক আশার প্রতি হৃদয়কে অনুকূল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা যেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক মশারি- ঝাড়া অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কী বলিয়া আশার সঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, সেই এক অতিদুরূহ সমস্যা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, হঠাৎ তাহার যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই বলিল। কহিল, “তুমিও দেখিলাম আমার মতো পড়ায় মন দিয়াছ। খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়।”

কথাটা যে কেবল খাপছাড়া শুনাইল তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মূঢ় আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেটা তাহার বড়ো গোপন কথা— আশা স্থির করিয়াছিল, এ কথাটা বড়োই হাস্যকর। তাহার এই শিক্ষালাভের সংকল্প যদি কাহারো হাস্যবিদ্রূপের লেশমাত্র আভাস হইতেও গোপন করিবার বিষয় হয়, তবে তাহা বিশেষরূপে মহেন্দ্রের। সেই মহেন্দ্র যখন এতদিন পরে প্রথম সম্ভাষণে হাসিয়া সেই কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠুরবেদ্রাহত শিশুর কোমল দেহের মতো আশার সমস্ত মনটা সংকুচিত ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোনো উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র বুঝিয়াছিল, কথাটা ঠিক সংগত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই— কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কী হইতে পারে তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড়ো বিপ্লবের পরে পূর্বের ন্যায় কোনো সহজ কথা ঠিকমত শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মূক, কোনো নতুন কথা বলিবার জন্য সে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, ‘বিছানার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে সেখানকার নিভৃত বেষ্টিনের মধ্যে হয়তো কথা কওয়া সহজ হইবে।’ এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নূতন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকর্ষার সঙ্গে নেপথ্যদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল, আশা ঘরের মধ্যে নাই।

অধ্যায় - ৪৩

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র মাকে বলিল, “মা, পড়াশুনার জন্য আমার একটি নিরিবিলা স্বতন্ত্র ঘর চাই। কাকীমা যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে আমি থাকিব।”

মা খুশি হইয়া উঠিলেন— “তবে তো মহিন বাড়িতেই থাকিবে। তবে তো বউমার সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেছে। আমার এমন সোনার বউকে কি মহিন চিরদিন অনাদর করিতে পারে। এই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনিটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভুলিয়া থাকিবে।”

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তা বেশ তো মহিন।” বলিয়া তখনই চাবি বাহির করিয়া রুদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। “বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল।” অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল। “একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।” এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটির রাজাধিরাজের জন্য অন্নপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাকারিণীদের প্রতি দ্রুতপমাত্র না করিয়া গস্তীরমুখে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নীচে শুইবে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বহুযত্নে আশাকে আড়ষ্ট পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, “যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।”

এ প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রুষ্ট রাজলক্ষ্মী তাহাকে তীব্র ভরৎসনা করিতে লাগিলেন। আশা বহুকষ্টে ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী দূর হইতে বধূর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন।

আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, “এখনো আমার দেরি আছে— আবার কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে— আমি এইখানেই শুইব।”

কী লজ্জা। আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্য সাধিতে আসিয়াছিল।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী, হইল কী।”

আশা কহিল, “তিনি এখন পড়িতেছেন, নীচেই শুইবেন।” বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার সুখ নাই— সমস্ত পৃথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মরু-ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক রাতে আশার শয়নগৃহের রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল, “বউ, বউ, দরজা খোলো।”

আশা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কষ্টে নিশ্বাস লইতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাক্শক্তি ফিরিয়া আসিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, “বউ, তোমার রকম কী। উপরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছ যে। এখন কি এইরকম রাগারাগি করিবার সময় ! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না। যাও, নীচে যাও।”

আশা মৃদুস্বরে কহিল, “তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।”

রাজলক্ষ্মী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল। রাগের মুখে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বসিতে হইবে ! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীঘ্র যাও।

দুঃখের দিনে বধূর কাছে শাশুড়ির আর লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে- কিছু উপায় আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজলক্ষ্মীর পুনরায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইল। কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া নীচে চলিল। রাজলক্ষ্মীকে আশা তাঁহার শয়নঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়াবালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “থাক্ বউমা, থাক্। সুধোকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আর দেরি করিয়ো না।”

আশা এবার আর দ্বিধামাত্র করিল না। শাশুড়ির ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর খোলা বই পড়িয়া আছে— সে টেবিলের উপর দু পা তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, সে-ই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্র সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্র আজ মনে মনে আশ্চর্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে তাহার সম্মুখে আসে না— দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে সে তখনই চলিয়া যায়। আজ এত রাতে এমন সহজে সে যে তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়ো বিস্ময়কর। মহেন্দ্র তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, আশার আজ চলিয়া যাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থিরভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহেন্দ্র আর পড়িবার ভান করিতে পারিল না— মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা সুস্পষ্ট স্বরে কহিল, “মার হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভালো হয়।”

মহেন্দ্র। তিনি কোথায় আছেন?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেন্দ্র। তবে চলো, তাঁহাকে দেখিয়া আসি গে।

অনেক দিনের পরে আশার সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হালকা বোধ করিল। নীরবতা যেন দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ

হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল
না- এমন সময় আশা স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোটো দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, “মহিন, এখনো ঘুমাস নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, তোমার সেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।”

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। বুঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া উঠিল- কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “যা, তুই শুতে যা। আমার ও কিছুই না।”

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ ব্যামো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা আছে, এই কারণে এবং মাতার মুখশ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সে উদ্বেগ অনুভব করিল।

মা কহিলেন, “পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, আজ রাত্রে মতো একটা ঘুমের ওষুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী। ঢের ওষুধ খাইয়াছি, ওষুধে আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাইতে যাও।

মহেন্দ্র। তুমি একটু সুস্থ হইলেই আমি যাইব।

তখন অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী দ্বারের অন্তরালবর্তিনী বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বউ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ।” বলিতে বলিতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া উঠিল।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, “যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব।”

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, “আমি একটা ওষুধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে দুই দাগ থাকিবে- এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আসে তবে এক ঘণ্টা পরে আর- এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।”

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে- মূর্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন। এ আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই, এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে

নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্য মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধূর প্রতি তাহার সম্মম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নবশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, “বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন।”

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাখা- হাতে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “যাও বউমা, শুতে যাও।”

আশা মৃদুস্বরে কহিল, “আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।” আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ খবরে রাজলক্ষ্মী খুশি হইবেন।

অধ্যায় - ৪৪

রাজলক্ষ্মী যখন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, ‘অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় সেও ভালো।’ তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অসুখ একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো- একটা খেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত রাজলক্ষ্মীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না- মহেন্দ্রের মন এতই উদ্ভ্রান্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এতবড়ো দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষ্মীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আসে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?” আশা বুঝিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দূর হইল। বিহারী- ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত- ইঁহার মতো তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর সঙ্গে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে ? বড়ো অন্যায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই।

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জড়ো হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মূঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্য বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই

কথা মনে করিয়া আজ আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র সুহৃৎকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শত্রুকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই কৃতঘ্ন মূর্খকে কেন না শাস্তি দিবেন। ভগ্নহৃদয় বিহারী যে- নিশ্বাস ফেলিয়া এ ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে- নিশ্বাস কি এ ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেকক্ষণ চিন্তিতমুখে স্থির থাকিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “বউমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই দুর্দিনে সে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত— এতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পাইত না।”

আশা নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।”

আশা বুঝিল, রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। গৃহে কোনো সুখ নাই। যাহারা পরমাত্মীয়, তাহাদের সঙ্গে সহজভাবে সম্বন্ধ দূর হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না— তাহাদের সেই অত্যাচার আত্মীয়তা অহরহ অসহ্য ভারের মতো বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সম্মুখে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না— তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত সাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো দুই দিন বাকি আছে— কেমন করিয়া সে দুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু বুঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, “একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।”

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, “যাইতে হইবে কেন, একটু বোসোই না।”

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপোকে মার অসুখের খবর দেওয়া উচিত।”

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া কহিল, “কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বুঝি বিশ্বাস হয় না?”

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভরৎসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, “কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।”

এই সামান্য কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল। এমন গূঢ় ভরৎসনা আশা আর কখনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহংকারে আহত হইয়া বিস্মিত বিদ্রূপের সহিত কহিল, “তোমার কাছে ডাক্তারি শিখিতে হইবে দেখিতেছি!”

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই সেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, “ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।”

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অনভ্যস্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কহিল, “তোমার বিহারী- ঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান- আবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছ বুঝি!”

আশা দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার বড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য নহে। অপরাধে যে- ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে! এতবড়ো নির্লজ্জতাকে পর্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অনুভব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেখানে সে ধুলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ও দিকে বিহারীর কথা মনে আসিতেই বিনোদিনী সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন সে আসে নাই।”

আশা শাশুড়িকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, “সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যাস।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা যাব।”

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

অধ্যায় - ৪৫

পরদিন প্রত্যুষেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলো গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারখানা কী !” ভজু কহিল, “বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।” মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু বাড়িতে আছেন না কি।” ভজু কহিল, “তিনি দুই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।”

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অনুপস্থিত ছিল, ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ‘এইজন্যই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দূরে রাখিয়াছিল।’

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচম্যানকে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার দ্বারের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে- কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “সব খবর ভালো তো?” সে কহিল, “আজ্ঞা হাঁ, ভালো বৈকি।”

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবহৃত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল— সেই কোমল আস্তরণকে দুই প্রসারিত হস্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে ভ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, “নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুর!”

এইরূপে হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীরভাবে বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য কতকটা অন্যমনস্কভাবে সেখানা তুলিয়া লইল, যেখানে চোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেইখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতেই ঝুকিয়া পড়িল। একজন পত্রপ্রেমক লিখিতেছে, অল্প বেতনের দরিদ্র কেরানিগণ রুগণ হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিহারী বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন— সেখানে এক কালে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে , ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে। পড়িয়া তাহার কিরূপ ভাব হইল। নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই- পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্য নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরো ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে ‘হাম্বাগ’ বলিল, বিহারীর এই কাজটাকে ‘হুজুগ’ বলিয়া অভিহিত করিল— কহিল, ‘লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।’ মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল— কহিল, ‘ঔদার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মৃঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।’ কিন্তু হয়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ

কোনো- একটি লোক হয়তো বুঝবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী- এক অপরাধ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয়দিন আঙুন জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে, এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দন্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে- তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষুদ্র বাসার মধ্যে যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিতেছিল- তাহার সমস্ত উদ্যম তাহার নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তাতীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মূঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তি পথ চারিদিক হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে- প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর আগ্রহ হইতে থাকিবে- এই অন্ধকূপে, এই সমাজভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদান্ত সন্ন্যাসকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অপরুদ্ধ বাসা, তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত- ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই কৃশপাণ্ডুর মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, যাহা দ্বারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই তপস্বিনীকে বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে। ঈগল যেমন মেঘশাবককে এক নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার সুদুর্গম অভ্রভেদী পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্মৃত স্থান নাই, যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল- সুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্ষার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমুহূর্তও বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচ্যগ্রমাত্র অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহস হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংস্কৃতকাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীর আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।” মহেন্দ্র কহিল, “নাহয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর- এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিয়ো না- ‘প্যালা মুঝ ভর দে রে’।”

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসে হঠাৎ আঘাত দিল- কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান?”

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, “সে তো এখন কলিকাতায় নাই।”

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব দুদিনের- তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিখিতে পারিলে না?

মহেন্দ্র। সেজন্য তত দুঃখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিদ্যা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।

মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও, এ বয়সে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না। বিহারী- ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে।

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান করিতে না। আমার ভালোবাসা সম্বন্ধে যদি এত নিঃসংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ্য দুঃখ ঘটিত না। বিহারী পোষ না- মানিবার বিদ্যা জানে, সেই বিদ্যাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কাজ করিত।

“বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না”, এই বলিয়া বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোষগর্জিতস্বরে কহিল, “কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এতবড়ো কাপুরুষ নই।” বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, “বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া যাইতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “চলো, এখনই চলো— পশ্চিমে যাই।”

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দুদিন থাকিব না— ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, “সেই ভালো, আজ রাত্রেই চলো।”

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার মতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাৎ সে- খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইয়া রহিল।

অধ্যায় - ৪৬

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্য আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বেগ হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্য উৎকর্ষায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা খবর লইয়া জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাসায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া স্তব্ধ হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্যদিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্য রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন— আজ আর কিছু বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে; অন্যান্যবার যেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে; কিন্তু এই আশঙ্কাসূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোন্মত্ততায় কোনো আশঙ্কাকে, কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই সে মাতার কষ্টকে পীড়াকে এতই লম্বু করিয়া দেখিয়াছে— পাছে জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না— মহেন্দ্রের অনুদ্বেগ যে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা দুটার সময় আশা কহিল, “মা, তোমার ওষুধ খাইবার সময় হইয়াছে।” রাজলক্ষ্মী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওষুধ আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন, “ওষুধ দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।”

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল— সে অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না— কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সক্রমণ স্নেহে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন, “বউমা, তোমার বয়স অল্প, এখনো তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর চেষ্টা করিয়ো না, বাছা— আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি— আর কী হইবে।”

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল— সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরূপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের মধ্যেও এই দুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনই মহেন্দ্র আসিবে। শব্দ মাত্রেরই উভয়ের দেহে যে একটি চমক-সঞ্চারণ হইতেছিল, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছিলেন। ক্রমে দিবাবসানের আলোক সুস্পষ্ট হইয়া আসিল, কলিকাতার অন্তঃপুরের মধ্যে সেই গোধূলির যে আভা, তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আবরণও নাই— তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশ্বাসের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। রুগ্ণগৃহের সেই শুষ্ক শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে উঠিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউমা, আলো ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া দাও।”

আশা প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার যখন ঘনতর হইয়া এই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বাহিরের অনন্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল, তখন আশা রাজলক্ষ্মীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তাঁহাকে কি একবার খবর দিব।”

রাজলক্ষ্মী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “না বউমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেন্দ্রকে খবর দিয়ো না।”

শুনিয়া আশা স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, “বাবুর কাছ হইতে চিঠি আসিয়াছে।”

শুনিয়া মুহূর্তের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয়তো হঠাৎ একটা কিছু ব্যামো হইয়াছে, তাই সে কোনোমতেই আসিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইয়াছে। অনুতপ্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “দেখো তো বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে।”

আশা বাহিরে প্রদীপের আলোকে কম্পিতহস্তে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভালো বোধ করিতেছিল না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অসুখের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। তাঁহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্য সে নবীন- ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কখন কী করিতে হইবে তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে— এবং দুই টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিধির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য- অবশ্য জানাইবার জন্য পুনশ্চের মধ্যে অনুরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল— প্রবল ধিক্কার তাহার দুঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। এই নিষ্ঠুর বার্তা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে।

আশার বিলম্বে রাজলক্ষ্মী অধিকতর উদ্বেগ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে শীঘ্র আমাকে শুনাইয়া দাও।” বলিতে বলিতে তিনি আগ্রহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তখন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “শরীরের কথা মহিন কী লিখিয়াছে, ঐখানটা আর- একবার পড়ো তো।”

আশা পুনরায় পড়িল, “কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভালো বোধ করিতেছিলাম না, তাই আমি— ”

রাজলক্ষ্মী। থাক থাক, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জ্বালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অসুখের কথা খবর দিতে গেলে। বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারো কোনো এলাকায় ছিল না— মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী সুখ হইল। আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত দুঃখেও তোমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি আসিল না?

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মসমস শব্দ শূনা গেল। বেহারা কহিল, “ডাক্তারবাবু আয়া।”

ডাক্তার কাশিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া খাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কী হইয়াছে বলুন তো।”

রাজলক্ষ্মী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, “হইবে আর কী। মানুষকে কি মরিতে দিবে না। তোমার ওষুধ খাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।”

ডাক্তার সান্ত্বনার স্বরে কহিল, “অমর করিতে না পারি, কষ্ট যাহাতে কমে সে চেষ্টা—”

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন, “কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত— এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা। যাও ডাক্তারবাবু, তুমি যাও— আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই।”

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, “আপনার নাড়িটা একবার—”

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, “আমি বলিতেছি, তুমি যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে— এ নাড়ি শীঘ্র ছাড়িবে এমন ভরসা নাই।”

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে নবীন- ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, “দেখুন মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।”

মহেন্দ্র কষ্ট পাইবে, এ কথাটা রাজলক্ষ্মীর কাছে উপহাসের মতো শুনাইল— তিনি কহিলেন, “মহিনের জন্য বেশি ভাবিয়ো না। কষ্ট সংসারে সকলকেই পাইতে হয়। এ কষ্টে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও।”

নবীন- ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্তর করিলে ভালো হইবে না; ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে ঢুকিতে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বসিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও— পাশের ঘরে বসিয়া থাক্।”

আশা রাজলক্ষ্মীকে বুঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ— পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শরীর- মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা, সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম- ধূমের গন্ধ; নববধূর শঙ্কিত লজ্জিত আনন্দিত হৃদয়ের নিগূঢ় কম্পন— সমস্তই স্মৃতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষ ক্ষুধিত বালক যেমন খাদ্যের

জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত সুখের স্মৃতি আপনার খাদ্য চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদন করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমার পবিত্র স্নিগ্ধ মূর্তি আশার অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আবিভূর্ত হইল। পুনরায় সংসারের দুঃখ-ঝঞ্ঝাটে সেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না— আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রক্তমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর এখানা খাতার চিঠির কাগজ রাখিয়া ঘনঘন চোখের জল মুছিতে মুছিতে চিঠি লিখিতে লাগিল—

‘শ্রীচরণকমলেশু-

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও। নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম।

তোমার
চুনি।’

শ্বেহের

অধ্যায় - ৪৭

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের বিরোধবিচ্ছেদ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী যেন হারানো ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট হইল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরন্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বেও এই দুটি জা যখন বধুভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন— পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসার-রথে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন— তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্ব রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে সুদূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই পরম দঃখের দিনে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন— তখনকার সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার এই একটিমাত্র স্মরণশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায় !

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, “দিদি।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মেজোবউ।” বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না— পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, মহিন কোথায়।”

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারীর কী খবর।”

সাধুচরণ কহিলেন, “অনেকদিন তিনি আসেন নাই— তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “একবার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।”

সাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।”

অন্নপূর্ণা নবীন- ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, “হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন আসিবে কিছুই বলা যায় না।”

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, একবার নবীন- ডাক্তারকে ডাকাই।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “না মেজোবউ, নবীন- ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও বলো।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।”

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দূরপ্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দ্বারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কখনোই তাঁহার দ্বারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কখনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র বিশৃঙ্খল, সাজসজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন বুঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন। আশা নত হইয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, “মাসিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মানুষ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা আমি কোনোকালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কতদিন সহিবে।”

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিস্তব্ধভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহসিঞ্চিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মূঢ়কে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্রাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, “মাসিমা, বিহারী- ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, চিঠি লেখা হইবে না।”

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।”

অধ্যায় - ৪৮

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা-কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অলপাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ—সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল— তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে সে সুন্দর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, ‘এ কাজে কোনো সুখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই— ইহা কেবল শুষ্ক ভারমাত্র।’ কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুখে যাহা- কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কী ক্ষুধার উদ্বেগ হইয়াছে, আগে তাহাকে নিবৃত্ত না করিয়া অন্য কিছুতেই তাহার আসক্তি হয় না। পূর্বকার অভ্যাসমতে সে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে- সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুধিত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্বপরিচয় ছিল না, ইহাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।

আষাঢ়ের গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী-গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইম্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আশুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীলম্বিধ আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্নানসিক্ত ঘনতরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ণমেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্ত কাতরতা প্রসারিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার সুখে-সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে—সেই দুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনারন্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল, বিনোদিনী সেদিনকার উদ্যত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন

রাগিনীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনো অনুমান করিতেও পারে নাই। যে-বিনোদিনী দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া এক মুহূর্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশ্বাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে-সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্যকে তুলিতে গেলে পক্ষ উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন-কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেন্দ্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত আকার ধারণ করিবে যে, সে সম্ভাবনা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো খবরও লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সম্মুখ দিয়া কুঠির পানসি যাতায়াত করিতেছিল, তা-ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া আহারের আয়োজন করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল-বিহারী কহিল, “এখন থাক।” মিস্ত্রির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্য তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল-বিহারী কহিল, “আর-একটু পরে।”

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে অন্নপূর্ণা। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল-দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমস্নেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অশ্রুজড়িতস্বরে কহিলেন, “বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিস কেন।”

বিহারী কহিল, “কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জন্য।”

শুনিয়া অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কাকীমা, তোমার এখনো খাওয়া হয় নাই?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, এখনো আমার সময় হয় নাই।”

বিহারী কহিল, “চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিই গে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ খাইয়া বাঁচিব।”

মহেন্দ্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন একবার কলিকাতায় চল।”

বিহারী কহিল, “কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দিদির বড়ো অসুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।”

শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “মহিনদা কোথায়।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।”

শুনিয়া মুহূর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি সকল কথা জানিস নে।”

বিহারী কহিল, “কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।”

তখন অন্নপূর্ণা বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়ন-বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জলশূল-আকাশের সমস্ত রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল। “মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আত্মসমর্পণ সমস্তই ছিলনা! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল! ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে যে-আমি মূঢ়-তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।”

হায় মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল।

অধ্যায় - ৪৯

বিহারী ভাবিতেছিল, দুঃখিনী আশার মুখের দিকে সে চাহিবে কী করিয়া। দেউড়ির মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নাথহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহূর্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরওয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া উন্মত্ত নিরুদ্দেশ মহেন্দ্রের জন্য লজ্জায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভৃত্যদিগকে সে স্নিগ্ধভাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে দারুণ অপমানের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিয়া গেছে, যে- অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতূহল কৃপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুণ্ঠিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন প্রাণে।

কিন্তু এ- সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রহিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা দ্রুতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, “ঠাকুরপো, একবার শীঘ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ো কষ্ট পাইতেছেন।”

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম আলাপ। দুঃখের দুর্দিনে একটিমাত্র সামান্য ঝটকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহারা দূরে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ- বন্যায় একটিমাত্র সংকীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র তাহার সংসারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। দুর্দিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা সৌন্দর্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে— ছোটোখাটো আবরণ- অন্তরাল বাছ- বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে— তাহাতে আর আক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন— সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বীর কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, “কেমন আছিস বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।”

বিহারী কহিল, “মা, তোমার অসুখ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতাম।”

রাজলক্ষ্মী মৃদুস্বরে কহিলেন, “সে কি আর আমি জানি না, বাছা। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।” বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুঙ্গিতে ওষুধপত্রের শিশি- কৌটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন রাজলক্ষ্মীর নাড়ি দেখিতে উদ্যত হইল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার নাড়ির খবর থাক— জিজ্ঞাসা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিস কেন, বেহারি।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার কৃশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, “তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ওঠো মা, আমি ততক্ষণ রান্নার আয়োজন করিয়া রাখি।”

রাজলক্ষ্মী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, “সকাল সকাল আয়োজন কর্ বাছা— কিন্তু রান্নার নয়।” বলিয়া বিহারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেখিবার লোক কেহ নাই। ও মেজোবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও—দেখো- না, বাছার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তুমি সারিয়া ওঠো, দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি সম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার আর সময় হইবে না, মেজোবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল— উহাকে সুখী করিয়ো, আমি উহার ঋণ শুধিয়া যাইতে পারিলাম না—কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।” বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না—কাঁদিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা অশ্রুজলের ভিতর দিয়া বিহারীর মুখের প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজলক্ষ্মীর হঠাৎ কী মনে পড়িল—তিনি ডাকিলেন, “বউমা, ও বউমা।”

আশা ঘরে প্রবেশ করিতেই কহিলেন, “বেহারির খাবারের সব ব্যবস্থা করিয়াছ তো?”

বিহারী কহিল, “মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটিকে সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। দেউড়িতে ঢুকিতেই দেখি, ডিমওয়ালা বড়ো বড়ো কইমাছ চুপড়িতে লইয়া বামি হনহন করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়াছে—বুঝিলাম, এ বাড়িতে এখনো আমার খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই!” বলিয়া বিহারী হাসিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত স্মিতহাস্যে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী যে এ সংসারের কতখানি, আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না—অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিমুখভাব তাহার আচরণে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; সেই অনুতাপের ধিক্কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মেজোবউ, বামুনঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।”

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার ভদ্রসন্তানকে বাঙাল বল? এ তো আমার সহ্য হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিষাদভার যেন লঘু লইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেকবার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষ্মীর মুখে মহেন্দ্রের নাম একবারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে স্তম্ভিত হইল।

রাজলক্ষ্মীর একটু নিদ্রাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, “মার ব্যামো তো সহজ নহে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।” বলিয়া তাঁহার ঘরের জানলার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি না, বেহারি? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।”

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, “তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।”

অন্নপূর্ণা ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারী, আর- একটা কথা তোর কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাস। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুক মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, ‘পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব- ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।’ কহিল, “বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্য মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি কাকীমা? মার ব্যামোতে সে দুদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।”

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথার আধখানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাসিমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষ্মীর পীড়া সম্বন্ধে বিহারীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎসুক্যের সহিত শুনিত আসিল। পতিব্রতা আশার মুখে নিস্তব্ধ দুঃখের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির সঞ্চারণ হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন যুগের দেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে- সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণবর্ণিতা সাধীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলক্ষ্মীর পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন আশাকে বিদায় করিল তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, “মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।”

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাঞ্জে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

অধ্যায় - ৫০

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, “ও কী কর, আমি তোমার জন্য সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।”

বিনোদিনী কহিল, “দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।”

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বাভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্রের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না; নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে অনায়াসেই এই ধনসম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যখন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্নত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চ্যুত করিয়াছে, সে মহেন্দ্রের হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না, যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল, তখন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিন্য বড়ো একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে একবেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তব্ধ, এমন আবৃত, এমন সুদূর, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, ‘বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে ঘ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।’

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাকার টিকিট করিব বলো।”

বিনোদিনী কহিল, “পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো— কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে, নামিয়া পড়িব।”

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোরূপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো মুশকিল। সে খুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্ষুধা-বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এ দিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে।

বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল— কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীঘ্রই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযাত্রীদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, সেখানকার সমস্ত খবর লইত— যাত্রিশালায় আশ্রয় লইত এবং যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বন্ধুসহায়ে দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্যকতায় প্রতিদিন আপনাকে হতমান বোধ

করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল— কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তখন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃশ্লেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে দুই জনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকস্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ি যত আসিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারো দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, রুদ্ধ গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উদ্যমে নিজেকে প্রত্যহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিত্যসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উন্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে স্টেশনে একটি কাচের বাক্সের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোস্ট-আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে-সকল লোকের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজ্জিত একখানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীর লাল নামটি অসাধারণ নহে— পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না— তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে মহেন্দ্র একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল, বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, “কিছুদিন এলাহাবাদেই থাকিব।”

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামত মহেন্দ্রকে চলাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অতৃপ্ত হৃদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান আহত হইয়া তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে পাইলে সে বাঁচিয়া যায়— কিন্তু ইচ্ছার অনুকূল হইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রের সন্মতি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, “যখন বাহির হইয়াছি, তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি যাইব না।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “সেই ভালো।” বলিয়া দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অন্ধকার-মুখে বেঞ্চে বসিয়া রহিল। যতক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল, ততক্ষণ সে স্থির হইয়া থাকিল। যখন বিনোদিনী একবারও পশ্চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলে, বিনোদিনী একখানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। নিজের অহংকার খর্ব করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সন্মুখে বসিতে তাহার আর মুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চষা মাঠে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেন্দ্রের লজ্জা করিতে লাগিল, কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার স্ত্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তাও সে এই অনাবশ্যক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেন্দ্র রুষ্ট অভিমান মনে মনে পরিপাক করিয়া স্তব্ধভাবে কোচবাক্সে বসিয়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যমুনার ধারে একটি সযত্নরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, “বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দূরে থাকেন না— তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিলেই এ বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুপ্ত হইয়াছিল— দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় সে প্রফুল্ল হইল, বিনোদিনীকে কহিল, “তবে চলো সেই ধনীর ওখানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আসিব।”

বিনোদিনী কহিল, “আমি আর ঘুরিতে পারিব না— তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।”

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল— তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া করুণস্বরে কহিল, “আহা, তোমার তো বড়ো কষ্ট। এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই!”

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না?”

বৃদ্ধ কহিল, “হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।”

বিনোদিনী কহিল, “তিনি আমাদের আত্মীয় হন।”

বিনোদিনী বৃদ্ধের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বসিবার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়া লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল, তাহাতে মনে হইল, যেন সেখানে অদৃশ্য বিহারীর সঞ্চয় সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা দ্রাণের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, স্তব্ধ বাতাসে সর্বাঙ্গে স্পর্শ করিল; কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে— স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃদ্ধ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে এরূপ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাসের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল।

অধ্যায় - ৫১

হিমালয়শিখর যে যমুনাকে তুষারস্রুত অক্ষয় জলধারা দিতেছে, কতকালের কবিরা মিলিয়া সেই যমুনার মধ্যে যে কবিত্বস্রোত ঢালিয়েছেন, তাহাও অক্ষয়। ইহার কলধ্বনির মধ্যে কত বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কতকালের পুলকোচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই যমুনাতীরে মহেন্দ্র আসিয়া যখন বসিল, তখন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশ্বাসে, তাহার শিরায়, তাহার অস্থিগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চর করিয়া দিল। আকাশে সূর্যাস্তকিরণের স্বর্ণবীণা বেদনার মূর্ছনায় অলোকশ্রুত সংগীতে বাৎকৃত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর- ধূলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাওয়ারব শুনিতে পাইল।

বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত অনুচ্চারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অক্ষুট পাণ্ডুরতা, নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত শুক্লতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বন্ধিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়- সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনির্দিষ্ট অপরিষ্কৃত আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারি দিকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল।

পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ঐ তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। ‘ওগো পার করো গো, পার করো’— মহেন্দ্রের বুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌঁছিতেছে— ‘ওগো, পার করো।’

নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে— তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা— কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল— সে এই বিনোদিনী! সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে— আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে— ‘ওগো, পার করো গো’— খেয়া- নৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে— ‘ওগো, পার করো।’

মেঘের এক প্রান্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমান্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্তের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধরাবাহিকতা ছিঁড়িয়া গেল— অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত— শুধু এই রজতধারা- প্লাবিত বর্তমানটুকু যমুনা ও যমুনাটটের মধ্যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষ্মীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা- দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁধিয়াছে- ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুপ্ত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেন্দ্রের মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বিনোদ, আমি যমুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তুমি যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে সেই সংবাদ দিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।”

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, “যাও যাও, তুমি এ বিছানায় বসিয়ো না।”

ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল- মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেন্দ্র নিষেধ না মানে, এইজন্য বিনোদিনী শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, “তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ। কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ।”

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে কে। সে বিহারী?”

বিনোদিনী কহিল, “তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।”

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ?

বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, জানিবই।

মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে একবার অনুভব করিয়া লইল। মহেন্দ্র সেই পুষ্পাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দ্বারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল— মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, “ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।”

বিনোদিনী অবিচলিতমুখে কহিল, “তোমার ভালোবাসার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।”

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে !

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না— এইটুকু বিশ্বাসের ফাঁসি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশান্তরে টানিয়া মারিতেছ কেন। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না— আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে— তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দখল করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারি দিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল, তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল— আকাশভরা জ্যোৎস্না শূন্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত সুধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অস্ফুটতা— সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে- আঁকা একটি চিত্র মাত্র— সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক।

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিকড়- তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় আরো যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহার সন্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর- একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে, এখন ইহাকে শান্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার উপরে মহেন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা— এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যমুনাতট, এই অপূর্বসুন্দর পৃথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেখানে সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে— জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুদ্রতম কাজটুকু পর্যন্ত ভুলিবে না— এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ বালককে তাহার বোধোদয়ের নূতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সুচ্যগ্রপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

অধ্যায় - ৫২

সমস্ত রাত্রি মহেন্দ্র ঘুমায় নাই— ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আসিল। বেলা আটটা- নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গতরাত্রির একটা কোনো অসমাণ্ড বেদনা ঘুমের ভিতরে ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেন্দ্র তাহার ব্যথা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটনাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকালবেলাকার সেই রৌদ্রে, অতৃপ্ত নিদ্রার ক্লান্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হইল। সংসারত্যাগের গ্লানি, ধর্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্ভ্রান্ত জীবনের সমস্ত অশান্তিভার মহেন্দ্র কিসের জন্য বহন করিতেছে। এই মহাবেশশূন্য প্রভাতরৌদ্রে মহেন্দ্রের মনে হইল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পঙ্কের মধ্যে বিসর্জন দিয়া একটি বিমুখ স্ত্রীলোকের পদপ্রান্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মূঢ়তা, তাহা মহেন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট হইল। একটা প্রবল আবেগের উচ্ছ্বাসের পর হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়— ক্লান্ত হৃদয় তখন আপন অনুভূতির বিষয়কে কিছুকালের জন্য দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পঙ্ক বাহির হইয়া পড়ে— যাহা মোহ আনিয়াছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে। মহেন্দ্র যে কিসের জন্য নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা সে আজ বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, “আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অদ্ভুত পাগলামি কোন শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।” বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি স্ত্রীলোকমাত্র, আর কিছুই নহে— তাহার চারি দিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে, কাহিনী হইতে, যে একটি লাবণ্যজ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ মায়ামরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল— তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।

তখন এই ধিক্কৃত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শান্তি প্রেম এবং স্নেহ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে দুর্লভতম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, “যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না— যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিতৃপ্তিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদের পশ্চাতে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজই বাড়ি ফিরিয়া যাইব— বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব।” “আমি মুক্ত হইব” এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল— এতদিন যে অবিশ্রাম দ্বিধার ভার সে বহন করিয়া আসিতেছিল, তাহা হালকা হইয়া আসিল। এতদিন, এই মুহূর্তে যাহা তাহার পরম অপ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পরমুহূর্তেই তাহা পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল— জোর করিয়া “না” কি “হাঁ” সে বলিতে পারিতেছিল না; তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে আদেশ উথিত হইতেছিল বরাবর জোর করিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়া সে অন্যপথে চলিতেছিল— এখন সে যেমনি সবেগে বলিল, “আমি মুক্তলাভ করিব”, অমনি তাহার দোলা- পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেন্দ্র তখনই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত দিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ কি।”

বিনোদিনী কহিল, “না। তুমি এখন যাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে— আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “কথা আর আমি শুনিতে পারি না— তুমি এখন যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।”

অন্য কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। সে ভাবিল, ‘এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন- তখন এমনতরো অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্যায়ায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছি।’ এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, ‘আমি জয়ী হইব— ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।’

আহরান্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্য ব্যাঞ্জে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্য ও মার জন্য কিছু ভালো নতুন জিনিস কিনিবে বলিয়া সে এলাবাহাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দ্বারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না— তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জ্বলন্ত রোষে সবলে দ্বার খুলিয়া কহিল, “কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।” কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুষ্ক ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল, তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল— পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে, এইজন্য তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারে সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে— মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ ঘণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মুহূর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া “মহেন্দ্র” “মহেন্দ্র” করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমৃদুস্বরে কহিল, “মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।”

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিনোদিনী কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।”

বিহারী কোনো মিনতি শুনবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘণার দৃশ্য হইতে এখনই নিজেকে দূরে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অনুনয়স্বর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্য তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, “আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।”

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।” বিনোদিনী কহিল, “তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি— তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—”

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, “সে কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। সে কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।”

বিনোদিনী। সে কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্য একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আসিবে- যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দূরেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুকু মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার অল্প একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব। সেইজন্য আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বসো।

“আচ্ছা চলো” বলিয়া বিহারী এখন হইতে অন্যত্র কোথাও যাইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে— এ ঘর তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ঐ ফুলগুলো তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।”

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চর হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল— বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, “ঠাকুরপো, তুমি বসো। আমার মাথা

খাও, উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।”

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার খাওয়া হইয়াছে, ঠাকুরপো?”

বিহারী কহিল, “স্টেশন হইতে খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া কোনো জবাব না দিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।

বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর- এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে?

বিহারী। না, এমন কখনোই হয় নাই।

বিনোদিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “সমস্ত বুঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।”

বিহারীর হৃদয় তখন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনম্রা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, “বৌঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘৃণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।”

শুনিয়া বিনোদিনীর ছোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, “সব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে হইবে— তুমি আমাকে যে- আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্নেহের পরিবর্তে তোমার শাসনই আমি গ্রহণ করিতাম— কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। আমি যে- পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে নির্বাসনেও টিকিতে দিল না। মহেন্দ্র গ্রামে আসিয়া, আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া, আমাকে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করিল। সে- গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয় বার তোমার আদেশের জন্য তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম— কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার— তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি— একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন

সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে; দেব, এই তোমার চরণ ছুঁয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।”

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিফলনে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে একটা ঔদাসীন্য জন্মিতেছিল, ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র দ্বারা এই মিলন ঘটয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুখ হইয়াছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয়, তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর- কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, “এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ! দৃশ্যটি সুন্দর— হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অঙ্ক, ইহার পরে আর কিছুই ভালো লাগিবে না।”

বিনোদিনীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে যখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই— ব্যাকুল- দৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল— অগ্রসর হইয়া কহিল, “মহেন্দ্র তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়া না— তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নূতন নামকরণ করা যাক— বিনোদ- বিহারী।”

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, “মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও।”

শুনিয়া মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল— বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, “তোমাকে আর- একটি খবর দিবার আছে— তোমার মাতা মৃত্যুশয্যা শয়ান, তাঁহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব। বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।”

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, “পিসিমার অসুখ?”

বিহারী কহিল, “সারিবার অসুখ নহে। কখন কী হয়, বলা যায় না।”

মহেন্দ্র তখন আর- কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল, “যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল ! এ কি ঠাট্টা।”

বিহারী কহিল, “না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।”

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর- তোমার একটা- কোনো ব্রতের একটা- কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে ! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, “পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব- এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি- এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।”

বিহারী গস্তীরমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাত জোড় করিয়া কহিল, “ভুল করিয়ো না- আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে- আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিঙ্গ, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো- আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।”

অধ্যায় - ৫৩

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “এখন ও- ঘরে যাইয়ো না।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন।”

আশা কহিল, “ডাক্তার বলিয়াছেন হঠাৎ মার মনে, সুখের হউক, দুঃখের হউক একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমি একবার আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসি গে- তিনি টের পাইবেন না।”

আশা কহিল, “তিনি অতি অল্প শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।”

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী- ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান- তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

বিহারী। বৌঠান, ডাকিয়াছ ? মা ভালো আছেন তো?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল। কহিল, “তুমি যাওয়ার পর হইতে মা যেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিহারী কোথায় গেল।’ আমি বলিলাম, ‘তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে।’ তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মুখে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্য বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভালোবাস, সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘর হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ‘বউমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব’। ”

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, “মা আছেন কেমন।”

আশা কহিল, “তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো- আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।”

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে- সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ, না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের বল আজ কতখানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল- মার ঘরেও ঢুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য— বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুণ্ঠিতভাবে কথাবার্তা করিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের সুহৃৎ। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্য যে- জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে- জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার করুণ চক্ষু তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহিলেন, “বিহারী, ফিরিয়াছিস?”

বিহারী কহিল, “হাঁ, মা, ফিরিয়া আসিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তোমার কাজ শেষ হইয়া গেছে?” বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লমুখে “হাঁ মা, কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর- কোনো ভাবনা নাই” বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বউমা তোমার জন্য নিজের হাতে রাঁধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে— কিন্তু আর বারণ কিসের জন্য, বাছা। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না।

বিহারী কহিল, “ডাক্তারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না, মা— তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি— মহিনদার তো পশ্চিমের ডালরুটি খাইয়া অরুচি ধরিয়া গেছে— আজ সে তোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া যাইবে। আজ আমরা দুই ভাই ছেলেবেলাকার মতো রেযারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অন্তে কুলাইতে পারিলে হয়।”

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।

সে- ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, “পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু ম্লান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।”

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, “মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে তো আসিতে পারিতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়াই দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, “মহিনদা, এসো।”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অর্ধনির্মীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্তর্পূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, “দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।”

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্ফূরণ করিয়া কহিলেন, “মহিন ওঠ।”

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী কষ্টে পাশ ফিরিয়া দুই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।”

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও কথা বলিস নে মহিন, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।”

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল— অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহেন্দ্র খাটে বসিলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পার্শ্বে স্থান-নির্দেশ করিয়া আশাকে কহিলেন, “বউমা, এইখানে তুমি বসো— আজ আমি একবার তোমাদের দুজনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। বউমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না— আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া একবার এইখানে বসো— আমার চোখ জুড়াও মা।”

তখন ঘোমটা-মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী স্বহস্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, “আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন— আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে। মেজোবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো— তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।”

অন্নপূর্ণা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোখের জলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মস্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, “ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।”

রাজলক্ষ্মী। বিহারী, এসো বাবা, মহিনকে তুমি একবার ক্ষমা করো।

বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি— শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্— ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর- কিছু হইতে পারে না।”

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, “আর ঔষধ না, বাবা। এখন আমি ভগবানকে স্মরণ করি— তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ঔষধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম কর্ গে। বউমা, এইবার রান্না চড়াইয়া দাও।”

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সম্মুখে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেশনের ভার দিয়াছিলেন, সে পরিবেশন করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন্ন উঠিতেছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন, “মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিস না কেন। ভালো করিয়া খা, আমি দেখি।”

বিহারী কহিল, “জানই তো মা, মহিনদা চিরকাল ঐরকম, কিছুই খাইতে পারে না। বৌঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর- একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকার হইয়াছে।”

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমি জানি, বিহারী ঐ ঘণ্টটা ভালোবাসে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর- একটু বেশি করিয়া দাও।”

বিহারী কহিল, “তোমার এই বউটি বড়ো কৃপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।”

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন, “দেখো তো বউমা, বিহারী তোমারই নুন খাইয়া তোমারই নিন্দা করিতেছে।”

আশা বিহারীর পাতে একরাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, “হায় হায় ! ঘণ্ট দিয়াই আমার পেট ভরাইবে দেখিতেছি, আর ভালো ভালো জিনিস সমস্তই মহিনদার পাতে পড়িবে।”

আশা ফিসফিস করিয়া বলিয়া গেল, “নিন্দুকের মুখ কিছুতেই বন্ধ হয় না।”

বিহারী মৃদুস্বরে কহিল, “মিষ্টান্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখো, বন্ধ হয় কি না।”

দুই বন্ধুর আহর হইয়া গেলে, রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করিলেন। কহিলেন, “বউমা, তুমি শীঘ্র খাইয়া এসো।”

রাজলক্ষ্মীর আদেশে আশা খাইতে গেলে তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন, তুই শুইতে যা।”

মহেন্দ্র কহিল, “এখনই শুইতে যাইব কেন।”

মহেন্দ্র রাত্রে মাতার সেবা করিবে স্থির করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী কোনোমতেই তাহা ঘটিতে দিলেন না। কহিলেন, “তুই শ্রান্ত আছিস মহিন, তুই শুইতে যা।”

আশা আহর করিয়া পাখা লইয়া রাজলক্ষ্মীর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, তিনি চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, “বউমা, মহেন্দ্রের বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখো গে, সে একলা আছে।”

আশা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে কেবল বিহারী এবং অন্নপূর্ণা রহিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বিহারী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কী হইল বলিতে পারিস? সে এখন কোথায়।”

বিহারী কহিল, “বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।”

রাজলক্ষ্মী নীরব দৃষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী তাহা বুঝিল। কহিল, “বিনোদিনীর জন্য তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না, মা।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।”

বিহারী কহিল, “সে- ও তোমাকে মনে মনে ভালোবাসে, মা।”

রাজলক্ষ্মী, আমারও তাই বোধ হয় বিহারী। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, “তোমার সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া আছে।”

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “মহিনরা তো এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে।”

বিহারী কহিল, “মা, সে তো এই বাড়িরই বাহির- ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্ত দিন জলবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেওয়াইতে পারি নাই। সে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করিবে না।”

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, তাহাকে ডাক, ডাক!”

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ছি ছি বউ, তুমি করিয়াছ কি। আজ সমস্ত দিন উপোস করিয়া আছ? যাও যাও, আগে খাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।”

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “আগে তুমি পাপিষ্ঠাকে মাপ করো, পিসিমা, তবে আমি খাইব।”

রাজলক্ষ্মী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারো উপর আর রাগ নাই।— বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, “বউ, তোমা হইতে কাহারো মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।”

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না, পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ সংসারের মন্দ হইবে না।

অল্পপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আসিলে পর রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বউ, এখন তবে তুমি চলিলে?”

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর সাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলক্ষ্মী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “বৌঠান থাকুন মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।”

রাত্রে বিহারী, বিনোদিনী এবং অন্তর্পূর্ণা তিনজনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর গুশ্রাষা করিলেন।

এ দিকে আশা সমস্ত রাত্রি রাজলক্ষ্মীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অত্যন্ত প্রত্যুষে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তখনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষ্মীর দ্বারের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, ‘এ কি স্বপ্ন।’

বিনোদিনী একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্য চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম— আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না— কিন্তু তুমি যদি বল ‘যাও’ তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।”

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না— তাহার মন কী বলিতেছে, তাও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, “আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না— সে চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।”

কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে— এ কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে— কী জানি কী চক্ষু দেখিবে। কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল— আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সবচেয়ে সংকীর্ণ— কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল, এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, “মাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ— যাও, শুতে যাও।” অন্তর্পূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, “চুনি, যদি সুখী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অন্যকে দোষী করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।”

আশা কহিল, “মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।”

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস— উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে— আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি। এ কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না ভুলিস, তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি ! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আঞ্জা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন সে কখনো তোর কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নম্রমুখে কহিল, “কী করিতে হইবে, বলো।” অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্য চা তৈরি করিতেছে। তুই দুধ- চিনি- পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা— দুই জনে মিলিয়া কাজ কর।”

আশা আদেশ পালনের জন্য উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এটা সহজ— কিন্তু আমার আর- একটা কথা আছে, সেটা আরো শক্ত— সেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কী হইবে, তাহা আমি জানি— সে- সময় তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিস নে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক করিস না, তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই— জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল, জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনই হইয়াছে— ভাঙনের দাগটুকুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর- কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অনুরোধ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাশী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি একদিনের জন্যও ভুলিস নে।”

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, “জল কি গরম হইয়াছে। আমি চায়ের দুধ আনিয়াছি।”

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, “বিহারী- ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।”

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে- অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বৈচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়— ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো- একটা উপলক্ষ করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে- বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, “তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে তাই আমি জানালা- দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনীর সম্মুখেই আশাকে এইরূপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দচিত্তে কহিল, “মা, কেমন আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি— মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন।”

আশা কহিল, “হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারী- ঠাকুরপো বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।”

মহেন্দ্র নিশ্চিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকীমা কোথায়।” আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল। আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র ডাকিল, “কাকীমা !”

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন তবুও তিনি কহিলেন, “আয়, মহিন, আয়।”

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “ছি ছি, ও কথা বলিস নে মহিন— ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।”

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ ধুলা কিছুতেই মুছিব না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। দুই- একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা, এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে- দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে- দুর্গতি একবার ঘটয়া যাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, “কাকীমা, আহ্নিকে বসিয়াছ নাকি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, তুই আয়।”

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, “মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয় দেখিলে !”

মহেন্দ্র কহিল, “হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়, বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে— আমি যাই।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “তোমাকেও নাহয় ক্যাবিনেটের মিনিষ্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনো কিছু গোপন করি নাই— যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।”

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব ! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে। তুমি যদি আমার কাছে কিছু গোপন না
কর, তবে
আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সম্মুখে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখ বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, “বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন- একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।”

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এ আবার কী কথা বিহারী।”

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দূর করিল। কহিল, “বিহারী, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোনো যোগ আছে।”

বিহারী কহিল, “কিছুমাত্র না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি ইহাতে রাজী হইবে।”

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, “বিনোদিনী কেন রাজী হইবে না, কাকীমা। আমি জানি, সে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে— এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।”

বিহারী কহিল, “মহিন্দা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি— সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।”

শুনিয়া মহেন্দ্র চূপ করিয়া রহিল।

অধ্যায় - ৫৪

ভালোয়- মন্দয় দুই- তিন দিন রাজলক্ষ্মীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ বেশ প্রসন্ন ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই- কিন্তু আমি বড়ো সুখে মরিলাম মহিন, আমার কোনো দুঃখ নাই। তুই যখন ছোটো ছিলা, তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে- তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বকের ধন- তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো সুখ।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কাঁদিস নে, মহিন। লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমস্তই আমি গুছাইয়া রাখিয়াছি, তোদের ঘরকন্নার জিনিসের কোনো অভাব হইবে না। আর- একটি কথা আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাস নে- আমার বাক্সে দুহাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে- কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস নে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল।”

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস- ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শ্বশুরের পূণ্য হইবে।”

শেষ

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল, “ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারি জানি— তুমি যে- কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যে রূপ গৃহিণী হইয়াছে সেও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।”

বিহারী কহিল, “মহিন্দা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো— এ কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে? বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিয়ো না।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।”

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শান্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, “কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এসো এসো বাছা, বসো।”

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, “এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বলো।”

বিহারী কহিল, “বৌঠান, তুমিই বলো, তুমি কী করিতে চাও।”

বিনোদিনী কহিল, “শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ— আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাখিয়া দিতে পারি।”

বিহারী কহিল, “বৌঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভূতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিস্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত যাহা- কিছু ঘটিয়াছে, যাহা- কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।”

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকতেই বিনোদিনী কহিল, “মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।”

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোনো সুযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, “বৌঠান, তোমার একটা কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।”

বিনোদিনী কহিল, “আমার এমন কী আছে, যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে পার?”

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, “ ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়— যদি তুমি—।”

বিনোদিনী। ছি ছি, কী মৃগা। আমার চুল লইয়া কী করিবে। সেই অশুচি মৃতবস্ত্র আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না— আমি এমন একটা- কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে— বলো, তুমি লইবে?

বিহারী কহিল, “লইব।”

তখন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার দুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী সুগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিক বাদে বিহারী কহিল, “আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ— তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।” বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, “তুমি জান না— এ তোমারই আঘাত— এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না।”

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যখনই বিনোদিনীকে দেখিয়াছে তখনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে— মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য কোনো সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল— মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যখন অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল, তখন সেইসঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসে; মহেন্দ্রকে ভালো না বাসিবেই বা কেন। মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিরূপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে দুর্বিষহ দুঃখ, তাহা আশা অতিবড়ো শত্রুর জন্যও কামনা

করিতে পারে না- মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভালোবাসিয়াছিল- সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কহিল, “দিদি, তুমি চলিলে?”

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, “হাঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। এক সময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে- এখন সুখের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্যে রাখিয়ো, ভাই- আর সব ভুলিয়া য়েয়ো!”

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “বৌঠান, মাপ করিয়ো।” তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, “তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।”

ସରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକ୍ତର

ଲୋକାଦୁଷି

୧୯୦୬

সূচনা

পাঠক যে ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ করা অসম্ভব -- এইজন্যে নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না। প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ। উৎসটা গভীর ভিতরে, গোমুখী তো উৎস নয়। প্রকাশকের ফরমাশকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে-বসা আর প্রকাশকে পেয়ে-বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্পলেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল -- অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার- আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ -- তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তা হলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারি নে, কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন-- স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ. এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত।

হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিলেকোঠার এক পাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ্য আছে।

সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে পুরুষের বুদ্ধি খড়েগের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও-না কেন, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না-- ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্ভতা নীরবে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাটো করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্যদিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে এক-টুকরা চিঠি দিল। বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারটা কী?” রমেশ কহিল, “বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।” হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, “দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আনো-না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।”

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আজ থাক, আমি যাই।”

অক্ষয় মনে মনে খুশি হইয়া বলিয়া লইল, “এখানে খাইতে তাঁহার হয়তো আপত্তি হইতে পারে।”
রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, “কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।”

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?”

ব্রজমোহন কহিলেন, “এমন কিছু গুরুতর নহে।”

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতূহল-নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। ‘শ্রীচরণকমলেশু’ পর্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, ‘আমি হেমলিনী সম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোনোমতেই উচিত হইবে না।’ অনেকগুলো চিঠি অনেক রকম করিয়া লিখিল-- সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মতো সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল-- রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল-- রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ির কক্ষ কক্ষ সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল করিবার কোনোই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

বাড়ি গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতি করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভালো ছিল না-- ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্য হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারই সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভালো নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, “ও-সকল কথা আমি ভালো বুঝি না-- মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভালো দেখার বিচারটাই সর্বাত্মে তুলিতে হইবে। মেয়েটির মা যেমন সতী-সাদ্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।”

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সংকোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, “বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।”

ব্রজমোহন। বল কী! একেবারে পানপত্র হইয়া গেল?

রমেশ। না, ঠিক পানপত্র নয়, তবে--

ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাবার্তা যাহাকে বলে তাহা হয় নাই--

ব্রজমোহন। হয় নাই তো! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর ক'টা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, “আর কোনো কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।”

ব্রজমোহন কহিলেন, “না-করা তোমার পক্ষে আরো বেশি অন্যায় হইতে পারে।”

রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে এক বৎসর অকাল ছিল-- সে ভাবিয়াছিল, কোনোক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কন্যার বাড়ি নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে-- নিতান্ত কাছে নহে-- ছোটো বড়ো দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিন-চার দিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া এক সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল। শিমুলঘাটায় পৌঁছিতে পুরা তিন দিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো

চার দিন দেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর দু-চার দিন আগে আসিবারই ইচ্ছা ছিল। শিমুলঘাটায় তাঁহার বেহান দীন অবস্থায় থাকেন। ব্রজমোহনবাবুর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, ইঁহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইঁহাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বন্ধুঋণ শোধ করেন। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকাতে হঠাৎ সে প্রস্তাব করা সংগত মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার বেহানকে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কন্যা-- তাহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, “যে যাহা বলে বলুক, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে সেখানেই আমার স্থান।”

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বাড়ি হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমত মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রাপ্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মেয়েরা এক নৌকায়, বৃদ্ধেরা এক নৌকায়, বর ও বয়স্যগণ আর-এক নৌকায় যাত্রা করিল। অন্য এক নৌকায়, রোশনটোকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন অসহ্য গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারিদিক ঢাকা পড়িয়াছে-
- তীরের তরুশ্রেণী পাংশুবর্ণ। গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদঘর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্বেই মাল্লারা কহিল, “কর্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাঁধি-- সম্মুখে অনেক দূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।” ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, “এখানে বাঁধিলে চলিবে না। আজ প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটায় পৌঁছিয়া নৌকা বাঁধিব। তোরা বকশিশ পাইবি।”

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। এক দিকে চর ধুধু করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ‘রাখ রাখ, সামাল সামাল, হায় হায়’ করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল তাহার কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না।

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুভূমিরে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির তটে পড়িয়া আছে। কী ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল-- তাহার পরে দুঃস্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের কী দশা হইল সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো উর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীরপ্রান্ত ঘুরিয়া অন্য শাখার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মতো দেখা গেল। দ্রুতপদে কাছে আসিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলি পরা নববধূটি প্রাণহীনভাবে পড়িয়া আছে।

জলমগ্ন মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুদুটি একবার তাহার শিরের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার পেটের উপর চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধুর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোনো প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। একবার চোখ মেলিয়া তখনই তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোনো ব্যাঘাত নাই। তখন এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

কে বলিল সুশীলাকে ভালো দেখিতে নয়? এই নিম্নলিখিতেন্দ্র সুকুমার মুখখানি ছোটো-- তবু এতবড়ো আকাশের মাঝখানে, বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্নায়, কেবল এই সুন্দর কোমল মুখ একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো গৌরবে ফুটিয়া আছে।

রমেশ আর-সকল কথা ভুলিয়া ভাবিল, ‘ইহাকে যে বিবাহসভায় কলরব ও জনতার মধ্যে দেখি নাই, সে ভালোই হইয়াছে। ইহাকে এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাইতাম না। ইহার মধ্যে নিশ্বাস সঞ্চর করিয়া বিবাহের মন্ত্রপাঠের চেয়ে ইহাকে অধিক আপনার করিয়া লইয়াছি। মন্ত্র পড়িয়া ইহাকে আপনার নিশ্চিত প্রাপ্যস্বরূপ পাইতাম, এখানে ইহাকে অনুকূল বিধাতার প্রসাদের স্বরূপ লাভ করিলাম।’

জ্ঞানলাভ করিয়া বধু উঠিয়া বসিয়া শিথিল বস্ত্র সারিয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। রমেশ

জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের নৌকার আর-সকলে কোথায় গেছেন, কিছু জান ?”

সে কেবল নীরবে মাথা নাড়িল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এইখানে একটুখানি বসিতে পারিবে ? আমি একবার চারিদিক ঘুরিয়া সকলের সন্ধান লইয়া আসিব।”

বালিকা তাহার কোনো উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘এখানে আমাকে একলা ফেলিয়া যাইয়ো না।’

রমেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিকে তাকাইল-- সাদা বালির মধ্যে কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নাই। আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রাণপণ উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, কাহারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রমেশ বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া দেখিল-- বধু মুখে দুই হাত দিয়া কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। রমেশ সান্ত্বনার কোনো কথা না বলিয়া বালিকার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার কান্না আর চাপা রহিল না-- অব্যক্তকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রমেশের দুই চক্ষু দিয়াও জলধারা ঝরিয়া পড়িল।

শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিষ্কৃত শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

তখন রমেশ বালিকার ভয়শীতল কোমল ক্ষুদ্র দুইটি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বধুকে আপনার দিকে ধীরে আকর্ষণ করিল। শঙ্কিত বালিকা কোনো বাধা দিল না। মানুষকে কাছে অনুভব করিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল। অটল অন্ধকারের মধ্যে নিশ্বাসস্পন্দিত রমেশের বক্ষপটে আশ্রয় লাভ করিয়া সে আরাম বোধ করিল। তখন তাহার লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল।

প্রত্যুষের শুকতারা যখন অস্ত যায় যায়, পূর্বদিকের নীল নদীরেখার উপরে প্রথমে আকাশ যখন পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমশ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল নিদ্রাবিহীন রমেশ বালির উপরে শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার বকের কাছে বাহুতে মাথা রাখিয়া নববধু সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন। অবশেষে প্রভাতের মৃদু রৌদ্র যখন উভয়ের চক্ষুপুট স্পর্শ করিল, তখন উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য চারিদিকে চাহিল ; তাহার পরে হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাহারা ঘরে নাই, মনে পড়িল তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

সকালবেলায় জেলেডিঙির সাদা-সাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড়ো পানসি ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশ আত্মীয়দের সন্ধানের জন্য পুলিশ নিযুক্ত করিয়া বধূকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শাশুড়ির ও আর কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মালা ছাড়া আর-যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারো রহিল না।

বাড়িতে রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধূসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে-সকল বরযাত্র গিয়াছিল, তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। শাঁখ বাজিল না, ছলুধ্বনি হইল না, কেহ বধূকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল-- কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার শীঘ্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাতুর স্ত্রীলোকগণ তীর্থবাসের জন্য তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে তাহারও বিধান করিতে হইবে।

এই-সকল কাজকর্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না। যদিও পূর্বে যেমন শুনা গিয়াছিল, বধূ তেমন নিতান্ত বালিকা নয়, এমন-কি, গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিকবয়স্কা বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল, তবু ইহার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাস করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসংগত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোটো মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে কল্যাণীকে পূর্ণমহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

এইরূপে প্রায় তিনমাস অতীত হইয়া গেল। বৈষয়িক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনারা তীর্থবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশীমহল হইতে দুই-একটি সঙ্গিনী নববধূর সহিত পরিচয়স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে দুজনে মাদুর পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধূ যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, “সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভালো হয় নাই।”

বালিকা বলিয়া বসিল, “আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?”

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বধূ কহিল, “আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে? আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মস্ত-- না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না।”

হঠাৎ রমেশের বুক ধক্ করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল-- কোথায় কী-একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মস্ত কিসে হইলে?”

বধূ কহিল, “আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয় মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। মামার বাড়িতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে-- দুই দিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখো, কী সব বিপদই ঘটিল।”

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালি হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ-হাওয়া বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে-- অদূরে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে মাঝিদের গান আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পাইয়া বধূ অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ?”

রমেশ কহিল, “না।”

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বধূ কখন আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রমেশ উঠিয়া বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিধাতা ইহার ললাটে

যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজও এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্যের
ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে।

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে এ কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কী মনে হইল?”

বালিকা কহিল, “আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নিচু করিয়া ছিলাম।”

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল-- তোমার নাম আমি শুনই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখো দেখি।

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেনসিল দিল। সে বলিল, “তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।”-- বলিয়া বড়ো বড়ো অক্ষরে নিজের নাম লিখিল-- শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখো।

কমলা লিখিল-- শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাও ভুল হইয়াছে?”

রমেশ কহিল, “না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখো দেখি।”

সে লিখিল-- ধোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করিল তাহাতে বড়ো-একটা সুবিধা হইল না।

তাহার পরে রমেশ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি-বা শশুরবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ। মামার বাড়ি পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়িতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কী গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানা বর্ণের স্নেনহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া

একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।

কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথম দিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানলায় গিয়া বসিল-- সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিল। ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিস্ময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, “হাঁগা, হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ ? বেলা যে অনেক হইল, চান করিবে না ?”

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল, ‘কমলাকে এখন তো এক শয়্যা আর রাখিতে পারি না-- অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কী করিয়া রাত কাটাইবে ?’

রাত্রে আহারের পর ঝি চলিয়া গেল। রমেশ কমলাকে তাহার বিছানা দেখাইয়া কহিল, “তুমি শোও, আমার এই বই পড়া হইলে আমি পরে শুইব।”

এই বলিয়া রমেশ একখানা বই খুলিয়া পড়িবার ভান করিল, শান্ত কমলার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। পররাত্রেও রমেশ কোনো ছলে কমলাকে একলা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সেদিন বড়ো গরম ছিল। শোবার ঘরের সামনে একটুখানি খোলা ছাদ আছে, সেইখানে একটা শতরঞ্জি পাতিয়া রমেশ শয়ন করিল এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-তিনটার সময় আধঘুমে রমেশ অনুভব করিল, সে একলা শুইয়া নয় এবং তাহার পাশে আস্তে আস্তে একটি হাতপাখা চলিতেছে। রমেশ ঘুমের ঘোরে পার্শ্ববর্তিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিজড়িতস্বরে কহিল, “সুশীলা, তুমি ঘুমাও, আমাকে পাখা করিতে হইবে না।” অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল নিদ্রিত কমলার ডান হাতখানি তাহার কণ্ঠে জড়ানো-- সে দিব্য অসংকোচে রমেশের 'পরে আপন বিশুদ্ধ অধিকার বিস্তার করিয়া তাহার বক্ষে লগ্ন হইয়া আছে। নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রমেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই সংশয়হীন কোমল বাহুপাশ সে কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে ? রাত্রে বালিকা যে কখন এক সময় তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িল-- দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া রমেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

অনেক চিন্তা করিয়া রমেশ বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে কমলাকে রাখা স্থির করিয়াছে। তাহা হইলে এখনকার মতো অন্তত কিছুকাল সে ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পায়।

রমেশ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা, তুমি পড়াশুনা করিবে ?”

কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।-- ভাবটা এই যে, ‘তুমি কী বল ?’

রমেশ লেখাপড়ার উপকারিতা ও আনন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কমলা কহিল, “আমাকে পড়াশুনা শেখাও।”

রমেশ কহিল, “তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।”

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, “ইস্কুলে ? এতবড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব ?”

কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তোমার চেয়েও অনেক বড়ো মেয়ে ইস্কুলে যায়।”

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি-- তাহার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ছোটো কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, “কোথায় আসিতেছ ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।”

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, “তুমি এখানে থাকিবে না ?”

রমেশ। আমি তো এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চলো।”

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল, “ছি কমলা !”

এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোটো হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

এইবার আলিপুরে ওকালতির কাজ শুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিত্ত স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্যারম্ভের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার মতো স্ফূর্তি তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদিঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মনে করিল ‘কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া আসি’, এমন সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।

অন্নদাবাবু লিখিতেছেন, “গেজেটে দেখিলাম, তুমি পাস হইয়াছ-- কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোনো সংবাদ পাই নাই। তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিত ও সুখী করিবে।”

এখানে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির 'পরে তাঁহার চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনিকন্যার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

ইতিমধ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্বের ন্যায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্তব্য হইবে কি না, তাহা রমেশ কোনোমতেই স্থির করিতে পারিল না। সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে কথা কাহাকেও বলা সে কর্তব্য বোধ করে না। নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদম্ভ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্বের অধিকার লাভ করিবে কী করিয়া?

কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর তো উচিত হয় না। সে লিখিল, “গুরুতর- কারণ-বশত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমাকে মার্জনা করিবেন।” নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।

এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।

একদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় একটি পরিচিত ব্যগ্রকণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল, “বাবা, এই যে রমেশবাবু!”

“গাড়োয়ান, রোখো, রোখো!”

গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়িভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাঁহার কন্যা বাড়ি ফিরিতেছিলেন-- এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।

গাড়িতে হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরনের সেই শাড়ি পরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত ভঙ্গি, তাহার হাতের সেই প্লেন বাল্লা এবং তারাকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “এই-যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল ! আজকাল চিঠি লেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি-বা লেখ, তবু ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায় ? বিশেষ কোনো কাজ আছে ?”

রমেশ কহিল, “না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।”

অন্নদা। তবে চলো, আমাদের ওখানে চা খাইবে চলো।

রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল-- সেখানে আর দ্বিধা করিবার স্থান ছিল না।

সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায় সংকোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ভালো আছেন ?”

হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কহিল, “আপনি পাস হইয়া আমাদের যে একবার খবর দিলেন না বড়ো ?”

রমেশ এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, “আপনিও পাস হইয়াছেন দেখিলাম।”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “তবু ভালো, আমাদের খবর রাখেন !”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “তুমি এখন বাসা কোথায় করিয়াছ ?”

রমেশ কহিল, “দরজিপাড়ায়।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কেন, কলুটোলায় তোমার সাবেক বাসা তো মন্দ ছিল না।”

উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ কৌতূহলের সহিত রমেশের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল-- সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, “হাঁ, সেই বাসাতেই ফিরিব স্থির করিয়াছি।”

তাহার এই বাসা-বদল করার অপরাধ যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ বেশ বুঝিল-- সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল। অন্য পক্ষ হইতে আর কোনো প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি কহিয়া উঠিল, “আমার একটি আত্মীয় হেদুয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার জন্য দরজিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।”

রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু কথাটা কেমন অসংগত শুনাইল। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলুটোলা হেদুয়া হইতে এতই কি দূর ? হেমনলিনীর দুই চক্ষু গাড়ির বাহিরে পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হতভাগ্য রমেশ ইহার পরে কী বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, “যোগেনের খবর কী ?” অন্নদাবাবু কহিলেন, “সে আইন-পরীক্ষায় ফেল করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।”

গাড়ি যথাস্থানে পৌঁছিলে পর পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দিল। রমেশের বুকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উখিত হইল।

রমেশ কিছু না বলিয়াই চা খাইতে লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এবার তো তুমি অনেকদিন বাড়িতে ছিলে, কাজ ছিল বুঝি ?”

রমেশ কহিল, “বাবার মৃত্যু হইয়াছে।”

অন্নদা। অ্যা, বল কী ! সে কী কথা ! কেমন করিয়া হইল ?

রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা করিয়া বাড়ি আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনি

এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। হেম অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিল, ‘রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম-- তিনি পিতৃবিয়োগের শোকে এবং গোলমালে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছিলেন। এখনো হয়তো তাহাই লইয়া উন্মনা হইয়া আছেন। উঁহার সাংসারিক কী সংকট ঘটিয়াছে, উঁহার মনের মধ্যে কী ভার চাপিয়াছে, তাহা কিছুই না জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।’

হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহারে অভিরুচি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল। কহিল, “আপনি বড়ো রোগা হইয়া গেছেন, শরীরের অযত্ন করিবেন না।” অন্নদাবাবুকে কহিল, “বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এইখানেই খাইয়া যান-না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “বেশ তো।”

এমন সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত। অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছুকাল অক্ষয় একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, “এ কী! এ যে রমেশবাবু! আমি বলি, আমাদের বুঝি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।”

রমেশ কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, “আপনার বাবা আপনাকে যে-রকম তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না-- ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছেন তো?”

হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিদ্বারা বিদ্ধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।”

রমেশ বিবর্ণ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপর ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের প্রতি মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, “রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নূতন অ্যালবমখানা দেখানো হয় নাই।” বলিয়া অ্যালবম আনিয়া রমেশের টেবিলের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং এক সময়ে আস্তে আস্তে কহিল, “রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নূতন বাসায় একলা থাকেন?”

রমেশ কহিল, “হাঁ।”

হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়িতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না।

রমেশ কহিল, “না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।”

হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি.এ.’র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব।

রমেশ তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল।

রমেশ পূর্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না।

ইহার আগে হেমলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসিকৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল।

অনেক কাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্বে হেমলিনীর চেহারা একপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত-- পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয়।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা দেখা দিল। তাহার চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমন-কি, অন্যায় মনে করিত। এখন কারো সঙ্গে কোনো তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না।

কর্তব্যবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড়ো কম গভীর ছিল না। বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীর মন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ময় গ্রহতারা চলিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে-- রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আয়োজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাকেও আজ এতটা হালকা করিয়া দিল কিসে? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সদুত্তর দিতে না পারিলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুলে এখনো চিরুনি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্বের মতো ময়লা নাই। তাহার দেহে মনে এখনও যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে-সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে ভালোবাসার জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহনিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে কত বার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।

রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের সামনে, মুদির দোকানের পাশে, কলুটোলায় ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতেছিল বলিয়া প্রণয়বিকাশ সম্বন্ধে কুঞ্জকুটিরচারীদের চেয়ে তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদাবাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিলটি পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসার মৃগশাবক না হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা চুলকাইয়া দিত-- এবং সে যখন ধনুকের মতো পিঠ ফুলাইয়া আলস্যত্যাগপূর্বক গাত্রলেহন দ্বারা প্রসাধনে রত হইত তখন রমেশের মুগ্ধদৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অন্য কোনো চতুষ্পদের চেয়ে ন্যূন বলিয়া প্রতিভাত হইত না।

হেমনলিনী পরীক্ষা পাস করিবার ব্যগ্রতায় সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কিছুদিন হইতে তাহার এক সীবনপটু সখীর কাছে একগ্রামনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাই-ব্যাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। সাহিত্যে দর্শনে হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দেনাপাওনা চলে-- কিন্তু সেলাই-ব্যাপারে রমেশকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, “আজকাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভালো লাগে? যাহাদের সময় কাটাইবার আর কোনো সদুপায় নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভালো।” হেমনলিনী কোনো উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ছুঁচে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষয় তীব্রস্বরে বলে, “যে-সকল কাজ সংসারের কোনো প্রয়োজনে লাগে, রমেশবাবুর বিধানমতে সে-সমস্ত তুচ্ছ। মশায় যত-বড়োই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হোন-না কেন, তুচ্ছকে বাদ দিয়া একদিনও চলে না।” রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসে; হেমনলিনী বাধা দিয়া বলে, “রমেশবাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্য এত ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।” এই বলিয়া সে মাথা নিচু করিয়া ঘর গণিয়া সাবধানে রেশমসূত্র চালাইতে প্রবৃত্ত হয়।

একদিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি ব্লটিং-বহি সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে ‘র’ অক্ষর লেখা আছে, আর-এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই জিনিসটা তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার

অন্তরাআ বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইল। ব্লটিং-বইটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অক্ষয়ের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই ব্লটিং-বই খুলিয়া তখনি তাহার উপরে একখানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল--

“আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম, কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু লইবার ক্ষমতাও একটা ক্ষমতা। আশাতীত উপহার আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্যামী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না। দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো। ইতি। চিরস্বামী।”

এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল। তাহার পরে এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর-কোনো কথাই হইল না।

বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে শহুরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে-- ওটা আরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী; শহরের বাড়িগুলো তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দা লইয়া বর্ষাকে কেবল নিষেধ করিবার চেষ্টায় ক্লোদান্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। নদী-পর্বত-অরণ্য-প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে। সেইখানেই বর্ষার যথার্থ সমারোহ-- সেখানে শ্রাবণে দ্যুলোক-ভুলোকের আনন্দসম্মিলনের মাঝখানে কোনো বিরোধ নাই।

কিন্তু নূতন ভালোবাসায় মানুষকে অরণ্যপর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুই জনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। বৃষ্টির উপলক্ষে রমেশের আদালতযাত্রার প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। এক-এক দিন সকালে এমনি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্ভিগ্ন হইয়া বলে, “রমেশবাবু, এ বৃষ্টিতে আপনি বাড়ি যাইবেন কী করিয়া?” রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, “এইটুকু বৈ তো নয়, কোনোরকম করিয়া যাইতে পারিব।” হেমনলিনী বলে, “কেন ভিজিয়া সর্দি করিবেন? এইখানেই খাইয়া যান-না।” সর্দির জন্য উৎকর্ষা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না, অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোনো লক্ষণও তাহার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে নাই; কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত-- দুই পা মাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায়া দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত। কোনোদিন বাদলার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত। বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাট সম্বন্ধে ততটা ছিল না।

এমনি দিন কাটিতে লাগিল। এই আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সমাজের আরো পাঁচ জন আলোচনা করিতেছিল। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্তমান মুঞ্চ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরো অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোনো জবাবই পান না।

অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভালো ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত তখন অত্যন্ত কড়া সমজদার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন-কি, আরো গাহিতে অনুরোধ করিত। অন্নদাবাবুর সংগীতে বিশেষ অনুরক্তি ছিল না, কিন্তু সে কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না-- তবু তিনি আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, “ঐ তোমাদের দোষ, বেচারি গাহিতে পারে বলিয়াই কি উহার 'পরে অত্যাচার করিতে হইবে?’”

অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত, “না না অন্নদাবাবু, সেজন্য ভাবিবেন না-- অত্যাচারটা কাহার 'পরে হইবে সেইটেই বিচার্য।”

অনুরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, “তবে পরীক্ষা হউক।”

সেদিন অপরাহ্নে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ আসিয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, “অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।”

এই বলিয়া হেমনলিনী হারমোনিয়মে সুর দিল।

অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানি গান ধরিল--

বায়ু বহী পুরবৈষ্ণা, নীদ নহিঁ বিন সৈষ্ণা।

গানের সকল কথার স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় না-- কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথায় কথায় বুঝিবার কোনো প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল ঝরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং একজনের জন্য আর-একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

অক্ষয় সুরের ভাষায় নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল-- কিন্তু সে ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর-দুই জনের। দুই জনের হৃদয় সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতেছিল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন মনোরম হইয়া গেল। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মানুষ যত ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত যেন দুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্বচনীয় সুখে দুঃখে আকাঙ্ক্ষায় আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।

সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেমনি হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কেবল অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর-একটা গান, আর-একটা গান।”

উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবাধে উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা সূচিভেদ্য হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল-- বেদনাতুর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাতে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। হেমনলিনীও চকিতের মতো একবার চাহিল, তাহার

দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।

রমেশ বাড়ি গেল। বৃষ্টি ক্ষণকালমাত্র থামিয়াছিল, আবার ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে রাতে ঘুমাইতে পারিল না। হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিপতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল--

বায়ু বহী পুরবৈশ্রা, নীদ নহি বিন সৈশ্রা।

পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ‘আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্য অনেক বিদ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।’

কিন্তু কোনো উপায়ে এবং কোনো কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ ভরসা রমেশের ছিল না। সে স্থির করিল, “আমি বাজাইতে শিখিব।” ইতিপূর্বে একদিন নির্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালাখানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল-- সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সরস্বতী এমনি আত্নাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালার চর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোটো দেখিয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিল। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া এটুকু বুঝিল যে, আর যাই হোক, এ যন্ত্রের সহিষ্ণুতা বেহালার চেয়ে বেশি।

পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ি যাইতেই হেমনলিনী রমেশকে কহিল, “আপনার ঘর হইতে কাল যে হারমোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!”

রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে সে একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

হেমনলিনী কহিল, “ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন। তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন-- আমি যতটুকু জানি, সাহায্য করিতে পারিব।”

রমেশ কহিল, “আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী কহিল, “আমার যেটুকু বিদ্যা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানোই কোনোমতে চলে।”

ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয় নহে। এমন শিক্ষকের এত অযাচিত সহায়তা সত্ত্বেও সুরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সস্তরমুচ জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্মত্তের মতো হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সংগীতের হাঁটুজলে তেমনিরো ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্ আঙুল কখন কোথায় গিয়া পড়ে তাহার ঠিকানা নাই-- পদে পদে ভুল সুর বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, সুর-বেসুরের মধ্যে সে কোনোপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিতমনে রাগরাগিণীকে সর্বত্র লঙ্ঘন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, “ও কী করিতেছেন, ভুল হইল যে--” অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাক্ত করিয়া দেয়। গভীরপ্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তা-তৈরির স্টীমরোলার যেমন মন্থরগমনে চলিতে থাকে, তাহার তলায় কী যে দলিতপিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি ঙ্গক্ষিপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বরলিপি এবং হারমোনিয়মের

চাৰিগুলাৰ উপৰ দিয়া ৰমেশ সেইৰূপ অনিবাৰ্য অন্ধতাৰ সহিত বার বার যাওয়া-আসা কৰিতে লাগিল।

ৰমেশৰ এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, ৰমেশও হাসে। ৰমেশৰ ভুল কৰিবার অসাধাৰণ শক্তিতে হেমনলিনীৰ অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেসুর হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালোবাসাৰই আছে। শিশু চলিতে আৰম্ভ কৰিয়া বার বার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতাৰ স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠে। বাজনা সম্বন্ধে ৰমেশ যে অদ্ভুত ৰকমের অনভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে, হেমনলিনীৰ এই এক বড়ো কৌতুক।

ৰমেশ এক-এক বার বলে, “আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্ৰথম বাজাইতে শিখিতেছিলে তখন ভুল কৰেন নাই?”

হেমনলিনী বলে, “ভুল নিশ্চয়ই কৰিতাম, কিন্তু সত্যি বলিতেছি ৰমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।”

ৰমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে শুরু কৰিত। অন্নদাবাবু সংগীতের ভালোমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি এক-এক বার গম্ভীৰ হইয়া কান খাড়া কৰিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন, “তাই তো, ৰমেশের ক্ৰমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।”

হেমনলিনী বলিত, “হাত বেসুৰায় পাকিতেছে।”

অন্নদা। না না, প্ৰথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার তো বোধ হয়, ৰমেশ যদি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গানবাজনায় আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস কৰা চাই। একবার সারেগামাৰ বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পৰে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।

এ-সকল কথাৰ উপৰে প্ৰতিবাদ চলে না। সকলকে নিৰুত্তৰ হইয়া শুনিতে হয়।



প্রায় প্রাতঃবৎসর শরৎকালে পূজার টিকিট বাহির হইলে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু জব্বলপুরে তাঁহার ভগিনীপতির কর্মস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। পরিপাকশক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার এই সাংবৎসরিক চেষ্টা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি হইয়া আসিল, এবারে পূজার ছুটির আর বড়ো বেশি বিলম্ব নাই। অন্নদাবাবু এখন হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় রমেশ আজকাল খুব বেশি করিয়া হারমোনিয়ম শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিন কথায় কথায় হেমনলিনী কহিল, “রমেশবাবু, আমার বোধ হয়, আপনার অন্তত কিছুদিন বায়ুপরিবর্তন দরকার। না বাবা?”

অন্নদাবাবু ভাবিলেন কথাটা সংগত বটে, কারণ ইতিমধ্যে রমেশের উপর দিয়া শোকদুঃখের দুর্বোণ গিয়াছে। কহিলেন, “অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসা ভালো। বুঝিয়াছ রমেশ, পশ্চিমই বল আর যে দেশই বল, আমি দেখিয়াছি, কেবল কিছুদিনের জন্য একটু ফল পাওয়া যায়। প্রথম দিনকতক বেশ ক্ষুধা বাড়ে, বেশ খাওয়া যায়, তাহার পরে যে-কে সেই। সেই পেট ভার হইয়া আসে, বুক জ্বালা করিতে থাকে, যা খাওয়া যায় তা-ই--”

হেমনলিনী। রমেশবাবু, আপনি নর্মদা-ঝরনা দেখিয়াছেন?

রমেশ। না, দেখি নাই।

হেমনলিনী। এ আপনার দেখা উচিত, না বাবা?

অন্নদা। তা বেশ তো, রমেশ আমাদের সঙ্গেই আসুন-না কেন? হাওয়া-বদলও হইবে, মার্ভল্-পাহাড়ও দেখিবে।

হাওয়া-বদল করা এবং মার্ভল্-পাহাড় দেখা, এই দুইটি যেন রমেশের পক্ষে সম্প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়-- সুতরাং রমেশকেও রাজি হইতে হইল।

সেদিন রমেশের শরীর মন যেন হাওয়ার উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার জন্য সে আপনার বাসার ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হারমোনিয়মটা লইয়া পড়িল। আজ আর তাহার যত্নতত্ত্বান রহিল না-- যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্মত্ত আঙুলগুলা তাল-বেতালের নৃত্য বাধাইয়া দিল। হেমনলিনীর দূরে যাইবার সম্ভাবনায় কয় দিন তাহার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল-- আজ উল্লাসের বেগে সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার ন্যায়-অন্যায়-বোধ একেবারে বিসর্জন দিল।

এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল, “আ সর্বনাশ! থামুন, থামুন রমেশবাবু, করিতেছেন কী?”

রমেশ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে দরজা খুলিয়া দিল। অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, “রমেশবাবু, গোপনে বসিয়া এই-যে কাণ্ডটি করিতেছেন, আপনাদের ক্রিমিনাল কোডের কোনো দণ্ডবিধির মধ্যে কি ইহা পড়ে না?”

রমেশ হাসিতে লাগিল ; কহিল, “অপরাধ কবুল করিতেছি।”

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আলোচনা করিবার আছে।”

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে আলোচ্য বিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অক্ষয়। আপনি এতদিনে এটুকু বুঝিয়াছেন, হেমনলিনীর ভালোমন্দের প্রতি আমি উদাসীন নহি।

রমেশ হাঁ-না কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

অক্ষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কী, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার আছে-- আমি অন্নদাবাবুর বন্ধু।

কথাটা এবং কথার ধরনটা রমেশের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। কিন্তু কড়া জবাব দিবার অভ্যাস ও ক্ষমতা রমেশের নাই। সে মৃদুস্বরে কহিল, “তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে, এ আশঙ্কা আপনার মনে আসিবার কি কোনো কারণ ঘটিয়াছে?”

অক্ষয়। দেখুন, আপনি হিন্দুপরিবারে আছেন, আপনার পিতা হিন্দু ছিলেন। আমি জানি, পাছে আপনি ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার জন্য দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই সংবাদটি অক্ষয়ের জানিবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ অক্ষয়ই রমেশের পিতার মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল। রমেশ ক্ষণকালের জন্য অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

অক্ষয় কহিল, “হঠাৎ আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিল বলিয়াই কি আপনি নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছা কি--”

রমেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, “দেখুন অক্ষয়বাবু, অন্যের সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার অধিকার যদি আপনার থাকে, তবে দিন, আমি শুনিয়া যাইব-- কিন্তু আমার পিতার সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহাতে আপনার কোনো কথা বলিবার নাই।”

অক্ষয় কহিল, “আচ্ছা বেশ, সে কথা তবে থাক। কিন্তু হেমনলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় এবং অবস্থা আপনার আছে কি না, সে কথা আপনাকে বলিতে হইবে।”

রমেশ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল ; কহিল, “দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনি অন্নদাবাবুর বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত আপনার তেমন বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। দয়া করিয়া আপনি এ-সব প্রসঙ্গ বন্ধ করুন।”

অক্ষয়। আমি বন্ধ করিলেই যদি সব কথা বন্ধ থাকে এবং আপনি এখন যেমন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছেন, এমনি বরাবর কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু সমাজ আপনাদের মতো নিশ্চিন্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে সুখের স্থান নহে। যদিও আপনারা অত্যন্ত উঁচুদের লোক, পৃথিবীর কথা বড়ো বেশি ভাবেন না, তবু চেষ্টা করিলে হয়তো এটুকুও বুঝিতে পারিবেন যে, ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আপনি যে রূপ ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না-- এবং যাঁহাদিগকে আপনি শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদিগকে লোকসমাজে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার ইহাই উপায়।

রমেশ। আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব এবং পালন করিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন-- এ সম্বন্ধে আর অধিক

আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশবাবু। এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিত হইলাম-- আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার শখ আমার নাই। আপনার সংগীতচর্চায় বাধা দিয়া অপরাধী হইয়াছি-- মাপ করিবেন। আপনি পুনর্বার শুরু করুন, আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরে অত্যন্ত বেসুরা সংগীতচর্চাও আর চলে না। রমেশ মাথার নীচে দুই হাত রাখিয়া বিছানার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ ঘড়িতে টং টং করিয়া পাঁচটা বাজিল শুনিয়াই সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। কী কর্তব্য স্থির করিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন-- কিন্তু আশু প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া যে পেয়ালা-দুয়েক চা খাওয়া কর্তব্য, সে সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধামাত্র রহিল না।

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, “রমেশবাবু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে?”

রমেশ কহিল, “বিশেষ কিছু না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “আর কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে-- পিত্তাধিক্য। আমি যে পিল ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার একটা খাইয়া দেখো দেখি--”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “বাবা, ঐ পিল খাওয়াও নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না-- কিন্তু তাহাদের এমন কী উপকার হইয়াছে?”

অন্নদা। অনিষ্ট তো হয় নাই। আমি যে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি-- এ পর্যন্ত যতরকম পিল খাইয়াছি, এইটেই সব চেয়ে উপকারী।

হেমনলিনী। বাবা, যখন তুমি একটা নূতন পিল খাইতে আরম্ভ কর, তখনি কিছুদিন তাহার অশেষ গুণ দেখিতে পাও--

অন্নদা। তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না-- আচ্ছা, অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিয়ো দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কি না।

সেই প্রামাণিক সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল, “অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল আমাকে আর-একটি দিতে হইবে। বড়ো উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এমনি হালকা বোধ হইতেছে!”

অন্নদাবাবু সগর্বে তাঁহার কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন।

পিল খাওয়ার পর অন্নদাবাবু অক্ষয়কে শীঘ্র ছাড়িতে চাহিলেন না। অক্ষয়ও যাইবার জন্য বিশেষ তুরা প্রকাশ না করিয়া মাঝে মাঝে রমেশের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। রমেশের চোখে সহজে কিছু পড়ে না-- কিন্তু আজ অক্ষয়ের এই কটাক্ষগুলি তাহার চোখ এড়াইল না। ইহাতে তাহাকে বার বার উদ্বেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে-- মনে মনে তাহারই আলোচনায় হেমনলিনীর চিত্ত আজ বিশেষ প্রফুল্ল ছিল। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, আজ রমেশবাবু আসিলে ছুটিয়াপন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার পরামর্শ করিবে। সেখানে নিভূতে কী কী বই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, দুজনে মিলিয়া তাহার একটা তালিকা করিবার কথা ছিল। স্থির ছিল, রমেশ আজ সকাল-সকাল আসিবে, কেননা, চায়ের সময়ে অক্ষয় কিংবা কেহ-না-কেহ আসিয়া পড়ে, তখন মন্ত্রণা করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আজ রমেশ অন্য দিনের চেয়েও দেরি করিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাবও তাহার অত্যন্ত চিন্তায়ুক্ত। ইহাতে হেমনলিনীর উৎসাহে অনেকটা আঘাত পড়িল। কোনো-এক সুযোগে সে রমেশকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি আজ বড়ো যে দেরি করিয়া আসিলেন?”

রমেশ অন্যান্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “হাঁ, আজকে একটু দেরি হইয়া গেছে বটে।”

হেমনলিনী আজ তাড়াতাড়ি করিয়া কত সকাল-সকাল চুল বাঁধিয়া লইয়াছে। চুল-বাঁধা কাপড়-ছাড়ার পরে সে আজ কতবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়াছে-- অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে করিয়াছে তাহার ঘড়িটা ভুল চলিতেছে, এখনো বেশি দেরি হয় নাই। যখন এই বিশ্বাস রক্ষা করা একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল তখন সে জানলার কাছে বসিয়া একটা সেলাই লইয়া কোনোমতে মনের অধৈর্য শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পরে রমেশ মুখ গভীর করিয়া আসিল-- কী কারণে দেরি হইয়াছে, তাহার কোনোপ্রকার জবাবদিহি করিল না-- আজ সকাল-সকাল আসিবার যেন কোনো শর্তই ছিল না।

হেমনলিনী কোনোমতে চা-খাওয়া শেষ করিয়া লইল। ঘরের প্রান্তে একটি টিপাইয়ের উপরে কতকগুলি বই ছিল-- হেমনলিনী কিছু বিশেষ উদ্যমের সহিত রমেশের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক সেই বইগুলি তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তখন হঠাৎ রমেশের চেতনা হইল; সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, “ওগুলি কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আজ একবার বইগুলি বাছিয়া লইবেন না?”

হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল। সে উদ্বেল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস বহুকণ্ঠে সংবরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, “থাক্-না, বই বাছিয়া কী আর হইবে।”

এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। উপরের শয়নঘরে গিয়া বইগুলি মেজের উপর ফেলিয়া দিল।

রমেশের মনটা আরো বিকল হইয়া গেল। অক্ষয় মনে মনে হাসিয়া কহিল, “রমেশবাবু, আপনার

বোধ হয় শরীরটা আজ তেমন ভালো নাই?”

রমেশ ইহার উত্তরে অর্ধস্ফুটস্বরে কী বলিল, ভালো বোঝা গেল না। শরীরের কথায় অন্নদাবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, “সে তো রমেশকে দেখিয়াই আমি বলিয়াছি।”

অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “শরীরের প্রতি মনোযোগ করা রমেশবাবুর মতো লোকেরা বোধ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন। উঁহারা ভাবরাজ্যের মানুষ-- আহার হজম না হইলে তাহা লইয়া চেষ্টাচরিত্র করাটাকে গ্রাম্যতা বলিয়া জ্ঞান করেন।”

অন্নদাবাবু কথাটাকে গভীরভাবে লইয়া বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, ভাবুক হইলেও হজম করাটা চাইই।

রমেশ নীরবে বসিয়া মনে মনে দক্ষ হইতে লাগিল।

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আমার পরামর্শ শুনুন-- অন্নদাবাবুর পিল খাইয়া একটু সকাল-সকাল শুইতে যান।”

রমেশ কহিল, “অন্নদাবাবুর সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কথা আছে সেইজন্য আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।”

অক্ষয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, “এই দেখুন, এ কথা পূর্বে বলিলেই হইত। রমেশবাবু সকল কথা পেটে রাখিয়া দেন, শেষকালে সময় যখন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায় তখন ব্যস্ত হইয়া উঠেন।”

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ নিজের জুতাজোড়াটার প্রতি দুই নত চক্ষু বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, “অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতো আপনার ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহা আমি যে কত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি তাহা আপনাকে মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “বিলক্ষণ! তুমি আমাদের যোগেনের বন্ধু, তোমাকে ঘরের ছেলে বলিয়া মনে করিব না তো কী করিব?”

ভূমিকা তো হইল, তাহার পরে কী বলিতে হইবে, রমেশ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। অন্নদাবাবু রমেশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য কহিলেন, “রমেশ, তোমার মতো ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য!”

ইহার পরেও রমেশের কথা জেগাইল না।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “দেখো-না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, হেমনলিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, এখন তাহার সঙ্গিনির্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। আমি তাহাদিগকে বলি, রমেশকে আমি খুব বিশ্বাস করি-- সে আমাদের উপরে কখনোই অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না।”

রমেশ। অন্নদাবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনি সমস্তই তো জানেন, আপনি যদি আমাকে যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে--

অন্নদা। সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা তো একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি-- কেবল তোমার সাংসারিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে দিন স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। সমাজে এ লইয়া ক্রমেই নানা কথার সৃষ্টি হইতেছে-- সেটা যত শীঘ্র হয় বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। কী বল ?

রমেশ। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই হইবে। অবশ্য সর্বপ্রথমে আপনার কন্যার মত জানা আবশ্যিক।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। কিন্তু সে একপ্রকার জানাই আছে। তবু কাল সকালেই সে কথাটা পাকা করিয়া লইব।

রমেশ। আপনার শুইতে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, আজ তবে আসি।

অন্নদা। একটু দাঁড়াও। আমি বলি কী, আমরা জব্বলপুরে যাইবার আগেই তোমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভালো হয়।

রমেশ। সে তো আর বেশি দেরি নাই।

অন্নদা। না, এখনো দিন-দশেক আছে। আগামী রবিবারে যদি তোমাদের বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরেও যাত্রার আয়োজনের জন্য দু-তিন দিন সময় পাওয়া যাইবে। বুঝিয়াছ রমেশ, এত তাড়া করিতাম না, কিন্তু আমার শরীরের জন্যই ভাবনা।

রমেশ সম্মত হইল এবং আর-একটা পিল গিলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

বিদ্যালয়ের ছুটি নিকটবর্তী। ছুটির সময়ে কমলাকে বিদ্যালয়েই রাখিবার জন্য রমেশ কর্ত্রীর সহিত পূর্বেই ঠিক করিয়াছিল।

রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জন রাস্তায় পদচারণা করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলা সম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগে গিয়া প্র্যাক্টিস করিবে স্থির করিয়াছে।

ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি গেল। সিঁড়িতে হঠাৎ হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। অন্যদিন হইলে এরূপ সাক্ষাতে একটু কিছু আলাপ হইত। আজ হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সেই রক্তিমার মধ্য দিয়া একটা হাসির আভা উষার আলোকের মতো দীপ্তি পাইল-- হেমনলিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ নিচু করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

রমেশ যে গৎটা হেমনলিনীর কাছ হইতে হারমোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র গৎ সমস্ত দিন বাজানো চলে না। কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল-- মনে হইল, তাহার ভালোবাসার সুর যে-সুদূর উচ্ছে উঠিতেছে কোনো কবিতা সে পর্যন্ত নাগাল পাইতেছে না।

আর হেমনলিনী অশ্রান্ত আনন্দের সহিত তাহার গৃহকর্ম সমস্ত সারিয়া নিভৃত দ্বিপ্রহরে শয়নঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সেলাইটি লইয়া বসিয়াছে। মুখের উপরে একটি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার শান্তি। একটি সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

চায়ের সময়ের পূর্বেই কবিতার বই এবং হারমোনিয়ম ফেলিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যদিন হেমনলিনীর সহিত দেখা হইতে বড়ো বিলম্ব হইত না। কিন্তু আজ চায়ের ঘরে দেখিল সে ঘর শূন্য, দোতলায় বসিবার ঘরে দেখিল সে ঘরও শূন্য, হেমনলিনী এখনো তাহার শয়নগৃহ ছাড়িয়া নামে নাই।

অন্নদাবাবু যথাসময়ে আসিয়া টেবিল অধিকার করিয়া বসিলেন। রমেশ ক্ষণে ক্ষণে চকিতভাবে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পদশব্দ হইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল অক্ষয়। যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখাইয়া কহিল, “এই-যে রমেশবাবু, আমি আপনার বাসাতেই গিয়াছিলাম।”

শুনিয়াই রমেশের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, “ভয় কিসের রমেশবাবু? আপনাকে আক্রমণ করিতে যাই নাই। শুভসংবাদে অভিনন্দন প্রকাশ করা বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য-- তাহাই পালন করিতে গিয়াছিলাম।”

এই কথায় অন্নদাবাবুর মনে পড়িল হেমনলিনী উপস্থিত নাই। হেমনলিনীকে ডাক দিলেন-- উত্তর



না পাইয়া তিনি নিজে উপরে গিয়া কহিলেন, “হেম, এ কী, এখনো সেলাই লইয়া বসিয়া আছ ! চা তৈরি যে । রমেশ-অক্ষয় আসিয়াছে ।”

হেমনলিনী মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, “বাবা, আমার চা উপরে পাঠাইয়া দাও, আজ আমি সেলাইটা শেষ করিতে চাই ।”

অন্নদা । ঐ তোমার দোষ হেম ! যখন যেটা লইয়া পড়, তখন আর-কিছুই খেয়াল কর না । যখন পড়া লইয়া ছিলে তখন বই কোল হইতে নামিত না-- এখন সেলাই লইয়া পড়িয়াছ, এখন আর-সমস্তই বন্ধ । না না, সে হইবে না-- চলো, নীচে গিয়া চা খাইবে চলো ।

এই বলিয়া অন্নদাবাবু জোর করিয়াই হেমনলিনীকে নীচে লইয়া আসিলেন । সে আসিয়াই কাহারো দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালিবার ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল ।

অন্নদাবাবু অধীর হইয়া কহিলেন, “হেম, ও কী করিতেছ ? আমার পেয়ালায় চিনি দিতেছ কেন ? আমি তো কোনোকালেই চিনি দিয়া চা খাই না ।”

অক্ষয় টিপিটিপি হাসিয়া কহিল, “আজ উনি ঔদার্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না-- আজ সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করিবেন ।”

হেমনলিনীর প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রমেশের মনে মনে অসহ্য হইল । সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল, আর যাই হউক, বিবাহের পরে অক্ষয়ের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখা হইবে না ।

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আপনার নামটা বদলাইয়া ফেলুন ।”

রমেশ এই রসিকতার চেষ্টায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল, “কেন বলুন দেখি ?”

অক্ষয় খবরের কাগজ খুলিয়া কহিল, “এই দেখুন, আপনার নামের একজন ছাত্র অন্য লোককে নিজের নামে চালাইয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া পাস হইয়াছিল-- হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে ।”

হেমনলিনী জানে, রমেশ মুখের উপর উত্তর দিতে পারে না-- সেইজন্য এতকাল অক্ষয় রমেশকে যত আঘাত করিয়াছে সেই তাহার প্রতিঘাত দিয়া আসিয়াছে । আজও থাকিতে পারিল না । গূঢ় ক্রোধের লক্ষণ চাপিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, “অক্ষয় বলিয়া ঢের লোক বোধ হয় জেলখানায় আছে ।”

অক্ষয় কহিল, “ঐ দেখুন, বন্ধুভাবে সংপরামর্শ দিতে গেলে আপনারা রাগ করেন । তবে সমস্ত ইতিহাসটা বলি । আপনি তো জানেন, আমার ছোটো বোন শরৎ বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যায় । সে কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়া কহিল, ‘দাদা, তোমাদের রমেশবাবুর স্ত্রী আমাদের ইস্কুলে পড়েন ।’ আমি বলিলাম, ‘দূর পাগলী ! আমাদের রমেশবাবু ছাড়া কি আর দ্বিতীয় রমেশবাবু জগতে নাই ?’ শরৎ কহিল, ‘তা যেই হোন, তিনি তাঁর স্ত্রীর উপরে ভারি অন্যায় করিতেছেন । ছুটিতে প্রায় সব মেয়েই বাড়ি যাইতেছে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোর্ডিঙে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । সে বেচারী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছে ।’ আমি তখনি মনে মনে কহিলাম, এ তো ভালো কথা নহে, শরৎ যেমন ভুল করিয়াছিল, এমন ভুল আরো তো কেহ কেহ করিতে পারে !”

অন্নদাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “অক্ষয়, তুমি কী পাগলের মতো কথা কহিতেছ ! কোন রমেশের স্ত্রী ইস্কুলে পড়িয়া কাঁদিতেছে বলিয়া আমাদের রমেশ নাম বদলাইবে নাকি ?”

এমন সময়ে হঠাৎ বিবর্ণমুখে রমেশ ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল । অক্ষয় বলিয়া উঠিল, “ও কী রমেশবাবু, আপনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন নাকি ? দেখুন দেখি, আপনি কি মনে করেন আপনাকে আমি সন্দেহ করিতেছি ?” বলিয়া রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল ।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “এ কী কাণ্ড !”

হেমনলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “ও কী হেম, কাঁদিস কেন ?”

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অন্যায়। কেন উনি আমাদের বাড়িতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন ?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয় ঠাট্টা করিয়া একটা কী বলিয়াছে, ইহাতে এত অস্থির হইবার কী দরকার ছিল ?”

“এ-রকম ঠাট্টা অসহ্য।” বলিয়া দ্রুতপদে হেমনলিনী উপরে চলিয়া গেল।

এইবার কলিকাতায় আসার পর রমেশ বিশেষ যত্নের সহিত কমলার স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। বহুকষ্টে ধোবাপুকুরটা কোন্ জায়গায়, তাহা বাহির করিয়া কমলার মামা তারিণীচরণকে এক পত্র লিখিয়াছিল।

উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে রমেশ সেই পত্রের জবাব পাইল। তারিণীচরণ লিখিতেছেন, দুর্ঘটনার পরে তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ নলিনাক্ষের কোনো সংবাদই পাওয়া যায় নাই। রংপুরে তিনি ডাক্তারি করিতেন-- সেখানে চিঠি লিখিয়া তারিণীচরণ জানিয়াছেন, সেখানেও কেহ আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনো খবর পায় নাই। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, তাহা তারিণীচরণের জানা নাই।

কমলার স্বামী নলিনাক্ষ যে বাঁচিয়া আছেন, এ আশা আজ রমেশের মন হইতে একেবারে দূর হইল।

সকালে রমেশের হাতে আরো অনেকগুলো চিঠি আসিয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছে। কেহ-বা আহারের দাবি জানাইয়াছে, কেহ-বা এত দিন সমস্ত ব্যাপারটা সে গোপন রাখিয়াছে বলিয়া রমেশকে সেকৌতুক তিরস্কার করিয়াছে।

এমন সময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে চাকর একখানি চিঠি লইয়া রমেশের হাতে দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া রমেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল।

হেমনলিনীর চিঠি। রমেশ মনে করিল, অক্ষয়ের কথা শুনিয়া হেমনলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তাহাই দূর করিবার জন্য সে রমেশকে পত্র লিখিয়াছে।

চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কেবল এই ক’টি কথা লেখা আছে--

“অক্ষয়বাবু কাল আপনার উপর ভারি অন্যায় করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম আজ সকালেই আপনি আসিবেন, কেন আসিলেন না? অক্ষয়বাবুর কথা কেন আপনি এত করিয়া মনে লইতেছেন? আপনি তো জানেন, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্যই করি না। আপনি আজ সকাল-সকাল আসিবেন-- আমি আজ সেলাই ফেলিয়া রাখিব।”

এই ক’টি কথার মধ্যে হেমনলিনীর সান্ত্বনাসুধাপূর্ণ কোমল হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া রমেশের চোখে জল আসিল। রমেশ বুঝিল, কাল হইতেই হেমনলিনী রমেশের বেদনা শান্ত করিবার জন্য ব্যগ্রহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এমনি করিয়া রাত গিয়াছে, এমনি করিয়া সকালটা কাটিয়াছে, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এই চিঠিখানি লিখিয়াছে।

রমেশ কাল হইতে ভাবিতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যিক হইয়াছে। কিন্তু কল্যকার ব্যাপারের পর বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ঠিক শুনাইবে যেন অপরাধ ধরা পড়িয়া জবাবদিহির চেষ্টা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়ের যে কতকটা জয় হইবে, সেও অসহ্য।

রমেশ ভাবিতে লাগিল, কমলার স্বামী যে আর-কোনো রমেশ নিশ্চয়ই অক্ষয়ের মনে সেই ধারণাই আছে-- নহিলে সে এতক্ষণে কেবল ইঙ্গিত করিয়া থামিয়া থাকিত না, পাড়াসুদ্ধ গোল করিয়া বেড়াইত। অতএব এই বেলা যাহা-হয় একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার।

এমন সময় আর-একটা ডাকের চিঠি আসিল। রমেশ খুলিয়া দেখিল, সে চিঠি স্ত্রীবিদ্যালয়ের কর্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, কমলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এ অবস্থায় ছুটির সময় বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে রাখা তিনি সংগত বোধ করেন না। আগামী শনিবারে ইস্কুল হইয়া ছুটি হইবে, সেই সময়ে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যিক।

আগামী শনিবারে কমলাকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিতে হইবে! আগামী রবিবারে রমেশের বিবাহ!

“রমেশবাবু, আমাকে মাপ করিতে হইবে” এই বলিয়া অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কহিল, “এমন একটা সামান্য ঠাট্টায় আপনি যে এত রাগ করিবেন, তাহা আগে জানিলে আমি ও কথা তুলিতাম না। ঠাট্টার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেই লোকে চটিয়া ওঠে, কিন্তু যাহা একেবারে অমূলক তাহা লইয়া আপনি সকলের সাক্ষাতে এত রাগারাগি করিলেন কেন? অন্নদাবাবু তো কাল হইতে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন-- হেমনলিনী আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন। আজ সকালে তাঁহাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন। আমি এমন কী অপরাধ করিয়াছিলাম বলুন দেখি।”

রমেশ কহিল, “এ-সমস্ত বিচার যথাসময়ে হইবে। এখন আমাকে মাপ করিবেন-- আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে।”

অক্ষয়। রোশনটোকির বায়না দিতে চলিয়াছেন বুঝি? এ দিকে সময়সংক্ষেপ। আমি আপনার শুভকর্মে বাধা দিব না, চলিলাম।

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আজ রমেশ সকাল-সকাল আসিবে, ইহা হেমনলিনী নিশ্চয় ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার সেলাইয়ের ব্যাপারটি ভাঁজ করিয়া রুমালে বাঁধিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়াছিল। পাশে হারমোনিয়ম-যন্ত্রটি ছিল। আজ খানিকটা সংগীত-আলোচনা হইতে পারিবে এইরূপ তাহার আশা ছিল, তা ছাড়া অব্যক্ত সংগীত তো আছেই।

রমেশ ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর মুখে একটি উজ্জ্বল-কোমল আভা পড়িল। কিন্তু সে আভা মুহূর্তেই ম্লান হইয়া গেল যখন রমেশ আর-কোনো কথা না বলিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, “অন্নদাবাবু কোথায়?”

হেমনলিনী উত্তর করিল, “বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আছেন। কেন? তাঁহাকে কি এখনি প্রয়োজন আছে? তিনি তো সেই চা খাইবার সময় নামিয়া আসিবেন।”

রমেশ। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

হেমনলিনী। তবে যান, তিনি ঘরেই আছেন।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রয়োজন আছে! সংসারে প্রয়োজনেরই কেবল সবুর সয় না! আর ভালোবাসাকেই দ্বারের বাহিরে অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

শরতের এই অম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দ-ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটি বন্ধ

করিয়া দিল। হেমনলিনী হারমোনীয়মের নিকট হইতে চৌকি সরাইয়া লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুঁচ ফুটিতে লাগিল কেবল বাহিরে নহে, ভিতরেও। রমেশের প্রয়োজনও শীঘ্র শেষ হইল না। প্রয়োজন রাজার মতো আপনার পুরা সময় লয়-- আর ভালোবাসা কাঙাল !

রমেশ অন্নদাবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অন্নদাবাবু মুখের উপরে খবরের কাগজ চাপা দিয়া কেদারায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া কাসিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়াই কহিলেন, “দেখিয়াছ রমেশ, এবারে ওলাউঠায় কত লোক মরিয়াছে?”

রমেশ কহিল, “বিবাহ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে-- আমার বিশেষ কাজ আছে।”

অন্নদাবাবুর মাথা হইতে শহরের মৃত্যুতালিকার বিবরণ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষণকাল রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “সে কী কথা রমেশ! নিমন্ত্রণ যে হইয়া গেছে।”

রমেশ কহিল, “এই রবিবারের পরের রবিবারে দিন পিছাইয়া দিয়া আজই পত্র বিলি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।”

অন্নদা। রমেশ, তুমি আমাকে অবাক করিলে। একি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধামত তুমি দিন পিছাইয়া মূলতুবি করিতে থাকিবে? তোমার প্রয়োজনটা কী, শুনি।

রমেশ। সে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন, বিলম্ব করিলে চলিবে না।

অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের মতো কেদারার উপর হেলান দিয়া পড়িলেন-- কহিলেন, “বিলম্ব করিলে চলিবে না! বেশ কথা, অতি উত্তম কথা! এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো। নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা তোমার বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই হোক। লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে আমি বলিব, ‘আমি ও-সব কিছুই জানি না-- তাঁহার কী আবশ্যক সে তিনিই জানেন, আর কবে তাঁহার সুবিধা হইবে সে তিনিই বলিতে পারেন।’”

রমেশ উত্তর না করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেমনলিনীকে সব কথা বলা হইয়াছে?”

রমেশ। না, তিনি এখনো জানেন না।

অন্নদা। তাঁহার তো জানা আবশ্যিক। তোমার তো একলার বিবাহ নয়।

রমেশ। আপনাকে আগে জানাইয়া তাঁহাকে জানাইব স্থির করিয়াছি।

অন্নদাবাবু ডাকিয়া উঠিলেন, “হেম! হেম!”

হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, “কী বাবা?”

অন্নদা। রমেশ বলিতেছেন, উঁহার কী-একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে, এখন উঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ হইবে না।

হেমনলিনী একবার বিবর্ণমুখে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ অপরাধীর মতো নিরুত্তর বসিয়া রহিল।

হেমনলিনীর কাছে এ খবরটা যে এমন করিয়া দেওয়া হইবে, রমেশ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। অপ্রিয় বার্তা অকস্মাৎ এইরূপ নিতান্ত রুঢ়ভাবে হেমনলিনীকে যে কিরূপ মর্মান্তিকরূপে আঘাত করিল, রমেশ

তাহা নিজের ব্যথিত অন্তঃকরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু যে তীর একবার নিষ্কিণ্ড হয়, তাহা আর ফেরে না-- রমেশ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই নিষ্ঠুর তীর হেমনলিনীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

এখন কথাটা আর কোনোমতে নরম করিয়া লইবার উপায় নাই। সবই সত্য-- বিবাহ এখন স্থগিত রাখিতে হইবে, রমেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কী প্রয়োজন তাহাও সে বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহার উপরে এখন আর নূতন ব্যাখ্যা কী হইতে পারে ?

অন্নদাবাবু হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তোমাদেরই কাজ, এখন তোমরাই ইহার যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লও।”

হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল, “বাবা, আমি ইহার কিছুই জানি না।” এই বলিয়া, ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্যাস্তের স্লান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায় তেমনি করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু খবরের কাগজ মুখের উপর তুলিয়া পড়িবার ভান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমেশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রমেশ এক সময় চমকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বসিবার বড়ো ঘরে গিয়া দেখিল হেমনলিনী জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার ছুটির কলিকাতা জোয়ারের নদীর মতো তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ন-আলোকে বাতায়নবর্তিনী এই স্তব্ধমূর্তিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহারই নীচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বাম স্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বন্ধিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

রমেশ আস্তে আস্তে হেমনলিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমনলিনী রমেশের চেয়ে রাস্তার লোকদের জন্য যেন বেশি ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।”

রমেশের কণ্ঠস্বরে উদ্বেল বেদনার আঘাত অনুভব করিয়া মুহূর্তের মধ্যে হেমনলিনীর মুখ ফিরিয়া আসিল। রমেশ বলিয়া উঠিল, “তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না।”-- রমেশ এই প্রথম হেমনলিনীকে ‘তুমি’ বলিল।-- “এই কথা আমাকে বলো যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।”

রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধকরণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে দুই জনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্ফর্গখণ্ড সৃজিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ এই অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, “কেন আমি এখন সপ্তাহের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও ?”

হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল-- সে জানিতে চায় না।

রমেশ কহিল, “বিবাহের পরে আমি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব।”

এই কথাটায় হেমনলিনীর কপোলের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আজ আহাৰান্তে হেমনলিনী যখন রমেশের সহিত মিলনপ্রত্যাশায় উৎসুকচিত্তে সাজ করিতেছিল, তখন সে অনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটোখাটো সুখের ছবি কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই-যে অল্প কয় মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা-বদল হইয়া গেল-- এই-যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্য দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল-- ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

হেমনলিনী কহিল, “তুমি এক বার বাবার কাছে যাও, তিনি বিরক্ত হইয়া আছেন।”

রমেশ প্রফুল্লচিত্তে সংসারের ছোটো-বড়ো আঘাত-সংঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু রমেশকে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

রমেশ কহিল, “নিমন্ত্রণের ফর্দটা যদি আমার হাতে দেন, তবে দিনপরিবর্তনের চিঠিগুলি আজই রওনা করিয়া দিতে পারি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “তবে দিনপরিবর্তনই স্থির রহিল?”

রমেশ কহিল, “হাঁ, অন্য উপায় আর কিছুই দেখি না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “দেখো বাপু, তবে আমি ইহার মধ্যে নাই। যাহা-কিছু বন্দোবস্ত করিবার, সে তুমিই করিয়ো। আমি লোক হাসাইতে পারিব না। বিবাহ-ব্যাপারটাকে যদি নিজের মর্জি অনুসারে ছেলেখেলা করিয়া তোল, তবে আমার মতো বয়সের লোকের ইহার মধ্যে না থাকাই ভালো। এই লও তোমার নিয়ন্ত্রণের ফর্দ। ইতিমধ্যে আমি কতকগুলো টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার অনেকটাই নষ্ট হইবে। এমনি করিয়া বার বার টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারি এমন সংগতি আমার নাই।”

রমেশ সমস্ত ব্যয় ও ব্যবস্থার ভার নিজের স্কন্ধে লইতেই প্রস্তুত হইল। সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অন্নদাবাবু কহিলেন, “রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাক্টিস করিবে, কিছু স্থির করিয়াছ? কলিকাতায় নয়?”

রমেশ কহিল, “না। পশ্চিমে একটা ভালো জায়গার সন্ধান করিতেছি।”

অন্নদা। সেই ভালো, পশ্চিমই ভালো। এটোয়া তো মন্দ জায়গা নয়। সেখানকার জল হজমের পক্ষে অতি উত্তম-- আমি সেখানে মাসখানেক ছিলাম-- সেই এক মাসে আমার আহারের পরিমাণ ডবল বাড়িয়া গিয়াছিল। দেখো বাপু, সংসারে আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে-- আমি সর্বদা উহার কাছে কাছে না থাকিলে সেও সুখী হইবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাই আমার ইচ্ছা-- তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।

অন্নদাবাবু রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পাইয়া সেই সুযোগে নিজের বড়ো বড়ো দাবিগুলো উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে রমেশকে তিনি যদি এটোয়া না বলিয়া গারো বা চেরাপুঞ্জির কথা বলিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সে রাজি হইত। সে কহিল, “যে আঞ্জা, আমি এটোয়াতেই প্র্যাক্টিস করিব।” এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কার্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে অক্ষয় ঘরে ঢুকিতেই অন্নদাবাবু কহিলেন, “রমেশ তাহার বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছে।”

অক্ষয়। না না, আপনি বলেন কী! সে কি কখনো হইতে পারে? পরশু যে বিবাহ।

অন্নদা। হইতে তো না পারাই উচিত ছিল-- সাধারণ লোকের তো এমনতরো হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাদের যে-রকম কাণ্ড দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

অক্ষয় অত্যন্ত মুখ গম্ভীর করিয়া আড়ম্বর-সহকারে চিন্তা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কহিল, “আপনারা যাহাকে একবার সৎপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন। মেয়েকে যাহার হাতে চিরদিনের মতো সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ভালো করিয়া তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা উচিত। হোক-না কেন সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই।”

অন্নদা। রমেশের মতো ছেলেকেও যদি সন্দেহ করিয়া চলিতে হয়, তবে তো সংসারে কাহারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অক্ষয়। আচ্ছা, এই-যে দিন পিছাইয়া দিতেছেন, রমেশবাবু তাহার কারণ কিছু বলিয়াছেন ?

অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “না, কারণ তো কিছুই বলিল না-- জিজ্ঞাসা করিলে বলে বিশেষ দরকার আছে।”

অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পরে কহিল, “বোধ হয় আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয় কিছু বলিয়াছেন।”

অন্নদা। সম্ভব বটে।

অক্ষয়। তাঁহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে ভালো হয় না ?

“ঠিক বলিয়াছ” বলিয়া অন্নদাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেমনলিনীকে ডাক দিলেন। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার বাপের পাশে এমন করিয়া দাঁড়াইল যাহাতে অক্ষয় তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবাহের দিন যে হঠাৎ পিছাইয়া গেল, রমেশ তাহার কারণ তোমাকে কিছু বলিয়াছেন ?”

হেমনলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না।”

অন্নদা। তুমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই ?

হেমনলিনী। না।

অন্নদা। আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন রমেশ, তুমিও দেখি তেমনি। তিনি আসিয়া বলিলেন, ‘আমার বিবাহে ফুরসৎ হইতেছে না’-- তুমিও বলিলে, ‘বেশ, ভালো, আর-এক দিন হইবে!’ বাস্, আর কোনো কথাবার্তা নাই !

অক্ষয় হেমনলিনীর পক্ষ লইয়া কহিল, “এক জন লোক যখন স্পষ্টই কারণ গোপন করিতেছে তখন সে কথা লইয়া তাহাকে কি কোনো প্রশ্ন করা ভালো দেখায় ? যদি বলিবার মতো কিছু হইত, তবে তো রমেশবাবু আপনিই বলিতেন।”

হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কহিল, “এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের লোকের কাছে কোনো কথাই শুনিতে চাই না। যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার মনে কোনো স্ফোভ নাই।”

এই বলিয়া হেমনলিনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অক্ষয় পাংশু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, “সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সব চেয়ে লাঞ্ছনা বেশি। সেইজন্যই আমি বন্ধুত্বের গৌরব বেশি অনুভব করি। আপনারা আমাকে ঘৃণা করুন আর গালি দিন, রমেশকে সন্দেহ করাই আমি বন্ধুর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের যেখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখি সেখানে আমি অসংশয়ে থাকিতে পারি না-- আমার এই একটা মস্ত দুর্বলতা আছে, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাই হোক, যোগেন তো কালই আসিতেছে, সেও যদি সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিজের বোনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে তবে এ বিষয়ে আমি আর কোনো কথা কহিব

না।”

রমেশের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, অন্নদাবাবু এ কথা একেবারে বোঝেন না তাহা নহে-- কিন্তু যাহা অগোচরে আছে তাহাকে বলপূর্বক আলোড়িত করিয়া তাহার মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঝঞ্জা আবিষ্কারের সম্ভাবনায়, তিনি স্বভাবত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেন না।

অক্ষয়ের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি কহিলেন, “অক্ষয়, তোমার স্বভাবটা বড়ো সন্দিদ্ধ। প্রমাণ না পাইয়া কেন তুমি--”

অক্ষয় আপনাকে দমন করিতে জানে, কিন্তু উত্তরোত্তর আঘাতে আজ তাহার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, “দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে। আমি সৎপাত্রের প্রতি ঈর্ষ্যা করি, আমি সাধুলোককে সন্দেহ করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের ফিলজফি পড়াইবার মতো বিদ্যা আমার নাই এবং তাঁহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিবার স্পর্ধাও আমি রাখি না-- আমি সাধারণ দশ জনের মধ্যেই গণ্য-- কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, আপনাদের অনুগত। রমেশবাবুর সঙ্গে আর-কোনো বিষয়ে আমার তুলনা হইতে পারে না-- কিন্তু এইটুকুমাত্র অহংকার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনোদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই। আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া আমি শিক্ষা চাহিতে পারি, কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ কথার কী অর্থ, তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।”

চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতরে গঙ্গায়মুনার মতো সাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটার কল্লোল একসঙ্গে মিশিয়া তাহার বিশ্রামক্ষণকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

বারকয়েক পাশ ফিরিয়া সে উঠিয়া পড়িল। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল তাহাদের জনশূন্য গলির এক পাশে বাড়িগুলির ছায়া, আর-এক পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখা।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা নিত্য, যাহা শান্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, রমেশের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যে শব্দবিহীন সীমাবিহীন মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কর্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন্ অশ্রুত সংগীতের অপরূপ তালে বিশ্বরঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে-- রমেশ সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর যুগল প্রেমকে এই নক্ষত্রদীপালোকিত নিখিলের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিল।

রমেশ তখন ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিল। অন্নদাবাবুর বাড়ির দিকে চাহিল। সমস্ত নিস্তব্ধ। বাড়ির দেয়ালের উপরে, কার্নিসের নীচে, জানালা-দরজার খাঁজের মধ্যে, চুনবালি-খসা ভিতের গায়ে জ্যোৎস্না এবং ছায়া বিচিত্র আকারের রেখা ফেলিয়াছে।

এ কী বিস্ময়! এই জনপূর্ণ নগরের মধ্যে ঐ সামান্য গৃহের ভিতরে একটি মানবীর বেশে এ কী বিস্ময়! এই রাজধানীতে কত ছাত্র, কত উকিল, কত প্রবাসী ও নিবাসী আছে, তাহার মধ্যে রমেশের মতো একজন সাধারণ লোক কোথা হইতে একদিন আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রে ঐ বাতায়নে একটি বালিকার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া জীবনকে ও জগৎকে এক অপরিসীম-আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিল-- এ কী বিস্ময়! হৃদয়ের ভিতরে আজ এ কী বিস্ময়, হৃদয়ের বাহিরে আজ এ কী বিস্ময়!

অনেক রাত্রি পর্যন্ত রমেশ ছাদে বেড়াইল। ধীরে ধীরে কখন এক সময়ে খণ্ড-চাঁদ সম্মুখের বাড়ির আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে রাত্রির কালিমা ঘনীভূত হইল-- আকাশ তখনো বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুবর্ণ।

রমেশের ক্লান্ত শরীর শীতে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল জীবনের রণক্ষেত্রে কাল আবার সংগ্রাম করিতে বাহির হইতে হইবে। ঐ আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চেষ্ঠার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ শান্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ঐ অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্মের মধ্যে চিরবিশ্রামে বিলীন-- তবু মানুষের আনাগোনা যোঝাযুঝির অন্ত নাই, সুখে-দুঃখে বাধায়-বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। এক দিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর-এক দিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম-- দুই একই কালে একসঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রমেশের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে

রমেশ বিশ্বেলোকের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রেমের যে একটি শাশ্বত সম্পূর্ণ শান্ত মূর্তি দেখিয়াছিল, সেই প্রেমকেই ক্ষণকাল পরে সংসারের সংঘর্ষে, জীবনের জটিলতায়, পদে-পদে ক্ষুধা ক্ষুণ্ণ দেখিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্টা সত্য, কোন্টা মায়া ?

পরদিন সকালের গাড়িতে যোগেন্দ্র পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ শনিবার, কাল রবিবারে হেমনলিনীর বিবাহের কথা। কিন্তু যোগেন্দ্র তাহাদের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া উৎসবের স্বাদগন্ধ কিছুই পাইল না। যোগেন্দ্র মনে করিয়া আসিতেছিল এতক্ষণে তাহাদের বাসার বারান্দার উপর দেবদারুপাতার মালা ঝোলানো শুরু হইয়াছে-- কাছে আসিয়া দেখিল, শ্রীহীন মালিন্যে পাশের বাড়ির সঙ্গে তাহাদের বাড়ির কোনো প্রভেদ নাই।

ভয় হইল পাছে কাহারো অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখিল চায়ের টেবিলে তাহার জন্য আহাৰাদি প্রস্তুত রহিয়াছে এবং অন্নদাবাবু অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

যোগেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, “হেম কেমন আছে?”

অন্নদা। ভালো।

যোগেন্দ্র। বিবাহের কী হইল?

অন্নদা। কাল রবিবারের পরের রবিবারে হইবে।

যোগেন্দ্র। কেন?

অন্নদা। কেন, তাহা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো। রমেশ আমাদের কেবল এইটুকু জানাইয়াছে যে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ রবিবারে বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র তাহার অক্ষম বাপের উপরে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, “বাবা, আমি না থাকিলে তোমাদের নানান গলদ ঘটে। রমেশের আবার প্রয়োজন কিসের? সে স্বাধীন। তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই বলিলেই হয়। যদি তাহার বৈষয়িক বিশেষ কোনো গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা দেখি না। রমেশকে তুমি এত সহজে ছাড়িয়া দিলে কেন?”

অন্নদা। আচ্ছা, বেশ তো, সে তো এখনো পালায় নাই-- তুমিই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখো-না।

যোগেন্দ্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক পেয়ালা গরম চা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “আহা যোগেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের? তোমার যে খাওয়া হইল না।”

সে কথা যোগেন্দ্রের কানে পৌঁছিল না। সে রমেশের বাসায় ঢুকিয়া সশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।-- “রমেশ! রমেশ!”-- রমেশের কোনো সাড়া নাই। ঘরে ঘরে খুঁজিয়া দেখিল-- রমেশ শুইবার ঘরে নাই, বসিবার ঘরে নাই, ছাদে নাই, একতলায় নাই। অনেক ডাকাডাকির পর বেহারাটাকে সন্ধান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু কোথায়?”

বেহারা কহিল, “বাবু তো ভোরে বাহির হইয়া গেছেন।”

যোগেন্দ্র। কখন আসিবে?

বেহারা জানাইল-- বাবু তাহার কতক-কতক কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেছেন। বলিয়া গেছেন ফিরিয়া আসিতে তাহার চার-পাঁচ দিন দেরি হইতে পারে। কোথায় গেছেন তাহা বেহারা জানে না।

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইল ?”

যোগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, “হইবে আর কী, যাহার সঙ্গে আজ বাদে কাল মেয়ের বিবাহ দিবে তাহার কী কাজ পড়িয়াছে, সে কখন কোথায় থাকে, তাহার খোঁজখবর তোমরা কিছুই রাখ না। অথচ তোমার বাড়ির পাশেই তাহার বাসা।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কেন, কাল রাত্রেও তো রমেশ ঐ বাসাতেই ছিল।”

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, “তোমরা জান না সে কোথায় যাইবে, তাহার বেহারা জানে না সে কোথায় গেছে, এ কিরকম লুকোচুরি ব্যাপার চলিতেছে? আমার কাছে এ তো কিছুই ভালো ঠেকিতেছে না। বাবা, তুমি এমন নিশ্চিত আছ কী করিয়া?”

অন্নদাবাবু এই ভর্ৎসনায় হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইবার চেষ্টা করিলেন। গম্ভীর মুখ করিয়া কহিলেন, “তাই তো, এ-সব কী?”

কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেশ অনায়াসে কাল রাত্রে অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে কথা তাহার মনে উদয়ও হয় নাই। ঐ-যে সে ‘বিশেষ প্রয়োজন আছে’ বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার সকল কথা বলা হইয়া গেছে এইরূপ রমেশের ধারণা। ঐ এক কথাতেই আপাতত সকল রকমের ছুটি পাইয়াছে জানিয়া সে তাহার উপস্থিত কর্তব্যসাধনে বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনী কোথায়?

অন্নদাবাবু। সে আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া উপরেই গেছে।

যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশের এই-সমস্ত অদ্ভুত আচরণে বেচারার বোধ হয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আছে- - সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে পালাইয়া রহিয়াছে।”

সংকুচিত ও ব্যথিত হেমনলিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য যোগেন্দ্র উপরে গেল। হেমনলিনী তাহাদের বড়ো ঘরে টোকির উপরে চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিল। যোগেন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার ভান করিল। যোগেন্দ্র ঘরে আসিতেই বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল, “এই-যে দাদা, কখন এলে? তোমাকে তো তেমন বিশেষ ভালো দেখাইতেছে না।”

যোগেন্দ্র টোকিতে বসিয়া-পড়িয়া কহিল, “ভালো দেখাইবার তো কথা নয়। আমি সব কথা শুনিয়াছি হেম! কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি কোনো চিন্তা করিয়ো না। আমি ছিলাম না বলিয়াই এইরকম গোলমাল ঘটতে পারিয়াছে। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আচ্ছা হেম, রমেশ তোমাকে কোনো কারণ বলে নাই?”

হেমনলিনী মুশকিলে পড়িল। রমেশ সম্বন্ধে এই-সকল সন্দিক্ধ আলোচনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ তাহাকে বিবাহদিন পিছাইবার কোনো কারণ বলে নাই, এ কথা যোগেন্দ্রকে বলিতে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ মিথ্যা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। হেমনলিনী কহিল, “তিনি আমাকে কারণ বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমি শোনা দরকার মনে করি নাই।”

যোগেন্দ্র মনে করিল, ইহা গুরুতর অভিমানের কথা এবং এরূপ অভিমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কহিল, “আচ্ছা, তুমি কিছুই ভয় করিয়ো না, ‘কারণ’ আমি আজই বাহির করিয়া আনিব।”

হেমনলিনী কোলের বইখানার পাতা অনাবশ্যক উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, “দাদা, আমি ভয় কিছুই করি না। ‘কারণ’ বাহির করিবার জন্য তুমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কর, এমন আমার ইচ্ছা নয়।”

যোগেন্দ্র ভাবিল, ইহাও অভিমানের কথা। কহিল, “আচ্ছা, সে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।”

বলিয়া তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

হেমনলিনী তখনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, “না দাদা, এ কথা লইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে পারিবে না। তোমরা তাঁহাকে যাহাই মনে কর-না কেন, আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না।”

তখন যোগেন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, এ তো অভিমানের মতো শুনাইতেছে না। তখন স্মেনহমিশ্রিত করুণায় তাহার মনে মনে হাসি পাইল। ভাবিল, ইহাদের সংসারের জ্ঞান কিছুই নাই; এ দিকে পড়াশুনা এত করিয়াছে, পৃথিবীর খোঁজখবরও অনেক রাখে, কিন্তু কোন্‌খানে সন্দেহ করিতে হইবে সে অভিজ্ঞতাটুকুও ইহার হয় নাই। এই নিঃসংশয় নির্ভরের সহিত রমেশের ছদ্মব্যবহারের তুলনা করিয়া যোগেন্দ্র মনে মনে রমেশের উপর আরো চটিয়া উঠিল। ‘কারণ’ বাহির করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার মনে আরো দৃঢ় হইল। যোগেন্দ্র দ্বিতীয় বার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেমনলিনী কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “দাদা, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, তাঁহার কাছে এ-সব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “সে দেখা যাইবে।”

হেমনলিনী। না দাদা, দেখা যাইবে না। আমার কাছে কথা দিয়া যাও। আমি তোমাদের নিশ্চয় বলিতেছি তোমাদের কোনো চিন্তার বিষয় নাই। একটিবার আমার এই একটি কথা রাখো।”

হেমনলিনীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেন্দ্র ভাবিল তবে নিশ্চয় রমেশ হেমের কাছে সকল কথা বলিয়াছে, কিন্তু হেমকে যাহা-তাহা বলিয়া ভুলানো তো শক্ত নয়। কহিল, “দেখো হেম, অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের যাহা কর্তব্য তাহা করিতে হইবে তো। তোমার সঙ্গে তার যদি কিছু বোঝাপড়া হইয়া থাকে সে তোমারই জান, কিন্তু সেই হইলেই তো যথেষ্ট হইল না-- আমাদের সঙ্গেও তাহার বোঝাপড়া করিবার আছে। সত্য কথা বলিতে কি হেম, এখন তোমার চেয়ে আমাদেরই সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ার সম্পর্ক বেশি-- বিবাহ হইয়া গেলে তখন আমাদের বেশি কথা বলিবার থাকিবে না।”

এই বলিয়া যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ভালোবাসা যে আড়াল, যে আবরণ খোঁজে, সে আর রহিল না। হেমনলিনী ও রমেশের যে সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া দুই জনকে কেবল দুই জনেরই করিয়া দিবে, আজ তাহারই উপরে দশ জনের সন্দেহের কঠিন স্পর্শ আসিয়া বারংবার আঘাত করিতেছে। চারি দিকের এই-সকল আন্দোলনের অভিঘাতে হেমনলিনী এমনি ব্যথিত হইয়া আছে যে, আত্মীয়বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎমাত্রও তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে। যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে হেমনলিনী চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র বাহিরে যাইতেই অক্ষয় আসিয়া কহিল, “এই-যে, যোগেন আসিয়াছে। সব কথা শুনিয়াছ তো? এখন তোমার কী মনে হইতেছে?”

যোগেন্দ্র। মনে তো অনেক রকম হইতেছে, সে-সমস্ত অনুমান লইয়া মিথ্যা বাদানুবাদ করিয়া কী হইবে? এখন কি চায়ের টেবিলে বসিয়া মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার সময়?

অক্ষয়। তুমি তো জানই সূক্ষ্ম আলোচনাটা আমার স্বভাব নয়, তা মনস্তত্ত্বই বলো, দর্শনই বলো, আর কাব্যই বলো। আমি কাজের কথাই বুঝি ভালো-- তোমার সঙ্গে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

অধীরস্বভাব যোগেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, কাজের কথা হবে। এখন বলিতে পারো রমেশ কোথায়

গেছে ?”

অক্ষয় কহিল, “পারি।”

যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল, “কোথায় ?”

অক্ষয় কহিল, “এখন সে আমি তোমাকে বলিব না-- আজ তিনটার সময় একেবারে তোমাকে রমেশের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব।”

যোগেন্দ্র কহিল, “কাণ্ডখানা কী বলো দেখি। তোমরা সবাই যে মূর্তিমান হেঁয়ালি হইয়া উঠিলে। আমি এই ক’দিন মাত্র বেড়াইতে গেছি, সেই সুযোগে পৃথিবীটা এমন ভয়ানক রহস্যময় হইয়া উঠিল ! না না অক্ষয়, অমন ঢাকাঢাকি করিলে চলিবে না।”

অক্ষয়। শুনিয়া খুশি হইলাম। ঢাকাঢাকি করি নাই বলিয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অচল হইয়া উঠিয়াছে-- তোমার বোন তো আমার মুখ দেখা বন্ধ করিয়াছেন, তোমার বাবা আমাকে সন্দিক্ধপ্রকৃতি বলিয়া গালি দেন, আর রমেশবাবুও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন না। এখন কেবল তুমিই বাকি আছ। তোমাকে আমি ভয় করি-- তুমি সূক্ষ্ম আলোচনার লোক নও, মোটা কাজটাই তোমার সহজে আসে-- আমি কহিল মানুষ, তোমার ঘা আমার সহ্য হইবে না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তোমার ঐ-সকল প্যাঁচালো চাল আমার ভালো লাগে না। বেশ বুঝিতেছি একটা কী খবর তোমার বলিবার আছে, সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দর-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন ? সরলভাবে বলিয়া ফেলো, চুকিয়া যাক।

অক্ষয়। আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলি-- তুমি অনেক কথাই জান না।

রমেশ দরজিপাড়ায় যে বাসায় ছিল, সে বাসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহা আর-কাহাকেও ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে রমেশ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। সে এই কয়েক মাস সংসারের বাহিরে উধাও হইয়া গিয়াছিল, লাভক্ষতিকে বিচারের মধ্যেই আনে নাই।

আজ সে প্রত্যুষে সেই বাসায় গিয়া ঘর-দুয়ার সাফ করাইয়া লইয়াছে, তত্ত্বপোশের উপর বিছানা পাতাইয়াছে এবং আহালাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ ইস্কুলে ছুটির পর কমলাকে আনিতে হইবে।

সে এখনো দেরি আছে। ইতিমধ্যে রমেশ তত্ত্বপোশের উপর চিত হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। এটোয়া সে কখনো দেখে নাই-- কিন্তু পশ্চিমের দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন নহে। শহরের প্রান্তে তাহার বাড়ি-- তরুশ্রেণীদ্বারা ছায়াখচিত বড়ো রাস্তা তাহার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া গেছে-- রাস্তার ও পারে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মাঝে মাঝে কূপ, মাঝে মাঝে পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য মাচা বাঁধা। ক্ষেত্রসেচনের জন্য গোরু দিয়া জল তোলা হইতেছে, সমস্ত মধ্যাহ্নে তাহার করুণ শব্দ শোনা যায়-- রাস্তা দিয়া প্রচুর ধুলা উড়াইয়া মাঝে মাঝে একগাডি ছুটিয়াছে, তাহার বন্ বন্ শব্দে রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জাগিয়া উঠিতেছে। এই সুদূর প্রবাসের প্রথর তাপ, উদাস মধ্যাহ্ন ও শূন্য নির্জনতার মধ্যে সে তাহার রুদ্ধদ্বার বাংলাঘরে সমস্ত দিন হেমনলিনীকে একা কল্পনা করিতে গেলে ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পাশে চিরসখীরূপে কমলাকে দেখিয়া সে আরামবোধ করিল।

রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সুযোগ বুঝিয়া সক্রম স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে, যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব কমলার জীবনের এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পরে সেই দূর বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোনোপ্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।

তখন দ্বিপ্রহরে গলি নিস্তরু ; যাহারা আপিসে যাইবার, তাহারা আপিসে গেছে, যাহারা না যাইবার, তাহারা দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে-- আগামী ছুটির উল্লাস এখনি যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে। রমেশ তাহার নির্জন বাসায় নিস্তরু মধ্যাহ্নে সুখের ছবি উত্তরোত্তর ফলাও করিয়া আঁকিতে লাগিল।

এমন সময়ে খুব একটা ভারী গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সে গাড়ি রমেশের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। রমেশ বুঝিল, ইস্কুলের গাড়ি কমলাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতেছে। তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কী ভাবে কথাবার্তা হইবে, কমলাই বা রমেশকে কী ভাবে গ্রহণ করিবে, হঠাৎ এই চিন্তা তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

নীচে তাহার দুই জন চাকর ছিল-- প্রথমে তাহারা ধরাধরি করিয়া কমলার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়া বারান্দায় রাখিল-- তাহার পশ্চাতে কমলা ঘরের দ্বারের সম্মুখ পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,

ভিতরে প্রবেশ করিল না।

রমেশ কহিল, “কমলা, ঘরে এসো।”

কমলা একটা সংকোচের আক্রমণ কাটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুটির সময়ে রমেশ তাহাকে বিদ্যালয়ে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই ঘটনায় এবং কয়েক মাসের বিচ্ছেদে রমেশের সঙ্গে তাহার যেন একটু মনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। তাই কমলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা দরজার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

রমেশ কমলাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল। যেন তাহাকে আর-একবার নূতন করিয়া দেখিল। এই কয় মাসে তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনতি-পল্লবিতা লতার মতো সে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির অপরিষ্কৃত সর্বাঙ্গে প্রচুর স্বাস্থ্যের যে একটি পরিপুষ্টতা ছিল, সে কোথায় গেল? তাহার গোলগাল মুখটি ঝরিয়া লম্বা হইয়া একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার গালদুটি পূর্বের শ্যামাভ চিক্ণতা ত্যাগ করিয়া কোমল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার গতিবিধি-ভাবভঙ্গিতে কোনোপ্রকার জড়তা নাই। আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে ঈষৎ-বন্ধিম-মুখে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপরে শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই, অগ্রভাগে লাল ফিতার গ্রন্থিবান্ধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিকে হলদে রঙের মেরিনোর শাড়ি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেঁটন করিয়াছে-- তখন রমেশ তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কমলার সৌন্দর্য এই কয় মাসে রমেশের মনে আবছায়ার মতো হইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই সৌন্দর্য নবতর বিকাশ লাভ করিয়া হঠাৎ তাহাকে চমক লাগাইয়া দিল। সে যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

রমেশ কহিল, “কমলা, বোসো।”

কমলা একটা চৌকিতে বসিল। রমেশ কহিল, “ইস্কুলে তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে?”

কমলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, “বেশ।”

রমেশ ভাবিতে লাগিল এইবার কী বলা যাইবে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; কহিল, “বোধ হয় অনেকক্ষণ খাও নাই। তোমার খাবার তৈরি আছে। এইখানেই আনিতে বলি?”

কমলা কহিল, “খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

রমেশ কহিল, “একটু কিছু খাইবে না? মিষ্টি না খাও তো ফল আছে-- আতা, আপেল, বেদানা--”

কমলা কোনো কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল।

রমেশ আর-একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কমলা তখন ঈষৎ মুখ নত করিয়া তাহার ইংরাজিশিক্ষার বহি হইতে ছবি দেখিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতো নিজের চারি দিকের সুপ্ত সৌন্দর্যকে জাগাইয়া তোলে। শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের দিন যেন আকার ধারণ করিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে-- তেমনি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারি দিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল-- অথচ সে নিজে ইহার কিছুই না জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাহার পড়িবার বইয়ের ছবি দেখিতেছিল।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া একটা থালায় কতকগুলি আপেল, নাসপাতি, বেদানা লইয়া উপস্থিত করিল। কহিল, “কমলা, তুমি তো খাবে না দেখিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি

তো আর সবুর করিতে পারি না।”

শুনিয়া কমলা একটুখানি হাসিল। এই অকস্মাৎ হাসির আলোকে উভয়ের ভিতরকার কুয়াশা যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল।

রমেশ ছুরি লইয়া আপেল কাটিতে লাগিল। কিন্তু কোনোপ্রকার হাতের কাজে রমেশের কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। তাহার এক দিকে ক্ষুধার আগ্রহ, অন্য দিকে এলোমেলো কাটিবার ভঙ্গি দেখিয়া বালিকার ভারি হাসি পাইল-- সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমেশ এই হাস্যোচ্ছ্বাসে খুশি হইয়া কহিল, “আমি বুঝি ভালো কাটিতে পারি না, তাই হাসিতেছ? আচ্ছা, তুমি কাটিয়া দাও দেখি, তোমার কিরূপ বিদ্যা।”

কমলা কহিল, “বাঁটি হইলে আমি কাটিয়া দিতে পারি, ছুরিতে পারি না।”

রমেশ কহিল, “তুমি মনে করিতেছ বাঁটি এখানে নাই?” চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাঁটি আছে?”

সে কহিল, “আছে-- রাত্রে আহারের জন্য সমস্ত আনা হইয়াছে।”

রমেশ কহিল, “ভালো করিয়া ধুইয়া একটা বাঁটি লইয়া আয়।”

চাকর বাঁটি লইয়া আসিল। কমলা জুতা খুলিয়া বাঁটি পাতিয়া নীচে বসিল এবং হাসিমুখে নিপুণহস্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফলের খোসা ছাড়াইয়া চাকলা চাকলা করিয়া কাটিতে লাগিল। রমেশ তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া ফলের খণ্ডগুলি থালায় ধরিয়া লইল।

রমেশ কহিল, “তোমাকেও খাইতে হইবে।”

কমলা কহিল, “না।”

রমেশ কহিল, “তবে আমিও খাইব না।”

কমলা রমেশের মুখের উপরে দুই চোখ তুলিয়া কহিল, “আচ্ছা, তুমি আগে খাও, তার পরে আমি খাইব।”

রমেশ কহিল, “দেখিও, শেষকালে ফাঁকি দিয়ো না।”

কমলা গভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, সত্যি বলিতেছি, ফাঁকি দিব না।”

বালিকার এই সত্যপ্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া রমেশ থালা হইতে এক টুকরা ফল লইয়া মুখে পুরিয়া দিল।

হঠাৎ তাহার চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ দেখিল, তাহার সম্মুখেই দ্বারের বাহিরে যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত।

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, মাপ করিবেন-- আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানে বুঝি একলাই আছেন। যোগেন, খবর না দিয়া হঠাৎ এমন করিয়া আসিয়া পড়াটা ভালো হয় নাই। চলো, আমরা নীচে বসি গিয়া।”

বাঁটি ফেলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ঘর হইতে পালাইবার পথেই দুজনে দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেন্দ্র একটুখানি সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কমলার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইল না-- তাহাকে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। কমলা সংকুচিত হইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশ, এই মেয়েটি কে ?”

রমেশ কহিল, “আমার একটি আত্মীয়।”

যোগেন্দ্র কহিল, “কী রকমের আত্মীয় ? বোধ হয় গুরুজন কেহ হইবেন না, স্নেহের সম্পর্কও বোধ হইল না। তোমার সকল আত্মীয়ের কথাই তো তোমার কাছ হইতে শুনিয়াছি-- এ আত্মীয়ের তো কোনো বিবরণ শুনি নাই।”

অক্ষয় কহিল, “যোগেন, এ তোমার অন্যায়-- মানুষের কি এমন কোনো কথা থাকিতে পারে না যাহা বন্ধুর কাছেও গোপনীয় ?”

যোগেন্দ্র। কী রমেশ, অত্যন্ত গোপনীয় নাকি ?

রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে কহিল, “হাঁ গোপনীয়। এই মেয়েটির সম্বন্ধে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।”

যোগেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছা করি। হেমের সহিত যদি তোমার বিবাহের প্রস্তাব না হইত, তবে কার সঙ্গে তোমার কতটা-দূর আত্মীয়তা গড়াইয়াছে তাহা লইয়া এত তোলাপাড়া করিবার কোনো প্রয়োজন হইত না-- যাহা গোপনীয় তাহা গোপনেই থাকিত।

রমেশ কহিল, “এইটুকু পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি-- পৃথিবীতে কাহারো সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই যাহাতে হেমলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বন্ধ হইতে আমার কোনো বাধা থাকিতে পারে।”

যোগেন্দ্র। তোমার হয়তো কিছুতেই বাধা না থাকিতে পারে, কিন্তু হেমলিনীর আত্মীয়দের থাকিতে পারে। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যার সঙ্গে তোমার যেকোনো আত্মীয়তা থাক-না কেন তাহা গোপনে রাখিবার কী কারণ আছে ?

রমেশ। সেই কারণটি যদি বলি, তবে গোপনে রাখা আর চলে না। তুমি আমাকে ছেলেবেলা হইতে জান-- কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া সুদ্ধ আমার কথার উপরে তোমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র। এই মেয়ের নাম কমলা কি না ?

রমেশ। হাঁ।

যোগেন্দ্র। ইহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ কি না ?

রমেশ। হাঁ, দিয়াছি।

যোগেন্দ্র। তবু তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে ? তুমি আমাদিগকে জানাইতে চাও এই মেয়েটি তোমার স্ত্রী নহে, অন্য সকলকে জানাইয়াছ এই তোমার স্ত্রী-- ইহা ঠিক সত্যপরাণতার দৃষ্টান্ত নহে।

অক্ষয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নীতিবোধে এ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে না, কিন্তু ভাই যোগেন, সংসারে দুই পক্ষের কাছে দুইরকম কথা বলা হয়তো অবস্থা বিশেষে আবশ্যিক হইতে পারে। অন্তত তাহার

मध्ये एकटा सत्य हॊयाइ संभव । हयतो रमेशबाबु तोमादिकाके येटा बलितेहेन सेइटेइ सत्य ।

रमेश । आमि तोमादिकाके कोनो कथाइ बलितेहि ना । आमि केवल एइ कथा बलितेहि, हेमनलिनीर सहित विवाह आमार कर्तव्यविरुद्ध नहे । कमला संस्र्के तोमादेर संज्ञे सकल कथा आलोचना करिबार गुरुरतर वाधा आछे-- तोमरा आमाके संदेह करिलेओ से अन्याय आमि किछुते करिते पारिब ना । आमार निजेर सुख-दुःख मान-अपमानेर विषय हइले आमि तोमादेर काछे गोपन करिताम ना, किंस्तु अन्येर प्रति अन्याय करिते पारि ना ।

योगेन्द्र । हेमनलिनीके सकल कथा बलियाछ ?

रमेश । ना । विवाहेर परे तांहाके बलिब एइरूप कथा आछे-- यदि तिनि इच्छा करेन, एखनो तांहाके बलिते पारि ।

योगेन्द्र । आछा, कमलाके ए संस्र्के दुइ-एकटा प्रश्न करिते पारि ?

रमेश । ना, कोनोमतेइ ना । आमाके यदि अपराधी बलिया ज्ञान कर तबे आमार संस्र्के यथोचित विधान करिते पार, किंस्तु तोमादेर संस्र्मुखे प्रश्नोत्तर करिबार जन्य निर्दोषी कमलाके दांड कराइते पारिब ना ।

योगेन्द्र । काहाकेओ प्रश्नोत्तर करिबार कोनो प्रयोजन नाइ । याहा जानिबार जानियाछि । प्रमाण यथेष्ट हइयाछे । एखन तोमाके आमि स्पष्टइ बलितेहि-- इहार परे आमादेर वाडिंते यदि प्रवेशेर चेष्टा कर, तबे तोमाके अपमानित हइते हइबे ।

रमेश पांशुवर्णमुखे सुद्ध हइया बसिया रहिल ।

योगेन्द्र कहिल, “आर-एकटि कथा आछे, हेमके तुमि चिठि लिखिते पारिबे ना-- ताहार संज्ञे प्रकाशे वा गोपने तोमार सुदूर संस्र्क ओ थाकिबे ना । यदि चिठि लेख, तबे ये कथा तुमि गोपन राखिते चाहितेछ सेइ कथा आमि संस्र्क प्रमाणेर सहित सर्वसाधारणेर काछे प्रकाश करिब । एखन यदि केह आमादेर जिज्ञासा करे तोमार संज्ञे हेमेर विवाह केन भाडिया गेल, आमि बलिब ए विवाहे आमार संस्र्क नाइ बलिया भाडिया दियाछि-- भितरकार कथाटा बलिब ना । किंस्तु तुमि यदि सावधान ना हओ, तबे संस्र्क कथा बाहिर हइया याइबे । तुमि एमन पाषण्डेर मतो व्यवहार करियाछ, तबु ये आमि आपनाके दमन करिया राखियाछि से तोमार उपरे दया करिया नहे-- इहार मध्ये आमार बोन हेमेर संस्र्क आछे बलियाइ तुमि एत सहजे निष्कृति पाइले । एखन तोमार काछे आमार एइ शेष वस्तुवा ये, कोनोकाले हेमेर संज्ञे तोमार ये कोनो परिचय छिल, तोमार कथाय-वार्ताय वा व्यवहारे ताहार येन कोनो प्रमाण ना पाओया यय । ए संस्र्के तोमाके सत्य कराइया लइते पारिलाम ना, कारण, एत मिथ्यार परे सत्य तोमार मुखे मानाइबे ना । तबे एखनो यदि लज्जा थाके, अपमानेर भय थाके, तबे आमार एइ कथाटा भ्रमेओ अवहेला करियो ना ।”

अक्षय । आहा, योगेन, आर केन ? रमेशबाबु निरुत्तर हइया आछेन, तबु तोमार मने एकटु दया हइतेछे ना ? एइवार चलो । रमेशबाबु, किछु मने करिबेन ना, आमरा एखन आसि ।

योगेन्द्र-अक्षय चलिया गेल । रमेश काठेर मूर्तिर मतो कठिन हइया बसिया रहिल । हतबुद्धि-भावटा काटिया गेले ताहार इच्छा करिते लागिल, बासा हइते बाहिर हइया गिया द्रुतबेगे पदचारणा करिते करिते संस्र्क अवस्थाटा एकवार भाबिया लय । किंस्तु ताहार मने पडिया गेल कमला आछे, ताहाके बासाय एकला फेलिया राखिया याओया यय ना ।

রমেশ পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, কমলা রাস্তার দিকের জানালার একটা খড়খড়ি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রমেশের পদশব্দ শুনিয়া সে খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেশ মেজের উপরে বসিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উহারা দুজনে কে ? আজ সকালে আমাদের ইস্কুলে গিয়াছিল।”

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, “ইস্কুলে গিয়াছিল ?”

কমলা কহিল, “হাঁ। উহারা তোমাকে কী বলিতেছিল ?”

রমেশ কহিল, “আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল তুমি আমার কে হও ?”

কমলা যদিও শৃশুরবাড়ির অনুশাসনের অভাবে এখনো লজ্জা করিতে শেখে নাই, তবু আশৈশব-সংস্কার-বশে রমেশের এই কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, “আমি উহাদিগকে উত্তর করিয়াছি, তুমি আমার কেউ হও না।”

কমলা ভাবিল, রমেশ তাহাকে অন্যায লজ্জা দিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া তর্জনস্বরে কহিল, “যাও !”

রমেশ ভাবিতে লাগিল, ‘কমলার কাছে সকল কথা কেমন করিয়া খুলিয়া বলিব।’

কমলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “ঐ যা, তোমার ফল কাকে লইয়া যাইতেছে।” বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া কাক তাড়াইয়া ফলের থালা লইয়া আসিল।

রমেশের সম্মুখে থালা রাখিয়া কহিল, “তুমি খাইবে না ?”

রমেশের আর আহারের উৎসাহ ছিল না, কিন্তু কমলার এই যত্নটুকু তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে কহিল, “কমলা, তুমি খাবে না ?”

কমলা কহিল, “তুমি আগে খাও !”

এইটুকু ব্যাপার, বেশি-কিছু নয়, কিন্তু রমেশের বর্তমান অবস্থায় এই হৃদয়ের কোমল আভাসটুকু তাহার বক্ষের ভিতরকার অশ্রু-উৎসে গিয়া যেন ঘা দিল। রমেশ কোনো কথা না বলিয়া জোর করিয়া ফল খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পালা সাজ হইলে রমেশ কহিল, “কমলা, আজ রাত্রে আমরা দেশে যাইব।”

কমলা চোখ নিচু, মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল, “সেখানে আমার ভালো লাগে না।”

রমেশ। ইস্কুলে থাকিতে তোমার ভালো লাগে ?

কমলা। না, আমাকে ইস্কুলে পাঠাইয়ো না। আমার লজ্জা করে। মেয়েরা আমাকে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

রমেশ। তুমি কী বল ?

কমলা। আমি কিছুই বলিতে পারি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কেন আমাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে রাখিতে চাহিয়াছ-- আমি--

কমলা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

রমেশ। তুমি কেন বলিলে না, তিনি আমার কেহই হন না।

কমলা রাগ করিয়া রমেশের মুখের দিকে কুটিল কটাক্ষে চাহিল-- কহিল, “যাও !”

আবার রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল কী করা যাইবে ? এ দিকে রমেশের বুকের ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মতো যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এতক্ষণে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে কী বলিল, হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া হেমনলিনীকে বুঝাইবে, হেমনলিনীর সহিত চিরকালের জন্য যদি তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তবে জীবন বহন করিবে কী করিয়া-- এই-সকল জ্বালাময় প্রশ্ন ভিতরে ভিতরে জমা হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ভালো করিয়া তাহা আলোচনা করিবার অবসর রমেশ পাইতেছিল না। রমেশ এটুকু বুঝিয়াছিল যে, কমলার সহিত রমেশের সম্বন্ধ কলিকাতায় তাহার বন্ধু ও শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। রমেশ যে কমলার স্বামী, এই গোলমালে সেই জনশ্রুতি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। এ সময়ে রমেশের পক্ষে কমলাকে লইয়া আর এক দিনও কলিকাতায় থাকা সংগত হইবে না।

অন্যমনস্ক রমেশের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ কমলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “তুমি কী ভাবিতেছ ? তুমি যদি দেশে থাকিতে চাও, আমি সেইখানেই থাকিব।”

বালিকার মুখে এই আত্মসংঘর্ষের কথা শুনিয়া রমেশের বুকে আবার ঘা লাগিল ; আবার সে ভাবিল কী করা যাইবে ? পুনর্বীর সে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিরন্তরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা মুখ গভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইস্কুলে থাকিতে চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ ? সত্য করিয়া বলো।”

রমেশ কহিল, “সত্য করিয়াই বলিতেছি, তোমার উপরে রাগ করি নাই, আমি নিজের উপরেই রাগ করিয়াছি।”

রমেশ ভাবনার জাল হইতে নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কমলার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, কমলা, ইস্কুলে এতদিন কী শিখিলে বলো দেখি।”

কমলা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজের শিক্ষার হিসাব দিতে লাগিল। সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা তাহার অগোচর নাই জানাইয়া যখন সে রমেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ গভীরমুখে ভূমণ্ডলের গোলত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল। কহিল, “এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে ?”

কমলা চক্ষু বিস্ময়িত করিয়া কহিল, “বাঃ, আমাদের বইয়ে লেখা আছে-- আমরা পড়িয়াছি।”

রমেশ আশ্চর্য জানাইয়া কহিল, “বল কী ! বইয়ে লেখা আছে ? কতবড়ো বই ?”

এই প্রশ্নে কমলা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, “বেশি বড়ো বই নয়, কিন্তু ছাপার বই। তাহাতে ছবিও দেওয়া আছে।”

এতবড়ো প্রমাণের পর রমেশকে হার মানিতে হইল। তার পরে কমলা শিক্ষার বিবরণ শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা, সেখানকার দৈনিক কার্যধারা লইয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া গেল। কখনো-বা কথার শেষ সূত্র ধরিয়া এক-আধটা প্রশ্নও করিল। এক সময়ে কমলা বলিয়া উঠিল, “তুমি আমার কথা কিছুই শুনিতেন না।” বলিয়া সে রাগ করিয়া তখনি উঠিয়া পড়িল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না না, কমলা, রাগ করিয়োনা-- আমি আজ ভালো নাই।”

ভালো নাই শুনিয়া তখনি কমলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “তোমার অসুখ করিয়াছে ? কী হইয়াছে ?”

রমেশ কহিল, “ঠিক অসুখ নয়-- ও কিছুই নয়-- আমার মাঝে মাঝে অমন হইয়া থাকে-- আবার এখনি চলিয়া যাইবে।”

কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্য কহিল, “আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে

ছবি আছে, দেখিবে ?”

রমেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল, “এই-যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিসের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায় ?”

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভান করিয়া কহিল, “চ্যাপ্টা জিনিসেরও দেখা যায় না।”

কমলা কহিল, “সেইজন্য এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।”

এমনি করিয়া সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

অন্নদাবাবু একান্তমনে আশা করিতেছিলেন-- যোগেন্দ্র ভালো খবর লইয়া আসিবে, সমস্ত গোলমাল অতি সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যোগেন্দ্র ও অক্ষয় যখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, অন্নদাবাবু ভীতভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তুমি যে রমেশকে এতদূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে দিবে, তাহা কে জানিত। এমন জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতাম না।”

অন্নদাবাবু। রমেশের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ তোমার অভিপ্রেত, এ কথা তুমি তো আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। বাধা দিবার ইচ্ছা যদি তোমার ছিল, তবে আমাকে--

যোগেন্দ্র। অবশ্য একেবারে বাধা দিবার কথা আমার মনে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া--

অন্নদাবাবু। ঐ দেখো, ওর মধ্যে ‘তাই বলিয়া’ কোথায় থাকিতে পারে? হয় অগ্রসর হইতে দিবে, নয় বাধা দিবে, এর মাঝখানে আর কী আছে?

যোগেন্দ্র। তাই বলিয়া একেবারে এতটা-দূর অগ্রসর--

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, “কতকগুলি জিনিস আছে, যা আপনার ঝোঁকেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে হয় না-- বাড়িতে বাড়িতে আপনিই বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু যা হইয়া গেছে তা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ কী? এখন, যা করা কর্তব্য তাই আলোচনা করো।”

অন্নদাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমেশের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে?”

যোগেন্দ্র। খুব দেখা হইয়াছে-- এত দেখা আশা করি নাই। এমন-কি, তার স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু নির্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হইল?”

যোগেন্দ্র। রমেশের স্ত্রী।

অন্নদাবাবু। তুমি কী বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ রমেশের স্ত্রী?

যোগেন্দ্র। আমাদের রমেশের। পাঁচ-ছয় মাস আগে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন সে বিবাহ করিতেই গিয়াছিল।

অন্নদাবাবু। কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হইল বলিয়া বিবাহ ঘটতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র। মৃত্যুর পূর্বেই বিবাহ হইয়া গেছে।

অন্নদাবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, “তবে তো আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না।”

যোগেন্দ্র। আমরা তো তাই বলিতেছি--

অন্নদাবাবু। তোমরা তো তাই বলিলে, এ দিকে যে বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়া গেছে-- এ রবিবারে হইল না বলিয়া পরের রবিবারে দিন স্থির করিয়া চিঠি বিলি হইয়া গেছে-- আবার

সেটা বন্ধ করিয়া ফের চিঠি লিখিতে হইবে ?

যোগেন্দ্র কহিল, “একেবারে বন্ধ করিবার দরকার কী-- কিছু পরিবর্তন করিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।”

অন্নদাবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “ওর মধ্যে পরিবর্তন কোন্‌খানটায় করিবে ?”

যোগেন্দ্র। যেখানে পরিবর্তন করা সম্ভব সেইখানেই করিতে হইবে। রমেশের বদলে আর কোনো পাত্র স্থির করিয়া আসছে রবিবারেই যেমন করিয়া হউক কর্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বলিয়া যোগেন্দ্র একবার অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল। অক্ষয় বিনয়ে মুখ নত করিল।

অন্নদাবাবু। পাত্র এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে ?

যোগেন্দ্র। সে তুমি নিশ্চিত থাকো।

অন্নদাবাবু। কিন্তু হেমকে তো রাজি করাইতে হইবে।

যোগেন্দ্র। রমেশের সমস্ত ব্যাপার শুনিলে সে নিশ্চয় রাজি হইবে।

অন্নদাবাবু। তবে যা তুমি ভালো বিবেচনা হয় তাই করো। কিন্তু রমেশের বেশ সংগতিও ছিল, আবার উপার্জনের মতো বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল। এই পরশু আমার সঙ্গে কথা ঠিক হইয়া গেল, সে এটোয়ায় গিয়া প্র্যাক্‌টিস করিবে, এর মধ্যে দেখো দেখি কী কাণ্ড !

যোগেন্দ্র। সেজন্য কেন চিন্তা করিতেছ বাবা, এটোয়াতে রমেশ এখনো প্র্যাক্‌টিস করিতে পারিবে। একবার হেমকে ডাকিয়া আনি, আর তো বেশি সময় নাই।

কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় ঘরের এক কোণে বইয়ের আলমারির আড়ালে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, “হেম, বোসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।”

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া চৌকিতে বসিল। সে জানিত তাহার একটা পরীক্ষা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র ভূমিকাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ তুমি কিছুই দেখিতে পাও না ?”

হেমনলিনী কোনো কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র। সে যে বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিল, তাহার এমন কি কারণ থাকিতে পারে যাহা আমাদের কারো কাছে বলা চলে না !

হেমনলিনী চোখ নিচু করিয়া কহিল, “কারণ অবশ্যই কিছু আছে।”

যোগেন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। কারণ তো আছেই, কিন্তু সে কি সন্দেহজনক না ?

হেমনলিনী আবার নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “না।”

তাহাদের সকলের চেয়ে রমেশের উপরেই এমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে যোগেন্দ্র রাগ করিল। সাবধানে ভূমিকা করিয়া কথা পাড়া আর চলিল না।

যোগেন্দ্র কঠিনভাবে বলিতে লাগিল, “তোমার তো মনে আছে, রমেশ মাস-ছয়েক আগে তাহার বাপের সঙ্গে দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেক দিন তাহার কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তুমি জান যে, যে রমেশ দুই বেলা আমাদের এখানে আসিত, যে বরাবর আমাদের পাশের বাড়িতে বাসা লইয়া ছিল, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারও দেখাও

করিল না, অন্য বাসায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল-- ইহা সত্ত্বেও তোমরা সকলে পূর্বের মতো বিশ্বাসেই তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিলে ! আমি থাকিলে এমন কি কখনো ঘটতে পারিত ?”

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল ।

যোগেন্দ্র । রমেশের এইরূপ ব্যবহারের কোনো অর্থ তোমরা খুঁজিয়া পাইয়াছ ? এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কি তোমাদের মনে উদয় হয় নাই ? রমেশের 'পরে এত গভীর বিশ্বাস !

হেমনলিনী নিরন্তর ।

যোগেন্দ্র । আচ্ছা, বেশ কথা-- তোমরা সরলস্বভাব, কাহাকেও সন্দেহ কর না-- আশা করি, আমার উপরেও তোমার কতকটা বিশ্বাস আছে । আমি নিজে ইস্কুলে গিয়া খবর লইয়াছি, রমেশ তাহার স্ত্রী কমলাকে সেখানে বোর্ডার রাখিয়া পড়াইতেছিল । ছুটির সময়েও তাহাকে সেখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল । হঠাৎ দুই-তিন দিন হইল, ইস্কুলের কর্ত্রীর নিকট হইতে রমেশ চিঠি পাইয়াছে যে, ছুটির সময়ে কমলাকে ইস্কুলে রাখা হইবে না । আজ তাহাদের ছুটি ফুরাইয়াছে-- কমলাকে ইস্কুলের গাড়ি দরজিপাড়ায় তাহাদের সাবেক বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে । সেই বাসায় আমি নিজে গিয়াছি । গিয়া দেখিলাম, কমলা বাঁটিতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া দিতেছে, রমেশ তাহার সুমুখে মাটিতে বসিয়া এক-এক টুকরা লইয়া মুখে পুরিতেছে । রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপারখানা কী ?' রমেশ বলিল, সে এখন আমাদের কাছে কিছুই বলিবে না । যদি রমেশ একটা কথাও বলিত যে, কমলা তাহার স্ত্রী নয়, তা হলেও না হয় সেই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনোমতে সন্দেহকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত । কিন্তু সে হাঁ-না কিছুই বলিতে চায় না । এখন, ইহার পরেও কি রমেশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চাও ?

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার যতটা জের আছে দুই হাতে টোকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে । মুহূর্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মূর্ছিত হইয়া টোকি হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল ।

অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তিনি ভুলুষ্ঠিতা হেমনলিনীর মাথা দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, “মা, কী হইল মা ! ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়ো না-- সব মিথ্যা ।”

যোগেন্দ্র তাহার পিতাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি হেমনলিনীকে একটা সোফার উপর তুলিল ; নিকটে কুঁজায় জল ছিল, সেই জল লইয়া তাহার মুখে-চোখে বারংবার ছিটাইয়া দিল, এবং অক্ষয় একখানা হাতপাখা লইয়া তাহাকে বেগে বাতাস করিতে লাগিল ।

হেমনলিনী অনতিকাল পরে চোখ খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল ; অন্নদাবাবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “বাবা, বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখন হইতে সরিয়া যাইতে বলো ।”

অক্ষয় পাখা রাখিয়া ঘরের বাহিরে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল । অন্নদাবাবু সোফার উপরে হেমনলিনীর পাশে বসিয়া তাহার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল একবার বলিলেন, “মা !”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ; তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল ; পিতার জানুর উপর বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার অসহ্য রোদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল । অন্নদাবাবু অশ্রুস্রব্দ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা ! রমেশকে

আমি খুব জানি-- সে কখনোই অবিশ্বাসী নয়, যোগেন নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে।”

যোগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না ; কহিল, “বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না। এখকার মতো কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ কষ্টে ফেলা হইবে। বাবা, হেমকে এখন কিছুক্ষণ ভাবিবার সময় দাও।”

হেমনলিনী তখনি পিতার জানু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “আমার যাহা ভাবিবার, সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিব না ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।”

এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অনন্দাবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিলেন ; কহিলেন, “পড়িয়া যাইবে।”

হেমনলিনী অনন্দাবাবুর হাত ধরিয়া তাহার শোবার ঘরে গেল। বিছানায় শুইয়া কহিল, “বাবা, আমাকে একটুখানি একলা রাখিয়া যাও, আমি ঘুমাইব।”

অনন্দাবাবু কহিলেন, “হরির মাকে ডাকিয়া দিব ? বাতাস করিবে ?”

হেমনলিনী কহিল, “বাতাসের দরকার নাই বাবা !”

অনন্দাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কন্যাটিকে ছয় মাসের শিশু-অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য, সেই চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মতো যে মেয়েটি এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অনিষ্ট-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মা, তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক, চিরদিন তুমি সুখে থাকো। তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালোবাস তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মতো প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, আমি যেন তোমার মার কাছে যাইতে পারি।” এই বলিয়া জামার প্রান্তে আর্দ্র চক্ষু মুছিলেন।

মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেন্দ্রের পূর্ব হইতেই যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল, আজ তাহা আরো দৃঢ় হইল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিশ্বাস করে না-- ইহাদিগকে লইয়া কী করা যাইবে ? দুইয়ে দুইয়ে যে চার হইবেই, তাহাতে মানুষের সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহা ইহারা স্থলবিশেষে অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারে। যুক্তি যদি কালোকে কালোই বলে, আর ইহাদের ভালোবাসা তাহাকে বলে সাদা, তবে যুক্তি-বেচারার উপরে ইহারা ভারি খাপা হইয়া উঠিবে। ইহাদিগকে লইয়া যে কী করিয়া সংসার চলে তাহা যোগেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

যোগেন্দ্র ডাকিল, “অক্ষয় !”

অক্ষয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্র কহিল, “সব তো শুনিয়াছ, এখন ইহার উপায় কী ?”

অক্ষয় কহিল, “আমাকে এ-সব কথার মধ্যে কেন মিছামিছি টানো ভাই ? আমি এতদিন কোনো কথাই বলি নাই, তুমি আসিয়াই আমাকে এই মুশকিলে ফেলিয়াছ।”

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, সে-সব নালিশের কথা পরে হইবে। এখন হেমনলিনীর কাছে রমেশকে নিজের মুখে সকল কথা কবুল না করাইলে উপায় দেখি না।

অক্ষয়। পাগল হইয়াছ ! মানুষ নিজের মুখে--

যোগেন্দ্র। কিম্বা যদি একটা চিঠি লেখে, তাহা হইলে আরো ভালো হয়। তোমাকে এই ভার লইতেই হইবে। কিন্তু আর দেরি করিলে চলিবে না।

অক্ষয় কহিল, “দেখি, কতদূর কী করিতে পারি।”

রাত্রি নয়টার সময় রমেশ কমলাকে লইয়া শেয়ালদহ-স্টেশনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় একটু ঘুরপথ দিয়া গেল। গাড়োয়ানকে অনাবশ্যক গোটাকতক গলি ঘুরাইয়া লইল। কলুটোলায় একটা বাড়ির কাছে আসিয়া আগ্রহসহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। পরিচিত বাড়ির তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

রমেশ এমন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যে, নিদ্রাবিষ্ট কমলা চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কী হইয়াছে?”

রমেশ উত্তর করিল, “কিছুই না।” আর কিছুই বলিল না; গাড়ির অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া কমলা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য কমলার অস্তিত্বকে রমেশের যেন অসহ্য বোধ হইল।

গাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছিল। একটি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ি পূর্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল; রমেশ ও কমলা তাহাতে উঠিল। এক দিকের বেঞ্চিতে কমলার জন্য বিছানা পাতিয়া গাড়ির বাতির নীচে পর্দা টানিয়া অন্ধকার করিয়া দিয়া রমেশ কমলাকে কহিল, “অনেকক্ষণ তোমার শোবার সময় হইয়া গেছে, এইখানে তুমি ঘুমাও।”

কমলা কহিল, “গাড়ি ছাড়িলে আমি ঘুমাইব, ততক্ষণ আমি এই জানালার ধারে বসিয়া একটু দেখিব?”

রমেশ রাজি হইল। কমলা মাথায় কাপড় টানিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকের আসনপ্রান্তে বসিয়া লোকজনের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। রমেশ মাঝের আসনে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। গাড়ি যখন সবে ছাড়িয়াছে এমন সময় রমেশ চমকিয়া উঠিল-- হঠাৎ মনে হইল, তাহার একজন চেনা লোক গাড়ির অভিমুখে ছুটিয়াছে।

পরক্ষণেই কমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেশ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল-- রেলওয়ে-কর্মচারীর বাধা কাটাইয়া একজন লোক কোনোক্রমে চলন্ত গাড়িতে উঠিয়াছে এবং টানাটানিতে তাহার চাদর কর্মচারীর হাতেই রহিয়া গেছে। চাদর লইবার জন্য সে ব্যক্তি যখন জানলা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইল তখন রমেশ স্পষ্ট চিনিতে পারিল, সে আর কেহ নয়, অক্ষয়।

এই চাদর-কাড়াকাড়ির দৃশ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমলার হাসি থামিতে চাহিল না।

রমেশ কহিল, “সাড়ে দশটা বাজিয়া গেছে, গাড়ি ছাড়িয়াছে, এইবার তুমি ঘুমাও।”

বালিকা বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিল, মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে রমেশের বিশেষ কৌতুকবোধ হইল না। রমেশ জানিত, কোনো পল্লিগ্রামের সহিত অক্ষয়ের কোনো সম্বন্ধ ছিল না; সে পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; আজ রাত্রে এমন উর্ধ্বশ্বাসে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে? রমেশ নিশ্চয় বুঝিল, অক্ষয় তাহারই অনুসরণে চলিয়াছে।

অক্ষয় যদি তাহাদের গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেখানে রমেশের স্বপক্ষবিপক্ষমণ্ডলীর মধ্যে এই কথা লইয়া একটা ঘাঁটাঘাঁটি হইতে থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ জঘন্য হইয়া উঠিবে,

তাহাই কল্পনা করিয়া রমেশের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের পাড়ায় কে কী বলিবে, কিরূপ ঘোঁট চলিবে, তাহা রমেশ যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিল। কলিকাতার মতো শহরে সকল অবস্থাতেই অন্তরাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লির গভীরতা কম বলিয়াই অল্প আঘাতেই তাহার আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠে। সেই কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল রমেশের মন ততই সংকুচিত হইতে লাগিল।

বারাকপুরে যখন গাড়ি থামিল রমেশ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় নামিল না। নৈহাটিতে অনেক লোক উঠানামা করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অক্ষয়কে দেখা গেল না। একবার বৃথা আশায় বগুলা স্টেশনেও রমেশ ব্যগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল-- অবরোধীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই। তাহার পরের আর-কোনো স্টেশনে অক্ষয়ের নামিবার কোনো সম্ভাবনা সে কল্পনা করিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে শান্ত হইয়া রমেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে গোয়ালন্দে গাড়ি পৌঁছিলে রমেশ দেখিল, অক্ষয় মাথায় মুখে চাদর জড়াইয়া একটা হাতব্যাগ লইয়া তাড়াতাড়ি স্টীমারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে স্টীমারে রমেশের উঠিবার কথা সে স্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে। কিন্তু অন্য ঘাটে আর-একটা স্টীমার গমনোন্মুখ অবস্থায় ঘন ঘন বাঁশি বাজাইতেছে। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “এ স্টীমার কোথায় যাইবে?”

উত্তর পাইল, “পশ্চিমে।”

“কতদূর পর্যন্ত যাইবে?”

“জল না কমিলে কাশী পর্যন্ত যায়।”

শুনিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ সেই স্টীমারে উঠিয়া কমলাকে একটা কামরায় বসাইয়া আসিল এবং তাড়াতাড়ি কিছু দুধ চাল ডাল এবং এক ছড়া কলা কিনিয়া লইল।

এ দিকে অক্ষয় অন্য স্টীমারে সকল আরোহীর আগে উঠিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেখান হইতে অন্যান্য যাত্রীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। যাত্রিগণের বিশেষ তাড়া ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার দেরি আছে-- তাহারা এই অবকাশে মুখ হাত ধুইয়া, স্নান করিয়া, কেহ কেহ বা তীরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। অক্ষয়ের কাছে গোয়ালন্দ পরিচিত নহে। সে মনে করিল নিকটে কোথাও হোটেল বা কিছু আছে, সেইখানে রমেশ কমলাকে খাওয়াইয়া লইতেছে।

অবশেষে স্টীমারে বাঁশি দিতে লাগিল। তখনো রমেশের দেখা নাই; কম্পমান তক্তার উপর দিয়া যাত্রীর দল জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘন ঘন বাঁশির ফুৎকারে লোকের তাড়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে রমেশের কোনো চিহ্ন নাই। যখন আরোহীর সংখ্যা শেষ হইয়া আসিল, তক্তা টানিয়া লইল এবং সারেং নোঙর তুলিবার হুকুম করিল, তখন অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, “আমি নামিয়া যাইব।” কিন্তু খালাসিরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ডাঙা দূরে ছিল না, অক্ষয় স্টীমার হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

তীরে উঠিয়া রমেশের কোনো খবর পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ হইল, গোয়ালন্দ হইতে সকালবেলাকার প্যাসেঞ্জার-ট্রেন কলিকাতা-অভিমুখে চলিয়া গেছে। অক্ষয় মনে মনে ভাবিল, কাল রাত্রে গাড়িতে উঠিবার সময়কার টানাটানিতে নিশ্চয় সে রমেশের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং রমেশ তাহার কোনো বিরুদ্ধ অভিসন্ধি অনুমান করিয়া দেশে না গিয়া আবার সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিয়া

গেছে। কলিকাতায় যদি কোনো লোক লুকাইবার চেষ্টা করে, তবে তো তাহাকে বাহির করাই কঠিন হইবে।

অক্ষয় সমস্তদিন গোয়ালন্দে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার ডাকগাড়িতে উঠিয়া পড়িল। পরদিন ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সে রমেশের দরজিপাড়ার বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ ; খবর লইয়া জানিল, সেখান কেহই আসে নাই।

কলুটোলায় আসিয়া দেখিল, রমেশের বাসা শূন্য। অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া যোগেন্দ্রকে কহিল, “পালাইয়াছে, ধরিতে পারিলাম না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “সে কী কথা ?”

অক্ষয় তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া রমেশ কমলাকে সুদ্ধ লইয়া পালাইয়াছে, এই খবরে রমেশের বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যোগেন্দ্র কহিল, “কিন্তু অক্ষয়, এ-সমস্ত যুক্তি কোনো কাজেই লাগিবে না। শুধু হেমনলিনী কেন, বাবা-সুদ্ধ ঐ এক বুলি ধরিয়াছেন-- তিনি বলেন, রমেশের নিজের মুখে শেষ কথা না শুনিয়া তিনি রমেশকে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এমন-কি, রমেশ আজও আসিয়া যদি বলে ‘আমি এখন কিছুই বলিব না’, তবু নিশ্চয় বাবা তাহার সঙ্গে হেমের বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের লইয়া আমি এমন মুশকিলে পড়িয়াছি। বাবা হেমনলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না ; হেম যদি আজ আবদার করিয়া বসে ‘রমেশের অন্য স্ত্রী থাক্-- আমি তাহাকেই বিবাহ করিব’, তবে বাবা বোধ হয় তাহাতেই রাজি হন। যেমন করিয়া হউক এবং যত শীঘ্র হউক, রমেশকে দিয়া কবুল করাইতেই হইবে। তোমার হতাশ হইলে চলিবে না। আমিই এ কাজে লাগিতে পারিতাম, কিন্তু কোনোপ্রকার ফন্দি আমার মাথায় আসে না, আমি হয়তো রমেশের সঙ্গে একটা মারামারি বাধাইয়া দিব। এখনো বুঝি তোমার মুখধোওয়া চা-খাওয়া হয় নাই ?”

অক্ষয় মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অন্নদাবাবু হেমনলিনীর হাত ধরিয়া চা খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয়কে দেখিবামাত্র হেমনলিনী ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কহিল, “হেমের এ ভারি অন্যায়। বাবা, তুমি উহার এইসকল অভদ্রতায় প্রশ্রয় দিয়ো না। উহাকে জোর করিয়া এখানে আনা উচিত। হেম ! হেম !”

হেমনলিনী তখন উপরে চলিয়া গেছে। অক্ষয় কহিল, “যোগেন, তুমি আমার কেস আরো খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি। উঁহার কাছে আমার সম্বন্ধে কোনো কথাটি কহিয়ো না। সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে, জবর্দস্তি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে।”

এই বলিয়া অক্ষয় চা খাইয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়ের ধৈর্যের অভাব ছিল না। যখন সমস্ত লক্ষণ তাহার প্রতিকূলে তখনো সে লাগিয়া থাকিতে জানে। তাহার ভাবেরও কোনো বিকার হয় না। অভিমান করিয়া সে মুখ গম্ভীর করে না বা দূরে চলিয়া যায় না। অনাদর-অবমাননায় সে অবিচলিত থাকে। লোকটা

ট্যাকসই। তাহার প্রতি যাহার ব্যবহার যেমনি হউক, সে টাঁকিয়া থাকে।

অক্ষয় চলিয়া গেলে আবার অনন্দাবাবু হেমনলিনীকে ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। আজ তাহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ, তাহার চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে চোখ নিচু করিল, যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে জানিত, যোগেন্দ্র তাহার ও রমেশের উপর রাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিচার করিতেছে। এইজন্য যোগেন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি-চোখোচোখি হওয়া তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ভালোবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তবু যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুরতই প্রথম হইতেই রমেশের ব্যবহারের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না-- তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁকড়িয়া রাখিল। কিন্তু হয়, জোর কি সকল সময় সমান থাকে ?

হেমনলিনীর পাশের ঘরেই রাত্র অনন্দাবাবু শুইয়াছিলেন। হেম যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। এক-এক বার তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে বলিতেছিলেন, “মা, তোমার ঘুম হইতেছে না ?” হেমনলিনী উত্তর দিতেছিল, “বাবা, তুমি কেন জাগিয়া আছ ? আমার ঘুম আসিতেছে, আমি এখন ঘুমাইয়া পড়িব।”

পরের দিন ভোরে উঠিয়া হেমনলিনী ছাদের উপর বেড়াইতেছিল। রমেশের বাসার একটি দরজা একটি জানলাও খোলা নাই।

সূর্য ক্রমে পূর্বদিকের সৌধশিখরমালার উপরে উঠিয়া পড়িল। হেমনলিনীর কাছে আজিকার এই নূতন-অভ্যুদিত দিনটি এমনি শুষ্ক শূন্য, এমনি আশাহীন আনন্দহীন ঠেকিল যে, সে সেই ছাদের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আজ সমস্তদিন কেহই আসিবে না, চায়ের সময় কাহাকেও আশা করিবার নাই, পাশের বাড়িতে কেহ একজন আছে, এই কল্পনা করিবার সুখটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেছে।

“হেম ! হেম !”

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সাড়া দিল, “কী বাবা !

অন্দাবাবু ছাদে উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, “আমার আজ উঠিতে দেরি হইয়া গেছে।”

অন্দাবাবু উৎকণ্ঠায় রাত্র ঘুমাতে পারেন নাই, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আলো চোখে লাগিতেই উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া হেমনলিনীর খবর লইতে গেলেন। দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। সকালে তাহাকে একলা বেড়াইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগিল। কহিলেন, “চলো মা, চা খাইবে চলো।”

চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া চা খাইবার ইচ্ছা হেমনলিনীর ছিল না। কিন্তু সে জানিত, কোনোরূপ নিয়মের অন্যথা তাহার বাপকে পীড়া দেয়। তা ছাড়া, প্রত্যহ সে নিজের হাতে তাহার

বাপের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দেয়, এই সেবাটুকু হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

নীচে গিয়া ঘরে পৌঁছিবাব পূর্বে যখন সে বাহির হইতে শুনিল যোগেন্দ্র কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে, তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল-- হঠাৎ মনে হইল, বুঝি রমেশ আসিয়াছে! এত সকালে আর কে আসিবে?

কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া যেই দেখিল অক্ষয়, অমনি সে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না-- তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দ্বিতীয়বার অন্নদাবাবু যখন তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন সে তাহার পিতার চৌকির পাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র হেমনলিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। হেম যে রমেশের জন্য এমন করিয়া শোক অনুভব করিবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরে যখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাহার এই শোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং সেও যেন সংসারের আর-সকলের নিকট হইতে অন্নদাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার অর্ধৈর্ষ্য আরো বাড়িয়া উঠিল।-- ‘আমরা যেন সবাই অন্যায্যকারী! আমরা যে স্নেহের খাতিরেই কর্তব্যপালনে চেষ্টা করিতেছি, আমরাই যে যথার্থভাবে উহার মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত, তাহার জন্য লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, মনে মনে আমাদের দোষী করিতেছে। বাবার তো কোনো বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন সান্ত্বনা দিবার সময় নহে, এখন আঘাত দিবারই সময়। তাহা না করিয়া তিনি ক্রমাগতই অপ্রিয় সত্যকে উহার নিকট হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছেন।’

যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “জান বাবা, কী হইয়াছে?”

অন্নদাবাবু ব্রহ্ম হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “না, কী হইয়াছে?”

যোগেন্দ্র। রমেশ কাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালন্দ মেলে দেশে যাইতেছিল, অক্ষয়কে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া দেশে না গিয়া আবার সে কলিকাতায় পালাইয়া আসিয়াছে।

হেমনলিনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল, চা ঢালিতে চা পড়িয়া গেল। সে চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল, “পালাইবার কী দরকার ছিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। অক্ষয়ের কাছে তো পূর্বেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। একে তো তাহার পূর্বের ব্যবহার যথেষ্ট হেয়, তাহার পরে এই ভীর্ণতা, এই চোরের মতো ক্রমাগত পালাইয়া বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। জানি না হেম কী মনে করে, কিন্তু এইরূপ পলায়নেই তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।”

হেমনলিনী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, “দাদা, আমি প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখি না। তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও করো, আমি তাঁহার বিচারক নই।”

যোগেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে সে কি আমাদের নিঃসম্পর্ক?

হেমনলিনী। বিবাহের কথা কে বলিতেছে? তোমরা ভাঙিয়া দিতে চাও ভাঙিয়া দাও-- সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।

বলিতে বলিতে হেমনলিনী স্বরবদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অশ্রুসিক্তমুখ বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “চলো হেম, আমরা উপরে যাই।”

স্টীমার ছাড়িয়া দিল। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেহই ছিল না। রমেশ একটি কামরা বাছিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া দিল। সকালবেলা দুধ খাইয়া সেই কামরার দরজা খুলিয়া কমলা নদী ও নদীতীর দেখিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “জান, কমলা, আমরা কোথায় যাইতেছি?”

কমলা কহিল, “দেশে যাইতেছি।”

রমেশ। দেশ তো তোমার ভালো লাগে না-- আমরা দেশে যাইব না।

কমলা। আমার জন্যে তুমি দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছ?

রমেশ। হাঁ, তোমারই জন্যে।

কমলা মুখ ভার করিয়া কহিল, “কেন তা করিলে? আমি একদিন কথায় কথায় কী বলিয়াছিলাম, সেটা বুঝি এমন করিয়া মনে লইতে আছে? তুমি কিন্তু ভারি অপেক্ষেতেই রাগ কর।”

রমেশ হাসিয়া কহিল, “আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। দেশে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই।”

কমলা তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে আমরা কোথায় যাইতেছি?”

রমেশ। পশ্চিমে।

‘পশ্চিমে’ শুনিয়া কমলার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমে! যে লোক চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়াছে এক ‘পশ্চিম’ বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়! পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দেশ, নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস!

কমলা পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পশ্চিমে আমরা কোথায় যাইতেছি?”

রমেশ কহিল, “কিছুই ঠিক নাই। মুঙ্গের, পাটনা, দানাপুর, বক্সার, গাজিপুর, কাশী, যেখানে হউক এক জায়গায় গিয়া উঠা যাইবে।”

এই-সকল কতক-জানা এবং না-জানা শহরের নাম শুনিয়া কমলার কল্পনাবৃত্তি আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে হাততালি দিয়া কহিল, “ভারি মজা হইবে।”

রমেশ কহিল, “মজা তো পরে হইবে, কিন্তু এ কয়দিন খাওয়াদাওয়ার কী করা যাইবে? তুমি খালাসিদের হাতের রান্না খাইতে পারিবে?”

কমলা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, “মা গো! সে আমি পারিব না।”

রমেশ। তাহা হইলে কী উপায় করিবে?

কমলা। কেন, আমি নিজে রাঁধিয়া লইব।

রমেশ। তুমি রাঁধিতে পার?

কমলা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “তুমি আমাকে কী যে ভাব জানি না। রাঁধিতে পারি না তো কী? আমি কি কচি খুকি? মামার বাড়িতে আমি তো বরাবর রাঁধিয়া আসিয়াছি।”

রমেশ তৎক্ষণাৎ অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিল, “তাই তো, তোমাকে এই প্রশ্নটা করা ঠিক সংগত হয় নাই। তাহা হইলে এখন হইতে রাঁধিবার জোগাড় করা যাক-- কী বল ?”

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল এবং সন্ধান করিয়া এক লোহার উনুন সংগ্রহ করিল। শুধু তাই নয়, কাশী পৌঁছাইয়া দিবার খরচ ও বেতনের প্রলোভনে উমেশ বলিয়া এক কায়স্থবালককে জল-তোলা বাসন-মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নিযুক্ত করিল।

রমেশ কহিল, “কমলা, আজ কী রান্না হইবে ?”

কমলা কহিল, “তোমার তো ভারি জোগাড় আছে ! এক ডাল আর চাল-- আজ খিচুড়ি হইবে।”

রমেশ খালাসিদের নিকট হইতে কমলার নির্দেশমত মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

রমেশের অনভিজ্ঞতায় কমলা হাসিয়া উঠিল ; কহিল, “শুধু মসলা লইয়া কী করিব ? শিল-নোড়া নহিলে বাটিব কী করিয়া ? তুমি তো বেশ !”

বালিকার এই অবজ্ঞা বহন করিয়া রমেশ শিল-নোড়ার সন্ধানে ছুটিল। শিল-নোড়া না পাইয়া খালাসিদের কাছ হইতে এক লোহার হামানদিস্তা ধার করিয়া আনিল।

হামানদিস্তায় মসলা কোটা কমলার অভ্যাস ছিল না। অগত্যা তাহাই লইয়া বসিতে হইল। রমেশ কহিল, “মসলা নাহয় আর কাহাকেও দিয়া পিষাইয়া আনিতেছি।”

কমলার তাহা মনঃপূত হইল না। সে নিজেই উৎসাহসহকারে কাজ আরম্ভ করিল। এই অনভ্যস্ত প্রণালীর অসুবিধাতে তাহার কৌতুকবোধ হইল। মসলা লাফাইয়া উঠিয়া চারি দিকে ছিটকাইয়া পড়ে, আর সে হাসি রাখিতে পারে না। তাহার এই হাসি দেখিয়া রমেশেরও হাসি পায়।

এইরূপে মসলা কোটার অধ্যায় শেষ করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া একটা দরমাঘেরা জায়গায় কমলা রান্না চড়াইয়া দিল। কলিকাতা হইতে একটা হাঁড়িতে করিয়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল, সেই হাঁড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হইল।

রান্না চড়াইয়া দিয়া কমলা রমেশকে কহিল ; “তুমি যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া লও, আমার রান্না হইতে বেশি দেরি হইবে না।”

রান্নাও হইল, রমেশও স্নান করিয়া আসিল। এখন প্রশ্ন উঠিল, খাল তো নাই, কিসে খাওয়া যায় ?

রমেশ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, “খালাসিদের কাছ হইতে সানকি ধার করিয়া আনা যাইতে পারে।”

কমলা কহিল, “ছি !”

রমেশ মৃদুস্বরে জানাইল, এরূপ অনাচার পূর্বেও তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কমলা কহিল, “পূর্বে যা হইয়াছে তা হইয়াছে, এখন হইতে হইবে না-- আমি ও দেখিতে পারিব না।”

এই বলিয়া সে নিজেই সন্দেশের মুখে যে সরা ছিল, তাহাই ভালো করিয়া ধুইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। কহিল, “আজকের মতো তুমি ইহাতেই খাও, পরে দেখা যাইবে।”

জল দিয়া ধুইয়া আহারস্থান প্রস্তুত হইলে রমেশ শুদ্ধভাবে খাইতে বসিয়া গেল। দুই-এক গ্রাস মুখে তুলিয়া কহিল, “বাঃ, চমৎকার হইয়াছে।”

কমলা লজ্জিত হইয়া কহিল, “যাও, ঠাটা করিতে হইবে না।”

রমেশ কহিল, “ঠাটা নয় তাহা এখনি দেখিতে পাইবে।” বলিয়া পাতের অন্ন দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া আবার চাহিল। কমলা এবারে অনেক বেশি করিয়া দিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “ও

কী করিতেছ ? তোমার নিজের জন্য কিছু আছে তো ?”

“ঢের আছে-- সেজন্যে তোমার ভাবিতে হইবে না।”

রমেশের তৃপ্তিপূর্বক আহারে কমলা ভারি খুশি হইল। রমেশ কহিল, “তুমি কিসে খাইবে ?”

কমলা কহিল, “কেন, ঐ সরাতেই হইবে।”

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, “না, সে হইতেই পারে না।”

কমলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, “কেন, হইবে না কেন ?”

রমেশ কহিল, “না না, সে কি হয় !”

কমলা কহিল, “খুব হইবে-- আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি। উমেশ, তুই কিসে খাইবি ?”

উমেশ কহিল, “মাঠাকরুন, নীচে ময়রা খাবার বেচিতেছে তাহার কাছ হইতে শালপাতা চাহিয়া আনিতেছি।”

রমেশ কহিল, “তুমি যদি ঐ সরাতেই খাইবে তো আমাকে দাও, আমি ভালো করিয়া ধুইয়া আনিতেছি।”

কমলা কেবল সংক্ষেপে কহিল, “পাগল হইয়াছ !” ক্ষণকাল পরে সে বলিয়া উঠিল, “কিন্তু পান তৈরি করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে পান আনাইয়া দাও নাই।”

রমেশ কহিল, “নীচে পানওয়ালা পান বেচিতেছে।”

এমনি করিয়া অতি সহজেই ঘরকন্না শুরু হইল। রমেশ মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল-- দাম্পত্যের ভাবকে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়।

গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া লইবার জন্য কমলা বাহিরের কোনো সহায়তা বা শিক্ষার প্রত্যাশা রাখে না। সে যতদিন তাহার মামার বাড়িতে ছিল, রাঁধিয়াছে-বাড়িয়াছে, ছেলে মানুষ করিয়াছে, ঘরের কাজ চালাইয়াছে। তাহার নৈপুণ্য, তৎপরতা ও কর্মের আনন্দ দেখিয়া রমেশের ভারি সুন্দর লাগিল ; কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও সে ভাবিতে লাগিল, ‘ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া কী ভাবে চলা যাইবে ? ইহাকে কেমন করিয়া কাছে রাখিব, অথচ দূরে রাখিয়া দিব ? দুই জনের মাঝখানে গণ্ডির রেখাটা কোন্‌খানে টানা উচিত ?’ উভয়ের মধ্যে যদি হেমনলিনী থাকিত তাহা হইলে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিত। কিন্তু সে আশা যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে একলা কমলাকে লইয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা যে কী করিয়া হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। রমেশ স্থির করিল--আসল কথাটা কমলাকে খুলিয়া বলাই উচিত, ইহার পর আর চাপিয়া রাখা চলে না।

তখনো বেলা যায় নাই, এমন সময় স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেল। সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও স্টীমার ভাসিল না। উঁচু পাড়ের নীচে জলচর পাখিদের পদাঙ্কখচিত এক স্তর বালুকাময় নিম্নতট কিছু দূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেইখানে গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য ঘট লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রগল্ভা বিনা অবগুণ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীরা ঘোমটার অন্তরাল হইতে স্টীমারের দিকে চাহিয়া কৌতূহল মিটাইতেছিল। উর্ধ্বনাসিক স্পর্ধিত জলযানটার দুর্বিপাকে গ্রামের ছেলেগুলো পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল।

ও পারের জনশূন্য চরের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। রমেশ জাহাজের রেলিং ধরিয়া সন্ধ্যার আভায় দীপ্যমান পশ্চিম দিগন্তের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। কমলা তাহার বেড়া-দেওয়া রাঁধিবার জায়গা হইতে আসিয়া কামরার দরজার পাশে দাঁড়াইল। রমেশ শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাইবে এমন সম্ভাবনা না দেখিয়া সে মৃদুভাবে একটু-আধটু কাসিল, তাহাতেও কোনো ফল হইল না ; অবশেষে তাহার চাবির গোছা দিয়া দরজায় ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিল। শব্দ যখন প্রবলতর হইল তখন রমেশ মুখ ফিরাইল। কমলাকে দেখিয়া তার কাছে আসিয়া কহিল, “এ তোমার কিরকম ডাকিবার প্রণালী ?”

কমলা কহিল, “তা, কিরকম করিয়া ডাকিব ?”

রমেশ কহিল, “কেন, বাপ-মায়ে আমার নামকরণ করিয়াছিলেন কিসের জন্য, যদি কোনো ব্যবহারেই না লাগিবে ? প্রয়োজনের সময় আমাকে রমেশবাবু বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি কী ?”

আবার সেই একই রকম ঠাট্টা ! কমলার কপোলে এবং কর্ণমূলে সন্ধ্যার আভার উপরে আরো একটুখানি রক্তিম আভা যোগ দিল ; সে মাথা বাঁকাইয়া কহিল, “তুমি কী যে বল তাহার ঠিক নাই। শোনো, তোমার খাবার তৈরি, একটু সকাল-সকাল খাইয়া লও। আজ ও বেলায় ভালো করিয়া খাওয়া হয় নাই।”

নদীর বাতাসে রমেশের ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। আয়োজনের অভাবে পাছে কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে সেইজন্য কিছুই বলে নাই ; এমন সময়ে অযাচিত আহারের সংবাদে তাহার মনে যে একটা সুখের আন্দোলন তুলিল তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির আসন্ন সম্ভাবনার সুখ নহে ; কিন্তু সে যখন জানিতেছে না তখনো যে তাহার জন্য একটি চিন্তা জগ্নত আছে, একটি চেষ্টা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতই কাজ করিয়া চলিয়াছে, ইহার গৌরব সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইহা তাহার প্রাপ্য নহে, এতবড়ো জিনিসটা কেবল ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না--সে শির নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, “তোমার বুঝি খাইতে ইচ্ছা নাই ? ক্ষুধা পায় নাই ? আমি কি তোমাকে জোর করিয়া খাইতে বলিতেছি ?”

রমেশ তাড়াতাড়ি প্রফুল্লতার ভান করিয়া কহিল, “তোমাকে জোর করিতে হইবে কেন, আমার পেটের মধ্যেই জোর করিতেছে। এখন তো খুব চাবি ঠক্ ঠক্ করিয়া ডাকিয়া আনিলে, শেষকালে পরিবেশনের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন।”

এই বলিয়া রমেশ চারি দিকে চাহিয়া কহিল, “কই, খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখি না। খুব ক্ষুধার জোর থাকিলেও এই আসবাবগুলো আমার হজম হইবে না ; ছেলেবেলা হইতে আমার অন্যরকম অভ্যাস।”

রমেশ কামরার বিছানা প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে কহিল, “এখন বুঝি আর সবুর সহিতেছে না ? যখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলে তখন বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না ? আর যেমনি আমি ডাকিলাম অমনি মনে পড়িয়া গেল, ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে। আচ্ছা তুমি এক মিনিট বোসো, আমি আনিয়া দিতেছি।”

রমেশ কহিল, “কিন্তু দেরি হইলে এই বিছানাপত্র কিছুই দেখিতে পাইবে না--তখন আমার দোষ দিয়ো না।”

রসিকতার এই পুনরুক্তিতে কমলার কম আমোদ বোধ হইল না। তাহার আবার ভারি হাসি পাইল। সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে ঘরকে সুধাময় করিয়া দিয়া কমলা দ্রুতপদে খাবার আনিতে গেল। রমেশের কাষ্ঠপ্রফুল্লতার ছন্দদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।

উপরে-শালপাতা-ঢাকা একটা চাঙারি লইয়া অনতিকাল পরেই কমলা কামরায় প্রবেশ করিল। বিছানার উপরে চাঙারি রাখিয়া আঁচল দিয়া ঘরের মেঝে মুছিতে লাগিল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “ও কী করিতেছ ?”

কমলা কহিল, “আমি তো এখনি কাপড় ছাড়িয়া ফেলিব।” এই বলিয়া শালপাতা তুলিয়া পাতিল ও তাহার উপরে লুচি ও তরকারি নিপুণ হস্তে সাজাইয়া দিল।

রমেশ কহিল, “কী আশ্চর্য ! লুচির জোগাড় করিলে কী করিয়া ?”

কমলা সহজে রহস্য ফাঁস না করিয়া অত্যন্ত নিগূঢ়ভাব ধারণ করিয়া কহিল, “কেমন করিয়া বলো দেখি।”

রমেশ কঠিন চিন্তার ভাব করিয়া কহিল, “নিশ্চয়ই খালাসিদের জলখাবার হইতে ভাগ বসাইয়াছ।”

কমলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, “কক্খনো না। রাম বলো !”

রমেশ খাইতে খাইতে লুচির আদিকারণ সম্বন্ধে যত রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা দ্বারা কমলাকে রাগাইয়া তুলিল। যখন বলিল ‘আরব্য-উপন্যাসের প্রদীপওয়ালা আলাদীন বেলুচিস্থান হইতে গরম-গরম ভাজাইয়া তাহার দৈত্যকে দিয়া সওগাদ পাঠাইয়াছে’ তখন কমলার আর ধৈর্য কিছুতেই রহিল না ; সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “তবে যাও আমি বলিব না।”

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না, না, আমি হার মানিতেছি। মাঝদরিয়ায় লুচি, এ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমি তো ভাবিয়া পাইতেছি না, কিন্তু তবু খাইতে চমৎকার লাগিতেছে।”

এই বলিয়া রমেশ তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা ক্ষুধানিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সবেগে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেলে, শূন্যভাণ্ডারপূরণের চেষ্টায় কমলা উমেশকে গ্রামে পাঠাইয়াছিল। স্কুলে থাকিতে জলপানি-স্বরূপে রমেশ কমলাকে যে কয়টি টাকা দিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে অল্প কিছু বাঁচিয়াছিল, তাহাই দিয়া কিছু ঘি-ময়দা সংগ্রহ হইল। উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তুই

কী খাবি বল্ দেখি ।”

উমেশ কহিল, “মাঠাকরুন, দয়া কর যদি, গ্রামে গোয়ালার বাড়িতে বড়ো সরেস দই দেখিয়া আসিলাম। কলা তো ঘরেই আছে, আর পয়সা-দুয়েকের চিঁড়ে-মুড়কি হইলেই পেট ভরিয়া আজ ফলার করিয়া লই ।”

লুব্ধ বালকের ফলারের উৎসাহে কমলাও উৎসাহিত হইয়া উঠিল ; কহিল, “পয়সা কিছু বাঁচিয়াছে উমেশ ?”

উমেশ কহিল, “কিছু না মা ।”

কমলা মুশকিলে পড়িয়া গেল। রমেশের কাছে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া টাকা চাহিবে, তাই ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বলিল, “তোমার ভাগ্যে আজ যদি ফলার নাই জোটে, তবে লুচি আছে-- তোমার ভাবনা নাই। চল্, ময়দা মাখবি চল্ ।”

উমেশ কহিল, “কিন্তু মা, দই যা দেখিয়া আসিলাম সে আর কী বলিব ।”

কমলা কহিল, “দেখ্ উমেশ, বাবু যখন খাইতে বসিবেন তখন তুই তোমার বাজারের পয়সা চাইতে আসিস ।”

রমেশের আহার কতকটা অগ্রসর হইলে, উমেশ আসিয়া দাঁড়াইয়া সসংকোচে মাথা চুলকাইতে লাগিল। রমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে অর্ধোক্তিতে কহিল, “মা, বাজারের পয়সা--”

তখন রমেশের হঠাৎ চেতনা হইল যে, আহারের আয়োজন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা করিলে চলে না। ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কমলা, তোমার কাছে তো টাকা কিছুই নাই। আমাকে মনে করাইয়া দাও নাই কেন ?”

কমলা নীরবে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আহারান্তে রমেশ কমলার হাতে একটি ছোটো ক্যাশব্যাক্স দিয়া কহিল, “এখনকার মতো তোমার ধনরত্ন সব এইটেতেই রহিল ।”

এইরূপে গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে, রমেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আবার একবার জাহাজের রেলিং ধরিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিম আকাশ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া আসিল।

উমেশ আজ পেট ভরিয়া চিঁড়ে দই কলা মাখিয়া ফলার করিল। কমলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে আয়ত্ত করিয়া লইল।

বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল ; সে কহিল, “মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ তবে আমি আর কোথাও যাই না ।”

মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সন্তোষণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্-এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল ; কমলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “বেশ তো উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল্ ।”

তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের স্তানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ও পারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না ; একটিমাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চালিয়াছিল।

রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে নবোদিত শুক্লপক্ষের তরুণ চাঁদের আলোকে বেতের কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়া ছিল।

পশ্চিম-আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল ; চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে কঠিন জগৎ যেন বিগলিত হইয়া আসিল। রমেশ আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল “হেম, হেম !” সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন সুমধুর স্পর্শরূপে তাহার সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল, সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন অপরিমেয়করুণারসার্দ্ৰ দুইটি চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। রমেশের সর্বশরীর পুলকিত এবং দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তাহার গত দুই বৎসরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল ; হেমলিনীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়িয়া গেল। সে দিনকে রমেশ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যোগেন্দ্র যখন তাহাকে তাহাদের চায়ের টেবিলে লইয়া গেল, সেখানে হেমলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লাজুক রমেশ আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। অল্পে অল্পে লজ্জা ভাঙিয়া গেল, হেমলিনীর সঙ্গ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, ক্রমে সেই অভ্যাসের বন্ধন রমেশকে বন্দী করিয়া তুলিল। কাব্যসাহিত্যে রমেশ প্রেমের কথা যাহা-কিছু পড়িয়াছিল সমস্তই সে হেমলিনীর প্রতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিল। ‘আমি ভালোবাসিতেছি’ মনে করিয়া সে মনে মনে একটা অহংকার অনুভব করিল। তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভালোবাসার কবিতার অর্থ মুখস্থ করিয়া মরে, আর রমেশ সত্যসত্যই ভালোবাসে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্য ছাত্রদিগকে সে কৃপাপাত্র মনে করিত। রমেশ আজ আলোচনা করিয়া দেখিল, সেদিনও সে ভালোবাসার বহির্দ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল তখনই নানা বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহার দুই করতলের উপরে শির নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই তো পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন--দুশ্ছেদ্য সংকটজালে বিজড়িত। এ জাল কি সে সবলে দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না ?

এই বলিয়া সে দৃঢ়সংকল্পের আবেগে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরে আর-একটা বেতের টোঁকির পিঠের উপরে হাত রাখিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে। কমলা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিলে, আমি বুঝি তোমাকে জাগাইয়া দিলাম ?”

অনুতপ্ত কমলাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, “না না কমলা, আমি ঘুমাই নাই--তুমি বোসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

গল্পের কথা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। রমেশ স্থির করিয়াছিল, কমলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা অত্যাব্যসিক হইয়াছে। কিন্তু এতবড়ো একটা আঘাত হঠাৎ সে দিতে পারিল না-তাই বলিল, “বোসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

রমেশ কহিল, “সেকালে এক জাতি ক্ষত্রিয় ছিল, তাহারা--”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কবেকার কালে ? অনে--ক কাল আগে ?”

রমেশ কহিল, “হাঁ, সে অনেক কাল আগে। তখন তোমার জন্ম হয় নাই।”

কমলা। তোমারই নাকি জন্ম হইয়াছিল ! তুমি নাকি বহুকালের লোক !--তার পরে ?

রমেশ। সেই ক্ষত্রিয়দের নিয়ম ছিল, তাহার নিজে বিবাহ করিতে না গিয়া তলোয়ার পাঠাইয়া দিত। সেই তলোয়ারের সহিত বধুর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে বাড়িতে আনিয়া আবার বিবাহ করিত।

কমলা। না না, ছিঃ ! ও কী রকম বিবাহ !

রমেশ। আমিও ও রকম বিবাহ পছন্দ করি না, কিন্তু কী করিব, যে ক্ষত্রিয়দের কথা বলিতেছি তাহারা শূশুরবাড়ি নিজে গিয়া বিবাহ করিতে অপমান বোধ করিত। আমি যে রাজার গল্প বলিতেছি সে ঐ জাতের ক্ষত্রিয় ছিল। একদিন সে--

কমলা। তুমি তো বলিলে না, সে কোথাকার রাজা ?

রমেশ বলিয়া দিল, “মদ্রদেশের রাজা। একদিন সেই রাজা--”

কমলা। রাজার নাম কী আগে বলো।

কমলা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লইতে চায়, তাহার কাছে কিছুই উহ্য রাখিলে চলিবে না। রমেশ এতটা জানিলে আগে হইতে আরো বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকিত ; এখন দেখিল, কমলার গল্প শুনিতে যতই আগ্রহ থাক, গল্পের কোনো জায়গায় তাহার ফাঁকি সহ্য হয় না।

রমেশ হঠাৎ প্রশ্নে একটু থমকিয়া বলিল, “রাজার নাম রণজিৎ সিং।”

কমলা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল, “রণজিৎ সিং, মদ্রদেশের রাজা। তার পরে ?”

রমেশ। তার পরে একদিন রাজা ভাটের মুখে শুনিলেন, তাঁহারই জাতের আর-এক রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে।

কমলা। সে আবার কোথাকার রাজা ?

রমেশ। মনে করো, সে কাঞ্চীর রাজা।

কমলা। মনে করিব কী ! তবে সত্য কি সে কাঞ্চীর রাজা নয় ?

রমেশ। কাঞ্চীরই রাজা বটে। তুমি তার নাম জানিতে চাও ? তার নাম অমর সিং।

কমলা। সেই মেয়ের নাম তো বলিলে না ?--সেই পরমাসুন্দরী কন্যা !

রমেশ। হাঁ হাঁ, ভুল হইয়াছে বটে। সেই মেয়ের নাম--তাহার নাম--ওঃ, তাহার নাম চন্দ্রা--

কমলা। আশ্চর্য ! তুমি এমন ভুলিয়া যাও ! তুমি তো আমারই নাম ভুলিয়াছিলে।

রমেশ। কোশলের রাজা ভাটের মুখে এই কথা শুনিয়া--

কমলা। কোশলের রাজা কোথা হইতে আসিল ? তুমি যে বলিলে মদ্রদেশের

রাজা--

রমেশ। সে কি এক জায়গার রাজা ছিল মনে কর ? সে কোশলেরও রাজা, মদেরও রাজা।

কমলা। দুই রাজ্য বুঝি পাশাপাশি ?

রমেশ। একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও।

এইরূপে বারংবার ভুল করিতে করিতে ও সতর্ক কমলার প্রশ্নের সাহায্যে সেইসকল ভুল কোনোমতে সংশোধন করিতে করিতে রমেশ এইরূপ ভাবে গল্পটি বলিয়া গেল--

মদ্রাজ রণজিৎ সিং কাঞ্চীরাজের নিকট রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানাইয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। কাঞ্চীর রাজা অমর সিং খুশি হইয়া সন্মত হইলেন।

তখন রণজিৎ সিংহের ছোটো ভাই ইন্দ্রজিৎ সিং সৈন্যসামন্ত লইয়া নিশান উড়াইয়া কাড়া-নাকাড়া দুন্দুভি-দামামা বাজাইয়া কাঞ্চীর রাজোদ্যানে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। কাঞ্চীনগরে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল।

রাজার দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া শুভ দিনক্ষণ স্থির করিয়া দিল। কৃষ্ণ দ্বাদশীতিথিতে রাত্রি আড়াই প্রহরের পর লগ্ন। রাত্রে নগরের ঘরে ঘরে ফুলের মালা দুলিল এবং দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। আজ রাত্রে রাজকুমারী চন্দ্রার বিবাহ।

কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ রাজকন্যা চন্দ্রা সে কথা জানেন না। তাঁহার জন্মকালে পরমহংস পরমানন্দস্বামী রাজাকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমার এই কন্যার প্রতি অশুভগ্রহের দৃষ্টি আছে, বিবাহকালে পাত্রের নাম যেন এ কন্যা জানিতে না পারে।’

যথাকালে তরবারির সহিত রাজকন্যার গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ সিং যৌতুক আনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম করিলেন। মদ্রাজ্যের রণজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ যেন দ্বিতীয় রামলক্ষ্মণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ আর্ষা চন্দ্রার অবগুষ্ঠিত লজ্জারূপ মুখের দিকে তাকাইলেন না; তিনি কেবল তাঁহার নূপুরবেষ্টিত সুকুমার চরণযুগলের অলঙ্কারেখাটুকুমাত্র দেখিয়াছিলেন।

যথারীতি বিবাহের পরদিনেই মুক্তগমালার-বালর-দেওয়া পালঙ্কে বধূকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। অশুভগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কাঞ্চীরাজ কন্যার মস্তকের উপরে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না--দেবমন্দিরে সহস্র গ্রহবিপ্র স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কাঞ্চী হইতে মদ্র বহুদূর, প্রায় এক মাসের পথ। দ্বিতীয় রাত্রে যখন বেতসা-নদীর তীরে শিবির রাখিয়া ইন্দ্রজিতের দলবল বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বনের মধ্যে মশালের আলো দেখা গেল। ব্যাপারখানা কী জানিবার জন্য ইন্দ্রজিৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সৈনিক আসিয়া কহিল, ‘কুমার, ইহারাও আর-একটি বিবাহের যাত্রিদল। ইহারাও আমাদের স্বশ্রেণীয় ক্ষত্রিয়, অস্বেত্রাদ্বাহ সমাধা করিয়া বধূকে পতিগৃহে লইয়া চলিয়াছে। পথে নানা বিঘ্নভয় আছে, তাই ইহারা কুমারের শরণ প্রার্থনা করিতেছে; আদেশ পাইলে কিছুদূর পথ ইহারা আমাদের আশ্রয়ে যাত্রা করে।’

কুমার ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, “শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম। যত্ন করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।”

এইরূপে দুই শিবির একত্র মিলিত হইল।

তৃতীয় রাত্রি অমাবস্যা। সম্মুখে ছোটো ছোটো পাহাড়, পশ্চাতে অরণ্য। শান্ত সৈনিকেরা ঝিল্লির শব্দে ও অদূরবর্তী ঝর্নার কলধ্বনিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

এমন সময়ে হঠাৎ কলরবে সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মদ্র-শিবিরের ঘোড়াগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে--কে তাহাদের রজ্জু কাটিয়া দিয়াছে--এবং মাঝে মাঝে এক-একটা তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছে ও তাহার দীপ্তিতে অমারাত্রি রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বুঝা গেল, দস্যু আক্রমণ করিয়াছে। মারামারি-কাটাকাটি বাধিয়া গেল--অন্ধকারে শত্রু-মিত্র ভেদ করা কঠিন; সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। দস্যুরা সেই সুযোগে লুটপাট করিয়া অরণ্যে-পর্বতে অন্তর্ধান করিল।

যুদ্ধ-অন্তে রাজকুমারীকে আর দেখা গেল না। তিনি ভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একদল পলায়নপর লোককে স্বপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।

তাহারা অন্য বিবাহের দল। গোলেমালে তাহাদের বধূকে দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া গেছে। রাজকন্যা চন্দ্রাকেই তাহারা নিজেদের বধূ জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে স্বদেশে যাত্রা করিল।

তাহারা দরিদ্র ক্ষত্রিয়; কলিঙ্গে সমুদ্রতীরে তাহাদের বাস। সেখানে রাজকন্যার সহিত অন্যপক্ষের বরের মিলন হইল। বরের নাম চেৎসিং।

চেৎসিংহের মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া কহিল, “আহা, এমন রূপ তো দেখা যায় না।”

মুগ্ধ চেৎসিং নববধূকে ঘরের কল্যাণলক্ষ্মী বলিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। রাজকন্যাও সতীধর্মের মর্যাদা বুঝিতেন; তিনি চেৎসিংকে আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

নবপরিণয়ের লজ্জা ভাঙিতে কিছুদিন গেল। যখন লজ্জা ভাঙিল তখন কথায় কথায় চেৎসিং জানিতে পারিল যে, যাহাকে সে বধূ বলিয়া ঘরে লইয়াছে, সে রাজকন্যা চন্দ্রা।

কমলা রুদ্ধনিশ্বাসে একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “তার পরে ?”

রমেশ কহিল, “এই পর্যন্তই জানি, তার পরে আর জানি না। তুমিই বলো দেখি, তার পরে কী।”

কমলা। না না, সে হইবে না, তার পরে কী আমাকে বলো।

রমেশ। সত্য বলিতেছি, যে গ্রন্থ হইতে এই গল্প পাইয়াছি তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই--
শেষের অধ্যায়গুলি কবে বাহির হইবে কে জানে।

কমলা অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, “যাও, তুমি ভারি দুষ্ট! তোমার ভারি অন্যায়।”

রমেশ। যিনি বই লিখিতেছেন তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করো। তোমাকে আমি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিতেছি, চন্দ্রাকে লইয়া চেৎসিং কী করিবে ?

কমলা তখন নদীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল ; অনেকক্ষণ পরে কহিল, “আমি জানি না, সে কী
করিবে--আমি তো ভাবিয়া উঠিতে পারি না।”

রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল ; কহিল, “চেৎসিং কি সকল কথা চন্দ্রাকে প্রকাশ করিয়া
বলিবে ?”

কমলা কহিল, “তুমি বেশ যা হোক, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে ? সে যে বড়ো
বিশ্বী। সমস্ত স্পষ্ট হওয়া চাই তো।”

রমেশ যন্ত্রের মতো কহিল, “তা তো চাই।”

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “আচ্ছা কমল, যদি--”

কমলা। যদি কী ?

রমেশ। মনে করো, আমিই যদি সত্য চেৎসিং হই, আর তুমি যদি চন্দ্রা হও--

কমলা বলিয়া উঠিল, “তুমি অমন কথা আমাকে বলিয়ো না ; সত্য বলিতেছি, আমার ভালো লাগে
না।”

রমেশ। না, তোমাকে বলিতেই হইবে, তাহা হইলে আমারই বা কী কর্তব্য আর তোমারই বা কর্তব্য
কী ?

কমলা এ কথার কোনো উত্তর না করিয়া চৌকি ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেখিল, উমেশ
তাহাদের কামরার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তুই
কখনো ভূত দেখিয়াছিস ?”

উমেশ কহিল, “দেখিয়াছি মা।”

শুনিয়া কমলা অনতিদূর হইতে একটা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিল ; কহিল, “কিরকম ভূত
দেখিয়াছিলি বল্।”

কমলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে রমেশ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল না। চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের
সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ডেকের উপরকার আলো নিবাইয়া দিয়া তখন

সারেং-খালাসিরা জাহাজের নীচের তলায় আহার ও বিশ্রামের চেষ্টায় গেছে। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী কেহই ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী রক্ষনাদির ব্যবস্থা করিতে জল ভাঙিয়া ডাঙায় নামিয়া গেছে। তীরে তিমিরাছন্ন ঝোপঝাপ-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অদূরবর্তী বাজারের আলো দেখা যাইতেছে। পরিপূর্ণ নদীর খরস্রোত নোঙরের লোহার শিকলে ঝংকার দিয়া চলিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া জাহাজের স্ফীত নাড়ির কম্পবেগ স্টীমারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে।

এই অপরিষ্কৃত বিপুলতা, এই অন্ধকারের নিবিড়তা, এই অপরিচিত দৃশ্যের প্রকাণ্ড অপূর্বতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রমেশ তাহার কর্তব্য-সমস্যা উদ্বেদ করিতে চেষ্টা করিল। রমেশ বুঝিল যে, হেমনলিনী কিংবা কমলা উভয়ের মধ্যে একজনকে বিসর্জন দিতেই হইবে। উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার কোনো মধ্যপথ নাই। তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে--এখনো হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর-কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কমলাকে ত্যাগ করিলে এ জীবনে তাহার আর-কোনো উপায় নাই।

মানুষের স্বার্থপরতার অন্ত নাই। হেমনলিনীর যে রমেশকে ভুলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার রক্ষার উপায় আছে, রমেশের সম্বন্ধে সে যে অনন্যগতি নহে, ইহাতে রমেশ কোনো সাস্তুনা পাইল না ; তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল এখনি হেমনলিনী তারার সম্মুখ দিয়া যেন স্থলিত হইয়া চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এখনো যেন বাহু বাড়িয়া তাহাকে ধরিতে পারা যায়।

দুই করতলের উপরে সে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। দূরে শৃগাল ডাকিল, গ্রামে দুই-একটা অসহিষ্ণু কুকুর খেউ-খেউ করিয়া উঠিল। রমেশ তখন করতল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা জনশূন্য অন্ধকার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কহিল, “কমলা, তুমি এখনো শুইতে যাও নাই ? রাত তো কম হয় নাই ?

কমলা কহিল, “তুমি শুইতে যাইবে না ?”

রমেশ কহিল, “আমি এখনি যাইব, পূবদিকের কামরায় আমার বিছানা হইয়াছে। তুমি আর দেরি করিয়ো না।”

কমলা আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সে আর রমেশকে বলিতে পারিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই সে ভূতের গল্প শুনিয়াছে এবং তাহার কামরা নির্জন।

রমেশ কমলার অনিচ্ছুক মন্দপদবিক্ষেপে অন্তঃকরণে আঘাত পাইল ; কহিল, “ভয় করিয়ো না কমলা ; তোমার কামরার পাশেই আমার কামরা--মাবের দরজা খুলিয়া রাখিব।”

কমলা স্পর্ধাভরে তাহার শির একটুখানি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, “আমি ভয় করিব কিসের ?”

রমেশ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া বাতি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল ; মনে মনে কহিল, কমলাকে পরিত্যাগ করিবার কোনো পথ নাই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়। আজ ইহাই স্থির হইল, আর দ্বিধা করা চলে না।

হেমনলিনীকে বিদায় বলিতে যে জীবন হইতে কতখানি বিদায় তাহা অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া রমেশ অনুভব করিতে লাগিল। রমেশ আর বিছানায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বাহিরে আসিল ; নিশীথিনীর অন্ধকারে একবার অনুভব করিয়া লইল যে, তাহারই লজ্জা, তাহারই বেদনা অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতির্লোক-সকল স্তব্ধ হইয়া

আছে ; রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না ; এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিষুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে, যখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চিরঐর্ষ্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গেছে।

পরদিন কমলা যখন ঘুম হইতে জাগিল, তখন ভোর-রাত্রি। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। মনে পড়িয়া গেল, সে জাহাজে আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল, নিস্তর জলের উপর সূক্ষ্ম একটুখানি শুভ্র কুয়াশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে, অন্ধকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্বদিকে তরুশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাণ্ডুর নীলধারা জেলেডিঙির সাদা সাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কী একটা গূঢ় বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশিরবাস্পাম্বরা উষা কেন আজ তাহার আনন্দমূর্তি উদ্ঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বার বার আকুল হইয়া উঠিতেছে? তাহার শৃঙ্গুর নাই, শাশুড়ি নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন-পরিজন কেহই নাই, এ কথা কাল তো তাহার মনে ছিল না-- ইতিমধ্যে কী ঘটিয়াছে যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশমাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা, অত্যন্ত ক্ষুদ্র?

কমলা অনেকক্ষণ দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নদীর জলপ্রবাহ তরল স্বর্ণস্রোতের মতো জ্বলিতে লাগিল। খালাসিরা তখন কাজে লাগিয়াছে, এঞ্জিন ধক্ ধক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, নোঙর-তোলা ও জাহাজ-ঠেলাঠেলির শব্দে অকালজগ্ৰত শিশুর দল নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় রমেশ এই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া কমলার খবর লইবার জন্য তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা চকিত হইয়া, আঁচল যথাস্থানে থাকা সত্ত্বেও তাহা আর-একটু টানিয়া আপনাকে যেন বিশেষভাবে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিল।

রমেশ কহিল, “কমলা, তোমার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়াছে?”

এই প্রশ্নে কেন যে কমলার রাগ হইতে পারে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না। কিন্তু হঠাৎ রাগ হইল। সে অন্য দিকে মুখ করিয়া কেবল মাথা নাড়িল মাত্র।

রমেশ কহিল, “বেলা হইলে লোকজন উঠিয়া পড়িবে, এইবেলা তৈরি হইয়া লও না।”

কমলা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া কোঁচানো শাড়ি গামছা ও একটি জামা চৌকির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে রমেশের পাশ দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কমলাকে এই যত্নটুকু করিতে আসিল ইহা কমলার কাছে কেবল যে অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইল তাহা নহে, ইহা যেন তাহাকে অপমান করিল। রমেশের আত্মীয়তার সীমা যে কেবল খানিকটা দূর পর্যন্ত, এক জায়গায় আসিয়া তাহা যে বাধিয়া যায়, ইহা সহসা কমলা অনুভব করিতে পারিয়াছে। শৃঙ্গুরবাড়ির কোনো গুরুজন তাহাকে লজ্জা করিতে শেখায় নাই, মাথায় কোন্ অবস্থায় ঘোমটার পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত তাহাও তাহার অভ্যস্ত হয় নাই-- কিন্তু রমেশ সম্মুখে আসিতেই আজ কেন অকারণে তাহার বুকের ভিতরটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

স্নান সারিয়া কমলা যখন তাহার কামরায় আসিয়া বসিল তখন তাহার দিনের কর্ম তাহার সম্মুখবর্তী হইল। কাঁধের উপর হইতে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা লইয়া কাপড়ের পোর্টম্যান্টো খুলিতেই তাহার মধ্যে ছোটো ক্যাশবাক্সটি নজরে পড়িল। এই ক্যাশবাক্সটি পাইয়া কাল কমলা একটি নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিল। তাহার হাতে একটি স্বাধীন শক্তি আসিয়াছিল। তাই সে বহু যত্ন করিয়া বাক্সটি তাহার কাপড়ের তোরঙ্গের মধ্যে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কমলা সে বাক্স হাতে তুলিয়া লইয়া উল্লাসবোধ করিল না। আজ এ বাক্সকে ঠিক নিজের বাক্স মনে হইল না, ইহা রমেশেরই বাক্স। এ বাক্সের মধ্যে কমলার পূর্ণস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এ টাকার বাক্স কমলার পক্ষে একটা ভারমাত্র।

রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, “খোলা বাক্সের মধ্যে কী হেঁয়ালির সন্ধান পাইয়াছ ? চুপচাপ বসিয়া যে ?”

কমলা ক্যাশবাক্স তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “এই তোমার বাক্স।”

রমেশ কহিল, “ও আমি লইয়া কী করিব ?”

কমলা কহিল, “তোমার যেমন দরকার সেই বুঝিয়া আমাকে জিনিসপত্র আনাইয়া দাও।”

রমেশ। তোমার বুঝি কিছুই দরকার নাই ?

কমলা ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া কহিল, “টাকায় আমার কিসের দরকার ?”

রমেশ হাসিয়া কহিল, “এতবড়ো কথাটা কয়জন লোক বলিতে পারে ! যা হোক্ যেটা তোমার এত অনাদরের জিনিস সেইটেই কি পরকে দিতে হয় ? আমি ও লইব কেন ?”

কমলা কোনো উত্তর না করিয়া মেজের উপর ক্যাশবাক্স রাখিয়া দিল।

রমেশ কহিল, “আচ্ছা কমলা, সত্য করিয়া বলো, আমি আমার গল্প শেষ করি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?”

কমলা মুখ নিচু করিয়া কহিল, “রাগ কে করিয়াছে ?”

রমেশ। রাগ যে না করিয়াছে সে ঐ ক্যাশবাক্সটি রাখুক ; তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার কথা সত্য।

কমলা। রাগ না করিলেই বুঝি ক্যাশবাক্স রাখিতে হইবে ? তোমার জিনিস তুমি রাখো-না কেন ?

রমেশ। আমার জিনিস তো নয় ; দিয়া কাড়িয়া লইলে যে মরিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইতে হইবে। আমার বুঝি সে ভয় নাই ?

রমেশের ব্রহ্মদৈত্য হইবার আশঙ্কায় কমলার হঠাৎ হাসি পাইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, “কখনো না। দিয়া কাড়িয়া লইলে বুঝি ব্রহ্মদৈত্য হইতে হয় ? আমি তো কখনো শুনি নাই।”

এই অকস্মাৎ হাসি হইতে সন্ধির সূত্রপাত হইল। রমেশ কহিল, “অন্যের কাছে কেমন করিয়া শুনিবে ? যদি কখনো কোনো ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাও, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্যমিথ্যা জানিতে পারিবে।”

কমলা হঠাৎ কুতূহলী হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, ঠাট্টা নয়, তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ ?”

রমেশ কহিল, “সত্যকার নয় এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি। ঠিক খাঁটি জিনিসটি সংসারে দুর্লভ।”

কমলা। কেন, উমেশ যে বলে--

রমেশ। উমেশ ? উমেশ ব্যক্তিটি কে ?

কমলা। আঃ, ঐ-যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে, ও নিজে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছে।

রমেশ। এ-সমস্ত বিষয়ে আমি উমেশের সমকক্ষ নহি, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্টায় খালাসির দল জাহাজ ভাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অল্প দূর গেছে, এমন সময়ে মাথায় একটা চাঙারি লইয়া একটা লোক তীর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাত তুলিয়া জাহাজ থামাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। সারেং তাহার ব্যাকুলতায় দৃকপাত করিল না। তখন সে লোকটা রমেশের প্রতি লক্ষ করিয়া ‘বাবু বাবু’ করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ কহিল, “আমাকে লোকটা স্টীমারের টিকিটবাবু বলিয়া মনে করিয়াছে।” রমেশ তাহাকে দুই হাত ঘুরাইয়া জানাইয়া দিল, স্টীমার থামাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হঠাৎ কমলা বলিয়া উঠিল, “ঐ তো উমেশ ! না না, ওকে ফেলিয়া যাইয়ো না-- ওকে তুলিয়া লও।”

রমেশ কহিল, “আমার কথায় স্টীমার থামাইবে কেন--”

কমলা কাতর হইয়া কহিল, “না, তুমি থামাইতে বলো-- বলো-না তুমি--ডাঙা তো বেশি দূর নয়।”

রমেশ তখন সারেংকে গিয়া স্টীমার থামাইতে অনুরোধ করিল ; সারেং কহিল, “বাবু, কোম্পানির নিয়ম নাই।”

কমলা বাহির হইয়া গিয়া কহিল, “উহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না-- একটু থামাও। ও আমাদের উমেশ।”

রমেশ তখন নিয়মলঙ্ঘন ও আপত্তিভঞ্জন সহজ উপায় অবলম্বন করিল। পুরস্কারের আশ্বাসে সারেং জাহাজ থামাইয়া উমেশকে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রতি বহুতর ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে দ্রুতপমাত্র না করিয়া কমলার পায়ের কাছে ঝুড়িটা নামাইয়া, যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে হাসিতে লাগিল।

কমলার তখনো বক্ষের ক্ষোভ দূর হয় নাই। সে কহিল, “হাসছিস যে ! জাহাজ যদি না থামিত তবে তোর কী হইত ?”

উমেশ তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া ঝুড়িটা উজাড় করিয়া দিল। এক কাঁদি কাঁচকলা, কয়েক রকম শাক, কুমড়ার ফুল ও বেগুন বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “এ-সমস্ত কোথা হইতে আনিলি ?”

উমেশ সংগ্রহের যাহা ইতিহাস দিল তাহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক নহে। গতকল্য বাজার হইতে দধি প্রভৃতি কিনিতে যাইবার সময় সে গ্রামস্থ কাহারো বা চালে কাহারো বা খেতে এই-সমস্ত ভোজ্যপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিল। আজ ভোরে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে তীরে নামিয়া এইগুলি যথাস্থান হইতে চয়ন-নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাহারো সম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই।

রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “পরের খেত হইতে তুই এই-সমস্ত চুরি করিয়া আনিয়াছিস ?”

উমেশ কহিল, “চুরি করিব কেন ? খেতে কত ছিল, আমি অল্প এই ক’টি আনিয়াছি বৈ তো নয়, ইহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে ?”

রমেশ। অল্প আনিলে চুরি হয় না ? লক্ষ্মীছাড়া ! যা, এ-সমস্ত এখান থেকে লইয়া যা।

উমেশ করুণনেত্রে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “মা, এইগুলিকে আমাদের দেশে

পিড়িং শাক বলে, ইহার চচ্চড়ি বড়ো সরেস হয়। আর এইগুলো বেতো শাক--”

রমেশ দ্বিগুণ বিরক্ত হইয়া কহিল, “নিয়ে যা তোর পিড়িং শাক। নহিলে আমি সমস্ত নদীর জলে ফেলিয়া দিব।”

এ সম্বন্ধে কর্তব্যনিরূপণের জন্য সে কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা লইয়া যাইবার জন্য সংকেত করিল। সেই সংকেতের মধ্যে করুণামিশ্রিত গোপন প্রসন্নতা দেখিয়া উমেশ শাকসজ্জিগুলি কুড়াইয়া চুপড়ির মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রমেশ কহিল, “এ ভারি অন্যায়। ছেলেটাকে তুমি প্রশয় দিয়ো না।”

রমেশ চিঠিপত্র লিখিবার জন্য তাহার কামরায় চলিয়া গেল। কমলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেকেণ্ডক্লাসের ডেক পারাইয়া জাহাজের হালের দিকে যেখানে তাহাদের দরমা-ঢাকা রান্নার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইখানে উমেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সেকেণ্ডক্লাসে যাত্রী কেহ ছিল না। কমলা মাথায় গায়ে একটা র্যাপার জড়াইয়া উমেশের কাছে গিয়া কহিল, “সেগুলো সব ফেলিয়া দিয়াছিস নাকি?”

উমেশ কহিল, “ফেলিতে যাইব কেন? এই ঘরের মধ্যেই সব রাখিয়াছি।”

কমলা রাগিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কিন্তু তুই ভারি অন্যায় করিয়াছিস। আর কখনো এমন কাজ করিস নে। দেখ্ দেখি স্টীমার যদি চলিয়া যাইত!”

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, “আন্, বাঁটি আন্।”

উমেশ বাঁটি আনিয়া দিল। কমলা আগে উমেশের আহত তরকারি কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

উমেশ। মা, এই শাকগুলার সঙ্গে সর্ষেবাটা খুব চমৎকার হয়।

কমলা জ্রুঙ্কস্বরে কহিল, “আচ্ছা, তবে সর্ষে বাট্।”

এমনি করিয়া উমেশ যাহাতে প্রশয় না পায়, কমলা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিল। বিশেষ গম্ভীরমুখে তাহার শাক, তাহার তরকারি, তাহার বেগুন কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

হায়, এই গৃহচ্যুত ছেলেটাকে প্রশয় না দিয়াই বা কমলা থাকে কী করিয়া? শাক-চুরির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা কমলা ঠিক বোঝে না; কিন্তু নিরাশ্রয় ছেলের নির্ভরলালসা যে কত একান্ত তাহা তো সে বোঝে। ঐ-যে কমলাকে একটুখানি খুশি করিবার জন্য এই লক্ষ্মীছাড়া বালক কাল হইতে এই কয়েকটা শাক-সংগ্রহের অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আর-একটু হইলেই স্টীমার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইহার করুণা কি কমলাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে?

কমলা কহিল, “উমেশ, তোর জন্যে কালকের সেই দই কিছু বাকি আছে, তোকে আজ আবার দই খাওয়াইব, কিন্তু খবরদার, এমন কাজ আর কখনো করিস নে।”

উমেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল, “মা, তবে সে দই তুমি কাল খাও নাই?”

কমলা কহিল, “তোর মতো দইয়ের উপর আমার অত লোভ নাই। কিন্তু উমেশ, সব তো হইল, মাছের জোগাড় কি হইবে? মাছ না পাইলে বাবুকে খাইতে দিব কী?”

উমেশ। মাছের জোগাড় করিতে পারি মা, কিন্তু সেটা তো মিনি পয়সায় হইবার জো নাই।

কমলা পুনরায় শাসনকার্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সুন্দর দুটি ক্র কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “উমেশ, তোর মতো নির্বোধ আমি তো দেখি নাই। আমি কি তোকে মিনি পয়সায় জিনিস সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি?”

গতকল্য উমেশের মনে কী করিয়া একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, কমলা রমেশের কাছ হইতে টাকা আদায় করাটা সহজ মনে করে না। তা ছাড়া, সবসুদ্ধ জড়াইয়া রমেশকে তাহার ভালো লাগে নাই। এইজন্য রমেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল সে এবং কমলা, এই দুই নিরুপায়ে মিলিয়া কী উপায়ে সংসার চালাইতে পারে তাহার গুটিকতক সহজ কৌশল সে মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছিল। শাক-বেগুন-কাঁচকলা সম্বন্ধে সে এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু মাছটার বিষয়ে এখনো সে যুক্তি স্থির করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই-মাছ পর্যন্ত জোটানো যায় না, পয়সা চাই ; সুতরাং কমলার এই অকিঞ্চন ভক্ত-বালকটার পক্ষে পৃথিবী সহজ জায়গা নহে।

উমেশ কিছু কাতর হইয়া কহিল, “মা, যদি বাবুকে বলিয়া কোনোমতে গণ্ডা-পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড়ো রুই আনিতে পারি।”

কমলা উদ্ভিগ্ন হইয়া কহিল, “না না, তোকে আর স্টীমার হইতে নামিতে দিব না, এবার তুই ভাঙায় পড়িয়া থাকিলে তোকে কেহ আর তুলিয়া লইবে না।”

উমেশ কহিল, “ভাঙায় নামিব কেন? আজ ভোরে খালাসিদের জালে খুব বড়ো মাছ পড়িয়াছে ; এক-আধটা বেচিতেও পারে।”

শুনিয়া দ্রুতবেগে কমলা একটা টাকা আনিয়া উমেশের হাতে দিল ; কহিল, “যাহা লাগে দিয়া বাকি ফিরাইয়া আনিস।”

উমেশ মাছ আনিল, কিন্তু কিছু ফিরাইয়া আনিল না ; বলিল, ‘এক টাকার কমে কিছুতেই দিল না।’

কথাটা যে খাঁটি সত্য নহে তাহা কমলা বুঝিল ; একটু হাসিয়া কহিল, “এবার স্টীমার থামিলে টাকা ভাঙাইয়া রাখিতে হইবে।”

উমেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “সেটা খুব দরকার। আস্ত টাকা একবার বাহিল হইলে ফেরানো শক্ত।”

আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রমেশ কহিল, “বড়ো চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত জোটাইলে কোথা হইতে? এ যে রুইমাছের মুড়ো।” বলিয়া মুড়োটা সম্বন্ধে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়-- এ যে সত্যই মুড়ো-- যাহাকে বলে রোহিত মৎস্য তাহারই উদ্ভমাঙ্গ।”

এইরূপে সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। রমেশ ডেকে আরাম-কেদারায় গিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় মনোযোগ দিল। কমলা তখন উমেশকে খাওয়ানিতে বসিল। মাছের চচ্চড়িটা উমেশের এত ভালো লাগিল যে, ভোজনের উৎসাহটা কৌতুকবহ না হইয়া ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত কমলা কহিল, “উমেশ, আর খাস নে। তোর জন্য চচ্চড়িটা রাখিয়া দিলাম, আবার রাত্রে খাইবি।”

এইরূপে দিবসের কর্মে ও হাস্যকৌতুকে প্রাতঃকালের হৃদয়ভারটা কখন যে দূর হইয়া গেল, তাহা কমলা জানিতে পারিল না।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। সূর্যের আলো বাঁকা হইয়া দীর্ঘতরচ্ছটায় পশ্চিমদিক হইতে জাহাজের ছাদ অধিকার করিয়া লইল। স্পন্দমান জলের উপর বৈকালের মন্দীভূত রৌদ্র বিকমিক করিতেছে। নদীর দুই তীরে নবীনশ্যাম শারদশস্যক্ষেত্রের মাঝখানকার সংকীর্ণ পথ দিয়া গ্রামরমণীরা গা ধুইবার জন্য ঘট কক্ষে করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

কমলা পান সাজা শেষ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া লইল, সূর্য তখন গ্রামের বাঁশবনগুলির পশ্চাতে অস্ত গিয়াছে। জাহাজ সেদিনকার মতো

স্টেশন-ঘাটে নোঙর ফেলিয়াছে।

আজ কমলার রাত্রের রন্ধনব্যাপার তেমন বেশি নহে। সকালের অনেক তরকারি এ বেলা কাজে লাগিবে। এমন সময় রমেশ আসিয়া কহিল, মধ্যাহ্নে আজ গুরুভোজন হইয়াছে, এ বেলা সে আহার করিবে না।

কমলা বিমর্ষ হইয়া কহিল, “কিছু খাইবে না? শুধু কেবল মাছ-ভাজা দিয়া--”

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, “না, মাছ-ভাজা থাক্।” বলিয়া চলিয়া গেল।

কমলা তখন উমেশের পাতে সমস্ত মাছ-ভাজা ও চচ্চড়ি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। উমেশ কহিল, “তোমার জন্য কিছু রাখিলে না?”

সে কহিল, “আমার খাওয়া হইয়া গেছে।”

এইরূপে কমলার এই ভাসমান ক্ষুদ্র সংসারের একদিনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

জ্যোৎস্না তখন জলে স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই, ধানের খেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভ্ররাত্রি বিরহিণীর মতো জাগিয়া রহিয়াছে।

তীরে টিনের-ছাদ-দেওয়া যে ক্ষুদ্র কুটিরে স্টীমার-আপিস সেইখানে একটি শীর্ণদেহ কেরানি টুলের উপরে বসিয়া ডেস্কের উপর ছোটো কেরোসিনের বাতি লইয়া খাতা লিখিতেছিল। খোলা দরজার ভিতর দিয়া রমেশ সেই কেরানিটিকে দেখিতে পাইতেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ ভাবিতেছিল, ‘আমার ভাগ্য যদি আমাকে ঐ কেরানিটির মতো একটি সংকীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত-- হিসাব লিখিতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম-- তবে আমি বাঁচিতাম, আমি বাঁচিতাম?’

ক্রমে আপিস-ঘরের আলো নিবিয়া গেল। কেরানি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া হিমের ভয়ে মাথায় র্যাপার মুড়ি দিয়া নির্জন শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

কমলা যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া জাহাজের রেল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, রমেশ তাহা জানিতে পারে নাই। কমলা মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যাবেলায় রমেশ তাহাকে ডাকিয়া লইবে। এইজন্য কাজকর্ম সারিয়া যখন দেখিল রমেশ তাহার খোঁজ লইতে আসিল না, তখন সে আপনি ধীরপদে জাহাজের ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাকে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল, সে রমেশের কাছে যাইতে পারিল না। চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়াছিল-- সে মুখ যেন দূরে, বহুদূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীর দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রমেশ যখন দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপরে মুখ রাখিল তখন কমলা ধীরে ধীরে তাহার কামরার দিকে গেল। পায়ের শব্দ করিল না, পাছে রমেশ টের পায় যে কমলা তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছিল।

কিন্তু তাহার শুইবার কামরা নির্জন, অন্ধকার-- প্রবেশ করিয়া তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, নিজে একান্তই পরিত্যক্ত এবং একাকিনী বলিয়া মনে হইল; সেই ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটা একটা কোনো নিষ্ঠুর অপরিচিত জন্তুর হাঁ-করা মুখের মতো তাহার কাছে আপনার অন্ধকার মেলিয়া দিল। কোথায় সে যাইবে? কোন্‌খানে আপনার ক্ষুদ্র শরীরটি পাতিয়া দিয়া সে চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবে ‘এই আমার

আপনার স্থান ?

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই কমলা আবার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিবার সময় রমেশের ছাতাটা টিনের তোরঙ্গের উপর পড়িয়া গিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া রমেশ মুখ তুলিল এবং চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দেখিল, কমলা তাহার শুইবার কামরার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, “একি কমলা ! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এতক্ষণে শুইয়াছ। তোমার কি ভয় করিতেছে নাকি ? আচ্ছা, আমি আর বাহিরে বসিব না-- আমি এই পাশের ঘরেই শুইতে গেলাম, মাঝের দরজাটি বরঞ্চ খুলিয়া রাখিতেছি।”

কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, “ভয় আমি করি না।” বলিয়া সবেগে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং যে দরজা রমেশ খোলা রাখিয়াছিল তাহা সে বন্ধ করিয়া দিল। বিছানার উপরে আপনাকে নিষ্ক্রেপ করিয়া মুখের উপরে একটা চাদর ঢাকিল ; সে যেন জগতে আর-কাহাকেও না পাইয়া কেবল আপনাকে দিয়া আপনাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিল। তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতাও নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কী করিয়া ?

রাত্রি আর কাটে না। পাশের ঘরে রমেশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানার মধ্যে কমলা আর থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই-- চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। দুই ধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সংকীর্ণ পথ অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেই দিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল-- এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর ! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর-- কিন্তু সে ঘর কোথায় ! শূন্য তীর ধুধু করিতেছে, প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ, অনাবশ্যক পৃথিবী-- ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক-- কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।

এমন সময় হঠাৎ কমলা চমকিয়া উঠিল-- কে একজন তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

“ভয় নাই মা, আমি উমেশ। রাত যে অনেক হইয়াছে, ঘুম নাই কেন ?”

এতক্ষণ যে অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু দিয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। বড়ো বড়ো ফোঁটা কিছুতে বাধা মানিল না, কেবলই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘাড় বাঁকাইয়া কমলা উমেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে-- যেমনি তাহারই মতো আর-একটা গৃহহারা হাওয়ার স্পর্শ লাগে অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়ে ; এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুক-ভরা অশ্রুর ভার আর রাখিতে পারিল না। একটা-কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পীড়িতচিত্ত উমেশ কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয় ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিল, “মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত আনা বাঁচিয়াছে।”

তখন কমলার অশ্রুর ভার লঘু হইয়াছে। উমেশের এই খাপছাড়া সংবাদে সে একটুখানি স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা, বেশ, সে তোমার কাছে রাখিয়া দে। যা, এখন শুতে যা।”

চাঁদ গাছের আড়ালে নামিয়া পড়িল। এবার কমলা বিছানায় আসিয়া যেমন শুইল অমনি তাহার দুই

শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে বুজিয়া আসিল । প্রভাতের রৌদ্র যখন তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল তখনো সে
নিদ্রায় মগ্ন ।

শ্রান্তির মধ্যে পরের দিন কমলার দিবসারম্ভ হইল। সেদিন তাহার চক্ষে সূর্যের আলোক ক্লান্ত, নদীর ধারা ক্লান্ত, তীরের তরুগুলি বহুদূরপথের পথিকের মতো ক্লান্ত।

উমেশ যখন তাহার কাজে সহায়তা করিতে আসিল কমলা শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, “যা উমেশ, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিস নে।”

উমেশ অল্পে ক্ষান্ত হইবার ছেলে নহে। সে কহিল, “বিরক্ত করিব কেন মা, বাটনা বাটিতে আসিয়াছি।”

সকালবেলা রমেশ কমলার চোখমুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “কমলা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?”

এরূপ প্রশ্ন যে কতখানি অনাবশ্যক ও অসংগত, কমলা কেবল তাহা একবার প্রবল গ্রীবা-আন্দোলনের দ্বারা নিরুত্তরে প্রকাশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রমেশ বুঝিল, সমস্যা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতিশীঘ্রই ইহার একটা শেষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক। হেমলিনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া হইয়া গেলে কর্তব্যনির্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল।

অনেক চিন্তার পর হেমকে চিঠি লিখিতে বসিল। একবার লিখিতেছে, একবার কাটিতেছে, এমন সময় “মহাশয়, আপনার নাম?” শুনিয়া চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক পাকা গোঁফ ও মাথার সামনের দিকটায় পাতলা চুলে টাকের আভাস লইয়া সন্মুখে উপস্থিত। রমেশের একান্তনিবিষ্ট চিন্তের মনোযোগ চিঠির চিন্তা হইতে অকস্মাৎ উৎপাটিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

“আপনি ব্রাহ্মণ? নমস্কার। আপনার নাম রমেশবাবু, সে আমি পূর্বেই খবর লইয়াছি-- তবু দেখুন আমাদের দেশে নাম-জিজ্ঞাসাটা পরিচয়ের একটা প্রণালী। ওটা ভদ্রতা। আজকাল কেহ কেহ ইহাতে রাগ করেন। আপনি যদি রাগ করিয়া থাকেন তো শোধ তুলুন। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি নিজের নাম বলিব, বাপের নাম বলিব, পিতামহের নাম বলিতে আপত্তি করিব না।”

রমেশ হাসিয়া কহিল, “আমার রাগ এত বেশি ভয়ংকর নয়, আপনার একলার নাম পাইলেই আমি খুশি হইব।”

“আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। পশ্চিমে সকলেই আমাকে ‘খুড়ো’ বলিয়া জানে। আপনি তো হিস্ট্রি পড়িয়াছেন? ভারতবর্ষে ভারত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা, আমি তেমনি সমস্ত পশ্চিম-মুন্সুকের চক্রবর্তী-খুড়ো। যখন পশ্চিমে যাইতেছেন তখন আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে না। কিন্তু মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হইতেছে?”

রমেশ কহিল, “এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।”

ত্রৈলোক্য। আপনার ঠিক করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু জাহাজে উঠিতে তো দেরি সহ্য নাই।

রমেশ কহিল, “একদিন গোয়ালন্দে নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে বাঁশি দিয়াছে। তখন এটা বেশ বোঝা গেল, আমার মন স্থির করিতে যদি বা দেরি থাকে কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরি নাই। সুতরাং যেটা তাড়াতাড়ির কাজ সেইটেই তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিলাম।”

ত্রৈলোক্য। নমস্কার মহাশয়। আপনার প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে। আমাদের সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ। আমরা আগে মতি স্থির করি, তাহার পরে জাহাজে চড়ি-- কারণ আমরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। আপনি যাইবেন এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করেন নাই, এ কি কম কথা! পরিবার সঙ্গেই আছেন?

“হাঁ” বলিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রমেশের মুহূর্তকালের জন্য খটকা বাধিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, “আমাকে মাপ করিবেন-- পরিবার সঙ্গে আছেন, সে খবরটা আমি বিশৃঙ্খলসূত্রে পূর্বেই জানিয়াছি। বউমা ঐ ঘরটাতে রাঁধিতেছেন, আমিও পেটের দায়ে রান্নাঘরের সন্ধানে সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বউমাকে বলিলাম, ‘মা, আমাকে দেখিয়া সংকোচ করিয়ো না, আমি পশ্চিম-মুন্সুরের একমাত্র চক্রবর্তী-খুড়ো।’ আহা, মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! আমি আবার কহিলাম, ‘মা, রান্নাঘরটি যখন দখল করিয়াছ তখন অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না, আমি নিরুপায়।’ মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন, আজ আর আমার ভাবনা নাই। পাঁজিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই তো বাহির হই, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফি বারে ঘটে না। আপনি কাজে আছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করিব না-- যদি অনুমতি করেন তো বউমাকে একটু সাহায্য করি। আমরা উপস্থিত থাকিতে তিনি পদ্মহস্তে বেড়ি ধরিবেন কেন? না না, আপনি লিখুন, আপনাকে উঠিতে হইবে না-- আমি পরিচয় করিয়া লইতে জানি।”

এই বলিয়া চক্রবর্তী-খুড়া বিদায় হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়াই কহিলেন, “চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে, ঘন্টা যা হইবে তা মুখে তুলিবার পূর্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাঁধিব মা; পশ্চিমের গরমে যাহারা বাস না করে অম্বলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাঁধিতে পারে না। তুমি ভাবিতেছ, বুড়াটা বলে কী-- তেঁতুল নাই, অম্বল রাঁধিব কি দিয়া? কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে তেঁতুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। একটু সবুর করো, আমি সমস্ত জোগাড় করিয়া আনিতেছি।”

বলিয়া চক্রবর্তী কাগজে-মোড়া একটা ভাঁড়ে কাসুন্দি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, “আমি অম্বল যা রাঁধিব তা আজকের মতো খাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চার দিন লাগিবে। তার পরে একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, চক্রবর্তী-খুড়ো দেমাকও করে বটে, কিন্তু অম্বলও রাঁধে। যাও মা, এবার যাও, মুখ-হাত ধুইয়া লও গে। বেলা অনেক হইয়াছে। রান্না বাকি যা আছে আমি শেষ করিয়া দিতেছি। কিছু সংকোচ করিয়ো না, আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে মা; আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল, তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে। বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ। কিন্তু ঠাট্টা নয় মা, এ সত্য কথা।”

কমলা হাসিমুখে কহিল, “আমি আপনার কাছ থেকে অম্বল-রাঁধা শিখিব।”

চক্রবর্তী। ওরে বাস রে! বিদ্যা কি এত সহজে দেওয়া যায়? এক দিনেই শিখাইয়া বিদ্যার গুণমর যদি নষ্ট করি তবে বীণাপাণি অপ্ৰসন্ন হইবেন। দু-চার দিন এ বৃদ্ধকে খোশামোদ করিতে হইবে। আমাকে কী করিয়া খুশি করিতে হয় সে তোমাকে ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে না; আমি নিজে সমস্ত বিস্তারিত

বলিয়া দিব। প্রথম দফায়, আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না। আমাকে বশীভূত করা সহজ ব্যাপার না ; কিন্তু মার ঐ হাসি-মুখখানিতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ওরে, তোর নাম কী রে ?”

উমেশ উত্তর দিল না। সে রাগিয়া ছিল ; তাহার মনে হইতেছিল, কমলার স্নেহ-রাজ্যে বৃদ্ধ তাহার শরিক হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা তাহাকে মৌন দেখিয়া কহিল, “ওর নাম উমেশ।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “এ ছোকরাটি বেশ ভালো। এক দমে ইহার মন পাওয়া যায় না তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু দেখো মা, এর সঙ্গে আমার বনিবে। কিন্তু আর বেলা করিয়ো না, আমার রান্না হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।”

কমলা যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিল এই বৃদ্ধকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেল।

রমেশও এই বৃদ্ধের আগমনে এখনকার মতো কতকটা নিশ্চিত হইল। প্রথম কয় মাস যখন রমেশ কমলাকে আপনার স্ত্রী বলিয়াই জানিত তখন তাহার আচরণ, তখন পরস্পরের বাধাবিহীন নিকটবর্তিতা, এখনকার হইতে এতই তফাৎ যে, এই হঠাৎ-প্রভেদ বালিকার মনকে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন সময়ে এই চক্রবর্তী আসিয়া রমেশের দিক হইতে কমলার চিন্তাকে যদি খানিকটা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে তবে রমেশ আপনার হৃদয়ের ক্ষতবেদনায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়া বাঁচে।

অদূরে তাহার কামরার দ্বারের কাছে আসিয়া কমলা দাঁড়াইল। তাহার মনের ইচ্ছা, কর্মহীন দীর্ঘমধ্যাহ্নটা সে চক্রবর্তীকে একাকী দখল করিয়া বসে। চক্রবর্তী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না মা, এটা ভালো হইল না। এটা কিছুতেই চলিবে না।”

কমলা, কী ভালো হইল না কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিলেন, “ঐ-যে, ঐ জুতোটা। রমেশবাবু, এটা আপনা কর্তৃকই হইয়াছে। যা বলেন, এটা আপনারা অধর্ম করিতেছেন-- দেশের মাটিকে এই-সকল চরণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তাহা হইলে দেশ মাটি হইবে। রামচন্দ্র যদি সীতাকে ডসনের বুট পরাইতেন তবে লক্ষ্মণ কি চোদ্দ বৎসর বনে ফিরিয়া বেড়াইত পারিতেন মনে করেন ? কখনোই না। আমার কথা শুনিয়া রমেশবাবু হাসিতেছেন, মনে মনে ঠিক পছন্দ করিতেছেন না। না করিবারই কথা। আপনারা জাহাজের বাঁশি শুনিলেই আর থাকিতে পারেন না, একেবারেই চড়িয়া বসেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন তাহা একবারও ভাবেন না।”

রমেশ কহিল, “খুড়ো, আপনিই নাহয় আমাদের গম্যস্থানটা ঠিক করিয়া দিন-না। জাহাজের বাঁশিটার চেয়ে আপনার পরামর্শ পাকা হইবে।”

চক্রবর্তী কহিলেন, “এই দেখুন, আপনার বিবেচনাশক্তি এরই মধ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে-- অথচ অল্পক্ষণের পরিচয়। তবে আসুন, গাজিপুরে আসুন। যাবে মা, গাজিপুরে ? সেখানে গোলাপের খেত আছে, আর সেখানে তোমার এ বৃদ্ধ ভক্তটাও থাকে।”

রমেশও কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সন্মতি জানাইল।

ইহার পরে উমেশ এবং চক্রবর্তীতে মিলিয়া লজ্জিত কমলার কামরায় সভাস্থাপন করিল। রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরেই রহিয়া গেল। মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক ধক করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মতো চোখের উপর দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের খেত, কোথাও বা নৌকা-লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গঞ্জের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর-

অপেক্ষী দুটি-চারটি পারের যাত্রী। এই শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কামরার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল তখন তাহার বুকো বাজিতে লাগিল। সমস্তই কী সুন্দর, অথচ কী সুদূর। রমেশের আর্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন।

কমলার এখনো অল্প বয়স-- কোনো সংশয় আশঙ্কা বা বেদনা স্থায়ী হইয়া তাহার মনের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

রমেশের ব্যবহার সম্বন্ধে এ কয়দিন সে আর-কোনো চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। স্রোত যেখানে বাধা পায় সেইখানে যত আবর্জনা আসিয়া জমে-- কমলার চিন্তাস্রোতের সহজ প্রবাহ রমেশের আচরণে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়াছিল, সেইখানে আবর্ত রচিত হইয়া নানা কথা বারবার একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তীকে লইয়া হাসিয়া, বকিয়া, রাঁধিয়া, খাওয়াইয়া কমলার হৃদয়স্রোত আবার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল ; আবর্ত কাটিয়া গেল ; যাহা-কিছু জমিতেছিল এবং ঘুরিতেছিল তাহা সমস্ত ভাসিয়া গেল। সে আপনার কথা আর কিছুই ভাবিল না।

আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহীণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক-একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মতো উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

কর্মের উৎসাহে দিন আরম্ভ হইত। উমেশ আজকাল আর স্টীমার ফেল করে না, কিন্তু তাহার ঝুড়ি ভর্তি হইয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে উমেশের এই সকালবেলাকার ঝুড়িটা পরম কৌতূহলের বিষয়। ‘এ কী রে, এ যে লাউডগা! ওমা, শজনের খাড়া তুই কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিলি? এই দেখো দেখো, খুড়োমশায়, টক-পালং যে এই খোড়ার দেশে পাওয়া যায় তাহা তো আমি জানিতাম না! ঝুড়ি লইয়া রোজ সকালে এইরূপ একটা কলরব উঠে। যেদিন রমেশ উপস্থিত থাকে সেদিন ইহার মধ্যে একটু বেসুর লাগে-- সে চৌর্য সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা উত্তেজিত হইয়া বলে, “বাঃ, আমি নিজের হাতে উহাকে পয়সা গনিয়া দিয়াছি।”

রমেশ বলে, “তাহাতে উহার চুরির সুবিধা ঠিক দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। পয়সাটাও চুরি করে, শাকও চুরি করে।”

এই বলিয়া রমেশ উমেশকে ডাকিয়া বলে, “আচ্ছা, হিসাব দে দেখি।”

তাহাতে তাহার এক বারের হিসাবের সঙ্গে আর-এক বারের হিসাব মেলে না। ঠিক দিতে গেলে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক বেশি হইয়া উঠে। ইহাতে উমেশ লেশমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে, “আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব তবে আমার এমন দশা হইবে কেন? আমি তো গোমস্তা হইতে পারিতাম, কী বলেন দাদাঠাকুর?”

চক্রবর্তী বলেন, “রমেশবাবু, আহারের পর আপনি উহার বিচার করিবেন, তাহা হইলে সুবিচার করিতে পারিবেন। আপাতত আমি এই ছোঁড়াটাকে উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উমেশ, বাবা, সংগ্রহ করার বিদ্যা কম বিদ্যা নয়; অল্প লোকেই পারে। চেষ্টা সকলেই করে; কৃতকার্য কয়জনে হয়? রমেশবাবু, গুণীর মর্যাদা আমি বুঝি। শজনে-খাড়ার সময় এ নয়, তবু এত ভোরে বিদেশে শজনের খাড়া কয়জন ছেলে জোগাড় করিয়া আনিতে পারে বলুন দেখি। মশায়, সন্দেহ করিতে

অনেকেই পারে ; কিন্তু সংগ্রহ করিতে হাজারে একজন পারে ।”

রমেশ । খুড়ো, এটা ভালো হইতেছে না, উৎসাহ দিয়া অন্যায় করিতেছেন ।

চক্রবর্তী । ছেলেটার বিদ্যে বেশি নেই, যেটাও আছে সেটাও যদি উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তো বড়ো আক্ষেপের বিষয় হইবে-- অন্তত যে কয়দিন আমরা স্টীমারে আছি । ওরে উমেশ, কাল কিছু নিমপাতা জোগাড় করিয়া আনিস ; যদি উচ্ছে পাস আরো ভালো হয়-- মা, সুজুনিটা নিতান্তই চাই । আমাদের আয়ুর্বেদে বলে-- থাক্, আয়ুর্বেদের কথা থাক্, এ দিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে । উমেশ, শাকগুলো বেশ করে ধুয়ে নিয়ে আয় ।

রমেশ এইরূপে উমেশকে লইয়া যতই সন্দেহ করে, খিট্‌খিট্‌ করে, উমেশ ততই যেন কমলার বেশি করিয়া আপনার হইয়া উঠে । ইতিমধ্যে চক্রবর্তী তাহার পক্ষ লওয়াতে রমেশের সহিত কমলার দলটি যেন বেশ একটু স্বতন্ত্র হইয়া আসিল । রমেশ তাহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লইয়া এক দিকে একা ; অন্য দিকে কমলা উমেশ এবং চক্রবর্তী তাহাদের কর্মসূত্রে, স্নেহসূত্রে, আমোদ-আহ্লাদের সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে এক । চক্রবর্তী আসিয়া অবধি তাহার উৎসাহের সংক্রামক উত্তাপে রমেশ কমলাকে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছে, কিন্তু তবু দলে মিশিতে পারিতেছে না । বড়ো জাহাজ যেমন ডাঙায় ভিড়িতে চায়, কিন্তু জল কম বলিয়া তাহাকে তফাতে নোঙর ফেলিয়া দূর হইতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, এ দিকে ছোটো ছোটো ডিঙি-পানসিগুলো অনায়াসেই তীরে গিয়া ভিড়ে, রমেশের সেই দশা হইয়াছে ।

পূর্ণিমার কাছাকাছি একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, রাশি রাশি কালো মেঘ দলে দলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে । বাতাস এলোমেলো বহিতেছে । বৃষ্টি এক-এক বার আসিতেছে, আবার এক-এক বার ধরিয়া গিয়া রৌদ্রের আভাসও দেখা যাইতেছে । মাঝগঙ্গায় আজ আর নৌকা নাই, দু-একখানা যা দেখা যাইতেছে তাহাদের উৎকণ্ঠিত ভাব স্পষ্টই বুঝা যায় । জলার্থিনী মেয়েরা আজ ঘাটে অধিক বিলম্ব করিতেছে না । জলের উপরে মেঘবিচ্ছুরিত একটা রুদ্র আলোক পড়িয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে নদীতীরের এক তীর হইতে আর-এক তীর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেছে ।

স্টীমার যথানিময়ে চলিয়াছে । দুর্যোগের নানা অসুবিধার মধ্যে কোনোমতে কমলার রাঁধাবাড়া চলিতে লাগিল । চক্রবর্তী আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মা, ও বেলা যাহাতে রাঁধিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তুমি খিচুড়ি চড়াইয়া দাও, আমি ইতিমধ্যে রুটি গড়িয়া রাখি ।”

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আজ অনেক বেলা হইল । দমকা হাওয়ার জোর ক্রমে বাড়িয়া উঠিল । নদী ফেনাইয়া ফেনাইয়া ফুলিতে লাগিল । সূর্য অস্ত গেছে কি না বুঝা গেল না । সকাল-সকাল স্টীমার নোঙর ফেলিল ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল । ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্য হইতে বিকারের পাংশুবর্ণ হাসির মতো একবার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল । তুমুলবেগে বাতাস এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ।

কমলা একবার জলে ডুবিয়াছে-- ঝড়ের ঝাপটাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না । রমেশ আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল, “স্টীমারে কোনো ভয় নাই কমলা । তুমি নিশ্চিত হইয়া ঘুমাইতে পার, আমি পাশের ঘরেই জাগিয়া আছি ।”

দ্বারের কাছে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, “মা লক্ষ্মী, ভয় নাই, ঝড়ের বাপের সাধ্য কী তোমাকে স্পর্শ করে ।”

ঝড়ের বাপের সাধ্য কতদূর তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য যে কী তাহা কমলার অগোচর নাই ; সে তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, “খুড়োমশায়, তুমি ঘরে আসিয়া বোসো !”

চক্রবর্তী সসংকোচে কহিলেন, “তোমাদের যে এখন শোবার সময় হইল মা, আমি এখন--”

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন রমেশ সেখানে নাই ; আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “রমেশবাবু এই ঝড়ে গেলেন কোথায় ? শাক-চুরি তো তাঁহার অভ্যাস নাই !”

“কে ও, খুড়ো নাকি ? এই-যে, আমি পাশের ঘরেই আছি !”

পাশের ঘরে চক্রবর্তী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, রমেশ বিছানায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আলো জ্বালিয়া বই পড়িতেছে।

চক্রবর্তী কহিলেন, “বউমা যে একলা ভয়ে সারা হইলেন। আপনার বই তো ঝড়কে ডরায় না, ওটা এখন রাখিয়া দিলে অন্যায় হয় না। আসুন এ ঘরে !”

কমলা একটা দুর্নিবার আবেগবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীর হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “না, না খুড়োমশায় ! না, না !” ঝড়ের কল্লোলে কমলার এ কথা রমেশের কানে গেল না, কিন্তু চক্রবর্তী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রমেশ বই রাখিয়া এ ঘরে উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কী চক্রবর্তী-খুড়ো, ব্যাপার কী ? কমলা বুঝি আপনাকে--”

কমলা রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না, না, আমি উঁহাকে কেবল গল্প বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম !”

কিসের প্রতিবাদে যে কমলা ‘না না’ বলিল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই ‘না’র অর্থ এই যে, যদি মনে কর আমার ভয় ভাঙাইবার দরকার আছে--না, দরকার নাই। যদি মনে কর আমাকে সঙ্গ দিবার প্রয়োজন--না, প্রয়োজন নাই।

পরক্ষণেই কমলা কহিল, “খুড়োমশায়, রাত হইয়া যাইতেছে, আপনি শুইতে যান। একবার উমেশের খবর লইবেন, সে হয়তো ভয় পাইতেছে !”

দরজার কাছ হইতে একটা আওয়াজ আসিল “মা, আমি কাহাকেও ভয় করি না !”

উমেশ মুড়িসুড়ি দিয়া কমলার দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া কহিল, “হ্যাঁ রে উমেশ, তুই ঝড়-জলে ভিজিতেছিস কেন ? লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, যা খুড়োমশায়ের সঙ্গে শুইতে যা !”

কমলার মুখে লক্ষ্মীছাড়া-সম্বোধনে উমেশ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া চক্রবর্তী-খুড়ার সঙ্গে শুইতে গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “যতক্ষণ না ঘুম আসে আমি বসিয়া গল্প করিব কি ?”

কমলা কহিল, “না, আমার ভারি ঘুম পাইয়াছে !”

রমেশ কমলার মনের ভাব যে না বুঝিল তাহা নয়, কিন্তু সে আর দ্বিধাক্তি করিল না ; কমলার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিছানার মধ্যে স্থিখর হইয়া ঘুমের অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পারে, এমন শান্তি কমলার মনে ছিল না। তবু সে জোর করিয়া শুইল। ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এঞ্জিন-ঘরে সারেঙের আদেশসূচক ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।

প্রবল বায়ুবেগের বিরুদ্ধে জাহাজকে স্থির রাখিবার জন্য নোঙর-বাঁধা অবস্থাতেও এঞ্জিন ধীরে ধীরে চলিতে থাকিল।

কমলা বিছানা ছাড়িয়া কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘসত্ত্বেও শুক্লচতুর্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিষ্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে। তীর স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না ; নদী ঝাপসা দেখা যাইতেছে ; কিন্তু উর্ধ্বে নিম্নে, দূরে নিকটে, দৃশ্যে অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা ঝাঁকা দিয়া দিয়া উঠিতেছে।

এই পাগল রাত্রি, এই আকুল আকাশের দিকে চাহিয়া, কমলার বুকের ভিতরটা যে দুলিতে লাগিল তাহা ভয়ে কি আনন্দে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী, বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকে বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায় ? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মতো অব্যক্ত। একটা কোন্ অনির্দিষ্ট অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশপাতালে এই মাতামাতি, এই রোষণর্জিত ক্রন্দন। পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল 'না না' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথরাত্রি ছুটিয়া আসিতেছে-- একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার। কিসের অস্বীকার ? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না-- কিন্তু না-- কিছুতেই না, না, না, না।

পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ কিছু কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই। নোঙর তুলিবে কি না এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই, উদ্‌বিগ্নমুখে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

সকালেই চক্রবর্তী রমেশের সন্ধানে কমলার পাশের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রমেশ তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে, চক্রবর্তীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ঘরে রমেশের শয়নাবস্থা দেখিয়া চক্রবর্তী গতরাত্রির ঘটনার সঙ্গে মনে মনে সমস্তটা মিলাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাত্রে বুঝি এই ঘরেই শোওয়া হইয়াছিল?”

রমেশ এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া কহিল, “এ কী দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে! কাল রাত্রে খুড়োর ঘুম কেমন হইল?”

চক্রবর্তী কহিলেন, “আমাকে নির্বোধের মতো দেখিতে, আমার কথাবার্তাও সেই প্রকারের, তবু এই বয়সে আমাকে অনেক দুর্কহ বিষয়ের চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলার মীমাংসাও পাইয়াছি-- কিন্তু আপনাকে সব চেয়ে দুর্কহ বলিয়া ঠেকিতেছে।”

মুহূর্তের জন্য রমেশের মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, “দুর্কহ হওয়াটাই যে সব সময়ে অপরাধের তা নয় খুড়ো। তেলেগু ভাষার শিশুপাঠও দুর্কহ, কিন্তু ত্রৈলোক্যের বালকের কাছে তাহা জলের মতো সহজ। যাহাকে না বুঝিবেন তাহাকে তাড়াতাড়ি দোষ দিবেন না এবং যে অক্ষর না বোঝেন কেবলমাত্র তাহার উপরে অনিমেঘ চক্ষু রাখিলেই যে তাহা কোনোকালে বুঝিতে পারিবেন এমন আশা করিবেন না।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “আমাকে মাপ করিবেন রমেশবাবু। আমার সঙ্গে যাহার বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নাই তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। কিন্তু পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন এক-একটি মানুষ মেলে, দৃষ্টিপাতমাত্রই যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। তার সাক্ষী, আপনি ঐ দেড়ে সারেংটাকে জিজ্ঞাসা করুন-- বউমার সঙ্গে ওর আত্মীয়সম্বন্ধ ওকে এখনি স্বীকার করিতে হইবে; ওর ঘাড় করিবে; না করে তো ওকে আমি মুসলমান বলিব না। এমন অবস্থায় হঠাৎ মাঝখানে তেলেগু ভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুশকিলে পড়িতে হয়। শুধু শুধু রাগ করিলে চলিবে না রমেশবাবু, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।”

রমেশ কহিল, “ভাবিয়া দেখিতেছি বলিয়াই তো রাগ করিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমি রাগ করি আর না করি, আপনি দুঃখ পান আর না পান, তেলেগু ভাষা তেলেগুই থাকিয়া যাইবে-- প্রকৃতির এইরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম।”

এই বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ইতিমধ্যে রমেশ চিন্তা করিতে লাগিল, গাজিপুর্বে যাওয়া উচিত কি না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, অপরিচিত স্থানে বাসস্থাপন করার পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিচয় তাহার কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন মনে হইল, পরিচয়ের অসুবিধাও আছে। কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিলে একদিন তাহা কমলার পক্ষে নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। তার চেয়ে যেখানে সকলেই

অপরিচিত, যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই ভালো।

গাজিপুরে পৌঁছিবাব আগের দিনে রমেশ চক্রবর্তীকে কহিল, “খুড়ো, গাজিপুর আমার প্র্যাক্টিসের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছি না, আপাতত কাশীতে যাওয়াই আমি স্থির করিয়াছি।”

রমেশের কথার মধ্যে নিঃসংশয়ের সুর শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, “বার বার ভিন্ন ভিন্ন রকম স্থির করাকে স্থির করা বলে না-- সে তো অস্থির করা। যা হউক, এই কাশী যাওয়াটা এখনকার মতো আপনার শেষ স্থির?”

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, “হাঁ।”

বৃদ্ধ কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং জিনিসপত্র বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলা আসিয়া কহিল, “খুড়োমশায়, আজ কি আমার সঙ্গে আড়ি?”

বৃদ্ধ কহিলেন, “ঝগড়া তো দুই বেলাই হয়, কিন্তু একদিনও তো জিতে পারিলাম না।”

কমলা। আজ যে সকাল হইতে তুমি পালাইয়া বেড়াইতেছ?

চক্রবর্তী। তোমরা যে মা, আমার চেয়ে বড়ো রকমের পলায়নের চেষ্টায় আছ, আর আমাকে পলাতক বলিয়া অপবাদ দিতেছ?

কমলা কথটা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কহিলেন, “রমেশবাবু তবে কি এখনো বলেন নাই? তোমাদের যে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।”

শুনিয়া কমলা হাঁ-না কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, “খুড়োমশায়, তুমি পারিবে না; দাও, তোমার বাস্তু আমি সাজাইয়া দিই।”

কাশী যাওয়া সম্বন্ধে কমলার এই ঔদাসীনে চক্রবর্তী হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর আঘাত পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ‘ভালোই হইতেছে, আমার মতো বয়সে আবার নূতন জাল জড়ানো কেন?’

ইতিমধ্যে কাশী যাওয়ার কথা কমলাকে জানাইবার জন্য রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, “আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম।”

কমলা চক্রবর্তীর কাপড়চোপড় ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল। রমেশ কহিল, “কমলা, এবার আমাদের গাজিপুরে যাওয়া হইল না; আমি স্থির করিয়াছি, কাশীতে গিয়া প্র্যাক্টিস করিব। তুমি কী বল?”

কমলা চক্রবর্তীর বাস্তু হইতে চোখ না তুলিয়া কহিল, “না, আমি গাজিপুরেই যাইব। আমি সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছি।”

কমলার এই দ্বিধাহীন উত্তরে রমেশ কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল; কহিল, “তুমি কি একলাই যাইবে না কি!”

কমলা চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাহার স্নিগ্ধ চক্ষু তুলিয়া কহিল, “কেন, সেখানে তো খুড়োমশায় আছেন।”

কমলার এই কথায় চক্রবর্তী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন, “মা, তুমি যদি সন্তানের প্রতি এতদূর পক্ষপাত দেখাও, তাহা হইলে রমেশবাবু আমাকে দু চক্ষে দেখিতে পারিবেন না।”

ইহার উত্তরে কমলা কেবল কহিল, “আমি গাজিপুরে যাইব।”

এ সম্বন্ধে যে কাহারো কোনো সম্মতির অপেক্ষা আছে, কমলার কণ্ঠস্বরে এরূপ প্রকাশ পাইল না।

রমেশ কহিল, “খুড়ো, তবে গাজিপুরই স্থির।”

বাড়জলের পর সেদিন রাতে জ্যোৎস্না পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্ব রক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী-- আমি তো উহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র পড়া হয় নাই বলিয়াই কোনো সংকোচ করা অন্যায। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধুরূপে আমার পার্শ্ব আনিয়া দিয়া সেই নির্জন সৈকতদ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন-- তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে !'

হেমনলিনী এবং রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা-অপমান-অবিশ্বাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্ব গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয় ; জিতিবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে ? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোকসাধারণের কাছে এমন কদর্য এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে সংকল্প মনে স্থান দেওয়া কঠিন।

অতএব দুর্বলের মতো আর দ্বিধা না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে। হেমনলিনী তো রমেশকে ঘৃণা করিতেছে-- এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে চিন্তসমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে। এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা সেইদিককার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কী রে, তুই কোথায় চলিয়াছিস ?”

উমেশ কহিল, “আমি মাঠাকরুনের সঙ্গে যাইতেছি।”

রমেশ। আমি যে তোর কাশী পর্যন্ত টিকিট করিয়া দিয়াছি। ও-যে গাজিপুুরের ঘাট। আমরা তো কাশী যাইব না।

উমেশ। আমিও যাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না ; কিন্তু হোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি ?”

কমলা কহিল, “না লইলে ও কোথায় যাইবে ?”

রমেশ। কেন, কাশীতে ওর আত্মীয় আছে।

কমলা। না, ও আমাদেরই সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস, তুই খুড়োমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস, নহিলে বিদেশে ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইবি।

কোন দেশে যাইতে হইবে, কাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, এ-সমস্ত মীমাংসার ভার কমলা একলাই লইয়াছে। রমেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন পূর্বে কমলা নম্রভাবে স্বীকার করিত, হঠাৎ এই শেষ কয়দিনের মধ্যে তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের পুঁটুলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

শহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায় খুড়োমশায়ের একটি ছোটো বাংলা। তাহার পশ্চাতে আমবাগান, সম্মুখে বাঁধানো কূপ, সামনের দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন-- কূপের সিঞ্চিত জলে কপি-কড়াইশুঁটির খেত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রথম দিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্তী-খুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলিয়া খুড়া লোকসমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার দৌর্বল্যের বাহ্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্তসমর্থ চেহারা। সামনের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি। তাঁহার সম্বন্ধে জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসল কথা, এই দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন তখন হরিভাবিনীকে ম্যালেরিয়ায় খুব শক্ত করিয়া ধরে। বায়ুপরিবর্তন ছাড়া আর-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্তী গাজিপুুর ইন্স্কুলের মাস্টারি জোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি চক্রবর্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মে নাই।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্তী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, “সেজবউ !”

সেজবউ তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়া গম ভাঙাইতেছিলেন এবং ছোটোবড়ো নানাপ্রকার ভাঁড়ে ও হাঁড়িতে নানাজাতীয় চাটনি রৌদ্রে সাজাইতেছিলেন।

চক্রবর্তী আসিয়াই কহিলেন, “এই বুঝি ! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে-- গায়ে একখানা র্যাপার দিতে নাই ?”

হরিভাবিনী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। ঠাণ্ডা আবার কোথায়-- রৌদ্রে পিঠ পুড়িতেছে।

চক্রবর্তী। সেটাই কি ভালো ? ছায়া জিনিসটা তো দুর্মূল্য নয়।

হরিভাবিনী। আচ্ছা, সে হবে, তুমি আসিতে এত দেরি করিলে কেন ?

চক্রবর্তী। সে অনেক কথা। আপাতত ঘরে অতিথি উপস্থিত, সেবার আয়োজন করিতে হইবে।

এই বলিয়া চক্রবর্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন। চক্রবর্তীর ঘরে হঠাৎ এরূপ বিদেশী অতিথির সমাগম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সস্ত্রীক অতিথির জন্য হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না ; তিনি কহিলেন, “ওমা, তোমার এখানে ঘর কোথায় ?”

চক্রবর্তী কহিলেন, “আগে তো পরিচয় হউক, তার পরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায় ?”

হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি কমলাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিলেন। কমলা হরিভাবিনীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, “দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মতো।”

বিধু ইঁহাদের বড়ো মেয়ে, কানপুরে স্বামিগৃহে থাকে। চক্রবর্তী মনে মনে হাসিলেন। তিনি জানিতেন কমলার সহিত বিধুর কোনো সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের জয় স্বীকার করিতে পারেন না। শৈলজা তাঁহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনায় বিচারে হার হয়, এইজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থলে রাখিয়া জয়পতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন।

হরিভাবিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন বাড়ির তো মেরামত শেষ হয় নাই-- এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি-- ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।

বাজারে চক্রবর্তীর একটা ছোটো বাড়ি মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান ; সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সংকল্পও নাই।

চক্রবর্তী এই মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন তবে কি উঁহাকে এ ঘরে আনি ? (স্ত্রীর প্রতি) যাই হউক, তুমি আর বাহিরে দাঁড়াইয়ো না-- শরৎকালের রৌদ্রটা বড়ো খারাপ।”

এই বলিয়া চক্রবর্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচয় লইতে লাগিলেন। ‘তোমার স্বামী বুঝি উকিল ? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন ? তিনি কত রোজগার করেন ? এখনো বুঝি ব্যাবসা আরম্ভ করেন নাই ? তবে চলে কী করিয়া ? তোমার শৃঙ্গুরের বুঝি সম্পত্তি আছে ? জান না ? ওমা, কেমন মেয়ে গো ! শৃঙ্গুরবাড়ির খবর রাখ না ? সংসার-খরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন ? শাশুড়ি যখন নাই তখন তো সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। তুমি তো নেহাত কচি মেয়েটি নও-- আমার বড়ো জামাই যা-কিছু রোজগার করে সমস্তই বিধুর হাতে গনিয়া দেয়’ ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও

ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অসংগত ও লোকসমাজে লজ্জাকর, হরিভাবিনীর প্রশ্নমালায় তাহা তাহার মনে স্পষ্ট উদয় হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, আজ পর্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভালো করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই-- সে রমেশের স্ত্রী হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আজ ইহা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরত্বের লজ্জা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার শুরু করিলেন, “বউমা, দেখি তোমার বালা। এ সোনা তো তেমন ভালো নয়। বাপের বাড়ি হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়ো জামাই দুই মাস অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।”

এই-সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুই বৎসর বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটোখাটো, মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত-- মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার ছোটো মেয়েটি কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্তকাল পর্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল ‘মাসি’-- বিধুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করিয়া যে বলিল তাহা নহে, একটা বিশেষ বয়সের যে-কোনো মেয়েকে তাহার অপ্রিয় বোধ না হইলেই তাহাকেই সে নির্বিচারে মাসি নামে অভিহিত করে। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী শৈলজার নিকট কমলার পরিচয় দিয়া কহিলেন, “ইহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইহাদের গাজিপুর্বে আনিয়াছেন।”

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল, এবং সেই দৃষ্টিপাতেই এক মুহূর্তে উভয়ের সখ্যবন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী আতিথ্যের আয়োজনে চলিয়া গেলেন; শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, “এসো ভাই, আমার ঘরে এসো।”

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের যে প্রভেদ ছিল তাহা চোখে দেখিয়া সহসা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদ্ধ একটু ছোটোখাটো সংক্ষিপ্ত রকমের ভাব, কমলার ঠিক তাহার উল্টা-- আয়তনে ও ভাবে ভঙ্গিতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়াইয়া গেছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার উপরে শৃশুরবাড়ির কোনো রকমের চাপ না থাকাতেই হউক বা যে কারণেই হউক, দেখিতে দেখিতে সে অসংকোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ‘চুপ করো’ ‘যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও’ ‘বউমানুষের অত ‘নেই’ করা শোভা পায় না’- এ-সব কথা তাহাকে আজ পর্যন্ত শুনিতে হয় না। তাই সে যেন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সরলতার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেয়ে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া লইবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও দুই নূতন সখীর মধ্যে কথাবার্তা জমিয়া উঠিল। এই কথোপকথন-ব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্য সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে তাহা একটি পেনসিলের ক্ষীণ রেখা মাত্র; তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও

রঙ ফলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই ; হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ-ভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহারাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল-- যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোনো ঝংকার দিবার নাই ; স্বামীর কথা সে কী বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কী আছে। বলিবার আগ্রহই বা কোথায় ! সুখের বোঝাই লইয়া শৈলজার ইতিহাস যেথা হু হু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাজিপুর্বে অহিফেন-বিভাগে কাজ করে। চক্রবর্তীর দুটিমাত্র মেয়ে। বড়ো মেয়ে তো শৃঙ্গুরবাড়ি গেছে। ছোটোটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্তী একটি নিঃস্ব জামাই বাছিয়া আনিলেন এবং সাহেব-সুবাকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাজ জুটাইয়া দিলেন। বিপিন ইঁহাদের বাড়িতেই থাকে।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ এক সময় শৈল বলিল, “তুমি একটু বোসো ভাই, আমি এখন আসিতেছি।” পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল, “উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন, খাইয়া আপিসে যাইবেন।”

কমলা সরল বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, “তিনি আসিয়াছেন তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?”

শৈলজা। আর ঠাটা করিতে হইবে না। সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে আমিও তেমনি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্তাটির পায়ের শব্দ চেন না ?

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বন্ধ চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল। পদশব্দের ভাষা যে এতই সহজ তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া জানলার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল। জানলার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই-সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন লুটোপুটি করিতেছিল।

একটু ফাঁকা জায়গায় গঙ্গার ধারে একটা আলাদা বাড়ি লইবার চেষ্টা হইতেছে। রমেশ, গাজিপুর-আদালতের বিধি-অনুসারে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য ও জিনিসপত্র আনিতে এক বার কলিকাতায় যাইতে হইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের ভিতরটা এখনো যেন কিসে চাপিয়া ধরে। এখনো জল ছেঁড়ে নাই, অথচ কমলার সহিত স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব করিলে আর চলে না। এই-সমস্ত দ্বিধায় কলিকাতায় যাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

কমলা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরেই থাকে। এ বাংলায় ঘর নিতান্ত কম বলিয়া রমেশকে বাহিরের ঘরেই থাকিতে হয় ; কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না।

এই অনিবার্য বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া শৈলজা কেবলই কমলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। কমলা কহিল, “কেন ভাই, তুমি এত হাহুতাশ করিতেছ ? এমনি কী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে !”

শৈলজা হাসিয়া কহিল, “ইস, তাই তো ! একেবারে যে পাষণের মতো কঠিন মন ! ও-সব ছলনায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তোমার মনের মধ্যে যে কী হইতেছে সে কি আর আমি জানি না !”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা ভাই, সত্যি করিয়া বলো, দুই দিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন তা হইলে কি অমনি--”

শৈলজা সর্গর্বে কহিল, “ইস, দুই দিন দেখা না দিয়া তাঁর নাকি থাকিবার জো আছে !”

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অর্ধৈর্ষ্য সম্বন্ধে শৈলজা গল্প করিতে লাগিল। প্রথম-প্রথম বিবাহের পর বালক বিপিন গুরুজনের ব্যুহভেদ করিয়া তাহার বালিকাবধূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবে কতপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে ব্যর্থ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধদুঃখ-লাঘবের জন্য বিপিনের মধ্যাহ্নভোজন-কালে একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দকৌতুকে শৈলজার মুখখানি হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে যাইবার পালা আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের বেদনা এবং বিপিনের যখন-তখন আপিস-পলায়ন, সেও অনেক কথা। তাহার পরে একবার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের জন্য বিপিনের পাটনায় যাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে ?’ বিপিন স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিল, ‘কেন পারিব না, খুব পারিব।’ সেই স্পর্ধাবাক্যে শৈলজার মনে খুব অভিমান হইয়াছিল ; সে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদায়ের পূর্বরাতে সে কোনোমতে লেশমাত্র শোকপ্রকাশ করিবে না ; কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিনে যখন যাত্রার আয়োজন সমস্তই স্থির তখন বিপিনের অকস্মাৎ এমনি মাথা ধরিয়া কী-এক-রকমের অসুখ করিতে লাগিল যে যাত্রা বন্ধ করিতে হইল, তাহার পরে ডাক্তার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে ওষুধের শিশি গোপনে নর্দমার মধ্যে শূন্য করিয়া অপূর্ব উপায়ে কী করিয়া ব্যাধির অবসান হইল-- এ-সমস্ত কাহিনী বলিতে

বলিতে কখন যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে হুঁশ থাকে না-- অথচ এমন সময় হঠাৎ দূরে বাহির-দরজায় একটা কিসের শব্দ হয়-কি-না-হয় অমনি শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের ধারের বাহির-দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়া ছিল।

কমলার কাছে এ-সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকুসুমের মতো তাহা নয়; ইহার আভাস সে কিছু-কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েক মাস রমেশের সহিত প্রথম-পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এই রকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরেও ইস্কুল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে ফিরিয়া আসিল তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল ঢেউ অপূর্ব সংগীতে ও অপরূপ নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে-- যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই-সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ-সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোনো-একটা পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে-একটা আগ্রহের টান সেটা রমেশ ও তাহার মধ্যে কোথায়? এই-যে কয়েক দিন তাহাদের দেখাশোনা বন্ধ হইয়া আছে তাহাতে তাহার মনের মধ্যে এমনি কি অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে-- এবং রমেশও তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে বসিয়া বসিয়া কোনো প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে তাহা কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল সেদিন শৈলজা কিছু মুশকিলে পড়িল। তাহার নূতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা পরিত্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে ব্যর্থ করিবে এতবড়ো ত্যাগশীলতাও তাহার নাই। এ দিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও কমলা যখন মিলনে বঞ্চিত হইয়া আছে তখন ছুটির উৎসবে নিজের বরাদ্দ পুরা ভোগ করিতে তাহার ব্যথাও বোধ হইল। আহা, যদি কোনোমতে রমেশের সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া যায়।

এ-সকল বিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত পরামর্শ চলে না। কিন্তু চক্রবর্তী পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবার লোক নহেন-- তিনি বাড়িতে প্রচার করিয়া দিলেন আজ তিনি বিশেষ কাজে শহরের বাহিরে যাইতেছেন। রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক আজ কেহ তাঁহার বাড়িতে আসিতেছে না, সদর-দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। এ খবর তাঁহার কন্যাকেও বিশেষ করিয়া শোনাইয়া দিলেন-- নিশ্চয় জানিতেন, কোন্ ইঙ্গিতের কী অর্থ, তাহা বুঝিতে শৈলজার বিলম্ব হয় না।

স্নানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, “এসো ভাই, তোমার চুল শুকাইয়া দিই।”

কমলা কহিল, “কেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কিসের?”

শৈলজা। সে কথা পরে হইবে, তোমার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই।-- বলিয়া কমলার মাথা লইয়া পড়িল। আজ বিনানির সংখ্যা অনেক বেশি, খোঁপা একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

তাহার পরে কাপড় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা তাহাকে যে রঙিন কাপড় পরাইতে চায় কমলা তাহা পরিবার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরিতে হইল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার স্বামীকে কানে-কানে কী একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ছুটি লইয়া আসিল। তাহার পরে কমলাকে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্বে অনেক বার অসংকোচে গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সমাজে লজ্জাপ্রকাশের

যে কোনো বিধান আছে তাহা জানিবার সে কোনো অবসর পায় নাই। পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সংকোচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়া ধিক্কার দিবার সঙ্গিনীও তাহার কাছে কেহ ছিল না।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে শৈলজা যে-অধিকারে যায় তাহা সে জানিয়াছে; কমলা সেই অধিকারের গৌরব যখন অনুভব করিতেছে না তখন দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া যাইবে!

কমলাকে যখন কিছুতেই রাজি করা গেল না তখন শৈল মনে করিল, রমেশের 'পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান করিবার কথাই বটে। কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুতা করিয়া এক বার দেখাসাক্ষাতের চেষ্টাও করিলেন না।

বাড়ির গৃহিণী তখন আহ্বাস্তে ঘরে দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা বিপিনকে আসিয়া কহিল, “রমেশবাবুকে তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ির মধ্যেই ডাকিয়া আনো। বাবা কিছু মনে করিবেন না, মা কিছু জানিতেই পারিবেন না।”

বিপিনের মতো চুপচাপ মুখচোরা লোকের পক্ষে এরূপ দৌত্য কোনোমতেই রুচিকর নহে, তথাপি ছুটির দিনে এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সে সাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিত হইয়া শুইয়া এক পায়ের উচ্ছিত হাঁটুর উপরে আর-এক পা তুলিয়া দিয়া ‘পায়োনিয়র’ পড়িতেছিল। পাঠ্য অংশ শেষ করিয়া যখন কাজের অভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বিপিনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গী হিসাবে বিপিন যে খুব প্রথমশ্রেণীর পদার্থ তাহা না হইলেও বিদেশে মধ্যাহ্নাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল, “আসুন বিপিনবাবু, আসুন, বসুন।”

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা চুলকাইয়া বলিল, “আপনাকে এক বার ইনি ভিতরে ডাকিতেছেন।”

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কে, কমলা?”

বিপিন কহিল, “হাঁ।”

রমেশ কিছু আশ্চর্য হইল। রমেশ পূর্বেই স্থির করিয়াছে কমলাকে সে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক-দ্বিধা-গ্রস্ত মন তৎপূর্বে এই কয়দিন অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কম্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানাপ্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে, কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে হঠাৎ এক দিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না; এইজন্যই বাড়িভাড়া করিবার দিকে তাহার তেমন সত্বরতা ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও তাহার মনের মধ্যে একটা হিজলি উঠিল। বিপিনের অনুবর্তী হইয়া ‘পায়োনিয়র’টা ফেলিয়া রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা করিল তখন এই মধুকরগুঞ্জরিত কার্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভিসারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছুদূর হইতে ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়াছিল, শৈলজা তাহার

সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেছে। তাই সে খোলা দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া সামনের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল। শৈল কেমন করিয়া কমলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালোবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল। ঈষত্তপ্ত বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মর্মরশব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কমলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অব্যক্ত বেদনায় একটি অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল।

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল-- ‘কমলা’, তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল ; তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল, যে কমলা ইতিপূর্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লজ্জা অনুভব করে নাই সে আজ ভালো করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জায় ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মূর্তিতে দেখিল। হঠাৎ কমলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য এবং অভিভূত করিল। সে আস্তে আস্তে কমলার কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, “কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ ?”

কমলা চমকিয়া উঠিয়া অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, “না না না, আমি ডাকি নাই-- আমি কেন ডাকিতে যাইব ?”

রমেশ কহিল, “ডাকিলেই বা দোষ কী কমলা ?”

কমলা দ্বিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল, “না, আমি ডাকি নাই।”

রমেশ কহিল, “তা, বেশ কথা। তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি। তাই বলিয়াই কি অনাদরে ফিরিয়া যাইতে হইবে ?”

কমলা। তুমি এখানে আসিয়াছ, সকলে জানিতে পারিলে রাগ করিবেন-- তুমি যাও। আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এসো-- সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই।”

কমলা কম্পিতকলেবরে তাড়াতাড়ি রমেশের হাত ছাড়িয়া লইয়া পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুঝিল, এ-সমস্তই বাড়ির কোনো মেয়ের ষড়্‌যন্ত্র-- এই বুঝিয়া পুলকিতদেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিত হইয়া পড়িয়া আর-একবার ‘পায়োনিয়র’টা টানিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনশ্রেণীর উপরে চোখ বুলাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার হৃদয়াকাশে নানারঙের ভাবের মেঘ উড়ে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল রুদ্ধঘরে ঘা দিল ; কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে দরজার খড়খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া দিয়া ছিটকিনি খুলিয়া ফেলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি কী ঘটনা ঘটিতে পারে যাহার জন্য কমলা এত আঘাত পায় ! তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, “কেন ভাই, তোমার কী হইয়াছে, তুমি কেন কাঁদিতেছ ?”

কমলা কহিল, “তুমি কেন উঁহাকে ডাকিয়া আনিলে ? তোমার ভারি অন্যায়।”

কমলার এই-সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে বোঝা

ভারি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কত দিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে তাহা কেহই জানে না।

কমলা আজ একটা কল্পনালোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল। রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত হারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ-সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে-- আসল জিনিসটি যে কী তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্প দিনেই যেন স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ-সব কথা বোঝা শক্ত। কমলা এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনো প্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুযত্নে কমলার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা ভাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন? হয়তো ইনি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ-সমস্ত আমার কাজ।”

কমলা কহিল, “না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে?”

শৈল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, “আচ্ছা ভাই, দোষ হইয়াছে, মাপ করো।”

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল; কহিল, “যাও ভাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন।”

বাহিরে নির্জন ঘরে রমেশ ‘পায়োনীয়র’-এর উপর অনেকক্ষণ বৃথা চোখ বুলাইয়া এক সময় সবলে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর উঠিয়া বসিয়া কহিল, ‘না, আর না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যতদিন বিলম্ব হইতেছে ততই আমার অন্যায়ে বাড়িতেছে।’

রমেশের কর্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ আজ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া সমস্ত দ্বিধা-সংশয় একলক্ষ্যে অতিক্রম করিল।

রমেশ ঠিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কলুটোলার সে গলির ধার দিয়াও যাইবে না।

রমেশ দরজিপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল। দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজ-কর্মে কাটে, বাকি সময়টা ফুরাইতে চায় না। রমেশ কলিকাতায় যে দলের সহিত মিশিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না। পাছে পথে কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে যথাসাধ্য সাবধানে থাকিত।

কিন্তু রমেশ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্তন অনুভব করিল। যে নির্জন অবকাশের মাঝখানে, যে নির্মল শান্তির পরিবেষ্টনে, কমলা তাহার নবকৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমেশের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল কলিকাতায় তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল। দরজিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া ভালোবাসার মুগ্ধনেত্রে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এখানে তাহার মন কোনোমতে সাড়া দিল না; আজ কমলা তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল।

জের যতই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ করা যায় জের ততই কমিয়া আসিতে থাকে। হেমনলিনীকে কোনোমতেই মনের মধ্যে আমল দিবে না, এই পণ করিতে করিতেই অহোরাত্র হেমনলিনীর কথা রমেশের মনে জাগরুক থাকে। ভুলিবার কঠিন সংকল্পই স্মরণে রাখিবার প্রবল সহায় হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র তাড়া থাকিত তবে বহু পূর্বেই কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সামান্য কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কার্যানুরোধে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়া সেখান হইতে গাজিপুর্নে ফিরিবে। এত দিন সে ধৈর্যরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে ধৈর্যের কি কোনো পুরস্কার নাই? বিদায়ের আগে গোপনে এক বার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে ক্ষতি কী?

আজ কলুটোলার সেই গতিতে যাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহাতে কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল। এবারে গাজিপুর্নে ফিরিয়া গিয়া সে অগত্যা হতভাগিনী কমলাকে নিজের পরিণীত-পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে তাহাও জ্ঞাপন করিল। এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ ঘটবার পূর্বে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্র-দ্বারা সে বিদায় গ্রহণ করিল।

চিঠি লিখিয়া লেফাফার মধ্যে পুরিয়া উপরে কাহারো নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সম্বোধন করিল না। অন্নদাবাবুর ভৃত্যেরা রমেশের প্রতি অনুরক্ত ছিল--কারণ রমেশ, হেমনলিনীর সম্পর্কীয় স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত। এইজন্য সেই বাড়ির চাকর-বাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপলক্ষে কাপড়চোপড় পার্বণী হইতে বঞ্চিত হইত না। রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়িতে গিয়া এক বার সে দূর হইতে হেমনলিনীকে দেখিয়া

আসিবে এবং কোনো এক জন চারককে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মতো তাহার পূর্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে স্পন্দিত-বক্ষে কম্পিতপদে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ ; উপরে চাহিয়া দেখিল সমস্ত জানালা বন্ধ, বাড়ি শূন্য, অন্ধকার।

তবু রমেশ দ্বারে ঘা দিল। দুই-চার বার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে এক জন বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কে ও, সুখন নাকি ?”

বেহারা কহিল, “হাঁ বাবু, আমি সুখন।”

রমেশ। বাবু কোথায় গেছেন ?

বেহারা। দিদিঠাকরুনকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

রমেশ। কোথায় গেছেন ?

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ। আর কে সঙ্গে গেছেন ?

বেহারা। নলিনবাবু সঙ্গে গেছেন।

রমেশ। নলিনবাবুটি কে ?

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল নলিনবাবু যুবাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতেছেন। যদিও রমেশ হেমনলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনবাবুটির প্রতি তাহার সন্দেহ আকৃষ্ট হইল না।

রমেশ। তোর দিদিঠাকরুনের শরীর কেমন আছে ?

বেহারা কহিল, “তাঁহার শরীর তো ভালোই আছে।”

সুখন-বেহারাটা ভাবিয়াছিল, এই সুসংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবেন। অন্তর্যামী জানেন, সুখন-বেহারা ভুল বুঝিয়াছিল।

রমেশ কহিল, “আমি একবার উপরের ঘরে যাইব।”

বেহারা তাহার ধূমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল। রমেশ ভূতের মতো ঘরে ঘরে এক বার ঘুরিয়া বেড়াইল, দুই-একটা চৌকি ও সোফা বাছিয়া লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিসপত্র গৃহসজ্জা সমস্তই ঠিক পূর্বের মতোই আছে, মাঝে হইতে নলিনবাবুটি কে আসিল ? পৃথিবীতে কাহারো অভাবে অধিক দিন কিছুই শূন্য থাকে না। যে বাতায়নে রমেশ এক দিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মগ্নিত করিয়া লইয়াছিল, সেই বাতায়নে আর কি সূর্যাস্তের আভা পড়ে না ? সেই বাতায়নে আর-কেহ আসিয়া আর-এক দিন যখন যুগলমূর্তি রচনা করিতে চাহিবে তখন পূর্ব-ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থান রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তর্জনী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে ? ক্ষুণ্ণ অভিমানে রমেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন রমেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে গাজিপুরে চলিয়া গেল।

কলিকাতায় রমেশ মাসখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই এক মাস কমলার পক্ষে অল্পদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। উষার আলো যেমন দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রে ফুটিয়া পড়ে, কমলার নারীপ্রকৃতি তেমনি অতি অল্পকালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইতে বলা যায় না।

ইতিমধ্যে রমেশের আসিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অনুরোধে খুড়া কলমাদের বাসের জন্য শহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পস্বল্প আসবাব সংগ্রহ করিয়া বাড়িটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার জন্য আবশ্যিকমত চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেক দিন দেরি করিয়া রমেশ যখন গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল তখন খুড়ার বাড়িতে পড়িয়া থাকিবার আর-কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারি দিকে বাগান করিবার মতো জমি যথেষ্ট আছে। দুই সারি সুদীর্ঘ সিসুগাছের ভিতর দিয়া একটি ছায়াময় রাস্তা গেছে। শীতের শীর্ণ গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়া বাড়ি এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নিচু চর পড়িয়াছে--সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে। বাড়ির দক্ষিণ-সীমানায় গঙ্গার একটি বৃহৎ বৃদ্ধ নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাঁধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ি ও জমি অনাদৃত অবস্থায় থাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং ঘরগুলিও অপরিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ-সমস্তই অত্যন্ত ভালো লাগিল। গৃহিণীপদলাভের আনন্দ-আভায় তাহার চক্ষে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কী কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, জমির কোথায় কিরূপ গাছপালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাষ দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রান্নাঘরের চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার-ঘরে যেখানে যেরূপ পরিবর্তন আবশ্যিক তাহা সাধন করিল। সমস্ত দিন ধোওয়া-মাজা, গোছানো-গাছানো--কাজকর্মের আর অন্ত নাই। চারি দিকেই কমলার মমত্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

গৃহকর্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে। রমেশ আজ কমলাকে সেই কর্মের মাঝখানে দেখিল; সে যেন পাখিকে খাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্বেক করিয়া দিল।

এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই ; আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখরদেশে যখন দেখিল তখন তাহার সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল ।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল, “কমলা, করিতেছ কী ? শান্ত হইয়া পড়িবে যে ।”

কমলা তাহার কাজের মাঝখানে একটুখানি থামিয়া রমেশের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার মিষ্টমুখের হাসি হাসিল ; কহিল, “না, আমার কিছু হইবে না ।”

রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল, এটুকু সে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল ।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার কাছে গিয়া কহিল, “তোমার খাওয়া হইয়াছে তো কমলা ?”

কমলা কহিল, “বেশ, খাওয়া হয় নাই তো কী ? কোন্কালে খাইয়াছি ।”

রমেশ এ খবর জানিত, তবু এই প্রশ্নের ছলে কমলাকে একটুখানি আদর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না ; কমলাও রমেশের এই অনাবশ্যক প্রশ্নে যে একটুখানি খুশি হয় নাই তাহা নহে ।

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্তার সূত্রপাত করিবার জন্য কহিল, “কমলা, তুমি নিজের হাতে কত করিবে, আমাকে একটু খাটাইয়া লও-না ।”

কর্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়ো একটা বিশ্বাস থাকে না । তাহাদের ভয় হয়, যে কাজ তাহারা নিজে না করিবে সেই কাজ অন্য করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয় । কমলা হাসিয়া কহিল, “না, এ-সমস্ত কাজ তোমাদের নয় ।”

রমেশ কহিল, “পুরুষরা নিতান্তই সহিষ্ণু বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এই অবজ্ঞা আমরা সহ্য করিয়া থাকি, বিদ্রোহ করি না, তোমাদের মতো যদি স্ত্রীলোক হইতাম তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম । আচ্ছা, খুড়াকে তো তুমি খাটাইতে ত্রুটি কর না, আমি এতই কি অকর্মণ্য ?”

কমলা কহিল, “তা জানি না, কিন্তু তুমি রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়াইতেছ তাহা মনে করিলেই আমার হাসি পায় । তুমি এখান থেকে সরো, এখানে ভারি ধুলা উড়াইয়াছে ।”

রমেশ কমলার সহিত কথা চালাইবার জন্য বলিল, “ধুলা তো লোক-বিচার করে না, ধুলা আমাকেও যে চক্ষু দেখে তোমাকেও সেই চক্ষু দেখে ।”

কমলা । আমার কাজ আছে বলিয়া ধুলা সহিতেছি ; তোমার কাজ নাই, তুমি কেন ধুলা সহিবে ?--

রমেশ ভৃত্যদের কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, “কাজ থাক্ বা না থাক্, তুমি যাহা সহ্য করিবে আমি তাহার অংশ লইব ।”

কমলার কর্ণমূল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল ; রমেশের কথার কোনো উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিয়া গিয়া কহিল, “উমেশ, এইখানটায় আর-এক ঘড়া জল ঢাল্ না--দেখছিস নে কত কাদা জমিয়া আছে ? ঝাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি ।”

বলিয়া ঝাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্জনকার্যে নিযুক্ত হইল ।

রমেশ কমলাকে ঝাঁট দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, “আহা কমলা, ও কী করিতেছ ?”

পিছন হইতে শুনিতে পাইল, “কেন রমেশবাবু, অন্যায় কাজটা কী হইতেছে ? এ দিকে ইংরাজি পড়িয়া আপনারা মুখে সাম্য প্রচার করেন ; ঝাঁট দেওয়া কাজটা যদি এত হয়ে মনে হয় তবে চাকরের

হাতেই বা ঝাঁটা দেন কেন ? আমি মুখ, আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মায়ের হাতের ঐ ঝাঁটার প্রত্যেক কাঠি সূর্যের রশ্মিচ্ছটার মতো আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকে। মা, তোমার জঙ্গল আমি একরকম প্রায় শেষ করিয়া আসিলাম, কোন্‌খানে তরকারির খেত করিবে আমাকে এক বার দেখাইয়া দিতে হইবে।”

কমলা কহিল, “খুড়ামশায়, একটুখানি সবুর করো, আমার এ ঘর সারা হইল বলিয়া।”

এই বলিয়া কমলা ঘর-পরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল মাথায় তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুড়ার সহিত তরকারির খেত লইয়া গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘর-গোছানো এখনো ঠিকমত হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেকদিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরো দুই-চারি দিন ঘরগুলি ধোওয়া-মাজা করিয়া জানালা-দরজা খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুড়ার বাড়িতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু দমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বলিবে এবং কলমার সলজ্জ স্মিতহাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল। আরো দুই-চারি দিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালত-প্রবেশ-সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

পরদিন কমলার নূতন বাসায় শৈলর চড়িভাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন-আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেল। কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের স্কুল কামাই করিয়াছিলেন। দুই জনে মিলিয়া নিমগাছ-তলায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন, উমেশ সহায়কার্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রান্না ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ননিদ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই সখীতে নিমগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহাদের সেই চিরদিনের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। এই গল্পগুলির সহিত মিশিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের রৌদ্র, এই গাছের ছায়া বড়ো অপরূপ হইয়া উঠিল ; ঐ মেঘশূন্য নীলাকাশের যত সুদূর উচ্ছে রেখার মতো হইয়া চিল ভাসিতেছে কমলার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশ্যহারা আকাঙ্ক্ষা তত দূরেই উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, “এক দিনও কি ভাই, তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই?”

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল, এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, “বাবা, আমি বাড়ি যাইতেছি।”

কমলাকে খুড়া কহিলেন, “মা, তুমিও চলো।”

কমলা কহিল, “না, আমার কাজ বাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।”

খুড়া তাঁহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল ; কহিলেন, “আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না।”

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ কহিল তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই। সে মাথায়-গায়ে একটা র্যাপার জড়াইয়া নিমগাছের তলায় আসিয়া বসিল। দূরে, ও পারে যেখানে বড়ো বড়ো গোটা দুই-তিন নৌকার মাজুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আড়ালে সূর্য নামিয়া গেল।

এমন সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “মা, অনেক ক্ষণ তুমি পান খাও নাই--ও বাড়ি হইতে আসিবার সময় আমি পান জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।” বলিয়া একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা পান কমলার হাতে দিল।

কমলার তখন চৈতন্য হইল সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উমেশ কহিল, “চক্রবর্তীমশায় গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বাংলার মধ্যে ঘরগুলি আর-একবার দেখিয়া লইবার জন্য প্রবেশ করিল।

বড়ো ঘরে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার জন্য বিলাতি ছাঁদের একটি চুল্লি ছিল। তাহারই সংলগ্ন থাকের উপরে কেবোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই থাকের উপর কমলা পানের মোড়ক রাখিয়া কী একটা পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাক্ষরে তাহার

নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাগজ তুই কোথায় পেলি?”

উমেশ কহিল, “বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়াছিল, ঝাঁট দিবার সময় তুলিয়া আনিয়াছি।”

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল এটা সেই চিঠি। স্বভাবশিথিল রমেশের হাত হইতে কখন সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হুঁশ ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, “মা, অমন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে! রাত হইয়া যাইতেছে।”

ঘর নিস্তন্ধ হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, “মা, আমার কথা শুনিতেন মা? ঘরে চলো, রাত হইল।”

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, “মায়ীজি, গাড়ি অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। চলো আমরা যাই।”

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভালো নাই ? মাথা ধরিয়েছে ?”

কমলা কহিল, “না। খুড়ামশায়কে দেখিতেছি না কেন ?”

শৈল কহিল, “ইস্কুলে বড়োদিনের ছুটি আছে, দিদিকে দেখিবার জন্য মা তাঁহাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন--কিছুদিন হইতে দিদির শরীর ভালো নাই।”

কমলা কহিল, “তিনি কবে ফিরিবেন ?”

শৈল। তাঁর ফিরিতে অন্তত হপ্তা-খানেক দেরি হইবার কথা। তোমাদের বাংলা সাজানো লইয়া তুমি সমস্ত দিন বড়ো বেশি পরিশ্রম কর, আজ তোমাকে বড়ো খারাপ দেখা যাইতেছে। আজ সকাল সকাল খাইয়া শুইতে যাও।

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে পারিত তবে বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু বলিবার কথা নয়। ‘যাহাকে এতকাল আমার স্বামী বলিয়া জানিতাম সে আমার স্বামী নয়’, এ কথা আর যাহাকে হউক, শৈলকে কোনোমতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আর-একবার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা হইতেছে তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসে এবং দৈবদুর্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালোবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মতো ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথাও চিঠিতে গোপন নাই।

সেই নদীর চরে রমেশের সহিত প্রথম মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসা পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি কমলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া হইল ; যাহা অস্পষ্ট ছিল সমস্ত স্পষ্ট হইল।

রমেশ যখন বরাবর তাহাকে পরের স্ত্রী বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে তাহাকে লইয়া কী করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিতমনে তাহাকে স্বামী জানিয়া অসংকোচে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী ঘরকন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিতেছে, ইহার লজ্জা কমলাকে বার বার করিয়া তপ্তশোলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাথা হইয়া গেছে, ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই।

রুদ্ধঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া কমলা খিড়কির বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শীতের রাত্রি, কালো আকাশ কালো পাথরের মতো কনকনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই ; তারাগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে।

সম্মুখে খর্বাকার কলমের আমের বন অন্ধকার বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা কোনোমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের মূর্তির মতো স্থির হইয়া

রহিল ; তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না ।

এমন কতক্ষণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না ; কিন্তু তীব্র শীত তাহার হৃৎপিণ্ডকে দোলাইয়া দিল, তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল । গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় যখন নিস্তরূ তালবনের অন্তরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলিয়া দেখিল, শৈল তাহার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে । অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লজ্জিত কমলা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল ।

শৈল কহিল, “না ভাই, তুমি উঠিয়ো না, আর একটু ঘুমাও--নিশ্চয় তোমার শরীর ভালো নাই । তোমার মুখ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে, চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে । কী হইয়াছে ভাই, আমাকে বলো-না ” বলিয়া শৈলজা কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল ।

কমলার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না । শৈলজার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে ফাটিয়া বাহির হইল । শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল ।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল, চোখ মুছিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল । শৈল কহিল, “নাও নাও, আর হাসিতে হইবে না । ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মতো এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই । কিন্তু তুমি মনে করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে--আমাকে তেমন হাবা পাও নাই । তবে বলিবে ? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেন নি তাই রাগ হইয়াছে--অভিমানিনী ! কিন্তু তোমারও বোঝা উচিত, তিনি সেখানে কাজে গেছেন, দু দিন বাদেই আসিবেন, ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে । ছি ! তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি, আমি হইলেও ঠিক ঐ কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম । এমন মিছিমিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাঁদিতে হয় । আবার এই কান্না ঘুচিয়া গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিবে তখন কিছুই মনে থাকিবে না ।” এই বলিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শৈল কহিল, “আজ তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না--তাই না ? আচ্ছা, সত্যি বলো ।”

কমলা কহিল, “হাঁ, সত্যিই বলিতেছি ।”

শৈল কমলার গালে করতলের আঘাত করিয়া কহিল, “ইস ! তাই বৈকি ! দেখা যাইবে । আচ্ছা বাজি রাখো ।”

কমলার সঙ্গে কথাবার্তা হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তাহার বাপকে চিঠি পাঠাইল । তাহাতে লিখিল, “কমলা রমেশবাবুর কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে । একে বেচারা নূতন বিদেশে আসিয়াছে, তাহার 'পরে রমেশবাবু যখন-তখন তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতেছেন না, ইহাতে তাহার কী কষ্ট হইতেছে একবার ভাবিয়া দেখো দেখি । তাঁহার এলাহাবাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি ? কাজ তো ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া দুই ছত্র চিঠি লিখিবার কি অবসর পাওয়া যায় না ?”

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভৎসনা করিলেন ।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বিধা আরো বাড়িয়া উঠিল।

এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনোমতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা রমেশের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে--সে কেবল নিজে লজ্জায় লিখিতে পারে নাই।

ইহাতে রমেশের দ্বিধার দুই শাখা দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া গেল। এখন তো কেবলমাত্র রমেশের সুখদুঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে ভালোবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর চরের উপরে তাহাদের দুই জনকে মিলাইয়া দিয়াছেন তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন।

এই ভাবিয়া রমেশ আর বিলম্বমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিয়া বসিল। লিখিল--
প্রিয়তমাসু--

কমলা, তোমাকে এই-যে সম্ভাষণ করিলাম, ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়ো না। যদি তোমাকে আজ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া না জানিতাম তবে কখনোই আজ 'প্রিয়তমা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো সন্দেহ হইয়া থাকে, যদি তোমার কোমল হৃদয়ে কখনো কোনো আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে ডাকিলাম 'প্রিয়তমা' ইহাতেই আজ তোমার সমস্ত সংশয়, সমস্ত বেদনা নিঃশেষে স্ফালন করিয়া দিক। ইহার চেয়ে তোমাকে আর বেশি বিস্তারিত করিয়া কী বলিব? এ পর্যন্ত আমার অনেক আচরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ব্যথাজনক হইয়াছে--সেজন্য যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাক তবে আমি প্রতিবাদী হইয়া তাহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না--আমি কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই নাই। ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের, সমস্ত অসংগত আচরণের শেষ জবাব না হয়, তবে আর কিছুতেই হইবে না।

অতএব, কমলা, আজ তোমাকে এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম, এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের ভালোবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি আজ আমার 'প্রিয়তমা' এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো। ইহা যদি ঠিক তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার তবে কোনো সংশয় লইয়া আমাকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

তাহার পরে, আমি তোমার ভালোবাসা পাইয়াছি কি না, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর একদিন তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাতে আমি সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি আমার ভালোবাসার জোরে বলিতেছি। আমার যোগ্যতা লইয়া অহংকার করি না, কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না?

আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি যাহা লিখিতেছি তাহা কেমন সহজ হইতেছে না, তাহা রচনার মতো শুনাইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে, এ চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলি। কিন্তু যে চিঠি মনের মতো হইবে সে চিঠি

এখনি লেখা সম্ভব হইবে না। কেননা, চিঠি দুজনের জিনিস, কেবল এক পক্ষ যখন চিঠি লেখে তখন সে চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না ; তোমাকে আমাতে যেদিন মন-জানাজানির বাকি থাকিবে না সেইদিনই চিঠির মতো চিঠি লিখিতে পারিব ; সামনা-সামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার হৃদয় কবে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করিতে পারিব ?

এ-সব কথার মীমাংসা ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে হইবে ; ব্যস্ত হইয়া ফল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌঁছিব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই যেন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেক দিন গৃহহারার মতো কাটিল--আর আমার ধৈর্য নাই-- এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব, হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিতে দেখিব। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার আমাদের শুভদৃষ্টি হইবে। মনে আছে--আমাদের প্রথমবার সেই শুভদৃষ্টি ? সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমরুর মধ্যে ? সেখানে ছাদ ছিল না, প্রাচীর ছিল না, পিতামাতাভ্রাতা-আত্মীয়প্রতিবেশীর সম্বন্ধ ছিল না--সে যে গৃহের একেবারে বাহির। সে যেন স্বপ্ন, সে যেন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য আর-একদিন স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালের আলোকে, গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে, সেই শুভদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পুণ্যপৌষের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহদ্বারে তোমার সরল সহাস্য মূর্তিখানি চিরজীবনের মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি, আমাকে ফিরাইয়ো না--প্রসাদভিক্ষু রমেশ।

শৈল ম্লান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, “আজ তোমাদের বাংলায় যাইবে না।”

কমলা কহিল, “না, আর দরকার নাই।”

শৈল। তোমার ঘর-সাজানো শেষ হইয়া গেল ?

কমলা। হাঁ ভাই, শেষ হইয়া গেছে।

কিছু ক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, “একটা জিনিস যদি দিই তো কী দিবি বল ?”

কমলা কহিল, “আমার কী আছে দিদি ?”

শৈল। একেবারে কিছুই নাই ?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কপোলে করাঘাত করিয়া কহিল, “ইস, তাই তো! যা-কিছু ছিল সমস্ত বুঝি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস ? এটা কী বল দেখি।” বলিয়া শৈল অঞ্চলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লেফাফায় রমেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল--সে একটুখানি মুখ ফিরাইল।

শৈল কহিল, “ওগো, অভিমান দেখাইতে হইবে না, ঢের হইয়াছে। এ দিকে চিঠিখানা ছেঁ মারিয়া লইবার জন্য মনটার ভিতরে ধড়ফড় করিতেছে--কিন্তু মুখ ফুটিয়া না চাহিলে আমি দিব না, কখনো দিব না, দেখি কত ক্ষণ পণ রাখিতে পার।”

এমন সময় উমা একটা সাবানের বাঞ্জে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, “মাসি, গ-গ।”

কমলা তাড়াতাড়ি উমিকে কোলে তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার ঘরে লইয়া গেল। উমি তাহার শকটচালনায় অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কমলা কোনোমতেই ছাড়িল না--তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার প্রলাপবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন-চেষ্টায় প্রবলবেগে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আসিয়া কহিল, “হার মানিলাম, তোরই জিত--আমি তো পারিতাম না। ধন্য মেয়ে! এই নে ভাই, কেন মিছে অভিশাপ কুড়াইব ?”

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেফাফাটা লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল ; প্রথম দুই-চারি লাইনের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় সে চিঠিখানা একবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম ধাক্কার এই প্রবল বিতৃষ্ণার আক্ষেপ সামলাইয়া লইয়া আবার সেই চিঠি মাটি হইতে তুলিয়া সমস্তটা সে পড়িল। সমস্তটা সে ভালো করিয়া বুঝিল কি না বুঝিল জানি না ; কিন্তু তার মনে হইল যেন

সে হাতে করিয়া একটা পঙ্কিল পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠিখানা আবার সে ফেলিয়া দিল। যে ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে তাহারই ঘর করিতে হইবে, এইজন্য এই আহ্বান! রমেশ জানিয়া শুনিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান করিল! গাজিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, সে কি রমেশ বলিয়া না তাহার স্বামী বলিয়া? রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল, সেইজন্যই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে আজ এই ভালোবাসার চিঠি লিখিয়াছে। ভ্রমক্রমে রমেশের কাছে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল সেটুকু কমলা আজ কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে--কেমন করিয়া! এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা কমলার অদৃষ্টে কেন ঘটিল! সে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার কাছে কী অপরাধ করিয়াছে? এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিস কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে! রমেশ যে তাহার কাছে এতবড়ো বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুই দিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত?

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে উমেশ আসিয়া একটুখানি কাসিল। কমলার কাছে কোনো সাড়া না পাইয়া সে আশ্বে আশ্বে ডাকিল, “মা!” কমলা দ্বারের কাছে আসিল, উমেশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “মা, আজ সিধুবাবুরা মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা যাত্রার দল আনাইয়াছেন।”

কমলা কহিল, “বেশ তো উমেশ, তুই যাত্রা শুনতে যাস।”

উমেশ। কাল সকালে কি ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে হইবে?

কমলা। না না, ফুলের দরকার নেই।

উমেশ যখন চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ কমলা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল; কহিল, “ও উমেশ, তুই যাত্রা শুনতে যাইতেছিস, এই নে, পাঁচটা টাকা নে।”

উমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল। যাত্রা শুনিবার সঙ্গে পাঁচটা টাকার কী যোগ তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কহিল, “মা, শহর হইতে কি তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে?”

কমলা। না না, আমার কিছুই চাই নে। তুই রাখিয়া দে, তোর কাজে লাগিবে।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা শুনতে যাইবি নাকি, তোকে লোকে বলিবে কী?”

লোকে যে উমেশের নিকট সাজসজ্জা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি প্রত্যাশা করে এবং ত্রুটি দেখিলে আলোচনা করিয়া থাকে, উমেশের এরূপ ধারণা ছিল না--এই কারণে ধুতির শুভ্রতা ও উত্তরচ্ছদের একান্ত অভাব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কমলার প্রশ্ন শুনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কমলা তাহার দুই জোড়া শাড়ি বাহির করিয়া উমেশের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, “এই নে, যা, পরিস।”

শাড়ির চওড়া বাহারে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়ের কাছে পড়িয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাস্যদমনের বৃথা চেষ্টায় সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল। উমেশ চলিয়া গেলে কমলা দুই ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবি নে?”

কমলার কাছে শৈলের তো কিছুই গোপন ছিল না, তাই শৈল এতদিন পরে সুযোগ পাইয়া এই দাবি করিল।

কমলা কহিল, “ওই-যে দিদি, দেখো-না !” বলিয়া, মেজের উপরে চিঠি পড়িয়া ছিল, দেখাইয়া দিল। শৈল আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, ‘বাস্ রে, এখনো রাগ যায় নাই !’ মাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া লইয়া সমস্তটা পড়িল। চিঠিতে ভালোবাসার কথা যথেষ্ট আছে

বটে, কিন্তু তবু এ কেমনতরো চিঠি ! মানুষ আপনার স্ত্রীকে এমনি করিয়া চিঠি লেখে ! এ যেন কী-এক-রকম ! শৈল জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন ?”

“স্বামী” শব্দটা শুনিয়া চকিতের মধ্যে কমলার দেহমন যেন সংকুচিত হইয়া গেল। সে কহিল, “জানি না !”

শৈল কহিল, “তা হলে আজ তুমি বাংলাতেই যাইবে ?”

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, যাইবে।

শৈল কহিল, “আমিও আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান তো ভাই, আজ নরসিংাবুর বউ আসিবে। মা বরঞ্চ তোমার সঙ্গে যান !”

কমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না না, মা গিয়া কী করিবেন ? সেখানে তো চাকর আছে !”

শৈল হাসিয়া কহিল, “আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কী ?”

উমা তখন কাহার একটা পেনসিল সংগ্রহ করিয়া যেখানে-সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল এবং চিৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ করিতেছিল, মনে করিতেছিল ‘পড়িতেছি !’ শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইল ; সে যখন প্রবল তারস্বরে আপত্তিপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, “একটা মজার জিনিস দিতেছি আয় !”

এই বলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবি করিল তখন কমলা তাহার বাস্তু খুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেসলেট বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলনা পাইয়া উমি ভারি খুশি হইল। মাসি তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢল্‌ঢলে গহনাজোড়া-সমেত দুটি হাতে সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া সগর্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা ব্যস্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রেসলেট কাড়িয়া লইল ; কহিল, “কমল, তোমার কিরকম বুদ্ধি ! এ-সব জিনিস উহার হাতে দাও কেন ?”

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্তনাদের নালিশ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কমলা কাছে আসিয়া কহিল, “দিদি, এ ব্রেসলেট-জোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি !”

শৈল আশ্চর্য হইয়া কহিল, “পাগল নাকি !”

কমলা কহিল, “আমার মাথা খাও দিদি, এ ব্রেসলেট-জোড়া তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে না। উহা ভাঙিয়া উমির হার গড়াইয়া দিয়া !”

শৈল কহিল, “না, সত্য বলিতেছি, তোর মতো খেপা মেয়ে আমি দেখি নাই !”

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, “তোদের এখন হইতে আমি তো আজ চলিলাম দিদি--খুব সুখে ছিলাম--এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই !” বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল, “তোর রকমটা কী বল্ দেখি কমল, যেন কত দূরেই যাইতেছিস ! যে সুখে ছিলি সে আর আমার বুঝিতে বাকি নাই। এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আপন ঘরে একলা রাজত্ব করিবি--আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি, আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি !”

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, “কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।”

কমলা তাহার উত্তরে হাঁ-না কিছুই বলিল না।

বাংলায় গিয়া কমলা দেখিল উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল, “তুই যে! যাত্রা শুনিতে যাবি না?”

উমেশ কহিল, “তুমি যে আজ এখানে থাকিবে, আমি--”

কমলা। আচ্ছা আচ্ছা, সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই যাত্রা শুনিতে যা, এখানে বিষণ আছে। যা, দেরি করিস নে।”

উমেশ। এখনো তো যাত্রার অনেক দেরি।

কমলা। তা হোক-না, বিয়েবাড়িতে কত ধুম হইতেছে, ভালো করিয়া দেখিয়া আয় গে যা।

এ সম্বন্ধে উমেশকে অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “দেখ, খুড়োমশায় আসিলে তুই--”

এইটুকু বলিয়া কথাটা কী করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না। উমেশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা খানিক ক্ষণ ভাবিয়া কহিল, “মনে রাখিস, খুড়োমশায় তোকে ভালোবাসেন, তোর যখন যা দরকার হইবে, আমার প্রণাম জানাইয়া তুই তাঁর কাছে চাস, তিনি দিবেন--তাঁকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিস নে--জানিস?”

উমেশ এই অনুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া “যে আজ্ঞে” বলিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “মাজি, কোথায় যাইতেছ?”

কমলা কহিল, “গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছি।”

বিষণ কহিল “সঙ্গে যাইব?”

কমলা কহিল, “না, তুই ঘরে পাহারা দে।” বলিয়া তাহার হাতে অনাবশ্যক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে হেমনলিনীর সহিত একত্রে নিভৃতে চা খাইবার প্রত্যাশায় অন্নদাবাবু তাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলায় আসিলেন ; দোতলায় বসিবার ঘরে তাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার ঘরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেমনলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা শহরের নানা আকার ও আয়তনের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসন্ন রৌদ্র স্নান হইয়া আসিয়াছে, দিনান্তের লঘু হাওয়াটি থাকিয়া থাকিয়া যেমন-ইচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

অন্নদাবাবু কখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহা সে টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু যখন আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন তখন সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন ! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না।”

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি সুগভীর মূর্ছার ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখের উপরে কী স্নেহ, কী করুণা, কী বেদনা ! এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কী পরিবর্তনই হইয়াছে ! সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন ; কন্যার আহত হৃদয়ের কাছে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন ; সান্ত্বনা দিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম স্নেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে--হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ-সমস্তই যেন বজ্রের আলোকে প্রকাশ পাইল। ধিক্কারের আঘাতে তাকে আপন শোকের পরিবেষ্টন হইতে এক মুহূর্তে বাহির করিয়া আনিল। যে পৃথিবী তাহার কাছে ছায়ার মতো বিলীন হইয়া আসিয়াছিল তাহা এখন সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ এই মুহূর্তে হেমনলিনীর মতে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল। যে-সকল স্মৃতির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া ছিল সে-সমস্ত বলপূর্বক আপনার চারি দিক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে ?”

শরীর ! শরীরটা যে আলোচ্য বিষয় তাহা অন্নদা এ কয়দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, “আমার শরীর ! আমার শরীর তো বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে এখন তোমার শরীরের জন্যই আমার ভাবনা। আমাদের শরীর এত বৎসর পর্যন্ত টিকিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না ; তোদের এই দেহটুকু যে সেদিনকার, ভয় হয় পাছে ঘা সহিতে না পারে।”

এই বলিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা বাবা, মা যখন মারা যান তখন আমি কত বড়ো ছিলাম?”

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, ‘মা কোথা?’ আমি বলিলাম, ‘মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।’ তোর জন্মবার পূর্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস না। আমার কথা শুনিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। খানিক ক্ষণ বাদে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূন্য শয়নঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূন্যতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস তোর বাবা মস্ত লোক, এ কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা সেগুলোর সম্বন্ধে তোর মস্ত বাবা শিশুরই মতো অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম--ঈশুর বাপের মনে স্নেহ দিয়াছেন, কিন্তু কত অল্পই ক্ষমতা দিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি হেমনলিনীর মাথার উপরে একবার তাঁহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমনলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষী কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার উপরে অন্য হাত বুলাইতে লাগিল। কহিল, “মাকে আমার খুব অল্প একটুখানি মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে--দুপুরবেলায় তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভালো লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।”

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল। মা কেমন ছিলেন, কী করিতেন, তখন কী হইত, এই আলোচনা হইতে হইতে সূর্য অস্তমিত এবং আকাশ মলিন তম্ববর্ণ হইয়া আসিল। চারি দিকে কলিকাতার কর্ম ও কোলাহল, তাহারই মাঝখানে একটি গলির বাড়ির ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

এমন সময়ে সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনিয়া দুই জনের গুঞ্জলালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুই জনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “হেমের সভা বুঝি আজকাল এই ছাদেই?”

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়িছাড়া করিয়াছে। অথচ বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গেলে হেমনলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোথাও যাওয়াও মুশকিল। সে কেবলই বলিতেছে, ‘হেমনলিনী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের ইংরাজি গল্পের বই পড়িতে দিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটে।’ হেম ভাবিতেছে--‘রমেশ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তখন আমার হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়া উচিত’, তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া হৃদয় ভাঙিতে বসিয়াছে। নভেল-পড়া কয়জন মেয়ের ভাগ্যে ভালোবাসার নৈরাশ্য সহিবার এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে!

যোগেন্দ্রের কঠিন বিদ্রূপ হইতে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি।”

যেন তিনিই গল্প করিবার জন্য হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না? বাবা, তুমি-সুদূর হেমকে খেপাইবার

চেষ্ঠায় আছ। এমন করিলে তো বাড়িতে টেঁকা দায় হয়।”

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, “বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই?”

যোগেন্দ্র। চা তো কবিকল্পনা নয় যে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্যাস্ত-আভা হইতে আপনি ঝরিয়া পড়িবে! ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ কথাও কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে।

অন্নদা হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।”

যোগেন্দ্র। কেন বাবা, তোমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি? তাহা হইলে আমার দশা কী হইবে? বায়ু-আহারটা আমার সহ্য হয় না।

অন্নদা। না না, তপস্যার কথা হইতেছে না; কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম আজ চা না খাইয়া দেখা যাক কেমন থাকি।

বস্তুত হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্তি অনেক বার অন্নদাবাবুকে প্রলুব্ধ করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেক দিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে সুস্থভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছাদে দুটিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্বে তো তাঁহার কখনো মনে পড়ে না। এ আলাপ এক জায়গা হইতে আর-এক জায়গায় তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহিবে না--নড়িবার চেষ্ঠা করিলেই ভীরা হরিণের মতো সমস্ত জিনিস ছুটিয়া পালাইবে। সেইজন্যেই অন্নদাবাবু আজ চা-পাত্রের মুহূর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা হেমনলিনী বিশ্বাস করিল না; সে কহিল, “চলো বাবা, চা খাইবে চলো।”

অন্নদাবাবু সেই মুহূর্তেই অনিদ্রার আশঙ্কাটা বিস্মৃত হইয়া বগ্নপদেই টেবিলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চা খাইবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাবাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে--কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নাই। মুহূর্ত পরেই হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিল।

অক্ষয় তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, “যোগেন, আমি আজ তবে আসি।”

হেমনলিনী কহিল, “কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাজ আছে? এক পেয়ালা চা খাইয়া যান।”

হেমনলিনীর এই অভ্যর্থনায় ঘরের সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্বার আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, “আপনাদের অবর্তমানেই আমি দু পেয়ালা চা খাইয়াছি--পীড়াপীড়ি করিলে আরো দু পেয়ালা যে চলে না তাহা বলিতে পারি না।”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনাকে কোনোদিন তো পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।”

অক্ষয় কহিল, “না, ভালো জিনিসকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে ঐটুকু বুদ্ধি দিয়াছেন।”

যোগেন্দ্র কহিল, “সেই কথা স্মরণ করিয়া ভালো জিনিসও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি।”

অনেক দিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্তা বেশ সহজভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝে মাঝে কথোপকথনের উপরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, “বাবা, অক্ষয়বাবুর অন্যান্য দেখো, কয়দিন তোমার পিল না খাইয়াও উনি দিব্যি ভালো আছেন। যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত তবে অন্তত মাথাও ধরিত।”

যোগেন্দ্র। ইহাকেই বলে পিল-হারামি।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত খুশি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে আবার যে তাঁহার পিল-বাক্সের উপর আত্মীয়স্বজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারিবারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন; তাঁহার মন হইতে একটা ভার নামিয়া গেল।

তিনি কহিলেন, “এই বুঝি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ঐ একটিমাত্র অক্ষয় আছে, তাহাকেও ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা!”

অক্ষয় কহিল, “সে ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু। অক্ষয়কে ভাঙাইয়া লওয়া শক্ত।”

যোগেন্দ্র। মেকি টাকার মতো, ভাঙাইতে গেলে পুলিশ-কেস হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে হাস্যলাপে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেক দিনের এক ভূত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চায়ের সভা শীঘ্র ভাঙিত না। কিন্তু আজ যথাসময়ে হেমনলিনীর চুল বাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল; তখন অক্ষয়েরও একটা বিশেষ কাজের কথা মনে পড়িল, সেও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, আর বিলম্ব নয়, এইবেলা হেমের বিবাহের জোগাড় করো।”

অন্নদাবাবু অবাধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশের সহিত বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়া লইয়া সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে, ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব? সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের জন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না, কাজেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অখিলকে চাবকাইয়া আসিতে হইয়াছিল--শুনিলাম, সে লোকটা যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়াছিল। শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবী-সুন্দর লোককে দিনরাত্রি আন্তিন তুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না। আমার কথা শোনো, আর দেরি করিয়ো না।”

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন?

যোগেন্দ্র। একটিমাত্র লোক আছে। যে কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে-সমস্ত কথাবার্তা উঠিয়াছে তাহাতে পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারী অক্ষয় রহিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই দমাইতে পারে না। তাহাকে পিল খাইতে বল পিল খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে।

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে।

যোগেন্দ্র। তুমি যদি গোল না কর তো আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “না যোগেন, না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না ! তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া, কষ্ট দিয়া, অস্থির করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন সুস্থ থাকিতে দাও ; সে বেচারি অনেক কষ্ট পাইয়াছে বিবাহের ঢের সময় আছে।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি তাহাকে কিছুমাত্র পীড়ন করিব না, যতদূর সাবধানে ও মৃদুভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঝগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না ?”

যোগেন্দ্র অধীরপ্রকৃতির লোক। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় চুল বাঁধা সারিয়া হেমনলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “হেম, একটা কথা আছে।”

কথা আছে শুনিয়া হেমের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, “হেম, বাবার শরীরটা কিরকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ ?”

হেমনলিনীর মুখে একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইল ; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শক্ত ব্যামোয় পড়িবেন।

হেমনলিনী বুঝিল, পিতার এই অস্বাস্থ্যের জন্য অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নিচু করিয়া স্তানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, “যা হইয়া গেছে, সে তো হইয়াই গেছে, তাহা লইয়া যতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও তবে যত শীঘ্র পার এই-সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারের একেবারে গোড়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।”

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, “এ-সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।”

যোগেন্দ্র। তুমি তো করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে তো অন্য লোকের মুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, “তা আমি কী করিতে পারি বলো।”

যোগেন্দ্র। চারি দিকে এই যে-সব নানা কথা উঠিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাওরাইয়াছে হেমনলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “এখনকার মতো কিছুদিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভালো হয় না ? দু-চার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিন সমস্ত গোল থামিয়া যাইবে।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, যতদিন বাবা এ কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন ততদিন তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া থাকিবে-- ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ হইতে দিবে না।”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিল ; কহিল, “আমাকে কী করিতে বল।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তোমার কানে কঠোর শুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের মঙ্গল যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্র অধৈর্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, “হেম, তোমরা কল্পনাদ্বারা ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলিতে ভালোবাস। তোমার বিবাহ সম্বন্ধে

যেমন গোলমাল ঘটিয়াছে এমন কত মেয়ের ঘটিয়া থাকে, আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায় ; নহিলে ঘরের মধ্যে কথায় কথায় নভেল তৈরি হইতে থাকিলে তো লোকের প্রাণ বাঁচে না। ‘চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব।’ ‘সেই অপদার্থ মিথ্যাচারীটার স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিব’-- পৃথিবীর লোকের সামনে এই-সমস্ত কাব্য করিতে তোমার লজ্জা করিবে না, কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরিয়া যাই। ভদ্র গৃহস্থঘরে বিবাহ করিয়া এই-সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া কাব্য যত শীঘ্র পার চুকাইয়া ফেলো।”

লোকের চোখের সামনে কাব্য হইয়া উঠিবার লজ্জা যে কতখানি তাহা হেমনলিনী বিলক্ষণ জানে, এইজন্য যোগেন্দ্রের বিদ্রুপবাক্য তাহাকে ছুরির মতো বিঁধিল। সে কহিল, “দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না?”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহা যদি না বলিতে চাও তো বিবাহ করো। অবশ্য, তুমি যদি বল স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনীব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মতো কটা জিনিসই বা মেলে, যাহা পাওয়া যায় মনকে তাহারই মতো করিয়া লইতে হয়। আমি তো বলি ইহাতেই মানুষের যথার্থ মহত্ব।”

হেমনলিনী মর্মাহত হইয়া কহিল, “দাদা, তুমি আমাকে এমন করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি?”

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি, অকারণে এবং অন্যায় কারণে তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এ জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন লোককে দেখা গেছে যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে। এই কারণে আমি তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে পারে এমন স্বামী যদি চাও, তবে সে লোককে খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে চাও তবে--

হেমনলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “এমন করিয়া তুমি আমাকে বলিয়ো না। বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব। যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা তুলিয়ো।”

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া কহিল, “হেম, রাগ করিয়ো না বোন। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাথার ঠিক থাকে না জান তো-- তখন যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে দেখি নাই, আমি কি জানি না লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালোবাস।”

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া অন্নদা তাঁহার ঘরে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন ; ভাইবোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল-- অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি খুব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাজি করাইয়াছি-- তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে অক্ষয়কে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।”

অন্নদা কহিলেন, “আমাকে বলিতে হইবে ?”

যোগেন্দ্র । তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে ‘আমি অক্ষয়কে বিবাহ করিব’ ? আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সংকোচ হয় তবে আমাকে অনুমতি করো, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই গে ।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না, আমার যাহা বলিবার, আমি নিজেই বলিব । কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কী ? আমার মতে আর কিছুদিন যাইতে দেওয়া উচিত ।”

যোগেন্দ্র কহিল, “না বাবা, বিলম্বে নানা বিঘ্ন হইতে পারে-- এরকম ভাবে বেশি দিন থাকা কিছু নয় ।”

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ির কাহারো পারিবার জো নাই ; সে যাহা ধরিয়া বসে তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ে না । অন্নদা তাহাকে মনে মনে ভয় করেন । তিনি আপাতত কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, “আচ্ছা, আমি বলিব ।”

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময় । সে তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে । আজই যা হয় একটা শেষ করিয়া ফেলো ।”

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন । যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না, হেমের কাছে একবার চলো ।”

অন্নদা কহিলেন, “যোগেন, তুমি থাকো, আমি একলা তাহার কাছে যাইব ।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম ।”

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার । তাড়াতাড়ি একটা কৌচের উপর হইতে কে একজন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল-- এবং পরক্ষণেই একটি অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, “বাবা, আলো নিবিয়া গেছে-- বেহারাকে জ্বালিতে বলি ।”

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন ; তিনি বলিলেন, “থাক্ না মা, আলোর দরকার কী ।” বলিয়া হাৎড়াইয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন ।

হেম কহিল, “বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না ।”

অন্নদা কহিলেন, “তাহার বিশেষ কারণ আছে মা, শরীরটা বেশ ভালো আছে বলিয়াই যত্ন করি না । তোমার শরীরটার দিকে তুমি একটু তাকাইয়ো হেম ।”

হেমনলিনী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, “তোমরা সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছ-- ভারি অন্যায় বাবা । আমি তো বেশ সহজ মানুষেরই মতো আছি-- শরীরের অযত্ন করিতে আমাকে কী দেখিলে বলো তো । যদি তোমাদের মনে হয় শরীরের জন্য আমার কিছু করা আবশ্যিক, আমাকে বলো-না কেন ? আমি কি কখনো তোমার কোনো কথায় ‘না’ বলিয়াছি বাবা ?” শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা দ্বিগুণ আর্দ্র শুনাইল ।

অন্নদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “কখনো না মা । তোমাকে কখনো কিছু বলিতেও হয় নাই ; তুমি আমার মা কিনা, তাই তুমি আমার অন্তরের কথা জান-- তুমি আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ । আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে চিরসুখিনী করিবেন ।”

হেম কহিল, “বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না ?”

অন্নদা । কেন রাখিব না ?

হেম। যতদিন না দাদার বউ আসে অন্তত ততদিন তো থাকিতে পারি। আমি না থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে ?

অন্নদা। আমাকে দেখা। ও কথা বলিস নে মা। আমাকে দেখিবার জন্য তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে মূল্য নাই।

হেম কহিল, “বাবা, ঘর বড়ো অন্ধকার, আলো আনি।” বলিয়া পাশের ঘর হইতে একটা হাত-লণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল, “কয়দিন গোলমালে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আজকে শোনাইব।”

অন্নদা উঠিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, একটু বোসো মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।” বলিয়া যোগেন্দ্রের কাছে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বলিবেন-- আজ কথা হইতে পারিল না, আর-এক দিন হইবে। কিন্তু যেই যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইল বাবা ? বিবাহের কথা বলিলে ?” অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, “হাঁ বলিয়াছি।” তাঁহার ভয় ছিল, পাছে যোগেন্দ্র নিজে গিয়া হেমনলিনীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

যোগেন্দ্র কহিল, “সে অবশ্য রাজি হইয়াছে ?”

অন্নদা। হাঁ, একরকম রাজি বৈকি।

যোগেন্দ্র কহিল, “তবে আমি অক্ষয়কে বলিয়া আসি গে ?”

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “না না, অক্ষয়কে এখন কিছু বলিয়ো না। বুঝিয়াছ যোগেন, অত বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও কিছু বলিবার দরকার নাই ; আমরা বরঞ্চ একবার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি গে, তার পরে সমস্ত ঠিক হইবে।

যোগেন্দ্র সে কথার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অক্ষয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় তখন একখানি ইংরাজি মহাজনী হিসাবের বই লইয়া বুক-কীপিং শিখিতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার খাতাপত্র টান দিয়া ফেলিয়া কহিল, “ও-সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক করো।”

অক্ষয় কহিল, “বল কী !”

পরদিন হেমনলিনী প্রত্যুষে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানালার কাছে একটা ক্যাম্বিসের কেদারা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আসবাব অধিক নাই। একটা খাট আছে, এক কোণে একটা আলমারি, একটা দেয়ালে অন্নদাবাবু পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়াপ্রায় বিলীয়মান বাঁধানো ফোটোগ্রাফ-- এবং তাহারই সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্তরচিত একখণ্ড পশমের কারুকার্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আলমারিতে যে-সমস্ত টুকটাকি শৌখিন জিনিস যেমনভাবে সজ্জিত ছিল আজও তাহারা তেমনি রহিয়াছে।

পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাকা চুল তুলিবার ছলে মাথায় কোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করিয়া হেম বলিল, “বাবা, চলো আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া লইবে। তার পরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সেকালের গল্প শুনিব-- সে-সব কথা আমার কত ভালো লাগে বলিতে পারি না।”

হেমনলিনী সম্বন্ধে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এমনি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর কিছু পরেই অক্ষয় চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহারই সঙ্গ এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সারিয়া লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মতো তাঁহার কন্যা যে সর্বদা ত্রস্ত হইয়া আছে, ইহা তাঁহার মনে অত্যন্ত বাজিল।

নীচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের জল তৈরি করে নাই। তাঁহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন; সে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। চাকররা সব বাবু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখার দরকার হইয়াছে, এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রচার করিলেন।

চাকর তো তাড়াতাড়ি চায়ের জল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যদিন যেরূপ গল্প করিতে করিতে ধীরে-সুস্থে আরামে চা-রস উপভোগ করিতেন আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত পেয়ালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমনলিনী কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিল, “বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার দিনে গরম চাটা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ ঘামিয়া শরীরটা হালকা হইয়া যায়।”

কিন্তু অন্নদাবাবুর শরীরে ঘর্ম নির্গত হইবার পূর্বেই যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষয়ের বেশভূষায় একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রূপাবাঁধানো ছড়ি, বুকের কাছে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে-- বাম হাতে একটা ব্রাউন কাগজে-মোড়া কেতাব। অন্যদিন অক্ষয় টেবিলের যে অংশে বসে আজ সেখানে না বসিয়া হেমনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল; হাসিমুখে কহিল, “আপনাদের ঘড়ি আজ দ্রুত চলিতেছে।”

হেমনলিনী অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন,

“হেম, চলো তো মা, উপরে। আমার গরম কাপড়গুলো একবার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।”

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, রৌদ্র তো পালাইতেছে না, এত তাড়াতাড়ি কেন? হেম, অক্ষয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দাও। আমারও চায়ের দরকার আছে, কিন্তু অতিথি আগে।”

অক্ষয় হাসিয়া হেমনলিনীকে কহিল, “কর্তব্যের খাতিরে এতবড়ো আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? দ্বিতীয় সার ফিলিপ-সিড্‌নি।”

হেমনলিনী অক্ষয়ের কথায় লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া এক পেয়ালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালাটি অক্ষয়ের অভিমুখে ঈষৎ একটু ঠেলিয়া দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে, চলো, এইবেলা চলো।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া থাক্-না। অক্ষয় আসিয়াছে--”

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তোমাদের কেবলই জবর্দস্তি। তোমরা কেবল জেদ করিয়া অন্য লোকের মর্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও। আমি অনেক দিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না। মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।”

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেম শান্তস্বরে কহিল, “বাবা, আর একটু বোসো। আজ তোমার ভালো করিয়া চা খাওয়া হইল না। অক্ষয়বাবু, কাগজে-মোড়া এই রহস্যটি কী জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

অক্ষয় কহিল, “শুধু জিজ্ঞাসা কেন, এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও পারেন।”

এই বলিয়া মোড়কটি হেমনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম খুলিয়া দেখিল, একখানি মরক্কো-বাঁধানো টেনিসন। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন, এইরূপ বাঁধানো, সে পূর্বে উপহার পাইয়াছে এবং সেই বইখানি আজও তাহার শোবার ঘরের দেয়ালের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।”

এই বলিয়া বইয়ের প্রথম শূন্য পাতাটি খুলিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতায় লেখা আছে : শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়শ্রদ্ধার উপহার।

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল-- এবং তৎপ্রতি সে লক্ষমাত্র না করিয়া কহিল, “বাবা, চলো।”

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখদুটা আঙনের মতো জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল, “না, আমার আর এখানে থাকা পোষাইল না। আমি যেখানে হোক একটা ইস্কুল-মাস্টারি লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।”

অক্ষয় কহিল, “ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ। আমি তো তখনই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বারংবার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনোদিন অনুকূল হইবে না। অতএব সে আশা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু আসল কথা এই যে, উনি যাহাতে রমেশকে ভুলিতে পারেন সেটা তোমাদের করা কর্তব্য।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তুমি তো বলিলে কর্তব্য, উপায়টা কী শুনি।”

অক্ষয় কহিল, “আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি ? আমি দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন হইতে তবে আমার আইবড়ো নাম ঘোচাইবার জন্য পিতৃপুরুষদিগকে হতাশভাবে দিন গণনা করিতে হইত না। যেমন করিয়া হোক, একটি ভালো পাত্র জোগাড় করা চাই যাহার প্রতি তাকাইবামাত্র অবিলম্বে কাপড় রৌদ্রে দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না ওঠে।”

যোগেন্দ্র । পাত্র তো ফর্মাশ দিয়া মেলে না ।

অক্ষয় । তুমি একেবারে এত অল্পেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসো কেন ? পাত্রের সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া যদি কর তবে সমস্তই মাটি হইয়া যাইবে । প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িয়া দুই পক্ষকে সশক্তিক্ত করিয়া তুলিলে চলিবে না । আস্তে আস্তে আলাপ-পরিচয় জমিতে দাও, তাহার পরে সময় বুঝিয়া দিনস্থির করিয়ো ।

যোগেন্দ্র । প্রণালীটি অতি উত্তম, কিন্তু লোকটি কে শুনি ।

অক্ষয় । তুমি তাহাকে তেমন ভালো করিয়া জান না, কিন্তু দেখিয়াছ । নলিনাক্ষ ডাক্তার ।

যোগেন্দ্র । নলিনাক্ষ !

অক্ষয় । চমকাও কেন ? তাহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গোলমাল চলিতেছে, চলুক-না । তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে ?

যোগেন্দ্র । আমি হাত তুলিয়া লইলেই অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তা হইলে ভাবনা কি ছিল ? কিন্তু নলিনাক্ষ বিবাহ করিতে কি রাজি হইবেন ?

অক্ষয় । আজই হইবেন এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সময়ে কী না হইতে পারে । যোগেন, আমার কথা শোনো । কাল নলিনাক্ষের বক্তৃতার দিন আছে । সেই বক্তৃতায় হেমনলিনীকে লইয়া যাও । লোকটার বলিবার ক্ষমতা আছে । স্ত্রীলোকের চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ঐ ক্ষমতাটা অকিঞ্চিৎকর নয় । হায়, অবোধ অবলারা এ কথা বোঝে না যে, বক্তা-স্বামীর চেয়ে শ্রোতা-স্বামী ঢের ভালো ।

যোগেন্দ্র । কিন্তু নলিনাক্ষের ইতিহাসটা কী ভালো করিয়া বলো দেখি, শোনা যাক ।

অক্ষয় । দেখো যোগেন, ইতিহাসে যদি কিছু খুঁত থাকে তাহা লইয়া বেশি ব্যস্ত হইয়ো না । অল্প একটুখানি খুঁতে দুর্লভ জিনিস সুলভ হয়, আমি তো সেটাকে লাভ মনে করি ।

অক্ষয় নলিনাক্ষের ইতিহাস যাহা বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই--

নলিনাক্ষের পিতা রাজবল্লভ ফরিদপুর-অঞ্চলের একটি ছোটোখাটো জমিদার ছিলেন । তাঁহার বছর-ত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন । কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচার-বিচার সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন-- বলা বাহুল্য, ইহা রাজবল্লভের পক্ষে সুখকর হয় নাই । তাঁহার ছেলে নলিনাক্ষ ধর্মপ্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃত্যশক্তিদ্বারা উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । তিনি সরকারি ডাক্তারের কাজে বাংলার নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া চরিত্রের নির্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎকর্মের উদ্যোগে সর্বত্র খ্যাতি বিস্তার করিতে থাকেন ।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল । বৃদ্ধ বয়সে রাজবল্লভ একটি বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন । কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না । রাজবল্লভ বলিতে লাগিলেন, “আমার বর্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সহধর্মিণী নহে ; যাহার সঙ্গে ধর্মে মতে ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।” এই বলিয়া রাজবল্লভ

সর্বসাধারণের ধিকারের মধ্যে সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাক্ষের মা গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নলিনাক্ষ রংপুরের ডাক্তারি ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, “মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।”

মা কাঁদিয়া কহিলেন, “বাছা, আমার সঙ্গে তোদের তো কিছুই মেলে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি?”

নলিনাক্ষ কহিল, “তোমার সঙ্গে আমার কিছুই অমিল হইবে না।”

নলিনাক্ষ তাহার এই স্বামীপরিত্যক্ত অবমানিত মাতাকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন, “বাবা, ঘরে কি বউ আসিবে না?”

নলিনাক্ষ বিপদে পড়িল, কহিল, “কাজ কী মা, বেশ আছি।”

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ব্যথিত হইয়া তিনি কহিলেন, “বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এ তো কোনোমতেই হইতে পারে না। তোর যেখানে রুচি তুই বিবাহ কর বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।”

নলিন দুই-এক দিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “তুমি যেমন চাও আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব; তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনোই ঘরে আনিব না।”

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সন্মানে বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লীতে গিয়া কোন্ এক অনাথাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষ মুহূর্তে সে পিছাইয়াছিল।

যাহাই হউক, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ যাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে তাহার মা তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুশিই হইবেন। হেমনলিনীর মতো অমন মেয়ে নলিনাক্ষ কোথায় পাইবে? আর যাই হউক, হেমের যেরূপ মধুর স্বভাব তাহাতে সে যে তাহার শাশুড়িকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া চলিবে, কোনোমতেই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নলিনাক্ষ দুদিন ভালো করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনোমতে দুজনের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক।

অক্ষয় চলিয়া যাইবামাত্র যোগেন্দ্র দৌতলায় উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমনলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তভাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিশেষ সমাদরের স্বরে কহিলেন, “এসো যোগেন্দ্র, বোসো।”

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ। দুজনে দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা কি ভালো?”

অন্নদা কহিলেন, “ঐ শোনো। আমরা তো চিরকাল এইরকম কোণে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে তো কোথাও বাহির করিতে হইলে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইত।”

হেম কহিল, “কেন বাবা আমার দোষ দাও? তুমি কোথায় আমাকে লইয়া যাইতে চাও, চলো-না।”

হেমনলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই-- তাহার চারি দিকে যেখানে যাহা-কিছু হইতেছে সব বিষয়েই যেন তাহার ঔৎসুক্য অত্যন্ত সজীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, কাল একটা মিটিঙ আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চলো-না।”

অন্নদা জানিতেন, মিটিঙের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমনলিনী চিরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সংকোচ অনুভব করে; তাই তিনি কিছু না বলিয়া একবার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল, “মিটিঙ? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা?”

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ ডাক্তার।

অন্নদা। নলিনাক্ষ!

যোগেন্দ্র। ভারি চমৎকার বলিতে পারেন। তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। এমন ত্যাগস্বীকার! এমন দৃঢ়তা! এরকম মানুষের মতো মানুষ পাওয়া দুর্লভ।

আর ঘন্টা-দুই আগে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি ছাড়া নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, “বেশ তো বাবা, চলো-না তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব।”

হেমনলিনীর এইরূপ উৎসাহের ভাবটাকে অন্নদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না; তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুশি হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা যাওয়া-আসা করিতে থাকে তাহা হইলে শীঘ্র উহার মন সুস্থ হইবে। মানুষের সহবাসই মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ। তিনি কহিলেন, “তা বেশ তো যোগেন্দ্র, কাল যথাসময়ে আমাদের মিটিঙে লইয়া যাইয়ো। কিন্তু নলিনাক্ষ সম্বন্ধে কী জান, বলো তো। অনেক লোকে তো অনেক কথা কয়।”

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমত যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একটোট গালি দিয়া

লইল। বলিল, “ধর্ম লইয়া যাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথায় কথায় পরের প্রতি
অবিচার ও পরনিন্দা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের স্বাক্ষরিত দলিল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে--
ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সংকীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।”

বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অন্নদা যোগেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন, “সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক।
পরের দোষত্রুটি লইয়া কেবলই আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোটো হইয়া যায়, স্বভাব সন্দিক্ত হইয়া
উঠে, হৃদয়ের সরসতা থাকে না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ? কিন্তু ধর্মিকের মতো আমার
স্বভাব নয়; আমি মন্দ বলিতেও জানি, ভালো বলিতেও জানি এবং মুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া
হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি।”

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “যোগেন, তুমি কি পাগল হইয়াছ। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন?
আমি কি তোমাকে চিনি না?”

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবরিত করিল।
কহিল, “মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচার সম্বন্ধে সংযত হইয়া কাশীতে বাস করিতেছে,
এইজন্যই, বাবা, তুমি যাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি তো
এজন্য নলিনাক্ষকে ভালোই বলি। হেম, তুমি কী বল?”

হেমনলিনী কহিল, “আমিও তো তাই বলি।”

যোগেন্দ্র কহিল, “হেম যে ভালোই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। বাবাকে সুখী করিবার জন্য
হেম একটা-কিছু ত্যাগস্বীকার করিবার উপলক্ষ পাইলে যেন বাঁচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি।”

অন্নদা স্নেহকোমলহাস্যে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন-- হেমনলিনী লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত
করিল।

সভাভঙ্গের পর অন্নদা হেমনলিনীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। চা খাইতে বসিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, “আজ বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি।”

ইহার অধিক আর তিনি কথা কহিলেন না ; তাঁহার মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমনলিনী আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল, অন্নদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আজ সভাস্থলে-- নলিনাক্ষ-- যিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য তরুণ এবং সুকুমার ; যুবাবয়সেও যেন শৈশবের অম্লান লাভ্য তাঁহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই ; অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাঙ্গীর্ষ তাঁহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘ক্ষতি’। তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না ; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই তখনই যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে সে লোক দুর্ভাগা ; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। যাহা আমার যায় তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড় করিয়া বলিতে পারি ‘আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান’-- তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেবমন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমনলিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে সে আজ স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ ; সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, “অক্ষয়, তুমি বেশ পাত্রটি সন্ধান করিয়াছ যা হোক। এ তো সন্ন্যাসী ! এর অর্ধেক কথা তো আমি বুঝিতেই পারিলাম না।”

অক্ষয় কহিল, “রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন ; সে ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মতো সহজ লোকে ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই ?”

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বৈকি। ভালো লাগিতেছিল তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভালো লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষয়। ঐ বক্তৃতা কি আমাদের মতো কাহারো মুখে শুনিলে ভালো লাগিত ? তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর জন্য উমা তপস্যা করিয়াছিলেন,

কালিদাস তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে-কোনো পাত্র তুমি খাড়া করিবে হেমনলিনী রমেশের সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে ; সে তুলনায় কেহ টিকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মানুষটি সাধারণ লোকের মতোই নয় ; ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অন্য কোনো যুবককে হেমনলিনীর সম্মুখে আনিলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতো পার তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না ; তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মাল্যদান পর্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভালো ঘটয়া ওঠে না-- বলটাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু যাই বল পাত্রটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। দেখো যোগেন, তুমি নিজের জেদ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়ো না। সকল সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন করিয়া হোক, রমেশের চিন্তা হেমনলিনীর মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি তো ভালো বুঝি না। তুমি যে গায়ের জোরে সেটা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়ো না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমত চল তাহা হইলে তোমাদের একটা সদগতি হইতেও পারে।

যোগেন্দ্র। আসল কথা, নলিনাক্ষ আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্বোধ। এরকম লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয় করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে গিয়া ফের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া পড়িব।

অক্ষয়। ভাই, তোমরা নিজের দোষে পুড়িয়াছ, আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আতঙ্ক লাগিতেছে। রমেশ সম্বন্ধে তোমরা যে গোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিলে। এমন ছেলে আর হয় না, ছলনা কাহাকে বলে রমেশ তাহা জানে না, দর্শনশাস্ত্রে রমেশ দ্বিতীয় শংকরাচার্য বলিলেই হয়, আর সাহিত্যে স্বয়ং সরস্বতীর ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষ-সংস্করণ! রমেশকে প্রথম হইতেই আমার ভালো লাগে নাই-- ঐরকম অত্যাচার-আদর্শ-ওয়াল লোক আমার বয়সে আমি ঢের-ঢের দেখিয়াছি। কিন্তু আমার কথাটি কহিবার জো ছিল না ; তোমরা জানিতে, আমার মতো অযোগ্য অভাজন কেবল মহাত্মা-লোকদের ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর কোনো ক্ষমতা নাই। যা হোক, এতদিন পরে বুঝিয়াছ মহাপুরুষদের দূর হইতে ভক্তি করা চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ নহে। কিন্তু কন্টকেনৈব কন্টকম্। যখন এই একটিমাত্র উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁত খুঁত করিতে বসিয়ো না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তুমি যে আমাদের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে পারিয়াছিলে, এ কথা হাজার বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিতান্ত গায়ের জ্বালায় তুমি রমেশকে দু চক্ষে দেখিতে পারিতে না ; সেটা যে তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় তাহা আমি মানিব না। যাই হোক, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে তবে তুমি লাগো, আমার দ্বারা হইবে না। মোটের উপরে, নলিনাক্ষকে আমার ভালোই লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে যখন অনন্দার চা খাইবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, হেমনলিনী ঘরের অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অক্ষয় বুঝিল, হেমনলিনী তাহাদিগকে জানালা দিয়া পথেই দেখিতে পাইয়াছিল। ঈষৎ একটু হাসিয়া সে অনন্দার কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেয়ালা ভর্তি করিয়া লইয়া কহিল, “নলিনাক্ষবাবু যাহা বলেন একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন, সেইজন্য

তাঁহার কথাগুলো এত সহজে প্রাণের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে ।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “লোকটির ক্ষমতা আছে ।”

অক্ষয় কহিল, “শুধু ক্ষমতা ! এমন সাধুচরিত্রের লোক দেখা যায় না ।”

যোগেন্দ্র যদিও চক্রান্তের মধ্যে ছিল তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, “আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিযো না ; সাধুসঙ্গ হইতে ভগবান আমাদের পরিভ্রাণ করুন ।”

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুতার অঙ্গ প্রশংসা করিয়াছিল, এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে তাহাদিগকে নিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছিল ।

অন্নদা কহিলেন, “ছি যোগেন্দ্র, অমন কথা বলিযো না । বাহির হইতে যাঁহাদিগকে ভালো বলিয়া মনে হয় অন্তরেও তাঁহারা ভালো, এ কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাজি আছি, তবু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নই । নলিনাক্ষবাবু যে-সব কথা বলিয়াছেন এ-সমস্ত পরের মুখের কথা নহে ; তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন আমার পক্ষে আজ তাহা নূতন লাভ বলিয়া মনে হইয়াছে । যে ব্যক্তি কপট সে ব্যক্তি সত্যকার জিনিস দিবে কোথা হইতে ? সোনা যেমন বানানো যায় না এ-সব কথাও তেমনি বানানো যায় না । আমার ইচ্ছা হইয়াছে নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয়া আসিব ।”

অক্ষয় কহিল, “আমার ভয় হয়, ইঁহার শরীর টেকে কি না ।”

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “কেন, ইঁহার শরীর কি ভালো নয় ?”

অক্ষয় । ভালো থাকিবার তো কথা নয় ; দিনরাত্রি আপনার সাধনা এবং শাস্ত্রালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের প্রতি তো আর দৃষ্টি নাই ।

অন্নদা কহিলেন, “এটা ভারি অন্যায্য । শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই ; আমরা আমাদের শরীর সৃষ্টি করি নাই । আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম তবে নিশ্চয়ই অল্পদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম । আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার গুটিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্ছে--”

যোগেন্দ্র অধৈর্য হইয়া কহিল, “বাবা, বৃথা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ ? নলিনাক্ষবাবুর শরীর তো দিব্য দেখিলাম ; তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধুত্ব-জিনিসটা স্বাস্থ্যকর । আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় ।”

অন্নদা কহিলেন, “না যোগেন্দ্র, অক্ষয় যাহা বলিতেছে তাহা হইতেও পারে । আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্প বয়সেই মারা যান, ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন । এটা কিছুতে ঘটতে দেওয়া উচিত নয় । যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, উঁহার মধ্যে আসল জিনিস আছে । উঁহাকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার ।”

অক্ষয় । আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব । আপনি যদি উঁহাকে একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেন তো ভালো হয় । আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই-যে শিকড়ের রসটা আমাকে পরীক্ষার সময় দিয়াছিলেন সেটা আশ্চর্য বলকারক । যে-কোনো লোক সর্বদা মনকে খাটাইতেছে তাহার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই । আপনি যদি একবার নলিনাক্ষবাবুকে--

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “আঃ অক্ষয়, তুমি জ্বালাইলে । বড়ো

বাড়াবাড়ি করিতেছ। আমি চলিলাম।”

পূর্বে যখন তাঁহার শরীর ভালো ছিল তখন অন্নদাবাবু ডাক্তারি ও কবিরাজি নানাপ্রকার বটিকাদি সর্বদাই ব্যবহার করিতেন-- এখন আর ওষুধ খাইবারও উৎসাহ নাই এবং নিজের অস্বাস্থ্য লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনামাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন।

আজ তিনি যখন অসময়ে কেদারায় ঘুমাইতেছিলেন তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী কোল হইতে সেলাইয়ের সামগ্রী নামাইয়া তাহার দাদাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দ্বারের কাছে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দাদার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “হেম, নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।”

হেম থমকিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক্ষ তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু জাগিয়া উঠিয়া ডাকিলেন, “হেম!” হেম তাঁহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন।”

যোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া নলিনাক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কহিলেন, “আজ আমার বড়ো সৌভাগ্য, আপনি আমার বাড়িতে আসিয়াছেন। হেম, কোথায় যাইতেছ মা, এইখানে বোসো। নলিনাক্ষবাবু, এটি আমার কন্যা হেম-- আমরা দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া বড়ো আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি। আপনি ঐ-যে একটি কথা বলিয়াছেন-- আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি না, যাহা যথার্থ পাই নাই তাহাই হারাই, এ কথাটির অর্থ বড়ো গভীর। কী বলো মা হেম? বাস্তবিক, কোন্ জিনিসটিকে যে আমার করিতে পারিয়াছি আর কোন্টিকে পারি নাই তাহার পরীক্ষা হয় তখনি যখনি তাহা আমাদের হাতের কাছ হইতে সরিয়া যায়। নলিনাক্ষবাবু, আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান তবে আমাদের বড়ো উপকার হয়। আমরা বড়ো কোথাও বাহির হই না-- আপনি যখনি আসিবেন আমাকে আর আমার মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।”

নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, “আমি বক্তৃতাসভায় বড়ো বড়ো কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে মস্ত একটা গভীর লোক মনে করিবেন না। সেদিন ছাত্রেরা নিতান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম-- অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই-- কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া আসিয়াছি যে, দ্বিতীয় বার অনুরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আমার নাই। ছাত্রেরা স্পষ্টই বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা বোঝাই যায় নাই। যোগেনবাবু, আপনিও তো সেদিন উপস্থিত ছিলেন-- আপনাকে সতৃষ্ণনয়নে ঘড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিচলিত হয় নাই, এ কথা মনে করিবেন না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই সেটা আমার বুদ্ধির দোষ হইতে পারে, সেজন্য

আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।”

অন্নদা। যোগেন, সব কথা বুঝিবার বয়স সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বুঝিবার দরকারও সব সময়ে দেখি না।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটা কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা দাতা তাঁহাদের এ কথা সর্বদাই স্মরণ করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভালো করিয়া জানিবার অবসর পান তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো-কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষুকের মতো আসিয়াছিলাম, বহুকষ্টে বহুলোকের আনুকূল্যে শরীর-মন অপ্লে অপ্লে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষে এ নবাবি শোভা পায় না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে ব্যক্তি গড়িতে পারে না সে ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারী তো নয়।

অন্নদা। বড়ো ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এই ভাবের কথাই সেদিনকার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্র। আপনারা বসুন, আমি চলিলাম-- একটু কাজ আছে।

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ করা আমার স্বভাব নয়। আজ নাহয় আমি উঠি। চলুন, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক।

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বসুন। আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি কোথাও বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু, যোগেনের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন এমনি যখন খুশি আসে যখন খুশি যায়, উহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায় আছেন?”

নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, “আমি যে বিশেষ কোথাও আছি তাহা বলিতে পারি না। আমার জানাশুনা লোক অনেক আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া লইয়া বেড়ান। আমার সে মন্দ লাগে না। কিন্তু মানুষের চুপ করিয়া থাকারও প্রয়োজন আছে। তাই যোগেনবাবু আমার জন্য আপনাদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতেই স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ গলিটি বেশ নিভৃত বটে।”

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন তো দেখিতে পাইতেন যে, কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ঐ পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।

ইতিমধ্যে চা তৈরির খবর পাইয়া সকলে মিলিয়া নীচে চা খাইবার ঘরে গেলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা হেম, নলিনবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।”

নলিনাক্ষ কহিল, “না অন্নদাবাবু, আমি চা খাইব না।”

অন্নদা। সে কি কথা নলিনবাবু! এক পেয়ালা চা-- নাহয় তো কিছু মিষ্টি খান।

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কী বলিব। মধ্যাহ্নভোজনের তিন-চার ঘন্টা পরে চায়ের

উপলক্ষে খানিকটা গরম জল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে নাই খুব পাতলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই।

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমনলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সংকোচ সম্বন্ধে একটা কী আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল, “আপনি যাহা মনে করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিলকে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি, চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়-- আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণা-- আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই-- সেই মার কাছে আমি সংকুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্য আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে সুখটুকু পাইতেছেন আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।”

ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের কথাবার্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলই বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সংকোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে অনেক স্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাভীর্য প্রকাশ পাইল তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সংকোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বিলক্ষণ। এ কথা পূর্বে জানিলে আমি কখনোই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন।”

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, “চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব?”

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিক পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের সহিত অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। প্রথমে হেমনলিনী মনে করিয়াছিল, নলিনাক্ষের মতো লোকের কাছে কেবল বড়ো বড়ো আধ্যাত্মিক বিষয়েই বুদ্ধি উপদেশ পাওয়া যাইবে ; এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ বিষয়ে সহজ লোকের মতো আলাপ চলিতে পারে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। অথচ সমস্ত হাস্যালাপের মধ্যে নলিনাক্ষের একটা কেমন দূরত্বও ছিল।

একদিন অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে যোগেন্দ্র কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, “জান বাবা, আজকাল আমাদের সমাজের লোকে নলিনাক্ষবাবুর চেলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই লইয়া এইমাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া গেছে।”

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “ইহাতে আমি তো লজ্জার কথা কিছু দেখি না। যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই দলে মিশিতেই আমার লজ্জাবোধ হয় ; সেখানে শিক্ষা দিবার ছড়োমুড়িতে শিক্ষা পাইবার অবকাশ থাকে না।”

নলিনাক্ষ। অন্নদাবাবু, আমিও আপনার দলে ; আমরা চেলায় দল। যেখানে আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে সেইখানেই আমরা তলপি বহিয়া বেড়াইব।

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া কহিল, “না না, কথাটা ভালো নয়। নলিনাক্ষ, কেহই যে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না, যাহারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারাই আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত হইয়া যাইবে, এমন বদনামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আপনি কী সব কাণ্ড করেন, ওগুলো ছাড়িয়া দিন।”

নলিনাক্ষ। কী করিয়া থাকি বলুন।

যোগেন্দ্র। ঐ-যে শুনিয়াছি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, খাওয়াদাওয়া লইয়া নানাপ্রকার আচার-বিচার করিতে ছাড়েন না, ইহাতে দেশের মধ্যে আপনি খাপছাড়া হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রের এই রূঢ়বাক্যে ব্যথিত হইয়া হেমনলিনী মাথা নিচু করিল। নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, “যোগেন্দ্রবাবু দেশের মধ্যে খাপছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারই কী, আর মানুষই কী, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে ? খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে অংশটা থাকিতে বাধ্য সেটাতে সকল তলোয়ারেরই ঐক্য আছে-- বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য-অনুসারে কারিগরি নানা রকমের হইয়া থাকে। মানুষেরও দেশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা জায়গা আছে, সেটাও কি আপনারা বেদখল করিতে চান ? আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে-সকল নিরীহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কী করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন ?”

যোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বুদ্ধি ? যাহারা জগতের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের স্বন্ধে লইয়াছে

তাহারা পরের ঘরে কোথায় কী ঘটতেছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেটুকু খবর না পায় সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এ নহিলে বিশ্বের সংশোধনকার্য চলিবে কী করিয়া? তা ছাড়া নলিনবাবু, পাঁচ জনে যাহা না করে তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়, যাহা সকলেই করে তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন-না কেন, আপনি ছাদে বসিয়া কী সব কাণ্ড করেন তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে-- হেম সে কথা বাবাকে বলিতেছিল-- অথচ হেম তো আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই।

হেমনলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যথিত হইয়া একটা-কী বলিবার উপক্রম করিবামাত্র নলিনাক্ষ কহিল, “আপনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছাদে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আঙ্গিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সেজন্য আপনাকে কে দোষী করিবে? আপনার দুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও দোষটা আমাদেরও আছে।”

অন্নদা। তা ছাড়া হেম আপনার আঙ্গিক সম্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে শ্রদ্ধাপূর্বক আপনার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

যোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ও-সব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণে সংসারে সহজ রকমে যে ভাবে চলিয়া যাইতেছি তাহাতে কোনো বিশেষ অসুবিধা দেখিতেছি না-- গোপনে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বিশেষ কিছু যে লাভ হয় আমার তাহা মনে হয় না-- বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানুষকে একঝোঁকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না-- আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, পৃথিবীর মধ্যে আমি নেহাত মাঝারি রকম জায়গাটাতেই থাকি; যাহারা কোনোপ্রকার উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসেন আমার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাহাদের নাগাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মতো এমন অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদ্ভুতলোকে উধাও হইয়া যান তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা খাইতে হইবে।

নলিনাক্ষ। ঢেলা যে নানা রকমের আছে। কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে, লোকটা পাগলামি করিতেছে, ছেলেমানুষি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না; কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-সাধকগিরি করিতেছে, গুরু হইয়া উঠিয়া ঢেলা-সংগ্রহের চেষ্টায় আছে, তখন সে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে যে পরিমাণ হাসির দরকার হয় সে পরিমাণ অপরিপূর্ণ হাসি জোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আবার বলিতেছি, আমার উপরে রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাদে উঠিয়া যাহা খুশি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে? আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সীমানার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা থাকে না। সকলের যেরকম চলিতেছে আমার তেমনি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট; তার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহারা গালি দিক বা ভক্তি করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু জীবনটা এইরকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের?

নলিনাক্ষ। যোগেন্দ্রবাবু, যান কোথায়? আমাকে আমার ছাদের উপর হইতে একেবারে সর্বসাধারণের শান-বাঁধানো এক তলার মেঝের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া পালাইলে চলিবে কেন?

যোগেন্দ্র। আজকের মতো আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়। একটু ঘুরিয়া আসি গে।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমনলিনী মুখ নত করিয়া টেবিল-ঢাকার ঝালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল। সে সময়ে অনুসন্ধান করিলে তাহার চক্ষু-পল্লবের প্রান্তে একটা আর্দ্রতার লক্ষণও দেখা যাইত।

হেমনলিনী দিনে দিনে নলিনাক্ষের সহিত আলাপ করিতে করিতে আপনার অন্তরের দৈন্য দেখিতে পাইল এবং নলিনাক্ষের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই নলিনাক্ষ বিশুকে তাহার সম্মুখে যেন নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিল। ব্রহ্মচারিণীর মতো একটা নিয়মপালনের জন্য তাহার মন কিছুদিন হইতে উৎসুক ছিল-- কারণ, নিয়ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অবলম্বন ; শুধু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র মনের ভাব-আকারে টাঁকিতে চায় না, সে বাহিরেও একটা কোনো কৃষ্ণসাধনের মধ্যে আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত হেমনলিনী সেরূপ কিছু করিতে পারে নাই, লোকচক্ষুপাতের সংকোচে বেদনাকে সে অত্যন্ত গোপনে আপনার মনের মধ্যেই পালন করিয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন সে শুচি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ করিল তখন তাহার মন বড়ো তৃপ্তিলাভ করিল। নিজের শয়নঘরের মেজে হইতে মাদুর ও কার্পেট তুলিয়া ফেলিয়া বিছানাটি এক ধারে পর্দার দ্বারা আড়াল করিল ; সে ঘরে আর-কোনো জিনিস রাখিল না। সেই মেজে প্রত্যহ হেমনলিনী স্বহস্তে জল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত-- একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত ; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিয়া সেইখানে মেজের উপরে হেমনলিনী বসিত ; সমস্ত মুক্ত বাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অব্যবহৃত আলোক প্রবেশ করিত এবং সেই আলোকের দ্বারা, আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমনলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না ; কিন্তু নিয়মপালনের দ্বারা হেমনলিনীর মুখে যে-একটি পরিতৃপ্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইত তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। এখন হইতে নলিনাক্ষ আসিলে হেমনলিনীর এই ঘরেই মেজের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেন্দ্র একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল-- “এ-সমস্ত কী হইতেছে ? তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়িটাকে ভয়ংকর পবিত্র করিয়া তুলিলে-- আমার মতো লোকের এখানে পা ফেলিবার জায়গা নাই।”

আগে হইলে যোগেন্দ্রের বিদ্রূপে হেমনলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত-- এখন অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রের কথায় মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তস্নিগ্ধভাবে হাস্য করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিন্ত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে-- এ সম্বন্ধে লজ্জা করাকেও সে দুর্বলতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে অদ্ভুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে তাহা সে জানিত ; কিন্তু নলিনাক্ষের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোককে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে-- এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সংকুচিত হইত না।

একদিন হেমনলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিভৃত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাক্ষকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমনলিনীর হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাক্ষকে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “ব্যস্ত হইবেন না নলিনাবাবু, হেম আপনার কর্তব্য করিয়াছে।”

অন্যদিন এত সকালে নলিনাক্ষ এখানে আসে না। তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত হেমনলিনী তাহার

মুখের দিকে চাহিল। নলিনাক্ষ কহিল, “কাশী হইতে মার খবর পাওয়া গেল, তাঁহার শরীর তেমন ভালো নাই ; তাই আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কাশীতে যাইব স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় যথাসম্ভব আমার সমস্ত কাজ সারিয়া লইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কী আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান করুন তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন। এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে উপকার পাইয়াছি তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল, “নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন যত্নসাহায্য করিতে হয় তাহা তো করিয়াইছেন-- তা ছাড়া যে-সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন-- আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরো দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য মানুষের হৃদয়ের সহযোগিতায় সার্থকতালাভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।”

অন্নদা কহিলেন, “আমি আশ্চর্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়োই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কী আমরা জানিতাম না ; ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম এবং দেখিলাম আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত কুনো, লোকজনের কাছে যাতায়াত আমাদের বড়ো বেশি নাই ; কোনো সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিবার বাতীক আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়-- যদি বা আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড়ো শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কী আশ্চর্য বলুন দেখি-- যেমনি যোগেনের কাছে শুনিলাম আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুজনেই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম-- এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এ-সব কথা মনে রাখিবেন নলিনবাবু। ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দ্বিগ্ন প্রয়োজন আছে, নহিলে এমনটি ঘটিতে পারিত না। আমরা আপনার দায়স্বরূপ।”

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারো কাছে আমি আমার জীবনের গূঢ়কথা প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্য সম্বন্ধে চরম শিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারাই মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল সে কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই ; বাতায়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া মেজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের যখন উঠিবার সময় হইল তখন সে কহিল, “আপনার মা কেমন থাকেন সে খবর আমরা যেন জানিতে পাই।”

নলিনাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমনলিনী পুনর্বীর তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

এ কয়দিন অক্ষয় দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কাশীতে চলিয়া গেলে আজ সে যোগেন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষয় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্মৃতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে তাহা পরিমাপ করিবার সহজ উপায় অক্ষয়ের প্রতি তাহার বিরাগপ্রকাশ। আজ দেখিল, হেমনলিনীর মুখ প্রশান্ত ; অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না ; সহজ প্রসন্নতার সহিত হেমনলিনী কহিল, “আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই ?”

অক্ষয় কহিল, “আমরা কি প্রত্যহ দেখিবার যোগ্য ?”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “সে যোগ্যতা না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেককেই নির্জনবাস অবলম্বন করিতে হয়।”

যোগেন্দ্র। অক্ষয় মনে করিয়াছিল একলা বিনয় করিয়া বাহাদুরি লইবে, হেম তাহার উপরেও টেকা দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা আছে। আমাদের মতো সাধারণ লোকই প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য-- আর যাঁরা অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ-কখনো দেখাই ভালো, তাহার বেশি সহ্য করা শক্ত। এইজন্যই তো অরণ্যে-পর্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান-- লোকালয়ে তাঁহারা স্থায়িভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষয়-যোগেন্দ্র প্রভৃতি নিতান্তই সামান্য লোকদের অরণ্যে-পর্বতে ছুটিতে হইত।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে খোঁচা ছিল, হেমনলিনীকে তাহা বিঁধিল। কোনো উত্তর না দিয়া তিন পেয়ালা চা তৈরি করিয়া সে অন্নদা অক্ষয় ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেন্দ্র কহিল, “তুমি বুঝি চা খাইবে না ?”

হেমনলিনী জানিত, এবার যোগেন্দ্রের কাছে কঠিন কথা শুনিতে হইবে, তবু সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল, “না, আমি চা ছাড়িয়া দিয়াছি।”

যোগেন্দ্র। এবারে রীতিমত তপস্যা আরম্ভ হইল বুঝি ! চায়ের পাতার মধ্যে বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ যথেষ্ট নাই, যা-কিছু আছে, সমস্তই হর্তুকির মধ্যে ? কী বিপদেই পড়া গেল ! হেম, ও-সমস্ত রাখিয়া দাও। এক পেয়ালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-যাগ ভাঙিয়া যায়, তবে যাক-না-- এ সংসারে খুব মজবুত জিনিসও টেকে না, অমন পলকা ব্যাপার লইয়া পাঁচ জনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া হেমনলিনীর সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, “বাবা, আজ যে তুমি শুধু চা খাইলে ? আর কিছু খাইবে না ?”

অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং হাত কাঁপিতে লাগিল, “মা, আমি সত্য বলিতেছি, এ টেবিলে কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না। যোগেন্দ্রের কথাগুলো আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। জানি আমার শরীর-মনের এ অবস্থায় কথা বলিতে গেলেই আমি কী বলিতে কী বলিয়া ফেলি-- শেষকালে অনুতাপ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী তাহার পিতার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না। দাদা আমাকে চা খাওয়াইতে চান, সে তো ভালোই ; আমি তো কিছু তাহাতে মনে করি নাই। না বাবা, তোমাকে খাইতে হইবে-- খালি-পেটে চা খাইলে তোমার অসুখ করে আমি জানি।”

এই বলিয়া হেম আহাৰ্যের পাত্র তাহার বাপের সম্মুখে টানিয়া আনিল। অন্নদা ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন।

হেমনলিনী নিজের চৌকিতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন্দ্রের প্রস্তুত চায়ের পেয়ালা হইতে চা খাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, “মাপ করিবেন, ও পেয়ালাটি আমাকে দিতে হইবে, আমার পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।”

যোগেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর হাত হইতে পেয়ালা টানিয়া লইল এবং অন্নদাকে কহিল, “আমার অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ করো।”

অন্নদা তাহার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে সরিয়া গেল। অন্নদাবাবু আহাৰ করিয়া উঠিয়া হেমনলিনীর হাত ধরিয়া কম্পমান চরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অন্নদাবাবুর শূলবেদনার মতো হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, তাহার যকৃতের বিকার উপস্থিত হইয়াছে-- এখনো রোগ অগ্রসর হয় নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বৎসরখানেক কিংবা ছয় মাস বাস করিয়া আসিলে শরীর নির্দোষ হইতে পারিবে।

বেদনা উপশম হইলে ও ডাক্তার চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেম, চলো মা, আমরা কিছুদিন নাহয় কাশীতে গিয়াই থাকি।”

ঠিক একই সময়ে হেমনলিনীর মনেও সে কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইবামাত্র হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটু দুর্বলতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আত্মিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত। নলিনাক্ষের মুখশ্রীতেই যে একটা স্থির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত প্রসন্নতার দীপ্তি ছিল তাহাই হেমনলিনীর বিশ্বাসকে সর্বদাই যেন বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল, নলিনাক্ষের অবর্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটা ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্ত দিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শাস্তি আসিয়া এমনি নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। চায়ের টেবিলে দৃঢ়তার সহিত সে আতিথেয় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া ছিল। আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্বস্মৃতির বেদনা দ্বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে-- আবার তাহার মন যেন গৃহহীন-আশ্রয়হীনের মতো হা হা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। তাই যখন সে কাশী যাইবার প্রস্তাব শুনিла তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, “বাবা, সেই বেশ হইবে।”

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্যোগ দেখিয়া যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কী, ব্যাপারটা কী?”

অন্নদা কহিলেন, “আমরা পশ্চিমে যাইতেছি।”

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “পশ্চিমে কোথায়?”

অন্নদা কহিলেন, “ঘুরিতে ঘুরিতে একটা কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।” তিনি যে কাশীতে যাইতেছিলেন এ কথা এক দমে যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সংকুচিত হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি সেই হেড্‌মাস্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।”

রমেশ প্রত্যুষেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন রাস্তায় অধিক লোক ছিল না, এবং শীতের জড়িমায় রাস্তার ধারের গাছগুলো যেন পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া সাদা কুয়াশা, ডিম্বগুলির উপরে নিস্তন্ধ-আসীন রাজহংসের মতো স্থির হইয়া ছিল। সেই নির্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মস্ত মোটা ওভারকোটের নীচে রমেশের বক্ষঃস্থল চঞ্চল হৃৎপিণ্ডের আঘাতে কেবলই তরঙ্গিত হইতেছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া রমেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই কমলা শুনিয়াছে, শব্দ শুনিয়া সে হয়তো বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বহস্তে কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে রমেশ একটি দামি নেকলেস কিনিয়া আনিয়াছে; তাহারই বাস্কাটা রমেশ তাহার ওভারকোটের বৃহৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সম্মুখে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিষন-বেহারা বারান্দায় শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে-- ঘরের দ্বারগুলি বন্ধ। বিমর্ষমুখে রমেশ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু উচ্চস্বরে ডাকিল, “বিষন!” ভাবিল, এই ডাকে ঘরের ভিতরকার নিদ্রাও ভাঙবে। কিন্তু এমন করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার যে অপেক্ষা আছে, ইহাই তাহার মনে বাজিল; রমেশ তো অর্ধেক রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই।

দুই-তিন ডাকেও বিষন উঠিল না; শেষকালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল। বিষন উঠিয়া বসিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মতো তাকাইয়া রহিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “বহুজি ঘরে আছেন?”

বিষন প্রথমটা রমেশের কথা যেন বুঝিতেই পারিল না; তাহার পরে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া করিল, “হাঁ, তিনি ঘরেই আছেন।”

এই বলিয়া সে পুনর্বীর শুইয়া পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রমেশ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তথাপি একবার উচ্চঃস্বরে ডাকিল, “কমলা!” কোথাও কোনো সাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগাছতলা পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল; রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে, আস্তাবল-ঘরে সন্ধান করিয়া আসিল; কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে--কাকগুলো ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাংলার হাঁদারা হইতে জল লইবার জন্য কলস মাথায় পাড়ার মেয়ে দুই-একজন দেখা দিতেছে। পথের ওপারে কুটিরপ্রাঙ্গণে কোনো পল্লিনারী বিচিত্র উচ্চ সুরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতায় গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিষন পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে খুব করিয়া বিষনকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল; দেখিল তাহার নিশ্বাসে তাড়ির প্রবল গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিষম বেগে বিষন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনর্বীর জিজ্ঞাসা করিল, “বহুজি কোথায়?”

বিষন কহিল, “বহুজি তো ঘরেই আছেন।”

রমেশ। কই, ঘরে কোথায়?

বিষন। কাল তো এখানেই আসিয়াছেন।

রমেশ। তাহার পরে কোথায় গেছেন?

বিষন হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময় খুব চওড়া পাড়ের এক বাহারে ধুতি পরিয়া চাদর উড়াইয়া রক্তবর্ণচক্ষু উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তোর মা কোথায়?”

উমেশ কহিল, “মা তো কাল হইতে এখানেই আছেন।”

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “তুই কোথায় ছিলি?”

উমেশ কহিল, “আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ি যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।”

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, “বাবু, আমার ভাড়া।”

রমেশ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একেবারে খুড়ার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়িসুদ্ধ সকলেই যেন চঞ্চল। রমেশের মনে হইল, কমলার বৃষ্টি কোনো অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সন্ধ্যার কিছু পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়িসুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পায় নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অসুখ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল, “কমলা তা হইলে উমিকে লইয়া খুবই উদ্ভিগ্ন হইয়া আছে?”

কমলা কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিল কি না বিপিন তাহা নিশ্চয় জানিত না, তাই রমেশের কথায় একপ্রকার সায় দিয়া কহিল, “হাঁ, তিনি উমিকে যেরকম ভালোবাসেন, খুব ভাবিতেছেন বৈকি। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।”

যাহা হউক, অত্যন্ত উল্লাসের মুখে কল্পনার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের ব্যাঘাত আছে।

এমন সময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালকটাকে শৈলজা স্নেহও করিত। বাড়ির ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উমির ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “মা কোথায় মাসিমা?”

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল, “কেন রে, তুই তো কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও বাড়িতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছমনিয়াকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খুকির অসুখে তাহা পারি নাই।”

উমেশ মুখ স্তলান করিয়া কহিল, “ও বাড়িতে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।”

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, “সে কী কথা! কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?”

উমেশ। আমাকে তো মা থাকিতে দিলেন না। ও বাড়িতে গিয়াই তিনি আমাকে সিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শৈল। তোরও তো বেশ আক্কেল দেখিতেছি। বিষন কোথায় ছিল?

উমেশ। বিষন তো কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে খুব তাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। যা যা, শীঘ্র বাবুকে ডাকিয়া আন।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল, “ওগো, এ কী সর্বনাশ হইয়াছে?”

বিপিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কেন, কী হইয়াছে?”

শৈল। কমল কাল ও বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে তো সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই?

শৈল। না গো। উমির অসুখে আনাইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন?

বিপিন। বোধ হয় ও বাংলায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন কমলা এখানেই আছেন। তিনি তো আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। যাও যাও, শীঘ্র যাও, তাঁহাকে লইয়া খোঁজ করো গে। উমি এখন ঘুমাইতেছে--সে ভালোই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই গাড়িতে উঠিয়া বাংলায় ফিরিয়া গেল এবং বিষনকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় জোড়াতাড়া দিয়া যেটুকু খবর বাহির হইল তাহা এই--কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষন তাহার সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়। সে পাহারা দিবার জন্য বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল, এমন সময়ে গাছ হইতে সদ্যঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়িওয়ালা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল--তাহার পর হইতে বিশ্বেসংসারে কী যে ঘটিয়াছে তাহা বিষনের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে। যে পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল বিষন তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া রমেশ বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ হ্রতশাবক শিকারি জন্তুর মতো চারি দিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিন জনে একবার দাঁড়াইল। সেখানে চারি দিক উন্মুক্ত। ধূসর বালুকা প্রভাতরৌদ্রে ধু-ধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, “মা, মা গো, মা কোথায়?” ও পারের সুদূর উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল--কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ দূরে সাদা কী একটা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই এক গোছা চাবি একটা রুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। “কি রে ওটা কী?” বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

যেখানে চাবি পড়িয়াছিল সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল পর্যন্ত ছোটো দুইটি পায়ের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা কী ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না; সে সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, সোনার উপরে এনামেল-করা একটি ছোটো ব্রোচ--ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সংকেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিল তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না--“মা, মা গো” বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে অধিক ছিল না; উমেশ বারংবার পাগলের মতো ডুব দিয়া তলা হাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল, জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল, “উমেশ, তুই কী করিতেছিস ? উঠিয়া আয়।”

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, “আমি উঠিব না, আমি উঠিব না। মা গো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।”

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মতো সাঁতার দিতে পারে, তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-ঝাঁপাইয়া শান্ত হইয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিস্তব্ধ রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, “রমেশবাবু, চলুন। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কী হইবে ! একবার পুলিশকে খবর দেওয়া যাক, তাহারা সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক।”

শৈলজার ঘরে সেদিন আহরনিদ্রা বন্ধ হইয়া কান্নার রোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেক দূর পর্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিশ চারি দিকে সন্ধান করিতে লাগিল। স্টেশনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনায় মেলে এমন কোনো বাঙালির মেয়ে রাতে রেলগাড়িতে ওঠে নাই।

সেই দিনই বিকালে খুড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

লহমনিয়া কহিল, “সেইজন্যই খুকি কাল রাতে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিল, উহাকে ভালো করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।”

রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল ; তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল--‘একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর-এক দিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।’

সূর্য যখন অস্ত গেল তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল ; যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন ক’টি একদৃষ্টে দেখিল ; তাহার পরে তীরে জুতা খুলিয়া, ধুতি গুটাইয়া লইয়া, খানিকটা জল পর্যন্ত নামিয়া গেল এবং বাস্ক হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন যে গাজিপুর হইতে চলিয়া গেল, খুড়ার বাড়িতে তাহার খবর লইবার মতো অবস্থা কাহারো রহিল না।

এখন রমেশের সম্মুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে সে যেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে না। হেমলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উঠে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিয়াছে ; সে মনে মনে বলিয়াছে, ‘আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?’

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইল। এক জায়গায় কোথাও বেশি দিন রহিল না। সে নৌকায় চড়িয়া কাশীর ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুতবমিনরের উপরে চড়িল, আগ্রায় জ্যোৎস্না-রাত্রে তাজ দেখিয়া আসিল। অমৃতসরে গুরুদরবার দেখিয়া রাজপুতানায় আবুপর্বতশিখরে মন্দির দেখিতে গেল--এমনি করিয়া রমেশ নিজের শরীর-মনকে আর বিশ্রাম দিল না।

অবশেষে এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হা হা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলই আঘাত দিতেছে। অবশেষে একদিন তাহার শোককাল-যাপনের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমেশ সেই কলুটোলার গলিটার ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কী দেখিবে, কী শুনিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। একদিন তো সে গলির মোড় পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেকে জোর করিয়া সেই বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, ভিতরে কোনো লোক আছে এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখন-বেহারাটা হয়তো শূন্য বাড়ি আগলাইতেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে বারকতক আঘাত করিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল ; সে কহিল, “কে ও। রমেশবাবু নাকি। ভালো আছেন তো? এ বাড়িতে অন্নদাবাবুরা তো এখন কেহ নাই।”

রমেশ। তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন?

চন্দ্র। সে খবর তো বলিতে পারি না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি।

রমেশ। কে কে গেছেন মশায়?

চন্দ্র। অন্নদাবাবু আর তাঁর মেয়ে।

রমেশ। ঠিক জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহ যান নাই?

চন্দ্র। ঠিক জানি বৈকি। যাইবার সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

তখন রমেশ ধৈর্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া কহিল, “আমি একজনের কাছে খবর পাইয়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের সঙ্গে গেছেন।”

চন্দ্র। ভুল খবর পাইয়াছেন। নলিনবাবু আপনার ঐ বাসাটাতেই দিন-কয়েক ছিলেন। হাঁহারা যাত্রা করিবার দিন-দুইচার পূর্বেই তিনি কাশীতে গেছেন।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছ হইতে বাহির করিল। হাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। শোনা গেছে, পূর্বে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, এখন মাকে লইয়া কাশীতেই আছেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, যোগেন এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন?”

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র ময়মনসিংগের একটি জমিদারের স্থাপিত হাই-স্কুলের হেডমাস্টার-পদে নিযুক্ত হইয়া বিশাইপুরে গিয়াছে।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশবাবু, আপনাকে তো অনেকদিন দেখি নাই; আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন?”

রমেশ আর গোপন করবার কারণ দেখিল না; সে কহিল, “প্র্যাকটিস করিতে গাজিপুরে গিয়াছিলাম।”

চন্দ্র। এখন তবে কি সেইখানেই থাকা হইবে?

রমেশ। না, সেখানে আমার থাকা হইল না; এখন কোথায় যাইব ঠিক করি নাই।

রমেশ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরেই অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময়, মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ির তত্ত্বাবধানের জন্য অক্ষয়ের উপর ভার দিয়া গিয়াছিল। অক্ষয় যে ভার গ্রহণ করে তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না; তাই সে হঠাৎ যখন-তখন আসিয়া দেখিয়া যায়, বাড়ির বেহারা দুজনের মধ্যে একজনও হাজির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, “রমেশবাবু এই খানিকক্ষণ হইল এখন হইতে চলিয়া গেলেন।”

অক্ষয়। বলেন কী! কী করিতে আসিয়াছিলেন?

চন্দ্র। তাহা তো জানি না। আমার কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এমন রোগা হইয়া গেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে চেনাই কঠিন; যদি বেহারাকে না ডাকিতেন আমি চিনিতে পারিতাম না।

অক্ষয়। এখন কোথায় থাকেন, খবর পাইলেন?

চন্দ্র। এতদিন গাজিপুরে ছিলেন; এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, কোথায় থাকিবেন ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

অক্ষয় বলিল, “ও” বলিয়া আপন কর্মে মন দিল।

রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘অদৃষ্ট এ কী বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক দিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্য দিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মতো--সেও কুলিখিত উপন্যাস। এমনতরো ঠিক উল্টাপাল্টা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মতো বে-পরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব--সংসারে সে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায় যাহা ভীষণ লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না। কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাভাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।

যোগেন্দ্র বিশাইপুর জমিদার-বাড়ির নিকটবর্তী একটি একতলা বাড়িতে বাসা পাইয়াছিল; সেখানে

রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল এমন সময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। খামের উপরকার অক্ষর দেখায়ই সে আশ্চর্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিল রমেশ লিখিয়াছে--
সে বিশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশকে যদিও সে একদিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল তবু সেই বাল্যবন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এমন-কি, তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দই হইল, কৌতূহলও কম হইল না। বিশেষত হেমনলিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দ্বারা কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না।

পত্রবাহকটিকে সঙ্গে করিয়া যোগেন্দ্র নিজেই রমেশের সন্মানে চলিল। দেখিল, সে একটি মুদির দোকানে একটা শূন্য কেরোসিনের বাস্ক খাড়া করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ; মুদি ব্রাহ্মণের হুকায় তাহাকে তামাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু চশমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না শুনিয়া মুদি তাহাকে শহরজাত কোনো অদ্ভুতশ্রেণীর পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকার আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই।

যোগেন্দ্র সবেগে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল ; কহিল, “তোমার সঙ্গে পারা গেল না। তুমি আপনার দ্বিধা লইয়াই গেলে। কোথায় একেবারে সোজা আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইবে, না, পথের মধ্যে মুদির দোকানে গুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাকতির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছ !”

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল। যোগেন্দ্র পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল ; কহিল, “যিনিই যাই বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই। তিনি আমাকে শহরের মধ্যে মানুষ করিয়া এতবড়ো শাহরিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের মধ্যে আমার জীবাআটাকে একেবারে মাঠে মারিবার জন্য ?”

রমেশ চারি দিকে তাকাইয়া কহিল, “কেন, জায়গাটি তো মন্দ নয়।”

যোগেন্দ্র। অর্থাৎ ?

রমেশ। অর্থাৎ, নির্জন--

যোগেন্দ্র। এইজন্য আমার মতো আরো একটি জনকে বাদ দিয়া এই নির্জনতা আর-একটু বাড়াইবার জন্য আমি অহরহ ব্যাকুল হইয়া আছি।

রমেশ। যাই বল, মনের শান্তির পক্ষে--

যোগেন্দ্র। ও-সব কথা আমাকে বলিয়া না--কয়দিন প্রচুর মনের শান্তি লইয়া আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে। আমার সাধ্যমত এই শান্তি ভাঙিবার জন্য ত্রুটি করি নাই। ইতিমধ্যে সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমিদার-বাবুটিকেও আমার মেজাজের যে-প্রকার পরিচয় দিয়াছি সহজে তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না। তিনি আমাকে দিয়া ইংরাজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন--কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবু যে টাঁকিয়া আছি সে আমার নিজগুণে নয়। এখানকার জয়েন্টসাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন ; জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে বিদায় করিতে পারিতেছেন না। যেদিন গেজেটে দেখিব, জয়েন্ট বদলি হইতেছেন সেইদিনই বুঝিব, আমার হেডমাস্টারি-সূর্য বিশাইপুরের আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে এখানে আমার একটিমাত্র

আলাপী আছে, আমার পাঙ্কুকুরটি। আর-সকলেই আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে তাহাকে কোনোমতেই শুভদৃষ্টি বলা চলে না।

যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া রমেশ একটা চৌকিতে বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, “না, বসা নয়। আমি জানি প্রাতঃস্নান নামে তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার আছে, সেটা সারিয়া এসো। ইতিমধ্যে আর-এক বার গরম জলের কাৎলিটা আঙুনে চড়াইয়া দিই। আতিথ্যের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয় বার চা খাইয়া লইব।”

এইরূপে আহার আলাপ ও বিশ্রামে দিন কাটিয়া গেল। রমেশ যে বিশেষ কথাটা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল যোগেন্দ্র সমস্ত দিন তাহা কোনোমতেই বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পর আহারাণ্ডে কেরোসিনের আলোকে দুইজনে দুই কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল। অদূরে শৃগাল ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার রাত্রি ঝিল্লির শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “যোগেন, তুমি তো জানই, তোমাকে কী কথা বলিতে আমি এখানে আসিয়াছি। একদিন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে সে প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।”

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠ কম্পিত হইল, মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় সে দুই-এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া শুনিল।

যখন বলা হইয়া গেল তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “এই-সকল কথা যদি সেদিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।”

রমেশ। বিশ্বাস করার হেতু তখনো যেটুকু ছিল, এখনো তাহাই আছে। সেজন্য তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যে, আমি যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম সে গ্রামে একবার তোমাকে যাইতে হইবে। তাহার পর সেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব।

যোগেন্দ্র। আমি কোনোখানে এক পা নড়িব না, আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস; জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল; রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বাল্যবন্ধু একবার পরস্পর কোলাকুলি করিল। রমেশ রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “আমি কোথা হইতে ভাগ্যরচিত এমন একটা দুশ্চন্দ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনো দিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারো কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কী জানিয়া, কী ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই--কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষকালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। মৃত্যুর গ্রাস হইতে একদিন সে সমস্যা অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর গর্ভেই একদিন সেই সমস্যা তেমনি অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল।”

যোগেন্দ্র । কমলা যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে তাহা অসংশয়ে স্থির করিয়া বসিয়ো না । সে যাই হোক, তোমার এ দিকটা তো পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি ।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল । কহিল, “আমি ওরকম লোকদের ভালো বুঝি না এবং যাহা বুঝি না তাহা আমি পছন্দও করি না । কিন্তু অনেক লোকের অন্যরকম মতিই দেখি, তাহারা যাহা বোঝে না তাহাই বেশি পছন্দ করে । তাই হেমের জন্য আমার যথেষ্ট ভয় আছে । যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছ-মাংসও খায় না, এমন-কি, ঠাট্টা করিলে পূর্বের মতো তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে না, বরং মৃদুমন্দ হাসে, তখন বুঝিলাম গতিক ভালো নয় । যাই হোক, তোমাকে সহায় পাইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না তাহাও আমি নিশ্চয় জানি ; অতএব প্রস্তুত হও, দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে ।”

রমেশ হাসিয়া কহিল, “আমি যদিও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি ।”

যোগেন্দ্র । রোসো, আমার ক্রিস্টমাসের ছুটিটা আসুক ।

রমেশ । সে তো দেরি আছে, ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই-না কেন ?

যোগেন্দ্র । না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না । তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব । তুমি যে আগেভাগে গিয়া আমার এই শুভকার্যটি চুরি করিবে, সে আমি ঘটিতে দিব না । ছুটির তো আর দশ দিন বাকি আছে ।

রমেশ । তবে ইতিমধ্যে আমি একবার--

যোগেন্দ্র । না না, সে-সব কিছু শুনিতে চাই না--এ দশ দিন তুমি আমার এখানেই আছ । এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলি লোক ছিল সব আমি একটি একটি করিয়া শেষ করিয়াছি ; এখন মুখের তার বদলাইবার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই । এতদিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলই শেয়ালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি ; এখন, এমন-কি, তোমার কণ্ঠস্বরও আমার কাছে বীণাবিনিন্দিত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয় ।

চন্দ্রমোহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলো চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, ব্যাপারখানা কী? রমেশ গাজিপুতে প্র্যাকটিস করিতেছিল, এতদিন নিজেকে যথেষ্ট গোপনেই রাখিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন কী ঘটিল যাহাতে সে সেখানকার প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়া আবার সাহসপূর্বক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুরা যে কাশীতে আছেন, কোন্‌দিন রমেশ কোথা হইতে সে খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে। অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাজিপুতে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর একবার কাশীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

একদিন অগ্রহায়ণের অপরাহ্নে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাজিপুতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশবাবু বলিয়া একটি বাঙালি উকিলের বাসা কোন্‌ দিকে?” অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবু-নামক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো খ্যাতি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শামলা-পরা একটি বাঙালি উকিল গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, “মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাজিপুতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন?”

অক্ষয় হাঁহার কাছ হইতে খবর পাইল যে, রমেশ তো এতদিন খুড়ামশায়ের বাড়িতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে কি কোথাও গেছে তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।

অক্ষয় খুড়ার বাড়িতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, এইবার রমেশের চালটা বুঝা যাইতেছে। স্ত্রী মারা গিয়াছে; এখন সে অসংকোচে হেমনলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমনলিনীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে রমেশের কথা অবিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। যাহারা ধর্মনীতি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহারা যে কী ভয়ানক লোক অক্ষয় তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের ও কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলামাত্র তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি কহিলেন, “আপনি যখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমার মা কমলাকে নিশ্চয় আপনি আত্মীয়ের মতোই জানেন; কিন্তু আমি এ কথা বলিতেছি, কয়েক দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দুদিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম।”

অক্ষয় মুখ স্তলান করিয়া কহিল, “এমন ঘটনাটা যে কী করিয়া ঘটিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নাই।”

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না, আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ পর্যন্ত চিনিতে পারিলাম না। এ দিকে বাহিরে তো দিব্য লোকটি ; কিন্তু মনের মধ্যে কী ভাবেন, কী করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে কমলার মতো এমন স্ত্রীকে কী মনে করিয়া যে অনাদর করিতেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কমলা এমন সতীলক্ষ্মী, আমার মেয়ের সঙ্গে তার আপন বোনের মতো ভাব হইয়াছিল-- তবু কখনো একদিনের জন্যও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই। আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত একটি কথা বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কী অসহ্য কষ্ট পাইলে এমন কাজ করিতে পারে তাহা তো আপনি বুঝিতেই পারেন--সে কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আবার আমার এমনি কপাল, আমি তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি মা কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন ?

পরদিন প্রাতে খুড়াকে লইয়া অক্ষয় রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া আসিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আপনি যতটা নিঃসংশয় হইয়াছেন আমি ততটা হইতে পারি নাই।”

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন ?

অক্ষয়। আমার মনে হয় তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন, তাঁহাকে ভালোরূপ খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা নিতান্তই অসম্ভব নহে।”

অক্ষয়। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে আমাদের একটি পরম বন্ধু আছেন ; এমনও হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

খুড়া আশান্বিত হইয়া কহিলেন, “কই, তাঁহাদের কথা তো রমেশবাবু আমাদের কখনো বলেন নাই। যদি জানিতাম, তবে কি খোঁজ করিতে বাকি রাখিতাম ?”

অক্ষয়। তবে একবার চলুন-না, আমরা দুইজনেই কাশী যাই। পশ্চিম-অঞ্চল আপনার সমস্তই জানাশোনা আছে, আপনি ভালো করিয়া খোঁজ করিতে পারিবেন।

খুড়া এ প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত হইলেন। অক্ষয় জানিত তাহার কথা হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য প্রামাণিক-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে গেল।

শহরের বাহিরে ক্যান্টনমেন্টের অধিকারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অন্নদাবাবুরা একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌঁছিয়াই খবর পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমংকরীর সামান্য জ্বরকাসি ক্রমে ন্যুমোনিয়াতে দাঁড়াইয়াছে। জ্বরের উপরেও এই শীতে তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েক দিন অশ্রান্তযত্নে হেম তাঁহার সেবা করার পর ক্ষেমংকরীর সংকটের অবস্থা কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার অতিশয় দুর্বল অবস্থা। শুচিতা লইয়া অত্যন্ত বিচার করাতে পথ্যজল প্রভৃতি সম্বন্ধে হেমনলিনীর সাহায্য তাঁহার কোনো কাজে লাগিল না। ইতিপূর্বে তিনি স্বপাক আহার করিতেন, এখন নলিনাক্ষ স্বয়ং তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহার সম্বন্ধে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে সহস্তু করিতে হইত। ইহাতে ক্ষেমংকরী সর্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি তো গেলেই হত, কেবল তোদের কষ্ট দিবার জন্যই আবার বিশেষুর আমাকে বাঁচাইলেন।”

ক্ষেমংকরীর নিজের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চারি দিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্যবিন্যাসের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল। হেমনলিনী সে কথা নলিনাক্ষের কাছে হইতে শুনিয়াছিল। এইজন্য সে বিশেষ যত্নে চারি দিক পরিপাটি করিয়া এবং ঘর-দুয়ার সাজাইয়া রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে আসিত। অন্নদা ক্যান্টনমেন্টে যে বাগান ভাড়া করিয়াছিলেন সেখান হইতে প্রত্যহ ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতেন, হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর রোগশয্যার কাছে সেই ফুলগুলি নানা রকম করিয়া সাজাইয়া রাখিত।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য দাসী রাখিতে অনেক বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হস্ত হইতে সেবা গ্রহণ করিতে কোনোমতেই তাঁহার অভিরুচি হইত না। অবশ্য, জল তোলা প্রভৃতির জন্য চাকর-চাকরানি ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক্ কোনো চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যে হরির মা ছেলেবেলায় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল সে মারা গিয়া অবধি অতি বড়ো রোগের সময়েও কোনো দাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত বুলাইতে দেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় এক-এক দিন কোথা হইতে হয়তো একটি সুন্দর খোঁটার ছেলেকে অথবা কোনো ফুটফুটে হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। পাড়ার দুটি-একটি সুন্দর ছেলেকে তিনি খেলনা দিয়া, পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া বশ করিয়াছিলেন; তাহারা যখন-তখন তাঁহার বাড়ির যেখানে-সেখানে উপদ্রব করিয়া খেলিয়া বেড়াইত, ইহাতে তিনি বড়ো আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আর-একটি বাতিক ছিল। ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিস দেখিলেই তিনি না কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সমস্ত তাঁহার নিজের কোনো কাজেই

লাগিত না ; কিন্তু কোন্ জিনিসটি কে পাইলে খুশি হইবে, তাহা মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেক সময় তাঁহার দূর আত্মীয়-পরিচিতেরাও এইরূপ একটা-কোনো জিনিস ডাক-যোগে পাইয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত। তাঁহার একটি বড়ো আবলুস কাঠের কালো সিন্ধুকের মধ্যে এইরূপ অনাবশ্যক সুন্দর শৌখিন জিনিসপত্র, রেশমের কাপড়-চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের বউ যখন আসিবে তখন এগুলি সমস্ত তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরমাসুন্দরী বালিকাবধু তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন--সে তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে তিনি সাজাইতেছেন-পরাইতেছেন, এই সুখচিন্তায় তাঁহার অনেক দিনের অনেক অবসর কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মতো ছিলেন ; স্নানাহ্নিক-পূজায় প্রায় দিন কাটিয়া গেলে এক বেলা ফল দুধ মিষ্ট খাইয়া থাকিতেন ; কিন্তু নিয়মসংঘমে নলিনাক্ষের এতটা নিষ্ঠা তাঁহার ঠিক মনের মধ্যে ভালো লাগিত না। তিনি বলিতেন, ‘পুরুষমানুষের আবার অত আচার-বিচারের বাড়াবাড়ি কেন?’ পুরুষমানুষদিগকে তিনি বৃহৎবালকদের মতো মনে করিতেন ; খাওয়াদাওয়া-চালচলনে উহাদের পরিমাণবোধ বা কর্তব্যবোধ না থাকিলে সেটা যেন তিনি সন্মেনহ প্রশ্রয়বুদ্ধির সহিত সংগত মনে করিতেন, ক্ষমার সহিত বলিতেন, ‘পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে পারিবে কেন!’ অবশ্য, ধর্ম সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ যদি অন্যান্য সাধারণ পুরুষের মতো কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ এবং অসময়ে তাঁহাকে স্পর্শ করাটুকু বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে তিনি খুশিই হইতেন।

ব্যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন ক্ষেমংকরী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদেশ-অনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন-কি, বৃদ্ধ অন্নদাবাবুও নলিনাক্ষের সকল কথা প্রবীণ গুরুবাক্যের মতো বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেন।

ইহাতে ক্ষেমংকরীর অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল। তিনি একদিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, “মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরো খ্যাপাইয়া তুলিবে। ওর ও-সমস্ত পাগলামির কথা তোমরা শোন কেন ? তোমরা সাজগোজ করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে ; তোমাদের কি এখন সাধন করিবার বয়স ? যদি বল ‘তুমি কেন বরাবর এই-সব লইয়া আছ’, তার একটু কথা আছে। আমার বাপ-মা বড়ো নিষ্ঠাবান ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে আমরা ভাইবোনেরা এই-সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি তো আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা তো সেরকম নও ; তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা তো সমস্তই আমি জানি। তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ ; তাহাতে লাভ কী মা ? যে যাহা পাইয়াছে সে তাহাই ভালো করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি তো এই বলি। না না, ও-সব কিছু নয়, ও-সমস্ত ছাড়ো। তোমাদের আবার নিরামিষ খাওয়া কী, যোগ-তপই বা কিসের ! আর নলিনই বা এতবড়ো গুরু হইয়া উঠিল কবে ? ও এ-সকলের কী জানে ? ও তো সেদিন পর্যন্ত যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিলে একেবারে মারমূর্তি ধরিত। আমাকেই খুশি করিবার জন্য এই-সমস্ত আরম্ভ করিল, শেষকালে দেখিতেছি কোনদিন পুরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে। আমি ওকে বার বার করিয়া বলি, ‘ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল তুই তাই লইয়াই থাক ; সে তো মন্দ কিছু নয়, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বৈ

অসম্ভব হইব না। শুনিয়া নলিন হাসে ; ঐ ওর একটি স্বভাব, সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, গাল দিলেও উত্তর করে না।”

অপরাহ্নে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই-সমস্ত আলোচনা চলিত। হেমের খোঁপা-বাঁধা ক্ষেমংকরীর পছন্দ হইত না। তিনি বলিতেন, “তুমি বুঝি মনে কর মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফ্যাশান কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যতরকম চুল-বাঁধা জানি এত তোমরাও জান না বাছ। একটি বেশ ভালো মেম পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শিখাইতে আসিত, সেইসঙ্গে কতরকম চুল-বাঁধাও শিখিয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কী করিব মা, সংস্কার, উহার ভালোমন্দ জানি না--না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই-ছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়িতে যখন অন্যরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানি ঘুচিয়া গেল, তখন তো আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই ; আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, যাহা ভালো বোঝ করো--আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, এতকাল যাহা করিয়া আসিলাম তাহা ছাড়িতে পারিব না।”

বলিতে বলিতে ক্ষেমংকরী চোখের এক ফোঁটা জল তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এমনি করিয়া, হেমনলিনীর খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন রকম বিনানি করিতে ক্ষেমংকরীর ভারি ভালো লাগিত। এমনও হইয়াছে, তিনি তাঁহার সেই আবলুস কাঠের সিঙ্কুক হইতে নিজের পছন্দসই রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মতো করিয়া সাজাইতে তাঁহার বড়ো আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেমনলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে দেখাইয়া লইয়া যাইত ; ক্ষেমংকরী তাহাকে নূতন-নূতন রকমের সেলাই সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ-সমস্তই তাঁহার সন্ধ্যার সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে যাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমংকরীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমংকরীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য হইয়া যাইত ; ইংরাজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায় হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাক্ষের মাতার কথাবার্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্ত লইয়া হেমনলিনীর তাঁহাকে বড়োই আশ্চর্য স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

ক্ষেমংকরী পুনর্বীর জ্বরে পড়িলেন। এবারকার জ্বর অপের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালবেলায় নলিনাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইবার সময় বলিল, “মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিয়মে থাকিতে হইবে। দুর্বল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আমি রোগীর নিয়মে থাকিব, আর তুমিই যোগীর নিয়মে থাকিবে। নলিন, তোমার ও-সমস্ত আর বেশি দিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।”

নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, “দেখো বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না; এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের সুখে মরিতে পারিব। আগে মনে করিতাম একটি ছোটো ফুট্‌ফুটে বউ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া-পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া মনের সুখে থাকিব। কিন্তু এবার ব্যামোর সময় ভগবান আমাকে চৈতন্য দিয়াছেন। নিজের আয়ুর উপরে এতটা বিশ্বাস রাখা চলে না, আমি কবে আছি কবে নাই তার ঠিকানা কী। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া গেলে সে আরো বেশি মুশকিল হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়ো বয়সের মেয়েই বিবাহ করো। জ্বরের সময় এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি এই আমার শেষ কাজ বাকি আছে, এইটি সম্পন্ন করিবার অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শান্তি পাইব না।”

নলিনাক্ষ। আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে, এমন পাত্রী পাইব কোথায়?

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন, সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

আজ পর্যন্ত ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর সম্মুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন, “আপনার মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তাহার পরে আমার বড়োই স্নেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে তো আপনার জানেন, সে ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না--ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতরো সম্বন্ধ কি শীঘ্র খুঁজিয়া পাইবেন?”

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বলেন কী। এমনতরো কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাক্ষের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার কী হইতে পারে। কিন্তু তিনি কি--”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলেদের মতো নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কী আছে। আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে

কে ? কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের গতিক ভালো বৃদ্ধিতেছি না।”

সে রাতে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়িতে গেলেন। সেই রাতেই তিনি হেমনলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, “মা, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদনীং ভালো চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া যাইতে পারিলে আমার মনে সুখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না ; তোমার মা নাই, এখন তোমার সমস্ত ভার আমার উপরে।”

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা, তোমার জন্য এমন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে যে, মনের আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না। আমার কেবলই ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে। আজ নলিনাক্ষের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।”

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, “বাবা, তুমি কী বল ! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।”

নলিনাক্ষকে যে কখনো বিবাহ করা যাইতে পারে, এ সম্ভাবনার সন্দেহমাত্র হেমনলিনীর মাথায় আসে নাই। হঠাৎ পিতার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জায়-সংকোচে অস্থির করিয়া তুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করলেন, “কেন হইতে পারে না ?”

হেমনলিনী কহিল, “নলিনাক্ষবাবু ! এও কি কখনো হয় !” এরূপ উত্তরকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না, কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না, সে বারান্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ বাধার কথা কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুশিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিষণ্ণমুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিতান্ত হতাশ মুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাজিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার টোকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, “বাবা চলো, অনেকক্ষণ খাবার দিয়াছে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।”

অন্নদাবাবু যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের জায়গায় গেলেন, কিন্তু ভালো করিয়া খাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনী সম্বন্ধে সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়োই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক হইতেই যে এতবড়ো ব্যাঘাত আসিল ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।

অন্য দিন আহ্বারের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে যাইতেন, আজ বারান্দায় ক্যাম্বিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ির বাগানের সম্মুখবর্তী ক্যান্টনমেন্টের নির্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেমনলিনী আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “বাবা, এখানে বড়ো ঠাণ্ডা, শুইতে চলো।”

অন্নদা কহিলেন, “তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরেই যাইতেছি।”

হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার খানিক বাদেই কহিল, “বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, নাহয় বসিবার ঘরেই চলো।”

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া, কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এ পর্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কী ভাবে চলিবে তাহা এ পর্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনই বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে তখনই সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কী কঠিন! তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

এ দিকে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি।”

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, “একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ ?”

ক্ষেমংকরী। তা নয় তো কী ? আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব ? তা শেনো, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি--অমন মেয়ে আর পাইব না। রঙটা তেমন ফর্সা নয় বটে, কিন্তু--

নলিনাক্ষ। দোহাই মা, আমি রঙ ফর্সার কথা ভাবিতেছি না। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে ? সে কি কখনো হয় ?

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী কথা। না হইবার তো কোনো কারণ দেখি না।

নলিনাক্ষের পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া বড়ো মুশকিল। কিন্তু হেমনলিনী--এতদিন যাহাকে কাছে লইয়া অসংকোচে গুরুর মতো উপদেশ দিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষকে যেন লজ্জা আঘাত করিল।

নলিনাক্ষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না। আমার জন্য তুমি যে এই বয়সে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কাশীবাসী হইয়া তপস্যা করিতে থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না। এইবারে যেদিন শুভদিন আসিবে সেদিন ফাঁক যাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি।”

নলিনাক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, “তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়ো না। যে ঘটনার কথা বলিতেছি সে আজ নয়-দশ মাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার যেরকম স্বভাব মা, একটা অমঙ্গল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয় তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই। আমার গ্রহশান্তির জন্য যত খুশি স্বস্ত্যয়ন করাইতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অনাবশ্যক মনকে পীড়িত করিয়ো না।”

ক্ষেমংকরী উদ্ভিগ্ন হইয়া কহিলেন, “কী জানি বাছা, কী বলিবে, কিন্তু তোমার ভূমিকা শুনিয়া আমার মন আরো অস্থির হয়। যতদিন পৃথিবীতে আছি নিজেকে অত করিয়া ডাকিয়া রাখা চলে না। আমি তো দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মন্দকে তো খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না ; সে আপনিই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। তা, ভালো হোক মন্দ হোক, বলো তোমার কথাটা শনি।”

নলিনাক্ষ কহিল, “এই মাঘ মাসে আমি রঙপুরে আমার সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করিয়া, আমার বাগানবাড়িটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সাঁড়ায় আসিয়া আমার কী বাতিক গেল, মনে করিলাম, রেলো না চড়িয়া নৌকা করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত আসিব। সাঁড়ায় একখানা বড়ো দেশী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দু দিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া স্নান করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্দুক হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই তো সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, ‘শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড়ো শিকারটাই মিলিয়াছে।’

সে ঐ দিকেই কোথায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিতেছিল তাঁবুতে মফস্বল-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেকদিন পরে দেখা, আমাকে তো কোনো মতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোবাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় একদিন তাহার তাঁবু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি--নিতান্তই গণ্ডগ্রাম, একটি বৃহৎ খেতের ধারে একটা প্রাচীর-দেওয়া চালাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইঁস্কুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইঁস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গায়ে দুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নীচে মাটিতে বসিয়া স্নেট-হাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিতেছে। বাড়ির কর্তাটির নাম তারিণী চাটুজ্জে। ভূপেনের কাছে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভালো, তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কী রকম?' ভূপেন কহিল, 'ঐ তারিণী চাটুজ্জে লোকটি মহাজনি করে, এতবড়ো কৃপণ জগতে নাই। ঐ-য়ে ইঁস্কুলটি বাড়িতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নূতন ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেই নিজের লোকহিতৈষিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইঁস্কুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়িতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্যন্ত সুদের হিসাব কষাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইঁস্কুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামীবিয়োগ হইলে পর সে বেচারা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন গর্ভিণী ছিল। এখানে আসিয়া একটি কন্যা প্রসব করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করিয়া ঝি রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মতো মানুষ করে। মেয়েটি কিছু বড়ো হইতেই তাহারও মৃত্যু হইল। সেই অবধি মামা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভর্ৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মা-বাপকে এখানকার কেহ জানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার জন্ম ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁট-কর্তারা যথেষ্ট সংশয়প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুজ্জের অগাধ টাকা আছে সকলেই জানে, লোকের ইচ্ছা--এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কন্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও তো আজ চার বছর ধরিয়া মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অতএব, হিসাবমত তার বয়স এখন অন্তত চৌদ্দ হইবে। কিন্তু যাই বল, মেয়েটি নামেও কমলা, সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন সুন্দর মেয়ে আমি তো দেখি নাই। এ গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণ যুবক উপস্থিত হইলেই তারিণী তাহাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরে। যদি বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচি দিয়া তাড়ায়। অতএব এবারে নিশ্চয় তোমার পালা! জান তো মা, আমার মনের অবস্থাটা তখন একরকম মরিয়া গোছের ছিল; আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, 'এ মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।' ইহার পূর্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দুঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব; আমি জানিতাম, বড়ো বয়সের ব্রাহ্মমেয়ে আমাদের এ ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন তো একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে বলিল, 'কী বল!' আমি বলিলাম, 'বলাবলি নয়, আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।' ভূপেন কহিল, 'পাকা?' আমি কহিলাম, 'পাকা'। সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুজ্জে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পইতা জড়াইয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মেয়েটি স্বচক্ষে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় তো অন্য কথা--কিন্তু

শত্রুপক্ষের কথা শুনিবেন না।’ আমি বলিলাম, ‘দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।’ তারিণী কহিলেন, ‘পরশু দিন ভালো আছে, পরশুই হইয়া যাক।’ তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাঁচাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ তো হইয়া গেল।”

ক্ষেমংকরী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “বিবাহ হইয়া গেল--বল কী নলিন!”

নলিনাক্ষ। হাঁ, হইয়া গেল। বধূ লইয়া নৌকাতেই উঠিলাম। যেদিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘন্টা-দুয়েক বাদে সূর্যাস্তের এক দণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাল্গুন মাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা ঘূর্ণিঝড় আসিয়া এক মুহূর্তে আমাদের নৌকা উল্টাইয়া কী করিয়া দিল, কিছু যেন বোঝা গেল না।

ক্ষেমংকরী বলিলেন, “মধুসূদন!” তাঁহার সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ। ক্ষণকাল পরে যখন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম, আমি নদীতে এক জায়গায় সাঁতার দিতেছি, কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা আরোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিশে খবর দিয়া খোঁজ অনেক করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমংকরী পাংশুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, “যাক, যা হইয়া গেছে তা গেছে, ও কথা আমার কাছে আর কখনো বলিস নে--মনে করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।”

নলিনাক্ষ। এ কথা আমি কোনোদিনই তোমার কাছে বলিতাম না, কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই জেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটয়াছিল বলিয়া তুমি ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?”

নলিনাক্ষ কহিল, “সেজন্য নয় মা, যদি সে মেয়ে বাঁচিয়া থাকে?”

ক্ষেমংকরী। পাগল হইয়াছিস? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না?

নলিনাক্ষ। আমার খবর সে কী জানে? আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে? বোধ হয় সে আমার মুখও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুজ্জেকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি; তিনিও কমলার কোনো খোঁজ পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমংকরী। তবে আবার কী।

নলিনাক্ষ। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পূরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমংকরী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আবার এক বৎসর অপেক্ষা করা কিসের জন্য?

নলিনাক্ষ। মা, এক বৎসরের আর দেরিই বা কিসের। এখন অঘ্রাণ; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না; তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাল্গুন।

ক্ষেমংকরী। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু পাত্রী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক্ষ কহিল, “মা, মানুষ তো কেবল কথাটুকুমাত্রই দিতে পারে, সে কথার সফলতা দেওয়া যাঁহার হাতে তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিব।”

ক্ষেমংকরী। যাই হোক বাছা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার গা কাঁপিতেছে।

নলিনাক্ষ। সে তো আমি জানি মা, তোমার এই মন সুস্থির হইতে অনেক দিন লাগিবে। তোমার মনটা একবার একটু নাড়া পাইলেই তাহার আন্দোলন কিছুতেই আর থামিতে চায় না। সেইজন্যই তো

মা, তোমাকে এরকম সব খবর দিতেই চাই না।

শ্বেমংকরী। ভালোই কর বাছা--আজকাল আমার কী হইয়াছে জানি না, একটা মন্দ-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে, পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও তো তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই ; আমি তো মনে করি, এ সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আঘাত আমার উপরে আর কেন।

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল, শীতের সূর্য তখন রশ্মিচ্ছটাহীন ম্লান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগঞ্জুষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই আর একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই ; যখন একদিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই, বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দু-চারিটা কথা কহিয়াছিলেন তাহাও সে যেন ঘোমটার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া, তেমন সুস্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন ছিল ; নিতান্ত শ্রান্তশরীরে সে যে কখন কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাও মনে নাই ; সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের প্রতিবেশীর বাড়ির একটি বধু তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে--বিছানায় আর কেহই নাই। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। সে দিকে একেবারে অন্ধকার--কোনো মূর্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই। যে লাল চেলিটির সঙ্গে তাঁহার চাদরের গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছিল তারিণীচরণের প্রদত্ত সেই নিতান্ত অল্পদামের চেলির মূল্য তো কমলা জানিত না ; সে চেলিখানিও সে যত্ন করিয়া রাখে নাই।

রমেশ হেমলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল ; সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ গোধূলির আলোকে পড়িতে লাগিল। সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল--বেশি কথা নয়, কেবল তাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রঙপুরে ডাক্তারি করিতেন ও এখন সেখানে তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় না, এইটুকুমাত্র। চিঠির বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায় নাই। ‘নলিনাক্ষ’ এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল ; এই নামটি তাহার সমস্ত বুদ্ধির ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল ; এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল ; তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্পিন্ধ করিয়া দিল--মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, ‘এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়-আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।’ তখন কমলা প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, ‘আমি যদি সত্যি হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি তখন তিনি কখনোই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।’

এই বলিয়া সে তাহার রুমালে বাঁধা চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িল,

রমেশের দেওয়া একটা ব্রোচ তাহার কাপড়ে বেঁধানো আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পরে পশ্চিমে মুখ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল--কোথায় যাইবে, কী করিবে, তাহা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না ; কেবল সে জানিয়াছিল, তাহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার এক মুহূর্ত দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শীতের দিনান্তের আলোকটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধূ ধূ করিতে লাগিল, হঠাৎ এক জয়গায় কে যেন বিচিত্র রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির খানিকটা চিত্রলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি তাহার সমস্ত নির্নিমেষ তারা লইয়া এই জনশূন্য নদীতীরের উপর অতি ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কমলা সম্মুখে গৃহহীন অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে--কোথাও পৌঁছিবে কি না তাহা ভাবিবার সামর্থ্যও তাহার নাই।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিবে, এই সে স্থির করিয়াছে ; তাহা হইলে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না এবং যদি বিপদ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্তের মধ্যেই মা গঙ্গা তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না। অনাবিল অন্ধকার কমলাকে আবৃত করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যবের খেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল। কমলা বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া মাটির ডাঙা আরম্ভ হইল। নদীর ধারেই একটা গ্রাম দেখা গেল। কমলা কম্পিতবক্ষে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি সুযুগ্ম। ভয়ে ভয়ে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে চলিতে তাহার শরীরে আর শক্তি রহিল না। অবশেষে এক জয়গায় এমন একটা ভাঙাতটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল যেখানে সম্মুখে আর কোনো পথ পাইল না। নিতান্ত অশক্ত হইয়া একটা বটগাছের তলায় শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্রই কখন নিদ্রা আসিল জানিতেও পারিল না।

প্রত্যুষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোকে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “তুমি কে গা ? শীতের রাতে এই গাছের তলায় কে শুইয়া ?”

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, তাহার অদূরে ঘাটে দুখানা বজরা বাঁধা রহিয়াছে--এই প্রৌঢ়াটি লোক উঠিবার পূর্বেই স্নান সারিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন, “হাঁ গা, তোমাকে যে বাঙালির মতো দেখিতেছি।”

কমলা কহিল, “আমি বাঙালি।”

প্রৌঢ়া। এখানে পড়িয়া আছ যে ?

কমলা। আমি কাশীতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। রাত অনেক হইল, ঘুম আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রৌঢ়া। ওমা, সে কী কথা ! হাঁটিয়া কাশী যাইতেছ ? আচ্ছা চলো, ঐ বজরায় চলো, আমি স্নান সারিয়া আসিতেছি।

স্নানের পর এই স্ত্রীলোকটির সহিত কমলার পরিচয় হইল।

গাজিপুরে যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়িতে খুব ঘটনা করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাঁহারা ইঁহাদের আত্মীয়।

এই প্রৌঢ়াটির নাম নবীনকালী। এবং হাঁহার স্বামীর নাম মুকুন্দলাল দত্ত--কিছুকাল কাশীতেই বাস করিতেছেন। হাঁহারা আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিতে বা খাইতে হয় এইজন্য বোটে করিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহবাড়ির কত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করাতে নবীনকালী বলিয়াছিলেন, ‘জানই তো ভাই, কর্তার শরীর ভালো নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়িতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখন-মারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়--আবার সে গোরুকে যা-তা খাওয়াইলে চলিবে না’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী?”

কমলা কহিল, “আমার নাম কমলা।”

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি?

কমলা কহিল, “বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।”

নবীনকালী। ওমা, সে কী কথা! তোমার বয়স তো বড়ো বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “পনেরোর বেশি হইবে না।”

কমলা কহিল, “বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনেরোই হইবে।”

নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে?

কমলা কহিল, “হাঁ।”

নবীনকালী কহিলেন, “তোমাদের বাড়ি কোথায়?”

কমলা। কখনো শুম্বরবাড়ি যাই নাই, আমার বাপের বাড়ি বিশুখালি।

কমলার পিত্রালয় বিশুখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা--

কমলা। আমার বাপ-মা কেহই নাই।

নবীনকালী। হরি বলো! তবে তুমি কী করিবে?

কমলা। কাশীতে যদি কোনো ভদ্র গৃহস্থ আমাকে বাড়িতে রাখিয়া দু-বেলা দুটি খাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি রাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করিয়া মনে মনে ভারি খুশি হইলেন। কহিলেন, “আমাদের তো দরকার নাই--বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই--কর্তার খাবারের একটু এদিক-ওদিক হইলে আর কি রক্ষা আছে। বামুনকে মাইনে দিতে হয় চৌদ্দ টাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা হোক, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ--তা, চলো, আমাদের ওখানেই চলো। কত লোক খাচ্ছে-দাচ্ছে, কত ফেলা-ছড়া যায়, আর-এক জন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও তেমন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা, তাহারা বেশ বড়ো ঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জ আছে, লাট-সাহেবের ওখান হইতে দু-মাস অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে। আমি কর্তাকে বলি, আমাদের নোটোর তো অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো। এতবড়ো হাকিমি সকলের ভাগ্যে জোটে না, তা জানি, কিন্তু বাহাকে তবু তো সেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়। কেন? দরকার কী? কর্তা বলেন, ‘ওগো সেজন্য নয়, সেজন্য নয়। তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না। আমি কি রোজগারের জন্য নোটোকে চাকরিতে দিয়াছি? আমার অভাব

কিসের ? তবে কিনা, হাতে একটা কাজ থাকে চাই, নহিলে অল্প বয়স, কি জানি কখন কী মতি হয়।

পালে বাতাসের জোর ছিল, কাশী পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। শহরের ঠিক বাহিরেই অল্প একটু বাগানওয়ালা একটি দোতলা বাড়িতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না--একটা উড়ে বামুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীনকালী তাহার উপরে একদিন হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চৌদ্দ টাকা বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক জুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাঁধা-বাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বারবার সতর্ক করিয়া কহিলেন, “দেখো বাছা, কাশী শহর ভালো জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ির বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান-বিশেষদর্শনে আমি যখন যাইব তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।”

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায় নবীনকালী এজন্য তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাঙালি মেয়েদের সঙ্গেও তাহাকে বড়ো-একটা আলাপের অবসব দিতেন না। দিনের বেলা তো কাজের অভাব ছিল না--সন্ধ্যার পরে একবার কিছুক্ষণ নবীনকালী তাঁহার যে ঐশ্বর্য, যে গহনাপত্র, যে সোনারুপার বাসন, যে মখমল-কিংখাবের গৃহসজ্জা চোরের ভয়ে কাশীতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন। ‘কাঁসার খালায় খাওয়া তো কর্তার কোনোকালে অভ্যাস নাই, তাই প্রথম-প্রথম এ লইয়া তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, নাহয় দু-চারখানা চুরি যায় সেও ভালো, আবার গড়াইতে কতক্ষণ। কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে লোকসান করিতে হইবে সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরঞ্চ কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকাও ভালো। এই দেখো-না, দেশে আমাদের মস্ত বাড়ি, সেখানে লোক-লশকর যতই থাক্ আসে যায় না, তাই বলিয়া কি এখানে সাত গণ্ডা চাকর আনা চলে ? কর্তা বলেন, কাছাকাছি নাহয় আরো একটা বাড়ি ভাড়া করা যাইবে। আমি বলিলাম, না, সে আমি পারিব না--কোথায় এখানে একটু আরাম করিব, না কতকগুলো লোকজন-বাড়িঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না।’ ইত্যাদি।

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল ঐন্দো-পুকুরের মাছের মতো ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায় ? সেদিনকার রাতে গৃহহীন বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিয়াছে ; সেখানে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আর তাহার সাহস হয় না।

নবীনকালী যে কমলাকে ভালোবাসিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সে ভালোবাসার মধ্যে রস ছিল না। দুই-এক দিন অসুখ-বিসুখের সময় তিনি কমলাকে যত্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্মের মধ্যে থাকিত ভালো, কিন্তু যে-সময়টা নবীনকালীর সখীত্বে তাহাকে যাপন করিতে হইত সেইটেই তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসময়।

একদিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, “ওগো, ও বামুন-ঠাকরুন, আজ কর্তার শরীর বড়ো ভালো নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ রুটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়া না। জানি তো তোমার রান্নার শ্রী, উহাতে এত ঘি কেমন করিয়া খরচ হইবে তাহা তো বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে বামুনটা ছিল ভালো, সে ঘি লইত বটে, কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।”

কমলা এ-সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না ; যেন শুনিত পায় নাই, এমনি-ভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া যাইত।

আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল, সমস্ত পৃথিবী বিরস এবং জীবনটা দুঃসহ বোধ হইতেছিল, এমন সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, “ওরে তুলসী, যা তো, শহর হইতে নলিনাক্ষ ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া আন। বল, কর্তার শরীর বড়ো খারাপ।”

নলিনাক্ষ ডাক্তার ! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আহত বীণার স্বর্ণতন্ত্রী মতো কাঁপিতে লাগিল। সে তরকারি-কোটা ফেলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসী নীচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইতেছিস তুলসী ?” সে কহিল, “নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি।”

কমলা কহিল, “সে আবার কোন্ ডাক্তার ?”

তুলসী কহিল, “তিনি এখানকার একটি বড়ো ডাক্তার বটে।”

কমলা। তিনি থাকেন কোথায় ?

তুলসী কহিল, “শহরেই থাকেন, এখান হইতে আধ ত্রিশটাক হইবে।”

আহারের সামগ্রী অল্পস্বল্প যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারিত, কমলা তাহাই বাড়ির চাকর-বাকরদের ভাগ করিয়া দিত। এজন্য সে ভর্ৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষত

গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ বাড়ির লোকজনদের খাবার কষ্ট অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া কর্তা-গৃহিণীর খাইতে বেলা হইত ; ভৃত্যেরা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহারা যখন আসিয়া কমলাকে জানাইত ‘বামুন-ঠাকরুন, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে’ তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু খাইতে না দিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিত না। এমনি করিয়া বাড়ির চাকর-বাকর দুই দিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব আসিল, “রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে তুলসী ? আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস ? শহরে যাইবার পথে এক বার বুঝি রান্নাঘর না মাড়াইয়া গেলে চলে না ? এমনি করিয়াই জিনিসপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে ! বলি বামুন-ঠাকরুন, রাত্তায় পড়িয়া ছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এমনি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি !”

সকলেই তাঁহার জিনিসপত্র চুরি করিতেছে, এই সন্দেহ নবীনকালীকে কিছুতেই ত্যাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে তখনো তিনি আন্দাজে ভর্ৎসনা করিয়া লন। তিনি স্থিথর করিয়াছেন যে, অন্ধকারে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক জায়গায় গিয়া পড়ে আর তিনি যে সর্বদা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার জো নাই, ভৃত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আজ কেবল কলের মতো কাজ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোন্‌খানে উধাও হইয়া গেছে তাহার ঠিকানা নাই।

নীচে রান্নাঘরে দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় তুলসী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “তুলসী, কই ডাক্তারবাবু আসিলেন না ?”

তুলসী কহিল, “না, তিনি আসিলেন না।”

কমলা। কেন ?

তুলসী। তাঁহার মার অসুখ করিয়াছে।

কমলা। মার অসুখ ? ঘরে আর কি কেহ নাই ?

তুলসী। না, তিনি তো বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি ?

তুলসী। চাকরদের মুখে তো শুনি, তাঁহার স্ত্রী নাই।

কমলা। হয়তো তাঁহার স্ত্রী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রঙপুরে ডাক্তারি করিতেন, তখনো তাঁহার স্ত্রী ছিল না।

উপর হইতে ডাক পড়িল, “তুলসী !” কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল।

নলিনাক্ষ--রঙপুরে ডাক্তারি করিতেন--কমলার মনে আর তো কোনো সন্দেহ নাই। তুলসী নামিয়া আসিলে পুনর্বার কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “দেখ তুলসী, ডাক্তারবাবুর নামে আমার একটি আত্মীয় আছেন--বল্ দেখি, উনি ব্রাহ্মণ তো বটেন ?”

তুলসী। হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুজ্জৈ।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বামুন-ঠাকরুনের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে সাহস করিল না, সে চলিয়া গেল।

কমলা নবীনকালীর নিকট গিয়া কহিল, “কাজকর্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি একবার দশাশুমেধঘাটে স্নান করিয়া আসিব।”

নবীনকালী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। কর্তার আজ অসুখ, আজ কখন কী দরকার হয়, তাহা বলা যায় না--আজ তুমি গেলে চলিবে কেন ?

কমলা কহিল, “আমার একটি আপনার লোক কাশীতে আছেন খবর পাইয়াছি, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইব।”

নবীনকালী। এ-সব ভালো কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ-সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল ? তুলসী বুঝি ? ও ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়। শোনো বলি বামুন-ঠাকরুন, আমার কাছে যতদিন আছ ঘাটে একলা স্নান করিতে যাওয়া, আত্মীয়ের সন্মানে শহরে বাহির হওয়া, ও-সমস্ত চলিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

দারোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল, তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন এ বাড়িমুখে হইতে না পারে।

গৃহিণীর শাসনে অন্যান্য চাকরেরা কমলার সংস্রব যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিল।

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যতদিন কমলা নিশ্চিত ছিল না ততদিন তাহার ধৈর্য ছিল ; এখন তাহার পক্ষে ধৈর্যরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই নগরেই তাহার স্বামী রহিয়াছেন অথচ সে এক মুহূর্তও যে অন্যের ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। কাজকর্মে তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল।

নবীনকালী কহিলেন, “বলি বামুন-ঠাকরুন, তোমার গতিক তো ভালো দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে ? তুমি নিজে তো খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাদিগকেও কি উপোস করাইয়া মারিবে ? আজকাল তোমার রান্না যে আর মুখে দেবার জো নাই।”

কমলা কহিল, “আমি এখানে আর কাজ করিতে পারিতেছি না, আমার কোনোমতে মন টিকিতেছে না। আমাকে বিদায় দিন।”

নবীনকালী ঝংকার দিয়া বলিলেন, “বটেই তো ! কলিকালে কাহারো ভালো করিতে নাই। তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন ভালো বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, একবার খবর লইলাম না তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না। আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন। যদি পালাইবার চেষ্টা কর তো পুলিশে খবর দিব না ! আমার ছেলে হাকিম--তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে, আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। শুনেইছ তো--গদা কর্তার মুখের উপরে জবাব দিতে গিয়াছিল, সে বেটা এমনি জব্দ হইয়াছে, আজও সে জেল খাটিতেছে। আমাদের তুমি যেমন তেমন পাও নাই।”

কথাটা মিথ্যা নহে-- গদা চাকরকে ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে বটে।

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত বাড়িলেই পাওয়া যায়, তখন সেই হাতে বাঁধন পড়ার মতো এমন নিষ্ঠুর আর কী হইতে পারে। কমলা আপনার কাজের মধ্যে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর তো বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার রাত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলে পর সে শীতে একখানা র্যাপার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িত। প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া, যে পথ শহরের দিকে চলিয়া গেছে সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার যে তরুণ হৃদয়খানি

সেবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তিনিবেদনের জন্য ব্যগ্র, সেই হৃদয়কে কমলা এই রজনীর নির্জন পথ বাহিয়া নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের উদ্দেশে প্রেরণ করিত--তাহার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু স্বাধীনতাও কমলার বেশি দিন রহিল না। রাত্রির সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেলেও একদিন কী কারণে নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহারা আসিয়া খবর দিল, “বামুন-ঠাকরুনকে দেখিতে পাইলাম না।”

নবীনকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “সে কী রে, তবে পালাইল নাকি?”

নবীনকালী নিজে সেই রাতে আলো ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিতে আসিলেন, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দবাবু অর্ধনিমীলিতনেত্রে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন; তাঁহাকে গিয়া কহিলেন, “ওগো, শুনছ? বামুন-ঠাকরুন বোধ করি পালাইল।”

ইহাতেও মুকুন্দবাবুর শাস্তিভঙ্গ করিল না; তিনি কেবল আলস্যজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, “তখনই তো বারণ করিয়াছিলাম; জানাশোনা লোক নয়। কিছু সরাইয়াছে নাকি?”

গৃহিণী কহিলেন, “সেদিন তাহাকে যে শীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম, সেটা তো ঘরে নাই, এ ছাড়া আর কী গিয়াছে, এখনো দেখি নাই।”

কর্তা অবিচলিত গভীরস্বরে কহিলেন, “পুলিসে খবর দেওয়া যাক।”

এখজন চাকর লণ্ঠন লইয়া পথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিস চুরি গেছে কি না তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন, “বলি, কী কাণ্ডটাই করিলে? কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?”

কমলা কহিল, “কাজ শেষ করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।”

নবীনকালী মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর দরজার কাছে আসিয়া জড়ো হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভৎসনায় তাঁহার সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করে নাই। আজও সে কাঠের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি ক্ষান্ত হইবামাত্র কমলা কহিল, “আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে বিদায় করিয়া দিন।”

নবীনকালী। বিদায় তো করিবই। তোমার মতো অকৃতজ্ঞকে চিরদিন ভাত-কাপড় দিয়া পুষিব, এমন কথা মনেও করিয়ো না। কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ সেটা আগে ভালো করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল, যে লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে ভগবান নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।

মুকুন্দবাবু তাঁহার দুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়িতে প্রবেশের দরজায় ভিতর হইতে ছড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দ্বারের কাছে রব উঠিল, “মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি ?”

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঐ গো, নলিনাক্ষ ডাক্তার আসিয়াছেন। বুধিয়া, বুধিয়া !”

বুধিয়া-নামধারিণী কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন, “বামুন-ঠাকরুন, যাও তো, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বলো, কর্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখন আসিবেন ; একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

কমলা লণ্ঠন লইয়া নীচে নামিয়া গেল--তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতেছে, তাহার করতল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই বিষম ব্যাকুলতায় সে চোখে ভালো করিয়া দেখিতে না পায়।

কমলা ভিতর হইতে হৃদকা খুলিয়া দিয়া ঘোমটা টানিয়া কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, “কর্তা ঘরে আছেন কি ?”

কমলা কোনোমতে কহিল, “না, আপনি আসুন।”

নলিনাক্ষ বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। ইতিমধ্যে বুধিয়া আসিয়া কহিল, “কর্তাবাবু বেড়াইতে গেছেন এখন আসিবেন, আপনি একটু বসুন।”

কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে নলিনাক্ষকে স্পষ্ট দেখা যাইবে, অন্ধকার বারান্দার এমন একটা জায়গা সে আশ্রয় করিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিষ্কুব বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যের সঙ্গে শীতের হাওয়া যোগ দিয়া তাহাকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন-আলোর পাশে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া কী ভাবিতেছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষু বার বার জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া সে তাহার একগ্রন্থি দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ঐ-যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মুর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিষ্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারি দিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল ; বিশ্বজগতের মধ্যে আর-কিছুই রহিল না, কেবল ঐ আলোকিত মুখখানি রহিল--যাহার সম্মুখে রহিল সেও ঐ মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না ; এমন সময় হঠাৎ সে চকিত হইয়া দেখিল, নলিনাক্ষ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে।

এখনি পাছে উঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কমলা ধরা পড়ে এই ভয়ে কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নীচে তাহার রান্নাঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের এক ধারে, এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্বাঙ্গমনে পুলকিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “আমার মতো হতভাগিনীর এমন স্বামী ! দেবতার মতো এমন সৌম্য-নির্মল প্রসন্ন-সন্দুর মূর্তি ! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে।”

বলিয়া বার বার করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পদশব্দ শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে দ্বারের পাশে দাঁড়াইল।

বুধিয়া আলো ধরিয়া আগে আগে চলিল, তাহার অনুসরণ করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল, ‘তোমার শ্রীচরণের সেবিকা হইয়া এইখানে পরের দ্বারে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া আছি, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।’

মুকুন্দবাবু অন্তঃপুরে আহাৰ করিতে গেলে কমলা আস্তে আস্তে সেই বসিবার ঘরে গেল। যে চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়াছিল তাহার সম্মুখে ভূমিতে ললাট ঠেকাইয়া সেখানকার ধূলি চুম্বন করিল। সেবা করিবার অবকাশ না পাইয়া অপরূদ্ধ ভক্তিতে কমলার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বায়ুপরিবর্তনের জন্য ডাক্তারবাবু কর্তাকে সুদূর পশ্চিমে কাশীর চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাই আজ হইতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কহিল, “আমি তো কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।”

নবীনকালী। আমরা পারিব, আর তুমি পারিবে না! বড়ো ভক্তি দেখিতেছি।

কমলা। আপনি যাহাই বলুন, আমি এইখানেই থাকিব।

নবীনকালী। আচ্ছা, তা কেমন থাক দেখা যাইবে।

কমলা কহিল, “আমাকে দয়া করুন, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না।”

নবীনকালী। তুমি তো বড়ো ভয়ানক লোক দেখিতেছি। ঠিক যাবার সময় বাহানা ধরিলে। আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক কোথায় খুঁজিয়া পাই! আমাদের কাজ চলিবে কী করিয়া?

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত ব্যর্থ হইল; কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যেদিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমনলিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল সেইদিন রাত্রেই অন্নদাবাবুর আবার সেই শূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কষ্টে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বাড়ির বাগানে রাস্তার নিকটে শীতপ্রভাতের তরুণ সূর্যালোকে সম্মুখে একটি টিপাই লইয়া বসিয়াছেন, হেমনলিনী সেইখানেই তাঁহাকে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গতরাত্রের কষ্টে অন্নদাবাবুর মুখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখনই অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্ট মুখের প্রতি হেমনলিনীর চোখ পড়িতেছে তখনই তাহার বুকের মধ্যে যেন ছুরি বিঁধিতেছে। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতিতেই যে বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেদনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যবহিত কারণ, ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সে যে কী করিবে, কী করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সাঙ্গুনা দিতে পারিবে, তাহা বার বার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় কহিল, “আপনি যাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্তী মহাশয়, ইঁহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সকলেই জানে--আপনাদের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ কথা আছে।”

সেই জায়গাটাতে বাঁধানো চাতালের মতো ছিল, সেইখানে খুড়া আর অক্ষয় বসিলেন।

খুড়া কহিলেন, “শুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি তাঁহার স্ত্রীর খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন?”

অন্নদাবাবু ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, “রমেশবাবুর স্ত্রী!”

হেমনলিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, “মা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিতান্ত সেকেলে অসভ্য মনে করিতেছ। একটু ধৈর্য ধরিয়া সমস্ত কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গায়ে পড়িয়া পরের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আসি নাই। রমেশবাবু পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া স্টীমারে করিয়া যখন পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই স্টীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আপনারা তো জানেন, কমলাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার এই বুড়বয়সে অনেক শোকতাপ পাইয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে তো কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রমেশবাবু কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই--কিন্তু এই বুড়াকে দুই দিন দেখিয়াই মা কমলার এমনি স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়িতেই উঠিতে রাজি করেন। সেখানে কমলা, আমার মেজো মেয়ে শৈলর কাছে আপন বোনের চেয়ে যত্নে ছিল। কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না--মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন

তাহা আজ পর্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। সেই অবধি শৈলর চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না।”

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, “তাহার কী হইল, তিনি কোথায় গেলেন ?”

খুড়া কহিলেন, “অক্ষয়বাবু, আপনি তো সকল কথা শুনিয়াছেন, আপনিই বলুন। বলিতে গেলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।”

অক্ষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল। নিজে কোনোপ্রকার টীকা করিল না, কিন্তু তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অন্নদাবাবু বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমরা তো এ-সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই। রমেশ যেদিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাহার একখানি পত্রও পাই নাই।”

অক্ষয় সেইসঙ্গে যোগ দিল, “এমন-কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন এ কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না। আচ্ছা চক্রবর্তীমহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী তো বটেন ? ভগ্নী বা আর কোনো আত্মীয়া তো নহেন ?”

চক্রবর্তী কহিলেন, “আপনি বলেন কী অক্ষয়বাবু ? স্ত্রী নহেন তো কী ! এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে ?”

অক্ষয় কহিল, “কিন্তু আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী যত ভালো হয় তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে। ভগবান ভালো লোকদিগকেই বোধ করি সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন।”

এই বলিয়া অক্ষয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অন্নদা তাহার বিরল কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন, “বড়ো দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হইবার তা তো হইয়াই গেছে, এখন আর বৃথা শোক করিয়া ফল কী ?”

অক্ষয় কহিল, “আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন। তাই চক্রবর্তীমহাশয়কে লইয়া কাশীতে এখনকার সন্ধান করিতে আসিলাম। বেশ বুঝা যাইতেছে, আপনারা কোনো খবরই পান নাই। যাহা হউক, দু-চারদিন এখানে তল্লাশ করিয়া দেখা যাক।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “রমেশ এখন কোথায় আছেন ?”

খুড়া কহিলেন, “তিনি তো আমাদের কাছে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেছেন।”

অক্ষয় কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেছেন। বোধ করি আলিপুর্বে প্র্যাক্টিস করিবেন। মানুষ তো আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারে না, বিশেষত তাহার অল্প বয়স। চক্রবর্তীমহাশয়, চলুন, শহরে একবার ভালো করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক।”

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “অক্ষয়, তুমি তো এইখানেই আসিতেছ ?”

অক্ষয় কহিল, “ঠিক বলিতে পারি না। আমার মনটা বড়োই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু। যত দিন কাশীতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে। বলেন কী, ভদ্রলোকের মেয়ে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ কী বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি। রমেশবাবু দিব্য নিশ্চিত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি তো পারি না।”

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্বেগ হইয়া একবার হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হেমনলিনী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া বসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার জন্য আশঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

হেমনলিনী কহিল, “বাবা, আজ একবার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভালো করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুকুতেই তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।”

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। রমেশকে লইয়া এতবড়ো আলোচনাটার পর হেমনলিনী যে তাঁহার পীড়া লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে তাঁহার মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে তিনি নিজের পীড়ার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন; আজ কহিলেন, “সে তো বেশ কথা।” শরীরটা নাহয় পরীক্ষা করানোই যাক। তাহা হইলে আজ নাহয় একবার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কী বল?”

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে হেমনলিনী একটুখানি সংকোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় সহজভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, “সেই ভালো, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।”

অন্নদাবাবু হেমের অবিচলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন, “হেম, রমেশের এই সমস্ত কাণ্ড--”

হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, “বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে--চলো, এখন ঘরে চলো।” বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া দিয়া তাঁহার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিল এবং চশমার খাপ হইতে চশমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া দিয়া কহিল, “কাগজ পড়ো, আমি আসিতেছি।”

অন্নদাবাবু সুবাহ্য বালকের মতো হেমনলিনীর আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমনলিনীর জন্য তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এক সময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন; দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার একবার হেমনলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শান্ত অন্নদাবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার টোকিটার উপর বসিয়া পড়িয়া মুহূর্মুহু মাথার চুলগুলোকে করসঞ্চালনদ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং যথাকর্তব্য বলিয়া দিল এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, “অন্নদাবাবুর মনে কি বিশেষ কোনো উদ্বেগ আছে?”

হেম কহিল, “তা থাকিতে পারে।”

নলিনাক্ষ কহিল, “যদি সম্ভব হয়, উঁহার মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যিক। আমার মার সম্বন্ধেও এ এক মুশকিলে পড়িয়াছি; তিনি একটুকুতেই এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ রাখা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য কী-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্তরাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই।

আমি চেষ্টা করি যাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।”

হেমনলিনী কহিল, “আপনাকেও আজ তেমন ভালো দেখাইতেছে না।”

নলিনাক্ষ। না, আমি বেশ ভালোই আছি। মন্দ থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত জাগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তেমন তাজা দেখাইতেছে না।

হেমনলিনী। আপনার মাকে সেবা করিবার জন্য সর্বদা যদি একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভালো হইত। আপনি একলা, আপনার কাজকর্ম আছে, কী করিয়া আপনি উঁহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন ?

এ কথাটা হেমনলিনী সহজ ভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সংগত, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষবাবু যদি কিছু মনে করেন। অকস্মাৎ হেমনলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মার প্রস্তাবের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া কহিল, “উঁহার কাছে একজন ঝি রাখিলে ভালো হয় না ?”

নলিনাক্ষ কহিল, “অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া মাহিনা-করা লোকের কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না। তা ছাড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দায়ে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।”

ইহার পরে এ সম্বন্ধে হেমনলিনীর আর কোনো কথা চলিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আপনার উপদেশমতো চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোন আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না, আমাকে কি কেবলই বাহিরে আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে ?”

হেমনলিনীর এই কাতর আবেদনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল, “দেখুন, বিঘ্ন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।”

হেমনলিনী কহিল, “কাল সকালে আপনি একবার আসিতে পারিবেন ? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বল লাভ করি।”

নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যে-একটি অবিচলিত শান্তির ভাব আছে তাহাতে হেমনলিনী যেন একটা আশ্রয় পায়। নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার স্পর্শ রাখিয়া গেল। সে তাহার শয়নগৃহের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একবার শীতরৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারি দিকে বিশুপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীয় মধ্যাহ্নে কর্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্যোগের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল ; সেই বৃহৎ ভাবের ক্রোড়ে সে আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া দিল--তখন সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত সুগভীর আশীর্বচন প্রেরণ করিবার অবকাশ লাভ করিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষের মার কথা ভাবিতে লাগিল। কী চিন্তা লইয়া তিনি ব্যাপ্ত আছেন, তিনি কেন যে রাতের ঘুমাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল। নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সংকোচ কাটিয়া গেছে। নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালোবাসার বিদ্যুৎসঞ্চরময়ী বেদনা নাই--

তা নাই থাকিল। ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালোবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা তো মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন তো সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন, নলিনাক্ষকে কে দেখিবে? এ সংসারে নলিনাক্ষের জীবন তো অনাদরের সামগ্রী নহে; এমন লোকের সেবা, ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে তাহাতে তাহার মর্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শতসহস্র লোক ভালোমন্দ কত কী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারচক্র চলিতেছে--হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে আত্মঘাতিনী কমলার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে; তাহার মনে হইতে থাকে, 'এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংস্রব আছে?' তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইতে থাকে। সে জোড়হাত করিয়া বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি তো অপরাধ করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া জড়িত হইলাম? আমার এ বন্ধন মোচন করো, একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে তোমার এই জগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দাও।'

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন, অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হেমনলিনী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছিল, সেখানে

এক-একবার গিয়া হেমনলিনীর চিস্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমত অন্নদাবাবুকে জারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া হেমনলিনী তাঁহার কাছে বসিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আলোটা চোখের সামনে হইতে সরাইয়া দাও।"

ঘর একটু অন্ধকার হইলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "সকালবেলায় যে বৃদ্ধটি আসিয়া-ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ হইল।"

হেমনলিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "রমেশের ব্যাপার শুনিয়া আমি কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেছি--লোকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে, আমি আজ পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু আর তো--"

হেমনলিনী কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাবা, ও-সকল কথার আলোচনা থাক্।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, আলোচনা করিতে তো ইচ্ছা করেই না। কিন্তু বিধির বিপাকে অকস্মাৎ এক-একজন লোকের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া যায়, তখন তাহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা করিবার জো থাকে না।"

হেমনলিনী সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না, সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব। বাবা, আমি বেশ আছি, আমার জন্য বৃথা উদ্বেগ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে, এখন তোমার একটা স্থিতি না করিয়া তো

আমার মন স্থির হইতে পারে না। তোমাকে এমন তপস্বিনীর মতো কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি ?”

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “দেখো মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর-সমস্ত দুর্মূল্য জিনিসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তোমার জীবন কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে, আজ হয়তো মনের ক্ষোভে তাহা তুমি না জানিতেও পার, কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা করি--আমি জানি তোমার কিসে সুখ, কিসে মঙ্গল--আমার প্রস্তাবটাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়ো না।”

হেমনলিনী দুই চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল, “অমন কথা বলিয়ো না, আমি তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না। তুমি যাহা আদেশ করিবে আমি নিশ্চয় তাহা পালন করিব, কেবল একবার অন্তঃকরণটা পরিস্কার করিয়া একবার ভালোরকম করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই।”

অন্নদাবাবু সেই অক্ষকারে একবার হেমনলিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর কোনো কথা কহিলেন না।

পরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া বাহিরে গাছের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষয় কহিল, “এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।” এই বলিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আস্তে আস্তে কথা তুলিল, “রমেশবাবু ও কমলার জিনিসপত্র কিছু-কিছু চক্রবর্তী মহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায় কাহার কাছে পাঠাবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে যদি--”

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন, “অক্ষয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। রমেশ আমার এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার জিনিসপত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব ?”

অক্ষয় কহিল, “যা হোক, অন্যায় করুন আর ভুল করুন রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ সময়ে কি তাঁহাকে সাহায্য দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্তব্য নয় ? তাঁহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে ?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয়, তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বার বার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়ো না।”

হেমনলিনী স্নিগ্ধস্বরে বলিল, “বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার অসুখ করিবে--অক্ষয়বাবু যাহা বলিতে চান বলুন-না, তাহাতে দোষ কী।”

অক্ষয় কহিল, “না না, আমাকে মাপ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।”

মুকুন্দবাবু সপরিজনে কাশী ত্যাগ করিয়া মিরাতে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। জিনিসপত্র বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতেই হইবে। কমলা নিতান্ত আশা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটিবে যাহাতে তাহাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে, নলিনাক্ষ ডাক্তার হয়তো, আর দুই-একবার তাঁহার রোগীকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু দুইয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বামুন-ঠাকরুন যাত্রার উদ্যোগের গোলেমালে পালাইয়া যাইবার অবকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কয়দিন সর্বদাই কাছে কাছে রাখিয়াছেন, তাহাকে দিয়াই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

কমলা একান্তমনে কামনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কঠিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসার কোন ডাক্তারের উপর পড়িবে তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাই এমন নহে। এই পীড়ায় যদি অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে আসন্ন মৃত্যুকালে সেই চিকিৎসকের পায়ের ধূলা লইয়া সে মরিতে পারিবে, ইহাও সে চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনার ঘরে লইয়া শুইলেন। পরদিন স্টেশনে যাইবার সময় নিজের গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন, নবীনকালী বামুন-ঠাকরুনকে লইয়া ইন্টারমিডিয়েটে স্ত্রীকক্ষে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কাশী স্টেশন ছাড়িল ; মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া রেলগাড়ি গর্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্ষুধিতচক্ষে জানলা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীনকালী কহিলেন, “বামুন-ঠাকরুন, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে ?”

কমলা পানের ডিপেটা বাহির করিয়া দিল। ডিপে খুলিয়া নবীনকালী কহিলেন, “এই দেখো, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে। চুনের কৌটোটা ফেলিয়া আসিয়াছ ? এখন আমি করি কী। যেটি আমি নিজে না দেখিব সেটিতে একটা-না-একটা গলদ হইয়া আছেই। এ কিন্তু বামুন-ঠাকরুন, তুমি শয়তানি করিয়া করিয়াছ। কেবল আমাকে জব্দ করিবার মতলবে। ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ। আজ তরকারিতে নুন নাই, কাল পায়েসে ধরা গন্ধ--মনে করিতেছ, এ-সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না। আচ্ছা, চলো মিরাতে, তার পরে দেখা যাইবে তুমিই বা কে আর আমিই বা কে।”

গাড়ি যখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গা-তীরবর্তী কাশী শহরটা একবার দেখিয়া লইল। ঐ শহরের মধ্যে কোন দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ি তাহা সে কিছুই জানে না। এইজন্য রেলগাড়ির দ্রুতধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ি, মন্দিরচূড়া যাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মগ্নিত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, “ওগো, অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কী ? তুমি তো পাখি নও, তোমার

ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।”

কাশী নগরীর চিত্র কোথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কমলা স্থিরনীরব হইয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি মোগলসরাইয়ে থামিল। কমলার কাছে স্টেশনের গোলমাল, লোকজনের ভিড়, সমস্তই ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতলির মতো এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়ি উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কমলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইল তাহাকে কে পরিচিত কণ্ঠে “মা” বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে। কমলা প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল--উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; “কহিল, কী রে উমেশ !”

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল। উমেশ তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কমলার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত মুখ আকর্ণপ্রসারিত হাসিতে ভরিয়া গেল।

পরক্ষণেই গার্ড কামরার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবীনকালী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, “বামুন-ঠাকরুন, করিতেছ কী ! গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে ! ওঠো, ওঠো !”

কমলার কানে সে কথা পৌঁছিলই না। গাড়িও বাঁশি ফুঁকিয়া দিয়া গস্‌গস্‌ শব্দে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস ?”

উমেশ কহিল, “গাজিপুর হইতে।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “সেখানে সকলে ভালো আছেন তো ? খুড়ামশায়ের কী খবর ?”

উমেশ কহিল, “তিনি ভালো আছেন।”

কমলা। আমার দিদি কেমন আছেন ?

উমেশ। মা, তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “উমি কেমন আছেন রে ? সে তার মাসিকে কি মাঝে মাঝে মনে করে ?”

উমেশ কহিল, “তুমি তাহাকে যে এক-জোড়া গহনা দিয়া আসিয়াছিলে সেইটে না পরাইলে তাহাকে কোনোমতে দুখ খাওয়ানো যায় না। সেইটে পরিয়া সে দুই হাত ঘুরাইয়া বলিতে থাকে ‘মাসি গ-গ গেছে’, আর তার মার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “তুই এখানে কী করিতে আসিলি ?”

উমেশ কহিল, “আমার গাজিপুরে ভালো লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি।”

কমলা। যাবি কোথায় ?

উমেশ কহিল, “মা, তোমার সঙ্গে যাইব।”

কমলা কহিল, “আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।”

উমেশ কহিল, “আমার কাছে আছে।”

কমলা। তুই কোথায় পেলি ?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়াছিলে, সে তো আমার খরচ হয় নাই।

বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল্ উমেশ, আমরা কাশী যাই, কী বলিস ? তুই তো টিকিট করিতে পারিবে ?

উমেশ কহিল, “পারিব।” বলিয়া তখনি টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল ; কহিল, “মা, আমি পাশের কামরাতেই রহিলাম।”

কাশী স্টেশনে নামিয়া কমলা উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, এখন কোথায় যাই বল্ দেখি ?”

উমেশ কহিল, “মা, তুমি কিছুই ভাবিয়ো না ; আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইতেছি।”

কমলা। ঠিক জায়গা কী রে ! তুই এখানকার কী জানিস বল্ দেখি।

উমেশ কহিল, “সব জানি। দেখো তো কোথায় লইয়া যাই।”

বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সে কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেশ কহিল, “মা, এইখানে নামো।”

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেশের অনুসরণ করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতেই উমেশ ডাকিয়া উঠিল, “দাদামশায়, বাড়ি আছ তো ?”

পাশের একটা ঘর হইতে সাড়া আসিল, “কে ও, উম্শে না কি ! তুই কোথা থেকে এলি ?”

পরক্ষণেই হুঁকা হাতে স্বয়ং চক্রবর্তী-খুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেশ সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। বিস্মিত কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্তীকে প্রণাম করিল। খুড়ার খানিকক্ষণ মুখে আর কথা সরিল না ; তিনি কী যে বলিবেন, হুঁকাটা কোন্‌খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া কহিলেন, “মা আমার ফিরে এল ! চলো চলো, উপরে চলো।”

“ও শৈল, শৈল ! দেখে যা, কে এসেছে।”

শৈলজা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকো চাপিয়া ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। চোখের জলে দুই কপোল ভাসাইয়া দিয়া কহিল, “মা গো মা ! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয় !”

খুড়া কহিলেন, “ও-সব কথা থাক্ শৈল, এখন উঁহার নাওয়া-খাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও।”

এমন সময় উমা ‘মাসি মাসি’ করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকো চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া স্নান করাইল, নিজের ভালো কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, “কাল রাতে বুঝি ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। চোখ বসিয়া গেছে যে। ততক্ষণ তুই বিছানায় একটু গড়াইয়া নে। আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি।”

কমলা কহিল, “না দিদি, তোমার সঙ্গে, চলো, আমিও রান্নাঘরে যাই।”

দুই সখীতে একত্রে রাঁধিতে গেল।

চক্রবর্তী-খুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন শৈলজা ধরিয়া পড়িল, “বাবা, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাশী যাইব।”

খুড়া কহিলেন, “বিপিনের তো এখন ছুটি নাই।”

শৈল কহিল, “তা হোক, আমি একলাই যাইব। মা আছেন, উঁহার অসুবিধা হইবে না।”

স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছেদের প্রস্তাব শৈল পূর্বে কোনোদিন করে নাই।

খুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কাশী স্টেশনে নামিয়া দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে।--“আরে তুই এলি কেন রে!” সকলে যে কারণে আসিয়াছেন তাহারও সেই একই কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল খুড়ার গৃহকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে; সে এরূপ অকস্মাৎ চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া উমেশকে গাজিপুরে ফিরাইয়া পাঠান। তাহার পরে কী ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা লইয়া সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্তী-গৃহিণী সেদিন এই ছোকরাটির জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

দিনের মধ্যে অক্ষয় এক সময় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। রমেশের প্রতি অক্ষয়ের যে বিশেষ বন্ধুভাব নাই, তাহা খুড়া বুদ্ধিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে বাড়ির কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না--কমলা যেন ইঁহাদের সঙ্গেই কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে, এমনভাবে দিন কাটিয়া গেল। উমির দাই লছমনিয়া স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুড়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রে শৈলজা কমলাকে আপনার বিছানায় লইয়া শুইল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ নীরব প্রশ্নের মতো কমলাকে তাহার গোপন বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কমলা কহিল, “দিদি, তোমরা কী মনে করিয়াছিলে? আমার উপরে রাগ কর নাই?”

শৈল কহিল, “আমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই? আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস না। আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান তোকে কেন এমন সংকটে ফেলিলেন। যে লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়!”

কমলা কহিল, “দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?”

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “শুনিব না তো কি বোন?”

কমলা। তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না। তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না। সংসারে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা বোন দুই-- তাই তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে কথা তাহা কাহারো কাছে বলিবার নয়।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। শৈলও উঠিয়া তাহার সন্মুখে বসিল। সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল।

কমলা যখন বলিল, বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের রাত্রে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই তখন শৈল কহিল, “তোর মতো বোকা মেয়ে তো আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল--তুই কি মনে করিস, লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই!”

কমলা কহিল, “লজ্জা নয় দিদি! আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়োই খ্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাত রাজার ধন মানিক পাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃকপাতমাত্র করি নাই। এমন-কি, তাঁহার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ

মনের মধ্যে অনুভব করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহারই শোধ দিতেছি।”

এই বলিয়া কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আরম্ভ করিল, “বিবাহের পর নৌকাডুবি হইয়া আমরা কী করিয়া রক্ষা পাইলাম, সে কথা তো তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যখন বলিয়াছিলাম তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন।”

শৈলজা চমকিয়া উঠিল ; তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, “হায় রে পোড়া কপাল--ও, তাই বটে। এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। এমন সর্বনাশও ঘটে!”

কমলা কহিল, “বল্ দেখি দিদি, যখন মরিলেই চুকিয়া যাইত তখন বিধাতা এমন বিপদ ঘটাইলেন কেন?”

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশবাবুও কিছুই জানিতে পারেন নাই?”

কমলা কহিল, “বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি একদিন আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, ‘আমার নাম কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?’ আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু দিদি, সে-সকল দিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।” এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

শৈলজা একটু একটু করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে সে কহিল, “বোন, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি। যাই বলিস, বেচারার রমেশবাবুর কথা মনে করিলে বড়ো দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল, কমল, তুই আজ ঘুমো। ক’দিন রাত জাগিয়া কাঁদিয়া মুখ কালি হইয়া গেছে। এখন কী করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা যাইবে।”

রমেশের লিখিত সেই চিঠি কমলার কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখানি লইয়া শৈলজা তাহার পিতাকে নিভৃত ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুড়া চশমা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন ; তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া, চশমা খুলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই তো, এখন কী কর্তব্য?”

শৈল কহিল, “বাবা, উমির কয়দিন হইতে সর্দিকাসি করিয়াছে, একবার নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও-না। কাশীতে তাঁহার আর তাঁর মার তো খুব নাম শোনা যায়। একবার তাঁকে দেখিই-না।”

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল এবং ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “কমল, আয়, শীঘ্র আয়।”

নবীনকালীর বাড়ি যে কমলা নলিনাক্ষকে দেখিবার ব্যগ্রতায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কমলা আজ লজ্জায় উঠিতে চায় না।

শৈল কহিল, “দেখ্ পোড়ারমুখী, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না, তা আমি বলিয়া রাখিতেছি--আমার সময় নাই--উমির ব্যামো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিক্ষণ থাকিবে না--তোকে সাধাসাধি করিতে গিয়া মাঝে হইতে আমার দেখা হইবে না।”

এই বলিয়া কমলাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া শৈলজা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনাক্ষ

উমার বুক-পিঠ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, “কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভালো। এখন দুই-একদিন, বোন তোকে একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে--আমরা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে উমির জন্যে ঘন ঘন ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে, অতএব নিতান্ত তোকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।”

খুড়া একদিন এমন সময় বাছিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন যখন নলিনাক্ষ বাড়িতে থাকে না। চাকর কহিল, “ডাক্তারবাবু নাই।”

খুড়া কহিলেন, “মাঠাকরুন তো আছেন, তাঁহাকে একবার খবর দাও। বলো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।”

উপরে ডাক পড়িল। খুড়া গিয়া কহিলেন, “মা আপনার নাম কাশীতে বিখ্যাত। তাই আপনাকে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে আসিলাম। আমার আর-কোনো কামনা নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর অসুখ, আপনার ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ি নাই; তাই মনে করিলাম শুধু-শুধু ফিরিব না, একবার আপনাকে দর্শন করিয়া যাইব।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “নলিন এখনি আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু বসুন। বেলা নিতান্ত কম হয় নাই, আপনার জন্য কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।”

খুড়া কহিলেন, “আমি জানিতাম, আপনি আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না--আমার যে ভোজনে বেশ-একটুখানি শখ আছে তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে টের পায়, এবং সকলেই এ বিষয়ে আমাকে একটু দয়াও করে।”

ক্ষেমংকরী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড়ো খুশি হইলেন। কহিলেন, “কাল আমার এখানে আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল; আজ প্রস্তুত ছিলাম না, আপনাকে ভালো করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।”

খুড়া কহিলেন, “যখনই প্রস্তুত হইবেন এই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিবেন। আপনাদের বাড়ি হইতে আমি বেশি দূরে থাকি না। বলেন তো আপনার চাকরটাকে লইয়া আমার বাড়ি দেখাইয়া আসিব।”

এমনি করিয়া খুড়া দুই-চারি দিনের যাতায়াতেই নলিনাক্ষের বাড়িতে বেশ একটু জমাইয়া লইলেন।

ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও নলিন, তুই চক্রবর্তীমশায়ের কাছ থেকে ভিজিট নিসনে যেন।”

খুড়া হাসিয়া কহিলেন, “মাতৃ-আজ্ঞা উনি পাইবার পূর্ব হইতেই পালন করিয়া আসিতেছেন, আমার কাছ হইতে উনি কিছুই নেন নাই। যাঁহারা দাতা তাঁহারা গরিবকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।”

দিন-দুয়েক পিতায় ও কন্যায় পরামর্শ চলিল। তাহার পরে একদিন সকালে খুড়া কমলাকে কহিল, “চলো মা, আমরা দশাশুমেধে স্নান করিতে যাই।”

কমলা শৈলকে কহিল, “দিদি, তুমিও চলো-না।”

শৈল কহিল, “না ভাই, উমির শরীর তেমন ভালো নাই।”

খুড়া যে পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন স্নানান্তে সে পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য এক রাস্তায় চলিলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখিলেন, একটি প্রবীণা স্নান সারিয়া পটবস্ত্র পরিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহিলেন, “মা, ইঁহাকে প্রণাম করো, ইনি ডাক্তারবাবুর মাতা।”
কমলা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া, তৎক্ষণাৎ ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।
ক্ষেমংকরী কহিলেন, “তুমি কে গা! দেখি দেখি, কী রূপ! যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা!”

বলিয়া কমলার ঘোমটা সরাইয়া তাহার নতনেত্র মুখখানি ভালো করিয়া দেখিলেন। কহিলেন,
“তোমার নাম কী বাছা?”

কমলা উত্তর করিবার পূর্বেই খুড়া কহিলেন, “ইঁহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের
ভ্রাতৃপুত্রী। ইহার মা-বাপ কেহ নাই, আমার উপরেই নির্ভর।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আসুন-না চক্রবর্তীমশায়, আমার বাড়িতেই আসুন।”

বাড়িতে লইয়া গিয়া ক্ষেমংকরী একবার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন। নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া
গেছেন।

খুড়া আসন গ্রহণ করিলেন, কমলা মেজের উপরে বসিল। খুড়া কহিলেন, “দেখুন, আমার এই
ভাইঝির ভাগ্য বড়ো মন্দ। বিবাহের পরদিনই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন, ইঁহার সঙ্গে
আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই। হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্মকর্ম লইয়া তীর্থবাস করে--ধর্ম ছাড়া উঁহার সান্ত্বনার
সামগ্রী আর তো কিছুই নাই। এখানে আমার বাড়ি নয়, আমার চাকরি আছে--উপার্জন করিয়া আমাকে
সংসার চালাইতে হয়। আমি যে এখানে আসিয়া ইঁহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই। তাই
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এটিকে আপনার মেয়ের মতো যদি কাছে রাখেন তবে আমি বড়ো নিশ্চিন্ত
হই। যখনই অসুবিধা বোধ করিবেন গাজিপুরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি
দুদিন ইঁহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কী রত্ন তাহা বুঝিতে পারিবেন, তখন মুহূর্তের জন্য ছাড়িতে
চাহিবেন না।”

ক্ষেমংকরী খুশি হইয়া কহিলেন, “আহা, এ তো ভালো কথা। এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার
কাছে রাখিয়া যাইতেছেন, এ তো আমার মস্ত লাভ। আমি কতদিন রাস্তা হইতে পরের মেয়েকে বাড়িতে
আনিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের তো রাখিতে পারি না। তা, হরিদাসী আমারই
হইল, আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচজনের কাছে
শুনিয়া থাকিবেন--নলিনাক্ষ--সে বড়ো ভালো ছেলে। সে ছাড়া বাড়িতে আর কেহ নাই।”

খুড়া কহিলেন, “নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে। তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া
আমি আরো নিশ্চিন্ত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুর্ঘটনায় তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া মারা যাওয়াতে
তিনি সেই অবধি একরকম ব্রহ্মচারীর মতোই আছেন।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সে যাহা হইয়াছে হইয়াছে, ও কথা আর তুলিবেন না--মনে করিলেও আমার
গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।”

খুড়া কহিলেন, “যদি অনুমতি করেন তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই।
মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইঁহার একটি বড়ো বোন আছে, সেও আপনাকে প্রণাম করিতে
আসিবে।”

খুড়া চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী কমলাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “এসো তো মা, দেখি।
তোমার বয়স তো বেশি নয়। আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষণ্ড আছে!
আমি আশীর্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনো বৃথা নষ্ট করিবার জন্য

গড়েন নাই।”

বলিয়া কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেহ নাই, একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে তো?”

কমলা তাহার দুই বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চক্ষু সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া কহিল, “পারিব মা!”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “তোমার দিন কাটিবে কী করিয়া আমি তাই ভাবিতেছি।”

কমলা কহিল, “আমি তোমার কাজ করিব।”

ক্ষেমংকরী। পোড়াকপাল! আমার আবার কাজ! সংসারে ঐ তো আমার একটিমাত্র ছেলে, সেও সন্ন্যাসীর মতো থাকে--কখনো যদি বলিত ‘মা, এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালোবাসি’, তবে আমি কত খুশি হইতাম--তাও কখনো বলে না। রোজগার চের করে, হাতে কিছুই রাখে না; কত সংকাজে যে কত দিকে খরচ করে তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখো বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চক্ষিণ ঘন্টা থাকিতে হইবে তখন এ কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার ছেলের গুণগান বার বার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে, কিন্তু ঐটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আমি তোমাকে কী কাজ দিব, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান।”

কমলা কহিল, “ভালো জানি না মা!”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।”

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “পড়িতে জান তো?”

কমলা কহিল, “হাঁ, জানি।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সে হইল ভালো। চোখে তো আর চশমা নহিলে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে পড়িয়া শোনাইতে পারিবে।”

কমলা কহিল, “আমি রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ সমস্ত শিখিয়াছি।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “অমন অল্পপূর্ণার মতো চেহারা, তুমি যদি রাঁধাবাড়ার কাজ না জানিবে তো কে জানিবে। আজ পর্যন্ত নলিনকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি--আমার অসুখ হইলে বরঞ্চ স্বপাক রাঁধিয়া খায়, তবু আর কাহারো হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি ঘোচাইব। আর, অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যন্ন রাঁধিয়া খাওয়াও তো আমার তাহাতে অনভিন্নি হইবে না। চলো মা, তোমাকে আমার ভাঁড়ার-ঘর রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।”

ঐ বলিয়া ক্ষেমংকরী তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরকন্নার সমস্ত নেপথ্যগৃহ কমলাকে দেখাইলেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার দরখাস্ত জারি করিল। কহিল, “মা, আমাকে আজকে রাঁধিতে দাও-না।”

ক্ষেমংকরী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন, “গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে--জীবনে অনেক জিনিস ছাড়িতে হইয়াছে, তবু ওটুকু সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই আছে। তা মা, আজকের মতো তুমিই রাঁধো--দুই-চারিদিন যাক, ক্রমে সমস্ত ভার আপনিই তোমার হাতে পড়িবে, আমিও ভগবানে মন দিবার সময়

পাইব। বন্ধন একেবারেই তো কাটে না--এখনো দুই-চারিদিন মন চঞ্চল হইয়া থাকিবে, ভাঁড়ার ঘরের সিংহাসনটি কম নয়।”

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী, কী রাঁধিতে হইবে, কি করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন। ক্ষেমংকরীর কাছে আজ কমলার ঘরকন্নার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার স্বাভাবিক তৎপরতার সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল ঝুঁটি করিয়া লইয়া রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনাক্ষ বাহির হইতে বাড়িতে ফিরিলেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে যাইত। তাহার মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে কখনোই ছাড়িত না। আজ বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র রান্নাঘরের শব্দ এবং গন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিল। মা এখন রান্নায় প্রবৃত্ত আছেন মনে করিয়া নলিনাক্ষ রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে নলিনাক্ষের সহিত তাহার চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতাটা রাখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল--কোমরে আঁচল জড়ানো ছিল--টানাটানি করিয়া ঘোমটা যখন মাথার কিনারায় উঠিল বিস্মিত নলিনাক্ষ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার পর কমলা যখন হাতা তুলিয়া লইল তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল-সকাল সারিয়া ক্ষেমংকরী যখন রান্নাঘরে গেলেন, দেখিলেন, রান্না সারা হইয়া গেছে। ঘর ধুইয়া কমলা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও পোড়াকাঠ বা তরকারির খোসা বা কোনোপ্রকার অপরিচ্ছন্নতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমংকরী মনে মনে খুশি হইলেন; কহিলেন, “মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।”

নলিনাক্ষ আহারে বসিলে ক্ষেমংকরী তাহার সম্মুখে বসিলেন; আর-একটি সংকুচিত প্রাণী কান পাতিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, উঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল না--ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল, পাছে তাহার রান্না খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নলিন, আজ রান্নাটা কেমন হইয়াছে?”

নলিনাক্ষ ভোজ্যপদার্থ সম্বন্ধে সমজদার ছিল না, তাই ক্ষেমংকরী এরূপ অনাবশ্যিক প্রশ্ন কখনো তাহাকে করিতেন না; আজ বিশেষ কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনাক্ষ যে অদ্যকার রান্নাঘরের নূতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার মা জানিতেন না। ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক্ষ রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করিতে পারে নাই। আজ নূতন লোককে রন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুশি হইয়াছে। রান্না কিরূপ হইয়াছে তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাই, কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, “রান্না চমৎকার হইয়াছে মা!”

আড়াল হইতে এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে পাশের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চঞ্চল বক্ষকে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল।

আহারান্তে নলিনাক্ষ আপনার মনের মধ্যে কী-একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস-অনুসারে নিভৃত অধ্যয়নে চলিয়া গেল।

বৈকালে ক্ষেমংকরী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাঁধিয়া সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন; তাহার

মুখ একবার এ পাশে, একবার ও পাশে ফিরাইয়া ভালো করিয়া দেখিলেন--কমলা লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী মনে মনে কহিলেন, ‘আহা, আমি যদি এইরকমের একটি বউ পাইতাম!’

সেই রাতেই ক্ষেমংকরীর আবার জ্বর আসিল। নলিনাক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কহিল, “মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কাশী হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাইব। এখানে তোমার শরীর ভালো থাকিতেছে না।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সেটি হবে না বাছা! দু-চারদিন বাঁচাইয়া রথিবার আশায় আমাকে যে কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও লইয়া মারিবি, সেটি হবে না। ও কি মা, তুমি যে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছ! যাও যাও, শুতে যাও। সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাইলে চলিবে না। আমি যে-কয়দিন ব্যামোতে আছি তোমাকেই তো সব দেখিতে শুনিতে হইবে। রাত জাগিলে পারিবে কেন? যা তো নলিন, একবার ও ঘরে যা তো।”

নলিনাক্ষ পাশের ঘরে যাইতেই কমলা ক্ষেমংকরীর পদতলে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আর-জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার মা ছিলে মা! নহিলে কোথাও কিছু নাই তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন? দেখো, আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না, কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি যেন কতকাল ধরিয়া জানি। তোমাকে তো একটুও পর মনে হয় না। তা, শোনো মা, তুমি নিশ্চিতমনে ঘুমাইতে যাও। পাশের ঘরে নলিন রহিল--মার সেবা সে আর কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না--তা, হাজার বারণ করি আর যাই করি--ওর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে বলো। কিন্তু ওর একটি গুণ আছে, রাত জাগুক আর যাই করুক, ওর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না--তার কারণ, ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না। আমার ঠিক তার উল্টা। মা, তুমি বোধ করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ, নলিনের কথা আরস্ত হইল, এবারে আর কথা থামিবে না। তা মা, এক ছেলে থাকিলে ঐরকমই হয়। আর নলিনের মতো ছেলেই বা কজন মায়ের হয়? সত্য বলিতেছি, আমি এক-একবার ভাবি --নলিন তো আমার বাপ, ও আমার জন্যে যতটা করিয়াছে আমি কি উহার জন্যে ততটা করিতে পারি। ঐ দেখো, আবার নলিনের কথা! কিন্তু আর নয়, যাও মা, তুমি শুইতে যাও। না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না, তুমি যাও--তুমি থাকিলে আমার ঘুম আসিবে না। বুড়োমানুষ, লোক কাছে থাকিলেই কেবল বকিতে ইচ্ছা করে।”

পরদিন কমলাই ঘরকন্নার সমুদয় ভার গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ পূর্ব দিকের বারান্দায় এক অংশ ঘিরিয়া লইয়া মার্বেল দিয়া বাঁধাইয়া একটি ছোটো ঘর করিয়া লইয়াছিল, ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল, এবং মধ্যাহ্নে এইখানেই সে আসনের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিত। সেদিন প্রাতে সে ঘরে নলিনাক্ষ প্রবেশ করিয়াই দেখিল, ঘরটি ধৌত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন; ধুনা জ্বলাইবার জন্য একটি পিতলের ধুনুটি ছিল, সেটি আজ সোনার মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। শেল্ফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গৃহখানির যতমার্জিত নির্মলতার উপরে মুক্তদ্বার দিয়া প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, দেখিয়া স্নান হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ক্ষেমংকরীর বিছানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহার স্নানমূর্তি দেখিয়া কহিলেন, “একি মা, তুমি একলাই ঘাটে গিয়াছিলে? আমি আজ ভোর

হইতে ভাবিতেছিলাম, আমার অসুখ, তুমি কাহার সঙ্গে স্নানে যাইবে। কিন্তু তোমার অল্প বয়স, এমন করিয়া একলা--”

কমলা কহিল, “মা, আমার বাপের বাড়ির একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে দেখিতে কাল রাতেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আহা, তোমার খুড়িমা বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা, বেশ হইয়াছে--সে তোমার কাছেই থাক্-না, তোমার কাজে-কর্মে সাহায্য করিবে। কোথায় সে, তাহাকে ডাকো-না।”

কমলা উমেশকে লইয়া হাজির করিল। উমেশ গড় হইয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোম নাম কী রে?”

সে কহিল, “আমার নাম উমেশ।”

বলিয়া অকারণ-বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া গেল।

ক্ষেমংকরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “উমেশ, তোর এই বাহারে কাপড়খানা তোকে কে দিল রে?”

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল, “মা দিয়াছেন।”

ক্ষেমংকরী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, “আমি বলি, উমেশ বুঝি ওর শাশুড়ির কাছ হইতে জামাইঘণ্টী পাইয়াছে।”

ক্ষেমংকরীর স্নেহ লাভ করিয়া উমেশ এইখানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করিয়া ফেলিল। স্বহস্তে নলিনাক্ষের শোবার ঘর বাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া, তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নলিনাক্ষের ময়লা ছাড়া-ধুতি ঘরের এক কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি ধুইয়া, শুকাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনার উপরে ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের যে-সব জিনিস কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না তাহাও সে মুছিবার ছলে বার বার নাড়াচাড়া করিয়া লইল। বিছানার শিয়রের কাছে দেয়ালে একটা গা-আল্‌মারি ছিল; সেটা খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল নীচের থাকে নলিনাক্ষের এক জোড়া খড়ম আছে। তাড়াতাড়ি সেই খড়ম জোড়াটি তুলিয়া লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল, এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বার বার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা ক্ষেমংকরীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ের হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় হেমনলিনী একটি ফুলের সাজি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল।

ক্ষেমংকরী উঠিয়া বসিয়া কহিল, “এসো এসো, হেম, এসো, বোসো। অন্নদাবাবু ভালো আছেন?”

হেমনলিনী কহিল, “তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ তিনি ভালো আছেন।”

কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এই দেখো বাছা, শিশুকালে আমার মা মারা গেছেন; তিনি আবার জন্ম লইয়া এতদিন পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরিভাবিনী, এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন। কিন্তু হেম, এমন লক্ষ্মীর মূর্তি আর কোথাও দেখিয়াছ? বলো তো।”

কমলা লজ্জায় মুখ নিচু করিল। হেমনলিনীর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাহার পরিচয় হইয়া গেল।

হেমনলিনী ক্ষেমংকরীকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, আপনার শরীর কেমন আছে?”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “দেখো, আমার যে বয়স হইয়াছে এখন আমাকে আর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে এখনো আছি, এই ঢের। কিন্তু তাই বলিয়া কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া তো চলিবে না। তা, তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ ভালোই হইয়াছে--তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিব বলিব করিতেছি, সুবিধা হইতেছে না। কাল রাত্রে আবার যখন আমাকে জ্বরে ধরিল তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভালো হইতেছে না। দেখো বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত তো লজ্জায় মরিয়া যাইতাম--কিন্তু তোমাদের তো সেরকম শিক্ষা নয়। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ, বয়সও হইয়াছে, তোমাদের কাছে এ-সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেইজন্যই কথাটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লজ্জা করিয়ো না। আচ্ছা, বলো তো বাছা, সেদিন তোমার বাপের কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম তিনি কি তোমাকে বলেন নি?”

হেমনলিনী নতমুখে কহিল, “হাঁ, বলিয়াছিলেন।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “কিন্তু তুমি, বাছা, সে কথায় নিশ্চয়ই রাজি হও নাই। যদি রাজি হইতে তবে অন্নদাবাবু তখনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসী-মানুষ, দিবারাত্রি কী-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন? হোক আমার ছেলে তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার যেন কিছুতেই কোনোদিন আসক্তি জন্মিবার সম্ভবনা নাই। কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল। আমি উহাকে জন্মকাল হইতে জানি, আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়ো। ও এত বেশি ভালোবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার হৃদয় পাইবে সে বড়ো মধুর জিনিসটি পাইবে তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মা হেম, তুমি বালিকা নও, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার নলিনের কাছ হইতেই দীক্ষা লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি তবে বড়ো নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারিব। নহিলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলে ও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কী দশা হইবে ভাবিয়া দেখো দেখি। একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে। যাই হোক, বলো তো বাছা, তুমি তো নলিনকে শ্রদ্ধা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন?”

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, “মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।”

শুনিয়া ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলিলেন না।

“হরিদাসী, এ ফুলগুলো”--বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপদে কখন উঠিয়া গেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পর ক্ষেমংকরীর কাছে হেমনলিনী সংকোচ বোধ করিল, ক্ষেমংকরীও বাধো-বাধো করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, “মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভালো নাই।”

বলিয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল। ক্ষেমংকরী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, “এসো মা, এসো।”

হেমনলিনী চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কহিলেন, “নলিন, আর আমি দেরি করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল, “ব্যাপারখানা কী ?”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আমি আজ হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম ; সে তো রাজি হইয়াছে, এখন তোমার কোনো ওজর আমি শুনিতে চাই না। আমার শরীর তো দেখিতেছি। তোদের একটা স্থিতি না করিয়া আমি কোনোমতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ঐ কথাই ভাবি।”

নলিনাক্ষ কহিল, “আচ্ছা মা, ভাবিয়ো না, তুমি ভালো করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।”

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, “হরিদাসী !”

কমলা পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্নের আলোক ম্লান হইয়া ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসীর মুখ ভালো করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমংকরী কহিলেন, “বাছা, এই ফুলগুলিতে জল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখো।”

বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজিটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি খালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর-কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই দেয়ালের গায়ের আল্‌মারিটা খুলিয়া এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া আজ ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া জগতে তাহার আর-কিছুই নাই--পদসেবার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কোনো দিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না--লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল না কেন।

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনর্বীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আল্‌মারি খুলিয়া কী করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন? কৌতূহলবশত নলিনাক্ষ আল্‌মারি খুলিয়া দেখিল, তাহার খড়ম-জোড়ার উপর কতকগুলি সদ্যসিক্ত ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া শয়নগৃহের জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শীতসূর্যাস্তের ক্ষণকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়া মনকে বুঝাইতে লাগিল, ‘আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।’ মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিল, ‘আমার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে, আমার জীবনের আকাশকে বেঁটন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারে কাটিয়া গেছে। এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীতকালের অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নিরমুক্ত।’ এই কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল। শ্মশানে দাহকৃত্যের পর এই প্রকাণ্ড সংসার তাহার বিপুল ভার পরিহার করিয়া যখন খেলার মতো হইয়া দেখা দেয় তখন কিছুকালের মতো মন যেমন লঘু হইয়া যায়, হেমনলিনীর ঠিক সেই অবস্থা হইল--সে নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ অবসান-জনিত শান্তি লাভ করিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী ভাবিল, ‘মা যদি থাকিতেন, তবে তাঁহাকে আজ আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া আনন্দিত করিতাম, বাবাকে কেমন করিয়া সব কথা বলিব।’

শরীর দুর্বল বলিয়া আজ অন্নদাবাবু যখন সকাল-সকাল শুইতে গেলেন, তখন হেমনলিনী একখানি খাতা বাহির করিয়া রাত্রে তাহার নির্জন শয়নগৃহে টেবিলের উপর লিখিতে লাগিল, ‘আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে একদিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি কোনোমতেই যে সৌভাগ্যের উপযুক্ত নই তাহাই লাভ করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার জন্য বলদান করুন। যাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন মিলিত হইতে চলিল, তিনি আমাকে সর্বাংশে পরিপূর্ণতা দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি ; সেই পরিপূর্ণতার সমস্ত ঐশ্বর্য আমি যেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

তাহার পরে খাতা বন্ধ করিয়া হেমনলিনী সেই নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ শীতের রাত্রে কাঁকর-বিছানো বাগানের পথে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্ত আকাশ তাহার অশ্রুধৌত অন্তঃকরণের মধ্যে নিঃশব্দ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিল।

পরদিন অপরাহ্নে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া নলিনাক্ষের বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার দ্বারের কাছে এক গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কোচবাক্সের উপর হইতে নলিনাক্ষের এক চাকর নামিয়া আসিয়া খবর দিল, “মা আসিয়াছেন।”

অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেই ক্ষেমংকরী গাড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, “আজ আমার পরম সৌভাগ্য।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “আজ আপনার মেয়ে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যাইব, তাই আসিয়াছি।”

এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্নদাবাবু তাঁহাকে বসিবার ঘরে যত্নপূর্বক একটা সোফার উপরে বসাইয়া কহিলেন, “আপনি বসুন, আমি হেমকে ডাকিয়া আনিতেছি।”

হেমনলিনী বাইরে যাইবার জন্য সাজিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, ক্ষেমংকরী আসিয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সৌভাগ্যবতী হইয়া তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করো। দেখি মা, তোমার হাতখানি দেখি।”

বলিয়া একে একে তাহার দুই হাতে মকরমুখো মোটা সোনার বালা দুইগাছি পরাইয়া দিলেন। হেমনলিনীর ক্শ হাতে মোটা বালাজোড়া ঢল্ঢল্ করিতে লাগিল। বালা পরানো হইলে হেমনলিনী আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল ; ক্ষেমংকরী দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া তাহার ললাটচুম্বন করিলেন। এই আশীর্বাদে ও আদরে হেমনলিনীর হৃদয় একটি সুগভীর মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “বেয়াইমশায়, কাল আমার ওখানে আপনাদের দুজনেরই সকালে নিমন্ত্রণ রহিল।”

পরদিন প্রাতঃকালে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু যথানিয়মে বাহিরে চা খাইতে বসিয়াছেন। অন্নদাবাবু রোগক্লিষ্ট মুখ এক রাত্রির মধ্যেই আনন্দে সরস ও নবীন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে হেমনলিনীর শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে, আজ যেন তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর মঙ্গলমধুর আবির্ভাব তাঁহার কন্যাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে এবং সুদূরব্যাপ্ত অশ্রুজলের আভাসে সুখের অত্যুজ্জ্বলতাকে স্নিগ্ধগভীর করিয়া তুলিয়াছে।

অন্নদাবাবুর আজ কেবলই মনে হইতেছে, ক্ষেমংকরীর নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় হইয়াছে, আর দেরি করা উচিত নহে। হেমনলিনী তাঁহাকে বার বার করিয়া স্মরণ করাইতেছে, এখনো অনেক সময় আছে, এখনো সবে আটটা। অন্নদাবাবু কহিতেছেন, “নাহিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে তো সময় চাই। দেরি করার চেয়ে বরঞ্চ একটু সকাল-সকাল যাওয়া ভালো।”

ইতিমধ্যে কতকগুলি তোরঙ্গ বিছানা প্রভৃতি বোঝাই-সমেত এক ভাড়াটে গাড়ি আসিয়া বাগানের প্রবেশপথের সম্মুখে থামিল।

সহসা হেমনলিনী “দাদা আসিয়াছেন” বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। যোগেন্দ্র হাস্যমুখে গাড়ি হইতে নামিল ; কহিল, “কী হেম, ভালো আছ তো?”

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার গাড়িতে আর-কেহ আছে নাকি?”

যোগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “আছে বৈকি। বাবার জন্য একটি ক্রিস্টমাসের উপহার আনিয়াছি।”

ইতিমধ্যে রমেশ গাড়ি হইত নামিয়া পড়িল। হেমনলিনী একবার মুহূর্তকাল চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র ডাকিল, “হেম, যেয়ো না, কথা আছে, শোনো।”

এ আহ্বান হেমনলিনীর কানেও পৌঁছিল না, সে যেন কোন্ প্রেতমূর্তির অনুসরণ হইতে আতরক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে চলিল।

রমেশ ক্ষণকালের জন্য একবার থমকিয়া দাঁড়াইল ; অগ্রসর হইবে কী ফিরিয়া যাইবে ভাবিয়া পাইল না। যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশ, এসো, বাবা এইখানে বাহিরেই বসিয়া আছেন।” বলিয়া রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে অন্নদাবাবুর কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল।

অন্নদাবাবু দূর হইতেই রমেশকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেছেন। তিনি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিলেন, এ আবার কী বিঘ্ন উপস্থিত হইল !

রমেশ অন্নদাবাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু তাহাকে বসিবার চৌকি দেখাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রকে কহিলেন, “যোগেন, তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ। আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব মনে করিতেছিলাম।”

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেমের সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। কাল নলিনাক্ষের মা হেমকে আশীর্বাদ করিয়া দেখিয়া গেছেন।”

যোগেন্দ্র। বল কী বাবা, বিবাহ একেবারে পাকাপাকি স্থির হইয়া গেছে? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতেও নাই?”

অন্নদাবাবু। যোগেন্দ্র, তুমি কখন কী বল তার কিছুই স্থির নাই। আমি যখন নলিনাক্ষকে জানিতামও না তখন তোমরাই তো এই বিবাহের জন্য উদ্যোগী ছিলে।

যোগেন্দ্র। তখন তো ছিলাম, কিন্তু তা যাই হোক, এখনো সময় যায় নাই। ঢের কথা বলিবার আছে। আগে সেইগুলো শোনো, তার পরে যা কর্তব্য হয় করিয়ো।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “সময়মত একদিন শুনিব, কিন্তু আজ আমার তো অবকাশ নাই। এখন আমাকে বাহির হইতে হইবে।”

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইবে?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “নলিনাক্ষের মার ওখানে আমার আর হেমের নিমন্ত্রণ আছে। যোগেন্দ্র, তোমার তা হইলে এখানেই আহারের--”

যোগেন্দ্র কহিল, “না না। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি রমেশকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কোনো হোটেলের খাওয়াদাওয়া করিয়া লইব। সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা ফিরিবে তো? তখনি আমরা আসিব।”

অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনোপ্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া, যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষেমংকরী কমলাকে গিয়া কহিলেন, “মা, কাল হেমকে আর তার বাপকে দুপুর-বেলায় এখানে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করা গেছে। কী রকম আয়োজনটা করা যায় বলো দেখি। বেয়াইকে এমন করিয়া খাওয়ানো দরকার যে, তিনি যেন নিশ্চিত হইতে পারেন যে এখানে তাঁহার মেয়েটির খাওয়ার কষ্ট হইবে না। কী বল মা? তা, তোমার যেরকম রান্নার হাত, অপযশ হইবে না তা জানি। আমার ছেলে আজ পর্যন্ত কোনো রান্না খাইয়া কোনোদিন ভালোমন্দ কিছুই বলে নাই, কাল তোমার রান্নার প্রশংসা তাহার মুখে ধরে না মা। কিন্তু তোমার মুখখানি আজ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে যে? শরীর কি ভালো নাই?”

মলিন মুখে একটুখানি হাসি আনিয়া কমলা কহিল, “বেশ আছি মা!”

ক্ষেমংকরী মথা নাড়িয়া কহিলেন, “না না, বোধ করি তোমার মন কেমন করিতেছে। তা-তো করিতেই পারে, সেজন্য লজ্জা কিসের। আমাকে পর ভাবিয়ো না মা! আমি তোমাকে আপন মেয়ের মতোই দেখি, এখানে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয়, বা তুমি আপনার লোক কাহাকেও দেখিতে চাও তো আমাকে না বলিলে চলিবে কেন?”

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল, “না, মা, তোমার সেবা করিতে পারিলে আমি আর কিছুই চাই না।”

ক্ষেমংকরী সে কথায় কান না দিয়া কহিলেন, “নাহয় কিছুদিনের জন্য তোমার খুড়ার বাড়িতে গিয়া থাকো, তার পরে যখন ইচ্ছা হয় আবার আসিবে।”

কমলা অস্থির হইয়া উঠিল; কহিল, “মা, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে আছি সংসারে কাহারো জন্য ভাবি না। আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি আমাকে তুমি যেমন খুশি শাস্তি দিয়ো, কিন্তু একদিনের জন্যও দূরে পাঠাইয়ো না।”

ক্ষেমংকরী কমলার দক্ষিণ কপোলে দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, “তাই তো বলি মা, আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। নহিলে দেখিবামাত্র এমন বন্ধন কী করিয়া হয়। তা, যাও মা, সকাল-সকাল শুইতে যাও। সমস্ত দিন তো এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে জান না।”

কমলা তাহার শয়নগৃহে গিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দীপ নিবাইয়া, অন্ধকারে মাটির উপরে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, এই কথা সে মনে বুঝিল--‘কপালের দোষে যাহার উপরে আমার অধিকার হারাইয়াছি তাহাকে আমি আগলাইয়া বসিয়া থাকিব, এ কেমন করিয়া হয়। সমস্তই ছাড়িবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে; কেবল সেবা করিবার সুযোগটুকু, যেমন করিয়া হউক, প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিব। ভগবান করুন, সেটুকু যেন হাসিমুখে করিতে পারি; তাহার বেশি আর-কিছুতে যেন দৃষ্টি না দিই। অনেক দুঃখে যেটুকু পাইয়াছি সেটুকুও যদি প্রসন্নমনে না লইতে পারি, যদি মুখ ভার করি, তবে সবসুদ্ধই হারাইতে হইবে।’

এই বুঝিয়া একগ্রামনে বার বার করিয়া সে সংকল্প করিতে লাগিল, ‘আমি কাল হইতে যেন কোনো দুঃখকে মনে স্থান না দিই, যেন এক মুহূর্ত মুখ বিরস না করি, যাহা আশার অতীত, তাহার জন্য যেন কোনো কামনা মনের মধ্যে না থাকে। কেবল সেবা করিব, যতদিন জীবন আছে কেবল সেবা

করিব, আর কিছু চাহিব না--চাহিব না--চাহিব না।

তাহার পরে কমলা শুইতে গেল। এ পাশ-ও পাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে দুই-তিন বার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাঙিবামাত্রই সে মন্ত্রের মতো আওড়াইতে লাগিল, ‘আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।’ ভোরের বেলায় সে বিছানা হইতে উঠিয়াই জোড়হাত করিয়া বসিল এবং সমস্ত চিন্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল, ‘আমি আমরণকাল তোমার সেবা করিব ; আর-কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।’

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া, বাসি কাপড় ছাড়িয়া, নলিনাক্ষের সেই ক্ষুদ্র উপাসনা-ঘরের মধ্যে গেল ; নিজের আঁচলটি দিয়া সমস্ত ঘর মুছিয়া পরিষ্কার করিল এবং যথাস্থানে আসনটি বিছাইয়া রাখিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আজকাল নলিনাক্ষের একান্ত অনুরোধে ক্ষেমংকরী সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করিতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই উমেশকেই এই দুঃসহ শীতের ভোরে কমলার সহিত স্নানে যাইতে হইল।

স্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কমলা ক্ষেমংকরীকে প্রফুল্লমুখে প্রণাম করিল। তিনি তখন স্নানে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। কমলাকে কহিলেন, “এত ভোরে কেন নাহিতে গেলে ? আমার সঙ্গে গেলেই তো হইত।”

কমলা কহিল, “আজ যে কাজ আছে মা ! কাল সন্ধ্যাবেলায় যে তরকারি আনানো হইয়াছে তাহাই কুটিয়া রাখি ; আর যা-কিছু বাজার করা বাকি আছে, উমেশ সকাল-সকাল সারিয়া আসুক।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “বেশ বুদ্ধি ঠাওরাইয়াছ মা। বেয়াই যেমনি আসিবেন অমনি খাবার প্রস্তুত পাইবেন।

এমন সময় নলিনাক্ষ বাহির হইয়া আসিবামাত্র কমলা ভিজা চুলের উপর তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ কহিল, “মা, আজই তুমি স্নান করিতে চলিলে ? সবে কাল একটু ভালো ছিলে।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “নলিন, তোর ডাঙগরি রাখ। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান না করিলেও লোকে অমর হয় না। তুই এখন বাহির হইতেছিস বুঝি ? একটু সকাল-সকাল ফিরিস।”

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন মা ?”

ক্ষেমংকরী। কাল তোকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ অন্নদাবাবু তোকে আশীর্বাদ করিতে আসিবেন।

নলিনাক্ষ। আশীর্বাদ করিতে আসিবেন ? কেন, হঠাৎ আমার উপরে এত বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন যে ? তাঁর সঙ্গে তো রোজই আমার দেখা হয়।

ক্ষেমংকরী। আমি যে কাল হেমনলিনীকে একজোড়া বালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলাম, এখন অন্নদাবাবু তোকে না করিলে চলিবে কেন ? যা হোক, ফিরিতে দেরি করিস নে, তাঁরা এখানেই খাইবেন।

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী স্নান করিতে গেলেন। নলিনাক্ষ মাথা নিচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

হেমনলিনী রমেশের নিকট হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথম আবেগটা শান্ত হইবামাত্র একটা লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। ‘কেন আমি রমেশবাবুর সঙ্গে সহজভাবে দেখা করিতে পারিলাম না ? যাহা আশা করি না, তাহাই হঠাৎ কেন আমার মধ্য হইতে এমন অশোভন ভাবে দেখা দেয় ? বিশ্বাস নাই, কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন করিয়া টলমল করিতে আর পারি না।’

এই বলিয়া সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল, বাহির হইয়া আসিল ; মনে মনে কহিল, ‘আমি পলায়ন করিব না, আমি জয় করিব।’ পুনর্বার রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। হঠাৎ কী মনে পড়িল। আবার সে ঘরের মধ্যে গেল। তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ক্ষেমংকরীর প্রদত্ত বালাজোড়া বাহির করিয়া পরিল, এবং অস্ত্র পরিয়া যুদ্ধে যাইবার মতো সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া মাথা তুলিয়া বাগানের দিকে চলিল।

অন্নদাবাবু আসিয়া কহিলেন, “হেম, তুমি কোথায় চলিয়াছ ?”

হেমনলিনী কহিল, “রমেশবাবু নাই ? দাদা নাই ?”

অন্নদা। না, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আশু আত্মপরীক্ষাসম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হেমনলিনী আরাম বোধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “এখন তবে--”

হেমনলিনী কহিল, “হাঁ বাবা, আমি চলিলাম ; আমার স্নান করিয়া আসিতে দেরি হইবে না, তুমি গাড়ি ডাকিতে বলিয়া দাও।

এইরূপে হেমনলিনী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য হঠাৎ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। এই উৎসাহের আতিশয্যে অন্নদাবাবু ভুলিলেন না, তাঁহার মন আরো উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া কহিল, ‘বাবা, গাড়ি আসিয়াছে কি ?’

অন্নদাবাবু কহিলেন, “না, এখনো আসে নাই।”

ততক্ষণ হেমনলিনী বাগানের রাস্তায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অন্নদাবাবু বারান্দায় বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাড়ি গিয়া পৌঁছিলেন বেলা তখন সাড়ে দশটার অধিক হইবে না। তখনো নলিনাক্ষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই অন্নদাবাবুর অভ্যর্থনাভার ক্ষেমংকরীকেই লইতে হইল।

ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর শরীর ও সংসারের নানা কথা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত করিলেন ; মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাঁহার কটাক্ষ খাণ্ডিত হইল। সে মুখে কোনো উৎসাহের লক্ষণ নাই কেন ? আসন্ন শুভঘটনার সম্ভাবনা সূর্যোদয়ের পূর্বে অরণ্যরশ্মিচ্ছটার মতো তাহার মুখে দীপ্তিবিকাশ করে না তো ! বরঞ্চ হেমনলিনীর অন্যান্যমনস্ক দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার যেন

দেখা যাইতেছিল।

অপ্পেই ক্ষেমংকরীকে আঘাত করে। হেমনলিনীর এইরূপ স্পানভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। ‘নলিনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষামদমত্তা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাঁহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না? এত চিন্তা, এত দ্বিধাই বা কিসের জন্য? আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না। যেমন ইচ্ছা হইল, অমনি আর সবুর সহিল না। বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ স্থির করিলাম, অথচ তাহাকে ভালো করিয়া চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। হয় হয়, চিনিয়া দেখিবার মতো সময় যে হাতে নাই, এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য তলব আসিয়াছে।’

অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ক্ষেমংকরীর মনের ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত চিন্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কথাবার্তা কহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি অন্নদাবাবুকে কহিলেন, “দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই। এঁদের দুজনেরই বয়স হইয়াছে, এখন এঁরা নিজেরাই বিচার করিয়া কাজ করিবেন, আমাদের তাগিদ দেওয়াটা ভালো হইতেছে না। হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না--কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মন স্থির করিতে পারে নাই।”

এ কথাটা ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে বিশেষ করিয়া শুনাইবার জন্যই বলিলেন। হেমনলিনী অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছে, আর তাঁর ছেলেই যে বিবাহের প্রস্তাবে একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, এ ধারণা তিনি অপর পক্ষের মনে জন্মিতে দিতে পারেন না।

হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় খুব একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল; সেই জন্য তাহার বিপরীত ফল হইল। ক্ষণিক উত্তেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন ক্ষেমংকরীর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হঠাৎ তাহার মনকে একটা আশঙ্কা আক্রমণ করিয়া ধরিল--যে নূতন জীবনযাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূর-বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন ক্ষেমংকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত ভাবের উদয় হইল। বিবাহবন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিয়া নিজের সংশয়দোলায়িত দুর্বল অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকাতে প্রস্তাবটাকে সে অনতিবিলম্বে পাকা করিয়া ফেলিতে চায়, অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপস্থিতমত সে একটা আরামও পাইল।

ক্ষেমংকরী কথাটা বলিয়াই হেমনলিনীর মুখের ভাব কটাক্ষপাতের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণ পরে হেমনলিনীর মুখের উপরে একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল। তাহাতে তাঁহার মনটা তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, ‘আমার নলিনকে আমি এত সস্তায় বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিলাম!’ নলিনাক্ষ আজ যে আসিতে দেরি করিতেছে ইহাতে তিনি খুশি হইলেন। হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখেছ নলিনাক্ষের আক্কেল? তোমরা আজ এখানে আসিবে সে জানে, তবু তাহার দেখা নাই। আজ নাহয় কাজ কিছু কমই

করিত। এই তো আমার একটু ব্যামো হলেই সে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বাড়িতেই থাকে, তাহাতে এতই কী লোকসান হয় ?”

এই বলিয়া আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার উপলক্ষে কিছুক্ষণের ছুটি লইয়া ক্ষেমংকরী উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, হেমনলিনীকে তিনি কমলার উপর ভিড়াইয়া দিয়া নিরীহ বৃদ্ধটিকে লইয়াই কথাবার্তা কহিবেন।

তিনি দেখিলেন, প্রস্তুত অন্ন মৃদু আঙনের আঁচে বসাইয়া রাখিয়া কমলা রান্নাঘরের এক কোণে চুপটি করিয়া এমন গভীরভাবে কী-একটা ভাবিতেছিল যে, ক্ষেমংকরীর হঠাৎ আবির্ভাবে সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, “ওমা, আমি বলি, তুমি বুঝি রান্নার কাজে ভারি ব্যস্ত হইয়া আছ।”

কমলা কহিল, “রান্না সমস্ত সারা হইয়া গেছে মা।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “তা, এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন মা? অন্নদাবাবু বুড়োমানুষ, তাঁর সামনে বাহির হইতে লজ্জা কী? হেম আসিয়াছে, তাহাকে তোমার ঘরে ডাকিয়া লইয়া একটু গল্পসল্প করোঁসে। আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে দুঃখ দিব কেন?”

হেমনলিনীর নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়া কমলার প্রতি ক্ষেমংকরীর স্নেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কমলা সংকুচিত হইয়া কহিল, “মা, আমি তাঁর সঙ্গে কী গল্প করিব! তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই জানি না।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সে কী কথা! তুমি কাহারো চেয়ে কম নও মা! লেখাপড়া শিখিয়া যিনি আপনাকে যত বড়োই মনে করুন, তোমার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য কয়জন আছে? বই পড়িলে সকলেই বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু তোমার মতো অমন লক্ষ্মীটি হওয়া কি সকলের সাধ্য? এসো মা, এসো। কিন্তু তোমার এ বেশে চলিবে না। তোমার উপযুক্ত সাজে তোমাকে আজ সাজাইব।”

সকল দিকেই ক্ষেমংকরী আজ হেমনলিনীর গর্ব খাটো করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রূপেও তিনি তাহাকে এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে স্তান করিতে চান। কমলা আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ক্ষেমংকরী নিপুণহস্তে মনের মতো করিয়া সাজাইয়া দিলেন, ফিরোজা রঙের রেশমি শাড়ি পরাইলেন, নূতন ফ্যাশানের খোঁপা রচনা করিলেন, বার বার কমলার মুখ এ দিকে ফিরাইয়া ও দিকে ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মুঞ্চচিত্তে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন, “আহা, এ রূপ রাজার ঘরে মানাইত।”

কমলা মাঝে মাঝে কহিল, “মা, উঁহারা একলা বসিয়া আছেন, দেরি হইয়া যাইতেছে।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “তা, হোক দেরি। আজ আমি তোমাকে না সাজাইয়া যাইব না।”

সাজ সারা হইলে তিনি কমলাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, “এসো এসো মা, লজ্জা করিয়ো না। তোমাকে দেখিয়া কালেজে-পড়া বিদুষী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন, তুমি সকলের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার।”

এই বলিয়া যে ঘরে অন্নদাবাবুরা বসিয়াছিলেন সেই ঘরে ক্ষেমংকরী জোর করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নলিনাক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্ষেমংকরী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন; কহিলেন, “লজ্জা কী মা, লজ্জা কিসের! সব আপনার লোক।”

কমলার রূপে এবং সজ্জায় ক্ষেমংকরী নিজের মনে একটা গর্ব অনুভব করিতে ছিলেন ; তাহাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হউক, এই তাঁহার ইচ্ছা। পুত্রাভিমানিনী জননী তাঁহার নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ নলিনাক্ষের কাছেও হেমনলিনীকে খর্ব করিতে পারিলে তিনি খুশি হন।

কমলাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেমনলিনী প্রথম দিন যখন তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছিল তখন কমলার সাজসজ্জা কিছুই ছিল না ; সে মলিনভাবে সংকুচিত হইয়া এক ধারে বসিয়া ছিল, তাও বেশিক্ষণ ছিল না। তাহাকে সেদিন ভালো করিয়া দেখাই হয় নাই। আজ মুহূর্তকাল সে বিস্মিত হইয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতা কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পাশে বসাইল।

ক্ষেমংকরী বুঝিলেন, তিনি জয়লাভ করিয়াছেন ; উপস্থিত-সভায় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এমন রূপ দৈবপ্রসাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তিনি কমলাকে কহিলেন, “যাও তো মা, তুমি হেমকে তোমার ঘরে লইয়া গল্পসল্প করো গে যাও। আমি ততক্ষণ খাবারের জায়গা করি গে।”

কমলার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, “হেমনলিনীর আমাকে কেমন লাগিবে কে জানে।”

এই হেমনলিনী এক দিন এই ঘরের বধূ হইয়া আসিবে, কত্রী হইয়া উঠিবে--ইহার সুদৃষ্টিকে কমলা উপেক্ষা করিতে পারে না। এ বাড়ির গৃহিণীপদ তাহারই ছিল, কিন্তু সে কথা সে মনেও আনিতে চায় না--ঈর্ষাকে সে কোনোমতেই অন্তরে স্থান দিবে না। তাহার কোনো দাবি নাই। তাই হেমনলিনীর সঙ্গে যাইবার সময় তাহার পা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।

হেমনলিনী আস্তে আস্তে কমলাকে কহিল, “তোমার সব কথা আমি মা’র কাছে শুনিয়াছি। শুনিয়া বড়ো কষ্ট হইল। তুমি আমাকে তোমার বোনের মতো দেখিয়ো ভাই। তোমার কি বোন কেহ আছে?”

কমলা হেমনলিনীর সস্নেহ সস্বরণ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, “আমার আপন বোন কেহ নাই, আমার একটি খুড়তুতো বোন আছে।”

হেমনলিনী কহিল, ‘ভাই, আমার বোন কেহ নাই। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমার মা মারা গেলেন। কতবার কত সুখদুঃখের সময় ভাবিয়াছি, মা তো নাই, তবু যদি আমার একটি বোন থাকিত ! ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনো কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক--কিন্তু তুমি ভাই, এমন কথা কখনো মনে করিয়ো না। আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে।”

কমলার মন হইতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল ; সে কহিল, “দিদি, আমাকে কি তোমার ভালো লাগিবে ? আমাকে তো তুমি জান, আমি ভারি মূর্খ।”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “আমাকে যখন তুমি ভালো করিয়া জানিবে, দেখিবে আমিও ঘোর মূর্খ। আমি কেবল গোটাকতক বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি, আর কিছুই জানি না। তাই আমি তোমাকে বলি, যদি আমার এ বাড়িতে আসা হয় তুমি আমাকে কখনো ছাড়িয়ো না ভাই ! কোনোদিন সংসারের ভার আমার একলার হাতে পড়িয়াছে মনে করিলে আমার ভয় হয়।”

কমলা শিশুর মতো সরলচিত্তে কহিল, “ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ো। আমি ছেলেবেলা

হইতে কাজ করিয়া আসিয়াছি, আমি কোনো ভার লইতে ভয় করি না। আমরা দুই বোনে মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।”

হেমনলিনী কহিল, “আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামীকে তো তুমি ভালো করিয়া দেখ নাই, তাঁহাকে তোমার মনে পড়ে?”

কমলা কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল, “স্বামীকে যে মনে করিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না দিদি! খুড়ার বাড়িতে যখন আসিলাম তখন আমার খুড়তুতো বোন শৈলদিদির সঙ্গে আমার ভালো করিয়া পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার স্বামীকে যেরকম করিয়া সেবা করেন তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল। আমি যে-স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয় আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন, এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তিনি আমাকে গ্রহণ নাই করিলেন--কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।”

কমলার এই ভক্তিসিঞ্চিত কথা কয়টি শুনিয়া হেমনলিনীর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গেল। সে খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া, তাহা নষ্ট হইয়া যায়।”

কমলা এ কথা সম্পূর্ণ বুঝিল কি না বলা যায় না--সে হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, খানিক বাদে কহিল, “তুমি যাহা বলিতেছ দিদি, তা সত্যই হইবে। আমি মনে কোনো দুঃখ আসিতে দিই না, আমি ভালোই আছি ভাই! আমি যেটুকু পাইয়াছি তাই আমার লাভ।”

হেমনলিনী কমলার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, “যখন ত্যাগ এবং লাভ একেবারে সমান হইয়া যায় তখনই তাহা যথার্থ লাভ, এই কথা আমার গুরু বলেন। সত্য বলিতেছি বোন, তোমার মতো অমনি সমস্ত নিবেদন করিয়া দিয়া যে সার্থকতা তাহাই যদি আমার ঘটে, তবে আমি ধন্য হইব।”

কমলা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, “কেন দিদি, তুমি তো সবই পাইবে, তোমার তো কোনো অভাবই থাকিবে না।”

হেমনলিনী কহিল, “যেটুকু পাইবার মতো পাওয়া সেটুকু পাইয়াই যেন সুখী হইতে পারি; তার চেয়ে বেশি যতটুকুই পাওয়া যায় তার অনেক ভার, অনেক দুঃখ। আমার মুখে এ-সব কথা তোমার আশ্চর্য লাগিবে, আমার নিজেরও আশ্চর্য লাগে, কিন্তু এ-সব কথা ঈশ্বর আমাকে ভাবাইতেছেন। জান না, বোন, আজ আমার মনে কী ভার চাপিয়া ছিল--তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় হালকা হইল, আমি বল পাইলাম, তাই আমি এত বকিতেছি। আমি কখনো কথা কহিতে পারি না, তুমি কেমন করিয়া আমার সব কথা টানিয়া লইতেছ ভাই?”

ক্ষেমংকরীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী তাহাদের বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা মস্ত ভারী চিঠি পাইল। লেফাফার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, চিঠিখানা রমেশের লেখা। স্পন্দিতবক্ষে চিঠিখানি হাতে করিয়া শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে রমেশ কমলা-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছে। উপসংহারে লিখিয়াছে--

তোমার সহিত আমার যে বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে। তুমি এখন অন্যের প্রতি চিন্তা সমর্পণ করিয়াছ--সেজন্য আমি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারি না, কিন্তু তুমিও আমাকে দোষ দিয়ো না। যদিও আমি এক দিনের জন্য কমলার প্রতি স্ত্রীর মতো ব্যবহার করি নাই তথাপি ক্রমশ সে যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, এ কথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা কর্তব্য। আজ আমার হৃদয় কী অবস্থায় আছে তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করিতে তবে তোমার মধ্যে আমি আশ্রয় লাভ করিতে পারিতাম। সেই আশ্বাসেই আমি আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তা লইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যখন স্পষ্ট দেখিলাম তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট হইতে বিমুখ হইয়াছ, যখন শুনিলাম অন্যের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে তুমি সন্মতি দিয়াছ, তখন আমারও মন আবার দোলায়িত হইয়া উঠিল। দেখিলাম এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর-কাহারো কোনো ক্ষতি নাই। আমারই বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ। আজ প্রাতে যখন তোমার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের বিদ্যুদ্বৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম তখন একবার মনে মনে বলিলাম, ‘আমি হতভাগ্য!’ কিন্তু আর আমি সে কথা স্বীকার করিব না। আমি সবলচিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি--আমি পরিপূর্ণ-হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিব--তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার কল্যাণে, আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না করি। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে তুমি ঘৃণা করিয়ো না, আমাকে ঘৃণা করিবার কোনো কারণ তোমার নাই।

অন্নদাবাবু চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। হঠাৎ হেমনলিনীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, “হেম, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?”

হেমনলিনী কহিল, “অসুখ করে নাই। বাবা, রমেশবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছি। এই লও, পড়া হইলে আবার আমাকে ফেরত দিয়ো।”

এই বলিয়া চিঠি দিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল। অন্নদাবাবু চশমা লইয়া চিঠিখানি বার-দুয়েক

পড়িলেন, তাহার পরে হেমনলিনীর নিকট ফেরত পাঠাইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ একপ্রকার ভালোই হইয়াছে। পাত্র হিসাবে রমেশের চেয়ে নলিনাক্ষ অনেক বেশি প্রার্থনীয়। ক্ষেত্র হইতে রমেশ যে আপনিই সরিয়া পড়িল, এ হইল ভালো।

এ কথা ভাবিতেছেন, এমন-সময় নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অন্নদাবাবু একটু আশ্চর্য হইলেন। আজ পূর্বাঙ্কে নলিনাক্ষের সঙ্গে অনেক ক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে, আবার কয়েক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই সে কী মনে করিয়া আসিল? বৃদ্ধ মনে মনে একটুখানি হাসিয়া স্থির করিলেন, হেমনলিনীর প্রতি নলিনাক্ষের মন পড়িয়াছে।

কোনো ছুতা করিয়া হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের দেখা করাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া যাইবেন কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় নলিনাক্ষ করিল, “অন্নদাবাবু, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কথাটা বেশি দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিতে ইচ্ছা করি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “ঠিক কথা, সে তো বলাই কর্তব্য।”

নলিনাক্ষ কহিল, “আপনি জানেন না, পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, জানি। কিন্তু--”

নলিনাক্ষ। আপনি জানেন শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ আপনি অনুমান করিতেছেন। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন-কি, তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “ঈশ্বর করুন, তাহাই যেন সত্য হয়। হেম, হেম।”

হেমনলিনী আসিয়া কহিল, “কী বাবা!”

অন্নদাবাবু। রমেশ তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে অংশটুকু--

হেমনলিনী সেই চিঠিখানি নলিনাক্ষের হাতে দিয়া কহিল, “এ চিঠির সমস্তটাই উঁহার পড়িয়া দেখা কর্তব্য।” এই বলিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল।

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া নলিনাক্ষ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “এমন শোচনীয় ঘটনা সংসারে প্রায় ঘটে না। চিঠিখানি পড়িতে দিয়া আপনার মনে আঘাত দেওয়া হইল, কিন্তু ইহা আপনার কাছে গোপন করাও আমাদের পক্ষে অন্যায হইত।”

নলিনাক্ষ একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় উত্তরের বারান্দায় অদূরে হেমনলিনীকে দেখিতে পাইল।

হেমনলিনীকে দেখিয়া নলিনাক্ষের মনে আঘাত লাগিল। ঐ-যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থির-শান্ত মূর্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে? এই মুহূর্তে উহার মন যে কী করিতেছে তাহা ঠিকমত জানিবার কোনো উপায় নাই; নলিনাক্ষকে তাহার কোনো প্রয়োজন আছে কি না সে প্রশ্নও করা যায় না, তাহার উত্তর পাওয়াও কঠিন। নলিনাক্ষের পীড়িত চিত্ত ভাবিতে লাগিল, ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না। কিন্তু মানুষে মানুষে কী দুর্ভেদ্য ব্যবধান! মন জিনিসটা কী ভয়ংকর একাকী!

নলিনাক্ষ একটু ঘুরিয়া ঐ বারান্দার সামনে দিয়া গাড়িতে উঠিবে স্থির করিল, মনে করিল যদি হেমনলিনী তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে। বারান্দার সম্মুখে যখন আসিল, দেখিল হেমনলিনী বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেছে। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সহজ নহে, মানুষের সহিত

মানুষের সম্বন্ধ সরল নহে, এই কথা চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে নলিনাক্ষ গাড়িতে উঠিল।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী যোগেন, একলা যে?”

যোগেন্দ্র কহিল, “দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করিতেছ শুনি?”

অন্নদা কহিলেন, “কেন? রমেশ?”

যোগেন্দ্র। তাহার প্রথম দিনের অভ্যর্থনাটাই কি ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। কাশীর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়া যদি তাহার শিবত্বলাভ না হইয়া থাকে, তবে আর কী হইয়াছে আমি নিশ্চয় জানি না। কাল হইতে এ পর্যন্ত তাহার আর দেখা নাই, টেবিলে একখানা কাগজে লেখা আছে--‘পালাই--তোমার রমেশ।’ এ সব কবিত্ব আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল, আমার হেড্‌মাস্টারিই ভালো, তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট--ঝাপসা কিছুই নাই।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেমের জন্য তো একটা-কিছু স্থির--”

যোগেন্দ্র। আর কেন? আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ খেলা বেশি দিন ভালো লাগে না। আমাকে আর-কিছুতে জড়াইয়ো না--আমি যাহা ভালো বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাতে নয় না। হঠাৎ দুর্বোধ হইয়া পড়িবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা হেমের আছে, সেটা আমাকে কিছু কাবু করে। কাল সকালের গাড়িতে আমি বিদায় হইব, পথে বাঁকিপুরে আমার কাজ আছে।

অন্নদাবাবু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্যা আবার দুরূহ হইয়া আসিয়াছে।

শৈলজা এবং তাহার পিতা নলিনাক্ষের বাড়িতে আসিয়াছেন। শৈলজা কমলাকে লইয়া একটা কোণের ঘরে বসিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতেছিল, চক্রবর্তী ক্ষেমংকরীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন।

চক্রবর্তী। আমার তো ছুটি ফুরাইয়া আসিল, কালই গাজিপুরে যাইতে হইবে। যদি হরিদাসী আপনাদের কোনোরকমে বিরক্ত করিয়া থাকে, বা যদি আপনাদের পক্ষে--

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী রকম কথা চক্রবর্তীমশায়? আপনার মনের ভাবটা কী শুনি। আপনি কি কোনো ছুতা করিয়া আপনাদের মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইতে চান?

চক্রবর্তী। আমাকে তেমন লোক পান নাই। আমি দিয়া ফিরাইয়া লইবার পাত্র নই, কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়--

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, ওটা আপনার সরল কথা নয়--মনে মনে বেশ জানেন, হরিদাসীর মতো অমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে কাছে রাখিলে সুবিধার সীমা নাই, তবু--

চক্রবর্তী। না না, আর বলিতে হইবে না, আমি ধরা পড়িয়া গেছি। ওটা একটা ছলমাত্র--আপনার মুখে হরিদাসীর গুণ শুনিবার জন্যই কথাটা আমার পাড়া। কিন্তু একটা ভাবনা আছে--পাছে নলিনাক্ষবাবু মনে করেন যে, এ আবার একটা উপসর্গ কোথা হইতে ঘাড়ে পড়িল। আমাদের মেয়েটি অভিমানী, যদি নলিনাক্ষের লেশমাত্র বিরক্তিবাবও দেখিতে পায় তবে উহার পক্ষে বড়ো কঠিন হইবে।

ক্ষেমংকরী। হরি বলো! নলিনের আবার বিরক্তি! ওর সে ক্ষমতাই নাই।

চক্রবর্তী। সে কথা ঠিক। কিন্তু দেখুন, হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, তাই তার সম্বন্ধে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। নলিনাক্ষ যে ওর 'পরে বিরক্ত হইবেন না, উদাসীনের মতো থাকিবেন, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। তাঁর বাড়িতে যখন হরিদাসী আছে তখন তাকে তিনি আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করিবেন, এ না হইলে মনে বড়ো সংকোচ বোধ হয়। ও তো ঘরের দেয়াল নয়, ও একটা মানুষ--ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন না, স্নেহও করিবেন না, ও আছে তো আছে, এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, সেটা যেন কেমন--

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, আপনি বেশি ভাবিবেন না--কোনো লোককে আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করা আমার নলিনের পক্ষে শক্ত নয়। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই, কিন্তু এই-যে হরিদাসী আমার এখানে আছে, ও কিসে স্বচ্ছন্দে থাকে, ওর কিসে ভালো হয়, সে চিন্তা নিশ্চয়ই নলিনের মনে লাগিয়া আছে, খুব সম্ভব, সেরকম ব্যবস্থাও সে কিছু-না-কিছু করিতেছে, আমরা তাহা জানিতেও পারিতেছি না।

চক্রবর্তী। শুনিয়া বড়ো নিশ্চিত হইলাম। তবু আমি যাইবার আগে একবার বিশেষ করিয়া নলিনাক্ষবাবুকে বলিয়া যাইতে চাই। একটি স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে, এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে; ভগবান যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই যথার্থ পৌরুষ দিয়াছেন তখন তিনি যেন মিথ্যা সংকোচে হরিদাসীকে তফাতে রাখিয়া না চলেন, তিনি যেন যথার্থ আত্মীয়ের মতো তাহাকে নিতান্ত

সহজভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাটি জানাইতে চাই।

নলিনাক্ষের প্রতি চক্রবর্তীর এই বিশ্বাস দেখিয়া ক্ষেমংকরীর মন গলিয়া গেল। তিনি কহিলেন, “পাছে আপনারা কিছু মনে করেন এই ভয়েই হরিদাসীকে আমি নলিনাক্ষের সামনে তেমন করিয়া বাহির হইতে দিই নাই; কিন্তু আমার ছেলেকে আমি তো জানি, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি নিশ্চিত থাকিতে পারেন।”

চক্রবর্তী। তবে আপনার কাছে সব কথা খোলসা করিয়াই বলি। শুনিয়াছি, নলিনাক্ষবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে; বধূটির বয়সও নাকি অল্প নয় এবং তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা আমাদের সমাজের সঙ্গে মেলে না। তাই ভাবিতেছিলাম, হয়তো হরিদাসীর--

ক্ষেমংকরী। সে আর আমি বুঝি না? সে হইলে ভাবনা ছিল বৈকি। কিন্তু সে বিবাহ হইবে না--

চক্রবর্তী। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে?

ক্ষেমংকরী। গড়েই নি, তার ভাঙিবে কী। নলিনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, আমিই জেদ করিতেছিলাম। কিন্তু সে জেদ ছাড়িয়াছি। যাহা হইবার নয় তাহা জোর করিয়া ঘটাইয়া মঙ্গল নাই। ভগবানের কী ইচ্ছা জানি না, মরিবার পূর্বে বুঝি আর বউ দেখিয়া যাইতে পারিলাম না।

চক্রবর্তী। অমন কথা বলিবেন না। আমরা আছি কী করিতে? ঘটক-বিদায় এবং মিষ্টান্ন-আদায় না করিয়া ছাড়িব বুঝি?

ক্ষেমংকরী। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমশায়। আমার মনে বড়ো দুঃখ আছে যে, নলিন এই বয়সে আমারই জন্যে সংসারধর্মে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাই আমি বড়ো ব্যস্ত হইয়া সকল দিক না ভাবিয়া একটা সম্বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম--সে আশা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা একটা দেখিয়া দিন। দেরি করিবেন না--আমি বেশি দিন বাঁচিব না।

চক্রবর্তী। ও কথা বলিলে শুনিব কেন। আপনাকে বাঁচিতেও হইবে, বউয়েরও মুখ দেখিবেন। আপনার যেরকম বউটি দরকার, সে আমি ঠিক জানি; নিতান্ত কচি হইলেও চলিবে না, অথচ আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, বাধ্য হইয়া চলিবে--এ নহিলে আমাদের পছন্দ হইবে না। তা, সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই আছে। এখন যদি অনুমতি করেন, একবার হরিদাসীকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে দু-চারটে কথা উপদেশ করিয়া আসি, অমনি শৈলকেও এখানে পাঠাইয়া দিই--আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার কথা তাহার মুখে আর ধরে না।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “না, আপনারা তিন জনেই এক ঘরে গিয়া বসুন, আমার একটু কাজ আছে।”

চক্রবর্তী হাসিয়া কহিলেন, “জগতে আপনাদের কাজ আছে বলিয়াই আমাদের কল্যাণ। কাজের পরিচয় নিশ্চয় যথাসময়ে পাওয়া যাইবে। নলিনাক্ষবাবুর বধুর কল্যাণে ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মিষ্টান্নের পালা শুরু হউক।”

চক্রবর্তী, শৈল ও কমলার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কমলার দুটি চক্ষু চোখের জলের আভাসে এখনো ছলছল করিতেছে! চক্রবর্তী শৈলজার পাশে বসিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। শৈল কহিল, “বাবা, আমি কমলকে বলিতেছিলাম যে, নলিনাক্ষবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার এখন সময় হইয়াছে, তাই লইয়া তোমার এই নির্বোধ হরিদাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।”

কমলা বলিয়া উঠিল, “না দিদি, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি এমন কথা মুখে আনিয়ো না। সে কিছুতেই হইবে না।”

শৈল কহিল, “কী তোমার বুদ্ধি! তুমি চুপ করিয়া থাকো, আর হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষবাবুর বিবাহ হইয়া যাক। বিবাহের পরদিন হইতে আর আজ পর্যন্ত কেবলই তো যত রাজ্যের অঘটন ঘটনার মধ্যে পাক খাইয়া মরিলি, আবার আর-একটা নূতন অনাসৃষ্টির দরকার কী?”

কমলা কহিল, “দিদি, আমার কথা কাহাকেও বলিবার নয়, আমি সব সহিতে পারিব, সে লজ্জা সহিতে পারিব না। আমি যেমন আছি, বেশ আছি, আমার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দাও তবে আমি কোন্ মুখে আর একদণ্ড এ বাড়িতে থাকিব? তবে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া?”

শৈল এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ হইয়া যাইবে ইহা চুপ করিয়া সহ্য করা তাহার পক্ষে বড়ো কঠিন।

চক্রবর্তী কহিলেন, “যে বিবাহের কথা বলিতেছ সেটা ঘটিতেই হইবে, এমন কী কথা আছে!”

শৈল। বল কী বাবা, নলিনাক্ষবাবুর মা যে আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন!

চক্রবর্তী। বিশেষরূপের আশীর্বাদে সে আশীর্বাদ ফাঁসিয়া গেছে। মা কমল, তোমার কোনো ভয় নাই, ধর্ম তোমার সহায় আছেন।

কমলা সব কথা স্পষ্ট না বুঝিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়ামশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি কহিলেন, “সে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে। এ বিবাহে নলিনাক্ষবাবুও রাজি নহেন এবং তাঁহার মার মাথায়ও সুবুদ্ধি আসিয়াছে।”

শৈলজা ভারি খুশি হইয়া কহিল, “বাঁচা গেল বাবা! কাল এই খবরটা শুনিয়া রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই। কিন্তু সে যাই হোক, কমল কি নিজের ঘরে চিরদিন এমনি পরের মতো কাটাইবে? কবে সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে?”

চক্রবর্তী। ব্যস্ত হোস কেন শৈল? যখন ঠিক সময় আসিবে তখন সমস্ত সহজ হইয়া যাইবে।

কমলা কহিল, “এখন যা হইয়াছে এই সহজ, এর চেয়ে সহজ আর-কিছু হইতে পারে না। আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে এর চেয়ে সুখ দিতে গিয়া আবার আমার ভাগ্যকে ফিরাইয়া দিয়ো না খুড়ামশায়! আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না, আমাকে এই ঘরের একটা কোণে ফেলিয়া আমার কথা ভুলিয়া যাও। আমি খুব সুখে আছি।”

বলিতে বলিতে কমলার দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চক্রবর্তী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, “ও কী, মা, কাঁদ কেন? তুমি যাহা বলিতেছ আমি বেশ বুঝিতেছি। তোমার এই শান্তিতে আমরা কি হাত দিতে পারি? বিধাতা আপনি যা ধীরে ধীরে করিতেছেন, আমরা নির্বোধের মতো তার মধ্যে পড়িয়া কি সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিব? কোনো ভয় নাই। আমার এত বয়স হইয়া গেল, আমি কি স্থির হইয়া থাকিতে জানি না?”

এমন-সময় উমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার আকর্গবিস্ফারিত হাস্য লইয়া দাঁড়াইল।

খুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী রে উম্শে, খবর কী?”

উমেশ কহিল, “রমেশবাবু নীচে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।”

কমলার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন; কহিলেন “ভয় নাই মা, আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।”

খুড়া নীচে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া কহিলেন, “আসুন রমেশবাবু, রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সঙ্গে গোটা-দুয়েক কথা কহিব।”

রমেশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, “খুড়ামশায়, আপনি এখানে কোথা হইতে?”

খুড়া কহিলেন, “আপনার জন্য আছি; দেখা হইল, বড়ো ভালোই হইল। আসুন, আর দেরি নয়, কাজের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক!”

বলিয়া রমেশকে রাস্তায় টানিয়া লইয়া কিছুদূর গিয়া কহিলেন, “রমেশবাবু, আপনি এ বাড়িতে কেন আসিয়াছেন?”

রমেশ কহিল, “নলিনাক্ষ ডাক্তারকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে কমলার কথা আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত স্থির করিয়াছি। আমার এক-একবার মনে হয়, হয়তো কমলা বাঁচিয়া আছে।”

খুড়া কহিলেন, “যদি কমলা বাঁচিয়াই থাকে এবং যদি নলিনাক্ষের সঙ্গে তার দেখা হয়, তবে আপনার মুখে নলিনাক্ষ সমস্ত ইতিহাস শুনিলে কি সুবিধা হইবে। তাঁহার বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এ-সব কথা জানিতে পারিলে কমলার পক্ষে কি ভালো হইবে?”

রমেশ কহিল, “সামাজিক হিসাবে কী ফল হইবে জানি না, কিন্তু কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নাই সেটা তো নলিনাক্ষের জানা চাই। কমলার যদি মৃত্যুই হইয়া থাকে, তবে নলিনাক্ষবাবু তাঁহার স্মৃতিকে তো সম্মান করিতে পারিবেন।”

খুড়া কহিলেন, “আপনাদের ও-সব একেলে কথা আমি কিছু বুঝিতে পারি না--কমলা যদি মরিয়াই থাকে তবে তাহার এক রাত্রির স্বামীর কাছে তাহার স্মৃতিটাকে লইয়া টানাটানি করিবার কোনো দরকার দেখি না। ঐ-যে বাড়িটা দেখিতেছেন ঐ বাড়িতে আমার বাসা। কাল সকালে যদি একবার আসিতে পারেন, তবে আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবেন না, এই আমার অনুরোধ।”

রমেশ বলিল, “আচ্ছা।”

খুড়া ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে কহিলেন, “মা, কাল সকালে তোমাকে আমাদের বাড়িতে যাইতে হইবে। সেখানে তুমি নিজে রমেশবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে, এই আমি স্থির করিয়াছি।”

কমলা মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, “আমি নিশ্চয় জানি তাহা না হইলে চলিবে না--একেলে ছেলেদের কর্তব্যবুদ্ধি সেকেলে লোকের কথায় ভোলে না। মা, মন হইতে সংকোচ দূর করিয়া ফেলো--এখন তোমার যেখানে অধিকার অন্য লোককে আর সেখানে পদার্পণ করিতে দিবে না, এ তো তোমারই কাজ। এ সম্বন্ধে আমাদের তো তেমন জোর খাটিবে না।”

কমলা তবু মুখ নিচু করিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, “মা, অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, এখন এই ছোটোখাটো জঞ্জালগুলো শেষবারের মতো ঝাঁটাইয়া ফেলিতে সংকোচ করিয়ো না।”

এমন সময় পদশব্দ শুনিয়া কমলা মুখ তুলিয়াই দেখিল, দ্বারের সম্মুখে নলিনাক্ষ। একেবারে তাহার চোখের উপরেই নলিনাক্ষের দুই চোখ পড়িয়া গেল--অন্যদিন নলিনাক্ষ যেমন তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিয়া যায়, আজ যেন তেমন তাড়া করিল না। যদিও ক্ষণকালমাত্র কমলার দিকে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই ক্ষণকালের দৃষ্টি কমলার মুখ হইতে কী যেন আদায় করিয়া লইল, অন্য দিনের মতো অনধিকারের সংকোচে দেখিবার জিনিসটিকে প্রত্যাখ্যান করিল না। পরমুহূর্তেই শৈলজাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই খুড়া কহিলেন, “নলিনাক্ষবাবু, পালাইবেন না--আপনাকে আমরা

আত্মীয় বলিয়াই জানি। এটি আমার মেয়ে শৈল, এরই মেয়েকে আপনি চিকিৎসা করিয়াছেন।”

শৈল নলিনাক্ষকে নমস্কার করিল এবং নলিনাক্ষ প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার মেয়েটি ভালো আছে?”

শৈল কহিল, “ভালো আছে।”

খুড়া কহিলেন, “আপনাকে যে পেট ভরিয়া দেখিয়া লইব এমন অবসর তো আপনি দেন না--এখন, আসিলেন যদি তো একটু বসুন।”

নলিনাক্ষকে বসাইয়া খুড়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে কমলা কখন সরিয়া পড়িয়াছে। নলিনাক্ষের সেই এক মুহূর্তের দৃষ্টিটি লইয়া সে পুলকিত বিস্ময়ে আপনার ঘরে মনটাকে সংবরণ করিতে গেছে। ইতিমধ্যে ক্ষেমংকরী আসিয়া কহিলেন, “চক্রবর্তীমশায়, কষ্ট করিয়া একবার উঠিতে হইতেছে।”

চক্রবর্তী কহিলেন, “যখনই আপনি কাজে গেলেন তখন হইতেই এটুকু কষ্টের জন্য আমি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম।”

আহার সমাধা হইলে পর বসিবার ঘরে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, “একটু বসুন, আমি আসিতেছি।”

বলিয়া পরক্ষণেই অন্য ঘর হইতে কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে নলিনাক্ষ ও ক্ষেমংকরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শৈলজাও আসিল।

চক্রবর্তী কহিলেন, “নলিনাক্ষবাবু, আপনি আমাদের হরিদাসীকে পর মনে করিয়া সংকোচ করিবেন না--এই দুঃখিনীকে আপনাদেরই ঘরে আমি রাখিয়া যাইতেছি, ইহাকে সম্পূর্ণই আপনাদের করিয়া লইবেন। ইহাকে আর-কিছু দিতে হইবে না, আপনাদের সকলের সেবা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিবেন--আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনাদের কাছে জ্ঞানপূর্বক এ একদিনের জন্যও অপরাধিনী হইবে না।”

কমলা লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, “চক্রবর্তীমশায়, আপনি কিছুই ভাবিবেন না, হরিদাসী আমাদের ঘরের মেয়েই হইল। ওকে আমাদের কোনো কাজ দিবার জন্য আমাদের তরফ হইতে আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করিবার দরকারই হয় নাই। এ বাড়ির রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই না। চাকর-বাকররাও আমাকে আর বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া যে আস্তে আস্তে আমার এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না। আমার গোটাকয়েক চাবি ছিল, সেও কৌশল করিয়া হরিদাসী আত্মসাৎ করিয়াছে--চক্রবর্তীমশায়, আপনার এই ডাকাত মেয়েটির জন্যে আপনি আর কী চান বলুন দেখি! এখন সব চেয়ে বড়ো ডাকাতি হয় যদি আপনি বলেন, এই মেয়েটিকে আমরা লইয়া যাইব।”

চক্রবর্তী কহিলেন, “আমি যেন বলিলাম, কিন্তু মেয়েটি কি নড়িবে? তা মনেও করিবেন না। উহাকে আপনারা এমন ভুলাইয়াছেন যে, আজ আপনারা ছাড়া ও আর পৃথিবীতে কাহাকেও জানে না। দুঃখের জীবনে এতদিন পরে ও আপনাদের কাছেই আজ শান্তি পাইয়াছে--ভগবান ওর সেই শান্তি নির্বিঘ্ন করুন, আপনারা চিরদিন ওর পরে প্রসন্ন থাকুন, উহাকে সেই আশীর্বাদ করি।”

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ কিছু না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চক্রবর্তীর কথা শুনিতেছিল; যখন সকলে বিদায় লইয়া গেলেন তখন ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ

করিল। তখন শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রঞ্জিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্তবর্ণের আভা নলিনাক্ষের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে যেন রাঙাইয়া তুলিল।

আজ সকালে নলিনাক্ষের এক হিন্দুস্থানি বন্ধুর কাছ হইতে এক টুকরি গোলাপ আসিয়াছিল। ঘর সাজাইবার জন্য সেই গোলাপের টুকরি ক্ষেমংকরী কমলার হাতে দিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের শয়নঘরের প্রান্তে একটি ফুলদানি হইতে সেই গোলাপের গন্ধ তাহার মস্তিস্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই নিস্তন্ধ ঘরের বাতায়নের আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন যেন উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন তাহার বিশ্বে চারি দিকে সংঘমের শান্তি, জ্ঞানের গম্ভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানা সুরের নহবত বাজিয়া উঠিল কোথা হইতে--কোন অদৃশ্য নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নূপুরঝংকারে আজ আকাশতল এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

নলিনাক্ষ জানলা হইতে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিছানার শিয়রের কাছে কুলুঙ্গির উপরে গোলাপফুলগুলি সাজানো রহিয়াছে। এই ফুলগুলি জানি না কাহার চোখের মতো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিঃশব্দ আঅনিবেদনের মতো তাহার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ ইহার মধ্যে একটি ফুল তুলিয়া লইল--সেটি কাঁচা সোনার রঙের হলদে গোলাপ, পাপড়িগুলি খোলে নাই, কিন্তু গন্ধ লুকাইতে পারিতেছে না। সেই গোলাপটি হাতে লইতেই যেন সে কাহার আঙুলের মতো তাহার আঙুলকে স্পর্শ করিল, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে রিমিমি করিয়া বাজাইয়া তুলিল। নলিনাক্ষ সেই স্নিগ্ধকোমল ফুলটিকে নিজের মুখের উপরে, চোখের পল্লবের উপরে বুলাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাশ হইতে অস্তসূর্যের আভা মিলাইয়া আসিল। নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার তাহার বিছানার কাছে গিয়া শয্যার আচ্ছাদনটি তুলিয়া ফেলিল এবং মাথার বালিশের উপর সেই গোলাপফুলটি রাখিল। রাখিয়া উঠিয়া আসিবে, এমন সময় খাটের ও পাশে মেঝের উপরে ও কে অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল! হয় রে কমলা, লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। সে আজ কুলুঙ্গিতে গোলাপ সাজাইয়া স্বহস্তে নলিনাক্ষের বিছানা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নলিনাক্ষের পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ও পাশে গিয়া লুকাইয়াছিল--এখন পালানোও অসম্ভব, লুকানোও কঠিন। তাহার রাশীকৃত-লজ্জা-সমেত এই ধূলির উপরে সে এমন একান্তভাবে ধরা পড়িয়া গেল।

নলিনাক্ষ এই লজ্জিতাকে মুক্তি দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। দরজা পর্যন্ত গিয়া একবার দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কী ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, “তুমি ওঠো, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই।”

পরদিন সকালেই কমলা খুড়ামশায়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। যখন নির্জনে একটু অবকাশ পাইল অমনি সে শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিল ; শৈল কমলার চিবুক ধরিয়া কহিল, “কী বোন, এত খুশি কিসের ?”

কমলা কহিল, “আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যেন আমার জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে।”

শৈল। বল্-না, সব কথা বল্-না আমাকে। এই তো কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ছিলাম, তার পরে তোর হইল কী ?

কমলা। এমন কিছুই হয় নাই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাকে পাইয়াছি, ঠাকুর যেন আমার 'পরে সদয় হইয়াছেন।

শৈল। তাই হোক বোন, কিন্তু আমার কাছে কিছু লুকোস নে।

কমলা। আমার লুকাইবার কিছুই নাই দিদি, কী যে বলিবার আছে, তাও খুঁজিয়া পাই না। রাত পোহাইতেই সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার জীবনটা সার্থক--আমার সমস্ত দিনটা এমন মিষ্ট, আমার সমস্ত কাজ এমন হালকা হইয়া গেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাই না--কেবল ভয় হয় পাছে এটুকু নষ্ট হয়--আমি যে প্রতিদিন এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারিব, আমার ভাগ্য যে এত প্রসন্ন হইবে, তাহা আমি মনে করিতেই পারি না।

শৈল। আমি তোকে বলিতেছি বোন, তোর ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না, তোর যাহা পাওনা আছে তার সমস্তই শোধ হইবে।

কমলা। না না দিদি, ও কথা বলিয়ো না--আমার সমস্ত শোধ হইয়াছে, আমি বিধাতাকে কোনো দোষ দিই না, আমার কোনো অভাব নাই।

এমন সময় খুড়া আসিয়া কহিলেন, “মা, তোমাকে তো একবার বাহিরে আসিতে হইতেছে, রমেশবাবু আসিয়াছেন।”

খুড়া এতক্ষণ রমেশের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলেন। রমেশকে বলিতেছিলেন “আপনার সঙ্গে কমলার কী সম্বন্ধ, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, আপনার জীবন এখন পরিস্কার হইয়া গেছে, এখন আপনি কমলার সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন। কমলা সম্বন্ধে যদি কোনো গ্রন্থি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে তবে বিধাতার উপর সে ভার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।”

রমেশ ইহার উত্তরে কহিতেছিল, “কমলা সম্বন্ধে সকল কথা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনাক্ষের কাছে সকল ঘটনা না জানাইয়া আমার নিষ্কৃতি হইতেই পারে না। এ পৃথিবীতে কমলার কথা তুলিবার সমস্ত প্রয়োজন হয়তো শেষ হইয়া গেছে, হয়তো শেষ হয় নাই--যদি না হইয়া থাকে তবে আমার যেটুকু বক্তব্য সেটুকু সারিয়া ছুটি পাইতে চাই।”

খুড়া কহিলেন, “আচ্ছা, আপনি একটুখানি বসুন, আমি আসিতেছি।”

রমেশ ঘুরিয়া বসিয়া জানলা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে লোকপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিল ; কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দে সতর্ক হইয়া দেখিল, একটি রমণী ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। যখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল তখন রমেশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না ; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “কমলা !” কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন, “রমেশবাবু, কমলার সমুদয় দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করিয়া ঈশ্বর তাহার চারি দিক হইতে সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাকে পরম সংকটের সময় যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তাহার জন্য যে বিষম দুঃখ আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে।”

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সবলে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “তুমি সুখী হও কমলা--আমি না জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে যা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিয়ো।”

কমলা ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না, দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “যদি কাহাকেও কিছু বলিবার জন্য, কোনো বাধা দূর করিবার জন্য, আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে তো বলো।”

কমলা জোড়হাত করিয়া কহিল, “আমার কথা কাহারো কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।”

রমেশ কহিল, “অনেক দিন তোমার কথা কাহারো কাছে বলি নাই, খুব গোলমালে পড়িলেও চুপ করিয়া কাটাইয়াছি। অল্পদিন হইল, যখন মনে করিয়াছিলাম তোমার কথা বলিলে তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না, তখনই কেবল একটি পরিবারের কাছে তোমার কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতেও বোধ হয় তোমার অনিষ্ট না হইয়া ভালোই হইতে পারে। খুড়ামশায় বোধ হয় খবর পাইয়া থাকিবেন--অন্নদাবাবু, যাঁহার মেয়ের সঙ্গে--”

খুড়া কহিলেন, “হেমনলিনী, জানি বৈকি। তাঁহারা সব শুনিয়াছেন ?”

রমেশ কহিল, “হাঁ। তাঁহাদের কাছে আর কিছু বলা যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে আমি যাইতে পারি--কিন্তু আমার আর ইচ্ছা নাই--আমার অনেক সময় গেছে এবং আরো আমার অনেক গেছে, এখন আমি মুক্তি চাই--হাত-নাগাদ সমস্ত দেনা-পাওনা শোধ করিয়া দিয়া এখন বাহির হইতে পারিলে বাঁচি !”

খুড়া রমেশের হাত ধরিয়া সস্মনহকণ্ঠে কহিলেন, “না রমেশবাবু, আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আপনাকে অনেক বহন করিতে হইয়াছে, এখন ভারমুক্ত হইয়া নিজেকে স্বাধীনভাবে চালনা করুন, সুখী হউন, সার্থক হউন, এই আমার আশীর্বাদ !”

যাইবার সময় রমেশ কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, “আমি তবে চলিলাম।”

কমলা কোনো কথা না কহিয়া আর-একবার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া রমেশকে প্রণাম করিল।

রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, ‘কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালোই হইল ; দেখা না হইলে এ পালাটা ভালো করিয়া শেষ হইত না। যদিও ঠিক জানিলাম না, কমলা কী জানিয়া কী বুঝিয়া সে রাত্রে হঠাৎ গাজিপুরের বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া, এখন

তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম--আমার আর পিছনে ফিরিয়া
তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।

কমলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল--অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর কাছে বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এই-যে হরিদাসী, তোমার বন্ধুকে তোমার ঘরে লইয়া যাও বাছা ! আমি অন্নদাবাবুকে চা খাওয়াইতেছি।”

কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমনলিনী কমলার গলা ধরিয়া কহিল, “কমলা !”

কমলা খুব বেশি বিস্মিত না হইয়া কহিল, “তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমার নাম কমলা।”

হেমনলিনী কহিল, “একজনের কাছে আমি তোমার জীবনের ঘটনা সব শুনিয়াছি। যেমনি শুনিলাম অমনি তখনই আমার মনে সন্দেহ রহিল না তুমিই কমলা। কেন যে, তা বলিতে পারি না।”

কমলা কহিল, “ভাই, আমার নাম যে কেহ জানে সে আমার ইচ্ছা নয়। আমার নিজের নামে একেবারে ধিক্কার জন্মিয়া গেছে।”

হেমনলিনী কহিল, “কিন্তু ঐ নামের জোরেই তো তোমাকে তোমার অধিকার পাইতে হইবে।”

কমলা মাথা নাড়িয়া কহিল, “ও আমি বুঝি না। আমার জোর কিছুই নাই, আমার অধিকার কিছুই নাই, আমি জোর খাটাইতেই চাই না।”

হেমনলিনী কহিল, “কিন্তু তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া। তোমার ভালোমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না ? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে ?”

হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল--সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্তে আন্তে কমলা মেজের মাদুরের 'পরে বসিয়া পড়িল ; কহিল, “ভগবান তো জানেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন ? যে পাপ আমার নয় তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন ? আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব ?”

হেমনলিনী কমলার হাত ধরিয়া কহিল, “শাস্তি নয় ভাই, তোমার মুক্তি হইবে। যতদিন তুমি তোমার স্বামীর কাছে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ ততদিন তুমি আপনাকে একটা মিথ্যার বন্ধনে জড়িত করিতেছ--তাহা তেজের সহিত ছিঁড়িয়া ফেলো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেনই।”

কমলা কহিল, “আবার পাছে সব হারাই এই ভয় যখন মনে আসে তখন সব বল চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যা বলিতেছি আমি তা বুঝিয়াছি--অদৃষ্টে যা থাকে তা হোক, কিন্তু তাঁর কাছে আপনাকে লুকানো আর চলিবে না, তিনি আমার সবই জানিবেন।”

এই বলিতে বলিতে সে আপনার দুই হাত দৃঢ়বলে বন্ধ করিল।

হেমনলিনী সক্রোধচিন্তে কহিল, “তুমি কি চাও আর-কেহ তোমার কথা তাঁহাকে জানায় ?”

কমলা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না না, আর-কাহারো মুখ হইতে তিনি শুনিবেন না--আমার কথা আমিই তাঁহাকে বলিব--আমি বলিতে পারিব।”

হেমনলিনী কহিল, “সেই কথাই ভালো। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না, জানি না।

আমরা এখন হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইবে?”

হেমনলিনী কহিল, “কলিকাতায়। তোমাদের সকালে কাজকর্ম আছে, আমরা আর দেরি করিব না। আমি তবে আসি ভাই! বোনকে মনে রাখিয়ো।”

কমলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “আমাকে চিঠি লিখিবে না?”

হেমনলিনী কহিল, “আচ্ছা, লিখব।”

কমলা কহিল, “কখন কী করিতে হইবে, আমাকে তুমি উপদেশ দিয়া লিখিয়ো--আমি জানি তোমার চিঠি পাইলে আমি বল পাইব।”

হেমনলিনী একটু হাসিয়া কহিল, “আমার চেয়ে ভালো উপদেশ দিবার লোক তুমি পাইবে, সেজন্য কিছুই ভাবিয়ো না।”

আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড়োই একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কী-একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন-একটা দূরত্ব আছে--তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তরতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কী রাখিয়া গেল যাহা বিলীয়মান গোধূলির মতো অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

গৃহকর্মের অবকাশকালে আজ সমস্ত দিন কেবল হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শান্ত-সকরণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত দিতে লাগিল। কমলা হেমনলিনীর জীবনের আর-কোনো ঘটনা জানিত না--কেবল জানিত, নলিনাক্ষের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া গেছে। হেমনলিনী তাহাদের বাগান হইতে আজ এক সাজি ফুল আনিয়া দিয়াছিল। বৈকালে গা ধুইয়া আসিয়া কমলা সেই ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মাঝে একবার ক্ষেমংকরী আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “আহা মা, আজ হেম যখন আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আমার মনের মধ্যে যে কী করিতে লাগিল বলিতে পারি না। যে যাই বলুক, হেম মেয়েটি বড়ো ভালো। আমার এখন কেবলই মনে হইতেছে, উহাকে যদি আমাদের বউ করিতাম তো বড়ো সুখের হইত। আর-একটু হইলেই তো হইয়া যাইত, কিন্তু আমার ছেলোটিকে তো পারিবার জো নাই--ও যে কী ভাবিয়া বাঁকিয়া বসিল তা সে ওই জানে।”

শেষকালে তিনিও যে এই বিবাহের প্রস্তাবে বিমুখ হইয়াছিলেন সে কথা ক্ষেমংকরী আর মনের মধ্যে আমল দিতে চান না।

বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিয়া ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, “ও নলিন, শুনে যা।”

কমলা তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে ফুল ও মালা ঢাকিয়া ফেলিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিলে ক্ষেমংকরী কহিলেন, “হেমরা যে আজ চলিয়া গেল। তোর সঙ্গে কি দেখা হয় নাই?”

নলিন কহিল, “হাঁ, আমি যে তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “যাই বলিস বাপু, হেমের মতো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।”

যেন নলিনাক্ষ এ সম্বন্ধে বরাবর তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াই আসিয়াছে। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া

একটুখানি হাসিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “হাসলি যে বড়ো! আমি তোর সঙ্গে হেমের সম্বন্ধ করিলাম, আশীর্বাদ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম, আর তুই যে জেদ করিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিলি, এখন তোর মনে কি একটু অনুতাপ হইতেছে না?”

নলিনাক্ষ একবার চকিতের মতো কমলার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; দেখিল কমলা উৎসুকনেত্রে তাহার দিক তাকাইয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র কমলা লজ্জায় মাটি হইয়া চোখ নিচু করিল।

নলিনাক্ষ কহিল, “মা, তোমার ছেলে কি এমনি সৎপাত্র যে, তুমি সম্বন্ধ করিলেই হইল? আমার মতো নীরস গভীর লোককে সহজে কি কারো পছন্দ হইতে পারে।”

এই কথায় কমলার চোখ আপনি আবার উপরে উঠিল, উঠিবামাত্র দেখিল নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরেই পড়িয়াছে--এবার কমলার মনে হইতে লাগিল ‘ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি।’

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “যা যা, আর বকিস নে, তোর কথা শুনিলে আমার রাগ ধরে।”

এই সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে পর কমলা হেমনলিনীর সব ক’টি ফুল লইয়া একটি বড়ো মালা গাঁথিল। ফুলের সাজির উপরে সেই মালাটি লইয়া জলের ছিটা দিয়া সেটি নলিনাক্ষের উপাসনা-ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ বিদায় হইয়া যাইবার দিনে এইজন্যই হেমনলিনী সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়াছিল--মনে করিয়া তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

তাহার পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে নলিনাক্ষের সেই দৃষ্টিপাত কমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ কমলাকে কী মনে করিতেছে? কমলার মনের কথা যেন নলিনাক্ষের কাছে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা পূর্বে যখন নলিনাক্ষের সম্মুখে বাহির হইত না, তখন সে একরকম ছিল ভালো। এখন প্রতিদিন কমলা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। আপনাকে গোপন করিয়া রাখিবার এই তো শাস্তি! কমলা ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ মনে মনে বলিতেছেন, ‘এই হরিদাসী মেয়েটিকে মা কোথা হইতে আনিলেন, এমন নির্লজ্জ তো দেখি নাই!’ নলিনাক্ষ যদি এক মুহূর্তও এমন কথা মনে করে তবে তো সে অসহ্য।

কমলা রাগে বিছানায় শুইয়া মনে মনে খুব জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ‘যেমন করিয়া হউক, কালই আপনার পরিচয় দিতে হইবে, তাহার পরে যাহা হয় তাহা হউক।’

পরদিন কমলা প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নানের পর প্রতিদিন সে একটি ছোটো ঘটিতে গঙ্গাজল আনিয়া নলিনাক্ষের উপাসনা-ঘরটি ধুইয়া মার্জনা করিয়া তবে অন্য কাজে মন দিত। আজও সে তার দিবসের প্রথম কাজটি সারিতে গিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ আজ সকাল-সকাল তাহার উপাসনা-ঘরে প্রবেশ করিয়াছে--এমন তো কোনোদিন হয় নাই। কমলা তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কাজের একটা ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। খানিকটা দূরে গিয়া সে হঠাৎ থামিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কী-একটা ভাবিল। তার পরে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া উপাসনা-ঘরের দ্বারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে কিসে আবিষ্ট করিয়া ধরিল তাহা সে জানে না; সমস্ত জগৎ তাহার কাছে ছায়ার মতো হইয়া আসিল, সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল তাহা তাহার বোধ রহিল না। হঠাৎ এক

সময় দেখিল, নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা মুহূর্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনই ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া একেবারে নলিনাক্ষের পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল--তাহার সদ্যস্নানে আর্দ্র চুলগুলি নলিনের পা ঢাকিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে--সে যেন দেখিতেই পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে--তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, “আমি কমলা।”

এই কথাটি বলিবার পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, তাহার একগ্রহ চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল। তখন তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; মাথা নত হইয়া গেল; সেখান হইতে নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল; সে তাহার সমস্ত বল, সমস্ত পণ ‘আমি কমলা’ এই একটি কথায় নলিনাক্ষের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে--নিজের কাছে নিজের লজ্জা রক্ষা করিবার কোনো উপায় সে আর হাতে রাখে নাই, এখন সমস্তই নলিনাক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর। নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, “আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এসো, আমার ঘরে এসো।”

উপাসনা-ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, “এসো, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।”

দুই জনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেতপাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুই জনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া আর-একবার নলিনাক্ষের পায়ের ধুলা লইয়া যখন কমলা দাঁড়াইল তখন তাহার দুঃসহ লজ্জা আর তাহাকে পীড়ন করিল না। হর্বের উল্লাস নহে কিন্তু একটি বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার অস্তিত্বকে প্রভাতের অকুণ্ঠিত উদারনির্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটি গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরের পূজা সমস্ত বিশুকে ধূপের পুণ্য গন্ধে বেষ্টিত করিল। দেখিতে দেখিতে কখন অজ্ঞাতসারে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তাহার দুই কপোল দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, আর থামিতে চাহিল না, তাহার অনাথ জীবনের সমস্ত দুঃখের মেঘ আজ আনন্দের জলে ঝরিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ তাহাকে আর-কোনো কথা না বলিয়া একবার কেবল দক্ষিণ হস্তে তাহার ললাট হইতে সিক্ত কেশ সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে চালিয়া গেল।

কমলা তাহার পূজা এখনো শেষ করিতে পারিল না--তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ধারা এখনো সে ঢালিতে চায়, তাই সে নলিনাক্ষের শোবার ঘরে গিয়া আপনার গলার মালা দিয়া সেই খড়ম-জোড়াকে জড়াইল এবং তাহা আপনার মাথায় ঠেকাইয়া যত্নপূর্বক যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল।

তার পরে সমস্ত দিন তাহার গৃহকর্ম যেন দেবসেবার মতো মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেক কর্মই যেন আকাশে এক-একটি আনন্দের তরঙ্গের মতো উঠিল পড়িল। ক্ষেত্রকরী তাহাকে কহিলেন, “মা, তুমি করিতেছ কী? এক দিনে সমস্ত বাড়িটাকে ধুইয়া মাজিয়া মুছিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিবে না কি?”

বৈকালের অবকাশের সময় আজ আর সেলাই না করিয়া কমলা তাহার ঘরের মেজের উপরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় নলিনাক্ষ একটি টুকরিতে গুটিকয়েক স্থলপদ্ম লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ; করিল, “কমলা, এই ফুল-ক’টি তুমি জল দিয়া তাজা করিয়া রাখো, আজ সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে যাইব।”

কমলা মুখ নত করিয়া করিল, “কিন্তু আমার সব কথা তো শোন নাই।”

নলিনাক্ষ করিল, “তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব জানি।”

কমলা দক্ষিণ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া করিল, “মা কি--”

বলিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না।

নলিনাক্ষ তাহার মুখ হইতে হাত নামাইয়া ধরিয়া করিল, “মা তাহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রজাপতির নির্বন্ধ

১৯০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমারের শশুর হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল। মেয়েদের তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। লোকে আপত্তি করিলে বলিতেন, আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে তো চিরকালই এইরূপ প্রথা।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা জগন্নারিণীর ইচ্ছা, লেখাপড়া বন্ধ করিয়া মেয়েগুলির বিবাহ দিয়া নিশ্চিত হন। কিন্তু তিনি টিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ইচ্ছা যাহা হয় তাহার উপায় অনুেষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। সময় যতই অতীত হইতে থাকে আর পাঁচজনের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন।

জামাতা অক্ষয়কুমার পুরা নব্য। শ্যালীগুলিকে তিনি পাস করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মস্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড়োরকমের কাজ করেন, গরমের সময় তাঁহাকে সিমলা পাহাড়ে আপিস করিতে হয়। অনেক রাজঘরের দূত, বড়ো সাহেবের সহিত বোঝাপড়া করাইয়া দিবার জন্য বিপদে-আপদে তাঁহার হাতে-পায়ে আসিয়া ধরে। এই-সকল নানা কারণে শশুরবাড়িতে তাঁহার পসার বেশি। বিধবা শাশুড়ি তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয় মাস শাশুড়ির পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শশুরগৃহেই যাপন করেন। সেই কয় মাস তাঁহার শ্যালী-সমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।

সেইরূপ কলিকাতা-বাসের সময় একদা শশুরবাড়িতে স্ত্রী পুরবালার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের নিম্নলিখিত মতো কথাবার্তা হয়--

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে ! এতদিনে এক-একটির তিনটি-চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে ! ওরা আমার বোন কিনা--

অক্ষয়। মানব-চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না-- এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা সামান্য একটু রাগের মতো ভাব করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, “দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।”

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর-একটা !

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয় যাত্রার অধিকারীর মতো হাত নাড়িয়া বলিল, “সখী, তবে খুলে বলো !”

বলিয়া ঝাঁঝিটে গান ধরিল--

কী জানি কী ভেবেছ মনে,

খুলে বলো ললনে !

কী কথা হয় ভেসে যায়

ওই ছলছল নয়নে !

এইখানে বলা আবশ্যিক, অক্ষয়কুমার বোঁকের মাথায় দুটো-চারটে লাইন গান মুখে মুখে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনোই কোনো গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, “তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা, কিন্তু গানগুলো শেষ কর না কেন?” অক্ষয় ফস করিয়া তান ধরিয়া তাহার জবাব দিতেন--

সখা শেষ করা কি ভালো ?

তেল ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেব আলো !

এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলে, অক্ষয়কে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না।

পুরবালাও ত্যক্ত হইয়া বলিলেন, “ওস্তাদজি, খামো ! আমার প্রস্তাব এই যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে-- যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে !”

অক্ষয়। গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ্ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে।

আবার গান--

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও !

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না ! আচ্ছা, যা বল তাই শুনব ! খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব ! তোমার সামনে কোনোরকমের বেয়াদবি করব না ! তা, কী কথা হচ্ছিল ! শ্যালীদের বিবাহ ! উত্তম প্রস্তাব !

পুরবালা গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া কহিল, “দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনো তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি !”

অক্ষয় দুর্লক্ষণ দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা করো না। আমার শ্যালীপতির গোকুলে বাড়ছেন।”

পুরবালা। গোকুলটি কোথায় ?

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভরতি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পুরবালা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, “প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই !”

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন ? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝাঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে-- প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন-- দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন-- এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ঐ সভার সভাপতি

ছিলুম !

আনন্দিতা পুরবালা বিজয়গর্বে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কিরকম দশাটা হয়েছিল !”

অক্ষয়। সে আর কী বলব ! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে, মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোলোশো গোপিনী যদি-বা সম্প্রতি দুস্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষটি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই-- ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর কি !

পুরবালা। চৌষটি হাজারের শখ মিটল ?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না ! জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি মা কালী দয়া করেছেন বটে ! এই বলিয়া পুরবালার চিবুক ধরিয়া মুখটি একটুখানি তুলিয়া সকৌতুকে স্নিগ্ধ প্রেমে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পুরবালা কৃত্রিম কলহে মুখ সরাইয়া লইয়া কহিলেন, “তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন !”

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ !

পুরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল ?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা ? গা ছুঁয়ে বলছি ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস !

এমন সময় শৈলবালার প্রবেশ। ইনি মেজো বোন। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বিধবা। চুলগুলি ছোটো করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মতো দেখিতে। সংস্কৃত ভাষায় অনার দিয়া বি. এ. পাস করিবার জন্য উৎসুক।

শৈল আসিয়া বলিল, “মুখুজ্যেমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।”

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী ?

শৈল। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস্‌রে ! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক ! প্লেগের মতো ! এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যাকে আক্রমণ ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে। বলিয়া কালাংড়ায় গান ধরিয়া দিলেন--

বড়ো থাকি কাছাকাছি

তাই ভয়ে ভয়ে আছি।

নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না বাঁচি।

শৈল। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল ?

অক্ষয়। কী করব ভাই ! রোশনটোকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী, শুভকর্ম ! দুই শ্যালীর উদ্বাহবন্ধন ! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন ?

শৈল। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে আকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা নিজের স্বামীটি লইয়া সুখী, এবং তাহার বিশ্বাস যেমন করিয়া হোক স্ত্রীলোকের একটা বিবাহ হইয়া গেলেই সুখের দশা। সে মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, “তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।”

ঢিলা লোকেদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ একদা অসময়ে তাহারা মন স্থির করে, তখন ভালোমন্দ বিচার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া একদমে পূর্বকার সুদীর্ঘ শৈথিল্য সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।

তখন কিছুতেই তাহাদের আর এক মুহূর্ত সবুর নয় না। কত্রী ঠাকুরানীর সেইরূপ অবস্থা। তিনি আসিয়া বলিলেন, “বাবা অক্ষয়!”

অক্ষয়। কী মা!

জগৎ। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে!

ইহার মধ্যে এইটুকু আভাস ছিল যে, তাঁহার মেয়েদের সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য অক্ষয়ই দায়ী।

শৈল কহিল, “মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা!”

জগৎ। ঐ তো! তাদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী?

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা-না-একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই-- হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিন্দিরিয়া। দেখো না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তিনি স্বামীটিকে এবং পৈঁচাটিকে নিয়েই আছেন-- আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়!

জগৎ। তা যা বল বাবা, আসছে, বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই!

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল-সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

শুনিয়া অক্ষয় তাহাকে জনান্তিকে বলিয়া লইল, “তা তো বটেই! বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ, তখন সকাল-সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই!”

পুরবালা। আঃ কী বকছ! মা শুনতে পাবেন।

জগৎ। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন, তা চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে।

আনন্দে উৎসাহে মার সঙ্গে পুরবালা ভাঙুর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে শৈলের তখন গোপন কমিটি বসিল। এই শ্যালী-ভাগিনীপতি দুটি পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈলের স্বভাবটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যাটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মতো দেখিতেন-- স্নেহের সহিত সৌহার্দ্য মিশ্রিত। তাহাকে শ্যালীর মতো ঠাট্টা করিতেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বন্ধুর মতো একটি সহজ শ্রদ্ধা ছিল।

শৈল কহিল, “আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্যে মশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার। আমাদের নেপ আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো ঠেত্রমাস যেতে-না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।”

অক্ষয়। কিন্তু তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া রহিল; তার পরে হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখুজ্যে মশায়।”

অক্ষয়। আর একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈল। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেকে

আমি দেখে নেব।

অক্ষয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, “আহা, কী আপসোস যে, তোমার দিদিকে বিয়ে করে সভ্য নাম একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়েছি, নইলে দলবলে আমি সুদ্ধ তোমার জালে জড়িয়ে চক্ষু বুজে মরে পড়ে থাকতুম। এমন সুখের ফাঁড়াও কাটে। সখী, তবে মনোযোগ দিয়ে শোনো (সিন্ধুভৈরবীতে গান)--

ওগো হৃদয়-বনের শিকারি !

মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি ;

সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন মরে আছে,

নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী।”

শৈল কহিল, “ছি মুখুজ্যেমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ঐ-সব নয়ন-বাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে? যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।”

ইতিমধ্যে দুই বোন নৃপবালা, নীরবালা-- যোড়শী এবং চতুর্দশী প্রবেশ করিল। নৃপ শাস্ত স্নিগ্ধ, নীরু তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।

নীরু আসিয়াই শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মেজদিদি ভাই, আজ কারা আসবে বলো তো?”

নৃপবালা। মুখুজ্যেমশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে? জলখাবারের আয়োজন হচ্ছে কেন?

অক্ষয়। ঐ তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে-- পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী করে ঘটে সে-সমস্ত লাখ দু-লাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রের গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়ছে সেটা অনুমান করতেও পারলে না!

নীরবালা। বুঝেছি ভাই মেজদিদি!-- বলিয়া নৃপের পিঠে একটা চাপড় মারিল এবং তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া অল্প একটু গলা নামাইয়া কহিল, “তোমার বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচছিল।”

নৃপ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, “তোমার বাঁ চোখ নাচলে আমার বর আসবে কেন?”

নীরু কহিল, “তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা নাহয় তোমার বরের জন্যে নেচে নিলে তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, জলখাবার তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, মেজদিদি কি স্বয়ম্বর হবেন না কি?”

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরবালা। আহা মুখুজ্যেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে! তোমাকে কী বকশিশ দেব। এই নাও আমার গলার হার, আমার দু-হাতের বালা।

শৈল ব্যস্ত হইয়া বলিল, “আঃ ছিঃ, হাত খালি করিস নে।”

নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্যেমশায়।

নৃপবালা। আঃ কী বর-বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি!

অক্ষয়। ওকে ঐজন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন তবু তৃপ্তি নেই?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো লোভ আরো বেড়ে গেছে।

নৃপ তাহার ছোটো বোনকে সংযত করা অসাধ্য দেখিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। নীরু চলিতে চলিতে দ্বারের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “এলে খবর দিয়ো মুখুজ্যেমশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখছ তো সেজদিদি কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।”

সহাস্য সন্মেনহে দুই বোনকে নিরীক্ষণ করিয়া শৈল কহিল, “মুখুজ্যেমশায়, আমি ঠাট্টা করছি নে-- আমি চিরকুমার-সভার সভ্য হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই?”

অক্ষয়। না, আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈল। তা হলে রসিকদাদাকে ধরতে হচ্ছে। তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার ব্রত রক্ষা করেছেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়োবয়সে ব্রতটি খোওয়াবেন। ইলিশ মাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায়-- প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ।

এমন সময়, সম্মুখের মাথায় টাক, পাকা গৌঁফ, গৌঁবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, রসিকদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয় তাঁহাকে তাড়া করিয়া গেল; কহিল, “ওরে পাষাণ্ড, ভণ্ড, অকালকুমাণ্ড!”

রসিক প্রসারিত দুই হস্তে তাহাকে সম্বরণ করিয়া কহিলেন, “কেন হে, মত্তমন্তর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জ-অঞ্জনবর্ণ!”

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালীপুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও?

শৈল। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কী লাভ?

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না, কী করি! বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়ছে, বড়োমা আমারই দোষ দেন কেন? বলেন, দু-বেলা বসে বসে কেবল খাচ্ছ, মেয়েদের জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না! আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে-- না তোর বোনদের বয়স কমতে থাকবে? এ দিকে যে দুটির বর জুটছে না তাঁরা তো দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন। শৈল ভাই, কুমারসম্ভব পড়েছিস, মনে আছে তো?--

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা

পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং

বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।।

তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু নাৎনীদের বর জুটছে না বলে আমি বুড়োমানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়োমার এ কী বিচার! আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো?-- তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং--

শৈল। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগছে না।

রসিক। তা হলে তো অত্যন্ত দুঃসময় বলতে হবে।

শৈল। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা, রাজি আছি ভাই। যেরকম পরামর্শ চাও, তাই দেব। যদি ‘হাঁ’ বলাতে চাও ‘হাঁ’ বলব,

‘না’ বলাতে চাও ‘না’ বলব। আমার ঐ গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ, তার মধ্যে তোমার এই টাক একটি। রসিক। আর একটি হচ্ছে-- যাবৎ কিঞ্চিৎ ভাষতে। তা, আমি বাইরের লোকের কাছে বেশি কথা কই নে--

শৈল। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও।

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈল। ধরা যদি পড়ে থাক তো চলো-- যা বলি তাই করতে হবে।

বলিয়া পরামর্শের জন্য শৈল তাঁহাকে অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া চলিল।

অক্ষয় বলিতে লাগিল, “অ্যা, শৈল! এই বুঝি! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী। আমাকে ফাঁকি!”

শৈল যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসিয়া কহিল, “তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্যেমশায়? পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।”

অক্ষয় বলিল, “তবে রাজমন্ত্রী-পদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।” বলিয়া শূন্য ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে খাম্বাজে গান ধরিলেন--

আমি কেবল ফুল জোগাব

তোমার দুটি রাঙা হাতে,

বুদ্ধি আমার খেলে নাকো

পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

বাড়ির কর্তা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তিনি রসিককে খুড়া বলিতেন। রসিক দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বাড়ির সুখদুঃখে সম্পূর্ণ জড়িত হইয়া ছিলেন। গিনি অগোছালো থাকাতে কর্তার অবর্তমানে তাঁহার কিছু অযত্ন-অসুবিধা হইতেছিল এবং জগত্তারিণীর অসংগত ফরমাশ খাটিয়া তাঁহার অবকাশের অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই-সমস্ত অভাব-অসুবিধা পূরণ করিবার লোক ছিল শৈল। শৈল থাকাতেই মাঝে মাঝে ব্যামোর সময় তাঁহার পথ্য এবং সেবার ত্রুটি হইতে পারে নাই; এবং তাহারই সহকারিতায় তাঁহার সংস্কৃতসাহিত্যের চর্চা পুরাদমেই চলিয়াছিল।

রসিকদা শৈলবালার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা হাঁ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিতে লাগিলেন, তাহার পর রাজি হইয়া গেলেন। কহিলেন, “ভগবান হরি নারী-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু মা যদি টের পান?”

শৈল। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয়, সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈল। আচ্ছা সে আমি চালিয়ে নেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভাপতি ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। হাল সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল। চিরকৌমার্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয় আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্টো। আমাদের ব্রত কঠিন বলেই রসের দরকার বেশি। রক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না? চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই বলেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে?

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমারসভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আলাগা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে না কি?

বিপিন। হয়েছে বৈকি, তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে। ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমারসভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী! তা হলে তো শিলা জলে ভাসল!

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে! তাকে আর- কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে। আমার যথাবুদ্ধি তার ইতিহাসটুকু সংকলন করেছি।

শ্রীশ। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শুনি।

বিপিন। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল-সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়েছিলাম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জ্বলে দিয়ে গেছে-- পূর্ণ বইয়ের পাত ওলটাচ্ছে, এমন সময়-- কী আর বলব ভাই, সে বন্ধিমবাবুর নভেল বিশেষ-- একটি কন্যা পিঠে বেণী দুলিয়ে--

শ্রীশ। বল কী হে বিপিন!

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার আর-এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ । বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বুঝি ?

বিপিন । দিব্যি দেখতে । হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল ।

শ্রীশ । আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি ! মেয়েটি কে হে !

বিপিন । আমাদের সভাপতির ভাগ্নী, নাম নির্মলা ।

শ্রীশ । কুমারী ?

বিপিন । কুমারী বৈকি । তার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমারসভায় নাম লিখিয়েছে ।

শ্রীশ । পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি করবার মতলব ?

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন । কী মশায়, আপনি কে ?

উক্ত ব্যক্তি । আঞ্জে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম রামকমল ন্যায়াচুঞ্চু, নিবাস--

শ্রীশ । আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই । এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে--

বনমালী । কাজ কিছুই নয় । আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়--

শ্রীশ । কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে । এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু--

বনমালী । তবে কাজের কথাটা সেরে নিই ।

শ্রীশ । সেই ভালো ।

বনমালী । কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরি মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে-- তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে--

শ্রীশ । হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী !

বনমালী । সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে । সে আর শক্ত কী । আমি সমস্তই ঠিক করে দেব ।

বিপিন । আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন ।

বনমালী । অপাত্র ! বিলক্ষণ ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায় । আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হলেম ।

শ্রীশ । এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এই বেলা সেরে পড়ুন । বিনয়গুণে অধিক টান সয় না ।

বনমালী । কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন ।

শ্রীশ । শহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই । ওহে বিপিন, একটু পা চালিয়ে এগোও-- কাঁহাতক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বকাবকি করি ? তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এরকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না ।

বিপিন । পা চালিয়ে পালাই কোথায় ? ভগবান এঁকেও যে লম্বা এক জোড়া পা দিয়েছেন ।

শ্রীশ । যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে পড়ে খোওয়াতে হবে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

“মুখুজ্যেমশায় !”

অক্ষয় বলিলেন, “আজ্ঞে করো।”

শৈল কহিল, “কুলীনের ছেলে দুটোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।”

অক্ষয় উৎসাহপূর্বক কহিলেন, “তা তো হবেই।” বলিয়া রামপ্রসাদী সুরে গান জুড়িয়া দিলেন--

দেখব কে তোর কাছে আসে !

তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে।

শৈল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “একেশ্বরী ?”

অক্ষয় বলিলেন, “নাহয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্র আছে অধিকন্তু ন দোষায়।”

শৈল কহিল, “আর, তুমিই একলা থাকবে ? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না ?”

অক্ষয় কহিলেন, “ওখানে শাস্ত্রের আর-একটা পবিত্র বচন আছে-- সর্বমত্যন্ত-গর্হিতং।”

শৈল। কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাটবে না। আরো সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয় বলিলেন, “তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে ? তখন আবার নূতন কার্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলোকে ঘেঁষতে দিচ্ছি নে !”

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, দুটি বাবু আসিয়াছে। শৈল কহিল, “ঐ বুঝি তারা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনোমতে বিদায় করে দিয়ো।”

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী বকশিশ মিলবে ?”

শৈল কহিল, “আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।”

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড ?

শৈল। সেকেণ্ড হতে যাবে কেন ? সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী ? আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে ? এই বলিয়া অত্যন্ত সাড়ম্বর তান-সহকারে ভৈরবীতে গান ধরিলেন--

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক !

দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ওই চোখ !

শৈলবালার প্রস্থান। ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া দুটি ভদ্রলোককে উপস্থিত করিল। একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুট-জুতা পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালী-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা-- বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর একটি বেঁটেখাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি টিবি, কালোকোলো, গোলগাল।

অক্ষয় অত্যন্ত সৌহার্দ্যসহকারে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া প্রবল বেগে শেকহ্যাণ্ড করিয়া দুটি ভদ্রলোকের হাত প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “আসুন মিস্টার ন্যাথানিয়াল, আসুন মিস্টার জেরেমায়া,

বসুন বসুন ! ওরে বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে !”

রোগা লোকটি সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “আজ্ঞে, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।”

বেঁটে লোকটি বলিল, “আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।”

অক্ষয়। ছি মশায় ! ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি ? আপনাদের খ্রিস্টান নাম ?

আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরন্তর দেখিয়া কহিলেন, “এখনো বুঝি নামকরণ হয় নি ? তা, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে।”

বলিয়া নিজের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে অগ্রসর করিয়া দিলেন। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিলেন, “বিলক্ষণ ! আমার সামনে আবার লজ্জা ! সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁওয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল ! লজ্জা যদি করতে হয় তা হলে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।”

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড় ফড় শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মা চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্যস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাসি চাপিয়া রাখিল।

অক্ষয় কহিলেন, “এখন কাজের কথাটা শুরু করা যাক। কী বলেন ?”

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল, দারুকেশ্বর বলিল, “তা নয় তো কী ? শুভস্য শীঘ্র !” বলিয়া হাসিতে লাগিল, ভাবিল, ইয়ার্কি জমিতেছে।

তখন অক্ষয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুর্গি না মটন !”

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া, অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরা দুজন তো বেশ জমাইয়াছে, আমিই নিরেট বোকা !

অক্ষয় কহিলেন, “আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি ! তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই যাবেন ! তা, যেটা হয় মন স্থির করে বলুন-- মুর্গি হবে না মটন হবে ?”

তখন দুজনে বুঝিল, আহারের কথা হইতেছে। ভীৰু মৃত্যুঞ্জয় নিরন্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল। দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় এক বার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

অক্ষয় কহিলেন, “ভয় কিসের মশায় ? নাচতে বসে ঘোমটা ?”

শুনিয়া দারুকেশ্বর দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, তা, “মুর্গিই ভালো, কটলেট ! কী বলেন ?”

লুব্ধ মৃত্যুঞ্জয় সাহস পাইয়া বলিল, “মটনটাই বা মন্দ কী ভাই ! চপ--”

বলিয়া আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু-ই হবে ! দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।

চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমন্দি খানসামাকে ডেনে আন দেখি।”

তাহার পর অক্ষয় বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “বিয়ার না শেরি ?”

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল। দারুণেশ্বর সঙ্গীটিকে বদরসিক বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া কহিল, “হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি ?”

অক্ষয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, “নেই তো কী ? বেঁচে আছি কী করে ?”

বলিয়া যাত্রার সুরে গাহিয়া উঠিলেন--

অভয় দাও তো বলি আমার wishকী,

একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি !

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল এবং দারুণেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

অক্ষয় দু-লাইন গাহিয়া থামিবামাত্র দারুণেশ্বর বলিল, “দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো !” বলিয়া নিজেই ধরিল, “অভয় দাও তো বলি আমার wishকী !” মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে তাহাকে বাহাদুরি দিতে লাগিল।

অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া কহিলেন, “ধরো না হে, তুমিও ধরো !”

সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল-- অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। এক জয়গায় হঠাৎ থামিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক-- এখন আপনারা কী হলে রাজি হন ?”

দারুণেশ্বর কহিল, “আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।”

অক্ষয় কহিলেন, “সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে ? দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদ্যেবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে।”

দারুণেশ্বর অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে ?”

অক্ষয় কহিলেন, “সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ আজই তো হবেন ?”

দারুণেশ্বর ভাবিল, ঠাট্টাটা বোঝা যাইতেছে না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “সেটা কিরকম ?”

অক্ষয় কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে কহিলেন, “কেন, কথাই তো আছে, রেভারেণ্ড্‌ বিশ্বাস আজ রাট্রেই আসছেন। ব্যাপ্‌টিজ্‌ম না হলে তো ক্রিস্‌চান মতে বিবাহ হতে পারে না !”

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, “ক্রিস্‌চান মতে কী মশায় ?”

অক্ষয় কহিলেন, “আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন ! সে হচ্ছে না-- ব্যাপ্‌টাইজ যেমন করে হোক, আজ রাট্রেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।”

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা ক্রিস্‌চান না কি ?”

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীতভাবে কহিল, “মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোওয়াতে পারব না।”

অক্ষয় হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে কহিলেন, “জাত কিসের মশায় ! এ দিকে কলিমন্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত !”

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল, “চুপ, চুপ, চুপ করুন ! কে কোথা থেকে শুনতে পাবে !”

তখন দারুণেশ্বর কহিল, “ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি !”

বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল, “বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে-- তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শৃশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিস্চানের হুকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিস্চান হতে আর বাকি কী রইল?” এই বলিয়া অক্ষয়ের কাছে আসিয়া কহিল, “বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিস্চান হতে রাজি আছি।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “কিন্তু আজ রাতটা থাক্।”

দারুকেশ্বর কহিল, “হতে হয় তো চটপট সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো-- গোড়াতেই বলেছি, শুভস্য শীঘ্রং।”

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম। দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। ক্ষুণ্ণ দারুকেশ্বর কহিল, “কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল নাকি? কটলেটে কোথায়?”

অক্ষয় মৃদুস্বরে বলিলেন, “আজকের মতো এইটেই চলুক।”

দারুকেশ্বর কহিল, “সে কি হয় মশায়! আশা দিয়ে নৈরাশ! শৃশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না? আর এ যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না।” বলিয়া গান জুড়িয়া দিল, “অভয় দাও তো বলি আমার wishকী” ইত্যাদি। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে কেবলই টিপিতে লাগিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, “ধরো না হে, তুমিও ধরো না-- চুপচাপ কেন।” সে ব্যক্তি কতক ভয়ে কতক লজ্জায় মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল। গানের উচ্ছ্বাস থামিলে অক্ষয় আহারপাত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিতান্তই কি এটা চলবে না?”

দারুকেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না মশায়, ও-সব রুগীর পথ্য চলবে না! মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল!” বলিয়া ফড়ফড় করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল।

অক্ষয় কানের কাছে আসিয়া লক্ষ্মী ঠুংরিতে ধরাইয়া দিলেন--

কত কাল রবে বলো ভারত রে

শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।

শুনিয়া দারুকেশ্বর উৎসাহ-সহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল।

অক্ষয় আবার কানে কানে ধরাইয়া দিলেন--

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,

ধরো হইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন।

অমনি দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উর্ধ্বস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাসুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনোমতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল।

অক্ষয় পুনশ্চ ধরাইয়া দিলেন--

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,

এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

যতই উৎসাহসহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উসখুস শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারুকেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিল, “এই-যে চাচা! আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি।”

সে অনেকগুলো ফর্দ দিয়া গেল। দারুকেশ্বর কহিল, “কোনোটাই তো মন্দ শোনাচ্ছে না হে। (অক্ষয়ের প্রতি) মশায়, কী বিবেচনা করেন? ওর মধ্যে বাদ দেবার কি কিছু আছে?”

অক্ষয় অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন “সে আপনারা যা ভালো বোঝেন!”

দারুকেশ্বর কহিল, “আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যা নমঃ বলে সব-কটাকেই আদর করে নিই।”

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওঁরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়রা কি তা হলে আজ রাতেই ক্রিস্চান হতে চান?”

খানার আশ্বাসে প্রফুল্লচিত্তে দারুকেশ্বর কহিল, “আমার তো কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিস্চান হব, এখনই ক্রিস্চান হব, ক্রিস্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আনুন আপনার পাদ্রি ডেকে।” বলিয়া পুনশ্চ উচ্চস্বরে গান ধরিল--

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,

এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

চাকর আসিয়া অক্ষয়ের কানে কানে কহিল, “মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।”

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে জগত্তারিণী কহিলেন, “এ কী! কাণ্ডটা কী?”

অক্ষয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, “মা, সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি? তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে?”

জগত্তারিণী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, “বল কী বাছা? ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?”

অক্ষয় কহিলেন, “কী করব মা, শুনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।”

জগত্তারিণী কহিলেন, “ক্রিস্চান হবার কথা কী বলছে ওরা?”

অক্ষয় কহিলেন, “ওরা বলছে হিঁদু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে ওদের অসুখ করে!”

জগত্তারিণী অবাক হইয়া কহিলেন, “তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিস্চান করবে নাকি?”

অক্ষয় কহিলেন, “তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনই হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে, আমাকে সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখছি।”

পুরবালা কহিলেন, “বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।”

জগত্তারিণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।”

রমণীগণের প্রস্থান। অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মৃত্যুঞ্জয়

রাগের স্বরে বলিয়া উঠিল, “না মশায়, আমি খ্রিস্টান হতে পারব না, আমার বিয়ে করে কাজ নেই।”
অক্ষয় কহিলেন, “তা, মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।”
দারুকেশ্বর কহিল, “আমি রাজি আছি মশায়।”
অক্ষয় কহিলেন, “রাজি থাকেন তো গির্জায় যান-না মশায়। আমার সাত পুরুষে খ্রিস্টান করা ব্যবসা নয়।”

দারুকেশ্বর কহিল, “ঐ-যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন--”

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা ?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায় ? খাওয়াটাও কি--

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেল--

অক্ষয়। সে কথা ভালো।-- বলিয়া টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তখন নৃপ হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দমকা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, “মুখুজ্যেমশায়, দিদি তো দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান না।”

নৃপ তাহার কপোলে গুটি দু-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা বলছিস ?”

অক্ষয়। ব্যস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা, না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া ?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে ? প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিঁপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারই কপালে।

বলিয়া কপালে চপেটাঘাত করিলেন।

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্টিস চলবে না কি মুখুজ্যেমশায় ? তা হলে তো আর বাঁচা যায় না !

নীরবালা। কেন ভাই, দুঃখ করিস ? রোজই কি ফসকাবে ? একটা না একটা এসে ঠিকমতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ ! সুখ দেখিয়ে দেব ! তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও। আমাদের হাতে টিকে নেই ? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব-- মাথায় যে--কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না !

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষ্ পেলে, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্রই চটপট শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু মা বলছেন কী ?

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থিখর হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা! তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ ?

নৃপবালা। তোর এখনো শখ আছে নাকি ?

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে ? এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে, যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো-- তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

নৃপ নীরুকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া গেল। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, “রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না। আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব-- আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি।”

অক্ষয় কহিলেন, “মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।”

শৈল। এই-যে মুখুজ্যেমশায়। তুমি তাদের কি বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে! শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরবালা প্রবেশ করিয়া কেরোসিন ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল, “বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে, মিটমিট করছে। ওকে বলে বলে পারা গেল না।”

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে না কি? এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও!-- কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাণ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না-- সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো

হত ।

শৈল । সে ভার আমি নিয়েছি দিদি ।

পুরবালা । তা আমি বুঝেছি । তুমি আর তোমার মুখুজ্যেমশায় মিলে কদিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে, একটা কী কাণ্ড হবেই ।

অক্ষয় । কিষ্টিকন্যাকাণ্ড তো আজ হয়ে গেল ।

রসিক । লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি ।

পুরবালা । শৈল তার মধ্যে কে ?

রসিক । হনুমান তো নয়ই ।

অক্ষয় । উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন ।

রসিক । এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন ।

পুরবালা । আমি কিছু বুঝতে পারছি নে । শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি না কি ।

শৈল । আমি যে সভ্য হব ।

পুরবালা । কী বলিস তার ঠিক নেই ! মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী !

শৈল । আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি ।

পুরবালা । বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বুঝি । চুলটা তো কেটেইছিস, ঐটেই বাকি ছিল । তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই ।

অক্ষয় । না না, তুমি এ দলে ভিড়ে না ! আর যার খুশি পুরুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকে-- নইলে ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট-- সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা !-- বলিয়া সিঙ্কুতে গান ধরিলেন--

চির-পুরানো চাঁদ !

চিরদিবস এমনি থেকে আমার এই সাধ ।

পুরানো হাসি পুরানো সুখা, মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা--

নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ !

পুরবালা রাগ করিয়া চলিয়া গেল । অক্ষয় শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই । রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে-- একটু অনুতাপও হবে-- সেইটেই সুযোগের সময় !”

রসিক । কোপো যত্র ঙ্গকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং ।

যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয় যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ ।

শৈল । রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ-- কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্যেমশায় টের পাবেন ।

রসিক । আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি । মুখুজ্যেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম । কিন্তু দিদি, ঐ জলখাবারের থালা দুটি তো মান করে নি, বসে গেলে বোধ হয় আপত্তি নেই ?

অক্ষয় । ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলুম ।

উভয়ে আহারে উপবেশন করিলেন, শৈলবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহারের পর শৈলবালা ডাকিল, “মুখুজ্যেমশায় !”

অক্ষয় অত্যন্ত ব্রহ্মভাব দেখাইয়া কহিলেন, “আবার মুখুজ্যেমশায় ! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ-ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই !”

শৈলবালা । ধ্যানভঙ্গ আমরা করব । কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই ।

অক্ষয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে । যত দুঃসাধ্য কাজ সবই এই একটিমাত্র মুখুজ্যেমশায়কে দিয়ে ?”

শৈলবালা হাসিয়া কহিল, “মহাবীর হবার ঐ তো মুশকিল । যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল-নীল-অঙ্গদকে তো কেউ পৌঁছেও নি !”

অক্ষয় গর্জন করিয়া কহিলেন, “ওরে পোড়ারমুখী ত্রেতাযুগের পোড়ারমুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না ? এত প্রেম !”

শৈলবালা কহিল, “হাঁ গো, এতই প্রেম !”

অক্ষয় ভৈরোঁতে গাহিয়া উঠিলেন--

“পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে !

এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে

আর কেহ নাহি লাগে রে !

আচ্ছা, তাই হবে ! পঙ্গপাল কটাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব । তা হলে চট্ করে আমাকে একটা পান এনে দাও । তোমার স্বহস্তের রচনা !”

শৈল । কেন দিদির হস্তের--

অক্ষয় । আরে, দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে ? এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে ।

শৈল । আচ্ছা গো মশায় ! পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার মুখ আবার পুড়বে ।

অক্ষয় গাহিলেন--

যারে মরণ দশায় ধরে

সে যে শতবার করে মরে ।

পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত

আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

শৈল । মুখুজ্যেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের ?

অক্ষয় । তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে, একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে । ও বেটা বোধ হয়

স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈল। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখতে দিলে ?--

সকলি ভুলেছে ভোলা মন

ভোলে নি ভোলে নি শুধু ওই চন্দ্রানন।

১০ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে একতলার একটি ঘরে চিরকুমার-সভার অধিবেশন হয়। বাড়িটি সভাপতি চন্দ্রমাধববাবুর বাসা। তিনি লোকটি ব্রাহ্ম কালেজের অধ্যাপক। দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী; মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মতলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে। শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত, বড়ো দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রথমটা সভায় সভ্য অনেকগুলি ছিল। সম্প্রতি সভাপতি বাদে তিনটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যুথভ্রষ্টগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া রোজগারে প্রবৃত্ত। এখন তাঁহারা কোনোপ্রকার চাঁদার খাতা দেখিলেই প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাতেও খাতাধারী টিকিয়া থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলে গালি দিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।

বিপিন শ্রীশ এবং পূর্ণ তিনটি সভ্য কালেজে পড়িতেছে, এখনো সংসারে প্রবেশ করে নাই। বিপিন ফুটবল খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চটপট একজামিন পাস করে। শ্রীশ বড়োমানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়, তাই বাপ-মা পড়াশুনার দিকে তত বেশি উত্তেজনা করেন না-- শ্রীশ নিজের খেয়াল লইয়া থাকে। বিপিন এবং শ্রীশের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

পূর্ণ গৌরবর্ণ, একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্ৰকারী, দ্রুতভাষী, সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ, চেহারা দেখিয়া মনে হয় দৃঢ়সংকল্প কাজের লোক।

সে ছিল চন্দ্রমাধববাবুর ছাত্র। ভালোরূপ পাস করিয়া ওকালতি-দ্বারা সুচারুরূপ জীবিকা নির্বাহ করিবার প্রত্যাশায় সে রাত জাগিয়া পড়া করে। দেশের কাজ লইয়া নিজের কাজ নষ্ট করা তাহার সংকল্পের মধ্যে ছিল না। চিরকৌমার্য তাহার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া বোধ হইত না। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত আসিয়া চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাস করিবার উপযুক্ত নোট লইত; এবং সে মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে, চিরকৌমার্যব্রত না লওয়াতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য লেশমাত্র ব্যগ্র না হওয়াতে তাহার প্রতি চন্দ্রমাধববাবুর শ্রদ্ধামাত্র ছিল না, কিন্তু সেজন্য সে কখনো অসহ্য দুঃখানুভব করে নাই। তার পরে কী ঘটিল তাহা সকলেই জানেন।

সেদিন সভা বসিয়াছে। চন্দ্রমাধববাবু বলিতেছেন, “আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশাস হবার কোনো কারণ নেই--”

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রঙ্গকায় উৎসাহী শ্রীশ বলিয়া উঠিল, “হতাশাস! সেই তো আমাদের সভার গৌরব! এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত! আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।”

চন্দ্রমাধববাবু কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “কিন্তু আমাদের আদর্শ

উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য ; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্প-সাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যারা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দস্ত পরিত্যাগ করব, এবং কোনোরকম শপথও বন্ধ হতে চাই নে-- আমাদের মত এই যে, কোনোকালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।”

পাশের ঘরে ঈষৎ মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

চন্দ্রমাধববাবু বলিতে লাগিলেন, “আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন ; অনেকে বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি ; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই ?”

বলিয়া তিনি তাঁহার তিনটি মাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন।

পূর্ণ নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল, “আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক-উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা, সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক, তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা কেউ টিকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্থলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলা মাত্র থাকেন তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।”

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু হুলহুল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক-শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল।

বিপিন চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণ পরে সে তাহার জলদমন্দ গভীর কণ্ঠে কহিল, “আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো এক সময়ে শুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই-- কী করতে হবে ?”

চন্দ্রমাধব উজ্জ্বল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে

ছিলাম, কী করতে হবে ? এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে ? বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। একসঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই যে প্রশ্ন করেছেন-- কী করতে হবে-- এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে ?”

দুর্বলদেহ শ্রীশ অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, “আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কী করতে হবে, আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্রস্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।”

বিপিন হাসিয়া কহিল, “সে চের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বলো। ‘মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার’ যদি পণ করে বস তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীর-মনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।”

শ্রীশ কহিল, “এই তোমার কাজ ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি ! শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে, তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে !”

বিপিন বিরক্ত হইয়া কহিল, “তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই ; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।”

শ্রীশ রাগিয়া কহিল, “আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল !”

বিপিন আরক্তবর্ণ হইয়া বলিল, “নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগস্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের--”

চন্দ্রমাধববাবু চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া কহিলেন, “উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।”

পূর্ণ কহিল, “অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্যবিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে-- অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব। কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।”

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি বন্ করিয়া উঠিল।

বিষয়কর্মে চন্দ্রমাধববাবুর মতো অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে। তিনি বলিলেন, “আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা

কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না।” এই বলিয়া জাপানে এবং যুরোপে সবসুদ্ধ কত দেশলাই প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন্ কোন্ কাঠের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কী কী দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত করে, কোথা হইতে কত দেশলাই রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে কত ভারতবর্ষে আসে এবং তাহার মূল্য কত চন্দ্রমাধববাবু তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন।

বিপিন শ্রীশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, “পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।”

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অক্ষয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, “মশায়, প্রবেশ করতে পারি?”

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া দ্রুতকৃত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয় কহিলেন, “মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন দ্রুতকৃত করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না-- আমি অভূতপূর্ব নই-- এমন-কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব-- আমার নাম--”

চন্দ্রমাধববাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন, “আর নাম বলতে হবে না-- আসুন আসুন অক্ষয়বাবু--”

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, “মশায়, অভূতপূর্বর চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।”

অক্ষয় কহিলেন, “পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্যলোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন না পূর্ব-সম্পর্কের মমতাবশত একখানা চৌকি দেবেন, এইবেলা বলুন।”

“চৌকি দেওয়াই স্থির” বলিয়া চন্দ্রবাবু একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন।

“সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম” বলিয়া অক্ষয়বাবু বসিলেন; বলিলেন, “আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না-- বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ঐ তিনটে বদ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চটপট কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।”

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, “আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম না-ই খাটালেম-- পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই--”

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন। পূর্ণ কহিল, “আমি ডাকিয়া দিতেছি।” বলিয়া উঠিল; পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল।

অক্ষয় তাহাকে থামাইয়া কহিলেন, “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার-- কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তুতাবস্থা শুনুন।”

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অক্ষয় কহিলেন, “আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমারসভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।”

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!”

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিত থাকুন-- বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না, আমি তার জামিন রইলুম। তার দূরসম্পর্কের এক দাদাসুদ্ব সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে-- সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে চিরকুমার-সভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সভাপতি কহিলেন, “সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ--”

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই-- সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না-- সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ-সুদ্বই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই একতলার স্যাংসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার ক’টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্রবাবু কিষ্টিং লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়--”

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বার বার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলোকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল। সে বলিল, “সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।” অক্ষয় কহিলেন, “কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চির-কৌমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে?”

পূর্ণ। এ-ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুপ্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ কহিল, “সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।”

বিপিন কহিল, “একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।”

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ে না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীলিঙ্গ নয়, অতএব সভার মধ্যে ও-দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত

নয়। বাতিকেৰ চৰ্চা কৰছ কৰো, কিন্তু বাতের চৰ্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল, শ্রীশিবাবু বিপিনবাবুর কী মত ?

দুই বন্ধু বলিল, “ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।”

পূৰ্ণ বিমৰ্ষ হইয়া নিরন্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন করিল, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষয় বলিলেন, “স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না?”

পুরবালা। আমি কী পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি? আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়-- শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

পুরবালা। ইস, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে-- না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদের কথা ভাবছি নে-- এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো কজন রয়েছেন, একরকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে? দেখো, ধর্মকর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না-- স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রোমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব-- তোমাকে বিষ্ণুদূতে রখে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে--

গান। পরজ

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,

পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে।

ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে

পুরবালা। আচ্ছা, আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত?-- নিতান্তই চললে?

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে?

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।

গান। কাফি

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ ;

তাই ভাবতে বেলা অবসান।

ডান দিকেতে তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন

বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি

বিরহ-যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে--

পুরবালা। রক্ষ করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো।

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে-- কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস
অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদবধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব--
সখী, তার আরম্ভটা শোনো--

(সাড়ম্বরে) বাপ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয় !

পুরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো-না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথাটা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের
মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্যটাও সুসাহ্য বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক
জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না-- ফস ফস করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে !

যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ,
উৎসাহটা কিসের জন্যে ? আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ
ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও
যেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভূতটিকে পছন্দ না হতেও পারে !

অক্ষয়ের পরিহাসের মধ্যে একটু যে অভিমানের জ্বালা ছিল, সেটুকু পুরবালা অনেকক্ষণ বুঝিয়েছে।
তাহা ছাড়া, প্রথমে কাশী যাইবার প্রস্তাবে তাহার যে উৎসাহ হইয়াছিল, যাত্রার সময় যতই নিকটবর্তী
হইতে লাগিল ততই তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে।

সে কহিল, “আমি কাশী যাব না।”

অক্ষয়। সে কী কথা ! ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয় বার
মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদাদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ?

রসিক। ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল
হয়েই আছে-- বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুনলে তো, বিবাহিত লোক ! এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে ? সে এত রহস্যময় যে, তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না-- সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খুঁজে পাই নে, হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। “এই বুঝি !” বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অক্ষয় তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল, “দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগা রাগি কোরো না-- তা হলে ওর আস্পর্শা আরো বেড়ে যাবে।-- দেখো দাম্পত্য-তত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কণ্ঠগোচর হয় ; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারম্বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে, তখন তো খবর পাও না !”

পুরবালা। আঃ-- চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে সেকরা পর্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী--

পুরবালা। আঃ-- থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী--

পুরবালা। আঃ-- কী বকছ তার ঠিক নেই !

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন, ‘আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই-- আমার হাড় কালী হল-- আমার--’

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব বলে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে ?

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা ? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই ? আবার সন-তারিখ-সুদ্ব মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে ? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী ?

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না-- ওর এত ক্ষমতাই নেই-- তাই উল্টে বলে ; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী ? তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না-- এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে--

মুক্তস্নিগ্ধবিদগ্ধমধুরৈর্লালেঃ কটাক্ষেরলং

চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা-- তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড় চরণে চলো-- তা হলে মাকে ডাকি !

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদি ভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করছেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন-- এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোলকটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির

উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন-- কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগন্নারিণীর প্রবেশ

জগন্নারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে না কি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি--

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা! মা, আমার কোনো দুঃখ নেই-- আমি কেন দুঃখ করতে যাব?

অক্ষয়। বলছিলে না, যে, বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে-- তবে কি না মা যদি নিতান্তই--

জগন্নারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে? ওঁকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে শুনতে পারতেন।

জগন্নারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে শুনে কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি-- ও তো চেপে রাখবার জো নেই-- ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্ খড়্ করে-- তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

নিজের শৈথিল্যে যাহার কিছুই মনের মতো হয় না, সর্বদা ভর্ৎসনা করিবার জন্য তাহার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিকদাদা জগন্নারিণীর বহিঃস্থিত আত্মগ্লানিবিষে।

জগন্নারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব-- এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিনক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইন্সটেশনে যাস।

তাঁহার কন্যাজামাতার অসামান্য আসক্তি মা বেশ অবগত ছিলেন। পঞ্জিকার খাতিরে শেষ মুহূর্তের পূর্বে তাহাদের বিচ্ছেদসংঘটনের চেষ্টা তিনি বৃথা বলিয়াই জানিতেন।

কিন্তু পুরবালা যখন বলিল “মা আমি কাশী যাব না”, সেটা তিনি বাড়িবাড়ি মনে করিলেন। পুরবালার প্রতি তাঁহার বড়ো নির্ভর। সে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি নিশ্চিত আছেন। পুরবালা স্বামীর সঙ্গে সিমলা যাতায়াত করিয়া বিদেশ-ভ্রমণে পাকা হইয়াছে; পুরুষ-অভিভাবকের অপেক্ষা পুরবালাকেই তিনি পথসংকটে সহায়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগন্নারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয় তাঁহার শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, “সে কি হয়? তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধা হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।” জগন্নারিণী নিশ্চিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে

আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়। কে মশায়! আপনি কে?

“আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে”-- বলিয়া পুরুষবেশধারী শৈল অক্ষয়ের সঙ্গে শেক্-হ্যাণ্ড করিল।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, চিনতে তো পারলে না?

পুরবালা। অবাক করলি! লজ্জা করছে না?

শৈল। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ-- পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুজ্যেমশায় যদি মেয়ে সাজেন, উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইলে যে!

রসিক। আহা শৈল! যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল! ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল-- ও সুন্দরী কি মাঝারি, কি চলনসই, সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি-- আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে! পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি!

পুরবালা শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষমূর্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিল। গভীর বেদনার সহিত তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা শৈল আমাদের বোন না হয়ে যদি ভাই হত। ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন! পুরবালার স্নিগ্ধ চোখ দুইটি হলহল করিয়া উঠিল।

অক্ষয় স্নেহাভিষিক্ত গান্ধীর্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।”

শৈল ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, “আমিও করতুম না মুখুজ্যেমশায়।”

বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতোই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃভাবের সহিত কৌতুকময় বয়স্যভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরবালা শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া কহিল, “এই বেশে তুই কুমারসভার সভ্য হতে যাচ্ছিস?”

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি! কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান-প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষা হয়।

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।

পুরবালা একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈলকে কহিলেন, “তোমার মুখুজ্যেমশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোমার খেলা তুই আরম্ভ কর-- আমি মার সঙ্গে কাশী চললুম।”

পুরবালা এই-সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুকলীলায় সর্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামিসৌভাগ্যের

কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোনটির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক। পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া “মেজদিদি” বলিয়া ছুটিয়া আসিল। কহিল, “মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তোপান্তর-মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।”

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশুস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। নীর তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল, “অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন? যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্যস্ত নয়-- ও আমাদের মেজদিদি।”

রসিক। ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্ কানেনাপি তন্বী।

কিমিব হি মধুরাণং মগুনং নাক্তীনাম।।

অক্ষয়। মুঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুগ্ধ! গিল্টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্টিই ভালো! কী বল ভাই মেজদিদি!-- বলিয়া শৈলর কৃত্রিম গৌঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই-- এখনো কোনো ট্যাকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি!

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করলুম। (বলিয়া রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।-- বলিয়া রসিকদাদাকে একটা টোকিতে বসাইয়া সে তাহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

নীর শৈলর কৃত্রিম গৌঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈল কহিল, “আঃ, কী করছিস, আমার গৌঁফ পড়ে যাবে।”

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয় না ভাই, এ গৌঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী করতে? আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গৌঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মুখুজ্যেমশায়?

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি, একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশা মিটল না?

পুরবালার প্রবেশ

পূরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের ?

নীরবালা। মুখুজ্যেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা উনি বলছেন, ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

নূপবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না-- আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব আর তুমি সুদ্ধ তার ফল পাবে, সে হবে না।

নূপকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল।

পূরবালা। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

পূরবালা। তা হলে চলো, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। চললুম রসিকদাদা-- তুমি এখানে রইরে, এই শিশুগুলিকে একটু সামলে রেখো।

[প্রণাম]

রসিক। কিছু ভেবো না দিদি, এরা সকলে আমাকে যেরকম বিপরীত ভয় করে, টুঁশব্দটি করতে পারবে না।

শৈল। দিদিভাই, তুমি একটু থামো। আমি এই কাপড়টা ছেড়ে এসে তোমাকে প্রণাম করছি।

পূরবালা। কেন ? ছাড়তে মন গেল যে ?

শৈল। না ভাই, এ কাপড়ে নিজেকে আর-একজন বলে মনে হয়, তোদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না ! রসিকদাদা, এই নাও, আমার গৌঁফটা সাবধানে রেখে দাও, হারিয়ে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়োহাতাওআলা কেদারায় দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাস বরফ-দেওয়া লেমনেড ও জুপাকার কুন্দফুলের মালা।

বিপিন পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, “কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।”

শ্রীশ তৎক্ষণাৎ হাতা হইতে পা নামাইয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, “এখনো বুঝি ঝগড়া ভুলতে পারো নি?”

শ্রীশ কিছুক্ষণ আগেই ভাবিতেছিল, একবার বিপিনের ওখানে যাওয়া যাক। কিন্তু শরৎসন্ধ্যার নির্মল জ্যোৎস্নার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নড়িতে পারিতেছিল না। একটি গ্লাস বরফশীতল লেমনেড ও কুন্দফুলের মালা আনাইয়া জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূম-সহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্মাণ করিতেছিল।

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে ?

বিপিন। কেন পারবে না ! কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফুলের মালা গাঁথে দেবে, কেউ-বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো ? তাতে ক্ষতিটা কী ? যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচুদের সন্ন্যাস ?

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেইরকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো ! তুমি কি মনে কর, ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই ? একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর-এক জনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয় তা হলে মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে ?

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এইরকম-- গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিন্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায়, ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমারসভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন ? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন-জোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয়, আমাদের আৰ্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল ?

শ্রীশ। ঐ দেখো ! মানুষকে অহংকার কিরকম মাটি করে ! তুমি ঠিক করে রেখেছ, পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন ! আচ্ছা এসো, যুদ্ধং দেহি ! একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। বিপিন হঠাৎ “এইবার ভীমসেনের পতন” বলিয়া ধপ্ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল ; এবং “উঃ অসহ্য তৃষ্ণা” বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া “কিন্তু বিজয়মাল্যটি আমার” বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া কহিল, “আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এইরকম সংসার পরিত্যাগ করে পরিপাটি সজ্জায় প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না ?”

বিপিন এই তর্কটা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিল না। কহিল, “আইডিয়াটা ভালো বটে।”

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর কিন্তু করতে অসাধ্য ! আমি বলছি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত-দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে ; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না ?

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা পরে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার-- সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা !

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন ?

শ্রীশ। ঐগুলো রাখছি বলেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম-- অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে !

শ্রীশ । আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই । আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক-- তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিডাঙা সবসুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বে ।

বিপিন । আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে ।

শ্রীশ । ও কথা ভালো নয় । সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না । সময় তো রখে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি-- কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন অভাবে ফিরতেই হবে ।

পূর্ণর প্রবেশ

উভয়ে । এসো পূর্ণবাবু !

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল । পূর্ণর সহিত শ্রীশ ও বিপিনের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া তাহাকে দুজনেই একটু বিশেষ খাতির করিয়া চলিত ।

পূর্ণ । তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি-- মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো ।

শ্রীশ । ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে । কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ঐ দেশলাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না ।

পূর্ণ । (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে না কি ?

শ্রীশ । সেই কথাই তো হচ্ছিল । সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুনি ।

পূর্ণ । যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয়, পিয়র্স সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না--

শ্রীশ । আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে, এখন 'নবীন সন্ন্যাসী' বলে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে--

পূর্ণ । বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি ।

শ্রীশ । যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন । সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে--

পূর্ণ । কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে, এই তো ? বিনি-সুতোয় মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে ?

শ্রীশ । স্বদেশের । কথাটা কিছু উচ্চশ্রেণীর হয়ে পড়ল । কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু--

পূর্ণ । ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না, ভয়ানক কড়া, কথা একেবারে খট্‌খটে শুকনো ।

শ্রীশ । আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে । যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে আবার লাঠি-তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে--

পূর্ণ । অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে । পুরুষ দেবী-চৌধুরানীর দল আর-

কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন ?

শ্রীশ। তাঁকে কদিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে-- ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত ?

বিপিনের মতে শ্রীশের এই কল্পনাটি কার্যসাধ্য নয় ; কিন্তু শ্রীশের সর্বপ্রকার পাগলামিকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত, প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশের উৎসাহে আঘাত দিতে তাহার কোনোমতেই মন সরিত না। সে বলিল, “যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ বলে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।”

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো-- অঙ্গদ, কুণ্ডল, আভরণ, কুস্তলীন, দেলখোস--

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসীসভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব। সেই দুই সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে--

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু ! কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয় ? এবং তাকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে ? তার কী উপায় করলে ?

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেঁটন করে ধরেন, যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই। পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বন্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু !

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ-- অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি ? মুসলমানের স্বর্গে ছরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অমরতার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমশায়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যাবে কি !

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, বল কী ? তুমি যে--

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রতরক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে ? মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি, চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্

দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব, কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কী হয়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে-- চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি-- অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন? কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে পথে দেশে দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু! বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

পূর্ণ নিরন্তর হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন কহিল, “দিনকতক দেখাই যাক-না, যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে; আমাদের সেই অন্ধকার বিবরণি ফস্ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।”

হায়, পূর্ণের হৃদয়বেদনা কে বুঝিবে?

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাবুর সবেগে প্রবেশ

তিনজনের সসম্মুখে উত্থান

চন্দ্র। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম--

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্র। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিম্বা সাধারণ জরজ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে-- ডাক্তার রামরতনবাবু ফি রবিবারে আমাদের দু ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্র। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়-- আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার-অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভূষীদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন--

চন্দ্র। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে, আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে-- গোরুর গাড়ি, টেকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাৱশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবারে গরমির ছুটিতে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন--

চন্দ্র । না, না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে, বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালে টোকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে--

শ্রীশ । চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি ?

চন্দ্র । থাক্ না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের টোকি-কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কলকারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করলুম। যা ছিল তা তেমনই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি-- ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বন্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে-- কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক। কটা বাজল শ্রীশবাবু ?

শ্রীশ । সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্র । তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং--

পূর্ণ । আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে।--

চন্দ্র । না, আজ আর সময় নেই।

পূর্ণ । বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলুম আমাদের সভা--

চন্দ্র । সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু--

পূর্ণ । কিন্তু কালই তো সভা বসছে--

চন্দ্র । আচ্ছা, তা হলে পরশু, আমার সময় নেই--

পূর্ণ । দেখুন, অক্ষয়বাবু যে--

চন্দ্র । পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না-- অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে--

পূর্ণ । স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্র । তা, সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহসংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমত কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে-- এইটে হচ্ছে সাধারণ ব্রত। আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে

এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-এক দল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য-অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটকসম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে ; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন-- তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে-- হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না--

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু যদি বসেন তা হলে একটা কথা--

চন্দ্র। না-- আমি বলছিলুম-- যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে-- শিলালিপি, তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে-- অতএব প্রাচীন লিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যিক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত--

চন্দ্র। না, না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ-বা একটা কেউ-বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব--

শ্রীশ। কিন্তু তা হলেও--

চন্দ্র। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে, যাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে--

চন্দ্র। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য-- কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে, তা ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্যে ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস--

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে, এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে--

পূর্ণ। কিন্তু সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও--

চন্দ্র। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু ! আজ তবে চললুম।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে ! এক মাতালের মাংলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে ? কখনো-বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে ?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি-- পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে কটা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু ? বিপিনবাবু ভালো তো ? এই-যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি ! তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক বলে কয়ে সেই কুমারটুলির পাত্রীদুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু ! আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু ! আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিনজনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা, আর-এক সময় আসব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রমাধববাবু যখন ডাকিলেন-- “নির্মল”, তখন একটা উত্তর পাইলেন বটে “কী মামা”, কিন্তু সুরটা ঠিক বাজিল না। চন্দ্রবাবু ছাড়া আর যে-কেহ হইলে বুঝিতে পারিত সে অঞ্চলে অল্প একটুখানি গোল আছে।

“নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।”

“বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।”

এরূপ অনাবশ্যক এবং অনির্দিষ্ট সংবাদে কাহারো কোনো উপকার নাই, বিশেষত যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ফলত এই সংবাদে অদৃশ্য বোতাম সম্বন্ধে কোনো নূতন জ্ঞানলাভের সহায়তা না করিলেও নির্মলার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আলোক বর্ষণ করিল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্রমাধববাবুর দৃষ্টিশক্তি সে দিকেও যথেষ্ট প্রখর নহে। তিনি অন্য দিনের মতোই নিশ্চিত্ত নির্ভরের ভাবে কহিলেন, “একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।”

নির্মলা কহিল, “তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি?”

এতক্ষণে চন্দ্রবাবুর স্বভাবনিঃস্বক মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হইল; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “তুমিই তো পার নির্মল! আমার সমস্ত ত্রুটিসম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?”

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল; নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরন্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে আসিলেন এবং যেমন করিয়া সন্দিগ্ধ মোহরটি চোখের খুব কাছে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তেমনি করিয়া নির্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন এবং গম্ভীর মৃদু হাস্যে কহিলেন, “নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন! কী হয়েছে বলো দেখি।”

নির্মলা জানিত চন্দ্রমাধববাবু অনুমানের চেষ্টাও করিবেন না। যাহা স্পষ্ট প্রকাশমান নহে তাহা তিনি মনের মধ্যে স্থানও দিতেন না। তাঁহার নিজের চিত্ত যেমন শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ অন্যের নিকটও সেইরূপ একান্ত স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করিতেন।

নির্মলা ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, “এত দিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন? আমি কী করেছি?”

চন্দ্রমাধববাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায়? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী?”

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে?

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না-- যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই--

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না ? তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না ? তবে আমাকে এত দিন শিক্ষা দিলে কেন ? নিজের হাতে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে ?

চন্দ্রমাধববাবু এই উচ্ছ্বাসের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না ; তিনি যে নির্মলাকে নিজে কী ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন, “নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে-- চিরকুমার-সভার কাজ--”

“বিবাহ আমি করব না।”

“তবে কী করবে বলো।”

“দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।”

“আমরা তো সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।”

“ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি ?”

চন্দ্রমাধববাবু স্তম্ভিত হইয়া হারানো বোতামটার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উৎসাহদীপ্তিতে মুখ আরক্তিম করিয়া নির্মলা কহিল, “মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না ? আমি তোমাদের কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব ?”

নিষ্কলুষচিত্ত চন্দ্রমাধবের কাছে ইহার কোনো উত্তর ছিল না। তবু দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে বলিতে লাগিলেন, “অন্য যাঁরা সভ্য আছেন--”

নির্মলা কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, “যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন-- তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না ? তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।”

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল ; নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল-- চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না-- চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মস্তিস্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।

চাকর আসিয়া খবর দিল, পূর্ণবাবু আসিয়াছেন। নির্মলা ঘর হইতে চলিয়া গেলে তিনি প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, “চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন ? আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।”

চন্দ্র। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু, তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জানো ?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী ?

চন্দ্র। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী !

চন্দ্র । আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয় ।

পূর্ণ । (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে । স্ত্রীলোক হয়ে তিনি--

চন্দ্র । আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে-- আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করেছি ।

পূর্ণ । (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি ।

চন্দ্র । পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত ?

পূর্ণ । কী মত বলছেন ?

চন্দ্র । অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন ?

পূর্ণ । (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই, স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর-- পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ । তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে ?

পূর্ণ এত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল যে নবাগত দুইজনে সিঁড়ি হইতেই সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন ।

চন্দ্রবাবু কহিলেন, “না, না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে ।”

শ্রীশ । গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি-- আরো কি প্রয়োজন আছে ? যদি-বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা ?

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া বলিলেন, “তাই তো !” বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন ।

চন্দ্র । আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি, এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু ?

হঠাৎ পূর্ণবাবুর উৎসাহ অনেকটা নামিয়া গেল । নির্মলার নাম করিয়া সকলের কাছে আলোচনা উত্থাপন তাহার কাছে রুচিকর বোধ হইল না । সে কিছু কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, “সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?”

চন্দ্র । না, এখনো সময় আছে । শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য । আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা--

পূর্ণ হঠাৎ কাসিয়া লাল হইয়া উঠিল । ভাবিল চন্দ্রবাবুর কাণ্ডজ্ঞানমাত্রই নাই-- পৃথিবীর লোকের কাছে নিজের ভাগ্নীর পরিচয় দিবার কী দরকার-- অনায়াসে নির্মলাকে বাদ দিয়া কথাটা আলোচনা করা যাইতে পারে । কিন্তু কোনো কথার কোনো অংশ বাদ দিয়া বলা চন্দ্রবাবুর স্বভাব নহে ।

চন্দ্র । আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল ।

এত বড়ো একটা খবর শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুক ভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল । পূর্ণ কেবলই ভাবিতে লাগিল, নির্মলার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহারা জড় পাষণ্ডের মতো উদাসীন, নির্মলাকে যাহারা পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত পৃথক করিয়া দেখে না, তাহাদের কাছে সে নামের উল্লেখ করা

কেন ?

চন্দ্র । এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয় ।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে সাড়া না পাইয়া চন্দ্রবাবুও বোধ করি মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন ।

চন্দ্র । এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন । কী বল পূর্ণবাবু !

পূর্ণবাবুর কোনো কথা বলিবার ইচ্ছাই ছিল না ; কিন্তু নিস্তেজভাবে বলিল, “তা তো বটেই ।”

চন্দ্রবাবুর পালে কোনো দিক হইতে কোনো হাওয়া লাগিল না দেখিয়া হঠাৎ সবেগে ঝাঁকা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, “নির্মলা যদি কুমারসভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন ?”

পূর্ণ তো একেবারে বজ্রাহতবৎ ! বলিয়া উঠিল, “বলেন কী চন্দ্রবাবু ?”

শ্রীশ পূর্ণর মতো অতুগ্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল, “আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই--”

ন্যায়পরায়ণ বিপিন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, “নিষেধও নেই ।”

অসহিষ্ণু শ্রীশ কহিল, “স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয় ।”

কুমারসভায় স্ত্রীলোক সভ্য লইবার জন্য বিপিনের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার মানসপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংঘম থাকায় কোনো শ্রেণী-বিশেষের বিরুদ্ধে এক-দিক-ঘেঁষা কথা সে সহিতে পারিত না । তাই সে বলিয়া উঠিল, “আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই । স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না-- অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার ।”

লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বিপিন শান্তগম্ভীরভাবে বলিয়া গেল-- কিন্তু শ্রীশ কিছু উত্তপ্ত হইয়া বলিল, “যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে । যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয় । আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে ।”

বিপিন শান্তমুখে কহিল, “আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে, তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি । তোমার-আমার উভয়েরই যদি এ স্থানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যিকতা থাকে, তা হলে আরো একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন ?”

শ্রীশ চটিয়া কহিল, “উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি । আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র । স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন

তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্-- পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্।”

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর-এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হলে। উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে”--

বিপিন। অর্থাৎ যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

এই দুই পরম বন্ধুর মধ্যে এমন বিবাদ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ অত্যন্ত বিমনা হইয়া বসিয়াছিল; সে কহিল, “বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।”

চন্দ্রবাবু একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া কহিলেন, “মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সম্বন্ধে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।”

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, “না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।”

এমন সময় নির্মালা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যদিচ একটা অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ছিল তথাপি সে দৃঢ় স্বরে কহিল, “আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কতদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে-- কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি, তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন?”

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত গভীর, চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন।

পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি বর্ষার রৌদ্ররশ্মির ন্যায় অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া নির্মালা কহিল, “আমি যদি কাজ করতে চাই-- যিনি আমার আশৈশবের গুরু, মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন? আপনারা আমাকে কী জানেন!”

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্মাক্ত।

নির্মালা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন?

শ্রীশ তখন বিনীত মৃদুস্বরে কহিল, “মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলছিলাম--”

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি-পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে-- আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর-কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না। নির্মলা দ্বারের অন্তরালে থাকিলে পূর্ণর বাক্শক্তি যেরূপ সতেজ থাকে আজ তাহার তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না।

তবু সে মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া বলিল, “দেবী, এই পক্ষিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করিতে চাচ্ছেন?”

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না-- পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে হঠাৎ পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল। বিপিন স্বাভাবিক সুগভীর শাস্তস্বরে কহিল, “পৃথিবী যত বেশি পক্ষিল পৃথিবীর সংশোধন-কার্য তত বেশি পবিত্র।”

এই কথাটায় কৃতজ্ঞ নির্মলার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ ভাবিল, ‘আহা, কথাটা আমারই বলা উচিত ছিল।’ বিপিন বলিয়াছে বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মতো নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হঠাৎ অধ্যাপক সচেতন হইয়া ডাকিলেন, “ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?”

নির্মলা সলজ্জ হাসিয়া মুদুকণ্ঠে ইশারা করিয়া কহিল, “গলাতেই আছে।”

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া “হাঁ হাঁ আছে বটে” বলিয়া তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল্ তো নীরু।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার ? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।

নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই ? এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপ নীরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “তুই ভাবছিস, মা গো মা, আমরা কী জঞ্জাল। আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা, এত বাগ্গাট।”

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গাম হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্যে একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে উঠে তা হলে আমাদের বিবাহেরও একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারি লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না ? আমি বুঝি বেহায়া ? কিন্তু কী করবি বল্ ? ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস ?

নীরবালা। কোনটা বল্ দেখি। চিরকুমার-সভার দুটো সভ্য ?

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব ? (নৃপের গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমারসভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না-- নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পুজোর আয়োজন করেছি ভাই! জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুটি ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুটি ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে ?

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই ? ভাই, ওঁর তো

স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী ?

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরু টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইল। শৈলবালার গলায় পরাইয়া কহিল, “আমরা দুই স্বয়ম্বরী তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।”

এই বলিয়া শৈলবালাকে প্রণাম করিল।

শৈল। ও আবার কী ?

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি, মেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না-- আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি কোথাও পাব ? কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস ?

পুনর্বীর নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। “ও কী ও নৃপ, ছি” বলিয়া শৈল তাহার চোখ মুছিয়া দিল ; কহিল, “তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস ? আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম ?”

তিনজনে মিলিয়া একটা অশ্রুস্বর্ষণকাণ্ড ঘটবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে রসিকদাদা প্রবেশ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি-- আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম ভাবে চলব শিখিয়ে দে !”

নীর কহিল, “ফের পুরোনো ঠাট্টা ?-- তোমার ঐ সভ্য-অসভ্যের কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।”

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না ? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুত্রের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে ? হয়েছে কী-- যতদিন চিরকুমার-সভা টিকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু-বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়-- রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস ?

শৈল। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যেরকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। ‘আমি কি ডরাই সখী কুমারসভারে ? নাহি কি বল এ ভুজমৃগালে ?’

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।”

শৈল। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে-দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে ?

নৃপ তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, “আমি জানি মুখুজ্যেমশায়, কালিদাস।”

অক্ষয়। না, আরো একজন বড়ো লোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে ?

অক্ষয় বামে নীরুকে টানিয়া বলিলেন “এই একটি” এবং দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন “এই আর-একটি।”

নীরবালা। আর কুড়ুল বুঝি আজ আসছে ?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যাঙ্কি হয় না। ঐ-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শুনিয়া দৌড়, দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল। চুড়ি-বালায় ঝংকার এবং ব্রহ্ম পদপল্লব কয়েকটির দ্রুতপতনশব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ দূর হইতে দূরে বাজিতে লাগিল। এবং ঘরের আলোড়িত বাতাসে এসেস্ ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত মৃদু পরিমল যেন পরিত্যক্ত আসবাবগুলির মধ্যে আপনার পুরাতন আশ্রয়গুলিকে খুঁজিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে শক্তির অপচয় নাই, রূপান্তর আছে। স্বর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নের বাতাসে যে একটি সুগন্ধ আন্দোলন উঠিয়াছিল সেটা কি প্রথমে কুমারযুগলের বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্পন্দন ও অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অন্তঃকরণের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য একটি অনির্বচনীয় পুলকে পরিণত হয় নাই ? কিন্তু সংসারের যেখান হইতে ইতিহাস শুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে-- প্রথম স্পর্শ স্পন্দন আন্দোলন ও বিদ্যুৎচমকগুলি প্রকাশের অতীত।

পরস্পর নমস্কারের পর অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “পূর্ণবাবু এলেন না যে ?”

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন-- আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই-- কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়। বলিয়া অক্ষয় নামিয়া গেলেন।

আজ চন্দ্রবাবুর বাসায় হঠাৎ নির্মলা আবির্ভূত হইয়া চিরকুমারদলের শান্ত মনের মধ্যে যে একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহার অভিঘাত বোধ করি এখনো শ্রীশের মাথায় চলিতেছিল। দৃশ্যটি অপূর্ব, ব্যাপারটি অভাবনীয়, এবং নির্মলার কমনীয় মুখে যে-একটি দীপ্তি ও তাহার কথাগুলির মধ্যে যে-একটি আন্তরিক আবেগ ছিল তাহাতে তাহাকে বিস্মিত ও তাহার চিন্তার স্বাভাবিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সে লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না বলিয়া এই আকস্মিক আঘাতেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ এমন জায়গা হইতে এমন করিয়া এমন একটা উত্তর আসিয়া উপস্থিত হইবে স্বপ্নেও মনে করে নাই বলিয়াই উত্তরটা তাহার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সেই আবেগকম্পিত ললিতকণ্ঠে-- সেই গূঢ়-অশ্রু-করণ বিশাল কৃষ্ণচক্ষুর দীপ্তিচ্ছটার প্রত্যুত্তর কোথায় ? পুরুষের মাথায় ভালো ভালো যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে আরক্ত অধর কথা বলিতে গিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে, যে কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারে পুরুষের হাতে এমন কী আছে ?

পথে আসিতে আসিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো কথাই হয় নাই। এখানে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিতেই যে শব্দগুলি শোনা গেল, অন্য কোনো দিন হইলে শ্রীশ তাহা লক্ষ্য করিত কি না সন্দেহ--

আজ তাহার কাছে কিছুই এড়াইল না। অনতিপূর্বেই ঘরের মধ্যে রমণীদল যে ছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। সেটা চকিতে তাহাকে একটু যেন বিচলিত করিল। তাহার একটা কারণ শ্রীশ অত্যন্ত ফুল ভালোবাসে, তাহার আর-একটা কারণ শ্রীশ কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইল-- অনতিকাল পূর্বেই যাহাদের সুনিপুণ দক্ষিণ হস্ত এই ফুলগুলি সাজাইয়াছে তাহারাই এখনই ব্রহ্মপদে ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।”

হঠাৎ মৌনভঙ্গে শ্রীশ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “কেন নয়?”

বিপিন কহিল, “ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।”

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছুই হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া!

শ্রীশ কহিল, “হাঁ, ঐ একটা মাত্র!”-- লেখকের অনুমানমাত্র হইতে পারে, কিন্তু অন্যদিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না।

বিপিন কহিল, “দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচরকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।”

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, “কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।”

বিপিন। বেচারী চিরকুমার কটির জন্যে একটা কোণও ফাঁকা রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ “এই দেখো-না” বলিয়া কোণের একটা টিপাই হইতে গোটা দুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল।

বিপিন কাঁটা দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, “ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।”

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেল্ফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতকগুলি নভেল, কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল, মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা-- তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল। দেখিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল।

বিপিন পড়িয়া কহিল, “নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কী বোধ কর।”

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয়ের বলে ঠেকছে হে!

বলিয়া আর-একটা বই দেখাইল।

বিপিন কহিল, “নীরবালা ! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়--”

শ্রীশ । কুমারসভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে ।

বিপিন । পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল-- রক্ষা পায় কি না সন্দেহ ।

শ্রীশ । কিরকম ?

বিপিন । লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি ?

প্রশান্তস্বভাব বিপিনকে দেখিলে মনে হয় না যে, সে কিছু দেখে ; কিন্তু তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না । পরম দুর্বল অবস্থায় পূর্ণকে সে দেখিয়া লইয়াছে ।

শ্রীশ । না না, ও তোমার অনুমান ।

বিপিন । হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস-- না যায় দেখা, না যায় ধরা ।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল ; কহিল, “পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যাশাস্ত্রের অন্তর্গত নয় ?”

বিপিন । না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেকচার চলে না ।

শ্রীশ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল, গম্ভীর বিপিন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল ।

চন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম ।”

শ্রীশ বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল ; বিপিন গম্ভীরমুখে কহিল, “পূর্ণবাবুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল ।”

চন্দ্রমাধব সরলভাবে উত্তর করিলেন, “পূর্ণবাবুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না ।”

চন্দ্রমাধববাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই অক্ষয় রসিকদাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন । কহিলেন, “মাপ করবেন, এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি ।”

রসিক হাসিয়া কহিলেন, “আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়--”

অক্ষয় । অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, ক্রমশ পরিচয় পাবেন । ইনি হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী ।

শুনিয়া শ্রীশ ও বিপিন সহাস্যে রসিকের মুখের দিকে চাহিল ; রসিকদাদা কহিলেন, “পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে ‘যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ’ ।”

অক্ষয় প্রস্থান করিলেন । ঘরে দুটি কেরোসিনের দীপ জ্বলিতেছে ; সেই দুটিকে বেষ্টিত করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুষ্ঠন । সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে ।

পুরুষবেশী শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল । ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু ঝাপসাভাবে তাকে দেখিলেন-- বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ।

শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল । শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল । প্রথম পরিচয়ের

দুর্নিবার লজ্জাটুকু সে এইরূপ আতিথ্যব্যাপারের মধ্যে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

রসিক কহিলেন, “ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি-- হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম-- ইনি বালক নন।”

চন্দ্র। এঁর নাম ?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, “অবলাকান্ত ?”

রসিক। নামটি আমাদের সভার উপযোগী নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই-- যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে ‘স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ’, কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ কহিল, “বলেন কী মশায় ! নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল করলেই হল।”

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত-- পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না ; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না'ও বলেন উনি লাইবেলের মোকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, “আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিত হলাম, কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না-- নাম ভুল করব না মশায়।”

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন-- সেইজন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল, “অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন ? আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।”

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শ্রীশের মুখের দিকে না চাহিয়া থালা সাজাইতে সাজাইতে শৈল কহিল, “শ্রীশবাবু, আহারটাও কী আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ ?”

শ্রীশ দেখিল কণ্ঠস্বরটিও অবলা নামের উপযুক্ত। কহিল, “এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।”

বলিয়া বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিল।

বিপিন কহিল, “নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমাত্রই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে। ক্ষমতামালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেছেন এর সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না-- এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।”

শ্রীশ কহিল, “তোমার হল কী বিপিন ? তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনি নি তো।”

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরল বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায় ?

রসিক টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি অত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।”

নূতন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। শৈল তাঁহার সম্মুখে গিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, “সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন, চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ--”

চন্দ্রবাবু শৈলকে নিকটে পাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।”

রসিক কহিলেন, “আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে--”

বিপিন মৃদুস্বরে কহিল, “তা হলে ভবিষ্যতে না হয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।”

চন্দ্রবাবু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে শৈলের সুন্দর সুকুমার চেহারাটি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তখন শৈলকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

বলা আবশ্যিক, অচিরকাল পূর্বেই বিপিন জলযোগ করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার ভোজনের ইচ্ছামাত্র ছিল না, কিন্তু এই প্রিয়দর্শন কুমারটিকে দেখিয়া, বিশেষত তাহার মুখের অত্যন্ত কোমল একটি স্মিতহাস্যে, বিপুলবলশালী বিপিনের চিত্ত হঠাৎ এমনি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অস্বাভাবিক মুখরতার সহিত মিষ্টান্নের প্রতি সে অতিরিক্ত লোলুপতা প্রকাশ করিল। রোগভীরু শ্রীশের অসময়ে খাইবার সাহস ছিল না, তাহারও মনে হইল, না খাইতে বসিলে এই তরুণ কুমারটির প্রতি কঠিন রুঢ়তা করা হইবে।

শ্রীশ কহিল, “আসুন রসিকবাবু, আপনি উঠছেন না যে।”

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু--

শৈল। কিন্তু আবার কী রসিকদাদা ? তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি ?

রসিক। দেখেছেন মশায় ! নিয়ম আর কারো বেলায় না, কেবল রসিকদাদার বেলায় ! নাঃ-- বলং বলং বাহুবলম্ ! উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না !

শৈল। না, আমি আপনাদের পরিবেশন করব।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল, “সে কি হয় !”

শৈল কহিল, “আমার জন্যে আপনারা অনেক অনিয়ম সহ্য করেছেন, এখন আমার আর একটিমাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।”

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

রসিক। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। উনি পরিবেশন করতে ভালোবাসেন, আমরা আহাৰ করতে ভালোবাসি। এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

আহাৰ আৰম্ভ হইল।

শৈল। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন? এই-যে গ্লাস।-- বলিয়া গ্লাস অগ্রসর করিয়া দিল।

চন্দ্রবাবুর নির্মলাকে মনে পড়িল। মনে হইল এই বালকটি যেন নির্মলার ভাই। আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্বেগ হইল। চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না-- অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যিক সেটি আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন-ব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

চন্দ্র। শ্রীশবাবু, স্ত্রী-সভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিনের তর্কপ্রবৃত্তি চড়িয়া উঠিল। কহিল, “সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।”

আজ শ্রীশ উপস্থিত প্রস্তাবটা সম্বন্ধে অনেকটা নরমভাবে ছিল, নতুবা উত্তাপ হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে বৃষ্টির মতো এই তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে পুনর্বীর সঙ্ঘাবের সৃষ্টি হইত।

এমন-কি, শ্রীশ কথঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিল, “আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি আয়োজন-অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাবু কী বলেন?”

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি, স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি-বা নাও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়--

শৈল। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্ৰোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে?

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই? একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল। কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সে দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্র। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যেই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চর হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু,

এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে রেখো-- স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন ; তা হলে তাঁদের ভাৱে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচুে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যডম্বরে পরিণত হয়।

শৈল চন্দ্রবাবুর এই কথাগুলি আনতমস্তকে শুনিল ; কহিল, “আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।”

একান্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনিয়া চন্দ্রবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি নির্মলার তর্কবিহীন বিনম্র শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িল। স্নেহাৰ্দ্র মনে আবার ভাবিলেন, এ যেন নির্মলারই ভাই।

চন্দ্র। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই ?

রসিক। আর কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমারসভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈল। বোপদেবের অভিশাপ একালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষসভ্যদের অঞ্জাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়-

-

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাতনী বলে কারো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

তখন শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্র। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী ?

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই-- তা নাম-পরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন বা অর্থ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না।

আহার-অবসানে রসিক কহিল, “আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।”

শ্রীশ কহিল, “কিছু না-- অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।”

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে।

শুনিয়া শৈল খুশি হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধকোমল হাস্যে সকলকে পুরস্কৃত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়। হল কী বল দেখি ! আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দু-বেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চলবীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে !

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি ?

অক্ষয়।

গান। ভৈরবী

ওগো দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর !

বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর !

বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর !

নীরবালা। মশায়, এখন সিঁধ কাটার পরিশ্রম মিথ্যে ; আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি ! এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব ?

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কতদূরে ?

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্যেমশায়। বলব ? চারশো পঁচাত্তর মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলে ! তুই কি মুখুজ্যেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি ?

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইমটেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।

গান। বাহার

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,

বেগে বহে শিরা ধমনী--

হায় হায় হায়, ধরিবারে তায়

পিছে পিছে ধায় রমণী।

বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,

লটপট বেণী দুলে চঞ্চল--

এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ

ছুটে কুরঙ্গমণী !

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন !

অক্ষয়। তার কারণ আমিও অত্যন্ত আধুনিক ! তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুজ্যেমশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল ? তা হলে আর বিদুষী

শ্যালী থেকে ফল হল কী ? এত বড়ো আধুনিকটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয় ?

নীরবালা। মুখুজ্যেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐরকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্যরকম ঠেকেছিল ! তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন !

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত ! আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা !

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে ?

অক্ষয়। তোদের গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব লিখছিলুম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব ? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীরা অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা--

নৃপবালা। নীরু ভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে, ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না।-- কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না !

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি--

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে ? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিন্তকোরটোরচঞ্চুচুস্থিতচারু- চন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাতুর্য !

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বি তর্চর্বণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, রোজ রোজ তুমি এইরকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর ? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয় ?

অক্ষয়। ঐজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বল দেখি ?

নীরবালা। রাগ কোরো না, শাস্ত হও মুখুজ্যেমশায়, শাস্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে-- এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না ?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তবরচনা করে গান করেছিলুম--

নৃপবালা। তার পরে ?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্টো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল। সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ ! কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্যেমশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি !

নৃপবালা । না, আমরা দিদিকে বলে দেব না ।

অক্ষয় । তবে অবধান করো ।--

গান । সিন্ধু কাফি

মনোমন্দিরসুন্দরী,

মণিমঞ্জীরগুঞ্জরী,

স্বলদধলা চলচঞ্চলা

অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ।

রোষারণরাগরঞ্জিতা

বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা,

গোপনহাস্য -কুটিল-আস্য

কপটকলহগঞ্জিতা ।

সংকোচনত-অঙ্গিনী,

ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী,

চকিতচপল নবকুরঙ্গ

যৌবনবনরঙ্গিনী ।

অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা,

মধুকরভরকুণ্ঠিতা,

লুব্ধপবন -ক্ষুব্ধ-লোভন

মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা ।

চুস্বনধনবঞ্চিনী,

দুরূহগর্বমঞ্চিনী

রুদ্ধকোরক -সঞ্চিত-মধু

কঠিনকনককঞ্জিনী ।

কিন্তু আর নয় । এবারে মশায়রা বিদায় হোন ।

নীরবালা । কেন, এত অপমান কেন ? দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে ?

অক্ষয় । এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না । অরে দুর্বৃত্তে ! এখনই লোক আসবে ।

নৃপবালা । তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে ।

নীরবালা । তা, আমরা থাকলেই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি ?

অক্ষয় । তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না । না, ঠাট্টা নয়, পালাও । এখনই লোক আসবে-- ঐ একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না ।

নৃপবালা । এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে ?

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ বুঝতে পারছ, কী বল মুখুজ্যেমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।

“অবলাকান্তবাবু আছেন?” বলিয়া ঘরের মধ্যে সহসা শ্রীশের প্রবেশ। “মাপ করবেন” বলিয়া পলায়নোদ্যম।

[নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান।

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই--

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন, এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার-- শ্রীশবাবু, স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না।

[প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে একজোড়া মায়া-স্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো; ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই! নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল!

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু?

রসিক। ভিক্ষুককে বিনিক্ষিপ্তঃ কিম্বিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য!

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈকি, এলেন বলে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই-- আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সন্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দর্শটা-চারটে, আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু?

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি, সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে

আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না--

রসিক। সে, যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে-- শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো! শুভ একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে--

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদগারচিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী।

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার! কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি, পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে ছড়াছড়ি লাগিয়ে দেয় তাই লুকিয়ে রেখেছি-- শুনবেন শ্রীশবাবু ?

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর।
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হয়--
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব গায় ?

শ্রীশ। বা, বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্যবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই!

শ্রীশ। আহা হা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনীরে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু! শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী? সেই মদ-মুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে।

রসিক। দেখি দেখি! তাই তো! দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি! বাঃ, দিব্যি গন্ধ? শ্লোকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দোভঙ্গ হয় হোক গে-- বাসন্তীনবপরিমলোদগাররুমমালাং! শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমারসভার পতাকা-নির্মাণ চলবে না। দেখেছেন, কোণে কেটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে ?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি? নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ংকর

মোটা। নীহারিকা ? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয় ?

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে। অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে-- নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন-- বলুন-না শ্রীশবাবু-- শেষ করে দিন-না--

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ-- নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা ! গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরো অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে-- নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনুপুরনিষ্কণ, নিবিড়নীরদনির্মুক্ত-- অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেধে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে-- তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।-- শ্রীশবাবু, বুড়োমানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপিচুপি পকেটে পুরবেন না--

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর--

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু ! আপনাকে তো বলেছি, আমার নির্জন ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে-- আমার একটি কবিতা মনে পড়ে--

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ ।

কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি,
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া ।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো ! কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু ?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি ? আর ঐ যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই ?

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাকবিশেষ, ওর ফুকরে ফুকরে কবিত্বের মধু-- আমাকে সুদ্র মাতাল করে দেবেন দেখছি।

[দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈল । আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু !

শ্রীশ । আমি এই সন্ধ্যাবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু !

শৈল । রোজ সন্ধ্যাবেলায় যদি এইরকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয় ।

শ্রীশ । আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন ।

শৈল । আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব ।

শ্রীশ । সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে ।

শৈল । রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়ান কেন ? বুড়োবয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধরবে না কি ?

রসিক । না ভাই, সে ব্যবসা তোদের বয়সেই শোভা পায় । একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্রর চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে ।

শৈল । কিরকম ?

রসিক । প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি কারবার মূলধন আমার নেই, আমি খুচরো মালের কারবারী-
- রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় । শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজারসুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন, রুমাল কেন সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন ; আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্ফবিলম্বিত চিকুরাশির সুগন্ধ ঘনাকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন । উনি উজ্জ্বলিত করতে আসেন কেন ?

শ্রীশ । অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন ।

শৈল । (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি ? এই কোণে যেমন একটি ‘ন’ অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা আছে । এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না ।

শ্রীশ । রসিকবাবু, এ কিরকম জবর্দস্তি ? আর ‘ন’ অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর !

রসিক । শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অক্ষ, ভালোবাসাও অক্ষ । এখন দুই অক্ষে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে ।

শৈল । শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন ?

শ্রীশ । দেখি নি কে বললে ?

শৈল । দেখছেন ? কাকে দেখলেন । ‘ন’ তো দুটি আছে--

শ্রীশ । দুটিই দেখেছি-- তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না ।

রসিক । শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না--
একশচন্দ্রস্তুমোহন্তি ।

ভূতের প্রবেশ

ভূত। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন ? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই-- আমি একবার চট্ করে দেখা করে আসব।

শৈল। পালাবেন না তো ?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এঁদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈল। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান ? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়ি যে রোগের বীজে ভরা ; এখানকার রুমালে, বইয়ে, চৌকিতে, টেবিলে, যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে-- আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈল। রসিকদাদা, তোমার বুদ্ধি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে ?

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও ! আমার পিলে যক্ৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে ? সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈল। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর ?

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোটদিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি ?

নীরবালা। দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া,

চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া নেয়া।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে ! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই ! যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

“অবলাকান্তবাবু আছেন ?” বলিয়া বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান।
নীরবালা মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া, দ্রুতবেগে বহিষ্কান্ত।

শৈল। আসুন বিপিনবাবু !

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি ? আমি আসার দরুন আপনাদের কোনোরকম লোকসান নেই ?
রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু-- ব্যবসার এইরকম নিয়ম। যা
গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত ?

শৈল। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে !

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু, কী ভাবছেন বলুন দেখি ?

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈল। বন্ধুত্বে যদি বাধে ?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈল। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু ! আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃদ্ধ,
যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ
বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ব্রহ্মহরিণীর মতো পলায়ন করে
থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা
করেছেন। হয় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না !

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু ! এ কিরকম হল ?

শৈল। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে-- কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত
আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈল। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে
এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণভাব থাকত না।-- এটা কিসের খাতা ? গান লেখা দেখছি। নীরবালা দেবী !

[পাঠ

শৈল। কী পড়ছেন বিপিনবাবু ?

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার
সুযোগ পাব না, এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক
এবং হাতের অক্ষরগুলি মুগ্ধ ! যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন !

শৈল। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে
বিপিনবাবু !

রসিক। আর, আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি ? আহা, হাতের অক্ষরের মতো
জিনিস আর আছে ? মনের ভাব মূর্তি ধরে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে-- অক্ষরগুলির উপর
চোখ বুলিয়ে গেলে, হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই !
তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে
পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডুষ ভরে উঠেছে-- এ জিনিসের দাম আছে !
বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন ?

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন-- খাতাখানিতে আপনাদের প্রায়োজন কী ? এই খাতা

থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন ?

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়-- সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলাম, নৃপবালা, নীরবালা-- এ কী, বিপিন যে ! তুমি এখানে হঠাৎ ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলাম আমার সেই সন্ন্যাস-সম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন ?

রসিক। বুঝতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে ?

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী ? তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন ?

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরকম উদ্ভাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।-- বিপিন, উঠছ নাকি ?

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনাস্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে ?

বিপিন। (জনাস্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈল। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু, ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি ?

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর-একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি ! আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল ! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না-- আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিশে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন, দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে ?

শৈল। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন ?

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি ?

রসিক। লোকে সেইরকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা !

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক । কী নৃপ, হারাদন খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

নৃপবাল। না, আমার কিছু হারায় নি ।

রসিক । সে তো অতি সুখের সংবাদ । শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস । (শৈলের হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই ?

নৃপবাল। ও আমার নয় ।

[পলায়নোদ্যত

রসিক । (নৃপকে ধরিয়।) যে জিনিসটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না ।

নৃপবাল। রসিকদাদা, ছাড়ে-- আমার কাজ আছে ।

দশম পরিচ্ছেদ

পথে বাহির হইয়াই শ্রীশ কহিল, “ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিম্বা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারো ধিক্কার দেবেন।”

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিম্বা--

শ্রীশ। দেখো, ঐজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিণে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় বলে মলয় সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি? আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে, দক্ষিণে হাওয়া ভালো লাগে--

বিপিন। এবং--

শ্রীশ। এবং যা কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরো আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্য রকম-- আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো-- সে চলে ঠিক, কিন্তু বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোহর জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি, ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে-- চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল! তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ-যে স্ত্রীসভা নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বন্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা হাওয়া বন্ধ হাওয়া বুঝি নে ভাই! যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে?

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল

আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ীর উপর ঊনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও-- কোনো ভয় নেই-- বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের, তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে? তাকে অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে! পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্ত্রেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না।

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী?

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে-খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে-- এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয়, কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে-- আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু-- সে কাব্যে যে দেবতা দক্ষ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দক্ষ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহবিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষা নেই। তার চেয়ে বিবাহিত-সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে হুঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ করে করে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু! সেইজন্যই তো কুমারসভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। দেখব আর কী? তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন--

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া,

তোমার অনল দিয়া।

কবে যাবে তুমি সমুখের পথে

দীপ্ত শিখাটি বাহি

আছি তাই পথ চাহি!

পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়

আমার নীরব হিয়া

আপন আঁধার নিয়া ।

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া !

পূর্ণ । ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি !--

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া !

ঘরটি সাজানো রয়েছে-- খালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা
ক্রমে রাত্রি হতে চলল !-- বাঃ দিব্যি লিখেছে ! কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি ?

শ্রীশ । বইটার নাম আবাহন ।

পূর্ণ । নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো । (আপন-মনে)--

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া !

দীর্ঘনিশ্বাস

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ ?

শ্রীশ । বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই !

পূর্ণ । আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে । কী বল বিপিনবাবু ?

শ্রীশ । বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে ।
কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে ।

বিপিন । অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি । মরতে হলে একবারে
গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো ।

পূর্ণ । এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা । বিপিনবাবু একেবারে অস্তিমকালের জন্যে কবিত্ব
সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর । আশীর্বাদ করি অন্যের সেই
বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়--

শ্রীশ । এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে--

বিপিন । এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়--

পূর্ণ । বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে ।

শ্রীশ । সেদিন নিদ্রা যেন না আসে--

পূর্ণ । রাত্রি যেন না যায়--

বিপিন । চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়--

পূর্ণ । বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে--

শ্রীশ । এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে ।

পূর্ণ । দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই আবাহন থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও ।

চমৎকার লিখেছে হে--

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া !

আহা ! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়-- দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে প্রদীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত । (আপন-মনে)--

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জ্বলাইয়া যাও প্রিয়া !

শ্রীশ । পূর্ণবাবু, যাও কোথায় !

পূর্ণ । চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি ।

বিপিন । খুঁজলে পাবে তো ? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা-- সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না ।

[পূর্ণের প্রস্থান

শ্রীশ । (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন !

বিপিন । ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওয়াটারের ছিপির মতো একেবারে টপ করে উড়ে না যায় !

শ্রীশ । যায় তো যাক-না । কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ ? মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাতদিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন ? দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়ুক ।-- সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম--

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক

পথ ভুলে মর্ ফিরে ।

খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে

আকুল আঁখির নীরে ।

সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে

হারানো হিয়ার কুঞ্জ,

ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরুতলে

রক্তকুসুমপুঞ্জ--

সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা

অকূলসিন্ধুতীরে ।

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক

পথ ভুলে মর্ ফিরে ।

বিপিন । আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি !

শ্রীশ । যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না । মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ ।-- আসুন আসুন রসিকবাবু, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে ?

রসিকের প্রবেশ

রসিক । আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী !
বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্ ।
উভয়মেতদুপৈতুথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনে ন যত্র সমাগমঃ ।

শ্রীশ । অস্যার্থঃ ?

রসিক । অস্যার্থ হচ্ছে--

আসে তো আসুক রাত্টি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি ।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি ।

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না--
তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই ।

শ্রীশ । আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন ?

রসিক । তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন !

শ্রীশ । তা হলে তদুপেই তিনি অরসিক বলে প্রকাশ হয়ে যাবেন ।

রসিক । এবং পরদুপেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন । তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে
শ্রীশবাবু ! আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন, আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ
করলুম । দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো । আজ বসন্তের শুক্ল রজনী, আজ অভিসারে এসো !

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন ।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দস্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ।

ধীরে ধীরে চলো তনুী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর ।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশুরুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি ।

শ্রীশ । রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা । এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন ?

রসিক । বিস্তর-- লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি ।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বীর চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটোলডাঙা স্ট্রীট? সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাশ্বরী প'রে মনোরাজ্যের পথে ঐরকম করে বেরিয়ে থাকে-- বন্ধের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না-- সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু?

রসিক। সে কথা মানতেই হয়-- অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এইরকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জানলা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশেষ ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত, আমায় অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধুভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনাস্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যিক সেটা যে ফেলে এলেন!

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী?

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, আমি চট করে আসছি।

[প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না।

রসিক। যদি বা করি, আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই-- আমি ভারি দুর্বল।

বিপিন। দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলাম, তিনি--

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু-- তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি--

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না-- তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি--

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাছে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না-- তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু তাঁদের কেউ ওঁর প্রতি--

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে, ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না!

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু--

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে--

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতাম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি-- বাস্তবিক অন্যায হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো--

রসিক। মূল অন্যাযটা অন্যাযই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব--

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে না-হয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন?

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু!

রসিক। দলে টানছি মশায়!

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম পালনটাই সাব্যস্ত করলেন!

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন!

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ধ্যাসী করতে চাও নাকি ?

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম-- একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনাস্তিক) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি ? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে !

[বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম, তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি--

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে--

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্টি ?

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন-- তাই মুহূর্তকালের মতো হঠাৎ ব্রহ্মহরিশীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল-- চাবির-গোছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবলাই বটে ! পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ব্রহ্ম, চুলগুলি কুণ্ঠিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি-- সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক । ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু--

কবীন্দ্রাণং চেতঃকমলবনমালাতপরুচিৎ
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরণামেব ভবতীং
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্ভির্বিদখাতি সভারঞ্জনময়ীম্ ।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যাঁরা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য-দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ । আমিও অল্পদিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয় । (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন-- ধরা পড়ে ভালোরকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উলটে-পালটে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না। আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ । এই-যে অক্ষয়বাবু !

অক্ষয় । ঐ রে ! একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর-একটা ডাকাত গলির মোড়ে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না-- মনের মতো ধ্যান-ভঙ্গিও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই-- কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে !

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন । এই-যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম !

অক্ষয় । হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল ?--

in such a night as this,
when the sweet wind did gently kiss the trees,
and they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Troyan walls
and sighed his soul toward the Grecian tents,
where Cressid lay that night.

শ্রীশ । In such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু ?

রসিক । অপসরতি ন চক্ষুযো মৃগাক্ষী
 রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা ।

চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে--
 রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে ।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায় !

অক্ষয় । তুমি কে হে ?

রসিক । আমি রসিকচন্দ্র-- দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান ।

অক্ষয় । এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা !

রসিক । যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার । শ্রীশবাবু,
আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে ।

শ্রীশ । এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি ।

রসিক । আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি ? অক্ষয়দা, আজ তোমাকে
বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ।

অক্ষয় । তুমি তো অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই ।-- বিপিনবাবু, তুমি আমাকে
খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে বলে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন
বিদায় হই-- একটু বিশেষ কাজ আছে ।

[প্রস্থান

রসিক । বিরহী চিঠি লিখতে চলল ।

শ্রীশ । অক্ষয়বাবু আছেন বেশ ।-- রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন ? তাঁর নাম ?

রসিক । পুরবালা ।

বিপিন । (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন ?

রসিক । পুরবালা ।

বিপিন । তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো ?

রসিক । হাঁ ।

বিপিন । সব ছোটোটির নাম ?

রসিক । নীরবালা ।

শ্রীশ । আর, নৃপবালা কোন্টি ?

রসিক । তিনি নীরবালার বড়ো ।

শ্রীশ । তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো ।

বিপিন । আর নীরবালা ছোটো ।

শ্রীশ । পুরবালার ছোটো নৃপবালা ।

বিপিন । তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা ।

রসিক । (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে । আমার মুশকিল । আর তো হিম সহ্য হবে

না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই-যে, আপনারা এখানে! আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।

বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।

বিপিন। তা, আপনি আমাদের কখনো সুস্থ দেখেন নি-- একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।

বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান।

শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না?

রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হল, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।

বনমালী। চলুন-না, ঘরেই চলুন-না!

শ্রীশ। মশায়, এত রাতে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু--

বনমালী। যে আঙু, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রসিক। ভাই শৈল !

শৈল। কী রসিকদাদা !

রসিক। এ কি আমার কাজ ? মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন, আর আমি বৃদ্ধ--

শৈল। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন !

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাহর করেই দেখেছি। সেইজন্যই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রাজার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই !

শৈল। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়-- যৌবনের উত্তাপ বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈল। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই !

শৈল। কী বল রসিকদা ! তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে ?

রসিক। শুষ্কস্থানে বহিঃরূপেতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হুঃ শব্দে জ্বলে ওঠে-- সেইজন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ ! কী আর বলব ভাই !

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগছ বরদে দেবি ! কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পূজো পাচ্ছেন ; আর এই-যে বুড়ো খেটে মরছে, এ কি কিছুই পাবে না ?

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল-- তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা !

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়-- আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি-- তার চেয়ে, ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়োমানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব-- একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি, সেই শ্রীচরণে যু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু, নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট-- আপাদমস্তক নাই হল। সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃত্যও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে-- লক্ষণ খারাপ।

শৈল। নীরু, তুই করছিস কী! আবার এ ঘরে এসেছিস! আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে-- এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐরকম করে হাস তা হলে ওঁর আস্পর্শ আরো বেড়ে যায়।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সহিতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এইরকম শাস্ত্রে আছে, তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি-- তানটা যদি একটু কমে।

শৈল। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে-- আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[উভয়ের প্রস্থান]

পূর্ণের প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু--

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু?

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষু তত্ত্বে আপনার এতদূর অধিকার হল কী করে?

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টি লাভ করতে পারতুম। কিন্তু যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি-- শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু! ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে।

রসিক। নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাজ্যা নয়নদ্বয়ং

অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং--

বুঝেছেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক। আনতঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার নয়নযুগল

না দেখিয়া পরস্পরে তাই কি বিরহভরে হয়েছে চঞ্চল?

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায়

না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো ? সেইরকম অর্থ করেই নিন-না ! শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক--

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল ?

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু !

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল ?

অথচ সে বেচারী বন্দী খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছটফট করে-- প্রিয়চক্ষু যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখেছে--

হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা--
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা !

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐরকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু-- এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাবু ! কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেছেন-- প্রিয়চক্ষু-
দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল ?

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না--

লোচনে হরিণগর্ভমোচনে
মা বিদূষয় নতাজি কজ্জলৈঃ ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ ?

হরিণগর্ভমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না সরলে !
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে ?

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু, থামুন। ঐ বুঝি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র । এই-যে অক্ষয়বাবু--

রসিক । আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন ।
আমি রসিক ।

চন্দ্র । মাপ করবেন রসিকবাবু-- হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল ।

রসিক । মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশাই ! আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি । মাপ তাঁর কাছে চাইবেন । পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু !

চন্দ্র । আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থিতির করব মনে করেছিলুম । আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু ?

পূর্ণ । না, সে কিছুই নয় চন্দ্রবাবু !

রসিক । চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল ।

চন্দ্র । দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিকবাবু !

রসিক । শক্ত বৈকি-- পূর্ণবাবুরও সেই মত ।

চন্দ্র । সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না ।

রসিক । সন্তোষজনক হবে কেমন করে । সোজা দেখা বাঁকা দেখা এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায় । বিষয়টা বড়ো সংকটময় ।

চন্দ্র । নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি ? ইনিই আমাদের কুমারসভার প্রথম স্ত্রীসভ্য ।

রসিক । (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী । আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন ।

চন্দ্র । কেবল শ্রী নয়, শক্তি ।

রসিক । একই কথা চন্দ্রবাবু-- শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূত হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না । কী বলেন পূর্ণবাবু ?

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল । মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে ?

চন্দ্র । (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনো সময় হয় নি । অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন ।

শৈল । (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়-- চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায় ।

নির্মলা । আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই । আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে ।

শৈল । আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য ।

নির্মলা । আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে ?

শৈল । আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না । আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে,

তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ। ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈল। দেখুন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমত জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ব কি সকলে বুঝতে পারে? তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এতদিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈল। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেইরকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলাম সেটা পড়েছ?

শৈল। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলাম অবলাকান্তবাবু! পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈল। এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

রসিক। পূর্ণবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি?

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্প বয়স কিনা সেইজন্যে--

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি, মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না-- কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো--

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন, কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাবু? কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন হাঁ গরম পড়েছে, তার পরে কী বলব?

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবু ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলেছে-- এই দেখুন, এখনো সাড়ে ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি-- প্রথম সভ্য হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন-- লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ-সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুনগে।

পূর্ণ। কী বলব ?

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন ?

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে, কিন্তু আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে-- আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু ?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই !

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো ?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন না কি ?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন ?-- এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে খপ্ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই-যে পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল-- এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো ?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমারসভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি ; সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল-- আজ সেইটি বসানো হয়েছে, কী বলেন পূর্ণবাবু !

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই-- আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে-- বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু-- আশা করি ক্রমে উন্নতিলাভ

করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল ?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর-- সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলাম--

বিপিন। তাকে কী বললেন ?

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন ?

রসিক। কিন্তু সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন ?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে ?

রসিক। এক প্রান্তে কিম্বা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ ?

রসিক। কী জানি মশায় ! অর্থও থাকতে পারে অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন-- ভারী শব্দ কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী শব্দ কথা মশায় ?

রসিক। এই বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের কথা !

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শব্দ কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শব্দ কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই !

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দুর্লভ-- সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসোগে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। (বিপিনের প্রস্থান) রসিকবাবু, ঐ-যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বললেন, তিনি-- তিনি-- তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটা স্নিগ্ধ ভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল 'হবিষা কৃষ্ণবর্ষে অবভূয় এবাভিবর্ধতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে 'ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি'।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি-- আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি--

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি-- কী আর প্রশ্ন করব ? তাঁর সম্বন্ধে যা-হয়-কিছু বলুন-না। কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন আমি শুনি।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন-- আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই।

তিনি যদি বলেন, রসিকদা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উসকে দাও তো, আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম-- আদি কবির প্রথম অনুষ্ঠুপ ছন্দের মতো। কী বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে, আমার মনে হল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখি নি, কিন্তু--

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন ?

শৈলের প্রবেশ

শৈল। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন ?

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা-অধিবেশনের সময় হয়েছে, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষিবিদ্যালয়-সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ-- আজ-- [কাসি

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা--

পূর্ণ। আজ এই সভা--

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে--

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে--

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু !

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব-- (কাসি) যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাসি) অভিনন্দন--

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যাশেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছেন-- কিন্তু দেহ রঞ্জণ, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই-- অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা-দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্র। আমি জানি, কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেস দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এপর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্নেন্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি

ওঁর কাছে দিয়েছিলেম-- তার থেকে উনি, জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন-- সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি যেসকল উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্যে ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে অদ্যকার সভা আগামী রবিবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা গেল। বিপিনবাবু যুরোপীয় ছাত্রাগারসকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী সংকলনের ভার নিয়েছিলেন এবং শ্রীশবাবু স্বৈচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা-সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি-- সকলেই জানেন, আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই গাড়ি উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাইসুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে। এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি-- আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি-- গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার-মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করেছেন-- ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমারসভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে, উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো, বড়ো আশ্চর্য! অথচ মনে হয়, যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই, ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসিগে।

[শৈলের নিকট গমন

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব ?

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু,

আন্দাজে বুঝবে না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু, আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা-হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ঐ দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন--

রসিক। তা হোক-না, তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈল। (নির্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না-- আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছেন। কিন্তু বেচারী পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে--

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি; আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈল। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হবে। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ীর দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনিই আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈল। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে, আসুন পূর্ণবাবু! আমরা আপনার কথাই বলছিলাম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে-- পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈল। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা-কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোওয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে-- তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন-জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈল। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার

জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি--

শ্রীশ। অবলাকাস্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে-- হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈল। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্যে যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব-- রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন-- নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?--

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

নবীন তরী নতুন চলে,

দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,

বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

ভেসেছিল স্রোতের ভরে,

একা ছিলেন কর্ণ ধ'রে--

লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।

সুখে ছিলেম আপন মনে,

মেঘ ছিল না গগনকোণে--

লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেন সে আশায়।

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু!

বিপিন। যাকগে। কিন্তু কোথায় ডুবেল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা তিনি কেন খাতায় লিখে রাখলেন?

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এইরকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা টিলে দিয়েছি-- ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন!

বিপিন। আচ্ছা।

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন-- উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন ?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে, আর তিনি--

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন ! তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি ?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে-- তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে--

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে--

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন--

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি-- পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে-- বিকেলবেলার আলো--

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। (শ্রীশের প্রস্থান) রসিকবাবু--

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব ?

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে-- হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে-- বিশেষ কিছু নয়-- তবু একটু ইয়ে বৈকি-- তেমন বেশ-- (কাসি) আপনার শরীর বেশ ভালো আছে ?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি-- জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি-- আপনি-- আপনার ইয়ে কী রকম বোধ হয়-- ঐ-যে-- মিল্টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা-- ওটা কিনা আমাদের এম. এ. কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি ? (নিস্কন্ধ) ইয়ে হয়েছে-- আপনি-- এবারে কিরকম গরম পড়েছে-- আমি একবার রসিকবাবু-- রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

[নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন ?

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে ! পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে ?

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকট আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন-- রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে-- যদি--

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু !

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে-- যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরাল্লা পাই যদি, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন ?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে-- কী বলেন ?

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ !

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি। আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু ?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো-- কী বলেন ? কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি ! (স্বগত) সর্দি জমে, কাসি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।

[শ্রীশের প্রস্থান

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন ?

রসিক। হয়তো বলতুম-- সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি ?

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ--

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি-- শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন--

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু-- চমৎকার-- এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। থাক্ তবে। আমাদের সেই-যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন ?

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে-- কী বলেন ?

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্যত্র

শৈল। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি, বেশি নয়, কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন?

নির্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ, ঐ বেলুন। (সকলে নিরুত্তর) রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন-- আমাকে মাপ করবেন-- আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম-- আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্বদিনে পূরবালা তাহার মাতার সহিত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অক্ষয় কহিলেন, “দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।”

পূরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গ কৃশতায় তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে।

পূরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে ?

পূরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই ? তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল--
বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।--

গান। পিলু

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ।

কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ ?

ভেবেছিলু অশ্রুজলে, ডুবিব অকূল তলে,

কাহার সোনার তরী করিল তারণ ?

প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না ?

পূরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে-- কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নূপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি !

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই-- অকৃতজ্ঞ ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তপ্তকাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের কটিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে ?

নীরবালা। শুনছ দিদি ! এমন মিথ্যে কথা ! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি-- কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন--

নূপবালা। দিদি, তুমিও তো, ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি ?

পূরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই ? মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে ‘তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম’ তা হলে কি লোকে নিন্দে করত ?

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্শা আরো বেড়ে যেত। মুখুজ্যেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না ?

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদন্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস ? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারা বর্ষণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জ আনন্দরূপ কিসলয়োদগম করে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ--

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব--

শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো-- উত্তমামধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার--

নীরবালা। উত্তমামধ্যম হয় না।

শৈল। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারছিস তো নীরু ? হরিনামকথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈল। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন ?

পুরবালা। হাঁ, কথা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়-- তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈল। যদি পছন্দ না করে ?

পুরবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈল। নৃপ-নীরু যদি পছন্দ না করে ?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পুরবালা। পছন্দ আবার না করবে কী ? তোদের সব বাড়াবাড়ি। স্বয়ম্বরার দিন গেছে, মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না-- স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগত্তারিণী। পোড়া কপাল ! তোমার রসিকদাদার যেরকম বুদ্ধি ! তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পুরবালা। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরি, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরির হাতযশ আছে। পুরি তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে ! আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে--

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে ?

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো, কায়ত-দিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি !

শৈল। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো-- ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ-- জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল-- আর বিবেচনা করতে পারি নে-- অক্ষয়। বিবেচনা সময়মত এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো।

[প্রস্থান

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল, মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ আমি মানি ভাই-- যার সঙ্গে যার হবার হাজার বিবেচনা করে ম'লে সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা। নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর-একজনের সঙ্গে হত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর, তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পুরবালা। যাও, এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসোগে।

[প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

শৈল। রসিকদাদা, শুনেছ তো সব ? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশকিল কিসের ? কুমারসভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈল। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে-- দুটো অর্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না-- উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা, তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওস্তাদ আসীন। তানপুরা-হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরা গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, “একটি বাবু এসেছেন।”

বিপিন। বাবু ? কিরকম বাবু রে ?

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে ?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয় ! ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ, চট্ করে গোটাকতক মিঠে-পানের দোনা কিনে আন তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস, বুঝেছিস ? (পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন !

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু-- এ যে সেই বনমালী !

বৃদ্ধ। আজে হাঁ, আমার নাম বনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যিক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়ে দুটিকে আর রাখা যায় না-- পাত্রও অনেক আসছে--

বিপিন। শুনে খুশি হলেম-- দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন--

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত--

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু, এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি-- যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।

[প্রস্থান

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা--

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন-- এ কী ? কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ ?

বিপিন। (শিক্ষকের প্রতি) ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কাল বিকেলে এসো।

[ওস্তাদের প্রস্থান

কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা, তুমি যে সারেগামা সাধতে বসেছ, কুমারসভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি ?

শ্রীশ। না, আমি হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাটির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শুকিয়ে, সে কি-রকম হত? এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলেন বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে, আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে-পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রসসঞ্চয় হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন! সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই; নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু সব তুণেই তো ধান ফলে না; শুকোতে গেলে কেবল নাহক শুকিয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না, অতএব আমাদের স্বভাবসাপ্য অন্য কোনো রকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন, তোমার তম্বুরা ফেলো--

বিপিন। আচ্ছা, ফেললুম, তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক--

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আনুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়।

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। এ কী! এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু!

রসিক। আঙো হাঁ-- আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি-- আমি বনমালী নই। ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী--

শ্রীশ। না, রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসলাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন !

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমারসভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে একজন বুড়ো কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরির দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমরা সংক্ষেপে তাকে বিদায় করে দিয়েছি-- এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সংগ্রহে) না না, তাই বলে কথা থাকলে বলবেন না কেন ?

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে ?

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাতে গোলদিঘির ধারে--

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাবু--

রসিক। না না, দরকার কী--

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন-- শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন-- আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয় ! কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা-নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেছেন--

শ্রীশ। শুনেছি বৈকি-- তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু--

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ--

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো ?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ--

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু ? বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি--

রসিক। কিচ্ছু না-- হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুস্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দুটির বিবাহ স্থির করেছেন--

বিপিন। এ তো কিছুতেই হতে পারে না রসিকবাবু !

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে--

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে--

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায় ?

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন ?

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন ?

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে দুটোকে পথের মধ্যে--

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে করলেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর-- দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে !

শ্রীশ। সে তো পরশু !

রসিক। আজে, পরশুই তো বটে-- শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম, শুনি !

শ্রীশ। সেই ছেলে দুটোকে কেউ চেনে ?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে ?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনোরকম করে আটকে রাখতে পারেন আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে--

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনোরকম কৌশল মাথায় আসে না, তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলে দুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে-- আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে--

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না ; দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে--

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলাম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু--

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু আপনারা--

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু !

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক-- এরকম ত্যাগস্বীকার--

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তুব তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উদ্ধার করে দিন-- তার পরে আপনাদের আর কোনো দিন বিরক্ত করব না-- আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন-- আমরাও সম্মান করে ইতিমধ্যে আর দুটি সৎপাত্র জোগাড় করব।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এ কথা শুনে দুঃখিত হলেম রসিকবাবু!

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত? আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন-- আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত!

রসিক। সেইজন্যেই তো এতদিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের সুদু--

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না--

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারো কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে পাখাটা টান।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাতে বলেছিলে--

বিপিন। সে এল বলে! ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান--

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাস্ক বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটা নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা, রসিকবাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন--

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব--

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করছেন?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না--

রসিক। (স্বগত) ঐ রে, শুরু হল। আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায়

কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে ।

শ্রীশ । বলেন কী ?

বিপিন । সে কি হয় ?

রসিক । সেই ছেলে দুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে--

শ্রীশ । বুঝেছি, তা হলে এখনই যান !

বিপিন । তা হলে আর দেরি করবেন না !

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারি নির্মল বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি কদিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে? (প্রকাশ্যে) নির্মল!

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা!

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লেজিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা! আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিণে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে-- ভারি অন্যায হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক--

চন্দ্র। না না, জোর করে চেষ্টা করো না। আমার বোধ হয় নির্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে--

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন; আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন, বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে-- তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো--

নির্মলা। খুব ভালো-- চমৎকার--

চন্দ্র। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা--

নির্মলা। আর এমন সুন্দর নম্র স্বভাব--

চন্দ্র। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এত অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি-- আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকলপ্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি!

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি! আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখোই-না! ঐ-যে বেহারা আসছে! বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।-- রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি-প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্র। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণের লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ--

চন্দ্র। পূর্ণ লিখেছেন--‘গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য, আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।’

নির্মলা। হয়েছে কী? বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমারসভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্র। ‘দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়েছেন তা অত্যাচ্ছ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়েছেন তাহা গুরুভার-- সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা শ্রীচরণ-সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।’

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়-- কিন্তু সে কি বরাবর থাকে?

চন্দ্র। ‘সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুপ্তিত হইয়া পড়িতে চাহে।’ নির্মলা, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলাম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য, মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্র। ‘আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে-- তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত-- তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।’ তোমার কী মনে হয় নির্মলা? (নির্মলা নিরন্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্র। ‘গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।’

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলাম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কী বল মামা? অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন? অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু--

চন্দ্র। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্র। মত তো নিতেই হবে। (পত্রপাঠ) ‘এপর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা

বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়ছ কেন ?

চন্দ্র। ঠিক বলেছ ফেনি ! (আপন-মনে পাঠ) কী আশ্চর্য ! আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ ! এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে--

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্র। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি-- পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন--

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও-- তোমার কাছে প্রস্তাব--

চন্দ্র। আমি যে তোমার অভিভাবক -- এই পড়ে দেখো।

নির্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্র। আমি তাকে কী বলব ?

নির্মলা। বোলো কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্র। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই--

চন্দ্র। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে--

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না-- আমার কাজ আছে।

[প্রস্থানোদ্যম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে ?

চন্দ্র। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম-- বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে--

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি ? আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন-- ভারি অন্যায !

চন্দ্র। অন্যায হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায ভুল আমি প্রতিদিনই করে থাকি ফেনি, তুমিই তো আমাকে প্রত্যেকবার সহাস্যে মাপ করে করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায নয়-- আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায করছিলেম, ভাবছিলেম-- এই-যে রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এইখানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে রসিকবাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্র। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব-- আপনি কী পরামর্শ দেন ?

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন-- নইলে সে কোন্ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবা-সকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্র। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বল প্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্র। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি-সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে--

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি--

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটি পাঠিয়ে দিয়েছেন-- আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়! দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি! নেপ বসে বসে কাঁদছে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা--

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়-- তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি না বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও-- দেখি!

[জগত্তারিণী ও পুরবালার প্রস্থান]

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজ্যেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজ্যেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাদের যার তার সামনে ওরকম করে বের করো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল, আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ে না, আমার মাথাঘোরা ব্যামো আছে-- তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছি, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন?

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে! কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়--

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও-- হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণিহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী? তোদের মা-দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়ি-ভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি-- তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব

না।

নীরবালা। কোনোমতেই না ?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। আয় তোদের সাজিয়ে দিইগে।

নীরবালা। আমরা সাজব না!

পুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এইরকম বেশেই বেরোবি ? লজ্জা করবে না ?

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরো বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুয্যস্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল-- কালিদাস বলেন সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল, তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না!

পুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুয্যস্ত মহারাজরা সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা--

পুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি ?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে!

পুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো, নীরু আয়!

নীরবালা। না ভাই দিদি--

পুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি চুল তো বাঁধতে হবে!

অক্ষয়।

গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিলকবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজলনয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে ? আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল-- এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নৃপ ও নীরকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত ?

রসিক। সমস্তই-- বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।
অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো,
আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।
রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই।

[উভয়ের প্রস্থান

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ--
কিছু আদায় করতে পারলে ?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার
জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল ?

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম--

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে !
চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই !

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে-- তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর কিছু নেই ? যদি শুরু
করলে তবে শেষ করো !

শ্রীশ। নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খেপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে।

বিপিন। বাঃ বেশ ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

শ্রীশ। সেই-যে সেদিন যে বইটাতে দুটি নাম লেখা দেখেছিলাম, সেইটে--

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয় !

শ্রীশ। কী-সব নয় ?

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনোরকম--

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন ! তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি

যাতে--

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই-- আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে-- বুঝছ না--

শ্রীশ। কেন বুঝব না? আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র-- একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না!

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।

শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে--

বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম-- কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই-যে আপনারা এসে একলা বসে আছেন, কিছু মনে করবেন না--

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল!

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই? একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অস্পৃশ্যের মধ্যেই চুকে যাবে এই এক সুবিধে, তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই পরিণামে বন্ধনভয়ং! বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন, কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ। দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন-- অথচ নিজেরা কোনোপ্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্ছেন না।

জগত্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ নেপ, কী ছেলেমানুষি করছিস! শিগ্গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা! লক্ষ্মী মা আমার-- কেঁদে চোখ লাল করলে কিরকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি!-- নীর, যা-না! তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু! ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? কী মনে করবেন?

শ্রীশ। ঐ শুনছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য! এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না! কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে

যান-- তার পরে আপনাদের আর কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রসিকবাবু! আমরা কি পাষণ? আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্য ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়-- গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন?

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না বলে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন-- আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না, আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন!

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিনলেন না?

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও এঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে--

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধীদের আর অপরাধ বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসম্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি-- কী বল ভাই! যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি, তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি? (নৃপ ও নীর লজ্জিত-নিরন্তর) না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনাস্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই? বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও!

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বকো তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি! আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন?

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন--

সখা, কী মোর করমে লেখি!

তপত বলিয়া তপনে ডরিনু,

চাঁদের কিরণ দেখি!

এর উপরে আপনাদের কিছু বলবার আছে?

নীরবালা। (জনাস্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই! ও কথা আমরা কখন বললুম!

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। এঁরা বলতে চান, চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না-- তার চেয়ে আরো যদি--

নীরবালা। (জনাস্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবেশেষম্ উজ্জ্বিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্ ! (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন ? আমরা তো কোনোপ্রকার প্রগল্ভতা করি নি।

[নৃপ ও নীরর 'ন যযৌ ন তস্থেখী' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না ?

রসিক। (জনাস্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে--

নীরবালা। (জনাস্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব ?

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন, আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি ! কিন্তু আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত-- আইনের বিশেষ ধারায় এইরকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু ! আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন, আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ করবার সুবিধা পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না !

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মুক্তি না পেতেও পারেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার তৈরি।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু ? জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন !

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনাস্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের প্রতারণা করে যেতে পারব না !

বিপিন। (জনাস্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনাস্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনাস্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে ?

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন ! কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক

আপনাদের উদ্ধার করবই।

[সকলের প্রস্থান

অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি ?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা আমি তো অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা ! এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই !

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে ছেলে দুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয় ? ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে ?

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চটপট স্থির হয়ে যায় !

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল তো যাব। আমি ওদের মার বয়সী, আমার লজ্জা কিসের।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। খাবার গুছিয়ে দিয়ে এসেছি। ওদের কোন্ ঘরে বসিয়েছে, আমি আর দেখতেই পেলুম না।

জগত্তারিণী। কী আর বলব পুরো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে !

পুরবালা। তা জানতুম। নীর-নূপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পুরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করোগে। -- কিন্তু শৈল গেল কোথায় ?

অক্ষয়। সে খুশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়। ব্যাপারটা কী? রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নতুন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই!

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে-- এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসচ্ছেন না কি? ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়ো মা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা? করেছে কী? সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি!

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে?

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকমের হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না, এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের খালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু? তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে? ইচ্ছাপূর্বক?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়!

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল না কি?--

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়!

ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে

ফুলে ফুলে হোক ফুলময়!

আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে

উছলিয়া হোক কূলময় ।

রসিক । একি, বড়ো মা আসছেন যে !

অক্ষয় । আসবারই কথা । উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না ।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম । দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্বাদ । জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ ।

অক্ষয় । মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল ।

শ্রীশ । আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি ।

বিপিন । যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি ।

শ্রীশ । ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত ।

জগত্তারিণী । (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি ।

[প্রস্থান

রসিক । না, এ ভারি অন্যায়ে হল ।

অক্ষয় । অন্যায়েটা কী হল ?

রসিক । আমি ওঁদের বারবার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই । কিন্তু--

শ্রীশ । ওর মধ্যে কিস্তিটা কোথায় রসিকবাবু, আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন ?

রসিক । বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন--

বিপিন । তা বেশ তো, এমনই কি মহাবিপদে ফেলেছেন !

শ্রীশ । মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই ।

রসিক । না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয় । আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে--

বিপিন । রসিকবাবু, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না-- দায়ে পড়ে--

রসিক । দায় নয় তো কী মশায় ! সে কিছুতেই হবে না । আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনো ফিরিয়ে আনব, তবু--

শ্রীশ । আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু ?

রসিক । না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না । আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন, আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে--

বিপিন । শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না-- এমনি হিতৈষী বন্ধু !

শ্রীশ । আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন ?

রসিক । শেষকালে আমাদের দোষ দেবেন না ।

বিপিন । নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন ।

রসিক । আমি এখনো সাবধান করছি--

গতং তদ্গাভীৰ্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ, ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ ॥

সে গাভীৰ্য গেল কোথা, নদীতটে হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে--
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে ।

শ্রীশ । কিছুতেই না । তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুঁড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না ।

রসিক । স্থান খারাপ বটে । নড়বার জো নেই । আমি তো অচল হয়ে বসে আছি, হায় হায়--

অয়ি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্ ।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য । চন্দ্রবাবু এসেছেন ।
অক্ষয় । এইখানেই ডেকে নিয়ে আয় ।

[ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক । একেবারে দারোগার হাতে চোর দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক ।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্র । এই-যে আপনারা এসেছেন । পূর্ণবাবুকেও দেখছি ।

অক্ষয় । আঙে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে ।

চন্দ্র । অক্ষয়বাবু ! তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল ।

অক্ষয় । আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি-- বলুন কী করতে হবে ।

চন্দ্র । আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে । শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে ।

অক্ষয় । ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কি না সন্দেহ ।

চন্দ্র । একবার একটা মতকে ভালো বলে গ্রহণ করেছি বলেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয় । মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো । শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু--

শ্রীশ । আমাদের অধিক বলা বাহুল্য--

চন্দ্র । কেন বাহুল্য ? আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না ?

বিপিন । আমরা আপনারই মতে--

চন্দ্র । আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই--
রসিক । এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন । আসুন আসুন ।

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্র । পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ
আমরা এখানে মিলিত হয়েছি । কিন্তু শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে
পারলেই--

রসিক । ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু--

চন্দ্র । আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে--

রসিক । ফল যা পেয়েছি তা ফলেন পরিচীয়েতে ।

চন্দ্র । কী বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে ।

অক্ষয় । ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার । আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ
এখনই এনে উপস্থিত করছি ।

[প্রস্থান

শ্রীশ । পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো ?

পূর্ণ । হাঁ ।

বিপিন । আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে ।

পূর্ণ । না, কিছু না ।

শ্রীশ । আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই ।

পূর্ণ । না ।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয় । (নৃপ ও নীরর প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এ কে প্রণাম করো । (নৃপ ও
নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল ।

চন্দ্র । বড়ো খুশি হলেম । এঁরা কে ?

অক্ষয় । আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ । এঁরা আমার দুটি শ্যালী । শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর
সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে । এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই
যুবক দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয় ।

চন্দ্র । বড়ো আনন্দের কথা ।

পূর্ণ । শ্রীশবাবু, বড়ো খুশি হলুম ! বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য ! আশা করি
অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি--

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র । নির্মালা, শুনে খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে
গেছে । তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য ।

নির্মালা । কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি--তঁাকে এখানে দেখছি নে--

চন্দ্র । ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম, তিনি আজ এখনো এলেন না কেন ?

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল, এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্র। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না-- বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। (চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু--

অক্ষয়। আপনারা মত পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্র। নির্মালা, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

নির্মালা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু--

অক্ষয়। নির্মালা দেবী ঠিক বলেছেন-- অন্যায়! কিন্তু সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈল। (নির্মালার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মালার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল-- আমার মতো অযোগ্য--

চন্দ্র। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মালা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মালারই বিবেচনার অভাব।

[নির্মালার নতমুখে নিরন্তরে অবস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর, প্রজাপতির আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন-- কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈল পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল-- এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক।--

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।

सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোরা

১৯১০

nĥZ jĳpĳ pLĳmĥmĳu 90 LĳĳVuj ĩNuĳ ĳejĳm 9ĳĳ LĳmLĳajĳ BLĳn ĳ ĳĳuĳ ĳNuĳRz ĳĳĳu Nĳĳs0ĳsĳ ĳĳĳ eĳC, 9ĳĳĳuĳmĳ Aĳĳnĳĳ qĳĳĳuĳ QĳĳuĳR, kĳqĳĳ; Bĳĳf9p Lĳĳm9S Bcĳm9a kĳC9n aĳqĳ9cĳ Seĳ ĳĳpĳu ĳĳpĳu jĳR-aĳLĳĳĳ Q9ĳĳ BĳĳpĳuĳR J ĳĳ909 Eeĳe SĳĳmĳChĳĳ 9dĳĳuĳ EĳĳWuĳR--ĳLĳ9 ah9Ha ĳ9sĳ HC-9k Lĳ9SI nqĳ LĳĳWe q9c9u LĳmLĳajĳ, Cqĳĳ na na ĳĳĳĳ Hĳw Nĳmĳ ĳĳ a9 9pĳeĳĳ B9mĳ9Lĳ dĳĳ; BS 9ke HĳVĳ Af9ĳĳ9k9ĳeĳĳ fhĳq ĳĳqĳ; mCuĳ QĳĳuĳRz

Hĳe ĳc9e ĳĳeĳ-Lĳ9SI AhLĳ9n ĳĳeui 9Z aĳqĳĳ ĳĳpĳĳ 9ĳĳamĳĳ ĳĳĳĳ9u HĳLmĳ cĳsĳCuĳ ĳĳĳĳu Seaĳĳ QmĳQm 9cĳĳm9aĳRmz Lĳĳm9SI fsĳJ A9eL ĳce Q9ĳĳuĳ 9N9R, AbQ p9p9p9ĳ ĳ9d9ĳ fh9n L9 9eĳC, ĳĳe9ul Ah9bĳVĳ HĳCĳfz pĳ ĳpĳĳĳa Qĳmĳ9eĳ Hĳw Mĳ9ĳĳ LĳNS 9mMĳu j9e ĳcuĳR-- ĳLĳ9 aĳqĳ9a ph j9eVĳ ĳ ĳĳuĳ E9W 9eĳz Aĳ9a BS pLĳmĥmĳu Lf Lĳĳ9n aĳqĳ ĳ ĳĳhuĳ eĳ fĳCuĳ aĳqĳĳ j9eVĳ Q' m qCuĳ EĳĳWuĳĳRmz fĳ9nĳ ĳĳĳĳĳ Rĳ9aĳ Ef9 9NĳVĳ-ĳa9eL LĳL Lf mCuĳ XĳLĳXĳĳL Lĳĳ9aĳRm Hĳw Qs9c-c9ĳĳa aĳqĳĳ ĳĳĳĳĳĳ HL 9Lĳ9Z ĳĳpĳĳ-ĳejĳ9Z- ĳĳĳfĳ9ĳ fĳĳ9fĳĳ9L ĳĳĳĳĳĳĳĳ n9e Evp9q ĳc9aĳRm-- 9pC pĳĳ9' Ah9992 LĳLĳm ĳĳe9ul j9eĳ j9d9ĳ HĳVĳ 9LĳeĳA99f99 ĳ ĳĳĳ9n9L SĳNĳCuĳ a9m9aĳRmz

BmMĳ99-fĳĳ HĳVĳ ĳĳEm ĳeL9V 9cĳLĳ9eĳ pĳj9e cĳsĳCuĳ Nĳe Nĳĳq9a mĳĳNm--
MĳQĳĳ ĳĳ aĳ AĳQe fĳĳĳm Lĳ9e B9p kĳu,
9999a fĳĳ9m j9e99ĳĳĳ ĳc9aj fĳĳĳmĳ fĳu

ĳĳe9ul C9Rĳ Lĳĳ9a mĳĳNm ĳĳEm9L Xĳĳĳuĳ HC AĳQe fĳĳĳmĳ NĳeVĳ ĳmĳMuĳ mu, ĳLĳ999 ĳĳ- ĳĳ9e 9kĳe nfa-nfa L9 AbQ Nĳ9ul LĳfsVĳ Vĳĳeui mC9a Ec9ĳ bĳ9L eĳ, 9ajĳe HĳVĳ Bm9p9ĳĳ ĳ ĳ9n ĳĳEm9L XĳLĳ qCm eĳ, Nĳe 9mMĳJ qCm eĳ, 9Lhm ĳ A9Qeĳ fĳĳĳmĳ p9Vĳ j9eĳ j9d9ĳ -eĳ-eĳLĳĳ9a mĳĳNmz

Hĳe pĳu ĳWL aĳqĳĳ ĳĳpĳĳ pĳj9eC HĳVĳ ĳWLĳNĳĳĳ Ef9 HĳVĳ j9' S99Nĳĳ Bĳĳpĳu; fĳĳm Hĳw ĳWLĳNĳĳĳ HĳVĳ QĳLĳ ĳ ĳĳPĳuĳ ĳcuĳ c9Lfĳa eĳ Lĳĳuĳ 9n9N Qĳĳuĳ 9Nmz ĳWLĳNĳĳVĳ p9f999Em9WĳCuĳ eĳ fĳĳuĳ HL fĳ9n Lĳa qCuĳ fĳĳmz

ĳĳeui aĳsĳajĳĳ ĳĳĳĳu ĳĳĳqĳ qCuĳ 9cĳĳm Nĳĳ qC9a HLĳV p9a9ĳĳ-BWĳ9ĳĳ ĳvp9ĳĳ 99 9eĳĳuĳ fĳĳuĳR, Hĳw ĳĳ aĳ qC9a HLSe ĳ99Nĳ9Rĳ ĳ 99mĳL eĳĳĳ ĳĳĳ Ef992j Lĳĳ9a9Rez

ĳĳeui aĳqĳ9L dĳĳdĳĳ Lĳĳuĳ eĳjĳCuĳ ĳcm, Hĳw aĳqĳĳ j9m ĳĳh999qCuĳ 9N9R 9cĳĳuĳ ĳS' ĳpĳ Lĳĳm, "Bf9eĳĳ mĳ9N ĳe 9aj?"

ĳaĳe "9eĳ, ĳLR9qu ĳe" ĳĳmuĳ qĳĳpĳĳĳ Q99; Lĳĳ9me, 9p qĳĳp aMeC ĳj mĳCuĳ 9Nm Hĳw ĳaĳe j99Rĳa qCuĳ fĳĳĳĳĳ Ef992j Lĳĳ9mez ĳĳeui aĳqĳ9L dĳĳuĳ 99ĳĳm J EvLĳ9a 99 9uĳV9L Lĳqm,

"HC p̄j̄ eC B̄j̄i h̄īs; Ìi ā q̄l Q̄m̄ez"

h̄īŪL Ìh̄R̄jējū ēh̄īJūēj̄ q̄C̄m̄ ḡ ūīV̄ Q̄īl Ìc̄L̄ āj̄L̄īCūj̄ c̄īM̄m̄ Ōq̄l̄ Q̄L̄īZ̄ HL̄īV̄ S̄m̄l̄
L̄j̄j̄ B̄R̄z̄ āM̄eC̄ p̄C̄ L̄j̄ī S̄m̄ N̄m̄īp̄ L̄īl̄ūj̄ m̄Cūj̄ h̄īŪl̄ j̄M̄ ÌR̄V̄ī Ìcūj̄ h̄j̄āj̄p̄ L̄īl̄ā
m̄j̄īNm̄ H̄hw̄ ÌhēūL̄ L̄īq̄m̄, "HL̄Sē X̄īš̄z̄ī X̄j̄L̄m̄ qū ēj̄?"

h̄īl̄s̄l̄ L̄īRC̄ X̄īš̄z̄ī ÌR̄m̄z̄ Ìhēū āȳq̄īL̄ X̄j̄l̄Lūj̄ B̄l̄ēā ēh̄q̄īl̄j̄ f̄j̄W̄īCūj̄ Ìcm̄z̄

Ōq̄l̄ HL̄ f̄īh̄ ēV̄īh̄m̄l̄ Ēf̄q̄ HL̄V̄ī B̄uēj̄, ēām̄l̄ Ìn̄īn̄ J̄ Q̄m̄ B̄Q̄s̄īCh̄īl̄ p̄l̄"j̄ ÌR̄m̄z̄
Ìhēū p̄C̄ ḡ ūīV̄ī Ìf̄R̄ē c̄ȳs̄īCūj̄ p̄C̄ B̄uēj̄l̄ Ìc̄L̄ HL̄c̄ē Q̄īl̄qūj̄ Ù̄t̄ q̄Cūj̄ Ìīq̄m̄z̄

Ìhēū R̄m̄h̄m̄j̄ q̄C̄āC̄ L̄īm̄L̄j̄āj̄l̄ h̄īp̄īū b̄j̄l̄Lūj̄ f̄s̄j̄ȫēj̄ L̄īl̄ūj̄R̄z̄ p̄w̄p̄īl̄ p̄Ā āq̄īl̄
k̄j̄q̄ī-ÌL̄R̄ā f̄īl̄Q̄ū ēp̄-p̄j̄ Ù̄C̄ h̄C̄ūl̄ Ìī āl̄ Ìcūz̄ Ìexp̄ç̄f̄L̄īl̄ūj̄; Ìī â̄ð̄ēl̄m̄j̄L̄ī p̄Ā āq̄īl̄
Q̄L̄īēj̄l̄cē Q̄L̄īēj̄ f̄īl̄Q̄ū qū ēj̄C̄z̄

B̄uēj̄l̄ Ìc̄L̄ Q̄īl̄qūj̄ c̄īM̄m̄, ēk̄ j̄M̄l̄ R̄j̄ūj̄ f̄īs̄ūj̄R̄ ēp̄ L̄f̄ p̄ç̄l̄ j̄M̄! j̄M̄l̄ f̄l̄āÉ̄L̄ Q̄l̄M̄j̄
B̄m̄j̄c̄j̄ L̄īl̄ūj̄ c̄īM̄h̄īl̄ j̄āj̄ āq̄īl̄ Q̄īM̄l̄ Āīī ' āj̄ ÌR̄m̄ ēj̄ ēL̄hm̄ p̄C̄ Ēcl̄h̄N̄l̄ēq̄ B̄eā
āl̄Z̄ j̄M̄l̄ Q̄L̄j̄m̄āj̄Ì̄m̄ā Ē< Ìm̄āj̄ Ìhēūl̄ Q̄īM̄ p̄īð̄l̄ p̄c̄f̄x̄f̄īL̄j̄īnā HL̄īV̄ ēs̄āē Ìh̄ø̄j̄ūl̄
j̄āj̄ Q̄īl̄m̄z̄

HL̄V̄āf̄q̄l̄ h̄īŪ Āōf̄ Āōf̄ Q̄r̄āj̄l̄mūj̄ "j̄ī" h̄īmūj̄ c̄f̄Ōñ̄ēn̄āp̄ ḡīm̄m̄ez̄ ḡ ūīV̄ āM̄ē c̄ç̄
Q̄r̄āR̄m̄R̄m̄ L̄īl̄ūj̄ h̄īŪl̄ j̄M̄l̄ L̄īR̄ j̄M̄ ÌēQ̄L̄īl̄ūj̄ B̄â̄l̄īū ÌS̄' Ìp̄ī L̄īl̄m̄, "h̄īh̄ī, ēāj̄j̄l̄
Q̄L̄j̄b̄j̄ū m̄N̄R̄?"

"H̄ B̄īj̄ Q̄L̄j̄b̄j̄ū H̄p̄īR̄" h̄īmūj̄ h̄īŪ ĒīW̄ūj̄ h̄īp̄h̄īl̄ Ēf̄ǣz̄j̄ L̄īl̄āC̄ Ìhēū p̄ç̄j̄M̄ B̄īp̄ūj̄
L̄īq̄m̄, "ĒW̄hē ēj̄-- HL̄V̄āl̄h̄n̄īj̄ L̄īj̄ē, X̄īš̄z̄ī B̄p̄R̄z̄"

āM̄ē āȳq̄īl̄ p̄h̄ L̄b̄j̄ j̄ē f̄īsm̄ J̄ Ìāl̄ē L̄īq̄m̄ē, "j̄b̄j̄l̄ H̄C̄M̄j̄ēV̄j̄ū HL̄V̄āh̄ncēj̄ ēh̄j̄d̄
q̄q̄īR̄, ÌL̄z̄' -Ìj̄āl̄ ÌL̄R̄ç̄ ēuz̄"

p̄C̄ j̄M̄l̄āl̄C̄ X̄īš̄z̄ī S̄āj̄ j̄Ōl̄ j̄Ōl̄ L̄īl̄ā L̄īl̄ā B̄īp̄ūj̄ Ēf̄īð̄bā q̄C̄m̄ē; Ìāl̄ēJ̄
h̄īm̄m̄ē, "Ìh̄ēnō ÌL̄R̄ç̄ ēuz̄" HL̄V̄āN̄īj̄ c̄d̄ Ìcūj̄ Āōf̄ h̄īj̄M̄ M̄īCh̄īl̄ h̄é̄h̄ø̄b̄j̄ L̄īl̄ūj̄ X̄īš̄z̄ī Q̄īmūj̄
k̄j̄C̄āC̄ h̄īŪ ĀāÉ̄z̄' p̄w̄L̄īQ̄ā J̄ h̄é̄Ū' q̄Cūj̄ ĒīW̄m̄ez̄ āȳq̄īl̄ ḡ ū āȳq̄īl̄ j̄ēl̄ Ìī j̄h̄ h̄T̄ūj̄ L̄īq̄m̄,
"h̄īh̄ī, h̄é̄Ū' q̄q̄īR̄ Q̄Lē? X̄īš̄z̄ī Ìī ÌS̄V̄ J̄ J̄ōād̄l̄ c̄j̄ h̄īl̄s̄ ēb̄L̄ f̄j̄īW̄ū ēch̄z̄"

h̄īmūj̄ p̄ Ìhēūl̄ j̄M̄l̄ Ìc̄L̄ Q̄īl̄q̄m̄z̄

p̄ L̄f̄ B̄ŌQ̄k̄N̄ Q̄r̄ā ēp̄ Q̄r̄āh̄s̄ī ÌL̄ Q̄īV̄ī, L̄īm̄j̄ ÌL̄ LV̄ī p̄ āL̄īj̄ēC̄ B̄p̄ ēj̄-- f̄īb̄j̄
ēS̄T̄C̄ j̄ē qū, HC̄ c̄īð̄l̄ HL̄V̄ī Āp̄īç̄ā f̄ī Ìj̄h̄ B̄R̄z̄ āq̄īā p̄w̄L̄īQ̄ ēj̄C̄, Ìà̄d̄j̄ ēj̄C̄, āq̄ī
HL̄V̄ī Ìð̄b̄l̄ Ìīš̄z̄ā f̄ȳN̄

Ìhēū h̄īm̄ēā Q̄ōj̄ L̄īl̄m̄, "Ìī ÌS̄V̄ Āīā p̄j̄j̄ēf̄, p̄S̄ēÉ̄-- ēp̄ B̄f̄ēj̄l̄j̄-- ēp̄ B̄īj̄ --"

ḡ ūīV̄ āq̄īl̄ j̄M̄l̄ Ìc̄L̄ Q̄īl̄qūj̄ b̄j̄L̄īā L̄b̄j̄V̄ī ÌW̄L̄j̄ā ēnō L̄īl̄āC̄ f̄īl̄m̄ ēj̄ ÌL̄z̄'
Ìī ÌS̄V̄ī V̄j̄L̄j̄V̄ī ēk̄ āq̄īL̄ m̄C̄āC̄ q̄C̄h̄ ēp̄ p̄ð̄ā Q̄L̄īēj̄ p̄w̄nū Ìīq̄m̄ ēj̄

h̄īŪ L̄īq̄m̄ē, "ēC̄m̄ē, B̄j̄īl̄ S̄ēÉ̄ h̄īj̄M̄l̄ c̄l̄L̄j̄l̄ ēC̄--"

L̄ēf̄j̄ āȳq̄īL̄ h̄j̄d̄j̄ Ìcūj̄ L̄īq̄m̄, "Q̄Lē h̄īh̄ī, X̄īš̄z̄ī Ìh̄īh̄āk̄ h̄m̄ N̄m̄ez̄"

h̄īŪ L̄īq̄m̄ē, "X̄īš̄z̄ī Ìj̄ Āj̄ē h̄m̄ b̄j̄L̄, J̄V̄ī J̄ēc̄l̄ HL̄V̄ī L̄p̄w̄ú̄j̄l̄z̄ B̄j̄īl̄ ēk̄V̄L̄āc̄h̄l̄m̄āj̄

B^R HLV^αNI j c^d M^mC kⁱh^z"

c^d MⁱCuⁱ hm fⁱC^m h^U iheu^L Liq^{me}, "Hhⁱ B^j lⁱ kⁱC^z B^feⁱL h^si Lø İcm^jz"
ğ^uiV iheu^u j^mI İc^L Qilquⁱ Liqm, "HLVⁱ Njİs--"

h^U p^wLİQa qCuⁱ Liq^{me}, "Bhⁱ Le J^lL h^U LI j? B^ji^cl hⁱpⁱ aⁱ LⁱR^C, HV^L α
ğ^uiV kⁱh^z"

ğ^uiV hİmm, "eⁱ hⁱhⁱ, p^qa fⁱ e^z"

h^U Cqⁱl Efl^L L^bi Liq^{me} eⁱ Hhw iheu İe^S İNuⁱ Njİs XjİLuⁱ Bİemz Njİs^a
EİWhⁱ f^hh^U aⁱqⁱL İS' j^pi Lİl^{me}, "B^feⁱl e^j İV Lf?"

বিনয়া আমার নাম বিনয়ভূষণ চর্জিফর্জিউজ

h^U Liq^{me}, "B^ji^l e^j fⁿQİ i İ;Qİk^İ İeL^VC 78 e^dl hⁱs^a bⁱl^L LM^e;
AhLⁱn^ja kⁱc B^ji^cl JMⁱe k^je aⁱ h^si M^hn qh^z"

ğ^uiV iheu^u j^mI İc^L c^e QⁱM a^muⁱ e^l h^{HC} Aeⁱl^di p^j b^le Lİl^{mz} iheu aMeC
p^C Njİs^a EİWuⁱ a^yqⁱc^l hⁱs^a kⁱC^a f^Ua İRm, İL^z° p^Vi İWL İnø;Qⁱ qC^h İL eⁱ
i j^huⁱ eⁱ fⁱCuⁱ c^ysⁱCuⁱ İlqmz Njİs Rjİshⁱl p^ju ğ^uiV iheu^L RⁱVⁱ HLIV e^j úⁱl Lİl^{mz}
HC e^j úⁱl I Se^f iheu H^Lhⁱl^C f^Ua İRm eⁱ, HCSe^f qah^U qCuⁱ p^fİae^j úⁱl Lİl^a
f^jİl^m e^j HCV^L α^{IV} mCuⁱ hⁱs^a İgİl^ui p^{İe}S^L hⁱl hⁱl İdL^Ulⁱ İc^a mⁱlNmz Cqⁱc^l
p^Å pⁱrⁱv qC^a İhcⁱu qJuⁱ f^kİ¹ İe^{SI} BQIZ p^jÜVⁱ B^miQe^j Lİl^ui cⁱMm; j^e qCm,
BNⁱN^si; aⁱqⁱl p^jÜ' h^hqⁱl^C Api Éaⁱ f^Lİn fⁱCuⁱR^z Lⁱe^l Lⁱe^l p^ju Lf Lⁱ EİQa
İRm, Lf hmⁱ EİQa İRm, aⁱqⁱ mCuⁱ j^e j^e L^hmC h^bi B^çi^me Lİl^a mⁱlNmz O^ğ İgİl^ui
Bİpuⁱ cⁱMm, k^İ l^j j^m İcuⁱ ğ^uiV aⁱqⁱl hⁱfⁱl j^m j^RiCuⁱ İcuⁱİRm p^C l^j j^miV İhR^ejⁱ
Eflⁱ fİsuⁱ B^R-- p^Vi a^si^aİs a^muⁱ mCmz aⁱqⁱl j^el j^de hⁱE^ml p^İ l N^evⁱ
hⁱs^a mⁱlNm--

MyQⁱl İi a^l AİQe f^jİl L^je B^p kⁱuz

h^mi hⁱs^ui Qİmm, ho^İlⁱ Q^İ f^İl qCuⁱ EİWm, Njİsⁱ p^İa Bİf^opl İc^L hⁿ RİV^a
mⁱlNm, iheu aⁱqⁱl İc^el Lⁱeⁱ LⁱSC je İc^a f^jİl^m e^j H^je Af^hİl Be^çl p^Å H^je
İelhs h^{ce}i; aⁱqⁱl hu^p LM^ei p^q İjⁿ L^ğ e^jC^z aⁱqⁱl HC r^ç hⁱpⁱ Hhw Qⁱl İc^Ll
L^wİpa LİmLⁱaⁱ jⁱuⁱf^çfl j^ai qCuⁱ EİWm; k^İ lⁱS^É Ap^hn p^h qu, Apⁱd^e İp^U qu Hhw
Afİ^f İ^f mCuⁱ c^mi^{cu}, iheu ke p^C İeuj -Rⁱsⁱ lⁱS^É İgİl^aR^z HC ho^İf^İ j^al Q^İal
c^fç Bⁱ jⁱ aⁱqⁱl j^İÜ^{LI} j^de f^hn Lİl^m, aⁱqⁱl l^Szⁱ j^de f^hİlqa qCm, aⁱqⁱl
A^çLI^{ZI} p^çj^m HLVⁱ S^Éİaj^İ khİeLⁱ j^ai fİsuⁱ f^İalc^el S^he^l p^jÜ' a^pRaⁱL
H^Lhⁱl^C B^sİm Lİl^ui İcmz iheu^u C^pRⁱ Lİl^a mⁱlNm İe^{SI} fİl f^çİaⁱL B^Ök^İ f^İlⁱn
Lİl^ui c^u, İL^z° aⁱqⁱl Lⁱeⁱ E^fi^u eⁱ fⁱCuⁱ aⁱqⁱl İQš f^İsa qC^a mⁱlNmz Aa^Éz¹ p^jj^ef^İ
mⁱlⁱ j^aiC p^Bf^eİl fİlQu İcuⁱR-- aⁱqⁱl hⁱpⁱv; Aa^Éz¹ a^pR, İS^ep^fæ İeaj^z
H^mi^j mⁱ, İhR^evⁱ fİl^xLⁱ eu, Lⁱeⁱ-Lⁱeⁱ İce aⁱqⁱl O^ğ p^gm^l aⁱsⁱ pⁱSⁱCuⁱ
lⁱm, İL^z° H^je c^İ İNE-- pⁱce aⁱqⁱl O^ğ HLVⁱ g^ml fⁱfİs^J İRm e^j p^Lm^C h^m iheu

pi j0b0m j0M j0M 0k10f p00l h00a; L0l0a f0j0 L0j0m 0p HLSe j0U0 h000; qCu; E0W0h, 0L000 0p0ce 0p Hje HLV; Lbj;J h0m ejC k0q0a a0q0l h00U0 0LR0j0e f0j0z quz a0q0l 0LhmC j0e qC0a m0j0Nm, "k0c Hje qC0a f0j0l a 0k 0pC h0s; N0j0sV; kMe ayq0c0l N0j0s0l Ef0l B0j0pu; f0j0sh0l Ef0e0z L0l0a0R B0j0j 0h0c0f0h0N 0j0U0l j0j0TM0j0e B0j0pu; A0a Ae0j0u;0p 0pC EY0j S0s00;0s0l m0N0j d0l0u; b0j0jCu; 0ca0j0! 0e0S0l 0pC L00f0e0L 0h0e00j0l R0h kMe a0q0l j0e0l j0d0e S0N0a qCu; E0W0m aMe HLh0l Bue0j0 0e0S0l 0Q0j0l; ej 0c0m0u; b0j0L0a f0j0l m0ej

Hje pju 0c0m0m HL0V p0a-BV hR0l 0R0m 0j0U0u c0s0jCu; a0q0l h0j0s0l e0d0l 0c0m0a0Rz 0he0u Ef0l qC0a h0m0m, "HC-0k, HC h0j0s0C h0v0z" 0R0m0V 0k a0q0lC h0j0s0l e0d0l M0j0S0a0Rm 0p p000a a0q0l j0e p000q0j0e qu ejCz a0s0j0a0j0s 0he0u 0p0j0s0l Ef0l Q0V0S0e0j0 QV0QV0L0l0a L0l0a e0f0Q ej0j0u; 0Nm-- Aa0000! BNE0q0l p0A 0R0m0V0L 000l 0j0d0e mCu; a0q0l j0M 0c0L Q0j0qmz

0p L0j0m, "0c0c B0j0j0L f0j0W0u 0c0u0Rz"

HC h0m0u; 0he0u 000Z0l q0j0a HL f0e 0cmz

0he0u 0Q0W0M0j0ej mCu; f0b0j0 0ng0j0g0l Ef0V0j0a 0c0m0m, f0l0x0L0l 0j00u0m Ry0c0l Cw0l0S Ar0l a0q0l ej0 0m0j0z0l0i a0l 0Q0W0f0e 0LR00 ejC, 0LhmC L0u0L0V V0j0L0j B0Rz

0R0m0V Q0m0u; k0j0Ch0l Ef0e0z L0l0a0c 0he0u a0q0j0L 0L0j0e0j0a0c R0j0su0j 0cm0ejz a0q0l Nm; d0l0u; a0q0j0L 0c0j0am0j0l 000l mCu; 0Nmz

0R0m0V0l 0P a0q0l 0c0c0l 0Q0u L0j0m0j, 0L0000j0M Ry0c LaLV0j p0j0ch0e B0Rz a0q0j0L 0c0m0u; 0he0ul j0e 0j0l HLV0j 00e0q Hhw Be00 S0j0mz

0R0m0V 0hn p0f0l0a0j 0p 000l Y00Lu0j 0cu0j0m HLV0j R0h 0c0m0u;0c 0S0' 0p0j0 L0l0m, "H L0j R0h?"

0he0u L0j0m, "H B0j0j0l HLSe h000 R0h0z"

0R0m0V 0S0' 0p0j0 L0l0m, "h000 R0h? Bfe0j0l h000L?"

0he0u q0j0pu; L0j0m, "a00j0 ay0L 0Qe0h0ejz B0j0j0l h000N000j0j0e, ay0L 0N0j0l h0mz B0j0l; 0R0m0h0m; 0b0L HLP0A f0s0Rz"

"HM0e0j f0se?"

"ej, HMe B0l f0s00ez"

"Bfe0j0l p--h fs0j0 q0u 0N0R?"

0he0u HC 0R0j0v; 0R0m0V0l L0j0R0j N0h0l L0l0h0l f0m0j0i e p00Z L0l0a ej f0j0l0u; L0j0m, "q0j ph fs0j0 q0u 0N0Rz"

0R0m0V 0h000j0 a qCu; HLV0a0l0en0p 0g0m0mz 0p 0h0j0d0 qu 0j0l0h0m, Ha 0h0c0f0j0 0p0J La 0c0e 0no L0l0a f0j0l0h0z

বিনয়া 0a0j0j0l ej0 L0f0?

"B0j0j0l ej0 n0p0af0n0000j0M0j0f0j0d0e0j0uz"

0he0u 0h000j0 a qCu; L0j0m, "j0M0j0f0j0d0e0j0u?"

a;qil f^Q HLV^αHLV^α LĪluj fĪlQu f;Ju; ^QNmz f^Qnh;h^α Cq;CĪ Īfaj e^Qqe-- Īale
Cq;CĪ c^Q i j;C^Qh;e^QL ^QR^Qm^Qhm; qC^Qa f;ime LĪluj^QRez Cq;Ī ĪcĪcl ej B^QN ĪRm Ī;d;Ī;je^Q--
f^Qnh;h^α Øe^Qf a;q; fĪlhaĪe LĪluj "p^QĪĪaj" ej Ī;ĪMu;^QRez

^QcĪM^Qa ^QcĪM^Qa Īhe^Qul p^QĀ paf^Qnl M^Qh i jh qCu; ^QNmz paf^Qn kMe h;Īs k;C^Qa EcĪa qCm
Īheu LĪqm, "a^QĪj HLM; ^Qk^Qa f;Īl^Qh?"

^Qp Nh^QĪLĪluj LĪqm, "BĪj ^Qa; HLM; k;C!"

Īheu LĪqm, "BĪj ^Qa;Ī;Ī^QL ^Qf;Ī^QR ĪcC ^QNz"

a;qil nĪš²Ī fĪa Īhe^Qul HC p^QĪq ^QcĪMu; paf^Qn r^Qq qCu; LĪqm, "Le, BĪj ^Qa;
HLM; ^Qk^Qa f;Īl^Qz" HC hĪmu; a;q;Ī HLM; k;Īa;u;^QaĪ A^QeL-Īm ĪhØj uLĪ c^QĪ;Ī^QĪ ^Qp E^QōM
LĪĪ^Qa m;ĪNmz ĪL;^Q ah^QĪ^Q Īheu ^QLe a;q;Ī h;ĪsĪ à;Ī f^Qk^QĪ^QĪ a;q;Ī p^QĀ ^QNm a;q;Ī ĪWL
L;ĪZĪV h;ĪmL h^QĪT^Qa f;ĪĪm e;Ī

paf^Qn ĪS' Īp; LĪlm, "BfĪe Īi a^QĪ Bp^Qhe ej?"

Īheu p;Ī^QĪ^QĪe^QL c;Īe LĪluj LĪqm, "BĪ-HL Īce Bphz"

h;Īs ĪgĪĪuj BĪpu; Īheu ^QpC Īn^QĪ;ej;Ī-^QmM; ^Qmg;Ī;Ī f^QLV qC^Qa h;ĪlqĪ LĪluj A^QeLrZ
^QcĪMm-- f^QĪaĪL Ar^QĪĪ V;Īe J R;Īc HLĪLj j^QMØb qCu; ^QNm-- a;Ī f^Q V;ĪĪ-p;Īa ^QpC
^Qmg;Ī;Ī h;Ī^Q, Ī j^QdĪ kaĪLĪluj Ī;ĪMu; Īcmz H LuV; V;ĪĪ ^Qk ^QL;Ī^Qe; c^Qxp;Ī^Qu MĪQ LĪĪ^Qh H;Īe
p^Qñ;he;Ī ĪĪqm e;Ī

hoŋi påtju BLiⁿⁱ Aålji ke li ISu; i jlf qCu; fisu;Rz hZlqfe hiQæfæfe g^{oi} lexnè n;pe^{el} ef^o LilmL;aj nql HLV; fli^m lel;e^{3c} L⁴l⁴ j^a; m^{SI} j^{dé} j^M Nj^{Su}; L^mm^f f;L;Cu; Q^f Lllui; fisu; B^{Rz} L;im påtj qC^a ìvf ìvf Lllui; LhmC hoìv qCu;R; p hìø^a l;ùj l; j;ìv^L L;ij Lllui; a^mmu;R ÌL^z° L;ij^L d^{cu}; i j;ij^{cu}; mCu; k;Ch;il j^a; hm fliⁿ L^q e;Cz BS^m; Q;ì^v qC^a hìø hã B^R, ÌL^z° g^{oi} NlaL i j^m; euz HCl^f Bpæ hìø l Bn[^]ju påtj^miu ÌeSìe 0^q l j^{dé} kMe je^v^L e; Hhw h;ìq^o J kMe B;ij f;ju; kju e; p^C pjuV;^a c^v m;L HLìv^aam; h;ìs l p^fiv^o p^a R;^a c^v h^al g;js; l Efl hìpu; B^{Rz}

HC c^æ hã^a kMe R;^v; Ìrm aMe Cú^m qC^a ìgìl;u; Bìpu; HC R;^a R^v;R^v M^m; Lllui^R; fl^r;il f^hnⁱ Ei^u Q^vL;il Lllui; fs; Bhìš Lìl^a Lìl^a HC R;^a à^af^c f;N^ml j^a; f;juQ;il Lllui; h^s;Cu;R; N^oj L;im L;imS qC^a ìgìl;u; l;ìe HC R;^al Ef^oC Bq;il Lllui^R, a;il f^ol aLì Lìl^a Lìl^a Laìce l;ìe c^v; qCu; N^R Hhw pL;im^o l^h Bìpu; kMe a;ij^cl j^ml Efl fisu;R aMe Q;ìLu; S;ìNu; EìWu; cⁱmu;R, p^CM;^ec j;ic^o l Ef^o c^æSe O;ij^{cu}; fisu;ìRmz L;im^S f;ip L;ij kMe HLV;J B;ì h;ìL l;ìqm e; aMe HC R;^al Ef^o j;ìp HLh;il Lllui; k^o l;ìq^o a^of p;ij l Aìd^hne qCu; Bìpu;R HC c^æ hã^a j^{dé} HLSe a;ij l p;ij^l Hhw B;ì-HL Se a;ij l p^ov;ìl z

k^o Ìrm p;ij^l a;ij l e;ij N^vg;ij^e; a;ij^L Ba^hhã^h; N;ij hìmu; X;ìLz^o p Q;ìl l^cl^l pL^ml^o ke M;ìfR;sj l L^g R;sjCu; EìWu;Rz a;ij^L a;ij l L;im^{SI} fì^majq;inu l Sainìl hìmu; X;ìL^ae^z a;ij l N;ìul l PV; ÌLR^a EN^o L^g l p;ij^o-- qm^cl B;ij a;ij^L HLV;J l;ìe^z Lllui; B^e e;Cz j;ij^{ju} p f;ìu Ru g^v m^oì, q;is Q;js; c^æ q;ì^al j^W; ke h;ì^ol b;ij l j^a; h^s;-- Nm;il B;ju;S H;ìe g;ij;ij J Nⁿfl k^o qW;iv öle^m "L^o l" hìmu; Q;ìLu; EìW^a quz a;ij l j^ml NseJ Ae;ìhn^él l L^g l h^s; Hhw Aìalì š² l L^g l j Sh^a; Q;ju;im Hhw l;ìh^ol l q;is ke c^ol;ì^o l c^t AN^oml j^a; Q;ì^oml Efl i^ol;ì^o e;ij hìm^oC qu Hhw p^mìeL;il Lf;imV;ij L;ìe l l^cl Q;js; qCu; N^{Rz} J;ù;dl f;iam; Hhw Q;ij;ij; a;ij l Ef^o e;ìV;ij M;ys;il j^a; T;ìLu; B^{Rz} c^æ Q;ì^m R;^v; ÌL^z° a^fr^é; a;ij l c^ìø ke a^fl^l g;im;ij l j^a; Aì^a-c^o Ac^hé^l l^cl mr ÌWL Lllui; B^R AbQ HL j^opa^l j^{dé}c ìgìl;u; Bìpu; L;ìRì l;ìlep^ol;ij l;ìh^ol a;ij j^a; B;ìja Lìl^a f;ì^oz N^vl^o cⁱm^a ÌWL pⁿé hm; kju e; ÌL^z° a;ij^L e; cⁱmu; b;ijLh;il^o S;ij^c, p pL^ml j^{dé} Q;ì^oml f;ì^hç

B;ì a;ij l hã^a l;heu p;ij l z h;ij^oim l;ì^ora i à^om;ì^ol j^a; eu, AbQ E^c l;ì; üi j^hl p^ol;ij k^o J h^ol f;ì^ol a;ij l;ì^oim; a;ij l j^omn^o HLìv^a l;ìh^ona; l;ìcu;Rz L;im^S p h;ìh;ìC

Ej0 eðl J hš f;Cu; B!pu;R; N;Li; L;e;ej@aC a;qil pA pjje Qlm@a f;lla e;f; WlhoU N;li;L @aje BplšC IRm e; iheul j@a; p a@a hT@a Hhw j@e l;IM@a f;lla e;f; iheuC a;qil h;qe qCu; L;im@SI flfr; LuVil li al lcu; le@SI f0Q;a a;qil L V;leu; f;il L;lu; B!eu;Rz

N;li; him@aIRm, "h;e; himz Alhe;n k h;pbcl leL LIIRm, a;a HC h;T; k;u k m;LV; hn p0b ü; i jhl Ah0b;u B@Rz H@a a;j qW;v Aje M;f; q@u EW@ Le?"

বিনয়া কf B0QkH H p0@a k L;e; f;hA0m@a f;il a;J B!j j@e LI@a f;la;ej e;f;

আরা তা যদি হয় তহ @aj;il j@e c;o 0@VRz HL cm m;L pj;SI hyde IRys ph lhoU EmV;il Lj L@ Qm@ BI pj;SI m;L AlhQlmai i@ a;cl p;hQ;il LI@ H ü; i@ i@ leuj euz pj;SI m;L a;cl i m h@hC, a;li; p;S; i; i@ kv; LI@ H@cl Q;M pV; h;L; i; i@ fs@C, a;cl i; m; H@cl L;R j@ q@u c;ys;hC, HC@VC qJu; EIQaz C;R;ja pj;S @ p h;il@u k;Ju;il ka-m; n;ilU' B@RHJ a;il j@d@ HLv;z

iheu; kv; ü; i;hl pC@VC k i; m; , a; B!j hm@a f;il e;f;

N;li; HLV@Eo- qCu; E!Wu; L;qm, "B;il i; m;u L;S @eZ f;ibh@a i; m; c@Q;il Se klc b;@L @a; b;LÜIL;° h;il ph;C ke ü; i;hl euz eC@m L;S;J Q@m e; f;ZJ h;@ e;f; h;pb q@u h;q;@ L;h;il nM k;@cl B@R Ah;pb; a;cl ph L;SC i m h@T leL LI@ HV@-c@M a;cl p@f LI@aC q@hz a;il;J h@ g@m@ h;sh BI a;cl ihl;Ü fr;J a;cl ifRe ifRe h;q;h; ic@u Qm@ SN@a HV; 0@V e; , 0V@m; SN@a l p;h@ qa e;f;f;"

বিনয়া আমি দ@m l leL Lb; hm;R e-- hšNa--

আরা দ@m l leL Bh;il leL il@p! @ @a; j a;ja-ihQ;ilz hšNa leL @a; Q;Cz B;R; p;d@;o, a;j leL LI@a e;f;f;

বিনয়া করত@;z M@C L;la;ej -- il;° pS@e@ B!j m;@ a B;Rz

N;li; a;qil X;je q;@al j@; nš2 L;lu; L;qm, "e; iheu, H Qm@ e; , ilR@aC e;f;f;"

iheu ilR@Z Q@f L;lu; l;qm, a;il f@ L;qm, "Le, Lf q@R? @aj;il i u il@p!?"

আরা আমি স্পষ্টই cM@a f;juR a;j leSL c;h;lm L@ g;mrz

iheu Dov HLV@;le E@S;Sa qCu; L;qm, "c;h;lm! a;j S;e, B!j C;R LI@m HMeC a;cl h;ls k@a f;il -- a;il; B;il le;Z L@IR@me-- il;° B!j k;C le;f;"

আরা কিল HC k;J le @pC Lb;V; ilR@aC i m@a f;ilR e;f; ice-l;@e @Lhm i jhR, k;C le, k;C le, B!j a;cl h;ls k;C le-- HI @@u k k;Ju;C i; m; z

বিনয়া তহ il k@aC hm?

N;li; leSI S;e@Q;f;S;Cu; L;qm, "e; , B!j k@a him e;f; B!j @aj;il im@ f@s ic;luR, k;ice a;j k;h p;ice H@Lh;@ f;f;f;@C k;hz a;il f;ice @@LC a;cl h;ls M;e; @M@a ö!; LI@ Hhw h;pb; j;SI M;aj;u e;f; im;M@u H@Lh;@ icN;hSu@ f;D;il L q@u EW@hz"

বিনয়া বল কH a;il f@?

আরা আর তার প@! j;l;il h;S; @a; N;im @eZ h;pb;Zl @@m q@u a;j N;-i; j;N;S in@

j l h, a j j i B Q i l h Q i l i L R e b i L h e j, L C f i p - i j P i L i T M i l e l j a i a j j i l f h i l f i O Q j l ' j e m i f e f u k i h -- a M e j e q h S i q i S h a c e E S E Z N L i j C L p w u i l, p w L E Z i a j - - e L h m e j - q L e p Q m k i J u i C k b i b N S i q i S Q i m i e j i L z o H - p h L b j i e u h L i h i L L i a B j j i d k N b i L e j -- B i j h i m a j j k i J z A d x f i a l j a M i p j e f i h i s u c y i s u b o L B j j e l p u l e i u - i u e M i c u R ?

Iheu q i l p u; E i W m, L i q m, " X i s z i B n i R e s i c m C k e j i N e p h p j u j e a i e u z B i j a i l e c e - L i m l e j m r z h a a f i l i R e z "

আরা। পারছ না ?

বিনয়া না।

আরা। নাড়ফ R i s - R i s L i R e j ?

বিনয়া না, দিয়া S i l B R z

আরা। ম e q u R e j k, n e q u i k i c f i l h n e L e a h e m q u R i A a c e c h a j l e j i N ?

Iheu A a f z p w L o a q C u; E i W m, L i q m, " N i l i, h p u H C h i l b i j j z "

আরা। e, H i j d e a; B h l d e j L b j e c z n e q u i a; A p k i c f n e e u z f d o j j e o l p a k i l h L h e t m Q m e p c f i h e L i f o h l E o M i v f k l e k M e a j j i l p q e q m e j, a c; e j n w p j l z u p " u!

বিনয়া e m i N i l i, B i j o e f S i l a L i i s z L e b i l -- B j j e l n i o e J --

আরা। o e f S i l a L e k i j h i i s z L i R a j l S e e n i o e l e c i q i C e f e s i e j J e l i i s z h m e j, k i h m a j k i c j a M B l e a j j i l a B p h z

বিনয়া এ ত j j N i u l e S i e h m R z

আরা। শ a e e j u e l h n e " f S i q i N q c f c u x z a y l i f S i q i l, e L e e j N q e L c f c e z f d o j j e o l q e u L c f c L e a i m e h m i h i m i a i h d i e a y e l k j j e e J u i q u a i L f S i e j h m m C i j m i q u z

বিনয়া e l e j e j o b m i h L i a e m i k j u h m i l H L V i h s i i j h l E f l J l L j L V i r f j a L i j E i Q a z

N i l i A d e l q C u; L i q m, " I h e s H M e k M e a j j i l i h Q i l L i h i l h a u n e a M e B j j i l L b i V i j e c e j z B i j h m i R i h i m i a n i o e o e f S i l a p o a k - p j u i A a f i s z B R a j l i a l L i l L b i V i q u R h i p e j z o e f S i l a L f e S i L i h i l S i u N i q m j j i l O l, p a f m r e N i q z e l B p e z e p M i e b o L p i l u H e a y e l k u h L i j q u, a j j d e A f j j e m a L u B R z f a A l j a i a j j i l j e V i k - L i l z f i n h i h d h i s l Q i l l e L O e R, C w l j i S a a i L h m b i L " m j i ' - - i L z o C w e S i e L m l " m j i ' h e f i l V i l C p w p i l j d e H L V i Q i j f d o j b n h m E f i p e j L i a q h, H j e h y c l i j k e a j j i l e j e f u h p ! "

Iheu L n i q a a j S i o i s i l j a i m i g i C u; E i W u; L i q m, " B x N i l i, b i L u k b o q u R z "

আরা। e l j b u k b o q u R z i L R e q u l e z o e f B l f d o l a i e l u o b i e h n p q S L e e m a i n i m l e h m C B j l j L a L N m i L i h a S j j L e a m i R z

Iheu Liqm, "BpRj, jjeiR Øæfþi'oi pðã ÌWL ðk SjuNjVj'ea biLm pqS q'ea fjl a Bjli fh'isi TyL pVj m'oe Lil Hhw pVjL ij'be L' aam, ilz' HC Afli;dv; il Qhm ih'c'nic? H pð'ea CW' SI LihaAkic ij'be qu' ai Bjli l' k Lijefli' ea;N leu phic; h;sih;is L' bil pVjJ' ai ij'be'z jje'oi fLia ki leu pqS Ba'ih'oj'a q'u f's a;il q;a b'L jje'ol hyQ;h;il S'ef LE hi' f'ji p'akli-Awn'LC Lih'ea' à;il; E< Ìm L' aam a;il j'v;L m< i' cu, BI LE hi' JI j'v;L'LC h's; L' aam Lijefli' ea;NI ih'dje ic'u bi'L; J c'vi' Qhm c'li æ fLial 'mi'LI li æl Lj f'z;im'z HLV'LC kic le'æ LI a'eh Aefv;LJ' Luja LI'm Qm'eh e;z"

গার। নাঃ, আমি আজি'ল i m h'pTIRmjz' আজ;il Ah'ob; 'aje M;il;f qu' lez HM'e; kMe igmSig' 'aj;il j;ib;u 'Mm'R aMe lei' Ìu a'j 'mi' LI'ea f'i;il, ilz' pju biL'ea le'S'L pij'm le'u;-- lq' aof h'a'cl HC Ae'j;dz

Iheu hf'u' qCu; Liqm, "Bx, a'j il f;Nm q'uR? Bjil Bhil 'mi' z' a'eh H Lbi Bjil' ufli;il LI'eaC q'eh k, f'nh;h'cl B;ij 'kv'z'æ'c' MIR Hhw J'cl pð'ea ki o'e;R a;ia J'cl fia Bjil k'b'ø n'u; q'u'Rz' h;id Lil a;ic J'cl O'el li al L;il S'hek;æ;v; Lf Ilj' pV; S;eh;il S'ef Bjil HLV; BLo'z q'u;Rmz'"

গার। উ'zj Lbi' pC BLo'zV;C pij'm Qm'ea q'ehz J'cl pð'ea f'i;il-h's;il Ad'juv; e;qu Ae;ih'x'LaC ICmz ih'noa J;il q'me inL;il f'z;e, J'cl li al L;il h'f;f;il S;e'ea in'u' 'hoL;im Ha c'f' f'k'li' li a'el k'ea f'i'el k' 'aj;il i'v'liv f'k'li' c'mh;il 's; biL'eh e;z

বিনয়া' c'm; 'aj;il HLV; 'c;io B'Rz' a'j j'e LI ka ilR'ni's' Dn' 'Lhm HLM; 'aj;il'LC ic'u'Re, BI Bjli; ph;ic c'h'im f'z;e

Lb;v; 'N;il;L q'w;v' ke e'æe Lilu; 'v'ilm; 'p Evp;q'h'N ihe'ul if'w HL Q;fs j;il;u; Liqm, "ÌWL h'mR-- l'v' Bjil' 'c;io-- Bjil j'u' 'c;ioz'"

বিনয়া' উঃ, ও'র 'u'w' 'aj;il BI-HLV; j'u' 'c;io B'Rz' Aef' 'mi'LI inlcys;il Ef'el Lav; B0;ia pu a;il JSe'h;id 'aj;il H'lh;ic'c' c'e;z

Hje pju' 'N;il;il h's; h;je i;ic j'iqj ayq;il fil' f'ø n'el mCu; q'f;ic'ea q'f;ic'ea Ef'el B;ipuj Liq'me, "'N;il;il;"

'N;il;il a;is;aj;is' Q'IL R;is;u; E;w;u; cys;Cu; Liqm, "B' !"

মহিমা' c'm'ea H'mj ho'li Smdl fVm Bjil'cl R;ic'el Ef'el NS'ie LI'ea 'e'j' R il e;z BS h'f;f;il M;e; Lf? CW' S'L h'it Har'z' i;ila-pj'æl A'd'lv; fb f;il L' ic'uR? CW' SI ih'no' L;ie; 'mi;Lp;ie' c'mir' e, ilz' e'f'el O'el j;ib; d'el h's;h'E f's B', ipwq;e;ic a;ilC ki Ap'h'ed q'u'Rz

HC himu; j'iqj e'f'el Q'imu; 'N'mez

'N;il;il m< i; f;Cu; cys;Cu; liqm-- m< il p'ã li a'el HLV' l;ij'NJ S'im'ea m;ilNm, a;iq; le'SI hi' A'ef'el 'f'el ÌWL hmi; k;ju e;z HLV' f'el 'p d'el d'el ke Bfe j'e Liqm, "ph iho'uc, kaV; cl L;il B;ij a;il 'u' A'el 'hin' s;il ic'u' g'im, pV; k' A'ef'el f'er Lav;

Apqđ a_j B_j | ĩWL j[®] e b_j[®] L e_jʔ

İheu[®] N[®] | L_j[®] R B_j p_j[®] e[®] q a_j | q_a d_l m_z

“Nij; J İheu Rja qCªa eij u; k;Chil Efæ²j LİªaR Hje pju Nijil j; Efª Bİpu; EfİØba qCªmez İheu ayqil fıªul dªm; mCu; fZj Lİlmz

“Nijil j; Beªju fLª cİMªm Nijil j; ĩmu; jªe qu eiz İale İRFÜRªf fıam; Bypjv; Qm kİc h; İLRªİLRªfİLu; bªL hİlql qCªa cM; kju e; qWİv cİMªm ĩjd qu ayqil hup QİªhİJ Ljz jªMİ ĩhs AaEz¹ pLjil, eªLİ WªVİ İQhªLİ mm;ªVİ ĩM;ªL ĩke kªAªLjcu; LjİVu;ª; nİªİI pj ÜC h;ymªhİSİaz jªM HLİV fıİxLil J pªaS hªUİ ijh phİc;C fıLİn fıCªaªRz İP nEj hZİ, Nijil İªPI pªAª aqil ĩLªe;C amej qu eiz ayqilªL ĩcİMh;ªeC HLv; İSİep pLªml QªM fªS-- İale nİsİ pªAª ĩh;S fıİu; bªLez Bjl; ĩk pjªul Lb; ĩmªaİR aMeLil İcªe ĩªªªcl Sij; h; ĩh;S fıİ; kİcJ ehİcªm fDİma qCªa Bİñ qCu;ªR ahªfİhEz; NİqZfİ; aqilªL İeaj;C MØVİle ĩmu; ANİqªf Lİªaez Beªju fLª üj f Lb.cu;mh;ªhª LİjªpİlªªV LjS Lİªae, Beªju fLª ayqil pªAª Rªmªm; qCªa fıİQª LjVİcu;ªRe, a;C İªm; Lİlu; Nj YİLu; Njªu Ljfs cJu; ĩk m< j h; fıİqİªpl İhou H pWİul ayqil jªe Øb;e fıju e;Cz Oİcu;il jİİSu; Oİou; dªCu; jªRu; İyİdu; hİİsu; ĩpm;C Lİlu; -eİa Lİlu; İqph Lİlu; Tİİsu; ĩªªª İcu; BaİİuªSe-fİaªhİfİ Mhİ mCu; ahªayqil pju ĩke gªİCªa Qİªq eiz nİªİ ApªM Lİªm İale ĩLªe;ªªC aqilªL Bjm İcªa Qİe e;-- hªme, “ApªMªaj Bjl İLRªqªh e; LjS e; Lİªaª fªm h;Qh LfLª?”

“Nijil j; Efª Bİpu; Lİqªme, “Nijil Nm; kMeC eİªQª bªL ĩh;ej kju aMeC hªªªa fıİİ İheªİeØouC HªªªRz Lªİce hİİs HªLhİª QªfQİf İRm--Lª qªªR hmªaj hİRİ? Bİpp İeªLe, ApªMİhpªM Lª İeªaj?”

İheu Lªªªa qCu; Lİqm, “e; j; j; ApªM-- ĩk hİªh;cm!”

“Nij; Lİqm, “a;C ĩhİL! Hİ fª hİªh;cm kMe dª kİªh aMe İheu hmªe, ĩk ĩj;C fªSªR! ĩchajİ Efİ ĩcİª ĩchajªªaj ĩLªe; Shİh Lªe e;-- Bpm jªel Lb; Aªkİj İC Sİªeet”

İheu Lİqm, “Nij; j; aªj Lf hİªS hLRİ!”

Beªju fLª Lİqªme, “aj plaf hİRİ; Aje Lª hmªaª eCz jİeªol je LMªe; İªm; bªL LMªe; jªª bªL, ph pju İL pje kju! aj İeªu Lb; fıSªaª Nªm Evfİa Lİ; quz aj Bu İheªª Bjl; Oª Bu,ªaj Sªeİ Mİhİl İWL LªİRz”

“Nij;ªSİl Lİlu; j;ªb; eİİsu; Lİqm, “e; j; j; ĩp qªªR e;ªajİl Oª Bİj İheuªLª Mªaª ĩch e;ªz”

Be3juzf Cplj a;c @aj! @Le hif; @ajL @aj Bj @Liejice @Ma him @e-- H icL @aj hif @aj i uwLI nujQ;lf q@u E@Re-- uf;L ej q@m Mje eiz lhex Bjil mrE @Rm, @aj j @aj JI @Nysij @eC, a@ @Lhm JL @Sij L@ @WIL@u IjM@a Qipz

@Nijz @p Lbj @WL, Bj @Sij L@C JL @WIL@u IjMhz @aj j I M@Vje c;pf mRij u;VjL ej lhcju L@ icm @aj j I O@ M;Ju; Qm@h eiz

Be3juzf J@ @Nij, Aje Lbj a@ j @M Blep @ez iQIice JI q@a a@ @M@iRp-- J @ajL @Rm@hmi @bL j je@ L@ @Rz HC @pice fklj' JI q@a al aal Q;Vle ej q@m @aj @k M;Ju; I @a eiz @R;Vj@hmi @aj kMe hpz' q@u iRm mRij u; @k L@ @ajL @phi L@ hylQ@u @p Bj @Liejice i @Ma f;lh eiz

@Nijz JL @Fepe c;J, Sij il@e c;J, OI il@e c;J, k; M@n L@j, ilz' JL IjM; Qm@h eiz jz

Be3juzf @Nij, a@ j @e LIL p V;Lj icmC ph GZ @hid q@u kju! J Sij J Q;u ej, h;S J Q;u ej, @ajL ej @Ma @Fm J j @ k;@z

@Nijz a@ @aj j I M@n JL IjM; ilz' lhex @aj j I O@ @Ma f;@h eiz k; leuj a; j je@aC q@h, ilR@aC a;I Aefb; q@a f;@ eiz j j, a@j Hah@s; Ad;f@LI hw@n @j @u, a@j @k BQ;I f;me L@ Qm ej H ilz' --

Be3juzf J@Nij, @aj j j B@N BQ;I f;me L@C Qma; a;c le@u A@eL Q;@MI Sm @gm@a q@uR-- aMe a@j iRm @L;bu? @;S inh N@s f@s; LI@a hpa; BI @aj j h;h; H@p Vje @j @ @gm @gm ic@aaz aMe AfilI@a hij @el q@a J i ja @Ma Bjil @@; LIaz @pL;@m @mN;@s @hnc@ iRm ej-- @Nij @ N;@s@a, X;LN;@s@a, f;miL@a, E@VI E@I Q@s Laice d@ La E@f;ip L@ L;iv@u;Rz @aj j h;h; il pq@s Bjil BQ;I i jP@a @F@iR@me? lale @@eL le@u ph S;uN;u O@ @h;@ae h@m ayl p;@h-j lehl; ayL h;qh; lca, ayl j;C@eC @h@s @Nm-- I S@e@C ayL HL S;uN;u A@eL ice @ @M lca-- f;@ es;@ Q;Ca eiz HMe @aj h@s;hu@p Q;Lil @R@s ic@u I;@ I;@ V;Lj le@u lale qW;v Em@V M@n @iQ q@u c;@s@uRe, ilz' Bj a; f;lh eiz Bjil p;@ f;@ol pW;@;I HLv; HLv; L@ lej @m L;I q@uR-- @ il HMe BI hm@mC @g@?

@Nijz B;R;I, @aj j f;@f;@;@eL Lbj @R@s c;J-- ayl @aj @L;@e; Bf;@ LI@a Bp@Re eiz ilz' Bj;@L M;@a @aj j L@L @m; iSlep @j @e Qm@aC q@h e;qu n;@@el j je e;C IjM@m, @e@q; j je IjM@a q@h @aj

Be3juzf J@, Aa L@ Bj;@L Lf @h;T;@Rpz Bjil j @e Lf qu @p B;@C S;@ez Bjil @ujf, Bjil @Rm, Bj;@L le@u a;@cl k;@ f@C f@C @Lhm h;@a m;Nm a@h Bjil BI p@L Lf le@uz ilz' @ajL @L;@m le@u@ Bj BQ;I i j;@u ic@u;R a; S;@ep? @R;V; @Rm@L h@L a@m le@mC h@T@a f;@; k;u @k S;@ le@u @LE f;@h@a S;@;u eiz @p Lbj @k;@e h@T;@R @pice @bL H Lbj le@Qu @S@e;R @k Bj k;@ M@V;@e h@m @R;V; S;@ h@m L;E@L OZ; LIL a@h Dn@ @ajL J Bjil L;R @bL @L@s @ehez a@ Bjil @L;@m i @ Bjil OI B@m; L@ b;L;@

Bij fibhfl pLm Si@a qiaC Sm Mihz

BS Be3jufl Lbi öleui iheul j e qWiv Lf-HLV; A0f0 pwnul Bi ip eCmi icmz
p HLhi Be3jufl J HLhi Nijil jMI icL aLjCm, ilz° aMeC je qC@a pLm
aLm Efæ2j cJ Liliu; icmz

Nij; Liqm, "ji, aijil kšV; i imi hiTi Nm eiz kji; ihQil L'el nijöæ j e Qm
a;cl 0el J ai Rm hjo b;L, BI DnA aijil pðac ihno BCe M;V;he, H hÜ
aijil eL icm?"

Be3jufl ikle aiL icuRe hÜJ lale icuRez ai Bij Lf Lih hmü? Bjil H@a
L;ei qia eCz ilz° J el finm, aiL finmij eCm Bij qiph il Lych ai el h f;C ez
kijl p-ph Lbi kijL a h iheu Bjil 0el Mi h ei?

Nij; J ai HMeC p;N fCm R;V, mi iV JI o;mi-Bez ilz° j; , Bij ka ch
eiz J k hij el Rm, c;V; ijö icu p Lbi JL el imim Qm h eiz JL Ael af;N
Li@a qh, fhš pij m;a qh, a h J S;J A N;h i;M@a fil hz j; , a; j ilz° i;N L; i;
eiz Bij aijil fil d;mi leipRz

Be3jufl Bij i;N Lih! a e hmp Lf a e ki LiRp H a e ' i e LiRp e, ai Bij
aiL hm icmjz Bjil j e HC Lø lCm k aiL j;eø Lij h;V, ilz° -- kiC q;L N,
a e kiL djñ hm h;sp p Bjil j;e; Qm h ei-- equ, a e Bjil 0el Bjil qia eiC
Mim-- ilz° aiL ai c;pa eCm@a f;h, pC Bjil elz iheu, a; j j;MIV Aje j;me
L; i; ei hif-- aijil j;el el j , a; j i; hR Bij c;M f;mj -- ilR;ei hifz BI-HL ice
lej z L el Mh i imi hij el qiaC aijil M;C u ch-- a; j i; he; Lf Bij ilz°; hiRi,
mRij u; i qia Sm Mih, p Bij ph;C L hm i;MIRz

Nijil j; eLQ Qimu; N;mez iheu Q;f Liliu; ilR;Z cys;Cu; liqm; a; q; i fl d;el d;el
Liqm, "Nij; , HV; ke HLV; h; s; h; s; q; Rz"

Nij; L; i h; s; h; s; ?

iheuz aijilz

Nij; HL Qm h; s; h; s; euz k; i p; j; Bij p;C;V iWL i; r L el Qm@a Q;Cz eL e;
R; a; j u p; Q; N; j; R; s; a BIñ Li m noL; m ilR; h; iL b; L eiz

iheuz ilz° j; k; z

Nij; j; L; L hm p Bij S; j; ez Bjil il p Bhi j e Liliu ic@a qh! Bjil j; i'
j; a; j; j; L'S; el B; R; ilz° BQ; i k; ic e; j; j; e@a ö; l; Lili a h HLice qu@a; j; j; L; j; j; eh eiz
eCm; iheu, aijil HLv; Lbi him, j e e; M; i-- q; e u i; Slep; V; Aia Eš; j , ilz° pL; ml
Q; u Eš; j euz

iheu ilR; Z f; el HLV; CaÜ'a Liliu; himm, "eCm; , Nij; , BS j; i' Lbi n; e Bjil
j; el li a; el Lf ilj HLv; e; s; i; Q; s; i; q; R; ! Bjil h; id q; R; ke j; i j e Lf HLv; Lbi
B; R, p; C; V lale Bjil el h; i; T; i; a fil Re ei, a; iC Lø fil R; ez"

“Nij; Adél qCu; Lìqm, ""Bx ìheu, Aa Lòfe; ìe^u Mìmj ej-- J^a LhmC pju eø
qu, BI Lⁱe; gm qu eiz”

ìheu; a^j fìbhèl Lⁱe; ÌSìe^pl ìc^L LM^e; i j^m L^q a;L;J ej, a;C kv; a;aj;ì
eS^q f^s ej, pVⁱLC a^j Lòfe; h^m Eìs^u ìc^a Q;Jz ÌL^z Bìj a;aj;ìL hmìR, Bìj
Lah;ì c^MìR j; ke ÌL^p S^eé HLV; i j^he; f^o M^{Re}-- L^f ke HLV; ÌWLj a Ìj Ìm^u
ìc^a f;ìRe ej-- pCS^eé J^l OILLe;ì Ìi a^q HLV; c^xM B^{Rz} Nij; a^j J^l Lb;ì^m
HLV^le f^a n^eiz

“Nij; Lje f^a kav; ñe; kju a; Bìj ö^e b;ìL-- a;ì Q^u ñìn ñ;eh;ì Q^ø; LÌ^m
i ñ ñ;eh;ì pñ;he; B^R h^m p^o Q^ø;C LÌ^ez

j a ĩqpi^h HLV; Lbi^h kjea^h; nte^a qu, jje^ol Efl fte^uN Lihⁱl ħmⁱu pLm
 pju a;qi^l p^c HLi^z1leĩ0Qa i ĩhv; bi^l e;-- A^z1a ĩhe^ul Li^rR bi^l e; ĩhe^ul q^eu^hš
 Aa^z1 fhmz a;C a^l pju p^c HLV; ja^l M^h EpQü^h j ĩleu; bi^l, ĩL^z1 h^hqⁱl ħmⁱ
 jje^ol a;qi^l Q^u ħin e; j ĩleu; bi^l a fⁱ e; z Hje-ĩL, ħNiⁱl f^oĩlla ja-ĩm ĩhe^u k
 NqZ Lĩlu;^R a;qi^l LaV; j^oal Mjĩa^h BI LaV; ħNiⁱl fĩa a;qi^l HLi^z1 i ĩ^hipⁱl Vⁱe
 a;qi^l hm; nš^z

ħNiⁱl^cl ĩj^s q^ca ĩj^ll qCu; ĩpⁱu ĩgĩl ĩjⁱl pju ho^ll p^afu kMe p^c Li^ci ĩyQⁱCu;
 d^h d^h ĩj^u Qim^a ĩrm aMe ja Hhw jje^o a;qi^l j^el j^de HLVi^z a^h ĩhⁱdⁱCu; ĩcu; ĩrmz

HMeLi^l Li^ml e;ejⁱlⁱl fĩ^lne^h Hhw ħNife B0ja q^ca pjⁱS kĩc Ba^l rⁱ Lĩlu;
 Qim^a Qⁱu a^h MⁱJu; ħyⁱJu; fĩ ĩa pLm ĩho^u a;qi^l ĩh^o i ĩ^h paL^l q^ca q^c ħC
 jaĩv ĩhe^u ħNiⁱl j^m q^ca ĩa pa^hSC NqZ Lĩlu;^R, H mCu; ĩhⁱl^u ħmⁱl^cl p^a p^c
 afrⁱ ĩ^h aL^l Lĩlu;^R; ĩmu;^R, n^ekMe ħL^oj^l Qⁱl ĩc^l B^ejZ Lĩlu;^R aMe ħC
 ħL^ol fĩ^al fb-Nĩm cⁱSⁱ-Sⁱem; fĩ^al ĩR^aĩV ĩa Lĩlu; fĩZ ĩcu; kĩc ĩrⁱ Lĩl^a bi^l,
 a^h a;qi^l Ecⁱl^a ĩ Ai ĩh^h e; z

ĩL^z1 BS ĩ k^c Be^zju^l 0^h ħNiⁱl a;qi^l MⁱJu; ĩe^od Lĩlu; ĩcm Cqⁱl B0ja ĩi a^h
 ĩi a^h a;qi^l ħm^c ħce; ĩc^a mⁱl^mz

ĩhe^ul ĩj^f ĩrm e; jⁱl^j p^c A^ofhu^h qⁱlⁱCu;^R; M^si bi^le ħ^c ħhw ħm^hmⁱ
 q^caC fsⁱo;ej mCu; ĩhe^u ĩmⁱl^a ĩjⁱu HLMⁱ jje^o qCu;^{Rz} ħNiⁱl p^a ĩa^h ĩhe^u
 kĩce q^ca Be^zju^l Sⁱleu;^R p^c ĩce q^ca a;qi^l jⁱ ĩmu;C Sⁱleu;^{Rz} La^lce a;qi^l
 0^h ĩNu; p^c Li^sLi^s Lĩlu; Evfⁱa Lĩlu; MⁱCu;^R; Bqⁱk^l Awnⁱhi ĩN mCu; Be^zju^l
 ħNiⁱl fĩa frfⁱa Lĩlu; bi^le ħC Af^hi^c ĩcu; La^lce p^c a;qi^l fĩa Lⁱej Do^l fĩ^l ĩn
 Lĩlu;^{Rz} c^c-Qⁱl ĩce ĩhe^u Li^r e; Bⁱp^mC Be^zju^l k^c LaV; EvLⁱāa qCu; Eĩw^ae,
 ĩhe^ul Li^r ĩpⁱCu; MⁱJu;C^he ħC fĩ^a ĩjⁱu La^lce ĩale a;qi^l piⁱ ĩ^al S^e
 Evp^lĩQ^š A^hfrⁱ Lĩlu; ĩpⁱu; bi^lae, a;qi^l ĩhe^u pj^uC Sⁱleaz p^c ĩhe^u BS pjⁱlⁱSL
 0Zⁱu Be^zju^l 0^h ĩNu; MⁱC^h e; Cqⁱ ĩL Be^zju^l pi^qa fⁱe, e; ĩhe^u pi^qh!

"Cqⁱl fĩ q^ca i ĩ^h ĩj^el qⁱa jⁱ B^jl^l MⁱJu;C^he, ĩe^hSI qⁱa BI LM^e;
 MⁱJu;C^he e;-- H Lbi^j jⁱ qⁱl^p ĩLĩlu; ĩm^e; ĩL^z1 ħ k^c jⁱ ĩ^l Lbi^z ħC Lbi^vC ĩhe^u
 ĩjⁱl ĩj^el j^de^h aⁱmⁱfⁱsⁱ Lĩl^a Lĩl^a ĩjⁱu ħⁱrmz

n^ef^ol A^aLi^l qCu; B^R; Qⁱl ĩc^l Li^{NS}f^ae ħC ħmⁱg^h ĩmⁱ Rsⁱe; ĩcu; ĩmⁱC dⁱCu;
 ĩhe^u a^h ħS SⁱmⁱCm-- ħ^hSI Efl ħqⁱlⁱl ĩL^l ĩ^ue e;ej ĩQ^q ĩ^a; ĩmⁱM^hl

Viñmi Efi k HLVi pici Lifs BHZ BR aqil ejeje SiuNju Ljm Hhw aml
cijn; HC Oai aqil fZ ke qyfiCu; Eimz jjeol pA Hhw Deqi Ai jh BS aqil h
ke Qifui; dilmz cnL EUil, pjSRL Ir; HC-pjU' LañeL p Lijej aC ofo Hhw
pat Lilu; am a fillm ej-- Cqil Qu YI pat pC Aioe fim k HLice nihZI E< in
pzi filia MyQi LjR Bipu; Bhil MyQi LjR qCa Qimu; NRz ILz' pC Aioe fiml
Lbj ihu Lijej aC je Bjm icñ ej, Lijej aC ez pCSej jeL Bnu ichil Sej,
k Bejz uel Ol qCa Nij; aqil Igl; Cu; icu; R pC OIVI Rih je BjL a mijNmz

fMI-LjS-LI; E< in gS filxLil aLUaLU LilaR; HL dij ašfimi Efi
pici IjSq; pl fimil ja; Ljm lejlm ihRe; faj lliq; R; ihRe; l fñc HLVi R; V;
Vmi Efi isl aml hila HarZ Sim; e; qCu; R; j; leOQuC eje; lPI p; mCu; pC
hjal LjR TjLu; Lybil Efi inofLjS LilaRe, mRlj; u; eL gS Efi hipu; aqil
hyLj EpQ; l hwm; u Aenim hilu; k; CaR, j; aqil AidLjwnC Lje BleaRe ez j;
kMe je Lje; Lø fje aMe inofLjS mCu; fse-- ayqil pC Ljñelhø Ut jMI Rihl
fla ihu aqil cñ lehU Lil; m; p je je Lqm, HC jMI Deq; B; B; j;
pjU' jel ihf qCa Ir; LIz HC jMC B; j; j; flaj; ul qEL, B; j;
Lañe fZ LI; L Hhw Lañe ct IjMLz ayqil je je HLhil j; himu; XilLm Hhw
Lqm, a; j; A k B; j; Aj a eu H Lbj Lje; ni; el f; zc uelLil Lilh ej'

leUt Oai hS; OisV; iVLU iVLU Lilu; Qim a mijNm; Oai j de ihu; l Apq; qCu;
Eimz Bmi LjR cju; ml Ni; u HLIV iVLIVIL f; L; dil aR-- aqil icL ILRz
Qilqu; Qilqu; ihu Eiwu; fism Hhw HLVi R; aj mCu; Ol qCa hijl qCmz

Lf Lilñ pv; jel je de ofo IRm ez h; id qu Bejz uel LjR igil u; k; cñ HCj a; c
aqil je el Ali filu IRmz ILz' LMe HL pju aqil je Eim BS Iihil, BS h; ppi ju
Lnh; h; hš a; öle a k; cz H Lbj k; je je JW; Aj le pjU' lad; cñ Lilu; ihu S; i
Qim a Blñ Lil; m hš a; ölehil pju k h; s; hñ ejc aq; p S; lea ah aqil pwLof
ihQima qCm ejz

kb; ob; e f; ru; cim Efi pLil; hijl qCu; Bip aRz R; aj j; b; u I; U; l dij HL
Ljz p cys; Cm-- j; l qCa pC j; p; a; l fñ nh; h; n; j; l f; p; j; m hijl qCmez ayqil
pA ayqil filSe Qil-fyQIV IRm-- ihu aq; c; l je de Lhm HLS; el alz j; m I; U; l
N; i; p; l B; m; l rZL; m; l Sej cim-- aqil f; N; i; s; l Q; l; l ne qCm Hhw HC chÉVL
AaL; i; j; q; p; j; al je de HLIV h; h; c; l j; a; l j; m; Cu; Nmz

Ihu Cw; i; s; e; m k; b; o f; s; u; R, ILz' hiPilm i aOai pwU; l aqil k; cñ L; j; u;
Hje Lilu; jel je de BNq mCu; Lje; DeL; m; l L; l; k pC DeL; m; l
f; r ApC; j; e; l Hhw leSI f; r Niqla H Lbj p Lje; aLñ a; j; je qCa a; s; c; a
f; i; l ez a; c ihu; l je el je de qoñ pA pA AaÉ; l HLVi N; i; e S; i; a mijNmz je qCm
"B; j; l HLVi ke fae qCaRz' N; i; j; l pA k; c; l p aLñ Lilu; Bipu; R, ah k; m; e

pj; iSL AIdLi e;C pM;e Li;e; Øæf;L L fEj Qr eM; a;qi IqISh'eI
pwú; h;id'a m;inmz

Iheul BI Ni;I; h;is k;Ju; qCm e; j e;I j d'e e;e; Lb; a;mf;is LIL'a LIL'a Iheu
hip;u IgiImz fIice AfI; qLz hip; qC'a h;IqI qCu; O#I'a O#I'a Ah'n'o kMe Ni;I;
h;is'a B;pu; f;Rm aMe hoI cDnce no qCu; páf;I AaLi Oe qCu; EIWu;Rz Ni;I;
pC pj u B;M;IV S;M;Cu; ImIM'a h;pu;Rz

Ni;I; LiNS qC'a j M e; a;mu;C Liqm, "IL Ni; Iheu, q;Ju; L;eUicL b'L hC'R?"

Iheu p Lb;u LZNF;a e; LILu; Liqm, "Ni;I;, a;ji'L HLV; Lb; IS' ip; LILz i;Iahol'
a;ji; Li'R Mh paé? Mh ØfØ? a;# a; icel;æ a;L j'e I;M, ILz' ILILj L' j'e
I;M?"

Ni;I; m;M; R;isu; ILRzZ a;qi; a;f'e cIØ mCu; Iheu j M I c'L Q;Iqm; a;qi; f'
Lmj;V; I;IMu; Q;LI f'WI ic'L Wp Icu; Liqm, "S;qi'SI Li'ce kMe p;#a f;is cu
aMe k;je B;qi' Ihq;I Li'S Ihn;# pj a;f;I h;IIV'L p j'eI j d'e e;M cu Bj;I
i;Iahol'L Bij a;je L' j'e e;MIRz"

বিনয়া L;bi;u a;ji;I pC i;Iahol'?

Ni;I; h'L q;ia Icu; Liqm, "B;ji; HCM;eLi; LÇf;ip;V; icel;ja k;M;e Ly;V; IgiI'u B'R
pCM;e, a;ji;I j;in;I;e p;#I IqIØVI Ah CI'mu;I j d'e euz"

বিনয়া a;ji;I Ly;V; k ic'L, p ic'L ILRHLV; B'R IL?

Ni;I; E'SISa qCu; Liqm, "B'R e; a; Lf-- Bij fb i m'a f;il, Xh jI'a f;il,
ILz' Bj;I pC mr'EI h;IIV B'Rz pC Bj;I f;IUL' f' i;Iahol'- d'e f;I, ' j'e f;I,
d;# f;I-- p i;Iahol'L;bi;J eC! B'R e;Lhm Q;I ic'LI HC Ij b'EV;I HC a;ji;I LmL;ia;
nqI, HC B;fp, HC B;ma, HC Ni;V;LaL c;VL;WI h'e! R;x!"

h;mu; Ni;I; Iheu j M I c'L HLC' ILRzZ Q;Iqu; I;Iqm-- Iheu Li;e; ESI e; LILu;
i;Ih'a m;inmz Ni;I; Liqm, "HC k;M;e Bj;I; fsIR öeIR, Q;LII E;ç;I L' h;si;#R,
cnV;I-f;QV;u i;Ial M;V;e M'V L' k LI'R a;I ILR' IWL;e; eC, HC S;ic'L I Ij b'
i;Iahol';LC Bj;I; paé h'm W;E'IR h'mC f;YQn Li;IV m;L Ij b'e j'eL j'e h'm,
Ij b'e L;I'L L;I'h'm icel;ja Ihi;I; q' h;si;#R-- HC j;I'QL;I Ii al b'L IL Bj;I;
Li;e;I Lj Q;ju; f;Iz f;Ih! Bj;I; a;C f;I'ice öIL'u j;I'Rz HLIV paé i;Iahol' B'R--
f;I f;I i;Iahol', pCM;e IØb;ia e; q'm Bj;I; IL h;U'a IL q'e;u kb;I' f;IZI p;V; V'e
le'a f;Ih e;I a;C hmIR, BI pj'U' i;I, Ma;#I j;ju;I, E"hi'SI f;I;I e, ph V;e Ij
g'm ic'u pC h;I' I c'LC S;qi;S i;I;I'a q'h-- Xh a;I Xh, j;I a;I h;I p;# Bij
i;Iahol' paé j;I' f;I' j;I' Li;e;Ice i m'a f;I' e!"

বিনয়া এ-ph e;Lhm E'SSe;I Lb; eu? H a;# paé hmR?

Ni;I; Ij' I j'a; NIS;u; Liqm, "paéC hmIRz"

বিনয়া যারা a;ji;I j'a; e;M'a f;I;R e;I?

Smid j'be L' c' IaAEWR-- HC IQWMe; HLV=i i'm; L' im' ic'a q'hz JI j' d'f
Ri'su ic'a q' even-handed justice, never-failing generosity, kind
courteousnessCa'jic Ca'jicz"

"Ni; Q'f L'iu; Iiqmz l'heu q'ipui Liqm, "c'ic; Aa-'m; Ij' b'f Lb; HL ien'p
Qim'he?"

মহিমা শ'w n;w'w pj;Q'vz A'eL ice J'cl pwpN'NL'IR, Bji; Lj'R iLR'c Aih'ca 'eCz
JI; k; Ij' b'f Lb; Sji'a fi' p' a'illg LI'a quz c'Li; q'm J'cl iLR'h'ed eiz HLSe
k'ic Ij'R h'm 'a; 'hu;ml j'a; BI ph L'v'c 'pC HL p' y, iyu; L' J'w, Bji'cl
j'a; HLSe BI-HL Se'L d'iu ic'u h'q; i'e'a Qiu eiz HV; i'e'Qu 'S'e; J'cl WLj'm
fi'f 'eC k'ic e; fi's d'iz

h'imu; qix qix qix L'iu; j'iqj V'ileu; V'ileu; q'ip'a mi'N'me--l'heuJ e; q'ipui; bi'L'a
f'jilm eiz

j'iqj Li'q'me, "'a; j' i; J'cl j' m' Efi' p'la'f Lb; h'm J'cl Af'iai LI'a Q;J! Hj'le
h'U k'ic i Nh'ie 'a; j'ic' e; 'c'he a'h' 'c'hl Hje cni; q' 'Le? HV; 'a; h'w'a q'h, k'j
Ni'ul 'S;il B'R h'q;ic' L' a; Q' d'iu ic'a 'N'm 'p m< iu j'j; q'w L' bi'L eiz 'p
Em'V a; i'ppL'j'w; a'm fi'j p'id' j'a; c' q'wL'ic' j' i'a B'p'z p'la'f iL e; h'm'iz"

বিনয়া সত্যি বৈকি

মহিমা তার Q'u Ij'R Lb;il O;le 'b'L ih'le fup;u 'k 'amV'L 'h'j;u a; iC HL-Bd
RV;L a; i' fi' j'ilmn L' k'ic h'm "p'id'S, h'hi; fi'jq'w, cu; L' T'mV; HLV'zTi'S; JI
d'm; 'f'mJ 'hy'Q k'ih' a; q'm 'a; j'ic' O' i' j' i'm' A'z'a HLV; Awn qu'a; 'a; j'ic' O'
ig' Bp'a fi', AbQ ni;L' i' A'J Bn^; bi'L eiz k'ic h'w' 'c'm 'a; H'LC h'm
'f'iv'u'v's'j' iL'z' Bji; i; i; QV'Rz J' i'q'c' q'u Ah'id Bji'L c'ic; h'm M'h j'j'e, JI p'j'e
BS Bji; Lb;N'm; i'wL h's; i' i'ul j'a; qm eiz iL'z' L'f L'h i; c', Ij'R Lb; p'd'a'J 'a;
p'la'f Lb;V; h'm'a q'hz l'heu, 'pC 'mM;V; iL'z' Q;Cz 'i'p; Bji; 'e;V 'mM; B'R, 'pV; i'e'u
B'ipz

h'imu; j'iqj a; j' iL V'ile'a V'ile'a h'iq' q'Cu; 'N'mez Ni; l'heu'L Liqm, "'i'he' a'j
c'ic; i' O' i'N'u J'fL 'wL;J 'Nz B'ij 'mM;V; 'no L' 'g'lmz"

"Jā, öer? Bļj āajil fšsil 0ē YLR ē, i u ēCz Bļq²L ēno qm HLhij J 0ē kēu-- āajil pĀ Lbij BRz cSe ēšae pāēpf kMe HpR aMe ĪLRĀjm āajil BI ēMj fih ej Sļe, pCSēf hmā Hmjz i mē ej, HLhij kēuz"

HC hīmu; Bežjuf 0ILLeij LjS ģilui nmez

Lb-cuimh;hānēj hZī ēqij-āijRI jjeo, hīn mō; eēqez jām jēf hē; hē; cēV; ēM ph ēu ēM fē, hīL fīu pj ŪC LjQ;f;L; Njg c;isā pj jRāz Cīe phē;C āi ē; IPI fīhōē fīlui BRe, qāal LjR Īfaāml Lj™m; f;u Msjz j;bjl pj ēel ĩcL VjL fīsu; BļpāR-- hīL hē; hē; Om Nīb ĩcu; j;bjl Efē HLv; 0s; Līlui hydiz

HLice fī0Qj b;ilā Cīe fmēel āijēcl pĀ ĩj ĩnu; j c-j;wp M;Cu; HLjLij Līlui ĩcu;Rez aMe ēēnl fšsil fē;ljqa hoh pāēpf ēhZēl ēm;LīcNēL N;u fīsu; Afjje Lijēl ēf;jo hīmu; ' je Līēae, HMe ej j;ēe Hje ĪSlep ē;Cz ēšae pāēpf ēcīmēC āiqij LjR ēšae p;deij f;ij ĩnīmā hīpu; kjez j;š²l ĩēNē fb Hhw k;āi ĩēNē fZ;mēl Sēf Cqij m;āij Ahīd ē;Cz āijL p;deij Ai ēp Līēhe hīmu; Lb-cuim ĪLRēce Efēcn mCāiRēme Hje pj u HLSe h;ij fē;ljqāal pāje f;cu; pēfīā āyqij je Q' m qCu; EīWujRz

Cqij f;bj 0ēē HLIV fē f;ph Līlui kMe j;ij kje aMe Cqij hup ēācn hRIz j;ajl j;āēl LjZ hīmu; , ĩjN Līlui Rēmivēl āyqij n;h;h;is ĩjmu; Lb-cuim f;hm h;ijēl ēTjēL HēLh;ēl fī0Qj Ōlmu; kje Hhw Ru j;ēpl jēfēC L;nh;ijpē p;h;ē ē j;q;ēul ĩfaēē; ēfēē BežjufēL ĩhh;ij Lēez

fī0Qj Lb-cuim Q;Līl ēS;N;is Līēme Hhw j;ēhēcl LjR ēje; Ef;u fīāfīš Līlui mCēmez Cīaj ēfē p;h;ē ēj j;āē qCm; Aēē L;ē; Aī i j;hL ē; b;L;ā 0ēēL ēēSI LjR Bļe;C ĩjīmā qCmz

Cīaj ēfē kMe ĩpf;ijēcl j;ēivē h;ijdm pC pjēu ēL;ēnē cē-HL Se EpQfc0b CwēēSI f;ēZl r;ij Līlui Cīe kn Hhw S;uīNI m;ij Lēez j;ēivēl ĪLRĀjm fēC LjS R;is;ij ēcēme Hhw ehS;ia āijēl mCu; ĪLRēce L;ijā L;ijCēmez āij;ij hup kMe hRI f;ēQL qCm aMe Lb-cuim LīmL;aj;u Bļpu; āyqij hē; ēm j;ijēL āiqij j;ijl h;is qCā ēēSI LjR Be;Cu; j;jeo Līēmez HMe j;ijē ĩfa;ij j;āē ēcl Aēāēq pl L;ijl M;aj;ij M;ē;u M;āēSI pĀ LjS Q;ijCāRz

āij; ĩnōL;ij qCāC āiqij f;is;ij Hhw Cūāml ēmēcl pēlīl Līlaz j;ijēv;ij-fī™ēal S;he Apqē Līlui ā;ij;C āiqij f;ēje LjS Hhw B;ij; ē ĪRmz HLv;hup qCāC ēp R;ēēcl

Ljñ "ü;dfearqfeaju ®L hylQ®a Qju ®q' Hhw "ihwnla ®Ljv jjeñl hijp' BJs;Cuj, Cw®lS i ;oju hš²a; Llluj rā ih®a;qf®cl cmfla qCu; EIWmz Ah®ñ® kMe HL pju R;æpi ;l IXð ®c Llluj ®Nij; huúpi ;u LjLlm ihÚtl Lll®a Blñ Lllm, aMe Lb·cu;jmh;h® Lj®R ®pV; Aafz'®Lz®Ll ihou himu;j j®e qCmz

hijq®l ®m;®Ll Lj®R ®Nij;l flafiš c®lM®a c®lM®a hijisu; EIWm; ilz' 0® Lijq;®l; Lj®R ®p h®s; Bjm f;Cm e; j jiqj aMe Qilil L®l -- ®p ®Nij;®L LM®e; h; "®FIVuV-SÉ;Wj' LM®e; h; "qil n j #®< ic ®p®L™U himu; e; e; fL®l cje Lll®a Q®; LllujIRmz aMe c; ;l p®Á ®Nij;l fiju j;®T j;®T qia;qila qChil Efæ'j qCaz Be¾j u® ®Nij;l Cw®lS-ih®a® j®e j®e Aafz' EclñN Aea h Lll®aez a;q;®L e; e; fL®l Wj™; Lllh;il Q®; Lll®ae, ilz' ®Lj®e; gmC qCa e; j ®Nij;l ;jÚtu Qj®V ®Lj®e; p®k;®N Cw®l®S l p®Á j ;l ;j ;l Lll®a f ;l ®m Sthe def j®e Lllaz

H ic®L ®Lnhh;h® hš²aju j® qCu; ®Nij;l hijppj;®S l flā ih®noi ;® BL® qCu; flsm; Bhil HC pjuv;®aC Lb·cu;jm ®;l al BQ;ilēu qCu; EIW®mez Hje-İL, ®Nij;l ayqil 0® ®N®mJ lale hēlahēU' qCu; EIW®aez N®V c®-lae Ol mCu; lale le®S l jqm üaz» Llluj ;jIM®mez OV; Llluj ®pC j q®m l à;®l Lj®R "p;de;jñj" e; j imlMu; Lj;ugmL mVL;Cu; ic®mez

h;®fl HC Lj™LjIM;e;ju ®Nij;l je ih®a;qf qCu; EIWmz ®p himm, "Bij H-pj Ú' j ;ta; pqf Lll®a f ;l e; H Bj ;l Qr·mz" HC Ef m®r ®Nij;l a;q;il h;®fl p®Á pj Ú' pçfLñihijRæ Llluj H®Lh;®l hijql qCu; k;Chil Efæ'j LllujIRm-- Be¾j u® a;q;®L ®Lj®e; l Lj® ®WL;Cu; ;jIMu;IR®mez

h;®fl Lj®R ®k-pLm hijpZfi™®al pj ;l Nj qC®a mijNm ®Nij;l ®S; f;C®mC ayq;®cl p®Á aLñ h; ;Cu; lcaz ®p ®a; aLñ eu, fiju Oho him®mC quz ayq;®cl A®e®LlC f ;l™aé Ala kvp; ;eé Hhw Abñm; ; Afilij a IRm; ®Nij;®L ayq; ;l ; f ;lluj EIW®ae e; , a;q;®L h;®l j®a; ; u Lll®aez Cq;®cl j®dē ®Lhm qlQ¾ēlhç;h;N®ñl flā ®Nij;l nÜ; Sijmz

®hc; ; QQñ Lllh;il Seé lhç;h;N®ñ®L Lb·cu;jm lekš² LllujIR®mez ®Nij;l flb; ;C Cq;il p®Á EÜai ;® ms;C Lll®a İNu; c®lMm ms;C Q®m e; j ®m;LlV ®k ®Lhm f ;l™a a;q; eu, ayqil j®al Kc;kñAla BÖQkñ ®Lhm pwú'a flsu; Hje afrē AbQ fhÚ' h®U ®k qC®a f ;l® ®Nij;l a;q; LOfejJ Lll®a f ;lla e; j lhç;h;N®ñl Qil®e r ; j ; Nij;®a f ;lñ Hje HLIV AlhQlma ðdkñ J Ni fl a; IRm ®k ayqil Lj®R le®S®L pwka e; L ;l ®Nij;l f®r pçf ;lñ Apñh IRmz qlQ®cl Lj®R ®Nij;l ®hc; ; ;nñe fls®a Blñ Lllmz ®Nij;l ®Lj®e; L ;S Bdi-Bid-ILj Lll®a f ;l® e; , pæl ;w ;nñe-B®m;Qe; ;l j®dē ®p H®Lh;®l am;Cu; ®Nmz

Ove;æ²®j HC pj®u HLSe Cw®lS ;j ne; ;l ®Lj®e; pwhicf®e lq¾®m; ;æ J pj ;S®L Bæ'j Z Llluj c®ñl ®m;L®L aLl®®Ü Bqle Lll®mez ®Nij;l ®a; H®Lh;®l BNe qCu; EIWmz klcQ ®p le®S AhL ;n f ;C®mC n ;æ J ®m;L ;Q;®l l le¾; Llluj ;hl ;Üj®al ®m;L®L ka l Lj Llluj f ;l® fls; lca, ah®lq¾®pj;®S l flā ih®cnf ®m;®Ll Ah' ; a;q;®L ®ke A®ñ Bqa Llluj a ;mmz

pwh;cf[®] N;li ms;C ö!; Lİlmz AfI f[®]r İq[®]çp;js[®]L kaN[®]m C;jo İcu;İRm N;li; a;qi; HLV;J Hhw HLV;J üfL;İ Lİlm e;Z c[®]f[®] f[®]r A[®]eL EŞİ Q;mi;Q;İm qC[®]m fI pçf;çL hİm[®]me, "Bj;İ; Bİ Ğİn İQİWf[®]e R;İf[®]h e;Z"

İL[®]ç[®] N;li;İ aMe Q;İM Qİsu; N[®]Rz p "İq[™]İuS;İj Ü e;Z İcu; Cw[®]İS[®]a HL hC İmİM[®]a m;İNm-- a;qi[®]a a;qi;İ p;İf;İ a p;İ Ü¹ k[®]Ş² J n;İð[®]e O;İV;u; İq[®]çd;İj N[®] J p;İ;S[®]I Aİe[®]çefu Ğİu[®]aİ f;İ;Z pW[®]Nq Lİİ[®]a hİpu; N[®]mz

Hjİe Lİİu; İj ne;İİ I p[®]Ā TNs; Lİİ[®]a İNu; N;li; B[®]U¹ B[®]U¹İe[®]S[®]I JL;İmİaİ L;İ[®]R İe[®]S qİİ jİemz N;li; hİmm, "Bj;İİ Bfe C[®]n[®]L İh[®]C[®]n[®]fİ Bc;İm[®]a Bp;İfİ j[®]a; M;İs; Lİİu; İh[®]C[®]n[®]fİ Bce;İ[®]a a;qi;İ İhQ;İ Lİİ[®]a Bj;İ; İchC e;Z İhm;İ[®]aİ Bc[®]n[®]İ p[®]Ā M;İV;u; M;İV;u; İjm Lİİu; Bj;İ; m< İJ f;İç e;İ, N[®]İhJ Ğİd Lİİh e;Z Ğ[®] C[®]n[®] S;İj;u;İR p[®] C[®]n[®]I BQ;İ, İhn[®]İp, n;İð[®]e J p;İ;S[®]I Seİ f[®]İ I J İe[®]S[®]I L;İ[®]R İLR;İj;ç pW[®]L[®]Qa qCu;İ b;İİh e;Z C[®]n[®]I k;İq;İ-İLR[®]a B[®]R a;qi;İ p;İ Ü[®]ç ph[®]m J p[®]N[®]İİ j;İb;İu Lİİu; mCu;İ C[®]n[®]L J İe[®]S[®]L Af;İje qC[®]a İr;İ Lİİh[®]"

HC hİmu; N;li; NĀ;İðe;İe J pĀİİq[®]L Lİİ[®]a m;İNm, İVİL İ;İMm, M;İJu;İ-R;İJu;İ p[®]ð[®]Ā İhQ;İ Lİİu; Qİmmz HMe qC[®]a fİāİq pL;İm[®]Ğİm;İu p[®] h;İf-j;İ[®]Uİ f;İ[®]Uİ d[®]m;İ mu, Ğ[®] jİq;İ[®]L p[®] Lb;İu Lb;İu Cw[®]İS İ j;İu "Lİ;İX' J "ðeh' hİmu; Aİİ İqa Lİİ[®]a R;İİsa e;İ, a;qi;İ[®]L C[®]İM[®]m EİW;u; c;İs;İu, f[®]Z;İ L[®]; jİq;İ HC qW;İv-İ İŞ² mCu;İ a;qi;İ[®]L k;İq;İ j[®]İM B[®]p a;İq;İç h[®]m, İL[®]ç[®] N;li;İ a;qi;İ[®] L;İ[®]e;İ Sh;İh L[®] e;Z

N;li;İ a;qi;İ Ef[®]C[®]n J BQİ[®]Z C[®]n[®]I HL cm[®]İL[®]L Ğ[®]ke S;İN;İCu;İ İcmz a;qi;İ;İ Ğ[®]ke HLV;İ V;İe;V;İel q;İa qC[®]a h;İQ;u;İ N[®]m; q;İg R;İİsu;İ hİmu; EİWm, "Bj;İİ İ;İ[®]m;İ İL j[®]ç, pİ İ İL Apİ İ a;İq;İ mCu;İ Sh;İhİçİq L;İ[®]; L;İ[®]R Lİİ[®]a Q;İç e;İ-- Ğ[®]Lhm Bj;İİ Ğ;İ[®]m;İ-Be;İ Ae;İ h Lİİ[®]a Q;İç Ğ[®]k Bj;İİ Bj;İİç[®]"

İL[®]ç[®] Lb-cu;İm N;li;İ HC e;İāe fİİhāİe Ğ[®]k M[®]İn qC[®]me a;İq;İ j[®]e qC[®]m e;Z Hj e-İL, İāİe HLİce N;li;İ[®]L X;İİLu;İ hİm[®]me, "C[®]M;İ h;İh;İ, İq[®]çn;İð[®]e h[®]S;İ Nİ İİ İSİepz Ğİoİj Ğ[®]k d;İj N[®]İð;İfe L[®] N[®]Re a;İ āİm[®] Ğ;İT;İ Ğ[®]k-p[®] m;İ[®]Lİ L;İj N[®]euz Bj;İİ İh[®]hQe;İu e;İ h[®]T H İe[®]u e;İs;İQ;İs;İ e;İ Lİ;İç İ;İ[®]m;İz ā;İj Ğ[®]m;İj;e[®], h;İhİ Cw[®]İS f[®]S j;İe[®] q[®]uR, ā;İj Ğ[®]k h;İp;İp;İ;S[®]I İc[®]L T;İLİR[®]m pV;İ Ğ;İj;İİ İWL AİdL;İ[®]I j[®]a;İç L;İS L[®]İR[®]mz p[®]CS[®]আই আমি তা[®]a İLR[®] İ;İ N Lİİ İe, hİ' M[®]İnç İRm;İz İL[®]ç[®]HMe ā;İj Ğ[®]k f[®]b Q[®]mR HV;İ İWL İ;İ[®]m;İ W[®]L[®]R e;Z H[®]a;İj;İİ fbC euz"

N;li;İ Lİqm, "h[®]me Lēh;İh;İ? Bİj Ğ[®]k İq[®]ç[®] İq[®]ç[®]d;İj N[®]İŞ j;İj N[®]BS e;İ h[®]T[®] Ğ;İ L;İm h[®]T[®]- Ğ[®]L;İe;İL;İm kİc e;İ h[®]T āh[®]HC f[®]b Q[®]m[®]aç q[®]h;İ İq[®]çp;İ;S[®]I p[®]Ā f[®]hİS[®];İ p[®]ð[®]ā L;İV;İ[®]a f;İİ İe h[®]mC Ğ;İ H S[®];İ h;İp[®]Zİ O[®] S[®];İİR, Hjİe L[®]İC S[®];İ S[®];İ HC İq[®]ç[®]d;İj N[®] J İq[®]çp;İ;S[®]I İİ āİ İc[®]uC Ah[®]h[®]o Hİ Qİ[®] EŞZ[®]İqhz kİc LM[®];İ İ[®]m Aeİ f[®]bİ İc[®]L HLV[®]a Ğ;İm B;İİİ İāN[®]Z S[®];İ[®] İğİ[®]aç q[®]h[®]"

Lb-cu;İm Ğ[®]LhmC j;İb;İ e;İİS[®]a e;İİS[®]a Lİq[®]me, "İL[®]ç[®], h;İh;İ, İq[®]ç[®]h[®]m[®]ç İq[®]ç[®]qJu;İ k;İu

eiz j p m j e q J u i p i S i , M E O V i e k - p q a f i l -- İ L z ' i q c # h i p l ! J h s i n š 2 L b i z
N i l i z p a i İ W L z İ L z ' B i j k M e i q c # q u S j i R , a M e a i İ p w q à i l f i l q u H p i R z
H M e İ W L j a p i d e L q N m C A o f A o f H N i a f i l h z

L b - c u i m z h i h i , a L N a i j i L İ W L İ V h i T i a f i l h e i z a h a j k i h m R p J p a t z k i l
k V i L j İ g m , İ e i c l b d j N , a i L H L i c e O p l İ g l p C d j N f b C B p a q h -- L E
B V L i a f i l h e i z i N h i e l C p R z B j l i L f L I a f i l l ! B j l i a i E f m r z

L j İ g m H h w i N h i e l C p R i , p i q q w h i c H h w i İ š 2 a š A p j Ü C L b - c u i m p C f V N p j e i i h
N i z L e -- f l o f l i j d e k L i e i f i l i l p j e t u l f l u i s e B R a i q i A e i h j i e L e e i z

BS Bliq²L J Øejeqil pīlluj Lb-cuim A^eL ĩce f^q Be³jufl 0^qI 9^qSI Efl ĩe^qSI L^qml BpeĭV fīlau; pīhd^qe Qjīl ĩc^qLI pj Ū¹ pwp^h qC^qa ^qke ĩhĭhš² qCu; Mj; qCu; hīp^qmez

Be³jufl Līq^qme, "J^qNi, a³j ^qaī afp^qĭ LIR, 0^qI Lb; ĩLR^qi jh ej, ĩL^q Bīj ^qĶ Njīl S^qeĕ phĭc;C i ^qu i ^qu Nmjz"

Lb-cuimz ^qLe, i u ĩL^qpl?

Be³jufl aī Bīj ĩWL hm^qa fīl ^qez ĩL^q Bīj ^qke j^qe q^qR, Njīl BSL^qm HC ^qĶ ĩq^quīe Bīñ L^qR H J^qL LM^qe;C pC^qh ej, H i j^qh Qm^qa N^qm noL^qm HL^qVj Lf ĩhfc OV^qhz Bīj ^qaī ^qaīj^qL aMeC h^qmĭRmj, JI fC^qa ĩc^qu; ejz aMe ^qĶ a³j ĩLR^q j^qe^qa ej; hm^qm, Nmju HLNjR; p^qaī fīl^qu ĩc^qm aī^qa Ljīl; ĩLR^qB^qp kju ejz ĩL^q ^qö^qaī p^qaī eu- - HMe J^qL ^qWL^qh ^qLjīju?

Lb-cuimz ^qhn! ph ^qcjo h^qT Bīj! Njīju a³j ^qĶ i m LI^qmz a³j ^qĶ J^qL ^qLjīej^qaC Rj;S^qa QjC^qm ejz aMe Bīj J Njuīl NjīRī ĩRmj -- dj ĩLjī^q ^qLjīej-ĩLR^q ^qaī ' je ĩRm ejz HMe q^qm ĩL Hje LjS LI^qa fīlajz

Be³jufl ĩL^q kīC hm, Bīj ^qĶ ĩLR^q Adjī L^qĭR ^qp Bīj ^qLjīej^qa jje^qa fīlh ejz ^qaījīl ^qaī j^qe B^qR R^qm qhīl S^qeĕ Bīj Lf ej L^qĭR-- ^qĶ kī h^qm^qR aīC ö^qeĭR-- La jīc^qm La jīz¹ ĩe^quĭR ^qp ^qaī a³j SjeCz HLĭce ü^qf^qĭC^qMmj ^qke pīS i ^qĶ VNI g^qm ĩe^qu H^qp WjL^qĭl f^qSj LI^qa h^qpĭR-- HL pjū ^qQ^qu ^qcĭM pīS^qa g^qm ^qec, g^qml j^qaī dh^qh HLĭV Rjī^q R^qm; Bqī ^qp Lf ^qc^qMĭRmj ^qp Lf hmh, Bījīl c^q ^qQjī ĩc^qu Sm fs^qa mīNm-- aī^qL aīsjāīS ^qLjīm a^qm ĩe^qa kīh Bī Ōj ^qĶ ^qP Nmj aīl cn ĩce ej ^qĶ^qaC ^qaī Njīj^qL ^qf^qmj -- ^qp Bījīl WjL^qĭl cje-- ^qp ĩL Bī-Ljīl; ^qĶ Bīj LjīE^qL ĩgīl^qu ^qchz Bī-S^qj aī^qL N^qĭ ĩdjīZ L^q ^qhīd qu A^qeL Lø ^qf^quĭRmj aīC BS ^qp Bīj^qL jī hm^qa H^qp^qRz ^qLje L^q ^qLjīb; ^qb^qL ^qp Hm ^qĶ ^qh ^qc^qMj ^qcĭMz Qjīl ĩc^qL aMe jīl jīl LjīVjīV, ĩe^qSI fī^qZI i ^quC jīl -- ^qpC pjū lja-c^qf^q ^qpC jīj kMe Bīj^qcl hīS^qa H^qp m^qLjīm, a³j ^qaī aī^qL i ^qu hīS^qa līM^qaC Qjī ejz -- Bīj ^qaījīl i yīS^qu aī^qL Njuim^q0^q m^qL^qu līMmjz ^qpC lī^qec ^qRmīV fīph L^q ^qp ^qaī jīl; Nmj ^qpC hīf-jījīl; R^qm^qL Bīj kīc ej hūQjāj ^qaī ^qp ĩL hūQa? ^qaījīl L^q! a³j ^qaī fīlāl qī^qa J^qL ĩc^qa ^qQ^quĭR^qmz ^qLe! fīlā^qL ĩc^qa kīh ^qLe! fīlā ĩL Jī jī-hīf, ej Jī fīZī rī L^qĭR? Hje L^q ^qĶ R^qm ^qf^quĭR ^qp ĩL N^qĭ ĩ fījuīl ^qQ^qu Ljz a³j kīc hm, H R^qm ĩkīe Bīj^qL ĩc^qu^qRe ĩaīe üuw kīc ej ^qee a^qh fīZ N^qmJ Bī LjīE^qL ĩe^qa ĩcīp^q ^qez

L'kshadyalā p' ai Sijez ai, 'aijil 'Nijil' le' a'ij b'iLj, Bij 'ai LM'e; ai'a
'Lj'e; hij; icC lez ilL' J' R'm h'm filQu ic' ai f' JI fC'a e; ic'm 'ai pj;S
jje'h eiz aiC fC'a Lj'SC ic'a qmz HMe 'Lhm c'V Lbj i;jhij B'Rz e'jua Bjil
ihoupçfiš pj'U'j'iq' IC f'f'f'-- aiC--

Be'ujufi 'L 'aijil ihoupçfišI Awn le'a Qiu! a'ij ka VjLj L'R ph a'ij j'iq'L
ic' 'k'u;-- 'Nijil; ail HL fup;J 'e'h eiz J f'f'ojje', 'mMifs; in'M'R, le'S 'M'
Ef;Sle L' Mj'h- J f'f'I d'e i;jN hpj'a k'h 'Le! J 'h' b;L'pC Bjil 'YI-- Bjil
BI 'Lj'e; pçfišI cILjil 'eCz

L'kshadyalā nā, 'L H'Lhij' hī' a Lih e; SuiNIVj J'LC ic' 'ch-- Lj'm ail j'eg;
hR' q;S;il VjLj q'a f;il' hz HMe i;jhe;il Lbj q'R JI 'hh;g 'cJu; le'uz f'f'h'k; L'R IR a;
L'R IR-- ilL' HMe 'ai; i'q'j' a h'p'ZI O' JI 'h' ic'a f;il h e;-- ai H'a a'ij I;jNC LI
BI k;C LIz

Be'ujufi হায় হায়, ত'ij j'e LI 'aijil j'a; f'ibh'fju N'â;Sm BI 'Nihl IRIV' 'h;S;
'e h'm Bjil dj'N je 'eCz h'p'ZI O' JI 'h' ic' h; 'ch 'Le, BI I;jN LI hC h; Lf S'e'?

L'kshadyalā বল ক' a'ij 'k hij' 'el 'j'uz

Be'ujufi তা হই না বাম'el 'j'uz hij e;C Lij 'ai; Bij 'R'SC ic' u'Rz I 'ai j'iq'jI
'h'ul pju Bjil M'OV;je Qim h'm L'V'ij; 'Nim L' 'a 'Q' u'Rm-- Bij aiC C'R L'IC
agja q' u' IRmj, LbjIV LC lez f'ibh'f'p' 'NijL Bjil M'OV;je h'm, B'ij; La Lf Lbj
Lu-- Bij pj'U' 'j' 'e le'uc h'm, ai M'OV;je ilL j'je' eu! 'aij I;C k'ic Ha E'p'Sja BI
i N'h'el Ha Bc'II a'h 'ale HLhij f;il'j'el, HLhij 'j;N'ml, HLhij M'OV;je f;il
Hj e L' 'aij;icI j;bj; j's' ic' p'Re 'Le?

L'kshadyalā 'ph A'eL Lbj, a'ij 'j'ujje' 'p-ph h'f'h eiz ilL' pj;S HLVj B'R--
'pVj 'ai; 'h;T, 'pVj 'aijil 'j' 'e Qm;C EIQaz

Be'ujufi আমার ব'fT LjS 'eCz Bij HC h'fT 'k, 'Nijil' Bij kMe R'm h'm j'je'
L'R IR aMe BQ;il-'hQ;il i sw LI'a 'N'm pj;S b;L'U' BI e; b;L'U' dj'N b;L'h eiz Bij
'Lhm 'pC d'j'N i 'uc 'Lj'e;ice ilR'm' Lj;C 'e-- Bij 'k ilR' j;e'IR 'e 'p pLm'LC
Sje'a icC, BI pLm'IC O'Zi L's' Q'f L' f'S b;ilLz 'Lhm HLIV LbjC m'L' u'IR, aiC
S'e' i 'u i 'u pij q' 'Nmj, WjL' LMe Lf L' eiz 'c'Mj, Bjil j' 'e qu 'Nijil' pLm
Lbj h'm 'g'lm, ail f' Ac' k; b;L' aiC q'hz

L'b-cu;im h'f'U' qCu; h'mu; E'W'me, 'e; e; Bij 'h' b;L'a 'Lj'e; j'aC 'p q'a f;il'h
eiz 'Nijil' 'ai; SjeCz H Lbj n'e'm 'p Lf 'k L' hp'h ai ilR' hmi kju eiz ail f' pj;S
HLVj q'm'Ob'm f'S k'h'z n'e' aiC? H ic'L Nh'j' W Lf L' aiJ hmi kju eiz k'icJ 'Nijil
h;f ms;C' u j;ij; 'N'R, JI j;J 'ai; j' 'R Sje, ilL' ph q;A;j; Q' 'N'm j'f;S'OVII'a
Mhl 'cJu; EIQa IRmz HMe HC le' u k'ic HLVj 'Nimj;im E'W f'S ai q'm Bjil p;ide-i Se
pj'U' j;iv q'h, B'ij; Lf 'h'f'c O'V hmi kju eiz"

Beʒjuʃ ɛlɛʃl qCu; hɪpu; lɪqʷmɛz Lb-cu;ɪm ɪLRɚZ fʷ lɪqʷmɛ, "Nɪ;lɪ ɪhhɪq pð̃a Bɪj HLV; flɪjɪnɪj ɛ j ɛ L ɪRz fʷ n i VQ;S Bɪjɪ pʷ HLPʷ fsaz ɸ úm-Cɛlɸfɪl LɪʃS ɛfɛpɛ ɛ ɛ pɸfɪa LmLɪajʊ Hɸ hɸRz ɸ ɸɪl hɪpɪz ɔɛɪR aɪl 0ʷ AɛLNɪm ɸ ɸ BʷRz Nɪ;lɪL aɪl hɪsɛa kɪc ɪi ɪsɛ ɛJu; kɪu aɸ kɪajʊa Lɪa Lɪa fʷ ɸnɪ ɸLɪɛ; ɸ ɸL aɪl fRɪ qɛ ɸkaJ fɪɪz aɪl fʷ fɪʃfɪal ɪɛhɪz"

Beʒjuʃɪ বল কই Nɪ;lɪ; hɪpɪl hɪs kɪajʊa Lɪɸ? ɸpɪcɛ Jɪ Bɪ ɛɛz

hɪmɛa hɪmɛa üuw Nɪ;lɪ; aɪqɪl ɸ ɸjɪɛ ü ɸ "jɪ" hɪmu; 0ʷɪ j ɸɛ fɸn Lɪlɪmz Lb-cu;ɪmL Hmɪɛ hɪpu; bɪlɛa ɛɪmu; ɸ ɪLRɚBQkɪqCu; Nɪmz Beʒjuʃ aɪXɪajɪs EɪWu; Nɪ;lɪ LɪR ɪNu; cɛ Qɛr ɸeq ɪhLɛZɪ Lɪa Lɪa Lɪqʷmɛ, "Lɛ hɪhɪ, Lɛ QɪC?"

"ɛɪ ɪhɸno ɪLRɛɛ, Hmɛ bɪLɪ" hɪmu; Nɪ;lɪ; ɪgɪl hɪl ɛfæzɪ Lɪlɪmz

Lb-cu;ɪm Lɪqʷmɛ, "HLVɚ ɸɪɸɪ, HLV; Lb; BʷRz Bɪjɪ HLɪV hɪpɸaɚ pɸfɪa LmLɪajʊ HɸRɛ; ɪaɛ ɸɸɪamɪɪ bɪLɛz"

আর। পণ্ডিতহইল?

লক্ষদয়াল। তইj ayʷL Sɪɛm Lɛ Lɪʃ?

আর। বিনয় তাঁর বাড়ির কাঁRC bɪL, aɪl LɪR ayʷɪ N0f ɔɛɪRz

লক্ষদয়াল। আমি ই়R; Lɪl aɪj ayʷɪ Mhɪ ɛ ɛ Hɸpɪz

Nɪ;lɪ; Bfɛ j ɛ HLVɪQ;ɪ Lɪlɪm, aɪl fʷ qWɪv hɪmm, "BɪRɪ, Bɪj LɪmC kɪz"

Beʒjuʃ ɪLRɚBQkɪqCɛmɛz

Nɪ;lɪ; HLVɪɪ jɪhu; Bɪhɪl Lɪqm, "ɛɪ, Lɪm ɛaɪ Bɪjɪl kɪJuɪ qɸ ɛɪ"

লক্ষদয়াল। ɛLe?

আর। কাল আমাL ɪɛɸZɛ ɸka qɸz

Lb-cu;ɪm BQkɪqCu; Lɪqʷmɛ, "ɪɛɸZɛ"

আর। কাল সূর্যগ্রহZɪ ɸɛɛz

Beʒjuʃɪ tɸ Ahɪl Lɪɪm Nɪ;lɪ! ɸɛɛ Lɪa Qɪp LmLɪajɪl NÁ; BʷRz ɪɛɸZɛ ɛɪ qɸm ɛaɪl ɸɛɛ qɸ ɛɪ-- aɸ ɸ ɸɸpɪ pLm ɸɪLɪRɪsɛu Ewɪmz

Nɪ;lɪ; aɪqɪl ɸLɪɛ; Eɪl ɛɪ Lɪlɪu; Qɪmu; Nɪmz

Nɪ;lɪ; ɸ ɪɛɸZɛa ɸɛɛ Lɪa pWl0f Lɪlɪu;R aɪqɪl LɪlɪZ HC ɸ, ɸMɪɛ AɛL aɸkɪɛɸ HLɛ qCɸz ɸpC SepɪdɪlZɪ pʷ Nɪ;lɪ; ɪɛSɪL HL Lɪlɪu; ɪjɪmɪCu; ɸɸnɪ HLɪV hɪv fɪhɪqɪ j ɸɛ BfɛɪL pɪfɪZ Lɪa J ɸɸnɪ qɸul BɪɪɪmɛL Bfɛɪl qɸul j ɸɛ Aɛɪ h Lɪa Qɪuz ɸMɪɛ Nɪ;lɪ; HLVɪɪ AhLɪn fɪɪ ɸMɪɛC ɸ aɪqɪl pɪ ɪ pWlɪQ, pɪ ɪ fɪhɪpWɪɪl pɸm fɪl aɪN Lɪlɪu; ɸɸnɪ pɪdɪlZɪ pʷ pɪɛ ɸɛ ɛɪlɪu; cɪsɪCu; j ɛl pʷ hɪmɛa Qɪu, "Bɪj ɛaɪɪɪ, ɛaɪ lɪ Bɪjɪlɪ"

q̄ j̄ EīWu; iheu c̄iMm i j̄æ j̄ d̄fC BLjn fīl×Lj i q̄Cu; N̄Rz pLjm-ḡm;Lj i B̄m;IV
c̄dī R̄mī q̄ip̄l j̄ a; i j̄m q̄Cu; ḡVuiRz c̄c-HLV; p̄i; j̄ 0 iea;C ihe; f̄EuiS̄e
BLj̄n i j̄ip̄u; ḡs;C̄aRz

h̄j i j̄;cu cys;Cuj BI-HLIV i j̄m f̄i j̄ aī Ø j̄ i ā a kMe ḡ f̄mīLa q̄Cu; EīW̄aīRm
Hj e p̄j u c̄iMm f̄n HL q̄ a m;W J Ae f̄ q̄ a paf̄n i q̄ a dīl u; i j̄ū ī īcu; d̄f̄ d̄f̄
Qīmu;Rz paf̄n iheuL h̄j i j̄;cu c̄iM̄a f̄;Cu;C q̄ a a j̄m īcu; "iheu h̄; ḡm; Q̄vLj i
Līl u; EīWmz f̄n J j̄ M a īmu; Q̄i q̄u; iheuL c̄iM̄a f̄;C̄mez iheu a; s; a; īs e f̄ Q̄ k̄j e
e j̄ j̄ u; Bīpm, paf̄nL mCu; f̄n J a; q̄ i l h̄j i l j̄ d̄f̄ f̄h̄n Līl̄mez

paf̄n iheuL q̄ a dīl u; Līqm, "iheu h̄; Bf̄ie k̄ ḡ p̄ice hm̄e Bj̄;C i h̄ i s̄ a
k̄ īhe, LC N̄me e j̄ a;?"

iheu p̄ḡe q̄ paf̄n i f̄f̄ q̄ a īcu; q̄ip̄ a m; īnmz f̄n p̄j h̄ d̄e ayq̄ i m; īWN; RIV
v̄i h̄m i N̄; ḡp īcu; cys L īcu; Q̄ i L̄ a h̄ i p̄me J Līq̄me, "ḡp̄ice Bf̄ie e j̄ b; L̄m
Bj̄;C i i j̄ i l j̄ mīLm qaz h̄; E f̄Lj i L̄ i R̄ez"

iheu h̄ f̄ū' q̄Cu; Līqm, "L̄ f̄ h̄me, L̄ f̄ h̄ j̄ L̄ i R̄z"

paf̄n q̄W;v a; q̄ i L̄ i S' i p̄ i Līl m, "B; R; iheu h̄; Bf̄e; l L̄ d̄ e C?"

iheu q̄ i p̄u; Līqm, "L̄ d̄ d̄ ? e j̄, L̄ d̄ d̄ e C?"

paf̄n i S' i p̄ i Līl m, "ḡLe, L̄ d̄ d̄ i j̄ Me i e ḡLe?"

iheu Līqm, "L̄ d̄ d̄ i L b; V; LM̄e; j̄ e qu i e z"

f̄n Līq̄me, "öem; ḡp̄ice paf̄n Bf̄e; l HM; e H̄ p̄ i Rm, M̄ h̄ ḡ i d̄ qu i h̄ i š' L̄
N̄Rz J Ha h̄ L̄ k̄, J i i c̄ i c̄ J̄ L̄ h̄ i š' u; i i M̄ i m̄ i S e j̄ i c̄ u R̄z"

iheu Līqm, "B; j̄ J M̄ h̄ L̄ a f̄ i l a; C Bj̄;C i c̄ S̄ e i M̄ h̄ i j̄ h̄ q̄ u N̄Rz L̄ f̄ hm
paf̄n h̄; ḡ"

paf̄n H L b; i l̄ ḡL; e; E š i i c̄ m e j̄; i L̄; ° f̄ i R̄ a; q̄ i l e s̄ a e e j̄ L i Z mCu; iheuL L j̄ R̄
a; q̄ i l N̄ d̄ h̄ q̄ i e qu ḡp̄ C S e f̄ ḡp̄ h̄ f̄ū' q̄Cu; EīWmz Hhw Līqm, "ḡn ḡ a; i, i j̄ m; C ḡ a; z h̄ i š' u; i
i M̄ i m̄ i S i j̄ m; C ḡ a; z B; R; iheu h̄; h̄ i š' u; i i M̄ i m̄ i S ḡ a; m; s; C L̄ i R̄m? ḡp̄ ḡ a; h̄ j̄ m; C n̄
i S̄ a i e u i Rm?"

iheu q̄ i p̄u; Līqm, "B̄ N̄ ḡp̄ m; s; C L i a, HMe B i m; s; C̄ u l c i L j i qu e j̄, HMe ḡp̄ n̄ d̄
h̄ š' a; j̄ L̄ i z B i h̄ j̄ m; C n̄ i S̄ a J̄ e u z"

Hj i e Līl u; Ā e L r Z L b; h; a i l̄ q̄ C m z f̄n pL̄ m i Q̄ u L j̄ L b; i l̄ q̄ u; i R̄ me-- i a i e
ḡ L h m f̄ p̄ a n i z' j̄ M j̄ i T j̄ i T q̄ i p̄ u; R e Hhw c̄ v; i -HLV; L b; j̄ u ḡ k; N̄ īcu; R̄ez i h̄ c; u mCh; i l̄

pju ʁɔɪL qCʁa EɪWu; hɪmʁme, "Bjɪʁl BVʃɪ eðʁl hɪsV; HMje ʁɔL hljhl Xje-
qjla ɪNʁu--"

paʁn Lɪqm, "Ele Bjɪʁl hɪs Sɪʁeez Ele ʁ ʁpɪce Bjɪl pʁA hljhl Bjɪʁl clS;
fkɪɫʲ ɪNʁuɪRʁmez"

H Lbjɪ m< j fɪChɪl ʁLɪʁe;C fʁu;Se ɪRm e; ɪLzʰ ɪheu jʁe jʁe mɪ< a qCu; EɪWmz
ʁke Lf-HLV; aɪqɪl dl; fɪsu; Nʁmz

hʉ Lɪqʁme, "aʁn ʁa; Bfɪe Bjɪʁl hɪs Sɪʁeez a; qʁm kɪc LMʁe; Bfeɪl --"

বিনয়া ʁp BI hmʁa qʁh e;z kMeC--

ফরিশা আমাʁl H ʁa; HLC fɪsɪ-- ʁLhm LmLɪa; hʁmC Haɪce ʁe;e; ʁh;e; qu ɪez

ɪheu l;ɪɪ; fkɪɫʲ fʁnʁL ʁfɪR;Cu; ɪcmz àʁl l; ʁR ɪLRʁZ ʁp cys;Cu; ɪɪqmz fʁn mɪɪW
mCu; dʁl dʁl Qɪmʁme-- BI paʁn ʁe;ɪ;Na hɪLʁa hɪLʁa ayqɪl pʁA pʁA Qɪmmz

ɪheu jʁe jʁe hɪmʁa mɪɪNm, fʁnhɪhʁ jʁa; Hje hʉ ʁɪM e;C, fɪʉl dʁn; mCʁa CɪR;
Lʁɪz BI paʁn ʁʁmɪV Lf QjvLɪ! hɪɪQu; bɪɪLʁm H HLSe jjeʁ qCʁh-- ʁk;e hʉ ʁaj le
plmɪz

HC hʉ Hhw hɪmLɪV kaC i;ɪn; ʁqɪL Ha AʁfrʁZɪ fɪɪQʁu aɪqɪʁl pðʁa HaV;
fɪɪjɪZ i ɪʃʲ J ʁeʁqɪ EɪRɪp pɪdɪlZa pñhfl qCʁa fɪɪla e;ɪ ɪLzʰ ɪheʉl jev; Hje
Ahʉbɪ; ɪRm ʁk, ʁp AɪdL fɪɪQʁul Aʁfr; l;ɪM e;Cz

aɪqɪl fʁl ɪheu jʁe jʁe i;ɪhʁa mɪɪNm-- fʁnhɪhʁ hɪsʁa kɪCʁaC qCʁh, eɪqʁm i ʁa;
l r; qCʁh e;ɪ

ɪLzʰ ʁNɪɪɪl jʁM ɪcu; aɪqɪʁl cʁml i;ɪlahoɪ aɪqɪʁL hɪmʁa mɪɪNm, JMɪʁe ʁajɪl
kɪajɪ; Qɪmʁh e;ɪ Mhl cɪl!

ɪheu fʁc fʁc aɪqɪʁl cʁml i;ɪlahoɪ AʁeL ɪeʁod jɪɪe;ʁz AʁeL pju ɪàd; ʁhɪd
Lɪɪu;ʁ, ahɪjɪe;ʁz BS aɪqɪl jʁel ɪi aʁ HLVi ɪhʁa;q ʁCm; ɪcmz aɪqɪl jʁe qCʁa
mɪɪNm, i;ɪlahoɪʁke ʁLhm ɪeʁoʁdɪC jɪʁaɪ

Qɪlɪ Bɪpu; Mhl ɪcm Bqɪl fʁɪʁa-- ɪLzʰ HMʁe; ɪheʉl ʁe;e;J qu e;Cz hɪʁɪ;V; hɪɪSu;
ʁNʁz qWɪv HL pju ɪheu pʁSɪʁl jɪ;ɪ; Tɪsɪ; ɪcu; Lɪqm, "Bɪj Mɪh e;ɪ, ʁaɪɪ; kɪz"

hɪmu; Rɪa; OɪʁS Lɪɪu; l;ɪɪ;u hɪɪqɪ qCu; fɪsm-- HLV; QɪclJ Lyʁd mCm e;ɪ

hljhl ʁNɪɪɪʁl hɪsʁa ɪNu; Efɪʉba qCmz ɪheu Sɪɪea BjqɪʁVɪʁV HLV; hɪs i;ɪsɪ
mCu; ɪqɪʁq aofl Bɪfp hɪpu;ʁ; fɪaɪce j dʁɪ; qʲ ʁNɪɪ; Bɪfʁp ɪNu; pju ɪhɪm; ʁʁh aɪqɪl
cʁml ʁnɪ;L ʁMɪʁe ʁk BʁR phɪCʁL fʁe ɪmɪMu; SɪNʁa Lɪɪu; l;ɪMz HCMɪʁeC aɪqɪl i;ʃɪɪ;
aɪqɪl jʁM Efʁcn ʁleʁa Bʁp Hhw aɪqɪl pqlɪɪa; Lɪɪu; ɪeʁSʁL deɪ jʁe Lʁɪz

ʁpɪceJ ʁNɪɪ; ʁpC Bɪfʁpl LɪʁS ɪNu;ɪRmz ɪheu HʁLhɪʁ ʁke ʁʁɪsu; Aɪxfʁɪ
Beɪɪjufɪ 0ʁl Bɪpu; Efɪʉba qCmz Beɪɪjufɪ aMe i;ɪa MɪCʁa hɪpu;ɪRʁme Hhw mRɪjɪ;
ayqɪl LɪʁR hɪpu; ayqɪʁL fɪM; LɪɪʁaɪRmz

Beɪɪjufɪ BʉQkɪqCu; Lɪqʁme, "Lfʁl ɪheu, Lf qʁʁ ʁaɪl?"

Iheu aʒqil pɔj ɔM hīpu; fīsu; Līqm, "ʒ; hʳ; İM c f u R, Bʒ; L M a c j z"
Beʒj uf h f U q Cu; Līq me, "a h C a; j n L m g m l m z h j e - W j L d Q m N R -- a j l;
k B h l --"

Iheu Līqm, "Bij İL h j e - W j L d l l j a; M a H m j z a j q m B j j l h j p i l h j e L f c j o
L I m ? B j j a j j l f i a l f j i c M i h j j z m R j j u j , c a; B j j L H L N p S m H e z"

mRij u; Sm B leu; İc a C İheu Y L U Y L U L İ l u; M i C u; g i m m z a M e B e ʒ j u f B I - H L V;
b i m i B e j C u; İ e S I f i a l i j a p e e q p k a l j i M u; p C b i m a m u; İ c a b j i L m e H h w
İheu h y l c e l h i r d j a; a j q i C M i C a m i j N m z

Beʒj u f l j e l H L V; n c e; B S c l q C m z a ʒ q i l j M f p a j c i M u; İ h e u l J h d l
H L V; h i T i k e e j j u; N m z B e ʒ j u f h i m n l M i m p m i C L i l a h i p u; N m e; L u j M u l
a i l L i l h i l S e f f i n l O e l u; g m S e s i q C u j i R m a j q i C N a B i p a m i j N m; İheu
B e ʒ j u f l f i u l L j R F d m i > a H L V; q i a j i M i I j i M u; B d - n j u; I L j f i s u; I i q m H h w
f i b h e l B I p j ũ i i m u; İ W L p C B N L j l İ c e l j a; B e k h i L u; k j C a m i j N m z

HC HLV; hyd i jPu; k;C@aC ihe@ul qe@ul e@ae hef; B@; @ke EY; j qCu; EIWmz Be@j ufl Ol qC@a hijql qCu; I;U} Icu; @p @ke H@Lh;@ EIsu; QImm; j j;VI Øf@n@a; q;I @ke f;@ @WILm e; a; q;I C;R; LIL@a m;INm j@el @k Lb;V; mCu; @p H-Lulce pw@L;@ f@sa qCu;@R a; q;C BS jM a@mu; pL@mL L;@R @o;Z; LILu; @cuz

Iheu @k j @a@ 78 e@@I cIS;I L;@R B;pu; @f;@Rm IWL @pC pj @uC f@nJ ihfI@a icL Icu; @pM;@e B;pu; EfI@ba qC@mez

"Bpe Bpe, Iheuh;h; h@s; M@n qm; j" HC h;mu; f@n Iheu@L ayq;I I;U}I d;@I h;ph;I OIV;@a mCu; I;Nu; hp;C@mez HLIV @R;@V; @V;hm, a; q;I HL d;@I IfWJu; m; @h' , Aef d;@I HLV; L;@WI J @h@aI @U;L; @cu; @m HL ic@L IknM@VI HLIV IP-LI; Rih Hhw Aef ic@L @Lnhh;h;@ @g;@V;N;g; @V;h@mI Efl c@-Q;I il ic@el Mh@I L;NS i;S LI; a; q;I Ef@ p@p;I L;NS-Q;f;Z @L;@Z HLIV @R;@V; Bmj;I l , a; q;I Ef@I b;@L I@u;@X;I f;I@I@I hC p;I l p;I l p;I S;@e; I Iqu;@R @cM; k;C@a@Rz Bmj;I l I j; b;I Ef@ HLIV @N@h L;fs Icu; Y;L; I Iqu;@Rz

Iheu h;pm; a; q;I h@LI li al q@if™ r@ qCu; EIWm; j@e qC@a m;INm a; q;I If@WI ic@LI @M; m; cIS; Icu; k;C @Lq O@I li a@ B;pu; f@hn L@z

f@n LIq@me, ""p; j h;@I p@I l a; B; j;I HLIV h@h; @j @u@L fs;@a k;u, @pM;@e paf@nI HLIV pj hup@ @R@m B@R a;C paf@nJ a;I p@A @N@Rz B; j a;@cl @pM;@e @f;@R ic@u I g@I Bp;I Rz BI HLV@=c;I l q@mC @a; Bfe;I p@A @cM; qa e;I"

MhIV; n;@e; Iheu HLC L;@m HLV; Bn;I @AI @M;@Q; Hhw BI j j@el j @d@ Aei h LILmz f@n@I p@A a; q;I Lb;h; a@I I ch@ pqS qCu; B;pmz

N@f LIL@a LIL@a H@L H@L f@n BS ihe@ul pj U'MhI S;Ie@a f;I l @mez ihe@ul h;f- j; e;C; M@s; j;@L mCu; M;s; @c@n b;I Lu; IhouL; j @c@mez a; q;I M@s;a@a; c@ i;C a; q;I p@A HL h; p;u b;I Lu; fs;@e; LILa-- h@s; j;IV EILm qCu; a; q;I @cl @Sm; @L;@V; h@hp;u Q; m;C@a@R, @R;@V; j;IV LIML; a; j;u b;I L@aC Jm;EW; qCu; j; j; I; I;Nu;@R; M;s;I C;R; Iheu @Xf@V j @j;I Sp@V;I @@; L@I , I L; @Iheu @L;@e; @@;C e; LILu; e; e; h;@S L;@S Iek@s' B@Rz

H;Ie LILu; f;@ HL O@;@; L;I V;u; @Nmz Ihe; f@u;S@e BI @h;nrZ b;I L@m Ai @a; qu, a;C Iheu EIWu; f;Ism; LIqm, ""h@paf@nI p@A B; j;I @cM; qm e; c@M I Cm; a;@L MhI @c@he B; j H@p;I Rm; j;I"

f@n h;h;@LIq@me, ""BI-HLV@hp@mC a;@cl p@A @cM; qaz a;@cl @g;I h;I h@s; BI @c;I @eC;I"

HC Lb;VŁŁ E f^Q İei N LİU; Bh;I hİpu; fİs^a İhe^Ul m< ; Çh;d qCmz BI-HLV^a ffs;fİs Lİİ m^Q p hİp^a fİl a-- İLz^o f^Q n AİdL Lb; İhm;I h; ffs;fİs Lİİ h;I Çm;L e^Qqe, p^aİj;w İhc;u mC^a qCmz f^Q n İhm^Qme, "Bfle j;T j;T H^Qm M^hn qhz"

Ij;U;u h;IqI qCu; İheu h;İsI İc^L İgİİh;I ÇL;Çe; fİU;Se Aei h Lİİm e;Z ÇpM;Çe ÇL;Çe; L;S e;Cz İheu L;N^S İmİMu; b;L-- a;q;I Çw^İS ÇmM;I pL^Qm M^hn a;İİ g L^Q, İLz^o Na Luİce qC^a İmİM^a hİp^Qm ÇmM; j;Ib;u B^Qp e;Z ÇVİh^ml p;Çe ÇhİnrZ hİpu; b;L;C c;u-- j e RVİgVİLİU; E^QW İheu a;C BS İhe; L;I ÇZ EmW; İc^L Qİmmz

c^af; k;C^aC HLIV h;ImL-L^Q I Q^avL;I dİİe öİe^a f;Cm, "İheuh;h^a; İheuh;h^a!"

j^aM a^hmu; ÇİMm HLIV İ ;S;V N;İsI cİS;I L;ÇR T;ÇLu; fİsu; pa^hn a;q;L X;L;X;İL Lİİ^aRz N;İsI İİ a^QİI Bp^e M;İeLV; n;İs, M;İeLV; p;Ç; S;Ç;I BİÜe, ÇV^L ÇM; ÇNm a;q;Ça B^Qİ;q^İV Ç^QL a;q; h^aT^a ÇL;Çe; p^QÇq İİqm e;Z

h;I p;İm İ âa;I pW;U;I Aep;ÇI N;İsI İc^L cİØ İr; Lİ; İhe^Ul f^Qr nŞ² qCu; EİWmz Çİaj^Qd^Q ÇpÇM;ÇeC N;İs qC^a e;İj;u; pa^hn Bİpu; a;Çq;I q;İa dİİm; Lİqm, "Qme B;Ç;Çİ h;İsI"

İheu Lİqm, "Bİj Ç^aİj;Çİ h;İs Ç^bL HMeC BpİRz"

pa^hn; h;I, B;Ç;I Ç^a İRm; e;I, Bh;I Qme;Z

pa^hnİ ffs;fİs İheu ANİq^Q Lİİ^a fİl m e;Z h^aÇİ^L mCu; h;İs^a fİhⁿ LİU;C pa^hn E;IÜ^Q Lİqm, "h;I;I, İheuh;h^aL H^QeİRz"

h;U Oİ qC^a h;IqI qCu; Dov q;İpu; Lİq^Qme, "nŞ² q;Ça dİ; f^Qs^QRe, nİØE;R;S;I f;İhe e;Z pa^hn, Ça;I İcİc^L ÇX^L Çz"

İheu O^Q Bİpu; hİpm, a;Çq;I q^QİfTM Ç^hN EİW^a fİs^a m;İİnmz f^Qİ n Lİq^Qme, "q;İf^Q f^Qs^QRe h^aT! pa^hn İ ;İİ c^aÇ^QRmz"

O^Q kMe pa^hn a;Çq;I İcİc^L mCu; fİhⁿ Lİİm aMe İheu f^bÇ HLIV j^Çp^aN^a Aei h Lİİm-- a;Çq;I f^Qİ öİem f^Qİnh;h^a İhm^aÇe, "İ;Çd, İheuh;h^a H^Qp^QRez H;Ç^L Ça; a;Ç; S;Çz"

İheu QİL^aİ j^a; j^aM a^hmu; ÇİMm, p^Qİİa; a;Çq;L e;Ç;I LİU; p;Ç^eİ ÇİL^a hİpm-- Hh;I İheu fİİaej;U;I Lİİ^a İ Çmm e;Z

p^Qİİa; Lİqm, "Eİe İ;U;İ İc^U k;İp^Qmez J;Ç^L ÇMh;Ç;Çe pa^hn^L Bİ d^Qİ ;İM; ÇNm e;I, Çp N;İs Ç^bL Çe;Ç J;Ç^L ÇV^e İe^U Hmz Bfle qu^a; ÇL;Çe; L;S k;İp^Qme-- Bfe;I Ça; ÇL;Çe; Ap^hd qu İe?"

p^Qİİa; İheu^L p^Qİde LİU; ÇL;Çe; Lb; Lİq^h İheu a;Çq; fİİİn;Ç L^Q e;Çz Çp L^hÇ a qCu; h^QU^Q qCu; hİmu; EİWm, "e;I, B;Ç;I ÇL;Çe; L;S İRm e;I, Ap^hd İLRÇ qu İez"

pa^hn p^Qİİa;I L;İfs dİİu; V;İeu; Lİqm, "İcİc, Q;İhV; c;Ç-e;Z B;Ç;Çİ ÇpC BİNİev; H^Qe İheuh;h^aL ÇM;Çz"

p^Qİİa; q;İpu; Lİqm, "HC h^aT öİ;qm! k;İI p^a hİŞ²u;Çİ İ ;İh q^h a;I Bİ İ^Qr ÇeC-

- BİNİE a; aL neac qh, B; AEL cM a; Lfım B Rz İheuh; Bfe; HC hãV R;V; İLz°HI hãpaİ c;u hS; ĩn-- pã LIa f;İ he İL e; S;İe ez"

İheu pãİ a; HClF ALİa Bm;f Lje Lİu; ĩn pãS k;N İc ĩ L;ej aC i jhu; f;Cm e;zm< j Lİ ĩ e; ct fİa' j Lİu;J L;ej fİL; i jP;Q; Lİu; HLv; Sh; İcm, "e; İLRc e;-- Bfle p-- Bİj-- B;İl J ĩn i j;C m;Nz"

pañ a;q; İclcl L;R qCª Q;İh Bc;u Lİu; BİNİE Bİeu; EfiØba LİImz HLv; Q;L; L;Q; BhlZI j dē alİAa p;al AeLİZ efm-IP-Lİ; L;fS; Efi HLv; Mm;İ S;İq;S İİqu;Rz pañ Q;İh İcu; c; m;N;ª BİNİEİ p;İ-a;İm S;İq;SV; c;ª m;İNm Hhw pañ HLh;İ S;İq;Sİ İcL J HLh;İ İheul j M İcL Q;İqu; j eİ AİØbl a; pØZ Lİª f;İİm e;İ

Hjİe Lİu; pañ j;TM;e b;L;ª AØf AØf Lİu; İheul pW;L;Q i j;İPu; Nm, Hhw e2j pãİ a;İ pA j;T j;T j M a;İmu; Lb; Lq;J a;q;İ fR Apñh qCm e;İ

pañ AfİpİAL qW;v HL p;u ĩmu; EİWm, "Bfe;İ hãL HLİce B;İcl HM;e Behe e;İ?"

Cq; qCª İheul hãpØª fİh EİWu; fİsmz f;İnh;İ; e;æe LİmL;İu; Bİpu;Re, a;q;İ; N;İ; pØª İLRc S;İeªe e;İ İheu a;q;İ hã Lb; B;M;Qe; Lİª Lİª Evp;İq; qCu; EİWmz N;İ;İ k İLİf Ap;İe fİa;İ, a;q;İ qe k İLİf fİU', a;q;İ nİŞ² k İLİf AVm, a;q;İ ĩmª İNu; İheu ke Lb; ĩno Lİª f;İİm e;İ N;İ; k HLİce p;İ' i j;İahØM j;İ;İ Efi j dē;q²p;K jª; fİcç qCu; EİW, İheu Lİqm, "H İhoU B;İl p;Cq;İe e;İCz"

İmª ĩmª İheul j M ke HLv; S;İİa cM; İcm, a;q;İ p;İ' pW;L;Q H;Lh;İ L;İv; Nmz Hj e-İL, N;İ;İ j a pØª f;İnh;İ pA c;HLv; h;İfİah;C qCmz İheu ĩmm, "N;İ; k İq;P;Sİ p;İC ApW;L;Q N;Z Lİª f;İR a;İ L;İZ p Mh HLv; hS; S;İu;N; bL i j;İahØL cMªRz a;İ L;R i j;İahØM R;V;hS; p;İC HLv; j qv İLÉİ j dē HLv; hqv pW;Nªİ j dē İj m pçf;N qe cM; İc;Rz p;İ Lj Lª cM; B;İcl pLmİ fR pñh eu ĩm i j;İahØL V;L; V;L; Lª İhcnf Bc;Nİ pA İj İmª a;İ fİa LhmC AİhQ;İ Lİİz"

pãİ a; İqm, "Bfle İL hme S;İa c;V; i j;İm;?"

Hj e;İ ĩm ke J-pØª L;e; aLİC Qİmª f;İ e;İ

İheu Lİqm, "S;İa c;V; i j;İm;J eu, j;J euz Abİv L;İ;J i j;İm; L;İ;J j;C kİc İS' İp; Lªe, q;İ İSİepV; İL i j;İm; Bİj hmh p;İ' nİİİ pA İj İmª cMªm i j;İm; kİc hme, Jsh;İ fR İL i j;İm;? Bİj hmh, e;İª İe X;e; İSİepV;J dİh;İ fR i j;İm; euz"

pãİ a; EšİSa qCu; İqm, "Bİj J-p;İ' Lb; hªª f;İİ e;İ Bİj İS' İp; LİİR Bfle İL S;İa c; j;e?"

Bİ L;İ; pA aLİ EİWm İheu S;İİ Lİu;C ĩma, "qy, j;İe;İ" BS a;q;İª e; S;İİ

Liluj hima hildm; Cqi il aqil i eliaj, Abhi Sila c jile himm LbVj kac
fyr BS aqil je aacs fklj kica üflil Lilm ej, aqi leöQu hmi kju ez fin fir
aLVj hincj kju himuj HCMeC hjd; İcu; Liqme, "Iıd, aji jil Hhw pLmL XL
Bej-- Hı pA Bmif Lil u İcCz"

pöil a; Ol qca hijql qCu; kicaC pafn aqil pA hila hila migica migica
Qimu; Nmz

İLRZ fı pöil a; 0 fıhn Liluj himm, "hıhı, jı aji cl Efıı hijı;ju Bpa
hmez"

Ef^Q Nijshij; 3/4;u HLV; ^QVih^m öi Lifs faj, ^QVih^m ^QOilu; ^QQIL p;S;e;iz ^QIm^{PI} hijiq^Q L;je^{MP} Ef^Q ^QR;V; ^QR;V; V^h faj;h;ij; Hhw g^ml N;Rz hij; 3/4; Efl qC^a I;Üj;I dij;I Inlfo J Lb-Qs; N;RI hoñ-Sm^dza fölha IQ, Zaj ^QCm; k;C^aRz

p^kñ aM^e; AU' k;u e;C; fi0Qj BLin qC^a Çmje ^Qâ ^Qp;S; qCu; hij; 3/4; HL fi^Q1 Bïpu; fïsu;^QRz

R;^a aMe ^QLq iRm e;iz HLV^a f^QC pafn p;C;L;^m; -^Qy;u;Ju;mi HL ^QR;V; L[±]d p^Q mCu; Bïpu; Efï0ba qCmz a;q;I e;iz M^Qcz HC L[±]LI kaLj ihc^Q; iRm pafn a;q;I ih^eu^L ^QCm;Cu; icmz ^Qp HL f; a^mu; ^Qpm;ij Lïlm, j;ib; j;iv^a ^QWL;Cu; fZj Lïlm, HLMTM ihú^V ^QCm;C^aC ^Qm^{SI} Efl hïpu; c^Q f; S^S; Lïlu; li r; Q;ijq; HCl^Q f M^Qc ^Qk M^Qija AS^Q Lïlm pafnC a;q;I Ba^Qp;v Lïlu; Nhñ A^e h Lïlm-- HC k^h;m; ^QM^Qcl ^Qm;nj;æ Evp;q iRm e;iz, hÜ^a k^hñl ^Qu ihú^V;^QL ^Qp ^QYI ^Qhñ paf^Q hïmu; NZ^Q Lïlu; iRmz

^QL;^e; HLV; OI qC^a j;0T j;0T ^Qu^Qcl Nm;I iMmÜMmÜq;ip J ^QL^aLI L[~]üI Hhw a;q;I p^Q HLSe f^Q;0I Nm;J öe; k;C^aiRmz HC Afkñç q;ip^QL^aLI n^e ih^eu^L j^el j^Qd^Q HLV; Afhñ ij;øa;I p^Q p^Q HLV; ^Qke DoñI ^Qnce; hq^e Lïlu; Bïemz O^QI li a^Q ^Qu^Qcl Nm;I HC Be^Q;I Lmdie hup qJu; Ahid ^Qp Hje Lïlu; LM^e; ö^e e;iz HC Be^Q;I j;idkñ a;q;I Ha L;R E^Qp;R;pa qC^aR Ab0 ^Qp Cq; qC^a Ha c^Qz pafn a;q;I L;^el L;R L^f hïm^aiRm, ih^eu a;q;I je icu; n^eaC f;il m e;iz

f^Qnh;h^d 0^eef a;q;I iae ^Qu^QL p^Q Lïlu; R;^a Bïp^Qme-- p^Q HLSe k^hL Bïpm, ^Qp a;q;I^Qcl c^Q Ba^Quz

f^Qnh;h^d 0^eefl e;iz hlc;ip;3/4;Iz a;q;I hup A0f e^Q iL;⁰ ^Qcim^QmC ^Qh;T; k;u ^Qk ih^Qno ka^QLïlu; p;S Lïlu; Bïpu;^QRez h^S;hup fkl;¹ f;is;N^Qu ^Qu^Ql j^a; L;V;Cu; qW;v HL pju qC^a B^dieL L;^ml p^Q p;je ^Qh^N Qimh;I Se^Q h^eÜ' qCu; fïsu;^QRe; ^QpCSe^QC a;q;I ip^Q0I n;is ^Qhñ M^pM^pÜ Hhw E^Q ^QN;sj;iml S^a; ^Qhñ M^VM^VÜ n^e L^Qz f;ibh^Qa ^QL;e^Ü I^SlepV; hïp Hhw ^QL;e;V; Ahïp a;q;I^Q ^Qi c mCu; iale ph^Q;C Aa^Q;¹ paLñ qCu; b;^QLez ^QpCSe^QC I;di;je^Ql e;iz f;il ha^Q Lïlu; iale p^Qlla; I;im^Q;Rez ^QL;^e; HL p^Qf^QLñ a;q;I HL n^hd hq^Qce f^Q ih^Qñl Lj;0b;je qC^a igillu; Bïpu; a;q;icN^QL S;ij;Coùf f;W;Cu; iR^Qmez f^Qnh;h^a aMe Ljñ Efm^Qr Ae^Qf;0ba iR^Qmez hlc;ip;3/4;Iz HC S;ij;Coùf Efq;I p;Ü' ^Qgla f;W;Cu; iR^Qmez iale H-pLm h^Q;f;il^Q L^pw;ü;I J ^Qf;šimLa;I A^Q hïmu; ' je L^Qez ^Qu^Qcl f;^Qu ^Qj;S; ^QCJu;^QL Hhw V^f filu; hijiq^Q k;Ju;^QL iale Hjei j^h ^QC^QMe ^Qke a;q;I hïppj;0SI djñ ^Qa^Ql HLV; AAz ^QL;^e; hïp-f;il h; ^Qj;iv^a Bpe f;ilau;

MjC@a cIMuj lale Bn^i fLjn LllujRme k, BSLjm hppjS fšimLajl
Ali jM ifR;Cuj fis@aRz

ayqil hSi gUl ej mihZlz p gjVip;Vi, qilpMn, m;LI pA Hhw N0fNSh
i jmjhpz jMIV NmNm, QIM cV hSi, hZl E< m nEjz hni b;il hfj;Q p ui jhaC
ILR=YMj, ILz°H pD@a aqil j;ajl nijpe aq;L QIm@a quz EQ=N;silml Sæj fil@a p
pnd; h;id LQ ej, ahæej filuj Efju e;Cz lhL;M piS Lllh;il pju j; üqU' aqil jM
fjEX;il J cC N;M IP m;NiCuj cez HLV=g;Vi himuj hlcip;L f aqil Sij; Hjle BV
Llluj aill LllujRe k, mihZl kMe pijSuj hijl qCuj Bp aMe j e qu ke aq;L
f;VI hU;l j;a; Lm Qif İcu; B;Vu; hyd; qCujRz

gS; gUl ej mlmaiz p hSi gUl ihflæa hlmC quz aqil İcicl Qru p j;bu
mD; Q;Ni, IP BI-HLV=L;M; Lbjh;il hln Lu ej, p Bfej; leu; Qm, C;R; Lllm
Lsj Lsj Lbj ne;Cuj İc@a f;iz hlcip;L f aq;L j e j e i u L'e, pqS aq;L ræ
Llluj aM@a pijp L'e ej

R;V; mfm; aqil hup hRI cL qCnz p c;sd;f Efah Lll@a j Shæz pafnl pA
aqil Wm;Wm j;il j;il phlc;C Qmz lhnoa Mæc-ej d;il f LæV;il üa;ld;il mCuj Ei ul
j d f BS fkl;1 L;e; j fj;wp; qu e;Cz Læ;il İeSI ja mCm p h;id qu Ei ul j d f
L;ij;LJ f; d f İeh;Qe Llla ej; ahæcSæel j d f p h;id Lll pafnLC İLl' v fR;C
L;iz L;iz, mfm;il Bc;il hN pD;IZ L; HC R;V; S;V;il f r pqS İRm ej; h;ilm;il
Bc;il Qru h;im;LI nijpe aqil L;R A;fr;L'a ppq İRmz

hlcip;L f B;ip@aC İheu EİWuj cys;Cuj Ahea qCuj ayq;L fZj Lllmz f;nh;æ
Llqme, "H;C h;is@a p;ice Bj l;--"

hlc; Llqme, "Jx! hSi EfL;il LQ Re-- Bfle Bj;cl AæL dehc; S;æhez"

öleu; İheu Ha pW;L;Qa qCuj Nm k İWL;ja Ešl İc@a f;ilm ej

g;u;cl pA k khLIV B;pu;İRm aqil pA;J İheul Bm;f qCuj Nmz aqil ej
p d f lz p L;im;S İhl Hl f;sz Qq;il;iv İf;ucn;le, IP N;L, Q;M Qnj; j, AOf N;yg;il Q;M;
EİWujRz i jh;M;e; Aa;L;1 Q' m-- HL c™ h;pu; b;il@a Q;u ej, HLV; İLR=Lllh;il Se;f h;E;U
phlc;C g;u;cl pA W;il; Llluj, İhl Š2 Llluj, aq;ilcN;L AİØbl Llluj l;imujRz g;ul; j
aqil fl@a LhmC aSİe Lll@aR, İLz°p d f l e; qm aq;cl L;e; j@aC Qm ej; pijp
cM;C@a, SAm;SL;im N;Xİe mCuj k;C@a, L;e; n;MI İSlep İLleu; Bİe@a, p d f l phlc;C
f;U;æz g;u;cl pA p d f l Ap;L;Q q;æ;aj; i jh İh;e;ul L;R Aa;L;1 e;æe Hhw İh;U;u;Ll
W;il;Lmz f;bj;V; p HCl f h;hq;il L j e j e İe;C;C Lllm, İLz° p İe;C;il pA HLV=ke
Do;il i jh İj;İn@a m;ilNmz

hlcip;L f Llqme, "j e q;R Bfej;L ke cC-HLh;il pj;S cæMİRz"

İheul j e qCm ke aqil Lf HLV; Af;id d;il f;ismz p Ae;jhn;E;L m< j fLjn Llluj
Llqm, "qy, B;ij Lnhh;h;æ hš;a; öe@a j;T j;T k;Cz"

hlcj p'f' IS' jpi Lile me, "Bfle h'f' L'm'S fs'Re?"

Iheu Liqm, "ej, HMe BI L'm'S fis'et"

hlcj Liqme, "Bfle L'm'S Lacj f'kly' f's'Re?"

Iheu Liqm, "Hj| H| fip L'IRz"

öleu; HC him'LI j'aj Qqil; k'h'LI fla hlcj p'f'el nÜj qCmz lale lenip g'imu; f'el'ni ic'el Qilqu; Liqme, "Bjil j'e'kic b;La a'n epJ Haic'e Hj| H| fip L'el'ni qaz

hlcj| f'bj p'z'le j'ejl" e eu hRI hu'p jil; n'Rz k-Lj'ej k'hL' Lj'ej h's; fip L'ilu;R, hi h's; fc f;Cu;R, i;mi; hC im'Mu;R, hi' Lj'ej i;mi; L;S L'ilu;R' n;ee, hlcj| aMeC j'ee qu j'e'hyi'Qu; bil'lm a;qil à;ij J' iWL HC-im Oivaz k;q; qEL' ep kMe ejC aMe hal'j'ee Sepj;S ayqil' g'u lae'VI -Zf'Q;|C hlcj p'f'el HLV; ih'no Lam'h'el j'd'e' IRmz ayqil' g'ul; k' M'h fsj'oe; L'il'a'R H Lbj hlcj ih'no L'ilu; Iheu' S;ej'c'ne, g'j ayqil' g'u'el h'Ü J -Zfe; p'd'a L'h L'e himu;IRm a;q;J Iheu'ul A'N;QI Iiqm eiz kMe g'u-Cu'm f'CS ich;il pju' mg'Ve'WU Nhe'N Hhw ayqil' Øæf B'ipu;IR'ne aMe ayqil'c'N'el' a;is; ich;il Se'f Cu'm'ul pju' g'u'el j'd'e' m;hZ'e'LC ih'no L'ilu; hijRu; mJu; qCu;IRm Hhw Nhe'N'ul Øæf m;hZ'e'LC Evp;qSeL L'e-HLV; Ij'øh;L'e himu;IR'ne a;q;J Iheu n'hemz

Ah'no hlcj m;hZ'e'LC him'ne, "k' pm;CV;il S'ee' a'j f'CS' f'ru;IR'm ep'CV' le'u H'pi' a;ijz"

HLV; fn'g'j' pm;C LI; iVu;f;im' j'ja'N HC hij'sl Ba'f'uh'a'el' leLV ih'M'e;ja qCu; E'iWu;IRmz g'g'j' p'q'k;il'Na;ju HC i'SiepV; m;hZ'e' A'eL' ice qCm IQe; L'ilu;IRm, HC IQe;ju m;hZ'e'el' le'SI L'iaa'k' M'h' h'in IRm a;q;J e'q-- ilz'° e'sae-Bm;f'ej;æ'LC HV; c'm;C'a qC'h' p'v; d;il; Lbjz f'el'n f'bj f'bj B'f'is' L'il'ae, ilz'° p'cf'z'N'le'ogm S;leu; HMe BI B'f'is'J L'le eiz HC fn'g'j' iVu;f;im' IQe;ef'z'e' mCu; kMe Iheu c'e' Qr' ih'øj'ü ih'øg;il' a L'ilu;R' aMe' hq;il; B'ipu; HLM;ile i'QIW f'el'ni q;e' a'icmz

i'QIW f'isu; f'el'n f'g'ø qCu; E'iW'ne; Liqme, "h;h'el' E'f'el' le'u Buz"

hlcj IS' jpi Lile me, "L?"

f'el'n Liqme, "Bjil' R'm'h'm;L;il h'a' Lb-cu;im ayl' R'm'el' B;ij'el' p'Â' f'il'Qu Lih;il S'ee' f;iW'u'Rez"

qW;v Iheu'ul q'vif'™ m;g;Cu; E'iWm Hhw a;q;il j'm' ih'hZ'N' qCu; n'mz a;q;il f'lr'ZC' p' q;ja j'w;il; L'ilu; n'HLV'n's'² qCu; h'ipm, ke' Lj'ej' flaL'm f'el' i'hl'ü' p' le'S'el' ct' l;im'h;il Se'f f'ü'a qCu; E'iWmz' n;il; k' HC f'il'h;il' i'm;L'ic'N'el' An'Ü;il p'iq'a' c'im'h' J' ih'Q;il L'il'h' Cq; B'el' qC'a'c' Iheu'el' ke' ilR'æ'E's'is'a L'ilu; a'mmz

M[®] I Efi SmMihil J Qi[®]ul pl"ij piSiCu; QiL[®]I qi[®]a İcu; p[®]Ölla; Ri[®]a Bİpu; hİpm Hhw [®]pC j[®]Şa[®]ñ[®]ñqil;il p[®]Â [®]Ni;il;J Bİpu; f[®]ñn Lİlmz p[®]e[®]f[®]ÖN[®]öi L;u [®]Ni;il BLİa Buae J piS [®]cİMu; pL[®]mC İhi[®]Öj a qCu; EİWmz

[®]Ni;il Lfi[®]m NÂjİŞLil Rif, fi[®]e [®]ç;iv; dİal Efi İgai hyd; Sij; J [®]ç;iv; Qiçl, fi[®]u ö[®]ş[®]a;mi; LVİL S[®]a;iz [®]p [®]ke ha[®]ñ;je Li[®]mİ İhli[®]Ü HL j[®]Şa[®]ñ;je İh[®]a;qi j[®]a; Bİpu; Efi[®]Öba qCmz a;qi;I HI[®]f piSp< ; İheuJ f[®]ñn LM[®]e; [®]c[®]m e;çz

BS [®]Ni;il j[®]e HLVi İh[®]ç;idİ B-e İh[®]no Lİlu;ç Sİm[®]aİRmz a;qi;I Li;LZJ ÖİVu;İRmz N[®]ç;ZI Öeje-Efm[®]r [®]L;e; ÖVç;il-[®]L;ç;f;ile Lim fi[®]a[®]ö k;çef mCu; İe[®]hZİ İJe; qCu;İRmz f[®]öbl j[®]dé j[®]dé HL-HL [®]ÖVne qC[®]a hÿal Öe[®]f[®]m;L k;çef c[®]-HL Se f[®]ı;ö Aİi i;hl p[®]Â mCu; Siqi[®]S EİW[®]aİRmz fi[®]R SiuNi; e; fi;u HSe[®] i;il [®]Wm;[®]Wİm fi;su;İRmz fi[®]u Liç; mCu; Siqi[®]S Öİshil aŞ;M;je;I Ef[®] Vje;V;ilel [®]Qi[®]v İFR[®]m [®]Lq hi Apjİh[®]a Ah[®]Öb;u eçl S[®]mİ j[®]dé fi;su; k;ç[®]a[®]R; Liqi[®]LJ hi Mim;İp [®]Wİmu; [®]ç;İmu; İc[®]a[®]R; [®]Lq hi İe[®]S EİWu;[®]R, İLç;[®] p[®]ÂE EİW[®]a fi[®]ç; e;ç İm;u; h[®]ç;L[®]m qCu; fi;S[®]a[®]R-- j;İ[®]T j;İ[®]T c[®]-HL fpm; hİ[®] Bİpu; a;qi;İcN[®]L İi SiCu; İc[®]a[®]R, Siqi[®]S a;qi;çl hİph;il Öb;je Liç;u i;İlu; İNu;İRz a;qi;çl j[®]Ş[®] [®]Qi[®]m HLVi æÜh[®]Ü[®] Evp[®]L pLi;Z i;hl; a;qi;il niŞ[®]ç;e, Ab[®]Ö a;qi;il; Ha r[®]â [®]k, Siqi[®]SI j;İ[®]ö; qC[®]a Lañ fkl;ç;[®] [®]Lqç a;qi;çl Ae[®]u HaV[®]L[®]p;qi;çk[®] Lİİ[®]h e; Çq; İe[®]Öu Si[®]e İm;u; a;qi;çl [®]Öç;il j[®]dé i;il HLVi Liçal Bn[®]; fi;L;in fi;ç[®]a[®]Rz HClİŞf Ah[®]Öb;u [®]Ni;il; kb;ip;İd[®] k;çefİcN[®]L pi;qi;çk[®] Lİİ[®]aİRmz Ef[®]İİ gi;İ[®]ÖV L[®]ç;pi [®]X[®]L HLSe Cw[®]İS Hhw HLİV B[®]d[®]eL dİ[®]eİ hiPiİmh;İh[®]Siqi[®]SI [®]ç;İmw dİlu; fi;İ[®]fİl qi;ç;İm;İf Lİİ[®]a Lİİ[®]a Ö[®]ç;V j[®]Ş[®] a;ij;ni; [®]cİM[®]aİRmz j;İ[®]T j;İ[®]T [®]L;e; k;çefİ İh[®]no [®]L;e; BLİ[®]Öj L c[®]Wİa [®]cİMu; Cw[®]İS qi;İpu; EİW[®]aİRm Hhw hiPiİmİVJ a;qi;I p[®]Â [®]k;N İc[®]aİRmz

c[®]-İaeİV [®]ÖVne HClİŞf fi;I qC[®]m [®]Ni;il Apç[®] qCu; EİWmz [®]p Ef[®]İ EİWu; a;qi;I hS[®]NSİ[®]e Liçm, "İdL[®]Ü[®]a;ij;çl! m< ; e;ç!"

Cw[®]İSV; L[®]ç;il cİ[®]ö[®]a [®]Ni;il Bfiç;ç;ÜL İelİrZ Lİlmz hiPiİm EŞİ İcm, "m< ;İ! [®]c[®]ñİ HC-pjÜ[®]İ[®] f[®]öhv j[®]Ş[®]çl Se[®]fC m< ;İ"

[®]Ni;il j[®]Ş[®]İm İlu; Liçm, "j[®]Ş[®]İİ [®]Öu h[®]ç;İ; f[®]ö B[®]R-- ki;I q[®]eu [®]eçz" hiPiİm İ;N Lİlu; Liçm, "H[®] [®]a;ij;il SiuNi; eu-- H gi;İ[®]ÖV L[®]ç;pi"

[®]Ni;il Liçm, "e;İ, [®]a;ij;il p[®]Â HL[®]e Bji;I SiuNi; eu-- Bji;I SiuNi; İ k;çefçl p[®]Âz İLç;[®] Bİj h[®]m k;İ[®]R Bİ Bji;L [®]a;ij;çl HC L[®]ç;pi Bp[®]a hiç[®] [®]L;e; e;İ"

İm;u; [®]Ni;il; qe qe Lİlu; e[®]ç; Öİmu; [®]Nmz Cw[®]İS a;qi;I fi;I qC[®]a Bİj;-[®]Lç;İ;u c[®]

qajū cē fī aīmu; eī m fsju jējeīn Līlmz aqīl pōk;æf hīPīm aqīl pĀ
fēl;ju Bmīf Līlhīl Qō; cē-HLhīl Līlm, İLz° Bī aqī ēaje Sījm eiz ēēnl pīdīZ
mīLī cēm p eēq Cqī fījīZ Līlhīl Seē MīepjīL XīlLu; İS' ipī Līlm, jđİNI Rīē;
İXn BqīL Seē fīJu; kīCīn İLeiz Mīepjī Līqm, "ēi, Rhm İV jīMe Qī B'Rz"

ōleu; CwēS L öe;Cu; hīPīmİV CwēİS i;ō;u Līqm, "creature comforts pōā
SīqīSī p j Ū' hē;h Ū' Aafē' kīRajCz"

CwēS Rīē; EŠī Līlm eiz Vīhēml Efl qCēa aqīl Mhēl LīNS Eīsu; eēQ fīsu;
ēNmz hīhēQİL qCēa EīWu; LīNSMīe; aīmu; İcm, İLz° bē; ħpūfīCm eiz

Qēēnē fīRū; eīj hīl p j u pīqīh p q pī Nīlīl LīR İNu; Vīf HLV aīmu; Līqm,
"İēSī hēhqīL Seē Bīj mī< a-- Bnī Līl B jīL r jī Līl hz" hīmu; p aīsīaīS
Qīmu; ēNmz

İLz° İnīra hīPīm ēk pīdīZ mīLēcl cāMā ēīMu; İhēcnēL XīlLu; mCu; İēSī
ēhūaīlī jīē qīlpā fīl, Cqīl Bē;īn NīlīL c† Līlā mīİNmz ēēnl SepīdīZ Hje
Līlu; İēSēcl pLmfLīl Afjīe J cāMīhqīL Adēē Bīeu;R, aqīcNēL fōl jēa;
mīl" a Līlēm aqīl; j aqī; ūēLīl Lē Hhw pLēm LīRC aqī; ūjī jīhL J pWNa hīmu; jē
qu, Cqīl jīm ēk-HLV; ēnhē;fē pāī fl A' je B'R aqīl Seē Nīlīl hē ēke gīVū;
kīCēa mīİNm; İLz° pLēm Qēu aqīl HC hīSm ēk, ēēnl HC İQİ ēē Afjīe J cāMāL
İnīra mīL Bfēīl Nīū mu eī-- İēSēL İejījī jīn fōl Līlu; mCu; ALīaē Nēh ēhīd
Līlā fīlīz BS aīC İnīra mīLēcl p j Ū' hē- fsjī J eLm-Līl pWūlīL HēLhīē Eēfrī
Līlhīl SeēC Nīlīl Lfīēm NāījīŠLīl Rīf mīNīCu; J HLV; eēae Aāē LVİL QİV İLīeu;
fīlu; hē gēmīCu; hīp-hīlīSēa Bīpu; cysīCmz

İheu jē jē Cqī hēTēa fīlīm, Nīlīl BīSLīl HC-ēk pīS Cqī kōpīS; Nīlīl Lē Sīē
Lē Līlu; hēp HC i jīhu; İheūl jē HLV; i u, HLV; pWēLīQ Hhw HLV; İhē;īdī i jī
SīİNu; EīWmz

hīcīpēİē kMe İheūl pĀ Bmīf LīlāīRēme aMe pafn ANāē Rīāī HL ēLīZ
HLV; İVēl mīİVj Ōī;Cu; İēSī İQŠİhē;ēē İēkē İRmz NīlīL ēīMu; aqīl mīİVj
Qīlīē; hā qCu; ēNm; p dēl dēl İheūl fīn cysīCu; HLCē NīlīL ēīMā mīİNm
Hhw Līē Līē İheūL İS' ipī Līlm, "CīēC İL Bfēīl hā?"

İheu Līqm, "qyz"

Nīlīl Rīā Bīpu; jōpāM HL Awn Līm İheūl jēMİ İcēL Qīqu; Bī ēke aqīL
ēīMāC fīCm eiz fēnēL e j ū; l Līlu; p ApwēLīQ HLV; QİL Vīhm qCēa İLRēcē
pī;Cu; mCu; hīpmz ējūlī ēk HMīē ēLīē;HL SīuNīu B'R aqī m rē Līl p Aīnōa;
hīmu; NZē Līlmz

hīcīpēİē HC Apēī ēl İēLV qCēa ējūlcNēL mCu; Qīmu; kīCēhe İōbl LīlāīRēme
Hje p j u fēn ayqīL Līqēme, "Hj e j Nē jīqē, B jīl hāLb-cu;ēml Rēmz"

aMe Nij; ayqil icL igilu; ej u;il Lil mz kicJ iheul pA Bm;Oe;u pOIl a; Nij;il Lb; fshic nheuiRm, ahHC Ai E;NaIVC k iheul hapa;qi p hT e;Cz fibj cioaC Nij;il fla a;qi; HLV; Bwe;n Siymz CwIIS-om; L;e; m;LI j de Nys; iqcu;je cimom pqf Lil a f;il pOIl a;il pof pwu;il J piqo;a; IRm e;il

fOn Nij;il L;R ayqil himha; Lb.cu;ml Mhl mCmez a;qi; f;il iecel R;e-AhOb;il Lb; Bm;Oe; Lilu; himme, "aMeL;il ice LmS Bj;il cSeC HLSs IRmj - cSeC jU' L;im;fi;qs-- ilRf j;eaj e;-- q;vM M;Ju;V;C HLV; LaheLjN hm j;e Li ajz cSe Laice pat;il p;ju NimicOa hp j;pmj;e c;L;e;il L;ih;h M;u a;il f;il Lf ilj L;il Bj;il iq;cp;S;il pwu;il L;il l;ja-cf; fkl;1a;ilC Bm;Oe; Li ajz"

hlc;ip;f;f;IS' ip; Lil me, "HMe lale Lf L;e?"

Nij;il Liqm, "HMe lale iq;BQ;il f;ime L;e?"

hlc;il;me, "m< j L;e?" -- l;N ayqil phA SimaIRmz

Nij;il HLV;qi;pu; Lilqm, "m< j Li;V; chm ui; h;il mrZ LE LE h;f;il filOu ic a m< j L;"

বরদা। আণ লালে হাঁপ IRme e;il?

গারা। আমিও a;il HL pj u hাঁপ IRmjz

বরদা। এখন আপনি সাকার-Ef;ipe;u ihnap L;e?

গারা। আকার জিনিসট;il ihe; L;il Z AnU; L;il Bj;il j;e H;e L;pwu;il e;Cz BL;il L N;im icmC il p;R;V; q;u k;ju? BL;il l;ipf;e L;e c Li a f;il R?

f;il nh;h;aj cu;il Lil me, "BL;il k Az ihinot"

Nij;il Liqm, "Az;1e; b;L;om k fil;inC qu e;il Ae;1 Bfe;L fil;in L;ih;il Se;f;C Az;L Bnu L;il Re-- eCm ayl fil;in L;ib;u? k;il fil;in e;C a;il p;cf;V;la; e;Cz h;il L;il j; de k;je i; h; aj;le BL;il j; de lel;L;il fil;il f;il"

hlc;il;ib;e;e;isu; Lil me, "lel;L;il Q;u BL;il p;cf;V;il B;f;le H;e L;ib; h;me?"

গারা। আমি যদি নাও বলত; a;il ilRf Bpa ka e;il SNa BL;il Bj;il hm;il E;f;il lei N Li R e;il lel;L;ilC k;ic kb;bn fil;il f;il;la; qa a;h BL;il L;ib;J Ob;e f;a e;il

pOIl a;il Aa;E;1 CuR; Lil a m;ilNm L;il HC EUa k;hL;L a;L;N H;L;h;il f;il;U' m;il" a Lilu; e;uz iheu Q;f Lilu; h;ip;u; Nij;il Lb; n;e;a;R cim;u; a;qi;il j;e j;e l;in qCmz Nij;il HaC S;il pA Lb; him;aIRm k, HC S;il L ea Lilu; ich;il Se;f; pOIl a;il j;e;il j; de J ke S;il Lil a m;ilNmz

H;e pj;u h;qi;il Q;il Se;f L;ivm;a N;il Sm B;iemz pOIl a;il E;ilW;u; Q;il ail Lil a lek;2 qCmz iheu j;T j;T O;il a;il j;a; pOIl a;il j;MI icL Q;ilqu; mCmz k;icQ E;f;ipe; pO;a Nij;il pA iheul j;a;il ihno f;il;il IRm e;il, ah Nij;il k HC h;ip-f;il;h;il j;TM;e Ae;q;sa B;ip;u; ih;il j;a H;e Apw;L;il fil;in Lilu; k;ic;a;R C;qi;a iheu L; f;is; ic a m;ilNmz Nij;il HC fil;il k;U;cf;a BQ;il ZI piqa a;me; Lilu; h;U f;il h;il HLIV

Baþþj;qa fhj;¹ i jh, pLmfLl; aLÑha®LÑ Aafa HLIV Ni El fþæaj; ðhe®ul qe®L i š²ªa filfŷÑ Llluj; aþmmz ®p j®e j®e himªa mijNm, jajja iLR® eu-- A;xlI®ZI j®d®e fŷl;aj; U; a; J Baþþj;c Cq;C pL®ml ®Q®u c®mÑ z Lb;V;l j®d®e ®L;jeW; paþ® ®L;jeW; i j b®; a;q; mCu; kaC aLÑ LI-e; ®Le, fliç;l j®d®e ®kv; paþ® ®pCV;C Bpmz f®ln pLm Lb;h;aj;l j®d®e j®d®e HL-HLh;l ®Q;M hþSu; ðe®SI A;®l j®d®e am;Cu; mC®a;R®me--Cq; ayq;l Ai É;p--ayq;l ®pC pjuL;l A;ÿleñhø nj;¹ j;Mn® ðheu HLC®® ®ciM®a;Rmz ®N;l; ®K HC h®Ul fl;a i š²ª Aea; h Llluj; ðe®SI h;LÉ p;wka Lll®a;Rm e; Cq;ªa ðheu h®s;C B0;a f;C®a;Rmz

p®ill a; L®ul ®Fu;mi Q; `aill Llluj; f®l®h;l j;Ml iC®L Q;ilqmz L;qi®L Q; M;Cªa Aea;id Lll®h e;Lll®h a;q; mCu; a;q;l j®e ðad; qC®a;Rmz hl;c;p;®L f®N;l;l iC®L Q;ilqu;C H®Lh;® himu; hþ®me, "Bfe H-pj U; iLR®M;®he e; hþT?"

®N;l; Lliqm, "e;Z"

বরদা ®Le? S;ja k;®h?

®N;l; himm, "qyZ"

বরদা আপনি জাত মা®ee!

®Gara; j;at ki Amara; ni®SI `aill ®K j;eh e;? p;j;S®L kMe j;je aMe S;jaJ j;jez

বরদা সমাজ®L iL ph Lb;u j;jeªaC q®h?

®Gara; na; man®m p;j;S®L i;P; quz

বরদা ভাঙ®m ®c;o Lf?

®Gara; ®K X;im pL®m i j;®m hþ® B;R® ®p X;im L;V®mC h; ®c;o Lf?

p®ill a; j®e j®e AaÉ;¹ ðhl š²ª qCu; Lliqm, "j; i; i j;®R aLÑ L®l m; i Lf? E;le B;j;®l ®RyJu; M;®he e;Z"

®N;l; p®ill a;l j;Ml iCªa a;q;l f®l®l ciø HLh;l Øb;ifa Lllmz p®ill a; ðhe®ul iC®L Q;ilqu; Dov pwn®ul piqa Lliqm, "Bfe iL--"

ðheu ®L;je;L;®m Q; M;u e;Z j;pmj;®e;l `aill fyEl;IV-ðhú;W M;Ju;J A®eL iCe R;jsu; iCu;®R iL;ª° BS a;q;l e; M;C®m euz ®p ®S;l Llluj; j;M aþmu; himm, "qy M;h `h;LZ" himu; ®N;l;l j;Ml iC®L Q;ilqmz ®N;l;l J;uf;®;¹ Dov HLV®L®W;l q;lp ®Cm; iCmz ðhe®ul j;M Q; iªªa; J ðhü;c mijNm, iL;ª°®p M;Cªa R;ism e;Z

hl;c;p;®L f; j®e j®e him®me, "Bq; HC ðheu ®R®m;V h®s; i; j;®m;Z"

aMe iale ®N;l;l iC®L qCªa H®Lh;®l C j;M i g;l;Cu; ðhe®ul fl;a j;®e;je®hn Lll®mez a;C ®ciMu; f®ln B®U; B®U; ®N;l;l L;®R ayq;l ®Q;L V;jeu; mCu; a;q;l pªA j;®u®l Bm;f Lllªa mijN®mez

H;e p;j p;l;U; iCu; iQ®eh;c;j Ju;mi N;l; iQ®eh;c;j i;S; qy;lLu; k;CªaC mfm; q;aa;ilm iCu; E;Wm; Lliqm, "p®el;c; iQ®eh;c;j X;®L;Z"

himªaC R;ªal h;l;ç; d;ll u; pafn iQe;h;c;j Ju;mi®L X;ilªa mijNmz

Claj[®]đé BI-HLIV i â[®]m;L Bïpu; Efïðba qC[®]mez ayqi[®]L pL[®]mC f;eh;h[®]hïmu;
pñ;oz Lïlm, ÌL[°] ayqi Bpm ej q;ijeQ[®]đé;ejNz c[®]ml j[®]đé Cq;il İhà;e J h[®]Uj;e hïmu;
İh[®]no Më;ja B[®]Rz kïcJ ØfØ Lïlu; [®]L;[®]ej frC [®]L;[®]ej Lb; h[®]m e;C, ab;ijf, Cq;il p[®]AC
p[®]Öll a;il İhh;iq qC[®]h HC fİL;[®]l HLVi pñ;he; BL;[®]n i jlp[®]aİRmz f;eh;h[®] q[®]eu [®]k
p[®]Öll a;il fïa BL[®]Ø qCu;İRm a;qi[®]a L;qi[®]l; p[®]q[®] İRm e; Hhw Cq;C mCu; [®]U;il;
p[®]Öll a;il phİc; W;İ; Lïl[®]a R;İsa e;z

f;eh;h[®] Cú[®]m j;ØV;il L[®]ez hlc;ip[®]đé ayqi[®]L Cú[®]m-j;ØV;il j;æ S;İleu; h[®]s; nÜ;
L[®]e e;z İale i j[®]h [®]Cm;e [®]k, f;eh;h[®] [®]k ayqi[®] [®]L;[®]ej [®]U;il fïa Aed;N fİL;N Lïl[®]a
p;qp L[®]e e;C [®]p i j[®]m;C qCu;[®]Rz ayqi[®] i jh[®] S;ij;aj; [®]Xf[®]VİNİİİİ mr[®]đndİ[®]f Aİa
c[®]xp;đé f[®]Z BhÜz

p[®]Öll a; q;ije[®]L HL [®]Fu;mi; Q; AN[®]pl Lïlu; İc[®]aC m;hZÉ c[®]l qC[®]a a;qi; j[®]MI İc[®]L
Q;İqu; HLV[®]aj M İVİfu; q;İpmz [®]pC q;İpV[®]L İhe[®]ul A[®]N;QI İİqm e;z Aİa AØf L;[®]ml j[®]đÉC
c[®]HLV; İho[®] İhe[®]ul eSI [®]h HLV[®]afrÉ Hhw paL[®]N qCu; EİWu;[®]R--cnİe[®]efZÉ p[®]ð[®]a
f[®]hİ[®] [®]p fİpÜ İRm e;z

HC [®]k q;ije J p[®]đel H-h;İsl [®]U;cl p[®]Â A[®]eL İce qC[®]a fİİİQa, Hhw HC f;İl h;İl L
Claq;İpl p[®]Â Hje i j[®]h Sİsa [®]k a;qi; [®]U;cl j[®]đé fİØfİ CİÂ[®]aİ İhou qCu; fİsu;[®]R,
İhe[®]ul h[®]pl j[®]đé Cq; İhd;aj; AİhQ;il hïmu; h;İS[®]a m;İNmz

H İc[®]L q;ijeİ Ai İ;N[®] p[®]Öll a;il j e [®]ke HLV[®]Bn;İeİa qCu; EİWmz [®]N;İ;İ Øfd[®]İ [®]kje
Lïlu; qEL [®]Lq cje Lïlu; İc[®]m a[®]h a;qi; N;İ[®]ul S;İm; [®]U;z Aef p;[®]u q;ijeİ a;İL[®]La;u
[®]p A[®]eL h;İ İhl Š² qCu;[®]R, ÌL[°] BS HC aLİhfl[®]L [®]cİMu; [®]p Be[®]đl p[®]Â ayqi[®]L Q; J
f;eİİ;İVİ İpc [®]S;N;Cu; İcmz

f[®]İn Lİqm, "f;eh;h[®] Cİe B;İ;cl --"

q;ije Lİq[®]me, "J[®]L İhmrZ S;İlez Eİe HL p;[®]u B;İ;cl h;İpp;İ;SI HLSe Mh
Evp;İqđe p;İ İR[®]mez"

HC hïmu; [®]N;İ;İ p[®]Â [®]L;[®]ejfİL;İl Bm;İ[®]fİ [®]Ø; e; Lïlu; q;ije Q;İ[®]ul [®]Fu;mi; fïa je
İc[®]mez

[®]pC p;[®]u c[®]HL Se j;æ h;İP;İm İpli m p;İlİ İp EŠEZN qCu; H [®]C[®]n Bİpu;[®]Rz p[®]đel
ayqi[®]clC HLS[®]eİ Ai İbİe;İl NØf a[®]mmz q;ije Lİq[®]me, "fİfr;ju h;İP;İm kaC f;İp Lİ;e,
h;İP;İml à;İ; [®]L;[®]ej L;S q[®]h e;z

[®]L;[®]ej h;İP;İm j;İ;İSp[®]İVM h;İ SS İXİØVİ[®]fİ i;İl mCu; [®]k LM[®]ej L;S Q;mi;C[®]a f;İl [®]h e;
Cq;C fİafæ Lİl h;İl Seđ q;ije h;İP;İml Qİİ[®]el e;e; [®]C;İo J c[®]hİma;İl h;İMÉ; Lİl[®]a m;İN[®]mez

[®]cİM[®]a [®]cİM[®]a [®]N;İ;İ j;M m;İm qCu; EİWm--[®]p a;qi; İpwqe;İc[®]L kb;İp;đé İ[®]U Lïlu;
Lİqm, "HC kïc pađC Bfe;İl ja qu a[®]h Bfİe Bİ;İ[®] HC [®]Vİh[®]m h[®]p h[®]p f;İEİ;İV
İQ[®]h;İ[®]Re [®]L;İeUm< İul!"

q;ije İhİØ;ja qCu; i [®]đ; a[®]mu; Lİq[®]me, "Lf Lİ[®]a h[®]me?"

গোৱা হয বাঙালি-ওঁলৈ লম্বে জীৱে, eu Nmju cīs ic̣u j l'e Nz Bjic̣i Sīc̣al àjij LṂe; ÌLṚc̣ q̣ḥ e; H Lb; ÌL HaC pq̣S hṃhij? Bfeij Nmju l'iṿ q̣ḥḍ Nṃ e;?

হৱানা সত্য কথা বলব না ?

গোৱা ৰাগ কৰে e; , ÌḶ' H Lb; ḳic̣ Bf̣ie kḅiḅic̣ pạf̣ ḥṃ Sjẹae a; q̣ṃ Aje Blij̣ Aa Bøg̣ime Ḷ q̣ hṃa f̣ij̣ae e; Lb;iṿ ḷj̣ḅẹ Sị̄ee ḥṃc̣ Bfeij̣ j̣Ṃ ic̣u q̣ḥimẓ q̣ij̣eḥiḥ; ḷj̣ḅẹ; f̣ij̣f̣, ḷj̣ḅẹ; ḷẹ; Ḅij̣; f̣ij̣f̣, Hhw üSjaḷ ḷj̣ḅẹ; ḷẹ; j̣'a; f̣ij̣f̣ Aòfc̣ ḄṚz

q̣ij̣ẹ q̣ẹḍ Aḍeḷ q̣Cu; Eiẉmeẓ Nij̣; Ḷiqṃ, "Bf̣iẹ HLṂic̣ ÌL Bfeij̣ pj̣Ü' üSjaḷ q̣ụ ḥs;? ḷj̣N Bf̣iẹ Ḷịhẹ--BI Bjic̣i ḷfaif̣aj̣ q̣i q̣ụ Bj̣ij̣; pj̣Ü' pq̣f̣ Ḷiḥ!"

Cq̣iḷ fḷ q̣ij̣ẹḷ f̣eṛ q̣ij̣ j̣e; Ḅij̣; ṇṣ̌ q̣Cu; Eiẉmẓ ḷalẹ Ḅij̣; p̣ q̣s;Cu; ḥij̣imḷ ḷẹ;jụ fḥṣ q̣C̣meẓ ḥij̣im-pj̣ic̣SI e;e;f̣ḷij̣ f̣iḅij̣ Ẹoṃ Ḷiq̣me, "H-pj̣Ü' ḅij̣Ḷ'a ḥij̣imḷ ḷij̣e; Ḅij̣ ẹc̣z"

Nij̣; Ḷiqṃ, "Bf̣iẹ ḳij̣Ḷ Ḷf̣iḅij̣ hṃRẹ p̣ Ḷhṃ CẉịṢ ḥc̣ j̣Ṃoḅ Ḷ q̣ hṃRe, ḷẹṢ J̣ p̣ḍ'a ÌLṚc̣ Sị̄ee e; ḶẉịSỊ pj̣Ü' Ḷf̣iḅij̣ḶJ̣ ḳMe Bf̣iẹ iwḷ Ḷic̣ Ḥj̣lẹ Ah' ; Ḷị'a f̣ij̣ḷhẹ aMe Ḥ p̣ḍ'a Ḷb; Ḷhẹz"

f̣iṇ HC̣ f̣p̣Ạ ḥạ Ḷiḷuj̣ ḷcḥij̣ Q̣o; Ḷiḷme, ÌḶ' q̣ij̣ẹ ḷeḥṣ q̣C̣me e; p̣ḳṆ AÜ' Nṃ; j̣'oḷ ḷị a ḷ q̣C̣a ḤLV; Af̣ịf̣ Ḅịṣ̌ Bịjụ pj̣Ü' BḶiṇ ṃiḥẒẹjụ q̣Cu; Eiẉm; pj̣Ü' ạḶṆ ḷiṃqṃ Ṛij̣Cu; ḷhẹuḷ f̣ij̣ẒỊ ḷị ạ ḤLV; p̣ ḥij̣Ṣ'a ṃij̣Nmẓ f̣iṇ ayq̣iḷ pij̣uẉḶiṃfẹ Ef̣ipe;jụ j̣ẹ ḷcḥij̣ Sẹf̣ Ṛia q̣C̣a Eiẉu; ḥij̣Ṇẹḷ f̣ij̣' ḤLV; ḥs; Q̣yf̣ij̣ṆRỊ aṃjụ hyḍe; ḥic̣'a ÌNu; ḥip̣mez

Nij̣ij̣ f̣ịa ḥic̣p̣eḷ j̣ẹ ḳjẹ ḷhj̣Ṃ q̣Cu;ij̣Rṃ q̣ij̣e;J̣ ẹaj̣lẹ ayq̣iḷ if̣ụ ịRṃ e; HC̣ Eịuḷ aḶṆḳMe ayq̣iḷ ḤḶḥij̣ Ap̣q̣f̣ q̣Cu; Eiẉṃ ḷalẹ ḷheuḷ X̣ij̣Lu; Ḷiq̣me, "Ḅpẹ ḷheuḥiḥ; Ḅij̣; Ọ ḳij̣z"

ḥic̣p̣eḷ HC̣ p̣deq̣ fṛf̣iạ üf̣ḷij̣ Ḷiḷuj̣ ḷheuḷ Ṛia Ṛij̣su; ANạf̣ị Ọ ḷ j̣ḍẹ ḳij̣C̣'a q̣Cmẓ ḥic̣; ayq̣iḷ j̣'uẹḷ X̣ij̣Lu; ṃC̣meẓ pạfṇ ạḶṆ ṆiaḶ c̣iṃu; f̣ḥic̣ ịOe;ḥic̣; ḷ ḷiḷ' ṿ Aẉṇ p̣ẉṆq̣-f̣ḥṆ Ṃc̣ ḶḶḶ p̣Ạ ṃCu; Ạ; ḍṆẹ Ḷiḷuj̣Rmz

ḥic̣p̣eḷ ḷheuḷ Ḷij̣Ṛ ayq̣iḷ j̣'uẹḷ -Ẓfe;ij̣ f̣iḷQụ ic̣'a ṃij̣Nṃmeẓ ṃiḥẒẹḶ ḥiṃme, "ẹaj̣ij̣ p̣C̣ Ṃij̣ij̣; Ḥẹ ḷheuḥiḥḶ c̣ṃij̣J̣-e;z"

ḥij̣sḷ ẹṣae-Ḅṃif̣eḷ HC̣ Ṃij̣ij̣ c̣ṃij̣e; ṃiḥẒẹḷ Aị ḷip̣ q̣Cu;ij̣Rmẓ Ḥje-ÌḶ, p̣ Cq̣iḷ Sẹf̣ j̣ẹ j̣ẹ Ạfṛ; Ḷiḷuj̣ ḅij̣Laẓ BṢ aḶṆEiẉu; fṣij̣'a p̣ ṛẒaq̣Cu; f̣ij̣su;ij̣Rmz

ḷheuḷ Ṃij̣ij̣ Ṃiṃu; c̣iṃm, a;q̣ij̣'a Ḷiḥ j̣ Ḥhẉ ṃẉg̣ṃij̣ CẉịṢ Ḷiḥaj̣ q̣ṃiẓ q̣ij̣aḷ Aṛ q̣ kạḷḤhẉ f̣ij̣ḷf̣ij̣ẹ f̣iḷiṇ f̣ij̣C̣'aṚẓ Ḷiḥaj̣-ìmḷ Ìṇij̣e;ij̣; Ḥhẉ Ḅịḥị Aṛ ḷij̣ij̣ẹ Rỵc̣ Ìṃiṃaz

HC̣ q̣ṃij̣-ìṃ c̣iṃu; ḷheuḷ j̣ẹ AḶịe; ḷḥo;jụ Eṿf̣æ̣ q̣Cmẓ aMeḶij̣ ic̣'ẹ j̣ij̣ ḷiḥaj̣; Ṃij̣ij̣ụ Ḷif̣ Ḷiḷ'ạ f̣ij̣ij̣ j̣'uẹḷ f̣eṛ Ḷj̣ ḥij̣q̣ic̣ ḷịRṃ e; ḷheuḷ j̣ẹ ḳbij̣ḷQạ Alị ịṣa

qCu;R cMiu; hlc; p%lf ayq; j S; j uL pde Llu; hme, "mima; mrE
j u Bjil, a; jil pC LihaiVj--"

mima; nš qCu; EIWu; Liqm, "e; j; B; j f; l h e; z p Bjil i i; m; j e eCz" hmu; p
c; j S; e; m; j; L; j R c; y; s; C; u; j; i; j; ū; c; i; M; a; m; j; i; N; m; z

hlc; p%lf lheuL h; j; C; u; j; i; c; me, j e p; j ūC B R, iLz° mima; h; s; Q; i; f; j; i; h; c; f; j; h; j; q; l
Lil a Q; u; e; z H C hmu; mima; j BōQkñ i; h; c; f; j; h; ū; i; f; i; l; Q; u; -ū; l; f; c; c; -HLV; O; V; e; i; h; h; a; L; l; u; j;
hmu; me, mima; i; n; n; t; j; m; q; C; a; C; H; C; i; f; j; L; j; e; f; i; C; m; j; j; u; Q; i; M; I; S; m; g; i; m; a; Q; i; q; a; e; z; H
pō a h; j; f; i; p; a; C; q; j; l; p; i; c; h; f; B; m; j; O; e; j; L; i; l; m; e; z

HCh; j; l; m; f; m; j; l; f; i; m; z; a; j; q; i; L; A; e; j; d; L; i; l; a; C; p; f; b; j; M; h; M; j; e; L; v; i; m; m; ū; i; m; m; ū; L; i; l; u; j;
q; i; j; p; u; j; a; j; q; i; l; f; l; L; m; -v; f; j; B; i; N; f; e; l; j; a; j; A; b; ū; e; j; h; t; u; j; 'Twinkle twinkle little
star' LihaiVj; N; s; ū; N; s; ū; L; i; l; u; j; H; L; i; e; n; t; p; h; i; m; u; j; m; z

HCh; j; l; p; w; N; f; a; i; h; c; f; j; l; f; i; l; Q; u; i; c; h; j; l; p; j; u; B; i; p; u; j; R; S; i; l; e; u; j; m; i; m; a; j; O; l; q; C; a; h; j; q; l; q; C; u; j; m; z
h; j; l; q; l; R; i; a; a; L; ū; a; M; e; E; Y; j; q; C; u; j; E; I; W; u; j; R; z; q; i; l; e; a; M; e; i; j; n; i; j; b; u; a; L; ū; R; i; s; u; j; N; j; i; m;
i; c; h; j; l; E; f; a; e; z; L; i; l; a; R; e; z; q; i; l; e; l; A; p; i; q; o; a; j; u; m; i; < a; j; i; h; l; š; z; q; C; u; j; p; ū; i; l; a; j; N; i; l; j; l; f; r
A; h; m; d; e; L; i; l; u; j; R; z; q; i; l; e; l; f; r; p; v; i; l; L; R; j; j; e; p; i; z; l; e; j; S; e; L; h; j; n; i; z; l; i; q; u; e; j; z

B; L; j; n; A; a; L; j; l; H; h; w; n; i; h; z; i; j; 0; O; e; j; C; u; j; B; i; p; m; ; h; m; g; a; m; l; j; j; m; j; q; y; i; L; u; j; i; j; ū; i; i; c; u; j;
g; i; l; J; u; j; m; j; Q; i; m; u; j; m; z; p; C; j; M; I; i; j; ū; j; u; L; b; -O; s; j; N; i; R; i; f; ū; h; f; e; l; j; d; e; S; e; j; i; l; S; i; m; a; m; j; i; N; m; z
f; i; n; l; h; j; i; s; l; f; l; a; j; l; S; m; l; E; f; i; H; L; V; j; e; l; i; h; s; L; j; i; m; j; f; i; s; u; j; m; z

p; j; a; f; E; f; i; p; e; j; n; o; L; i; l; u; j; f; l; n; R; i; a; B; i; p; u; j; E; f; i; ū; b; a; q; C; m; e; z; a; y; q; i; L; c; i; M; u; j; N; i; l; j; J
q; i; l; e; E; i; u; C; m; i; < a; q; C; u; j; r; i; z; q; C; m; z; N; i; l; j; E; i; W; u; j; c; y; s; C; u; j; L; i; q; m; , "I; j; a; q; u; N; R; , B; S; a; h
B; i; p; z"

i; h; e; u; j; O; l; q; C; a; i; h; c; j; u; m; C; u; j; R; i; a; B; i; p; u; j; c; M; i; i; c; m; z; f; l; n; N; i; l; j; L; L; i; q; m; e; , "c; M; i;
a; j; j; l; k; M; e; C; u; R; i; H; M; i; e; H; p; i; z; L; b; -c; u; j; m; B; j; j; l; i; j; C; u; l; j; a; j; i; R; m; e; z; a; y; l; p; a; H; M; e; B; j; j; l;
j; a; l; i; j; m; e; c; , c; M; i; j; q; u; e; j; , i; Q; i; w; f; a; e; m; M; i; j; h; a; B; R; , i; L; z; ° R; m; h; m; j; l; h; a; a; i; l; š; z; i; p; a; j;
i; j; i; n; u; b; i; R; z; L; b; -c; u; j; m; l; p; C; f; l; n; a; j; j; l; p; a; j; B; j; j; l; p; d; a; A; i; a; i; e; L; v; i; z; D; n; ū; a; j; j; l; j; A; m
L; i; j; e; z"

f; l; n; l; p; ū; e; q; n; i; z; l; ū; i; N; i; l; j; l; H; a; r; Z; L; j; l; a; L; i; a; j; f; e; S; s; j; C; u; j; m; z; f; i; b; j; B; i; p; u; j;
N; i; l; j; f; l; n; l; h; s; j; H; L; V; j; M; i; j; a; l; L; e; j; C; z; k; j; C; h; j; l; p; j; u; k; b; i; b; ū; i; i; š; z; i; p; a; j; a; y; q; i; L; f; z; j; L; i; l; u; j;
m; z; p; ū; i; l; a; j; l; N; i; l; j; L; e; j; f; i; l; j; l; i; h; c; j; u; p; n; i; o; z; L; i; l; m; e; j; p; ū; i; l; a; j; k; p; C; j; M; B; R; C; q; i; L; e; j;
B; Q; i; ū; z; i; à; i; j; ū; f; l; j; l; i; j; R; L; C; p; A; i; n; o; a; j; h; i; m; u; j; N; Z; e; L; i; l; m; z; i; h; e; u; f; l; n; l; e; a; i; j; n; f; z; j;
L; i; l; u; j; p; ū; i; l; a; j; i; c; l; i; g; i; l; u; j; a; j; q; i; L; e; j; ū; j; l; L; i; l; m; H; h; w; m; i; < a; q; C; u; j; a; j; s; a; j; i; s; N; i; l; j; l; A; e; p; l; z;
L; i; l; u; j; h; j; q; l; q; C; u; j; m; z

q; i; l; e; H; C; i; h; c; j; u; p; n; i; o; z; -h; f; j; i; l; H; s; j; C; u; j; O; e; l; j; d; e; i; N; u; j; v; i; h; m; l; E; f; i; l; j; l; H; L; i; v; "h; i; p; w; N; f; a;
h; C; m; C; u; j; a; j; q; i; l; f; j; a; j; E; m; ū; j; C; a; m; j; i; N; m; e; z

i; h; e; u; j; N; i; l; j; Q; i; m; u; j; k; j; C; h; j; j; e; q; i; l; e; a; a; f; e; c; R; i; a; B; i; p; u; j; f; l; n; l; L; i; q; m; e; , "c; M; e;

pLmI pAC g ucl Bmif LIL u cJu; Bİj i i; j e Lİİ eZ"
pÖİ a; İİ a İİ a AaÉ; qCu;İRm, a;C p dkn pÖİZ Lİİ a fİİ m e; Lİqm,
"hİh; kİc p İeuj j eae a; qm a; Bfe;cl pAJ B;cl Bmif q a fİa eZ"
qİİ je Lİqme, "Bmif-fİİ Qu İeScl p;SI j dÉc hÜ qm i i; j quz"
f n qİpu; Lİqme, "Bfİe fİİ hİİ L A;xfL BI-HLVİİe hS; L HLV;
p;İİSL A;xf hİe a Q;ez İL; Bİj j e Lİİ e; j aİ i âİİ Lİ pAJ g ucl g n;
EİQa; eCm a;cl hÜL S;İ L Mh L İ;M; quz H a i u İLÖ; m < İ L;Z a;
İLRÉ cİM eZ"

হরানা ভিন্ন মতাল ণিঃলি পআ গুই; İjn e; Hje Lb; İİm e, İL; g ucl pAJ LÉ
İLj hÉhqİ Lİ a qu p i âa; k Hİ; Sİ ee eZ

ফিশা না না, বমে Lİ i âa;İ Aİ İh Bfİe k;L hmRe p HLV; pwL;Qj;e--
g ucl pAJ e; İjn pV; L V kju eZ

pÖİ a; EÜa i İİ Lİqm, "cMe fİeh;İ; BS Lİ a Lİ B;cl p;SI İİ Lİ
hÉhqİ C Bİj mİ < a qİRm;Z"

Cİaj dÉ mİ; cİsu; Bİpu; "İcİc" "İcİc" Lİİ u; pÖİ a;İ qİa dİİ u; a;İİ L 0 Vİeu;
mCu; Nmz

৯দিন তল্লী নীলি়ে Afc0b Līlū; pōīl aīl pčj ʘm leʘSI SufajLi aʘmu; dīlhīl
 Seʔ qīl iʔel ihʘno CūR; İRm, ʘNisju pōīl aīJ aīqīl Bn; LīlūjİRmz İLzʰ chœʘj İWL aīl
 İhfİfa Oİvmz dj İhnāp J pīj iİSL jʰa pōīl aīl pʘĀ ʘNīl iīl İj m İRm eīz İLzʰ üʘʘnīl fīla
 jjaā üSīlal Seʔ ʘnceī aīqīl fʘr üj iīhL İRmz kīcQ ʘʘnīl hēfīl mCuī ʘp phīc;
 Bʘm;Qeī Lʘ eīC, İLzʰ ʘpīce üSīlal İeʘju ʘNīl i kMe AL0j i v hSē;c Līlū; EİWm aMe
 pōīl aīl p j Ū jʰel jʰdē aīqīl Aeʘm fīadīe hījSu; EİWūjİRmz Hje hʘmīl pʘĀ Hje cʰ
 İhnāpīl pʘĀ ʘʘnīl pōʘā ʘLq aīqīl pčj ʘm Lbī hʘm eīCz pīdīl Za B j i cīl ʘʘnīl ʘmīL i
 üSīla J üʘʘnīl Bʘm;Qeīu İLRʘeī-İLRʘj dīī ujeī gmīCuī bīʘL; aīqīl Ni fl i jʘn paʔ
 i jʘn İhnāp Lʘ eī; HCSeʔ jʘm Līhaā Līlhīl ʘmīju ʘʘnīl pōʘā kīqīC hmʘ ʘʘnīl fīla
 aīqīcīl i l p i eīC; İLzʰ ʘNīl i aīqīl üʘʘnīl p j Ū cʘM-cʘNīa cʘNīmaī ʘ c Līlū; J HL V;
 j qv paʔ f c i bīML fīaʔrhv ʘcīMʘa fīCa-- ʘpCSeʔ ʘʘnīl cīl āʔʘL İLRj i ʘe AūfL i eī
 Līlū; J ʘp ʘʘnīl fīla Hje HLİV hīmū nŪ; 0bīfe LīlūjİRmz ʘʘnīl A z İeīl q a nīšʘl fīla
 Hje aīqīl AīhŌīma İhnāp İRm ʘk, aīqīl L i R Bīpʘm, aīqīl İadīlhqʔe ʘcni İšʘl hīZē
 öleʘm pwnuʔʘL qīl j i leʘa qCaz ʘNīl i HC Ar z İ i İšʘl pčj ʘm qīl iʔel Ah' i f z İ a L N
 pōīl aīl fīla j qʘān ʘke Af j iʔel jʰaī hīSʘāİRmz ʘp j i ʘT j i ʘT p w ʘL i Q İhpSīe İcu;
 E p R i p a q e ʘu fīahīc eī Līlū; bīl Lʘa fīʘ eīCz

aīqīl fʘl qīl i e kMe ʘNīl i J İheʘul Apīr iʘa rā-Dōlī-hna aīqīcīl fīla Ai āaīl
 Afhīc Bʘl i f Līl ʘme aMʘeī HC Aeʔju rāaīl İhī, Ū pōīl aīl ʘNīl i cīl fʘr cysīCʘa
 qCmz

AbQ ʘNīl i l İhī, Ū pōīl aīl jʰel İhʘāq HʘLhīʘC ʘk nīzʰ qCuīR aīqīJ eʘq ʘNīl i l
 HLfīL i l Nīu-fs i EŪa İqʘcuīle aīqīl HMʘeī jʰe jʰe BŌia Līl ʘāİRmz ʘp HL i L j
 Līlū; hīTʘa fīl ʘāİRm HC İqʘcuīlel jʰdē HL V i fīaLīmaīl i jh BʘR--Cq i p q S f h i z ʰ
 eʘq, Cq i İeʘSI i İšʘl-İhnāpīl jʰdē f k l i c eʘq, Cq i AeʔʘL BŌia Līlhīl Seʔ phīcīC
 ENī jʘn Ecʔaz

ʘpīce paʔju pLm Lbīu, pLm L i S, Bqīl Līlhīl L i m, māmīʘL NŌf hīm hīl p j u,
 œʘj i NaC pōīl aīl jʰel amʘʘn HL V i İLʘpīl ʘnceī ʘLhmC fēs i İcʘa mīlNm--aīqī
 ʘL i e j ʘaC ʘp cī Līl ʘa fīl m eīz L y V i ʘL i b i u BʘR aīqī S i l eʘa fīl ʘm aʘn L y V i aʘmu;
 ʘgīmʘa fīl i k i u z jʰel L y V i V M i S u i hīq l Līlhīl Seʔ ʘpīce l i ʘe pōīl aī ʘpC Nīlshīl i cīl
 R i ʘa HL m i hīp u i İq m z

l i j e l İŌeʔ AāL i l İcu; ʘp İeʘSI jʰel AL i Z aīf ʘke jʰR u i ʘgīm hīl ʘŌō i Līl m,

İLZ°Lj°ej gm qCm eiz aqiqi h°LI Ale°cñé °h;TjVj Seé aqiqi Lyic°a CjR; Lİlm,
İLZ°Lj°ej Bİpm eiz

HLSe AfİİİQa kh; Lfj°m İamL LjİVu; Bİpuj°R, Abh; aqiqi°L a°Lİ fljİ' Lİlu;
aqiqi AqwLjİ ea Lİj °Nm ej HCSeéC pÖİİa; HarZ dİlu; ffs; °h;id Lİİ°a°R, Cqİl
A°Fr; Aáa qİpÉLİ İLR° qC°a fİ°l eiz HC LjİZVj°L pÇFZİ Apñh hİmu; je qC°a °p
İhc;u Lİlu; İcmz aMe Bpm LjİZVj; j°e fİsm Hhw j°e fİsu; aqiqi i jİİ m< i °h;id qCmz
BS İae-Qjİ ÖWj; pÖİİa; °pC kh°LI pÇj°M hİpu; İRm Hhw jİ°T jİ°T aqiqi fr
Ahmðe Lİlu; a°LİU °k;N İcu;R AbQ °p aqiqi°L H°Lh;°l °ke mrÉj;æC L°l eic--k;Chİl
pj°W aqiqi°L °p °ke °Qj;M °cİM°aC f;Cm eiz HC fİİ fZİ E°Fr;C °k pÖİİa;°L Ni İİ i j°h
İh;du;R aqiqi°a °Lj°ej p°q eiz hİq°lİ °j°u°cl p°Á °j m;°j nİl Ai É;pV; bİL°m °k
HLVj; pW°Lj;Q S°j, İhe°ul hÉhq;°l °k HLİV pW°Lj;Qİ fİİ Qu f;Ju; kju-- °pC pW°Lj;Qİ
j°dÉ HLVj; pm< ejİa; B°Rz °Njİl BQİ°Z aqiqi İQq;°j;æJ İRm eiz aqiqi °pC L°Wjİ Hhw
fİm KcİpÉÉ pÉ Lİj h; aqiqi°L Ah' i Lİlu; Es;Cu; °cJu; pÖİİa;İ f°r BS °Le Hje
Apñh qCu; EİWm? Hah°s; E°Fr;İl pÇj°M °p °k BaÉpwhİZ ej Lİlu; a°Lİ °k;N
İcu;İRm, İe°SI HC fİNmİ aju °p °ke jİİlu; k;C°aİRmz qİj;°el AeÉju a°Lİ HLhİl kMe
pÖİİa; AaÉz' E°SİSa qCu; EİWjİRm aMe °Njİl aqiqi j°Mİ İc°L Qİlqu;İRm; °p Qİqİe°a
pW°Lj;Qİ °nnj;æ İRm ej-- İLZ° °p Qİqİel İİ al LÉ İRm aqiqi °h;Tj; nŞz aMe İL °p j°e
j°e hİm°aİRm-- H °j°uİV LÉ İemİk , Abh; Cqİl AqwLjİ °a; Lj eu, fİ'oj;e°ol a°Lİ
H Ae;qŞa °k;N İc°a B°p? aqiqiC kİc °p j°e Lİlu; bİ°L aqiqi°a LÉ B°p kju? İLR°
B°p kju ej, ah°pÖİİa; AaÉz' ffs; °h;id Lİİ°a mİNmz H-pjÜC i °mu; k;C°a, j°Ru;
°gİm°a °p HLj;°l °Q; Lİlm İLZ° °Lj°ej °aC fİİlm eiz °Njİl Efl aqiqi İjN qC°a
mİNm-- °Njİl°L °p L°pwú;İ j;Ræ EÜa kh°L hİmu; pjÜ' j°el p°Á Ah' i Lİİ°a Qİlqm İLZ°
ah°pC İhf°mL;ju hSİL~ fİ°ol °pC İexpW°Lj;Q cİØ Øjİal pÇj°M pÖİİa; j°e j°e
AaÉz' °R;Vj; qCu; °Nm-- °Lj°ej °aC °p İe°SI °Nİh Mİs; Lİlu; İjİM°a fİİlm eiz

pL°mİ İh°no mr°Nj;Qİ qJu; Bcl f;Ju; pÖİİa;İ Ai ÉU' qCu; İNu;İRmz °p °k j°e j°e
HC Bcl Qİlqa aqiqi e°q, İLZ° BS °Njİl İeLV qC°a E°Fr; °Le aqiqi Lj°R Ha ApqÉ
qCm? A°eL i jİhu; pÖİİa; °noLj;°m İØbl Lİlm °k, °Njİl°L °p İh°no Lİlu; qİl j;ejC°a
CjR; Lİlu;İRm hİmu;C aqiqi AİhQİma AeHdj;e Ha Lİlu; q°e°u BQja Lİİ°a°Rz

Hjİe Lİlu; İe°SI j;eMj;ej mCu; Vj;ej°R; Lİİ°a Lİİ°a İjİæ hİsu; k;C°a mİNmz hİİa
İeh;Cu; İcu; hİİst pL°mC Öj;C°a İNu;°Rz pcl-clS; hâ qChİl nè qCm-- °h;Tj; °Nm °hqİl;
İj;ej-Mj;Ju; pİİlu; HChİl öC°a k;Chİl Efæz' Lİİ°a°Rz Hje pj u mİma; aqiqi İjİæL Ljfs
fİİlu; Rj°a Bİpmz pÖİİa;°L İLR° ej hİmu; aqiqi fİn İcu; İNu; Rj°aİ HL °Lj;Z °lİmw
dİlu; cys;Cmz pÖİİa; j°e j°e HLV°qİİpm, h°Tm mİma; aqiqi fİİa Aİİ j;e Lİlu;°Rz BS
°k aqiqi mİma;İl p°Á öChİl Lb; İRm aqiqi °p H°Lh;°lC i °mu; İNu;°Rz İLZ° i °mu; °NİR
hİm°m mİma;İl Lj°R Afİİd r;İme qu ej-- LjİZ, i °m°a fİİj;V;C pL°mİ °Q°u -İj;al

Afljdz ɸ ɸ kb;pj ɸ fīanīa j ɸ LI;Cu; ĩc ɸ aje ɸ ɸ euz HarZ ɸ nš² qCu; ĩhR;eju fīsu;ĭRm-- kaC pj u k;C ɸ aĭRm aaC a;q;ĭ Aĭ j je aħē qCu; EĭW ɸ aĭRmz Ah ɸ n ɸ kMe ĩea;ȳC Apqē qCu; EĭWm aMe ɸ ĩhR;e; Rĭ;su; ɸ Lhm eĭ ɸ S;e;C ɸ a Bĭpm ɸ Bĭj HM ɸ e; S;ĭNu; BĭRz

p ɸ ĩĭ a; ɸ ĩL Rĭ;su; dĕĭ dĕĭ mĭma;ĭ L;R Bĭpu; a;q;ĭ Nm; Ss;Cu; dĭĭm-- Lĭqm, "mĭma;ĭ, mr ɸ ĩ i ;C, ĭ jN ɸ L; ɸ ĭ; e; i ;Cz"

mĭma;ĭ p ɸ ĩĭ a;ĭ q;ĭa R;S;Cu; mCu; Lĭqm, "e;ĭ, ĭ jN ɸ Le ĭ ĩh? a ɸ ĭ h ɸ p;ĭ-e;ĭz"

p ɸ ĩĭ a;ĭ a;q;ĭ q;ĭa Vĭ;eu; mCu; Lĭqm, "Q ɸ m;ĭ i ;C, ɸ ɸ a k;Cz"

mĭma;ĭ ɸ L; ɸ e; EŠĭ e; ĭĭĭu; Q ɸ ĭ ĭĭĭu; c;S;Cu; ĭĭqmz Ah ɸ n ɸ p ɸ ĩĭ a;ĭ a;q;ĭL ɸ S;ĭ ĭĭĭu; Vĭ;eu; ɸ ĭ;ĭ;ĭĭ 0 ɸ ĭ mCu; ɸ Nmz

mĭma;ĭ ĭ; ɸ ĩL ɸ ĭĭqm, "Le a ɸ ĭ Ha ɸ ĭĭ ĭĭ ĭm? S;e HN; ɸ ĭ;V; ɸ S ɸ Rz Bĭj p;ĭ ɸ ĭ 0 ĭs ɸ e;ĭRz HMeC ɸ a;ĭ a ɸ ĭ 0 ɸ ĭ ɸ u fs ɸ ĭz"

p ɸ ĩĭ a;ĭ mĭma;ĭL h ɸ ĭĭ ĭĭ L;R Vĭ;eu; mCu; Lĭqm, "BS B;ĭ;ĭ Aef;ju q ɸ u ɸ N ɸ R ĭ i ;Cz"

ɸ k;ĭe Afl;ĭd ɸ ĭL;ĭ ĭĭ; mĭma;ĭ Bĭ ĭ jN ĭĭqm e;ĭ H ɸ ĭLh; ɸ ĭ eĭj qCu; Lĭqm, "HarZ Hĭm;ĭ h ɸ p ĭ;ĭ ĭb;ĭ i ĭ ĭĭR ɸ m ĭcĭc? f;ĭe;ĭ;ĭ ĭb;ĭ?"

a;q;ĭL aSĭef ĭcu; B0;ĭa ĭĭĭu; p ɸ ĩĭ a;ĭ Lĭqm, "c;ĭ!"

f;ĭe;ĭ;ĭL mĭma;ĭ pĭq ɸ a f;ĭĭĭa e;ĭ H;e-ĭL, a;q;ĭ Aef ɸ ĭ;eĭ j ɸ a;ĭ a;q;ĭL mCu; p ɸ ĩĭ a;ĭL Wĭ;ĭ ĭĭ;ĭ a;q;ĭ f ɸ r Ap;ĭdē ĭRmz f;ĭe;ĭ;ĭp ɸ ĩĭ a;ĭL ĭh;ĭq ĭĭĭ ɸ a C;ĭR; ĭĭĭu;Re H ĭb;ĭ j ɸ e ĭĭĭm a;q;ĭ ĭ jN qCaz

HĭV;ĭ;ĭe Q ɸ ĭ ĭĭĭu; mĭma;ĭ ĭb;ĭ a ɸ ĭm, "B;ĭR; ĭcĭc, ĭheuh;ĭh ɸ m;ĭLĭV ĭL; ɸ ĭ ĭnz e;ĭ?"

p ɸ ĩĭ a;ĭ j ɸ eĭ ĭ ĭhV; k;Q;C ĭĭĭh;ĭ E ɸ ĭnē ɸ k H f ɸ ĭĭ ĭ j ɸ dē ĭRm e;ĭ a;q;ĭ ĭĭm ɸ a f;ĭĭ e;ĭ

p ɸ ĩĭ a;ĭ Lĭqm, "q;ĭ, ĭheuh;ĭh ɸ m;ĭLĭV ĭ ĭ; m;ĭ ĭĭĭL-- ɸ ĭn ĭ ĭ; m;ĭ j e ɸ z"

mĭma;ĭ ɸ k p ɸ ĭ Bn; ĭĭĭu;ĭRm a;q;ĭ ɸ a;ĭ p ɸ C f;ĭZ ĭ ĭ;ĭSm e;ĭ aMe ɸ B;ĭ;ĭ Lĭqm, "ĭL; ɸ k;C hm ĭcĭc, B;ĭ;ĭ ɸ N ɸ ĭ ĭqeh;ĭh ɸ ĭL H ɸ ĭLh; ɸ ĭC ĭ ĭ; m;ĭ m;ĭN ĭez ĭf ĭLj ĭV; ĭV; ĭP, ĭ;W ɸ M;ĭ;ĭ; ɸ Q;ĭ;ĭ, f;ĭbħē ĭ;E ɸ ĭ ɸ ke NĭqēC ĭ ɸ e e;ĭ ɸ a;ĭ;ĭ ĭf ĭLj m;Nm?"

p ɸ ĩĭ a;ĭ Lĭqm, "h ɸ s;ĭ ɸ ĭĭn ĭLj ĭq;ĭ;ĭe;ĭz"

mĭma;ĭ Lĭqm, "e;ĭ, e;ĭ, B;ĭ;ĭCĭ ĭ ĭ p;ĭ j n; ɸ ĭul ɸ a;ĭ M ɸ ĭC ĭq;ĭ;ĭe;ĭ, ĭL; ɸ p Bĭ-Hĭ ĭL;ĭ ĭz H ɸ ke-- ĭWL hm ɸ a f;ĭĭ ɸ e ĭf ĭLjz"

p ɸ ĩĭ a;ĭ q;ĭ;ĭpu; ĭĭqm, "ĭf ĭLjC h ɸ v;ĭ" ĭĭmu;ĭ ɸ N;ĭ;ĭ ɸ pC E;ĭQ ɸ ĭi m;ĭ;V ĭamL-ĭ;V;ĭ j;ĭaĭj ɸ e Bĭeu; p ɸ ĩĭ a;ĭ ĭ jN ĭĭmz ĭ jN ĭĭĭh;ĭ ĭ;ĭZ HC ɸ k, ĭ ĭam ɸ ĭĭ ĭ;ĭ; ɸ N;ĭ;ĭ ĭf;ĭ;ĭm h ɸ s;ĭ h ɸ s;ĭ Ar ɸ ĭ ĭmĭMu;ĭ ĭ;ĭMu;ĭR ɸ k ɸ a;ĭ;ĭCĭ qC ɸ a Bĭj f ɸ bLz ɸ pC f;ĭb ɸ ĭLēĭ f ɸ Q ɸ ĭ ĭĭĭu; Aĭ j je ɸ ĭ p ɸ ĩĭ a;ĭ kĭc d;ĭmp;ĭv ĭĭĭu; ĭc ɸ a f;ĭĭĭa a ɸ ĭC a;q;ĭ ĭ; ɸ ĭul S;ĭm;ĭ ĭ;ĭVaz

B ɸ m;ĭQe;ĭ ĭā qCm, ɸ 2 ɸ ĭ c ɸ S ɸ e 0;ĭ;ĭCu; fĭsmz ĭ;ĭe kMe c ɸ v;ĭ p ɸ ĩĭ a;ĭ S;ĭNu;ĭ ɸ ĭMm, ĭ;ĭq ɸ Tj ɸ Tj ɸ ĭĭĭu; ĭĭ ɸ qC ɸ a ɸ R; ĭ;ĭT ĭ;ĭT a;q;ĭCĭ ĭ n;ĭĭĭ B;ĭZ ɸ ĭ c ĭĭĭu; ĭħc ɸ aĭ B ɸ m;ĭ Q;ĭĭLu;ĭ EĭW ɸ a ɸ R; 0 ɸ ĭ ĭL;ĭZ ɸ k f ɸ ĭf ĭRm ɸ pV;ĭ ĭelhu;ĭ ɸ N ɸ Rz ɸ pC ĭ;ĭeĭ ĭe ɸ ĭ a;ĭ

AåLj[®], Aåhnij hñol n[®]e, pøllajl j[®]e j[®]dé HLVj[®] hñe; hñid qC[®]a mijNmz[®] p[®]
Hfin Jfin Lillu; Oj;Chil Seé A[®]eL[®] Qø; Lillm-- f[®]ñC mñmaj[®]L Ni fl p[®]ç[®]a j[®]NA[®]
c[®]iMu; a;qil Doñ Sij[®]m, ÌLz[°] ÌLR[®]aC Oj Bìpm eiz Ìh[®]š² qCu; p[®] ÌhR;ej; Rjlsu; hijl[®]
qCu; Bìpmz[®] M[®]im; c[®]lS[®]il L[®]iR[®] cys;Cu; pçj[®]MI R[®]ial Ìc[®]L Qijqu;-- j[®]T j[®]T hij[®]p[®]
h[®]N N[®]u hñol R;V mijN[®]a mijNmz[®] Oñlu; Ìgillu; BS p[®]á;ñm;Lil pj[®]Ù¹ hñ;f;ñ[®] aæ aæ
Lillu; a;qil j[®]e Ecu qCmz[®] p[®]C p[®]ñ[®]Ù¹ a Nijsh;il;ç;il Efl[®] N[®]il;il EY[®]ç j[®]M Øfø Rih[®]
j[®]a; a;qil Øj[®]ñ[®]a SijNu; EIWm Hhw aMe a[®]L[®]M[®] k-pj[®]Ù¹ Lb; L[®]i[®]e öleu; i[®]ñmu; ÌNu;ilRm[®]
p[®] pj[®]Ù¹ N[®]il;il Ni fl fñm L[~]ü[®] Sisa qCu; BN[®]i[®]N[®]s; a;qil j[®]e fismz[®] L[®]i[®]e hijS[®]a
mijNm, "Bfeil; k[®]çl Aññra hñe Bìj a;çlC c[®]m, Bfeil; k[®]çl L[®]p[®]ú;il hñe
Bj;il p[®]ú;il a;çz karZ e; Bfle[®] c[®]n[®]L i[®]ñm;hip[®]he Hhw[®] c[®]n[®]l[®] m[®]i[®]çl[®] p[®]Á HL SijNu;ju
H[®]p cys[®]a fil[®]he aarZ fkl[®] Bfeil j[®]M[®] c[®]çl[®] c[®]n[®]l[®] Ìe[®]ç; Bìj HL hZ[®]U p[®]ç[®] LI[®]a
f;il[®]h eiz" H Lb;il Eš[®] f;jeñ;h[®]Lìq[®]me, "Hje LI[®]m[®] c[®]n[®]l[®] p[®]ñ;ide q[®]h L[®]fl[®]?" N[®]il;
NìS[®]ñ; EIWu; Lìqm, "p[®]ñ;ide! p[®]ñ;ide[®] Y[®]l f[®]çl[®] Lb;iz p[®]ñ;id[®]e[®] Q[®]u[®] h[®]s; Lb;
i[®]ñm;hip; n[®]ü;iz B[®]N[®] Bj;il HL qh a; q[®]m[®]C p[®]ñ;ide Ìi al[®] c[®]çl[®] Bfle[®]C q[®]h[®]z Bfeil; k[®]
f[®]çl[®] q[®] c[®]n[®]L M[®]M[®] LI[®]a Qie-- Bfeil; hñe, c[®]n[®]l[®] L[®]p[®]ú;il B[®]R AaHh Bj;il
p[®]p[®]ú;il[®]fl cm Bm;ç; q[®]u b;Lhz Bìj HC Lb; hñm, Bìj L[®]i[®]ç; Q[®]u[®] hñ[®] q[®]u L[®]i[®]ç; c[®]çl[®]
f[®]çl[®] qh e; HC Bj;il pL[®]m[®]l[®] Q[®]u[®] h[®]s; BL[®]i[®]ç;-- a;il fl HL q[®]m[®] L[®]je[®]l[®]p[®]ú;il b;L[®]h,
L[®]je[®]l[®]p[®]ú;il k[®]ç, a; Bj;il c[®]n[®]C S[®]i[®]e Hhw[®] c[®]n[®]l[®] Ìkie Ìhd;aj; Ìa[®]le[®]C S[®]i[®]eez" f;jeñ;h[®]
Lìq[®]me, "Hje-pLm f[®]b; j[®] p[®]ú;il B[®]R k[®] c[®]n[®]L HL q[®]a Ìc[®]R eiz" N[®]il; Lìqm, "k[®]ç HC
Lb; j[®]e L[®]ç[®] k[®] B[®]N[®] p[®]C-pj[®]Ù¹ f[®]b; j[®] p[®]ú;il[®] HL HL Evf;il[®]Va L[®]ç[®]gm[®]he a;il
f[®]ç[®] c[®]n[®] HL q[®]h a[®]h p[®]ç[®] L[®]R[®]ç[®] g[®]m[®] p[®]ç[®] f;il qh;il Qø; L[®]i[®]ç; q[®]h[®]z Ah' j[®] Aq[®]W[®]Lil
ç[®] L[®]ç[®] ej[®]q[®]u i[®]ñm;h[®]p[®] Ìe[®]S[®]L A[®]ç[®]l[®] p[®]Á pL[®]m[®]l[®] LI[®]ç, p[®]C i[®]ñm;hip;il L[®]i[®]R p[®]ç[®]
æ[®]V j[®] Apç[®]f[®]Z[®]il; p[®]ç[®]SC q;il j[®]e[®]h[®]z pLm[®] c[®]n[®]l[®] pLm[®] pj[®]SC æ[®]V j[®] Af[®]Z[®]il; B[®]R ÌLz[°]
c[®]n[®]l[®] m[®]i[®]L üS[®]ilal f[®]il[®] i[®]ñm;hip;il V[®]i[®]e karZ HL b[®]çl[®] aarZ fkl[®] a;il Ìho L[®]i[®]V[®]u
Qm[®]a f[®]ç[®]z fQh;il L[®]ilZ q;ju;il j[®]déC B[®]Rz ÌLz[°] h[®]ç[®] b;L[®]m[®]C p[®]V; L[®]i[®]V[®]u Qim, j[®]ç[®]
N[®]m[®]C f[®]ç[®] EIWz Bìj Bfeil[®] hñiR p[®]ñ;ide LI[®]a k[®]ç B[®]pe[®] a; Bj;il p[®]ç[®] LI[®]h e; a;
Bfeil;ç[®] q[®]ie hij[®]ne;ilC[®] q[®]ie[®]z" f;jeñ;h[®]Lìq[®]me, "Le LI[®]he e;?" N[®]il; Lìqm, "LI[®]h
e; a;il L[®]ilZ B[®]Rz hij[®]f-j[®]ç[®]ul p[®]ñ;ide p[®]ç[®] LI[®]ç; k[®]ç ÌLz[°] f;ç;il;ju;im;il p[®]ñ;id[®]e[®] hñ;id[®]e[®]
Q[®]u[®] Af[®]j[®]je A[®]eL[®] hñ;ñ; p[®]C p[®]ñ;ide p[®]ç[®] LI[®]a q[®]m[®] j[®]e[®]ç[®]al[®]eø quz B[®]N[®] Bañu q[®]he
a;il fl p[®]ñ;id[®]L q[®]he-- e[®]C[®]m[®] Bfeil j[®]M[®] i[®]ñm; Lb;[®]a[®]J Bj;il[®]çl[®] A[®]eø q[®]h[®]z" Hj[®]le
Lillu; HLIV HLIV pj[®]Ù¹ Lb; BN[®]i[®]N[®]s; pøllajl j[®]e EIW[®]a mijNm Hhw HCp[®]Á j[®]e j[®]dé
HLVj[®] A[®]e[®]ç[®]h[®]ñ[®] hñe; j[®]ç[®]Lhm[®]C f[®]ç; Ìc[®]a b;ilLmz n[®]ç[®] qCu; pøllajl ÌhR;ej;ju Ìgillu; Bìpm
Hhw Q[®]ç[®]MI Efl[®] LIam Qijfu; pj[®]Ù¹ i;he[®]ç[®]L[®] M[®]im; Oj;Chil Qø; Lillm ÌLz[°] a;qil j[®]M j[®]
L[®]je Ty Ty Lill[®]a mijNm Hhw HC-pj[®]Ù¹ B[®]m;Qe; i;ilPu; Qñlu; a;qil j[®]e j[®]dé[®] Lhm[®]C
Be;ñ;ej; Lill[®]a b;ilLmz

Iheu J Nij; f' nI hjs qC'a I;Uju hijl qC'm Iheu Liqm, "Nij; , HLV=B' B' Qm; i jC-- 'ajil fi c'vi Bjic' Q'u A'eL h'si-- JI QimV; HLV=M'V; ei LI'm 'ajil p'A k'a Bjli qyif' f'isz"

Nij; Liqm, "Bij HLM;C k'a Q;C, Bjil BS A'eL Lbi i jhhi B'Rz"

himu; aqil u;ji ihL a'na'a' p' h'n Qimu; Nmz

Iheul j'e B0;a mijNmz p' BS Nij; ih' ih'a; q Lilu; aqil ieu; i A Lilu;Rz p' p'd'a Nij; Li' lal' u;il 'i jN Lil'm p' M'n qCaz HLV; Ts qCu; N'mC aqic' l' Ql'ic'e' h'a'a' BLjn qC'a Nj V Li'Vu; k;Ca Hhw p' qyf R;isu; hyl'Qaz

aqi R;si BI-HLV; Lbi aqil' f'f; ic'a'irmz BS qW;v Nij; f' nI hjs'a f'bj B'ipu;C Iheul' p'M;e h'a' i' h'hipu; bil'a' c'imu; i'eu'c j'e Lilu;R Iheu H hjs'a ph'ic;C k;aju;a L'z Ahn', k;aju;a Lil'm k' L;e; Af'ld B'R aq; eu; Nij; k;qiC hm' f' nh;h' p'nira fil'h'i' p'A A;1Ai i' h' fil'Qa qCh;il p'k;N f;Ju; Iheu HLV; ih'no mi; himu; NZE Lil'a'R; Cq;ic' p'A j'ni'j'ln Li;a' Nij; kic' L;e; c;o' c'm a' h' p'v; aqil i'ea;1 Nys;ij; iL;° f' h' Lb;h;a'nu Nij; e;il S;ieu;R k' Iheu f' nh;h' hjs'a k;Ju;Bpi L' ei; BS pqp; aqil j'e qC'a f;il' k' p' Lbi;v; pa'f euz ih'noa hlc;p'cl' f' aqil' ih'no Lilu; 0' Xil'Lu; mCu; N'me, p'M;e aqil' j' u'cl' p'A aqil' Bm;f qC'a mijNm-- Nij;il a'f'r' m'r qC'a Cq; Hs;Cu; k;u e;Cz j' u'cl' p'A HCl' f' j'm; j'nu J hlc;p'cl' f' Ba'ua;u j'e j'e Iheu i; jil HLV; N'h J Be' Aei h Lil'a'irm-- iL;° p' Cp'A HC fil'h'i' Nij;il p'A aqil' Bc'li f'ib'le' aqil' li a' li a' h;S'a'irmz BS fkl;1 HC c'v p'qf;WEl i'elhs h'a'a' j;TM;e' LqC h;id;ul' f' cys;u e;Cz HLh;il' Lhm Nij;il h'pp;j;ISL Evp;e'q Ei'ul h'a'a' HLV; r;IZL B;Rice f'isu;irm-- iL;° f' h'c' himu;IR Iheul' Li'R ja i'SlepV; M'h HLV; h's; h'f;il' e'q-- p' ja mCu; kaC msim;is Li;l-e; 'Le, j'je'c' aqil' Li'R h'in pa'z Hh;il' aqic' h'a'a' j;TM;e' j'je'ol Bsim f'ish;il' Ef'æ'z qCu;R himu; p' i u f;Cu;Rz f' nI fil'h'i' p'lqa p'd'a' Iheu j'm'h;je himu; ' je Lil'a'R, Li;Z ,aqil' S'h'e iWL Hje Be'cl' B;uce p' BI LM'e; f;u e;C-- iL;° Nij;il h'a'a' Iheul' S'h'e'el A'fi 'a; p'c h'a'a' qC'a ih'h;ilqa S'h'e'LC p' L'ofe; Lil'a' f;il' e;z

H fkl;1' L;e; j'je'c' LC Iheu Nij;il j'a; aqil' q'c'ul Ha Li'R B'ip'a' cu e;Cz BS fkl;1' p' Lhm hC f'isu;R Hhw Nij;il p'A a'LN Lilu;R, TNS; Lilu;R, BI Nij;LC i; m;h;ipu;R; pwp;il BI Li;q;LJ iLR;je Bjm i'ch;il AhL;nc qu e;Cz Nij;il J

i špçfç;ul Ai jh e;C, İLz° hã=lheu R;sj BI °LqC İRm e;ç N;ijl fİLİal j°dē
HLV; İexpĀajl i jh B°R-- H İc°L °p pijjeē °m;°LI pĀ İjĭn°a Ah' ; L°l e;ç-- AbQ
e;ejhd °m;°LI pĀ Öleüaj Lİ; a;çqil f°r H°Lh;°C Apñhz AİdL;wn °m;°LC a;çqil pĀ
HLV; çĀ aĀAe; h e;ç Lİl u;ç bİL°a f;çl e;ç

BS İheu hĀT°a f;çl m f°l nh;çh fİSe°cl fİa a;çqil q°u Ni İlal İ°f BL°b
qC°a°Rz AbQ Bm;çf °hİnc°el e°qz Cq;°a °p N;ijl L;°R °ke HLV; Afİ;°dl m< ; °ç;çd
Lİl°a m;çİNmz

HC °k hlc;ççİf BS İheu°L ayçqil °ç;çu°cl Cw°İS qÜİmİf J İnd°fL;S °cM;çuj J
Bhİš öe;çuj j;çaNhİ fİL;çn Lİl°aİR°me, N;ijl L;°R °k Cq; İLİ°f Ah' ;SeL a;çq; İheu
j°e j°e p°f° L°fe;ç Lİl°aİRmz hÜ°aC Cq;ç j°dē k°b° çİpÉLI hÉf;çl İRm; Hhw
hlc;ççİfİf °ç;çul; °k A°fÜ°f Cw°İS İniMu;°R, Cw°İS °ç;çl L;°R fñwp;ç f;çuj°R, Hhw
°mç;çVej;V Nheİ°l İ°æel L;°R rZL;°mİ Seē fñu m;ç Lİl u;°R, HC N°hİ j°dē HL İqç;ç
HLV; çfeaj İRmz İLz° H-pj Ü' hĀTu;ç S;çleu;ç İheu H hÉf;çlV;°L N;ijl BcnĀ-Aep;çl
OZ;ç Lİl°a f;çl e;çz a;çqil H-pj Ü' °hñ i ;çm;ç m;çİN°aİRmz m;çh°ZÉl j°a;ç °ç;çu-- °ç;çuİV İché
p°çl °çİM°a, a;çq;°a °L;°e;ç p°çq e;ç-- İheu°L İe°SI q;°al °mM;ç j;ççl Lİha;ç °cM;çuj
°k °hñ HLV°AqWLiç °ç;çd Lİl°aİRm, Cq;°a İhe°ul J AqWLi°l aİç qCujİRmz hlc;ççİfİf
j°dē H L;°mİ İWL İPİV d°l e;ç AbQ İale Aİaİl š² EcNİ;ç İ°h HL;çm;çuj g;çm;ç°a hÉÜ--
İhe°ul L;°R HC Ap;ç "°pÉl ApwNİav;ç dl;ç f°s e;ç °k a;çq; e°q, ahç hlc;ççİfİf
İhe°ul °hñ i ;çm;ç m;çİNu;çİRm;ç ayçqil AqWLiç J Apİqo;çajl p;çİmÉV°a İhe°ul fİa °ç;çd
qCujİRmz °ç;çul; °k a;çq;°cl qİçl n°e ÖI j dĀ Lİl u;ç İ;çMu;ç°R, Q;ç aİl Lİl u;ç fİl °hne
Lİl°a°R, İe°S°cl q;°al İnd°f Ö°l °cu;çm p;çS;çuj°R, Hhw °pçpĀ Cw°İS Lİha;ç fİsu;ç
Ef°ç;ç İN Lİl°a°R, Cq;ç kaç pijjeē qEL İheu Cq;°aC jĀ qCuj°Rz İheu Hje İp a;çqil
j;çehpĀİhIm SĀh°e BI LM°e;ç f;çu e;çz HC °ç;çu°cl °hñİ ç;ç qİçl-Lb;ç L;çSLj°mçuj La
j dĀ RİhC °k °p j°e j°e B;çL°a m;çİNm a;çqil BI pWmÉ;ç e;çz öd°hC fİsu;ç Hhw j a mçuj
aLİ Lİl°a Lİl°a °k °R°m LMe °kĀh°e fç;çfİZ Lİl u;°R S;çle°aJ f;çl e;ç, a;çqil L;°R
f°çñl İ pijjeē h;çp;çİVİ Ai É;ç°l HL eçæ Hhw BÖQk°SNv fİL;çn f;ççmz

N;ijl;ç °k İhe°ul pĀ R;çsu;ç İ;çN Lİl u;ç Qİmu;ç °Nm °p İ;çN°L İheu Aeē;çu j°e Lİl°a f;çl m
e;ç HC çç hãĀ h;çl°el p°d°a HaL;çm f°l BS HLV;ç paēL;çl hÉç;ça Bİpu;ç Efİ°ba
qCuj°Rz

hoñİ;çæİ Üİ AåL;çl°L Øfİç°a Lİl u;ç j;çT j;çT °ç;ç Ö X;çİLu;ç EİWmz İhe°ul j°e Aaē;ç
HLV;ç i ;çl °ç;çd qC°a m;çİNmz a;çqil j°e qCm a;çqil SĀhe İQİİce °k fb hİçqu;ç Bİp°aİRm
BS a;çq;ç R;çsu;ç İcu;ç BI-HLV;ç eçæ fb mçuj°Rz HC AåL;çl İ j°dē N;ijl;ç °L;ç;çu °Nm Hhw
°p °L;ç;çu Qİmmz

İh°çR°cl j°çm °fççl °hñ h;çsu;ç E°Wz N;ijl;ç fİa °fçç İhe°ul q°u °k La hçv Hhw La
fñm, BS °pç °fçç BÖç a m;çİNh;çl İc°e a;çq;ç İheu Aeē h Lİl mz

hijpu Bīpu; Ijāel AāLjī Hhw 0ḡI ĩeSīēaiḡL ĩheḡul Aaēz' ĩelhs Hhw nḡē ġhd qCḡa mīlNmz ḡNīlīl hīs kīChīl Seē HLhīl ḡp hīlqḡ Bīpm; ĩLz' BS Ijē ḡNīlīl pḡĀ ḡk aīqīl qḡḡul ĩj me qCḡa fīll ḡh Hje ḡp Bnī Līlḡa fīll m eī; aīC ḡp Bhīl ĩgīll uī ĩNu; nēz' qCuī ĩhRīejī jḡdē öCuī fīsmz

fḡI ĩce pLīḡm EīWuī aīqīl j e qīmLī qCuī ḡNmz Ijē Lōfeju ḡp Bfeīl ḡncejḡL Ae;hnēL Aaēz' hīsCuī aḡmuīlRm-- pLīḡm ḡNīlīl pīqa hāḡĀ Hhw fḡḡhīl fīll hīḡI pīqa Bmīf aīqīl LīḡR HLjīz' fīlḡfīl hīḡīdē hīmuī ḡhd qCm eīz hēfīl Mīejī Hje Lē -līal, HC hīmuī Līm IjēLīl j exfēsju BS ĩheḡul qīlp fīCmz

ĩheḡul Lyḡd HLMīejī Qīcl mCuī āḡfḡc ḡNīlīl hīs Bīpu; Efīḡba qCmz ḡNīlīl aMe aīqīl eḡḡI 0ḡ hīpu; MhḡI LīNS fīsḡāīRmz ĩheḡul kMe Ijūju aMeC ḡNīlīl aīqīl ḡcīMḡa fīCuīlRm-- ĩLz' BS ĩheḡul BNjḡe MhḡI LīNS qCḡa aīqīl cīḡ EīWm eīz ĩheḡul Bīpu;C ḡLīḡejī Lbī eī hīmuī ḡpūLīl uī; ḡNīlīl qīa qCḡa LīNSMīejī Līlsuī mCmz

ḡNīlīl Līqm, "ḡhd Līl aḡj ī ḡm LḡR-- Bīj ḡNḡḡjīqē-- HLSe Lḡpwūjīl jḡRḡ ĩqḡz'" ĩheḡul Līqm, "ī ḡm aḡjC quḡaī LīRz Bīj qīlR nēkš' ĩheḡul-- Eš' ḡNḡḡjīqḡel Lḡpwūjīl jḡRḡ hāḡz'"

গারামা কিল্ল ḡNḡḡjīqē HaC ḡhquī; ḡk, ḡp aīl LḡpwūjīḡI Seē Līḡīl LīḡR ḡLīḡejīce m< j ḡhd Lḡ eīz

বিনয়া বিনয়ও ঠিক তদুপা তḡh ĩLejī ḡp ĩeḡSI pwūjīl ĩeḡ ḡaḡs AeēḡL Bḡz'Z Līḡa kju eīz

ḡcīMḡa ḡcīMḡa cḡ hāḡa aḡḡm aLīl hīduī EīWmz fīsīpḡḡ ḡmīL hīTḡa fīll m BS ḡNīlīl pḡĀ ĩheḡul pīrīv ŌīVuīḡRz

ḡNīlīl Līqm, "aḡj ḡk fḡḡnhīḡḡ hīsḡa kīajūja LīR ḡp Lbī ḡpīce Bījīl LīḡR AūfLīl Līlī Lē cl Līl ĩRm?"

বিনয়া ḡLīḡejī cl Līlī-hna AūfLīl Līl ĩe-- kīajūja Līl ḡe hḡmC AūfLīl LḡĩRmīz Haīce fḡI Līm fībj aḡḡcl hīsḡa fḡḡhīl LḡĩRz

গারামা আমার সḡḡq qḡR Aīlī jēēl jḡaī aḡj fḡḡhīl Līhīl IjūjīC Sīe-- ḡḡḡhīl Ijūjī Sīe eīz

বিনয়া তা হḡa fīḡ-- Iḡ quḡaī Bījīl SḡNa fīLīaz Bīj kīḡL nūjī Līl hī ī jḡmīhīlp aīḡL Bīj aīN Līḡa fīll eīz Bījīl HC ūī jḡhīl fīll Qu aḡj JḡfḡRz

গারামা এখন ḡḡL aī qḡm JMīḡe kīajūja Qmḡa bīLḡḡ?

বিনয়া একলা আমারই ḡk Qmḡa bīLḡḡ Hje Lē Lbī BḡR? ḡajīl Jḡaī Qmḡvñīš' Bḡ, aḡj ḡaī ḡbīhl fḡcībīlēJz

গারামা আমি ḡaī kīC Hhw Bīp, ĩLz' ḡajīl ḡk mḡZ ḡCmḡḡ aḡj ḡk HḡLhīḡ kīhīlC cīlMmz Nīj Qī Lē l Līl mīNm?

বিনয়া কিছḡLsī; ḡmḡNīRmz

আরা ত?

বিনয়া না খাওয়াটা তার উ ঞ্চন Ls; m;Naz

আরা সমাজপালনটা তা হ ঞ্চন il Lhmjæ i âa;f;ime?

বিনয়া সব সম ঞ্চন euz il;° c;M; N;ij, pj;SI pÂ kM;e qeul pW0ja hið pM;e Bjil f--

N;ij AdfI qCu; EïWu; ðheuL Lb;V; no Lïl@aC ðcm e; p NïS;ij Lïqm, ""qeu! pj;S L a;ij R;V; L a;R L cM h;nc Lb;u Lb;u a;ij;il qeul pW0ja hiðz il;° pj;S L B0;ia LI;im a;il ðnce; k Lac; fkl;¹ ðN;u f;Ru a; k;c Aei h LI;a a; q;im a;ij;il I qeuv;il Lb; a;ma a;ij;il m< j ðid qaz f;nh;h;ð j;ucl j;e HLVM;ile B0;ia ðc;a a;ij;il i;il Lø

m;N-- il;° Bjil Lø m;N HaV;ð Se;f pj;U¹ c;nL kMe Ae;u;ð B0;ia LI;a f;ilz'

ðheu Lïqm, ""a;h pa;f Lb; h;im i; j; N;ij; HL f;u;im; Q; M;im pj;U¹ c;nL k;c B0;ia LI; qu a;h p B0;ia c;h;il EfL;il q;h; a;il b;L h;Ï;u Qm;im c;nV;L Aa;Ë;¹ c;h;im, h;h;L; a;im; q;h;'

আরা ঞ্চন; j;nu, J-pj;U¹ k;S² B;ij S;ile-- B;ij k; H;L;h; A;h; a; j;e L;R;ij e;il il;° H-pj;U¹ HMeL;il Lb; euz I;ðN R;im kMe Jod M;a Q;u e; j; aMe p;ðb n;I; J ðe;S Jod M;u a;L S;e;ra Q;u k; a;ij;il pÂ Bjil HL c;ij-- HV; a; k;S²¹ Lb; eu, HV; i;im;h;ip;il Lb; HC i;im;h;ip; e; b;L;im kaC k;S² b;L;e; R;im; pÂ j;u;il k;N eð quz a; q;im L;S;J eð quz B;ij J Q;u; f;u;im; ðe;u aL;N;L;il e;il-- il;° c;h;il pÂ ðh;R; B;ij p;f; LI;a f;il e;il-- Q; e; M;ju; a;il Q;u ð;I p;q;S, f;nh;h;ð j;u;il j;e Lø c;ju; a;il Q;u ð;I R;V;iz pj;U¹ c;h;il pÂ HL;a;f; q;u j;mi;C B;ij;cl HMeL;il Ah;ð;ju; pL;im Q;u f;ð;e L;S-- kMe ð;me q;u k;h; aMe Q; M;h;il il e;il-M;h; c;L;ju; p a;L;N; j;f;ip; q;u k;h;'

বিনয়া তা হ ঞ্চন Bjil àa;fu f;u;im; Q; M;h;il A;eL ðhm;ð B;R c;M;Rz

আরা না, ঞ্চন ðhm;ð LI;h;il cl;L;il e;Cz il;°, ðheu, Bjil BI Le? ðq;ap;SI A;eL A;f;u; ð;S;e;pl pÂ pÂ Bjil;L R;sh;il pj;u H;ð;Rz e;C;im f;nh;h;ð j;u;cl j;e B0;ia m;N;h;'

H;e pj;u A;h;e;ñ 0; B;ipu; f;h;ñ L;il; m; p N;ij;il ðno;f; N;ij;il j;M q;C;a p k;ij; ð;e a;ij;C p ðe;SI h;U-a;ij; R;V; H;hw ðe;SI i; j;oi; à;ij; ðh;L;a L;il;u; Q;il ðc;L h;im;u; ð;sh;uz N;ij;il Lb; k;ij;il; ðLR; h;T;a f;il e;il, A;h;e;ñ;il Lb; a;ij;il; ð;T; J f;h;wp; L;iz

ðheu; f;la A;h;e;ñ;il Aa;Ë;¹ HL;V; Do;ñ;il i; h; B;Rz a;ij;C p S;ij; f;ic;im;C ðheu; pÂ ðe;ñ;il;ð;il j;e; a;il aL;N;L;il;a Q;u; L;iz ðheu; a;ij;il j;ta;ju Aa;Ë;¹ AdfI qCu; E;W-- aMe N;ij; A;h;e;ñ;il aL;N;e;S a;im;u; m;Cu; ðheu; pÂ k;U; f;h;S quz A;h;e;ñ; j;e L; a;ij;il;C k;S² ke N;ij;il j;M ðcu; h;ij;il q;C;a;Rz

A;h;e;ñ; B;ipu; f;si;a N;ij;il pÂ ð;me-h;f;ij;il ðheu; h;ij; f;ic;m; p aMe E;W;u; Ef;

QNmz Be3juf aqil i ysil-0QI pCj qMI hij3u hipu; aLjil L4VaiRmez
Be3juf Liqme, "AeLrZ bL RajiCl Nm; öeªa fijuRz Ha pLjm k?
SmMihil MQu hiiuR a;?"

Aef ice qCm iheu hima, ej, MjC ejC-- Hhw Be3jufi pCj qMI hipu; aqil Bqil
Sij u; Eiwaz ilz°BS himm, "ej j; M;h ej-- MQuC hiiuRz"

BS iheu Ni;il LiR Afiid his;Cªa CuRi Lilm ez fCInhihª pªA aqil pwpthl Seª
Ni;il k HMªej aqilL rj; Lª ejC, aqilL HLVªke cªª Wimu; IjIMªaR, Cq; Aef h
Lil u; aqil jªel li aª li aª HLV; Lh qCªaIRmz p fªLV qCªa Rªi hijlqL Lil u;
Bmª Mip; R;siCªa hipu; QNmz

Ijiev fªeª; fª eªªQ iNu; ciMm Ni;il Alhe;nªL mCu; hijlqL qCu; NªRz Ni;il 0ª
iheu AeLrZ Qª Lil u; hipu; liqmz aqil fª MhªI LiNS qiªa mCu; nªªjªe ih' jfe
ciMªa miInmz aqil fl cªªNenªpª gªimu; hijlqL qCu; Qimu; QNmz

j dĕi^{q2} Nijil Lj^R k;Chil Seĕ İhe^ul je Bhil Q' m qCu; EİWmz İheu Nijil Lj^R İe^SL ea Lİİ^a Lj^Re;İce pW^LQ Ğhd L^Q e;Cz İLz^o İe^SI Aİi jje e; b;İL^mJ hã^aİ Aİi jje^L W^Lİ^e; nšz f^Qnh;hđ Lj^R dl; İcu; İheu Nijil fİa a;qi; HaİceL;İ İe;ju HLv^ake M;V; qCu;R ħımu; Afİ;đ Ae; h Lİİ^aİRm h^v, İLz^o pSeĕ Nijil; a;qi^L fİİq;İp J i vİpe; Lİİ^h HC fkl;C Bn; Lİİu;İRm, a;qi^L k Hje Lİİu; Wİmu; İjİMh;İ Qø; Lİİ^h a;qi p j^eJ L^Q e;Cz ħ;İp; qC^a M;İeLV; cđ ħ;İql qCu; İheu Bhil İgİİu; Bİpm; hã^af;İ^R Afj;İlea qu HC i u^o p Nijil ħ;İs^a k;C^a fİİm e;İ

j dĕi^{q2} Bq;İİ fİ Nijil^L HLM;e; İQİW İmİM^h ħımu; L;NS Lmj mCu; İheu ħıpu;R; ħıpu; AL;İZ LmjV;İ^L Q ya; Afh;İc İcu; HLv; Rİİ mCu; Aİanu k^aİHLv^aHLv^aLİİu; a;qi;İ pW;İ;İ Lİİ^a m;İNu;R, Hje p j^u e^fQ qC^a "İheu" ħımu; X;L Bİpmz İheu Lmj Q;İmu; a;İ;İİs e^fQ İNu; ħımm, "j İq;İc;İ, Bp^e, Ef^Q Bp^ez"

j İq;İ Ef^Qİ O^Q Bİpu; İhe^ul M;İVİ Efİ Ğhn Q^İİ; qCu; ħıp^{me} Hhw O^Qİ Bph;İf^e Ğhn i j^m; Lİİu; İeİf;Z Lİİu; Lİq^{me}, "C^M; İheu, a;İ;İ ħ;İp; k Bİj İQİe^e a;İ eu-- j;İ^T j;İ^T a;İ;İ Mħİ İe^u k;C Hje C;R;İ L^Q, İLz^o Bİj S;İe a;İ;İ BSL;İmL;İ i j^m; R^m, a;İ;İ^Cİ HM;İe a;İ;İLİV f;İh;İ S;İ e^C, a;İ İh^{no} f^İ;İSe e; q^m--"

İheu^L ħf^U qCu; EİW^a c;İMu; j İq;İ Lİq^{me}, "a;İ i jhR HMeC ħ;İS;İ b^L ea^e İy^Lİ İL^e H^e B;İ^L a;İ;İ M;İJu;İ^h, p Qø; L;İ^İ; e;İ a;İ;İL e; İc^m r;İ; Lİ^a f;İh İLz^o ea^e İy^Lİu; Beİs q;İ^aİ p;İ;İ a;İ;İL B;İ;İ p^Qf q^h e;İ"

HC ħımu; j İq;İ İhR;e; qC^a HLv; q;İaf;İM;İ a;İmu; mCu; q;İJu; M;İC^a M;İC^a Lİq^{me}, "BS İħh;İ^İ İħ;İe;İV;İ p^Cf;İN;İ;İV L^Q a;İ;İ HM;İe H^pİR a;İ HLv^aL;İZ B^Rz B;İ;İ HLİV EfL;İ a;İ;İ^L Lİ^aC q^hz"

İheu "L^f EfL;İ" İS' İp;İ Lİİmz j İq;İ Lİq^{me}, "B^Q Lb;İc;İ, a^h ħmhz"

বিনয়া আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তহিঁ ঐা?

মহিমা Q^Lhmj;İe a;İ;İ İ;İ;İC pñhz Bİ İLR^aeu, a;İ H^Lh;İ "qy' ħm^mC quz

বিনয়া আম^L Ha L^Q Q^Le ħm^Re? Bfİe^a; S;İ^ee Bİj Bf^e;İ^Cİ O^QİC Q;İL-- f;İİ^m Bf^e;İ EfL;İ Lİh e;İ H q^aC f;İ^İ e;İ

j İq;İ f^LV qC^a HLv; f;İ^eİ c;İe;İ ħ;İql Lİİu; a;qi; qC^a N;İV;İ c^uL f;İe İheu^L İcu; ħ;İL İae^v İe^SI j İM f;İ^İme J İQh;İC^a İQh;İC^a Lİq^{me}, "B;İ;İ nİnj M^Lİ^L a;İ a;İ S;İeCz c^ma öe^a e^q;İa j ĩ^c eu, Abİv ħ;İ^fİ j^a;İ qu İez ħup f;İu c^hİ L;İ;İ;İR

qm, HMe J^Q f^æØb LIhij pju q^URz ^QLjeImr^ÆR;si qi^a fs^h HC ^Q ^Q Bjil
^Qaj Ij^Q Oj qu eiz'

Iheu LIqm, "'h^Uq^URe ^QLe-- HM^Qej pju B^QRz"

মহিমা নি^QSI ^Q ^Q kⁱc b;La ^Qaj h^Qa ^QLe h^Uq^URz hRI ^QN^QmC h^Up Bfⁱe h;S ^QIL^Q
fⁱæ ^Qaj Bfⁱe B^Qp eiz Lj^QSC ^Qice ka kju je aaC h^UL^Qm q^U J^QWz HMe, a^Qj kⁱc HLV^Q
Bn^Qp c;J a; q^Um e;qu c^Qice ph^Q LI^QaJ f;ilz

বিনয়া আমার ^Qaj ^Qhⁱn ^Qm;LI p^QA Bm;f-fⁱlQu ^QeC-- LmL;ajl j^Qd^Q Bf^e;cI h;is
R;sj BI-^QLj^Qej h;is S;je ^Qe hm^QmC qu-- ah^QBij ^QMyS L^Q ^QcMhz

মহিমা শশিম^QMEI ^Qi jh^Qil^Qæ ^Qaj S;ez

বিনয়া জানি বৈকি ^QL HaV^QL^Qm; ^Qb^QL ^Qc^QM Bp;R-- mr^QE ^Q ^Quz

মহিমা ত^Q BI ^Qhⁱnc^Q ^QMyS LIhij Lf cILjil h;f^Q? J ^Q ^Q ^Qaj;ilC qi^a pj fⁱV
LIhz

Iheu h^Uq^UCu; EⁱWu; LIqm, "'h^Qme Lf?"

মহিমা ^QLe, Ae^Qju Lf h^Qm;R! Ahn^QE, L^Qm ^Qaj;il; Bj;cl ^Q ^QA^QeL h^Qs;-- ^QIL^Q
Iheu, Ha fs;öej L^Q kⁱc ^Qaj;il; L^Qm j;e^Q a^Qh qm Lf

বিনয়া না, না, ক^Qmi Lb; q^UR e; ^QIL^Q^Qh^Up ^Qk--

মহিমা বল ক^Q n^Qfl h^Up Lj Lf qm! ^Qq^Q ^Q ^Q ^Qaj ^Q ^Qj-j-p;^Qh eu-- pj;S^QL ^Qaj
Eⁱs^Q ^Qc^Qm Q^Qm eiz

j^Qqj pq^QS R;ish;il f;æ e^Qq^Q-- Iheu^Q ^Qiaie AⁱØbl L;lu; a^Qm^Qmez Ah^Qn^Q Iheu
LIqm, "'Bj;^QL HLV^Qi jhh;il pju ^Qcez"

মহিমা আমি ^Qaj BS Ij^QæC ^Qice ^QØbl LI^QR ^Qez

বিনয়া তব^Qh;isI ^Qm;L^QcI--

মহিমা হাঁ, ^Q ^Qaj h^QV^Qc ^Qaj^QcI ja ^Qie^Qa q^Qh ^Qh;ilz ^Qaj;il M^Qs;j n;ju kMe ha^Qje B^QRe
ajl Aj^Qa ^Qaj ^QILR^Qq^Qa f;il eiz

HC hⁱmu; f^QLV q^Qa ^Qaa^Q f;e^Ql ^Qc;ej ^Qlex^Qno L;lu; ^Qke Lb;V; f;il;f;il qCu;
B;pu;R HC^Q i; jh L;lu; j^Qqj Q;imu; ^QN^Qmez

^QILR^Qice f^Qh^Q Be^Qju^Q HLh;il n;nj^QMEI p^QA Iheu^Ql Ihh;^QqI f^Qh Bi;^Qp E>jfe
L;lu;R^Qmez ^QIL^Q^QIheu a;qi Lj^QeJ ^Qaj^Qm e;Cz BSJ f^QhV; ^Qk I^Qh^Qno p^QNa ^Qh;id qCm a;qi
e^Q ^QIL^Q^Qah^QLb;V; j^Qe^Ql j^Qd^Q HLV^Qm;je ^Qke Øb;je f;Cmz Iheu^Ql j^Qe qCm HC Ihh;q O^QV^Qm
Ba^Qhu;aj-p^QØ^Q ^QN;il; a;qi^QL ^QLj^Qejice ^QWim^Qa f;il^Qh e;iz Ihh;q-h^Qef;ilV;^QL q^Qeu;^QNI p^QA
Sisa LI^QL Cw^QISu;ej hⁱmu;C ^Qp Ha^Qice f;ilq;ip L;lu; B;pu;R, a;C n;nj^QME^QL Ihh;q
LI;V; a;qiL Lj^QR Ap^Qh hⁱmu; ^Qh;id qCm e;iz j^QqjI HC f^Qh mCu; ^QN;il;il p^QA f;il; n^Q
L;il;il ^Qk HLV; Efmr S^QVm Bf;iaa Cq;^QaC ^Qp M^Qn qCmz Iheu^Q ^Qh;R; ^QN;il; HC mCu;
a;qi^QL HLV^Q f;is;f;is L^Qz j^Qqj^QL pq^QS p^Qj;la e; ^Qic^Qm j^Qqj ^QN;il;^QL ^Qicu; a;qi^QL
Ae^Qid LI;Ch;il ^QØ; L;il^Qh Cq;^Qa Iheu^Ql p^Qq^Q IRm e;iz

HC p̄j ũ' B̄m̄jōe; L̄il u; ĩhēul j̄ēl Ahp̄j; C̄ L̄j̄v̄u; ĄNmz̄ p̄ aMeC̄ ĄN̄j̄l̄ j̄ ĩj̄s̄ k̄j̄Ch̄j̄
Seċ̄ f̄l̄ġā q̄Cu; Q̄j̄cl̄ Lȳd̄ ĩj̄l̄ q̄Cu; f̄l̄smz̄ Ađf̄ H̄LV̄c̄j̄ k̄j̄C̄aC̄ f̄Ŵv̄ q̄C̄ā ȫlēā
f̄j̄Cm̄, "ĩheuh̄j̄h̄" ĩfRē ĩḡll̄ u; ċ̄iM̄m̄ p̄aġn̄ a; q̄j̄L̄ X̄j̄L̄āR̄z̄

p̄aġn̄L̄ p̄Ā̄ m̄Cu; B̄h̄j̄l̄ ĩheū ĩp̄j̄ū f̄ġn̄ L̄l̄mz̄ p̄aġn̄ f̄LV̄ q̄C̄ā ĩj̄j̄m̄l̄ f̄j̄m̄
ĩj̄l̄q̄l̄ L̄il̄ u; L̄l̄qm̄, "H̄ ĩj̄đē L̄f̄ B̄R̄ ĩh̄ē ċ̄iM̄z̄"

ĩheū "j̄s̄j̄ ĩj̄b̄j̄" "L̄L̄ġġ ĩj̄R̄j̄" f̄l̄ ĩā e; e; Ap̄ñh̄ ĩS̄iēpl̄ e; j̄ L̄il̄ u; p̄aġn̄l̄ ĩeLV̄
aS̄lē m̄j̄ī L̄il̄mz̄ aMē p̄aġn̄ a; q̄j̄l̄ ĩj̄j̄m̄ M̄m̄u; ĄN̄j̄j̄f̄ȳQL̄ L̄j̄m̄j̄ L̄j̄m̄j̄ gm̄ ĩj̄l̄q̄l̄ L̄il̄ u;
ĩS̄' ĩp̄j̄ L̄il̄ m̄, "H̄ L̄f̄ ĩh̄ē ċ̄iM̄z̄"

ĩheū k̄j̄q̄j̄ j̄M̄ B̄l̄pm̄ a; q̄j̄C̄ ĩl̄mmz̄ Ah̄h̄ē f̄l̄j̄ī h̄ üf̄L̄j̄ L̄il̄m̄ p̄aġn̄ L̄l̄qm̄, ĄĀ̄ē
a; q̄j̄l̄ H̄L̄ j̄j̄j̄ B̄Rē ĩalē ċ̄p̄M̄ieL̄j̄l̄ HC̄ gm̄ a; q̄j̄l̄ j̄j̄l̄ L̄j̄R̄ f̄j̄W̄j̄Cu; ĩcu; Rē-- j̄j̄ a; q̄j̄l̄C̄
f̄ȳQV̄j̄ ĩheuh̄j̄h̄L̄ Ef̄q̄j̄l̄ f̄j̄W̄j̄Cu; Rēz̄

ĩp̄c̄h̄l̄ ĩj̄Ā̄j̄ē gm̄ aMeL̄j̄l̄ ĩc̄ē ĩl̄m̄L̄j̄a; j̄ū p̄m̄ī ĩR̄m̄ e; j̄-- a; j̄ ĩheū gm̄-- ĩm̄
e; ĩsu; Q̄j̄su; ĩV̄f̄u; V̄f̄f̄u; L̄l̄qm̄, "p̄aġn̄h̄j̄h̄; gm̄-- ģm̄j̄ M̄j̄h̄ L̄f̄ L̄l̄?"

p̄aġn̄ ĩhēul̄ HC̄ A'̄ a; j̄ū q̄j̄pu; L̄l̄qm̄, "ċ̄M̄hē, L̄j̄S̄ M̄j̄hē e; ċ̄ke-- R̄ġ ĩc̄ū Q̄L̄V̄
ĄM̄ā quz̄"

p̄aġn̄ ĩēSC̄ HC̄ gm̄ L̄j̄s̄ ĩcu; M̄j̄Ch̄j̄l̄ ĩeđgm̄ Q̄đj̄ L̄il̄ u; BS̄ ĩLR̄r̄Z̄ f̄j̄h̄N̄
Bāh̄ūSēc̄l̄ L̄j̄R̄ q̄j̄p̄ġđf̄c̄ q̄Cu; R̄-- p̄c̄Seċ̄ ĩhēul̄ Aelī '̄ a; j̄ū ĩh̄' S̄e; ĩQ̄ā q̄j̄p̄ġ L̄il̄ u;
a; q̄j̄l̄ j̄ēl̄ ģh̄ce; c̄j̄ q̄Cmz̄

a; q̄j̄l̄ f̄l̄ c̄ġ Ap̄jh̄up̄ġ h̄āđ j̄đē ĩLR̄r̄Z̄ ĄLāL̄j̄m̄j̄f̄ q̄C̄m̄ f̄l̄ p̄aġn̄ L̄l̄qm̄,
"ĩheuh̄j̄h̄; j̄j̄ ĩh̄m̄Rē B̄f̄e; ĩl̄c̄ p̄j̄ū b̄j̄L̄ Ąa; ĩHL̄h̄l̄ B̄j̄j̄c̄l̄ ĩj̄s̄ B̄p̄ā q̄h̄-- BS̄
m̄f̄m̄j̄l̄ S̄j̄ġce; z̄"

ĩheū ĩl̄mm̄, "BS̄ ĩj̄C̄, B̄j̄j̄l̄ p̄j̄ū q̄h̄ e; j̄, BS̄ B̄j̄ BI- HL̄ S̄j̄ūN̄j̄ū k̄j̄p̄R̄z̄"
p̄aġn̄ ĄL̄j̄b̄j̄ū k̄j̄p̄Re?
বিনয়া আমার বক্ষ হাঁস'az
p̄aġn̄ আপনার প̄C̄ h̄āđ?
বিনয়া হাঁ।

"h̄āđ ĩj̄s̄ ĄC̄ā f̄j̄ē Ab̄Q̄ B̄j̄j̄c̄l̄ ĩj̄s̄ k̄j̄hē e; j̄' C̄q̄l̄ Ąk̄j̄š̄L̄a; j̄ p̄aġn̄ ĩh̄T̄ā f̄j̄ll̄m̄
e; j̄-- ĩh̄noā ĩhēul̄ HC̄ h̄āđL̄ p̄aġn̄l̄ ĩj̄m̄j̄ m̄j̄N̄ e; j̄C̄; ċ̄p̄ ċ̄kē C̄ǖm̄l̄ Ąq̄X̄ j̄j̄đV̄j̄ġġ ĄQ̄ū
L̄s̄j̄ ģm̄j̄L̄, a; q̄j̄L̄ B̄ĨN̄lē öe; ġCu; ĄL̄q̄ kn̄ m̄j̄ī L̄il̄ ģh̄ ċ̄p̄ H̄j̄ē ĩf̄Ĩš̄C̄ eu-- H̄j̄ē ģm̄j̄L̄
L̄j̄R̄ k̄j̄Ch̄j̄l̄ Seċ̄ ĩheū Ąġ ĩLR̄j̄j̄ē f̄f̄u; Sē Aeī h̄ L̄il̄ ģh̄ a; q̄j̄ p̄aġn̄l̄ L̄j̄R̄ ĩj̄m̄j̄C̄ m̄j̄l̄Nm̄
e; j̄ ċ̄p̄ L̄l̄qm̄, "e; ĩheuh̄j̄h̄; B̄f̄lē B̄j̄j̄c̄l̄ ĩj̄s̄ B̄p̄e; z̄"

"B̄q̄j̄ep̄š̄Ĭ f̄ġnh̄j̄h̄ ĩj̄s̄ā e; ĩNu; ĄN̄j̄l̄ L̄j̄R̄ k̄j̄Ch̄' ĩheū HV̄j̄ j̄ē j̄ē M̄h̄
B̄đḡmē L̄il̄ u; ĩl̄mu; ĩR̄mz̄ B̄qā h̄āđāĀ̄ Ąġ ĩj̄ēL̄ BS̄ ċ̄p̄ r̄Z̄ġq̄C̄ā ĩc̄h̄ e; j̄, ĄN̄j̄l̄ f̄ġā
h̄āđāĀ̄ ĄN̄j̄h̄L̄C̄ ċ̄p̄ p̄L̄m̄l̄ F̄đĀ̄ġ ĩj̄m̄h̄ C̄q̄j̄C̄ ċ̄p̄ Ĩđb̄l̄ L̄il̄ u; ĩR̄mz̄

ĨL̄c̄' q̄l̄ j̄j̄ēā a; q̄j̄l̄ ģĨnr̄Z̄ m̄j̄l̄Nm̄ e; j̄ ĩāđ; L̄il̄ Ąā L̄il̄ Ąā j̄ēl̄ j̄đē B̄f̄Ĩš̄ L̄il̄ Ąā

Lil'ea Ah'no him'LI qia dilu; epC BV;si eod'IC f'eb ep Qimmz hj'ij qC'ea BNa
cm'li g'ml HL Awn ihu'el j'ee Lilu; fiw'ee'ea k Ba'ha; fil'in fiCu;R a;qi'L
Mjal e; Li; ihu'ul f'er Ap'nhz

Iheu f'Inh;h' h'isI LiR;LiR Bi'pu; c'imM f'eh;h' Hhw BI-L'ouL Se Af'ii'Qa
h'is' f'Inh;h' h'is qC'ea h'iqI qCu; Bi'p'a'Rz m'fm;I S'yc'el j'd'e;q'ei;S'ee a;qi;I
lej'z'ea iRmz f'eh;h'ke ihu'el c'im'ea f'ie e;C Hje i; i'In Qimu; N'nez

h'is'ea f'ehn Lilu;C ihu' M'h HLv; q;ipI d'le Hhw c's;C'isI ne ole'ea f;Cmz p'd'el
m;hZ'el Q;ih Q'li Lilu;R; od'a;C eu, c'li;S'I j'd'e' m;hZ'el M;aj B'R Hhw epC M;ajI
j'd'e' Lihknxf'ib'le'el Ef;q;f'ea;I EfLIZ B'R, a;qi;C HC cp'e' m;Lp; j'S Ec'U;Ve Lil'In
h'imu; n;ip;C'ea'R-- C;qi;C mCu; Ei u f'er kMe a'z'Al Qim'ea'R Hje p;u IAi j'j'ea ihu'
f'ehn Lil'mz

a;qi;L c'imu; m;hZ'el cm j'q's'a'm j'd'e' Az'd'ne Lil'mz p'af'n a;qi;C'el 'L'a'LI i;N
mCh;I Se'f a;qi;C'el f'Q;ia R'vmz iLR+z f'el p'oil'aj O'el f'ehn Lilu; Liqm, "j;
Bfe;L HLv'hp'ea hm'ne, HMeC lale Bp'Rez h;h; Ae;bh;h'el h'is N'Re, ayl J
Bp'ea c'il q'In e;I"

p'oil'aj ihu'ul p'w'Li;Q i; j'Pu; i'ch;I Se'f N;il;I Lb; a'h'mmz q;ip;u; Liqm, "lale 'h;id qu
Bj;C'el HM;e BI LM'ee; Bp'he e;I?"

Iheu iS' j;pi Lil'm, "le?"

p'oil'aj Liqm, "Bj;I; f'h'o'el p;je' h'q;C' c'm lale le'ouu Ah;L q'eu N'Rez
OIL'el; j'd'e' R;si; 'j'ue'el BI 'L;ib;J c'm'm lale 'h;id qu a;C'el n'U; LI'ea f;je' e;I"

Iheu C;qi; E'sI ic'ea iLR'j'n'IL'm f'isu; N'mz Lb;v;I f'lah;C Lil'ea f'ij'ImC ep M'h
qCa, iL;^ i; j'be; h'im'In Lf' Lilu;? Iheu Liqm, "N;il;I ja HC k, O'el I;SC 'j'ul;
p'cf'z'N;je e; i'c'm a;C'el La'h'e'el HL;N'aj e'ø quz"

p'oil'aj Liqm, "a; q'm 'j'uf'f'io' i; j'm OI h'iqI'el H'Rh; i; j;N L'el le'mC'ea; i; j'm;
qaz f'h'o'el O'el YL'ea c'ju; qu h'm a;C'el h;C'el I La'h'e' qu'ea; i; j'm; L'el p'cf'æ qu e;I
Bf'le;J Bfe;I h'af' j'ea ja 'ce e; iL?"

e;I f'ef'la p'd'ea H-fk'le'ea; ihu' N;il;I j'eaC ja i'cu; Bi'pu;IRmz C;qi; mCu; ep Li'N'S
m;M;im'J Lilu;Rz iL;^ epC'VC k ihu'ul ja, HMe a;qi; a;qi;I j'M i'cu; h'iqI qC'ea
Q;ijqm e;I ep Liqm, "c'm'e, Bp'm H-pLm i'ho'u Bj;I; Ai e'ipI c;ipz epCS'ef'c 'j'ue'el
h;C'el 'h'q;ea c'm'm j'ee MVL; m;N-- Ae'ju h; ALa'h'e' h'm k M;il;f m;N epV; 'Lhm
Bj;I; S;I L'el f;ij;Z LI'ea 'U; Lilz k's'V; H 'ob'm Efmr j;æ, p'w'ul; V;C Bpmz"

p'oil'aj Liqm, "Bfe;I h'af' j'ee 'h;id qu p'w'ul; -m; M'h ctz"

বিনয়া বাই'el 'eb'el c'm q'w;v a;C j'ee quz iL;^ HLv; Lb; Bf'le j'ee I;M'he Bj;C'el
c'ehI p'w'ul; -im'ea lale k 'U'f' d'el b;le, a;I Li;Z H eu k epC p'w'ul; -im'LC lale
h'u j'ee L'ena am'ra c'ehI f'la Aa An'U;hna c'ehI p;U' f'ib;L Ah' i; LI'ea

h^opⁱRm^j h^omC l^ale HC fⁱnuLⁱq^oñ hⁱdⁱ; lⁱc^oa cyⁱs^ur^ez l^ale h^ome, B^oN B^ji^ocⁱl
c^on^oL n^uiⁱl àⁱlⁱ; fⁱl^al àⁱlⁱ; p^jNⁱñ j^oñ f^or^a q^oñ, S^je^oa q^oñ, aⁱl f^o B^fl^eC lⁱ aⁱl
b^oL ü^ji jⁱhL ü^jo^bf^el l^eu^oj p^wñⁱd^el LⁱS Q^mñz

p^oñl a^j Lⁱq^m, "B^fl^eC kⁱc q^a a^j q^om H^al^e q^u l^e l^e?"

বিনয়া হয় নি তার কারণ, ইতিপূর্বেই হ^om B^ji^ocⁱl p^jU^oc^on^oL, S^jl^a h^om B^ji^ocⁱl p^jU^o
S^jl^aL HL L^o c^oM^oa fⁱll l^ez a^me kⁱc hⁱ; B^ji^ocⁱl ü^sjⁱl^aL An^ui; Lⁱl l^e a^jl^e n^ui;J
Lⁱl l^e-- Ab^lv a^jL m^rÉC Lⁱ; k^ju l^e-- p^oC^se^fC a^jl nⁱš² S^jñ l^ez HL p^ju qⁱñ^el
lⁱc^oL e^j a^jl^o a^jL l^he^j i^oi^lv^pi^u l^he^j f^ob^e g^om lⁱmⁱ q^ui^rm-- H^me a^jL Xⁱš²l^me^ju
B^e; q^or^h h^ov, lⁱL^o Xⁱš²lⁱ a^jL H^aC An^ui; L^o k, H^oL H^oL a^jl A^of^of^oA^o L^ov g^mi;
Rⁱsⁱ Bⁱ Lⁱñ^ei c^fo^ñ öⁿf^opⁱd^e i^oi^lv^pi; p^oñ^a p^o ð^kñ^d l^hQⁱl L^o eⁱz HC p^ju B^ji^l
h^a Xⁱš²lⁱv h^mRe B^ji^l HC fⁱjⁱa^fuⁱv^oL k i^oi^lv^pi^l l^oi^v B^Ni^oi^si; l^ex^ono L^o
g^mñ H Bⁱj p^of^e Lⁱñ^a fⁱl^h eⁱz H^me Bⁱj HC R^oc^eLⁱk^ñ H^oL^hi^oC h^a L^o c^h H^hw
A^el^ñ f^bé-àⁱlⁱ; B^oN Hⁱ l^eSI lⁱ aⁱlⁱ S^he^fnⁱš²L S^jiⁿu a^mh, a^jl f^o R^oc^e
Lⁱm^J l^oi^ñe p^oC^oa fⁱl^oñ, R^oc^e e^j Lⁱm^J q^uñ^ai; l^oi^ñe p^o E^wñz ñⁱlⁱ; h^ome, Nⁱ lⁱ
n^ui;C B^ji^ocⁱl c^oñl h^añⁱe A^ho^bju p^Lñl l^ou h^osⁱ f^bé-- HC n^ui;l Aⁱ j^oñC B^ji^l
c^on^oL p^jNⁱñ j^oñ S^je^oa fⁱlⁱR^o e-- S^je^oa fⁱlⁱR^o e h^omC a^jl p^oñ^a kⁱ h^eh^obⁱ; LⁱR^o a^j
L^hñ^obⁱ; q^o E^wR^z c^on^oL i^oi^ñi; e^j hⁱp^om a^jL i^oi^ñi; L^o S^je^hi^l ð^kñ^bi^oL e^j, a^jL e^j
S^je^om a^jl i^oi^ñi; Lⁱñ^a QⁱC^om^J a^jl i^oi^ñi; Lⁱ; k^ju eⁱz

p^oñl a^j H^Lv^oH^Lv^oLⁱl^ui; m^yQⁱ; l^ocu; l^ocu; ñⁱlⁱlⁱ p^oñ^a B^omⁱQ^ei^oL l^el^hñ^a l^ocm eⁱz l^he^uJ
ñⁱlⁱlⁱ f^or aⁱqⁱl kⁱqⁱ-lⁱR^ohⁱm^hi^l aⁱqⁱ M^h i^oi^ñi; Lⁱl^ui;C hⁱm^oa mⁱlⁿmz H^je kⁱš²lⁱ L^bi
H^je c^oñⁱlⁱ l^ocu; H^je ñ^ri^ocu; Bⁱ L^mñ^ei k^e p^o h^om eⁱC; ñⁱlⁱJ aⁱqⁱl l^eSI j^a H^je
fⁱl^oLⁱl^ui; H^je E^c l^ñ Lⁱl^ui; hⁱm^oa fⁱll aⁱl^e e^j p^oñ^oq; l^he^ol h^u J fⁱlⁱn^rj^al
HC A^fñⁱE^os^ej^u aⁱqⁱl j^oe H^Lvⁱ B^eñ^o Sⁱñ^oa mⁱlⁿm H^hw p^oC B^eñ^o aⁱqⁱl j^o E^yf^oc
q^ocu; Eⁱl^wmz l^he^u Lⁱq^m, "c^om^e, nⁱñ^oe h^om, B^añ^ew l^hi^u-- B^fe^jL S^je^oz e^Cñ^o jⁱš²
lⁱL^oa^c e^Cz Bⁱj B^fe^jL h^mi^R, B^ji^l h^añ^oi^li; i^lah^oñ^o p^oC B^añ^odⁱ fⁱlⁱn l^of
Bⁱlⁱñ^o q^ur^z a^jL Bⁱj p^jj^ef^e ñ^mi^l h^om j^oe Lⁱñ^a fⁱll e^z B^ji^ocⁱl p^Lñl j^e k^me
a^mR B^Lo^fz e^ññ^o f^lñⁱñ^o e^hi^lq^ol lⁱc^oL Rⁱs^o f^os^or a^me l^o H^Li^vj^oe ñ^mi^l HC-p^jU^o
l^hi^rç^ai^l jⁱT^mi^ñe AV^mi j^oñ cyⁱs^u l^pw^qNSⁱñ^e p^oC f^oñ^oe j^oñ^oñ^o-- B^añ^ew l^hi^uz"

HC B^omⁱQ^ei; B^oi; A^oe^Lr^z Qⁱm^oa fⁱll a-- p^oñl a^j h^eñ^eq^ocu; ö^le^oaⁱR^m-- lⁱL^o q^wi^v
fⁱñl H^Lvⁱ; Oⁱ q^oC^oa p^añ Q^av^Li^l Lⁱl^ui; B^hi^š Bⁱñ Lⁱl^m--

"ñⁱñⁱ e^j Lⁱal ü^o e^j Lⁱl l^hQⁱl

ñ^he ü^fe^pj j^juⁱl p^wpⁱl^z"

ñ^oqⁱlⁱ p^añ hⁱñⁱl Aⁱñ^b-Aⁱ ñⁱNa^ocⁱl p^jj^oe l^hc^fi; g^mi^oñⁱl l^oi^ñe; A^hLⁱn fⁱu eⁱz m^fmⁱ
f^kñⁱlⁱ C^wñⁱS Lⁱh^ai; B^Jsⁱcu; pⁱñⁱ Nⁱj Lⁱl^ui; ñ^ai^ñ, lⁱL^o p^añ^oL hⁱcⁱp^oñ^oñ^o Xⁱñ^oL eⁱz
Ab^o m^fmⁱl p^oA p^Lm l^ho^oc p^añ^ol M^h H^Lvⁱ; fⁱñ^okⁱñ^ai; B^Rz l^oi^ñe; ñ^a m^fmⁱl c^fñ^oñ^o

Ll; pafn! Sfh^{el} fd;e p#z l^{heu}ul pCj^{AM} L;im mfm;l fl^{er}; qCu; ^NRz aMe
Ae;q&a pafn a;qi^L R;siCu; EilWh;l ^Li^e; ^Qo; Lll^a f;l^e e;Cz ^Qo; Lll^mJ hlc;pc;l f
aMeC a;qi^L c;h;Cu; l^cae; a;C ^p BS f;lⁿl 0^{el} ^Qke Bfe j^e E;u^u ^QL; h^fQ^u ^Qu
fh^s qCmz o^{leu}; p^oll a; q;ip^odlZ Lll^a f;ll m e;z

H;e p;u mfm; a;qi;l j^s2 ^QhZ^e ^Cm;Cu; 0^{el} Y[#]Lu; p^oll a;l Nm; Ss;Cu; d;ll u; a;qi;l
L;e^e L;e^e Lf HLV; h;mmz Aj^{le} pafn R[#]Vu; a;qi;l l^fR^e B;pu; Llqm, ""B;uR; mfm; h^m;
^CiM "j^ei^Qk;N' jⁱe Lf?"

mfm; Llqm, ""hmh e;z"

pafnz Cp! hmh e; S;e e; a;C h^mi-e;z

l^{heu} pafn^L L;R V;leu; mCu; q;ip;u; Llqm, ""a[#]j h^mi ^CiM j^ei^Qk;N jⁱe Lf?"

pafn pN^hll j; b; a[#]mu; Llqm, ""j^ei^Qk;N jⁱe j^ele^hnz"

p^oll a; l^S' ip; Lll m, ""j^ele^hn hm^a Lf ^hi;T;u?"

Ba^u e; q^Cm Ba^u^L H;e l^hf^c ^QL ^Qgim^a f;l^e? pafn fh^W; ^Qke o^{le}a f;u
e;C H;le i j^h m;g;C^a m;g;C^a 0l q^Ca h;lq;l qCu; ^Nmz

l^{heu} BS f^Q nh;h^d h;l^s q^Ca pL;im pL;im l^hc;u mCu; ^Ql;l;l L;R k;C^h l^eo^u l^obl
Lll u; B;pu; l^Rmz l^hnoa ^Ql;l;l Lb; h;im^a h;im^a ^Ql;l;l L;R k;C;h;l E;v;q;J a;qi;l j^e
fh^m qCu; EilWmz a;C ^p 0^{is}a Q;l^Q h;l^Sa o^{leu}; a;sj;aj^s ^Ql^L R;l^su; EilWu; f;ismz

p^oll a; Llqm, ""Bfle HMeC k;he? j; Bfe;l Se^f M;h;l ^all Ll^{Re}; B;I-HLV^a
f^Q ^QN^m Qm^h e;?"

l^{heu}ul f^r H^a; fh^{leu}, H yL; jz ^p aMeC h;pu; f;ismz m;hZ^e l^lPe ^Qn^gl L;f^s
p;l^Su; ^al^Su; 0^{el} fhⁿ Lll u; Llqm, ""l^cc, M;h;l ^all q^uRz j; R;^a Bp^a hm^{mez}"

R;^a B;pu; l^{heu}^L Bq;l^Q fh^s q^Ca qCmz hlc;pc;l f a;qi;l ph p;le^cl S^heh^s;z¹
B^mQe; Lll^a m;il^Nmez m;ma; p^oll a;l^L 0^{el} V;leu; mCu; ^QNmz m;hZ^e HLV; ^Ql^La
h;pu; 0; s ^Qv Lll u; c^Q ^Qm;qi;l L;llW mCu; h^elel L;K^l m;ilNm-- a;qi^L L^h HLSe
h;mu; l^Rm h^elel p;u a;qi;l ^QL; j m Bp^m ^aiml ^QMm; i; ll p^hl ^CM;u, ^pC Ah;id ^Qm; ^QLI
p; r; ^a l^{he}; f^u; S^e h^ele Ll; a;qi;l Ai ^Ep qCu; l^Nu; l^Rmz

f^Q n B;ip^{mez} p^a; qCu; B;ipmz BS l;hh; ^Ql^Q Ef;ipe; j^l ^Ql^Q k;C;h;l Lb; hlc;pc;l f
l^{heu}^L Llq^{me}, ""k;ic Bf;š e; b; ^QL B; j; ^Ql p^A p; j; ^S k;he?"

C;qi;l fl ^QL;e; JSl-Bf;š Ll; Q^m e;z c^Q N;l^sa i; jN Lll u; pL^m Ef;ipe; m^u
^QN^{mez} l;g;ll h;l p;u kMe N;l^sa EilW^a ^QRe aMe q^Wv p^oll a; Q; l^Lu; EilWu; Llqm, ""l ^Q
^QN^l ^Qj; qeh;h^k ^QRez"

^Ql;l; ^Qk HC cm^L ^CiM^a f;Cu; l^Rm a;qi^a L;qi^Ql; p^hq ^lRm e;z l^L; ^Qke ^CiM^a f;u
e;C HCl^f i; jh Lll u; ^p ^hN Q;mu; ^QNmz ^Ql;l;l HC E^Ua A;ln^oa;u l^{heu} f^Q nh;h^cl L;R
m;l^c a qCu; j; b; ^Qv Lll m; l^L; ^Qp j^e j^e ^of^o h[#]Tm, l^{heu}^LC HC c^ml j^Qd^e ^CiMu;
^Ql;l; H;e fh^m ^hN l^hj^M qCu; Q;mu; ^QNmz HarZ a;qi;l j^el j^Qd^e ^Qk-HLIV Be^Ql

B^m; S^ma^Rm a^q; H^Lhⁱ ĩelhu^j ^Nmz p⁰ĭa^j ĩhe^ul j^el i^jh J a^ql LⁱZVⁱ
aMeC h^Ta fⁱl^m, Hhw ĩhe^ul j^a; h^ad fⁱl^a ^Niⁱl HC AĭhQⁱ J hⁱp^el fⁱl^a a^ql
HC Aef^u An^Uju ^Niⁱl Ef^l B^hl a^ql l^jN qCm-- ^Rl^ej^a ^Niⁱl flⁱh 0^V HC ^p
j^e j^e C^pRⁱ Lⁱl^mz

“Nij kMe j dēiq² MjCªa hīpm, Beʒj uf Bʷ¹ Bʷ¹ Lbj fījsªme, “BS pLjªm İheu HªpīRmzª aj jīl pªĀªcMj qu İe?”

“Nij Mjhīl bjmj qCªa jªM ej aªmu; Līqm, “qy, qªuīRmz”

Beʒj uf AªeLrZ Qªf Līluj hīpuj İlqªme-- aqjīl fl Līqªme, “ajªL bjlªa hªmīRmj , İLzªªpªªLj e Aefj eū qªu QªmªNmz”

“NijªªLjªe; EŞl Līl m e; Beʒj uf Līqªme, “ajl jªe Lf HLvj Lø qªuªRª Nijªz Bīj ajªL Hje LMªe;ªcīm İez Bj jīl j e hªsj Mij f qªu BªRz”

“Nij Qªf Līluj MjCªa mjİNmz Beʒj uf Aafzª¹ªDeq Līlªae hīmu;ª NijªL jªe jªe HLvªi u Līlªaezªªp kMe İeªS ayqīl LjªR j e ej Mªma aMe İale aqjªLªªLjªe; Lbj mCu; ffsj fīs Līlªae ej Aefice qCªm HCMjªeC Qªf Līluj k;ªCªae, İLzªªBS İheªul Seªf ayqīl j e hªsjªncej f;ªCªaİRm hīmu;ª Līqªme, “ªCªMj,ª Nijª, HLİV Lbj hīm, İjNªªLjª; ej İ Nhje AªeL j jeª pİø LªªRe İLzªªpLªmİ SeªfªªLhm HLİVjªe fb Mªm İjªMe İez İheuªªaj jªL fİªZI jªa; j jªm;ªh;ªp, ajªCªªpªªaj jīl LjªRªªbªL pjªUCªªpªfª Lªª-- İLzªªªaj jīlªCªªbªªLªªQmªªa qªhª H ShcªNİª¹ªLİªmªªpVjªªªMİªªqªhª ej?”

“Nij Līqm, “j j, BI-HLVªcªdª Hªeªc jz”

Lbjv;ª HCMjªeCªªQªªLu;ªªNmzª Bqjªlª;ª¹ªBeʒj uf ayqīl aªŞªªf;ªªnªªQªf Līluj hīpujªªpmjªC Līlªa mjİNªmez mRijuj hīsl İhªnoªªLjªe; jªªafªlªªchªªhªqjīl-ªªpªªfuªªBªm;ªQe;ªuª Beʒj ufªL Vjªeh;ªlª hªb;ªªQø;ª LīlujªªjªªSİª EflªªöCu;ª fīsujªªOjªjªCªªaª mjİNmz

“Nij İQİWªfªeª İmİMu;ª AªeLVjªªpj uª Ljv;ªCu;ª İcmzª Nijªªajqīl Eflª İjNª LīlujªRª İheuªªajq;ª BSª pLjªmªªØføªªcīmujªªªNRª,ª ahªªªkªªªpª HCª İjNª İjv;ªCu;ªªªgīmªh;ªlª SeªfªªNijªjīlª LjªRª Bīpªªhª ejª Cq;ªªqCªªaCªªf;ªªe;ª S;ªİeujªªªpªLmª LªªjªªjªªdªfªCª İheªulª fcnªªeİª SeªfªªLjªeª f;ªİau;ª İlqmz

“hm;ª hīqu;ªªNm--ª İheuª Bīpmª ejªªmMjªªR;ªİsu;ªª Nijª;ª EİWªhªªªeª LīlªªªRªª Hjeªªpj uªªjªİqjª Bīpu;ªªOªª YªªLªªmezª Bīpu;ªªCªªQªªLªªªhīpu;ªª fīsujªª Līqªme, “nīnjªªMİª İhªulª Lbjª Lfª İªhRªª Nijª;ª?”

Hª Lbjªª Nijª;ªª HLª İcªeİª Seªfªª İªªhªª ejªCª,ªªpªªİªªªªAflªªdªfªlªªªªa;ªªajqīlªªQªfª LīlujªªbjªLªªaª qCmz

h;ªS;ªª f;ªªeİªª jªmªeªªkª İLİªªªQs;ªª HhwªªªOªª AªªbªªMªª Ahøb;ªªªkª İLİªªªªApªªRmªªªajq;ªª Bªm;ªQe;ª Līlujªª Nijª;ªªLªª HLvjªª Eflujªª İhªªaª hīmªmezªª Nijªª kMeª İªhujªª İLe;ªjª f;ªCmª ejª aMeª İaleªªajqīlªª İQzªªpªªLVªªqCªª Eūjīlª Līlªh;ªlª Seªfª İheªulª Lbjv;ªª f;ªİsªmezªª HaªªªOjªªªgİªª Līlªh;ªlªªªLjªe;ªª fİª;ªSeªªİRmªªejª İLzªªªjªİqjªª Nijª;ªªLªªªªMªªk;ªªCªªhmªªeªªjªeªªjªeª İªuª Līlªªaez

H fþÁ ðeul Lb; k EÍWª f; N; aq; LMª üfU i; eCz ðnoa N; Hhw ðeu ðbl LÍu;íRm, aq; í; ðh; q e; LÍu; cñl L;S Sðe EvpNÍ LÍ ðz N; a;C hÍmm, "ðeu ðu LÍ ðe?"

jÍqj LÍqªe, "HC hþTª a; j; cÍ ðq; u; e! q; S; í MÍL Í;M BÍ g;V; L;V p; q; ð; u; e; q; S; í j; d; f; íc; u; g; V; J; W; z; n; i; ð; e; l; j;ª ðh; q; V; k; h; í; p; ZÍ R; m; l; H; L; V; p; w; ú; í; l; a; j; S; e?"

jÍqj HMeL; í R; m; c; l; j;ª; BQ; í; J; m; 0e Lª e e; j; B; h; í; l; n; i; ð; e; l; d; í; J; d; í; e; e; j; q; i; V; m; M; i; e; j; M; i; C; u; j; h; i; q; i; c; þ; l; L; í; R; L; J; í; a; l; e; h; i; s; i; h; í; s; j;ª e Lª e, B; h; í; l; N; í; l; í; l; j;ª; a; p; h; í; c; n; í; l; a; ð; j; í; a; m; C; u; j; O; y; V; i; O; y; í; V; L; í; R; L; J; í; a; l; e; f; l; í; a; ð; b; m; i; q; l; í; m; r; Z; h; í; m; u; j; ' j; e; Lª e; e; j; í; L; z; 0; k; í; ð; j; e; l; c; c; ð; k; c; q; í; l; x; -- N; í; l; í; l; L; í; R; n; i; ð; e; l; c; i; q; i; C; f; í; s;ª a; q; C; m; z

H fÍ; j; h; k; í; c; c; í; l; e; B; N; B; í; p; a; a; ð; N; í; l; H; R; L; h; í; q; l; L; í; e; C; m; C; a; e; j; B; S; a; q; í; l; j;ª e q; C; m; L; b; í; V; í; e; a; j; z; 1 E; f; r; í; l; k; í; N; É; e; q; z; A; z; b; a; H; C; f; Í; j; h; V; í; m; C; u; j; H; M; e; C; ðeul; h; í; p; i; u; k; í; C; h; í; l; H; L; V; í; E; f; m; r; S; í; V; m; z

N; í; l; i; q; u; L; í; m; h; í; m; m; "B; í; R; í; ðeul; í; j; h; M; i; e; j; L; f; h; þ; Tª c; í; M; z"

jÍqj LÍqªe, "þ BÍ hþª a qñ e; jª a; j; í; l; Lb; þ íLRª aC Wmª f; í; l; ð e; j; J íWL qª u; Nª R; z; a; þ; h; m; m; C; q; ð; z"

þC páf; í; l; p; j; u; C; N; í; l; ðeul; h; í; p; i; u; B; í; p; u; j; E; f; í; ð; b; a; z; Tª S; í; l; j;ª; a; a; q; í; l; Oª f; í; h; n; L; í; l; u; j; c; í; M; m; Oª e; L; q; e; j; C; z; q; h; q; í; l; q; l; X; í; l; u; j; í; S; ' í; p; í; L; í;ª; a; þ; L; í; q; m; "h; í; h; þ; B; V; í; š; l; e; ð; l; h; í; s;ª; a; í; N; u; j; R; e; z;" ö; l; e; u; j; N; í; l; í; l; p; j; ð; ' j; e; ð; h; L; m; q; C; u; j; E; í; W; m; z; B; S; p; j; ð; ' í; c; e; k; í; q; í; l; S; e; f; N; í; l; í; l; j;ª e; n; í; z; 1 í; R; m; e; j; þ; C; ðeul; B; S; L; í; m; N; í; l; í; l; L; b; í; j;ª e; L; í; l; h; í; l; A; h; L; í; n; j; æ; f; i; u; e; j; z; N; í; l; í; l; j; N; C; L; í; l; B; í; c; x; í; M; a; C; q; E; L; ðeul; n; í; z; 1; j; p; í; z; í; e; í; l; q; l;ª e; j; h; í; o; j; a; O; í; V; q; h; e; j; z

fª ð; h; í; h; þ; f; í; l; h; í; l; c; l; í; h; l; í; q; u; j; h; í; p; p; j;ª S; í; l; í; h; l; í; q; u; j; N; í; l; í; l; A; z; x; L; I; Z; H; R; L; h; í; q; l; í; h; o; j; š; 2 q; C; u; j; E; í; W; m; z; þ; j;ª e; l; j;ª d; e; f; í; l; í; m; H; L; V; í; ð; h;ª; a; q; h; q; e; L; í; l; u; j; fª ð; h; í; h; þ; h; í; s; l; í; c; l; R; þ; V; m; z; C; u; R; í; í; R; m; þ; M; í;ª e; H; j; e; p; L; m; L; b; í; E; > í; f; e; L; í; l; ð; h; k; í; q; í; ö; l; e; u; j; H; C; h; í; p; f; í; l; h; í; q; l; q; í; S; S; í; m; j; d; í; l; ð; h; H; hw; ðeul; j; B; í; j; q; h; í; d; q; C; q; h; e; j; z

fª ð; h; í; h; þ; h; í; p; i; u; í; N; u; j; ö; l; e; m; a; y; q; í; l; q; l; q; C; h; í; s;ª; a; e; j; C; p; L; m; C; E; f; í; p; e; j; j; í; z; q; l; í; í; N; u; j; R; e; z; j;ª; a; l; í; m; l; S; e; f; p; w; n; u; q; C; m; ðeul; q; u;ª; a; k; í; u; e; j; C; -- þ; q; u;ª; a; H; C; r;ª; Z; C; N; í; l; í; l; h; í; s;ª; a; N;ª; R; z

b; í; l;ª; a; f; í; l; m; e; j; z; N; í; l; í; l; a; q; í; l; ü; j; í; h; L; Tª S; í; l; N; í; a;ª; a; j; í; z; q; l; í; l; í; c; l; C; q; N; m; z; à; í; q; l; í; l; L; í; R; í; N; u; j; c; í; M; m; ðeul; h; l; c; í; p; z; í; f; e; l; A; e; p; l; z; L; í; l; u; j; a; y; q; í; c; l; N; í; s;ª; a; E; í; W;ª; a; R; -- p; j; ð; ' í; j; ð; í; l; j; j; í; T; M; í;ª e; í; e; m; í;ª; l; j;ª; a; A; e; f; f; í; l; h; í; q; l; í; j;ª; u; c; l; p;ª; H; L; N; í; s;ª; a; í; N; u; j; h; í; p;ª; a; R; l; j;ª; e; j; N; f; í; q; h; H; j; l; e; L; í; l; u; j; C; d; í; í; c;ª; a; q; u; l; H; a; p; a; l; l; H; a; p; q; S; l; a; ð; h; h;ª; a; l; l; B; í; í; á; ð; b; a; j; e; j; C; z; N; í; l; í; l; Tª S; í; l; j;ª; a; j; C; R; þ; V; u; j; Q; í; m; u; j; q; N; m; -- B; í; N; í; s; l; A; á; L; í; q; l; í; l; j;ª; d; e; f; ðeul; í; j; ð; í; l; í; c; l; a; j; l; í; C; u; j; Q; f; L; í; l; u; j; h; í; p; u; j; í; l; q; m; z

h; l; c; í; p; z; í; f; e; j;ª e; L; í; l;ª e; B; Q; í; k; í; l; E; f; c; n; a; q; í; l; j;ª e; l; j;ª d; e; f; L; í; S; L; í; l;ª; a; R; -- í; a; l; e; a; j; C; q; l;ª; e; j; L; b; í; h; í; m;ª; e; e; j; z

I;e N;ij; h;is@a I;g;il;u; B;ip;u; A;l;L; R;ia; E;f;I; C;h;S;C;a m;ij;N;m;Z

a;ij;I; I;e;S;I; E;f;I; I;N; q;C;m;Z; I;h;h;I;V; Le; p; H;je; h;b; L;ij;V;a; I;cm;Z; h;e;I;S;I;h;h;e;N;ol; f;Z;u; m;Cu; A;e;f; p;J;U; L;S; e;ø; L;I;h;I; S;e;f; a;ij; N;ij; f;I;h;h;e;a; B;e; p; e;C;Z; I;h;e;u; k; f;e; b; k;C;a;R; p; f; b; q;C;a; a;ij;L; V;ij;e;u; I;ij;M;h;I; Q;ø; L;I;I;M; L;h;M;C; p;ju; e;ø; H;h;w; I;e;S;I; j;e;L; f;I;S;a; L;I; q;C;h;Z; A;a;H;h; S;h;e;I; k;æ;f;e; b; H;M;e; q;C;a; I;h;e;u;L; h;ic; I;e;a; q;C;h;Z; S;h;e; N;ij;I; H;L;I;V; j;e; h;ã; B;R; a;ij;L;C; a;f;N; L;I;I;u; N;ij; a;ij;I; d;ij;L; p;a;f; L;I;I;u; a;h;h;Z; H;C; h;I;mu; N;ij; S;I; L;I;I;u; q;ia; e;ij;su; I;h;e;u;L; p;w;h;L; I;e;S;I; Q;ij; I;e;L; q;C;a; k;e; p;I;C;u; g;im;Z

H;je; p;ju; j;I;q; R;ia; B;ip;u; q;f;I;C;a; m;ij;N;me-- L;I;q;me, "j;je;ol; k;M;e; X;je; e;e;C; a;M;e; H;C; a;am; h;is; a;I; L;I; e;Le? X;P;I; j;je;ø; q;u; B;L;I;h; h;ip; L;I;h;I; Q;ø; L;I;M; B;L;I;h;I;f; e;ch;aj;I; pu; e;Z; I;h;e;u;L; L;I;R; I;N;u;I;R;h;?"

N;ij; a;ij;I; Ø;f;ø; E;S;I; e;I; L;I;I;u; L;I;q;M, "I;h;e;u;L; p;A; n;in; j;M;E;I; I;h;u; q;e;a; f;I;I;h; e;Z;"

মহিমা e, I;h;e;u;L; j;a; e;e;C; e;ij;L?

আরা। আমার মত e;C;Z

j;I;q; q;ia; E;M;V;C;u; L;I;q;me, "h;h;N; H; B;h;I; H;L;V; e;a;e; g;f;P;I;C; e;C;M;I;R;Z; a;ij;I; j;a; e;e;C;Z; L;I;Z;V; L;f; ø;I;e;"

আরা। আমি h;h;N; I;h;e;u;L; B;ij;e;I; p;ij;S; d;e;I; I;M; n;S;Z; q;h;Z; J;I; p;A; B;ij;e;I; O;I;I; e;u;L; I;h;h;I;q; Q;M;h; e;Z;

মহিমা e;I; e;I; I;q;C;u;I;e; e;C;M;I;R, I;L;e; H;je;I;V; B;I; e;L;ij;J; e;C;M;M;ij; e;Z; L;ij;f;e;I;V;f;I;S; R;ij;S;u; N;M; a;ij; k; e;C;I;M; i; I;h;o;f;v; e;C;M; I;h;d;je; c;ij;Z; e;L;je;u;I;e; h;M;h; u;e;f;A; e;C;M;M;ij; M;E;ø;V;je; q;u;R, N;ij;h;I; e;M;u; S;I;a; E;W;a; q;h;Z

A;e;L; h;L;h;I;L;I; f;I; j;I;q; L;I;q;me, "j;e;u;L; e;aj; j;M;I; q;I;a; I;e;a; f;ij;I; e;Z; k; R;e;M; e;M;ij;f;S; I;N;M;R, k;I; h;U;ø;I;U; B;R, p; R;e;M; j;I;T; j;I;T; n;ij;ø;e; I;X;I;P;u; Q;M;h;C;Z; p;S;e;f; a;ij; p;A; a;L;I;L;e;I; a;ij;L; N;ij;M; c;ij;J;-- I;L;e; a;ij; I;h;u; h;ã; L;e; j;I;T; e;L; B;ij;I; e;u;V;I;L; n;ij;U; c;ij;J; e;Le! e;aj;I;e;I; p;ij;U;C; E;M;V;I; I;h;Q;ij;Z;"

j;I;q; e;f;ø; B;ip;u; B;e;Z;ij;u;f;L; L;I;q;me, "j;ij; e;aj;I;I; N;ij;I;L; a;ij; e;W;L;ij;Z;"

B;e;Z;ij;u;f; E;C;I;h;N;ã;Q;C;u; I;S; i;P;I; L;I;I;e;M, "L;f; q;u;R;?"

মহিমা শশিম;E;I; p;A; I;h;e;u;L; I;h;h;I;q; B;ij; H;L;I;L; j;f;I;L; L;e;I;C; H;e;I;R;m;j;Z; N;ij;I;L;J; I;ij;S; L;e;I;R;m;j; C;I;aj; e;f; N;ij;I; Ø;f;ø; h;ã;e;a; e;f;e;R; k; I;h;e;u; k;e;ø; f;I;I;j;Z; I;q;C;e;u;-- j;e;f;I;N;e;I; p;A; a;ij; j;e;a;I; H;L;V;B;d;V;A;e;L;e;f; q;u; b;ij;L;Z; a;ij;C; N;ij;I; h;ij;L; c;ij;S;u;R;-- N;ij;I; h;ij;L;e;M; e;L;je; h;ij;L; e; p; e;aj; S;je;C;Z; L;im;k;N;I; S;e;L; k;ic; f;Z; L;I;e;ae; k; h;ij;L; N;ij;I;L; e;P;I;S;I; L;I;M; a;h; p;f;a;

ch, aen nei j 0% qil j e kae H Bij hjs em hm a fillz je flin e eOC
fibhel j de p HLj:ae a:j LC j iez HMe a j kic Nia L c j a j uvi a kuz
Aje fiae Msm fiju; ki eiz

HC himu; ni jil pA BS Ri a ki Lbhjal qcu; R j i qj a qj; p j u' ihha Lilu; Liqmez
Iheul pA ni jil HLV; ih d k Oe; Cu; EIWa R Cq; hT a fillu; Be j ufl je Aae;'
Ec hN a qcu; EIWmz

Be j ufl Efl Bipu; cim me, ni j Ri a ns; e; ha Lilu; OHLV; Qj LI Efl
hipu; BI HLV; Qj L a fi amu; hc fis a Rz Be j ufl a qj; Lj R HLV; Qj L Vj eu;
mCu; hipmez ni j; pij el Qj L qC a fi e j; Cu; Misi; qCu; hipu; Be j ufl j MI ic L
Qj i qmz

Be j ufl Liqme, "hij; ni j; B jil HLIV Lb; i j i mp-- Iheul pA Tns; Lilp e z
B jil Lj R a i j; cS e cW i j c-- a i c l j de ih R c OV m Bij pC a fi h e z"

ni j; Liqm, "ha kic ha e Lj v a Qju aen a j i fR e R v j R v L j Bij p j u e o Li a
fi h e z"

Be j ufl Liqme, "hij; Bij Sje e a j i c l j de Lf q u R z il z' Iheul a j i l ha e
Lj v i a Qj R H Lb; kic ih n i p Li aen a j i l ha a a l S j i L j b i u?"

আরা মা, আমি প; Si Qm a i j; m; h i p, k i j; c i c L i j m a Qju B j i l p A a j c l h e e i z
c e e L j u f i c j u; k i l u i j h B j i l e e L j b L a j L f i p l i a q e n-- H a B j i l c L o
Q j L B I a j l c L o Q j L z

Be j ufl k f q u R h m u c i m z h i p c l O e p B p i- k j u; L e H C a j a j A f l i d?

আরা p A e L L b j j z

Be j ufl Qj L A e L L b j-- il z' Bij HLIV Lb; him, ni j; ph Iho u C a j i l Ha
Sc k, a j k i d l a j L E R i s i a f i e i z il z' Iheul hm i c a j H j e B m N i L e?
a j i l A i h e j n k i c c m R i s a Q i C a a j i l a j L p q S R i s a? a j i l h a h m c il J
a j i l p L m l Q u L j?

ni j; Q f Lilu; i j h a m i n m z Be j ufl HC Lb; a p i e S I j e v i f i l x L j i c i m a
f i c m z H a r Z p j e L i l a i R m k, p L a i h e l S e f a q j i l h a a l I h p S l e i c a k i c a R,
HMe o f o h T m i W L a q j i l E m u z a q j i l h a a l A i j j e n c e j m i N u j R h i m u c I h e u L
h a a l Q i j n i l u' i c a p E c f a q C u i R z p j e S i l e a I h e u L h y i d u; i j m h i l S e f h a a l
k b o-- A e f L i e j f i l j i Q o j f z u l A p c j j e z

Be j ufl k c h T me a q j i l L b j i ni j i l j e H L V m i l e m i N u j R A j i e l a l e B I i l R a
e j h i m u j B u' B u' E i W h i l E f o e j L i l m e z ni j j q w i v h n E i W u j f i s u j B m e j q C a
Q i c l a m u j L y e d g i m m z

Be j ufl i S' i p i L i l me, "L j b i u k j ni j i?"

ni j; Liqm, "Bij Iheul hjs k i j u R z"

Beʒjufi খাবার তৈরি আৰু মৌ kjz

গোৱা আমি বিনয়ল dল Beir, ৱj HMi'e Mjhz

Beʒjuf BI İLR^{ae}ej himu; eʃQI İc^lL Qim^{me}z İpjs^a fi^ul nē öleu; qWiv bilj u; Lİq^{me}, "I İheu Bp^{Rz}"

him^a him^a İheu Bİpu; fi^{smz} Beʒjufi QjM RmRm^u Lİl u; Bİpmz İale Öe^q İhe^ul Nj^u q; a İcu; Lİq^{me}, "İheu, h;h; , aʒj m^u Bp İe?"

İheu Lİqm, "e; , j;!"

Beʒjufi ʳaj; j^l HCM; eC m^a q^{hz}

İheu HLh; l N; l; l j^ml İc^lL Qijqmz N; l; Lİqm, "İheu, A^eL İce hyQ^{hz} ʳaj; j; JM; eC kijpRmj z"

Beʒjufi h^l qimL; qCu; Nm-- İale a; s; a; İs eʃQ Qim; N^{me}z

c^l h^a 0^l Bİpu; hİp^m N; l; k; q; - a; q; HLV; Lb; a^{mm}-- Lİqm, "S; e; , B; j; c^l R^m c^l S^e eʃ HLSe ʳn i ; m; İS; e; j; øL j; j; ØV; l ʳ^u İRz ʳ ʳn M; j; R ʳn z"

j^el İi a^l Bpm Lb; V; HM^e; ʳLq fi^s ʳa p; qp Lİl m e; z

c^l S^e kMe M; C^a hİpu; Nm aMe Beʒjuf a; q; c^l Lb; h; a; İu h^T ʳa fi^l me HM^e; a; q; c^l Ei ʳul j^d eʃ h; d; - h; d; İiqu; ʳz f^{cl} EİWu; k; u e; C; İale Lİq^{me}, "İheu, İ; a A^eL q^u R, aʒj BS HCM; eC ö^u; z Bİj ʳaj; j; l h; p; u Mh l fi^W ʳu İc; j; Rz"

İheu QİL^a l j^d eʃ N; l; l j^ml İc^lL Qijqu; Lİqm, "i ʳL; İh; İ; Shc; Q^l v; m^u İ; j; u qyV; İeuj euz a; q^m HCM; eC ʳn; u; k; ʳz"

Bq; l; j; ʳ¹ c^l h^a ʳ; ʳa Bİpu; j; j; c^l fi^{lau}; hİpmz i j; j; p fi^{su}; ʳ; öL(ʳ^l ʳS^e; v; Øe; j; u BL; n i j; pu; k; C^a ʳz qimL; fi^{am}; p; c; j; 0 rİZL 0^l j; l ʳ; a; j; j; ʳ^T j; j; ʳ^T Qy^c L HLVM; İle T; f; p; Lİl u; İcu; B^u B^u Eİsu; Qim^a ʳz Q; İl İc^l İcN; ʳ¹ f^{kl}; ʳ¹ e; e; Bua^e l E^l ʳleQ^a ʳ; c^l ʳn; z^f ʳ; u; ʳa B^m; ʳa Hhw j; j; ʳ^T j; j; ʳ^T N; ʳl j; j; b; l p^A İj; İnu; ʳke p^c f; z^l f^l; u; Seq^e HLV; fi^l; ʳ^m Ah; j; Øh m^u; m; l j; ʳa; fi^{su}; İiqu; ʳz

İNS^l Oİs^a HN; j; j; l; 0; V; h; j; Sm; hl gJu; m; a; q; l ʳno qyL qyİLu; Qim; N^{mz} N; İsl nē j; ʳ^l qCu; Bİpu; ʳz N; l; c^l Nİm^a S; Nİ ʳZl m^r Z e; C, ʳLhm fi^a ʳn^e l B^u h^m L; j; Wİ ʳ^l ʳ^T l Efl ʳ; s; j; l M^l l nē HL-HL h; l ʳn; e; j; k; C^a ʳR Hhw L^l ʳ^l ʳ^e ʳ^e Lİl u; EİW^a ʳz

c^l S^e A^e L^r Z Q^f Lİl u; İiqmz a; q; l f^l İheu fi^b j; V; HLV^a İad; Lİl u; Ahⁿ ʳo fi^l f; z^l ʳⁿ a; q; l j^e l Lb; ʳ^l h^a e; j; ʳ² Lİl u; İcmz İheu Lİqm, "i j; C N; l; j; , B; j; l h^l i ʳ E^W ʳz Bİj S; İle H-ph İho^u ʳaj; j; l j; e ʳeC, İL; ʳ^o ʳaj; j; ʳ^l e; hm^m Bİj hyQh e; j; Bİj i ; m; j; ʳ^l İLR^c h^a ʳa fi^l İR ʳe-- İL; ʳ^o HV; İeØQu HI p^A ʳL; e; j; Q; a; ʳf M; j; V^h e; j; hC^u ʳa A^e l Lb; f^s İR Hhw Haİce j^e L^l H^p İR ph S; İlez İWL ʳke Rİh^a Sm ʳ^c M j^e l l a; j; p; ya; l ʳ^c Ju; M^h p; q; S-- İL; ʳ^o BS S^m l j^d eʃ f^s HL j; q; ʳa İh^a ʳa ʳ^f İR, H ʳa; j; gyl euz"

HC h́imu; iheu a;qi; Sth^{el} HC B00kN B́hi Nh^{el} HLi;¹ Q0;ju N;ji; pCj^{em}
EcD;ivA Lli^a m;jiNmz

iheu h́im^a m;jiNm, BSL;im a;qi; L;R^{er} p;ji^U ice J I;iael j^{de} L;bj;J ke iLR^{gy}L
ejC-- p;ji^U BL;inl j^{de} L;bj;J ke L;re; i^{ae}ejC, p;ji^U H^{el}h;e; ielhsi i;h i ilu; n^r-
- hp;L;iml j EQ;L k;je j^da i ilu; g;ivui; k;C^a Q;u, a;jea^{el};z Bⁿ HC ihnd; i;Q^{el} I
A^eLM;ie a;qi; Sth^{el} hiq^{el} f;isu; b;ilaz k;v^{el}a a;qi; f;e;Se p^{CV}L^aC a;qi;
clø hÜ iRmz BS p;ji^UC a;qi; pCj^{em} B;ip^aR, p;ji^UC a;qi;L øfnN Lli^aR, p;ji^UC
HLV; e;ae A^bn f;vⁿqCu; Eiwu;^{Rz} p S;iea ej f;ibh^{el}L p Ha i i^mh;e; p, BL;in H;e
B00kN, B^m;L H;e Afhⁿ, I;ji; Afil;Qa f;ib^{el}LI fh;iq; H;e Ni fi i;h pa^{el} a;qi;
C;ur; L^{el} pL^{em}l Se^{el} p HLV; iLR^a L^{el}, a;qi; p;ji^U n;š^{el} BL;inl p;šⁿ j^a; p
SN^al iQ; i;e p;ji^N Lli^u; a;imz

iheu k^{el} L;re; h;eš^hh^{el}oi f;ip^a HC-p;ji^U L;bj h́im^aR a;qi; qW;iv j^e qu ej^{er} p ke
L;iq;e; ej j^{em} B;ie^a f;el ej-- Bi ip ic^a N^mJ L^a qCu; f^sz HC-k B^m;De;
Lli^aR C;qi; Se^{el} p ke L;qi; f;ia Af;id Ae^h h Lli^aRz C;qi; Ae^{ju}, C;qi; Af;je--
iL;^o BS HC i^eS;ie I;e i^eU; BL;in h^ad f;in h;ipui; H Ae^{ju}v^{el} p L;re;je^aC
L;vj^Ca f;il;im ej

p L;e; j^m! f;el;Zi Bi ; a;qi; L^f;iml L;ij;ma;ij j^{de} L;e;p^{el};ji i;h f;il;in f;ic^aR!
q;ip^a a;qi; A;xliz L;e B00kN B^m;i j^a; g;ivui; f^s! m;mi;v L;e h;u; Hhw Oe f;on
R;ija^m c^c Q^rd j^{de} L;e ielhs Aleh;Defua;! BI p^c c^W q;ia-- ph; Hhw Q^eq^{el}
p;šⁿ p;ibⁿ L;ih;il Se^{el} f;u^a qCu; B^R, p ke L;bj L;iq^aRz iheu i^eSI Sth^{el}
k^{he}L de^{el} ' je Lli^aR, HC Be^{el} a;qi; h^{el}LI j^{de} ke g^mui; g^mui; Eiw^aRz
f;ibh^{el} A;idL;imⁿ m;LC k;qi; ej c;imui;C Sth^e p;A L^{el} -- iheu k^{el} a;qi;L H;e Lli^u; Q;iml
p;je j;ia;je c;im^a f;ic^h C;qi; Q^u B00kN iLR^e ejCz

iL;^oH L;e f;in;ij! H L;e Ae^{ju};z q;il Ae^{ju}, BI a;e; wL;icui; i;mi; k;ju ej HC p;ie^aC
k;ic L;re; HLV; L;im a;imui; cu^a; i;im;ij, BI k;ic i;ip;icui; cu^a, k;ic am;icui; mu a^h
Ef;ju L;e j^mil;im HC k^{el}, EÜ;el C;ur;J qu ej-- HaiceL;il p;ji^U p^w;il, p;ji^U iøb;ia
q;il;icui; Q;imui; k;ju;ic ke Sth^{el} p;ibⁿ f;il;iz;jz

N;ji; Q^f Lli^u; öle^a m;jiNmz HC R;ie^a H;je i^eS;ie i^eoc^e S^ev;øe;ij^e B^{el}; A^eL i^e
c^cS^e A^eL L;bj qCu; n^r-- La p;ilqae, La m;ilQ;il^æ La p;ji;S;iq^al B^m;De;ij,
i iho^v Sth^ek;æ; p;ø^a c^cS^eel La p^wL;ofz iL;^oH;e L;bj C;qi; f;hⁿ BI L;re;ice qu
ejCz j;ehq^eul H;je HLV; pa^{el} f;ic;ibⁿ, H;je HLV; f;im f;il;in H;je Lli^u; N;ji;il p;je
B;ipui; f^s ejCz HC-p;ji^U h;ef;il^{el} p Haice L;ih^a B^hS;ie; h́imu; p;cf;vⁿE^f;ri Lli^u; B;ipui;
R-- BS p C;qi;L Ha L;R^{er} c;im^m k^{el} C;qi;L BI Aüf;L;il Lli^a f;il;im ej öd^a
a;qi;C eu, C;qi; hⁿ a;qi; je^{el} m;icm, C;qi; f^mL a;qi; p;ji^U n;il^{el} j^{de} i^hce^al
j^a; m;imui; N;imz a;qi; k^{he}el HLV; Aⁿ;Q;il A^wh;il f;cl; j;ia^{em} Se^{el} q;ju;ju E;isu; N;im

Hhw ʘpC HaiceLji IjÜ Lʘr HC nlv-ienfʘbi SÉivØei fʘhn Liliu; HLVj jju; ihÜi
Liliu; icmz

Q½É LMe HL pju Rjç-mijl eʘQ eijju; Nmz fʘhñicL aMe leläa jʘMI qijpl jʘa;
HLVMjile BʘmʘLI Bi jþ icujʘRz HarZ fʘl iheul jevj qimLj qCuj HLVj pʘwLjQ
EfíØba qCmz HLMjile Qf Liliu; bijLu; himm, "Bjil H-pjÜ' Lbj ʘajil LjʘR Mh
ʘRjʘVj aþj Bjil quʘaj jʘe jʘe Ah' j LIRz ÌLz' Lf Lih hʘm;-- LMʘei ʘajil LjʘR
ìLRʘmʘLjç le-- BSJ mʘLjmj ei, aþj ʘhT BI ei ʘhTz"

ʘNij himm, "Iheu, H-ph Lbj Blij ʘk ÌWL hʘT aj hmʘa fjil ʘez c-ice BʘN aþj J
hʘʘa eiz SʘhehʘfjʘI j ʘdÉ HC-pjÜ' BʘhN Hhw BʘhN Bjil LjʘR ʘk BS fkl;¹ AaÉ;¹
ʘRjʘVj ʘwLʘR ʘp LbjJ AüfLjil LIʘa fjil ʘez ajç hʘm HVj ʘk hijÜhLC ʘRjʘVj aj quʘaj
eu-- HI nış², HI Ni flaj Blij flær Lili le hʘmC HVj Bjil LjʘR hÜhfe jju; jʘa;
ʘwLʘR-- ÌLz' ʘajil Ha hʘs; Efmiñ ʘL BS Blij ij bÉ; hmh Lf Lʘ? Bpm Lbj qʘR
HC, ʘk ʘm;L ʘk ʘrʘe BʘR ʘp ʘrʘel hijçI paÉ kic ajl LjʘR ʘRjʘVj qʘu ei bijL aʘh ʘp
hÉış² LjS LIʘaC fjil eiz HCSeÉ Dnñ çʘI ÌSepL jjeʘol çíØ LjʘR MjʘVj Lʘ
icʘuʘRe-- ph paÉLC pjje flær Liliu ajL jqi ihfç ʘgʘme lez BjilçI HLVj icL
ʘhʘR leʘaC qʘh, ph HLPʘA BjLs dlhij ʘmji RjçʘaC qʘh, eCʘm paÉLC fjh eiz aþj
ʘkMjʘe çjysʘu pʘaÉl ʘk jʘaifL flær LIR, Blij ʘpMjʘe ʘp jʘaifL Aii hije LIʘa ʘkʘa
fijh ei-- aj qʘm Bjil Sʘhele paÉL qijjʘa qʘhç qu H icL, eu J icLz"

Iheu Liqm, "qu Iheu, eu ʘNijz Blij leSʘL iʘ leʘa çjysʘuIR, aþj leSʘL afjN
LIʘa çjysʘuRz"

ʘNij Apíqo-ʘCuj Liqm, "Iheu, aþj jʘM jʘM hC IQei ʘLjʘi eiz ʘajil Lbj öʘe
Blij HLVj Lbj ØfØ hʘʘa ʘʘIR, ʘajil Sʘhe aþj BS HLVj fʘhm pʘaÉl pjʘe
jʘMijʘM çjysʘuR-- ajl pʘA gjil Qʘm eiz paÉL Efmiñ LIʘmC ajl LjʘR Baþpj fíV
LIʘaC qʘh-- ʘp BI bijLhij ʘSj ʘeçz Blij ʘk ʘrʘe çjysʘuIR ʘpC ʘrʘel paÉLJ Ajle
LʘC HLice Blij Efmiñ Lih HC Bjil BLj´rjz aþj Haice hC-fs; fʘtjI filQʘC
filatç IRʘm-- Blij J hC-fs; üʘcnʘfjʘLC Sijle-- fʘtj BS ʘajil LjʘR kMeC flær qm
aMeC hʘʘa ʘʘIR hCʘul ÌSepI Qʘu H La paÉ-- H ʘajil pjÜ' SNv-QIjQI AidLjil
Lʘ hʘpʘR, ʘLbjJ aþj HI LjR ʘbL ÌexLia fijR ei-- üʘcnʘfjʘ kice Bjil pçjʘM
Hjle phñÆzi jʘh flærʘNjQI qʘh ʘpice BjilJ BI Irj ʘeçz ʘpice ʘp Bjil defjz,
Bjil AiØbj < jış², Bjil BLin-Bʘm;L, Bjil pjÜC Aeju;ʘp BLoV Lʘ leʘa
fijhç üʘcnʘl ʘpC paÉjʘañ ʘk Lf B00kñ AfIç, Lf pʘeíØQa pʘNjQI, ajl Be½ ajl
ʘncej ʘk Lf fD™ fʘhm, kj heijl ʘpíʘal jʘa; Sʘhe-jʘaíL HL jʘpʘaíM´0e Lʘ kju, aj
BS ʘajil Lbj öʘe jʘe jʘe A0f A0f Aea h LIʘa fjilIRz ʘajil Sʘhele HC Aii ' aj
Bjil SʘheL BS B0ja LʘR-- aþj kj ʘʘuR aj Blij ʘLjʘeice hʘʘa fijh ÌL ei
Sijle ei-- ÌLz' Blij kj ʘʘa Qjç ajl Bujç ʘke ʘajil li al icʘC Blij Aea h LIIRz"

hīm^ə hīm^ə ʔnɪlɪ jɪcɔ Rɪsɪ; Eɪwɪ Rɪ^ə ʔhsɪC^ə mɪlNmz fʰŋɪc^əLI Eoɪl Bɪɪp
aɪqɪl Lɪ^əR^ə ʔke HLVɪ hɪ^əLEɪ j^əaɪ, hɪaŋɪ j^əaɪ fɪLɪn fɪCm^ə ʔke fɪ^əŋe a^əfɪh^əeɪ HLVɪ
ʔncj^əɪ j^əaɪ Eɪqɪl a qCuɪ Eɪwɪ; aɪqɪl pɪ^əU^ə nɪ^əLEɪ LɪVɪ ɪcm-- j^əq^əaŋ Se^ə ʔp U^əŋa
qCuɪ cɪsɪCm, Hhw rZLɪ^əmɪ Se^ə aɪqɪl j^əe qCm aɪqɪl hɪ^əpl^əɔ^ə ʔc Lɪlɪuɪ HLɪV
ʔS^əɪl^əmɪmɪ; p^əs^əɪ j^əZɪ^əmɪ e^əɪu Eɪwɪ; HLɪV ʔS^əɪl^əj^əŋ^ə nac^əm pɪ^əU^ə BLɪ^əŋ fɪl^əh^əɪç qCuɪ
ɪhLɪna qCm-- aɪqɪl pɪ^əU^ə fɪZ, pɪ^əU^ə ʔaeɪ, pɪ^əU^ə nɪ^əš² ʔke Cqɪ^ə H^əLhɪ^ə fɪj Be^əç
ɪex^əŋɪo^ə aɪqɪl ʔNmz

ʔnɪlɪ kMe Bfeɪ^ə Bfɪe ɪgɪlɪuɪ Bɪpm aMe ʔp qWɪv hɪmuɪ; Eɪwɪ, ʔi^əheu, ʔaɪjɪl H
ʔfɪ^əɪLɪ fɪl q^ə Bp^ə a q^əh-- Bɪj hmlR, JMɪ^ə bɪj^əm Qm^ə eɪz BɪjɪL ʔk j^əqɪnɪ^əš²
Bqɪe LI^əRe ɪa^əle ʔk La h^əsɪ; paf HLɪce ʔaɪjɪL Bɪj aɪ ʔCMɪhz Bɪjɪl j^əeɪ j^əd^əf BS
ɪɪl Be^əç q^əɪR-- ʔaɪjɪL BS Bɪj Bɪ Lɪ^əɪ; qɪ^ə ʔ^əs ɪc^ə a fɪl h eɪz"

ɪ^əheu jɪcɔ Rɪsɪ; Eɪwɪ; ʔnɪlɪl Lɪ^əR^ə Bɪpuɪ cɪsɪCmz ʔnɪlɪ aɪqɪ^əL HLVɪ Afʰŋɪ Evpɪ^əq
c^əç qɪa ɪcuɪ h^əɪL Qɪfɪuɪ dɪlɪm-- Lɪqm, ʔi^əç ɪ^əheu, Bɪlɪjɪl h, HLɪlɪ^əZɪl hz Bɪlɪ c^əS^əe
HL, Bɪjɪ^əçl ʔLE ɪhɪp^əRæ LI^əŋ eɪ, ʔLE hɪdɪ ɪc^ə a fɪl^əŋ eɪz"

ʔnɪlɪl HC Nɪ ɪl Evpɪ^əqɪ ʔhN ɪ^əheu^əlɪJ q^əç^əul j^əd^əf aɪl^əĀa qCuɪ Eɪwɪ; ʔp ʔLɪ^əeɪ; Lbɪ
eɪ hɪmuɪ; ʔnɪlɪl HC BLo^əŋZ Bfeɪ^əL Rɪsɪ; ɪcmz

ʔnɪlɪ ɪ^əheu c^əS^əe efl^əŋ fɪnɪfɪn ʔhsɪC^ə mɪlNmz fʰŋɪLɪn l^əš²hZŋ qCuɪ Eɪwɪmz ʔnɪlɪ
Lɪqm, ʔi^əç, Bɪjɪl ʔch^əL Bɪj ʔkMɪ^əe ʔcM^əa fɪlɪp^ə ʔp^əaɪ ʔ^əç^əkŋ jɪTMɪ^əe eu-- ʔpMɪ^əe
c^əɪl^əŋ cɪl^əɔ^əf, ʔpMɪ^əe Lø Bɪ Afɪj^əez ʔpMɪ^əe Nɪe ʔN^əu, g^əm ɪc^əu f^əSɪ eɪ; ʔpMɪ^əe fɪZ
ɪc^əu, l^əš² ɪc^əu f^əSɪ LI^əa q^əh-- Bɪjɪl Lɪ^əR^ə ʔpC^əVc ph ʔ^əu h^əsɪ; Be^əç j^əe q^əɪR--
ʔpMɪ^əe p^əM ɪc^əu ʔɪmɪhɪl ɪLR^əeC-- ʔpMɪ^əe ɪe^əSI ʔSɪ^əl p^əçf^əZŋ SɪN^əa q^əh, p^əçf^əZŋ ɪc^əa
q^əh-- jɪd^əkŋ eu, H HLVɪ c^əSŋ c^əxp^əq Bɪhɪ ɪ^əh-- H ɪe^əuɔ, H ɪ uwlɪ-- Hɪ j^əd^əf ʔpC Lɪw^əe
TwLɪl B^əR kɪ^ə L^əl p^əçp^ə HLp^əĀ ʔ^əS E^əw aɪl ɪR^əf^əs f^əs kɪuz j^əe LI^əm Bɪjɪl h^əLI
j^əd^əf Eōɪp ʔS^əN J^əw-- Bɪjɪl j^əe qu, HC Be^əçC f^əɪ^əol Be^əç-- HC q^əɪR S^əh^əeɪ
aɪ^əTM^əhe^əɔ^əf-- f^əɪj^əeɪl f^əmuk^ə l B^ə-^əeɪl ɪnMɪl Ef^əl e^əɪ^əeɪl Afɪ^əç j^əɪaŋ^ə ʔcM^əhɪl Se^əfC
f^əɪ^əol pɪdeɪz l^əš²hZŋ BLɪn^ər^əe HLVɪ h^əaej^əš² ʔS^əɪl^əj^əŋ^ə ɪ ɪho^əv^əL ʔcM^əa fɪlɪp^ə--
BS^əLLɪl HC Bpæ fɪ^əɪ^əal j^əd^əfC ʔcM^əa fɪlɪp^ə-- ʔcMɪ Bɪjɪl h^əLI ɪɪ a^əl ʔL Xɪlɪ
hɪSɪ^əɪRz"

hɪmuɪ ɪ^əheu^əl qɪa mCuɪ ʔnɪlɪ ɪe^əSI h^əLI Ef^əl Qɪfɪuɪ dɪlɪmz

ɪ^əheu Lɪqm, ʔi^əç ʔnɪlɪ, Bɪj ʔaɪjɪl p^əĀC kɪhz ɪL^ə Bɪj ʔaɪjɪL hmlR BɪjɪL
ʔLɪ^əeɪce aɪj ɪ^ədɪ; LI^əa ɪc^əuɪ eɪz H^əLhɪ^əl ɪɪ^əŋɪl j^əaɪ ɪe^əç^əu q^əu BɪjɪL ʔV^əe ɪe^əu ʔk^əuɪz
Bɪjɪ^əçl c^əS^əeɪl HL fb-- ɪL^ə Bɪjɪ^əçl nɪ^əš² ʔaɪ pɪje euz"

ʔnɪlɪ Lɪqm, ʔBɪjɪ^əçl fɪLɪal j^əd^əf ʔc B^əR, ɪL^ə HLVɪ j^əqv Be^əç Bɪjɪ^əçl ɪɪ æ
fɪLɪal HL L^əl ʔc^əh^ə ʔaɪjɪ^əa Bɪjɪ^əa ʔk ɪɪ^əmɪhɪpɪ B^əR aɪl ʔ^əu h^əsɪ; ʔfɪj Bɪjɪ^əçl
HL L^əl ʔc^əh^ə ʔpC ʔfɪj kar^əZ paf eɪ q^əh aar^əZ Bɪjɪ^əçl c^əS^əeɪl j^əd^əf f^əç f^əç A^əeL

B0ja-pw0ja ih®d-ih®rc 0V®a b;l®h-- a;l f® HLice Bj;l; p;Ù' i®m ÌN®,
Bj;®cl f;ib®l®L Bj;®cl hãã®LJ i®m ÌN®u HLV; f;L;™ HLV; f;D™ Baťf;l;q;®l
j®đf AVm h®m i;j®m ÌN®u c;ys;®a f;il;h-- ®pC LÌWe Be¾C Bj;®cl hãã®l ®no f;lZ;j
q®hz"

Ìheu ®N;l;l q;a d;l;u; Lìq;m, ""a;C ®q;lz"

®N;l;l Lìq;m, ""aaice ÌL;° Bj;®a;j;®L A®eL Lø ®chz Bj;l; ph Aať;q;®l ®a;j;®L
pC®a q®h-- ®Lee; Bj;®cl hãã®L C Sh®el ®no mré L® cM®a f;il;h e;-- ®k;e L®
®q;l a;®L C h;ÿl®u Qmh;l ®Ø; L® a;l ApC;j;e L;h e;z H®a k;ic hãã®l®i ®P f®s a;j q®m
Ef;u®eC, ÌL;° k;ic h;ÿl®u b;l®L a;j q®m hãã®l;p;b®L q®hz"

H;e p;j®u c®S®e f;cn®e Q;j;L;u; E;ÌW;u; ÌfR®e Q;ìq;u; c;ÌMm, Be¾;j;uf R;®a B;ìp;u;®Rez
lale c®S®el q;a d;l;u; 0®l Ìc®L V;ìe;u; mCu; Lìq;®me, ""Q®m;®, ®h;®h Q®m;®z"

c®S®eC h;Ìmm, ""B;Ì 0;j q®h e;j;j;?"

""q®h" h;Ìmu; Be¾;j;uf c® hãã®L ®S;l L;Ì;u; ÌhR;e;u; f;in;f;ìn ®h;u;Cu; Ìc®me Hhw 0®l
clS; hã L;Ì;u; Ìcu; c®S®el Ìnu®l L;®R f;ìM; L;Ì®a h;ìp®mez

Ìheu Lìq;m, ""j;®, a;® f;ìM; L;Ì®a h;®m ÌL;° Bj;®cl 0;j q®h e;?"

Be¾;j;uf Lìq;®me, ""®L;e e;j qu cMh; B;ìj Q®m N®mC ®a;j;l; B;h;l L;b; B;Ìñ L®
c®h, ®p;ìV q®R e;?"

c®S®e 0;j;Cu; f;ìs®m Be¾;j;uf B®Ù' B®Ù' 0l qC®a h;ìq;l qCu; B;ìp®mez Ìp;ÿs Ìcu;
e;ìj;h;l p;j u c;ÌM®me, j;ìq; Ef®l E;ÌW;u; B;ìp®a®Rez Be¾;j;uf Lìq;®me, ""HMe e;-- L;ì
p;j;Ù' l;ja J;l; 0;j;u; Ìez B;ìj H;C;j;e J®cl 0;j f;ìs®u B;ìR;?"

j;ìq; Lìq;®me, ""h;ìp®l®, H®L C h®m hãã®l Ìh®u l;b;v; E®W;ìRm ÌL S;e;?"

Be¾;j;uf Ìani®e;®

মহিমা ®h;ìd qu HLV; ÌLR;®lWL q®u ®N®R; 0;j i;j;P®h LMe? n®f®E;ìh®uV; e;j q®m Ìh0AA®eL
B®R;®

Be¾;j;uf q;ìp;u; Lìq;®me, ""J;l; 0;j®u f;s;l cl;Z Ìh0Àq®h e;-- BS Ìc®el j®đfC 0;j
i;j;P®hz"

hl cjpɔɪf Lɪqme, "aɪj pɔɪl aɪl ɪhʊ ʔɔn eɪ eɪl?"

fɔn nhɪhɔayqɪl ʊɪi ɪhl nɪzɪ Nnɪl i ɪh ɪLRɔZ fɪLɪ cɪsʔa qɪa hɪmɪCme-- aɪl fl jɔɪl Lɪqme, "fɪæ ʔɪbɪu?"

hl cjpɔɪf Lɪqme, "ʔe, fɪehɪhɔ pʔA Jɪ ɪhhɪqɪl Lbɪ ʔaɪ ɪWL qʊC BʔR-- Aɪɔa Bɪlɪ ʔaɪ jʔe jʔe aɪC Sɪle-- pɔɪl aɪJ Sɪʔeɪ"

fɔn Lɪqme, "fɪehɪhɔL ɪdɪlɪeɪl ɪWL fRɔɔ qu hɪm Bɪjɪl jʔe qʊR eɪɪ"

hl cjpɔɪf ɪɔɪmɪ, ɪɔɪmɪ Bɪjɪl i ɪmɪ mɪɪN eɪz pɔɪl aɪL Bɪjɪl Bfe ɔʊɔɪ ʔɔɪL ʔɪeɪ agɪa Lʔ ʔɪM ʔe, ɪLɔʔ aɪC hɪm H LbɪJ ʔaɪ hmʔa qu EɪeC hɪ Lf Hje Apɪjɪeɪ fɪehɪhɔ jʔaɪ ɪhàje dɪjɪL ʔmɪL kɪc JʔL fRɔɔ Lʔ bɪL, ʔvɪ ɪL Eɪsʊ ʔchɪl ɪSɪep? aɪj kɪC hm, Bɪjɪl mɪhZɪL ʔaɪ ʔMʔa Jɪ ʔʊ AʔeL i ɪmɪ, ɪLɔʔ Bɪj ʔaɪ jɪL hɪm ɪcɪpR Bɪlɪ kɪL fRɔɔ Lʔ ʔch J aɪLC ɪhʊ Lɪh, LMʔeɪ "eɪ" hɪh eɪz ʔaɪlɪ kɪc pɔɪl aɪl ʔɪjɪL hɪsʊ ʔaɪm aɪ qʊm Jɪ fɪæ ɔʊmɪC i ɪl qʊz

fɔn Cqɪl fɔl Bɪ ʔɪeɪ LbɪC hɪmme eɪz hl cjpɔɪf ɪl pʔA ɪaɪe ʔɪeɪɪce aLɪ Lɪlʔae eɪz ɪhʊnoa pɔɪl aɪl pʔʔaz

paɪnL Sɪ ɪcuɪ kMe pɔɪl aɪl jɪl jʔaɪ qu aMe pɔɪl aɪl hup pɪaz aɪqɪl ɪfaɪ ɪj nɪZ qɪmɪl ʔeɪl jʔaɪ fɔl hɪppɪjɪS fɪhɪn Lʔe Hhw fɪsɪl ʔmɪLɪ AaɪɪQɪ Nɪj Rɪɪsuɪ YɪLɪu Bɪpuɪ Bnɪ mez ʔMɪe ʔfɪV-Bɪfʔpɪ LɪS kMe ɪekʔɪ ɪRme aMe fɔl nɪ pʔA ayqɪl ɔɪeʊ hãɔaɪquz pɔɪl aɪ aMe qCʔa fɔl nL ɪWL ɪeʔSɪ ɪfaɪl jʔaɪC Sɪleaz

ɪj nɪZɪ jʔaɪ qWɪv ɔɪVuɪɪRmz ayqɪl VɪLɪLɪs kɪqɪ-ɪLRɔɪRm aɪqɪ ayqɪl ʔʊm J ɔʊl eɪɔ cɔɪ i ɪN cɪe Lɪluɪ ɪaɪe ECmfʔe fɔl nhɪhɔL hɪhɔbɪ Lɪl hɪl i ɪl ɪcuɪɪRmez aMe qCʔa paɪn J pɔɪl aɪ fɔl nɪ fɪl hɪlɪ ɪʔɪ qCuɪ ɪNuɪɪRmz

ʔʊl hɪ hɪlqɪl ʔmɪL pɔɪl aɪl fɪa ɪhʊno ʔeɪq hɪ jʔeɪkɪN Lɪl ʔm hl cjpɔɪf ɪl jʔe i ɪmɪ mɪlNa eɪz AbQ ʔ LɪʔZC qEL pɔɪl aɪ pL ʔmɪ LɪR qCʔaC ʔeɪq J nɪɪ BLoɪV Lɪl az hl cjpɔɪf ɪl ɔʊlɪ aɪqɪl i ɪmɪhɪpɪ mCuɪ fl ʔfɔl pʔA TNSɪ Lɪl az ɪhʊnoa ɔʊSɪ ɔʊ mɪmaɪ aɪqɪl DoɪflɪjuZ fɪZʊl àɪlɪ pɔɪl aɪL ɪcelɪæ ʔke BɪLɪsuɪ bɪlʔa Qɪqaz

fsɪœeɪl Mɪɪaʔa ayqɪl ɔʊlɪ aMeLɪl Lɪmɪ pLm ɪhcʔfLC RɪsɪCuɪ kɪCɪn hl cjpɔɪf ɪl jʔe HC BLɪ rɪ ɪRmz pɔɪl aɪ ayqɪl ɔʊɔɪ pʔA HLPʔA jjeʊ qCuɪ H pʔʔa aɪqɪɔɪ pɪje gm mɪl Lɪl h Cqɪ ayqɪl fʔ pMLɪ ɪRm eɪz ʔCSeɪ Cʊm kɪChɪl pɪu pɔɪl aɪl eɪeɪfɪLɪl ɪhʊnoɪVʔa bɪlLaz

ʔC-pLm ɪhʊl LɪlZ Aej je Lɪluɪ fɔl n pɔɪl aɪl Cʊm hã Lɪluɪ ɪcuɪ aɪqɪL ɪeʔC

fs;C@a BIñ LIL®mez öd=a;C eu, pøiI a; ih®noi j®h ayq;I C ®ke piÅefl j@a; qCu; EIWmz lale a;q;I p®Å e;ej ihøu Bm;f LIL®ae, ®kM;®e k;C®ae a;q;®L p®Å LILu; mCu; k;C®ae, kMe cš®l biL®a h;df qC®ae aMe iQIW®a hÿal f;PÅ E>;fe LILu; ihÛ;il a B®m;Qej LIL®aez Hj®le LILu; pøiI a;I j e a;q;I hup J Ahøb;®L R;S;Cu; A®eLV; f;il Za qCu; EIWu;IRmz a;q;I j #MnL®a J BQI®Z ®k-HLIV NñL®kM ihL;in qCu;IRm a;q;®a ®Lq a;q;®L h;imL; h;mu; NZÉ LIL®a f;il a e; Hhw m;hZÉ k;lcQ hu®p f;ju a;q;I p;je IRm ah® pLm ihøu pøiI a;®L ®p Bfe;I ®Qu h®S; h;mu;C j®e LILa, Hje-IL, h;c;P®L E J a;q;®L C;R; LIL®mJ ®L;®ej ®aC a;R LIL®a f;il®ae e;I

f;W®L;I; f;š®h;C f;il Ou f;Cu;®Re q;I jeh;h®AaÉ;¹ Evp;Iqf h;ip; h;ip-p; j;®SI pLm L;®SC ayq;I q;a IRm-- lale -en-ú®mI InrL, L;N®SI p;C;f;icL, Øe;f;h;C;®m®ul ®p®eV;il -- iLR®aC ayq;I n;ij;¹ IRm e;I HC k®L;IV C ® HLice h;ip;P; j;®S Aa;®Q Øb;je A;idL;I LIL®h pL®m;C j®e HC Bn; IRmz ih®noa Cw®I;S i;jo;u ayq;I A;idL;I J cn;len;®Øe ayq;I f;I c;n;I; pø®a M;E;I;la ih;C;®m®ul R;je®C;I ®k;®N h;ip;P; j;®SI h;Iq;®I J ihÛ®a qCu;IRmz

HC-pLm e;ej L;I®Z Ae;®e;f pLm h;ip;®L e;®;u pøiI a;J q;I jeh;h;®L ih®no n;Û; LILaz Y;L;I qC®a L;imL;aj B;Iph;I p;ju q;I jeh;h;®d p;Iqa f;il Q®ul Se;f a;q;I j®eI j®dÉ ih®no Kvp;L;E J S;I;®u;IRmz

Ah®n®o ihM;E;I;ja q;I jeh;h;®d p®Å öd=a;®k f;il Ou qCm a;q;I e®q, Aøf I;c®eI j®dÉ C pøiI a;I f;I;a ayq;I qe®ul BL® i; jh f;IL;in LIL®a q;I jeh;h;®pw®L;Q ®h;id LIL®me e;I Øfø LILu; lale ®k pøiI a;I leLV ayq;I f;Zu ' j;fe LILu;IR®me a;q;I e®q-- iL;® pøiI a;I phN;f;L;I Ap;C;f;V;I;®; f;I;Z, a;q;I æ;V pw®h;ide, a;q;I Evp;Iq h;dl®e, a;q;I Eæ;I;a p;I;d®eI Se;f lale Hj®le j®e;®k;NÉ qCu; EIW®me ®k HC Le;®L® ®k lale ih®noi j®h Bfe;I Efk;š² piÅefl LILu; a;im®a C;R; LILu;®Re a;q;I pL®mI L;®RC p;®N;QI qCu; EIWmz

HC OVe;u q;I jeh;h;®d f;I;a h;c;P®L E J f;h;I;®e n;Û; eø qCu; ®Nm Hhw Cq;®L lale p;I;j e;f Cú;®j;ØV;I j;je h;mu; Ah' j LIL®a ®Ø; LIL®mez

pøiI a;J kMe h;®T®a f;il m®k, ®p ihM;E;I;ja q;I jeh;h;®d iQš Su LILu;®R aMe j®eI j®dÉ i Iš;®j In;I;a NhñAe;I h LILmz

f;I;je f®rI leLV qC®a ®L;®ej f;Û;h EfiØba e; qC®mJ q;I jeh;h;®d p®AC pøiI a;I ih;h;Iq leØQu h;mu; pL®m kMe iØb;I LILu;IRm aMe pøiI a;J j®e j®e a;q;®a p;ju Icu;IRm Hhw q;I jeh;h;®h;ip;P; j;®SI ®k-pLm Iqap;I;d®eI Se;f S;®he EvpNñ LILu;®Re iL;I® Inr; J p;I;de;I à;I;I ®pJ a;q;I Efk;š² qC®h HC a;q;I HL ih®no EvL~;I ihou qCu; EIWu;IRmz ®p ®k ®L;®ej j;je®L ih;h;Iq LIL®a k;C®a®R a;q;I qe®ul j®dÉ Ae;I h LIL®a f;I;®I e;I C ®p ®ke h;ip;P;C;f;C;®ul p;I;qv j Åm®L ih;h;Iq LIL®a f;Û;®a qCu;®R, ®pC j Åm f;I;®-N;®;f;W à;I;I Aa;®Q ih;aje Hhw aš;I j®eI à;I;I leI;an;u NñÉI;Z HC ih;h;Iq;I Løfe;I a;q;I L;®R i u pøj J c;®p;I;dÉ c;I;ua;®h;®dI à;I;I I;I;Qa HLV;I f;I;b;®I I ®Lø;I j®a;I ®h;id qC®a m;I;Nm-- a;q;I ®k ®Lhm p;®M h;ip LILh;I a;q;I e®q, a;q;I m;S;C LILh;I -- a;q;I f;I;I h;I;L e®q, a;q;I I;I;aq;I;P;Lz

HC Ah0b;@aC klc İhh;ıq qCu; k;Ca a@n Az'ba Leıf@r-I pL@mC HC İhh;ıq@L İh@no
HLV; @p;ı ;NE hımu;C ' je Lİl az İLz' qil;eh;ıh@le@SI EvL@ j qv Sth@el c;ıua@L HaC
h@s; Lİlu; @cİM@a@e @k @Lhmj;@e i ;@m; m;N;l à;l; BL@ qCu; İhh;ıq Lİl@L İale İe@SI
A@k;NE hımu; ' je Lİl @mez HC İhh;ıq-à;l; hıppj;S Lf fılj;Z m;ı h;e qC@n a;ıq; p@f@Z
İhQ;ı e; Lİlu; İale H L;S fh@S qC@a fıll@me e;Z HC L;l@Z İale @pC İcL qC@a
p@ll a;l@L fılr; Lİl@a m;ıN@mez

Hİ@ i ;@n fılr; Lİl@a @N@m fılr; İc@aJ quz qil;eh;ıh@f@n;ıh@ 0@ fıll İQa qCu;
EİW@mez ayq;l@L ayq;l h;ısl @m;l @k fıeh;ıh@ hımu; X;lLa, H fılh;@J ayq;l @pC
fıeh;ıh@e; fıQ;l qCmz HMe ayq;l@L @Lhmj;@e Cw@İS İhc;l;l i ;@m;l, a@h; İ@el B;l J
hıppj;@SI jÂ@m;l Aha;l I@f @Cm; pñhfı qCm e;-- İale @k j;e@, HC fıllQuV;C pL@mı
@Qu İeLV qCu; EİWmz aMe İale @Lhmj;@e nÜ; J p@ğ;l AldL;l@f e; qCu; i ;@m; m;N;l
j@cm;N;l Bu@;dfe qCu; Bıp@mez

B0Q@k@ İhou HC @k, qil;eh;ıh@L @k i ;hV; fıh@n c@ qC@a p@ll a;l i İ@'2 BLoİV
Lİlu;İRm @pC i ;hV;C İeL@V Bıpu; a;ıq;l B0;a Lİl@a m;ıN@mz hıppj;@SI j@de k;ıq;l-İLR@
pa@ jÂm J p@ğ;l B@R qil;eh;ıh@a;ıq;l Alı i ;hLül@ fı qCu; a;ıq;l İrLa;l i ;l mJu;@a
ayq;l@L Aa@z' ApwNal@f @R;@V; @cİM@a qCmz p@a@l p@A j;e@ol kb;ıb@n p@à i İ@'l p@à-
- a;ıq;l@a j;e@L üi ;haC İheu@ Lİlu; @a;ımz a;ıq; e; Lİlu; @kM;@e j;e@L EÜa J
AqWLa L@ @pM;@e j;e@ Bfe;l r@a;l@L @pC p@a@l a;me@aC Aa@z' p@f@ Lİlu;
fİL;n L@z HCM;@eC f@n;ıh@ p@A q;l;@el fıB;c p@ll a;l j;@e j;@e B@m;@e; e; Lİlu;
b;lL@a fıll m e;Z fı@n;ıh@hıppj;@SI İeLV qC@a k;ıq; m;ı Lİlu;@Re a;ıq;l p@ç;@M ayq;l
j;ıb; @ke ph;c; ea qCu; B@R-- @p p@à ayq;l @m;n;@e fıNmü a; e;C-- a;ıq;l Nı İl a;l
j@de İale İe@SI Sth@L am;Cu; İcu;@Rez fı@n;ıh@ n;ı; j@pRİh @cİM@m İale @k pa@L
qC@u h;e Lİlu;@Re a;ıq;lC j q@A @Q;@M fı@sz İLz' qil;eh;ıh@ @pl@f e@q-- ayq;l hıpa@
hımu; HLV; EN@ Ba@fİL;n A@f p;Ü' BıR@ Lİlu; ayq;l p;Ü' Lb;ı J L;S A@n;ı eı@f
h;lq;l qCu; b;lLz Cq;@a p@çf;c;@ul L;@R ayq;l Bcl h;ısu;İRm; İLz' p@ll a;l fı@n;l
İnr;ı-@Z p;çf;c;ıul pWLeZİa;l j@de BhÜ qC@a fı@ e;C hımu; qil;eh;ıh@ HLz' hıİpLa;
p@ll a;l üi ;hL j;eha@L @ke fıS; İcaz qil;eh;ıh@j;@e Lİl@a@e, d;ıİp;de;l g@m ayq;l
cİ@nİ@'2 H;e B0Qk@ üpR qCu;@R @k, A@f pLm @m;@LİC i ;@m;ı; J pa@pa@ İale Al@
Ae;ı;@pC h@T@a fı@ez HCSe@ pLm@LC İale ph;c;C İhQ;ı Lİl@a Ec@az İhou@ @m;@L;l J
fİİe@; fıQQ@ Lİlu; b;lL, İLz' k;ıq;l; d;ıİLLa;l i ;ııu HC L;S L@ a;ıq;l@L @pC İe@;ı;l
p@A Bde;l@aİL AqWLa;l İj'İn@a qCu; pwp;@L HLV; Aa@z' p@fh@ Efâ@n;l pİ@ L@z p@ll a;l
a;ıq; H@Lh;@C pıq@a fıll a e;Z hıppçf;c;ıu p@à p@ll a;l j;@e @k @L;@e; NñİİRm e; a;ıq;
e@q, ab;l@f hıppj;@SI j@de kyq;l; h@s;@m;l ayq;l; @k hıİp qJu;ıC cl;@e İh@no HLV;
nİ@'2 m;ı Lİlu; h@s; qCu;@Re Hhw hıppj;@SI h;lq@ k;ıq;l; Qİl@e;@ a;ıq;l; @k hıİp e;
qJu;ıC L;l@Z İh@noi ;@n nİ@'2q@e qCu; e@ qCu;@R H Lb;ı mCu; qil;eh;ıh@ p@A p@ll a;l

A^eL hⁱl aLⁿqCuⁱ iNu^jRz

qil^jehⁱh^mhⁱppjⁱSI j^Amⁱ fⁱla mr Lⁱluⁱ kMe ih^Qi^l f^lnhⁱh^lLJ Afⁱld^e Lⁱl^a
Rⁱjs^{me} eⁱ aMeC p^oll^ai^j ke Bqa giZefⁱ j^ai Apⁱqo^qCuⁱ EⁱWaz^p p^j^u hⁱmmⁱCⁿ
Cw^liSⁱnⁱra c^ml j^de i Nhcⁿf^ai mCuⁱ B^miQe^j iRm e^z iL^z f^lnhⁱh^mp^oll^ai^jL mCuⁱ
jⁱT jⁱT Nf^ai fⁱs^{ae}-- Lⁱm^lpw^ql j^qiⁱlaJ lale fⁱu p^jU^Vi p^oll^ai^jL fⁱsuⁱ
öeⁱCuⁱR^ez qil^jehⁱh^l LⁱR aⁱqⁱ iⁱmⁱ mⁱN eⁱCz H-pj^U N^l lale hⁱpp^fl^hi^l qC^a
lehⁱl^{pa} Lⁱl^hi^l fr^fja^l lale le^SJ H-l^m f^{se} eⁱCz l^jjuZ-j^qiⁱla-i Nhcⁿf^ai^l lale
l^qz^cl p^jN^ehⁱmuⁱ üa^z lⁱm^a Qⁱl^qaez dj^hi^löeⁱ j^de hⁱCh^lm^lC ayqⁱl HL^jje Ahm^öe
iRmz f^lnhⁱh^mk ayqⁱl nⁱöeQ^l Hhw RⁱVⁱMⁱVⁱ e^ej iho^u hⁱpp-Ahⁱpl p^fjⁱ l^ri Lⁱluⁱ
Qⁱm^{ae} eⁱ, aⁱqⁱa qilⁱel Nⁱu ke L^yVⁱ ih^ydaz f^lnl B^Ql^z fⁱLⁱh^e hⁱj^e j^e L^q
LⁱeⁱfⁱLⁱ c^oi^lf Lⁱl^h H^je öfdⁿ p^oll^ai^j LM^eiC pⁱq^a fⁱl e^z Hhw HCl öfdⁿ
fⁱLⁱn qCuⁱ fsⁱaC qil^jehⁱh^mp^oll^ai^j LⁱR MⁱVⁱ qCuⁱ N^{Re}z

HCl^ö e^ej Lⁱl^z qil^jehⁱh^m f^lnhⁱh^l 0^l i^ce i^ce i^eöfⁱ qCuⁱ Bⁱp^aR^ez
hl^ci^pz^l kⁱc^Q hⁱpp-Ahⁱpl^l cⁱl^ru qil^jehⁱh^l A^frⁱ Lⁱeⁱ Aw^h L^j E^vp^qe^eq^e
Hhw laleJ ayqⁱl ü^jfl B^Ql^z A^eL p^ju m[<] i^hid Lⁱluⁱ bⁱLe, abⁱl^f qil^jehⁱh^l
lale Bcn^lf^ho hⁱmuⁱ ' je Lⁱl^{ae} e^z qil^jehⁱh^l p^qp^ec^o ayqⁱl Qⁱm^fisaz

qil^jehⁱh^l pⁱc^fcⁱluL E^vpⁱq^l Aa^fiQⁱl Hhw pwL^zne^l pa^ju kⁱc^J p^oll^ai^j je li a^l
li a^l fⁱlaice ayqⁱl E^fl qC^a ih^jM qC^aiRm, abⁱl^f qil^jehⁱh^l p^ÄC k^a aⁱqⁱl ih^hq
qC^h H p^öa^a Lⁱeⁱ f^rl j^e Lⁱeⁱ aLⁿhⁱ p^zq iRm e^z dj^lp^ji^lSL^ciLⁱe^k h^el^s²
le^SI E^fl M^h h^si Ar^l E^pQ j^mel iV^lLV jⁱluⁱ lⁱm^l Ae^f m^lL^j ö²j^ö aⁱqⁱl
c^jh^eaⁱ ü^eLⁱl Lⁱluⁱ muz HCSe^f qil^jehⁱh^m ayqⁱl j^qvpwL^öfⁱ Ae^hal^e qCuⁱ k^öi^lQa
fl^ri-àⁱl p^oll^ai^jL fR^z Lⁱluⁱ mC^mC k^a pL^mC aⁱqⁱ jⁱbⁱ fⁱlauⁱ mC^h, H p^öa^a
qil^jehⁱh^l Hhw Ae^f Lⁱqⁱlⁱ j^e Lⁱeⁱ l^{ad}i iRm e^z H^je-ⁱL, f^lnhⁱh^l qil^jehⁱh^l cⁱh
j^e j^e ANⁱq^e L^le eⁱCz pL^mC qil^jehⁱh^l hⁱppjⁱSI i^hf Ahm^öe^ül^ö ' je Lⁱla,
laleJ ihⁱU^l ih^Qi^l eⁱ Lⁱluⁱ aⁱqⁱa p^ju i^caez HSe^f qil^jehⁱh^l j^ai mⁱLI f^r p^oll^ai^j
k^ö qC^h iL eⁱ CqⁱC ayqⁱl iQ^zl ihou iRm; p^oll^ai^j f^r qil^jehⁱh^m L^f f^kl^l E^fi^{cu}
qC^h aⁱqⁱ ayqⁱl j^eJ qu eⁱCz

HC ih^hq^fl^lh^l L^qC k^je p^oll^ai^j L^biVⁱ i^hi Bhn^eL^hid L^l eⁱC, p^oll^ai^jJ
aj^{le} le^SI L^bi i^h eⁱCz hⁱppjⁱSI pL^m mⁱLⁱC j^ai p^j dⁱluⁱ mCuⁱiRm k^a
qil^jehⁱh^m kⁱce hⁱm^{he} "Bⁱj HC Le^fi^l N^qZ Lⁱl^a f^lha qCuⁱiR' p^c i^{ce}C p^o HC
ih^hq^l aⁱqⁱl j^qvLa^he^üe^l Lⁱluⁱ mC^hz

HC i^hC Qⁱmuⁱ Bⁱp^aiRmz H^je p^ju pⁱce Nⁱl^lL E^fmr Lⁱluⁱ qil^jehⁱh^l p^Ä
p^oll^ai^j k^c QⁱlⁱV Eo^hi^lel Bc^jef^cje qCuⁱ Nm aⁱqⁱl p^h ö^le^uiC f^lnl j^e p^lnu
E^fi^öba qCm k^a, p^oll^ai^j qil^jehⁱh^l qu^a; k^ö n^üi L^l eⁱ-- qu^a; Eⁱul üⁱh^l
j^de l^jm eⁱ qChⁱl LⁱlZ B^z HCSe^fC hl^ci^pz^l kMe ih^hq^l Se^f a^jl^{nc} i^caⁱR^{me} aMe

“Lq p[®]q L[®] HC Bn[^]ju lale p[®]q[®] L[®]hm HLhⁱl Lⁱluⁱ Bⁱp[®]ae Hhw p[®]ll aⁱ ke
ayqⁱl Rⁱæf H^jlei j[®]h[®] le[®]SI JSe IⁱlMuⁱ Qⁱm[®]æz IL[°] HC Luⁱce q[®]Wⁱv L^f q[®]CuⁱR--
qⁱl jehⁱh[®]a[®]R HLVⁱ R[®]aⁱ m[®]Cuⁱ l[®]e HLⁱdL hⁱl J BⁱpuⁱRe Hhw a[®]aⁱdL a[®]R R[®]aⁱ dⁱluⁱ
p[®]ll aⁱl p[®]A Nⁱu fⁱsuⁱ B^mi^f Lⁱhⁱl Q[®]oⁱ LⁱluⁱRez f[®]l[®]nhⁱh[®] HC E^fm[®]r Eⁱu[®]L
i[®]mⁱ Lⁱluⁱ f[®]l[®]hⁱrZ Lⁱhⁱl A^hLⁱn fⁱCuⁱRe Hhw ayqⁱl p[®]q[®]J æ[®]j Oe^fi s[®] q[®]Cuⁱ
Bⁱp[®]a[®]Rz

BS qⁱl jehⁱh[®] Bⁱp[®]a[®]C hⁱl cⁱp[®]l^f ayqⁱl B^si[®]m XⁱlLuⁱ m[®]Cuⁱ Lⁱq[®]me, “Bⁱp[®]Rⁱ,
fⁱehⁱh[®] B^fle B^ji[®]cl p[®]ll aⁱl l[®]hⁱh[®]q Lⁱh^e HC L^bi p[®]L[®]m[®]C h[®]m, IL[°] B^feⁱl j[®]M
b[®]L[®] aⁱ Lⁱeⁱce Lⁱeⁱ L^bi öe[®]a fⁱC[®] ez kⁱc p[®]l[®]f[®] B^feⁱl HⁱL^j Aⁱi fⁱu bⁱl aⁱ
q[®]m Øf[®] L[®] h[®]me eⁱ l[®]e?”

qⁱl jehⁱh[®] Bⁱ l[®]h^mð Lⁱl[®]a fⁱl[®]me eⁱz H^me p[®]ll aⁱl lale Lⁱeⁱj[®]a h[®]l[®] Lⁱl[®]a
fⁱl[®]m[®]C l^el[®]Q[®] qe-- ayqⁱl fⁱla i l[®]š[®] J hⁱp[®]p[®]j[®]SI l[®]qaL[®]f[®] kⁱN^eaⁱl fⁱl[®]rⁱ f[®]
Lⁱl[®]m[®]J Qⁱm[®]h[®]z qⁱl jehⁱh[®]hⁱl cⁱp[®]l^f Lⁱq[®]me, “H L^bi h^mi hⁱy[®]m[®] h[®]m[®]C hⁱm l^ez p[®]ll aⁱl
B^Wi[®]lⁱ h^RI hu[®]pl S^ef[®]C f[®]l[®]rⁱ Lⁱl[®]R[®]mⁱz”

hⁱl cⁱp[®]l^f Lⁱq[®]me, “B^feⁱl B^hi^l H^{LV}hⁱsⁱhⁱl^s B[®]R^z B^jlⁱ aⁱ QⁱY[®] h^RI q[®]m[®]C
k[®]b[®] j[®] Lⁱl!”

pⁱce Qⁱ MⁱChⁱl p^ju f[®]l[®]nhⁱh[®] p[®]ll aⁱl i j[®]h[®] cⁱl[®]Muⁱ B[®]Q[®]k[®]l[®] q[®]Cuⁱ N[®]me^z p[®]ll aⁱ
qⁱl jehⁱh[®] L[®] Ha ka[®]Aⁱ é[®]b[®]l^e A[®]e[®]L l[®]ce L[®] eⁱz H^je-ⁱL, qⁱl jehⁱh[®] k[®]Me Qⁱmuⁱ kⁱChⁱl
E^fæ[®]j Lⁱl[®]aⁱR[®]me a[®]Me ayqⁱl mⁱh[®]Z[®]l e[®]s[®]ae H^{LV}i l[®]n[®]f[®]L^mi^l fⁱl[®]Qu l[®]chⁱl E^fm[®]r
B[®]lⁱ H^{LV}hⁱpuⁱ bⁱl[®]a A^elⁱd Lⁱl[®]uⁱR^mz

f[®]l[®]nhⁱh[®] j^e l^el[®]Q[®] q[®]Cm^z lale i j[®]h[®]me, lale i m[®] LⁱluⁱRez H^je-ⁱL, lale j[®]e j[®]e
H^{LV}hⁱp[®]me^z i j[®]h[®]me, HC c[®]S[®]e[®]l j[®]d[®]e qu[®]aⁱ l^eN[®] H^{LV}i f[®]ZuL^mq OⁱVuⁱl[®]R^m, B^hi^l
p[®]Vⁱ l^j V^j v[®] q[®]Cuⁱ N[®]R^z

p[®]C l[®]ce l[®]hcⁱu q[®]Chⁱl p^ju qⁱl j^e f[®]l[®]nhⁱh[®] Lⁱl[®]R[®] l[®]hⁱh[®]qⁱl f[®]l[®]h[®] fⁱl[®]s[®]me^z S^jeⁱC[®]me, H
p[®]ð[®]a l[®]h^mð Lⁱl[®]a ayqⁱl C[®]p[®]Rⁱ eⁱz

f[®]l[®]nhⁱh[®] H^{LV}hⁱh[®] B[®]Q[®]k[®]l[®] q[®]Cuⁱ Lⁱq[®]me, “IL[°] B^fle k[®] B^Wi[®]lⁱ h^RI L[®]j[®] g[®]u[®]cl l[®]h[®]
q[®]Ju; A^efⁱu h[®]me^z H^je-ⁱL, B^fle LⁱN[®]S[®]J p[®] L^bi l[®]m[®]R[®]ez”

qⁱl jehⁱh[®] Lⁱq[®]me, “p[®]ll aⁱl p[®]ð[®]a H L^bi Mⁱv[®] eⁱz Lⁱl[®]Z, JI j[®]e[®]l k[®]l[®]L^j fⁱl[®]Zⁱa
q[®]u[®]R A[®]e[®]L h[®]sⁱ hu[®]pl g[®]u[®]l[®]J H^je[®]c[®]Mⁱ kⁱu eⁱz”

f[®]l[®]nhⁱh[®] f[®]hⁱz[®] c[®]t[®]aⁱl p[®]A Lⁱq[®]me, “aⁱ qⁱl fⁱehⁱh[®] k[®]Me l[®]h[®]no Lⁱeⁱ; Aⁱqa c[®]Mⁱ
kⁱl[®]R eⁱ a[®]Me B^feⁱl j^a A^epⁱ lⁱdⁱl[®]je[®]l hup f[®]l[®]q[®]Juⁱ f[®]l[®]l[®] A[®]f[®]rⁱ Lⁱj[®]C L^al[®]h[®]z”

qⁱl jehⁱh[®] l^eSI c[®]h[®]m^ai fⁱl[®]in q[®]Juⁱ mⁱ< a q[®]Cuⁱ Lⁱq[®]me, “l^el[®]Qu[®]C L^al[®]h[®]z L[®]hm
B^jlⁱ C[®]p[®]Rⁱ HC k[®], H[®]Lⁱce p[®]L^ml[®] X[®]L Dⁿl[®]l[®] eⁱz L[®] p[®]ð[®]Vⁱ fⁱlⁱ Lⁱ qⁱl[®]z”

f[®]l[®]nhⁱh[®] Lⁱq[®]me, “p[®] Aⁱa E[®]š[®] f[®]l[®]h[®]”

O, V; cĉ-lae leâi; fl kMe Ā; i; Oj i jĪPu; fĪĥ QĪlqu; ĉĪMm ĩheu Oj; ĉĀaĀ aMe aġi; qĉu BeĀ i ĩlu; EĪWmz ũĀHLV; ĪfĪ ĪSlep qĪ; Cu; SġĪNu; EĪWu; kMe ĉM; kġ; aġi; qĪ; ju eġ aMe Ā; je BĪ; j ĥġd qu Ā; ġĪ; ġĀĉ qĉmz ĩheuĀ aġĪN LĪĪ ġm Ā; ġĪ; ġĪ; SĥĒ Ā; k LaMġle fĀqCu; fĀS BS leâi; Ā ĩheuĀ fĪĥ ĉĪMu; aġi; ġĀ Aeaĥ h LĪĪ a fġĪmz HC BeĀĪ B0ġa Q' m qCu; Ā; ġĪ; Ā; WmġWĪm LĪĪ u; ĩheuĀ SġĪNu; Īcm Hhw LĪqm, "Qġmġ, HLV; LġS BĀRz"

Ā; ġĪ; fĪfĀq pLġmġmġu HLV; ĩeulġa LġS ĪRmz ġĀ fġ; ġĪ; ĩeĉeġġZĒĪ ġmġLĉĪ Oġ kġġġġa LĪĪ az aġġĉĪ EflġĪ LĪĪ ġĪ; ġĪ; Efĉġn ĪĥġĪ SeĒ eġq-- ĩeaġĉ aġġĉĪ pĀ ĉMġpġrġv LĪĪ ġĪ; SeĒĉ kġCaz ĪnĪra ĉġmĪ ġġĒ aġġĪ HĪĉ kġġġġaĪ pġā ĪRm eġ ĥĪmġmĉ quz Ā; ġĪ; ġĪ; CqġĪ; ĉġġġ; LġĪ ĥĪma Hhw LĪshydġ yġĪ; Īcu; Aġ ĒbĒġ; LĪĪ az Ā; Lhmġ ġġ CqġĉĪ BĪabĒ NġZ LĪĪ ġĪ; SeĒĉ Ā; ġĪ; SġĪ LĪĪ u; aġġĪ L MġJu; dĪĪ uġĪRmz

HC ĉġmĪ ġġĒ eĀ Ā; ġĪ; ġĪ; phĪfġġe ġĪ ĪRmz eĀ RġġĪĪ Rġmz hup ġġCnz ġĀ aġġĪ ġĪĉĪ ĉġġġe LġġĪ ġĪ; ġĪ; auġĪ LĪĪ az dġfġĪ ġġġ ĪnLġĪĪĪ ĉġm eĀ ġġa; AĥĒbĪ ĥġġĪ mĪ LġġġĪ; ĪRm eġ ĪġġLV ġġmġu Ā; ġĪ; Rġ; Sġaġ ġĀ AĪāaġu ĪRmz

Ā; ġĪ; aġġĪ ĪnLġĪ ġĪ ĪġġLV ĉġm ġĪ Ā; RġġĉĪ pĀ HC-pLm RġġĪ-LġġġĪĪ RġmĉĪ HLPĀ ĪġmġCu; mCuġĪRmz HC ĪġĪnĪ ĉġmĪ ġġĒ eĀ pLmġĪĪĪ ġġmġu ġĪ ĥġġġġ pLġmĪ ġġĪ; ĪRmz ġĪ Ā; RġġeĪ; Ā; Lq Ā; Lq aġġĪ fĪĪa DoġġeĪ ĪRm, ĪLġ' Ā; ġĪ; ġĪ; nġpĒe pLġmĪC aġġĪL ĉmġĪ ĥĪmu; ũĒLġĪ LĪĪ a qCaz

HC eĀĪ fġġu LġuL Īce qĉm HLV; ġĪVġm fġsu; ĪNu; ra qġġu ġĀ ġġmġĪ Rġġe AeaĪĪba ĪRmz ĩheuĀ mCu; HC LuĪce Ā; ġĪ; ġĪ; je ĪhLm ĪRm, ġĀ aġġĉĪ ġġ; Sġa kġĉġa fġĪ eġĉ BS fĪġ ġġaĉ ĩheuĀ pĀ LĪĪ u; ġĀ RġġĪ fġ; ġĪ; ĪNu; EfĪĪba qĉmz

eĀĉĪ ĉġġamġ ġġmġĪ OġĪ āġĪĪ LġR BĪpġaĉ ĪĪ aĪ qĉġa ġġġĪĪ LġġĪ nĒ ġġġe; ġġmz eĀĪ ġĪf ġĪ; AeaĒ fġġo AĪĪ ġĪhL ġġ; Sġa eġĉ fġġ HLĪV aġġĪĪĪ ĉġġġe ĪRm aġġĪ LaĪĪ BĪpu; LĪqm, "eĀ BS ġĪġġmġu ġġĪ; fġsu; R, aġġĪL ĉġġ LĪĪ a mCu; ĀRz"

eĀġ ġġĪ; ĪNu; RĪ! Ĥġe ũġġbĒ, Ĥġe nĪšĪ, Ĥġe ġaS, Ĥġe qĉu, Ha AĪf hup-- ġġĉ eĀ BS ġĪġġmġu ġġĪ; ĪNu; RĪz pġŪĪ nĪfĪ nšĪ LĪĪ u; Ā; ġĪ; ŪĪ qCu; ĉġ; ġĪ; ĪĪqmz eĀ HLSe pġġġeĒ RġġĪĪ Rġm-- aġġĪ Aġ ġġġ rZLġmĪ SeĒ pwpġĪ Ā; kVĪġġyL fġsm aġġĪ AĪa AĪf ġġĪLĪC Qġġm fġġġ, ĪLġ' BS Ā; ġĪ; ġĪ; LġR eĀĪ ġġāĒ ĩeĉĪĪZĪĪĪĪ ApwNa ġĪ Apġġ ĥĪmu; WĪLmz Ā; ġĪ; Ā; ĉĪMu; R aġġĪ fġZ ĪRm-- Ha ġġmġL ġġa; ġġĪQu; BĀ, ĪLġ' aġġĪ ġġa; Ha fġĪ fġZ Ā; Lġġġu ĉĪMġa fġġu; kġz

Lf Llluj aqil j'af qcm Mhl mC'a Inu; nhej; Nm k, aqil deo^il qCujlRmz e3l
hif Xis2il Biehil fUih LllujlRm, ilz° e3l j; Sjl Llluj himm aqil RmL i ja
fjCuRz i jal JTj Ljm pjU' lja aqil Nju Rlj; lcuR, aqilL jillujR Hhw jz»
fisuRz hfej; Bln NjilL Mhl ichil Se e3l HLhjl Ae;jd LllujlRm-- ilz° fjR
Njil; Bipu; Xis2il j'a ilLvp; Lihil Se Sc Lq HC i u e3l j; ilRpaC NjilL
Mhl fjWjC'a cu e;Cz

pmje qC'a igiluj; Biphil pju lheu Liqm, "Lf jstaj, Bl a; l Lf i ujeL nijU!"

Njil; Liqm, "HC jstajL HL fjn pil u qm a; j leS HI h;Cq BR j'e Lq p;je;
mji Lq; e; lheu HC jstaj k La h's; Bl HI nijU' k LaMje a; kic 0f0 Lq cM'a
f'a, a; qm l HLvj; Br'fjls2 j;ae fl;n Lq h;fjlv;l leSI LjR bL TS
gmh;il Qo; Li'a e; j"

j'el E'sSeil pA Njil; l fcrf e; j nC a'a qC'a mijNmz lheu aqil Lbju Lj'e;
Esl e; Llluj aqil pA p;je fj l;lmuj Qimh;il Qo;u fhS qCmz

Njil; him'a mijNm, "pjU' Sja ljb; l LjR j; b; ihlL u lc u qmRz chaj, Af'chaj,
f'Q, qylQ, hq0flahil, aefq0fnl- i u k La a; l iWL; e; eC-- SN'a p'afl pA Lf
lLj f;ol pA h;h;il Li'a qu a; Hl; Sje'n Lf Lq? Bl a; j-Blj j'e LiIR k
Bjl; kMe c-f;aj; ih' je f'sIR aMe Bjl; Bl Hcl c'm e;Cz ilz° H Lb; le0Qu S'e;
Qil icLI qfeaj; BLoV bL Adf m;L LM'e;C leS'L hc-fs; ihc;il a; l; hylQ u
l;M'a fj' e; j Hl; kalce fkl;1 SNch;f;il j'edf leu; j l BldfaeL ihnap e; l l'n,
kalce fkl;1 ljb; i ul a; l; Sisa q u b;L'n, aalce fkl;1 Bjl;cl inira m;L;l; j Hl
fl; jh R;sj'a fj' e; j"

lheu Liqm, "inira m;L;l; R;sj'a fj' mC h; a; a Lf LSeC h; inira m;L;l; inira
m;L;cl Eaa Lihil S'e;C k Aef m;L;cl Eaa q'a q'n a; eu-- hl' Aef m;L;cl
h's; Lihil S'e;C inira m;L;cl inr;il Ndhz"

Njil; lheu qia dllu; Liqm, "Blj a; iWL l Lb;C hm'a Q;Cz ilz° a; j l; leS'cl
i a; j Inr;il Ali j; e; p; d; l Zl bL ua; » q u ichf lel0Q;1 q'a fj' i HV; Blj h; l h; l
cMIR h'mC a; j; cl Blj p;hd;e Lq ic'a Q;C k, e'Ql m;L;cl lexLia e; ic'm
LM'e;C a; j; cl kb; b' lexLia e;Cz e; l; l m; m kic iRâ b;L a'n e; l; l j; U'm LM'e;C
Nju gyl' u h's; a; fj' e; j, a; lale kaC E'Q b;L e-e; j' e; j"

lheu lel;S'q Njil; l pA pA Qim'a mijNmz

Njil; ilRrZ Qf Llluj Qlmuj qWiv himuj EIWm, "e; j, lheu, H Blj ilRpaC pqS pqf
Li'a fj; l h e; j l- k i jal JTj H'p Bjl; e3l Q' q' NR a; j j; l Bjl;L m;N'R,
Bjl; pjU' c'nL m;N'Rz Blj HC-ph h;f;il HL-HLV; R;v; Hhw ihjRæ OVe; h'm
Lj'e; j' aC cM'a fj' l e; j"

ab; jf lheuL lel;S'l cImuj; Njil; NiS'u; EIWm, "lheu, Blj n h'a fj' lR a; j j'e

j^e Lf i jhRz a#j i jhR HI flāLjil ^ec İLđ; flāLjil pju EfİĐba q^a A^eL İhmđ B^Rz a#j i jhR, HC ^q-pjÜ' i u Hhw İjbé; pjÜ' i jlahoŋL ^QF cyİs^u I^uR, i jlahoŋL H ^hiT; İqj;Q^ml j^ai ^hiT; H^L ^Qm Vmⁱa f;il^h ^L? İLz^o Bİj HILj L^q i jh^a f;il ^e, kİc i jhaj aj q^m hyQ^a f;ilaj e; k;İLR^a B;il ^ecn^L B0ja LI^R ajl flāLjil B^RC, aj ^p kah^si fhm ^qiL Hhw HLj;æ B;icl q^ac ajl flāLjil B^R HC İhnāp B;il j^e ct B^R h^mC Bİj Q;il İc^LI Ha c^xM c^ñNa Afj;e pqé LI^a f;ilİRz"

İheu Lİqm, "Hah^si ^ecn^Ss; fİLⁱ™ c^ñNaI pj^e İhnāp^L M;si L^q I;M^a B;il p;qpC qu e;z"

^QN;ij Lİqm, "AāL;il fİLⁱ™ BI fēfēfİ İnm; ^Ri^u/z ^pC Hah^si AāL;il ^Qu HaV^L İnm;il Ef^q Bİj ^hin B0bi I;İMz c^ñNa İQIĐb;uf q^a f;il H Lb; Bİj ^Li^e;æ²JC İhnāp LI^a f;il ^ez pjÜ' İhⁿā ' jeniš² f;İzniš² a;L İi a^q h;İq^q ^QLhmC B0ja LI^R, B;il; ^k kaC ^Ri^u; qC ^pC ' j^eel c^m f;İZİ c^m cys;h, cyİs^u kİc jİl ah^a H Lb; İe0Qu j^e ^qM j;h ^k B;iclc c^ml İSa q^h-- ^ecnl Ssa;LC pL^ml ^Qu h^si Hhw fhm j^e L^q a;lc Efİ İhR;e; ^fa f^s b;Lh e;z Bİj ^ai hİm-- SN^a nuaj^el Ef^q İhnāp Đb;fe LI; BI i ^šal i u LI; İWL HLC Lb; J^a gm qu HC ^q, ^qi^ñl paéL;il İQİLvp;u f;İšC qu e;z ^kj;e İjbé; i u ^aj;e İjbé; JT;-- c^u İj^mC B;icl j;il^a b;ilz İheu, Bİj ^aj;il h;il h;il hmlR, H Lb; HL j^qš^añ S^eé ü^fU Apñh h^m j^e ^Li^q; e; ^k B;iclc HC ^ecn j^s² q^hC, A' j;e a;L İQİce Sİs^u b;L^h e; Hhw Cw^S a;L Bfe;il h;İZš^al^l İfR^e İQIL;im İnlm İc^u ^hyd İe^u ^hs;^a f;il^h e;z HC Lb; j^e ct ^qM flāiceC B;iclc f;İa b;il^a q^hz i jlahoŋ ü;df;e qh;il Seé i İho^fal ^Li;e^lHL a;il ^qM ms;C BIñ q^h ^aj;il; a;lc Efİ hl;ja İc^u İeİ0Q;¹ q^u BRz Bİj hmlR, ms;C BIñ q^uR, flā j^qš^añ ms;C Qm^q, H pj^u kİc ^aj;il; İeİ0Q;¹ q^u b;il^a f;il; aj q^m ajl ^Qu L;f;İ;oa; ^aj;iclc İLR^q q^a f;il e;z"

İheu Lİqm, "c^m; ^QN;ij, ^aj;il p^Á B;iclc HLv; fēc Bİj HC ^em^a f;ic ^q, f^b 0;v B;iclc ^ecn flāice k; 0v^R Hhw A^eL İce d^qC k; 0v Bp^R a#j flāeqC a;L ^qke eš^ae ^Qi^m ^em^a f;ijz İe^{SI} İenāpfhāp^L B;il; ^kj;e i ^m b;il H-^miJ B;iclc L;R ^aj;e-- H^a B;iclc Bn;J ^{cu} e; qainJ L^q e; H^a B;iclc Be^z ^ec c^xMJ ^ec-- İc^el fl İce Aaf;¹ nš^ei; ^h ^Qm k;İR, Q;il İc^LI j^dé İe^SL Hhw İe^{SI} ^ecn^L Ae^h hj;æ LI^{İR} ^ez"

qW;v ^QN;il; j^M Iš^hZİ qCu; a;qil Lf;iml İnl;~m; g^hmu; EİWm-- ^p c^q q;ia j^M; Lİl;u; İ;ü;İ j;TM;^e HL S^sn;İsl İfR^e R^v^a m;İNm Hhw hS^{NS}İ^e pjÜ' İ;ü;İ ^miL^L QİLa Lİl;u; Q^vL;il Lİl;u; "b;ij;J N;İs!" HLv; ^j;v; Oİsl ^Qe-fl; h;h^aN;İs qyL;C^aİRm, ^p HLh;il İfRe İgİl;u; ^ciMu; c^q ^aSüf ^Qi;si^L Q;h^L Lo;Cu; j^qš^añ j^dé Aché qCu; ^QNmz

HLSe hÜ j p m j e j ; b i u H L - T y L i g m p h i S B T M i I i V j ; m e f i i a B q i k l p j N E m C u i
L i e e j C w S f i i d f i L n i m i A i j M Q i m a i R m z Q e f l i h i h V a i q i L N i s l p C j M q C a
p i l u j k i C h i l S e f q y l L u j i R m , h Ü ö l e a e j f i J u i a N i s f i u a i q i l O i S l E f l B i p u j
f S z L i e j a a i q i l f i Z h y i Q m i L z o T y L i p j a i S l e p - m i I j U j u N s i N i s Q m H h w e 2 j
h i h L i Q h i , q C a i g i l u j a i q i L " X e j ö u i l ' h i m u j N i m i c u j a i q i l j M l E f l p f i w L i l u j
Q i h L h p i C u j i c a a i q i l L f i m l S z i Q m i c m i i c m z h Ü " B ö i ' h i m u j i e n a p e g i m u j k
i S l e p - m i e o q u e j C a i q i C h i j R u j T y L i u a m a f h S q C m z Q i l i g i l u j B i p u j i h L e Z i
i S l e p - m i i e S L s i C u j a i q i l T y L i u E w i C a m i l N m z j p m j e j a v i a m i L f i b l i H C
h e h q i A a e z i p w L Q a q C u j L i q m , " B f i e l e L o l i R e h i h H B l L i e j L i S
m i N e e j " Q i l i H L i S l A e i h n e L a j S i l e a H h w p C q j S i l e a k i q i l p i q i k e L i
q C a R , p m < j A e i h L i l a R -- h Ü a p i q i k e l q p i H l f L i S l i h e n o j m e e j C -- i L z o
H L i a m i L k i q i L A e f i u A f j e L i l u j R B l - H L i a m i L p C A f j i e a l p A i e S L
p j e L i l u j d j N r e h e h o b j u p j " p e B l e a Q o j L i l a R H L b i I j U j i m i L i f e r
h i T i A p n h z T y L i i l a n q C m Q i l i a i q i L h i m m , " k i m i L p j e N R p a i a j j i l p C h
e j Q m i , B j i c l h i s Q m i , B i j p j U i f e j c j i c u i l e e h z i L z o h i h i , H L V i L b i
a j j i L h i m , a j j L b i l V e j h m k A f j e p q e L i m B ö i a j j i L H S e f j j f L i e e j z "

j p m j e L i q m , " k c i o f B ö i a j l C n i l U e h e , B j i L l e c h e ? "

Q i l i L i q m , " k A e f i u p q e L e p J c i o f , l e e j p S N a A e f i u l p i o L e z B j i l
L b i h e h e e j , a h z e Q m i , i j m j e o d j N e u ; a i a c o j j e o L h i s u a i m z
a j j i c l j q C j c p L b i h e h a e , a i C l a l e i j m j e o p S d j N Q i l L e i e z "

p m j e q C a Q i l i c l h i s i e L V e u h i m u j Q i l i p C j p m j e L i h e u l h i p i u m C u j N m z
i h e u l c l i S l p j e c y s i C u j i h e u L L i q m , " V i L i h l L e i z "

i h e u L i q m , " a j j h e U q u R l e , h i p i N - e j , B i j i c i p R z "

h i m u j q w i v Q i h M j S u j f i C m e j A d e l Q i l i H L V j e i c a C c h i m c l i S h Ü Q i h l h i d i e j
j i l e u j M m u j N m z

c l i S M m a C f e i n h i h f i l h i l i p L m l H L e a i m i H L V i h s i g i V i N i g p h i N E
Q i m f i s m z H i v i h e u a i q i l h i m L h a p a e n l i e L V q C a p w N i q L i l u j i R m z

V i L i p w N i q L i l u j Q i l i p C j p m j e L i h c u L i l m , i L z o g i V i N i g p o a L i e j L b i C
h i m m e j Q i l i L H p o a Q e L i l u j b i l a c i m u j i h e u j L i e j L b i a m a f i l m e j --
A b Q c e - Q i l i V i L b i q C u j N m i h e u l j e p o b q C a z

Q i l i q w i v h i m m , " Q m m j z "

i h e u L i q m , " h i x , a j j H L m i k i h i l ! j i k B j i L a j j i c l J M i e M a h m R e z
A a H h B i j J Q m m j z "

c e S e I j U j u h i l q l q C u j f i s m z h i l f b Q i l i B l L i e j L b i L i q m e j X U l j d e l
R i h M j i e c i m u j Q i l i L B h i l p a p i o j I Z L i C u j i c m k , i h e u l i o S l H L V i f d i e d i l i

Hje HLV; f^o Qimu;R k f^obl p^A Nijil Sth^el L^ei; p^oFLN^ei;Cz æ²g hã^all
BicNã; İeSİth qCu; I İc^oLC j^m d;I;V; hİq^a f;İ H Bn[^]; Ahš²i;İh Nijil q^oul
Ni İl aj am^och HLV; Ale^och^f i;İI j^ai; Q;İfu; fismz pj^oU^oQ;ju J L^gN Halce c^o
hã^a j^oİ^o L^ei; İh^oRc İrm e;-- HMe BI a;qi; I r; LI; LİWe qC^aR-- İheu HL SjuNju
üa;»qCu; EİW^aRz

Nij; k^o Le Q^f Lİlu; Nm İheu a;qi; h^oTmz İL^oHC eİl ha;I Ğs; N;İu fİsu; Wİmu;
i;İP^a a;qi; p^oW^oL;Q Ğıd qCmz Nijil jeV; k SjuNju Bİpu; WİL^aR p^oM;İe HLV;
paİL;I h^oİd;İe B^oR Cq; İheu İe^oSJ Aeİ h L^oİz

hİs^a Bİpu; f^oY^oR^aC c^oM; Nm jİq; f^obl İc^oL Q;İlqu; à;İI L;İ^oR cys;Cu; B^oRez c^o
hã^aL c^oİMu; İale Lİq^ome, ""h^of;İlM;İe; L^o L;İm^oa; İaj;İ^oİ pj^oU^oİ;İa e; O^oİ^oU^oC^oL^oV^oR^o-
- Bİj i;İhİRm; c^oS^oe h^oT h; g^of;İ^obl E^of^o L;İb;J Bİ;İj O^oİ^oU^o f^oS^oR! Ğm; İaj; Lj qu
İez k;J İheu, e;İ^oa k;Jz"

İheu^oL a;İnc Lİlu; e;İq^a f;İW;Cu; jİq; Nijil^oL mCu; fİs^ome; Lİq^ome, ""c^oM;
Nij; İaj;İ^oL k^o Lb;V; h^omİRm; p^oV; HLV^a İh^oQe; L^o c^oM;İz İheu^oL kİc İaj;İl
Ae;Q;İf h^om p^oq^oqu a; q^om BSL;İmL;İ h;S;İ^o İq^oİ^of;İe f;İh^o L;İb;İu? İd^oİ^oq^oİe q^omJ
İaj; Qm^o e;-- İmM;İ-fs;İ^o İaj; Q;İC! I İmM;İfs;İ^a İq^oİe^o İj m^om k^o f;İb;İV; qu p^oV;
Bj;İ^o İq^oİ^o İWL n;İ^oİeİ İSİep eu h^oV, İL^oİ^oİ^o İSİepJ euz kİc İaj;İl İ^oU^o b;İLa
a; q^om H İho^o B;İl p^oA İaj;İl j^oİal İWL İj m q^oİ^oka^oz"

Nij; Lİqm, ""a; İh^o İaj;-- İheu Ğıd qu Bfİš Lİ^oh e;İz"

jİq; Lİqm, ""İ^oİe; HLh;İl! İheu^oL Bfİšİ Seİ^oL i;İh^oRz İaj;İl Bfİš^oLC İaj; Xİ;Cz
a;İ İe^oSI j^om HLh;İl İheu^oL Aeİ;İd L^oİ; Bİj BI İLR^aQ;İC^o e-- a;İa kİc gm e; qu
İaj; e; q^oİz"

Nij; Lİqm, ""B;İR;İz"

jİq; j^oe j^oe Lİqm "HÇ;İl j;İl;İ c;İL;İe p^oq^oİn Hhw Num;İl c;İL;İe c^oC-rİl gl;İj
İc^a f;İİz"

Nij; Ahp^oİe²g İheu^oL Lİqm, ""nİnj^oİeİ p^oA İaj;İl İh;İq^ol Seİ c;İc; i;İl fİs;İfİs
Bİñ L^oİ^oRez HMe a;İj Lf hm?"

বিনয়া আন^o İaj;İl Lf C;İR;İ p^oC^oV h^om;İz

আরা আমি^o İaj; İm j^oİ L^oİ

বিনয়া আন^o İaj; j^oİC hm^oa! B;İl; c^oS^oeİ^o İLE İh^o Lİh e; H^oa; HLİL;İ İWL
q^oİC İRmz

আরা এখন ঠিক করা Nm a;İj İh^o Lİ^oh BI Bİj Lİh e;İz

বিনয়া İLe, HL k;İe;İu f^obl gm İLe?

আরা p^obl gm qh;İl i;İU^o HC h^oİ^oİb; Lİ; k;İ^oRz İhd;İa; İL;İe; İL;İe; j;İe^oL p^oq^oSC
İh^oİn i;İlN^o L^oİ N^oS b;İ^oLe, İLE h;İ p^oq^oSC İch^of i;İlq^oe-- HC Eİ u Sth^oL HL^oe S^oS

Qimj@a N@m H@cI HLIVI Efi h;c@ b@L h;Tj Qif@u cS@eI JSe pjje L@ le@a quz a#j ihh;g L@ HLV@c;uN@U' q@m fl @aj;il Bjja pjje Qim Qm@a f;lh; ihu HLV@c;ijpm Hhw Liqm, "kic @pC j amh qu a@ HC ic@LC h;VM;il;iv Qif;jz" @aara BaTxaraTi s@h@a Bfiš @eC @a;?

বিনয়া ওজন সমান করবার জেঁই কি q;@al LiR B@p a;@aC LiS Qim;@e; @ka fi@lz J f;ibl q@mJ qu, @ym; q@mJ qu, k; M@nz

@n;il; @ ihh;g-f@U;@ @Le Evp;g fL;in L@lm a;g; ihu@l h#T@a h;il L@qm e;iz f;ir ihu f@nh;h# f@lh;@l j@d@ ihh;g L@lu; h@p @n;il; j @e HC p@kq qCu;R Aej;je L@lu; ihu j @e j @e q;ijpmz HI@ ihh;@l p@L@f J p@n;he; a;g;il j @e HL j @sa@ Se@J E@ca qu e;Cz H @k qC@aC f;@l e;iz k;C @q;L, n@nj M@L ihh;g L@lm HI@ A@a Bn^;il H@Lh;@l j@m Evf;iv@ qCu; k;C@ Hhw a;g; qC@mC Ei @ul h@p@b@a f@e;ju p@b J n;iz' qC@h J f@nh;h@c@l p@a @m;@n; L@l@aJ a;g;il @Li@e; icL qC@a @Li@e; p@Li@l LiLZ b;il@h e; HC Lb; iQ;@ L@lu; @ n@nj M@l p@qa ihh;@q p@SC pCj@a icmz j@d@;q? Bq;il;@; i;@e@ le@a;il GZ@;id L@l@a ice LiV;u; @nmz p@ce c@ h@a j@d@ BI @Li@e; Lb; qCm e; @Lhm SN@a@l Efi p@f;il A@L;il f@l f@l@m fZu@l j@d@ kMe j @e f@l E@Wu; k;ju @pC p;ju ihu R;@al Efi h@pu; i;pd; BL;@nl ic@L a;LiCu; h@mm, "c@m; @n;il; HLV; Lb; B; @aj;@L hm@a Q;Cz B;il j @e qu B;il@l @c@n@f@j j@d@ HLV; -l;al Ap@fZ@a; B@Rz B;il; i;laho@L B@m;e; L@ @c@mz"

@aara @Le h@m; @c@m?

বিনয়া আমরা ভারতবর্ষ@L @Lhm f@l;@l @cn h@mC @c@m, @u@l H@Lh;@C @c@m @ez

@aara t@j Cw@S@c@l j@a; @u@l h#T O@ h;c@l, S@m @b@m n@e@, Bq;@ B;@c@L @j@, ph@eC @c@m@a Q;j? a;@a gm q@h HC @k, f@l;@l @u @u@LC @in L@ @c@m@a b;il@h-- a;@aJ c@l p; "p@ e@ q@z

বিনয়া না না, t@j B;il Lb;V;@L JILj L@ E@s@ ic@m Qm@h e;iz Cw@S@l j@a; L@ @c@m@ il e;@c@m@ @p Lb; @Le a@mR! B; hm@R HV; p@f @k, @c@nl j@d@ @u@l Awn@L B;@c@l iQ;@l j@d@ B;il; kb;f@l;@Z B@e @ez @aj;il Lb;C B; hm@a f;il, a#j @u@l p@h@a HL j @sa@U i;h e;-- @cn@L a#j @ke e;lf@fe L@ S;e-- @pLj S;e; LM@e;C p@f S;e; euz

@aara @ami s@hn @amar m@L @c@m@R, j;@L @S@e@R, aMe B;il @cn@l p;U' @e@f@m;L@L @pC HL S;uN;ju @c@m@R Hhw @S@e@Rz

বিনয়া ওটা t@j le@S@L @ j;m;h;il S@e@ HLV; p;@S@u Lb; hm@m j;@ez O@l L;@S@l j@d@ O@l @m;@L O@l @u@l A@f@l@Qa i;@ @c@m@ a;@a kb;@l @c@m;C qu e;iz le@S@c@l N;q@b@e f@u;S@e@l h;c@l B;il; @cn@l @u@l k@c @c@m@a @f@j a; q@m B;@c@l @c@nl @p@k@ Hhw p@fZ@a;@L B;il; @c@m@j, @cn@l H;je HLIV j @sa@ @c@m; @ka k;il Se@ f;iz @c;ju; p@S qa-- A;@a, a; q@m @cn@l @u@l; @ke @L;b;J @c@l HLj i;@ B;@c@l LM@e;C

OV^a f₁la e_z S₁le Cw^aSI p₁j^aSI p^a L₁e₁l₁ ame₁ LI^a N^mC a₁j B₁e
q^u EW^h-- B₁j a₁ LI^a Q₁C e₁-- B₁j S₁le e₁ iWL LaV₁ f₁l₁j₁Z Hhw iL lL₁ i₁h
B₁j₁cl₁ g₁ul₁ p₁j^aS f₁l₁n₁ f^m a₁cl₁ j k₁nc₁ m^oe qu e₁, iL₁z^o HV₁ u₁fl₁ LI^ac q^h,
g₁ul₁ f₁ræ b₁l₁a B₁j₁cl₁ ü₁cn B₁j₁cl₁ L₁r Adl₁pa₁f q^u B^R-- B₁j₁cl₁ q^u
f₁l₁f₁j Hhw f₁l₁h₁š² ic^a f₁l₁R e₁z

গোৱা তথ্য H Lb₁v₁ p₁çf₁la qW₁v B₁h×L₁l LI^m Lf L^a?

বিনয়া হাঁ, সম্প্ৰতিই আবিষ্কাৰ কৰা IR Hhw qW₁v B₁h×L₁lC L^aIRz Hah^s₁ pa₁f B₁j
Ha₁ce S₁ea₁j e₁z S₁e^a f^aIR h^m B₁j i₁ne₁h₁e h^mC j^e LI^Rz B₁l₁ k₁j₁e
Q₁o₁l^a L^hm₁j₁e a₁l Q₁o₁h₁p, a₁l^al^a a₁l L₁fs a₁l l j^ode^a c₁im h^m a₁cl₁ R₁v₁m₁l
h^m Ah^o i L₁l, a₁l₁ p₁çf₁l₁ i₁h B₁j₁cl₁ Q₁m f^s e₁, Hhw R₁v₁m₁l-i a₁m₁l₁ p₁c
ih^ar₁cl₁ a₁l₁c₁ c₁n c₁h₁m q^uR, iWL p₁c₁l₁ L₁l₁z₁ c₁n₁ g₁u₁cl₁ L^hm a₁cl₁ l₁æ₁h₁æ₁
h₁v₁e₁-h₁v₁l j^ode^a Bh₁ü L^a c₁m₁r h^mC g₁u₁cl₁ g₁u₁j₁e^o h^m Aa₁f₁l₁ M₁v₁ L^a c₁im--
H^a L^a B₁j₁cl₁ p₁ü₁c₁n₁C M₁v₁ q^u N^ar₁

গোৱা দিন আৰু ৰাতি, p₁j^ul HC k₁j₁e c^av₁ i₁n-- f₁l₁o Hhw g₁u₁l₁ a₁j₁le p₁j^aSI c^l
Awnz p₁j^aSI ü₁i₁ j₁h₁L Ah₁ø₁b₁u ø₁e₁f₁m₁l l₁æ₁l j^acl₁ f₁ræ-- a₁l p₁ü₁ L₁s i₁en₁š Hhw
i₁e₁ h₁z B₁j₁cl₁ L₁g₁l₁ i₁q₁p₁h₁ b₁l₁ B₁l₁ l₁a₁l₁ h₁c i₁c₁z i₁L₁z^o h₁c i₁c₁ h^m a₁l k₁ Ni₁ fl₁ L₁j₁l₁
a₁l i₁LR₁c₁ h₁c f^s e₁z p₁ N₁j₁fe i₁hn₁l₁ A₁l₁m B₁j₁cl₁ r₁l₁a₁f₁z L^a, B₁j₁cl₁ f₁o₁z₁
p₁q₁ua₁ L^az k₁m₁e p₁j^aSI A₁ü₁i₁ j₁h₁L Ah₁ø₁b₁ p₁m₁e l₁a₁l₁ S₁l₁ L^a i₁ce L^a a₁m--
p₁m₁e N₁e₁p S₁l₁m^u L₁m Q₁m₁e₁ qu, h₁l₁a S₁l₁m^u p₁ü₁ l₁a e₁Q₁-N₁e qu-- a₁l₁a gm L^a qu!
gm HC qu k₁, l₁æ₁l k₁ ü₁i₁ j₁h₁L i₁e₁ h₁ L₁s a₁l e^o q^u k₁u, L₁z^o h₁s^a b₁l₁, r₁l₁a₁f₁z
qu e₁, j₁e^o E₁š q^u J^az g₁u₁cl₁ J₁ k₁c a₁j₁le B₁l₁ f₁l₁n₁ l₁j₁r₁e^o v^e B₁le a₁ q^m
a₁cl₁ i₁en₁š L₁g₁l₁ h₁h₁ø₁b₁; e^o q^u k₁u-- a₁l₁a p₁j^aSI ü₁ø₁b₁e^a J₁ n₁l₁z^o i₁ Â qu, p₁j^aS HL₁v₁
j₁š₁a₁ f₁h₁n L^az p₁c j₁š₁a₁l₁ qW₁v n₁š² h^m i₁j qu, i₁L₁z^o p₁ n₁š² i₁he₁n l₁h₁l₁C n₁š²
n₁š²l₁ c^av₁ Awn B^R-- HL Awn h₁š² BI-HL Awn Ah₁š², HL Awn E^cl₁N BI-HL Awn
i₁hn₁l₁, HL Awn f₁h₁u₁N BI-HL Awn p₁ø₁l₁-- n₁š²l₁ HC p₁j "p₁e^a k₁c e^o l₁ a₁ q^m p₁r₁
q^u J^a, i₁L₁z^o p₁ r₁i₁ j₁Â₁m₁l₁ euz e₁e₁l₁f p₁j₁Sn₁š²l₁ c^l i₁c₁L; f₁l₁o₁C h₁š², i₁L₁z^o h₁š²
h^mC k₁ j₁ü₁ a₁ eu-- e₁l₁f Ah₁š², HC Ah₁š² n₁š²l₁ k₁c L^hm₁C h₁š² l₁h₁l₁ Q₁ø₁ l₁i₁ qu
a₁ q^m p₁ü₁ j₁nde MIQ L^a g^m p₁j₁S₁l₁ â₁a₁h₁N c^em l₁h₁l₁ i₁c₁l₁ i₁e^u k₁ju₁ quz
p₁CS^ef h₁m₁r B₁l₁ f₁l₁o₁l₁ k₁c b₁l₁ k^o l₁ r₁e, g₁ul₁ k₁c b₁l₁e i₁ys₁l BN^m, a₁
q^mC g₁ul₁ Ach₁f₁ b₁l₁m₁J k^o p₁çf₁æ q^hz ph n₁š²l₁C HLC i₁c₁l₁ HLC S₁u₁N₁u HLC
l₁L₁g₁ MIQ LI^a Q₁u k₁l₁ a₁l₁ E₁š

বিনয়া N₁l₁, a₁j₁ k₁ h^m B₁j a₁l f₁l₁ah₁c LI^a Q₁C e₁-- i₁L₁z^o B₁j k₁ h₁m₁r₁m₁j
a₁j₁ J a₁l f₁l₁ah₁c LI i₁ez B₁p₁m L₁b₁--

গোৱা c^ml₁ i₁heu, HI f^a H Lb₁v₁ i₁e^u BI A₁id₁L k₁c h₁L₁h₁l₁ l₁i₁ k₁u a₁ q^m p₁v₁
i₁ea₁z^o a₁l₁n₁ q^u c₁ys₁i₁h₁z B₁j u₁fl₁l₁ LI^R, a₁j₁ p₁çf₁la g₁u₁cl₁ p₁ø^a ka₁v₁ p^oae q^u

EWR Bļj aaVj qC ĩe-- p̄al jw aþj k; Aei h LIR Bj jLJ a;C Aei h LI jh;I Q0;
LI; LM̄ei pgm q̄h eiz AaHh H p̄ð̄a Bf;aa Bj jC;I j āi c ICm h̄mC ʒ̄ ē eJu;
kjL-eiz

Ņi; LbjVjL Es;Cuj ĩcmz ĩLz̄°hfS̄L Es;Cuj ĩc̄mJ ʒ̄ j jV̄a f̄s Hhw j jV̄a f̄is̄m
p̄k;Nj a A^#la qC̄a h;dj bjL eiz H f̄k̄;1 S̄h̄el ʒ̄ r̄æ qC̄a Ņi; Øæf̄m;L̄L
H̄Lh;IC pl;Cuj I j̄Mu;ĭRm-- ʒ̄VjL HLVi Ai jh hi r̄ĭa h̄imu; ʒ̄ LM̄ei ǖf̄J Aei h
L̄ e;Cz BS ĩhēul Ah0bj;1 ʒ̄c̄iMu; pwp;̄ Øæf̄S;ĭal ĩh̄no p̄š; J f̄i jh a;qi; L;R
Ņi;QI qCuj EĭWu;Rz ĩLz̄°Cqi; Øbje ʒ̄L;bj;u, Cqi; f̄f̄u;Se L̄f, a;qi; ʒ̄ ĩLR̄ ĩ0bi Lĭ̄a
f;̄ e;C, HCSeĭ ĩhēul p̄Ā H Lbj mCu; aLĭ Lĭ̄a a;qi; i j̄m; m;̄N eiz ĩhouVjL ʒ̄
AüfL;I Lĭ̄aJ f;̄ e; Buš Lĭ̄aJ f;̄ĭl̄aR e; HCSeĭ Cq;L B̄m;Qe;I h;ĭq̄
I j̄M̄a Q;uz

I;̄e ĩheu kMe h;pi;u ĩgĭl̄aĭRm aMe Be;̄j uĕ a;qi;L X;ĭLu; Lĭq̄me, "nĭnj M̄Eĭ p̄Ā
ĩheu ʒ̄a; j;I ĩh;iq e;ĭL ĩWL q̄u ʒ̄N̄R?"

ĩheu pm< q;̄p̄ĕĭ pl̄qa Lĭqm, "q; j; j; Ņi; HC öi L̄j̄M̄ OVLz"

Be;̄j uĕ Lĭq̄me, "nĭnj M̄E ʒ̄uĭV i j̄m; ĩLz̄°h;R; R̄m; j̄ēto ʒ̄L;̄ eiz Bļj ʒ̄a; j;I
j e S;̄e ĩheu-- HLV̄a ʒ̄j e; q̄uR h̄mC a;sj;aj;s H L;S L̄ ʒ̄gmRz HM̄ei ĩh̄h̄Qe; L̄
ʒ̄Mh;I p; j u B̄R; ʒ̄a; j;I hup q̄uR̄ h;h;-- Hah̄s; HLVi L;S Anĭ; L̄ ʒ̄L;̄ eiz"

h̄imu; ĩhēul N;̄u q; a h̄m;Cu; ĩc̄mez ĩheu ʒ̄L;̄ e; Lbj e; h̄imu; B̄U' B̄U' Qĭmu; ʒ̄Nmz

İheu Beʒjufɫ Lb; LuİV i jĥᵃ a i jĥᵃ h; p; u ᵠNmz Beʒjufɫ jᵠMI HLİV Lb; J
HfkĬ; 1 İheᵠul L; R ᵠL; ᵠe; jice Eᵠfıra qu e; Cz ᵠp İᵠe a; qı; l jᵠel jᵠdē HLV; i ; İ Qııfu;
İİqmz

fıİce pL; ᵠm EİWu; ᵠ ᵠke HLV; jİŞ? İ jĥ Aea h LİImz a; qı; l jᵠe qCm ᵠNı; İ İ
hãaİL ᵠp HLV; Mh hᵠs; c; j İcu; QL; Cu; İcu; Rz HL İcᵠL nİnj MᵠEᵠL İhh; q Lİİᵠa İ; İS
qCu; ᵠp Sİheh; fē ᵠk-HLV; hãe üfL; İ Lİİu; R Cqı; İ fıİhᵠaİ BI-HL İcᵠL a; qı; l hãe
BmN; İch; İ AİdL; İ qCu; Rz İheu p; j; S Rıısu; hİp fıİh; ᵠ İhh; q Lİİh; İ Seİ mᵠ qCu; R,
ᵠNı; İ a; qı; l fıİa

HC-ᵠk Aae; 1 Aae; ju pᵠkq Lİİu; İRm-- HC İj bē; pᵠkqı L; R ᵠp nİnj MᵠEİ İhh; qᵠL İQİ; e
Sıj; e-üİ ᵠf İ; İMu; İeᵠSᵠL M; m; İp Lİİu; mCmz Cqı; İ fᵠ İheu fᵠ ᵠnı h; İᵠᵠa İexpᵠL; İQ
Hhw Oe Oe k; a; j; u; a Lİİᵠa Bİñ LİImz

k; qı; İcNᵠL İ; İm; m; ᵠN a; qı; ᵠı Oᵠİ ᵠm; ᵠLİ jᵠa; qCu; EWİ İheᵠul fᵠ İLR; j; e nŞ?
eᵠqz ᵠp ᵠk ᵠNı; İ İcᵠLİ pᵠL; İQ a; qı; İ j e qCᵠa cŞ Lİİu; İcm Ajİe ᵠcİMᵠa ᵠcİMᵠa A0f
L; İmı jᵠdēC fᵠ n; h; ᵠ Oᵠİ pLᵠmı L; R ᵠke h; İcᵠel Baİᵠul jᵠa; qCu; EİWmz

ᵠLhm mİma; İ jᵠe ᵠk-Luİce pᵠkq İRm ᵠk p0İİa; İ j e quᵠa; h; İheᵠul İcᵠL İLRᵠ
T; Lu; R ᵠpC Luİce İheᵠul İhı; Ü a; qı; İ j e ᵠke A0æd; İZ Lİİu; EİWu; İRmz İL; ᵠ kMe ᵠp
0f0 hŞTm ᵠk p0İİa; İ İheᵠul fıİa İhᵠnoi ; ᵠn f; r; f; a; f eᵠq aMe a; qı; İ jᵠel İhᵠa; q cŞ
qCu; ᵠp İ; İİ Bİj ᵠ; İd LİIm Hhw İheuh; ᵠL Ap; j; eİ İ; İm; ᵠm; İL hİmu; İ jᵠe Lİİᵠa a; qı; İ
ᵠL; ᵠe; h; İd; İİqm e; z

qı; İ; h; ᵠ İheᵠul fıİa İhj; M qCᵠme e; -- İaİe HLVᵠke ᵠhİn Lİİu; üfL; İ Lİİᵠme ᵠk
İheᵠul İ âa; j' İe BᵠRz ᵠNı; İ İk ᵠpV; e; İC Cqı; C HC üfL; İ; İŞ? İ CİĀaz

İheu LMᵠe; qı; İ; h; ᵠ pC; j; ᵠM ᵠL; ᵠe; aᵠLİ İhou aİma e; Hhw p0İİa; İ J ᵠ00; İRm
k; qı; ᵠa e; ᵠa; İm; qu-- HCSeİ İheᵠul à; İ; İ Cİaj; dē Qı; ᵠul ᵠVİhᵠmı nİj; İ İ A qCᵠa fı; u e; İC

İL; ᵠ qı; İ; el Ae fıİ0blaᵠa p0İİa; İ İeᵠS ᵠ00; Lİİu; İheuᵠL a; qı; İ p; j; İSL jᵠaİ
Bᵠm; Qe; İu fıİŞ Lİİaz ᵠNı; İ Hhw İheᵠul jᵠa; İ nİra ᵠm; İL ᵠL; e Lİİu; ᵠk ᵠᵠnı fıİ0İe
L; ᵠw; İ; İ-İm p; j; İe Lİİᵠa fı; İ Cqı; Sİeh; İ ᵠL; a; ᵠm İLRᵠaC a; qı; İ İehİŞ qCa e; z ᵠNı; İ J
İheuᵠL ᵠp kİc e; Sİlea aᵠn H-pLm j a ᵠLq üfL; İ Lᵠ Sİeᵠm p0İİa; İ İaafu ᵠL; ᵠe; Lb;
e; İ öİeu; İ a; qı; ᵠL Ah' İ İk; İNE hİmu; İ İ0bı Lİİaz İL; ᵠ ᵠNı; İ ᵠL ᵠcİMı; Ahİd ᵠNı; İ ᵠL ᵠp
ᵠL; ᵠe; jᵠa j e qCᵠa AnÜ; İ Lİİu; cŞ Lİİᵠa fıİİᵠaR e; z a; İC pᵠk; İN fı; CᵠmC Oİu; İ İgİİu;
İheᵠul pᵠĀ ᵠp ᵠNı; İ İ j a J Sİheİ Bᵠm; Qe; İ E; İ; İe Lᵠ Hhw fıİah; ᵠı à; İ; İ pLm Lb;

no fklj' Vileu; hijql Lila bjlz f'n paila;L pLm pcfclul ja olea
cJuc aqil pnril Efu hmu; Sileae, HCSe lala H-pLm aLl Ljeice n;
Aex h hij; hidi fclje Lje e;Cz

HLice paila; IS' ipi Lilm, "BpRi, Nj jgehjh'IL pafC Sija c jje, ei JV;
cnje;NI HLV; h;si;h;is?"

Iheu Lqm, "Bfle il lpsl dif-m;L jje? J-m;J ai ph ihi jN-- Lje;V;
Efa Lje;V; eL"

পক্রিতা নলু বল Efa Ell'a qu hmc jile-- ecm jehil Lje; fhu;Se IRm eiz
pj je SjuNju lpsl e; jjeM J Qmz

বিনয়া ঠিক বলRe-- Bji;cl pj;S HLV; lps-- HI j'cl HLV; EYne IRm, pV; qPR
eL' বল Efa Ell'u cJuj, jehSth'eil HLV; filZ;g leu kJuz klc pj;SL
pwpil'LC filZ;j hm Sjeaj ai qm Lje; ihi jNheh'obi fhu;SeC IRm e;-- ai qm
u;fhu pj;SI j'ai ffael A'eel Qu hln cMm Lihil Seel L;siL;is j;ij;il L'
Qmaj; pwpil' k L'aj;kn'q'a pC j;bi ama, k;il Qø; leOgm qa p H'lh;C ailm
kaz Bji; pwpil' li al icu pwpil' fil q'a Q;C hmc pwpil' Lahl'el fhis J
fla'k;ilNajil Efa flaiua Lila le-- pwpil'-Lj'el dj' h'm i'obi L'IR, Lee; L'j'
aj; Ael Lje; pgmaj; eu, j's' m;ji Lila qh, pCSeel HL icel pwpil' L;S, Ael
icel pwpil'-L;SI filZ;j, Ei u icel a;il' u Bji;cl pj;S hZ' c Abiv h's' c obife
L'Rez

পক্রিতা আমি k Bfeil Lbi Mh ofo h'a fil'IR ai euz Bji; flah'HC k, k
EYne pj;SI hZ' c flima q'uR Bfle hm'Re p EYne il pgm q'uR cM'a
f;Re?

বিনয়া p'bh'a pgmaj; Qq;li cM'a f;ju; h's; n'sz NEpl pgmaj; BS NEpl j'cl
ec, pSeel hm'a fil' e NEpl pj'U' BCIXu;C i;j' Hhw h'el' NEpl BCIXu; HM'e;
j;ehpj;SI j'cl e;ej BL;g pgmaj; m;ji L'rz i;j'laho' k Sija c hm pj;isl
pj'p'el HLV; h's; Esl icu'IR'ne, p EslV; HM'e; j' le-- pV; HM'e; f'bh'el pj'e
l'u'rz u;fj' pj;isl pj'p'el Ael Lje; p'cl HM'e; ic'a f;il' le, pM;e Lhmc
M;M' q;aj;q;ila Qm'-- i;j'laho' HC EslV; j;ehpj;S HM'e; pgmaj; Seel flaf'r;
L' B'-- Bji; H'el r' pcfclul Aaj;hna Eis' ic'c k H E's k'h ai j'eJ
L'he e; Bji; R;V; R;V; pcfclul; Smh'ol j'ai pj'a l'jn' u k;h, ilz' i;j'laho'
pqS flai; q'a HC-k HLV; fl;TM j'j;wp; Eaja q'uR f'bh'el j'cl karZ fklj' HI
L;S e; q'h aarZ H i'obi cy's' u b;L'hz

paila; pwl'ha qCu; IS' ipi Lilm, "Bfle i;N L'he e; ilz' pla' L' hm'e, H-
pj'U' Lbi il Bfle Nj jgehjh' flad'el j'ai hm'Re, ei H Bfle pcfz'N ih'ap
L'Re?"

Iheu qilpu; Liqm, "Bfe;L paE LQC hmIR, Ni;il j@a; Bji; ihni;pi Si; eCz Sja; ci BshE; J pji;SI ihLi;-m; kMe cM@a fiC aMe Bij A'eL pj'uC p'q fL;n L' b;il-- iL;° Ni;il; hm, h's; iSlep' R;V; L' cMmC p'q S' -- Ni;RI i;Pi Xim J öL'e; f;ai;LC Ni;RI QIj fLi'a hm cM; h'ÜI Apiqo;a;-- i;Pi Xim' f'hp; Li'a him'e, iL;°heofia'L pjNE'L' cM; Hhw a;I a;vfk'nh'a Qø; L'iz"

পক্রিতা গারি öL'e; f;ai;V; e;qu e;C d;I; Nm, iL;° Ni;RI gmV; @a; cM@a q'hz Sja; ci gmV; Bji;ci c'ni f' LfILj?

বিনয়া যা'L Sja; ci gm hm'Re pV; Ahøb;il gm, öd=Sja; ci euz es; cya ic'ü IQ'h;a Nm h'eb; m;N, pV; cy'al Afli'd eu, es; cy'alC Afli;dz e;e; L;il'Z Bji;ci j'dE ihLi; J ch'ma; O'VR h'mC i;lah'oN BCIXu;L Bji; pgm e; L' ihL'a LIIR-- p ihLi; BCIXu; j'mNa euz Bji;ci li al f'Z J ü;øb'el f'Q'N OVmC pj'Ü' iWL q'ü ki'hz Ni;il; p'CS'e' h;il h;il hm'k, j;ib; d' h'm j;ib;V;L EIs'ü ic'm Qm'h e;-- p'øb qJ, phm qJz

পক্রিতা আ;R; i; a; q'm Bfle h'ipZ Sja'L el'chaj hm j;e@a h'me? Bfle plaE ihni; L'e h'ip'Zi f;ü'ul d'm;ju j;eø fil'æ qu?

বিনয়া p'bh'a A'eL p'cj;eC @a; Bji;ci i'e'SI piøz I;S;L kaice k L;il'ZC q;L clLi; b;L aalce j;eø a;L Apj;jeE hm f'Q;il L'iz iL;° I;S; @a; plaE Apj;jeE euz AbQ i'e'SI pj;jeE;ai; h;id; c L' a;L Apj;jeE q'ü EW'a q'h, eC'm p I;SaALI'a f;il'hC e; Bji; I;S;il L;R' b'EL Efk's'z' f' I;SaA f;h;il S'eE a;L Apj;jeE L' N's am-- Bji;ci p'c p'cj;e'el c;ih I;S;L I;ri Li'a qu, a;L Apj;jeE q'a quz j;eø'ol pLm p'ø'al j'dE'c HC L'æj; a; B'Rz Hje-iL, h;f-j;il k Bcn'N Bji; pL'm I; m M;S; L' q'AMIR a;@a L'QC pji;'S h;f-j;il' ih'noi i'h h;f-j; L' q'AMR, L'hmj;æ ü; j;ihL' ø'e'q euz HL;æha'f' f'il h;il h's; i;C R;V; i;C'ul SeE A'eL p'qE J A'eL aE;N L' -- Le L'? Bji;ci pji;'S c;ic;L ih'noi i'h c;ic; L' am'R, AeE pji;'S a; L' iez h'ipZ'LJ k;c kb;bl' i'h h'ipZ L' N's am'a f;ill a; q'm p' iL pji;'SI f' p' pji;jeE m;i ! Bji; el'chaj Q;C-- Bji; el'chaj'L k;c kb;bl' p'j'Ü' A;@I p'Ä h'Ü f'h'L Q;C a; q'm el'chaj'L f;hz BI k;c j'f' i j@a; Q;C a; q'm

k-pj'Ü' Af'chaj pLm ILj c'Lj'N'L' b;L Hhw Bji;ci j;ib;il Ef' f;ü'ul d'm; c'Ju; ki;ci S'ihLi; Ef;ju a;ci cm h;is'ü d;Iz'el i; j; h'Ü Li; q'hz

পক্রিতা আপনার p'c el'chaj iL' L;ib;J B'R?

বিনয়া ব'ESI j'dE' q;je Ni;R B'R @aj;le B'R, i;lah'oN B;ilL Ali f;ü Hhw f'ü;S'e'el j'dE' B'Rz AeE c'n J'uimv'e'el j@a; p'e;f;ia, i'eV'e'el j@a; h' i'leL, I'bQ;C'öI j@a; m'r'f;ia Q;u, Bji;ci c'n h'ipZ'L Q;uz h'ipZ,k;il i u'eC, m;il' L' k' OZ; L', c'M'L k' Su L', Ai;h'L k' m'r L' e; k' "f;il' j; h'ipZ k;isai'Q'sx'z' k' AVm, k' ni;Z', k' j's'² p'c h'ipZ'L i;lah'oN Q;u-- p'c h'ipZ'L kb;bl' i'h f' m' a'hC i;lah'oN

ü;dfē q^hz Bjⁱci pjⁱSI f^haf^L İhi j^NL f^haf^L Lj^ML phⁱc;C HLİV j^hš²l p^h
SⁱN;hⁱl Se^hC hⁱp^ZL QⁱC-- İydhⁱl S^he^h Hhw 0.Vⁱ eⁱshⁱl S^he^h euz pjⁱSI pⁱb^hLaⁱL
pjⁱSI QⁱMⁱl pⁱj^he phⁱc; f^haf^r L^h İ;Mhⁱl S^he^h hⁱp^ZL QⁱCz HC hⁱp^Zl Bcn^ML
Bjⁱl ka h^hsⁱ L^h Aea h L^hh hⁱp^Zl p^hCj^eL aa h^hsⁱ L^h am^a q^hz p^h p^hCj^e
İ;Sⁱl p^hCj^eel Q^hu A^heL q^hn-- p^h p^hCj^e q^hahⁱC p^hCj^ez H q^h hⁱp^Z kMe p^hC
p^hCj^eel kbⁱb^hÄİdLⁱİf q^h aMe H q^hcn^L Q^hLE Afjⁱlea Lİ^a fⁱl^h eⁱz Bjⁱl İL İ;Sⁱl
LⁱR jⁱbⁱ q^hV Lİl , AafⁱQⁱİfİl h^hae Nmⁱu fİl? İe^hSI İ q^hul LⁱR Bjⁱci jⁱbⁱ ea, İe^hSI
q^hmⁱİ l Sⁱm Bjⁱl Sİs^u BİR, İe^hSI j^htaⁱl LⁱR Bjⁱl cⁱpⁱe^ci^pz hⁱp^Z afp^hİ Lİ^e;
p^hC İ u b^hL, q^hmⁱ b^hL, j^htaⁱ b^hL Bjⁱci j^hš² Lİ^ez Bjⁱl ay^hci LⁱR b^hL k^hİ QⁱC
e, hⁱzS^h QⁱC e, Bİ q^hLⁱe; f^hu;Se QⁱC e-- ayⁱl Bjⁱci pjⁱSI jⁱTMⁱe j^hš²l
pⁱde^hL paf^L L^h am^ez

f^hİnhⁱh^hHarZ Q^hf Lİl u; öle^aİR^hme, İale d^hİ d^hİ hİm^hme, "İ İlah^hİL q^h Bİj
Sİle aⁱ hm^a fİl e Hhw İ İlah^hİL k L^h Q^hİR^hme Hhw q^hLⁱe;İce aⁱ f^hİR^hme İL eⁱ aⁱ
Bİj İe^hQ^u Sİle e, İL^z q^h İce Q^hm q^hR p^hC İc^e İL LM^e; İg^h fⁱJu; kⁱu? ha^hİj^e kⁱ
p^hİh aⁱC Bjⁱci pⁱde^hl İhou--Aaf^hal İc^hL c^h qⁱa hⁱİs^u p^ju e^h Lİ^h İL q^hLⁱe; LⁱS
q^hh?"

İheu Lİqm, "Bfİe q^hje h^hm^hRe Bİj J İL L^j L^h q^h q^hİR Hhw A^heL hⁱl h^hm^JİR--
q^hİl; h^hm q^h, Aafa^L h^hm hⁱMⁱİ' L^h h^hp BİR h^hmC İL p^h Aafa? ha^hİj^eel q^hLXⁱLI
Bsⁱm f^hs p^h Bjⁱci cİl Aafa q^hu^R h^hmC Aafa eu--p^h İ İlah^hİL j < İl j^hİf
İ^hu^Rz q^hLⁱe; paf^L q^hLⁱe;İceC Aafa q^ha fⁱl eⁱz p^hCSe^hC İ İlah^hİL HC paf^L Bjⁱci
B0ⁱa Lİ^a Bİñ L^h R^z HLİce H^L kİc Bjⁱci HLSeJ paf^L h^hm İQe^a J Nq^Z Lİ^a
fⁱl aⁱ q^hmC Bjⁱci nİš²l Mİel à^h f^hİh^hl fb M^hm kⁱh--Aaf^hal İ İ^hİl ha^hİj^eel
pⁱjNİ q^hu EW^hz Bfİe İL j^e Lİ^hRe İ İlah^hİL q^hLⁱbⁱJ p^hl L^j pⁱb^hLS^zİ q^hm^hLI
Bİhİ İh qu İe?"

p^hİl aⁱ Lİqm, "Bfİe q^hİL L^j L^h H-ph Lbⁱ hm^hRe İWL pⁱdⁱİZ q^hm^hL HİL L^j L^h
h^hm eⁱ--p^hCSe^h Bfİe^hci j a^hL p^jİ' c^hİl İSİep h^hm d^h İe^a j^e pwnu quz"

İheu Lİqm, "c^hMe, p^hİL Ecu h^hfⁱVⁱL ' h' İle^Lİ; HLİL L^j L^h h^hfⁱM^e; L^h, B^hİl
pⁱdⁱİZ q^hm^hL Bİ-HL İL L^j L^h h^hfⁱM^e; L^hz aⁱa p^hİL Ecu^h İh^hno q^hLⁱe; rİah^hİÜ L^h
eⁱz a^h İLe; paf^L İWL^ja; L^h S^eİl cİe Bjⁱci HLVⁱ mⁱ B^hRz c^hİl q^h-pLm
paf^L Bjⁱl Mİ^ha L^h İhİrc L^h c^hİM q^hİl; aⁱl p^jİ' HL L^h p^hİn^h L^h c^hMa
fⁱu, q^hİl; p^hC B0^hk^hr^ja; B^hR--İL^z p^hCSe^hC İL q^hİl; p^hC c^hM^hL cİlİhⁱ j h^hm j^e
Lİ^he? Bİ kⁱİ; q^h p^h Q^h c^hM aⁱci c^hMⁱVⁱC paf^L?"

p^hİl aⁱ Q^hf Lİl u; İqmz İheu Lİqm, "Bjⁱci c^hİl pⁱdⁱİZa q^h-pLm q^hm^hL İe^hSL
fİj İq^hh^h Aİl j^e L^h Bjⁱl h^hq^hİl; Bfİe p^h c^hm^h q^hm^hL h^hm j^e Lİ^he eⁱz
Bfİe kİc Jİ hİf Lb^hcu^hm^hİ^hL c^hMa^e aⁱ q^hm hİf J R^hm^hl agⁱa h^ha fİl^haez

Lb-cu;mh;h=phl;C Ljfs RRs, NAsm IRIVu, fyiSfj; b ijlm u leSsL pfihae Lq
 IjMh;I SReE Aqlq hEU' q u BRe--I;æ; pð'a Mh i jmi; hij eLJ lale ihnap Lqe ej,
 fiR a;I h;ipZ@aL;biJ L;e; æV biL--N;I;L ayl OqI læpfj;e;ju YL'a ce ej--
 LM;e; kic L;SI M;la' ayl ØæfI j qm Bp'a qu, a; qm Ig' INu leSsL n;ide Lq
 ee; fibh'a icel;ja AaEz' BmN;R BRe fiR ' i' e hi A' i' e L;e; icL bL
 leuj i AI LZj;æ dmi; ayL ØfnN Lq --Ø;I h;h=kj e Q;ic L;IVu, dmi; hylQ u, leSI
 IPI Sö; , QmI h;qiI , L;fS;I f;il f;ivÉ I r; I L'a phl;C hEU' q u biL pCl Ljz N;I;
 HILjC euz p iqq;u;lel leuj L AnÜ; Lq ej, ilz' p Aje M;V M;V Qm'a fi' ej--p
 iqq;u;lel li a' I icL bL Hhw Mh h;S; I Lj Lq cM, p L;e;ice j eJ Lq ej k
 iqq;u;lel f;iz lea;iz' n;Me f;iz--AOf HLV; R;yu;R;yu'aC öIL u k;u, W;L;W;L'aC j;I;
 f'SI'

পক্রিতা কিন্নীলালে ঐ মন পিহদিগে ঐয়ুয়ু য়ে ওমে হমচ জে quz

বিনয়া তার ঐ সতর্কতাটা একটা অঙ্ক ঐSlepz a;L kic fha LI; k;u p aMeC h m qy,
 Bij H-pj UC j;le--R;fm Sja k;u, M m f;f qu, H-pj UC Ai;iz' paEz ilz' Bij leOQu
 S;le, H Lhm JI N;ul S;I L;bi--H-ph L;bi kaC ApwNa qu aaC J ke pLmL
 öleu Epü' h m z fiR hal;je iqq;u;lel pij;eE L;biV;LJ AüfL;I LI m AeE j t
 m;LI L;R iqq;u;lel h;S; iSle'p I J ApC;je O'V Hhw k;I; iqq;u;leL AnÜ; Lq a;I;
 pV;L leSI iSa h m NZE Lq, HCS'eE N;I; leihQ;I pj UC Q' e Qm'a Q;u--B;ji I
 L;R;J H pð'a L;e; n;ibmÉ f;L;in LI'a Q;u e;I

f' nh;h=Liq' me, h;ip'cl j d' EJ HILj m;L A'eL B'Rz a;I; iqq;u;lel pj Ü' pwp'hC
 leihQ;I f;il q;I LI'a Q;u, fiR h;C' I L;e; m;L i m Lq k a;I; iqq;u;lel
 L'f;biLJ üfL;I Lqz H-pLm m;L fibh'a n; pqSi i' n Qm'a fi' ej--HI; qu i;e
 Lq, eu h;S;h;S; Lq; j' e Lq paE ch m, Hhw paE L Lhm L;nm Lq ilö; S;I Lq
 I r; I L;I ke LaMÉL AÄz "B;ji I Ef' paE lei N LI'R, p'aE I Ef' Bij lei N LI'R
 e' HCILj k;cl d;Iz; a;ic' I C h m N;ys; p'aE I S;I L k;I; ihnap Lq leSscl
 Shlcü' a;I; p;wka I;Mz h;C' I m;L c'aice cn-ice i m h' m pij;eE r;ia, ilz'
 L;e; r'a p;wL;Q paE L üfL;I e; LI'a f;il m a;I Q u A'eL n;in r;iaz Bij Dn' I
 L;R phl;C HC f;ib;le; L;I k, h;ip' I pi; aC Q;I L BI iqq;u;lel Q' m;f;C Q;I L Bij ke
 paE L phl;eC eain' A;Ia p;Q'SC ihe; ih'a; q f;iz; LI'a f;il-- h;C' I L;e; h;id;
 B;ji L ke BVL Lq e; I;M'a f;ilz'

HC himu; f' nh;h=Ü' qCu; Bfe;I jeL ke Bfe;I A;I rZL; mI SeE pj;id;e
 L;I লনা প' nh;h=j' cü' HC- k LuIV L;bi h;im' me a;qi Har' ZI pj Ü' B;mi;Qe;I Ef'
 ke HLV; h;S; p' B;ieu; icm--p p' k I LuIV L;bi p' a;qi e' q, a;qi f' nh;h' h'
 leSI Sth'eI HLIV f;h;iz' Ni fl a;I p' z p'ক্রিতার এবং ললিতার মধ্য় HLIV Be;I'a i iS'z
 c'f;C B;mi; g;im;u; N;Mz iheu O'f L;I u; I; qmz p;J j' e j' e S;lea N;I; I j' d' E HLV; f' Q'

ShlciÜ' B®--p@aél h;qL@cI h;LÉ j®e J LgNk HLIV pqS J plm niLz¹biL; Eİ0a
a;qi N;I;I e;C--f®nh;h® Lb; öleu; p Lb; a;qiI j®e ke B®; ØfØ LİIu; B0;a
LİImz Ahné, İheu Halce N;I;I f® HC hİmu; j®e j®e aLÑLİIu;® k, p;ji®SI AhØb;
kMe Vmj m, hi;q®I c®nL;®mI p®A kMe İh®;d hi;du;®R, aMe p@aél pİeLİ; ü;ji İhLa;
I r; LİI®a f;®I e;-- aMe p;jiİuL fİu;S®eI BLoñZ p@aél j®dÉJ i;PQ® Bİpu; f®sz
BS f®nh;h® Lb;u İheu rZL;®mI Seé j®e fhÀ LİIm k, p;jiİuL fİu;Se-p;id®eI
m® a;ju paéL r® LİIu; ®a;mi; p;id;IZ ®m;®LI f®rC ü;ji İhL, İLz° a;qiI N;I;I İL p®C
p;id;IZ ®m;®LI c®m?

p®İI a; I;®e İhR;e;u Bİpu; öC®m fI mİma; a;qiI M;®VI HL d;®I Bİpu; hİpmz
p®İI a; h®Tm, mİma;I j®eI İi aI HLv; ®L;®e; Lb; 0®Iu; ®hs;C®a®Rz Lb;V; k İhe®ul
p®®a a;qiJ p®İI a; hiTu;İRmz

p®CSeé p®İI a; Bfİe Lb; f;İsm, "İheuh;h®L İLz° Bj;I ®hn i;®m; m;®Nz"

mİma; Lİqm, "İale İLe; ®LhmC N®h;h® Lb;C h®e, p®CSeé ®a;jiI i;®m; m;®Nz"

p®İI a; H Lb;V;I İi aL;I CİAaV; h®Tu;J h®Tm e;z p HLv; plm i;h d;IZ LİIu;
Lİqm, "a; paé, J; j® b®L N®h;h® Lb; öe®a Bj;I i;İI Be¾ quz Bİj ke ay®L
ØfØ c®M®a f;Cz"

mİma; Lİqm, "Bj;I ®a; İLR®i; i;®m; m;®N e;--Bj;I I;N d®Iz"

p®İI a; BÖQkñqCu; Lİqm, "®Le?"

mİma; Lİqm, "N;I;I, N;I;I, N;I;I, İcel;İe ®Lhm N;I;I! J; h®N;I;I; qu®a; M® jÜ'
®m;L, ®hn ®a;I, i;®m;C ®a;I--İLz° EİeJ ®a; j;e®z"

p®İI a; q;İpu; Lİqm, "a; ®a; h®VC, İLz° a;I hÉ;0;ia İL q®u®R?"

ললিতা ওর বন্ধু J;L H;İe y®L g®m®Re k Eİe İe®S®L fİL;in Lİ®a f;I®Re e;z ke
LyQ®f;L;u ®am;®f;L;®L d®®R--JILj AhØb;u LyQ®f;L;I Ef®J B;jiI I;N d®,
®am;®f;L;I Ef®J B;jiI nÜ; qu e;z

mİma;I Lb;I TyS cİMu; p®İI a; İLR®e; hİmu; q;İp®a m;İNmz

mİma; Lİqm, "İcİc, a®j q;İpR, İLz° Bİj ®a;ji®L hmİR, Bj;®L kİc ®LE JILj L®
Q;f;İc®a Q®; Lİa Bİj a;®L HLİc®eI S®eéJ pqé Lİ®a f;Ia® e;z HC j®e L®;I, a®j-
-®m;®L k;C j®e Lİ;L a®j B;ji®L B;R® L® I;M İe--®a;jiI p;I L; fİLİaC eu--
p®CS®eéC Bİj ®a;ji®L H®a; i;®m;h;İpz Bpm, h;h;I L;®R b®L ®a;jiI I İnr; q®u®R--
İale ph ®m;L®LC a;I S;uN;V®R®S c®eI"

HC fİI h;®I j®dÉ p®İI a; Hhw mİma; f®nh;h® fIj i;š²--h;h; hİm®aC a;qi®cI q®e
ke Øgfa qCu; E®Vz

p®İI a; Lİqm, "h;h;I p®A İL BI L;®;I a®e; qu? İLz° k;C hm i;C, İheuh;h® i;İI
Q;vL;I L® hm®a f;I®eI"

ললিতা ও-®m; İWL J; j®eI Lb; eu h®mC Aa Q;vL;I L® h®mez kİc İe®SI Lb;

hm^{ae} a; q^m hn ĩcĥé pqS Lb; qa; j^e qa e; k^q r^q n^q h^q hĵe^u hĵe^u hm^{Rez}
Qj vL; Lbjl Q^u p B; j; l Yl i j^m; m; n; z

পক্রিতা তা, রাগ করিস^{le} i j; C? N^u j; qeh; h^u Lb; -^m; J^l ĩe^{SIC} Lb; q^u N^{Rz}
ললিতা তা যদি হয়^a; p i jĭ ĩhnĕ--Dnĭ ĩL h^u ĩc^u Re f^l l Lb; hĕ; Mĕ; Lĭ h; l Bĭ
j^m ĩc^u Re f^l l Lb; Qj vL; l L^l hm; h; l S^{ef}? Aj e Qj vL; l Lb; u L; S^e Cz

পক্রিতা কিল^o HV; a^c h^u ĩRp^e e^{le} k^q ĩheuh; h^u N^u j; qeh; h^u l i j^m; h; p^e--ayl
p^A J^l j^e l pĭaf^L; l ĩj m B^{Rz}

mĭma; Apĭqo^o qCu; ĩmu; EĭWm, "e; e; e; p^c f^u ĩj m^e Cz N^u j; qeh; h^u l j^e
Qm; J^l Aĭ ĩp q^u N^R--p^v; c; p^aĭ p i j^m; h; p; euz AbQ Eĭe^S; l L^l j^e Lĭ^a Qj e
k^q ayl p^A J^l ĩWL HL j a, p^c S^{ef} C ayl j a--ĩm^l Eĭe Aa^o; L^l Qj vL; l L^l h^m
ĩe^S L J Aef^l l j; m; ^a C^u R; L^l ez Eĭe^S Lhm^C ĩe^S l j^e l p^u q^l ĩh^l; d^l Q; f; ĩc^u
Qm^a Qj e, f; ^R N^u j; qeh; h^u l e; j j^e ^a quz ayl e; j jeh; l p; qp J^l e^{Cz} i j^m; h; p;
b; l^m j^a l p^A e; ĩj m^m J j; e; k^a f; ĩl--A^a e; q^u ĩe^S L^l R^s c^{Ju}; k; u--J^l
^a; a; e; u--Eĭe^S N^u j; qeh; h^u l j; e^{Re} qu^a; i j^m; h; p; b^l, AbQ ĩLR^a p^v; ũ^L; l
Lĭ^a f; ĩ^{Re} e; z J^l Lb; öe^m C^o p^v; hn^o Øf^o h; T; k; uz B^u R; ĩcĭc, a^h j^q h; T ĩe? pĭaf^l
h^m; z"

p^oĭl a; mĭma; j^a; H Lb; H; e Lĭl u; i j^q C e; Cz L; l Z, N; ĩl j^l p^c f^u ĩj m^e S; ĩeh; l
Se^f C a; q; ĩl L^u a; q; m hĕNĕ qCu; ĩRm--ĩheu^l ũa^z Lĭl u; c^{im} h; l Se^f a; q; ĩl B^N q^C ĩRm e; z
p^oĭl a; mĭma; f^l ĩn^l Øf^o E^S l e; ĩcu; Lĭqm, "B^u R; hn, ^a; ĩl Lb; C j^e e^e Ju; N^m--
a; L^f Lĭ^a q^h hm^u"

ললিতা আমার ঝু^r; L^l J^l h^a h^u h^{yde} b^l R; ĩs^u ĩe^u J^l ĩd^{fe} L^l ĩc^a z
পক্রিতা Q^o; L^l c^m ĩ^u; e; i j; Cz

ললিতা আমার Q^o; u q^h e; --a^h j^q HL^v; j^e Lĭ^m C quz
p^oĭl a; kĭc^J ĩi a^l ĩi a^l h^u T^u; ĩRm^q, ĩheu a; q; ĩl fĭa Aef^š ² ah^o p mĭma; l Lb;
q; ĩp^u; Es; Cu; ĩch; l Q^o; Lĭl m; z

mĭma; Lĭqm, "N^u j; qeh; h^u n; ĩpe L; ĩv^u Eĭe^S k^q ^a; j; l L; ĩR H; e L^l d; ĩc^a
B^p Re a; ^a C B; j; l J^l i j^m; m; n; J^l Ah^o b; l^l R^e q^m hĭp-^u c^l N; ĩm ĩc^u e; vL
ĩmMa--J^l j e HM^e; ĩM; ĩp; B^R, ^a; j; l^l i j^m; h; p^e Bĭ h; h; ĩ^l i ĩš² L^l e HC a; ĩl
fĭj; z ĩheuh; h^u l J^l ĩe^S l i j^h M; s; Lĭl^u ĩc^a q^h C ĩcĭc Eĭe^S k^q Lhm^C
N^u j; qeh; h^u l f^o; l Lĭ^a b; ĩ^{le} p B; j; l Ap^q ĩh; d quz"

H; e p; j u "ĭcĭc ĭcĭc" Lĭl u; p^a ĩn^o Bĭp^u; f^l ĩn Lĭl m; z ĩheu a; q; ĩl BS N^e Sĭ j; ĩ^u
p; ĩ^l p^o c^m; ĩ^a m^{Cu}; ĩNu; ĩRm; z kĭc^J A^e L ĩj^l e qCu; ĩRm ah^o a; q; ĩl HC f^l b; j p; ĩ^l p^o c^m; ĩl
Evp; q^o p^o ĩZ Lĭl^a f; ĩl^a ĩRm e; z p; ĩ^l p^l h^z ĩe; Lĭl u; p^o Lĭqm, "ĩheuh; h^u l BS
B; j; l ĩh^R; e; u d^l B^e ĩRm; j; z ĩa^{le} h; ĩs^a Y^l ĩR^{me}, a; ĩl f^l B; h; l Q^m N^{me} z hm^{me}
L; ĩm B^p ĩez ĭcĭc, Bĭj ayl h^m ĩR^o ^a; j; c^l HLĭce p; ĩ^l p^o c^m; ĩ^a ĩe^u k^{az}"

mĩma; iS' ip; Lĩm, "ĩale a;ªa Lf hmªme?"
 pafn Lĩqm, "ĩale hmªme, ʒ ʒul; h;0 ʒMªm i u LIªhz Bj;i İL;º İLRª i u qu İez"
 hĩmu; pafn ʒf;º-Ali j;ªe hªL gªm;Cu; hĩpmz
 mĩma; Lĩqm, "a; hĩL! ʒaj;i hªªİheuh;hª p;qp ʒk La hªs; a; ʒhn hªªªa f;İİRz e;
 i;C İcİc, Bj;ªcl pªª Lª JªL p;Lªp ʒM;ªa İeª ʒkªaC qªhz"
 pafn Lĩqm, "L;im ʒ İcªel ʒhm;u p;Lªp qªhz"
 mĩma; Lĩqm, "pC ʒa; i;ªm;ª İcªel ʒhm;ªaC k;hz"
 fİIce İheu BİpªaC mĩma; hĩmu; EİWm, "HC-ʒ İWL p;ªC İheuh;hªHªpªRez Qmez"
 বিনয়া ʒL;ªu ʒªªa qªh?
 ললিতা সার্কীªz
 p;Lªp! İcªel ʒhm;u HL-ayhªªm;ªLI p;ªe ʒªªcl mCu; p;Lªp k;Ju; İheu ʒa;
 qahªª qCu; ʒNmz
 mĩma; Lĩqm, "Nªª ʒ;ªeh;hªhªT I;N LIªhe?"
 mĩma;İ HC fªªİİheu HLVªQİLa qCu; EİWmz
 mĩma; Bh;i Lĩqm, "p;Lªp ʒªªcl İeª k;Ju; pªªª Nªª ʒ;ªeh;hª HLV; ja
 Bªª?"
 İheu Lĩqm, "İeªªOu Bªª"
 ললিতা ʒpV; Lf İLj Bfİe hª;Mª; Lª hmªz Bj; İcİcª ʒªª İeª Bİp, İaleJ
 öeªhe!
 İheu ʒMyQ; M;Cu; q;İpmz mĩma; Lĩqm, "q;ªªRe ʒLe İheuh;hª Bfİe L;im pafnªL
 hªmİRªme ʒ ʒul; h;0ªL i u Lª--Bfİe L;EªL i u Lªe e; e;İL?"
 Cq;İ fª ʒpİce ʒªªcl mCu; İheu p;Lªp İNu;İRmz ödªa;C eu, ʒn;İ;i pªª a;q;İ
 pªªV; mĩma;İ Hhw pªªha H h;İsİ Aeª ʒªªcl L;ªR İLİª i;ª flai;ª qCu;ªª ʒ
 Lb;V;J h;İ h;İ a;q;İ jªel jªªª ʒa;ªm;f;ªs; Lİªªa m;İNmz
 a;q;İ fª ʒkİce İheªul pªª ʒM;ª qCm mĩma; ʒke İelªq ʒªªªmİ pªª İS' ip; Lĩm,
 "Nªª ʒ;ªeh;hªª ʒpİceL;İ p;Lªpİ Nªª hªªªRe?
 H fªªİ ʒMyQ; İheuªL Ni İl Lİİu; h;İSm--ªLee; a;q;ªL LZªª İŠªZª Lİİu; hĩmªª
 qCm, "e;ª, HMªe;ª hm;ª qu İez"
 m;ªZª Bİpu; 0ª YªLu; Lĩqm, "İheuh;hªBªª-e;ª"
 mĩma; Lĩqm, "ªL;ªu? p;Lªp e;İL?"
 m;ªZª Lĩqm, "h;x, BS Bh;i p;Lªp ʒL;ªu? Bİj X;LİR Bj;i İj;ªmİ Q;İ d;ªª
 ʒfeªªm İcªu HLV; f;ªs HªL İcªª--Bİj ʒpm;C Lİhz İheuh;hªLª pªªcl Bªªª f;ªe!"
 m;ªZª İheuªL dİİu; mCu; ʒNmz

pL;im^{em}mu^u N;ij L;S L;I^oa;Rmz^z Iheu M;ij L;ij B;ipuj Aa^z1M;ifR;is;ij^h L;iqm, ""p;ice
f^onh;h^h g^uo^ocl^l le^u B;ij p;L;ijp^o c^mo^a iN^uiRm;ij^z"

N;ij; im;im^oa im;im^oaC^c h;imm, ""o^eiRz^z"

Iheu ih;ioj a qCu;ij L;iqm, ""a^hj L;ij L;ij^R o^eem?"

গার। অবিনা^hl L;ij^{Rz} p;ij p;ice p;L;ijp^o c^mo^a iN^uiRm;ij^z

N;ij; B;I iLR^o e;ij h;imuj im;im^oa m;ijNmz^z N;ij; H Mh;Iv;ij B^oNC o^oleu;ij^R, p;ij B;h;ij
A;ihe;ij^h L;ij qC^oa o^oleu;ij^R, p^oa;ijw a;ijq;ij^oa h;Z;ie;ij J h^e;ijM^e;ij^l L;ij^e;ij A;ij h^ov^o e;ijCq;ij^oa
a;ijq;ij iO;ipw;ijhna Iheu j^oe;ij j^od^e i;ij H;L;V;ij p^ou^oL;ijQ^o h;id L;ijmz p;L;ij^op k;ijuj Hhw H
Lb;ij;ij H;je L;ijuj^o m;ijL;ij^oS^o e;ij E;ijw^om^oC^o p^o M;ij^h qCaz

H;je p;ij^o a;ijq;ij j^oe^o f;isuj^o N;m L;ijm A^oe;ijL^o i;ij^o f;kl;ij^o e;ij O;ij;ijCuj^o p^o j^oe^o j^oe^o m;ijm;ij
p^oA^o TNS;ij L;ijuj^oRz m;ijm;ij j^oe^o L^o p^o N;ij;ij^oL^o i u L^o Hhw R;ij^ov;ij R^om^o k;ijje L;ijuj
j;ijO;ij^oL^o j;ij^oe^o a;ij^ole L;ijuj^oC^o p^o N;ij;ij^oL^o j;ij^oleu;ij Q^omz H;je A^oe;ijuj L;ijuj^oJ j;ij^oo^oL^o j;ij^oo^o i m
h^oT^oa f;ij^o! N;ij;ij Iheu k^o H;L;ij^oa;ij; Ap;ijj^oe;ij^oa;ij^oZ^o N;ij;ij E;ij^o a;ijq;ij H;L;V;ij i;ij^o B^oR
h^ov^o, iL;ij^o a;ijC^o h;imuj m;ijm;ij k^o-I;ijv;ij j^oe^o L;ijuj^oR^o p;ij^ov;ij N;ij;ij^o f;ij^oa;ij A^oe;ijuj Iheu^ol f;ij^oa;ij
A^oe;ijuz Iheu e;ijh;imL^o eu Hhw N;ij;ij^o e;ijhm^oL;ij A;ijR^o e^oqz

N;ij; i^oexn^oe^o im;imuj k;ij^oC^oa m;ijNm, B;I m;ijm;ij j^oAM^o p^oC a;ijf;ij^oNE^o-iv c^oe^o-lae f;ijh;ij
h;ij Iheu^ol j^oe^o f;ijsmz Iheu a;ijq;ij^oL^o p^oq^oS^o h;im;ij^o L;ij^oa f;ijl;ijm e;ij

c^oim^oa c^oim^oa Iheu^ol j^oe^o H;L;V;ij Ihe^oa;ij j;ijb;ij a^omu;ij E;ijw^omz "p;L;ijp^o c^oim^oa iN^uijR^o a;ij L^oe
qCu;ij^oR! A;ihe;ij^o L^o, k^o, p^o p^oC Lb;ij mCu;ij N;ij;ij^o p^oA^o B^om;ijO;e;ij L;ij^oa B^op--Hhw N;ij;ij^oC^o h;ij
L^oe B;ij^ol N;ij^oh;id p^od^oa^o p^oC AL;ijmL^oij^o p^oA^o B^om;ijO;e;ij^o k;ijN^o c^ou! B;ij iL^o N;ij;ij^o
eS;ijh;ij^o L;ijq;ij p^oA^o i;ij^oh;ij, L;ijb;ij^o k;ijCh, N;ij;ij^o L;ij^oR a;ijq;ij Sh;ij^ocl;ijq L;ij^oa qC^oh! h^oa^oa;ij
f;ij^oa H^o k^o ihoj E;ij^oh;ij

N;ij;ij J A;ihe;ij^h E;ijf;ij Iheu^ol Ha i;ijN^o qCa e;ij k;ijc^o p^o i^oe;ijS;ij i f;ij^oa;ij^oL^o i^oe;ijS;ij j^od^e p;ijq;ij
O;ijf^o L;ijuj E;ijf;ij^o e;ij L;ijaz N;ij;ij^o L;ij^oR k^o p^o L;ij^oe;ij Lb;ij rZL;ij^om;ij S^oe;ijJ Y;ijL;ijY;ijL
L;ij^oa h;ijd^e qCu;ij^oR p^oS^oe;ij p^o BS j^oe^o j^oe^o k^oe N;ij;ij^oLC A;ijf;ijd^e L;ij^oa Q^oo;ij L;ij^oa^oRz
p;L;ij^op k;ijuj mCu;ij N;ij;ij k;ijc^o Iheu^ol p^oA^o c^ov;ij TNS;ij Lb;ij h;ijma a;ijq;ij qC^om;ij p;ij^ov;ij^oa
h^oa^oa;ij p;ij^o i;ijra qCa Hhw Iheu p;ij^ole;ij f;ijCa--iL;ij^o N;ij;ij k^o N;ij^oh;ij qCu;ij j^ou^o Ihe^oq;ij L p;ij^oSu;ij
g^oje;ij a;ij^o Iheu^ol Ah^o i;ij L;ij^oh;ij Cq;ij^oa m;ijm;ij Lb;ij L;ijv;ij a;ijq;ij^oL^o f;ijexf;ijex Ihe^oq;ij^oa m;ijNmz

H;C p;ij j;ijq;ij y;ijL;ij q;ij^oa O^oh;ij j^od^e f;ijh;ij L;ij^om;ijz iXh;ij qC^oa i;ij S;ij e;ijL;ijS;ij B;ijZ
a^omu;ij H;L;V;ij f;ijje Iheu^ol q;ij^oa i;ijcu;ij L;ijq^ome, ""h;ij;ij Iheu, H i;ijc^oL^o a;ij p;ij^ou^o iWL--H;M;e

“ajil Mšjnul LjR bL HLMje; IQiW FmC k lei00;1 qJu; kuz ayL ašj IQiW imMR ai?”

HC ihhiqui ajilnc BS iheuL Aafz1 Mijif mijNm, AbQ p Silea jiqjI LiE; Cjo eJC--ayqiL Lbi Cju; qCu;Rz iLz0 HC Lbi Cju; j dE p HLV; cfeai Aei h Lilmz Be3j uf ai aqiL HLfLi; hijZ Liliu;Rme--aqi; leSIJ ai H ihhiqui ffa LiE; BLoV IRm ej--a h Nijm rZL;ml j dEC H LbiVi; filLu; EIWm Lf Liliu;? Nij; k iWL a;si; miN;Cu;Rm aqi; ai hmi; kju eiz iheu kic HLVaj ei pA Bfiš Lila aqi; qCmJ k Nij; ffs;ffs Lila aqi; e qz iLz0 ah! pC ahvLd EfC mima;il MyQ; Bipu; ihjd a mijNmz piceLi; LiE; ihno OVe; e q, iLz0 A eL ic ei fi aA Cqi; f0Q;a BRz iheu lea;ZC Lhm i; mih;ipu; Hhw HLiz1 i; m;je hna Nij;il BidfaE Aeju; p pqE Lila Ai EU' qCu;Rz pCS eEC HC fi aA pdaC ha aA j;bi; EfI Qisu; hipu;Rz Haice iheu Cqi; Aei h L e; C, iLz0 BI ai Cqi;L AüfLi; Liliu; Qm eiz a h ninj ML iL ihh; q LilaC qC h?

iheu Liqm, "ei, MšjnijuL HM e; IQiW mMi; qu lez"

jij Liqme, "JV; Bj;IC i m qurRz H IQiW ai ajil mMhi; Lbi eu--J BijC imMhz ayl f; e; jvi; Lf hmi; ai hijz"

iheu Liqm, "Bfie hEU' qRe Le? Bine-LjalL ai ihh; q qac fil h eiz HL AOie j;ip--iLz0 ai aJ Njm BRz Bj;C;I fil hij;I Ciaqi; p hyfsh AOie j;ip L h Lij Lf cOVe; OVRm, pC Ahid Bj;C;I hw h AOie ihh; q fi ia pj U' oi Lj Nha BRz"

jij yLiVi; Oei LiZI cu; m Wp icu; i; iMu; Liqme, "iheu, ajil; kic H-pj U' j;je h a h m;fs; m;vi; iL Lhm fs; j MOb L e; j; i? H e; ai f;si; c h oi ice MšC f;ju; kju e; i; a; i f; Bhi; O e; O e; fiC e; V f;is M m hp m L;SLj N Qm h Lf L e;?"

iheu Liqm, "Bfie i ja-Bine j;ipC hij; ee Le?"

jij Liqme, "Bij j;je h hT! LiE;Li; mC eiz Lf Lih hij;--H j m L i NheL e; j;je m J h n Qm kju, iLz0 i ja-Bine h qofia-nle laib-eræ e; j;je m k LiE; j a O e; iVL a cu eiz Bhi; a; j him--j;je e hmiR h, iLz0 L;S Lihij; hmi; ice-rZI Aef; bi; qmC j e; v; Af; pæ q u J W-- c h i q; ju; u k; j e j; i; m i l u; i; q u a; j l e i u J q u, J V; L i j i v u E W a f i l m j e i z"

বিনয়া আমাC;I hw h AOie i u;vi; j L;v h e; j; A; b Mšj; iLR aC i; j; S q h e e; j;

Hjle Liliu; piceLi; j ai iheu LiE; j a LbiVi; Qif; i; cu; i; iMmz

iheuL Lbi; p a o;eu; Nij; hTm, iheuL j e HLV; iad; EfioBa qCu;Rz iLRice qC a iheuL cm;C f;ju; k;C a iRm eiz Nij; hTuiRm iheu f; n h; h; h; i; s f; sh N Q u J B e; i; O e k; a; u; a B i n L i l u; i; R z a; q; i l f; B S H C i h h; i; q i f; U; i; h f; i; n L; v; i; C h i l Q o; u N i j; i l j e M V L; h; j; i d m z

pif ʔje LɪqɪLJ İNimʔa Bİñ Lİlɪm aɪqɪL ʔLɪʔejʔaC Rɪsʔa fɪl eɪz ʔNɪlɪ
ʔajle aɪqɪl ʔLɪʔej pWlɔf Rɪsɪ; İcʔa hɪ aɪqɪl HLVʔBdVʔhɪc İcʔa HʔLhɪʔl Arj
hımɪmC quz Afɪ fr qCʔa ʔLɪʔej hɪdɪ; Abhɪ ɪnɪbmʔ Efiɔba qCɪm aɪqɪl ʔSc Bʔlɪ Qɪsɪ;
EİWʔa bɪʔLz İàdɪNİU' İheuʔL phɪm dɪlɪ; lɪmɪhɪl Seʔ ʔNɪlɪl pɪU' AɷxLɪZ Ecʔa qCu;
EİWmz

ʔNɪlɪ aɪqɪl ɪmMɪ Rɪsɪ; jɪM aɪmu; Lɪqm, "İheu, HLhɪl kMe aɪj cɪcɪL Lbɪ İcʔUR
aMe ʔLe JɪʔL Aİeİ0Qʔal jʔdʔ ʔMɪ jʔbʔ Lø İcʔR?"

İheu qWɪv ApɪqoʔqCu; hımɪ; EİWm, "Bɪj Lbɪ İcʔuİR--eɪ aɪsɪaɪs Bɪjɪl LɪR ʔbʔL
Lbɪ ʔLʔS ʔeJuɪ qʔUR?"

ʔNɪlɪ İheuʔl HC ALɔjɪv İhʔaɪʔl mɪZ ʔcɪmu; İhıɔja Hhw LİWe qCu; EİWu; Lɪqm,
"Lbɪ ʔL ʔLʔS İeʔuİRm?"

İheu Lɪqm, "aɪjɪl"

আরা আমি! ʔajɪl pʔĀ H pðʔa Bɪjɪl fɪQ-pɪavɪl ʔhɪn LbɪC qu İe--aɪʔL hɪm Lbɪ
ʔLʔS ʔeJuɪ!

hUʔa İheuʔl fʔr ɔfɔ fɪjɪz İLRʔ İRm eɪ--ʔNɪlɪ; kɪqɪ hımʔaʔR aɪqɪ paʔ-- Lbɪ AɔfC
qCu;İRm Hhw aɪqɪl jʔdʔ Hje İLRʔhɪn aɪnc İRm eɪ kɪqɪL ffsɪffs hmɪ Qɪm--ahɪ H
Lbɪ paʔ, ʔNɪlɪc İheuʔl LɪR qCʔa aɪqɪl pɷjɪa ʔke mW Lİlɪ; mCu;İRmz ʔk Lbɪl hɪqʔ
fɪjɪz Aɔf ʔpC Aɪl ʔkɪN pðʔa jjeʔol ʔrɪjɪ J İLRʔhɪn qCu; bɪʔLz aɪc İheu İLRʔApWNa
lɪʔNɪ pʔhɪ hımm, "ʔLʔS İeʔa ʔhɪn Lbɪl cɪLɪl Lʔ eɪl"

ʔNɪlɪ ʔVİhm Rɪsɪ; cɪsɪCu; Lɪqm, "eɪJ, ʔajɪl Lbɪ İgɪlʔu cɪJz ʔajɪl LɪR ʔbʔL
İl ʔr LʔC ʔeh eɪ cphıʔ LʔC ʔeh Hahʔsɪ jɪqɪjɪmʔ Lbɪ HVɪ euz"

fɪhɪl 0ʔC jɪqɪ İRme--ʔNɪlɪ; hSİʔ ayqɪL Xɪlɪm, "cɪcɪ!"

jɪqɪ nnhʔU' qCu; 0ʔ BɪpʔaC ʔNɪlɪ Lɪqm, "cɪcɪ, Bɪj ʔajɪl ʔNɪsɪʔaC hım İe ʔk
nɪnjɪMɪl pʔĀ İheuʔl İhhɪq qʔa fɪl eɪ--Bɪjɪl aɪʔa ja ʔeC!"

মহিমা নিশ্চয় বʔnıRmz aɪj Rɪsɪ Hje Lbɪ Bɪ ʔLE hmʔa fɪl a eɪz Aeʔ ʔLɪʔej iɷ
qɪm iɷCİTɪ İhhɪqfU'ɪh fɪbɪ ʔbʔLC Evpɪq fɪLɪn Lɪaz

আরা তɪj ʔLe Bɪjɪl İcʔu İheuʔl LɪR Aeʔɪd Lɪjɪm?

মহিমা mʔe LʔİRmɪ aɪʔa LɪS fɪJuɪ kɪh, Bɪ ʔLɪʔej LɪlZ ʔeCz

ʔNɪlɪ jɪM mɪm Lİlɪ; hımɪ, "Bɪj H-pʔhɪl jʔdʔ ʔeCz İhhɪʔl 0VLɪm Lɪl Bɪjɪl hʔhpɪu
eu, Bɪjɪl Aeʔ LɪS BʔRz"

HC hımɪ; ʔNɪlɪ 0l qCʔa hɪlqɪ qCu; ʔNmz qahʔU jɪqɪ İheuʔL H pðʔa ʔLɪʔej fɪhɪ
Lİlɪhɪl fʔhɪc ʔpJ HʔLhɪʔl lɪU'ɪu hɪlqɪ qCu; fɪsmz jɪqɪ ʔcJuɪmɪ ʔLɪZ qCʔa yɪLɪVɪ
aɪmu; mCu; Qʔ Lİlɪ; hıpu; Vje İcʔa mɪlNʔmez

ʔNɪlɪl pʔĀ İheuʔl CɪafʔhıM AʔeL İce AʔeL TNsɪ qCu; İNuɪʔR, İLɷʔ Hje Bɪlİɔj L
fɔʔ ANʔvɪʔal jʔaɪ hʔfɪl Bɪ LMʔej qu eɪCz İheu İeʔSɪ Lʔa Lʔjɪ fɪbɪVɪ U'İna qCu;

Ńmz a;qil fŃ h;ls İNu; a;qil hŃLI j đŃ Ńm İhjdŃa m;İNmz HC rZL;ŃmI j đŃŃŃ
Ń;I;L Ƴ Ƴ La hŃs; HLV; B0ja İcu;ŃR a;qj jŃe Lİlu; a;qil Bq;Ń İhnŃŃ I;İQ İİqm
e; İhŃnoa H OVeju Ń;I;L Ń;of LI; Ƴ İea;ŃŃ AáŃ J ApwNa qCu;ŃR Cq;Ń a;q;L cŃ
LİŃa m;İNm; Ƴ h;I h;I hİmm, "AeŃju, AeŃju, AeŃju!"

Ńm; cŃV;I p;u BeŃjuf pŃ kMe Bq;I p;İlu; Ƴm;Ń mCu; hİpu;ŃRe H;e p;u İheu
Bİpu; a;qil L;ŃR hİpmz BS pL;ImŃm;L;I LaLV; MhI İale jİqŃI L;R qŃŃa
f;Cu;İRme; Bq;ŃI p;u Ń;I;I j MŃ ŃİMu;J İale hŃTu;İRŃe, HLV; Ts qCu; ŃŃRz

İheu Bİpu;Ń Lİqm, "j; Bİj AeŃju LŃİRz nİnj MŃI pŃŃ İhh;ŃqI Lb; İeŃu Bİj BS
pL;Ńm Ń;I;L k; hŃmİR a;I Ń;Ńe; j;Ńe ŃeŃz"

BeŃjuf LİqŃe, "a; Ńq;L İheu--jŃeI j đŃŃ Ń;Ńe; HLV; hŃb; Q;fŃa ŃŃm İİLj
LŃŃŃ ŃİlŃu fŃsz J İ;Ńm;Ń qŃuŃRz H TNS;I Lb; cŃce fŃ aŃj J İmŃ, Ń;I;J İm
k;Ńz"

বিনয়া কিস, j, nİnj MŃI pŃŃ B;I;I İhh;Ńq Ń;Ńe; BfİŃ ŃeŃ, ƳŃ Lb; Bİj Ńa;I;L
S;e;Ńa HŃİRz

BeŃjuf; বাহা, তাড়াতাড়ি বাগড়া Ń;V;h;I ŃŃ; LIŃa İŃu B;I;I HLV; TŃ;ŃV Ń;Ń;Ń; e;I
İhh;Ńq; İQI L;ŃmI İSİep, TNS; cŃŃeIz

İheu Ń;Ńe;ŃŃ ŃŃ ŃŃem e;I Ƴ H fŃŃh mCu; HMeŃ Ń;I;I L;ŃR k;ŃŃa f;İl m e;I jİq;Ń
İNu; S;e;Ńm-- İhh;ŃqI fŃŃŃ Ń;Ńe; İhŃŃe;Ń--j;Ń j;ŃŃ L;kŃ pŃŃŃ qŃŃ--M;Ńj q;ŃŃul
k;ŃŃa Ń;Ńe; A; a e; qu Ƴ İ;I İheu İeŃŃŃ mŃŃz

jİq; LİqŃe, "f;e;fŃV; qŃu k;L-e;I"
İheu Lİqm, "a; Ńn, ƳV; Ń;I;I pŃŃ f;I; j nŃLŃ LIŃez"
jİq; hŃŃu qCu; LİqŃe, "B;I;I Ń;I;I pŃŃ f;I; j nŃ"
İheu Lİqm, "e;I, a; e; qŃm QmŃ e;I"
jİq; LİqŃe, "e;I kİc QŃm a; qŃm Ńa; Lb;Ń ŃeŃ--İLŃŃ--"
hİmu; HLV; f;e mCu; j MŃ f;ŃŃme;I

j lqj p lce n i l i l R a e j h i m u j a i q i l f o l i c e a i q i l o e n e m e z l a l e j e
L i l u j i R m e n i l i l f e h l i l i j s l i j c a i h u i m s i m i s l i l a q c h z i l z o l a l e k c b i p u j
h i m m e k i h e u l j m i h l j m b i p u j i h h i q p d a f i l j l b j i c u j n r j f j e f a e p d a n i l j l
f l i j n i i s ' i p j l i l a h i m u j r , n i l j a m e c i e s i p c j l a f l i n l i l u j h i m m , " h n a i ,
f j e f a e q u k j l u e j z "

j lqj B O O k n q C u j l i q m e , " H m e a i h m R " h n a j ' z H I f e B h i l h i n s i c e h e j
a i ? "

n i l j l i q m , " B i j a i h i d i i c u h i n s i i c i e , A e s i j d L r i c h i n s i i c u i r z "

মহিমা অতএব a i j j l l i r B j j l i j e l a H C k , a h j h i d j i c u j e j , A e s i j d j l i r i e j
L d i f e r e j i u z e p e i a j B j j l l i s e c , B i f i t m h f e r e j i u z j B j j l c l l i l c i m e z
B i j H L m j k j f i l p c i j m i -- i m L r i r m j -- a i j j l p q u a j k H j e i h f l a a j B i j
f i n i s j e a j e j k j q i l , l i s v i q u H v i a a i j j l c u r i B r a i ?

আরা হাঁ, ইয় R j B R z

মহিমা তা হ m c u r i c b j l l i l z o o j u l i s e c z

n i l j l j n L e h v H h w l i n i j m p h c l i l a f i e p v j j p a f -- i l z o p c l i n l e f i o z
L i l u j i e s i p w l o f e o l i j a i q i l u i j h e u l e k j e l i l u j q e l p h y i d a Q u j , H m e
A i j j e l p j u e q z N a L m e l j l T N s i l f l a i e u j l a i j a c k i h h i q l l b j v i f i l j q c m ,
i h e u l i h a j q c k i h e u l h a e l c t l i l m , p l b j j e l i l u j n i l j l j m l j l o v e j u j e
j e M i n q c m z i h e u l p a a i q i c l i o l z e u j i j h l p d a o b j f e l i l a n i l j i l R j j e i h m o
L i l m e j i l z o H h i l c s e l j l j j t m i e a i q i c l i H L j z ' p q s i j n i H L v m i j e h e i a e z j o i v m z

n i l j H h i l h t u j r c j q c a i h e u l v i l e u j l j m i n s z q c h -- i h f e c l e r a e k m i e
p c m i e c f i q i j c j u j Q i c z n i l j j e i j h m , B i j k i c f n h i h e c l h i s a p h i c j k j a j u a
l j i m a i q i q c m i h e u l i w l n i t m i j d e d i l u j l j i m a f i l h z

p c i c e c A b i j v T N s i l f l i c e A f l i q z n i l j i h e u l h i p j u b i p u j E f i o b a q c m z B S C
n i l j B i p h i h e u l i e j a c H j e B n j l e e j c p c s e f c p j e j e k j e M i n a j l e
B O O k n q C u j E i w m z

B e j B O O k n i h o u n i l j f n h i h e c l j u e c l l b j c f i s m , A b o a i q i l j d e i l R j j e
i h l f a j i r m e j H C B m j o e j u i h e u l E s i s a l i l u j a h m a h i n o o j l f l u j s e l e e j

p o i l a j l p a i h e u k - p l m l b j l B m j o e j l i l u j r a i q i B S p i h u i l l a l i l u j
n i l j l h i m a m i l n m z p o i l a j k i h n o B n e q l p i q a H - p l m f p a B f i e E j i f a l e

j^e Sij^uiRm, HMe aqil j^e HLV; ^QLaq^ml E^aL qCu;Rz ihe^ul iQš^L IL^p ^QHa Liliu; BLo^V Lili^aR aq; Sileh; Se^f aqil j^e HLV; ih^{no} BNq Sij^uiRz

Ei^u kMe f^lnh;h^h h;ls iNu; ^QFj^Rm aMe p^af; qCu;Rz ^Qc;am;il 0^Q HLV; ^aa^ml ^QhS Sij^mCu; qil;e aqil HLV; Cw^QIS ^mm; f^lnh;h^hL öe;C^aiR^mez H ^Qöb^m f^lnh;h^h hÜ^a Efmr;jae iR^me-- p^Qil a;L ^Qh;e;e;C ayqil E^QYn^E iRmz p^Qil a; ^QVh^ml c^Qfⁱ; ^QQ;MI Efl qC^a B^m; Bs;im Lih;il Se^f j^QM p; j^e HLV; a;mf;aj;il f;im; a^hmu; d;ilu; Q^f Liliu; h;pu; iRmz ^Qp Bfe ü;ij;hL hid^faj;hna fh^aiv öleh;il Se^f ih^{no} ^QQ^Q; Lili^aiRm, iL^z°b;ilLui b;ilLui aqil j^e ^QLhmC Aef ic^L k;C^aiRmz

Hj^e p;u Q;il B;pu; kMe ^QN;il; J ihe^ul BNj^e-pwh;ic ' j;fe Lilm aMe p^Qil a; qW;v Q;ilLui Eiw^mz ^Qp ^QQ;L R;lsu; Q;imu; k;Ch;il Efae; j Lili^aC f^lnh;h^hLiq^me, "i;Q^d, k;ij;R ^QL;ib;u? BI ^QLE eu, B; j;C;il ihe^u BI ^QN^h H^Qp^Rz"

p^Qil a; pW^LQ^a qCu; B;h;il h;ipmz qil;e^l p^Qf^QN^QIS iQe;f; i ^QÄ 0V;^a p^Qil a;il B;il j ^Qh;id qC^m; ^QN;il; B;pu;R öleu; aqil j^e ^Qk HLV; E^QšSe; qu e;C aq;J e^Q, iL^z°q;il;eh;h^h p^Qj; ^QM ^QN;il;il BNj^e aqil j^e ^Qel j^Qd^E i; j;il HLV; AüiÜ^h Hhw pW^LQ^Q ^Qh;id qC^a m;ilNmz c^Se f;R ih^Q;id h;Q^d HC j^e Liliu; Ab;h; Lf^Q aqil L;ilZ aq; hm; nš^z

^QN^hil e; j öleu;C qil;eh;h^h j^e ^Qel i; a;lv; H^QLh;Q^Q ih; j^QM qCu; Eiw^mz ^QN^hil e; j ^Qú; ^QL;e;ej^a f;lae; j^Qil Liliu; iale N^hel qCu; h;pu; iIQ^mez qil;e^Q ^Qc;im;h;jae ^QN;il;il pW^Nij Lih;il fhⁱš p^Qöe Ec^fa qCu; Eiw^mz

hlc;ip^hl^f ayqil iae ^Qu^QL mCu; lej^z ^QZ iNu; iR^me; Lb; iRm p^af;il p;u f^lnh;h^h iNu; ayq;ic^NL iql;Cu; Bie^hez f^lnh;h^h k;Ch;il p;u qCu;Rz Hj^e p;u ^QN;il; J ihe^u B;pu; fs;^a ayqil h;id; f;ismz iL^z° BI ihm^Q L;il Eio^a qC^h e; Sileu; iale qil;e J p^Qil a;L L;e L;e h;imu; ^QN^me, "a; j;il; H;cl i^eu HLV^a ^Qh;ip; B;il ka n^Qö^E f;il iql^Q B;piRz"

^Qc;im^a ^Qc;im^a ^QN;il; Hhw qil;eh;h^h j^Qd^E a; j^m aL^Nh;il;du; ^QNmz ^Qk f;ip^A mCu; aL^Na;q; HC-- LilmL;aj;il Aelac^Qha^h ^QL;e; ^QSm;il j^E;iS^QWV h;Ee^Qm; p;^Qh;il p;qa Y;L;u b;il^a f^lnh;h^hcl B;mf qCu; iRmz f^lnh;h^h ^QöefLe^f;il; A; x^f qC^a h;ilql qC^ae h;imu; p;^Qh Hhw ayqil ^Qöef Cq;ic^NL ih^{no} M;ilal Lili^aez p;^Qh ayqil S;ilc^e f;la hvp^Q Lio^fcn^hef ^Qj; m; Liliu; b;^QLez Hh;Q^Q hlc;ip^hl^f h;Ee^Qm; p;^Qh;il ^Qöefl p;qa ^Qc;M; Lih;il p;u Cw^QIS L;h^Ep;ilqae f;il i^a ^aie^QSI Le^f;c;il ih^{no} f;ilcin^h;il Lb; E>j;fe L;il^a ^Qj; p;^Qh pqp; Liq^me, "Hh;il ^Qj; m;u ^Qmg^Qve; ^QWU Nhe^N p^QöefL B;ip^he, Bfe;il ^Qu;il; k;ic ayq;cl p^Qj; ^QM HLV; ^QR;V;M;V; Cw^QIS L;h^E;e;V^E Ali eu L^Qe ^aaj; h^Qs; i; ^Qm; quz' HC f;ü^h hlc;ip^hl^f Aae^z ^Q1 Evp;ilqa qCu; Eiw^u;Rz BS iale ^Qu^Qcl ilq;ip^Nm ^QJu;Ch;il Se^fC ^QL;e; h^a h;ls^a mCu; iNu;Rz HC ^Qj; m;il ^QN;il;il Efiöba b;il; p^hh^fl qC^h iL e; iS' ip; L;il;u ^QN;il; iLR^a Aehⁿel EN^h;il p;qa h;imu; iRm-- e; j HC f;ip^A H ^Qc^h Cw^QS-h;ip;iml p^Qä J flö^fl p; j;ilSL p;C; j^mel h;id; mCu; c^Q al^Qg l^faj; a ihaTM;

Efi0ba qCmz

qilje Liqme, ""hijimic c:oz BjiCl Ha Lpwu:il J Lfbi k, Bji; CwR SI pA
g mhil k:NEC eCz"

Nij; Liqm, ""kic aic paef qu a h pC AkiNeaipSA CwR SI pA g mhil SRef
mijiuua q u hsi;ei BjiCl f r m < jLiz"

qilje Liqme, ""ILz' kyli k:NE q u Re ayli; CwR SI LiR k b o pj:cl f u bi;Le--
kj e Hy; pLmz"

গার। একজের pjicli àil; Aef pLml AeicIv; km;e hin L g V Jw pm;e
HILj pj:clL Bij Afjje hm NZE LILz

cim'a cim'a qiljeh;h Aafz' a u qCu; EIWme, Hhw Nij; ayq;L Iiqu; Iiqu;
hjLEhm ihU LIL'a mijNmz

c f r HCl f kMe aLil Qim'aR pOlla; vihml fi;1 hipu; fim;il Bs;im qC'a
Nij;L HLcl'a mré LILu; cim'aRMz Lf Lbi qC'aR aqi; aqil Li'e Bip'aRM hV,
ILz' aqi;a aqil je IRm eiz pOlla; k Nij;L Alejo'e'e cim'aR p p d'a aqil
leSI kic Qae; bijLa a h p m < a qCa, ILz' p ke Bañh0ja qCu;C Nij;L
lelfrZ LIL'aRMz Nij; aqil himu c f hij vihml Ef; IjMu; pCj M TjLu;
hipu;IRm; aqil fhU' oi mm;VI Efl hijal Bm; fisu;R; aqil j M LM;ei Ah' j l
qipé LM;ei hi OZ;l i L V alIAa qCu; EIW'aR; aqil j M fPaél i jhm;iu HLV;
Bañkñcil N h mira qC'aR; p kqi; him'aR aqi; k Lhmj;e pj;luL IhaLil hi
B r f l Lbi e q, fPaél Lbi k aqil A e L ic'e l i Qz } Hhw h h q; l à il j
lexp; f N i W a q C u ; E I W u ; R H h w a q i l j d e k L ; e ; f L i l à d i - c h i m a ; h i
BLI0j La; eic aqi; Lhm aqil L u e q, aqil j M Hhw aqil pjU' n l f r C ke
peti i h f L i n f i C a R z p O l l a ; a q i l I h i 0 j a q C u ; c i m ' a m i j N m z p O l l a ; a q i l S h e
Ha ice f r H C f i b j H L S e L H L i V i h n o j e o H L i V i h n o f d i o h i m u ; k e c i m ' a
f i C m z a q i ; L B I c n S e l p A i j m ; C u ; c i m ' a f i l m e i z H C N i j ; l i h l i u c y s ; C u ;
qiljeh;h AilL' vLI qCu; fis;mez ayqil n l f r l Hhw j M B L i a , a y q i l q h - i j h - i I A ,
Hje-IL, ayqil Sij; Hhw QicIM;ei f k l ; ' ke ayq;L h e A L i l ' a m i j N m z H a l c e h i l d i l
Iheul pA Nij;il p d'a B m ; Q e ; L i l u ; p O l l a ; N i j ; L H L V i I h n o c m l H L V i I h n o
j a l A p j ; e f m ; L h i m u ; j e L i l u ; I R m , a q i l à i l ; c h n l H L V i L ; e ; I h n o j A m -
E Y n e p i l d a q C a f i r H C j ; e p L o f e ; L i l u ; I R m -- B S p O l l a ; a q i l j M i c L
H L j e Q i l q a Q i l q a p j U ' c m , p j U ' j a , p j U ' E Y n e q C a f b L L i l u ; N i j ; L L h m
Nij; himu;C ke cim'a mijNmz QycL pj a k j e p j U ' f u ; S e p j U ' h e h q ; l A a f a L i l u ;
cim;u;C AL;l Z EcOhm qCu; EIW'a bi;L, pOlla;il A z x L I Z B S a j l e p j U ' i i m u ; ,
aqil pjU' h u J p w u : i l , a q i l p j U ' S h e L A i a e z j L i l u ; k e Q a i c f l E p R i p a q C u ;
EIW'a mijNmz j e o L f , j e o l B a l ; L f , p O l l a ; H C a q i f i b j c i m ' a f i C m H h w H C

Afhil Aei ja@a p le@SI AiUaAH@Lhij@ ih0j'a qCui @Nmz
qiljehih=p0il a;il HC acNa i jh mrÉ LiliujR@mez a;qi@a ayqil a@LM k#S2-ím @S;il
f;C@aIRm e; Ah@no HL pju lea;iz' Adfl qCui lale Bpe R;isu; EIWu; fis@me Hhw
p0il a;il lea;iz' BaE@ul j@a; XijLui Liq@me, "p0il a;il, HLhij H 0@ H@pi, @aj;il
p@Á B;ij HLv; Lb; B@Rz"

p0il a;il H@Lhij@ QjilLui EIMmz a;qi@L @L @ke j;illmz qiljehih@ plqa a;qi@ @kl@
p@a a;qi@a lale @k LM@ej a;qi@L Hl@ Bq@le Lila f;il e e; a;qi e@qz Aef pju qC@m
p ilR@j@eC Lila e; ilz' BS @N;il J ihe@ul p@j@M p le@S@L Afj;lea @hd Lilmz
ih@noa @N;il a;qi j@MI ic@L Hje HLILj Liliuj Qilqm @k, @ qiljehih@L r;ij Lila
f;ilm e; f@jV; @ @ke ilR@ öle@a f;u e;C Hjei i@ Q@f Liliuj hipu; liqmz qiljehih@
ame L~ü@ HLv@ihliS'2 fl;in Liliuj Liq@me, "öer p0il a;il? B;ij HLv; Lb; B@R,
HLhij H 0@ Bp@a q@hz"

p0il a;il ayqil j@MI ic@L e; a;liCu;C Liqm, "HMe b;ilú- h;ij Bpe, a;il f@ q@hz"
Iheu EIWu; Liqm, "B;ij e;qu kij@Rz"

p0il a;il a;is;aj;is Liqm, "e; iheuh;ih@ EW@he e; h;ij Bfe;@cl b;il@a h@m@Rez lale
H@me h@mz" a;qi L~ü@ HLv; h;ilLm Aee@ul i jh fl;in f;cmz qilZ@L @ke h;il@di qi@a
@gilmu; k;Ch;il f@h qCuiRmz

"B;ij BI b;il@a f;ilR @e, B;ij a@h Qmmj" himu; qiljehih@â@f@e OI qC@a Qimu;
@N@mez I;@NI j;ibu hijl qCui B;ipu; flr@ZC ayqil Aea;if qC@a mijNm, ilz' ame
igilh;il BI @L;@ej Efmr M;Sui f;C@me e;iz

qiljehih@Qimu; @N@m p0il a;il HLv; @L;e@p@Ni fl m< ju j@M kMe liS'j J ea Liliuj
hipu; IRm, L@Lil@h L@him@h ilR@ i jihu; f;C@aIRm e; @pC pj@ @N;il a;qi j@MI ic@L
i j@m; Liliuj Qilqu; mCh;il AhL;in f;Cu;ilRmz @N;il inira @j@u@cl j@d@ @k KUa@f, @k
f@Nmú a;il L@fe; Liliuj I;imujIRm, p0il a;il j@Mn@a a;qi Bi ipj;@e @L;ibu! a;qi j@MI
h@U@ HLv; E< @ma; lexp@q fl;in f;C@aIRm, ilz' e;ja; J m< il @;il a;qi L@p@cl
@L;jm qCui BS @cM; icu;@R! j@MI @X@miv L@p@L;il! i@N@m@l Ef@ mm;viv @ke nla@l
BL;inM@MI j@a; lej@m J ü@Rz @WV c@V Q@f Liliuj B@R, ilz' AepQ;il a Lb;il j;id@kl@pC
c@V @WV@VI j;itM;@e @ke @L;jm HLIV L;isl j@a; liqu;@Rz ehfe; IjZ@l @ni @;il fl@a @N;il
f@h@l @L;@ejce i j@m; Liliuj Qilqu; @c@m e;C Hhw e; @ciMu;C @p-pj@U@l fl@a a;qi HLv;
idLIL;il i jh IRm-- BS p0il a;il @c@q a;qi e@a dl@el n;is fl;il i I@ a;qi HLv@
ih@noi i@h i j@m; mijNm; p0il a;il HLIV q;ia @Vh@m@l Ef@ IRm-- a;qi S;ij;il BiU@el
L@' a fl;il qC@a @pC q;iaM;ile BS @N;il @Q;im @L;jm qe@ul HLIV Lm@Zf@N;ih;Z@l j@a;
@hd qCmz cff;im;ilLa n;iz' p@f;ju p0il a;il @h@e Liliuj pj@U@l OIIV a;qi B@m; a;qi
@cu;@ml Rih, a;qi N@p< j, a;qi f;il f;iv@ mCu; HLIV @ke ih@no AM@M I@f d;ilZ Liliuj
@cM; icmz a;qi @k N@q, a;qi @k @ph;L@m; e;il fl k@a@l@e@q p@L@kl@j@I@a, a;qi @k @cu;im J

Lis hINj Rjci Qcu Ael Qin-- Cqj BS Nijli LjR j qpañ j de flær qCu; EIWmz Nij; Bfeij Qaici FLI BLjnl j de HLVj pSth pš; Aei h Lil m-- aqil qcuL Qijl icL qcac HLVj qcuL iqom Bipu; B0ja Lil a mijNm, HLVj ilpi lehsa; aqil ke hne Lilu; dil mZ HI f Afhñ Efmli aqil Sthel Ljrejce 0V e;Cz cim a cim a æjnc pQil a; Lfjml iø Ln qca aqil fjul LjR njls f;svL x fklj; Aaez; paé Hhw Aaez; ihno qCu; EIWmz HLC Ljm pj Nñ jh pQil a; Hhw pQil a; ffael Awñ üaz; jh Nijli cöL BLoñ Lil a mijNmz

ILRrZ Lq Ljrej; Lbj Lilqa ej fjiluj pLmC HLfLj; Lfa qCu; flsmz aMe lheu pQil a; icL Qijqu; Liqm "pice Bjci Lbj qipRm"-- himu; HLVj Lbj E>jfe Lilu; icmz

p Liqm, "BfejL ai hmCIR, Bjil Hje HLice IRm kMe Bjil j e ihñp IRm, Bjci cñl Sref, pj;SI Sref, Bjci ILR€ Bni Lihj; ec-- iQliceC Bjil ejhmLI j a; LjVjh Hhw CWIS Bjci AIR iekš² qcu b;Lh-- km;e k; kje B R pCILjC bL k;h-- CWIS fhm niš² Hhw pj;SI fhm Ssa; ihl;Ü Bjci Lbj;L Ljrej; Efuj;æ ecz Bjci cñl AldLjwn m;LIC HCILj j e; i;hz Hje Ahöbju jjeo, qu leSI üjbñ leuc b;L eu Ecipfei jh LjVjuz Bjci cñl jdfhš m;LI; HC Lj;ZC Q;Lil Eæla R;si BI-Ljrej; Lbj i;h ej, def m;LI; Nhj IWI Majh fmc Sthe p;bl h;id L-- Bjci Sthel k;æ;fbV; Aof HLV;c;ñ inuc, hijl qL k;u-- p;aljw p;ñ EYñel Lofej Bjci j;ibu Bp ej, BI a; L fj;bu-pwñqj Aejhnél hm j e Lilz Bij J HL pj;u iWL L;IRmj Nijli h;h;L j d;ñ d; HLVj Q;Lil S;N;js L; ehz Hje pju Nij; Bj;L hm-- ej, Nhj IWI Q;Lil a;h Ljrej; ac Li a f;lh e;?"

Nij; HC Lbj;u pQil a; j m HLVM;je ihöj;ul Bi; p cimuj Liqm, "Bfle j e LIhe ej Nhj IWI Efi I;N L; Bij Hje Lbj hm;Rz Nhj IWI L;S k;ij; L; a;ij; Nhj IWI niš² leSI niš² hm HLVj; Nhñ h;id L; Hhw cñl m;LI b;L HLVj; li æ hñel qcu JW-- ka ice k;ipR Bjci HC i;hv; aaC h;s EW R; Bij S;je Bjil HLIV Bañu p;ñL L;ml xfv IRme-- HMe lale L;S R;s icu hp BRez ayl IXIÖVfU j;isöVV is' ip; L;IRme-- h;h; a;ij; ihQ; Ha Qin m;L M;im;ip fju eLe? lale Sh;h icuIRme-- p;qh, a; HLIV L;IZ B R; a;h k;ci sm c;J a;ij; a;ij; f; L;L;L;hs;im j;æ, BI Bij k;ci sm icc a;ij; k; Bjil i;C quz Ha h;s; Lbj hm a f; Hje xfv am;ej IRm Hhw öe a f; Hje CWIS j;isöVVI J Ai; h IRm e; il; kaC ice k;ipR Q;Lil cs;cs AAI i;öZ qcu EW R; Hhw HMeL; xfv L;R ayl cñl m;L æj;C L;L;L;hs;im qcu c;sj;R, Hhw Hj;e L; f;ci Eæla q;a q;a ayl k; LhmC A;ñ;ña q;R H Lbj; Aei ja fklj; ayl Qm k;ipR f; LI Lyd i; icu leSI m;L;ci leQ L; cmh Hhw leQ L; cmh; j;æc a;ci fla AhQ;il Li a h;id; qh, H a

“Lj^{re}; j^{Am} q^a fⁱ e^z”

h^{im}u; ^Ni; ^Vh^m H^LV; j⁰ B⁰ja L^{il}m; ^amⁱ ⁿSV; L^yf^u; EⁱW^m ⁱheu Lⁱq^m,
“^Ni; j; H ^Vh^mV; N^hjⁱ ^WI eu, Bⁱ H^C ⁿSV; fⁿhⁱh^{cl}z”

ö^{leu}; ^Ni; E^ux^ü qⁱl^{pu}; EⁱW^m aⁱqⁱl qⁱp^él f^hm d^{le}a p^jUⁱ hⁱs^V; f^{il} f^zN^qCu;
^Nmz Wⁱl; ö^{leu}; ^Ni; ^k ^Rm^jje^{ol} j^a; H^je f⁰Hⁱ j^h qⁱl^{pu}; EⁱW^a fⁱ C^qi^a p⁰il a;
B⁰Q^kN^hid L^{il}m H^{hw} aⁱqⁱl j^el j^{de} i j^{il} H^LV; B^ez^qCmz kⁱqⁱl; h^s; L^bil ⁱQ^z L^l
aⁱqⁱl; ^k f^z M^{im}u; qⁱl^pa fⁱ H L^bi aⁱqⁱl S^je; ⁱR^m e^z

^Ni; ^pice A^eL L^biC h^{im}mz p⁰il a; k^{ic}J Q^f L^{il}u; ⁱR^m ⁱL^z° aⁱqⁱl j^{MI} i j^h ^Ni;
H^je H^LV; pⁱu fⁱC^m ^k, E^vpⁱq aⁱqⁱl q^eu i ^{il}u; EⁱW^m ⁿoLⁱm p⁰il aⁱLC ^{ke}
^{ih}noⁱ j^h p⁰ide L^{il}u; Lⁱq^m, “^cM^e, H^LV L^bi j^e lⁱM^{he}-- k^{ic} H^je i ^m p^wú^{il}
B^ji^{cl} qu ^k, C^wSⁱ k^{Me} f^hm q^u E^{WR} a^{Me} B^jl^j ^WL C^wSⁱV e^j q^m ^Li^ej^a
f^hm q^a f^{il}h e^j, aⁱ q^m ^p Ap^{nh} ^Li^ej^{ice} p^{nh} q^h e^j H^{hw} ^LhmC e^{Lm} Lⁱa Lⁱa
B^jl; c^{ul} h^{il} q^u k^{hz} H L^bi ^{le}0^{Qu} S^je^{he} i j^{al} H^LV; ^{ih}no f^{il}ia, ^{ih}no n^{is}²,
^{ih}no p^{af} B^R, ^pC^{VI} f^{il} f^zN^{ih}Lⁱh^{il} àⁱlⁱC i j^{la} p^{ib}L^qh, i j^{la} l^ri; fⁱh^z C^wSⁱ
C^{la}q^{ip} f^s H^CV k^{ic} B^jl; e^j ⁱⁿM b^{il} a^h p^jU^c i ^m ⁱⁿM^{IR}z B^fe^{il} f^{il}a B^jl; H^C
A^el^{id}, B^fle i j^{lah}0^m ^{li} a^l B^pe, Hⁱ p^jUⁱ i j^mj^z jTMi^{ec} ^{eh} c^{ys}e,-- k^{ic}
^{ih}L^{ia} bⁱL, a^h ^{li} a^l ^bl^{pw}h^{ide} L^l a^{me}, ⁱL^z° H^L ^cM^e, h^{te}, i j^{he}, Hⁱ ^{ic}L
j^M ^{gl}e, Hⁱ p^A H^L ^qi^e-- Hⁱ ^{ih}lⁱU^{cy}l^su, hⁱC^l ^bl^M0^vile p^wú^{il} h^{im}É^Lim q^a
Aⁱ0^{bj} < j^u c^lra q^u, H^L B^fle h^{te}a^C f^{il}he e^j, H^L ^LhmC B⁰ja LⁱaC
bⁱL^{he}, Hⁱ ^Li^e ^Li^{SC} mⁱN^{he} e^z”

^Ni; h^{im}m h^v "B^jl; A^el^{id}"; ⁱL^z° H^a; A^el^{id} eu, H^{ke} B^{cnz} L^bil j^{de} H^je
H^LV; f⁰TM^Sil ^k, aⁱqⁱ A^el^{id} p^Cj^{ial} A^frⁱC L^l e^z p⁰il a; j^M ea L^{il}u;C p^jUⁱ
ö^{lem}z H^je H^LV; f^hm B^Nq^l p^A ^Ni; ^k aⁱqⁱLC ^{ih}noⁱ j^h p⁰ide L^{il}u; H^C L^bi
L^ui^V Lⁱq^m aⁱqⁱa p⁰il a; j^el j^{de} H^LV; B^zme E^f0^{ba} L^{il}u; ^lcmz ^p B^zme ^k
ⁱL^{pl} a^{Me} aⁱqⁱ i j^{hh}l p^ju ⁱR^m e^z i j^{lah}0^him^u; ^k H^LV; h^qv fⁱQ^e p^si; B^R p⁰il a;
^p L^bi ^Li^ej^{ice} H^L j^qa^m S^ef^J i j^h eⁱCz H^C p^si; ^k c^l A^afa J p^el i ^{ih}o^vL
A^{id}L^l f^hl^{lei} ^a b^{il}Lu; j^eh^{il} ^{ih}lⁱV i j^NESⁱm H^LV; ^{ih}no l^{pl} p^a; H^LV; ^{ih}no
i j^h h^{eu}; Q^{im}u^R; ^pC p^a; ^k La pstÉ, La ^{ih}0^{ae} H^{hw} La p^el p^{ib}La; l p^lqa
aⁱqⁱl La ^{le}Nst p⁰a-- p⁰il a; B^S aⁱqⁱ ^Ni; l; f^hm L^l L^bi ö^{leu}; ^{ke} q^wiv H^Ll^Lj
L^{il}u; E^fm^li L^{il}mz f^{pa}ÉL i j^{lah}ip^{el} S^{he} ^k Ha h^s; H^LV; p^si; àⁱl; ^hl⁰a, A^{id}L^a,
aⁱqⁱ p^Qaei j^h A^el^{id} h e^j L^{il}m B^jl; ^k LaC ^Ri^v; q^{Cu}; H^{hw} Q^{il} ^{ic}L p⁰a LaC A^a
q^{Cu}; LⁱS L^{il}u; kⁱC ^{le}j^{ol} j^{de}ÉC aⁱqⁱ ^{ke} p⁰il a; lⁱR^{fl}in fⁱCmz ^pC AL⁰j^{iv} ⁱ0š-
0^ga^m B^hN p⁰il a; aⁱqⁱl p^jUⁱ p^wl^Q c^l L^{il}u; ^lcu; A^aÉ¹p^qS ^{ih}e^{ul} p^lqa Lⁱq^m,
“Bⁱj^cnl L^bi L^Me; H^je L^l, h^s; L^l, p^{af} L^l i j^h ^{le}z ⁱL^z° H^LV; L^bi B^{ij}

IS' ipi Lili -- d'g'ni p'at' c'ni k'ni LF? dj'niL c'ni Aafa eu?"

ni;ji Li'e p'ailaji j'c' L' HC f'ha h'si; j'd' mijNmz p'ailaji h'si; h'si; c'iv
Q'iMI j'd'e HC f'ha B'ji; j'd' Lili; c'ni; icmz ni;ji Liqm, "c'ni Aafa ki, c'ni
Q'u ki A'eL h'si, a;C c'ni li al ic'u f'lin f'uz Dn' Hje L' ih'Qe i;h Bfe;il
Ae;1 ul'f'LC h's'2 LI'Rez kyl; h'me pa'e HL, AaHh 'LhmC HLIV dj'ic pa'e, d'g'ni
HLIVj;e I'fC pa'e-- ayli, pa'e k' HL 'Lhm HC pa'ivC j'iee, BI pa'e k' Az'qfe p'
pa'vi; j'je'a Qje eiz Az'qfe-HL Az'qfe A'e'L Bfe;il f'lin L'e-- SN'a p'c mfm;C
'a; c'niRz p'CS'e'fC dj'ij a ih'Qe q'u p'c dj'ni;S'L e;e; icL ic'u Efmi'i LI;Rz Bij
Bfe;il le'Qu hmiR, i;lah'o'ni 'Mim; Sjem; ic'u Bfie p'ki'L c'm'a fi'he-- p'S'e'e
pj'af'i' IN'u M'Vje IN'ni Sjem;u hphi' 'L'e;e; c'li; q'h e;'"

p'ailaji Liqm, "Bfie hm'a Qje, i;lah'o'ni dj'ia;»HLIV ih'no fb ic'u Dn' I ic'L
le'u kuz p'c ih'noa'iv LF?"

ni;ji Liqm, "p'vi; q'p' HC k, h'p' ikle le'ih'no lale ih'no'ol j'd'e'c h's'z il;e'0 ayl
ih'no'ol no e'c; Sm ayl ih'no, 0bm ayl ih'no, h;u' ayl ih'no, A'ina ayl ih'no, f'iz
ayl ih'no, h'u' f'ij pj'uc ayl ih'no-- NZe; L' 'Lij;J ayl Ae;1 f'ij;u; k;u e;-- ih' je
a;C le'u j;bi; 0'li' u; j' R'z ikle le;li; ayl BL'i' I Ae;1 e'c-- q'uc'o'ni-0b'p'p'el Ae;1
f'iq;C aylz ikle Ae;1 ih'no lale'c le'ih'no, ikle Ae;1 f' lale'c AI'f' Ae;1e'f' c'ni Dn' L'
e'f'ej'dL f'ij;e' 'L'e;e; HLIVj;e ih'no'ol j'd'e' hyd'a Q'j; L' R'-- i;lah'o'ni Dn' L'
ih'no'ol j'd'e' c'mh;il Q'j; B' h'v, il;e'0 p'c ih'no'LC i;lah'o'ni HLj;e J Q's;e;1 h'm NZ'e
L' e; Dn' k' p'c ih'no' LJ Ae;1'z A'ae;e; L' B'Re H Lbi; i;lah'o'ni 'L'e;e; i;S'
'L'e;e;ice A'uf'li; L'e e;'"

p'ailaji Liqm, "' je'f L'e e;e, il;e'0 A' je'f?"

ni;ji Liqm, "Bij 'a; f'ni'c h'miR A' je'f p'lm c'nc p'lm pa'f'LC ih'la LI'nz"

p'ailaji Liqm, "il;e'0 Bj;e'c' c'ni p'c ih'li; il' nin c' f'ki;1' f'ru le?"

ni;ji Liqm, "a; q'a fi'iz il;e'0 a;li; L;iz d'g'ni 0b'm J p's'r'e, Ae;1 J hij'q;il, ni'el J
Ba;il, HC c'v; A'ALC i;lah'o'ni f'z'ni; h' uf'li; LI'a Q;u h'mC k;il; p's'r'eL Nq;Z LI'a
fi'el e; a;il; 0b'mv;LC 'eu Hhw A' je'el a;il; p'c 0b'm;il j'd'e' e;e; A'a'a ih'li; 0v;e'a
b;e'z il;e'0 ikle I'f'J pa'e AI'f'J pa'e, 0b'm;J pa'e p's'r'e;J pa'e, d'e;e;J pa'e f'af'e;J
pa'e, ay'L i;lah'o'ni phi'p;ai; h' c'q; j'e L'j'ni Efmi'i Lih;il k' B'0Qk'ni ih'Qe J f'li;'m
Q'j; L' R' a;il; B;il; j's't;il j'a; An'u; L' u'f'f'el A'oj;cn naj'e'el e;ij'u'La;u-
Bi'u'La;u ij'ina HLv; p'w'f'z'ni e'f'p A'Aq'e dj'ni'LC HLj;e dj'ni h'm Nq;Z Lih H q'aC
fi'el e;iz Bij k; hmiR a; Bfe;il B'nn'ni p'u;ilhna i;mi; L' h'f'aC fi'he e;e;
j'e LI'he H'm;LV;il Cw'is In'm;J In'r;il 'L'e;e; gm qu le; il;e'0 i;lah'o'ni pa'e f'li'a
J pa'e p;ide;il f'la k'ic Bfe;il 'L'e;e;ice n'u; S'j, i;lah'o'ni'e'S'L p'q'p'f'h;di; J ih'li'al

li al icw kilj lq filin lir pc filini ni el ai ez ki c fhn lra
fje, a; qm-- a; qm, lf bi hmh, bfejl i;laholu ui jhl nisz l igl ru
Bfle jisz mi lchez"

pall a; AelrZ of lilu; hipu; liqm cimui niji liqm, "Bjil Bfle Hlv; Nys;
hfsz hm jre lche e; iqz d j n pda Nys; mi LI; ihnoa kiji qwiv eae Nys; q
EWR, aiji k i;h Lbi Lu Bjil Lbi p i;h NqZ lche e; i;lahom e;ejfilil
filin Hhw ihioe uo; j d e Bij Hlv; ni el J hqv l l e cma ruir, pc l l e l
Be c Bij fjnmz pc l l e l Be c, i;lahom j d e kiji j taj a;cl pA HL cm
ljn dmiu inu hp a Bjil jre ilrj;e pwl;Q hid qu e; i;lahom HC h;ze LE h;
h;T, LE h; h;T e;-- a; e;C qm-- Bij Bjil i;lahom pLml pA HL-- aiji
Bjil pLmc Bfe-- a;cl pLml j d e c iql;e i;lahom lenst Bihi nh leua LjS
lir, p pda Bjil jre Li;e; p;aj;e cez"

Nijil fhm l l HC Lbi;lm o l i cu;in v;hm, pj u Bph;f;e; ke Lyif a
mjinmz

H-pj u Lbi pall a; f r Mh ofo h;Thil Lbi e;-- il; Aei jal fibj Aof o
p' j l i j hn Aae; fhmz shev; k lea;C qil v cu;ml j d e h; Hlv; cm l j d e hu
e;C, HC Efml; v; pall a; l ke ffs; lca mjinmz

Hje pju ipys l;R qca g u;cl Epq;pe;lj;na a; fcn e oe; Nmz hlc; p; l f J
g u;cl mCu; f;nh;h;lgillu;Rez p;el ipys lcu; Eih;il pju g u;cl Efl lf Hlv;
Evf;ja l l ra, a;q;C mCu; HC q;pe;lel p;oz

m;h;ze mima; J pahn o l i j d e Y;Lu;C Nijil l cimui pwka qCu; cys;Cmz m;h;ze o l
qca hijql qCu; Nm-- pahn l;heul u;ll f;in cys;Cu; L;e L;e a;q;il p;qa
lhn;im;f o l; lilu; lcmz mima; pall a;il f o; a u;ll v;leu; a;q;il Bs;im Ach;f;ju
qCu; hipmz

f;in Bipu; Liq;me, "Bjil igl a h;S; cil q u Nmz f;eh;h;h;T Qm NRe?"

pall a; a;q;il Li;e; Esl lcm e; i; heu liqm, "qy, lale b;l a fil me e; z"

Nijil Eiwu; liqm, "BS Bjil; B;ipz"

himu; f;nh;h;L ea qCu; e; j u;il lilmz

f;nh;h;Liq;me, "BS BI a; j;cl pA Bm;f Lih;il pju f;mg e; z h;h; kMe
a; j;il AhL;in q;h; j;T j;T H;pi; z"

Nijil J l;heu o l qca hijql qch;il Efe; j l l ra Hje pju hlc; p; l f Bipu;
fis;mez Ei u ayq; l e; j u;il lilmz lale liq;me, "Bfe;il; HMeC k;Re e;il?"

Nijil liqm, "qy"

hlc; p; l f l;heu l liq;me, "l; l; l;heuh;h; Bfle k a fil Re e;-- Bfe; l BS
mu k a q;h; Bfe;il pA Hlv; L;SI Lbi B;Rz"

pañ m;g;Cu; EïWu; ðeul q;a dïl m Hhw Lïqm, ""q; j; , ðeuh;hL k@a ðc@; e; ,
Eïe BS l;@e B; j;l p^A b;l^he;"

ðeul ðLR^ L^a qCu; Ešl ðc@a f;ll@aïRm e; cïMu; hlc; p^l; ðN;l;l Lïq@me,
""ðeuh;hL ðL Bfle ðe@ k@a Qje? J^L Bfe;l c;l;l B^R?"

ðN;l; Lïqm, ""ðLR^e; ðeuh a^j b;@L;-e;-- Bïj BpïR;"

hïmu; ðN;l; â^f^c Qïmu; ðNmz

ðeul b;l; pð^a hlc; p^l; kMeC ðN;l;l pC; j;a mC@me pC j^p^aïC ðeuh mïma; j
j^Ml ðc^L e; Q;ïqu; b;l^a f;ll m e; mïma; j^M ðVïfu; q;ïpu; j^M ðgl;Cmz

mïma; HC R;@V;M;@V; q;ïp-ðhâ^f;l p^A ðeuh TNs; Lïl^aJ f;ï e; , AbQ Cq; a;q;@L
L;V;l j^a; ðh; ðeuh 0@ Bïpu; hïp^aC mïma; Lïqm, ""ðeuh;h; BS Bfle f;im;@mC
i;ïm; Lï^ae;"

ðeuh Lïqm, ""@Le?"

mïma; j; Bfe;@L ðhf^c @gmh;l j amh Lï^Re; j;ïS^@VïVï @jmu; k Aïi eu q^h
a;@a HLSe @m;l Lj fs^R-- j; Bfe;@L ðWL L^@Re;

ðeuh hËU' qCu; Lïqm, ""L^ phë;ñ! H L;S B; j;l à;l; q^h e;?"

mïma; q;ïpu; Lïqm, ""p Bïj j;@L B^NC h^mïR; H Aïi e@ Bfe;l hã^ LM^e;C
Bfe;@L k;N ðc@a c^he e;?"

ðeuh @M;Q; M;Cu; Lïqm, ""hã^ Lb; @M ðcez Bïj p;a S^j LM^e; Aïi eu Lïl ðe--
B; j;l @Le?"

mïma; Lïqm, ""B; j;l;C h^T S; j; j; Aïi eu L^@ BpïR?"

HC p;ju hlc; p^l; 0@l j^d^ Bïpu; hïp^mez mïma; Lïqm, ""j; , a^j Aïi e@
ðeuh;hL ðj b^f; X;lR; B^N J; hã^L kïc l;ïS Lïl^a f;l a;
q^m--"

ðeuh L;al qCu; Lïqm, ""hã^ l;ïS q;ju; ðe@ Lb;C q^R e; Aïi eu @a; LïmC qu e;--
B; j;l k r; j;a;C @eC;"

hlc; p^l; Lïq@me, ""pS^e^f; i; h^he e;-- B; j;l Bfe;@L ðnim@ ðWL L^@ ðe@a f;l hz
R;@V; R;@V; @^ul; f;l @, BI Bfle f;l @e e;!"

ðeul EÜ;@l BI @L;@e; E;f;ju lïqm e; j;

Nij; aqil  ji jhl  anla filafin Lilu; Aefjeui jh dfe dfe hjs Qimmz hjs
 k;Chil pqS fb R;isu;  p AeLV; O#lu; N i; d;I I jU; dIlmz aMe L mL;aj; N ; J
 N ; d; hZL pi  aj; m;  m;f L a;u S m  b m B ; ' qCu; afe    m; m;Ce J
 efe ihSI  his f  e;Cz aMeL; n ap ;ju eN I len pL;imj; BL;n L Hje lehs
 Lilu; B;R  Lil a e;z ecf aMe h c    j; m ul leSle INIn  qC a L mL;aj; d mim 
 hf a; j;TM;e n; ' h;aj; hqe Lilu; B eaz

flia  L;e;ice  N;ij; je L BLo Z Lilhi AhL;n f;u e;Cz aqil je leSI
 p  a;  h  leS  LhmC alIAa qCu;  Rm;  k Sm  bm BL;n Ah h qai jh aqil
   ;  r  e  aq; L  p mr C L  e;Cz

BS  L;  ecf; EfilL; I BL;n Bfe; er ; ; L Aii  o ' A L; - ;i;  N;ij;
 q  L h; ;  exn e  fn  Lil a m;INmz ecf leU' z L mL;aj; afe I O;  LaL- m
  e;ju B ; S m a R BI LaL- m cffqfe leU'z J f; I lehs N;R- m; j de L;imj;
 Oefi  az aq; C F   h  fian q A L; I A; N;el j a;  aj; I   cf Ale oc  a   bl
 qCu; B Rz

BS HC h v leU' flia  N;ij; n el-je L  ke Aii i  a Lilu;  cmz  N;ij; q if  
 pj;e a; m BL; n; ih;v A L;   f ca qC a m;INmz flia HaL;im  dk  dIlu;   bl
 qCu;  Rm-- BS  N;ij; A; LI ZI  L;e  ;v;  M;im; f;Cu;  p j  a  j de HC ApaL 
 c   L Bfe; Lilu; mCmz Haice leSI ihc; h U  Q;   J L;N; mCu;  N;ij; Aa '  a; 
  Rm-- BS L  qCm! BS  L;e ;e  p flia L  fL;  Lilim Hhw Lilhj; C HC Ni el
 L; ; Sm, HC lehs L; ; av, I Ec; L; ; BL;n aq; L h;Z Lilu; mCm! BS flia L
 L; R  L;e Lilu;  N;ij; d; f;su;  N Rz

f bl d;  pc;N I Bif p; h;N;e  L;e   hm;ia ma; qC a HLV; Afil Qa g m;I
 j eL;im N   N;ij; hf;L; m q  ul Efi q;  h ;Cu;  c a m;INmz ecf aq; L  m;L;im ul
 An; ' L;N; e qC a  L;e Aie ch  pe I  c L Bp m  cM;Cu;  cm;  pM;e leSle S m;I
 d;  N;R- m n;M;  j; m;Cu; L  g m g;v;Cu; R! L  R;u;  g;mu; R!  pM;e lej m efm;L; n;I
 e Q  ce- m  ke L;q;   Q; MI E; ma c   Hhw I; - m  ke L;q;   Q; MI Bea f  n;I
 m< ;Sisa R;u;! Q;   cL qC a j;  n; Bha  B;pu; qW;v  N;ij; L  k-HLV; Aam fn 
 Ae;ic n; ' BLo Z V; e; mCu; Qimm f  n;  L;e;ice  p aq; L  L;e; f;IQu S;lea e;z
 Cq; HLC L; m  nce;ju Hhw Be c aq; L pj ' je L HL f; ' qC a BI-HL f; ' Aii q; 
 Lil a m;INmz BS HC  j; ' I; e, ecf; afe, eN I Ah  '  L;im;q m Hhw er el

AfílðgW BⁿⁱL N^{ij} íhnhíjfe^l L^{je}úAh-íáa; j;juíhefl pçj^m Bañhøj'a qCu; c^mjuj;e qCm! HC jqi;je^lL p^o Haíce eaj^uL üfL;il L^o e;C hímu;C BS ALøj;v a;qi; n;ip^oel C^oS^m Bfe pqp^hZ^m p^ote N^{ij}L Smøbm BLⁱñi p^Á Q;il ícL qC^a hídu; gímmz N^{ij} íe^{SI} pð^á íe^{SC} íhíøj a qCu; ecfl Sen^é O;VI HLV; fçW;ju hípu; físmz h;il h;il p^o íe^SL fñ^ÀLíL^oa m;íNm^o k, a;qi; S^he H íL^opⁱ Bíhi Ñh Hhw Cq;il Lf f^u;Se! k p^wL^of-à;ij; p^o Bfe;il S^he^L BNⁱN^{is}; íhídhÜ Líl u; j^e j^e p;S;Cu; mCu;íRm a;qi; j^odé Cq;il Øb;je L;ib;ju? Cq; íL a;qi; íh;íÜ? p^wN^éJ Líl u; Cq;íL íL fl;íÜ Líl^oa qC^h? HC hímu; N^{ij} j^o ct Líl u; kMeC hÜ Líl m Aj^{le} h^ü^oa E < m, e;í;ju L;jm, L^{je}l c^oíV íðe^t Q^rd íS' íp^o c^íø a;qi; j^oel j^odé S;íNu; EíWm-- L^{je}l Aíe^oí;ç;í q;am;íel BP^m-íml Øfn^op;í;ñéí Ae;ü;íca Aj'a a;qi; d^éel pçj^m a^hmu; dílm; N^{ij}il p;íÜ'níL^o f^mLI íhç^ív QíLa qCu; EíWmz HL;íLí AáL;í^o í j^odé HC fñ;ít Ae;í;í a;qi; p;íÜ' fñ^oL, p;íÜ'íad;íL H^oLh;í^o íel Ü' Líl u; ícmz p^o a;qi; HC e^íae Ae;í;í^oL p;íÜ'c^oq;je ícu; Ef^o íN Líl^oa m;íNm-- Cq;íL R;ísu; p^o EíW^oa C^uR;í Líl m e;í A^oeL í;e^o kMe N^{ij}; hí;í N^m aMe Be^oç;ju^o íS' íp;í Líl^ome, "Ha í;ja Lí^om k híh;í, ^oa;í;il M;íh;il k W;í^m; q^ou^o N^oRz"

N^{ij} Líqm, "Lf S;íle j;í, BS Lf j^e qm, A^oeLrZ NÁ;il O;íV h^op íRm;íZ"

Be^oç;ju^o íS' íp;í Líl^ome, "íheu p^Á íRm h^oT?"

N^{ij} Líqm, "e;í, B;íj HLm;íC íRm;íZ"

Be^oç;ju^o j^e j^e íLR^oBÓQKí qC^omez íhe;í f^u;S^oe N^{ij}; k Ha í;ja f^oí;í^o NÁ;il O;íV hípu; í íh^o H;je OVe;í LM^oe;íC qu e;íCz Q^of Líl u; hípu; í íh;í a;qi;í üí íhC e^oq^o N^{ij}; kMe Ae;í;íeú qCu; M;íC^oaíRm Be^oç;ju^o m^or^é Líl u; ^ocíM^ome a;qi;í j^om^o ke HLV; L;jea^oí; Eam;í í^ohí EY^of;e;í

Be^oç;ju^o íLR^oZ f^oí B^oí B^oí'íS' íp;í Líl^ome, "BS h^oT íhe^oul hí;í íN^ouíR^om?"

N^{ij} Líqm, "e;í, BS B;í í; c^oS^oeC f^oí nh;íh^o JM;í^oe íN^ouíRm;íZ"

öe;í; Be^oç;ju^o Q^of Líl u; hípu; í íh^oa m;íN^omez Bh;il íS' íp;í Líl^ome, "J;ç;í pL^oml p^Á ^oa;í;il Bm;íf q^ou^oR?"

N^{ij} Líqm, "qy, q^ou^oRz"

Be^oç;ju^o í^oç;í^o í^oç;í^o h^oT pL^oml p;í;í^oaC^o h^oí;e?

आरा हाँ, ^oç;í^o L;í^oe;í hí;í;í^oeCz

Ae;í p;ju qC^om Hí^of E^oS^oíL p^Á p^Á HLV; E^oS^oSe;í fíL;ín f;íCa, BS a;qi;í L;í^oe;í m^orZ e;í ^ocíMu;í Be^oç;ju^o Bh;il Q^of Líl u; hípu; í íh^oa m;íN^omez

fííce pL;í^om EíWu;í N^{ij}; Ae;í íc^oel j^oa;í Aíhm^oð j^om d^ocu; íc^oel L;í^oSI Se;í fí^oh^oa qC^oa N^m e;í p^o Ae;í;íeúí í^oh a;qi;í h;íh;il O^oíL fñ^oí^oLí c;íS;í M^omu;í M;íleLrZ cys;íCu; ííqmz a;qi;í^oL NímV;í fñ^oí^o íc^oL HLV;í h^oS;í í;í;í;í físu;í^oR; ^opC h^oS;í í;í;í;í fñ^oí^oí^o HLV;í Cú^om B^oR; ^opC Cú^oml p^wmNÁS;íj^oa HLV;í f;í;íae S;íj N;íRí j;í;í;í Ef^oí f;íam;í HLM^o

pj; Luj; i jlp[®]alRm Hhw aq;il f0Q;[®]a Bpæ p[®]klc[®]ul AlZ[®]IM; T;f; p; qCu; [®]cM; ic[®]alRmz [®]N;il; Q[®]f LILu; A[®]eLrZ [®]pC ic[®]L Q;ilqu; b;ilL[®]a b;ilL[®]a [®]pC rFZ Luj;niV[®]L[®] l;inu; [®]Nm, E< h [®]Q[®]h N;[®]RI n;M;il li al icu; [®]ke A[®]eL-[®]m; TL[®]U[®]L p;P[®]eI j[®]a; ihjdu; h;ilqI qCu; B;ipm Hhw [®]cim[®]a [®]cim[®]a L;imL;ajI I;U; Sea;u J [®]L;im;q[®]m f[®]Y[®]N qCu; E;I[®]Wmz

Hje pju qW;iv N;imI [®]j;[®]s Alhe;[®]ni p[®]A BI-L[®]uLIV R;æ[®]L aq;il h;ilSI ic[®]L B;ip[®]a [®]cim[®]u; [®]N;il; aq;il HC B[®]h[®]ni S;im[®]L [®]ke HL f;hm V;[®]e IRæ LILu; [®]g;imm; [®]p le[®]SI je[®]L HLV; f[®]U[®] B0;ja LILu; h;imm-- e;I, H-ph ilR[®]æu; H [®]L;[®]e; j[®]aC Q;im[®]h e;I h;im[®]u; â[®]a[®]h[®]N [®]h;ih;il OI qC[®]a h;ilqI qCu; [®]Nmz [®]N;il;il h;ilS[®]a aq;il cmhm B;ip[®]u;[®]R Ab0 [®]N;il; aq;il A[®]eL f[®]h[®]ic f[®]U[®]a qCu; e;I, Hje OVe; Cq;il f[®]h[®]il BI HLiceJ OIV[®]a f;ju e;I HC p;ij;e[®]f æ[®]V[®]aC [®]N;il;[®]L i;il HLV; idLIL;il icm; [®]p j[®]e j[®]e I0bI LILm BI [®]p f[®]nh;ih[®] h;ilS k;ic[®]h e;I Hhw ih[®]eul p[®]AJ k;iq;[®]a ilR[®]ice [®]cM; e;I qCu; HC-pj U[®] B[®]m;I0e;I hâ b;[®]L [®]pCI[®]f [®]U0; LIL[®]h;I

[®]p;ice e[®]f[®] INu; HC f;I; j n[®]iqCm [®]k, [®]N;il; aq;il c[®]mI c[®]f-læe Se[®]L p[®]A LILu; f;I[®]u; q;ilV;u; N[®]i[®]UV; [®]U[®]q;I[®]X icu; i; j [®]Z h;ilqI qC[®]h; f[®]bl j [®]d[®]e Nq0bh;ilS B;lab[®]e NqZ LIL[®]h, p[®]A V;L;L;is ilR[®]æ mC[®]h e;I

HC Af[®]h[®]il pW[®]L0f j[®]e mCu; [®]N;il; qW;iv ilR[®]æAla;il š[®]2 f;il j;[®]Z Evp;ilqa qCu; E;I[®]Wmz pj U[®] hâe [®]Rce LILu; HCl[®]f [®]M;im; I;U;tu h;ilqI qCu; f;ish;il HLV; f;hm Be[®]3/4 aq;il f;ic[®]u; h;ipmz li a[®]l li a[®]l aq;il q[®]eu [®]k HLV; S;im[®] S;ic[®]u; f;isu;[®]R, HC h;ilqI qCh;il L0e;[®]aC [®]pV; [®]ke IRæ qCu; [®]Nm h;im[®]u; aq;il j[®]e qCmz HC-pj U[®] i;[®]h[®]l B[®]h[®]n [®]k j;ju; j;æ Hhw L;I[®]ic [®]k pa[®]f [®]pC Lb;V; M[®]h [®]S;I[®]l p;Iqa le[®]SI j[®]eI j[®]d[®]e d;lea-f;lad;lea LILu; mCu; k;æ;I Se[®]f f[®]U[®]a qCu; mCh;il Se[®]f Cú[®]m-R[®]V;I h;im[®]L I j[®]a; [®]N;il; aq;il HLam;il h;iph;il OI R;is[®]u; f;fu R[®]V;u; h;ilqI qCmz [®]pC pju Lb;cu;im NÂ;0e;e p;il u; OIV[®]a NÂ;Sm mCu; e;I jhm[®]e N;[®]u icu; j[®]e j[®]e j[®]z» Sf LIL[®]a LIL[®]a O[®]l Q;im[®]u;ilR[®]mez [®]N;il; H[®]Lh;[®]ayq;il O;[®]sI EfI INu; f;ismz m;I< a qCu; [®]N;il; a;S;aj;is ayq;il f; R[®]cu; f;Z; j LILmz lale nnh[®]eU[®] qCu; "b;Lúb;Lú h;im[®]u; ppw[®]L;[®]Q Q;im[®]u; [®]N[®]mez f;S;u h;iph;il f;h[®]il [®]N;il;il 0f[®]h[®]il ayq;il NÂ;0e;[®]eI gm j;I[®]V qCmz Lb;cu;im [®]k [®]N;il;il pW[®]0f[®]n[®]ic ih[®]no LILu; Hs;ic[®]u; Q;imh;il [®]U0; LIL[®]æ [®]N;il; aq;il iWL h;I[®]Ta e;I; [®]p j[®]e LILa öI0h;u[®]N[®]U[®] h;im[®]u; ph[®]N[®]L;[®]l pL[®]m[®]IC pW[®]h hyQ;ic[®]u; Qm;C Aql q ayq;il paL;I[®]aj HLj;æ mr[®]e IRm; Be[®]3/4 j u[®]f[®]L [®]a; lale [®]Cm;R h;im[®]u; c[®]f[®]l f;il q;il LIL[®]æ- - j;Iq; L;[®]SI [®]m;L, j;Iq; j I p[®]A ayq;il [®]cM; p;ir;[®]aIc AhL;in OIVa e;I pj U[®] f;il h;[®]l I j[®]d[®]e [®]Lhm j;Iq; j I Le[®]; n;I[®]nj [®]M[®]E[®]L lale L;[®]R mCu; aq;il pW[®]ú[®]a [®]U;æ j [®]M0b L;I[®]C[®]æ Hhw f;S;I0e;I h;id[®]a c;I[®]ra LIL[®]æe;I

Lb;cu;im [®]N;il;La[®]il ayq;il f;ic0f[®]h[®]il h[®]eU[®] qCu; fm;ue LIL[®]m f;I ayq;il pW[®]L;[®]Q L;I[®]Z p0[®]a [®]N;il;il [®]Qae; qCm Hhw [®]p j[®]e j[®]e q;ilpmz HCl[®]f I[®]fa;il p;Iqa [®]N;il;il pj U[®] p0[®]a f;fu ih;I[®]Ræ qCu; INu;ilRm Hhw j;aj;il Ae;Q;il[®]L [®]p kaC le[®]3/4; L;I[®]L HC BQ;il [®]a;ilqef j;I[®]LC [®]N;il;

a;qil Sth^el pj Ûⁱ i š² pj fĪZ LĪu; fS; LĪaz

Bqil; ǂ¹ Nij; HLIV R;V; f;Īm^a N;v;L^u L;f; s mCu; pV; Īhm;Īa fkĪVL^ēl j^a;
Īf^u h;Īdu; j;il L;R BĪpu; EfĪØba qCmz LĪqm, "j; BĪj ĪLR^ēl j^a; ħ^ēĪh^z"

Be^ēĵ u^f LĪq^{me}, "L;Īb;u k;ĥ h;h;?"

Nij; LĪqm, "pV; BĪj ĪWL hm^a f;il ĪR^ē"

Be^ēĵ u^f ĪS' ĩp; LĪ^{me}, "L;ē; L;S B^R?"

Nij; LĪqm, "L;S hm^a k; ħ;T;u p;lL; ĪLR^ēeu-- HC k;Ju;V;Ā HLV; L;S^z"

Be^ēĵ u^f HLVMĪē Q^f LĪu; b;il^a c^ēĪMu; Nij; LĪqm, "j; C;ġġ^ē āaj;il, B;ĵ^L
h;ĪZ LI^a f;il^ē e;ĵ a^ĵ āaj; B;ĵ^L S;ġ, BĪj p^āĪp^f q^u k;h H;ġ e; u^ē C; BĪj j;L^ē
R^s ħ;Īn Īcē L;Īb;J b;L^a f;il^ē"

j;il flā a;qil ĩġ;h;ĵ; Nij; L;ē;ġcē j;M H;ġ LĪu; h^ē e;Ā-- a;Ā BS L;b;V;
hĪmu;Ā p^ē mĪ< a qCmz

f^mĪLa Be^ēĵ u^f a;ġ;a;Īs a;qil m< ĩV; Q;f; Īcu; LĪq^{me}, "Īheu p^ā k;ĥ h^ēT?"

Nij; hēÛ^q Cu; LĪqm, "ē; j; Īheu k;ĥ e;Ī I^ē M;Ī, A;ĵē j;il j^ē ĩ ĵ;e; q^ĪR, Īheu e;
N^ēm a;Ī N;Ī;L^ē f^b O;ĪV Īr; LI^ē L? Īheu^L k;Ā a^ĵ B;ĵil ĪrL j^ē LI^ē pV;
āaj;il HLV; L;pw^ūĪ-- H;ĵil Īel;f^ē Īg^ē H^m I pw^ūĪV; āaj;il OQ^h"

Be^ēĵ u^f ĪS' ĩp; LĪ^{me}, "j;T j;T Mh^ē f;ĥ āaj;?"

Nij; LĪqm, "Mh^ē f;ĥ e; h^ēmC ĪWL L^ē Ī;M;-- a;Ī f^ē k;Ā f;ĵ āaj; M^ān q^hz ĩ u^ē
ĪLR^ē ē^c; āaj;il N;Ī;L^ē L^ē ē^h e;ĵ j;ĵ, a^ĵ B;ĵil k;V; j;ġē L^ōfē; LI BI-L^ē
a;V; L^ē e;ĵ a^h HC ħ;QL;ĪVI EfĪ k;Ā L;Ī; ġ;ĵi qu a^h HĪV a;L^ē c;ġ L^ē Īc^u Q^m
Bph; HV; Īr; LI^a ĪN^u f;ĪZ c;ġ LI^h e;-- p^ē ĪēQ^u"

Nij; Be^ēĵ u^f f;ul d^m; mCu; fĪZ LĪm, Īalē a;qil j;b;u q;ā h^mĪCu; q;ā Q^ē
LĪ^{me}, L;ē;fĪL; Īē^ōd;ĵē LĪ^{me} e;ĵ Īē^sl L^ō qC^h hĪmu; Abh; L^ōfē;ĵ AĪē^ō
Bn^ĵ; LĪu; Be^ēĵ u^f LM^ē; L;ġ;L; Īē^ōd LĪ^āe e;ĵ Īē^sl Sth^ē Īalē A^ēL
h;ĵ;Īhf^ēl j^dē Īcu; BĪpu;R^e, h;Īq^ēl f;Ībh^ē a;ġq;il L;R AfĪĪQ^a e^ēq; a;ġq;il j^ē ĩ u^ē
hĪmu; ĪLR^āĪRm e;ĵ Nij; k^ē L;ē; Īhf^ē f;Ī^ē p^ē ĩ u^ē Īalē j^ē B^ēe e;Ā-- ĪL^ē N;Ī;Ī
j^ēl j^dē k^ē L^ē HLV; Īhf^h OĪV^u;R pC L;b;C Īalē L;ĵm qC^ā ĩ ĵh^āRēz BS qW;v Nij;
AL;Ī^ē ĩ j;Z LĪ^ā QĪmm ōēu; a;ġq;il pC ĩ ĵ;e; B^ē; h;Īs;ĵ; EĪW^u;Rz

Nij; Īf^u ħ;QL; h;Īdu; Ī;Ū; kC f; Īcu;R H;ġ e; p;u q;ā Oēl š² h^ēp;Ī; N;ĵ;f-k^ām
pk^āl mCu; Īheu a;qil p^ēj;M BĪpu; EfĪØba qCmz Nij; LĪqm, "Īheu, āaj;il cⁿĪē
Āk;ē; ĪL p^kē; Hh^ēl a;Ī fl^ēr; q^h"

Īheu LĪqm, "ħ^ēĪR e;ĪL?"

Nij; LĪqm, "q;ĵ"

Īheu ĪS' ĩp; LĪm, "L;Īb;u?"

Nij; LĪqm, "fl^ād^ē E^sl LĪm "L;Īb;u'^z"

বিনয়া প্রতিধ্বনির উত্তরটি ESI কে এঁইল?
নির্ভর এঁই জঁই লঁই কঁই, ph öe'a fঁই Bঁই Qmmj z
hঁইmu; áhঁই Qঁইmu; Nঁইmz
ইহু Aঁইxfঁই ইনু; Beঁইjufঁই fঁইzj Lঁইu; ayq; fঁইul 'fঁই Nঁইm;f গঁই cঁইV IঁইMmz
Beঁইjuf গঁই aঁইmu; mCu; IS' ip; Lঁইme, "H Lঁইb;u fঁইn ইহু?"
ইহু a;q; I W L ØfØ ESI V e; İcu; Lঁইqm, "i jঁই; İSlep V fঁইmC B N jঁইul fঁইS; I
Sঁইe fঁইp; İc'a C;R; L'z"
a; fঁই Beঁইjufঁই aš'fঁইn E f I hঁইpu; ইহু Lঁইqm, "j; , aঁই İL' Aefj eú BRz"
Beঁইjuf Lঁইqm, "Le hঁই; cঁইMz"
ইহু Lঁইqm, "BS B; j; I h; Y f; e; V; ch; I L; i mC NRz"
Beঁইjuf m' < a qCu; ইহু f; e Bঁইu; İc'mez
a; q; fঁই p; j; U' c'f' h; m; d; l; u; c'f' S' e L; b; h; j; a; l; q' C' a m; j; N; m; N; j; j; İ l; e; Y; n; - i; j; Z I
A; i f; j; u; p; ö' a' İh; u; L; e; j; f; İ l; x; L; i; M; h; l; h; m' a' f; j; İ l; m; e; z
Beঁইjuf L; b; u; L; b; u; IS' ip; Lঁইme, "L; i; m; h; T aঁই N; j; j; L; İe' u' fঁইn; h; j; h; J; M; e'
İN' u; İR' m?"
ইহু NaLm' f; L; j; p; j; U' O; V; e; İh' h; a' Lঁইu; hঁইmmz Beঁইjuf f' P' a' f; L; L; b; j; V; p; j; U' A; j; x; L; I; Z
İcu; ö; l; e' mez
k; ch; i; p; j; u; ইহু Lঁইqm, "j; , fঁইS; e; a; p; j; A' qm, H; h; i; l; e; a; j; j; i; l; Q I' Z I f' p; i; c' f; g' m; c' v;
j; j; b; u; L' İe' u' k' a' f; j; İ l; ?"
Beঁইjuf q; j; p; u; Nঁইm;f গঁই cঁইV İh' e' ul q; j; e' a' İc' me H; h; w; j' e; j' e; i; j; h' me, H' Nঁইm;f
cঁইV k' L' h; m' p; z' k' N' SefC Bcl f; j; C' a' R' a; q; e' q-- İe' Ōu; E; l; a' c' l; a' S' İ A; a; f; a' B' e; j;
A' e' L; N; i; İ l; a; š; A' C; q; j; j' e' f; B' R; z
İh; L; i; m' h; m; j; u; ইহু Qঁইmu; Nঁইm İa; l; e' L; a' C; i; j; h' e' a' m; j; İN' mez i; N; h; j; e' L; X; j; İ; L; u; j; h; j; l; h; j; l;
f; j; b; l; e; j; Lঁইme-- N; j; j; L; ke A; p' M' e' q' C' a' e; j; q; u; H; h; w; İh' e' ul p' A' a; q; j; l; İh; j; R' c' l; ke
L; e; j; L; j; Z; e; j; O' v; z

Nimif gml HLV=Claqip B=Rz

Ljm Ije Nij ai fnhjh hjs qc Qimu; Bïpm, ÌLz° jÉiSØVVI hjs'a pC Aii eü kJN cJu; fÜjh mCu; ìheuL ìhÙl Lø fïc'a qCu;Rmz

HC Aii eü mïma; k Lije Evp;q ÌRm a;qi eq, "p hl' H-ph hÉ;fi l i i m;C hijpa e; ÌLz° Lije; a ìheuL HC Aii eü Sisa Lìlh; Se; a;qi j e; j dÉ ke HLV; Sc Qif;u; ÌNu;Rmz k-pj Ü' LjS Nij; j ahl;Ü, ìheuL ìcu; a;qi p;de LijCh; Se; a;qi HLV; i;M Sij;u;Rmz ìheu k Nij; Aeh;C, Cqi mïma; LjR Le Ha ApqÉ Cqu;Rm a;qi "p ìeSC hT'a f;ill'aïRm e; kje Lìlu; q;L pj Ü' hæ LjV;u; ìheuL ü;dfÉ Lìlu; ìc'a f;ill m p ke hy, H;je qCu; EïWu;Rz

mïma; a;qi hZÉ c;m;Cu; j;b; e;jsu; Lìqm, "Le j nu, Aii eü c;oV; LÉ?"

ìheu Lìqm, "Aii eü c;o e; b;L'a f;il, ÌLz° l jÉiSØVVI hjs'a Aii eu Lì'a k;Ju; B;j;l j e i i m; m;N R e;?"

ললিতা আপনি নিঃSI j e; l B; hm Re, e; BI L; i; j ?

বিনয়া aÉÉ j e; l B; hm;hl i; j;l B;j;l E;f; e;C, hm;J nšZ B;f;le qu;a; ìhn;ip L;e e; j, B;j; ìeSI j e; l B;V;C h m b;il-- LM;e; ìeSI Sh;le'a, LM;e; h; AÉÉ Sh;le;az

mïma; H Lb;il Lije Shjh e; ìcu; HLV;M;je j oïLu; q;ipm j;æz HLV; f;il Lìqm, "B;f;e;l hà"NHjh;"hd qu j e L;e jÉiSØVVI ìej;Z ANiqÉ Lì m;C Mh HLV; hf;il aï qu, J;aC CW;SI p;Á ms;C Lì;l gm quz"

ìheu E;Sisa qCu; EïWu; Lìqm, "B;j;l hà"qu;a; e; j e Lì'a f;ile, ÌLz° B;j; j e Lìl z ms;C eu a; LÉ? k m;L B;j;l N;iqÉ L e; j, j e L; B;j;l L;s B;Pm a m Cn;lu; X;L ìc; m;C B;j; L;ajb;N q;u; kih, a;il p;C E;fr;il p;Á E;fr; ìc;u;C k;c ms;C e; Lìl a; q m B;ap;C;j eL hyQ;h LÉ L;"

mïma; ìeS Aii j;ef ü; i h i m;L, ìheu;l j;MI HC Aii j;eh;LÉ a;qi l i i m;C m;ïNmz ÌLz° p;CSÉÉ a;qi l ìeSI f;rl k;sL ch;im Aeh Lìlu;C mïma; AL;lZ ìh;f;il MyQ;ju ìheuL Lb;ju Lb;ju Bqa Lì'a m;ïNmz

noL;im ìheu Lìqm, "c;M;e, B;f;le aLì LìRe Le? B;f;le hm e;e; Le, "B;j;l C;R; j, B;f;le Aii eü kJN 'ce; a; q m B;j; B;f;e;l Aeh;id-Ìr;il M;ia; ìeSI j aV;l ìhp;S;le ìc;u HLV; p;M f;ic;"

mïma; Lìqm, "h;x, a; B;j; Le hmh? p;la;f; k;c B;f;e;l Lije; j a b;L a; q m p;V;

Bjil Aeslid Le alin Lia kine? ILz°pvj plat qJu; Qiz"

Iheu Liqm, "Buzi, pc Lbic i imiz Bjil platli Leiej a ecz Bfeil Aeslid eic qm, Bfeil aLIC fili q'u Blj Ali e'u kn ic'a IjS qmjz"

Hje pju hlcipzif 0 fihh Lihijac Iheu Eiwu; Inu; ayqiL Liqm, "Ali e'ul Seif fua q'a q'm Bjil Lf Lia q'h hm c'hez"

hlcipzif pNhl Liqme, "pSeif Bfeil ILRc i jha q'h ej, Bjil Bfeil iWL ail L' le'a filhz Lhm Ai e'pl Seif QjS Bfeil leulja Bp'a q'hz"

Iheu Liqm, "Buzi BS a'h Bipz"

hlcipzif Liqme, "p Lf Lbi? Bfeil M'u k'a q'Rz"

Iheu Liqm, "BS eic Mmjz"

hlcipzif Liqme, "ej ej, p q'h eiz"

Iheu Mjcm, ILz° Aef ic'el j'ai aqil üji jhl fgoai IRm eiz BS pail aJ Lje Aefjeu qCu; Qf Lili; IRmz kMe mima; pA Iheul msic Qimairm aMe p hijzcu fjuqil Lili; hsc'airmz BS Ije Lbihan BI Sijm eiz

Ihc'ul pju Iheu mima; Nñel jM mre Lili; Liqm, "Bij qil jjemj, ahBfeil Mn Lia filmj eiz"

mima; Leiej Shih ej icu; Qimu; Nmz

mima; pq'S Lyic'a Si'e ej, ILz° BS aqil Qim icu; Sm ke gjVu; hijql qc'a Qiqmz Lf qCu;R? Le p Iheuhhl hij hij Hje Lili; MyQ; ic'aR Hhw le'S heb; fjcaR?

Iheu karZ Ali e'u kn ic'a e;IjS IRm mima; ScJ aarZ LhmC Qisu; Eiwairmz ILz° kMeC p IjS qCm aMeC aqil pj'U' Evpjq Qimu; Nmz kn ej-lchil fcr ka-lm aLñ, pj'U' aqil j'e fihh qCu; Eiwz aMe aqil je fisa qCu; him'a mijNm, "Lhm Bjil Aeslid IjMhij Seif Iheuhh Hje Lili; IjS qJu; Eioa qu e;Cz Aeslid! Le Aeslid IjMhe? lale j'e L'e, Aeslid IjMu; lale Bjil pA i aa; Lila'Rez ayqil HC i aa;VfChij Seif Bjil ke Aaez' jbjheb!"

ILz° HMe Aje Lili; Øfdñ Lilm Qimh Le? pafC k p Iheul Ali e'ul c'm Vilehij Seif æj;Na lehñä filin Lili;Rz Iheu i aa;il ci'u aqil Ha Sc'cl Aeslid IjMu;R himu; IjN LilmC hij Qimh Le? HC OVeju mima; le'SI Ef' HjeC ahe'oz; Jm < j Efio'ba qCm k üi jha HaV; qChij Leiej LijZ IRm eiz Aefice qCm aqil j'el Qi' m'el pju p pailail LjR k;Caz BS Nm ej Hhw Le k aqil hLVjL Wimu; amu; aqil Qim icu; Hje Lili; Sm hijql qc'a mijNm aq; p le'SC i imi Lili; hT'a filim eiz

filice plim p'el mjhZEL HLIV a;si Bleu; icu;IRmz pc a;siu HLIV hyV;u c'iv ihLQjM h'pil;Nimif IRmz mima; piv a;si qc'a Mmu; mCmz mjhZEL Liqm, "J Lf

LİİRp?"

mİma; Lİqm, "a;sj;u A^eL-^m; h;S g^m-f;aj;l j^de i ;^m; g^mL hyd; ^eM^m B; j;l Lø qu, JILj cİs İc^u ph İSlep^L HL ⁿZ^fa ^s;l L^q hyd; hh^M a;I'"

HC hİmu; p;Ü' g^mL hãej^s² Lİlu; mİma; ^p-İm^L 0^ql H İc^L, J İc^L fbL Lİlu; p;S;Cm; ^Lhm ^N;m;f c^VL q;^a Lİlu; mCu; ^Nmz

paⁿ R^Vu; Bİpu; Lİqm, "İcİc, g^m ^L;b;ju ^fm?"

mİma; a;q;l EŞl e; İcu; Lİqm, "BS ^a;l hã^f h;İs^a k;İh ^e?"

İhe^ul Lb; HarZ paⁿl j^e İRm e; , İL^z° a;q;l E^mJ; ^eC m;g;Cu; EİWu; Lİqm, "q; k;h; hİmu; aMeC k;Ch;l Se^f AİØbl qCu; EİWmz

mİma; a;q;l dİlu; İS' ;p; Lİl , "pM;e İN^u Lf Lİlp?"

paⁿ p^wr^f Lİqm, "NØf Lİlz"

mİma; Lİqm, "İale ^a;^L Ha Rİh ^e, a^f a;^L İLR^aİcp ^e ^Le?"

İheu Cw^İS L;NS fİ İa qC^a paⁿl Se^f e;e;fİL;l Rİh L;İVu; İjİMaz HLV; M;aj; Lİlu; paⁿ HC Rİh-İm a;q;^a N^ç İcu; B;V^a Bİñ Lİlu;İRmz HCİ^f f;aj; f;Ch;l Se^f a;q;l ^en; HaC Qİsu; İNu;^R ^k i ;^m; hC ^eİM^mJ a;q; qC^a Rİh L;İVu; mCh;l Se^f a;q; j e RVİgVÜLİl az HC ^m;m^faj;l Afİj;^d a;q;l İcİc^Cl L;^R a;q;l İhÜ'l a;se; p^qf Lİ^a qCu;^{Rz}

pwp;İ fİac;e hİmu; ^k HLV; c;u B^R ^p Lb;V; qW;v BS paⁿl p^Cj ^M EfİØba qJu;^a ^p İh^o İQİ^za qCu; EİWmz i ;p; İV^el h; , İVİ j^de a;q;l İe^{SI} İhoupÇfİŞ k;q;İ-İLR^apİ' a qCu;^R, a;q;l ^L;e;V;lC BpİŞ^hãe ^Rce Lİ; a;q;l f^r p^qS e^{qz} paⁿl Ec^hN^Aj ^M ^eİMu; mİma; q;İpu; a;q;l N;İm İVİfu; İcu; Lİqm, "b;LÜb;LÜ ^a;^L Bİ Aa i ;h^a qⁿ e; B;R; , HC ^N;m;f g^m c^V; a;^L İcpz"

Ha p^qS p; p^f;l j f; ;wp; qCm ^eİMu; ^p Evg^o qCu; EİWmz Hhw g^m c^V mCu; aMeC ^p a;q;l hã^{GZ} ⁿ;İd Lİl h;l Se^f Qİmmz

İjÜ;İ İhe^ul p^Å a;q;l ^eM; qCmz "İheuh;h^aİheuh;h^a Lİlu; c^V qC^a a;q;l X;l İcu; paⁿ a;q;l L;^R Bİpu; EfİØba qCm Hhw S;j;l j^de g^m m^L;Cu; Lİqm, "Bfe;İ S^ef Lf H^eİR hm^e ^eİMz"

İheu^L q;l j;e;Cu; ^N;m;f g^m c^V h;lql Lİlmz İheu Lİqm, "h;X, Lf QjvL;l! İL^z° paⁿh;h^aHİV ^a; ^a;j;l İe^{SI} İSlep euz ^Q;İ;C j;İm İe^u ⁿoL;^m fİm^pl q;^a fsh e; ^a;"

HC g^m c^VL İWL İe^{SI} İSlep hm; k;ju İL e; , ^p p^oa paⁿl qW;v ^dyL; m;İNmz ^p HLV^aİ ;İhu; Lİqm, "e; , h;X, mİma;İcİc B; j;^L İc^e ^k Bfe;^L İc^a!"

HC Lb;V;l HCM;^eC İeØfİŞ qCm Hhw İhL;^m a;q;l^Cl h;İs k;Cⁿ hİmu; Bnİp İcu; İheu paⁿ^L İhc;ju İcmz

L;İm İ;^e mİma;İ Lb;l ^MyQ; M;Cu; İheu a;q;l ⁿce; i ;^ma f;İl ^aİRm e; İhe^ul p^Å

Liqi; fju ih;id qu eiz pCSeh HCfLi; aheB0;a p Liqi; LiR faein;C L eiz Clafsh mima;L iheu pOlla; fOQ;chlahef Liliu;C ciMujIRmz iLz° A~n;qa qila kje a;qi; jyaL i h;h; pju fju e; iLRice qC@a mima; pda iheu pC cn; qCujIRmz Lf Liliu; mima;L HLVM;ie fpa Lih Hhw ni; f;C h iheu HC iQ;C f;e qCu; EIWujIRmz pa;e; pju h;pu; Bipu; mima; ahe; p;f; S;im;u Lb;-im HLVi; f; HLVi; LhmC a;qi; j e h;su; EIWa Hhw a;qi; lea; c; Liliu; i;IMaz "Bij Ni; i; Riu; j a; , Bj; i leSI Li;e; f;cb;e;C, mima; HC himu; Ah' ; L e, iLz° Lb;V; p;f;N Apa;f; Cqi; ih; i; e;e;f;Li; k;š' p j e i j d e S;S; Liliu; amaz iLz° H-pj U' k;š' a;qi; Li;e; Li;S m;Na eiz Li;Z mima; a; ØfØ Liliu; H Ai; k;N a;qi; ih; i; B e e;C--H Lb; mCu; aL; Lih; Ah;L;C a;qi;L cu e;Cz iheu Shih ich; Ha Lb; IRm, ah p-; h;h; Lih a e; f;llu; a;qi; j e r; i B; i; h;su; EIWa m;Nmz Ah; L;im i;e; q;llu; kMe mima; j M p fpa ciMm e; aMe h;is'a Bipu; p lea; i; A;Øbl qCu; f;ismz j e j e i ;h'a m;Nm, pa;C iL Bij HaC Ah' ; i; f;e?

HCSehC pa;h; Li;R kMe p olem k, mima;C a;qi;L Ni;f g; c;V pa;h; q; a ;cu; f;W;Cu; i;cu;R aMe p Aa; i; HLVi; Eo; p ;id Lilmz p i ;hm, Ali e; k;N i; a i;S qJu; aC p;al iec;e;ul f mima; a;qi;L M; qCu; HC Ni;f c;V i;cu;Rz f; b; j e Lilm "g; c;V h;is'a i;Mu; B; p'; a;qi; f; i ;hm, "e; , HC ni; i; g; j; i; f; i;cu; Cqi;L f;h;e; Liliu; B;e;'

p;ice ih;Li; iheu kMe f; nh;h; h;is'a Nm aMe pa;h; mima; Li;R a;qi; Cú;ml fs; himu; mC;a;Rz iheu mima;L Liqm, "k;UIC IP m;im, AaHh p;al g; p; i; qJu; EIQa IRmz"

mima; Lb;V; h;T'a e; f;llu; iheu j M i;L Q;iqmz iheu aMe HLIV -;R na;Lih; Q;ic; i j d e qC@a h;iq; Liliu; mima; p; j M d;llu; Liqm, "Bfe; i; g; c;V kaC p; i; Li;L, ah;a; a; e; d; IPV; B;Rz Bj; i; H g; p; k; a; i; Li;R c;ys; a; f; i; e; , iLz° ni; i; ö; i; p; i; e; i; ü;L; i; L; Bfe; i; Li;R q; i; S; i; q; u; R; "

mima; LZ; i; i; p; i; Liqm, "Bj; i; g; Bfe; Li;L hm;Re?"

iheu iLR; Af; i; a; qCu; Liqm, "a; h; a; i; h; h;T;Rz pa;h;h; ; Li; g; Li;L i;C;?"

pa;h; E; i; xü; himu; EIWm, "h; x, mima; i; c; k; i;C; a; hm;!"

বিনয়া কা;L i;C; a; hm;ne?

পা;h; আপনা;L;

mima; i;š;h;N qCu; EIWu; pa;h; i; f; HL Q;ifs j;llu; Liqm, "a; i; j a; h; i; a; Bij ciM i;e; i;heu;h; Rih; hc; a; ay;L g; i;C; a; Q; i;C; i; e;?"

pa;h; qah; i; qCu; Liqm, "q; , a; i;C; a; , iLz° a; j; C Bj; i;L i;C; a; hm; e;?"

pa;h; p; a;L; i; Lih a; i;Nu; mima; B; i; h; i; Liliu; S; i; S; i;Cu; f;ismz iheu ØfØ h;Tm g; c;V mima;C i;cu;R, iLz° h;e; i; j; a;C Li;S Li; a;qi; Ai; f; i; IRmz iheu Liqm,

"Bfej; gsmi cjh Bj rsc ičipR, ilz° aic hm Bjil HC gsmi j dē i m ilRē
ēCz Bj;cl ihh;clēōfīšI öi Efmr HC gsm Luiv--"

mima; j;bj; ejsu; Liqm, "Bj;cl ihh;cC hi Lf, BI a;il leōfīšC hi ilRpi?"

Iheu Liqm, "Hh;cl BN;N;si pj ūC j;ju;? ihh;cJ i m, gsmJ a;ic, leōfīšJ i;bj;?
öd* öiš²a ISaij eu, öišV;-pŪC ij? I-č j;ij;SōVW p;q;chl hi;sªa Ali eul
HLV; Lb; qipRm pv;--"

mima; Liqm, "pv; ij euz ilz° a; leu Tns; ilRpi? Bfie ēLe jē LIRe
Bfej;l HCªa i;is Lih;l Seē Bij j ū HLv; ms;C hi;dēu icūiR, Bfie pCja
qJu;ªC Bj L;abŃqūiR! Bfej; L;R Ali eu Li;V; kic Ae;ju ģid qu Li;l; Lb; öē
ēLeC hi a;ªa i;is qhe?"

HC himu; mima; Ol qCªa hi;lqI qCu; Nmz pj ūC Emv; hē;f;il qCmz BS mima; iWL
Li;u; i;imuiRm ēk, p Iheu;l L;R leSI qi ūL;l;l Li ģ Hhw k;qiªa Ali eū Iheu ēk;N
ej ēcu a;qiL ēpC Ae;id Li ģ ilz° Hje Li;u; Lb;V; Eiw Hhw Hje i; ģ a;qi
f;l;Ia qCm ēk, gm iWL Emv; cys;Cmz Iheu jē Lilm, ē ēk Ali eu pōªa Halce
Ih;l;Ua; f;l;in Li;u;ilRm a;qi;c f;la0;ªa EšSej HMē; mima; jē Iiqu; NēRz Iheu ēk
ēLhm hi;lqI qi j;leu;R, ilz° j;ēl j; dē a;qi ih;l;d Iiqu;R, HCSeē mima; i R;ji cš
qCªa R ej mima; HC hē;f;iv;ªa ēk Hav; B0;ia f;Cu;R Cq;ªa Iheu hēlba qCu; Eiwz ēp
jē jē iŃbi Lilm, HC Lb;V; mCu; ē BI ēL;ē; Bm;0e; Ef;q;ppRmJ Li ģ ej Hhw
Hje leu; J ef;ēZl pª HC L;SV;l pČfæ Li;u; a;hm ē ēLq a;qi f;la Kcipēēl
Af;id Bē;if Liªa fi;l ģ ej

pōil;aj BS f;axL;m qCªa leSI ģih;l 0ē leiªa hipu; "MōVI Ae;l;IZ' ej L
HLiV Cw;IIS dj;Nēb fi;sh;l ēŃ; Liªa R; BS ēp a;qi Ae;eē leul;ja L;ē;N ēk;N ēcu
ej;Cz j;T j;T Nēb qCªa je iŃ qCu; fs;ªa hCūl ēmMi-Im a;qi L;R Ri; qCu;
fi;ªa iRm--Bh;l fl;rēz leSI Efi I;N Li;u; ih;no ģNI p;qa iŃšL Nēb j; dē
Bh; ū Liªa iRm, ēL;ē;ªaC qi j;leªa Qi;qªa iRm ej

HL pj ē cš qCªa L ūl öleu; jē qCm, Iheuh;hªB;ipuiRe; aMeC Qj;Lu; Eiwu;
hC i;imui; hi;lqI 0ē k;Ch;l Seē jē hēū' qCu; Eiwz leSI HC hēū'a;ªa leSI Efi ēēū
qCu; pōil;a; Bh;l Q;l;I Efi hipu; hC mCu; fi;smz f;R L;ē nē k;ju himu; cē L;je
Q;lfu; fi;sh;l ēŃ; Liªa m;ilNmz

Hje pj mima; a;qi 0ē B;ipmz pōil;a; a;qi j;smi icL Qi;qu; Liqm, "ªa;l Lf
qūR hmªa; z"

mima; afhē i ģ 0;is ejsu; Liqm, "ilRªe; z"

pōil;a; iS' ip; Lilm, "ēL; b;ju iRim?"

mima; Liqm, "Iheuh;hªHªRe, Ialē ģid quªa; j;l pª NŃf Liªa Q;e; z"

Iheuh;hª pª BI ēLq B;ipuiR iLe; j H f;h;pōil;a; BS E;Q;I;Z Liªa; j fi;l m ej

kīc BI ʔLq Bīpa aḥ ʔe0Qu mīma; a;qi EʔM Līa, ʔLzʰ ahʔje ʔexpwnu qCʔa
fīl m e; BI ʔ ʔeʔSʔL c;ʔe ʔ0; e; Līlu; Nq;Na Aīaībl fīa Laīhēl Efmʔr
hīqʔl 0ʔl ʔcʔL Qīmmz mīma;ʔL ʔSʰ ʔp; Līl m, "aʔ k;h ʔe?"

mīma; HLVʔA dʔkʔ ūʔ Līqm, "a;ʔ k;J-e; Bīj fʔl k;ʔRz"

pʔl a; hīqʔl 0ʔl fʔh Līlu; ʔcīMm, ʔheu paʔh ʔpʔ Nʔf LīlʔaʔRz

pʔl a; Līqm, "h;h; ḥīlʔu ʔNʔRe, HMeC Bpʔhez j; Bfe;ʔl ʔpC Aī eʔul Līha;
jʔMʔb Līh;h; Sʔeʔ m;hZʔ J mʔm;ʔL ʔeʔu j;ʔV;ʔl j;ʔul hīʔsʔa ʔNʔRe--mīma; ʔL;ʔe;ʔaC
ʔNm e;ʔ ʔale hʔm ʔNʔRe, Bfīe Hʔm Bfe;ʔL hīpʔu ʔjMʔa--Bfe;ʔl BS flʔr; qʔh"

ʔheu ʔSʰ ʔp; Līl m, "Bfīe Hī jʔdʔ ʔeC?"

pʔl a; Līqm, "ph;C Aī ʔea; qʔm SNʔa cʔl qʔ ʔL?"

hīc;ʔl fʔl pʔl a;ʔL H-pLm hʔf;ʔl kb;ʔh h;ʔ ʔcu; Qīmʔaez a;ʔ a;qi -Zfe;
ʔM;ʔh;ʔl Sʔeʔ Hh;ʔl J X;ʔL fʔs e;ʔ

Aeʔ ʔe HC cʔ hʔʔʔ HLʔe qCʔm Lb;ʔl Aī h qCa e;ʔ BS Eī u fʔrC Hje ʔh0A
0īV;ʔR ʔ, ʔL;ʔe;ʔaC Lb; Sījʔa Qīqm e;ʔ pʔl a; ʔN;ʔl fʔpʔ a;ʔmʔ e; fZ Līlu;
Bīpu;ʔRmz ʔheu J fʔh jʔa; ʔqʔS ʔN;ʔl Lb; a;ʔmʔa f;ʔl e;ʔ a;qiʔL mīma; Hhw quʔa;
H hīʔl pLʔmC ʔN;ʔl HLIV rʔa EFNʔ hīmu; jʔe Lʔ, Cq;ʔL ʔʔe; Līlu; ʔN;ʔl Lb;
a;ʔmʔa ʔp h;ʔ; f;ʔ

AʔeL ʔe Hje qCu;ʔR ʔheu BʔN Bīpu;ʔR, ʔN;ʔl a;qi fʔl Bīpu;ʔR--BSJ ʔpC ʔ
0īVʔa f;ʔl Cq;ʔL jʔe Līlu; pʔl a; ʔke HLʔL;ʔl pʔl La Ahʔb;ʔu ʔlqmz ʔN;ʔl f;ʔR Bīpu;
fʔs HC a;qi HLV; ʔ u ʔRm Hhw f;ʔR e; Bʔp HC Bnʔj a;qiʔL ʔhce; ʔcʔaʔRmz

ʔheʔul pʔA R;ʔ; R;ʔ; ʔ ʔh cʔ-Q;ʔl V Lb; qJu;ʔl fl pʔl a; BI ʔL;ʔe; E;ʔu e; ʔcīMu;
paʔh Rīh M;ʔ;ʔe; mCu; paʔh ʔpʔ ʔpʔʔ Bʔm;ʔe; Līlʔa m;ʔNmz j;ʔT j;ʔT Rīh
ʔ;ʔ;ʔh;ʔl ʔV dīlu; ʔe;ʔ; Līlu; paʔhʔL ʔN;ʔCu; a;ʔmmz paʔh Aaʔ;ʔ EʔSīSa qCu;
E;ʔxüʔl h;ʔ;ʔh;ʔ Līlʔa m;ʔNmz BI ʔheu ʔVhʔm ʔfl a;qi fʔa;ʔM;ʔa Līhʔ-ʔRl fīa
cʔʔf;ʔa Līlu; m< ʔu J ʔr;ʔe; jʔe jʔe ʔQ;ʔl Līlʔa m;ʔNm ʔ, Aaʔ;ʔ ʔi āa;ʔl M;ʔaʔl J
B;ʔl HC gʔm LuV; mīma;ʔl mJu; EīQa ʔRmz

qW;ʔv HLV; f;ʔul nʔe Qj;ʔLu; pʔl a; ʔfRe ʔgīlu; Q;ʔqu; ʔcīMm, q;ʔ;ʔh;ʔʔ0ʔl fʔh
LīlʔaʔRe; a;qi Qj LV; Aaʔ;ʔ ʔN;ʔl qJu;ʔa pʔl a;ʔl jʔM m;ʔm qCu; EīWmz q;ʔ;ʔh;ʔ
HLV; ʔLʔa hīpu; Līqʔme, "LC, Bfe;ʔl ʔN;ʔh;ʔʔBʔpe ʔe?"

ʔheu q;ʔ;ʔh;ʔ H ʔ Ae;ʔhʔl fʔh ʔh ʔʔ qCu; Līqm, "ʔLe, a;ʔL ʔL;ʔe; fʔu;ʔe
BʔR?"

q;ʔ;ʔh;ʔʔLīqʔme, "Bfīe BʔRe AbQ ʔale ʔeC, Hʔa; f;ʔu ʔM;ʔ k;ʔ e; a;ʔ ʔSʰ ʔp;
LīʔRz"

ʔheʔul jʔe hʔs; ʔjN qCm-- f;ʔR a;qi fʔL;ʔn f;ʔu HC Sʔeʔ ʔwʔrʔf Līqm, "ʔale
LmL;ʔa;ʔ ʔeCz"

হরানা প্রচাণে নেরে হাট?

Iheul I;N h;isu; EIm, L;ei Shih Lil m e; pail a;J L;ei; Lbi e; himu; EIWu; Qimu; গলা হরানবাবাফৈ pail a; Aehale Lil me, il;^0 a;qi^L dil u; EIW^a f;il me e; q; ihih^c; qC^a Liq^me, "pail a;, HLVi Lbi B^Rz"

pail a; Liqm, "BS Bj i ;ni ^eCz'

him^a him^aC a;qi; nuen^q LfiV fismz

Hje pju hlc;pc;l; B;pu; Ali eul f;im; ich;l Seé kMe ihuel BI-HLV; O^ Xi;lLu; mCu; N^me a;qi; AelaL;im f^C AL0j;v g^m-im^L BI ^pC ^ih^m; Ef^ ^cM; k;u; e;Cz ^p I;^e m;im;aj hlc;pc;l;l; Ali eul BMS;u ^cM; lcm e; Hhw pail a; "M^VI AeLIZ' hCM;je L;^m; Ef; j^su; O^I h;iaV;^L HL ^L;^Z Bsim Lil u; l;cu; A^eL I;ja fkl;^1 à;^I h;qh^al; A^L;I I;^e;lc^L Q;iqu; h;pu; I;qmz a;qi; pCj^M ^ke HLVi L;je; Afil;I0a Afh^cn j;l^0L;l; j^ai ^cM; l;cu;^Rm; Sfh^el HaiceL;l; p;U^1 S;je;öe;l p^A ^pC ^c^nl HLVi L;bi;u HL;^1 ih^Rc B^R; ^pCSeé ^p;jeL;l; h;aju^e ^k B^ni-^im S^im^a^R a;qi; la;l;l;en^be;el er^æ;j;im;l j^ai HLVi p^;aj;l Iq^p^je^L i fa Lil ^a^R; AbQ j^e qC^a^R, "Sfhe Bj;l a^R, Haice k;qi; le0Qu himu; S;jeu;^R a;qi; pwnu;L;Z^N Hhw f;afq k;qi; Lil u; B;pa^iR a;qi; Ab;^e--I M;^eC qu^a; ' je pCf;Z^N qC^h, L;N;^j;qv qCu; EIW^h Hhw Sfh^el p;ib^La; m;i Lil^a f;ilhz l Afh^ Afil;I0a i uwL;l ^c^nl A' ja l;pwqà;^I pCj^M ^L Bj;^L cys Li;Cu; lcm? ^Le Bj;l qcu Hje Lil u; L;^f^a^R, ^Le Bj;l fi AN;l qC^a iNu; Hje Lil u; U^i qCu; B^R?'

Ali eul Ai tip Efm r ihu ftafc Bpz paila; aqil icl HLhij Qilqu; cM, aqil f qial hCVil icl je cu Abhi leSI OQ Qimu; kuz ihu HLm; Bp; Apçfzib; ftafc aqil B0ja L, ilz' p l'e; fhal L eiz AbQ icel fl ice Hj lei jh kaC kica mijNm, Nijil ihl;Ü paila; j el HLv; Ali k;N fialce ke ahal qCu; Eiw a mijNmz Nij; ke Bp h himu; fianta qCu;IRm, Hj le HLv; i jh ke pice IRmz

Ahno paila; kMe olem Nij; lea;C ALij Z ilr icel Se f Ljbu hsjca hijql qCu;R aqil iwl;ej e;C, ame Lb;v;l p HLv; pij;e f pwh;cl j a; Es;Cu; lch;il Q0; Lil m--ilz' Lb;v; aqil j e ihjdu;C liqmz L;S Lil a Lil a qW;v HC Lb;v; j e fS-- Aef;eu qCu; B, qW;v cM HC Lb;v;C p j e j e i jh aIRmz

Nijil pA pice Lij Bm;Qej; fl aqil Hl qW;v Az dñe paila; H Lh;C Bn; L e;C Nijil j al pA leSI pw;cl Hac fjbñl b;L; pš pice aqil Az xli z ih a; q; ES;e q;Ju; ilRj;æ IRm e; pice p Nijil ja-lm 0f0 hT aIRm ile; hm; k;u e; ilz' Nijil j;e v;l p ke HLilj Lilu; hT u;IRmz Nijil ja k;q;C b;L;e; p j a k j;e l r a L e;C, Ah' il k;NÉ L e;C, hl' aqil iQSI himua;l ke fter N;QI Lilu; amu;R--Cq; pice p fñmi jh Aeh Lilu;Rz H-pLm Lb; BI-L;q;ij j M p p qf Lil ৩ই পারিত না, রাগ হইত, p m;LV;l j j e Lil a, aqil lnr; lcu; pwh;de Lilh;il Se f j e Q0;il E SSe; qCaz ilz' pice Nijil p0a aqil ilRc qCm e; Nijil Qil el pA, hÜ afr la;il pA, Ap;ç f ihñ;pl cta;il pA Hhw 0j ç l ü I j j i c f fñma;il pA aqil Lb;-lm ijima qCu; HLv; pSth J paé BL;il d;IZ Lilu;IRmz H pjÜ' ja paila; leS NqZ e; Lil a f;il, ilz' BI-Lq kic Cq;l Hjei jh pjÜ' hÜ-ihñ; p pjÜ' Sth lcu; NqZ L a h aqil idLl;il lch;il ilRc e;C, Hje-il ihl;Ü pw;cl Alacez Lilu;J aqil nÜ; Lij k;ca f;il --HC i jh;v; paila;l pice pçfzñ AidL;il Lilu;IRmz j el HC Ah0b;v; paila;il f r H Lh;il e;æz j al fjbñl p0a p Aaf;ç' Ap;ço IRm; f nh;h HLfl;il leimlc pjilqa nij; Sth el cb;ç' pš p p;ç f;ç;luL;il j d e himél;im qca hloa IRm himu; ja iSlepV;l Alanu HL;ç' Lilu; c;Ma--pCiceC fbj p j;e ol pA j al pA piçjima Lilu; c;Mu; HLv; ke pSth pjNÉ fc;bn lqpf;ju pš; Aeh Lilmz j;ehpj;S L Lhm Bj;il fr Hhw Aef fr HC cç p;ç; L;ñ; i jN Aaf;ç' ihñ;Ræ Lilu; c;Mh;il k c;ç aq;ç pice p i mu;IRm Hhw li æ j al j;e l j M; i jh j;e himu;

Hje Līluj cīm^a fīcujīrm^k, īi æjavi aqil Lj^R n^z qcuī īnujīrmz
pīce pōllaj Aei h Līlujīrm^k, aqil p^ā Bmif Līl^a nīlī Hlvī Be^z hīd
Līl^a r^z pō ll^l hmj^z iē^sī ja flīn līhīlc Be^z? pōc Be^z cīe pōllaj J īl
lī^r eī qia īrm eī? qu^a īrm eīz qu^a nīlīl Lj^R lī^r eī jīe^o lī^r eī jīnē eīc, pō
iē^sī ja Hhw E^{ynē} m^cujc H^l hī^l p^l m^l iēlv q^c a p^e qcuī B^r --jīe^o lī aqil
Lj^R ja flūjīn līhīl Efmrj^z

pōllaj H Luīce īh^{no} Līluj Efīpeju je īcujīrmz pō ke f^h n^l u^u f^l nhīh^l
hīn Līluj Bnū līhīl q^o līl^a īrmz Hlīce f^l nhīh^z ayqil o^l Hlmī hīpu;
fīs^a īr^{me}, Hje pju pōllaj ayqil Lj^R q^f Līluj Bīpu; hīpmz

f^l nhīh^z h^c vīh^m l Efl ījīmu; īs' īpī līl^{me}, "Lē lī^d?"

pōllaj Līqm, "īLR^z eīz"

hīmu; ayqil vīh^m l Efl kīc^o hc-Lj^{ns} fī īa nīrī^e cīc īrm ah^z p-īm^l eī^s uī-
qī^s u; Aēfl Lj Līluj -rī^c a mīⁿ mz

HLv^z f^l hīmu; Eīwm, "hīhī, Bⁿ a^z B^j l^l kīl Lj fsī^a Hme pōcīl Lj l^l
fsī^j eī^l e^l?"

f^l nhīh^z p^o e^q Hlv^m iē qī^l pu; Līq^{me}, "B^j lī Rīe^f k B^j lī Cūm p^o l fīp l^l
hīl^u n^r z Hme^a a^z iē^s f^o sc h^z a fīl^z"

pōllaj Līqm, "eī, Bīj īl^r h^z a fīl^l e, Bīj Bⁿ lī j^a i^a jīl Lj^R fsh^z"

f^l nhīh^z līq^{me}, "B^l rī^z hⁿ, Lj^m p^o l fsī^z h^z"

pōllaj B^h lī īl^r z q^f Līluj bī^l lu; q^w jv hīmu; Eīwm, "hīhī, pīce īheuhīh^z
Sī^a cī l^b i^a e^l hm^{me}, a^z B^j l^l pō^z a īl^r h^z t^u hm eī^l e^l?"

f^l nhīh^z līq^{me}, "jī, a^z i^a Sīe^c, i^a jī lī Bfīe^z h^z h^z a q^o lī^h, B^j lī hī
Bī-lī^l jī ja^l hm Aī ē^l l^b i^a jī hēh^q lī^h eī, Bīj hī^h lī i^a jī cīl p^ā pōcīl Lj
l^l c hēh^q lī l^l rīz fī^h mī īwl^j a jīe^o sⁿ jwhīl fī^h cīc pō^z a lī^r eī Ef^{cn} īc^a
kī^j u; Bī r^z i^a fī^h lī fī^h cīc Mī^h lī m^a c^j u; Hlc, aī^a l^h m Aī^l q Hhw Afī^l quz
a^z B^j lī k^m e^c fī^h īs' īpī lī^h Bīj kī h^z t^z hm^z"

pōllaj Līqm, "Bīj i^a jī lī fī^h cīc īs' īpī lī^r, B^j lī Sī^a cī līe^z līl^l e^l?"

f^l nhīh^z līq^{me}, "HLvī īhsīm fī^a l Lj^R h^o pī ja m^m lī^r eī cīo qu eī Ab^o
HLSe jīe^o pō^l fī^h n lī^m i^a g^m īc^a qu, jīe^o lī fī^a jīe^o lī Hje Afī^j e
Hhw o^z; k Sī^a cī c Sī^j u p^v l Adjī^z e; h^m lē hm^h? jīe^o lī kī^l i^a Hje i^u e^l Ah' ī
lī^a fī^l aī^l l^m eīc fī^h h^z a h^s i^a q^a fī^l eī, A^e fl Ah' ī aī^l cī p^c a^c q^h z"

pōllaj nī^l lī j^m nīeī l^b i^a Aep^l z Līluj Līqm, "HMe^l lī p^j i^s k īh^l lī
Efī^o ba q^u r aī^a A^e l cīo bī^l a fī^l; pō cīo i^a jī^s lī p^l m īsīe^p c Y^l r,
aī^c h^m Bpm īsīep^v l cīo c^j u; kī^u īl?"

f^l nhīh^z ayqil ūjī jī^h l nī^z ū^l līq^{me}, "Bpm īsīep^v lī bī^u B^r Sīe^m hm^a

fijajz Bjj Qijm cMa fijur Bjicl cñ jjeo jjeoL Apqé OZi LI R Hhw aia
Bjicl pLmL ihjRæ Lq icR, Hje Ahøbju HLVj LjðfleL Bpm iSiepi Lbj iQzj
Lq je pijjejjie LC?"

pøllaj fe00 Nijicl Lbj fladle-ül of Liqm, "BjRi, pLmL pjciøa cMijc
a; Bjicl cñl QljašäiRmz"

fñnhjhLiqme, "pjciøa cMij' jrel Lbj, qeul Lbj euz pjciø j dfe fñj J ec,
OZjJ ec--pjciø iNæol Aafaz jjeol qeu Hjea; qeudjñhqfe SjuNju iøbl
cyls bLæa fijl eiz pCSref Bjicl cñ HILj pijfašabLi pšU efQ SjaL
chjmø fklj' fñhn Liæa cju; qu eiz kic chajl ræj Bjicl cñ pijé e; bL
a hcnñen;øel j dfe p ašabLmC Lf BI e; bLmC Lf?"

pøllaj fñnhjh Lbj AelrZ of Lilu; hipu; jre jre hTæa Qø; Lilæa mijNmz
Ahño Liqm, "BjRi; hij; a; j iheuhjhcl H-ph Lbj h;Tihjil Qø; LI e; le?"

fñnhjhHLVqijpu; Liqme, "iheuhjhcl hÜ Lj hm k H-ph Lbj h;Te e; a;
eu, hl' aycl hÜ hñn hmC ayl; hTæa Qje e; , Lhm h;TæaC Qjez ayl; kMe dññ
icL bL Ably pLmL Qu h; pæf l icL bL H-ph Lbj AzlI pÅ hTæa Qicne
ame aijil hijil hÜ Sref aycl Afrj Lq bLæa qh eiz HMe ayl; Aef icL bL
cMRe, HMe Bjil Lbj aycl Li;e; LjSC mijNñ eiz"

Nijicl Lbj kicJ pøllaj nÜjil piqa öleaiRm, ahæaqi aqil pwú;il piqa ihh;c
hjd;Cui aqil AzlI j dfe hce; icaiRmz p nijl' f;aiRm eiz BS fñnhjh pÅ Lbj
Liqu; pC ihljd qcæa p rZLmL Se f jšmji Lilmz Nij; iheu hij BI LqC k
fñnhjh Qu Li;e; lho i i; hT, H Lbj pøllaj Li;ejæaC jre øbje icæa Qu eiz
fñnhjh pÅ kqil jæal AelÉ qCuiR pøllaj aqil EfI IjN e; Lilu; bLæa fijl
eiz pçfla Nijil pÅ Bm;fl fl Nijil Lbj Hh;il IjN hij Ah' j Lilu; Es;Cui icæa
fjilæiRm e; himu;C pøllaj Hje HLVj Lø h;id LilæiRmz pC LjZC Bhil inöLmL
jæa; Lilu; fñnhjhL ayqil Rju;il efju iæua Bñ Lilhil Se f aqil qeul j dfe
hélma; EfIøba qCuiRmz QjL qcæa Eiwu; cIsjil LjR fklj' iNu; Bhil igilui Bipu;
pøllaj fñnhjh ifRe ayqil QjLI ifwi EfI qja Ijimu; Liqm, "hij; BS ihLm
Bjil iæu Efipe; Li;ilz"

fñnhjhLiqme, "BjRiz"

aqil fñ iæSI h;h;il Oq iNu; cIsj; hæ Lilu; hipu; pøllaj Nijil LbjL Hh;il
ANiqé Lilhil Qø; Lilmz ilz' Nijil pC hÜ J ihñp EYfç jM aqil QimL pçjM
SijNu; liqmz aqil jre qcæa mijNm, Nijil Lbj ödæLbj e; q, p ke Nij; uuw; p
Lbj BLia B, Nia B, fZ B-- aqi ihñpi hm Hhw ücñfñj i hceju
filfzñ aqi ja eu k aqil flah;c Lilu;C QLiCui cju; kicñ-- aqi k pçfzñ
jjeo-- Hhw p jjeo pijjé jjeo e; qz aqil Qimui gilmæa k qja Jw eiz Aafz' HLVj

à%Ä j®dÉ físu; pøll a;L L;æ; Bíp®a m;ñNmz ®Lq ®k a;qi®L Ha h®s; HLV; ìad;I
j®dÉ ®gímu; Ìcu; pÇfÿN Eci;pf®el j®a; Ae;u;®p cÿ® Qímu; k;C®a f;® HC Lb; j®e LÍl u;
a;qi;I h± g;ilVu; k;C®a Q;íqm, AbQ Lø f;C®a®R h;ímu;J ìdLÍL;®I I pf; j; Ííqm e;í

HCIƒ iØbl qCujIRm ƒk, CwƒS Lih X|CƒXƒel IiQa pWNea-lhouL HLIV Lihaj iheu i jhhƒš?l piqa Bhš Liliuj k|Cƒh Hhw ƒjƒul; Ali eujƒ Efkšƒ piƒS piƒ a qCuj LihƒimMa hƒf;ƒi j ƒL Ali eu Liliƒa biLƒh H R;si ƒjƒul; CwƒIS Lihaj Bhš Hhw Nje fi ƒa Liliƒh

hlcipƒlf iheuƒL AƒEL i lpi ƒcujIRƒme ƒk, a;qiƒL ayqi; ƒLiƒejfiLiƒi ƒail Liliuj mCƒhez lale ƒeƒS CwƒIS Ala pij ƒefC ƒniMujiRƒmez ƒLƒƒ ayqi; cƒml cƒ-HL Se fiƒ™ƒal fiƒa ayqi; ƒei ƒ IRmz

ƒLƒƒ kMe Bmsi hiƒpm, iheu ayqi; Bhšl ƒi; hlcipƒlf fiƒ™ƒapjiSƒL ƒhiØja Liliuj ƒcmz ayqiƒl j ƒ™mƒhiqi ƒa HC hƒšƒL Nisu; mCh;il pƒM qCƒa hlcipƒlf hi' a qCƒmez fƒhƒl k;qi; iheuƒL ƒhƒno ƒLq himuj; Miƒal Lƒi e;C ayqi; i, iheu Hje i iƒmi; CwƒIS fƒs himuj; ayqiƒL j ƒe j ƒe nŒi; ej Liliuj; biLƒa fiƒlm eiz Hje-ƒL, qi;ieh;hƒj ayqi; L;NƒS j iƒT j iƒT ƒimih;il Seƒ ayqiƒL Aeƒ;id Liliƒmez Hhw pƒfiƒ ayqiƒl Riƒepi ju j iƒT j iƒT CwƒIS hšƒa; Lilih;il Seƒ iheuƒL fƒs;fƒs Liliƒa Biƒn Liliƒmz

mima;il AhØbi;V; i jil Aƒa-ƒLj qCmz iheuƒL ƒk ƒLiƒej pi;qikƒ L;qiƒLj Liliƒa qCm e; ƒpSeƒ ƒp MƒhJ qCm, Bhi;il ayqiƒa ayqi; j ƒel j ƒef HLv; Apƒ;ioj Siƒmz iheu ƒk ayqiƒl L;qiƒi; Aƒfr; eƒe eƒq, hi' ayqiƒl pLƒml ƒƒu i iƒmi; ƒp ƒk j ƒe j ƒe ƒeSI ƒhƒaAƒe; h Liliƒh Hhw ayqiƒl ƒeLV qCƒa ƒLiƒejfiLi; ƒnr;il fƒƒe;ni; Liliƒh e; Cqiƒa ayqiƒL B0ja Liliƒa miƒNmz iheuƒl pƒƒa ƒp ƒk LƒQ;u, ƒLjev; qCƒm ayqi; j e ƒhn pqS AhØbi; fiƒc qu, ayqi; ƒp ƒeSC hƒTƒa fiƒlm eiz j iƒT qCƒa ayqi; Afƒƒa; ƒLhmC ƒR;V;M;V; ihoƒu aƒhi; ƒh fiLi; n fi;Cui; Oƒlu; ƒgillu; iheuƒLC mrƒ Liliƒa miƒNmz iheuƒl fiƒa Cqi; ƒk pƒhQ;il eƒq Hhw ƒnøa;J eƒq ayqi; ƒp ƒeSC hƒTƒa fiƒlm; hƒTu; ƒp Lø fi;Cm Hhw ƒeSƒL cje Liliƒa kƒbø ƒƒø; Liliƒm, ƒLƒƒ ALØj;v Ala pij ƒef EfmƒrC ƒLe ƒk ayqi; HLv; ApwNa Aƒ; ƒiSi;mi; pwkƒj l ni;pe m ƒOe Liliuj; hi;ql qCui; fiƒsa ayqi; ƒp hƒTƒa fiƒla eiz fƒhƒl ƒk hƒf;ƒi ƒk;N ƒch;il Seƒ ƒp iheuƒL Aihni; EƒSiSa Liliuj; R HMe ayqi; qCƒa ƒelU' Lilih;il SeƒC ayqiƒL AØbl Liliuj; aƒmmz ƒLƒƒ HMe pjU' Bƒu;SeƒL ƒhfkŒi' Liliuj; ƒcui; iheu AL;il ƒZ fm;iaL qCƒh Lƒ himuj;? pj uJ Bi AƒdL e;C; Hhw ƒeSI HLv; eƒae ƒefƒE BiƒxL;il Liliuj; ƒp ƒeSC HC L;S Evp;ilqa qCui; Eiwu;ƒR

Ahƒnƒo mima; hlcipƒlf ƒL Liqm, "Bij Hƒa biLh e;ƒ"

hlcipƒlf ayqi; ƒjƒSi; ƒjƒuL ƒhn iQieƒae, a;C ƒeaj;ƒ niƒa qCui; ƒS' i;pi; Liliƒme, ƒƒLe?"

mīma; Līqm, "Bīj k fīl ēz"

hūta kMe qC@a iheu^l BI Bejīs hīmu; NZÉ Līlh; Efju īRm ej, aMe qC@aC mīma; iheu^l pCj^m Lⁱēj^a C Bhīš h; Aī eu Ai ēp Lī^a Qīlqa e; p hīma, "Bīj Bfīe Bm; Ai ēp Līlh; Cq;^a pL^mIC Ai ēp h; fīsa, ĪL^o mīma;^l ĪLR@aC f; i Nm e; Ah^o, q; j; ieu; Ai ēp^r mīma;^l h; c īcu; C L; S Q; m; C@a qCmz

ĪL^o kMe^o Ah^o b; iu mīma; H^lh; IC i Ā īc@a Qīlqm aMe h; c; p^o l; f; j; i; u h; S; i; a qCmz īale S; j; e^a k ayq; ī à; i; Cq; ī fīa; L; ī qC@aC fīl^h e; j; aMe īale f^lnh; h; n; l; Z; f; qC^mez f^lnh; h; p; j; j; e; īho^o LM^e; C ayq; ī j^o u^o c; l; C; R; ī- Aīe; R; iu qū^r f; Lī^ae e; j; ĪL^o j; ē; īS^o V; i; L; i^r ayq; ī; fīan; ta qCu; R; e, p^c Aep; ī^l p frJ B^o; Se Līl; u; R; e, p; j; u; Aaē; ī^l pW; EZ; Ī, HC- p; j; ū^l īh^o Q; e; Līl; u; f^lnh; h; mīma;^l X; j; l; u; a; q; ī j; i; u; q; a īcu; Līq^me, "mīma; ī, HMe a; j; R^s īc^m k Aef; iu q^h"

mīma; ī; ū^l i; ce L^o Līqm, "h; h; ī, Bīj k fīl ēz B; j; ī qu e; j;"

f^l n Līq^me, "a; j; ī i; m; e; j; f; ī^l m^o a; j; ī A; f; ī; d; q^h e; j; ĪL^o e; Lī^m Aef; iu q^h"

mīma; j; m; īe^o Līl; u; c; y; s; Cu; ī līqm; f^lnh; h; Līq^me, "j; ī, kMe a; j; ī i; īe^o R; aMe^o a; j; ī^l a; ī p; C; f; a; Lī^a C q^hz f; ī^r AqW; L; ī^l O; m; ī^l h^m BI a; ī f; īm; h; īl; p; j; u^o e; C; m; ī- L; e; j; O; ī, p^v; ī^l AN; ī; q; ē^l L^o J^o a; j; ī^l Lāhē Lī^a q^hz f; ī^l h; e; j; j; ī?"

mīma; īf; a; ī j; m; ī^l īc^l j; m; a; m; u; Līqm, "f; ī; h;"

p^c īce^c pā; ē; ī^h m; iu īh^o Līl; u; iheu^l pCj^m p; j; ū^l pW; L; ī^o p; C; f; Y; ī^l c; j; Līl; u; p^o kē HL; V; ī Aīā; ī^l š² h^m l; p^ā, kē ōf; d; ī Līl; u; īe^o S; ī Lāhē fīh^š qCmz iheu Hā; l; ce a; q; īl Bhīš h; ī^o e; e; C; BS ō; l; e; u; BŌQk^l qCmz H; j; e p^o f; ō p^a S; E; p; ū; ī; Z, L; ī; b; ī; J; ĪLR; j; a; e; S; ī; s; j; e; j; C, H; h; w; ī; j; h; fī; l; ī^h l; j; ō; ē; H; j; e; HL; V; ī; e; x; p; w; n; u; h; m; k, ō; l; e; u; ī; h; e; u; fī; a; ē; n; ī; a; f; a; Bē; k; m; ī; Līl; m; z; HC L^o ū; l; a; q; ī; L; ī^e A^e L; r; Z; d; īl; u; h; ī; S^a m; ī; N; m; z

Līh; a; ī- Bhīš^a ī i; m; ī; Bhīš; L; ī^l l; ī p^o ā^o h; ī; a; ī; j; e; HL; V; ī; h^o j; ī; q; E; v; f; a; L^o ī; p^c Līh; a; ī; ī; j; h; ī; v; a; q; ī; f; ī; W; L^l j; ī; q; j; ī; c; j; e; L^o -- p^v; ī^o kē a; q; ī; l; ū; l; a; q; ī; j; m; n; ē; a; q; ī; l; Ō; ī; e; l; p^ā Sī; s; a; qCu; ī^m; ī^c u; z; g^m k; j; e; N; ī; R; ī; n; ī; M; iu a; j; ī; e; Līh; a; ī; V; J; Bhīš; L; ī^l l; ī; j; ō; ē; g^h u; ī; E; ī; W; u; ī; a; q; ī; l; īh^o p; C; f; c; c; j; e; L^o ī; z

mīma; j; iheu^l L; ī^r Līh; a; ī; j; ī^m a; qCu; ī; E; ī; W^a m; ī; N; m; z mīma; Hā; l; ce a; q; ī; a; h; h; a; ī; à; ī; ī; h; e; u^l Aeh; l; a; E^o S; ī; S; a; Līl; u; ī; j; ī; M; u; ī; R; m; z k; m; ī; e; hē; b; ī; p^c m; ī; e; c; L^h m; C; k; j; e; q; a; f^o; ī; h; e; u; j; a; j; ī; e; Lū; l; ce mīma; ī; Eo; h; ī; Lē; H; h; w; a; f; r; ē; q; ī; p; ē; R; ī; s; ī; BI ĪLR; ī; ī; h^a C; f; ī^l e; j; C; L^e k mīma; ī; H; j; e; Līl; m; a; j; e; hī; m; m; Cq; ī; C; a; q; ī; l; h; ī; l; w; h; ī; l; B^m; ī; Q; e; j; Līl^a qCu; R; mīma; ī; Ap^o; j; ī^o l; ī; q; p; ē; k; a; C; p^o ī; c; Līl^a e; j; f; ī; l; u; ī; R; a; a; C; mīma; ī; ī; Q; ī; a; q; ī; l; j; e^l Aī; d; L; ī; l; ī; l; u; ī; R; z; qW; ī; v; ī; ī; ī; ī; h; m; ī; Ō; j; qC@a; S; ī; N; u; ī; p; L; b; ī; a; q; ī; l; j; e; f; ī; s; u; ī; R; f^lnh; h; h; ī; s^a Bī; p; h; ī; l; p; j; u; fī; a; t; q; C; a; q; ī; l; j; e; ī; h; a; L; ī; E; f; ī; ō; b; a; qCu; R; BS; e; j; S; ī; e; mīma; ī; l; Ī; L; ī; f; ī; h; ī; ī; ī; k; ī; C; h; z; k; ī; c; e; mīma; ī; m; n; j; a; e; f; ī; p; a; a; ī; f; ī; l; ī; n; Līl; u; ī; R; p; ī; c; e; ī; h; e; u; kē; q; y; f; R; ī; s; u; ī; h; ī; j; Ō; u; ī; R; H; h; w; HC; ī; j; h; ī; v; L; ē; Līl^m ō; b; ī; u; ē; qu; p^c ī; Q; ī; C; Līl; u; ī; R; ĪL^o H; j; e; R; ī; e; j;

Efju MjSu; fju e;C k;q; a;q; Buš;dfez

H Luic[®]el HC j;elpL B[®]m;S[®]el fl mima;L L;hÉ-Bhš;I j;id[®]ñIheu[®]L ih[®]no LILu; Hhw fhm LILu; ihQlma LILmz a;q;L Ha i;im; m;ilNm [®]k, Lf himu; fñwp; LIL[®]h i;jhu; f;Cm e;Z mima;L j[®]Ml p;J[®]e i;im;j[®]z[®] L;e; Lb;C him[®]a a;q;L p;qp qu e;-- [®]Lee; a;q;L i;im; him[®]mC [®]k [®]p Mñn qC[®]h, j;e[®]ofQl[®]el HC p;id;IZ leuj mima;L p[®]đ[®]a e; M;iv[®]a f;I[®]-- Hje-iL, p;id;IZ leuj himu;C qu[®]a; M;iv[®]h e;-- HC L;l[®]Z Iheu EpRlpa q[®]eu mCu; hlc;ip[®]z[®]lEl leLV mima;L r;ja;l ASp[®]É fñwp; LILmz Cq;[®]a Ihe[®]ul Ihc[®]; J h[®]Ül fl[®]a hlc;ip[®]z[®]lEl n[®]Ü; B[®]l; c[®]t qCmz

BI-HLIV B[®]ÖQkñ h[®];f;l [®]cM; [®]Nmz mima; kMeC Ie[®]S Aea h LILm a;q;L Bhš; J Aili eu Ale[®]z[®]efu qCu;[®]R, p[®]ñlwa [®]e;l; [®]YE[®]ul Efl İcu; [®]k;je LILu; Qlmu; k;ju [®]pJ kMe [®]a;je p[®]z[®]l LILu; a;q;L Lañ[®]h[®]l c[®]đ;qa;l Efl İcu; Qlmu; [®]Nm, aMe qC[®]a Ihe[®]ul p[®]đ[®]a a;q;L afñ[®]a;J c[®]đ; qCmz Iheu[®]L Ihj[®]M LILh;l Se[®]f a;q;L [®]Q[®]o;J;æ Iİqm e;Z HC L;SV;[®]a a;q;L Evp;q h;İsu; EİWm Hhw İl q;plm h[®];f;l[®] Ihe[®]ul p[®]đ[®]a a;q;L [®]k;N Öleu qCmz Hje-iL, Bhš; Abh; Aea İLR[®]p[®]đ[®]a Ihe[®]ul L;R[®] Ef[®]c[®]n mC[®]a a;q;L İLR[®]j;æ Bfİš Iİqm e;Z

mima;L HC flIhañ[®] Ihe[®]ul h[®]LI Efl qC[®]a [®]ke HLV; f;ib[®]lI [®]h;T; e;İj;u; [®]Nmz Ha Be[®]z[®] qCm [®]k, kMe-aMe Be[®]z[®]jufl L;R[®] İNu; h;im[®]LI j[®]a; [®]R[®]m;je[®]o LIL[®]a m;ilNmz p[®]Öl a;l L;R[®] h;İpu; A[®]eL Lb; h;İLh;l Se[®]f a;q;L j[®]e Lb; Sİj[®]a b;İLm, İLz[®] BSL;im p[®]Öl a;l p[®]đ[®]a a;q;L [®]cM;C qu e;Z p[®]k;N f;C[®]mC mima;L p[®]đ[®]a Bm;f LIL[®]a h;İpa, İLz[®] mima;L L;R[®] a;q;L İh[®]no p;hd;je qCu;C Lb; him[®]a qCa; mima; [®]k j[®]e j[®]e a;q;L Hhw a;q;L pLm Lb;L[®] afr[®]İ; j[®]h İhQ;l L[®] Cq; Sİlea himu; mima;L p[®]Cj[®]M a;q;L Lb;l [®]p[®]İ[®]a ü;İ;İhL [®]hN b;İLa e;Z mima; j;İ[®]T j;İ[®]T hİma, "Bfİe [®]ke hC f[®]S H[®]p Lb; hm[®]Re, Hje L[®] h[®]me [®]Le?"

Iheu Eš;I LILa, "Bİj [®]k Ha hup fkl[®];¹ [®]Lhm hC f[®]S[®]C H[®]pİR, [®]pCSe[®]f j;eV; R;f;l hC[®]ul j[®]a; q[®]u [®]N[®]Rz"

mima; hİma, "Bfİe M[®]h i;im; L[®] hmh;l [®]Q[®]; LI[®]he e;-- İe[®]SI Lb;V; İWL L[®] h[®]m k;ñez Bfİe Hje QjvL;l L[®] h[®]me [®]k, B;J;l p[®]z[®]q qu Bfİe BI-L;İ;l; Lb; [®]İ[®]h p;İS[®]u hm[®]Rez"

HC L;l[®]Z, ü;İ;İhL r;ja;İhna HLV; Lb; [®]hñ p[®]İ< a qCu; Ihe[®]ul j[®]e Bİp[®]m mima;L hİmh;l [®]Q[®]; LILu; Iheu[®]L a;q; p;C; LILu; Hhw ü[®]df LILu; him[®]a qCaz [®]L;e; HLV; AmwL[®]a h;İLÉ a;q;L j[®]M qW;v Bİp[®]m [®]p mİ< a qCu; fİsaz

mima;L j[®]eİ İi al qC[®]a HLV; [®]ke AL;lZ [®]g;O L;İVu; İNu; a;q;L q[®]eu E< [®]h qCu; EİWmz hlc;ip[®]z[®]lEl a;q;L flIhañ[®] [®]cİMu; B[®]ÖQkñ qCu; [®]N[®]mez [®]p HME fññ[®] e;İju Lb;ju Lb;ju Bfİš fl;İn LILu; Ihj[®]M qCu; h[®]p e;İ, pLm L;S[®] Evp;ql p[®]đ[®]a [®]k;N [®]cuz BNİj[®]É Aİl e[®]ul p;Sp< ; Ca[®]f;İc pLm İho[®]u a;q;L j[®]e fl[®]afq e;e;fİL;l e;İae e;İae L[®]İfe;İ Ecu qC[®]a m;ilNm, a;q;C mCu; [®]p pLm[®]L Aİ[®]Øbl LILu; a;İmmz H p[®]đ[®]a hlc;ip[®]z[®]lEl Evp;q kaC

h̄in qEL lale MI QI Lb;V;J i j̄he-- p̄CSeĕ, m̄ima; kMe Aĭi eu-hĕf;f;ĭ ĩh; # ĩRm
aM̄e; k̄je ayq;il EvL~;il L;IZ OĭVu;ĭRm HMe a;q;il Evp;ilqa Ah0b;ĕaJ ĕajĕ ayq;il
pwLV Efĭ0ba qCmz ĩL;0 m̄ima;il EĕSĭSa L0fe;hĭšL B0;a LĭĕaJ p;qp qu e; , k̄
L;S p̄ Evp;iq ĕh;id Lĕ p̄ L;SI ĕL;ib;J ĕmn;ĭæ Apĕf;V;ĭa; OĭVm p̄ HĕLh;ĭĕ cĭju;
k;ju, a;q;ĕa ĕk;N ĕJu;C a;q;il fĕr Apñh qCu; EĕWz

m̄ima; a;q;il j̄eĭ HC E;Rĭpa Ah0b;ju p0ĭl a;il L;ĕR AĕLh;il hĕNE qCu; ĩNu;ĕRz
p0ĭl a; q;ĭpu;ĕR, Lb; Lĭqu;ĕR hĕV, ĩL;0 m̄ima; a;q;il j̄dĕ h;ilwh;il H;e HLV; h;id; Aĕĭ h
Lĭlu;ĕR ĕk, p̄ j̄e j̄e ĩN Lĭlu; ĭgĭlu; Bĭpu;ĕRz

HLĭce p̄ fĕĭnh;hĕ L;ĕR ĩNu; Lĭqm, "h;h;ĭ, p̄0ĭcĭc ĕ ĕL;Z hĕp hĕp hC fsĕ, BI
B;ĭl; Aĭi eu Lĭĕa k;h, p̄ qĕh e; JĕLJ B;ĭj;ĕl pĕĀ ĕk;N ĭĕa qĕh"

fĕĭnh;hĕ ĭulĭce ĭjhĕaĭRĕme, p0ĭl a; a;q;il pĭAĕĕĕl ĩeLV qCĕa ĕL;e ĕe
ĕĭhĭaĕĕf qCu; fĭsĕaĕRz Hĭĕ Ah0b; a;q;il Qĭĕeĕ fĕr ũ;0bĕLI eĕq ĭĭmu; ĩale Bnĕ;
LĭĕaĭRĕmez m̄ima;il Lb; 0ĕeu; BS a;q;il j̄e qCm, Bĕj;ĕfĕj;ĕc pLĕmĭ pĕĀ ĕk;N ĭĕa
e; f;ĭllĕm p0ĭl a;il Hĕĭĕ f;ĭbĭĕĕĕ ĭjh fĭh; f;ĭcu; EĭWĕh fĕĭnh;hĕ m̄ima;ĕL Lĭqĕme,
"ĕaj;il j;ĕL hĕm; ĕNz"

m̄ima; Lĭqm, "j;ĕL Bĭj hmh, ĩL;0 p̄0ĭcĭcL ĭj;S Lĭh;il ĭ ĭl ĕaj;ĕL ĩeĕa qĕh"

fĕĭnh;hĕ kMe ĭĭmĕme aMe p0ĭl a; BI Bfĭš Lĭĕa f;ĭllĕm e;-- p̄ Bfe Laĭĕĕ
f;ĭme Lĭĕa ANĭl qCmz

p0ĭl a; ĕL;Z qCĕa h;ĭql qCu; BĭpĕaC ĭheu a;q;il pĭqa fĕhĭĭ eĕju Bm;f S;ĭCh;il
ĕ0; Lĭlm, ĩL;0 HC Luĭĕe Lĕ HLV; qCu;ĕR, ĭ ĭm; Lĭlu; p0ĭl a;il ĕe e;Nĭm f;ĭCm e;ĭ
a;q;il j̄Mĭĕa, a;q;il ĕĭ0f;ĕa, H;e HLV; pĕĕ aĕĕĕlĭn f;ĭCĕaĕR ĕk, a;q;il L;ĕR ANĭl
qCĕa pwĕL;0 Efĭ0ba quz fĕhĭĭ ĕm;ĕn; J L;SLĕĭ ĭdĕ p0ĭl a;il HLV; ĩeĭmĕa;
ĭRm, HMe p̄CĕV Aaĕ;1 fĭĭ0gĕ qCu; EĭWu;ĕRz p̄ ĕk Aĭi eu-L;ĕkĭĭ Aĭ ĕ; p̄ ĕk;N ĭcu;ĭRm
a;q;il j̄dĕJ a;q;il ũ;a;ĕĕ e0 qu e;ĕz L;SI Seĕ a;q;ĕL kaVĕĕcĭLĭl p̄CVĕĕp;ĭllĭu;ĕ p̄
Qĭmu; k;ĕaz p0ĭl a;il Hĕĭĕ ĕĕ aĕĕĕlĭn ĭheuĕL Aaĕ;1 B0;a ĭcmz ĭheu ĭj 0L ĕm;L,
k;q;ĕĕl pĕĀ a;q;il p̄qĕĕ a;q;ĕĕl ĩeLV qCĕa ĕL;e;fĕL;il h;id; f;ĭCm ĭheĕl fĕr a;q;
Aaĕ;1 LĭWe quz HC fĭĭh;ĕ p0ĭl a;il ĩeLV qCĕaC Haĭce p̄ ĭhĕnoĭ ĭh p;ĭcĭl m;ĭ Lĭlu;
Bĭpu;ĕR, HMe qWĭv ĭhe; L;ĕZ fĭĭaqa qCu; hĕs;ĕ ĕhĕe; f;ĭCmz ĩL;0 kMe hĕTĕa f;ĭllĕm HC
HLC L;ĕZ p0ĭl a;il fĭĭa m̄ima;il j̄eJ Aĭi j;ĕeĭ Ecu qCu;ĕR aMe ĭheu p;ĕĕm;ĭ Lĭlm
Hhw m̄ima;il pĭqa a;q;il pĕĕ Bĕĭ; 0ĕeu qCmz a;q;il ĩeLV qCĕa p0ĭl a;ĕL Hs;Cu;
Qĭmh;il AhL;ĭnJ p̄ ĭcm e; , p̄ BfĭeC p0ĭl a;il ĩeLV-pwph fĭĭaĕ;N Lĭlm Hhw H;ĕ
Lĭlu; ĕĭmĕa ĕĭmĕa p0ĭl a; ĭheĕl ĩeLV qCĕa h;ĕĕĕ Qĭmu; ĕNmz

Hh;ĕ ĭulĭce ĕN;ĭ; Efĭ0ba e; b;L;ĕa ĭheu Aaĕ;1 Ah;ĕd fĕĭnh;hĕ fĭĭh;ĕĕl pĕĀ
pLm ĭLj Lĭlu; ĭj ĭnu; k;ĕa f;ĭllĭu;ĭRmz ĭheĕl ũi ĭh Hĕĭĕ Ah;ĭl a; ĭh fĕĕlĭn f;ĭju;ĕa
fĕĭnh;hĕ h;ĭsl pLĕmC HLV; ĭhĕno aĭĕ Aĕĭ h Lĭlmz ĭheuJ ĩeSI Hĕĭĕ h;id;ĕz

Üji jhL AhØb; mji Liliu; klf Be% f;cm Hje BI LM®; fju e;Cz a;qi®L k Cq;®Cl pLmIC i ;m; m;N®a®R Cq;C Aef h Liliu; a;qi l i ;m; m;N;Chil niš² B®; hijsu; EIWmz

fLiäl HC fpi®ZI pj®u, le®S®L üa;» niš²®a Aef h Lihil ic®e, lhe®ul LjR qC®a pÖllaj; c®l Qimu; ®Nmz HC ría HC BØja Aef pju qC®m c®xpq qCa, ilz° HMe ®pV; ®p pq®SC EšEZñ qCu; ®Nmz BØQñ HC ®k, mima;J pÖllaj l i ;h;Z! Efmr Liliu; a;qi l fía f®ñ efju Aijje fL;ñ L®l e;Cz Bhš J Aii e®ul Evp;qC il a;qi®L pCfZñAidL;l Liliu;IRm?

H ic®L pÖllaj®L Aii e®u ®k;N ic®a ®ciMu; qW;v qil;eh;h® Evp;ijqa qCu; EIW®mez lale "fE;I;X;Cp mØVÜ qC®a HL Awn Bhš Lilihe Hhw X;C®X®el L;hÉ-BhšI i ;jL;ül®f pWNE®al ®j;iqef niš² pð®a HLIV r® hš²aj Lilihe himu; üuw fÜ;h Lili®mez Cq;®a hlc;pc;lf j®e j®e AaÉ;¹ ihlš² qC®me, mima;J p;® qCm e;Z qil;eh;h® le®S jE;IS®V®VI p®A ®M; Liliu; HC fÜ;h f®ñ f;L; Liliu; B;pu;IR®mez mima; kMe himm hE;f;I;V;®L Ha p®ñ Liliu; a;®m jE;IS®V®V qu®aj Bfiš Lilihe aMe qil;eh;h® f®LV qC®a jE;IS®V®VI La' a; j;fL f® hijql Liliu; mima;I qi®a lcu; a;®L lel;šI Liliu; ic®mez

®N;I; l;he; L;S i; j®Z hijql qCu;®R, L® l;g;l®h a;qi ®Lq S;lea e;Z k;C;J pÖllaj; H pð®a ®L;®e; Lb; j®e Øb;e ic®h e; i ;h;u;IRm ah®f;laiceC a;qi l j®el li a®l Bn; S;®a ®k BS qu®aj ®N;I; B;ip®hz H Bn; ilR®aC ®p je qC®a c;je Lili®a f;il;a e;Z ®N;I;I K;c;pfef Hhw le®SI j®el HC Ah;dE;aju kMe ®p lel;lanu f;is; ®hid Lili®aIRm, kMe ®L;®e; j®a HC S;im IR® Liliu; f;m;ue Lihil Seé a;qi l IQš hE;L®m qCu; EIWu;IRm, Hje pju qil;eh;h®HLice ih®noi ;® Dn®I e;Z Liliu; pÖllaj l p;qa a;qi l pð®a f;L; Lihil Seé f®nh;h®L f®h®I Aef;id Lili®mez f®nh;h®Liq®me, ""HMe ®aj lhh;®ql ihmð B®R, Ha nE®E;BhÜ qJu; il i ;m;?"

qil;eh;h®Liq®me, ""lhh;®ql f®ñ ilR®L;im HC BhÜ AhØb;u k;fe L;I; E;®ul j®el f;ilZial f®r ih®no BhnÉL h®m j®e Liliz f;bj f;ilQu Hhw lhh;®ql j;TM;®e HCILj HLv; Bde;jaÉL pð®, k;®a p;wp;il L c;ilua®eC AbQ hæ B®R-- HV; ih®no EfL;ilÉ"

f®nh;h®Liq®me, ""B;R;I, pÖllaj®L IS' ;p; L® ®ciMz"

qil;eh;h®Liq®me, ""lale ®aj f®ñ j;a ic®u®Rez"

qil;eh;h® fía pÖllaj l j®el i ;h pð®a f®nh;h® HM®e; p®c;®q IRm, a;C lale le®S pÖllaj®L X;ilLu; a;qi l leLV qil;eh;h® fÜ;h Ef;Øba Lili®mez pÖllaj le®SI lãd;NÜ S;he®L HLv; ®L;bj;J Qs;Z; i ;® p;f;V Lili®a f;il®m h;®-- a;C ®p Hje Aihm® Hhw lel;Øqai ;® p;C;ja icm ®k f®nh;h® p;Ü¹ p®c;®q c®l qCu; ®Nmz lhh;®ql Ha f®ñ BhÜ qJu; LañÉ il e; a;qi lale i ;m;I®f ih®Qe; Lihil Seé pÖllaj®L Aef;id Lili®me-- avp®SÜ pÖllaj H fÜ;h ilR; j;® Bfiš Lili®m e;Z

h̄iEeŋ; p̄iḡh̄i l̄ej ʒZ p̄illu; B̄ipu; HLIV l̄h̄no ĩc̄e p̄Lm̄L X̄j̄Lu; i j̄h̄ c̄çf̄ial
p̄d̄a f̄j̄L; L̄i; q̄C̄h̄ H̄CI ƒ̄ İ̄ðbl q̄Cmz

p̄ŋl̄a; rZL̄iḡml̄ SeŒ j̄e q̄Cm̄ a; q̄il j̄e ʒe l̄ȳl̄ N̄ip̄ q̄C̄a j̄s̄² q̄Cu; ʒ̄Rz̄ ʒ̄ j̄e
j̄e İ̄ðbl L̄İm, q̄il̄jeh̄h̄L̄ İ̄h̄h̄q̄ L̄İl̄u; h̄İpp̄j̄īSI L̄īS̄ ʒ̄k̄iN̄ İ̄ch̄il̄ SeŒ ʒ̄ j̄e
L̄W̄i; īj̄h̄ f̄İ̄h̄a L̄İl̄h̄z̄ q̄il̄jeh̄h̄ İ̄eLV̄ q̄C̄aC̄ ʒ̄ f̄İ̄f̄q̄ M̄īleLV̄; L̄İl̄u; d̄j̄İ̄aŠ̄İ̄ p̄d̄a
C̄w̄İ̄S̄ h̄C̄ f̄İ̄su; a; q̄iC̄ İ̄eç̄h̄j̄a Q̄İm̄a b̄j̄L̄h̄ H̄CI ƒ̄ p̄wL̄Ōf̄ L̄İl̄mz̄ a; q̄il̄ f̄er̄ k̄i; q̄;
ç̄d̄q̄, H̄j̄e-İ̄L̄ Āİf̄İ̄, a; q̄iC̄ N̄q̄Z̄ L̄İl̄h̄i; f̄İ̄a' ; L̄İl̄u; ʒ̄ j̄e l̄ j̄d̄e M̄h̄ HL̄V; Ōḡf̄İ̄a
Ae; h̄ L̄İl̄mz̄

q̄il̄jeh̄h̄ p̄ç̄f̄īca C̄w̄İ̄S̄ L̄iNS̄ İ̄LR̄L̄im̄ d̄İl̄u; ʒ̄ f̄s̄ e; ç̄z̄ BS̄ ʒ̄p̄C̄ L̄iNS̄ R̄i; f̄i;
q̄Ch̄j̄; ǣ a; q̄i; q̄īa B̄İpu; f̄İ̄smz̄ ʒ̄h̄d̄ L̄İl̄ q̄il̄jeh̄h̄h̄no L̄İl̄u; C̄ f̄i; W̄; Cu; İ̄cu; ʒ̄Rez̄

p̄ŋl̄a; L̄iNS̄M̄īle Ō̄l̄ m̄Cu; İ̄Nu; İ̄ðbl q̄Cu; h̄İpu; f̄İ̄j̄ Lāh̄İ̄l̄ j̄a; a; q̄il̄ f̄İ̄bj̄ m̄iCe
q̄C̄a f̄İ̄s̄a B̄İñ̄ L̄İl̄mz̄ n̄İ; f̄ȲN̄İ̄Q̄s̄ İ̄eS̄L̄ R̄i; ǣf̄ j̄a; ' j̄e L̄İl̄u; H̄C̄ f̄İ̄ǣL̄i; q̄C̄a
Eƒ̄ç̄n̄ N̄q̄Z̄ L̄İl̄a m̄j̄İ̄Nmz̄

S̄i; q̄iS̄ f̄iḡm̄ Q̄İm̄a Q̄İm̄a q̄W̄iv̄ f̄i; q̄i; ʒ̄ W̄İ̄Lu; L̄i; a; q̄Cu; f̄İ̄smz̄ H̄C̄ p̄wM̄Ēju "ʒ̄p̄L̄ḡm̄
h̄juĀİ̄'-ej̄ L̄ HLIV̄ f̄İ̄h̄a B̄R̄, a; q̄īa hāİ̄j̄e L̄iḡml̄ j̄d̄e h̄İp̄ L̄İl̄u; J̄ k̄i; q̄i; ʒ̄p̄L̄iḡml̄
İ̄c̄L̄ j̄M̄ İ̄ḡl̄i; Cu; B̄R̄ a; q̄i; ç̄N̄L̄ B̄ǣj̄Z̄ L̄i; q̄Cu; ʒ̄Rz̄ k̄İ̄s̄²-İ̄m̄ ʒ̄k̄ Ap̄w̄Na a; q̄i; ēq̄, h̄İ̄h̄a
H̄Ī ƒ̄ k̄İ̄s̄² p̄ŋl̄a; p̄a; j̄e L̄İl̄āİ̄Rm, İ̄L̄z̄° f̄İ̄h̄aİ̄V̄ f̄İ̄sh̄i; j̄; ǣC̄ ʒ̄ h̄İT̄a f̄İ̄İ̄l̄m̄ ʒ̄k̄ H̄C̄
B̄ǣj̄Z̄İ̄ m̄r̄É̄ N̄i; l̄z̄ AbQ̄ a; q̄il̄ ej̄ e; ç̄, Abh̄i; a; q̄il̄ İ̄m̄İ̄Ma ʒ̄L̄i; ʒ̄e; f̄İ̄h̄aİ̄l̄ ĒŌM̄ e; ç̄z̄
h̄ç̄L̄İ̄ f̄İ̄aÉ̄L̄ -İ̄ml̄ à; i; HL̄V; L̄İl̄u; j̄; j̄e j̄İ̄l̄u; p̄leL̄ ʒ̄j̄e M̄h̄ qū H̄C̄ f̄İ̄h̄aİ̄l̄ f̄İ̄aÉ̄L̄
h̄īL̄É̄ ʒ̄aj̄ İ̄e ʒ̄L̄i; ʒ̄e; -HLIV̄ p̄S̄h̄ f̄ç̄; b̄İ̄h̄İ̄Ǖ q̄C̄aR̄ h̄İmu; ʒ̄ke HL̄V; İ̄q̄w̄p̄i; B̄e; ç̄ h̄İs̄² q̄Cu;
Ēİ̄W̄u; ʒ̄Rz̄

H̄C̄ f̄İ̄h̄a p̄ŋl̄a; f̄er̄ Ap̄q̄É̄ q̄Cu; Ēİ̄W̄mz̄ C̄q̄il̄ f̄İ̄aÉ̄L̄ k̄İ̄s̄² f̄İ̄ah̄i; ç̄l̄ à; i; M̄™ M̄™
L̄İl̄u; ʒ̄ḡİ̄m̄a a; q̄il̄ C̄p̄R̄i; q̄Cmz̄ ʒ̄ j̄e j̄e L̄İqm, N̄h̄j̄; q̄eh̄h̄k̄İ̄C̄ C̄p̄R̄i; L̄ḡe āh̄ H̄C̄
f̄İ̄h̄aL̄ İ̄aİ̄e d̄m̄ju m̄V̄i; Cu; İ̄c̄a f̄i; ʒ̄le; ʒ̄N̄i; l̄j̄ E < İ̄m̄ j̄M̄ a; q̄il̄ ʒ̄Q̄iḡm̄İ̄ p̄j̄e ʒ̄S̄İ̄l̄aj̄İ̄
q̄Cu; S̄i; N̄u; Ēİ̄W̄m̄ H̄hw̄ a; q̄il̄ f̄İ̄h̄m̄ L̄~ǖl̄ p̄ŋl̄a; h̄L̄İ̄ İ̄ī aİ̄ f̄k̄İ̄; d̄İ̄lea q̄Cu; Ēİ̄W̄mz̄ ʒ̄p̄C̄
j̄M̄İ̄ J̄ h̄īL̄É̄l̄ Ap̄j̄; ēf̄a; i; L̄i; ʒ̄R̄ H̄C̄ f̄İ̄h̄a J̄ f̄İ̄h̄aḡm̄M̄L̄İ̄ r̄a; a; H̄j̄eC̄ āp̄R̄ q̄Cu; Ēİ̄W̄m̄ ʒ̄k̄
p̄ŋl̄a; L̄iNS̄M̄i; e; ʒ̄L̄ j̄j̄İ̄V̄a ʒ̄ḡİ̄mu; İ̄cmz̄

ĀeL̄ L̄im̄ f̄İ̄l̄ p̄ŋl̄a; B̄f̄İ̄e ʒ̄p̄İ̄ce İ̄hēul̄ L̄i; ʒ̄ B̄İpu; h̄İpm̄ H̄hw̄ a; q̄i; ʒ̄L̄ L̄b̄ju L̄b̄ju
h̄İmm, "B̄p̄R̄i, B̄f̄İ̄e ʒ̄k̄ h̄m̄İ̄R̄me ʒ̄k̄-ph L̄iNS̄ B̄f̄e; ç̄l̄ ḡm̄M̄i; ḡh̄İ̄ūR̄ B̄j̄i; L̄ f̄s̄a
H̄e ʒ̄ç̄he, L̄C̄ İ̄c̄me e; j̄?"

İ̄heu H̄ L̄b̄i; h̄İmm̄ e; ʒ̄k̄ Ç̄aj̄d̄e p̄ŋl̄a; i; j̄h̄z̄' ʒ̄ç̄İ̄mu; ʒ̄p̄ B̄f̄e f̄İ̄an̄İ̄a f̄İ̄me
L̄İl̄a p̄i; q̄p̄ L̄ḡ e; ç̄-- ʒ̄p̄ L̄İqm, "B̄İj̄ ʒ̄p̄-ḡm̄i; HL̄ǣ p̄wN̄İ̄q̄ L̄ḡ ʒ̄M̄İ̄R̄, L̄im̄C̄ H̄e ʒ̄ch̄z̄"

İ̄heu f̄İ̄İ̄ce f̄İ̄ǕL̄i; J̄ L̄iNS̄İ̄ HL̄ f̄ȳh̄m̄ B̄İeui; p̄ŋl̄a; ʒ̄İ̄cu; N̄mz̄ p̄ŋl̄a; ʒ̄p̄-İ̄m̄
q̄īa f̄i; Cu; B̄İ̄ f̄İ̄sm̄ e; j̄, h̄i; ʒ̄, l̄ j̄d̄e l̄j̄İ̄mu; İ̄cmz̄ f̄İ̄s̄a AaÉ̄; ʒ̄C̄p̄R̄i; L̄İl̄m̄ h̄İmu; C̄ f̄İ̄sm̄ e; j̄
İ̄Q̄S̄L̄ ʒ̄L̄i; ʒ̄e; j̄aC̄ İ̄h̄İ̄r̄ç̄ q̄C̄a İ̄c̄h̄ e; f̄İ̄a' ; L̄İl̄u; İ̄eS̄İ̄ İ̄h̄a; q̄É̄ İ̄Q̄S̄L̄ f̄eh̄N̄İ̄

qil jehihd nipejdle pj fV Llluj BI-HLhjl p pizle Aei h Lllmz

Iihhi l ice pLm Bej uf fje pjsairme, ninj me ayqil fin hipu; pfjil Ljvu; Ufjli Liraiz Hje pju ihu Bipu; 0 fhn Liraic ninj me ayqil Lm Bm qc a pfjil gimuj lcu; asiajs Ol Rjsu; fmicu; Nm Bej uf HVMje jLU; qjlpmez

Iheu pLmC pA i jh Lira fjl az ninj mel pA Haice ayqil kbø qeja; irmz Ei u frc fløf l flla Mh Efâh Qimaz ninj me ihuul Sæ; mLCu; Ijmu; ayqil leLV qc a Nøf Bcu; Lihil Efju hijlq Llujirmz ihu ninj mel Sthel c-HLV; pjjef OVe; Ahmde Llu; ayqa kbø IP gmicu; c-HLV; Nøf hje;Cu; Ijmu;irmz ayqilc Aha;IZ; Llm ninj me hsc Sè qc az flbj p hsi l flla lj b; i joZI Afhic lcu; EQL fahicl Ø; Lila; ayqa qil jilem Ol Rjsu; fmjue Lila az pJ ihuul Sthelila ihla Llu; fjmV; Nøf hje;Chil Ø; Llu;R-- ilz l Qe;niša p ihuul pj Lr e; qju; a H pða h; HLV; pgma; mji Lira fi e;Cz

kij; qEL, ihu H hjs a BipmC ph LjS gimuj ninj me ayqil pA Nmjm Lihil Se f RVu; Bipaz HL-HL ice Ha Evfja Lila k Bej uf ayqil i vlpe; Lira e, ilz l cjo a; ayqil Hlmil irm e; ihu ayqil Hje Esisa Llu; ama k BaipwhlZ Lli ayqil frc Apnh qc az pc ninj me BS kme ihuul cimuj asiajs Ol Rjsu; fmicu; Nm ame Bej uf qjlpme, ilz l p qjlp pMI qjlp e;qz

Iheu LJ HC r a OVe;u Hje Bøja Lilm k, p ilr rZI Se f Qf Llu; hipu; liqmz ihuul frc ninj mel ihh;q Lli k Lamje ApwNa ayqil HCl f R;V;M;V; h;f;ic gVu; Ewz ihu kme pcjia lcu;irm ame p Lhm N;l;l pA ayqil ha pa l Lbic iQz l Llu;irm, h;f;iv;l Løfe;l a;l; Aeh L e;Cz ai Rjs; Bjicl c n ihh;qv; k fðjea hšNa e;q, ayqil fjllh;ll, HC Lbi mCu; ihu N h Llu; LjN S Ael fha imimur; le SJ H pða Lje; hšNa Cpr; hi hab;l je ØbeJ cu e;Cz BS ninj me k ihuul cimuj Bfe;l hl himuj Ish Ljvu; fmicu; Nm Cq a ninj mel pA ayqil i jhf pða l HLV; Qqil; ayqil LjR cm; lcz j pa j d e ayqil pj U' Az xLIZ ih a; qf qCu; Eiwz N;l;l k ayqil flial ihl;U ayqil Lac fkl; mCu; kjc air m Cq; je Llu; N;l;l Ef ayqil l jN qCm, le SI Ef l d, j l Sij m, Hhw Bej uf k fbj qc aC HC ihh; q le od Llu; Re ayqil Øj lZ Llu; ayqil p r cin la; u ayqil flla ihuul je ihøjuj in a i š a fZ l qCu; Eiwz

Bej uf ihuul je l i jv; hTmez lale Aef ic l ayqil je l igl;Chil Se f

hīmme, "Ljm Nijl iōiW fūir iheuz"

Iheu HLV=Aefjeú i iñC Liqm, "IL imMR?"

Bejuf Liqme, "ieSI Mhl hsi HLV; ILR=cu lez cñl RjVim;Lcl celhi cM cM Lq imMRz Ojofjsi hm LjeHL Nij jēiSØVM Lf ph Aefju LqR a;IC hZie; LqRz"

Nijl fīa HLV; ihl;Ü i iñl EŠSe; qC=aC Aplqo=qCu; Iheu himu; EIWm, "Nijl I fñl icLC clø, BI Bjl; pj;SI hLI Efñ hñ fīaice k-ph Aaf;Q;I LIIR a; LhmC j;Sle; LIa qñ, BI hm;a qñ Hje pvLjñBI ILR=q;a fñl eiz"

qWiv Nijl Efñ HCl f c;oj;I;f Līlu; Iheu ke Aef fr himu; ieS=L cys LI;Cm cīMu; Bejuf qj;pmz

Iheu Liqm, "ji, a; j qipR, j e LIR qWiv Iheu Hje I;N Lq EIWm Le? Le I;N qu a; j;L himz pdfñ pice Bj;L a;cl eqiV ØVn e a;I HL hã h;N;e Ieú INuIRmz Bj; ñu;mc; Rjs=aC hñ BIñ qmz p;cfñ ØVn e kMe Nis bij m cīM, HLIV p;qih-Lifs-fl; h;Pim IeS j;bu icihē Rja; Ieú a;I ØæL Nis b;L e;h;ñz Øæf L;ñ HLIV Inö Rñ; N;ul j;V; Q;clV; Ieú pC RmivL L;e; j;a eL M;im; ØVn eI HL d; c;is; p h;Q;I n;a J m< ju Ssps q; Ii S;a m;Nm-- a;I üj f iSlepfae Ieú Rja; j;bu Ieú q;LX;L h;id; Ieñz Bj;I HL j;fañ j e f;s Nm, pj;U' h;wm;cñ IL q;a IL hñ;a IL i a IL Ai a L;e; Øæñ;LI j;bu Rja; eCz kMe cMmj üj V; Iemk i iñ j;bu Rja; IeúR, BI a;I Øæf N;u Q;cl Y;L; Ieú eñ Ii S;R, HC hñq;I V;L j e j eJ Ie; LI R e; Hhw ØVnep; L;e; m;LI j e HV; ILR; j;æ Aef;ju hm h;id q;R e; aMe b;L Bij fīa' i L;IR-- Bj;I Øæñ;Lcl Aaf; j;cl Lī -- a;cl mrñ hm, chñ hm S;le, H-pj;U' AmfL L;hēLb; BI L;e; j;ce j;MJ Ep;Q;I Z LIh e; Bj;I cñL him j;a; j, IL; cñl pC e;I f;ñ j;Iq; cñl Øæñ;LI j dē kic fātr e; Lī -- h;Ü;a, niš;a, Lañh;ñ;di Kc;ñ; Bj;cl j;ucl kic f;ñ fīl Za p;aS phm i iñ Bj;I e; cīM-- Oñl j dē cñma; pwLEZñ; Hhw Afñl Zia kic cM;a f;C-- a; qñ LM;e;C cñl Efñl Bj;cl L;R E< ñ q; EIWñ e;I"

IeSI Evp; q qWiv mī< a qCu; Iheu üj iñL pñ Liqm, "ji, a; j i;ñR Iheu j;T j;T HCl Lj h;si h;si Lb;u hš;a; Lq b;L-- BSJ a;L hš;a;u f;Rz Ai f;phna Bj;I Lb;ñ; hš;a;I j;a; q; f;s, BS H Bj;I IL; hš;a; euz cñl j;ul; k cñl LaM;je Bñ Bij a; i;ñ; Lq h;aC f;ñ Ie, LM;e; I;Q;J Lī Ie; j;I, BI ññ hLh e;I Bij ññ Lb; LC hm Bj;I Lb;L LE Bj;I C j;eI Lb; hm Iññp Lq e;I Hh;I b;L Lb; Lj;hz"

himu; Iheu BI Iñm; e; Līlu; Evp; q; c; f; I;S f;ñ;je Līlmz

Bejuf j;Iq;L X;L;Cu; hīmme, "h;h; Iheul p;A Bj;cl nñj ññl Iñh; q qñ e;I"

মহিমা Le? a; j;I Aja B;R?

Beʒjuʃi এ সফ্রাং ণো ফক্লি'ইল্‌ন ei h'মC Bjil Aja, eC'ম Aja LIh'Le?
মহিমা ণি'লি' লি'স q'র, l'heuJ li'is, a'ন ইল্‌ন ei 'Le? Ahn'f, a'j k'ic ja ei c'j
aj q'ম l'heu H L'is LI'ন ei 'p B'ij S'ilez

Beʒjuʃi আমি বিনয়'ল' 'aj'li' 'Q'u i j'ম; S'ilez

মহিমা ণি'লি' 'Q'uJ?

Beʒjuʃi হাঁ, ণি'লি' 'Q'uJ i j'ম; S'ile, 'pCS'e'fC pLm 'icL ' 'n B'ij ja 'ic'a f'li'R
'ez

মহিমা আ'pRi, ণি'লি' 'ig' B'pLz

Beʒjuʃi মহিম, আমার কথা ণি'রে; H 'le'u k'ic 'n'ln f'is;f'is LI aj q'ম 'noL'j'm
HLV; 'N'ij'm q'nz B'ijl C'pRi eu 'k, ণি'লি' l'heu'L H 'le'u 'L'ie; Lb; h'mz

"'B'pRi 'cM; k'ic'" h'imu; j'iqj j 'M HLVi f'ie mCu; l'jN L'li'u; OI qC'a Q'imu; 'Nmz

ʔNij; kMe ijʔ hijql qCm aMe aqil pʔA Alhejn jlamim hpzʔ Hhw Ij;fġa HC
 QilSe pʔA ĪRmz ĪLzʔ ʔNijil ĩecġu Evp;ql pʔA aqil; a;im IjġMʔa fġilM e; Alhejn Hhw
 hpzʔ Apʔb nġI Rʔ; Lġlu; Qil-fyQ ĩcʔel jʔdġC LġmL;aju ġġlu; Bġpmz ĩeajzʔC
 ʔNijil fġa i Ĩšʔhna jlamim J Ij;fġa aqil HLm; ʔġġmu; Qġmu; k;Cʔa fġilM e; ĪLzʔ
 aqil;L Lʔl pfj; ĪRm e; L;LZ, ʔNij; Qġmu;J nġzʔ qu e; B;hl ʔL;ib;J Īʔbl qCu; hij
 LġʔaJ aqil ĩhlĨšʔ e;Cz Nġj; ʔk-ʔL;e; Nqʔb ʔNij;L hġpZ ġġmu; i Ĩšʔ Lġlu; Oʔ
 IjġMu;R aqil ġġsʔa Bqil hġhq;I kaC Apʔhd; qEL, ĩcʔel fl ĩce ʔp L;V;Cu;Rz
 aqil Bm;f öleh; Seġ pj Ū' Nġj; ʔm;L aqil Qil ĩcʔL pj;Na qCa, aqil Rġsʔa
 Qilqa e;

i âpj;S ĩnrâpj;S J LġmL;aj-pj;Sġ hijql B;hl ʔcnV; ʔ ĪLġʔ ʔNij; aqil HC
 fġj ʔġġmz HC ĩei ʔa fġL;™ Nġjġ i jlahoġ ʔk La ĨhġRʔ, La pWLEZġ, La cġġġm-- ʔp
 ĩeʔSI nĨšʔ pʔʔa ʔk ĪLġʔ ĩeajzʔ Aʔae Hhw j Ăm pʔʔa pġfʔġġA' J Ec;pte-- fġafL
 fyQ-pja ʔeʔnġ hġhd;e aqil pj;ġSL fġbġġ ʔk ĪLġʔ HL;L-- fġbhġġ hġv LjġRʔe
 Qġmh; fʔr ʔp ʔk LaC ūġġa J L;ġfġeL h;ġju fġaqa-- apRajL ʔk ʔp LaC hʔs;
 Lġlu; S;e Hhw pWŪ;L;ġeC ʔk aqil L;R ĪLġʔ ĩeʔQmi jġġ LġWe-- aqil je ʔk LaC
 pġ, fġZ ʔk LaC ūʔf, ʔʔ; ʔk LaC rġZ-- aqil ʔNij; Nġj hġpġCġ jʔdġ H;e Lġlu; hij e;
 Lġġm ʔL;e;ġʔaC Lʔfe; Lġʔa fġil a e; ʔNij; Nġj hij Lġh;L pj; HLV; f;ġju B-e
 m;ġNu;ġRmz Ha hʔs; HLV; pWLʔVJ pLʔm cmhŪ qCu; fġZfZ ʔʔju ĨhfʔCġ Ĩhl;Ū L;S
 Lġh;L nĨšʔ ʔk aqil;L La Aʔf aqil ʔġġmu; ʔNij; BʔQkġ qCu; ʔNmz pLʔmC ʔġmj;ġm
 ʔc;ġ;ġ;S L;ġ;L;ġV Lġʔa m;ġNm, ĪLzʔ ĨhġdhŪi jġġ ĪLRġ Lġʔa fġilM e; ʔp f;ġ;L ĩeLʔV
 Sm;nu ĪRm e; ʔġul; cġ qCʔa Sm hġqu; Bġeu; OʔI L;S Q;ġju, AbQ fġaġcʔeġC ʔpC
 Apʔhd; m;ʔh Lġh;L Seġ OʔI HLV; ūʔfhġu Lʔf Mee Lġlu; I;ġm pWġġafʔ ʔm;LġJ ʔp
 ĪQ;ġC ĪRm e; fʔġġ H f;ġ;ju j;ʔT j;ʔT B-e m;ġNu;R, aqil;L cʔġġ Evf;ja ġġmu;C
 pLʔm ĩel;ġġj qCu; BʔR, ĩeLʔV ʔL;e;fġL;L Sʔmġ hġhʔb; Lġlu; I;ġMh;L Seġ aqil;L
 ʔL;e;ġ;f ʔʔ;C Sʔj e;Cz f;ġ;L ĩeajzʔ fġu;Se pʔʔaJ k;ġ;ġCġ ʔġdnĨšʔ H;e BʔQkġ Apġs
 aqil;L L;R pj Ū' cʔġġ Bʔm;ʔe; Lġ ʔNij;L L;R Ĩhʔf ġġmu; ʔġd qCmz pLʔmġ ʔʔu
 ʔNij;L L;R BʔQkġ HC m;ġNm ʔk, jlamim J Ij;fġa HC-pj Ū' cʔġġ J OVeju ĪLRj;ġe
 ĨhQġma qCa e; hl' ʔNij;L ʔr;ġ ʔL aqil; ApWNa ġġmu;C jʔe Lġ az ʔġV;ġm;Lġ; ʔa;
 HCġLj Lġlu;C b;ġL, aqil; H;e Lġlu;C i jġġ, HC-pLm LʔL aqil; LʔC jʔe Lʔ e;
 ʔġV;ġm;Lġġ fʔr Ĩġʔ R;ġ; Bġ-ʔ ĪLRʔqCʔaC fġġ, aqil; Lʔfe; Lġ aqil; ġġs;ġġs

hĩmu; ħ;id L^Qz HC A' a; Ssa; J c^xMI ħ;T; ħk L^E i uwLI fL;™ Hhw HC i;il ħk
Bj;ċl ĩnĩra-Aĩnĩra def-ċil ħ pL^mIC Ly^dI EfI Q;ĩfu; ĩlqu;Ġ, fPaÉL^QLC ANpI
qC^a ĩc^aR^R e; HC Lb; BS ØfØ Lĩl u; ħT;u; ħ;il; ĩQš ĩ;ĩeice ĩL^Ø qC^a m;ĩNmz

jĩlam;ĩm ħ;ĩs qC^a fB;il pwh;ic f;Cu;ĠR ħĩmu; ĩħc;u qCm; ħ;il;il p^Ā ħhm ĩj;ĩfĩa
AhĩnØ ĩlqmz

Ei ħu Qĩm^a Qĩm^a HL S;uN;u ecfl Q^Q HL j;pmj;e-f;ĩs;u Bĩpu; EfĩØba qCmz
BĩabÉNq^ZI ffa;ĩn;u M;S^a M;S^a pj;U' N;ĩ; ĩ j^QÉ ħhm HLIV OI j;ĩe ĩq^z e;ĩf^al
pā;e f;Ju; ħNmz c^ċ ħ;ĩpZ a;q;ilC O^Q Bnũ mC^a ĩNu; ħ;ĩMm, ħ;U e;ĩfa J a;q;il Øæf
HLIV j;pmj;e;el ħ^mL f;ĩme Lĩl^aRz ĩj;ĩfĩa AaÉ; ĩe;u;ħ;e, ħ^p ħ; ħ;L^m qCu; EĩWmz
ħ;il; e;ĩfa^L a;q;il Ae;Q;ĠI SeÉ ĩ v;ĩe; L;ĩ^a ħ^p Lĩqm, "W;L^ċ, Bj;il; ħĩm qĩl, J;il;
ħ^m Bō;il, ħ^L;e; ag;ia ħ^ċz"

aMe ħ^ċ ħ^mI qCu;ĠR-- ĩh;UÉZ^ĩ ħ;ĩm;ØI, ecfl ħ;yc^z ĩj;ĩfĩa ĩff;ĩp;u ĩL^Ø qCu; Lĩqm,
"ĩq^z ħ;e;fu Sm f;ic ħ^L;b;u?"

e;ĩf^al O^Q HLv; LyQ; L^š B^R-- ĩL;^o ĩ;Ø;Q;ĠI ħ^p L^š qC^a ĩj;ĩfĩa Sm M;ic^a e;
f;il;u; j; ħ ĩh; oⁿ Lĩl u; ħ;ĩpu; ĩlqmz

ħ;il; ĩS' ĩp; Lĩl m, "H ħ^m ĩL j;il-ħ;f ħ^ċz?"

e;ĩfa Lĩqm, "c^ċ B^R, ĩL;^o e; b;il;ilC j^az"

ħ;il; Lĩqm, "ħ^p L^E ĩLj?"

e;ĩfa ħ^k ħa;q;ipV; ħĩmm, a;q;il j; ħⁿHC--

ħ^k S;ĩj;ċil^a Cq;il; ħ;ip Lĩl^aR^R a;q;il e;fmLI p;ĩq^hċl ħS;il;z Q^Q e;fmI S;ĩj mCu;
fB;ĩċl p;ĩqa e;fmL^ħ ĩh^Q;ĩdI A;¹ e;ċz AeÉ pj;U' fB;ĩ ħn j;ĩleu;Ġ, ħhm HC OI-
Q;iof^QI fB;ĩċN^L p;ĩq^h; ħ;ĩpe Lĩl u; ħ;idÉ Lĩl^a f;ĩ^Q e;ċz ħM;eL;il fB;ĩ;il; pj;U^C
j;pmj;e Hhw Cq;ĩċl f;ĩ;e gl;pc^ĩ ĩL; q;il; ĩ u L^Q e;z e;fmL^ħ Evf;ia Efm^R c^ċ ħ;il
f;ĩmp^L ħ^p ħ^m M;ĩVu; Bĩpu;ĠR; a;q;il ħ;e AhØb; qCu;ĠR ħ^k, a;q;il O^Q ĩ ja
e;ċ ħĩm^mC qu, ĩL;^o ħ^p ĩLR^a ħ^ċ ħ;ĩ^a S;ĩ^e e;z ħh;ĩ^Q ecfl LyIQ Q^Q Q;io ĩcu; ħ N;ĩ; ĩ
ħ;ĩ^Q ĩL; ħ^Q; ħ;ĩ; d;e f;Cu;ĩRm-- BS j;ipM;ĩeL qCm e;fmL^ħ j;ĩ^eS;il p;ĩq^h u;uw
Bĩpu; m;ĩWu;mpq fB;ĩ;il d;e m^ħ L^Qz ħ^pC Evf;ĩ^al pj;u gl;pc^ĩ p;ĩq^h ħ;e q;ĩ^a ħ;e
HL m;ĩW ħp;Cu;ĩRm ħ^k ħ;ĩš; ĩM;e;u mCu; ĩNu; a;q;il ħ^pC q;ia L;ĩVu; ħ;ĩm^a qCu;ĩRmz ħa
ħ^s; c^xp;q;ĩpL ħ;ĩf;il ħ A' ħ^m BI LM^e; qu e;ċz Cq;il fl qC^a f;ĩm^pl Evf;ia f;ĩs;u
f;ĩs;u ħ^{ke} B-^eel j^a; m;ĩNu;ĠR-- fB;ĩċl L;iq;ĩ; O^Q ĩLR^a ĩ;ĩMm e;il, O^Q ĩ ħ^Q ħ^Q ħ^Q
C< a BI b;ĩ^L e;z gl;pc^ĩ ĩHhw ĩh;U^l ħ;ĩL^L q;ĩS^a ĩ;ĩMu;ĠR, N;ĩ; ĩ ħ;ĩal ħ;ĩL fm;iaL
qCu;ĠRz gl;il f;il ħ;il BS ĩel^æ, ħ;e-ĩL a;q;il fl^eel ħLM;ĩe j;ĩe L;ĩf^S ħ;e ħn;
qCu;ĠR ħ^k, OI qC^a ħ^p ħ;ilqI qC^a f;il;ia e;il; a;q;il ħLj;ĩe ħ;ĩmL f^æ a;il;S, e;ĩf^al
Øæf^L N;ĩ; p^ċf^L ĩj;ilp ħĩmu; ħ;il;La; ħ^p M;ic^a f;u e; ħ;ĩMu; e;ĩf^al Øæf a;q;il ĩe^Sl
ħ;ĩs^a B;ĩe;u; f;ĩme Lĩl^aRz e;fmL^ħ HLv; L;ĩ;il ħ^z ħ^z ħ^z ag;ĩ^a, ħ;ĩ;il; ħ^m;

aqil cmhm mCu; pM;e B^R, ac¹Efm^R N^{ij} k LMe B^p Hhw Lf L^q aqil
İWL^{je} e;Cz NaLm^f e;İf^al fİa^hn^f hÜ e;İS^{ij} I O^q fİm^pl Bİhi İh qCu;İRmz e;İS^{ij} I
HL k^hL n^fmL, İi æ H^mL; qC^a aqil i İNefl p^A ^cM; Lİl^a Bİpu;İRm-- c;İjN;
İeaj^z İhe; Lİl^z "hV; ^ai ^sİuje Lj eu, ^cMR hVİl h^lLI Rİla' hİmu; q;^al mİİWV;
İcu; aq;L Hje HLv; ^myQ; jİİl m k aqil cya i jİPu; İš² fİs^a mİİNm, aqil i İNef
HC Aa^fQ;İ ^cİMu; R^İVu; Bİp^ac ^pc hÜ;L HL d; , j jİİl u; ^gİmu; İcmz f^hİ fİmp H
fİs;İ Hjea^q; Efâh Lİl^a pİqp Lİl a e; , İL^z HMe fİs;İl hİmü k^hfİ^oj;æC qu
^Ngajl eu fmİaL qCu;Rz ^pc fmİaLİcN^L p^aİ^el Efm^r Lİl u;C fİmp Nİj^L HM^e;
nİpe Lİl^aRz L^h H N^q LİİV; k;C^h aq; İLR[€] hm; k;u e;z

Nİj; ^ai EİW^a Q;u e; , J İc^L İjİfİal fİZ hİql qC^aRz ^p eİf^al j^ml Cİah^s
ⁿo e; qC^ac İS' İp; Lİl m, "İq^z fİs; La c^q B^R?"

eİf^a Lİqm, "æ^zn ^csL c^q k efmL^İ Lİjİl , a;İ aqİpmc;İ hİpZ, e; j jİdh
Q;V^z İ"

Nİj; İS' İp; Lİl m, "üi jhV;?"
eİf^a Lİqm, "k;ç^a hm^mC quz Ha h^s; İec^İ AbQ ^Lnm^f ^mİL Bİ ^cM; k;u e;z HC
k Lİce c;İjN;L O^q f^oR a;İ p;İ^U MİQ; B;İ^cİC LİR ^bL Bc;u Lİ^h-- a;İ^a İLR^z
j^eg;J b;L^h"

İjİfİa Lİqm, "N^hh;h; Qme Bİ ^ai fİl; k;u e;z" İhⁿoa eİf^a-hE kMe j^pm; j^e
^RmİV^L aq;İ^cİ fİA^Z L^uVİl LİR cys Lİ;Cu; OİV^a Lİl u; Sm a^mu; Øe;e Lİ;Cu;
İc^a mİİNm aMe aq;İl j^e Aa^fİ¹ İjN qC^a mİİNm Hhw H hİs^a hİpu; bİL^a aq;İl
fİİšC qCm e;z

Nİj; k;C;İl p;u eİf^aL İS' İp; Lİl m, "HC Evfİ^al j^de^f a^İ k H fİs;İu HM^e;
İV^L B^R? Bİ ^Lİb;J ^aİj;İl Baİu ^LE ^eC?"

eİf^a Lİqm, "A^eL İce BİR, H^cİ Efİ B;İl j;İu; f^s ^NRz Bİj İq^z eİf^a ,
B;İl ^sİa;S;İ İhⁿo İLR^z ^eC h^m L^İİ ^mİL B;İl Nİ^u q;İ ^cu e;z BS H fİs;İl fİ^o
hm^a Bİ h^s; ^LE ^eC, Bİj kİc k;C a;İ q^m ^gİ^u-^mİ; İ^uC j;İl; k;İ^h"

Nİj; Lİqm, "BİR; , M;Ju;c;Ju; L^q B;İl Bİj Bphz"

cİl;Z r^dİab;İl p;u HC efmL^İ Evfİ^al p^cİ^İİhİ^z İjİfİa Nİjİ ^mİLİ EfİC
OİV;İ ^Nmz hVİl; fİ^mİ İhİ^İÜ j;İb; a^m ^aQ;u Cq; ^Nyul j^pm; j^eİ Øfdİ J İeh^İÜa;İl
Qİj hİmu; aq;İl LİR j^e qCmz k^bİQa nİp^eİl à;İ; Cq;İ^cİ HC KÜa^f Q^zİ qC^mC k
İ^mİ qu Cq;İ^a aq;İl p^zq İRm e;z HC fİLİ^İİ m^rİR;İ; hVİ^cİ fİa fİm^pİ Evfİa
OİV;İC bİ^L Hhw OİV^ac hİd^f Hhw Cq;İ;C ^pSef fİd;ea cİuf HCl^f aq;İl dİl;Zİ jİe^hİ
p^A İjV;İV Lİl u; mC^mC ^ai qu, ^gp;İc hİd;C^a k;u ^Le, ^aS HMe İİqm ^Lİb;İu? hÜ^a
İjİfİal A^zİİ p;İe;İ İa efmL^İ p;İ^qİ fİaC İRmz

j^de;İ^zİ^z Ešç hİm^f Efİ İcu; Qİm^a Qİm^a Nİj; p;İ^U İb HLİV Lb;J hİmm e;z

Ahⁿo NjRfimi! li al qC^a LjRihjisl Qimi kMe iLR^e qC^a cMj Nm aMe qWiv
Njij Bipu; Liqm, "Ijifla, a^h M^a kJ, Bjj pC eif^aal hjs Qmmjz"

Ijifla Liqm, "p Lf Lbi! Bfle Mⁱhe ej? Qiv^e I JMⁱe Mijui-cjui L^q aij
f^q k^hez"

Njij Liqm, "Bjil Laih^e Bjj Lih, HMe a^h Mijui-cjui p^q LmLjaju Qm
k^u-- I Q^of^d-Q^q Bjil Qⁱd qu iLR^{ice} b^l k^a qⁿ-- a^h p f^{il}h^e ez"

Ijifla! nlf LViLa qCu; Eiw^m Njij j^a; dj^hz i^qca I Cm^qRI O^q hip Lihij
Lbi Lje^uj^m EpQiz Lilm aic p i jhu; ficm ez Njij iL fje^q iSe filatⁿ Liliu;
fⁱu;f^hnel p^wL^of Liliu;R aic p i jh^a mijNmz iL^z aMe i jhhij pju e^q, HL-HL
j^qsaⁿ aqil Lj^r HL-HL kⁿ himu; Qⁱd qC^aR; Njij p^A atⁿ Liliu; LilmLjaju
fmju^el Se^f aqil^L AidL Ae^qid Lila qCm ez rZL^qm^l Se^f Ijifla Qiqu; c^lMm,
Njij p^ef^on^cq HLIV Mhⁿ Rju; gⁱmu; j^de^qz MI^qza Sen^ef a^ç h^mLij j^de^lcu;
HLjLf ig^llu; Qⁱmu;Rz

r^qju ab^{ju} Njij^L Aii i [§] Liliu;Rm, iL^z c^hh^s Ae^qjuLij j^dh Qiv^e I A^e Mijui
a^h Sja h^yQic^a qC^h, H Lbi kaC iQ^z Lila mijNm aaC aqil Apq^e Qⁱd qCmz aqil
j^m-Qⁱm mijm J jⁱbi Nij qCu; j^el j^de^l ihoj HLV; ih^aiq Efⁱba qCmz p i jhm,
"fih^ea^qL hij^ql iSlep Liliu; a^hmu; i j^lah^on^l Bjj; H Lf i uwLI Adjⁿ Lila^{al}Rz
Evfia Xijlu; Bleu; j^pm^je^l k^q mⁱL fise Lila^aR aqilC O^q Bjil Sja bil^h
BI Evfia üf^lij Liliu; j^pm^je^l R^mL k^l Irj Lila^aR Hhw pjⁱSI le^qij hqe
Lila^a f^ua qCu;R aqilC O^q Bjil Sja e^o qC^h! kⁱC^ql, HC BQⁱlhQⁱl
i j^mij^ql Lbi f^q i jhh, iL^z HMe^a f^{ij}lmij ez'

eif^a Njij^L HLMij ig^lla c^lMu; B^ookⁿqCu; Nmz Njij f^hq Bipu; eif^aal Oiv
le^{SI} qⁱa i j^mij Liliu; jⁱsu; L^f qC^a Sm a^hmu; Mijm Hhw Liqm-- O^q kic iLR^qim
Xim bi^L aⁱ c^j Bjj Iyⁱdu; Mijchz eif^a h^eu^l qCu; Iyⁱdhij SⁱNis Liliu; icmz Njij Bqil
p^{ij}lu; Liqm, "Bjj^aijⁱ HMⁱe c^qil ice bij^Lhz"

eif^a i u fⁱcu; qia Sⁱs Liliu; Liqm, "Bfle HC Adjⁱ HMⁱe bij^Lhe aij Q^u
p^{ij}ijⁿe^l Bjil BI iLR^e e^z iL^z c^lM^e, Bjil^{cl} Ef^q f^mpl cⁱo f^sR, Bfle bij^Lm
Lf^qgpⁱc OV^h aij hmⁱ kⁱu ez"

Njij Liqm, "Bjj HMⁱe Efⁱba bij^Lm f^mp^l Lⁱeⁱ Evfia Lila^a pijp Lih^e ez
kic L^q, Bjj^aijⁱcl Irj Lihz"

eif^a Liqm, "cⁱqⁱC Bfeij, Irj Lihij kic Q^oij L^qe aij q^m Bjil^{cl} BI Irj
bij^Lh^e ez J^hvij i j^hh BjjC Q^ez^l L^q Bfeij^L x^l H^e J^{cl} ihⁱu^l pⁱr^f SⁱNis
L^q ic^uilRz Haice Lⁱeⁱf^lij^l iv^l IRmj, BI iv^la fⁱlh ez Bjil^L p^u kic HMⁱe
b^l EW^a qu aij q^m Nij fujⁱm q^u kⁱh^z"

Njij iQⁱice nq^l bij^LuⁱC j^eo qCu;R, eif^a Le^q Ha i u fⁱC^aR aqij aqil

fər hətʰa fɪljɔ nʂz ɸ Sɪlea eɪʊl fər ʂɪl lɪluj cysjɔmɔ Aetʰʊl flalɪl
quz ɪhfæ Nɪj ʁ Apqɪu lɪmu; Qɪmu; kɪɔa ɪLRɔaC aɪqɪl Laɪhɪhɪʊ pɔj a qɔm eɪz aMe
eɪfa aɪqɪl fɪʊ dɪlu; Lɪqm, ʰɔmɔ, Bfɪe hɪpZ, Bɪjɪl fʂhɪm Bɪjɪl hɪsɔa Alaɪb
qʊRe, Bfɪe ʁ kɔa hmɪR Hɔa Bɪjɪl Afɪɪd qʰRz ɪLzʰ Bɪjɪl flal Bfɪeɪ cuj Bʁ
ʂeC hmɪR, Bfɪe Bɪjɪl HC hɪsɔa hɸ fɪmɸl Aatʰɪʊ kɪc ʁLɪe; hɪdɪ ʁe aɪ qɔm
Bɪjɪl hɔsɪC ɪhfɔ ʁgmɔezʰ

eɪfʰaɪ HC i uʁ AjɪmL Lɪfɪɔa; j ʁe lɪluj ʁNɪlɪ ɪLRɔhl ʂ² qCuɪC Afɪɪq² aɪqɪl
Oɪ Rɪsu; hɪqɪl qɔmz HC ʁmpRɪQɪlɪl Oʁ Bqɪɪɪc lɪlujʁ j ʁe lɪluj aɪqɪl j ʁeɪ j ʁɪ
HLVɪ Afɪɔa; Sɪʂɔa mɪɪNmz Lɔ; hɪlɪ Hhw EʂʂʰQʂ pɔɪɪl pɪʊ ɸ efmLɔɪ
LɪRɪɪɔa Bɪpu; Efɪɔba qɔmz Bqɪl pɪɪlu; lɪjɪfla lɪmLɪaɪu lɪje; qɔɔa ɪLRɔjɔe ɪhmɔ
Lʁ eɪc, aɪc ɸMɪe aɪqɪl ʁMɪ fɪju; ʁNm eɪz jɪdh QɪVɔ ɪhɔno Mɪɪal lɪluj ʁNɪlɪ
Blɔɔɪ Bqɪe lɪlmz ʁNɪlɪ HʁLhɪɪC B-e qCu; EɪWu; Lɪqm, ʰBfɪeɪ HMɪe Bɪj
SmNqZJ Lɪh eɪzʰ

jɪdh ɪhɪɔj a qCu; LɪlZ ɪS' ɪpɪ lɪlɔaC ʁNɪlɪ aɪqɪl Aetʰʊlɪl Aatʰɪʊɪl hɪmu; LVʂ²
lɪlm, Hhw Bpe NqZ eɪ lɪluj cysɪCu; lɪqmz cɪɪNɪ aʂʰfɪɔn hɪpu; aɪlu; Bnɪ lɪluj
-s-ɪsɔa aɪjɪl VɪeɔaɪRmz ɸ Mɪsɪ qCu; hɪpm Hhw lɪi jɪh ɪS' ɪpɪ lɪlm, ʰL ʁ aɪj?
ʁaɪjɪl hɪs ʁlɪbɪu?"

ʁNɪlɪ aɪqɪl ʁLɪe; Eʂɪ eɪ lɪluj lɪqm, ʰaɪj cɪɪNɪ hɪT? aɪj ʁɪofɪl Qʁ ʁ-
pɪʊ Eɪfɪa LʁR Bɪj aɪl pɪʊ Mhl ɪeʊɪRz HMɪe; kɪc pɪhdɪe eɪ qJ aɪ qɔm--"

ʁɪɪɪɪ ʁɪsɪ ʁɪh eɪ ɪL? aɪc ʁaɪ, ʁMɪLVɪ Lɪ eu ʁaɪ ʁMɪRz ʁ ʁhɪRɪmj ɪi ʁ ɪeɔa
HɸR, H ʁ QɪM lɪpɪuz Jʁ ʁaɪuɪl!

jɪdh hɪʊ qCu; EɪWu; cɪɪNɪl qɪa Qɪfɪu; dɪlu; Lɪqm, ʰBʁ lɪ lɪ, i ʁɪmɪL, Afɪje
ʁLɪɪ eɪzʰ

cɪɪNɪ Nɪj qCu; Lɪqm, ʰɪlɸl i ʁɪmɪL! Eɪe ʁ ʁaɪjɪl kɪ-Mɪn-aɪc hmɔme, ɸVɪ
hɪT Afɪje eu?"

jɪdh lɪqm, ʰkɪ hɪmɔRe ɸ ʁaɪ ɪj ʁɪ hɔme ɪe, aɪ lɪN lɪm Qmɔ lɪ lɪ? efmLɔɪ
pɪqɪhɪ ʁNɪj ʊɪNɪl lɪ Mɪc, aɪl ʁʁu Bɪ ʁaɪ ɪLRɔhmhɪl cɪlɪl lɪ eɪz lɪN ʁLɪɪ eɪ
cɪcɪ, aɪj ʁ fɪmɸl cɪɪNɪ, ʁaɪjɪl kɪl ʁfɪcɪ hmɔm ɪL Nɪm qu? hɪ0 jɪe ʁj ʁ Mɪu,
ɸ ʁhɪɔj eu, ɸ ʁaɪ Sɪeɪ Lbɪz lɪlɪh, aɪl ʁaɪ ʁMɔa qɪhʰ

ɪheɪ fɪʊSɔe jɪdh ʁ lɪN flɪn lɪlɔa ʁLq ʁLɪeɪce ʁM eɪcɪ ʁLɪeɪjɪeɔl ʁɪlɪ
LMe lɪ lɪS fɪju; kɪu, Abhɪ hɔe² qɔm lɪqɪl ʁɪlɪ lɪ Afɪlɪl qɔɔa fɪɪ aɪqɪ hmɪ kɪu
ɪL? Lɪqɪɪ Aɪeɔ hɪ Afɪje ɸ Mɪ ɪqɪh lɪluɪc lɪla-- lɪN lɪluj flɪl B0ɪa lɪhɪl
rɪaɪl hɪS MɪQ lɪla eɪz

cɪɪNɪ aMe ʁNɪlɪ lɪqm, ʰɔMɪ hɪfɪ; Bɪlɪ HMɪe pɪlɪɪ lɪS lɪɔa HɸɪR;
Hɔa kɪc ʁLɪe; Lbɪ hm hɪ ʁNɪmjɪm lɪ aɪ qɔm jɪlɪm fsɔhʰ

Ńilj ƔLjŃej Lbj ej hĭmu; Ol qCŃa hiĭql qCu; ƔNmz j;dh a;sjajĭs a;qil fŃŃjŃa ĩNu; Lĭqm, ""jnju, k; hmŃRe Ɣ LbjVj ĩWL-- BjjŃcl H LpjŃŃul LjS-- BI I-Ńk ƔhVj c;ŃjĭNj ƔŃMŃRe JI pŃĀ HL ĩhRjeju hpŃm fĭf qu-- JŃL ĩcŃu La Ɣk cŃLjŃĭ LĭLŃuĭR a; jŃM EĭŃjZ LĭŃaJ fĭĭ Ɣez BI Ɣhĭn ĩce eu-- hRI cŃŃe LjS LĭŃmC ƔjŃu-LVjĭ ĩhŃu Ɣchjĭ pŃm LŃ ĩeŃu a;ĭ fŃ ŃŃef-fŃĭŃu Ljnhjpf qhz BI ĭjŃm; m;ŃN ej jnju, HL-HL pju CĭRj qu Nmju cĭs ĩcŃu jĭĭ! k; ƔqjL, BS ĭjŃe k;Ńe ƔLjbjju? HCMjŃeC Bqjĭlc LŃ nue LĭŃez J c;ŃjĭNj ƔhVjĭ Rjuj j;sjŃaJ qŃh ej, Bfejĭ SŃef pjŃŃ Bm;ĭ; hŃŃhŃŃŃŃ LŃ Ɣchz"

Ńiljĭ rdj pjdjĭZĭ AŃfrj AĭdL-- BS fĭŃa ĭjŃm; LĭLuj MjJuj qu ejC-- ĩLjŃ⁰ a;qil phĭhĭŃl Ɣke SĭmŃaĭRm-- Ɣ ƔLjŃejŃaC HMjŃe bjĭLŃa fĭĭm ej, Lĭqm, ""Bjjĭ ĩhŃno LjS BŃRz"

j;dh Lĭqm, ""aj, ĭpŃe, HLVj mŃe pŃĀ ĩcŃz"

Ńilj a;qil ƔLjŃej Shjh ej LĭLuj âŃfŃc Ńĭmu; ƔNmz

j;dh ŃŃ ĩĝĭĭuj Bĭpuj Lĭqm, ""c;ĭĭ, J Ńm;LVj pcŃ ƔNmz HCŃm; jĭĭŃŃŃŃŃŃ LjŃR HLVj Ɣm;L fĭWjJz"

c;ŃjĭNj Lĭqm, ""ŃLe, Lf LĭŃa qŃh?"

j;dh Lĭqm, ""BI ĩLRŃeu, HLhĭĭ ƔLhm SjĭeŃu BpŃL, HLSe ĭâŃm;L ƔLjbj ƔbŃL HŃp pjŃŃ ĭjP;hĭĭ SŃef ŃŃŃ; LŃ ƔhsjŃRz"

jĕjĭSŏVM hĭEeŏm; pĭqĥ ĭchĭhpĭe ecfl dĭŏl lĭŭju fchĕS ĥsĭCĕaRe, pĀ
qĭl jehĭhĭlĭquĭRez ĭLRĕcŏ Nĭsĕa ayqĭl ħj fĭnhĭhĭ ħĭuĕl mCuĭ qĭJuĭ MĭCĕa hĭql
qCuĭRez

hĭEeŏm; pĭqĥ NĭXĭe-fĭVĭa jĭT jĭT hĭPĭlm ĭĕmĭLĭcNĕL ayqĭl hĭsĕa ĭejĭZ
Lĭĕaez ĭSmĭl Heŏŏp ŭm fĭCS ĭhaĭZ Efmr ĭaleC pĭ ĭflal LĭS Lĭĕaez ĕLĭe;
pĕfæ ĕmĭLĭ hĭsĕa ĭhhĭqĭlc ĭeĭuĭLĭĭ ayqĭL Bqĭe Lĭĕm ĭale NqLaŏl Āi ĕbleĭ NqZ
Lĭĕaez Hĭe-ĭL, kĕeĭNĭeĭ j Sĭmĕp Bqĭa qCuĭ ĭale HLvĭ hĕsĭ ĕLcĭl ju hĭpuĭ ĭLRĕZ
Seĕ ĕkĭpĕLĭ Nĭe öleĕa Őŏ; Lĭĕaez ayqĭl Bcĭmĕa Nhĭŏŏ fĭXĭl hĭsĕa Na
fĕSĭl ĭce kĕeĭu ĕcĕ ĕRĭLĭ ĭi ŭJ ħblĭe pĭSujĭRm aĭqĭcĭl Ālĭ eĕ ĭale ĭhĕno Beĕ
fĭLĭn LĭĭuĭRĕme Hhw ayqĭl Aeĭĭdĕĭ HLĭdL hĭl aĭqĭcĭl Āwn ayqĭl pĕĭm
fĕlĭhĕ qCuĭRmz

ayqĭl Őæĭ ĭjneĭl l Leĕĭ ĭRĕmez ayqĭl hĭsĕa jĭT jĭT ĭjneĭl ħĭuĕl Qĭ-fĭe pĭ ĭ
hĭpaz ĕSmĭu ĭale HLĭv ħĭu-Cŭm Őbĭfe LĭĭuĭRĕme Hhw kĭqĭa ĕ ŭm Rĭæĭl Āi ĭh eĭ
qu ĕpSeĕ ĭale kĕŏ Őŏ; Lĭĕaez fĭnhĭhĭ hĭsĕa ħĭuĕl jĕdĕ ĭhĕĭĭnrĭl Qŏŏ ĕĭMuĭ
ĭale aĭqĭlcNĕL phĭĭ; Evpĭq ĭcĕae; cŏl bĭlĕmJ jĭT jĭT ĭŏŏwfæ QĭmĭCĕae J
ĭeĭpĭ ĭpĭ pĭu aĭqĭlcNĕL djĭŏŏ Efqĭl fĭWĭCĕaez

ħmĭ hĭpuĭRz acĕmĕr qĭl jehĭhĭpĕfl J ĭheĕl pĀ hĭcĭpĕlĕ J ħĭuĭ pLĕmC
BĭpuĭRe-- ayqĭlcNĕL Ceŏflĭhe-hĭwmĭu Őbĭe ĕJuĭ qCuĭRz fĭnhĭhĭ HC-pjŭ
ĕNĭmjĭml jĕdĕ ĕLĭeĭac bĭlĕa fĭĕe eĭ, HCSeĕ ĭale HLmĭ LĭmLĭaĭac ĭĭquĭ
ĭNuĭRez pŏĭl aĭ ayqĭl pĀl rĭl Seĕ ayqĭl LĭR bĭlĕa AĕeL Őŏ; fĭCuĭRm, ĭLĭfĭn
jĕjĭSŏVĭVĭ ĭejĭZ Laĭĕfĭmĕl Seĕ pŏĭl aĭL ĭhĕno Efĕcn ĭcuĭC fĭWĭCuĭ ĭcĕmez
BNĭjĕ flĭnĀLĭj nel pĭqĥ J pŏæĕL ĕRĭVmĭVĭ pĕĭm jĕjĭSŏVĭVĭ hĭsĕa ĭXeĭl fĕ
Dĭŭew fĭVĭa fĭnhĭhĭ ħĭuĕl ĕĭl; Ālĭ eu Bhĕš flĭ ĭa qChĭl Lbĭ ĭŏbl qCuĭRz
ĕpSeĕ jĕjĭSŏVĭVĭ AĕeL CwĭS ĭĕmĭSmĭ J LĭmLĭaĭ qCĕa Bqĭa qCuĭRez LĕLSe hĭRĭ
hĭRĭ hĭPĭlm ĭĕmĭLĭJ Efĭŏba qChĭl BĕuĭSe qCuĭRz ayqĭcĭl Seĕ hĭNĭe HLĭv ayĭa
hĭpZ fĭQL-LaĭL fĭŏa SmĕkĭNĭJ ĭĕhŏbĭ qCĕh HCl fĕ öeĭ kĭCĕaRz

qĭl jehĭhĭ Āĭa AŏfLĭml jĕdĕC EpQĭ ĭhĭ Bmĭf jĕjĭSŏVM pĭqĥL ĭhĕno pĕŏ
Lĭĕa fĭĭuĭRĕmez MŏVĭe djĭĭŏe qĭl jehĭhĭ Āpĭjĕĕ Āĭĭ ' aĭ ĕĭMuĭ pĭqĥ BŏQkĭqCuĭ
ĭNuĭRĕme Hhw MŏVĭe djĭĭ NĕZ ĭale Aŏf HLvĭjĕe hĭdĭ ĕLe ĭĭMuĭRe HC flĭŏ
qĭl jehĭhĭL ĭS' ĭpĭ LĭĭuĭRĕmez

BS Afli; q² ecfafl I fcb qil; jehih pA lale hppj; SI LjknfZimf J lq³cpj; SI
pwú; l; p; de pðª Ni fl i jh Bm; Qeju lekš² IRmez Hje pju N; l; "→X Di lew p; l"
hĩmu; ayqil pCj M Bĩpu; cys; Cnz

Ljm p jEj; SØVVI pĩqa cM; Lĩh; l Qø; Lĩª a ĩNu; hTuiR k pi; qñl QL; W
EšZñ qCª a Nm ayqil fu; c; l j; jom S; N; Cª a quz Hl f c™ J Afj; je üfL; l Lĩª a
ApCj a qCu; BS pi; qñl q; Ju; M; Ch; l AhL; ĩn p ayqil pĩqa cM; Lĩª a Bĩpu; R; z HC
pi; r; vL; ĩm qil; jehih; J N; l; E; i u fr qCª a c fĩl Qul L; ĩe; mrZ fl; ĩn qCm e; z

m; LV; ĩL cĩMu; pi; qñ ĩLRª ĩhĩØj a qCu; Nmez Hje Ru gVl Qũ mð; i, q; s- ĩ; v; i,
j Shª j; jeø lale h; ĩm; c ĩn f; ĩn cĩMu; Re hĩmu; jª e Lĩª a f; ĩl ĩme e; z Cq; l c; q; l
hZñ p; d; ĩZ h; P; ĩm l jª a; e; qz N; ĩu HLM; e; i M; ĩl l ĩPI f; ĩ; ĩh S; j; i, dª a ĩ; v; i J j; ĩme,
q; ĩª a HLN; ĩ; ĩ; h; ĩn m; ĩW, Q; ĩc l M; e; ĩL j; ĩb; ju f; ĩN; ĩs l jª a; h; ĩdu; ĩRz

N; l; jEj; SØVVL Lĩqm, "Bĩj Ql - Q; ĩof; d qCª a Bĩpª a ĩRz"

jEj; SØVVL HL fl; l ĩhØj upØL ĩnp ĩc ĩmez Q; ĩof; d ĩl ac; ĩL; ĩk ĩl HLSe ĩh ĩcnf h; ĩd;
ĩcª a Bĩpu; R p pwh; c lale NaLmēC f; ĩCu; ĩRmez a ĩn HC m; LV; ĩC p! N; l; ĩL
Bf; ĩc j; ŪL afr; ĩi ĩn HLh; l ĩel ĩrZ Lĩ ĩme Hhw ĩS' ĩp; l Lĩ ĩme, "a ĩj L; ĩe; ŪS; ĩa?"

N; l; Lĩqm, "Bĩj h; P; ĩm h; ĩpZz"

pi; qñ Lĩq ĩme, "J! Mh ĩl L; ĩN; SI pA ĩª ĩj; l k; ĩN B; R h; ĩT?"

N; l; Lĩqm, "e; z"

jEj; SØVVL Lĩq ĩme, "a ĩn Q; ĩof; d - Q ĩ a ĩj Lf Lĩª a H; p; R?"

N; l; Lĩqm, "ĩjZ Lĩª a Lĩª a pM; ĩe Bnũ ĩe; ū ĩRm; jz f; ĩm; p; l Aaf; ĩQ; ĩ N; ĩj; l
c; ĩM; a l ĩQ² c; ĩM Hhw B; ĩ; Efa ĩn p; ĩhe; B; R S; e f; ĩaL; ĩl Seĩ Bfe; ĩl L; ĩR
H; p; ĩRz"

jEj; SØVVL Lĩq ĩme, "Ql - Q; ĩof; d ĩl m; ĩL - m; ĩ Aaf; ĩ ĩc; j; ĩup p Lb; ĩ a ĩj S; ĩe?"

N; l; Lĩqm, "a; ĩ ĩc; j; ĩup eu, a; ĩ ĩ ĩe ĩEL, ü; ĩdfe Qa; ĩ-- a; ĩ ĩ Aef; ĩu Aaf; ĩQ; ĩ eĩ ĩn
pqĩ Lĩª a f; ĩ ĩ e; z"

jEj; SØVVL QĩVu; EĩW ĩmez lale jª e jª e ĩWL Lĩ ĩme eh; ĩh; P; ĩm ĩa; q; ĩp; l f; ĩb f; ĩsu;
LaL - m; ĩ h; ĩm ĩn ĩMu; ĩR-- Cel; p; ĩg; ĩ ĩh; ĩl

"HM; ĩeL; ĩl Ahøb; ĩ ĩLRē S; ĩe e; ĩ" hĩmu; jEj; SØVVL N; l; ĩL Mh HLv; ĩ dj L ĩc ĩmez

"Bf; ĩe HM; ĩeL; ĩl Ahøb; B; j; l Qũ A; eL Lj S; ĩe; e; z" N; l; ĩj Oj; ĩ ĩ ĩ Sh; ĩh Lĩ ĩmz

jEj; SØVVL Lĩq ĩme, "Bĩj ĩª ĩj; l p; ĩhd; ĩe L ĩ ĩc; ĩR a ĩj ĩc Q; ĩof; d ĩl hē; f; ĩl pðª
L; ĩe; ĩ fl; ĩl qũ; r; f l ĩ a; ĩ qm Mh pũ; ĩu ĩe; xL; ĩa f; ĩ ĩ e; z"

N; l; Lĩqm, "Bf; ĩe kMe Aaf; ĩQ; ĩl f; ĩa ĩhd; ĩe L ĩ ĩe e; ĩ h; ĩm j; e ĩøb l L ĩ ĩRe Hhw
N; ĩj; l m; ĩ ĩl ĩh ĩ ĩ Bfe; ĩl d; ĩl Z; ĩ kMe hũj ĩm, aMe B; j; l B; l - L; ĩe; E; f; ĩu e; c-- Bĩj
N; ĩj; l m; ĩ ĩc ĩ ĩe; SI Qũ; ĩu f; ĩm; p; l ĩh ĩ ĩ cys; ĩh; l S; eĩ E; v; ĩq; a L ĩ ĩhz"

jEj; SØVVL Qĩmª a Qĩmª a qW; v b; ĩj; u; cys; ĩCu; ĩ ĩh; c; f; a l jª a; N; l; ĩl ĩc ĩl ĩg; ĩ ĩu; ĩ N; ĩS; ĩu;

EiWme, "Lē Ha hēsi Øfdī!"

Nij; àaafu Lē; Lbij e; hīmu; dēl Njē Qīmu; Nmz

jē; iSØVW Liqme, "qijehih; Bfe; cī cni m; lē jēdē H-plm ilēpl mrZ cMj k; cā?"

qijehih; Liqme, "mM; fs; aje Ni ēl i; qCāR ej, ihnoa cēn Bdf; jātē J QijlēēlāL Inr; HēLh; e; c hīmu; C Hīf OivāRz Cwē; S ihcē; kV; nū Awn ēpV; Nqz Līh; AīdL; Cq; qu e; Cz i; lahōn Cwē; SI I; Saā k Dnē; I ihd; e-- HC ALā' I; HMē; a; q; üfL; Līā QijāR e; z a; q; i HLj; ē L; iZ, Cq; i; Lhm fs; j; MØb Līu; R, IL; °Cq; cī dj; h; d ēa; z; C AfīlZaz"

jē; iSØVW Liqme, "MØVēL üfL; e; i Līē m i; lahōn HC dj; h; d LMē; c f; z; ā; m; i Līē e; z"

qijehih; Liqme, "p HL īq; p; h patz" HC hīmu; MØVēL üfL; L; i; pōā HLSe MØV; ēl pā qijehih; j; āl L; ē; Awn LaVē; I Lē Hhw L; j; u AēLē a; q; c mCu; qijehih; jē; iSØVVI pīqa p; ē; i; h Bm; f Līu; ayq; L HC Lb; f; pā HaC iēihø Līu; I; iMu; iRē; k, j; j; p; qh kMe f; n; h; h; j; q; u; c; NēL N; i; s Līu; X; j; L; h; w; m; j; u f; y; R; Cu; i; cu; īgīl; h; i; f; b; ayq; i; üj; f; L Liqme, "qē; j; i, Oē īgīlā qCē", iāē Qj; iLu; EīWu; Oīs M; h; mu; Liqme, "h; c; S; i, BW; h; j; i; Su; L; s; j; j; ēvz"

N; i; s; ā EīWh; i; p; j; u qijehih; Lī ēf; s; e Līu; ihc; up; n; i; oZf; h; iL Liqme, "Bfe; i; pīqa Bm; f; Līu; B; j; i; pā; ē; M; h; p; M; L; i; V; u; R"

qijehih; X; j; L; h; w; m; j; u īgīl; u; Bīpu; jē; iSØVVI pīqa ayq; i; Bm; f; i; ihh; iZ ihū; i; l; ā Līu; hīm; ē; mez IL; °N; i; j; i; pīqa p; i; r; i; āl Lē; EōM; j; ē Līē e; z

“Lijefili Aflijd ihQil ei Liluj Lhmjæ Nij L nipe Lilhil Seſ pjaQlön Se Bpij L qisæ cjuj qcuirz

jéiSØVVI plqa piræal fl Nij Eilmi påje hijl qcmz Lije miLI Lij Mhl fcm, pjalis qmcil HMieLil HLSe i mi Eilmz pjalisl hils kicæc p himu; Eilm, “hix, Nij k! aþj HMie!”

Nij ki je LilujRm aic hV-- pjalis Nijil pqfiWæ Nij Liqm, Ql-QiofæI Bpij icNL Sij e Mimip Liluj aqicil j LYj; Qimicæa qcñz

pjalis Liqm, “Sij e qñ L?”

Nij Liqm, “Bij qhz”

pjalis Liqm, “aþj pjaQlön Seil Sij e qñ æijil Hje Lfpidf B?”

Nij Liqm, “kic j;š;il;lj m Sij e qu a;il gf Bij chz”

pjalis Liqm, “Vil;lj m;Nñ e;”

filce jéiSØVVI HSmip Sij e-Mimipil cMijU' qcmz jéiSØVM NaLmÉLil pC jimehØædilf f;Nis-fl; hflj jaM icL HLhil LVir ierf Lilme Hhw cMijU' ANiqf Liluj icmez QY hvpæI Rm qcæa Bin hvpæI h; fkl; qisæ fiQæa mijNmz

Nij Cqicil qcu; mishil Seſ pjalisæ Aeæid Liliz pjalis Liqm, “pirf fñ Lijbu? kil; pirf qæ filæ a;il; phic Bpijæ a;il fæ HC piqh-j;il; j;imil acæI QV H A' ml miL Alaù qæ EWRz jéiSØVVI dij; qæR li aæ li aæ i æmiLI k;N B; quæ; hij Bjil LJ pæq Læ, hm; k;u e;z CwæIS L;NS-æ;æ; j;Na imMR cñf miL kic HILj Øfdñ f;u a; qm Alira Apq;u CwæSI; BI jgü m hip LiæC filñ e;z Ciaj æf cñl miL cñ ivLæa filæ R e; Hje qæRz Aæ;Q;il qæR S;le, il;æ ILRæLihil S; æc”

Nij NISñ; EilWu; Liqm, “æLe S; æc?”

pjalis qilpu; Liqm, “aþj Cú m kj eiv IR m HMæ; iWL æajeiv BR cMIRz S; æc j;æ, Bjicil Oæ Øæfæ B-- æ;S Ef;Sle e; Lilæ AæL-æ; miLæ Efh;ip Liæa quz fæI c;u iæSI O;S iæu j;la l;is qu Hje miL pwpæ çin æc-- ihnoa k cñ pwpæI iSlepiv h;S; R;V;M;V; iSlep euz kicil Efl cn Se lei M Læ a;il; pC cn Se R;S; Aæ cn Seil icL a;L;h;il AhL;nc f;u e;”

Nij Liqm, “a; qm HæL Seſ ilRæ Lilñ e;? qicL;Vñ; j;ne Læ kic--”

pjalis Adfl qcu; Liqm, “Bæ, CwæS jæR æ-- p;V; cMR e; flææL CwæSIVC

Mimip fih p Bj Qic ez Bjicl cni k djleđa aia Bj I; Sile pñqil Lij NIS I;Sij; fšij fīa Aihqil I;SijC Adjñ ILz°H I;SÉ EILmL Lis ej Š;Nīa fē fšij kic qisāa fē, Šm jē, I;Sij jibij Efē bjlāa eē;ulhQil fup; icū ILeāa kic phū;iz' qāa qu, aē Hje ihQil I Sēf Bīj ĩpil-fup; MIQ LIāa Qic ez'

pjalīs Līqm, "LijSI Bj m k Oo icāc jibij ihīLū kaž"

Nij; Līqm, "Oo cjuj āa; I;Sij ihdije ĩrm eiz p LijS j½ ĩrm p Oo lea, H Bj mJ pVj Bz ILz° HMe I;Sāij ihQil I Sēf cysīa Nmc, hīcē qil fīahīcē qil, cjoē qil, lecno qil, fšijL Qiml Sm gmac qhē k fr ledle, ihQil msicū ĩsa-qil cē aij fēr phē;nz aij fē I;Sij kMe hīcē BI Bjil jāa mīL fīahīcē, aMe ayl fērc EILm hē;ilØVil -- BI Bīj kic Š;Vīāa fīlmj āa; i jē; eCm Acē k; bjl' ihQil kic EILm piqikēl fū;se ej bjl aē plijl EILm Bē Le? kic fū;se bjl āa; Nhj ĩwi ihl;ūfr Le leSI EILm leS Š;Vīāa hīdē qh? H IL fšij pĀ nēā;? H Lē ILēj I;Sdj ĩ?"

pjalīs Līqm, "i jic, QV Le? ĩpli ĩmŠne pū; ĩšlep euz pšē ihQil LIāa Nmc pšē Bce LIāa qu, pšē Bce LIāa Nmc Bcēl hēhpjuf ej qm LijS QmC ej, hēhpj Qimāa Nmc Le;ñQ; Hē fē-- AaHh pi ēā; Bcīma Bfīc ihQil -Le;ñQil qiv qū EWñC-- kij VjLj ēc aij Wlhij pñ;he; bjlēcz aij I;Sij qm Lē LIāa hē; cīmz"

Nij; Līqm, "kic Hje Bce Līaj k qisij cē qisij VjLj āaēl ihQil LI hūāJ aij lqpe ē c qjuj pñh qa ej, aij qm qai jNij hīcē fīahīcē Eij u fērl Sēf EILm plijl MIQ ĩeks² Lē ĩcajz ihQil i jē; qjuj MIQ; fšij Ojē Qijfū icū pñqil I Ndh Lē fīwje-ē; jNmēl Nijm ĩcaj eiz"

pjalīs Līqm, "ēhn Lbij, p ōi ĩce kMe Bp le-- aij kMe I;Sij qJ le-- pčfīa aij kMe pi ē I;Sij Bcīmāal Bpījē-- aMe āajjēL qu NyVI Lis MIQ LIāa qh eu EILm-hāđ nIzifē qāa qh, eu āa; āāfu NīaVj pcNīa qh eiz"

Nij; Šc Līluj Līqm, "Lē;ē; Qō; ej Lē k Nīa qāa fēl Bjil pC Nīac qilz H I;SÉ pčfzñēl;fīul k Nīa, Bjil J pC Nīaz"

Iheu AēL Aēu Līlm, ILz° Nij; aijqāa LZñfajjē Līlm eiz p IheuL ĩS' jpi Līlm, "aij qWjv HMjē Lē Lē Efīōba qmz?"

Iheul jM Dov IŠ;ij qCu; EIWmz Nij; kic BS qisāa ej bjlāa aē Iheu quāa; ĩLRā ihā;ql üc aqil HMjē Efīōblal LjZVj hīmu; ĩcaz BS ØfØ EŠIVj aqil jM hīdu; Nm; Līqm, "Bjil Lbij fēl qh-- HMe āajjil--"

Nij; Līqm, "Bīj āa; BS I;Sij Aāābz Bjil Sēf I;Sij ūuw i jhRe, āajjēl BI Ljēl i jhā qh eiz"

Iheu Sīlea Nij;L Vm;ē; pñh eu-- AaHh EILm I;Mij Qō; Rjisu; icāa qCmz hīmm,

"aþj  a;  Ma HM;e f;I  n e; Sjle, h;C   b L  LR M;h;I f;W;h;I  S;N;s L  I  cZ"  N;I; Ad l qCu; L;qm,  Iheu,  Le aþj hb;  0; LIRz h;C   b L B;Ij  LR  Q;C  ez q;S  a pL  ml i j  N  k;  S;V B;Ij a;I  Qu  LR  n Q;C  ez"

Iheu h lba  Q  S X;Lh;w;w;u  g;I u; B;Ipmz p I a; I;U;I  c  LI HLV;  n;h;I 0   c;I S; h  L;I u; S;e;w; M; mu; Iheu  l f; t;h; le f; f;  r; L;I u;  Rmz  L;e;e;  aC Ae  pL  ml p  Hhw Bm;f   p p f L;I  a f;I  a;IRm e;I

p I a; kMe  c;I Mm Iheu  Q;Z  a I;h;  j  M X;Lh;w;w;I A;I j  M B;I p  a  R aMe Bn   j u a;q;I h  LI j  d   a;w;f;S; L;I  a m;I N;w; h;  y  0;u   p  e  S  L n;Z   L;I u; HLV; hC q;  a L;I u; h;I p;I 0   B;Ipmz m;I m;   p;w;C i j  m;h;I   e;I,  L;Z   p BS Q  f L;I u;  L;Z h;I p;u;  p;w;C L;I  a;IRm-- m;h;Z  p f  L mCu; Cw  I S h;e;e;I  M;  M;I m  a;IRm, m; m;  Rm c;N;L; q;I jeh;h; h;I c;I p; I f;I p  A B;N;I j f Lm  f L;I Evp  h;I L;B;I B; m;Q;e; L;I  a;IRm e;I

BS f;IaxL;I  m f;I m  p;I p  A  N;I;I  h  I; d;I C;Iaq;I Iheu p;I  I  h;h;  L;I u; h;I m;w; p I a;  I qCu; h;I p;u; I;qm, m;I m;  I  L;I m qC  a  p;w;C f;I s;u;  Nm Hhw j  M m;I m qCu; E;I W;w;Z

h;I c;I p; I f L;I q  me,  B;f;Ie  LR  i j h  ne e; Iheu h;h; -- BS p f;I  m;u; j  I;I S  V M p;I    h;I j   j;I L;I  R  N;I; j;I qeh;h;  S  e  B;Ij  e  S Ae  I;I d L;I h;Z"

Iheu L;I qm,  e;I, B;f;Ie a;I L;I  ne e;I--  N;I;I k;Ic  e  a f;I u; a;I q  m S;h;e   p B;I j;I L B;I r;I j;I L;I  n e;I"

p f;I L;I qm,  a;I  X  g  p;I S  e   a;I  L;I e;I h  c;I h;U   L;I  a q  h;Z"

S;I j e  cu; M;I m;  p;I  0; Hhw E;I Lm  e;u;N p  a  N;I;I  k-pLm B;f;I   L;I u;I  Rm Iheu a;I q;I p;I  C h;I m;w;--  leu; q;I jeh;h;  A;I qo   qCu; L;I q  me,  H-p;I  I h;I s;I h;I s;I!"

q;I jeh;h;  f;I  a m;I m;  I j  e;I i j h k;I c b;I L;I   p H f;I k;I  I a;I q;I  L j;I e  L;I u; B;I p;u;  R, L;M  e;I a;I q;I p  A a  L  N;I; k;I N  cu e;I c-- BS   p a;h;I  h j;I b;I e;I s;u; h;I m;u; E;I W;w;Z,  I LR;I j;I  e h;I s;I h;I s;I eu--  N;I; h;I h;  k;I L  I  Re   p  W L L  I  Re-- j  I;I S  V M B;I j;I c;I S   L;I  n B;I B;I j;I  e  S;I;  e  S  L I r;I L;I h;I a;I c;I j;I v;I j;I c  e  S;I N;I;h;I S  e  V  e;I,  S;I N;I;  a q  n, B;I h;I a;I c;I q;I a  b  L f;I l  e;I Z  f  a E;I Lm-g  f N;I;V  b  L  c  a q  h;Z H;I e  h;Q;I f;I j;u;I  Qu  S  m k;I j;u;I i j  m;I z"

m;I m;  I  L q;I jeh;h;  H;A V  L   c;I M;u;  Re-- a;I q;I  k HLV;I j a;I j a B  R   p L;B;I  a;I  e  L;I e;I  ce L  f;e;I j L  I e e;I c;I  p c m;I m;  I j  M I a;h;I e;I j;I  j;I  leu; B  O k;I N qCu;  N  me; a;I q;I  L i w  p;e;I    I L;I q  me,  aþj H-ph L;B;I L;I f  h;I T? k;I;I  N;I;V;I L;A L hC j  M  b L  I f;I p L  I p  h L  m S  b  L  h;I l  u H  p  R, k;I c;I  L;I e;I d;I j  e  c, d;I l;Z;I  e  c, a;I c;I j  M  b  L c;I l;u;  l;f;e E;I j  s f;I m;I f  e  e  a;I j;I c;I j;I b;I 0  I k;I u;I!"

H;C h;I m;u; N;A Lm   p f;I p;I u;  N;I;I p;I q;I a j  I;I S  V M;I p;I r;I v- h;I h;I Z Hhw   p p  a a;I q;I  e  S;I p  A j  I;I S  V M;I B;I m;  f;I L;B;I  h;h;  L;I  me;I Q;I - 0;I o;f  I h;I f;I;I Iheu  l S;I e;I  Rm e;I  leu;   p n;I  a qCu; E;I W;w;Z; h;I T;M, j  I;I S  V M  N;I;I  L p;I q  S r;I j;I L;I  n e;I

qil je k EYne HC N0fV; himme aq; pcfyn heb qCu; Nmz lale k Nil;I plqa
ayqil cM; qJu; pda HarZ fkl; Hh;I eflh IRme aq;I li alL;I raa;
p0Ia;L B0;ja Lilm Hhw qil;eh;h ffaeL Lb;I jde Nil;I flā k-HLV; hēsNa
DoI fl;in f;Cm aq;ā Nil;I HC ihfcl icē ayqil flā Efī0ba ffaeLIC HLV;
AnÜ; S;Cu; İcmz p0Ia; HarZ Qf Lİlu; İRm, Lf HLV; himh;I Seē aq;I BnN
Efī0ba qCm, İL;° pV; pwhIZ Lİlu; p hC Mmu; Liçfa qU' f;aj; EmW;Cā mijNmz
mİma; EÜai;h Liqm, "j;İS0V;VI plqa qil;eh;h j'al kaC İjm b;LÜ; 0;of;I
h;f;I N; j;qeh;h j qšÄfl;in f;u;"

BS R;V;miV B;iphe himu; j;E;S;ØVW iWL p;S cnV;u B;cm@a B;ipu; ihQ;ilL;kñ
pL;im-pL;im no L;iluj R;gim@a Q;ø; L;il@mez

p;iaL;ish;h=Cú;ñl R;æ@c;l fr mCu; p;c Efm;r ayq;il hã;L hyQ;Ch;il Q;ø; L;il@mez
Iale N;iaL c;imuj h;Tuj;IR@me k, Afli;d üfL;il L;ic H Øb@m i;j;mi Q;imz R;ñl; c;ç;'
qCu;C b;@L, a;q;il; AhñQ;e Ieññd CaE;ic himu; a;q;@c;l SeE r;j; f;ib;E; L;il@mez
j;E;S;ØVW R;æ;cN@L S@m mCu; iNu; hup J Afli;@dl a;ilajE Aep;@l fyQ qC@a f;Ïn
ñ@al B@cñ L;iluj ic@mez N;il;il E;ilM @Lq IRm e;iz p Ie@SI j;j;mi Ie@S Q;im;Ch;il
Efm;r f;ñm;pl AaE;q;il pð@a iLR=himh;il Q;ø; L;il@aC j;E;S;ØVW a;q;@L a;ñE;Ialú;il
L;iluj a;q;il j;M hã L;iluj ic@me J f;ñm;pl L;g;ñh;id; c;Ju; Afli;@d a;q;@L HL j;ip pñg
L;il;ic™ ic@me Hhw HCl f mO;c™@L ih@no cu; himu; L;fale L;il@mez

pðel J Iheu B;cm@a Ef;IØba IRmz Iheu N;il;il j;M I ic@L Q;ilq@a f;ilM e;iz a;q;il
@ke Ien;ip hã qCh;il Efæ;2j qCm, p a;is;aj;ls B;cm@a-0l qC@a h;ilql qCu; B;ipmz pðel
a;q;@L X;ilH;im;ju I;g;iluj iNu; Øe;e;q;@l SeE Ae;@;id L;ilM-- p ölem e;iz j;IWI I;Ï; icu;
Q;im@a Q;im@a N;@RI am;ju h;ipu; f;ismz pðel @L Liqm, "a;ñ; h;im;ju I;g;@l k;J, iLR;Z f;@
B;ij k;hz" pðel Q;imuj @Nmz

Hje L;iluj k LarZ L;ilVuj @Nm a;q; p S;ile@a f;ilM e;iz p;ññ j;ib;il Ef;il qC@a
f;IØQ;@l ic@L kMe q;imuj;R aMe HLV; N;ils iWL a;q;il p;ç;@M B;ipu; b;ilj; m; Iheu j;M
a;imuj c;imM, pðel J pø;il a; N;ils qC@a e;ilj; u; a;q;il L;@R B;ip@a@Rz Iheu a;is;aj;ls
E;ilWuj c;ys;Cmz pø;il a; L;@R B;ipu; Øe;q;ãlú;@l Liqm, "Iheuh;h; B;pez"

Ihe@ul qW;v QaeE qCm k, HC c;ñE I;Ï;@l @m;@L @L;æL Ae;@ h L;il@a@Rz p a;is;aj;ls
N;ils@a E;ilWuj f;ismz p;Ï; f;@Lq iLR@ L;ib; Liq@a f;ilM e;iz

X;ilH;im;ju f;Ï;Ruj Iheu c;imM p;M;@e HLV; m;ic Q;im@a@Rz m;imaj h;ilLuj h;ipu;@R, p
@L;@e;@ac BS j;E;S;ØVW Iej;ç;Z k;N ic@h e;iz h;ic;p;@l E;Ihoj pW;L@V f;isu; iNu;@Re;
q;il;eh;h;@m;imaj j;@a; h;imL;il HC ApW;Na ih@a;@q @z;@d A;IØbl qCu; E;ilWuj;@Re;
Iale h;il h;il him@a@Re BSL;imL;il @R;@m;@ç;@c;l H iLI f; ihL;il O;ivuj;@R-- a;q;il; iX;ilp;f;@e j;ile@a
Q;@q e;iz! Lhm k-p @m;@Ll pwp;N;ik;q;@-a;q; B;mi;Qe; L;iluj;C HCl f O;iv@a@Rz

Iheu B;ip@aC m;imaj Liqm, "Iheuh;h; B;j;@L j;if L;il;ez B;ij B;fe;il L;@R i;il
Afli;d L;@IR; B;fle aMe k; h;ñm;IR@me B;ij iLR@ h;@a f;il Ie; B;il; h;ic;@l AhØb;
iLR@ S;ile @e h;ñm;C Ha i;ñ h;Tz f;eh;h;@h@me i;il ah@ñ j;E;S;ØVW I HC n;ipe Ihd;aj;il
Ihd;e-- a; k;ic qu a;ñ HC n;ipe@L p;Ï; L;iluj;@e;h;@LÉ A;il n;if @ch;il C;@R; S;ilN@u @Ju;J

“pC İhdjajIC İhdjez”

qijehjhæ2Ü qCu; ħim[®]a mijN[®]me, “mİma; a#j --”

mİma; qijehjhæ İcL qC[®]a İgİlU; cys;Cu; Lİqm, “Qf LI;ez Bfej[®]L Bİj İLR[®]ħmİR[®] ez İheuhjhæ Bfle Lj[®]İ Ae[®]İd İjM[®]he e; BS[®] Lj[®]e; j[®] aC Aİi eu q[®]aC fj[®] e;”

ħl c; p[®]İf a; s; a; İS mİma; İ Lb; Q; f; İcu; Lİq[®]me, “mİma; aC[®] a; BpR; j[®] u[®] cMİRz İheuhjhæL BS[®] Øe;e LI[®]a M[®]a İcİħ[®] e? ħm; c[®]sV; ħ[®]S[®] N[®]R a; S; İep? cMÜ[®]cİM J; j[®] M[®] öİL[®] u[®] Lf İLj[®] Q; q; İ; q[®] u[®] N[®]Rz”

İheu Lİqm, “HM; e B; İ; pC j[®] İ; S[®] ØVİVİ Aİaİb--H ħİs[®]a Bİj Øe;e; qİl LI[®]a f; İħ e;”

ħl c; p[®]İf İheu[®]L İhÜ[®] İj eİa Lİl u; ħ[®]İC[®]a Q[®]Ø; Lİl[®]mez j[®] u; İ pL[®]mC Q[®]f Lİl u; B[®]R cİM u; İaİe İ; İNu; ħİm[®]me, “a; İcİ ph qm Lf? p[®]Q, a#j İheuhjhæL HLV[®]ħ[®]T[®] u[®] ħ[®]m; e; B; İ; Lb; İc[®]uİR--m; LSe ph X; İ; q[®] u[®] R, BS[®] LI İceV; Lj[®]e; j[®] a LjİV[®] u[®] k[®]a q[®]ħ-- eC[®]m J; İ; Lf j[®] e LI[®] ħ[®] ħ[®]m; cİM! Bİ k[®] J[®]cİ p; j[®] e j[®] M[®] cM; a f; İħ e;”

p[®]İl a; Q[®]f Lİl u; j[®] M[®] İeQ[®]Lİl u; ħİpu; İİqmz

İheu Ac[®]İ eC[®]İa ØVj; İ; Qİmu; N[®]mz HC ØVj; İ; BS Ø; V; c[®] u[®] LI j[®] d[®]İC k; æf mCu; LİmL; a; İ J; e; qC[®]ħ--BN; j[®] İ L; İm BVV; B[®]İ; S p; j[®] u[®] p[®]M; e[®] f; İR[®]ħz

qijehjhæ E[®]ŞİSa qCu; EİWu; İheu J[®] N; İ; İL İe[®]İ; Lİl[®]a Bİñ Lİl[®]mez p[®]İl a; a; s; a; İS Q; İL qC[®]a EİWu; f; İħİl Ø[®]İ f[®]İħn Lİl u; ħ[®] N[®] à; İ; S; İCu; İcmz HLV[®] f[®]İC mİma; à; İ; Mİmu; Ø[®]İ İ j[®] d[®]İ f[®]İħn Lİl m; cİMm, p[®]İl a; c[®]İ q; a j[®] M[®] Y; İLu; İħR; e; İ Efl fİsu; B[®]Rz

mİma; İi aİ qC[®]a à; İ; İ; Ü Lİl u; İcu; d[®]İ d[®]İ p[®]İl a; İ f; İħ ħİpu; a; qİl j; İ; İu Q[®]mİ j[®] d[®]İ B[®]P[®]m ħm; Cu; İc[®]a mijN[®]mz A[®]eLrZ f[®]İ p[®]İl a; kMe n; İ; qCm aMe S; İ; Lİl u; a; qİl j[®] M[®] qC[®]a ħ; İ; İ BħİZ j[®] Š[®] Lİl u; a; qİl j[®] M[®] L; İ; R j[®] M[®] mCu; İNu; L; İ; e L; İ; e ħİm[®]a mijN[®]m, “İcİc, B; İ; İ HM; İe b[®]İL LmL; a; İu İg[®]İ k; İ; C, BS[®] a; İ; İ; S[®] ØVİVİ JM; İ; e k[®]a f; İħ e;”

p[®]İl a; A[®]eLrZ H Lb; İ; L; İ; e; EŞİ Lİl m e; z mİma; kMe ħ; İ; ħ; İ ħİm[®]a mijN[®]m aMe p[®] İħR; e; İu EİWu; ħİpm, “p[®] Lf L[®]İ q[®]ħ İ; İ; C? B; İ; İ a; İ; H[®]Lħ; İ; C Bphİl C; İ; R; İRm e; -- ħ; İ; ħ; kMe f; İ; W[®] u[®] İc[®] u[®] Re aMe k[®]S[®] e[®]f H[®]pİR a; e; p[®]İ k[®]a f; İħ e;”

mİma; Lİqm, “ħ; İ; ħ; a; İ; H-ph Lb; S; İ; ee e; -- S; İ; e[®]m LM[®]; İ; C B; İ; İ; cİ b; İ; L[®]a ħm[®]ae e;”

p[®]İl a; Lİqm, “a; İL L[®]İ S; İ; ħ İ; İ; C!”

mİma; İ İcİc, aC[®] f; İ; İħ? Lf L[®]İ k; İ; ħ ħm[®]İ cİM! a; İ; f[®]İ Bħ; İ; İ p; İ; N[®]İ; S L[®]İ ØV[®]S c; İ; S[®] u[®] Lİħa; B; İ; S; a q[®]ħz B; İ; İ a; İ; Şħ[®] g[®]V İN[®] u[®] İ Š[®] f[®]s[®] ħ aħ[®] Lb; İ; ħİ q[®]ħ e; z

p[®]İl a; Lİqm, “p[®] a; İ; S; İ; e ħ; İ; e! İL; İ[®] eİLk; İ; Z; İ; pC[®]a quz HMe Bİ L; İ; e; İ; E f; İ; u[®] eCz BS[®] LI İce Sħ[®] e Bİ LM[®]; İ; İ; İ[®] a f; İ; ħ e;”

pŕil a;I HC h;dfaju m;ma; I;N L;L u; OI qC@a h;IqI qCu; B;Ipmz j;L B;Ipu; L;Iqm,
"j;I, @a;I I; k;Ih e;I?"

hI c;I p;I f; L;Iq@me, "a@ IL f;Nm q@uIRp? I;IŠI eV;I fI @k@a q@h?"

m;ma; L;Iqm, "B;Ij LmL;aju k;Ih;I Lb;I hm;IRz"

hI c;I p;I f; @h;I H;Lh;I @ul Lb;I @h;I e;I!

m;ma; p@f;L L;Iqm, "p@f;I c;I, a;Ij J HM;I e;I b;I L@h?"

@N;I;I n;I;U' p@f;I I j e;L ihLm L;I u; Icu;IRm, IL;° h@s;I h@s;I p;I q@hI pC;I @M Ie@SI
Ihct;I f;L;I n;I L;I h;I f;I m;I e;I p a;I;N L;I @a f;I @ H;I e;I p;I d;f a;I q;I I;Rm e;I p Ah;Š;ü@ L;f
HLV;I h;I mm-- @h;I T;I @Nm @ p;I w;L;I Q @h;I d; L;I @a @R, IL;° @ b;I;L u;I c;I k;I C@h;

hI c;I p;I f; L;Iq@me, "N;I m;I;I m;I @m;I q@u @Nmz BI @c;I L;I @m Qm@h e;Iz HMe p;I@s f;I QV;
f;I k;I;I' I;h;R;e;I @b;L @LE EW@a f;I @h e;I-- I;h;I;I L;I @a q@h e;I C@M L;I;I' q@u I;I @e j;I M n;I L@u
k;I @h-- @C@a I;h;I e;I q@h?"

HC h;I mu; I;ale @S;I L;I u;I pLm@L nue0@ f;I;I u;I I;h;R;e;I u; @h;I Ju;I Cu;I I;C@mez pL@mC
O;I j;I Cu;I f;I sm, @Lhm pŕil a;I O;I qCm e;I Hhw Ae;f O@ m;ma; a;I q;I I;h;R;e;I E f;I E;I Wu;I
h;I pu;I I;I qmz

ØV;I j;I Oe Oe h;I n;I h;I Š@a m;I N;I m;I z

ØV;I j;I kMe R;I;Š;h;I E f;I @e;I L;I @a @R, M;I m;I p;I;I I;I p;I;s a;I m;I h;I Se;f f;I;I @a qCu;I @R, H;I e;
p;I u;I S;I q;I @SI @X@L I E f;I qC@a I;heu @c;I Mm HLSe i @æ@f;I m;I L S;I q;I @SI A;I j;I @M @a f;I c;
B;I p@a @Rz a;I q;I @h;I n;I @;I f;I I;I @a @c;I M;I u;I a;I q;I @L m;I ma;I h;I mu;I c;I j;I @e qCm, IL;° I;heu p;I q;I
a;I q;I I;h;I p;I L;I @a f;I;I m e;Iz Ah@h@o m;I ma;I IeL@V B;I p@a BI p;I;I q;I I;I qm e;Iz H;Lh;I j;I @e
L;I m m;I ma;I a;I q;I @L I;I g;I;I c@a B;I pu;I @R, IL;° m;I ma;I c@a;I j;I;I Š;I @V;I @V;I Ie;I j;I;I @k;I N @c;I Ju;I
I;h;I;I @U c;I;s;I Cu;I;I Rmz m;I ma;I ØV;I j;I E;I Wu;I f;I sm-- M;I m;I p;I;I I;I p;I;s a;I m;I u;I m;I C;I m;I I;heu n;I @a I;Q@Š
E f;I I @XL qC@a e;I @Q e;I j;I u;I m;I ma;I p;I;I @M B;I pu;I E f;I @ba qCmz m;I ma;I L;I qm, "B;I j;I @L
E f;I I;I e;I @u Qm@ez"

I;heu I;h;I Ø;I a qCu;I L;I qm, "S;I q;I S @k @R@s I;C@p;I Rz"

m;I ma;I L;I qm, "p B;I j;I S;I e;I z"

h;I mu;I I;heu @L Se;f A;I f;I r;I e;I L;I u;I c;I p;I;I @M I;I I;I p;I;s h;I l;I q;I E f;I I am;I u;I E;I Wu;I @Nmz
ØV;I j;I h;I n;I g;I;L@a g;I;L@a R;I;Š;u;I I;Cmz

I;heu m;I ma;I @L g;I;I ØV;I L;I @p;I @X@L @L c;I;I u;I h;I p;I;I Cu;I e;I f;I h;I f;I;I n;I a;I q;I j;I @M I;C@L Q;I l;I qmz

m;I ma;I L;I qm, "B;Ij LmL;aju k;I h;I-- B;Ij I;LR@a C b;I L@a f;I I m;I j;I e;I z"

I;heu I;S' j;I p;I L;I m, "J;I j;I pL@m?"

m;I ma;I L;I qm, "HMe f;I k;I;I' @LE S;I @ee e;Iz B;Ij I;Q;I W @I @M H;I p;I;I R-- f;I s@mc S;I e@a
f;I I @hez"

m;I ma;I HC c;I p;I q;I p;I La;I u;I I;heu U;I;I;I a qCu;I @Nmz p;I w;L;I @Q;I p;I q;I a h;I m@a BI n;I L;I m,
"IL;°--"

míma; a;sjajls h;dj İcu; Lİqm, ""S;qiS ®s İc®R, HMe BI "İLz' İe® Lf q®h
®j®ujje® q® S®jİR h®mC ®k pjÜC Qf L® paf LI®a q®h ®p Bİj h®T ®ez Bjİ®Cl
f®rJ e®ju-Ae®ju pñh-Apñh B®Rz BS®LI İejz®Z İN®u Aİi eu LI;İl ®Qu Baİqaf;
LI; Bjİl f®r pqSz"

İheu h®Tm k; qChİl a; qCu; ®N®R, HMe H Lİ®SI i İ®m;¾ İhQ;İ Lİluj je®L fİsa
Lİluj ®am;ju ®Lİ®e; gm e;Cz

İLR®Z Qf Lİluj bİlLuj míma; Lİqm, ""CMe, Bfeİl hã®N®İ®jİqehİh® fİa Bİj
j®e j®e h®s; AİhQ;İ L®İRm;Z Sİle ®e, fİbj ®b®LC ®Le a;L®L ®c®M, a;İ Lb; ö®e,
Bjİl jeV; a;İ İhİ;Ü q® İN®uİRmz İale h®s; ®hİn ®S;İ İc®u Lb; LC®ae, BI Bfeİl;
pL®mC a;®a ®ke p;İ İc®u ®k®ae-- a;C ®c®M Bjİl HLv; İ;N q®a b;Laz Bjİl İi İhC İ -
- Bİj kİc ®cİM ®LE Lb;İu h; İh®q;İ® ®S;İ fİL;İn LI®R, ®p Bİj H®Lh;İ®C pC®a fİİl ®ez
İLz'®N®İ®jİqehİh® ®S;İ ®Lhm f®İ E f®İ eu, ®p İale İe®SI E f®İ J M;V;e-- H pİafL;İ
®S;İ-- HİLj j;je® Bİj ®cİM İez"

Hj İe Lİluj míma; hİLuj k;C®a m;İNmz ®Lhm ®k ®N;İ; pð®a ®p Ae®a;f ®h;İd Lİl®aİRm
hİmu;C H-pLm Lb; hİm®aİRm a;q;İ e®qz Bp®m, ®Ty®LI j;İb;İu ®k L;SV; Lİluj ®gİmu;®R
a;q;İl p®L;İQ j®eİ İi al qC®a ®LhmC j;İb;İ a;İh;İl E f®e;Z Lİl®aİRm, L;SV;İ qu®a; İ;İm;
qu e;C HC İad; ®S;İ Lİh;İl m®Z ®cM; k;C®aİRm, İhe®ul pC;J®M ØVf;İ® HCl®f HLM;
hİpu; b;L;İ ®k Hah®s;İ L®;İl İhou a;q;İ ®p f;İh®j®eJ Lİl®a f;İ®İ e;C, İLz'®m< İ; fİL;İn
qC®mC İSİepV; Aa®z;¹ m< İ; İhou qCu; EİW®h HCSe®f ®p f;İZf®Z hİLuj k;C®a m;İNmz
İhe®ul j®M İ;İm; Lİluj Lb; ®S;İN;C®aİRm e;Z HL İc®L ®N;İ;İl c;M J Afj;İe, Ae® İc®L
®p ®k HM;®e j;İjS®ØV®Vİ h;İs B®j;İc Lİl®a Bİpu;İRm a;q;İl m< İ; a;q;İl E f®İ mİma;İl
pð®a a;q;İl HC ALØj;v AhØb;İpwLV, p;İÜ HL® İjİn®a qCu; İhe®ul h;İL®qfe Lİluj
İcu;İRmz

f;İhİl qC®m mİma;İl HC c;xp;İqİpLaj;İ İhe®ul j®e İal;İ;®İ İ; İh Ecu qCa-- BS a;q;İ
®L;İ®e;İ®aC qCm e;Z Hj e-İL, a;q;İl j®e ®k İhØj®ul Ecu qCu;İRm a;q;İl p®Â nÜ; İjİn®a
İRm-- Cq;İ®a B®İ; HLİV Be¾ HC İRm, a;q;İ®Cl p;İÜ c®mİ j®d®f ®N;İ;İl Afj;İ®eİ p;İj;İe®f
fİaL;İl®Q®; ®Lhm İheu Hhw míma;İC Lİluj®Rz HSe®f İhe®ul İh®no İLR®c;M f;İC®a qC®h
e;İ, İLz'® mİma;İ®L İe®SI L;İg®m A®eL İce dİluj İhÜİ fİs;İ ®İ;N Lİl®a qC®h;Z AbQ HC
mİma;İ®L İheu hİ;İhİ ®N;İ;İl İhİ;Ü hİmu;C Sİleaz kaC İ; İh®a m;İNm aaC mİma;İl HC
fİİZ;İ İhQ;İl qfe p;İq®p Hhw Ae®İ®ul fİa HL;İ;¹OZ;İu a;q;İl fİa İhe®ul İ İS² Sİj;İ®a m;İNmz
®L;İe Lİluj Lf hİmu;İ ®k ®p HC İ İS² fİL;İn Lİl®h a;q;İ İ;İhu;İ f;İCm e;Z İheu h;İl h;İl
İ;İh®a m;İNm, míma;İ ®k a;q;İ®L Ha fİj;M;İ®f®f p;İq;İqfe hİmu;İ OZ;İ fİL;İn Lİluj®R ®p OZ;İ
kb;İhİ® ®p ®a;İ p;İÜ Baİh;İhã İe¾;İ fİh;İp;İ ph®m E®f®r;İ Lİluj Hj e Lİluj ®L;İ®e;İ İho®uC
p;İq;İpL BQİ®Zİ à;İ;İ İe®SI j a fİL;İn Lİl®a fİİl a e;Z ®p ®k A®eL p;İ®uC ®N;İ;İ®L Lø
İch;İl İ;®u Ab;İ f;İ®R ®N;İ;İ a;q;İ®L c;İhİm j®e L®İ HC Bn®İ;İ İe®SI İi;İhİ Ae;İZ L®İ

e;C, A^eL pju pš^È kš²S;im ihù|l Llluj [®]Ni;il ja[®]L ì[®]SI ja hìmu;C ì[®]S[®]L
i #i;Ch;il [®]Qø; Llluj[®]R, BS a;qi j[®]e j[®]e üfL;il Llluj mîmai[®]L ü;dfeh#Üniš²-[®]Z ì[®]SI
[®]Q[®]u A^eL [®]h[®] hìmu; j;ilemz mîmai[®]L [®]p [®]k fš^hN A^eLh;il j[®]e j[®]e ì[®]ç; Llluj[®]R, [®]p
Lbj ØjIZ Llluj a;qi l m< i [®]h;id qCmz Hje-ìL, mîmai;il L;[®]R a;qi l rj; Q;ìq[®]a C[®]R;
Lllm-- ÌL[°] [®]Lje Llluj rj; Q;ìq[®]h i ;ìhu; f;Cm e;Z mîmai;il Ljefu Øæfj;jañ Bfe
A;[®]l [®]a[®]S ìhe[®]ul Q[®]r BS Hje HLIV j;ìq;ju EY[®]ç qCu; [®]cM; ìcm [®]k, e;ìfì HC Afš^hN
fìlQ[®]u ìheu ì[®]SI S[®]he[®]L p;ìb[®]L [®]h;id Lllmz [®]p ì[®]SI pj[®]Ü' AqWL;il, pj[®]Ü' r[®]aa;[®]L HC
j;id[®]ñj[®] i[™]a niš²l L;[®]R BS H[®]Lh;[®] ìhpS[®]ìe ìcmz

30

mima^jL p^A mCu; iheu f^Q nh;h^h hip;ju Bĭpu; Efĭ0ba qCmz
 mima^jl p⁰ã iheu^l j^eel i jhV; Lf a;q; ØVĕj^Q EĭWh;al f^hnĭ fklĭ¹ iheu ĩeĭ00a
 Sĭlea e;j mima^jl p^A ĩh^l;^dC a;q;l je hĕf^a ĩRmz^Q Lje Lĭlu; HC c^hĭh ė^QuĭVI p^A
^RLĭ^e;j^Q a plã0b;fe qC^a f;^Q ĩLR^Lm qC^a Cq;C a;q;l fĭ^u fĭaĭc^eel ĩQ^z ĩhou ĩRmz
 iheu^l S^he Øæf;^Q ĭd^kN ĩej ĩm cĭ^ç mCu; p⁰ĭl a;C fĭj pã^ĭ;a;ĭ;ĭVI j^a; Eĭca qCu;ĭRmz
 HC Bĭhi ĩ^h ĩ Afĭ^f Be^h iheu^l fĭLĭa^L fĭl fVĭb; cje Lĭlu; B^R, Cq;C iheu j^e
 j^e Sĭleaz ĩL^z 0Claj^df B^Q;^k a;ĭ; EĭWu;^R Hhw^Q Sĕĭlal^Qp^h ĩ ĩj L; Lĭlu; ĭcu; fĭj
 a;ĭ;ĭV^k LMe^ud^f d^f ĩcN^z; ĭm AhalZ Lĭ^aĭRm iheu a;q; Øf0 Lĭlu; h^t0a f;^Q
 e;Cz

ĭh^a;qf mima^j kⁱce ØVĕj^Q EĭWu; Bĭpm^Q pĭce iheu^l j^e qCm, mima^j Hhw Bĭj
 HLfr qCu; pj⁰ ĩpwp;^Q ĭ fĭaL^m ke M;js; qCu;ĭRz HC ØVe;ju mima^j BI-pLm^L Rĭjsu;
 a;q;ĭC f;^h Bĭpu; cys;Cu;^R H Lb; iheu ĩLR^aC ĩ ĩm^a fĭll m e;j^k-^RLĭ^e; L;ĭ^z ^k-
^RLĭ^e; Ef^m^rC qEL, mima^j f^r iheu BS A^eLI j^df HLSej;^æ e^q-- mima^j
 f;^h ĩp^C HL;Lf, ^hC HLj;^æ; pj⁰ Ba^ŕ-üSe c^ŕ, ^hC ĩeL^v HC ĩeL^vel f^mL fVĭ
 Øf^æ ĩh^cĭNi ĩ^ŕ ĩ^Q ĩ^a; a;q;l h^hLI j^df ĩl ĩl Lĭ^a m;ĭNmz fĭj^Q ĩhZel Lĕĭh^e
 mima^j kMe Øj;^Ca ^QNm aMe iheu a;q;l ü0b;^e n^e0a k;^Ca fĭll m e;-- ^hC Lĕĭh^eel
 h;ĭq^Q ^xL ^Qp S^a; M^hm;u; ĩexn^e f;juQ;ĭl Lĭlu; ^hs;^Ca m;ĭNmz ØVĕj^Q mima^j fĭa
^RLĭ^e; Evf;ja ØĭVh;al ĩh^o pⁿh;e; ĩRm e;j, ĩL^z iheu a;q;l AL0j;v e^ŕæmĭ AĭdL;ĭV^L
 f^ŕ; Aei h Lĭh;al fĭm;ĭ e Afĭ^u;S^eJ e;j M;V;Cu; b;ĭL^a fĭll m e;j

ĭj^æ Ni ĩl AãL;ĭju, ė^Q On^ef ei ũm a;ĭ;ju B;ĭR^æ, a^f al^hz^e ĩen^hb BL;^hl
 L;ĭm;ju0e ĩeĭhs ĩl ĩsĭ j^a; ũ ĩ qCu; cys;Cu; B^R, ĩe^çe fĭ^h e^ŕel fĭh m d;ĭ; ĩexn^e
 Qĭmu;^R, Cq;al j;Tm;^e mima^j ĩeĭãaz BI ĩLR^aeu, HC p^hl, HC ĩhⁿĭp^f ĩeã;V^L ^hL
 mima^j BS iheu^l q;^a pj^fV Lĭlu; ĭcu;^Rz HC ĩeã;V^L iheu j;q;j^ŕ ĩa^ŕVI j^a; ĭr;
 Lĭh;al ĭ;ĭl mCu;^Rz ĭfaj;ja; ĭ;ĭi ĩNef^Q LqC e;j, HLĭV Afĭĭ0a n^k;ĭl Efĭ mima;
 Bfe p^hl^Q c^qm;ĭle ĭ;ĭMu; ĩeĭ00z¹ qCu; Øj;^Ca^R-- ĩen^hp^fĭ^h ^Qke HC ĩeã;L;ĭh^vL^d R^h
 fĭĭj;f Lĭlu; Ala n;ĭ ĭ^h Naj;ja Lĭ^a^R, ^hC ĩefz Lhĭel HLĭV ĩhZej ĩhp⁰ qu e;j,
^hC e;ĭf^q^eul Lm^ĭz^L ĭm;ju j^ĭ^ma q;ia c^em;ĭle fĭl fVĭ ĩhĭ;ĭ ĩhR;e;ĭ Ef^Q fĭsu;
 B^R, L^pp^ĭ;j;ĭ c^ĭv fcam a;q;l pj⁰ ĭjz^ŕ Nĭa⁰^Q Evph-Ahp;^eel p^wN^eal
 j^a; ũ ĩLĭlu; ĩhR;e;ĭ Efĭ ė^Q ĭmu; ĭ;ĭMu;^R-- ĩhⁿ ĩhⁿ;^Q ĩ HC RĭhM;ĭle iheu^l L0fe;^L
 fĭl fVĭ Lĭlu; a^hmz n^hš^l j^df j^š^VL^h ^Qkje, Nĭq;al j^ĭ^ma ĩexn^eĭa;ĭ ĩ^h0a HC

BLinj™mI j jTMjeIVªa mĩma;I HC İea;VŁ; HC pªXim pªCİ pÇfZİİhnİj VŁªSNªa
ªaj İe HLİVj;æ I nkİnhĩmu; BS İheul LjR fİai ja qCmz "Bİj SijNu; BİR' "Bİj SijNu;
BİR'-- HC hİLİ İheul İhØgİİa hrXLqİ qCªa Ai un'Mdİel jªa; EİWu; j qİLjRnİ
Aİeªo SİNİa fªİªoİ İexnèh;Zİİ pİqa İjİma qCmz

HC Lb·fªrİ İjİeªa Bªİ; HLVj Lb; ªLhmC İheul B0ja LİİªaİRm-- BS İjªe
ªNİj; ªSmİje;u! BS fknİ; İheul ªNİj;İ pLm pM-cªM C İ jN mCu; Bİpu;R, HChİl fİbj
a;qİl Aeİb; OİVmz İheul Sİlea ªNİj;İ jªa; jİeªoİ fªr ªSmİ nİpe İLRª eªq, İLªª fİbj
qCªa ªno fknİ; HC hİfİjª İheul pªª ªNİj;İ ªLjªe; ªkİN İRm eİ-- ªNİj;İ Sİhªel HC
HLVj fİjİe OVe; HªLh;ªIC İheul pwpħ Rİs;Z cª hªİ Sİhªel dİj; HC-ªk HL SİuNİu
İhİpRª qCu;R-- Bİj;I kMe İjİmªh aMe İL HC İhªRªCİ nªİa; fªZ qCªa fİİİªh? hªªaİ
pÇfZİİa; İL Hhİl İ A qu eİC? Sİhªel Hje AM™, Hje cªmİİ hªªaİ BS HLC İjªe İheul
a;qİl HL İcªLİ nªİa; Hhw Bİ-HL İcªLİ fZİİa;ªL HLPªª Ai eªh Lİİu; Sİhªel
pªSefmªul pİªLjªm Üİ qCu; AªLjªİ İcªL a;LİCu; İİqmz

ªNİj;ªk İjªZ hİqİl qCu;İRm ªchªªªC İheul a;qİªa ªkİN İcªa fİª eİC, Abİj; ªNİj;ªk
ªSm İNu;R ªchªªªC ªpC LjİjªªM İ jN mJu; İheul fªr Apªh qCu;R, H Lb; kİc
paİ qCa aªh Cqİªa hªªaİ rZªqCªa fİİİa eİz İLªªªNİj; İjªZ hİqİl qCu;İRm Hhw İheul
Aİİ eu LİİªaİRm Cq; BİİØjL hİfİj; eªq İheul pİjª Sİhªel dİj; Hje HLVj fªb
Bİpu; fİsu;R kİq; a;qİªCİ fªhİhªªaİ fb eªq, ªpC LjİªZC Haİce fª HC hİqİ
İhªRªC j pªhfİ qCu;Rz İLªªªBS Bİ ªLjªe; Efİu eİC-- paİªL AüfLj; Lİ; Bİ Qªm eİ,
ªNİj;İ pªª AİhİpRª HL fb Aeefjªe Bnİ Lİ; İheul fªr BS Bİ paİ eªq İLªªªªNİj;
J İheul İOİSİhªel İ jªmİhİp; İL HC fbªªCİ à;İC İİª qCªh? HC pwnu İheul qªu
qªLÇf Efİªba Lİİmz ªp Sİlea ªNİj; a;qİl pİjª hªªaİHhw pİjª LaİhªªL HL mªfªb
eİ Vİleu; Qİmªa fİª eİz fªªªªªNİj;İ a;qİl fİhm CİpR; Sİhªel pLm pªªaİ à;İj; a;qİl ªpC
HL CİpR;ªLC j qªupª Lİİu; ªp Sukİe;İu Qİmªh-- İhdİa; ªNİj;İ fLİİaªa ªpC İjSİİqj; AfİZ
Lİİu;ªRez

İWLj Nİİs fªİnhİhª cİSİl LjR Bİpu; cysİCmz eİj hİl pİu mĩma;İªk fİ Ljİfªm Hhw
hİİsªa fİhªn Lİİhİl pİu ªpªk ªSİl Lİİu; İeªªL HLVªnªª Lİİu; mCm a;qİ İheul ØfØ
hªTªa fİİİmz mĩma;İªTªªLİ jİbİu Hhİlªk LjSVj Lİİu; ªgİmu;R a;qİl Afİİdªk
LaMİİe a;qİl JSe ªp İeªª İLRªªC Bª;S Lİİªa fİİİªaİRm eİz mĩma;İ Sİlea fªİnhİhª
a;qİªL Hje ªLjªe; Lb;C hİmªhe eİ kİqİªL İWL İ vİpe; hm; kİCªa fİª -- İLªªªªpCSeİC
fªİnhİhª Qªf Lİİu; bİLjªLC ªp phªªu İ u Lİİaz

mĩma;İ HC pªªLjªQİ İ jh mªfª Lİİu; İheul Hİª Øbªm a;qİl Lª Laİhª İWLİV İ jİhu;
fİCm eİz ªpªª bİLªm mĩma;İ pªªLjªQİ LjİZ AİdL qCªh İL eİ a;qİC fİİª; Lİİhİl
Seİª ªp HLVªİad;İ üª mĩma;İªL Lİqm, "ªªh HMe kİCz"

mĩma;İ a;İsİaİİs Lİqm, "eİ, Qmª, hİhİl LjR Qmªz"

mĩma;I HC hÉNE AeŒj;đ Iheu j^e j^e BeŒca qCu; EIWmz hĩs^a ƒjRu; Ich;I fl
qC^a a;qiI ƒk LañÉ ƒno qCu; k;u e;C, HC HLV; BLİØj L hÉ;f;I mĩma;I p^Á a;qiI
Sth^eI ƒk HLV; İh^{no} Nİbhåe qCu; N^R-- a;qiC j^e Lİlu; İheu mĩma;I f;ñİ ƒke
HLV=İh^{no} S;I I p^Á cys;Cmz a;qiI fİa mĩma;I HC İei İ-Lİfe; ƒke HLİV Øf^{ñİ}
j^a; a;qiI pjÙ' nİf^İ İhc^{İv} p' jI Lİİ^a mĩNmz a;qiI j^e qCm mĩma; ƒke a;qiI Xje
q;I Qıf;u; dİlu;Rz mĩma;I plqa HC pð^a a;qiI fđ;İol hr İ İlu; EIWmz ƒp j^e j^e
İ jhm, f^İ nh;h^a mĩma;I HC Ap; jİSL qWL;İİ a;ju İ;N Lİİ^e, mĩma;İ i vİpe; Lİİ^e,
aMe İheu kb;pnh pjÙ' cİluaİİe^{Sİ} ú^a mC^h-- İ vİpe;I Awn Apw^L;Q NqZ Lİİ^h,
h^İ İ üİ ƒ qCu; mĩma;İL pjÙ' B0;Ia qC^a h;Q;C^a QØ; Lİİ^hz

İLz^o mĩma;I İWL j^eI İ jh; İheu hİT^a f;İ e;Cz ƒp ƒk İ vİpe;I fİa^İ;dL-üİ ƒFC
İheu^L R;İs^a Qıqm e; a;qi; e^{qz} Bpm Lb;I, mĩma; İLR^İ Qıf; İcu; İ;İM^a f;İ e;İ ƒp
k;qi Lİlu;R a;qiI pjÙ' AwnC f^İ nh;h^a Q^r ƒİM^e Hhw İhQ;İ ƒk gm qu a;qiI pjÙV;C
mĩma; NqZ Lİİ^h HCl ƒ a;qiI İ jhz

BS pL;Im qC^aC mĩma; İheul Efl j^e j^e İ;N Lİlu; B^R İ;NV; ƒk ApwNa a;qi;
ƒp p^Cf^VİS;İe-- İLz^o ApwNa İm;u;C İ;NV; L^İ e; İlw h;İ^{Sz}

ØVİj;İ karZ İRm mĩma;I j^eI İ jh Aeİ ƒ İRmz ƒ^m ƒ^m qC^a ƒp LM^e; İ;N Lİlu;
LM^e; ƒSc Lİlu; HLV;İ-e;HLV; Ai jheİ L;TM ØV;Cu; Bİpu;R, İLz^o Hh;I L;I hÉ;f;İ İV
-İ;İalZ HC İeloÜ hÉ;f;İ İheuJ a;qiI p^Á Sİsa qCu; fs;İa ƒp HL İc^L pw^L;Q Hhw
Aeİ İc^L HLV; İeNİ qoİ Aeİ h Lİİ^aİRmz HC qoİ ƒke İe^oİl pw0;Ia-İ;İ;C ƒİn Lİlu;
jİba qCu; EIW^aİRmz HLSe h;İq^İ I fđ;İol ƒp BS Hje Lİlu; Bnİ Lİlu;R, a;qiI
Ha L;İR Bİpu;R, a;qi;cl j;İM;İe Baİup;İSI ƒL;İe; Bs;Im e;C, Cq;İa LaM;İe
L^İ;İ L;İZ İRm-- İLz^o İheul ü;İ İhL İ İa; H;İe pwk^İ I plqa HLİV Bh;I Qe; Lİlu;
İ;İM;İİRm ƒk HC Bn^İ;SeL AhØb;İ j;İM;İe İheul p^L;İ;İ nİma;I fİİQu mĩma;İL İ jİİ
HLV; BeŒc;İe Lİİ^aİRmz ƒk İheu a;qi;cl h;İs^a pL^ml p^Á phİc; B;İ;c-^Lİaİ
Lİİa, k;qiI Lb;İ İh;İ İRm e;I, h;İsİ İ İa^İcl p^ÁJ k;qiI Baİua; Ah;İİa, H ƒp İheu
e^{qz} paLİa;İ ƒc;İ;C İcu; ƒM;İe ƒp Ae;İ;İpC mĩma;I p^Á ƒİn Lİlu; mC^a f;İİa ƒpM;İe
İheu Hje c;İaİ r; Lİlu; Qİm;İİRm ƒk a;qi;İaC mĩma;I q^eİl j^İİ a;qi;İL B^İ;İ İeL^V
Aeİ h Lİİ^aİRmz İ;İe ØVİj;İ İ LÉ;İh^e e;İ; İQ;İ;u a;qiI İ;İ;İ O;İ qC^aİRm e;İ; RVİgVİ
Lİİ^a Lİİ^a HL pj;u j^e qCm İ;İe Har^Z fİ;İa qCu; Bİpu;Rz d^İ d^İ LÉ;İh^eI
clS; İm;İ; h;İq^İ İc^L Qıqu; ƒİMm İ;İeⁿol İnİn;İaİ AİL;İ aM^e; ecfİ Efl L;İ
j^S BL;İn Hhw a^İ İ heⁿZİL Ss;İCu; İİqu;R-- HC;İe HLİV nİfam h;İa;İp EİW;İ ecfİ
S^m Lmdİe S;İN;Cu; aİm;İ;R Hhw e^İQİ am;İu Hİ^İ eİ M;İm;İp;İ L;İS Bİñ Lİİ^h Hjea^İ;
Q;İ^mİ B;İ;İp f;İ;u; k;C^aRz mĩma;I LÉ;İh^eI h;İq^İ Bİpu;C ƒİMm, Aeİac^İ İheu
HLV; Nİj L;İfs N;İ^u İcu; ƒ^aİl Q;İLİ Efl O;İ;Cu; fİsu;Rz ƒİM;İC mĩma;I q^İfTM
Øfİİca qCu; EIWmz pjÙ' İ;İe İheu İ M;İeC hİpu; f;İq;İ; İcu;R! Ha İeL^V, ah^aHa c;İ!

XL qC@a aMeC mġma; LiĊfaf@c Lġih@e Bġpm; àġI LġR cys;Cu; @pC @qġ' l fġaf@ @pC AåLġiSġsa AfġilġQa ecġc@hġl j @ġ HLġLġ lġlāa ġhe@ul ġc@L Qġlqu; lġqmz pġġ@MI ġcLġfġ' l aġlġ-ġm @ke ġhe@ul ġlāġL @h@e Lġlu; aġqġl QġM fġsm; HLġV AġhġDefu NġñġkġNġ J jġd@kġNġ aġqġl pġŲ' qġcu H@LġhġLġ Lġm Lġm fġNġqCu; EġWm; @ġim@a @ġim@a mġmaġl cġ Qr@aLe @k S@m ġllui Bġpm aġqġ @p h@T@a fġġm eġz aġqġl ġfajġl LġR @p @k @chajġl Efġpeġ Lġl@a ġnġMuġR @pC @chaj @ke ġġrZ q@Ų' aġqġL BS @fnġL Lġl@me Hhw ecġl Ef@ HC aġl;f@hġleġhs ġlāa aġl ġġl@el AåLġI pġqa ehġe B@mġLI kMe fġbj ġeNġt pġġme OġV@aR @pC fġh@e pġårZ fġl fġNġer@epġ ju @Lġeġ HLġV ġchġpWnfa Aeġqa j qġhZġju c@xpq Be@hceġl j@a; hġSu; EġWmz

Hġe pġju OġġI Qġ' ġhe@ qġaVġ HLv@eġshġj@eC mġmaġ aġsġaġs Lġih@el ġlSġ hå Lġlu; ġhRġeġju @Cu; fġsmz aġqġl qġa-fġul am@cñ nfam qCu; EġWm, A@eLrZ fġkġ' @p q@ġif@MI Qġ' mġ ġeh@ Lġl@a fġġm eġz

AåLġl c@ qCu; @Nmz @Vġġl Qġm@a Bġñ Lġlu;Rz mġmaġ j@-qġa dġcu; fġŲa qCu; hġlq@ Bġpu; @m dġlu; cys;Cmz ġhe@J fġhġC Sġq;Sġ hġlñl BġJu;S SġlNu; fġŲa qCu; fġhġaġ fġġ' aġl fġbj Aġġcu @ġimġhġl Seġ A@frġ Lġl@aġRmz mġmaġ hġlqġ qCu; Bġphġ jġe @p pWl@Qa qCu; Qġmu; kġChġl Ef@eġ Lġl@aC mġmaġ XġlM, "ġheuhġh@"

ġhe@ LġR Bġp@aC mġmaġ Lġqm, "Bfeġl @ġid qu ġġe ġ ġmġ Oġ qu ġe?"

ġhe@ Lġqm, "j @ qu ġe?"

Cqġl f@ c@S@e Bġ Lbġ qCm eġz ġnġlġp@š' Lġnh@el fl fġ' Bp@ p@kġlġc@ul ŲZġRV; E< ġn qCu; EġWmz Cqġlġ c@S@e Sġh@e Hġe fġġa Bġ @Lġeġġce @C@M eġCz B@mġL aġqġġN@L Hġe Lġlu; LM@e; @fnġL L@ eġC-- BLġn @k n@eġ e@q, aġqġ @k ġh@ġueġl h Be@k pġl@ ġc@L Aġeġ' @ Qġlqu; B@R, aġqġ Cqġlġ HC fġbj Sġlemz HC c@S@el ġQ@S @Qaeġ Hġe Lġlu; SġN@a qCu; EġWu;R @k, pġŲ' SN@aġ Aġġellq@a @Qaeġl p@A BS @ke aġqġcġl H@LġhġLġ Nġu Nġu @WLġWġL qCmz @Lq @Lġeġ Lbġ Lġqm eġz

@Vġġl ġġmLġaġju Bġpmz ġhe@ OġV HLvġ Nġs ġ ġsġ Lġlu; mġmaġL ġġ a@ ġpġCu; ġe@S Nġsġuġel fġhġ ġNu; ġġpmz HC ġc@el @mġLġl ġġmLġaġl f@b Nġs Lġlu; Qġm@a Qġm@a @Le @k mġmaġl j@e EmWġ qġJu; ġġq@a mġlNm aġqġ @L ġġm@z HC pWl@VI pġju ġhe@ @k @Vġġl ġRm, mġmaġ @k ġhe@ul p@A Hġe Lġlu; Sġsa qCu; fġsuġR, ġhe@ @k Aġġ ġġh@Lġ j@a; aġqġL Nġs Lġlu; hġs mCu; kġC@aR, Cqġl pġŲC aġqġL fġse Lġl@a mġlNmz Oveġhna ġhe@ @k aġqġl Ef@ HLvġ LaġPaġ AġdLġl mġġ Lġlu;R Cqġ aġqġl LġR Apqġ qCu; EġWmz @Le Hġe qCm! ġġeġ @pC pWnfa ġc@el LġġR@el pġġ@MI Bġpu; @Le Hġe L@Wġl p@ bġġu; @Nm!

aġc àġI LġR Bġpu; ġhe@ kMe pWl@LġQ ġS' ġpġ Lġm, "Bġġ a@h kġC"-- aMe mġmaġl ġġN B@ġ; hġsu; EġWmz @p ġ ġhm, ġheuhġh@ġe Lġl@aRe aġqġL p@A Lġlu; ġfajġl LġR Efġl@ba qC@a Bġġ L@~a qC@aġRz H p@@a aġqġl j@e @k @mġġe pWl@LġQ eġC CqġC

h[®]ml pīqa fīj;Z Līl h;I Hhw ĩfa;I ĩeLV pj Ū'ĪSĩepV;L pçfŷŪ ĩ[®]h EfīØba Līl h;I
Seġ [®]p ĩheu[®]L à;[®]II L;R qC[®]a AfI;dfI eġ;u ĩhc;u ĩc[®]a Q;ġqm e;Z
ĩhe[®]ul p[®]Ā pðā[®]L [®]p fŷh[®] eġ;u fīl×L;I Līl u; [®]gġm[®]a Q;u-- j;TM;e [®]L;e; L[˘];j,
[®]L;e; [®]j;[®]qI Sġs;I I;ġMu; [®]p ĩe[®]S[®]L ĩhe[®]ul L;R M;V;I Līl [®]a Q;u e;Z

Iheu J mima;L cImh; j;æ R;bi qC@a pafn R#Vu; Bİpu; a;q;çl cçS@el j;TM;e
cys;Cu; Ei @ul qia dİl u; Lİqm, ""LC, hsiçic H@me ej?"

Iheu f@LV Q;fs;Cu; Hhw Q;İL İç@L Q;İqu; Lİqm, ""hsiçic! a;ç @a; Lf qm! q;İL @
@N@Rez"

pafn İheu@L @Wimu; İcu; Lİqm, ""Cp, a;ç @a;, LL@M@e; e;Z h@m;-e; mima;İçic!"
mima; Lİqm, ""hsiçic L;m Bp@hez"

hİmu; f@I nh;h# 0@I İç@L Qİmmz

pafn mima; J İhe@ul q;a dİl u; V;İeu; Lİqm, ""Bj;çl h;İs @L H@p@Re @cM@h Q@m;Z"

mima; q;a V;İeu; mCu; Lİqm, ""a;İ @k Bp@L HMe İhl Š' Lİl p @ez HMe h;h;İ L;R
k;İj@Rz"

pafn Lİqm, ""h;h; @h;İ @ @N@Re, a;İ Bp@a çİl q@hz"

öİeu; İheu Hhw mima; Ei @uC rZL;@nl Seİ HLV; Bİj @;İd Lİl m; mima; İS' İp;
Lİl m, ""@L H@p@R?"

pafn Lİqm, ""hmh e;İ! B;R;İ, İheuh;h; hme @çİM @L H@p@R? Bfİe LL@M@e;ç hm@a
f;İ@he e;Z LL@M@e; e;İ, LL@M@e; e;İZ"

Iheu Aaİç;¹ Apñh J ApwNa e;İ Lİl@a m;İNm-- LM@e; İmm eh;h İpl;SE@Y;m;İ,
LM@e; İmm İ;S;İ ehLb., HLh;İ e;çLj;İİJ e;İ Lİl m; Hİç Aİalbpj;İj @k H@Lh;İç
Apñh pafn a;q;İç AL;İÉ L;İZ @çM;Cu; E;İÜxü@ fİah;ç Lİl m; İheu q;İ j;İeu; e;İ @L
Lİqm, ""a;İ h@V, İpl;SE@Y;m;İ @k H h;İs@a Bp;İ LaL@çm; İ-l;al Apñhd; B@R @p Lb;
Bİj HfKİ;¹ İQ;ç L@ @çİM İez k;İ q;İL, @a;İ;İ İçic @a; B@N acç;¹ L@ Bp@e, a;İ f@
kİç fİ@;Se qu Bj;@L X;İL İç@mç Bİj k;İhz"

pafn Lİqm, ""e;İ, Bfe;İ;İ çS@eç Bp@ez"

mima; İS' İp; Lİl m, ""@L;eİ0@ @k@a q@h?"

pafn Lİqm, ""@a;İm;İ 0@Iz"

@a;İm;İ R;çl @L;Z HLİV @R;V;İ 0l B@R, a;q;İl çİr@ZI İç@L @İç-hİç-leh;İçZI Seİ
HLİV Y;İm@V;İmİ R;çz pafnİ AehaİççS@e @pM;@e İNu; @çİMm @R;V;İ HLİV Bpe f;İlau;
@pç R;çl eİç HLSe @fİç; 0@eİçm;L @çİM Qn;İ İcu; Lİšh;İpl İj;İuZ fİs@a@Rez ayq;İl
Qn;İ;İ HL İçLL;İ İ;İP;İ ç@M çİs hyd;İ, @pç çİs ayq;İl L;@e Ss;@e;İz hup f;İu;İç@nl
L;R;L;İR qç@h;İ j;İb;İl p;İç@el İç@L Q@m İhl m qCu; Bİpu;@R, İLç;¹ @N;İhZİ j;İM fİl f,
gmİVİ j@a;İ HM@e; fİç İe@V;İm İİqu;@R; çç İç j;İçT HLİV EmÜLİ ç;İN-- N;@ AmwL;İ

e;C, İhdh;İ Ğnz fġj mġma;İ İc[®]L Q;M fġs[®]aC a;S;ajİs Qnj; Mġmu; ħC Ğġmu; İ;İMu; İh[®]no HLV; Kvp[®]LĒİ plqa a;qİİ j[®]M İc[®]L Q;İq[®]me; fİr[®]ZC a;qİİ fĒQ;[®]a İheu[®]L ĞġMu; âæ EİWu; cys;Cu; j;İb;İu L;İfs V;İeu; İc[®]me Hhw 0[®]İ j[®]dĒ fĒhn Lİİh;İ Efœ²j Lİİ[®]mez paġn a;S;ajİs İNu; ayq;[®]L Ss;Cu; dİİu; Lİqm, "j;İİpj;İ, f;İm;İİR[®]Le? ħC B;İ;[®]Cİ mġma;İcİc, Bİ Cİe İheu;İh;æ ħsİcİc L;İm Bp[®]hez"

İheu;İh;æ ħC Aİapwİrç fİİQuC k[®]bø qCm; Cİaf;İhİC İheu;İh;æ pĒ[®]â B[®]m;Qe; Ğ fĒd[®] fİİj;[®]Z qCu; İNu;[®]R a;q;[®]a p[®]q q e;Cz fİİbh[®]a paġnİ Ğ-LuİV ħİmh;İ İhou Sİj u;[®]R[®]L;[®]e; Efmr fİC[®]mC a;q;İ paġn ħ[®]m Hhw q;[®]a İ;İMu; ħ[®]m e;İ

j;İİpj;İ ħİm[®]a Ğ HM;[®]e L;İq;[®]L ħ[®]İ;İu a;q;İ e;İ ħ[®]T[®]a f;İİu;İ mġma;İ Ah;İL qCu; cys;Cu; İİqmz İheu ħC fĒİ; İjZ[®]L fZ;İj Lİİu;İ a;qİİ f;İul d[®]m;İ mC[®]aC mġma;İ a;qİİ cġ;İ¹ AepİZ Lİİmz j;İİpj;İ a;S;ajİs 0İ qC[®]a HLİV j;İç[®] ħİİqİ Lİİu;İ f;İİau;İ İc[®]me Hhw Lİq[®]me, "ħ;İħ;İ Ğ;İ;İp;İ, j;İ Ğ;İ;İp;İ"

İheu J mġma;İ ħİp[®]m fİ İaİe ayqİİ Bp[®]e ħİp[®]me Hhw paġn ayqİİ N;İ 0;İou;İ ħİpmz İaİe paġn[®]L X;İe q;İa İcu;İ İelġsİ Ĩ[®] Ğ[®]noe Lİİu;İ dİİu;İ Lİq[®]me, "B;İ;[®]L[®]a;İj İ;İ S;İe e;İ, B;İj paġnİ j;İİp qC-- paġnİ j;İ B;İjİ Bfē İcİc İR[®]mez"

ħCV[®]L[®]fİİQ[®]ul j[®]dĒ Ğİn İLR[®]Lb;İ İRm e;İ İL;⁰j;İİpj;İİ j[®]M J L[~]ü[®]İ ħ;İe HLİV Lē İRm k;İq;[®]a ayqİİ Sġ[®]eİ p[®]Nİ fİ Ğ;İ;[®]Lİ Anİj;İSİİa fİġe HLİV Bİ;İp fİİ;İna qCu;İ fİsmz "B;İj paġnİ j;İİp qC' ħİmu;İ İaİe kMe paġn[®]L ħ[®]Lİ L;İ[®]R Q;İİfu;İ dİİ[®]me aMe ħC İjZ[®]fİ Sġ[®]eİ Cİaqİp İLR[®] e;İ S;İeu;İj İheu[®]ul jē Lİ;Z;İu ħēİba qCu;İ EİWmz İheu ħİmu;İ EİWm, "ħLm;İ paġnİ j;İİpj;İ q[®]m Qm[®]ħ e;İ; a;İ q[®]m ħaİce f[®]İ paġnİ p[®]Ā B;İjİ TNs;İ q[®]ħz ħ[®]L[®]a;İ paġn B;İ;[®]L İheu;İh;æ ħ[®]m, c;İ;İ ħ[®]m e;İ, a;İ f[®]İ j;İİpj;İ[®]b[®]L ħİ' a Lİ[®] Ğ[®]a;İ[®]L;İ[®]e;İj[®]aC EİQa q[®]ħ e;İ"

jē ħn Lİİ[®]a İheu[®]ul İħmĒ qCa e;İ ħC İfİucnİe İfİu;İ İof k[®]ħL[®] ĞġM[®]a ĞġM[®]a j;İİpj;İİ j[®]e paġnİ p[®]Ā cMm İ;İN Lİİu;İ mCmz

j;İİpj;İ İS'İp;İ Lİİ[®]me, "ħ;İR;İ, Ğ;İj;İİ j;İ[®]L;İb;İu?"

İheu Lİqm, "B;İjİ İe[®]Sİ j;İ[®]L A[®]eL İce qm qİİ[®]uİR, İL;⁰B;İjİİ j;İ[®]eC ħ;İe Lb;İ B;İj j[®]M Be[®]a f;İİħ e;İ"

ħC ħİmu;İ Be[®]z;İufl Lb;İ 0;İjİZ Lİİh;İ j;İæ a;qİİ c[®] Qr[®]a[®]ke İ;İ[®]ħİ ħ;İ[®]İf Bâİİ qCu;İ Bİpmz

c[®] f[®]r Lb;İ M[®]ħ Sİj u;İ EİWmz Cq;[®]Cİ j[®]dĒ BS[®] Ğ e;İæ fİİQu[®] p Lb;İ İLR[®]aC j[®]e qCm e;İ paġn ħC Lb;İħ;İaİİ j;İTM;[®]e İeaj;İ¹ AfİİpİĀLİ Ĩ[®] j;İ[®]ħē fİİ;İn Lİİ[®]a m;İİNm Hhw mġma;İ Q[®]f Lİİu;İ ħİpu;İ İİqmz

Q[®]0;İ Lİİ[®]mJ mġma;İ İe[®]S[®]L p[®]q[®]S[®] Ğke ħİİqİ Lİİ[®]a f;İ[®] e;İ fġj-fİİQ[®]ul ħ;İd;İ İ;İP[®]a a;qİİ A[®]eL p;İu m;İ[®]Nz a;İ R;İs;İ, BS a;qİİ jē İ;İ[®]m;İ İRm e;İ İheu Ğ Ae;İu;İ[®]pC ħC AfİİİQa;İİ p[®]Ā Bm;İf S;İsu;İ İcm Cq;İ a;qİİ İ;İ[®]m;İ m;İİN[®]aİRm e;İ; mġma;İİ Ğ pwLV

Efi0ba qCu;R iheu a;qi -I;aj e; j dE NqZ e; Liiu; k Hje iel;cihNaqCu; B R Cqi;a iheu L m0QŠ himu; p j e j e Afhic icmz iLz; j M Nñel Liiu; ihoZi; iñ QfQ;f hipu; bijLmC iheu k mima;I Ap;jo qC;a iexLia fiCa a;qi e;q; a;qi qCm ieo0u mima; i;inu; j e j e HC Lb; hima, "Bj;I p AC h;h;I i;T;fs; iLz; iheuh;Hje i;h d;Iz Lii;a Re Le, ke Eq;I O;SC HC c;u f;su;R!" Bpm Lb; i;Lm i;e k B0;a pwnfa hij;su;IRm BS ic;el i;mu; a;qi;a h;bc hij;S;aR-- iLR€ iWLj a qC;aR e;Iz BS a;C mima; f;la f;c iheul p A j e j e Tns;C Lii;aR; iheul L;e; h;h;C H Tns; i;iv;a f;lla e;-- L;e; j;sm pwn;de qCm Cqi; f;llaL;I qC;a f;lla a;qi Azkñj k S;e;e;

q;u e, q;e mCu;C k;qi;c;I L;Ih;I pC g;u;c;I h;h;C L kš;h;I;Ü himu; c;io ic;em Qim; Le? k;c i;N;s;ju iWL S;uN;i;v;a Cqi; f;la;u; b;L a;h q;e Hje p;S Hje p;I Qm k, kš;aLñqi; j;leu; j;ib; q;v Liiu; b;L, iLz; pC i;N;s;ju k;c i;mn;je i;hfk;u O;v a;h h;ÜI p;dE Lf k Lm iWL Liiu; cu-- aMe i;N;h;I;N q;ipL;e; i;Lf qC;a k Lf O;v a;qi;I i;qp;h amh Lii;a k;Ju;C h;bi;

H ic;L iheul q;euk;v;J k i;h;ü; i;h;Li i;h Qim;a;IRm a;qi e;q; a;qi;I Ah0b; k;c AihLm f;h; j;a; bijLa a;h HC j;q;aiC p R;v;u; Be;ju;f;L L;R k;Caz i;N;i;I L;I;c;MI Mh; iheu R;si; j;L BI L ic;a f;I! p R;si; j;u;L p;I;e;C h; BI L B;R; HC i;nce;I Lb;v; iheul j;e;I am;u i;hoj HLV; i;I qCu; a;qi;L LhmC f;oz Lii;a;IRm- iLz; mima;L HMeC R;is;u; Qimu; k;u Cqi; a;qi;I f;R Apñh qCu;IRmz p;U;I pwp;I I i;h;I;Ü BS pC k mima;I I rL, mima;I p0;a f;I n;h;h; L;R a;qi;I k;c iLR=Lai;h; b;L a;qi; i;no Liiu; a;qi;L k;C;a qC;h HC Lb; p j e L h;T;C;a;IRmz j e a;qi; Aia p;I;e;f Q0;a;C h;T;u; mC;a;IRm; a;qi;I f;Iah;C Lii;h;I r;ja;C IRm e;Iz i;N;i;I Hhw Be;ju;f;L Se;f iheul j;e ka i;nce;C b;L;L; BS mima;I A;I;p;læLV A;I;U;a;A a;qi;L Hje Be; ic;a m;i;N;m-- Hje HLV; i;h;0g;Ia; i; p;U;I pwp;I I j dE Hje HLV; i;h;no i;N;h, i;e;SI p;š;I Hje HLV; i;h;I;N;0; ü;ja;I Aei h Lii;a m;i;N;m k a;qi;I j;e;I i;nce;v; j;e;I e;f;Q;I am;a;C I;I;qu; i;Nmz mima;I ic;L p BS Q;I;q;a f;I;I;a;IRm e;-- Lhm r;Z r;Z Q;M B;f;ie k;v;L f;is;a;IRm, mima;I L;f;S;I HLV; Awn, L;I;mi Efi i;e00mi i;h i0ba a;qi;I HLM;Ie q;ia-- j;q;ai; j dE Cqi;C a;qi;L f;miLa Lii;a m;i;N;m

c;I qC;a Qimmz f;I n;h;h;HM;e; a; B;ip;me e;Iz E;IWh;I Se;f i;I a;I qC;a a;I;N;c e;2;g;C f;hm qC;a m;i;N;m-- a;qi;L L;e;e; j;a Q;f;I i;ch;I Se;f iheul p;af;ni; j;I;I;I p A HL;I;L; j;e Bm;f Lii;a b;I;Lmz Ah;ñ;0; mima;I i;h;I;š;2 BI hyd j;I;em e; i; p iheul Lb;I j;I;TM;e p;qp; h;I;I; i;cu; i;mu; E;I;Wm, "B;f;ie c;I L;I;Re L;I S;e;f? h;h; LMe Bp;he a;I iWL e;C B;f;ie i;N;h;h; j;I L;R HL;h;I k;he e;?"

iheu Qj;ILu; E;I;Wmz mima;I i;h;I;š;2;ü; iheul f;R p;f;I;I;Q;a IRmz p mima;I j;MI ic;L Q;I;qu; HL j;q;ai;H;L;h;I; E;I;Wu; f;Ism-- q;w;iv -Z IR;ys;u; i;N; de;L k;je p;I;S;I qCu; E;W

®ajle Llluj ®p cys;Cmz ®p ®cIl Lll®aIRm Ljqil Seſ? HM;®e ®k a;qil ®L;®ej HLj;¹
f®ujSe IRm Hje AqWLiI ®aj Bfe; qC®a Ihe®ul j®e B®p e;C-- ®p ®aj à;®Il IeLV
qC®aC Ihc;u mC®aIRm-- mImajC ®aj a;qil®L Ae®Ijd Llluj p®A Blieu;IRm-- Ah®no
mImajl j®M HC fInA

Iheu Hje qW;v Bpe RjIsu; EIWu; fIsu;IRm ®k, mImaj ihIØj a qCu; a;qil Ie®L Qilqmz
®cIMm, Ihe®ul j®MI üji jhL pq;PÉa; H®Lh;®I HL gWLi®I f®f®fI B®m;I j®aj pÇfVÑ
Ielhu; ®N®Rz Ihe®ul Hje hÉIba j®M, a;qil i j®hI Hje ALØj;v fIl haÉ mImaj BI LM®e;
®c®M e;Cz Ihe®ul Ie®L Qilqu;C ahÉAeaj®fI Sjm;ju Ln;Oja avrZ;v mImajl qe®ul HL
fI;¹qC®a BI-HL fI;¹Efil Efil h;IS®a m;INmz

paſn a;S;ajIs EIWu; Ihe®ul qia diluj T®mu; fIsu; IjeIal ü®L Liqm, "Iheuh;h®;
hpæ, HMeC k;®he e;Z Bj;®Cl h;IS®a BS ®Mu k;ez j;I;Pj;I, Iheuh;h®L ®Ma h®m;I-e;Z
mImajIc;C, ®Le Iheuh;h®L ®k®a hm®m!"

Iheu Liqm, "i j;C paſn, BS e; i j;C! j;I;Pj;I k;C j®e I;®Me a®h BI-HL Ie H®p f;®;C
M;h;Z BS ®cIl q®u ®N®Rz"

Lb;~®m; Ih®no ILR®eu, IIL;°L~ü®I j®dÉ AnÉ B;®Ræ qCu; IRmz a;qil LI;Z; paſnI
j;I;Pj;I L;®eJ h;ISmz IaÉ HLh;I Ihe®ul J HLh;I mImajl j®MI Ie®L QIL®al j®aj
Qilqu; mC®me-- h®T®me, Ac®ØI HLV; mfm; QIm®a®Rz

AeIalh®Ø ®L;®ej R®aj Llluj mImaj EIWu; a;qil O®L ®Nmz La Ie ®p Ie®S®L Ie®S
Hje Llluj L;yc;Cu;®Rz

Iheu aMeC Beʒjufɪ hɪsɪ ɪcˢL Qɪmmz m< ju ʒnceju ɪjɪnu; jˢeɪ jˢdɛ i jɪɪ HLV; ffse QɪmˢaɪRmz HarZ ˢLe ˢp jɪɪ LɪˢR kju eɪC! Lɛ i mC Lɪɪu;ɪRm! ˢp jˢe Lɪɪu;ɪRm a;ɪqɪˢL mɪma;ɪ ɪhˢno fɪu;Se BˢRz ph fɪu;Se Aɪæʒ Lɪɪu; ˢp ˢk LɪmLɪa;ju Bɪpu;C Beʒjufɪ LɪˢR RɪVu; kju eɪC ˢpSeɪ Dnɪ a;ɪqɪˢL Efksʒ nɪɪUC ɪcu;Rez Ahˢnˢo BS mɪma;ɪ jɪɪ qCˢa Hj e fɪhˢöleˢa qCm, "Nɪhɪhɪ jɪɪ LɪˢR HLhɪɪ kɪhe eɪ?" ˢLɪˢeɪ HL jˢqˢaɪU Hj e ɪhɪj OɪVˢa fɪˢ kMe Nɪhɪhɪ jɪɪ Lbɪ ɪheˢul ˢQu mɪma;ɪ jˢe hˢsɪ qCu; Eˢ! mɪma;ɪ a;ɪqɪˢL Nɪhɪhɪ jɪɪ hɪmu; Sɪˢe jɪæ, ɪLzˢ ɪheˢul LɪˢR ɪaɪe ˢk SNˢaɪ pLm jɪˢul HLɪVjɪæ fɪɛr fɪajɪz

aMe Beʒjufɪ pɛɛ ʒeɪe Lɪɪu; Oˢɪ ɪ ɪˢTu Bpe fɪlau; ɪɔbɪ qCu; hɪpu; ɪRˢme, ʒɪd Lɪɪ hɪ jˢe jˢe Sf LɪɪˢaɪRˢmez ɪheu aɪs;ajɪs a;ɪqɪɪ fɪˢul LɪˢR mɪVɪCu; fɪsu; Lɪqm, "jɪ!"

Beʒjufɪ a;ɪqɪɪ Ahmɪˢ a jɪbɪu cɛ qɪa hmɪCu; Lɪqˢme, "ɪheu!"

jɪɪ jˢaɪ Hj e Lˢül Lɪɪ BˢR! ˢpC LˢüɪC ɪheˢul pɪUˢ nɪɪˢ ˢke LɪɪZɪɪ ʒfnɪɪ hɪqu; ˢNmz ˢp AnɪSm Lˢɔ ˢɪɪd Lɪɪu; jˢɪLˢ Lɪqm, "jɪ, Bɪjɪɪ ˢcɪɪ qˢu ˢNR!"

Beʒjufɪ Lɪqˢme, "ph Lbɪ ʒˢeɪR ɪheu!"

ɪheu QɪLa qCu; Lɪqm, "ph LbɪC ʒˢeR!"

ˢNɪɪ; qɪSa qCˢaC a;ɪqɪˢL fˢe ɪmɪMu; EɪLmhɪhɪ qɪa ɪcu; fɪWɪCu;ɪRmz ˢp ˢk ˢSˢm kɪCˢh ˢp Lbɪ ˢp ɪe0Qu Aeɪje Lɪɪu;ɪRmz

fˢeɪ ˢnˢo ɪRm--

"Lɪɪhɪˢp ˢaɪjɪɪ ˢNɪɪɪɪ ˢmnjɪæ rɪa Lɪɪˢa fɪɪɪh eɪz ɪLzˢ aɪj HLVɪ Lˢ fɪCˢm Qɪmˢh eɪz ˢaɪjɪɪ cɪMC Bɪjɪɪ cˢM, BɪjɪˢL BɪˢLɪˢeɪ cˢM jɪɪSˢVMVɪ ɪchɪɪ pɪdɛ eɪCz HL; ˢaɪjɪɪ ˢRˢmɪ Lbɪ ɪɪhˢu; eɪ jɪ, Bˢɪ AˢeL jɪˢul ˢRˢm ɪheɪ ˢcɪˢo ˢSm MɪɪVu; bɪˢL, HLhɪɪ a;ɪqɪˢcl Lˢɔɪ pɪje ˢrˢe cɪsɪChɪɪ CɪRɪ qCu;R; HC CɪRɪ Hhɪɪ kɪc fɪɪqu aɪj Bɪjɪɪ Seɪ ˢrɪɪ Lɪɪˢu; eɪz

"jɪ, ˢaɪjɪɪ jˢe BˢR ɪL eɪ Sɪɪe eɪ, ˢphɪɪ cɪɪɪRɪ hRˢ Bɪjɪɪ ɪɪUɪɪ dɪˢɪ Oˢɪ ˢVɪhˢm Bɪjɪɪ VɪLɪɪ bɪmVɪ ɪɪɪMu; Bɪj fɪQ ɪjɪeˢVɪ Seɪ Aeɪ Oˢɪ ɪNu;ɪRmɪz ɪgɪɪu; Bɪpu; ˢcɪɪM, bɪmVɪ Qˢɪ ɪNu;Rz bɪmˢa Bɪjɪɪ ɪmɪɪɪnˢfɪ Sɪjˢeɪ fQɪn VɪLɪ ɪRm; jˢe pWɪɔf Lɪɪu;ɪRmɪj Bˢɪ ɪLRˢVɪLɪ Sɪjˢm ˢaɪjɪɪ fɪ ˢdɪhɪɪ Sˢmɪ Seɪ HLɪV ɪɪfɪɪ OɪV ˢaɪɪ LɪɪCu; ɪchz VɪLɪ Qˢɪ ˢNˢm fɪ kMe Qɪˢɪɪ fɪɪa hɛbɪɪɪN Sɪmu; jɪɪˢaɪRmɪj aMe Dnɪ Bɪjɪɪ jˢe qWɪv HLVɪ phU ɪcˢme, Bɪj jˢe jˢe Lɪqmɪj, ˢk hɛɪšˢ Bɪjɪɪ VɪLɪ mCu;R BS cɪɪɪRɪ

ĭc^ē a;q;[®]LC Bĭj , [®]p VĭL; cje Lĭlmjz [®]kjĕ hm; Ajĕ Bĭj i j[®]el ĩeŏgm [®]r; i
pj Ū' nĭġ' qCu; [®]Nmz BS Bĭj i je[®]L Bĭj [®]ajĕ Lĭlu; hm;Cu;ĭR [®]k, Bĭj C[®]uR; Lĭlu;C
[®]S[®]m k;C[®]aiRz Bĭj i j[®]e [®]L;[®]e; Lŏ e;C, L;q;[®]ĭ; Ef[®] l;N e;Cz [®]S[®]m Bĭj Bĭab[®]ē mC[®]a
Ūimm;jz [®]pM;[®]e Bq;ĭĭhq;[®]ĭ l Lŏ B[®]R-- ĭLġ' Hh;[®]ĭ i j[®]Z l pju e;e; Ū[®] Bĭab[®]ē mCu;ĭR;
[®]p-pLm SĭuN;[®]a [®]a; ĩe[®]SI Ai ĩp J Bhn[®]ĒL-j a Bĭj f;C e;Cz C[®]uR; Lĭlu; k;q; NĭqZ Lĭl
[®]p Lŏ [®]a; LŏC eu; [®]S[®]m l Bn[®]ŭ BS Bĭj C[®]uR; Lĭlu;C NĭqZ Lĭlh; kaĭce Bĭj [®]S[®]m
bĭĭLh HLĭceJ [®]Lq Bĭj[®]L [®]S;ĭ l Lĭlu; [®]pM;[®]e l jĭM[®]h e; Cq; a[®]ġ ĩeŪou Sĭe[®]u;z

"fĭbh[®]ēa kMe Bĭj i j Ū[®] ĩpu; Ae;u;[®]pC Bq;ĭĭhq;ĭ l Lĭ[®]aĭRm;j , hĭq;[®]ĭ l BLĭn Hhw
B[®]m;[®]L Ah;ĭd p' l'Z l AĭdL;ĭ ĩ La h[®]s; fĭL;[™] AĭdL;ĭ a;q; Ai ĩphna Ae[®] hj j[®]e
Lĭĭ[®]a fĭĭ[®]aĭRm;j e;-- [®]pC j[®]q;[®]āĬ fĭbh[®]Ē hġal j;eŏC [®]c;[®]ŏ Hhw ĩhe; [®]c;[®]ŏ Dn[®]ĭ cš
ĭh[®]n[®]ĭ AĭdL;ĭ qC[®]a ĩĭ' a qCu; [®]k hāe Hhw Afj;e [®]i jN Lĭ[®]aĭRm BS fkl[®]ġ' a;q;[®]Ĭ
Lb; i ĭh e;C, a;q;[®]Ĭ p[®]Ā [®]L;[®]e; pĵāC l jĭM e;C-- Hh;ĭ Bĭj a;q;[®]Ĭ p;je c;[®]N cĭN
qCu; hĭq;ĭ qC[®]a Ū;C; fĭbh[®]Ē AĭdL;ĭn lĭ[®]ej i j[®]m;j;eŏ k;q;ĭ i ĩ[®]m;L pĭSui ĩpu; B[®]R
a;q;[®]Ĭ c[®]m ĩĭ ĩsu; Bĭj p[®]ġ;je hyŪ;Cu; Ūĭm[®]a Ū;C e;z

"j; ĭ, Hh;ĭ fĭbh[®]Ē p[®]Ā fĭĭŪou qCu; Bĭj i j A[®]eL ĩnr; qCu;[®]Rz Dn[®]ĭ S;[®]eē, fĭbh[®]ēa
k;q;ĭ ĭhŪ;[®]ĭ i j l mCu;[®]R a;q;ĭ;C AĭdL;ĭn L[®]f;f;ġez k;q;ĭ; c[™] fĭu e; , c[™] [®]cu, a;q;[®]ĬC
f;[®]Ĭ nĭĭŪ' [®]S[®]m l L[®]uĭĬ; [®]i jN Lĭ[®]a[®]R; Afĭ;ĭd Nĭsu; a[®]m[®]a[®]R A[®]e[®]L ĭjĭmu;,
fĭĭŪŪŏš Lĭ[®]a[®]R Cq;ĭ;Cz k;q;ĭ; [®]S[®]m l hĭq;[®]ĭ Bĭj[®] B[®]R, p[®]ġ;je B[®]R, a;q;[®]Ĭ f;[®]Ĭ
ru L[®]h [®]L;ĭb;ju [®]L;je Lĭlu; qC[®]h a;q; Sĭe e;ĭ Bĭj [®]pC Bĭj J p[®]ġ;je[®]L ĭd, ĭ l ĭcu;
j;eŏ[®] l Lm[®] ĭ c;N h[®]L ĭŪĭq[®]a Lĭlu; hĭq;ĭ qCh; j; , a[®]ġ Bĭj[®]L Bn[®]h[®]ĭc L[®]ĭ; , a[®]ġ
[®]ĭ[®]m l Sm [®]gĭm[®]; e;z i [®]Ĥfc;Ū;[®]al ĭŪq[®] n[®]ĒLb· ĭŪĭce h[®]r d;ĭZ Lĭlu;[®]Re; SN[®]a KŪa[®]f
[®]kM;[®]e ka Ae;ju BŪ;ja Lĭ[®]a[®]R i Nh;[®]el h[®]Lĭ [®]pC ĭŪq[®]LC Nĭtal Lĭ[®]a[®]Rz [®]pC ĭŪq[®]
kĭc ayĭ Amwĭl qu a[®]h Bĭj i j he; L[®]Ē, [®]a;ĭ;ĬC h; c[®]xM ĭL[®]pl ?

HC ĭŪĭw f;Cu; Be[®]ġ;u[®]f jĭĭq;[®]L [®]N;ĭ;l L;[®]R f;ĭw;Ch;ĭ Ūŏ; Lĭlu;ĭR[®]mez jĭĭq; ĩm[®]e,
Bĭfp B[®]R, p;[®]q[®]h [®]L;[®]e;ĭ[®]aC R[®]w ĭc[®]h e;z ĩmu; [®]N;ĭ;l Aĭh[®]Ūe; J KŪa[®]f mCu; a;q;[®]L
k[®]ŏ Nĭĭm ĭc[®]a mĭĭN[®]e; Lĭq[®]e, Eq;ĭ p[®]ġ;f[®]L[®]N [®]L;jeĭce Bĭj i j p[®]Ū Ū;LĭĭV k;C[®]h
Be[®]ġ;u[®]f Lb;cu;ĭm[®]L H pĵ[®]a [®]L;[®]e; Lb; hm; Ae;jhn[®]ĒL [®]h;ĭd Lĭĭ[®]mez [®]N;ĭ;l pĵ[®]a Ū;ĭfĭ
fĭĭa ayq;ĭ HLĭV jĭĭĭġ[®]L Aĭj;je ĭRm; ĭāe Sĭe[®]ae, Lb;cu;ĭm [®]N;ĭ;l[®]L q[®]e[®]ul j[®]ĵē
f[®]el Ūb;je [®]ce e;C-- Hje-ĭL, [®]N;ĭ;l pĵ[®]a ayq;ĭ A[®]ġxLĭ[®]Z HLV; ĭhĭŪ' i ĭh ĭRmz [®]N;ĭ;l
Be[®]ġ;u[®]f c;ġfa[®]fpĵā[®]L ĭhā[®];Ū[®]m l j[®]a; ĭhĭ š[®] l Lĭlu; j; j[®]TM;[®]e cys;Cu; ĭRmz a;q;ĭ HL
f;[®]Ĭ Aĭa paL[®]ŪŪQ;ĭ mCu; Lb;cu;ĭm HL; , Hhw a;q;ĭ Ae[®] f;[®]Ĭ ayq;ĭ [®]C[®]m[®]u[®] [®]N;ĭ;l[®]L
mCu; HL;ĭLe[®]f Be[®]ġ;u[®]f [®]N;ĭ;l S[®]h[®]el Ĭĭaq;ĭp fĭbh[®]ēa [®]k c[®]Se Sĭe[®] a;q;[®]Ĭ j; j[®]TM;[®]e
k;aj;u;[®]al fb [®]ke hā qCu; ĭNu;[®]Rz HC-pLm L;ĭ[®]Z pwp;[®] [®]N;ĭ;l fĭĭa Be[®]ġ;u[®]f Ūe[®]q
ĭe;aj;C ayq;ĭ HLm;ĭ de ĭRmz HC fĭĭh;[®] [®]N;ĭ;l AeĭdL;[®]Ĭ AhŪb;je[®]L ĭāe ph ĭcL ĭcu;
ka q;ĭmL; Lĭlu; ĭ;M; p[®]h a;q;ĭ Ūŏ; Lĭ[®]a[®]ez f;[®]Ĭ[®] Lq h[®]m [®]a;ĭ;ĭ [®]N;ĭ;l qC[®]a HC

Oivm, @ajil @nilil Seé HC Lbi öle@a qcm', Abhi "ajil @nilil Bji@ci HC @m;Lp;e Liliu; lcm', Be@jufel HC HL leua i jhe; iRmz @nilil pj'U'cju @k ayqil@z Bhi; ayqil @nililj @ai pj;jeé c@z' @nilil euz @kMi@e @p bi@L @pMi@e aiqil AilUal@Nife Liliu; liMi @ai pqS h@f;il e@qz HC ayqil @Li@ml @Mfi @nilil@L HC ihli;Ü filhi@I j;TMi@e Haice lcel;läe läle pij;miCu; Hah@s; Liliu; a@mu;@Re-- A@eL Lbi öleu;@Re kiqil @Li@e; Shih @ce e;C, A@eL c@M piqu;@Re kiqil Awn BI Liqi@LJ ic@a fi@e e;Cz

Be@juf 0@f Liliu; Sje;mi;L Li@R hi;pu; liq@me-- @ciM@e Lb;cu;im fi;ax@e;e piliu; mm;@V hij@a h@r NÄ;j i@L;il R;f mi;NiCu; j;@»E;Q;il Z Lili@a Lili@a hi@s@a fi;hn Lili@me, ayqil Li@R Be@jufel kiC@a fi;il@me e;@le@od, le@od, le@od, phl@ec le@od! Ah@n@o len@p @glimu; Be@juf EilWu; j;liq@j I 0@ @N@mez j;liq; aMe @j@TI Efi hi;pu; Mh@I Li;NS fi@s@iR@me Hhw ayqil i @af @e;@el fi;hn ayqil Ni@u @am j;ilmn Liliu; ic@a iRmz Be@juf ayqi@L Liq@me, "j;liq;, a;ij Bji;il p@A HLSe @mi;L c;J, Bij ki;C @nilil;L Lf qm @c@M Bi;pz @p @S@m ki;h h@m je;il@bl L@ h@p B@R; ki;c a;il @Sm qu Bij il a;il B@N a;il HLhi;il @c@M Bp@a fi;lh e;?"

j;liq@j I hij@I h@hqi;il @k;je qEL, @nilil;il fi;a ayqil HL fi;Li@I @@eq iRmz läle j;@M NSle Liliu; @N@me @k, "ki;L mr@R;si; @S@mC ki;L-- Haice k;u le HC B@Qkiv" HC hi;mu; fi;r@zC ayqi@ci Ae@a fi;je @o;ojm@L Xi;lu; aiqil qi@a EilM-MIQ;il ilR@V;Li; lcu; aMeC aiqi@L IJe; Liliu; ic@me Hhw Bi;f@p iNu; pi;@q@h Li@R R@V ki;c fi;je Hhw hE ki;c p@z;ia @ce a@h le@SJ @pMi@e ki;C@he i@bl Lili@mez

Be@juf@j S;ile@a, j;liq; @nilil;il Seé ilR@e; Liliu; LM@e; bi;il@a fi;il@he e;@j;liq; kb;pi;nh h@h@b; Liliu;@Re öleu; läle le@SI 0@ igiliu; Bi;p@mez läle @f@C S;ile@a, @nilil; @kMi@e B@R @pC AfilIQa @bi;@e HC pwL@VI pju @mi;@LI @L@z@L @L@z@qm J B@m;Qe;il j;@M ayqi@L p@A Liliu; mCu; ki;C@h H fi;lh;@I Hje @LqC e;Cz läle @Q;MI ci@a lexn@e @hce;il R;ju; mCu; @W;@VI Efi @W;@V Qi;fu; 0@f Liliu; liq@mez mRi;ju; kMe qi;E-qi;E Liliu; Lyic@a mi;ilNm aiqi@L lai;ú;il Liliu; Aeé 0@ fi;W;Cu; ic@mez pj'U' Ecl;hN le@U; i; i;h fil;fi;L Li;C ayqil iQIic@el Ai @;pz p@M J c@M Ei u@LC läle ni;@i; i;hC N@z Lili@a, ayqil q@e@ul B@r@f @Lhm A;@k;ij@iC @Ni;QI iRmz

Iheu @k Be@juf@L Lf hi;mi;h a;qi; i; ihu; fi;Cm e;@ ilz' Be@juf Li;qi@I; pi;@;hi;@L@L @Li@e; A@fr; li;im@a e;@; ayqil @k c@M@I @Li@e; fi;aLi;il e;@ @p c@M mCu; Aeé @mi;@L ayqil p@A B@m;Qe; Lili@a Bi;p@m ayqil fi;li;a pwL@Qa qCu; EilWaz läle BI @Li@e; Lbi; EilW@a e; lcu; iheu@L Liq@me, "Ihe;@ HM@e; @ajil; @e;je qu le @cMIR-- ki;J, n@E@e@u H@p; @N-- A@eL @hm; q@u @N@Rz"

Iheu @e;je Liliu; Bi;pu; kMe Bqi;L Lili@a hi;pm aMe iheu@l fi;h @nilil;il @b;je n@é @ci;Mu; Be@jufel h@LI j;@é qi;qi;Li;il EilWm; @nilil;@L BS @S@ml A@ M;ic@a qC@a@R, @p A@ lej;ij ni;@e;il @i;li; LV@; j;@ul @phi;il @i;li; j;@é e@q, HC Lbi; j;@e Liliu; Be@juf@LJ

®Lj®e; Ræj LÏluj HLh;l EÏWuj kjC®a qCmz

hijš Bīpu; Apj^u mīma;L^u cīMu;C f^u nh;h^u h^u T^u a fīll^u me ayq;I HC EY;j^u j^u uiv
 Ai šafh^u f^u HLV;-iLR^u L^u i^u h;diCu;Rz^u iS' i p^u cīo^u a iale a;qi;I j^u MI i^u c^u L Q;iq^u aC^u p^u
 hīmu; EīWm, "h;h; Bīj Q^u m H^u pīRz^u L^u i^u e; j^u aC b;L^u a f;I m; j^u e; z"

f^u nh;h^u iS' i; p; Līl^u me, "Le, Lf q^u u^u R?" mīma; Līqm, "N^u h;h^u L j^u i;S^u o^u V^u M^u
 S^u m i^u c^u u^u R^u z" N^u h; Cq;I j^u d^u e^u L; b; qC^u a Bīpm, Lf qCm, f^u n iLR^u h^u T^u a fīll^u me e; z
 mīma;I L^u i^u R p; j^u ū' h^u š; i^u öleu; iLR^u z ū' qCu; I i^u q^u me; z avrZ; v^u N; i; I j; I Lb; j^u e^u
 Līl^u u; ayq;I q^u e^u hēlba qCu; EīWm iale j^u e^u i j^u h^u a m; iN^u me, HLSe^u m; L^u L^u S^u m
 f; i; W; Cu; LaL-īm iel f; I d^u m; L^u L^u k^u iL I f^u i^u e^u u^u c^u TM^u c^u Ju; qu^u p^u Lb; kīc i^u hQ; I L
 A; xL I Z I j^u d^u e^u Ae; h^u Līl^u a fīll^u ae a^u h^u j^u e^u o^u L^u S^u m f; i; W; e; Ha p; qS Ai ū' L; S I
 j^u a; LM^u e; C qC^u a fīll^u a e; z HLSe^u Q; i^u L^u k^u c^u TM^u c^u Ju; N; i; I L; J^u p^u C c^u TM^u c^u Ju;
 j^u i; S^u o^u V^u M^u f^u r^u k^u p; j^u e^u Ae; i; p; p; i^u d^u e^u qCu; R HI^u f^u h^u h^u a; i^u e; a; i; C d; j^u i^u h^u ū' Ap; s; a; h; na
 p^u h^u f; I qC^u a fīll^u u; R; z j^u e^u o^u l fīa j^u e^u o^u l c^u h; a^u e^u S^u N^u a^u l Ae^u p; j^u ū' i^u q^u w^u p^u a; i^u Q^u u^u k^u
 La i u; eL-- a; qi; I f^u ū' Q^u a p; j^u i^u S I niš^u 2, I; S; i^u niš^u 2 cm^u h^u ū' qCu; c; y; s; Cu; a; qi; L^u k^u iL I f^u
 f^u ū' TM^u fīl^u i^u Līl^u u; a^u i^u mu; R, N; i; I L; i; c^u M^u I Lb; öleu; a; qi; ayq;I Q^u i^u M^u p^u c; j^u M^u fīa^u f^u
 qCu; EīWmz

f^u nh;h^u L HCI^u f^u Q^u f^u Līl^u u; i j^u h^u a cīMu; mīma; Evp; i; q; a qCu; hīmu; EīWm, "B; i; R; i,
 h; h; i, H i u; eL Ae^u f; u eu?"

f^u nh;h^u ayq;I ū; i j^u h^u L n; i; ū' Līq^u me, "N^u h; k^u LaM; i^u e Lf L^u i^u R^u p^u a; B; i; j^u i^u W^u
 S; i^u e^u; a^u h^u H Lb; i^u e^u ū' Qu hm^u a fīll^u, N^u h; a; i^u La^u h^u e^u h^u ū' i^u fīh^u m; a; i^u T^u y^u L qu^u a; q; W; i; v
 B^u f; e; i^u AīdL; i^u I p^u f; j; m^u ū' Oe Lī^u a f; i^u iL^u z^u Cw^u i^u S i; j; o; u k; i^u L^u a^u z; C; j^u h^u m^u a; i^u k^u N; i; I
 f^u r^u H^u L; h; i^u C fīl^u i^u a- i^u h; i^u ū' a; i^u a B; j; i^u j^u e^u m^u n; j; a^u e p^u q^u e^u C; z iL^u z^u Lf Lī^u h^u j; i, L; i^u m^u
 e^u f; i^u u^u h^u ū' HM^u e; i^u p^u fīl^u j; i^u z i^u h^u L m; i^u L^u i^u e; z HM^u e; A^u f; i^u d; i^u k^u c^u TM^u a^u i^u V; I J^u p^u C c^u TM^u;
 E; i u^u L^u C HLC^u S^u m^u l HLC^u O; i^u e V; i^u e^u a quz HI Lj^u k^u p^u h^u q^u u^u R^u L; i^u e; i^u HLSe^u j^u e^u o^u L^u
 p^u Se^u e^u c; i^u o^u c^u Ju; k; i^u u; e; z p; j^u ū' j^u e^u o^u l f; i^u f^u HSe^u e^u i^u u^u z"

qW; i; v HC fīp^u Ā h^u a Līl^u u; f^u nh;h^u iS' i; p; Līl^u u; EīW^u me, "a^u i^u j^u L; i^u p^u Ā H^u m^u?"

mīma; i^u h^u n^u o HLV^u S; i^u Līl^u u; k^u e M; i; s; i^u qCu; Līqm, "i^u heu^u h; h^u p^u Ā z"

h; i^u q^u k^u kaC^u S; i^u c^u M; i^u L a; qi; I i^u a^u c^u h^u i^u m; a; i^u iRmz i^u heu^u h; h^u p^u Ā Bīpu; R^u H Lb; i; v
 mīma; i^u h^u n^u p; q^u S hīm^u a fīll^u m e; i; -- L; b; i^u qC^u a HLV^u m^u < i^u Bīpu; fīsm Hhw^u p^u m^u < i^u
 j^u M^u i^u i^u h^u h; i^u q^u l qCu; fīS^u a^u R^u j^u e^u Līl^u u; a; qi; I m^u < i^u B^u i^u j; i^u s; u; i^u EīWmz

f^u nh;h^u HC M; i; j^u M; u; i^u m^u c^u S^u i^u j^u u^u i^u v^u L ayq;I Ae^u f; e^u p^u Lm p; z^u i^u e^u l Q^u u^u HLV^u i^u h^u n^u o

DeqC Lii^{aez} Cqil hñqil A^{eel} Lj^R le^æefu İRm hımu;C mıma;ı BQI^{ZI} j^{de} k HLİV pa^{fl}a; B^R p^{CIV}L İale İh^{no} Lİlu; nÜ; Lİlu;Rez İale Sİle^{ae} mıma;ı k Cjo p^{CVC} ħin Lİlu; m;Lİ Q;M fİ^{ch}, İLz^o Cqil k Nz a;qi kaC c^mİ qEL-e; Le m;Lİ Lj^R Bcl f;C^h e; f^{nhj} p^C -ZİV^L ka^fhİL p;hd;e Bnū İcu; Bİpu;Re, mıma;ı c^z f^{Lİa}L cje Lİlu; p^{Cp}Ā a;qi İi aLl;ı j^qŞİLJ cİma Lİ^a İale Qje e;Cz ayqil Ae^f c^{CIV} j^uL c^{im}h;ı;eC pL^m p^æİf hımu; üfL;ı L^q; a;qi^Cı hZİE[<] İm, a;qi^Cı j^{MI} Ns^eJ M^a e;C-- İLz^o mıma;ı İP a;qi^Cı Q^u Lj^m; Hhw a;qiı j^{MI} Ljefua; p^öā ja^ı c 0Vz hlc;ı;ı p^æİf p^{CSe}f mıma;ı f;e S;ıV; mCu; p^hİ;C üjİl İeLV Ec^hN fL;ın Lİ^{aez} İLz^o f^{nhj} mıma;ı j^{MI} k-HLİV p^ækİ^m c^{im}ae a;qi İPİ p^ækİ^eq, Ns^eı p^ækİ^eq, a;qi A;ı İ Ni İl p^ækİ^m a;qiı j^{de} Lhm m;ıma^f e^q, üja^zİ^f İaS Hhw nİ^Şı cta;ı B^R-- p^C cta;ı pL^mı j^eı;ı e^{qz} a;qi m;Lİh^{no}L BLoİZ L^q, İLz^o A^{eL}LC c^ı Vİmu; İ;ıVz pwp;ı mıma;ı İfİu qC^h e; İLz^o M;ıV qC^h Cq;C Sİleu; f^{nhj} Lje HLv^hnce;ı pİqa mıma;ıL Lj^R Vİleu; mC^{ae}-- a;qi^L Bİ^Lq r;ı;ı Lİ^aR e; Sİleu;C a;qi^L Lİ;ı;ı pİqa İhQ;ı Lİ^{aez}

kMe f^{nhj} öle^{me} mıma;ı HLm; İhe^{ul} p^Ā qW;ıv Qİmu; Bİpu;R, aMe İale HL j^qŞİLJ h^Ta f;ıİ^{me} HSe^f mıma;ıL A^{eL} İce dİlu;ı A^{eL} c^xM pİq^a qC^h; p^kV^L AFl;ıd Lİlu;R m;L a;qiı Q^u h^s; AFl;ıd cTM a;qiı fİa İhd;e Lİ^hz p^C Lb;ıV; İale Q^f Lİlu; rZL;ı;ı İ;ıh^aRe, Hje pju mıma;ı hımu; EİWm, "h;ı;ı, Bİj Cjo L^ıİRz İLz^o Hh;ı Bİj ħn h^a İ f^ıİR k, j;ı;ıS^ıVİVİ p^Ā B;ı;ıC İ^hı m;Lİ Hje p^öā k ayı Bİa^bİl j^{de} İLR^ı p^Cı;ı e^ıC, LhmC Ae^ıı;ı j;ı;ı p^V;ı p^q L^ıJ İL B;ı;ı p^M;ı e b;ı;ı EİQa İRm?"

f^{nhj} Lj^R f^hıV p^qS hımu; ħ;ıd qCm e;ı İale Lj^e; EŞİ İch;ıı Q^ı; e;ı Lİlu;ı HLv^ıq;ı;ı;ı mıma;ı j;ı;ı;ı cİrZ qÜ^ı İcu;ı j^ı B0;ıa Lİlu;ı hı^mme, "f;ıNmİ"

Hc 0Ve;ı p^öā İQ;ı;ı Lİ^a Lİ^a p^ııce AFl;ı;ıV f^{nhj} kMe h;ı;ı;ı h;ı;ı;ı f;ı;ı;ı;ı Lİ^aİR^{me} Hje pju İheu Bİpu;ı ayq;ıL fZ;ı Lİlmz f^{nhj} N;ı;ı;ı L;ı;ı;ıTM p^öā a;qiı p^Ā A^{eL}rZ dİlu;ı B^m;ı;ı;ı Lİ^{me}, İLz^o mıma;ı p^Ā 0V;ı;ı;ı Bp;ı L;ı;ı;ı;ı f^pĀC E;ı;ı;ıe Lİ^{me} e;ı A^ıL;ıı qCu;ı Bİp^m Lİq^{me}, "Q^m;ı, İheu, 0^ı Q^m;ı"

İheu Lİqm, "e;ı, Bİj HMe h;ı;ı;ı;ı k;ı;ı"

f^{nhj} a;qi^L İaafu h;ıı Ae^ı;ıd Lİ^{me} e;ı İheu HLh;ıı QİL^aı j^a;ı C;ıam;ıı İc^L cİ^ıf;ıa Lİlu;ı d^ı d^ı Qİmu;ı Nmz

Efİ qC^a mıma;ı İheu^L c^{im}ae f;ıCu;ı;ıRmz kMe f^{nhj} HLm;ı 0^ı Y^ıL^{me} aMe mıma;ı j^e Lİİm, İheu qu^a;ı Bİ-HLV^a f^ıC Bİp^hz Bİ-HLV^a f^ıJ İheu Bİpm e;ı aMe Vİ^hmİ EfİL;ıı c^ı;ı-HLV;ı hC J L;ıNS-Q;ı;ı e;ı;ı;ı;ı Lİlu;ı mıma;ı 0ı qC^a Qİmu;ı Nmz f^{nhj} a;qi^L İgİİlu;ı X;ı;ıL^{me}-- a;qiı İhoZa j^{MI} İc^L Deqf^ı cİ^ı 0b;ı;ıfa Lİlu;ı Lİq^{me}, "mıma;ı, B;ı;ı;ıL HLv;ı h;ı;ı;ı;ı;ı ħ;ı;ı;ı;ı"

hĩmu; hĩlav; Bsĩm Lĩlu; İc®mez

flic[®]e hlcip[®]clē Hhw ayq[®]cl c[®]ml hijL pL[®]m Bīpuj[®] f[®]jR[®]mez qiljehjh[®]m mīma;
 pò[®]ā ayqil ihlīš² pwhlZ Līl[®]a ej fīlluj hipju ej īNu; Cqj[®]cl p[®]Ā H[®]Lh[®]j[®] f[®]nhjh[®]
 L[®]j[®]R Bīpuj Efīlba qC[®]mez hlcip[®]clē w²[®]d J Āli j[®]e mīma; l[®]c[®]L ej a[®]l[®]Cu; Hhw
 a[®]qil p[®]Ā[®] L[®]i[®]e; L[®]b[®]i; ej Līqu; H[®]Lh[®]j[®] ayqil 0[®] īNu; f[®]hn Līl[®]mez m[®]hZē J m[®]m[®]j
 mīma; Ef[®] M[®]h I[®]jN Līlu; BīpujīRmz mīma; Hhw īheu Qīmu; Bp[®]i[®]a a[®]q[®]cl Bhīš J
 Āli eu H[®]j e A[®]āqte qCu; fīsujīRm[®] k, a[®]q[®]cl m[®]< j l p[®]fj j īRm ejz p[®]ōll a[®] qiljehjh[®] w²[®]
 J LV[®] E[®]šSeju, hlcip[®]clēl Anījīnā B[®]r[®]f, Abh[®]i; m[®]hZē-m[®]m[®]j l mī< a lēl[®]v[®]p[®]q
 īLR[®]j[®] w[®] k[®]iN ej l[®]c[®]u; H[®]Lh[®]j[®] lēū[®] qCu; īRm-- a[®]qil lēl[®]l[®] L[®]jSV[®]L[®]p L[®]ml j[®]a; Līlu;
 īNu;īRmz BSJ[®] p[®] k[®]z Q[®]im[®]al j[®]a; pL[®]ml f[®]ōQ[®]i[®]a 0[®] Bīpuj f[®]hn Līl[®]mz p[®]dēl m[®]< ju
 Hhw Aea[®]j[®]f pwl[®]ā qCu; f[®]nhjh[®] hīsl c l S[®]j l L[®]jR qC[®]aC hipju Qīmu; Q[®]Nm-- m[®]hZē
 a[®]q[®]L hīš[®]a Bīph[®]j l Se[®]f h[®]j l h[®]j l Ae[®]l[®]d Līlu; L[®]āL[®]k[®]l[®]e; qCu; a[®]qil fīā Bīs Līl[®]mz

qilje f[®]nhjh[®] 0[®] l j[®]dē f[®]hn Līlu;C hīmu; Eīw[®]me, "HLV[®] i jīl Ae[®]ju q[®]u[®] Q[®]N[®]R[®]"

f[®]i[®]h[®]l 0[®] mīma; īRm, a[®]qil L[®]i[®]e L[®]b[®]i; f[®]hn Līlh[®]j[®] w[®] p[®] Bīpuj a[®]qil h[®]j[®]l Q[®]l[®]l
 fū[®]c[®]h cē qia l jīMu; cys[®]cm Hhw qiljehjh[®] j[®]MI l[®]c[®]L HLC[®] Qilqu; līqmz

f[®]nhjh[®] Līq[®]me, "Bīj mīma; l L[®]jR[®] b[®]L p[®]jū[®] pwh[®]c ö[®]eīRz k[®]i q[®]u[®] Q[®]N[®]R[®] a[®] lē[®]u[®]
 HMe B[®]m[®]Qe; L[®]l[®] L[®]i[®]e; gm[®]eC[®]"

qilje n[®]j[®] p[®]wka f[®]n[®]L lēaj[®] c[®]h[®]m[®]ūi j[®]h hīmu; j[®]e Līl[®]aez a[®]l[®] īLR[®] Ah[®] j[®]l i j[®]h
 Līq[®]me, "Ove;[®] a[®] q[®]u[®] Q[®]L k[®]ju, īL[®]z[®] Qīl[®] w[®] k[®] b[®]i[®]L, p[®]C[®]S[®]e[®]f[®] k[®]i q[®]u[®] k[®]ju a[®]l J
 B[®]m[®]Qe; l fū[®]Se B[®]Rz mīma; BS[®] k[®] L[®]jS[®]V L[®]l[®]R a[®] LM[®]e;C p[®]nh qa ej kīc Bfe; l
 L[®]j[®]R h[®]l[®]h[®]l f[®]hū[®] f[®]u[®] ej Bpa-- Bfīe J l[®] k[®] Lac[®]l[®] Aīe[®] L[®]l[®]Re a[®] BS[®]LI hēf[®]l
 ph[®]v[®]i öe[®]m[®] ōf[®] h[®]ā[®] f[®]l[®] hēz"

f[®]nhjh[®] īfRe l[®]c[®]L ayqil Q[®]l[®]l N[®]i[®] HLV[®] Dov B[®]l[®]me Aea[®] h Līlu; a[®]isajīs
 mīma; l ayqil f[®]i[®]h[®] Vīleu; Bīleu; a[®]qil qia Qīf[®]u; dīl[®]me, Hhw HLV[®] qīlpu; qilje[®]
 Līq[®]me, "f[®]eh[®]h[®] kMe p[®]ju Bp[®]h aMe Bfīe Sje[®]a f[®]l[®]he, p[®]z[®]le[®] j[®]je[®] LI[®]a
 w[®]e[®]q[®]l J fū[®]Se quz"

mīma; HL q[®]i[®]a a[®]qil īfaj[®]l Nm[®]i[®] hīs[®]u; dīlu; ea qCu; ayqil L[®]i[®]e l L[®]j[®]R j[®]M Bīleu;
 Līqm, "h[®]i[®]j[®], a[®]j[®] j[®]l Sm W[®]i[®] q[®]u[®] k[®]i[®]R, a[®]h[®] ej[®]C[®]a k[®]j[®]"

f[®]nhjh[®] qilje[®] l fīā mr Līlu; j[®]cū[®] Līq[®]me, "BI-HLV[®] f[®]l[®] k[®]h-- a[®]je[®] h[®]m[®]i qu
 lēz"

mīma; īōe[®]ū[®] Līqm, "ej h[®]j[®]i, a[®]h[®] ōe; l L[®]l H[®]p[®]i-- aarZ f[®]eh[®]h[®] L[®]j[®]R B[®]j[®]l[®]i

BİRZ"

f[®]nhjh[®]kMe Ol Rjisu; Qimu; [®]N[®]me aMe mima; HLV; [®]Q[®]L AİDL;L Lİlu; c[®]t qCu; hİpm Hhw qiljeh[®]l j[®]Ml İc[®]L cİø İØbl Lİlu; Lİqm, "Bfle j[®]e L[®]e pLm[®]LC Bfe;I ph Lbj hmh;I AİDL;L B[®]R!"

mima;[®]L p[®]Öll a; İÖleaz Aefİce qC[®]m mima;I Hİ[®]F j[®]Şaİ[®] cİM[®]m [®]p j[®]e j[®]e EcÜhNA qCu; EİWaz BS [®]p Sjem;I d;[®]İ[®] [®]Q[®]L[®]a hİpu; HLV; hC M[®]mu; Q[®]f Lİlu; a;q;I f;ja;I İc[®]L Q;İqu; İİqmz İe[®]S[®]L pwhIZ Lİlu; İ;M;C p[®]Öll a;I İQİİc[®]eI üi jh J Ai İ;pz HC Luİce dİlu; e;ejfİL;I BÖ;[®]aI [®]nce; a;q;I j[®]e kaC [®]hİn Lİlu; pİ' a qC[®]aİRm aaC [®]p B[®]I; [®]hİn Lİlu; eflh qCu; EİW[®]aİRmz BS a;q;I HC eflha;I İ;I c[®]hİbq qCu;[®]R-- HCSeİ mima; kMe q;I;[®]eI İeLV a;q;I j[®]z[®]h[®]f İL;I n Lİ[®]a hİpm aMe p[®]Öll a;I İ;Ü q[®]e[®]ul [®]hN [®]ke j[®]Ş[®]m;I Lİh;I Ahpl f;Cmz

mima; Lİqm, "Bj;[®]cI p[®]ö[®]a h;h;I Lf Laİh[®]f, Bfle j[®]e L[®]e, h;h;I [®]Q[®]u Bfle a; İ;[®]m; [®]h;[®]Te! p;Ü' hİppj;[®]SI BfleC q[®]Re [®]qXİj;ØV;I!"

mima;I HCfİL;I KÜaİ [®]cİMu; q;I;ehjh[®] fİbjV; qah[®]Ü qCu; İNu;İR[®]mez HCh;I İale a;q;I[®]L M[®] HLV; Ls; Shjh İc[®]a k;C[®]aİR[®]me-- mima; a;q[®]a h;dj İcu; ayq;I[®]L Lİqm, "Haİce Bfe;I [®]nüa; Bj;I; A[®]eL pqİ L[®]İR, İL;[®] Bfle kİc h;h;I [®]Q[®]uJ h[®]s; q[®]a Q;e a; q[®]m H h;İs[®]a Bfe;I[®]L [®]LE pqİ Lİ[®]a f;I[®]h e;I-- Bj;[®]cI [®]hu;I;V; fkl;[®]1e;I"

q;I;ehjh[®]hİmu; EİW[®]me, "mima; a;Şj--"

mima; ayq;I[®]L h;dj İcu; a[®]hü[®] Lİqm, "Q[®]f Lİ;ez Bfe;I Lbj Bj;I; A[®]eL ö[®]eİR, BS Bj;I LbjV; öe;ez kİc İhnİp e; L[®]e a[®]h pİÖİcİc[®]L İS' İp; Lİ[®]he-- Bfle İe[®]S[®]L ka h[®]s; h[®]m Lİfe; L[®]e Bj;I h;h;I a;I [®]Q[®]u A[®]eL [®]hİn h[®]s;Iz HCh;I Bfe;I k;İLR[®] Ef[®]cn Bj;I[®]L [®]ch;I B[®]R Bfle İc[®]u k;ez

q;I;ehjh[®] j[®]M L;[®]m; qCu; EİWmz İale [®]Q[®]L Rjisu; EİWu; Lİq[®]me, "p[®]Öll a;I!"

p[®]Öll a; hC[®]ul f;ja; qC[®]a j[®]M a[®]İmmz q;I;ehjh[®]Lİq[®]me, "a;I;I p; j[®]e mima; Bj;I[®]L Afj;e Lİ[®]h!"

p[®]Öll a; dfl ü[®] Lİqm, "Bfe;I[®]L Afj;e Lİ; JI E[®]Ynİ eu-- mima; hm[®]a Q;u h;h;I[®]L Bfle pC;Ie L[®] Qm[®]hez a;I j[®]a; pC;I;[®]eI [®]k;İNE Bj;I; [®]a; L;E[®]LC S;Ie [®]e;I"

HLh;I j[®]e qCm q;I;ehjh[®]HMeC Qİmu; k;C[®]he, İL;[®] İale EİW[®]me e;I j[®]M Aaİ;[®]1 Nñfl Lİlu; hİpu; İİq[®]mez H h;İs[®]a æ[®]Şj æ[®]Şj ayq;I pòj eø qC[®]a[®]R Cq; İale kaC Aeİ h Lİ[®]a[®]Re aaC İale HM;[®]e Bfe Bpe cMm Lİlu; hİph;I Seİ B[®]I; [®]hİn fİIj;I[®]Z p[®]Qø qCu; EİW[®]a[®]Rez İ[®]m[®]a[®]Re [®]k, [®]k Bnİ SfZİ a;q;I[®]L kaC [®]S;I[®]İ p[®]Â B;Lİsu; d;I; k;Iu a;q;I aaC İ;İP[®]a b;I[®]Lz

q;I;ehjh[®]İ;ø N;İñİ[®]k[®]nİ pİqa Q[®]f Lİlu; İİq[®]me [®]cİMu; mima; EİWu; İNu; p[®]Öll a;I f;I[®]n hİpm Hhw a;q;I pİqa j[®]c[®]ü[®] H;Ie Lİlu; Lbj;h;Aİ Bİñ Lİlu; İcm [®]ke İh[®]no İLR[®]C Ö[®]V e;Cz

Cĭaj dĕ pafn 0^Q Y[#]Luj p^Qil a;I q;ā dĭl u; V;ĭeu; Lĭqm, ""hsĭcĭc, H^Qp;Z"
p^Qil a; Lĭqm, ""L;bjū ^Qk^a q^h?"
pafn Lĭqm, ""H^Qp;e;ĭ, ^Qa;ĭ;L HLV; ĪSlep ^QcM;hz mĭma;ĭcĭc, a;ĭ h^Qm c;J ĩe!"
mĭma; Lĭqm, ""e;Z"

a;ĭq;I j;ĭlpl Lb; mĭma; p^Qil a;I L;^QR gyp Lĭl u; ĩc^h e; pafnĭ p^QĀ HCl^Q Lb;
ĪRm; mĭma; Bfe fĭanĭĭa f;ĭme Lĭl u;ĪRmz

Āĭalb^QL R;ĭsu; p^Qil a; k;C^Qa f;ĭĭm e;ĭ; Lĭqm, ""hĭš²u;I, BI-HLV^af^Q k;ĭlūR-- h;ĭh;
B^QN Œe;e L^Q Bp^z"

pafn RVĭGVĭ Lĭĭ^a m;ĭN^{mz} ^QL;^Qe;ĭ^a q;ĭĭeh;h^aL ĩhm^Q Lĭĭ^a f;ĭĭĭm ^Qp ^QŒ;ĭĭ ^Qæ[#]V
Lĭĭa e;Z q;ĭĭeh;h^aL ^Qp Aaĕ;¹ i u Lĭĭa ĩĭmu; ayq;ĭL ^QL;^Qe;ĭ; Lb; ĩĭm^a f;ĭĭm e;Z
q;ĭĭeh;h^aj;ĭ^T j;ĭ^T pafnĭ ũi ĭh p^Qh;ĭd^Qeĭ ^QŒ;ĭ; Lĭ; R;ĭs; a;ĭq;I p^QĀ BI ^QL;^Qe;ĭfĭL;ĭ
p^Qwp^h ĭ;ĭ^QMe e;ĭCz

f^Qĭnh;h^aŒe;e Lĭl u; Bĭph;ĭj;æ pafn a;ĭq;I cĕ ĩcĭc^QL V;ĭeu; mCu; ^QN^{mz}

q;ĭĭe Lĭq^Qme, ""p^Qil a;I p^QŒ^a ^QpC-^Qk fĭŪ^hV; ĪRm, Bĭj BI ĩhm^Q LI^a Q;ĭC ^Qe;Z
Bj;ĭ C;ĭR;ĭ, Bp^QR ĩĭh;ĭ^QC ^Qp L;SV;ĭ q^Qu k;ĭuz"

f^Qĭnh;h^aLĭq^Qme, ""Bj;ĭĭ a;ĭ^a ^Qa;ĭ ^QL;^Qe;ĭ Bfĭš^QeC, p^Qil a;I j a q^QmC qmz"

হরানা তাঁর ^Qa;ĭ j a f^QhĭC ^QeJu; q^Qu^QRz

f^Qĭnh;h^aB;ĭR;ĭ, a^Qh ^QpC Lb;ĭC ĩCmz

Ɔpice mima;il leLV qC[®]a Bipu; ihe[®]ul j[®]el j[®]de LyV;il j[®]a; HLV; pwnu [®]LhmC
 igiIu; igiIu; ihyd[®]a m;ilNmz [®]p i jh[®]a m;ilNm, "f[®]nh;h[®] h;is[®]a Bj;il k;Ju;V; [®]Lq C[®]R;
 L[®] h; e; L[®] a;qi iWL e; S;leu; Bij N;u f;isu; [®]pM;e[®] k;aju;a L;il[®]a;Rz qu[®]a; [®]pV;
 EIQa e[®]qz qu[®]a; A[®]eLh;il Apj[®]u Bij Cq;icN[®]L A;ib;il L;il u; a[®]muj;Rz Cq;ic[®]l p; j[®]SI
 leu; Bij S;le e; H h;is[®]a Bj;il A;idL;il [®]k [®]L;e;lpf; j; fkl[®]1 a;qi Bj;il iLR[®] S;e; e;Cz
 Bij qu[®]a; j[®]TI j[®]a; H;e S;uN;u f;hn L;il[®]a;R [®]kM;e[®] Ba[®]u R;is; L;iq;[®]l; N;al;id
 le[®]odz'

HC Lb; i jh[®]a i jh[®]a qW;v a;qi; j[®]e qCm, mima; qu[®]a; BS a;qi; j[®]MI i j[®]h H;e
 HLV;-iLR[®]a[®]ciM[®]a f;Cu;[®]R k;qi[®]a [®]p Af; j;e [®]h;id L;il u;[®]Rz mima;il f;la ihe[®]ul j[®]el i jh
[®]k L[®]f Haice a;qi; ihe[®]ul L;[®]R [®]of[®]o iRm e;z BS BI a;qi; [®]N;ife e;Cz q[®]e[®]ul i; a;L;il HC
 e[®]ae A;il h[®]is[®]2 mCu; [®]k L[®]f L;il[®]a qC[®]h a;qi; [®]p iLR[®] i jhu; f;Cm e;z h;iq[®]l; p[®]A Cq;il
[®]k;N L[®]f, pwp;[®]l; p[®]A Cq;il p[®]da L[®]f, Cq; iL mima;il f;la ApC; j;e Cq; iL f[®]nh;h[®] f;la
 ih[®]ap0;aLaj, a;qi; mCu; [®]p pqp;h;il L;il u; [®]a;im;f;is; L;il[®]a m;ilNmz mima;il L;[®]R [®]p dl;
 f;isu; [®]N[®]R Hhw [®]pCSe[®]fC mima; a;qi;il f;la l;N L;il u;[®]R, HC Lb; L[®]of;e; L;il u; [®]p [®]ke
 j; iVI p[®]A i j[®]inu; k;C[®]a m;ilNmz

f[®]nh;h[®] h;is k;Ju; ihe[®]ul f[®]r Ap[®]nh qCm Hhw le[®]SI h;ip;il n[®]fa;J [®]ke HLV;
 i j[®]l; j[®]a; qCu; a;qi;[®]L Q;if[®]a m;ilNmz f;lice [®]q; i[®]l; [®]hm;C [®]p Be[®]z;u[®]fl L;[®]R Bipu;
 Ef;io[®]ba qCmz L;iqm, "j; j; iLR[®]ice Bij [®]a; j;il HM;e[®] b;Lhz"

Be[®]z;u[®]fl [®]N;il;il ih[®]Rc[®]h;il[®] p;iz;le; i[®]ch;il A;il f;fuJ ihe[®]ul j[®]el j[®]de iRmz a;qi;
 h[®]T[®]a f;il u; Be[®]z;u[®]fl q[®]eu ihN;ima qCmz [®]L;e; Lb; e; h;imu; lale p[®]de[®]q HLh;il
 ihe[®]ul N;u q;ia h[®]m;Cu; i[®]mez

Ihe[®]u a;qi;il M;Ju;ic;Ju; [®]ph;on[®]h; mCu; h;ylhd Bhc;il S;isu; i[®]cmz HM;e[®] a;qi;il k[®]b;ilQa
 ka[®]l qC[®]a[®]R e; h;imu; [®]p j; j[®]T j; j[®]T Be[®]z;u[®]fl p[®]A i j[®]b[®]; Lmq L;il[®]a m;ilNmz ph;ic;C [®]p
[®]N;im; j;im hL;ih;il L;il u; Be[®]z;u[®]fl J le[®]SL i [®]m;Cu; l; iM[®]a [®]Q[®]; L;il mz p[®]af;il p; j; u kMe
 j;e[®]L h;yldu; l; M; c[®]x; p;id[®] qCa, aMe ihe[®]u Evf;ia L;il u; Be[®]z;u[®]fl ayq;il pLm NqL; j;il
 qC[®]a iRe;Cu; mCu; O[®]l; pC; j; [®]MI h;il; j;u j;ic[®] f;ilau; h;ipa; Be[®]z;u[®]fl ayq;il
[®]R[®]m[®]hm;il Lb; j; ayq;il h;e[®]fl h;is; N[®]of hm;Ca; kMe ayq;il ihh;iq qu e;C, kMe lale
 ayq;il Ad[®];fL i[®]fa; j; [®]q[®]l [®]V; [®]ml R;e[®]cl Aaf; [®]1 Bc[®]l; i[®]no iR[®]me, Hhw i[®]fa; q;fe; h;imL; [®]L
 pL[®]m i j; lmu; pLm iho[®]u[®]C f;h;u i[®]ca h;imu; ayq;il ihdh; j; j; a;il ih[®]no Ec[®]h[®]NI L;il Z iR[®]me,
[®]pC-pLm i[®]ce[®]l L;il qe;f; ihe[®]u h;ima, "j; j; a; j; [®]k [®]L;e; j;ice Bj;ic[®]l j; iR[®]m e; [®]p Lb; j[®]e

Ll'm Bjil B00kN' h'id quz Bjil 'h'id qu v'lm' R'ml; 'ajjil a'cl Mh R'f; HavL'aj; h'mC Sjeaz c;c;j nju'L 'h'id qu a'jC j'jeo Lihil i jil 'e'ulR'mz"

HLice p'af'hmju j'ic'el Efl' f'p'ila Be'zjuf' c'f' f'ul amju j'ib; l'jmu; 'heu Llqm, "'j; C'pR; L' Bjil pj'U' 'h'cl;h'U' 'hd;aj'L 'g'il'u 'ic'u 'no' q'u 'ajjil l' 'L'jm Bn'u N'qZ L'il -- 'Lhm a'j, pwp' a'j R;s; Bjil Bl 'LR'e; b'z'L"

'he'ul L' q'eu; j;l'æ'z' HLv; L'j' Hje L'ilu; f'L'in f'icm' k' Be'zjuf' h'eb;il p'Â 'h'Øju Aei h L'il'mez 'ale 'he'ul L'j'R p'ilu; h'ipu; B'U' B'U' a;qil j'ib;u q'ia h'm;Cu; 'ic'a m'jN'mez A'eLrZ Q'f L'ilu; b'jLu; Be'zjuf' 'S' j'p; L'il'me, "'he; f'nh;h'cl h'j'sl ph Mhl i j'm;?"

HC f'En'qW;v 'heu m'k a q'Cu; Qj'lLu; E'Wmz i j'hm, "j;il L'j'R 'LR'e m'z'e; Q'm e; j; Bjil A'z k'j'z' L'z' a'ü' Llqm, "'qy, ayl; 'a; pL'mC i j'm; B'Rez"

Be'zjuf' Llq'me, "'Bjil h's; C'pR; L' f'nh;h'cl 'j'ue'cl p'Â Bjil 'Qe;f'ilQu quz f'b'j' 'a; a'cl Efl' 'N;il j'el i j' i j'm; 'Rm e; 'Lz' 'Cc;ef'w a'l p'ü kMe ayl; hn L'l'a 'f' 'Re aMe ayl; p;j'ef' 'm;L q'ne e;z"

'heu Evp'ilqa q'Cu; Llqm, "'Bjil J A'eLh;il C'pR; q'u'R f'nh;h'cl 'j'ue'cl p'Â k'ic 'L'j'e; 'a' 'ajjil Bm;f L'il'u 'ic'a f'ilz f'j'R 'N;il; 'LR'z'e L' h'm B'j 'L'j'e; Lb; h'm 'ez"

Be'zjuf' 'S' j'p; L'il'me, "'h's; 'j'ue'cl e; Lf?"

HCl' f'En's' f'ilQu Q'lm'a Q'lm'a kMe m'ima;il f'p'Â E'Wu; f'ism aMe 'heu 'pV'j'L 'L'j'e; 'a' p'w'r'f p'ilu; 'ch;il 'Q'j; L'il'mz Be'zjuf' h;d; j'ile'me e;z 'ale j'e j'e q'ilpu; Llq'me, "'ö'e'R m'ima;il Mh h'Uz"

'heu Llqm, "'a'j L;il L'j'R ö'e'm?"

Be'zjuf' Llq'me, "'Le, 'ajjilC L'j'Rz"

f'nh' Hje HL p'ju 'Rm kMe m'ima;il p'ö'a 'he'ul j'e 'L'j'e;f'L;il p'w'L;Q 'Rm e;z 'pC 'j;qj' Ah'Øb;u 'p' k' Be'zjuf' L'j'R m'ima;il a'f'r' h'U' mCu; Ah'ed B'm;Qe; L'ilu; 'Rm 'p' Lb; a;qil j'ec' 'Rm e;z

Be'zjuf' p'ef'z j'j'lTl j'a; pj'U' h;d; h'j'Q;Cu; m'ima;il Lb; Hje L'ilu; Q;me; L'ilu; mCu; 'N'me k' 'he'ul p'Â a;qil f'ilQ'ul Cl'aq;ip' f'd;je Awn-'im f'ju pj'UC f'L'in q'cmz 'N;il;il L;j'ic' h'f;f' h'elba q'Cu; m'ima; k' ØV'f'j' HL;j'Le'f 'he'ul p'Â f'm;Cu; B'ipu;R, 'p' Lb;J 'heu BS h'mu; 'g'immz h'm'a h'm'a a;qil Evp;q h'j'su; E'Wm-- 'k Ahp'ic' p'af'hmju a;qil Q'j'fu; d'ilu; 'Rm a;q; 'L;ib;u L;j'Vu; 'Nmz 'p' k' m'ima;il j'a; Hje HL'iv B'00kN' Q'il'æ'L S'j'eu;R Hhw Hje L'ilu; a;qil Lb; Llq'a f'il'a'R Cq;C a;qil L'j'R HLv; f'lj m;il h'mu; j'e q'c'a m'jN'mz l'j'æ kMe Bq'el pwh;c B'ipm Hhw Lb; i j'Pu; 'Nm aMe q'W;v 'ke ü'f'q'c'a S;j'Nu; 'heu h'T'a f'il'm a;qil j'e k;q;il-LR' Lb; 'Rm Be'zjuf' L'j'R a;q; pj'UC h'm; q'Cu; 'N'Rz Be'zjuf' Hje L'ilu; pj'U' ö'e'me,

Hje Liliuj pj Û' NqZ Lili me k, Cqi j d' k ilRm< j Lili hi B aqi iheul
j eC qCm eiz BS fkl; j j i L i R m L i Ch i L b i iheul ilRc iRm e j-- Aia a R L b i V J
p ayqi L i R B i pu i h i m a z i L z ' f i n h i h f f i l h i i p A B m i f q C u i A h i d L i b i u H L V i
h i d i f i s u i i R m z p C h i d i i h e u l f r u j b e l i q u e i z B S m i m a j i p d a a q i l j e l L b i
p r i c i n l e f B e j u f L i R H L I L j L i l u i p j U ' f i L i n q C u i N R a q i A e h L i l u i i h e u
E o l p a q C u i E i W m z j j a i l L i R a q i l S h e l H C h e f i V i p C f N l e n c e L i l a e j f i l m
L b i V i L i e j a C l e j m q C u i E i W a e j-- C q i a q i l i Q z j j d e L i m l c j N l c a b j l a z

I i e B e j u f A e L r Z H C L b i m C u i j e j e B m i o e j L i l u i i R m e z N i j i S h e l k
p j p f i E s i j s i S i V m q C u i E i W a i R m f i n h i h f o C a q i l H L V i j j j w p i O i V a f i R H C
L b i j e L i l u i l a e i j h a m j i N m e , k j e L i l u i q E L , j u c l p A H L h i l c m i L i l a
q C h z

ninj #MEI p^Å ihe^{ul} ihh; q^{ke} HL f^LLi iØbl qCu; ^ÅHCi j^h j^{lqj} Hhw ayq; i 0^Q I
^Åm; ^Li; Qim^aiR^{me}z ninj #ME ^ai ihe^{ul} L; ^RJ Bipa e; z ninj #MEI j; i p^Å ihe^{ul} f^ll Ou
 IRm e; h^mmC quz lale ^k iWL m; S^L IR^{me} a; q; e^q, il^z° Aü; i jhL lL^g I ^ÅN; feQ; il Z^E
 IR^{me}z ayq; i 0^Q I c^lS; f^lu^C hâz ü; j^f R; s; ayq; i Bⁱ p^jÜ^C a; m; Q; i hⁱ j^ud^z ü; j^l ^Å
 k^bø ^ÅM; m; f; i^Cae a; q; e^q-- Øæf^l n; p^e ayq; i Nⁱahid Aa^z; ¹ p^leic^l Hhw ayq; i
 p' lZ^ræ^l f^ll id lea; ^z; ¹ p^wLEZ^N IRmz HCl^f ^Ql i^cu; mJu; i ü; i h-hna ninj #MEI j;
 mr^ËJZI SNVIV p^çf^zN ayq; i Bu^sl j^ud^z IRm-- ^Åp^M; e^hl^q ^Åm; ^Li li a^q Hhw
 li a^q ^Åm; ^Li hⁱl^q k; Ju; i fb Ah; i^la IRm e; z Hje-IL, ^ÅN; i; j mr^ËJZI j^qm^aje
 L^lu; B; j^m f; i^Ca e; z HC l; ^SE^l ihidh^hØb; i j^ud^z ^ÅL; ^ei `ad IRm e; z L; iZ, HM; eL; i
 ihd; eLa^lJ mr^ËJZ Hhw le^çe-Bc; ma q^Ca Bⁱfm-Bc; ma f^kl^z; ¹ p^jÜ^C mr^ËJZ--
 HLÜSL^lVi Hhw S^ÅXinu; ^m ^ai ^qc IRmC e; j, ^ÅmⁱS^pmⁱVi J a; q; i pⁱqa ^SS; i; IRmz
 hⁱl^q ^Åm; ^Li p^Å h^hq; ^Å j^{lqj} ^ÅL M^h n^s; ² ^Åm; ^L hⁱm; u; C j^e qCa, il^z° mr^ËJZI
 Hm; L; i j^ud^z ayq; i le^SI C^pR; M; iV; Ch; i ^ÅL; ^ei fb IRm e; z p; j; je^f iho^uJ e; z

mr^ËJZ iheu^L Bs; m q^Ca ^ÅcⁱMu; iR^{me}, fR^zJ L^lu; iR^{me}z j^{lqj} ihe^{ul} hⁱm^EL; m
 q^Ca ^ÅN; i; i hâ^f a; q; ^L Hje leua ^ÅcⁱMu; Bⁱpu; ^Re ^k, Aⁱaf^ll Ou^hnaC lale
 iheu^L le^SI Le^fi f; iæ hⁱm; u; ^ÅcⁱM^aC f; i e; C; z mr^ËJZ kMe ihe^{ul} f^la ayq; i c^lØ
 BLo^l L^l ^{me} aMe p^qdⁱj^lz^l h^ÅUⁱ f^la ayq; i n^Ü; hⁱl^su; ^ÅNmz mr^ËJZ f; iL; i L^lu; C
 iØbl L^lu; i^cme ^k, ihe^{ul} p^ÅC ayq; i Le^fi ihh; q q^Ch^z HC f^lÜ^hl HLV; i j^U p^hd; i
 Lb; i lale ayq; i ü; j^l j^e j^haa L^lu; i^cme ^k, iheu ayq; ^cl L; iR q^Ca ^ÅL; ^ei fZ c^lh
 L^l ^a f; i^l ^h e; z

iheu^L hⁱl^s ^a f; iCu; j c^ç-HL i^ce j^{lqj} a; q; ^L ihh; ^ql Lb; i hⁱm^a f; i^l e e; C; z ^ÅN; i; i
 L; i j^hi^p-p^ð ^a a; q; i j e ihoZⁱRm hⁱm; u; lale le^l ^U IR^{me}z

BS l ihh; i IRmz NⁱqZ^E j^{lqj} i p; i^ç; i^lq^L i^çh; i^eâ; iV p^çf^zN q^Ca i^cme e; z iheu e^sæ-
 f^ll; i^{na} hⁱ ^gl "h^Åcn^le' mCu; Be^zju^l ^L öe; i^CaⁱRm-- f; i^el iXh; q; ^a mCu; ^Åp^CM; ^e
 Bⁱpu; j^{lqj} a^s; ^f; ^hl Ef^q d^l d^l hⁱp^{me}z

f^lbj a iheu^L HLV; i f; i i^cu; i lale ^ÅN; i; i E^pR²Mm le^lh^ÅU^a; i mCu; ih^li^s; ² f^ll; i
 L^l ^{me}z a; q; i f^q a; q; i M; i^mi^p q^Ca Bⁱ Lu^lce hⁱl a; q; i B^Åm; iQe; i L^l ^a iNu; Aa^z; ¹
 ALØj; i^v j^e fⁱsu; ^ÅNm ^k, A0^e j; i^pl f^lu A^dl qCu; Bⁱpu; ^Rz

L^lq^{me}, "iheu, a^Å ^k h^ÅmⁱR^m A0^e j; i^p ^aaj; i^cl h^w ^h ihh; q le^{od} B^R, ^ÅpV;
^ÅL; ^ei L; i^SI Lb; i euz H^L ^ai f; i^lS^fi^b ^a le^{od} R; s; i Lb; i^C ^ec, a; i Ef^q kⁱc 0^Q I

n;ðæ hjei^æ b;L a; q^m hwnl r; qⁿ Lf L^l?"

Ihe^ul pwLV cⁱMu; Be³juf Liq^{me}, "ninj^MEL Hav^Lhm; b^oL Iheu c^m Bp^R-- J^l I^hu Li;l Lb; JI j^e m;N^R ej; p^cS^efC A0^e j;^opl R^æ; L^l h^o B^Rz"

j^lqj Liq^{me}, "p^o Lb; ^æ; N;su hm^mC qaz"

Be³juf Liq^{me}, "ie^{SI} je h^ææaJ k^o pju m;N^z f;^æel Ai ;h Lf B^R j^lqjz N;li; ig^l Bp^L-- p^o ^æ; A^eL i ;^m; R^mL S;e-- p^o HLV; IWL L^l ic^a f;il^hz"

j^lqj j^M AåLi;l L;lu; Liq^{me}, "y^l" M;leLrZ Q^f L;lu; I;lu; Liq^{me}, a;qi;l f^l Liq^{me}, "j; , a^h k;ic Ihe^ul je i ;^lP^u ej; ic^a a; q^m J H L;S Bf;š Li a e;z"

Iheu h^æU' qCu; Lf HLV; h;im^a k;C^æaiRm, Be³juf h;di; i;cu; Liq^{me}, "a; , pa^f Lb; hm;R j^lqj , B;ij J^l Evp;iq ic^a f;il^l Iez Iheu R^mj;e^o , J qu^æ; ej; h^æT HLV; L;S L^l h^oæaJ f;il a , il^z'^onoLi^m i ;^m; qa e;z"

Be³juf Iheu^l Bs;^m I;mu; ie^{SI} 'f^lC j^lq^l I ;^lNI d; , j;V; N;qZ L;I^{me}z Iheu a;qi; h^æT^a f;il lu; ie^{SI} c^hma;u m; < a qCu; E;Wmz p^o ie^{SI} Ap^cj;la ØfØ L;lu; f;L;in L;I^a Ec^la q^Cm j^lqj BI A^fr; ej; L;lu; j^e j^e HC h;im^a h;im^a h;ilql qCu; N^{me} k^o , I^hj;aj LM^e; Bfe qu e;z

j^lqj k^o H Lb; j^e L;I^a f;il^e Hhw I^hj;aj h;imu; I^æle k^o pwp;^l I I^hQ;I^r^æ h;il;hl Bp;ij^f-h^zæC i s² B^{Re} Be³juf a;qi; S;ile^ææz il^z'^o m;^l Lf j^e L;I^h H Lb; i ;^lhu; Qm; ayq;I Ai f;ipC IRm ej; k;ice I^æle N;I;^l L^l m; a^hmu; mCu;^{Re} p^cice q^CæC m;^lLI BQ;I , m;^lLI I^hQ;I q^Ca ayq;I f;L;Ia H^lh;^l I^ææz» qCu; N^R p;ice q^Ca I^æle H;e-pLm BQ;IZ L;lu; B;ipu;^{Re} k;qi^a m;^l ayq;I Ie³;C L^lz ayq;I S^hæI j;J^ob;^e k^o HLIV pa^fN;ife ayq;^l ph;ic; f;is; ic^aR m;L;Ie³;ju ayq;^l p^c f;is; q^Ca LaLV; f;il j;^z j;š² c;e L^lz m;^l kMe ayq;^l MØV;e h;ima I^æle N;I;^l L^l m; Q;if;u; d;I lu; h;im^æ-- "i N;h;e S;ie^e MØV;e h;im^m B;ji I Ie³; qu e;z' H;je L;lu; æ² pLm I^ho^uC m;^lLI Lb; q^Ca Ie^{SI} h^hq;I^l I^hi;Ræ L;lu; m;Ju; ayq;I üi ;^lh;ipÜ qCu;IRm HCSe^f j^lqj ayq;^l j^e j^e h; f;L;I^hæ I^hj;aj h;imu; m;I^a L;I^mJ I^æle Ie^{SI} fb q^Ca I^hQ;I^{ma} q^Cæ e;z

Be³juf Liq^{me}, "Ihe^æ a^h f^lnh;h^æcl h;is A^eL ice k;J Iez"

Iheu Liqm, "A^eL ice BI LC qm?"

Be³juf I^ææ; j;I b^oL Bp;I f;I^{ice} b^oL ^æ; HLh;IJ k;J Iez

p^o ^æ; h;inice e^{qz} il^z' Iheu S;ile^a , j;^{RT} f^lnh;h^æ h;is a;qi;l k;aj;u;ja Ha h;is;u;IRm k^o Be³juf I f^rJ a;qi;l cⁿle c^m qCu; E;I^Wu;IRmz p^o I^qp;^h f^lnh;h^æ h;is A^eL ice k;Ju; qu e;C Hhw m;^lLI a;qi; m^rÉ L;I^hl I^hou qCu;^R h^æz

Iheu Ie^{SI} d^æal f;I^z' q^Ca HLV; p^æ; IR;js^a IR;js^a Q^f L;lu; I;Iqmz

H;e p;ju^o h;qi;l; B;ipu; M^hl icm, "j;I;S, L;ya;^o j;ju^fm;L Bu;iz"

İheu ajsajis EİWu; cys;Cmz ʘL Bİpm, ʘL;bi qCʘa Bİpm, MhI mCʘa mCʘaC pʘİl a;
J mİma; 0ʘİ j ʘđ Bİpu; fʘhn Lİlmz İheʘul 0I Rİjsu; hİlqʘ k;Ju; 0İVm e; ʘp Ūİña
qCu; cys;Cu; İİqmz

cSʘe Beʘj ufl fİʘul dʘm; mCu; fʘzj Lİlmz mİma; İheuʘL İhʘno mrʘf LİIm e;
pʘİl a; a;qİʘL ej ūİl Lİlu; Lİqm, "İ jʘm; BʘRe?"

Beʘj ufl İcʘL Qİlqu; ʘp Lİqm, "Bj İ; fʘİ nhİhʘ hİs ʘbʘL BpİRz"

Beʘj ufl a;qİcNʘL Bcl Lİlu; hpİcu; Lİqʘme, "BjİʘL ʘp fİlQu İcʘa qʘn e;
ʘajİʘcl ʘcİM İe, j İ, İLzʘʘajİʘcl Bfeİl 0ʘİ hʘmC Sİez"

ʘcİMʘa ʘcİMʘa Lbİ Sİju; EİWmz İheu 0ʘf Lİlu; hİpu; BʘR ʘcİMu; pʘİl a; a;qİʘL
Bmİʘfİ j ʘđ Vİleu; mChİl ʘʘİ LİIm; j ʘʘİ İS' İpİ LİIm, "Bfİe AʘeL İce Bjİʘcl
JMİʘe kİe İe ʘk?"

İheu mİma;İ İcʘL HLhİl cİʘeʘrf Lİlu; mCu; Lİqm, "0e 0e İhl İšʘ Lİʘm fİʘR
Bfeİʘcl ʘʘeq qİİc, j ʘe HC İ u quz"

pʘİl a; HLVʘqİpu; Lİqm, "ʘʘeqJ ʘk 0e 0e İhl İšʘİ Aʘfrİ İjʘM, ʘp Bfİe Sİʘee e;
hʘT?"

Beʘj ufl Lİqʘme, "a; J Mh Sİʘe j İ! Lf hmh ʘajİʘcl -- pİ Ūİce Jİ gljİʘn Bİ
Bhcİʘl Bjİl kİc HLVʘAhpl bİʘLz"

HC hİmu; İʘe İcİʘ-àİİ; İheuʘL İel İrZ Lİİʘmez

İheu Lİqm, "Dnİ ʘajİʘL ʘdkİcʘʘRe, BjİʘL İcʘu aİc fl İrİ; Lİİʘu İeİʘez"

pʘİl a; mİma;İ HLVʘʘmİ; İcu; Lİqm, "ʘelRp İ İc mİma;İ, Bjİʘcl fl İrİ;Vİ hʘT ʘno
qʘu ʘNm! fİp Lİʘa fİİl İe hʘT?"

mİma; H Lbİu İLRjİʘe ʘkİN İcm e; ʘcİMu; Beʘj ufl qİlpu; Lİqʘme, "Hhİl Bjİʘcl İheʘ
İeSİ ʘdkİ fl İrİ; Lİʘez ʘajİʘcl J ʘk Lf 0ʘr ʘcʘMʘR ʘp ʘa; ʘaj İ; Sİe eİz pʘāʘhmİu
ʘajİʘcl Lbİ Rİsİ; Lbİ ʘeCz Bİ fʘİ nhİhʘ Lbİ EWM J ʘa; HʘLhİʘl Nʘm kİuz"

Beʘj ufl mİma;İ j ʘMİ İcʘL Qİlqʘme; ʘp Mh Sİİ Lİlu; ʘİM aʘmu; İjİMm hʘV, İLzʘ
hʘbİ mİm qCu; EİWmz

Beʘj ufl Lİqʘme, "ʘajİl hİhİl Sʘef J La ʘmİʘLİ pʘĀ TNSİ; LʘʘR! Jİ cʘmİ
ʘmİʘLİ; ʘa; JʘL hİp hʘm Sİʘa ʘWmhİl Sİ; LʘʘRz İheʘ; Aje Aİʘbl qʘu EWʘm Qmʘn e;
hİRİ-- pİaf Lbİc hmİRz Hʘa m< İ LİhİJ ʘa; ʘLİʘe; LİlZ ʘcİM ʘez Lf hm j İ?"

Hhİl mİma;İ j ʘMİ İcʘL QİlqʘaC a;qİl ʘİM eİlJu; fİsmz pʘİl a; Lİqm, "İheuhİhʘk
Bjİʘcl Bfeİl ʘmİL hʘm Sİʘee ʘp Bjİl; Mh Sİe-- İLzʘʘp ʘk ʘLhm BjİʘclC -ʘZ a;
eu, ʘp Jİ İeSİ rj aİz"

Beʘj ufl Lİqʘme, "a; İWL hmʘa fİİl ʘe j İ! JʘL ʘa; HavLʘhmİ; ʘbʘL ʘcMİR, Haİce
Jİ hāʘ j ʘđ HL Bjİl ʘNİİc İRm; Hje-İL, Bİj ʘcMİR Jʘcl İeSİ cʘmİ ʘmİʘLİ
pʘĀJ İheu İjmʘa fİİl eİz İLzʘʘajİʘcl pʘĀ Jİ cİcİel Bmİʘf Hje qʘuʘR ʘk Bjİl;J

Jl BI e;Njm f;C eez e; hIRmj HC leu eaj;ci pA TNS; Lih, iLz°HMe eCm@a
fijpR Bj;LJ JIC ctm li s@a qhz eaj; p, mLC qil jje;hz" HC himu; Be;juf
HLh;il mima;il J HLh;il paila;il iQhL ofnL LILu; AAma;il; Ode NqZ LILme;e

paila;il iheul c;h0b; mrf LILu; pcuioS Liqm, "iheuh;h; hij; HpRe; iaie
h;C e; Lb-cu;mh;h; pA Lb; LRe;"

öleu; iheu a;sjai;s hijq; QImu; Nmz aMe Ni; J iheul Ap;je; hãa; mCu;
Be;juf Bni;Qe; LIL@a mijNme; n;ai; cS e k Ec;ipe e; a;qi hTa ayq;il hijL
IRm e; Be;juf Sth e HC c;V RmLC ayq;il jja;De;qi fil f;N A0I icu; fS; LILu;
Bipu;Re, pwp; Cq;ci Q u h; s; ayq;il BI e;Lq IRm e;z hijmL;il fS;il in;hl j;a;
Cq;icN e; iaie leSI q;e;ac Nisu;Re h;V, iLz° Cq;il;C ayq;il pj U' BI;de; NqZ LILu;Rz
ayq;il j;M ayq;il HC c;V e; s;chaj;il L;ilqef; De;qi p Hje j; d; E < m qCu; EIWm k
পরিতা এবং ললিতা অতঃপর öle@a mijNmz Ni; Hhw iheul f;la a;qi;ci nU;il Ai;jh
IRm e; iLz° Be;juf j;a; Hje j; u; Hje De;qi li al icu; a;qi;ci pA ke BI-
HLV;h;no LILu; e;æ LILu; fil Qu qCmz

Be;juf pA BS S;e;öe; qCu; j;e;S;V;VI f;la mima;il i;N B; q;e; hij;su; EIWmz
mima;il j;M Eo-h;Lé öleu; Be;juf q;ip;me; L;iq;me, "j; i, Ni; BS Sm;je;u, H c;M
k Bj;L Lf ILj h;SR a; A; kNj; c; S; eez iLz° p; q;hl Efi B;il i;N LI@a fil; ilz
B;il e; Ni;il;L S;le, p kV;L i; i; m; h;T a;il L;R B;CeL;je; iLR; j; e; e; k; c; e;
j; e; a;h k;il; ihQ;il La;il a;il; e; S; m f;il;h;C--a; e; a;ci e;jo ic@a k;h e;Le? Ni;il;
L;S Ni;il; L;R-- J;ci La;h; J;il; L;R--H@a k;ci c;M f;ih;il a;il; c;M f;ih;Cz B;il;
Ni;il; iQIW k;ic f;S e;M, j; i, a; q; m h;T a; f;il;h; J c;M L i u L; e; L;il; Efi ij; b;
i;NJ L; e--k; e; k; gm qu a; pj U' le;OQu S; e;C L;S L;R;"

HC himu; Ni;il; pka;Ira iQIWM;le hij,, qC@a hijq; LILu; paila;il q;e; ic;me;e
L;iq;me, "j; i, a; j; Q;Q; f;S; i, B;il BI-HL hij öle;"

Ni;il; pC B00kN iQIWM;le f;S; qCu; Nm f;il; aeS; e;C iLR; z leU; qCu; i;iq;me;e
Be;juf ayq;il Q;MI f;il; B;om icu; j;R;me;e p k Q;MI Sm a;qi; e; öd; j; a; b; e;ul
h;eb; e; q; a;qi; pA Be; Hhw N;h i; j;nu; IRmz ayq;il Ni;il; iL k- p Ni;il; j;e;S;V;V
ayq;il Lp; j; f; LILu; a;qi;L cu; LILu; Ri;su; ic;he, p iL e;aj;le Ni;il; p k Afi;id
pj U' üfL;il LILu; S; m; c;M C;R; LILu; leSI Ly; d; a; mu; mCu;Rz a;qi; p c;M Se;f
L;iq;il; p;qa e;L; e; Lmq LILh;il e;Cz Ni;il; a;qi; AL;ja; h;e LIL@aR Hhw Be;juf J
Cq; p;f; LIL@a fil; e;e;

mima;il B00kN qCu; Be;juf j;M ic;L Q;ilqu; i;iqmz hij; p; fil; hij; p; u;il mima;il j; e;
M;h c;T IRm; k; j; u;il; B;de;L f;ib;u in;ri; f;iu e;C Hhw k;q;icN e; p "iq;h;il;S i; j; u;
himu; S;le; a;qi;ci f;la mima;il nU;il; IRm e;z inöL;im h;lc;ip; e; a;qi;ci k Afi;id
f;la mr LILu; him; e;e "iq;h;il;S i; j; u;il; J Hje L;S L; e; p Afi;id Se;f mima;

hljhl HLV=Ih^{no} LllujC j;bi qv Llluj^{Rz} BS Be%jufl j^{MI} LuIV Lbi öleu; a;qiL AzXLIZ h;I h;I Llluj Ih0ju Aei h Lll^aRz kje hm eajle n;iz¹, eajle B00kN pclh^{no}Qeiz Apwka q^{eu}h^{NI} Sef mima; le^{SL} HC IjZEI Lj^R MhC MhN Llluj Aei h Lllmz a;qiL j^eel li a^l BS i jll HLV; r^a ai IRm, pCSe^f p^o Ihe^{ul} j^{MI} ic^L Qju e;C, a;qiL p^A LbiJ Lu e;Cz ILz^o Be%jufl De^q LI;Zju J n;iz^a jTMa j^{MM}lel ic^L Q;iqu; a;qiL h^{LI} li aLLiL pjU^lh^a;q^l a;f^{ke} Ss;Cu; Nm--Q;il ic^LLI pL^{ml} p^A a;qiL p^{da} pqS qCu; B;pmz mima; Be%jufl^L Liqm, "N^hh;h^ak Ha niš² L;bi b^L f^uRe a; Bfe;L c^m BS h^a f;lmjz"

Be%jufl Liq^{me}, "IWL h;T Iez N;li; klc B;jiL p;diZ R^{ml} j^ai qa a; q^m B;ij L;bi b^L hm e^faj! a; q^m il a;il c^xM B;ij Hje L^l p^qf LI^a f;ilajz"

mima;I jev; BS Le k HaVi IhLm qCu; EIWu;IRm a;qiL HLV=Claq;P hm; Bhn^{EL}z H Luice f^{af}q pL;im IhR;ej qC^a EIWu;C f;bj Lbi mima;I j^e HC S;ilNu;R^k, BS Iheuh;h^a B;ip^{he} e;iz Ab0 pjU^liceC a;qiL je HL j^qa^{MI} SefJ Ihe^{ul} BNje f^{af}r; Lll^a R;S e;Cz r^Z r^Z p^o LhmC j^e Llluj^R Iheu qu^a; B;ipu;R, qu^a; p^o Ef^l e; B;ipu; e^fQI 0^l f^lnh;h^a p^A Lbi Liq^aRz HCSe^f ic^el j^{de}f Lah;il p^o AL;I^Z H 0^l J 0^l 0^hu;R a;qiL IWL e;Cz Ah^{no} ice kMe Ahp;e qu, Ij^{te} kMe p^o IhR;eju öC^a kju, aMe p^o le^{SI} jem;ej mCu; Lf k Lll^h i jhu; f;ju e;iz h^L g;ilVu; L;æ; B^p--p^A p^A I;N qC^a b;L, L;qiL Ef^l I;N h^aTu; EW;C nš^z I;N h^aT le^{SI} Ef^l Cz LhmC j^e qu, "H Lf qCm! B;ij h;I0h il Llluj! L;e; ic^L a;L;Cu; k L;e; I;U; c^{im}a f;ic e;iz Hje Llluj Laice Qim^h!"

mima; S;e, Iheu Iq^a; L;e; j^aC Ihe^{ul} p^A a;qiL Ihh;q qC^a f;il e;iz Ab0 le^{SI} q^{eu}L L;e; j^aC hn j;ejC^a e; f;illu; m^c ju i^u a;qiL f;iz öL;Cu; N^Rz Ihe^{ul} q^{eu} k a;qiL f;la Ihj^M e^q H Lbi p^o h^aTu;R; h^aTu;R h;imu;C le^{SL} pwhIZ LI; a;qiL f^r BS Ha Lll^{we} qCu;Rz pCSe^f p^o kMe Eam; qCu; Ihe^{ul} Bn;fb Q;iqu; b;L p^oCp^AC a;qiL j^eel li a^l HLV; i u qC^a b;L, f;R Iheu B;ipu; f^{sz} H;le Llluj le^{SI} p^A V;ejV;le Lll^a Lll^a BS pL;im a;qiL dkN BI hyd j;ilem e;iz a;qiL j^e qCm, Iheu e; Bp;^aC a;qiL f;ZI li aLV; LhmC An;iz¹ qCu; EIW^aR, HLh;il c^m; qC^mC HC A;I0bl a; c^l qCu; k;C^hz

pL;im^hm; p^o pafn^L le^{SI} 0^l I j^{de}f V;leu; B;iemz pafn BSL;im j;ilp^L f;Cu; Ihe^{ul} p^A h^aa⁰⁰NI Lbi HLILj i^hmu;C IRmz mima; a;qiL Liqm, "Iheuh;h^a p^A e;aj h^aT TNS; q^u N^R?"

p^o HC Afh;ic p^aS AüfL;il Lllmz mima; Liqm, "i jll e;aj e;aj h^a a^{cc} Lhm Iheuh;h^aIheuh;h^aLilp, lale e;aj Ig^lJ a;L;je e;iz"

pafn Liqm, "Cp! a;ic e;aj! LLM^e; e;!"

f;ilh;il j^{de}f r^aaj pafn^L le^{SI} N^hh p^fij;Z Lllh;il Se^f H;le Llluj h;ilwh;il

Nm;I S;I f;U;N L;I@a quz BS f;Z;L a;q;I Q;U;J c;tal L;Ih;I Se;f p aMeC
Ihe;ul h;P;U; R;W;U; N;M;Z I;G;I;U; B;I;P;U; L;I;Q;M, "Iale k h;I;s;a e;C, a;C S;e;f B;P;a
f;I;e; l;e;f"

m;I;M;A;I S' ;P;I L;I;M, "H L;I;C;e B;P;e; I;e; L;e;?"

p;af;n L;I;Q;M, "L;I;C;e;C k I;R;M;e; e;Z"

a;M;e; m;I;M;A;I p;O;I;I;A;I L;I;R; I;N;U; L;I;Q;M, "I;c;I;C;I ;C, N;H;H;H;f j;I;U;L L;I;R; B;J;I;C;I I;L;Z;^o
H;L;H;I;L k;J;U;I; E;I;Q;A;f"

p;O;I;I;A;I L;I;Q;M, "a;Y;C;I;I p;A; k f;I;I;Q;U; e;C;f"

m;I;M;A;I L;I;Q;M, "h;I;X, N;H;H;H;f h;I;f k h;I;H;I;L R;M;M;L;I;L h;A;I;R;M;e;f"

p;O;I;I;A;I j;e; f;I;S;U; N;M, L;I;Q;M, "q;Y, a;I; h;V;f"

p;O;I;I;A;I;J A;A;f;Z;¹ E;V;P;I;Q;A; q;C;U;I; E;I;W;M;Z L;I;Q;M, "m;I;M;A;I;I; ;C, a;H;I; k;J, h;I;H;I;L L;I;R; h;M;I;
N;f"

m;I;M;A;I L;I;Q;M, "e;I, B;I;J h;M;a; f;I;H;e;I, a;H;I; h;M;I; N;f"

N;O;L;I;M; p;O;I;I;A;I;C; f;I;N;H;H;f L;I;R; I;N;U; L;B;I;V;I; f;I;S;a;C; I;A;I;e; h;I;M;e;M;e;, "I;W;L; h;V, H;A;I;C;e;
B;J;I;C;I; k;J;U;I; E;I;Q;A; I;R;M;f"

B;Q;I;I; f;I; k;J;U;I;L; L;B;I;V;I; k;M;e;C; I;O;B;I; q;C;U;I; N;M; a;M;e;C; m;I;M;A;I;L; j;e; h;Y;I;L;U;I; E;I;W;M;Z; a;M;e;
B;H;I;L; L;I;B;I; q;C;a; A;I;I; j;e; H;H;W; P;W;N;U; B;I;P;U;I; a;Q;I;L; E;M;W;I; I;C;L; V;I;e;a; m;I;N;M;Z; p;O;I;I;A;I;L;
I;N;U;I; p; L;I;Q;M, "I;c;I;C;I, a;H;I; h;I;H;I;L; p;A; k;J;Z; B;I;J; k;I;H;e;I;f"

p;O;I;I;A;I; L;I;Q;M, "p; I;L; q;U;I; a;C; e;I; N;M; B;I;J; H;L;M;I; k;a; f;I;H;e;I;f; m;R;E;f; B;J;I;L, ;I;C;
B;J;I;L;--Q;M;U;I; ;C, N;I;M; L;I;L;P;e;f"

A;e;L; A;e;e;U; m;I;M;A;I; N;M;Z; I;L;Z;^o I;H;e;ul; L;I;R; p; k; f;I;I;U;I; q;C;U;I;R;--I;H;e;u; A;e;U;I;P;C;
a;Q;I;C;I; h;I;S;e;I; B;I;P;U;I; f;I;I;M, B;I; p; BS; I;H;e;u;L; e;C;I;M;a; R;W;U;I;R;--H;C; f;I;I;I; Q;I;L; A;f;J;I;e;
a;Q;I;L; I;H;O;J; H;L;V;I; I;I;N; q;C;a; m;I;N;M;Z; I;H;e;u;L; H;M;I;e; e;C;I;M;a; f;I;C;H;I;L; B;N;I;a;C; B;e;J;U;f;I;L; h;I;S;
B;I;P;H;I;L; S;e;f; k; a;Q;I;L; H;A;V;I; B;N;I;Q; S;I;Y;U;I;I;R;M, H;C; L;B;I;V;I; p; j;e; j;e; H;L;H;I;Q;I; A;U;f;L;I;L;
L;I;H;I;L; Q;O;I; L;I;I;a; m;I;N;M; H;H;W; I;e;S;I; p;C; I;S;C; h;S;I;U; I;I;M;H;I;L; S;e;f; e;I; I;H;e;u;L; I;C;L; a;I;L;I;C;M,
e;I; a;Q;I;L; e;I;U;I;L; I;G;I;C;U;I; I;C;M, e;I; a;Q;I;L; p;A; H;L;V;I; L;B;I; L;I;Q;M;Z; I;H;e;u; j;e; L;I;I;M, m;I;M;A;I;L;
L;I;R; a;Q;I;L; j;e;I; N;I;f;e; L;B;I;V;I; d;I;I; f;I;S;U;I;R; h;I;M;U;I;C; p; A;H;I;L; a;I;L;I; a;Q;I;L; H;J;e; L;I;U;I;
f;A;I;M;E;I;e; L;I;I;a;R;Z; m;I;M;A;I; k; a;Q;I;L; I;I;M;H;I;P;a;J; f;I;I;L, H; L;B;I; A;e;J;I;e; L;I;H;I;L; E;f;K;S;²
B;A;I;I;I; j;e; I;H;e;u;L; I;R;M;e;I;f"

I;H;e;u; B;I;P;U;I; P;W;L;I;Q; c;I;S;I;L; L;I;R; c;Y;S;I;C;U;I; L;I;Q;M, "f;I;N;H;H;f;H;M;e; h;I;S; k;a; Q;I;P;R;e;
H;Y;C;I;L; P;L;M;L; M;H;I; I;C;a; h;M;e;f"

m;I;M;A;I; k;I;Q;I;a; a;Q;I;L; e;I; e;C;I;M;a; f;I;U; H;J;e; L;I;I;U;I;C; I;H;e;u; c;Y;S;I;C;U;I;I;R;M;Z

B;e;J;U;f;L; I;I;Q;M;e;, "p; I;L; q;U;I; I;L;R;I;J;I;O;J;M; e;I; L;I;L; h;T; k;a; f;I;e;I; B;I; Q;I;N; c;I;I; q;Q;
e;I; a;H;I; H;M;I;e; H;L;V;I;H;I;P;I; I;H;e;u;, B;I;J; H;L;H;I;L; e;C;M; B;I;P;Z; h;I;C;I; c;Y;I;S;U; I;C;M; L;e;, O;Q;I;
j;e;f; H;P;I; Q;I;P;I;f"

İheu mĩma;İ İc[®]L Bs Lİlu; [®]L;e;e; [®]a c[®]İ HL S;uN;u hĩpmz [®]ke İhe[®]ul fİa a;q;İ
h[®]h[®]q;İ İ [®]L;e;e; ħmrZ[®] qu e;C H;İle pqSi; ħ mĩma; Lİqm, "İheuh;ħ; Bfe;İl h[®]a
paħ[®]L Bfİe H[®]Lh;İ[®] a;İ;N L[®]İ[®]Re İL e; S;eh;İl S[®]e;f [®]p BS pL;İ[®]m Bfe;İl h;İs
İN[®]uİRm [®]kz"

qW;İv ħh;İZ[®] qC[®]m j;e[®] [®]k;e B[®]ÖkN[®]qCu; k;İu [®]pCİ[®] İh[®]Öj [®]u İheu Q;İİLu; EİWmz a;q;İ
[®]pC Q;İLV; [®]C[®]M;İ [®]Nm hĩmu; [®]p Aa;İ;¹ mİ< a qCmz a;q;İ İu ħİp[®]Ü ħef[®]Z[®]İl p[®]Ā [®]L;İ[®]e;
Sh;İh Lİİ[®]a f;İİl m e; j; [®]M J LZ[®]N; ħm m;İm Lİlu; Lİqm, "paħ[®] İN[®]uİRm e; İL? Bİj [®]a;
h;İs[®]a İRm; e;İz"

mĩma;İ HC p;İj;e;f HLV; Lb;İu İhe[®]ul j[®]e HLV; Afİİİj a Be[®]İ Sİ;İmz HL j; [®]İ[®]aİ
İhn[®]SN[®]aİ Efİ qC[®]a HLV; fİL;İ[™] pWnu [®]ke İen;İp[®]İdLİ c[®]x[®]U[®]fİ j[®]a; c[®]İ qCu; [®]Nmz
[®]ke HCV[®]L[®]R;İs; fİb[®]h[®]İ[®]a a;q;İ L;İ[®]R fİb[®]İe[®]u Bİ İLR[®]aİRm e;İz a;q;İ j;e hĩm[®]a m;İİNm--
"ħ;İQm;İj , ħ;İQm;İj ħ mĩma;İ İ;N L[®]İ e;C, mĩma;İ a;q;İl fİa [®]L;İ[®]e; p[®]İ[®]q Lİİ[®]a[®]R e;İz

[®]cİM[®]a [®]cİM[®]a p;İ[®]Ü[®]h;İd; L;İİV;İ [®]Nmz p[®]Öİİ a; q;İİpu; Lİqm, "İheuh;ħ; qW;İv B;İ;Cİ eMİ
c;İ[®] n[®]Āİ A[®]Öe;f;İZ İLwh; İ İLj HLV;İLR[®]h[®]m p[®]İ[®]q L[®]İ h[®]p[®]Re!"

İheu Lİqm, "fİb[®]h[®]İ[®]a k;İ;İ j; [®]M g[®]v e;İİmN Lİ[®]a f;İ[®]İ e;İ, Q[®]f L[®]İ b;İ[®]L, a;İ;C Em[®]İV
Bp;İj[®] quz İcİc, [®]a;İ;İl j; [®]M H Lb;İ ħ;İ;İ f;İu e;İ--a;İj İe[®]S La c[®]İ Q[®]m İN[®]uR HME
Ae[®]L c[®]İ ħ[®]m j[®]e LİRz"

İheu BS fİb;İ p[®]Öİİ a;İ[®]L İcİc hĩmmz p[®]Öİİ a;İ L;İ[®]e a;q;İ İj[®]Ø m;İİNm, İhe[®]ul fİa fİb;İ
fİİQu qC[®]aC p[®]Öİİ a;İ [®]k HLİV [®]p[®]İ[®]e;f Sİ;İuİRm HC İcİc p[®]İ[®]de j;İ[®]eC a;q;İ [®]ke HLİV
[®]Öeqf[®]Zİİ[®]h[®]no BL;İ d;İZ Lİİmz

f[®]İ[®]nh;İ[®]a ayq;İİ [®]j[®]U[®]cİ mCu; kMe İhc;İu mCu; [®]N[®]me aMe İce fİu [®]no qCu; [®]N[®]Rz
İheu Be[®]İj u[®]f[®]L Lİqm, "j;İ, BS [®]a;İ;İ[®]L [®]L;İ[®]e; L;İS Lİ[®]a [®]ch e;İz Q[®]m;İ Ef[®]İ İ Ö[®]İz"

İheu a;q;İl İQ[®]Sİ Ec[®]ħma;İ pwhİZ Lİİ[®]a f;İİİ[®]aİRm e;İz Be[®]İj u[®]f[®]L Ef[®]İ İ Ö[®]İ mCu;İ
İNu;İ [®]j[®]ÖTİ Ef[®]İ İe[®]Sİ q;İ[®]a j;İc[®] f;İİau;İ ayq;İ[®]L ħp;İcmz Be[®]İj u[®]f[®] İheu[®]L İS' İp;İ
Lİİ[®]me, "İhe;İ Lİ, [®]a;İl Lb;İV;İ Lİ?"

İheu Lİqm, "B;İ;İl [®]L;İ[®]e;İ Lb;İ[®]eC, a;İj Lb;İ ħ[®]m;İz"

f[®]İ[®]nh;İ[®]ħ[®] [®]j[®]U[®]İcN[®]L Be[®]İj u[®]f[®]İ [®]k;e m;İİNm [®]pC Lb;İ öİeh;İl Se[®]fC İhe[®]ul j;e RVİbVİ
Lİİ[®]aİRmz

Be[®]İj u[®]f[®] Lİq[®]me, "İn, HCS[®]e;f a[®]ħ ħ[®]T B;İ;İ[®]L [®]X[®]L Beİm! Bİj hĩm, ħ[®]T [®]L;İ[®]e;İ
Lb;İ B[®]Rz"

İheu Lİqm, "e;İ [®]X[®]L Be[®]m H;İe p[®]k[®]N[®]ÜİV [®]a;İ [®]C[®]M[®]a [®]f[®]a e;İz"

[®]pİce LİmL;İa;İl R;İc-İmİ Ef[®]İ AN[®]İ;İu[®]Zİ p[®]k[®]N[®] j;İmeİ;İ[®]ħC AU[®]İ k;İC[®]aİRm--ħZİ[®]RV;İ
[®]L;İ[®]e;İ ħİQ[®]e;f İRm e;İ--BL;İ[®]hİ fİ[®]İ[®]¹ d;İ[®]m[®]Zİ ħ;İ[®]İfİ j;İ[®]d[®]İ [®]p;İe;İl B;İ;İ A[®]İf[®]Ø qCu;İ
Ss;İCu;İRmz İL;İ[®] HC Çm;İe p[®]Ā;İl d;İ[®]p;İ;İ BS İhe[®]ul j;e[®]L İ;İP;İCu;İ a;İ[®]mu;İ[®]Rz a;q;İl j;e
qC[®]a m;İİNm, Q;İİ İcL a;q;İ[®]L [®]ke İelhs Lİlu;İ İÖİlu;İ[®]R, BL;İn a;q;İ[®]L [®]ke İf[®]nİ

Lil'ar

Be'ajuf Liq'me, "g'u c'w h's; mr'fz"

Iheu HC Lb;V' b;ij' a' l'cm e; e;e; l'cl l'cu; HC B'm;Oe;L S;N'a L'il u; i;imz f'nh;h' g'u'cl p'o'a La'ceL; La R;V;M;V; OVe;l Lb; E'Wu; f'ism--a;q;l A'eL-ImC A'IL' vLI, iL' p'c AN'q;u'ZI C'm;e;uj;e lei 'a pa't;u l'el;m; O' ihe'u Evp;q Hhw Be'ajuf l' Kvp'f'-a;l; HC-pLm r'a N'q'L;ZI AM'ja C'laq;pM' HLIV N'h'l j'iq;ju f'z'qCu; E'Wmz

Be'ajuf q'W;v HL p;g'u l'en'p' g'imuj; h'imuj; E'W'me, "p'o'il a;l p'A' k'ic 'N;l;l i'h'u q'a f;e' a; h's; M'h' q'c'z"

Iheu m;g;Cu; E'Wm, Liqm, "j; H Lb; B;ij A'eL h;l e' q'h;Rz i'WL 'N;l;l Efk's' p'i'f'z"

Be'ajuf iL' q' Lf?

বিনয়া Le q' e;? B;ij j'e qu 'N;l;l k' p'o'il a;l f'R' L' e; a; euz

'N;l;l j'e k' L;e; HL S;uN;ju BL' qCu;R Be'ajuf L;R a;q; A'N;QI i'Rm e; p' g'u;v k' p'o'il a; a;q;J lale ihe'u e;e; Lb; q'c'a p'wN'q L'il u; i'R'mez M;leLrZ O'f L'il u; b;il u; Be'ajuf Liq'me, "iL' p'o'il a; iL' i'q'f' O' i'h'u LI'?"

Iheu Liqm, "B;R; j; 'N;l;l iL' h'p'l O' i'h'u LI' a' f;e' e;? 'a;j;l iL' a;a' j'a e'c'?"

Be'ajuf B;ij l' M'h' j'a B'Rz

Iheu f'e'Q' iS' j;p; L'il m, "B'R'?"

Be'ajuf Liq'me, "B'R' h'il ihe' j;e'ol p'A' j;e'ol j'e'l i'jm i'e'uC i'h'u-- p' p;g'u L;e'l; j'V; f;s; qm a; i'e'u Lf B'p k;u h;h;l! k'je L' q;l i N'h;e'l e;j V; i'e'mC qmz"

Ihe'u j'e'l i' al q'c'a HLV; i;l e;ij u; 'Nmz p' Evp;iq'a qCu; Liqm, "j; 'a;j;l j'm kMe H-ph Lb; o'le B;ij i; j;l B'o'k'l' h;d quz H;e K;c;k'l'a't; f'm L;b; b'L!"

Be'ajuf q;ilpu; Liq'me, "'N;l;l L;R b'L f'u;Rz"

Iheu Liqm, "'N;l;l a; HI Em'V; Lb;C h'm!"

Be'ajuf h'm' Lf q'h; B;ij k;-iLR' i'n;r; ph 'N;l;l b'LC q'u'Rz j;e' h'u'w k' La pa'f--BI j;e' k; i'e'u cm;c'im L', TNS; L' j', a; k' La i'j' b'f--p Lb; i N'h;e 'N;l;l' k'ice l'c'u'Re p'c'iceC h'f'u' l'c'u'Rez h;h;l, h'p'c h; L' BI i'q'f' h; L' j;e'ol q'c'u' a; L;e; S;ja e'c--p'CM;e'c i N'h;e pLm' L' g;m;e Hhw i'e'S H'p;J g'mez ay'L W'm i'c'u' j' l' BI j'a'l E'f'c' g'm;h;l i;l i'c'm Q'm iL'?"

Iheu Be'ajuf f;u' d'm; mCu; Liqm, "j; 'a;j;l Lb; B;ij h's; i'j' l'o' m;Nmz B;ij i'ceV; BS p;ib'N' q'u'Rz"

pəll a:ɪ j ɪlp qɪl ʒ ɪqef L mCu; f ʁ ɔnɪ fɪlhɪ HLVi -l ɪal Anɪɪ; E fɪθba qCmz
 aɪqɪ ɪhhʌ Lɪlu; hɪmhɪl f ʁ ɪ, qɪl ʒ ɪqef pəll a:ɪ Lɪ ʁ ɪe SI ʁ fɪl Qu ɪcuɪ R me aɪqɪC
 p w ʁ f Lɪlu; e f ʁ ʁ mMi ʁ Nm--

Bɪj ʁ aɪjɪl jɪ ʁ ul ʁ ʁ u c ʁ hR ʁ l h ʁ s; ɪRmɪz hɪ fɪ hɪ s ʁ a Bɪj ʁ cl c ʁ S ʁ el Bc ʁ l
 p f j ɪ Rm eɪ ʁ Leeɪ, aMe Bɪj ʁ cl 0 ʁ ʁ Lhm Bɪ l ɪ c ʁ Le f ɪ C S ʒ N ʒ Lɪlu; ɪRmɪj --hɪ s ʁ a
 Bl ɪ n ʁ Lq ɪ Rm eɪ Lɪ Lɪ ʁ cl Bc ʁ l Bɪj ʁ cl jɪ v ʁ a fɪ ʁ ʒ ɪmhɪl AhLɪn OɪVa eɪz

Bɪjɪl hup kMe BV aMe fɪmpɪl ɪhM ʁ a l ɪ u ʁ d h ʁ cl 0 ʁ Bɪjɪl ɪhhɪq quz ayqɪl
 L ʁ m J ʁ kje d ʁ e J ʁ ajez ɪ L ʒ ʁ Bɪjɪl ɪ j ʁ N ʁ e p ʁ l OɪVm eɪz ɪhhɪqɪl p j u MɪQ-f ʁ e mCu; Bɪjɪl
 n ʁ b ʁ l p ʁ A ɪ faɪl ɪhhɪc hɪɪdu; ɪRmz Bɪjɪl ɪ faN ʁ qɪl ʁ p C Afɪɪd Bɪjɪl n ʁ b l hwn A ʁ eL ɪce
 fkl ʒ ʁ r j ɪ Lɪl ʁ a fɪ ʁ e eɪz pL ʁ mC hɪma--Bɪj ʁ cl ʁ R ml Bhɪl ɪh ʁ u ʁ ch, ʁ cɪM J
 ʒ ʁ u vɪl L ʁ cnɪ quz Bɪjɪl c ʁ hɪ ʁ cɪMu; C hɪhɪ fɪa' ɪ Lɪlu; ɪRme, LM ʁ eɪ defl 0 ʁ ʒ ʁ u
 ɪc ʁ he eɪz aɪC ʁ aɪjɪl jɪ ʁ L Nɪl ʁ hɪ 0 ʁ C ɪcuɪ R meɪz

hɪ fɪlhɪ ʁ l Oɪ ɪRm, Bɪj ʁ l BV-eu hvpl hu ʁ pl p j ʁ u C l ɪ ʒ; Lɪl ʁ a qCaz fɪ u f' ɪn-
 oɪV Se ʁ mɪL MɪCaz pL ʁ ml fɪl ʁ hn ʁ el f ʁ ʁ Lɪ ʁ eɪɪce ʁ d ʁ i ɪ a, ʁ Lɪ ʁ eɪɪce hɪ Xɪmɪ ɪ a
 MɪCu; C Lɪ vɪ C ʁ a qCaz ʁ Lɪ ʁ eɪɪce ʁ hmɪ c ʁ vɪl p j ʁ u, ʁ Lɪ ʁ eɪɪce hɪ H ʁ L hɪ ʁ ʁ hmɪ ʁ N ʁ m Bqɪl
 Lɪl aɪz Bqɪl Lɪlu; C hLɪ ʁ ml l ɪ ʒ; Qsɪ C ʁ a kɪ C ʁ a qCaz l ɪ a HNɪ ʁ vɪ; hɪ ʁ l vɪl p j u MɪChɪl
 AhLɪn OɪVaz ʁ Chɪl ʁ Lɪ ʁ eɪ ɪeɪcl ʁ SɪuNɪ ɪRm eɪz A ʒ x f ʁ kɪ qɪl p ʁ A ʁ kɪce p ʁ h dɪ qCa
 aɪqɪl p ʁ AC ʁ ʁ Cu; fɪs aɪz ʁ Lɪ ʁ eɪɪce hɪ ɪ fɪ s fɪ l au; ɪe ʒ ɪc ʁ a qCaz

hɪ s ʁ a Bɪjɪl fɪa pL ʁ ml ʁ Aeɪcl ɪRm Bɪjɪl ʁ j ʁ fl j e J aɪqɪ ʁ a ɪhL ʁ a eɪ qCu;
 bɪl ʁ a fɪ ʁ eɪz A ʁ eL ɪce fkl ʒ ʁ l a l e Bɪj ʁ l c ʁ l c ʁ l C l ɪ Mu; ɪ R meɪz

Hɪ e p j ʁ u Bɪjɪl hup kMe p ʁ a ʁ l; aMe Bɪjɪl Le f ʒ ʁ eɪ l j j; Se ʒ N ʒ L ʁ z ʒ ʁ u L S ʒ
 ʁ Ju; ʁ a n ʁ b l L ʁ m Bɪjɪl N ʁ eɪ B ʁ l hɪ s u; ɪ Nu; ɪ Rmz Bɪjɪl pLm Aeɪcl pLm mɪ ʁ eɪ l j ʁ d ʁ
 HC ʒ ʁ u ɪ VC Bɪjɪl HLj ɪ e p ɪ z ʁ e; J Be ʒ ʁ ɪ Rmz j ʁ eɪ l j j ʁ তাহার বাপ এবং আর ʁ Lq ʁ aje
 Lɪlu; Bcl L ʁ eɪ C hɪ mu; C ʁ p Bɪjɪl fɪ z f z Bc ʁ l l p j N ʁ e qCu; Eɪ Wu; ɪ Rmz

ɪae hvpl f ʁ kMe Bɪjɪl HLɪV ʁ R ʁ m qCm aMe qC ʁ a Bɪjɪl Ah ʁ bɪl fɪl ha ʁ e qC ʁ a
 mɪɪNmz aMe Bɪj hɪ s l Nɪ qef hɪ mu; N ʒ ʁ Chɪl ʁ kɪ N ʁ e qCmɪz Bɪjɪl nɪ ʁ ʁ s ɪ R ʁ me eɪ--Bɪjɪl
 n ʁ b l J j ʁ eɪ l j j; Sɪ ʒ hɪl c ʁ hvpl f ʁ C jɪ l; kɪ eɪz ayqɪl j ʁ a ʁ l f ʁ C ɪ hou mCu; ʁ chl ʁ cl p ʁ A
 j LYj; hɪɪdu; ʁ Nmz Ah ʁ n ʁ o j j mɪ u A ʁ eL p ʁ fɪ š e ʁ Lɪlu; Bɪ l ɪ f ʁ bL qCmɪz

j ʁ eɪ l j j ɪ hhɪ qɪl p j u Bɪ pmz fɪ ʁ R aɪqɪ L c ʁ l mCu; kɪ u, fɪ ʁ R aɪqɪ L Bl ʁ cɪM ʁ a eɪ
 fɪ C, HC ɪ ʁ u fɪ mpɪ qC ʁ a fɪ Q-Ru ʁ e ʒ ɪ n a ʒ ʁ a ɪ p j ʁ m Nɪ ʒ aɪqɪl ɪhhɪq ɪ cmɪz ʁ R mɪ v ʁ L

Ljlaifli j'aj' c'im'az' kje IP' aj'le' Qqij--MjJuifli pwNiaJ aqic'li IRmz
HLice Bjil' kje Aeicl J Lø INuifR, Lfjm i jiphil fshñ ihdja; iLR'ic'el Seé
Bjil' aj'le pM' icujIR'mez' no;ñlo Bjil' üj'f Bjil' h'sic' Bcl J nÜ; LIL'ae,
Bjil' p'Ä' fl'ij nñe; LILu; 'Li'e; LiSC LIL'ae eiz Ha' p'xi j'Né Bjil' pl'q'h' Le? L'mli
qCu; Qil' ic'el h'hd'e Bjil' 'R'm J üj'f j'j; 'N'mez' k' c'xM L'öfe; LIL'mJ Apqé' h'id
qu aqij' k' j'je'ol pu Cqic' Sje;Chil' Seé Dn' Bjil' hyQ;Cu; I j'IM'mez

æ'j'c Sij;C'ul' f'il Qu f'ic'a mijNm;jz p'ç' g'ml j'ç' k' Hje Ljm-pif m'Li;Cu; bi'L
aqij' L' j'e LIL'a f'il? 'p' k' L'pwp'ññ' f'isu; 'eni d'il u;IRm aqij' Bjil' 'j'uJ
'Li'e;ice Bjil' h'm e;Cz Sij;C' kMe-aMe B'ipu; e;e; Ai j'h Sje;Cu; Bjil' Li'R V;Li
Qil'qu; mCu; k;Caz pwp'i' Bjil' 'a; BI-L;qi'i; Seé V;Li Sj;Chil' 'Li'e; f'f'u;Se IRm e;
a;C Sij;C' kMe Bhc;il LILu; Bjil' Li'R qC'a iLR'Qil'qa 'p' Bjil' i j'm;C' mijN'az j'i'T
j'i'T Bjil' 'j'u Bjil' h;IZ LIL'a, Bjil' i v'pe; LILu; h'ima--a'j' Aj'le LILu; E;ji'L
V;Li 'cu; E;ji' Ai 'ip M;li'f LILu; 'c'aR, V;Li q'i'a f'ic'm E'le 'L;biu' k' 'L'je LILu;
Es;Cu; 'ce aqil' iWL;e; e;Cz B'ij i j'haj, aqil' üj'f Bjil' Li'R Hje LILu; V;Li m'c'm
aqil' n'bl L'ml A'N'h qC'h HC i 'u'c h'it j'e;lj; Bjil' V;Li 'c'a le'od L'iz

aMe Bjil' Hje h'ü' qCm B'ij Bjil' 'j'u'L m'Li;Cu; Sij;C'L' 'eni L'is 'S;N;C'a
mijNm;jz j'e;lj; kMe aqij' S'ile'a f'il m' aMe 'p' HLice Bjil' Li'R B'ipu; L'y'cu; aqil'
üj'f L'm' l' b; p;Ü' Sje;Cu; 'cmz aMe B'ij Lfjm Q;f's;Cu; j'ilz c'x'm l' b; Lf BI
h'mh, Bjil' HLSe' c'JIC L'p'Ä' Hhw L'h'ü' 'cu; Bjil' Sij;C'ul' j'j; M;Cu;Rz

V;Li 'c'Ju; kMe h'a LIL'm;j Hhw Sij;C' kMe p'ç'q LIL'm'k, Bjil' 'j'u'c Bjil' le'od
LILu;R' aMe aqil' BI 'Li'e; BhIZ l'iqm e;iz aMe 'p' Ha Aa'q;il BIñ LIL'm, Bjil'
'j'u'c f'ib'h'el 'm;LI p;j'e Hje LILu; Af'je LIL'a mijNm'k, aqic' leh;IZ LIL'h;il
Seé Bh;il B'ij Bjil' 'j'u'c m'Li;Cu; aqil' V;Li 'c'a mijNm;jz S'ileaj B'ij aqil'
I'p;a'm 'c'a'IR, iL'z' j'e;lj;L' 'p' Apqé' f'f'se LIL'a'R H' pwh;c f'ic'm B'ij 'Li'e;j'a
i'Øbl bi'l'a f'il'aj e;iz

Ah'no HLice--'p' iceV; Bjil' Øfø j'e B'Rz j;0 j;ip' l' no;ñlo, 'p' hRI pLjm
pLjm Nlj f'isu;R, B'ij; hm;h'm LIL'a'IRm;j HIC j'ç' Bjil' iMSiLI h;N;e'el N;R-Im
B'ij' h'm i l'lu; 'NRz' 'p'c j;ol' Af'i;q'iz Bjil' c'IS;il Li'R f'im'IL B'ipu; bi;j'mz
'c'IM, j'e;lj; q'il'p'a q'il'p'a B'ipu; Bjil' f'Z;j LIL'mz B'ij h'im;j, L'f'je' 'a;ic'li Mhl
L'f? j'e;lj; q'il'p'z' h'im, Mhl e; bi'L'm h'it j;il h;is'a öd'ödB'p'a 'e'c?

Bjil' 'huje j'ç' 'm;L' IR'me e;iz lale Bjil' h'imu; f'iW;C'me, hEj; f'æpñ;ilha; p;ç'je
f'ph qJu; f'k'v' aqil' j;il Li'R bi'l'm'c i j'm;z B'ij i j'h'm;j, 'p'c L;biV;C' h'it pa'fz iL'z'
Sij;C' k' HC Ah'Øb;ac' j'e;lj;L' j;il'ç'li LIL'a BIñ LILu;R' Hhw i'hfvf;al
Bn'î'ac' 'huje ayqil' f'æhd's'L Bjil' Li'R f'iW;Cu; 'cu;Re aqij' B'ij S'ile'aJ f'il e;Cz
j'e'x'hw aqil' n;öls'a i j'imu; Bjil' Hje LILu; i m;Cu; I j'IMmz 'j'u'c B'ij le'SI q'i'a

am jMiCu; Øeje LiC^a Qi^qm j^eiJj; ejei R^aju LiViCu; İca; aqil^a Lijm A^Ā
k-ph B0^aal c;N fİsujiRm^o p aqi; aqil j^ul cİl^o Li^RJ fİL;in Lİİ^a Qi^q e;Cz

Sij;C j;T j;T Bİpu; j^eiJj;L hİs İgl;Cu; mCu; k;Ch;I Se^f N;imj;im Lİİ az^o J^u
Bj;I Li^R b;Li^a ViLi;I Bhç;I Lİİ^a aqil h^fİ0;ja OİVaz^{æ2} J^o p h;dj;I Bİ^o p jİem
e;I ViLi;I Se^f j^eiJj;I p; j^ec B;I fİa Efâh Lİİ^a mİNmz j^eiJj; Sc Lİİ u; hİma--
Li^ej^aC ViLi; İc^a fİİ^h e;I İL^ç B;I h^s; c^hm je, f;R Sij;C B;I J^ul Efİ
Aa^fç¹ ħİn İhİ^š2 qCu; E^W HC i^u Bİj aqi^L İLR^ae; İcu; b;İL^a fİİ a;I e;I

j^eiJj; HLİce hİmm, j;I, a;I;I ViLi;Lİs p;İ^o BİjC İjİMhz hİmu; B;I Qİh J h;I,
ph cMm Lİİ u; hİpmz Sij;C Bİpu; kMe B;I Li^R Bİ ViLi; f;Ch;I p^hnd; cİMm e; Hhw
kMe j^eiJj;L İLR^ac e;I Lİİ^a fİİ m e;I, aMe p^h dİİ m--J^o S;İhE^L hİs^a mCu;
k;Chz Bİj j^eiJj;L hİmaj, c; j;I, J^L İLR^aViLi; İc^uC İhc;u L^o c--eC^m J Lf L^o
h^o p^L S;İez İL^ç B;I j^eiJj; HL İc^L k;je e;I Bİ-HL İc^L a;İe n^š2 İRmz^o
hİma, e;I, ViLi; Li^ej^aC c;Ju; q^h e;I

Sij;C HLİce Bİpu; Qr^aİ^šhZİ Lİİ u; hİmm, L;im Bİj İhL;im^hm; f;İmİL f;İW^u c^hz
hE^L kİc^o R^s e;I c;J a^h i;İ^m q^h e;I, h^om İjİMİRz

fİİce p^aİ;I f;İ^h f;İmİL Bİp^m Bİj j^eiJj;L hİmm;I, j;I, Bİ cİİ L^o L;S^oc,
B;I Bp^R qç;u a;I;I^L Beh;I Se^f m;L f;İW;hz

j^eiJj; Lİqm, BS b;İLİ BS B;I k^a C;R; q^R e;I j;I, Bİ c^İce h;İc Bp^a h^m;I
Bİj hİmm;I, j;I, f;İmİL İgl^u İc^m İL B;I Mf;I Sij;C İr;I İjM^h? L;S^oc, j;e^o
a;İj BSC k;Jz

j;e^ahİmm, e;I, j;I, BS eu--B;I n^oİ LİmLi;aju İN^uRe, g;İN^aeİ j;I;Ij;İT İale
İg^o Bp^he, aMe Bİj k;Ihz

Bİj ah^ahİmm;I, e;I, L;S e;I j;Iz

aMe j^eiJj; fİ^ha qC^a N^mz Bİj aqil n^oİ h;İsİ Q;İLİ J f;İmİLİ ħq;İİcN^L
M;Ju;Ch;I B^u;S^e h^fİ^o İİqm;Iz k;Ch;I B^N HLV^ak aqil Li^R b;İLh, p^İce k^o HLV^a
İh^ono Lİİ u; aqil ka^hmCh, İe^Sİ q;İ^a aqi^L p;S;Cu; İch, p^o k^o M;h;I i;İ^mh;İp aqi^C
aqi^L M;Ju;Cu; İcu; İhc;u İch, H;je AhL;in f;İCm;I e;I İWL f;İmİL^a EİWh;I B^N B;I^L
f;Iz;I Lİİ u; f;İ^ul d^m;I qCu; Lİqm, j;I, Bİj a^h Qİmm;Iz

p^o k^o p^af^C Qİmm^o p^o İL Bİj S;İeaj;I! p^o k;C^a Qi^q e;C, Bİj c;S;I Lİİ u; aqi^L
İhc;u Lİİ u;İR--HC c^xM h^L BS f^kİ;¹ f;İs^aR, p^o Bİ İLR^ac n^fam qCm e;I

p^oC İj^ec Nİ İf;İa qCu; j^eiJj;I j^af^o qCmz HC Mhİ kMe f;İCm;I aqil f;İ^hİC N;İf^e
a;İs;aj;İs aqil pVL;I^o no qCu; N^Rz

k;q;I İLR^ahİmh;I e;C, Lİİ h;I e;C, i;İhu; k;q;I; İLe;I;I f;İJu; k;Iu e;I, Lyİcu; k;q;I A;I¹
qu e;I, p^oC c^xM k^o Lf c^xM, aqi^o a;I;I h^hT^h e;I--p^o h^hTu; L;S e;Cz

B;I a;I phC^o Nm İL^ç ah^aBfc Q^hLm e;I B;I üj f^fel j^af^o fl qC^ac c^hİİ;

Bjil iho'ul fīa m̄ji ĩc'āiRmz a;qi; Sīlea Bjil j'āfī f'ī ihoupçfīš pj'eu a;qi'cīC qC'ñ, ĩLz' aaice fKŃ;¹ a;qi'cī phā plq'āiRm e; Cqi'a L;qi'ī; c;io cJui Qm̄ e; paīC Bjil j'ā; Ai jīNefl hylQu; b;L;C k Afīdz pwp;¹ k;qi'cī e;e; f'ū;Se B'R, Bjil j'ā; f'ū;Seqfe m̄jL ihe; q'a'a a;qi'cī S;uN; S'su; hylQu; b;L'm̄ m̄jL pqf L' Lje Līl u; z

j'e;lj; kaice hylQu; ĩRm aaice Bīj c'hl'cī q'Li'e; Lb;u i m̄ e;Cz Bjil iho'ul AīdL; mCu; kacŃ pīdē a;qi'cī p'ā m̄sujīRz Bīj kaice hylQ j'e;lj; Seī V;L; p' u Līl u; a;qi'cī ĩcu; k;Ch, HC Bjil fZ ĩRmz Bīj Bjil Leī; Seī V;L; S; j;Chī Q'ū; Līl'āiR Cqi;C Bjil c'hl'cī f'r Apqē qCu; EīWujīRm--a;qi'cī j'e qCa Bīj a;qi'cīC de Q'ī Līl'āiRz efmL; z' hīmu; Lañī HLSe f; j;ae iñāpē L; j;ī; ĩRm, pC Bjil p;qu ĩRmz Bīj kīc h; Bjil fīfē ĩLR' R;īsu; ĩcu; Bf'p iēōfīšī Q'ū; Līl a; j' p' q'Li'e; j'āC l;īS qCa e; p' hīma--Bj; cī q'LI HL fup; q' mu c'īmhz HC q'LI m;S;C'ul j; j;TM; eC Bjil Leī; j'āfī qCmz a;qi; fīc' hī amār g' S; c'hl Bīpu; Bj; L' hī; N'ēī Ef'cñ ĩc'mez hīm'me--h'īcīc, Dn'ā 'ā; j; l; k; Ah'ōb; Līl'me a;qi'a 'ā; j; l; Bī pwp;¹ b;L; EīQa qu e; z k' Luīce hylQu; b;L af'bn' īNu; dj'īL' g' j' ē c; j, Bjil; 'ā; j; l; M; j; u; f; l; j; l; h' c; j; h' ū' Līl u; ĩchz

Bīj Bj; cī -l; w; l; d' q' X; j; Lu; f; w; C; m; j; z hīmm; j --w; l; d' , Apqē c'x' m̄ q; a qC'a Lē Līl u; hylQh Bj; L hīmu; c; j --EīW'a hīp'a Bjil q'Li; b; j q'Li'e; p; j; z' ē; e; c --Bīj k'e h; s; -B- eī j' dē fīsu; j; R; k' M; eC k; c, k' ĩc' LC īgīl , q'Li; b; j Bjil k; z; j; l; HaV' L' Ahp; eī fb c'īm'a f; j; c e; z

-l; Bj; L Bj; cī w; l; d' -0' mCu; īNu; Līq'me--HC q' f' h' ōi C 'ā; j; l; ū; j; ē f'ē Leī; phCz Cqi; q' ph; Līl u; c' 'ā; j; l; p; j' ū' n' ē f' z' q' C' hz

Bīj ĩcel; j; a w; l; d' -0' C fīsu; īlqm; j; z w; l; d' LC p; j' ū' j; ē ĩch; l; Q'ū; Līl'ā m; j; īNm; j , ĩLz' īalē iē' S e; mC'm Bīj ĩch q' Lje Līl u; ? īalē mC'me LC?

efmL; z' X; j; Lu; Līqm; j --efm; c; j; , Bjil S'heūā Bīj c'hl'cīC īmīMu; ĩch īōbī Līl u; j; Rz a; qi; q' M; j; l; L- h; j; c j; j' p j; j' p ĩLR' Līl u; V; L; ĩc' hz

efmL; z' Līqm--p LM' e; qC' aC f; i' e; z a' j' g' ū; j; e' H-ph Lb; u b; j; L' u; e; z Bīj hīmm; j --Bjil Bī pçfīš' a f'ū; Se Lē?

efmL; z' Līqm--a; hīm'm ĩL qu! Bj; cī k; qL a; R; īsh q' Le? H; j; e f; j; Nm; j; Līl' u; e; z

efmL; z' q' LI Q'ū h' S; Bī ĩLR' c'īm'a f; u e; z Bīj h' S; j; j; īL' mC fīsm; j; z īhouL; j; B; j; l; L; R' īh' ōi j' ā; q' WīL' a' R -- ĩLz' SN' a B; j; l; l; HL; j; e; īñāpē efmL; z' C B'R, a; qi; j' e Bīj L' ō ĩc' Lē Līl u; ! p' k' h; y' c'x' m̄ B; j; l; l; HL 'qL' h; y; Q; Cu; Bīpu; R; z

q'noL; j; m̄ HLīce efmL; z' q' N; j; fe Līl u; HLM; e; j; L; j; N' S plq' ĩcm; j; z a; qi'a Lē k' m̄ M; j;

İRm a;q i i[®]m; Lİl u; h[®]Tu; [®]cİM e;Cz Bİj i jİhu;İRm;j , B; jİl pC Lİl[®]a i u Lf--Bİj H; j e Lf İjİm[®]a Q; c k; q; Bİ -[®]Lq W; L; Cu; mC[®]m p q[®] qC[®]h e; ! p hC[®] a; B; jİl n[®]b[®]İl , a; y; q; İ [®]R[®]m; j; f; jC[®]h , f; jLz

[®]m; f; s; j; [®]SpİV qCu; [®]N[®]m Bİj efmL; j[®]L X; jİLu; Lİqm;j --efm[®]; c; j; , İ; jN Lİl[®] u; e; j; B; jİl k; q; İ-İLR[®]İRm İmİMu; fİsu; İcu; İRz B; jİl İLR[®]aC f[®]u; Se e; jCz

efmL; j[®] AİØbl qCu; EİWu; Lİqm--A; j; , Lİl u; jR L[®]İ

kMe cİm[®]mİ Mps; fİsu; [®]cİMm pa[®]fC Bİj B; jİl p; jÜ' üa[®] a[®]; N Lİl u; jR aMe efmL; j[®]İ[®] [®]e[®]İ[®]dİ p; j; j İİqm e; j a; q; İl fİİ[®] j[®] a[®]İ[®] fİ qC[®]a B; jİl İ "qL' h; yQ; i[®]e; jC a; q; İl S[®]h[®]eİ HL; j; æ Ahm[®]ðe İRmz a; q; İl p; jÜ' h[®]Ü p; jÜ' nİ[®]š[®] Cq; i[®]aC Aİhnİj İek[®]š[®] İRmz H mCu; j; j mİ-jL; j; , EİLmh; İS-q; V; q; İV, B; Ce M; j; Su; h; jİql Lİj , Cq; i[®]aC [®]p p[®]M f; jCu; İR--H; j e-İL , a; q; İl İe[®]SI O[®]İ L; jS [®]cİMh; İJ p; j u İRm e; j [®]pC "qL' kMe İe[®]h[®]İd [®]j[®] u; j; e[®]İl Lm[®]İ HL B[®]İSC Eİsu; [®]Nm aMe efmL; j[®]L n; j[®]İ Lİj Ap[®]h qCu; EİWmz

[®]p Lİqm--k; jL , HM; j eL; jİl p[®]Å B; jİl p; jÜ' p[®]ð[®] O[®]İLm , Bİj Qİmm; jz

Ah[®]h[®]o efm[®]; c; j; H; j e Lİl u; İ; jN Lİl u; B; jİl L; jR qC[®]a İhc; u qCu; k; jC[®]h n[®]bİl h; jİsl İ; j[®]NÉ HC İL B; jİl [®]no İmMe İRmz Bİj a; q; İ[®]L A[®]eL İj eİa Lİl u; X; jİLu; İmm; j --c; j; , B; jİl Efl İ; jN Lİl[®] u; e; j B; jİl İLR[®]S; j; i[®]e; VİL; j B[®]R a; q; İ qC[®]a [®]a; j; j[®]L HC f; yQ[®]h; VİL; j İc[®]aİR--[®]a; j; jİl [®]R[®]mİ hE [®]kİce Bİp[®]h [®]pCİce B; jİl Bn[®]h[®]İc S; j; e; Cu; HC VİL; j qC[®]a a; q; İl Nq; j; Ns; jCu; İc[®]u; jz

efmL; j[®]İ Lİqm--B; jİl Bİ VİL; j u f[®]u; Se e; jCz B; jİl jİe[®]hİ p hC kMe [®]Nm aMe J f; yQ[®]h; VİL; j mCu; B; jİl p[®]M qC[®]h e; j J b; jLz

HC İm; u; B; jİl ü; jİl [®]no ALİæj h[®]a[®]B; jİ[®]L Rİj; su; Qİmu; [®]Nmz

Bİj WİL; j -O[®]İ Bn[®]İ mCm; jz B; jİl [®]chİİ; j İmm--a[®]İj a[®]bİh; j[®]p k; jz

Bİj Lİqm;j --B; jİl n[®]b[®]İl İİ VİC B; jİl a[®]bİİ , Bİ B; jİl WİL; j [®]kMİ[®]e B[®]R [®]pCMİ[®]eC B; jİl Bn[®]İz

İL; j[®] Bİj [®]k hİsl [®]Lİ[®]e; j; Awn AİdL; jİl Lİl u; bİİL a; q; j a; q; İ[®]cİ f[®]r Apq[®] qC[®]a mİİNmz a; q; İ; j Cİaj[®]dÉC B; jİ[®]cİ hİj; s[®]a İSlep[®]fæ Bİe; jİ [®]Lİeİl Oİ [®]L Lf İ; j[®]h hÉhq; j Lİİ[®]h a; q; j p; jÜC İWL Lİl u; mCu; jİRmz [®]noLİ[®]m a; q; İ; j İmm--[®]a; j; jİl WİL; j a[®]İj mCu; k; jC[®]a fİ[®]İ; j , B; jİl a; q; İ[®]a Bfİš Lİİh e; jz

kMe a; q; İ[®]aJ Bİj p[®]w[®]LİQ Lİl[®]a mİİNm; j aMe a; q; İ; j Lİqm--HMİ[®]e [®]a; j; jİl MİJu; jİl İ Qİm[®]h Lf Lİl u; j?

Bİj İmm; j --[®]Le , [®]a; jİl İ; j kİ [®]Mİ; jİL hİjİ[®] Lİl u; jR a; q; İ[®]aC B; jİl k[®]bø qC[®]h; jz

a; q; İ; j Lİqm--LC , [®]Mİ; jİLİ [®]aİ [®]Lİ[®]e; j; Lb; j e; jCz

a; q; İl fİ B; jİl WİL; j mCu; B; jİl İhh; j[®]qİ İWL [®]Qİæen hvpl f[®]İ HLİce nİbİl hİj; s qC[®]a hİjİql qCu; fİsm; jz efm[®]; c; jİl p[®]a; j e mC[®]a İNu; j ölem; j , İaİe B; jİ[®]İ f[®]İhİC hİj; j[®]e Qİmu; [®]N[®]Rez

NfjI afbKjæfci pA Bj Linfa Nmijz ilz° fífj e Ljbj níl¹ fíCmij eiz
WjLdL flälce Xjilui him, WjLd, Bjil üjé, Bjil Rmju Bjil LjR kje paé
IRm aþj Bjil LjR rajle paé qü Jw! ilz° LC, läle ai Bjil fíble; öleme eiz
Bjil hL k Ssjü eij, Bjil pjÜ nlfj-je k Ljicªa bjlz híf q híf! jjeol fíz Lf
Llwez

pc BV hvpl huþ nöl hjs inuJR, aqil fñ HLicel SeEj hífI hjs Bjpªa fíC
eizªa jil jüul ihhíq EfíØba bilhij Seé Ael Qøj LiluJRmij, Ljre; gm qu eiz
aqil fl hihij IQIWªa ajjci SªI pwhic fíCmij, Bjil hieI jªpwhicJ fíCuJRz
jüul-Ljm-Ris; aicci k Bjil Ljm Vjeh, DnH Hfkj;¹Hje pªk;N OVje eiz

afbn Oþlu; kMe cimij jju; HMre; je illu; BR, Ljre;-HLV; hLI ISlepL
fíChij Seé hLI ab; HMre; j eiz--ame aicci MyS Lla mjinmijz öleuJRmij
aicci híf djñ Rjisu; pjS Rjisu; hílq qCu; físuJRmez a; Lf Lilh! aicci j k
Bjil HL jüul fVI hiez

Linfa HL i amli LjR ajjci MyS fíCu; HMre BjpüJRz fñ nhjhª öleuJR
WjLd-ªhaj jre eij, ilz° WjLd k Eijil flä flpæ p Eijil jªI cimc hTj; kuz fSj
fíCmC WjLd i jme eij, p Bjj Mh Sjle--fñ nhjhªLje Lilu; ayqil hn Lilme pc
MhI Bjj mChz kic qil hRj; Hlm; bilhij pj u HMre; Bjil qu eiz--p Bjj fíll eij--
WjLd kice cu; L e Lilhe, ilz° ajjci Ljml LjR eij; jmu; Bjj hylQh eiz

f^Qn hlcip^zl fl Ae^fi⁰biaLⁱm qil^g jilqef^L Bn^u icujⁱR^{me}z Rⁱa^l EfⁱLⁱ lei^z a
 0^Q ayqⁱL⁰ bjeⁱ cuⁱ kⁱqⁱa ayqⁱl BQⁱl I rⁱ Lⁱl uⁱ Qmⁱl⁰ Lⁱeⁱ ih⁰Aeⁱ 0^V aⁱqⁱl p^jUⁱ
 h^zh^u Lⁱl uⁱ icujⁱR^{me}z

hlcip^zl f igⁱl uⁱ Bⁱpuⁱ ayqⁱl 0ⁱL^zl j^ud^e HC HLⁱV Ai j^hefu fⁱcⁱ N^h cⁱMuⁱ
 H^zL^hi^Q qⁱs qⁱs Sⁱmuⁱ N^zme^z lale f^Qn^L M^h a^he^uu^QC Lⁱq^{me}, "H Bⁱj fⁱl h eⁱz"

f^Qn Lⁱq^{me}, "aⁱj B^ji^cl p^Lm^zC p^qe^f Lⁱa fⁱl R, Bⁱ l HLⁱV ih^dhⁱ AeⁱbⁱL^z
 p^Ca fⁱl^h eⁱz?"

hlcip^zl f Sⁱle^zae f^Qnⁱ LⁱTM' je ilR^zj^ze eⁱC, pwpⁱQ il^Lp p^hndⁱ 0^V hⁱ Ap^hndⁱ
 0^V p^z p^za lale Lⁱeⁱice ih^h0e^jz^ze L^ze eⁱ--q^Wv HL-HL^vi LⁱTM Lⁱl uⁱ h^zpez aⁱqⁱl
 f^Q lⁱNC L^zi, h^zLⁱ Bⁱ L^yzⁱ, H^zL^hi^Q fⁱo^zZI j^za^l j^zaⁱ i⁰bl q^Cuⁱ bⁱL^ze^z H^je
 q^mi^zLⁱ p^A L^z fⁱl uⁱ EⁱW^h h^zm^zz f^zuⁱSe q^Cm kⁱqⁱl p^A TNSⁱ Lⁱj Ap^hh aⁱqⁱl p^A
 0ⁱ Lⁱl^za Lⁱe^u0^zae^fmⁱL fⁱQ!

p^zlⁱ aⁱ j^zeⁱlⁱ jⁱl fⁱu HLhup^f iRm^z qil^g jilqef^L j^ze q^Ca mⁱlNm p^zlⁱ aⁱL^z cⁱM^za^J
 ke A^zeLVⁱ p^C j^zeⁱlⁱ jⁱl C j^zaⁱ; Bⁱ uⁱ i^hiV^J aⁱqⁱl p^A i^jlmuⁱR^z z^zaj^ze nⁱz¹ Ab⁰
 z^zaj^ze ctz q^Wv i^fRe q^Ca aⁱqⁱL^z cⁱMuⁱ HL-HL p^ju qil^g jilqef^L h^zLⁱ lⁱ aⁱVⁱ ke
 Q^jiL^u; E^zW HL-HL ice p^zaeⁱhmⁱu A^zLⁱQⁱ lale H^Lmⁱ hⁱpuⁱ lexn^ze L^yic^za^zRe, H^je
 p^ju p^zlⁱ aⁱ Lⁱz^R Bⁱp^zm QⁱM h^zSuⁱ aⁱqⁱL^z c^z qⁱa h^zL Qⁱl^fuⁱ; dⁱl uⁱ hⁱm^zae, "B^zqⁱ
 B^ji^l j^ze q^zR, ke Bⁱj aⁱL^zC h^zLⁱ j^zd^e f^zuⁱR^z p^z k^za Qⁱu le, Bⁱj aⁱL^z Sⁱl L^z
 i^hc^zu L^z i^cuⁱR, SNv-pwpⁱQ il^L Lⁱeⁱ ice Lⁱeⁱz^za^C B^ji^l p^z nⁱl^u! Ah^pie q^h eⁱ!
 cTM kⁱ fⁱhⁱl aⁱ f^zuⁱR--H^hi^l p^z H^zp^zR; HC-k i^gQⁱ H^zp^zR; z^zaj^ze qⁱl p^z L^z i^gQⁱ
 H^zp^zR; HC-k B^ji^l jⁱ, HC-k B^ji^l jⁱZ, B^ji^l de! HC hⁱmuⁱ; p^zlⁱ aⁱl p^jUⁱ j^za^z
 h^zmⁱCuⁱ; aⁱqⁱL^z Q^zjⁱ MⁱCuⁱ; QⁱMⁱ S^zm i^jl p^za bⁱL^ze; p^zlⁱ aⁱl J c^z Q^rzⁱCuⁱ S^m Tⁱl uⁱ
 fⁱsaz^z p^z ayqⁱl N^mi S^siCuⁱ hⁱma, "jⁱl p, Bⁱj J^zaⁱ jⁱul B^cl h^zn ice Qⁱ jⁿ Lⁱa fⁱl
 le; BS B^hi^l p^C qⁱl^zeⁱ jⁱ i^gQⁱ H^zp^zRe^z La ice La c^zx^zMⁱ p^ju k^Me Dⁿz^zL XⁱL^hi^l
 nⁱz^z i^Rm eⁱ, k^Me j^zeⁱ lⁱ aⁱVⁱ oⁱL^zu iⁿuⁱR^m, a^Me B^ji^l jⁱL^z X^zLⁱR^z p^C jⁱ BS
 B^ji^l XⁱL o^ze H^zp^zRe^z"

qil^g jilqef^L hⁱm^zae, "A^je L^z hⁱmp^z e, hⁱmp^z e^z aⁱl L^bi o^ze^m B^ji^l H^a B^ez^z qu
 k^z B^ji^l i u Lⁱa bⁱL^z Q^z WⁱL^z, cⁱ0 i^cuⁱ eⁱ WⁱL^z! Bⁱ jⁱuⁱ Lⁱh eⁱ j^ze Lⁱl-- j^evⁱL^z
 fⁱo^zZ L^zC bⁱL^za QⁱC i^Lz⁰ fⁱl e^z k^z Bⁱj h^zsⁱ c^zh^zm, B^ji^zL cuⁱ L^zi, B^ji^zL Bⁱ
 z^zaj^ze J^z lⁱdⁱlⁱef^z, kⁱ, kⁱ, B^ji^l LⁱR^z b^zL^z R^zs kⁱz B^ji^zL Bⁱ S^si^p e^z, S^si^p e^z!

J BjiL Nifhōi , BjiL Stheeb, BjiL Nifim, BjiL efmjZ, BjiL H BhiL Lf
lhfC gMR!"

pōll a; Liqa, "BjiL a; SiL Lq lhc;u Liā f;il h e; j;lp! BjiL a; j;L LMē;
R;sh e;-- BjiL h;hl a; j;il HC LiRC ICmjz"

hīmu; ayqil hēLI j dē j;bi; l;im; i; nōl j a; Qf Līl;u; b;ilLaz

cē lēel j dēC pōll a;il pā a;qil j;lp! Hje HLv; Ni fl pōā h;idu; Nm k rā
Li ml à;il; a;qil fil j;f qCā f;il e; z

hl c; p; lē Cq; a; J lhl š² qCu; Nmez "j u;v;il lLj c; m; z ke BjiL Liē;ice Eqil
Liē; Bcl-kaā Līl e;Cz hīm, Haice j;lp IRme Li;bi;u! R;v;im; qCā BjiL k Ha
Līl;u; j;eō Līl; m; j BI BS j;lp hīmāC HēL;h;il A' j;e; BjiL LaīL h;hl hīmu;
Bīpu;ilR, l-k pōll a;il a; j;il; ph;C i; m; i; m; LI, J Lhm h;ilq; i; m; j;eō Lē,
lLz°Eqil j;e f;il; Si e;Cz BjiL Haice Eqil k; Līl;u;ilR ph h;bi;C qCu; Rz'

f n k hl c; p; lē lē clc hēT hē e; a;q; lāle S;leāez ödā;C e q, qīl j;ilqēf lē fīa
lhl š² fīL; n Līl; m; lāle k f n l LiR M; v; qCu; k; C hē Cq; a; J ayqil p q; q IRm e; z
pCSeēC ay l i; n Bē; h;is;u; EīWmz f n k; q; C h mē, lLz° AīdL; w n h;ū; j;e m; lē lē p AC
k hl c; p; lē lē j a j m Cq; C f; j; z Līl; h;il Seē lāle cm h;is;Ch;il Qō; Līl; a m; i; Nmez
ayq; c; l p; j; Sī f; d; e- A f; d; e pLm m; lē lē LiRC qīl j;ilqēf hē; f; il mCu; p; j; m; Qe;
S; s; u; lē mēz qīl j;ilqēf lē q; c; u; lē, ayqil W; l; d; f; S; i, h;is; a R m; j; u; l LiR ayqil
Lē b; j; z', Cq; mCu; ayqil B r f- Aīl k; n l A z' l l q m e; z

ö d ā m; lē lē LiR Aīl k; n e q, hl c; p; lē lē pLm fīL; qīl j;ilqēf Ap h; d; O v; C ā
m; i; Nmez qīl j;ilqēf lē lē a; e; i; c; l Sm a; m; u; lch; il Seē k HLSe N; u; j; m; h; q; il; IRm a; q; l
lāle lWl p; j; u hēT; u; Aēf LiS lē k; s² Līl; u; lē āez p pōā Liē; Lb; EīWm hīmāe,
"Le, l; j; c; fē B R a; i; ?" l; j; c; fē S; i; a C; p; i; c; lāle S; leāe a; q; il q; i; a; l Sm qīl j;ilqēf
hē h; q; il Līl; hē e; z p Lb; lē q hīm m hīmāe, "Aa h; j; e; C Liā Q; e a; j; BjiL h; i; p-
h; is; a H mē lē? BjiL H M; i; e J- p; j; ū' S; i; a; l l h; Q; il Li; Q m h e; z BjiL Liē; j; a C
Hā f n h; u ch e; z H C lē f E f m r ayqil La hē h; i; d A aē z' ENē qCu; EīWaz lāle hīmāe,
h; i; p; p; j; S aē j; p; j; i; S L n l b mē A aē z' h; is; u; EīWā R; HCSeēC h; i; p; p; j; S k bō- fīl j; z
LiS Līl; a fīl; a R e; z ayqil p; d; ē j; a lāle H lē f n l b mē k; n lē lē fīl; hē e; z e; j,
lLRāC e; z Cq; a k lē C lē q ayq; l i m h; i; T a h p J ū f L; i, k lē Ba hē u; l; j l h; i; ū qCu;
E w a h p J lāle j; b; i; f; il; a; u; m C hēz fī b hē a j; q; f; i; o; l; i, k; y; q; i; Liē; j; j; qv L j N
Līl; u; Re, ayq; c; l pLm LC k lē; j; J l h; i; d p qē Līl; a qCu; R pC Lb; C lāle pLm L
ō j l z LiC ā m; i; Nmez

Liē; Ap h; d; u qīl j;ilqēf lē fīl; ū' Līl; a fīl; a e; z lāle LiR p; d; e; l Q s; z' p f; j; u
EīW hē hīm; u; C ke f z Līl; u; il R mēz lāle A z' k Ap qē c x M f; i; C u; Re h; ilq; J ke a; q; il
pīqa R; i; r; i; Līl; h; il Seē L w; i; B Q; i; l l à; il; A q l q Lø p Se Līl; u; Q l m; a; i; R mēz H C lē f

cæM®L ë®SI CµRi ài; hIz Lîl u; a;qi®L Bañu Lîl u; mCu; a;qi®L hn Lîh;I HC p;de;z

qîl®j;îqef kMe ®cîM®me S®mI Ap®hd; qC®a®R aMe Iale Iæe H®Lh;® R;jsu;C îc®mez ayq;I W;L®I L;®R ë®nce Lîl u; f;î;cùl®f c®d Hhw gm M;Cu; L;v;C®a m;îN®mez p®îl a; Cq;®a Aaf;¹Lø f;îCmz j;îp a;qi®L A®eL Lîl u; h®T;Cu; hîm®me, ""j;î, H B;ji l h®s; i;î®; q®u®Rz HC B;ji l f®u;Se îRmz H®a B;ji l ®L;®e; Lø ®eC, B;ji l Be¾C quz"

p®îl a; Lîqm, ""j;îp, B;ji kîc Aef S;®al q;®a Sm h;î M;h;îl e;î M;C a;î q®m a®j B;ji®L ®a;ji l L;S Lî®a ®c®h?"

qîl®j;îqef Lîq®me, ""Le j;î, a®j ®k d;îN;je ®pC j®aC a®j Q®m;-- B;ji l S®ef ®a;ji®L Aef f®b ®k®a q®h e;î B;ji ®a;ji®L L;®R ®f®uîR, h®L I;îMîR, fîaîce ®cM®a f;îC, HC B;ji l Be¾z f®înh;h®®a;ji l -l;î, ®a;ji l h;î®fî j®a;î, Iale ®a;ji®L ®k înr; îc®u®Re a®j ®pC ®j®e Q®m;î, a;î®aC î Nh;je ®a;ji l j®Âm Lî®hez"

qîl®j;îqef hîc;îp®cîfîl p;îU' Efâh H;je Lîl u; pîq®a m;îN®me ®ke a;qi; Iale îLR® h®T®a f;î®e e;îz f®înh;h®®kMe fîaf;îq B;îpu; ayq;®L îS' îp;î Lîl®ae-- ®L;je B®Re, ®L;®e; Ap®hd; qC®a®R e;î ®a;î-- Iale hîm®ae, ""B;ji M®h p®M BîRz"

îL;®hîc;îp®cîfîl p;îU' Aef;îu p®îl a;î®L fîa j;îq®aîSSîl a Lîl®a m;îN®mz ®p®a;î e;îîmn Lîl h;îl ®j®u eu; îh®noa f®înh;h®® L;®R hîc;îp®cîfîl h®hq;®I Lb;î hm;î a;qi;î à;î; ®L;®e;îj®aC OîV®a f;î®l e;îz ®p îexn®ë p;îU' p®f Lîl®a m;îN®m-- H p®ð®a ®L;®e;fîL;î B®r f fîL;în Lîl®aJ a;qi;î Aaf;¹p®w®L;îQ®h;îd qCaz

Cq;îl gm qCm HC ®k, p®îl a;î d®fî d®fî p®çf;îN;î®hC a;qi;î j;îl;îpî L;®R B;îpu; fîsmz j;îl;îpî h;îlwh;îl îe®odp®S;î B;qi;î-f;îe p®ð®a ®p ayq;îC p®çf;îN;î Ae®h®fîl qCu; Oîm®a m;îN®mz ®noL;îm p®îl a;î lø qC®a®R ®cîM;îu; c;îu fîsu;î qîl®j;îqef®L f®e;îju Iæe;îc®a j;e îc®a qCmz p®îl a;î Lîqm, ""j;îp, a®j B;ji®L ®k;je L®l b;îL®a hm B;ji ®a;îe L®C b;îLh, îL;®®a;ji l Sm B;ji îe®S a®m®ch, ®p B;ji îLR®aC R;îsh e;îz"

qîl®j;îqef Lîq®me, ""j;î, a®j îLR® j®e ®L;®l;î e;î, îL;®'î S®m®k B;ji l W;L®I I®;îN quz"

p®îl a;î Lîqm, ""j;îp, ®a;ji l W;L®J îL S;îa j;î®ee? ay®LJ îL f;îf m;î®N? ayîJ îL p;îS B®Re e;î îL?"

Ah®h®o HLîce p®îl a;îl îeù;îl L;®R qîl®j;îqef®L q;îl j;îe®a qCmz p®îl a;îl ®ph;î Iale p®çf;îN;î®hC Nîqz Lîl®mez paf;îN;î îc;îcî Aef Lî®Z "j;îl;îpî I;îæ;î M;îCh' hîmu;î dîl u; fîsmz H;îe Lîl u; HC IaeîV®a îj;îmu;î f®înh;h®® O®l I®L;®Z Bî-HLîV®R;îV;î pwp;îl S;îj u; EîWmz ®Lhm mîma;î HC c®V pwp;îl I;îj;îTM;î®e ®paùl®f îh;îS Lîl®a m;îN®mz hîc;îp®cîfîl ayq;îl Bî-®L;®e;îj®u®L H îc®L O;îj®a îc®ae e;î-- îL;®'mîma;î®L îe®od Lîl u; f;îl u; EîWh;îl nîS® ayq;îl îRm e;îz

hl c; p%lf ayq; i h; j; p; L; h; a; c; n; L f; i; u; C i; e; j; z; L i; l; a; m; i; n; e; z; j; i; T; j; i; T; a; y; q; i; C; l; R; i; C; l; E; f; C; p; i; j; q; C; a; z; q; i; l; j; i; l; q; e; f; a; y; q; i; u; i; j; i; h; L; N; i; j; e; p; l; m; a; j; l; p; i; q; a; j; u; C; l; B; c; l; -; A; i; e; b; l; e; L; i; l; a; e; L; i; l; a; e; e; i; l; z; C; q; i; j; k; a; y; q; i; L; A; h; i; L; a; i; q; i; a; y; q; i; L; i; R; N; i; j; e; l; i; q; m; e; i; z; H; j; e; -; i; L; i; q; i; C; l; p; j; i; l; S; L; B; Q; i; l; -; h; e; h; q; i; l; m; C; u; j; a; y; q; i; p; j; e; r; C; h; l; c; i; p; %lf; a; h; e; p; j; i; m; i; Q; e; j; E; > j; i; f; a; L; i; l; a; e; H; h; w; A; e; L; i; j; z; e; q; i; l; j; i; l; q; e; f; l; f; i; a; i; h; n; o; m; r; l; i; m; u; j; p; C; p; j; i; m; i; Q; e; j; u; k; i; n; i; c; a; e; z;

p; o; i; l; a; i; a; i; q; i; j; i; l; p; l; i; R; b; i; l; u; j; H; -; p; j; u; i; B; e; z; z; e; f; l; e; h; p; q; e; L; i; l; a; z; e; L; h; m; ,; p; j; k; a; i; q; i; j; i; l; p; l; c; m; C; q; i; C; p; k; e; N; i; u; f; i; s; u; j; f; i; L; i; n; L; i; l; a; e; L; i; l; a; z; k; i; c; e; B; q; i; l; B; u; j; S; e; b; i; l; a; p; i; c; e; p; o; i; l; a; i; L; p; L; m; M; i; C; a; X; i; l; m; p; h; i; m; a; ,; "e; j; B; j; M; i; C; e; z;"

"p; L; l; a; i; j; h; i; T; B; j; i; C; l; p; A; h; p; M; i; h; e; j;"

"e; j;"

hl c; p; %lf; h; i; m; a; e; ,; "B; S; L; i; m; p; o; i; l; a; i; k; j; u; i; l; q; i; q; u; E; W; R; e; ,; a; i; h; i; T; S; j; e; e; j; ?; E; l; e; k; B; j; i; C; l; R; y; J; u; j; M; i; e; e; j;"

"p; o; i; l; a; i; j; i; q; i; q; u; E; W; m; !; L; i; m; L; i; m; L; a; C; k; e; C; m; a; q; h; a; i; C; i; j; i; h; z;"

q; i; l; j; i; l; q; e; f; h; e; u; i; q; C; u; j; h; i; m; u; j; E; i; W; a; e; ,; "i; d; i; l; j; e; f; j; i; ,; k; j; j; j; !; a; i; j; M; a; k; j; j; j; !;"

c; m; l; m; i; R; L; i; L; i; R; k; p; o; i; l; a; i; a; y; q; i; l; S; e; f; H; j; e; L; i; l; u; j; M; y; V; i; M; i; C; a; R; C; q; i; a; y; q; i; L; i; R; A; a; e; z; L; e; L; i; q; C; u; j; E; i; W; u; j; i; R; m; z; i; l; z; p; o; i; l; a; i; A; v; m; q; C; u; j; b; i; l; a; z; H; L; i; c; e; L; i; e; j; h; i; p; j; u; L; a; q; m; h; n; a; q; i; l; j; i; l; q; e; f; l; o; i; l; j; d; e; S; a; j; m; C; u; j; f; i; h; n; L; i; l; a; f; h; s; q; C; m; p; o; i; l; a; i; f; b; i; d; L; i; l; u; j; c; y; s; i; C; u; j; h; i; m; m; ,; "J; o; k; u; j; e; j;"

"L; e; ?;"

"J; o; j; y; W; i; L; d; B; R; z;"

"W; i; L; d; B; R; !; a; i; j; h; i; T; i; s; W; i; L; d; f; S; i; L; i; z;"

q; i; l; j; i; l; q; e; f; h; i; m; e; ,; "q; y; j; i; ,; f; S; i; L; i; l; h; i; L; z;"

"W; i; L; d; L; a; j; i; l; i; i; s; z; q; u; ?;"

"f; i; s; i; L; f; i; m; B; j; i; l; i; i; s; z; B; i; L; C; q; m; !; i; i; s; z; q; m; a; i; h; y; Q; C; k; a; j; z;"

p; i; c; e; m; i; m; a; j; E; f; i; o; b; a; i; R; m; z; p; j; m; m; i; m; L; i; l; u; j; f; i; h; l; i; l; z; i; l; i; s; i; j; p; i; L; i; l; m; ,; "a; i; j; k; y; l; E; f; i; p; e; j; L; i; a; j; l; i; i; s; z; L; i; ?;"

"h; i; x; ,; i; i; s; z; L; i; l; e; a; j; L; l;"

m; i; m; a; j; p; h; n; j; i; b; i; e; j; i; s; u; j; L; i; q; m; ,; "i; i; s; z; a; j; L; i; C; e; j; ,; B; i; i; i; s; z; k; L; i; e; j; p; v; i; a; j; i; l; S; j; e; j; e; c; z;"

p0il a; k; q; a BQ; i -hfhq; a; q; i cm qC; a fbL e; qu pSe; qil g; j; qef A; eL Q; ;
Lil me, ilz; o; lR; aC LaL; kN; qC; a f; il me e; z

Claf; n; qil; eh; h; a hlc; p; a; li a; li a; HLv; ih; i; d; i; hC iRmz hal; je
h; f; i; Ei u; j; d; E Mh i; j; m qCmz hlc; p; a; f; Liq; me-- ikie k; c; hme- e; e; Le, h; i; pp; j; S; I
Bcn; L; ihö; U; i; j; Mh; i; Se; k; k; c; L; i; q; i; c; i; b; i; L; a; i; p; f; i; eh; h; z; qil; eh; h; z; --
h; i; p; f; i; h; i; L; ph; i; L; i; i; e; x; L; m; ^; i; j; Mh; i; f; i; a; hlc; p; a; f; i; HL; z; ^; n; ce; f; y; i; p; Q; a; e; a; i; L;
h; i; p; N; i; q; Z; f; j; e; i; C; f; r; HLIV; p; e; b; i; z; ^; h; i; mu; j; pL; m; i; L; i; R; f; i; L; i; n; Lil; me; z; a; y; q; i; HC; f; i; h; w; p; i;
j; d; e; f; i; n; h; i; h; f; i; a; ih; no; HLv; a; M; y; Q; i; iRmz

qil; eh; h; HLice; f; i; n; h; i; h; p; c; j; a; M; C; p0il a; i; L; Liq; me, "öem; j; e; j; i; L; BSL; i; m; a; j; j;
W; j; L; a; i; f; i; p; i; c; M; a; B; i; n; L; i; R; z;"

p0il a; i; j; M; m; i; m; qCu; i; E; i; W; m; , ilz; ^; k; e; p; L; b; i; v; i; ö; e; a; C; f; i; C; m; e; i; H; j; l; e; i; j; i; n; v; i; h; m; i;
E; f; i; L; i; a; i; c; i; u; i; a; c; i; e; a; L; m; j; -; m; i; -; R; i; C; u; i; i; j; i; M; a; m; i; N; m; z; f; i; n; h; i; h; HL; h; i; l; i; z; e; e; p0il a; i;
j; a; M; i; c; L; Q; i; l; u; i; q; i; l; eh; h; L; Liq; me, "f; i; eh; h; z; B; j; i; k; i; -; i; L; R; a; M; i; C; p; h; C; a; i; W; j; L; a; i;
f; i; p; i; c; z;"

qil; eh; h; L; i; q; me, "i; l; z; ^; p0il a; i; k; B; j; i; c; i; W; j; L; a; i; L; f; i; l; a; f; i; N; L; i; h; i; l; E; c; e; i; N; L; i; R; e; z;"

f; i; n; h; i; h; L; i; q; me, "a; j; k; i; c; p; n; h; qu; a; h; a; i; i; e; u; E; v; f; i; a; L; i; m; i; l; a; i; l; a; i; L; i; e; i; f; i; a; L; i;
q; h; ?"

qil; eh; h; L; i; q; me, "p; i; a; k; m; i; L; i; p; k; i; R; a; i; L; i; l; X; i; P; i; u; a; i; m; h; i; l; Q; o; j; L; i; a;
q; h; e; i; ?"

f; i; n; h; i; h; L; i; q; me, "pL; m; i; j; m; a; i; l; j; b; i; l; E; f; i; y; m; i; R; y; s; j; i; l; i; C; X; i; P; i; u; a; i; m; h; i; l; Q; o; j;
h; m; i; k; u; e; i; z; f; i; eh; h; z; B; f; i; e; i; e; l; 0; Q; a; b; i; L; e; , B; i; j; H; a; v; L; a; h; m; i; b; e; L; C; p0il a; i; L; c; e; M; B; p; i; R; z;
J; k; i; c; S; m; C; f; s; a; a; i; q; m; B; i; j; B; f; e; i; c; i; pL; m; i; B; a; N; C; S; i; e; a; f; i; l; a; j; H; h; w; B; i; j; E; c; i; p; f; e;
b; i; L; a; j; e; i; z;"

qil; eh; h; L; i; q; me, "p0il a; i; a; i; H; M; i; e; C; i; u; R; e; z; B; f; i; e; J; y; L; C; i; s; ^; i; p; i; L; i; e; -; e; i; z; ö; e; a;
f; i; C; E; i; e; pL; m; i; R; y; J; u; i; M; i; e; e; i; z; p; L; b; i; i; l; j; b; f; i; ?"

p0il a; i; c; i; u; i; a; c; i; e; l; f; i; a; A; e; i; h; n; e; L; j; e; i; k; i; N; c; i; L; i; l; u; i; L; i; q; m; , "h; i; j; S; i; e; e; B; i; j; pL; m; i;
R; y; J; u; i; M; i; C; e; z; E; i; e; k; i; c; B; j; i; l; H; C; B; Q; I; Z; p; q; e; L; i; b; i; L; e; a; i; q; m; C; q; m; z; B; f; e; i; c; i; k; i; c; i; j; m; i;
e; i; m; i; N; B; f; e; i; l; i; k; a; M; i; n; B; j; i; l; i; e; z; i; L; i; e; , i; l; z; ^; h; i; h; i; L; i; h; l; š; ^; L; i; R; e; e; L; e; ? E; i; e; B; f; e; i; c; i;
L; a; r; j; i; L; i; Q; o; me; a; i; B; f; e; i; l; i; S; i; e; e; ? H; i; l; a; i; l; C; f; i; a; g; m; ?"

qil; eh; h; B; 0; Q; k; N; qCu; i; i; j; h; a; m; i; N; me-- p0il a; i; J; BSL; i; m; L; b; i; L; i; q; a; i; n; i; M; u; i; R; i;

f; i; n; h; i; h; n; i; j; i; f; i; u; m; i; L; ; i; a; l; e; i; e; S; i; h; i; f; i; l; p; d; a; A; i; d; L; B; a; m; i; Q; e; i; i; j; m; i; h; i; p; e; e; i; z;
H; f; k; i; ^; h; i; p; p; j; i; S; i; a; l; e; L; i; e; i; L; i; S; L; i; e; i; f; i; d; e; f; c; N; i; q; Z; L; i; e; e; i; c; ; i; e; S; L; L; i; q; i; i;
m; r; N; i; Q; i; e; i; L; i; l; u; i; l; e; i; a; S; f; h; e; k; i; f; e; L; i; l; u; i; R; e; z; qil; eh; h; f; i; n; h; i; h; H; C; i; j; h; C; E; v; p; i; q; q; f; e; a;
J; K; c; i; p; f; e; e; h; i; m; u; i; N; Z; e; L; i; l; a; e; , H; j; e; -; i; l; , f; i; n; h; i; h; L; i; a; l; e; C; q; i; m; C; u; i; i; v; i; p; e; j; L; i; l; u; i; R; e; z;
C; q; i; E; š; i; f; i; n; h; i; h; h; i; m; u; i; R; me-- "D; n; A; , p; Q; m; H; h; w; A; Q; m; H; C; c; e; n; z; e; l; f; c; i; b; i; C; p; i; 0;

Lilui[®]Rez Blij leaiz[®] AOmz Bjil j[®]a[®]im[®]LI àij[®] k LjS fiju[®] pñh Dn[®] a[®]q[®] Bcju Lilui m[®]hez k[®]q[®] pñh e[®]q, a[®]q[®]il Se[®]f Q' m qCu[®] [®]L[®]e[®] m[®]i e[®]c[®]z Bjil hup k[®]bø qCu[®][®]; Bjil Lf n[®]š[®] B[®]R BI Lf e[®]c[®] a[®]q[®]il j[®]f[®] jwp[®] qCu[®] iNu[®][®]Rz HMe Bjil[®] [®]W[®]m[®]i[®]W[®]im Lilui [®]L[®]e[®] gm fiju[®] k[®]c[®]h e[®]z'

q[®]il jeh[®]ih[®] d[®]ilZ[®] iRm lale Ap[®]js q[®]e[®]W[®]J Evp[®]q p' il Lil[®]a f[®]i[®]e; SsiQš[®]L La[®]h[®]Él f[®]b [®]W[®]im[®]u[®] [®]c[®]Ju[®] Hhw ØMima S[®]he[®]L Aea[®]i[®]f ihN[®]ima Li[®] ayq[®]il HL[®]V[®] ü[®]i j[®]hL r[®]ja[®] ayq[®]il Aaf[®]z[®] h[®]m[®]ü Hhw HL[®]j[®]NE[®]öi C[®]p[®]R[®]i[®]L [®]L[®]q[®]C A[®]id[®]L Ice f[®]la[®]i[®]d Lil[®]a f[®]i[®]e; HCl[®]f ayq[®]il ih[®]n[®]ipz ayq[®]il p[®]j[®]i[®]SI [®]m[®]i[®]LI h[®]š[®]Na Q[®]il[®] [®]k[®]-p[®]Lm i[®]j[®]m[®]i f[®]il ha[®]le O[®]iv[®]u[®][®]R lale le[®]S[®]L[®]C [®]L[®]e[®]i[®]-e[®]j[®]-[®]L[®]e[®]i[®] f[®]L[®]i[®] a[®]q[®]il f[®]d[®]e L[®]ilZ h[®]imu[®] le[®]O[®]u i[®]Ø[®]bi Lilui[®]Rez ayq[®]il Amr[®]É f[®]i j[®]h[®] [®]k[®] li a[®]il li a[®]il L[®]j[®] S L[®] C[®]q[®]a ayq[®]il p[®]q[®]c e[®]c[®]z H f[®]kl[®] p[®]Ö[®]il a[®]i[®]L kMe[®]C ayq[®]il p[®]c[®]j[®] [®]L[®]q ih[®]no[®]l [®]f[®] f[®]hwp[®] Lilui[®]R lale H[®]j e i j[®]h d[®]ilZ Lilui[®]Re [®]ke [®]p f[®]hwp[®] p[®]c[®]f[®]z[®]C ayq[®]ilZ lale Ef[®]c[®]n c[®]b[®]z[®] Hhw p[®]A[®]a[®]SI àij[®] p[®]Ö[®]il a[®]il Q[®]il[®] [®]L[®] H[®]j e Lilui[®] N[®]isu[®] a[®]h[®]a[®]Re [®]k HC p[®]Ö[®]il a[®]il S[®]h[®]e[®]l àij[®]c [®]m[®]i[®]Lp[®]j[®]i[®]S ayq[®]il BÖQ[®]k[®] f[®]i j[®]h f[®]j[®]z[®]a q[®]c[®]h HCl[®]f ayq[®]il B[®]n[®]i iRmz

[®]p[®]c p[®]Ö[®]il a[®]il [®]n[®]i[®]Qefu fa[®]e le[®]SI r[®]ja[®] p[®]d[®]a ayq[®]il Nh[®]N[®]iL[®]R[®]j[®]æ q[®]ip qC[®]m e[®]i, lale p[®]j[®]Ü[®] [®]c[®]io Q[®]i[®]f[®]i[®]C[®]me f[®]l[®]nh[®]ih[®] ú[®]áz f[®]l[®]nh[®]ih[®] [®]m[®]i[®]L h[®]l[®]ih[®]l f[®]hwp[®] Lilui[®] B[®]i[®]pu[®][®]R, iL[®]z[®] q[®]il jeh[®]ih[®]LM[®]e[®] a[®]q[®]i[®]a [®]k[®]i[®]N [®]c[®]e e[®]c[®]; C[®]q[®]a[®]J ayq[®]il Lac[®] f[®]i' a[®]i f[®]L[®]in f[®]i[®]Cu[®][®]R a[®]q[®] HCh[®]il p[®]L[®]m h[®]†[®]T[®]a f[®]il[®]h[®] HCl[®]f lale B[®]n[®]i Lil[®]a[®]Re

q[®]il jeh[®]ih[®] j[®]a[®] [®]m[®]i[®]L BI-pLmC p[®]q[®]É Lil[®]a f[®]i[®]e, iL[®]z[®] k[®]q[®]il[®]C[®]N[®]L ih[®]no[®]l [®]f[®] l[®]qaf[®]b Q[®]i[®]m[®]i[®]C[®]a [®]Q[®]ü L[®]e a[®]q[®]il[®] k[®]ic le[®]SI h[®]Ü Aep[®]i[®] üa[®]z[®] fb Ahm[®]öe L[®] a[®]h [®]p Af[®]il[®]d lale [®]L[®]e[®]j[®]a[®]C r[®]j[®] Lil[®]a f[®]i[®]e e[®]z p[®]q[®]S a[®]q[®]il[®]C[®]N[®]L R[®]i[®]su[®] [®]c[®]Ju[®] ayq[®]il f[®]r Ap[®]id[®]É; ka[®]C [®]c[®]Me ayq[®]il Ef[®]c[®]n gm q[®]C[®]a[®]R e[®]i aa[®]C ayq[®]il [®]Sc h[®]i[®]su[®] k[®]i[®]C[®]a b[®]i[®]L; lale i[®]g[®]il[®]u[®] i[®]g[®]il[®]u[®] h[®]il[®]wh[®]il Bæ[®]z[®]Z Lil[®]a b[®]i[®]Lez Lm [®]k[®]j[®]e c[®]j e[®]i g[®]d[®]i[®]C[®]m b[®]il[®]j[®]a f[®]i[®]e e[®]i lale[®]J [®]a[®]j[®]le [®]L[®]e[®]j[®]a[®]C le[®]S[®]L pwh[®]IZ Lil[®]a f[®]i[®]e e[®]i; ih[®]j[®] [®]L[®]Z[®] L[®]i[®]R HL L[®]b[®]i p[®]q[®]p[®]É[®]h[®]il B[®]h[®]š Lilui[®]J q[®]il j[®]le[®]a Q[®]i[®]q[®]e e[®]z

C[®]q[®]a[®] p[®]Ö[®]il a[®]il h[®]s[®]i Lø f[®]i[®]C[®]a m[®]i[®]Nm-- le[®]SI Se[®]f e[®]q, f[®]l[®]nh[®]ih[®] Se[®]f f[®]l[®]nh[®]ih[®] [®]k[®] h[®]ip[®]p[®]j[®]i[®]SI p[®]L[®]m[®]i p[®]j[®]i[®]m[®]i[®]Qe[®]il ihou qCu[®] E[®]i[®]W[®]u[®][®]Re HC An[®]il[®]z[®] leh[®]ilZ Li[®] k[®]i[®]C[®]h L[®]É Ef[®]i[®]u? Af[®]l f[®]r p[®]Ö[®]il a[®]il j[®]il[®]p[®]J f[®]la[®]ice h[®]†[®]T[®]a f[®]il[®]a[®]i[®]R[®]me [®]k, lale HL[®]j[®]z[®] e[®]j[®]É qCu[®] le[®]S[®]L ka[®]C B[®]s[®]i[®]m i[®]j[®]ih[®]il [®]Q[®]ü Lil[®]a[®]Re aa[®]C HC f[®]il[®]h[®]i[®]l f[®]r Ef[®]â[®]h[®]ül[®]f qCu[®] E[®]i[®]W[®]a[®]Re[®]HSe[®]f a[®]q[®]il j[®]il[®]p[®]l Aaf[®]z[®] m[®]< j[®] J p[®]w[®]L[®]i[®]Q p[®]Ö[®]il a[®]il f[®]la[®]q c[®]† Lil[®]a m[®]i[®]Nmz HC p[®]w[®]L[®]V q[®]C[®]a E[®]Ü[®]i[®]l [®]k fb [®]L[®]i[®]b[®]iu a[®]q[®] p[®]Ö[®]il a[®]il [®]L[®]e[®]j[®]a[®]C i[®]j[®]hu[®] f[®]i[®]C[®]m e[®]z

H i[®]c[®]L p[®]Ö[®]il a[®]il n[®]É[®]É ih[®]h[®]q i[®]cu[®] [®]g[®]im[®]h[®]il Se[®]f h[®]l[®]c[®]p[®]É[®]É f[®]l[®]nh[®]ih[®] [®]L Aaf[®]z[®] f[®]fs[®]i[®]f[®]is Lil[®]a m[®]i[®]N[®]mez lale Li[®]q[®]me, "p[®]Ö[®]il a[®]il c[®]ilua[®]BI Bj[®]i[®]c[®]l h[®]q[®]e Li[®] Q[®]m e[®]i, [®]p HMe le[®]SI j[®]a Q[®]m[®]a B[®]iñ L[®]l[®]Rz a[®]il ih[®]h[®]q[®]l k[®]ic [®]c[®]il b[®]i[®]L a[®]i q[®]m [®]j[®]u[®]c[®]l le[®]u B[®]ij Ae[®]f [®]L[®]i[®]b[®]i[®]J k[®]ih-- p[®]Ö[®]il a[®]il Aá[®]a c[®]b[®]z[®] [®]j[®]u[®]c[®]l f[®]r h[®]s[®]i[®]c Ale[®]Ø[®]l L[®]ilZ q[®]l[®]Rz [®]c[®]m[®]i HI S[®]e[®]É

f^Q a^Qij^QL Aea^Qf LI^Qa q^QhCz m^Qima^Q; B^QN a^Qi HILj IRm e^Q; HMe J ^Qk Bfe C^QRj^Qa k^Qi M^Qh HLV^Q; L^Qi^Q L^Q h^Qp, L^Qi^QLJ j^Qi^Qe e^Q, a^Qil j^Qh^Qm ^QL? ^Qpice ^Qk h^Qf^QilV^Q; h^Qid^Qu h^Qpm, k^Qil S^Qe^Qf B^Qij m^Q< ju j^Q k^Qi^QR, a^Qij IL j^Qe LI a^Qil j^Qd^Qe p^Qill a^Qil ^QL^Qi^Qe^Q q^Qa IRm e^Q? a^Qij Ie^QSI ^Qj^Qul ^QQu p^Qill a^Qil h^Qihl ^Qh^Qin i^Qm^Qih^Qp a^Qi^Qa B^Qij ^QL^Qi^Qe^Qice ^QL^Qi^Qe^Q L^Qb^Qi h^Qim Ie, IL^Qz^Q BI Q^Qm e^Q, ^Qp B^Qij ^Qof^QoC h^Qm I^Qij^QMIRz"

p^Qill a^Qil Se^Qf e^Qq, IL^Qz^Q f^Qij^Qih^Qil L An^Qij^Q! Se^Qf f^Qih^Qih^Q i^QQ^Qiz^Qla q^QCu^Q f^Qis^Qu^Qi^QR^Qmez h^Qlc^Qp^Qil^Qf ^Qk E^Qf^Qm^Qr^Qi^QV f^Qi^QCu^Q h^Qipu^Qi^QRe C^Qq; m^QCu^Q la^Qle ^Qk y^Qm^Qo^Qb^Qh^Qm L^Qi^Q h^Qid^Qi^QCu^Q h^Qip^Qhe H^Qhw ka^QC ^Qc^Qi^Qm^Qhe, B^Qz^Qi^Qm^Qe ^QL^Qi^Qe^Q gm q^QC^Qa^QR e^Q aa^QC c^Qh^Qil q^QCu^Q E^Qi^QW^Qa b^Qil^Qhe, C^Qq^Qi^Qa a^Qiq^Qil ^QL^Qi^Qe^Q p^Qz^Qq IRm e^Qz k^Qic p^Qill a^Qil I^Qhh^Qq pa^Qil p^Qnh^Qfl qu a^Qh^Q ha^Qij je Ah^Qo^Qb^Qju p^Qill a^Qil f^Qr^QJ a^Qiq; n^Qij^QSe^QL q^QC^Qa f^Qi^Ql a^Qiq^Qi^Qa p^Qz^Qq e^Qz la^Qle h^Qlc^Qp^Qil^Qf L^Q h^Qim^Qe, "f^Qieh^Qih^Qk^Qic p^Qill a^Qil p^Qz^Qq a LI^Qa f^Qi^Qle a^Qi q^Qm B^Qij I^Qhh^Qq p^Qo^Qa ^QL^Qi^Qe^Q; B^Qf^Qis^Q LI^Qh e^Qz"

h^Qlc^Qp^Qil^Qf L^Qi^Qq^Qme, "B^Qh^Qil La^Qh^Qil L^Ql p^Qz^Qq a LI^Qa q^Qh? a^Qij ^Qa^Qi Ah^Qi^QL LI^Qm! Ha p^Qid^Qp^Qid^QC h^Qi ^QLe? f^Qieh^Qih^Q j^Qa^Qi f^Qi^Qo^Q Ele f^Qi^Qhe ^QL^Qib^Qju a^QiC IS' ip^Qi L^Qilz a^Qij I^Qj^QN LI BI k^QiC LI p^Qla^Qf L^Qb^Qi h^Qm^Qa IL, p^Qill a^Qij f^Qieh^Qih^Q ^Qk^Qi^QN^Qe ^Qj^Qu euz"

f^Qih^Qih^QL^Qi^Qq^Qme, "f^Qieh^Qih^Q f^Qila p^Qill a^Qil j^Qe^Ql i^Qh ^Qk^Q L^Qf a^Qi B^Qij ^Qof^Qo L^Ql h^Qr^Qa f^Qij^Ql Ie^Qz Aa^QHh a^Qij; Ie^QSc^Ql j^Qd^Qe kar^QZ L^Qb^QiV^Qi f^Qil^Qx^QL^Qi L^Ql e^Qi ^Qe^Qh aar^QZ B^Qij H I^Qho^Qu ^QL^Qi^Qe^Qf^Qil^Qi q^QU^Qr^Qf LI^Qa f^Qih e^Qz"

h^Qlc^Qp^Qil^Qf L^Qi^Qq^Qme, "h^Qr^Qa f^Qil Ie! Ha Ie f^Qih^Q u^Qfl^Qi LI^Qm! I ^Qj^Qu^Qi^QV^QL ^Qh^Qi^QT^Qi h^Qs^Q; p^Qq^QS euz J h^Qi^QC^Q H^QL^QILj -- Ii a^Ql H^QL^QILj!"

h^Qlc^Qp^Qil^Qf q^Qil^Qieh^Qih^QL X^Qij^QLu^Qi f^Qi^QW^Qi^QC^Qmez

^Qp^Qice L^Qi^QN^QS h^Qij^Qpp^Qj^Qi^QSI ha^Qij je c^Qh^Qilal B^Qm^Qi^QQ^Qe^Qi IRmz a^Qiq^Qil j^Qd^Qe f^Qih^Qih^Q f^Qil^Qh^Qi^Ql f^Qila H^Qjei j^Qh^Q mr LI^Qi IRm ^Qk, ^QL^Qi^Qe^Q e^Qj e^Qi b^Qi^QL^Qi p^Qz^Qu B^Qae^Qj^QZI I^Qhou ^Qk ^QL a^Qiq^Q p^QL^Qm^Ql L^Qi^QRC ^Qh^Qn ^Qof^Qo q^QCu^Qi^QIRm; H^Qhw ^Qm^QML ^Qk ^QL a^Qiq^QJ ^Qm^QM^Qil i I^QA^Qa Ae^Qj je LI^Qi LI^QWe qu e^Qz L^Qi^QNS^Qm^Qe^Qju ^QL^Qi^Qe^Qj^Qa ^QQ^Qi^Qm h^Qm^Qi^QCu^QiC p^Qill a^Qij a^Qiq^Q L^Qh^QV^QL^Q L^Qil^Qu; IR^Qys^Qa^Qi^QIRmz IR^Qys^Qa^Q IR^Qys^Qa^Q L^Qi^QN^QSI A^Qwn-I^Qm^QL ^Qke f^Qij^Qz^Qa f^Qil^Qza L^Qil^Qh^Qil Se^Qf a^Qiq^Qil ^QQ^Qi^Qm Q^Qisu; k^QiC^Qa^Qi^QIRmz

H^Qje p^Qju q^Qil^Qieh^Qih^Qo^Ql f^Qh^Qn L^Qil^Qu; p^Qill a^Qij f^Qi^Qh H^QLV^Q; ^QQ^QIL V^Qileu^Q; h^Qip^Qmez p^Qill a^Qij H^QL^Qh^Qil j^QM a^Qh^Qmu^QJ Q^Qil^Qqm e^Q, ^Qp ^Qk^Qje L^Qi^QNS IR^Qys^Qa^Qi^QIRm ^Qaj^QIe IR^Qys^Qa^QC m^Qij^QNmz

q^Qil^Qieh^Qih^QL^Qi^Qq^Qme, "p^Qill a^Qij, BS H^QLV^Q; -I^Qal L^Qb^Qi B^QRz B^Qij^Qil L^Qb^Qju H^QLV^Qz^Qje I^Qc^Qa q^Qh^Qz"

p^Qill a^Qij L^Qi^QNS IR^Qys^Qa^QC m^Qij^QNmz e^Qm ^QR^Qsj k^QMe Ap^Qnh q^QCm a^QMe b^Qm q^QC^Qa L^Qij^QQ h^Qij^Ql L^Qil^Qu; L^Qij^QQV^Q; I^Qcu; L^Qij^QV^Qa m^Qij^QNmz I^QWL HC j^Qq^Qpa^Qlm^Qima^Q; O^Ql f^Qh^Qn L^Qil^Qmz

q^Qil^Qieh^Qih^QL^Qi^Qq^Qme, "m^Qima^Q, p^Qill a^Qij p^QA B^Qij^Qil H^QLV^Qz^QL^Qb^Qi B^QRz"

m^Qima^Q; O^Ql q^QC^Qa Q^Qimu^Q; k^Qi^QCh^Qil E^Qf^Qae^Qj L^Qil^Qa^QC p^Qill a^Qij a^Qiq^Qil B^QQ^Qm Q^Qif^Qu^Q; d^Qil^Qmz m^Qima^Q;

Liqm, "ajil pA fehjh k Lb; B!"

pall a; aqil Li;ei ESl ei Lilu; mima; Bm Qifu;C liqm-- aMe mima; pall a; Bpe; HL fi;n hipu; fismz

qil jehjhLi;ei hidi;aC clj hijl fiae eQez lale BI i Sj Lij;ae ei Lilu; H;Lhi; Li;V; fiju; hipmez Liqme, "Bj;C;I ihh;Q BI ihmð qJu; EIOa j'e Lil 'ez f;I nhjh;L Sje;uIRmj; ; lale hmeme, 'ajil; pCjla f;C BI Li;ei hidi; b;Lh ei; Bij IØbl L;IR, BNj;f Iihh;I f;I Iihh;C"--

pall a; Lb; no Lil'a ei icu;C Liqm, "e;I"

pall a; j;M HC Aaf;1 pwr;ç pøfø Hhw EÜa "e;" öleu; qil jehjh;bj;ILu; N;mez pall a;L lale Aaf;1 hidi;e himu; Sje;aez p k HLj;ae "e;" hi;ZI à;I; ayqil f;U;hiv;L HL j;sa;I Adif; b Rce Lilu; g;lmh, Cq; laleJ j'e L'e ei;C lale ihl;š' qCu; Liqme, "e;I ei; j;e Lf? a;I B;I; c;I Li'a Q;J?"

pall a; Liqm, "e;I"

qil jehjh;ih;Øj a qCu; Liqme, "a;n?"

pall a; j;bi; ea Lilu; Liqm, "ihh;Q Bj;I j a 'e;C"

qil jehjh;qah;ÜI ef;ju IS' ip; Lil'me, "j a 'e;C? a;I j;e?"

mima; W;LI icu; Liqm, "fehjh; Bfle BS hij;mi; i;jo; i;M N;me e;IL?"

qil jehjh;L;W;I c;IØI à;I; mima;L B0;a Lilu; Liqme, "hl' j;a;I;jo; i;M N;IR H Lb; üf;L;I Li; pqS, IL;°k j;e;ØI Lb;u hl;hl n;Ü; L;I H;pi;R a;L i;M h;T;IR H Lb; üf;L;I Li; pqS euz"

mima; Liqm, "j;e;ØL h;T;a p;ju m;N, Bfe;I pð;a;J qu;a; p Lb; M;V;"

qil jehjh; Liqme, "fbj; b;L BS fkl;1 Bj;I Lb;I hi; j;e;al hi; h;fhq;I Li;ei; h;fa;u 0;V le-- Bij Bj;L i;M h;I;Th;I Li;ei; Efmr L;E;L ic;C le H Lb; Bij S;I I pA hm;a f;I -- pall a;C hm;e Bij iWL hm;IR iL e;I"

mima; Bh;I Lf HLV; ESl ic;a k;C;aIRm-- pall a; aq;L b;ij;Cu; icu; Liqm, "Bfle iWL h;M;Rez Bfe;L Bij Li;ei; C;jo ic;a Q;C 'ez"

qil jehjh;Liqme, "C;jo k;ic ei; C;n a;n Bj;I f;Ia Aef;ju;C hi; LI;n 'Le?"

pall a; ctü; Liqm, "k;ic H;L Aef;ju h;me a;n Bij Aef;ju;C LIh-- IL;°--"

h;I;ql qC;a X;L B;Ipm, "ic;ic, 0;I B'Re?"

pall a; Evg;Ø qCu; E;Iwu; a;S;aj;S Liqm, "Bpe, iheuhjh; Bpe;"

"i;M LI'Re ic;ic, iheuhjh;B;pe le, Bij iheu j;ae, Bj;L p;ji;cl L;I m< j; C;ne e;I"-- himu; iheu 0;I f;Ihn Lilu;C qil jehjh;L c;IM;a f;icmz qil jehjh; j;MI Af;I;æ;aj; m;r;f Lilu; Liqm, "A;e;L ice B;I;pe le h;M I;N L;I'Re h;T;"

qil jehjh; f;I;I;q;P k;N ich;I Q;Ø; Lilu; Liqme, "I;N LIh;I;C Lb; h;V; IL;° BS Bfle HLV;Apj; u H;P;Re-- pall a;I pA Bj;I HLV; ih;no Lb; q;I;Rmz"

İheu nnhÉÜ' qCu; EİWm; Lİqm, "I cMe, Bİj LMe Hm k Apj u Bp; qu e; a; Bİj BS fkl; h aC fİlmj e; HCSeC Bp a p;qpC qu e; z"

hİmu; İheu hİql qCu; k;Chİl E fæ'j Lİlmz

pÖİl a; Lİqm, "İheuhİh; kİhe e; z B; jİcl k; Lb; İRm no q u NRz Bfle hpz"

İheu hİT a fİlm p B; jİa pÖİl a; HLV; İhno pWLV qC a fİlæ; Z f; Cu; R; Mİn qCu; HLV; QİL a hİpu; fİsm Hhw Lİqm, "B; jİL fİh İc m Bİj İLR aC p; j mİ a fİll e; z B; jİL hp a hm m Bİj hphC HCİLj B; jİl üi İhz AaHh, İcİcl fİa İe nce HC k, H-ph Lb; ke hİT-pİT hİme, eC m İhf c fshez"

qİl; ehİh; Lİe; Lb; e; hİmu; Bpæ Tİsl j a; Üİ qCu; İİqmez İale efl n fİLİn Lİİme-- "BİR; İn, Bİj A fR; Lİlu; hİpu; İİqmj , B; jİl k; Lb; B R a; q; İno fkl; hİmu; a n Bİj EİWhz'

İİİİ hİql qC a İheul L üİ öleu; C mİma; İl hİİ İi al Lİl p; j Ü' İİ' ke Qj L Mİcu; EİWu; İRmz p hİL Bfeİl üi İhL İ İh İr; Lİİhİl Q; Lİlu; İRm, İL; İLR aC fİll m e; z İheu kMe Oİ fİhn Lİlm mİma; İn pqS a; q; İcl fİİİQa hİİ j a; a; q; İL Lİe; Lb; hİm a fİll m e; z Lİeİİc L Qİlq n, İeSI qİaMİe; mCu; Lf Lİİ n, p ke HLV; İ İheİl İhou qCu; fİsmz HLhİl EİWu; k;Chİl Q; Lİlu; İRm İL; pÖİl a; Lİe; j aC a; q; İL İfs Rİİsm e; z

İheuJ k; q; İLR Lb; İh; aİİ p; j Ü' pÖİl a; İl p AC Qİm; Cm, mİma; İl İeLV Lİe; Lb; g; y; a; q; İl j a; hİLİFV mİLİ LİRj BS nİ' qCu; EİWmz HCSeC p ke Xhm Sİİ pÖİl a; İl p A Bmİf Lİİ a mİİNm, Lİb; j Lİe; g; yL fİs a İcm e; z

İL; qİl; ehİh; LİR mİma; J İheul HC eİæe pW LİQ A n; Qİ İİqm e; z k mİma; a; q; İl pÖİl a; BSLİm Hje fİM İ İİ fİNmİ; qCu; EİWu; R p BS İheul LİR Hje pW LİQa Cq; İcİMu; İale j e j e Sİm a mİİNm Hhw hİİp; jİSİ hİql İİ mİLİ pİqa Lef; İcl Ahİd fİİQul AhLİn İcu; fİİnhİh; k İeSI fİİhİl İLİİ Lc; Qİİ j İd mCu; k; C a Re a; q; j e Lİlu; fİİnhİh; fİa a; q; İl OZ; Bİ; hİİsu; EİWm Hhw fİİnhİh; L ke HLİce HSeİ İhno Aeİf Lİİ a qu HC Lİe; a; q; İl j eİl j İd Aİİ nİİ fİ j a; SİİN a mİİNmz

A eLrZ HCİ İİn Qİm m fİ İfİC hİİ; İm qİl; ehİh; EİWİhe e; z aMe pÖİl a; İheu Lİqm, "j İİpl p A A eL İce Bfeİl cM; qu İez İale Bfeİl Lb; fİuC İS' İp; Lİez HLhİl a; İl p A cM; Lİİ a fİİe e; z?"

İheu QİL qC a EİWu; c; s; Cu; Lİqm, "j İİpl Lb; B; jİl j e İRm e; Hje Afhİc B; jİL cİhe e; z"

pÖİl a; kMe İheu Lİ a; q; İl j İİpl LİR mCu; İm aMe mİma; EİWu; Lİqm, "fİehİh; B; jİl p A Bfeİl İİd qu İhno Lİe; fİu; Se eCz"

qİl; ehİh; Lİqİme, "e; z a; j İl İİd qu Aeİæ İhno fİu; Se B R z aİİ k a fİİİz"

mĩma; Lb;V;l CİĀa hĭT^a f;ĩlmz ^op avrZ;v EÜa i ĩ^o j;ıb; aĭmu; CİĀa^L ØfØ
Lİl u; İcu; Lİqm, ""İheuh;h^aBS A^eL İce f^o H^op^oRe, ayl p^oĀ NØf Lİ^a k;ııRz aarZ
Bfle İe^oSI ^omM; kİc fs^a Q;e a; q^om-- e; l k;ı, ^op L;NSM;e; İcİc ^ocMİR L^ıV L^ıV L^o
^og^om^oRez f^ol ^omM; kİc pqİ Lİ^a f;ıe a; q^om HC-İm ^ocM^a f;ıeZ"

hĩmu; ^oL;Zİ ^oVİhm qC^a pkaĀİra ^oN;ı;l İQe;İm Bİeu; q;l;eh;ıĭ pÇj^oM İjİMu;
âaf^oC Oİ qC^a h;ııqİ qCu; ^oNmz

qİİ^oj;ıqef İheu^oL f;ıCu; Aaİz¹ Be^ı Aei h Lİİ^omez ^oLhm ^ok HC İfİcnİe k^oLI
fİa Øeqhna a;ıq; e^oqz H h;ıı^s^a h;ııq^ol ^om;L ^ok-^oLq qİİ^oj;ıqefİ L;R Bİpu;R pL^omC
ayq;L ^oke ^oL;e; HL İi æ ^onZİf f;ıZİf j^oa; ^ocİMu;Rz a;ıq;ı; LİmL;ajİ ^om;L, fİu
pL^omC Cw^oİS J h;ıwm; ^omM;ıfs;ıu ayq;ı A^ofr; ^onÜ-- a;ıq;ıcl c;ıaĀ J Ah' ıı B0;^a
İale Aaİz¹ p^owL^ıQa qCu; fİs^oaİR^omez İheu^oL İale Bnİul j^oa; Aei h Lİİ^omez İheuJ
LİmL;ajİ ^om;L, qİİ^oj;ıqef öleu;Re ^omM;ıfs;ıaJ ^op h^os; Lj eu-- Ab0 HC İheu
ayq;L İLRj;æ AnÜ; L^o e;ı, ayq;L Bfe ^om;Lİ j^oa; ^oc^oM, Cq;ıa ayq;ı BaİpÇj;e
HLV; İei ^oM f;ıCmz İh^ono Lİl u; HCSeİC AØf fİİQ^oUC İheu ayq;ı İeLV Baİİul Øb;e
m;ı Lİlmz ayq;ı j^oe qC^a m;ıNm, İheu ayq;ı h^oıı j^oa; qCu; Aeİ ^om;Lİ KÜae qC^a
ayq;L İr;ı Lİİ^oh H h;ıı^s^a İale Aaİz¹ ^onİn fİL;ıne qCu; fİsu;ıR^ome-- İheu ^oke ayq;ı
BhİZİ j^oa; qCu; ayq;L B;ım Lİl u; İjİM^oh

qİİ^oj;ıqefİ L;R İheu k;ııu;ı AØfrZ f^oİC mĩma; ^opM;ıe LM^oe;C pq^oS k;ıCa e;ı--
İLz^oBS q;l;eh;ıĭ -ç İhâ^ofİ B0;^a ^op p;ıÜ' p^owL;ıQ İRæ Lİl u; ^oke ^oS;ı Lİl u; Ef^ol
0^o ^oNmz öd^o^oNm a;ıq; e^oq, İNu;C İheul p^oĀ ASpİ Lb;ııaĀ Bİñ Lİl u; İcmz a;ıq;ıcl
p;ı; M^o Sııu; EİWm; Hje-İL, j;ıT j;ıT a;ıq;ıcl q;ııpl nē ef^ol 0^o HL;ıf Bpİe
q;l;eh;ıĭ L;ıeİ İi al İcu; j;ıı fİnu; İhÜ Lİİ^a m;ıNmz İale ^onİnrZ HLM; bıL^a
f;ıİ^ome e;ı, hİc;ıp^oİfİf p^oĀ Bm;ıf Lİl u; j^oeİ B^or f İeh^oS Lİİ^a ^oØ; Lİİ^omez
hİc;ıp^oİfİ öle^ome ^ok, pØİl a;ı q;l;eh;ıĭ p^oĀ İhh;ıq ApÇj;İa ' ııfe Lİl u;Rz öleu; ayq;ı
f^or ^odkİİr;ı Lİ; H^oLh;ıı Apñh qCmz İale Lİq^ome, ""f;ıeh;ıĭ; Bfle İıı^om;ııeİo Lİİ^om
Qm^o e;ı J kMe h;ıı h;ıı pÇj;İa fİL;ın L^oR Hhw h;ııppj;ıS-p^oı pL^omC kMe HC İh^oul Seİ
A^ofr; L^o B^oR aMe J BS j;ıb; e;ısm h^omC ^ok p;ıÜ' EmİV k;ıı H LM^oe;C q^a ^ocJu;
Qm^o e;ı Bfeİl c;ııh Bfle İLR^oaC R;ı^ohe e;ı h^om İ;MİR, ^ocİM J Lİ Lİ^a f;ııZ"

H pØ^oa q;l;eh;ıĭ^oL Evp;ıq ^ocJu;ı h;ııymİ-- İale aMe L;ııı j;ıe nŞ² qCu; h;ııpu; j;ıb;
aĭmu; j^oe j^oe hİm^oaİR^ome-- "Ae İfİp fİnÜH c;ııh R;ıı; Qİm^o e;ı-- B;ıı f^or pØİl a;ıL
af;ıN Lİ; ^onİn Lb;ıeı, İLz^oh;ııppj;ı^oSI j;ıb;ı ^oqıv Lİl u; İc^a f;ııh e;ı"

İheu qİİ^oj;ıqefİ pİqa Baİİua;L f;ıL; Lİl u; mCh;ıı Aİı fİu Bq;ıı Bhc;ıı Lİl u;
h;ııpu;ıRmz qİİ^oj;ıqefİ avrZ;v hİÜ' qCu; HLİV ^oR;ıV; bım;ıu İLR^oİ S;ıe;ı ^oR;ım;ı, R;ıe;ı, j;ıMe,
HLV^oİQİe, HLİV Lm;ı, Hhw Lyp;ıı h;ııV^a İLR^oc^o Bİeu; p^ok^aĀ İheul pÇj^oM dİl u;

İcu; Rez İheu qıpu; Liqm, "Apj @ r@d; Sje;Cu; j;İp@L İhf@c @gİmh j @e Lİl u;İRm; j , İLz° Bİj WİLm; j "-- HC İm; u; Mñ Bsđl Lİl u; İheu Bqı@ İpu; R Hje pju hlc; p@c İf Bİpu; EfİĐba qC@mez İheu a; qı; l b; m; İl Ef@ kb; pñh ea qCu; ej ú; İl @Q; Lİl u; Liqm, "A@eLrZ ef@ İRm; j ; Bfe; İl p@A @cM; qm ejz" hlc; p@c İf a; qı; l @Lı; e; EŞl ej Lİl u; p@İl a; İl fıa mr Lİl u; Liq@me, "HC-@k Cİe HMı; @e! Bİj k; WıE@ İRm; j a; c; z pı; j h@p@Rz B@j; c Lİ@Rez H İc@L @ñQ; İ; qı; İ; eh; İp, İm @b@L Jı S@e@ A@fr; İ L@ h@p İ@u@Re, @ke İale Jı h; İ; @eİ j; İmİz @R@ñm; @b@L J@cİ j; İe@ Lİm; j -- LC hıf; Ha İce @a; J@cİ HİLj h@hıqı; LM@e; @cİM İez @L Sı@e BSLı; m H-ph İnr; İ @Lı; b; @b@L fı@İRz B; j; cİl fıİh; İ k; LM@e; OV@a fı; İa ej BSLı; m a; İc Bİñ q@u@R-- p; j; @Sİ @ñ; İLİ Lı; R @k B; j; cİl j; @ñ @cM; İh; İl @S; İCm ejz Ha İce d@İ Ha L@İ k; @ñMı; @e; @Nm @p p; j; ÜC c@İc@e İhpSİe İc@ñz H L@İ ph Lı; TM!"

qİl @j İl qeİf nnh@Uı qCu; EİWu; p@İl a; İL Liq@me, "ef@ @LE h@p B@Re Bİj @a; Sje@aj ejz h@S; Aef; İu q@u @N@R @a; İz j; j, k; j a@j n@Đek; j; z Bİj Afl; İd L@İ @g@ñİRz"

Afl; İd @k qİl @j İl qeİf @ñ; j; @e e@q Cqı; C İm; h; İl Se@ mİma; j; @Şa@ñ j; @ĐE Ecİa qCu; EİWu; İRm; z p@İl a; İl @ñ; İf@e ph@ñ a; qı; l qıa Qıf; İu; dİl u; İ; a; qı; @L İeİUı Lİl m Hhw @Lı; @e; fıİah; İ; j; @e ej Lİl u; ef@ Qİm; u; @Nmz

f@ñİC İm; u; İR İheu hlc; p@c İf İf @eq BLoİz Lİl u; İRm; z İheu @k ayqı; cİl fıİh; İl fıİ İñ fıİsu; @2@j hİpp; j; @S fıİhn Lİl @ñ H p@əa ayqı; l p@c q İRm ejz İheu@ İale @ke İe@Sİ qı@a Nİsu; a; İm@a@Re İm; u; HLVı; İh@no Nhñ Aej h Lİl @aİR@me; @p Nhñ İale ayqı; l h@çİl j; @ĐE Lı; İ; Lı; İ; Lı; R fıL; İ; j; Lİl u; İR@mez @pC İheu@L BS n@ef@rİ İñİh@İl j; @ĐE fıİaİua @cİM; u; ayqı; l j; @eİ j; @ĐE @ke HLVı; cı; q EfİĐba qCm Hhw İe@Sİ Leİ; mİma; İL İheu@l f@exfa@eİl pqu; Lı; İf @cİM; u; ayqı; l İQŞŞİm; @k B@İ; İà-Z hıİsu; EİWm @p Lb; İm; İ; hı; ymİz İale İ; r@Ü@L Liq@me, "mİma; İ; HMı; @e İL @a; İ; İl @Lı; @e; Lı; S B@R?"

mİma; İLı; m, "qy, İheuh; İh@H@p@Re a; İc--"

hlc; p@c İf Liq@me, "İheuh; İh@ k; yİ Lı; R H@p@Re İale Jı Bİab@f Lİ@ñe, a@j HMe ef@ H@p; İ; Lı; S B@Rz"

mİma; İĐbİ Lİl m, qı; İ; eh; İh@İeĐQuC İheu J a; qı; l c@S@eİ ej mCu; j; İL Hje İLR@ İm; u; @Re k; qı; İm; h; İl AİdLı; l ayqı; l ejz HC Aej; İe Lİl u; İ; a; qı; l j; e Aa@z; 1nŞ2 qCu; EİWmz @p Ae; İhn@L fıİNmú a; İl pİqa Liqm, "İheuh; İh@A@eL İce fıİ H@p@Re, Jı p@A HLV@N@f L@İ İe@u a; İl fıİ Bİj k; İ; İRz"

hlc; p@c İf mİma; İl Lb; İl ü@İ h@T@me, @S; İl Mı; İV@ñ ejz qİl @j İl qeİf p@C; j; @MC fıİR ayqı; l fıİ; İ h fıL; İ; n qCu; fıİS HC İ @u İale Bİ-İLR@e; İm; u; Hhw İheu@L @Lı; @e; fıL; İl pñ; İoZ ej Lİl u; Qİm; u; @N@mez

mİma; İ İheu@l p@A N@f Lİl h; İl Evp; İ; q a; qı; l j; İl Lı; R fıL; İ; n Lİl m h@V, İLz° hlc; p@c İf Qİm; u; @ñ @p Evp; İ; qı; l @Lı; @e; İmrZ @cM; İ @Nm ejz İae S@eC @L; İe HLFİL; İl L@ñ a qCu; İ

I lqm Hhw AðfrZ f©C mlma; EIWu; iNu; ie©SI 0© fñn Lll u; cIS; hã Lll u; lcz
H hjsªa qll©jilqefl ©k ilI© Ahðb; OïVu;R a;q; lheu ðfðC hñTªa fjllmz Lb;
fjlsu; æ²jn qll©jilqefl fhñ-Claqip pjUC ©p öleu; mCmz pLm Lbjl ©n©o qll©jilqefl
Llqªme, "hij, Bjl jªa; Aeibil f©r pwpil iWL Øbje euz ©Ljªe; afbñIN©u ©ch©phju
je lca fjlmC Bjl f©r iªm; qaz Bjl Aðf ©k L'IV VjL; hijL I©uª aªªa Bjl
iLRªce Qªm ©ka, a; f©J kic ©hyQ b;Lajª a; f©I hjsªa ©yd ©MuJ Bjl
©Ljªejªa lce ©L©V ©kaz Ljntªa ©©M Hmj, Hjeªa; La ©mjLI ©n Qªm k;ªRz ilzª
Bij fjlfu; hªm ©p ©LjªejªaC ©f© EWmj e; HLmj b;LªmC Bjl pjU' cªªMI Lb;
Bj;L ©ke i0© h©p, WjLª-ªchaj LjEªL Bjl LjªR Bpªa ©cu e; i u qu fjªR fjNm
qªu k;Cz ©k jjeª Xªh jªR a; f©r ©i mj ©kje, l;di;lef BI pañ Bjl f©rªajle
qªu EªWR-- J©l R;sh;il Lb; jªe LIªa ©NªmC ©©IM Bjl fñZ qylfªu Jªw a;C Bjl
lceljle i u qu J©l R;ªaC qªh-- e©ªm ph Mªªu Bh;il HC Llªel jªdªC J©l Ha
iªmjhipªa ©Nmj LfSªef? hij,ª a; j;il LjªR hmªa Bjl mª;ªeC, H©l cªVªL fjju;il
fl ©bªL WjLªI fªS; Bij jªel pªª LIªa ©fªIªR-- HI; kic k;u aªh Bjl WjLª aMeC
Llwe fjbl qªu k;ªh'

HC hĩmu; hðe;ª' ©m qll©jilqefl c© QrªjªRªmez

pøll a; eſſi 0ſ Bīpu; qil jeh;h pçj cys;Cm-- Liqm, ""Bfe;L Lf Lb; Bſ hme;'"

qil jeh;h=Liqme, ""hſp;'"

pøll a; hīpm e; iſbl cys;Cu; iſqmz

qil jeh;h=Liqme, ""pøll a; aſj B;jl fīa Aeſ;u LIR'"

pøll a; Liqm, ""Bfe; B;jl fīa Aeſ;u LIRe'"

qil jeh;h=Liqme, ""Le, B; j a; j;L k; Lb; iſuīR HM;e; a;--'"

pøll a; j;TM;e h;di iſcu; Liqm, ""eſ;u Aeſ;u iL öd;Lhm Lb;u? ſC Lb;L Efi ſ;L iſu Bfe L;S B;jl fīa Aae;Q;L LIa Q;e? HLV; paſ iL pqpē;L bē;L ſu h;ſ; eu? B; k; HL ſ; h;L i ſ L; b;L aſ iL Bfe ſ;L L; B;jl ſC i ſLC ANNZē LIhe? BS B;jl kMe ſC i ſ ſR aMe B; B;jl BNL;L ſ;e; Lb;L üfL;L Lih e;-- LIſm B;jl Aeſ;u qſh'"

pøll a;L k H;e fīl haſe Lf Līl u; pñh qC;a f;L a;q; qil jeh;h=L;e; j aC hſT;a f;L me e;L a;q;L ü; j iſL ſ; a; J e;L; BS H;e Līl u; i j;Pu; ſR Cq; k ayq;L C à;L; OIV;a f;L a;q; Ae; j;e Līl h;L nīš? J iſeu ayq;L iRm e;L pøll a;L eſae pÅſ-iſm fīa j;e j;e ſ;ſ;L; f Līl u; iſe iſ' j;L Līl me, ""aſj Lf i ſ L; iRm?"

pøll a; Liqm, ""ſ Lb; Le B; j;L iſ' j;L LIRe? fſñ; j a iRm, HMe B;jl j a ſC HC iL k;ø eu?"

qil jeh;h=Liqme, ""h;pp;ſi L;R k B; j;L Sh;h;C; B;R; j;ſi ſ;L;L L;R aſj C h; Lf hm; B; j; C h; Lf hmh?"

pøll a; Liqm, ""B; j;L;e; Lb;C hmh e;L Bfe k;C hm;a C;R; L;e aſ hm;he, pøll a;L hup Aſf, JI h;ſ ſC, JI j;ā Aīſbl; k;e C;R; a; j;e hm;hez iL;H pſā HC B; j;L ſo Lb; q; ſmz"

qil jeh;h=Liqme, ""ſo Lb; q;aC f;L e;L f;L nh;h;k;C--'"

hīm;a hīm;aC f;L nh;h;Bīpu; Efiſba qCme; Liqm, ""Lf f;eh;h; B; j;L Lb; Lf hm;Re?"

pøll a; aMe OI qC;a h;LqL qCu; k;C;a iRmz qil jeh;h;X;L;L; Liqm, ""pøll a;L k;u; e;L f;L nh;h; L;R Lb;V; q;u k;L'"

pøll a; iſiL u; cys;Cmz qil jeh;h;Liqme, ""f;L nh;h; Haſce f;L BS pøll a;L hm;Re iſh; q J; j a ſC! Ha h;ſ; -L;al iſou iſe iL Haſce J; ſm; L;L; EīQa iRm? HC-k

LckÑEfpÑW; Ovm HSeÍ ÌL Bfej®LJ cjuť q®a q®h ej?"

f®nhjh®p®llajl j jbu qja hm;Cu; İĐeťü® Liq®me, ""j, ®ajjl HM;®e b;Lhjl clljl ®eC, aťj k;Jz"

HC pj jef LbjVŁ®öleh;jje HL j q®aİ AnİS®m p®llajl cŁ® Q;M i jpu; ®Nm Hhw ®p a;sjajs ®Mje qC®a Qımu; ®Nmz

f®nhjh®Liq®me, ""p®llaj k le®SI je i j®; L® ej h®TC İhh;®q pçjİa İc®uİRm HC p®çq A®eL İce ®b®L Bjil j®e Ecu qJu;®aC, pj j®SI ®m;®LI pj®e Bfej®cl pđã f;Lj Lljl İho® Bİj Bfejl Ae®İd f;me LI®a f;İl İez"

qil jehjh®Liq®me, ""p®llaj aMe İe®SI je İWL h®TC pçjİa İc®uİRm, HMeC ej h®T Apçjİa İc®R-- HILj p®çq Bfejl j®e Ecu q®R ej?"

f®nhjh®Liq®me, ""c®V;C q®a f;İ, İL;®HILj p®çqİ Đb®m ®aj İhh;®q q®a f;İ ej"

qil jehjh®Liq®me, ""Bfle p®llaj®L pvfl;j nİ®c®he ej?"

f®nhjh®Liq®me, ""Bfle İeĐOu S;®ee, p®llaj®L Bİj LM®ej p;đj a Apvfl;j nİ İc®a f;İl ®ez"

qil jehjh®Liq®me, ""a;C klc qa, aj q®m p®llajl HILj f;İZj LM®ejC OV®a f;İa ej Bfejl f;İh;® BSL;im ®k-ph h;f;İl Bİñ q®u®R H ®k pj ÜC Bfejl Aİh®h®ejl gm, H Lbj Bİj Bfej®L j ®MI pj®eC hmİRz"

f®nhjh®Dov qilpu; Liq®me, ""H ®aj Bfle İWL LbjC hm®Re-- Bjil f;İh;®İI pj Ü gm;g®ml c;İuaİBİj ®eh ej ®aj ®L ®e®?"

qil jehjh®Liq®me, ""HS®ef Bfej®L Aeajf LI®a q®h-- ®p Bİj h®m İ;MİRz"

f®nhjh®Liq®me, ""Aeajf ®aj DnİİI cu;Z Afİd®LC i u Lİl, f;İehjh®; Aeajf®L euz"

p®llaj 0® f;İhn Lİlu; f®nhjh® qja dİlu; Liqm, ""h;h; ®ajjl Ef;İpejl pju q®u®Rz"

f®nhjh®Liq®me, ""f;İehjh®; a® İL HLV®hp®he?"

qil jehjh®Liq®me, ""ejz"

hımu; âaf®c Qımu; ®N®mez

HLC pj^u le^{SI} Až^I p^Ā, Bhi^l le^{SI} hiq^I p^Ā p^Āl^a aⁱ k^u p^wNij^h hi^{du}; Eiwu^R aⁱqⁱa^a aⁱqⁱL i^{fa} L^{il}uⁱ aⁱm^ui^{Rz} Nⁱlⁱlⁱ f^{la} aⁱqⁱl k^je^l i^h Ha^{ice} aⁱqⁱl Am^rÉ^{hm} fⁱCuⁱ EiwuⁱRm Hhw Nⁱlⁱlⁱ S^m k^juⁱl f^l q^Ca^kqⁱ aⁱqⁱl le^{SI} LⁱR p^çf^zN^po^fo^Hhw c^{te}hⁱl^lo^f c^mi^lcuⁱR aⁱqⁱ m^{Cu}i^p k^Lf^Lil^h, aⁱqⁱl f^{il}Z^j k^Lf, aⁱqⁱ p^{il}R[€] i^jhuⁱ fⁱu^ej-- p^Lbⁱ LⁱqⁱR^LJ h^{im}a^fi^l e^j, le^{SI} LⁱR le^S L^ha q^{Cu}i^bi^Lz HC le^Nst^hnceⁱVⁱL m^{Cu}i^p Nⁱf^e hⁱpuⁱ le^{SI} p^Ā k^{HLV}i^hi^Tf^si^Lil^ui m^Ch aⁱqⁱl p^{lei} h^a Ah^LiⁿV^L e^jC-- qⁱl^{ie}hⁱh^aaⁱqⁱl à^llⁱ LⁱR ay^qi^ci^pj^U p^jS^L SⁱN^{la} L^{il}uⁱ aⁱhⁱl^Ef^œz^j L^{il}uⁱR^e, H^je-^{il}, Rⁱfⁱlⁱ LⁱN^{SI} YⁱL^J LⁱW^fi^{sh}i^l m^rZ c^mi^ki^Ca^{Rz} C^qi^l E^fo^J aⁱqⁱl jⁱl^pl^pj^ptⁱ H^je q^{Cu}i^Eiwu^R k^Aia^{pa}l^a aⁱqⁱl H^LVⁱ LⁱR^ei^j j^fj^wpⁱ e^j L^{il} m^{HL}ice^J Bⁱ Q^m e^j p^Āl^a h^hTuⁱR H^hi^l aⁱqⁱl S^he^l H^LVⁱ p^lar^Z BⁱpuⁱR, i^Qi^filⁱQ^a f^b i^Qi^j i^UleⁱQ^z i^h Q^{im}hⁱl i^{ce} Bⁱ e^jC

HC aⁱqⁱl p^wL^{VI} p^ju aⁱqⁱl H^Lj^œ Ah^mœ^{IR}m f^lnhⁱh^z ay^qi^l LⁱR p^fl^jn^lQⁱq^ej^C, E^fcⁿ Qⁱq^ej^C; A^eL L^bi^{IR}m kⁱqⁱ f^lnhⁱh^z p^çj^m p^Efⁱo^{ba} L^{il}a^fil^a e^j Hhw H^je A^eL L^bi^{IR}m kⁱqⁱ m[<] j^li^qfe^ah^{na}C f^lnhⁱh^z LⁱR f^li^hlⁱ A^ki^Né^Lh^m f^lnhⁱh^z S^he, f^lnhⁱh^z p^Āj^œ aⁱqⁱL k^e le^{xn}e^Lle^lifa^zs^Lle^lj^{ah}r^BLo^l L^{il}uⁱ m^Caz

H^me n^lal^{ic}e^pā^fi^l p^ju f^lnhⁱh^zhⁱNⁱe^ki^Cae^ej^hi^{sl} fⁱo^Qj^{ic}LI H^LIV^Qi^vi⁰l^js² à^llⁱ p^çj^m H^LMⁱle^Bpe^fil^{au}i^lale^Efⁱpe^ju^hi^pae, ay^qi^l o^LlⁿjⁱTM^anⁱz^jMI E^fi^pkⁱUⁱ Bⁱ j^Bi^{pu}i^fis^{az} p^ç p^ju^pā^laⁱ le^{xn}e^fc^Qf^Lil^ui ay^qi^l LⁱR Bⁱpuⁱ hⁱp^{az} le^{SI} Aⁿi^zh^lbaⁱQ^šIV^L p^{ke} f^lnl^Efⁱpe^jl^Ni^laⁱl^jTMⁱe^{le}j^k a^Lil^uiⁱj^lM^{az} B^SLⁱm^Efⁱpe^ji^z fⁱu^C f^ln^ci^ma^fi^Cae^{ay}qⁱl HC L^efⁱv, HC Rⁱœ^lV^U q^{Cu}i^{ay}qⁱl LⁱR hⁱpuⁱ B^R; a^me^lale^HL^{IV} A^{ie}hⁱDe^{fu} B^dfⁱl^{al}L^jjd^kl^ài^j HC hⁱl^mLⁱv^L f^{il}hⁱœ^a cⁱM^ui^pj^UA^zx^LI^Z i^{cu}i^{le}xn^e C^qi^L Bⁿhⁱl^c L^{il}ae^z

i^š jⁱl^pl^qaⁱj^me^{LC} S^he^l H^Lj^œ m^rÉ^Lil^ui^Rme^hi^muⁱ kⁱqⁱ n^uaj^Hhw p^af^{aj} f^lnlⁱQ^š p^hl^ci^C aⁱqⁱl Aⁱ j^m i^Rm^z HC^Se^f p^wpⁱl^Li^Re^ja^C ay^qi^l LⁱR A^af^zl^lal^qCuⁱ E^lW^a f^{il}l^a e^jz^HCⁱ f^{le}SI^j d^e l^{ale} H^LIV^ud^{fe}a^j mⁱ L^{il}uⁱR^{me} hⁱm^ui^C j^a hⁱ B^QI^Z m^{Cu}i^lale^Ae^l f^{la} LⁱR^ef^{il}i^{Sh}c^NU^Lil^a f^{il}ae^ej^zĀ^ml^fla^{lei} N^Hhw p^wpⁱl^fla^{dk}l^{ay}qⁱl f^r A^af^zuⁱ j^hL^{IR}m^z C^qi^{ay}qⁱl Ha^Aid^L f^{il}j^zIR^m k^pi^çf^ci^{ju}L^mi^{LI} LⁱR l^{ale} le^lca^qC^{ae}, il^zle^zi^Lale^Hj^e L^{il}uⁱ N^qZ^Lil^a f^{il}ae^kqu^ai^{ay}qⁱl B⁰ia^Lil^a, il^zay^qi^l ih^U L^{il}uⁱ bⁱl^a e^j l^{ale} j^el

j^{de} HC Lb;VjC^e LhmC b;ilLu; b;ilLu; Bhš Lⁱae-- "Bij BI-Liqiⁱ; qia qC^a ÌLR€ mCh e; , Bij ayqil qia qC^ac pj Ù' mChz'

f^{en}l Sh^el HC Ni el ÌeÙⁱ n;iz¹ ðfn^l mi; Lⁱh;il Se^f BSL^m p^oil a; e;e; Efm^rC ayqil LⁱR Bⁱpu; Efⁱðba quz HC Aeⁱ ' hⁱmlⁱhu^o a;qil Ìhⁱl;Ù q^eu Hhw Ìhⁱl;Ù pwpⁱl kMe a;q;^l H^eLhⁱ Eclⁱz¹ Lⁱlu; a^mu^r aMe^o p hⁱl hⁱl^e Lhm j^e Lⁱlu;^R, "h;hⁱl fⁱ c^m;e; j;bu; Qⁱf^u; dⁱlu; MⁱleLr^zI Se^f kⁱc jⁱv^a fⁱsu; b;ilL^a fⁱll a^h B^jil j^e n;iz^o aⁱ Ìlu; E^w'

HCl^f p^oil a; j^e i j^haⁱRm, ^o p j^el pj Ù' nⁱš^zL SⁱN^a Lⁱlu; AⁱhQⁱma d^kl^l pⁱqa pj Ù' B^oja^l ^wLⁱCu; lⁱM^h, Ah^o pj Ù' fⁱlaL^{ma}; B^fle fⁱl;Ù¹ q^u; kⁱC^hz ÌL^z^o ^pl^f OⁱVm e; , a;q;^l AfⁱlⁱQa f^o b^hl^ql qC^a qC^mz

hl^cp^zcl^f kMe cⁱM^e lⁱN Lⁱlu; , i vⁱpe; Lⁱlu; , p^oil a;^l Vmⁱe; pⁿh e^q Hhw f^on^lJ p^qul^f fⁱChⁱl^e Bⁿi e;C, aMe qⁱl^gil^qe^l fⁱla ayqil^e d^zAa^fz¹ c^el^z¹ q^u; EⁱWmz ayqil N^ql j^{de} qⁱl^gil^qe^l AⁱÙ^al ayq;^l EⁱW^a hⁱp^a k^zzⁱ Ìc^a mⁱl^Nmz

^opⁱce ayqil Ìfa;il j^afⁱc^el hⁱl^ol Efⁱpe; Efm^r Ìale Ìheu^l Ìej^z Lⁱlu;ⁱR^{mez} Efⁱpe; p^atⁱl p^ju qC^h, av^fhⁱc^l Ìale pⁱ Ìn^q pⁱSⁱCu; lⁱM^ai^R^{me}; p^oil a; Hhw Ae^f ^gul^j ayqil p^qua; lⁱl^ai^Rmz

H^je p^ju ayqil ^oqⁱm fⁱsm Ìheu fⁱnl Ìp^ys Ìcu; Ef^l qⁱl^gil^qe^l ÌeLV kⁱC^aR^z j^e kMe i jⁱl^z¹ bⁱl^e aMe r^a OVe;J h^s; q^u; E^w Ìhe^ul HC Ef^l O^q kⁱJu; HL j^os^al^l ayqil LⁱR H^je Ap^qe q^u; EⁱWm^k Ìale Oⁱ pⁱSⁱe; ^gim^u; avrZⁱv qⁱl^gil^qe^l LⁱR ÌNu; Efⁱðba qC^{mez} cⁱM^e, Ìheu jⁱc^l hⁱpu; Ba^ful e^fju Ìhnⁱ i j^h qⁱl^gil^qe^l pⁱqa L^b Ìl^qa^Rz

hl^cp^zcl^f hⁱmu; EⁱW^e, ""c^mi, a^j B^jclⁱ H^mi^e kaⁱce M^hn bⁱlⁱ, Bⁱj^eajⁱl^l Bcl ka^lLⁱC lⁱMh^z ÌL^z^o Bⁱj h^mi^R, ^aajⁱl l^wl^l H^mi^e lⁱMⁱ Qm^h e;z"

qⁱl^gil^qe^l ÌOⁱLⁱm fⁱs;N^yu^c b;ilL^ae^z hⁱp^{cl} p^oa^a ayqil dⁱl^z ÌRm^k, a;qil; M^ovⁱeⁱC nⁱMⁱh^o, p^alⁱw a;q;^lCⁱC pwp^h p^oa^a Ìh^ol Lⁱhⁱl Ìhou B^Rz ÌL^z^o a;qil;J^k ayqil p^oa^a p^wl^lQ Ae^sh Lⁱl^a fⁱl^l Cq; Ìale HC Luⁱc^e ^ejⁿC h^tT^a fⁱl^ai^R^{mez} L^f Lⁱlⁱ La^he^l h^fl^m q^u; ÌQ^z lⁱl^ai^R^{me}, H^je p^j^u BS hl^cp^zcl^f Ì j^om HC L^b òleu; Ìale h^tT^e ^k, BI ÌQ^z Lⁱhⁱl p^ju e;C-- kⁱq; qu HLVⁱ-ÌLR^al^obl Lⁱl^a qC^hz f^o b^g i j^hme Lⁱmlⁱaj^u HLVⁱ ^lb;J hⁱpⁱ m^{cu}; b;ilL^{he}, a;q; qC^m jⁱT^j jⁱT^p p^oil a; J pafⁿl^e cⁱM^a fⁱC^{hez} ÌL^z^o ayqil^k A^of p^om a;q;^a Lⁱmlⁱajⁱl MⁱO Qⁱm^h e;z

hl^cp^zcl^f AL^ojⁱv T^sl j^a; Bⁱpu; kMe Qⁱmu; ⁿme, aMe Ìheu jⁱb; ^qw Lⁱlu; Q^f Lⁱlu; hⁱpu; Ìl^qmz

ÌLR^z Q^f Lⁱlu; b;ilLu; qⁱl^gil^qe^l hⁱmu; EⁱW^e, ""Bⁱj a^fo^l kⁱh, ^aajⁱlⁱ ^lE

Bjil fyeR icu Bpa fil h hih?"

Iheu Liqm, "Mh filhz ilz' aij BuiSe Li'a ai cQil ice cil qh, aalce Qm; jilp, aij Bjil jil LjR INu bil hz"

qil g jiqef Liqme, "hihi, Bjil i jil lioj i jil lhdia; Bjil Lfimi Efi il h iTi Qilfure Sile e, Bjil LE hc'a fil eiz Bjil nobhils'a J kMe Bjil i jil pCm e; aMeC Bjil h iTi Eioa irmz ilz' h'si; AhT je hih-- hL k Mjim qcu NR, pCV i l jil Sef LhmC Oel Oel hsi jR Bjil fisi i jil EJ k pA pA QmRz BI bil Uhihi, BI-Lij hils'a INu LjS eC-- ikle lhn h h iTi h'e aylC fjcfc' Hhij Bij Bnu NqZ Lih-- BI Bij fil e"

hlmuj h i l h i l L i l u j c c Q r a j R a m i j N m e z

Iheu Liqm, "p hm qh e j jilp! Bjil jil pA Aef-Lij ame; Li m Qm h e j i k l e i e S i S h e l p j U i j i N h j e L p j f i z L i a f f i R e, i a l e A e f l i j h c a R l h h j d L e e j k j e B j i l j i -- B I k j e H M i e c M m e f i n h i h p B i j o e h e j -- H L h i l B j i l a f b l a j j i l h i s u l e u B p h, a j l f a j j i l a f b l B i j c M a k j h z"

qil g jiqef Liqme, "aici ai qm ai HLhij Mh icu--"

Iheu Liqm, "Bjil i NmC j i Mh l f i h e -- p C V C q h f i L j M h l z"

qil g jiqef Liqme, "a qm Ljm pLi m--"

Iheu Liqm, "c i l j l L f ? B S l j e c N m q h z"

pa'ijl pju p'ill ai Bipu; Liqm, "Iheuhih; j i B f e j L X i L a f i l l i m e z E f i p e j l p j u q u R z"

Iheu Liqm, "j jilp pA Lbi BR, BS Bij k'a fil h e z"

Bpm Lbi, BS Iheu hlcip' l f l E f i p e j l l e j z z L i e j a u f l j l L i l a f i l l m e j a i q i l j e q C m p j U C l h s d e j

qil g jiqef h f u p j U i q C u j L i q m e, "h i h i l h e u, k j J a j z B j i l p A L b i h j a n p f q h z a j j i c l L j S L j N B N q u k j L, a j l f a j H p i z"

p'ill ai Liqm, "Bfle Hm ilz' i jmi quz"

Iheu hTm p pi j r e e j N m H C f i l h i c k l h f o h l p s e f j a q C u j R a i q i L i l R a f i l j i z B i j A N p l L i l u j c J u j q C h z H C S e f p E f i p e j o b m N m, i l z' a i q i a J p c f y l g m m j i q C m e j

Efipej l f l B q i l i R m -- I h e u L i q m, "B S B j i l r d j e c z"

hlcip' l f l L i q m e, "r d j l A f l j d e c z B f l e a j E f i C M i J u j p q H p R e z"

Iheu qilpu; Liqm, "qy, mji f m l i H C l l j c n j c O v z E f i o b a l f m j i e i l h o f v M e u h p z" H C h i m u j I h e u f o b i e l E c e j N L i l m z

hlcip' l f l i S' i p j L i l m e, "E f l k j R e h T?"

Iheu p w r f L h m "qy" h i m u j h i j q l q C u j N m z a i c i l L i R p o i l a j i R m, a i q i L j t u i

Liqm, "İcic, HLhij j ilp Lj R kine, İhno Lbj B R"

mıma; Bİa bē İekš İRmz HL pju p qiljehjhd Lj R Bİp aC İale ALj l Z ĩmu; EİW me, "İheuhjha; HMj e eC, İale Ef İNu Rez"

öleu;C mıma; pMj e cys;Cu; ayqil j MI İc L QjM a ĩmu; Apw Lj Q Liqm, "Sjlez İale Bj il p A ej cMj L kine e;z Bj il HMjeLj l Lj S p il; qmC Ef kjh HMez"

mıma; L İLRj j e L ĩ a Lİ a ej f il lu; q il j e l A z l l ü c; q B j; h j l s u; E İ W a m j l N m z İ h e u p o l l a j l q W i v L f H L V; ĩ m u; N m H h w p o l l a j; A e l a L j m f İ C a j q i l A e p l Z L İ l m, C q; J q i l j e h j h d m r f H s; C a f j e; z İ a l e B S p o l l a j l p l q a B m j f l E f m r p a; j e L İ l u; h j l w h j l A L a; b l q C u; R e -- c Ğ - H L h j l p o l l a j; a y q i l p o f o B q l e H j e L İ l u; H s; C u; N R k p i j o b m j l L j R q i l j e h j h e S L A f c o b ' j e L İ l u; R e z C q; a a y q i l j e p o b İ R m e; z

p o l l a j; E f İ N u; c i M m q i l j i l q e f a y q i l İ S l e p f a e - R; C u; H j e i j ĩ h ĩ p u; B R e k e H M e C L j b; u k; C h e z p o l l a j; İ S ' j p; L İ l m, " j i l p, H L f ?"

q i l j i l q e f a j q i l L j e; E Ő İ c a e j f i l l u; L y i c u; g ĩ m m e H h w L i q m e, " p a f n L j b; u B R a j l H L h j l X c; J j i!"

p o l l a j; İ h e u l j M I İ c L Q i l q a C İ h e u L i q m, " H h j s a j i l p b j l m p L m l C A p ĩ h d q u, a; C B j J j l j i l L j R İ e u k i l j R z"

q i l j i l q e f L i q m e, " p M j e b L B j a f b l k j h j e L q İ R! B j i l j a; m j l L j; h j s a H I L j L b; i j m; q u e; z İ Q l İ c e m j l B j l H j e L p q f c h j L İ ĩ L e?"

p o l l a j; İ e S C H L b; L u L İ c e q C a i j h a İ R m z H h j s a h j p L i k a j q i l j i l p l f r A f j j e a j q i p A e ĩ h L İ l u; İ R m, p a l j w p L j e; E Ő İ c a f i l l m e; z Q f L İ l u; a y q i l L j R İ N u; ĩ p u; l i q m z l j e q C u; R z O q f f c f S ĩ m; q u e; z L İ m L j a j l q j e; l A ü p R B L j ĩ a j l - İ m h j o f i j R a z L j q i c l Q j M İ c u; S m f i s a m j l N m a j q i p C A a L j l c M; N m e; z

İ p j s q C a p a f n l E p Q L " j i l p j i' d İ e ö e; N m z " L f h j h j, H p; h j h j" ĩ m u; q i l j i l q e f a j s; a j l s E İ W u; f i s m e z p o l l a j; L i q m, " j i l p j i, B S l j e L j b; j k j u; q a C f j e; L j m p L j m p j Ü İ W L L j k j h z h j h j l i j m; L e; h m a j l L f L k a f i l ĩ h m j z p k h s; A e f j u q ĩ z"

İ h e u h l c j p ĩ l f - L a ĩ L q i l j i l q e f l A f j j e E Ő Ő S a q C u; H L b; i j ĩ e; z p İ o b l L İ l u; İ R m H L l j e; j i l p l H h j s a b j l; E İ Q a q C ĩ e j -- H h w B n e u l A i j ĩ C k q i l j i l q e f p j Ü p q f L İ l u; H h j s a l i q u; R e h l c j p ĩ l f l p C d i l Z i c ĩ L İ l h j l S e f İ h e u q i l j i l q e f L H M j e q C a m C u; k; C a m n j j e İ h m o L İ l a Q i l q a İ R m e; z p o l l a j l L b; ö l e u; İ h e u l q W i v j e f i s u; N m k, H h j s a h l c j p ĩ l f l p A C k q i l j i l q e f l H L j j e H h w p h ĩ f d j e p o a a j q i e q z k h e Ő Ő A f j j e L İ l u; R a j q i l C h s; L İ l u; c i M a q C ĩ B l k m j l E c i l i ĩ B a e u l j a; B n u İ c u; R a j q i l i ĩ m u; k; C a q C ĩ H a; İ W L

e^{qz}

İheu hımu; EİWm, "p İWL Lbız f^q nhıh^qL e; Sıle^u ^qLı^qe; ^qaC k;Ju; k;u e;ı"
pañ Bıpu;C Lıqm, "j ilpj; S;e, İjınu;el İ; i;lahoñ Bæ²jZ Lı^qa Bp^q? i;il
jS; q^{qz}"

İheu İS' ip; LİIm, "a;ıj L;ı c^qm?"

pañ Lıqm, "Bıj İjınu;eı c^qmz"

İheu Lıqm, "a; q^qm İjınu;eı Bı i;he; ^qeCz"

HCl^q pañ j ilpj;ı pi; S;ıCu; a;ım^qaC p^qıı a; B^qı B^qı ^qpM;e q^qa EıWu; eı^q
Qımu; ^qNmz

p^qıı a; S;ılea, öC^qa k;Ch;ı f^qnhıh^qayq;ı ^qLı^qe; HLİV İfı hC M;ıleLV; Lİıu;
fı^qaez Laıce HCl^q p;ı^q p^qıı a; ayq;ı L;ıR Bıpu; hıpu;R Hhw p^qıı a;ı Ae^qı^q
f^qnhıh^qa;ıq;ıLJ fısu; öe;Cu;Rez

BSJ ayq;ı İeSıe 0^q f^qnhıh^qB^qm;ıV Sım;Cu; H;ıpıeı Nıb fı^qaıR^qmez p^qıı a;
d^qı d^qı ayq;ı f;ı^q ^qıL V;ıeu; mCu; hıpmz f^qnhıh^qhCM;ıe İ;ıMu; HLh;ı a;ıq;ı j ^qMı
ıC^qL Q;ıq^qmez p^qıı a;ı pWL^qı A qCm-- p pwp;ı^q ^qLı^qe; Lb;ıC a;ım^qa fııı m e;ı Lıqm,
"h;ıh;ı, B;ı^qL f^qs ^qıe;ıJz"

f^qnhıh^qa;ıq;ıL fısu; h^qıCu; İc^qa m;ıN^qmez İ;ıe cnV; h;ıSu; ^qN^qm fs; ^qno qCmz
aM^qe; p^qıı a; İeâ;ı f^qnhıh^qj^qe ^qLı^qe;fıL;ı ^qıı fı^qR S^qı HCSeı ^qLı^qe; Lb;ıe;
hımu; d^qı d^qı Qımu; k;ıC^qaıRmz

f^qnhıh^qa;ıq;ıL ^qDeqü^q X;ııL^qme, "ı;ıd!"

p aMe İgııu; Bıpmz f^qnhıh^qLıq^qme, "a;ıj ^qa;ıı j;ııı Lb; B;ı^qL hm^qa
H^qpıR^qm?"

f^qnhıh^qa;ıq;ı j^qeı Lb; S;ıle^qa fııı u;ıRe S;ıleu; p^qıı a; İhıö;ı a qCu; hımm, "qy
h;ıh;ı, İL^q BS b;ıLı L;ım pLı^qm Lb; q^{qz}"

f^qnhıh^qLıq^qme, "ı;ıp;ız"

p^qıı a; hıp^qm İale Lıq^qme, "a;ııı j;ııı HM;ıe Lø q^qR p Lb; Bıj İQ;ı L^qıRz
ayı dj İhnııp J BQIZ m;ıhZıı j;ıı pWı;ı^q ^qk Ha ^qııı B0;ıa ^qc^q a; Bıj B^qN İWL
S;ıe^qa fııı İez kMe ^qcMıR ay^qL fı^qs; İc^qR aMe H h;ı^qs^qa ^qa;ııı j;ıııı L;ıM^qm İale
pWL^qıQa q^qu b;ıL^qhez"

p^qıı a; Lıqm, "B;ıı j;ııı HM;ıe ^qb^qL k;ıh;ı S^qeıC fııı^q q^qRez"

f^qnhıh^qLıq^qme, "Bıj S;ıeay ^qk İale k;ıhez ^qa;ııı c^qS^qeC ayı HL;ıe Baııı--
^qa;ııı ay^qL H;ıe Ae;ııı j^qa; İhc;ıı İc^qa fııı^q e; pJ Bıj S;ılez a;ıC Bıj H Luıce H
p^qıı a; İhıRm;ız"

a;ıq;ı j;ııı L^qf pWL^qV fısu;ıRe f^qnhıh^q^q a;ıq;ı h^qıTu;ıRe J a;ıq;ı mCu; İ;ıh^qa^qRe H
Lb; p^qıı a; H^qLh;ııC Ae;ııe L^q e;ıC fı^qR İale S;ıle^qa fııı u;ı ^qıce;ı ^qııd L^qe HC İ^q

ᐅ Haice Aaeḷ; pihd;e Qim@aīRm-- BS fᐅ nhjhᐅ Lbj öleu; ᐅ BÓQkŃ qCu; ᐅNm Hhw a;qiᐅ Q;ᐅMI f;aj; RmŃRmŃLŃLŃu; Bīpmz

fᐅ nhjhᐅLiḡᐅme, ""a;jiᐅ j;jiᐅ Sᐅeḷ Bīj HLIV h;is ŃWL Lᐅ ᐅᐅMIRz"

pᐅiᐅ a; Liḡm, ""Lḷ; ᐅale ᐅa;--"

fᐅ nhjhᐅ; i; si ᐅcᐅa f;ilᐅhe e;zi; si ᐅale ᐅLe ᐅcᐅhe? aḷ; i; si ᐅcᐅh

pᐅiᐅ a; Ah;L qCu; fᐅ nhjhᐅ jᐅMI ᐅcᐅL Q;ilqu; Iḡmz fᐅ nhjhᐅ q;ilpu; Liḡᐅme, ""a;jiᐅC h;isᐅa b;Lᐅa ᐅcᐅu; i; si ᐅcᐅa qᐅh e;zi"

pᐅiᐅ a; Bᐅ; ᐅhŃᐅj a qCmz fᐅ nhjhᐅLiḡᐅme, ""LmL;aju ᐅa;jiᐅcᐅ cᐅV; h;is Bᐅ S;e e;ᐅ HLIV ᐅa;jiᐅ, HLIV paᐅᐅh;iz jᐅaᐅᐅ p;ᐅu ᐅa;jiᐅ h;h; B;jiᐅ q;ᐅa ᐅLRᐅV;L; ᐅcᐅu k;e; Bīj a;C M;ivᐅu h;isᐅu aᐅm LmL;aju cᐅV; h;is ᐅLᐅe;Rz Haice a;ᐅ i; si f;ilᐅRm; , a;J S;jiRmz ᐅa;jiᐅ h;isᐅ i; siᐅV Aᐅf;ice qm EᐅWJ ᐅᐅR-- ᐅM;ᐅe ᐅa;jiᐅ j;jiᐅ b;Lh;il ᐅL;ᐅe; Aᐅh;ᐅ qᐅh e;zi"

pᐅiᐅ a; Liḡm, ""ᐅM;ᐅe ᐅale ᐅL HLM; b;Lᐅa f;ilᐅhe?"

fᐅ nhjhᐅLiḡᐅme, ""a;jiᐅ i; ayᐅ Bfe;ᐅ ᐅm;L b;Lᐅa ayᐅL HLM; b;Lᐅa qᐅh ᐅLe?"

pᐅiᐅ a; Liḡm, ""ᐅC Lb;C ᐅa;jiᐅL hmh;il Sᐅeḷ BS HᐅᐅRm;iz j;jiᐅ Qᐅm k;h;il Sᐅeḷ f;ᐅa qᐅᐅRe, Bīj i; h;ᐅRm; Bīj HLM; Lf Lᐅ ayᐅL ᐅkᐅa ᐅchz a;C ᐅa;jiᐅ Efᐅcn ᐅeh hᐅm HᐅᐅRz aḷ; k; hmᐅh Bīj a;C LIhz"

fᐅ nhjhᐅLiḡᐅme, ""B;jiᐅcᐅ h;ᐅ;ᐅ N;ᐅuC HC-ᐅk Nīm, HC Nīmᐅ cᐅV;-ᐅaeᐅ h;isᐅ fᐅC ᐅa;jiᐅ h;is-- I h;il;ᐅ;ᐅu c;ys;ᐅm ᐅ h;is ᐅCm; k;uz ᐅM;ᐅe ᐅa;jiᐅ; b;Lᐅm ᐅe;aj;ᐅ Aᐅᐅra Ahᐅb;ju b;Lᐅa qᐅh e;zi Bīj ᐅa;jiᐅcᐅ ᐅCmᐅa öeᐅa f;ilᐅh;zi"

pᐅiᐅ a;ᐅ hᐅLI Efᐅ qCᐅa HLv; j;ᐅ' f;ibᐅ e;ᐅj;u; ᐅNmz "h;h;ᐅL R;is;u; ᐅL;e LŃL;u; k;Ch' HC ᐅQ;ᐅᐅ ᐅ ᐅL;ᐅe; Ahᐅd f;icᐅaīRm e;zi ᐅLḷ; ᐅk;icᐅaC qCᐅh Cq;J a;qiᐅ L;ᐅR ᐅeᐅŃQa qCu; EᐅWu;jiRmz

pᐅiᐅ a; BᐅᐅNfᐅᐅ f;ᐅᐅ qᐅcu mCu; Qᐅf LŃL;u; fᐅ nhjhᐅ L;ᐅR h;ᐅpu; Iḡmz fᐅ nhjhᐅ ᐅᐅ qCu; ᐅeᐅSI Aḷ;ᐅLŃZᐅ jᐅᐅᐅ ᐅeᐅᐅL Ni ᐅᐅ i; ᐅᐅ ᐅeᐅqa LŃL;u; h;ᐅpu; Iḡᐅmez pᐅiᐅ a; ᐅnoᐅ, ayqiᐅ Leᐅ; , ayqiᐅ pᐅᐅᐅ ᐅ ayqiᐅ Sᐅᐅeᐅ , H;e-ᐅL, ayqiᐅ Dnᐅᐅ; f;ipe;ᐅ pᐅĀ Sᐅsa qCu; ᐅNu;jiRmz ᐅk;ice ᐅ ᐅexnᐅe Bᐅpu; ayqiᐅ Ef;ipe;ᐅ ᐅᐅqa ᐅk;N ᐅca ᐅᐅce ayqiᐅ Ef;ipe; ᐅke ᐅhᐅno f;ᐅᐅa; m;ᐅ LŃL;az f;ᐅaice pᐅiᐅ a;ᐅ SᐅheᐅL jᐅĀmf;ᐅᐅᐅeᐅqᐅ ᐅᐅ; ᐅisᐅa ᐅisᐅa ᐅale ᐅeᐅSI SᐅheᐅL HLIV ᐅhᐅno f;ᐅᐅZᐅa c;ᐅ LŃᐅaīRᐅmez pᐅiᐅ a; ᐅk;e i; ᐅšᐅ ᐅk;e HLᐅ;ᐅ e;ᐅᐅa;ᐅ ᐅᐅqa ayqiᐅ L;ᐅR Bᐅpu; c;ys;Cu;jiRm H;e LŃL;u; Bᐅ-ᐅLq ayqiᐅ L;ᐅR Bᐅᐅ e;C; ᐅm ᐅk;e LŃL;u; Bᐅᐅᐅ ᐅcᐅL a;L;ᐅu ᐅ ᐅa;ᐅᐅ LŃL;u; ayqiᐅ ᐅcᐅL a;qiᐅ p;ᐅᐅ' f;ᐅᐅaᐅL E;ᐅᐅ Hhw EᐅᐅᐅᐅVa LŃL;u; ᐅcu;jiRmz H;e HLᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅLq L;ᐅR Bᐅᐅm j;ᐅᐅᐅ c;ᐅ LŃᐅh;il ᐅisᐅᐅ Bᐅᐅe h;is;u; k;u-- Aḷ;ᐅLIZ Smi ᐅᐅeᐅᐅᐅᐅᐅᐅ jᐅᐅ; f;ᐅᐅᐅᐅa;ᐅ ᐅᐅ; ᐅa qCu; fᐅᐅz ᐅeᐅSI k;q;ᐅ- ᐅLRᐅ paᐅ, k;q;ᐅ-ᐅLRᐅ ᐅᐅᐅ a;qiᐅ ᐅL;ᐅe; Aeᐅᐅᐅ ᐅQᐅSI ᐅeLV f;ᐅaice c;ᐅ LŃᐅh;il pᐅk;ᐅNᐅ jᐅᐅ; H;e öi ᐅk;N j;ᐅᐅᐅᐅ L;ᐅR Bᐅ ᐅLRᐅ qCᐅaC f;ᐅᐅ e; ᐅC cᐅᐅᐅ pᐅk;ᐅN pᐅiᐅ a;

f^on^oL İcu;İRmz HSeİ p^oİl a;İ p^oÅ ayqİl p^oå Aaİ;¹ Ni İl qCu;İRmz BS ^opC p^oİl a;İ p^oÅ ayqİl h;İqİ pÇfLİ İhİpRæ Lİl h;İl p;u EfİØba qCu;İR-- gm^oL İe^oSI Sthel^op fİl f, Lİl u;İ a;İmu;İ a;İq;İ^oL İe^oSI İeLV qC^oa j^oš² Lİl u;İ İc^oa qC^ohz HSeİ İale j^oeİ j^odİ k^o hce;İ Aei h Lİl^oaİR^ome ^opC İeNİ hce;İV^oL İale A;İkİj İl İeLV İe^once Lİl u;İ İc^oaİR^omez p^oİl a;İl f;İbu p' u qCu;İR, HMe İe^oSI nİš²^oa fİhÜ¹ f^ob p^oM c^oM B0;^oa-fİa0;^oa eİae Aİi ' a;İ m;İ^oI İc^oL k^o a;İq;İl Bqİe Bİpu;İR a;İq;İl B^ou;İSe İLRİce qC^oaC f^on m^or Lİl^oaİR^ome; İale j^oe j^oe hİm^oaİR^ome, "hv^op, k;İe;İ L^oİj--^oa;İj;İl İOİSthel^o k^o ^oLhm B;İj;İl hÜ Hhw B;İj;İl Bntul à;İİC B;İpRæ Lİl u;İ İj;İMh Hje LM^oe;İC qC^oa f;İl İ^oh e;İ-- Dnİ B;İj;İl İeLV qC^oa ^oa;İj;İl^oL j^oš² Lİl u;İ İhİQ^oel İi al İcu;İ ^oa;İj;İl^oL Qİj fİlZ;İ^o BLoİZ Lİl u;İ mCu;İ k;İe--ayq;İl j^odİ ^oa;İj;İl Sthel^op İbİL qEL' HC hİmu;İ B^onnh-^oDeqfİlma p^oİl a;İl^oL İale j^oeİ j^odİ İe^oSI İcL qC^oa Dnİ^oI İc^oL fİhce EvpNİp;İNİİ j^oa;İ a;İmu;İ dİl^oaİR^omez f^on hİc;İp^oİl İl fİa İj;İN L^oe e;İC, İe^oSI pwp;İ^oI fİa j^oe^oL ^oL;İe;İfİL;İ İh^oİd Aei h Lİl^oa fİhÜ^oce e;İz İale Sİle^oae pwlEzİ EfL^oİml j;İTM;İ^oe eİae hōİZİ Sml;İn qW;İv Bİpu;İ fİs^om Aaİ;¹ HLv;İ ^or;İ^oI pİø qu-- a;İq;İl HLj;İe fİaL;İl a;İq;İ^oL fİhÜ¹^or^oe j^oš² Lİl u;İ ^ocJu;İz İale Sİle^oae AOfİc^oel j^odİ p^oİl a;İ^oL Bnİ Lİl u;İ HC ^oR;İv;İ fİl h;İlİVİ j^odİ k^o-pLm Afİat;İİna p;İj;İn OİvU;İR a;İq;İ HM;İeL;İl hyd;İ pW;İj;İ^oL fİİsa Lİl^oa^oR, a;İq;İ^oL HM;İ^oe dİl u;İ İj;İMh;İl ^oQ;İ e;İ Lİl u;İ j^oš²c;İe Lİl^omC a^ohC üi;İ^ohİ pİqa p;İj "pİ Oİv^oa f;İ^oİ eİl^oh a;İq;İC B^ou;İSe Lİl^oaİR^omez

cÇS^oe İLR^orZ Q^of Lİl u;İ hİpu;İ b;İL^oa Oİs^oa HN;İ^oİv;İ h;İSu;İ ^oNmz aMe f^on h;İh^o EİWu;İ cys;İCu;İ p^oİl a;İl q;İa dİl u;İ a;İq;İ^oL Nİİsh;İl;İç;İl R;İc mCu;İ ^oN^omez p^oİl;İ^ohİ h;İØf L;İvU;İ İNu;İ aMe İej İm AåL;İ^oI j^odİ a;İj;İ--İm cİç f;İC^oaİRmz p^oİl a;İ^oL f;İ^on mCu;İ f^on ^opC İeÜ^oİ İ;İ^oe fİİbİe;İ Lİl^ome-- pwp;İ^oI p;İj;İ^oI Apae L;İvU;İ fİl f;İZİ pae B;İj;İ^oCİ Sth^oel j;İTM;İ^oe İej İm j;İaİPa Ecl;İ İİpa qCu;İ EWez

flice fīa qīl gijiqef i šj ù qcu; fñn^l fžj līl^ac lale hēū' qcu; pīl u; īnu; līq^{me}, "L^{le} Lf?"

qīl gijiqef An^{re} līq^{me}, "ajj^{cl} GZ Bīj l^{le}; S^j ñid līa fīh eiz Bji j^ai Ha h^si lel fī^{ul} ašj Efiu l^l ic^{ur}, H ašj li æ BI^lq līa fīla eiz CūRi lī^mJ Bji i i^mi lē līa fī^l e; H Bīj c^mIR-- ajj i Efi i Nh^{el} Mh Ae^lq B^r ajc ašj Bji j^ai m^li Ef^lJ Ae^lq līa f^rIR"

fñnh^haAaēz¹ pwl^hQa qcu; Eīw^{me}; līq^{me}, "Bīj ih^{no} ilR^l līl^{le}-- H-pj ū' l^di l^{je}f--"

qīl gijiqef h^di l^{cu}; līq^{me}, "Sjle Sjle-- ilz^o l^di l^{je}f^c k^a ajj i --J kⁱ l^l p^k ajj i c līz JI kMe j i^{nm}, JI h^fJ l^{cm} e; aMe gⁱ h^lIRm^j g^uv; h^si cⁱ ñīNef-- ilz^o JI c^xMI l^fim^l i Nh^{ie} k^hje de^f l^l am^{he} aj^lje l^l S^{eh} h^miz c^mi, O^l ig^l h^o BS ajj i c^mi kMe f^uIR aMe hⁿ h^a f^lIR i Nh^{ie} Bji^lJ cu; l^l R^{ez}"

"j^lp, jⁱ H^pRe ajj^l l^{eh}i l^Sef" hīmu; īheu Bīpu; Efī^lba qCmz p^līl a; Eīwu; fīsu; hēū' qcu; līqm, "l^bi u lale?"

īheu līqm, "ef^l Bfe; l^j lⁱR h^p B^{ez}"

p^līl a; a; s; a; i; s ef^l Qīmu; qNmz

fñnh^ha qīl gijiqef^l līq^{me}, "Bīj Bfe; l^his^a īSlep^fæ pj ū' -īR^u ic^u Bīp^l"

fñnh^ha Qīmu; qNm ih^lōj a īheu līqm, "j^lp, ajj i h^lsl l^bi^a S; eaj e; l"

qīl gijiqef līq^{me}, "Bīj J k^h S; eaj e; h^hi! S; e^ae l^{hm} fñnh^ha Bji^{cl} l^di l^{je}f^l h^lsz"

īheu pj ū' ih^lZ öleu; līqm, "gⁱ h^lIRm^j fībh^la īheu HLSe lⁱ l^{HLV}; l^{le}; lⁱS mⁱN^hz a; J gp^l qNmz H fkl^l jⁱul^a ajⁱ ilR^l līa fīl^{le}, kⁱ līhⁱ l^p laleC Bji l^{le}-- j^lp l^J ilR^l līa fīh e; a; lⁱR l^bLC B^{cu} līhz Bji l^l ehⁱlc l^fim, c^hi l^{eu}"

īLR^lZ fñ mīma; J p^līl a; l^pĀ Be^z u^f Bīpu; Efī^lba qC^{mez} qīl gijiqef AN^l qcu; īnu; līq^{me}, "i Nh^{ie} kMe cu; l^{le} aMe BI l^fZa; l^{le} e; -- l^{ic}c, ajj^lJ BS^l f^mj^l"

hīmu; qia dīl u; ayqⁱ l^Bleu; jⁱc^l l^f h^pi c^{mez}

qil'g jiqef Liq'ne, "icic, 'aj jil Lb; Rjs; ihe'ul j'AM BI 'Li'e; Lb; 'eCz"

Be'aj uf qilpu; Liq'ne, "'R'm'hm; 'b'LC JI I 'i;N, 'k Lb; d' 'p Lb; n'f'ER;S e; n'f'ej j'lpI f;im;J 'oI; q'hz"

I'heu Liqm, "'a; q'h, 'p Bij B'N b;L'aC h'm I;MIRz Bj;il A'eL hu'pl j j'lp, 'e'S p'wNq L'IR, Haice 'k hi' a iRmj e;e;il Lj L' 'pV; f'ho'u 'e'a q'hz"

Be'aj uf mima;il 'c'L Q;ilqu; pqi'p'e Liq'ne, "'Bj;icI 'I'heu JI k; Ai;h a; p'wNq LI'aJ S;ie BI p'wNq L' f'iz;e a;il Bcl LI'aJ S;ie'z 'aj;icI J 'k Lf 'Q;im 'c'MR 'p BijC S;ie-- k; LM'e; i;h'a f;ila e; a;ilC 'ke q'W;v p;ir;iv 'f'u'Rz 'aj;icI p'A J'cI S;e;h;e; q;Ju;a Bij 'k La M'h q'u'IR 'p BI Lf hmh j;il 'aj;icI HC O' 'k H;e L' 'I'he'ul j e h'p'R a;a JI i;il EFL;il q'u'Rz 'p Lb; J M'h 'h;T BI u'f;il LI'aJ R;S e;il"

mima;il HLv; iLR'a'ESI Lih;il 'Q;il L;lu;J Lb; M;Su; f;icm e;il, a;qil j'AM m;im qCu; E;I'Wmz p'Q;il a; mima;il 'ihfc 'c;im;u; Liqm, "'pLm j;e'p'ol 'li a;lL;il i;im;iv 'I'heuh;h'a'cM'a f;ie, HCSe'fC pLm j;e'p'ol 'kV'x;ai;im; 'pV'x;Jl 'i;im; B'p; 'p A'eLV; Jy -Zt"

I'heu Liqm, "'j;il, a'aj 'I'heu'L ka h's; B'm;Qe;il 'I'hou h'm 'IWL L' 'Q;imR pwp;il a;il aa h's; 'N'h 'eCz H Lb;V; 'aj;il 'h;T;h j'e L;il, 'I'ea;il' AqW;L;il hnaC f;il'ez 'IL;° BI Qmm e;il j;il, BI eu, 'I'he'ul Lb; BS HC f'k'j;il"

H;e p;ju pafn a;qil A;I'Q;il S;ia L'x;il-n;il LV;il h'p'Q;il f;u; d;il u; m;ig;C'a m;ig;C'a B;ip;u; E;f;I'Øba qCmz qil'g jiqef h'f;Up;J' qCu; h;im;u; E;I'W'ne, "'h;h; pafn, m'r'f; h;f Bj;il, J-L'x;il V;il 'e'u k;J h;h;il"

pafn Liqm, "'J iLR'a'LI'h e;il j;ilp! J 'aj;il O' k;ic'h e;il a'aj J' HLv'a'Bcl L'ij, J iLR'a'hm'h e;il"

qil'g jiqef p;il u; iNu; Liq'ne, "'e; h;h;il, e;il, J' 'e'u k;Jt"

aMe Be'aj uf L'x;il-p'j pafn'L 'e'SI L;R V;ileu; m'C'mez L'x;il L'ij'ml E;f;il mCu; pafn'L 'IS' ip; L;il'ne, "'a'aj pafn e;il? Bj;icI 'I'he'ul h'a'p?"

'I'he'ul h'a'p h;im;u; 'e'SI f;il'Qu'L pafn iLR' Ap'wNa j'e L;ila e;il, p'al;w 'p Ap'w'L;il'Q h;im, "'qyz"

h;im;u; Be'aj uf j'AM 'c'L Q;ilqu; i'iqmz

Be'aj uf Liq'ne, "'Bij 'k 'I'he'ul j;il qCz"

L'x;il-n;il Be'aj uf q;il'qal h;im; Q'h;f;il'Q;il 'Q;il L;il u; Ba'ih'e;ic'e f;h's qCmz p'Q;il a; Liqm, "'h;S'2;il, j;il f'iz;il LI'f"

pafn m;il' ai;ic'h 'L;ie;j'a f'iz;il V;il p;il u; mCmz

H;e p;ju h;ic;p'f;il E;f' B;ip;u; qil'g jiqef 'c'L c'Lf;aj;æ e;il L;il u; Be'aj uf 'IS' ip; L;il'ne, "'B'f;ie 'IL Bj;icI H;M;ie 'iLR'a'M;ie?"

Be'aj uf Liq'ne, "'M;Ju;R;Ju; 'e'u Bij iLR'a'h;R-'ihQ;il L;il 'ez 'IL;° BS'L b;il'f-

“Ni; i; g BpL, a; i f M; hz”
Be; j u; f Ni; i; A; p; r; i; a Ni; i; i A; i; f; u; L; i; e; BQIZ L; i; a f; i; l; me e; z
h; i; c; p; i; f; i; f; i; h; e; u; l; i; c; L; a; i; L; i; C; u; i; L; i; q; me, “HC k i; h; e; u; h; i; h; H; M; i; e! B; i; j; h; i; m; B; f; i; e;
B; p; e; i; e; h; i; T; z”
i; h; e; u; a; v; r; Z; i; v; h; i; m; m, “B; i; j; k; H; p; i; R; p; h; i; T; B; f; e; i; L; e; j; S; i; l; e; u; k; i; h; i; h; e; R; e?”
h; i; c; p; i; f; i; f; i; L; i; q; me, “L; i; m; a; i; l; e; j; z; Z; i; M; i; J; u; i; g; y; i; L; i; c; u; R; e, B; S; e; i; q; u; i; h; e; j; l; e; j; z; Z; i;
M; i; J; u; i; M; i; h; e; z”
i; h; e; u; L; i; q; m, “p; C; v; a; c; B; j; i; l; m; i; h; i; n; z; j; i; c; e; i; Q; u; E; f; i; l; -f; i; J; e; i; l; V; j; e; h; s; i; z”
q; i; l; j; i; l; q; e; f; j; e; j; e; i; h; i; l; o; j; a; q; C; m; e; z; i; h; e; u; H; h; i; s; a; M; i; J; u; i; -c; j; u; i; L; i; -- B; e; j; u; f; j; h; i; R; -
i; h; o; i; l; L; e; e; j; C; q; i; a; a; y; q; i; l; j; e; f; i; p; a; q; C; m; e; z;
h; i; c; p; i; f; i; f; i; Q; i; m; u; i; N; m; q; i; l; j; i; l; q; e; f; p; p; w; L; i; Q; i; S; i; p; i; L; i; l; me, “i; c; i; c, a; i; j; i; l; u; j; f; i; l; --”
B; e; j; u; f; L; i; q; me, “B; j; i; l; u; j; f; i; l; M; h; i; q; i; z”
q; i; l; j; i; l; q; e; f; A; h; i; L; q; C; u; i; l; i; q; m; e; z; B; e; j; u; f; a; y; q; i; l; j; e; i; l; i; j; h; h; i; T; a; f; i; l; u; i; L; i; q; me, “h; i; e,
k; a; i; c; e; p; j; i; S; B; j; i; l; p; L; m; l; Q; u; h; s; i; i; R; m; a; a; i; c; e; p; j; i; S; L; C; j; e; Q; m; a; j; i; l; z; H; L; i; c; e;
i; N; h; i; e; B; j; i; l; o; q; w; i; v; H; j; e; L; i; c; m; i; l; c; m; e; k; B; j; i; l; B; i; p; j; i; S; j; e; a; i; c; m; e; e; j; l; a; l; e;
i; e; S; H; p; B; j; i; l; S; i; a; L; s; i; e; u; R; e, a; M; e; B; i; j; B; i; L; i; L; i; u; L; i; l; z”
q; i; l; j; i; l; q; e; f; H; L; i; g; u; a; l; A; b; h; i; T; a; e; j; f; i; l; u; i; L; i; q; me, “a; i; j; i; l; u; j; f; i; l; --”
B; e; j; u; f; L; i; q; me, “B; j; i; l; u; j; f; i; l; i; N; L; i; e; z”
q; i; l; j; i; l; q; e; f; i; R; m; l; i; ?
B; e; j; u; f; R; m; l; i; j; M; i; n; e; u; z; i; l; z; a; i; c; i; M; i; n; L; i; c; i; l; h; y; Q; h; ? h; i; e, B; j; i; l; H; L; b; i; L; i; E; L;
h; i; T; i; h; i; l; e; u; -- i; k; i; e; p; h; S; i; e; e; i; a; i; e; c; h; i; T; h; e; z;
h; i; m; u; i; B; e; j; u; f; q; i; a; S; i; s; L; i; l; u; i; f; i; z; j; L; i; l; me; z;
q; i; l; j; i; l; q; e; f; i; j; i; h; m; e; q; u; a; i; L; i; e; i; l; j; n; e; i; l; l; i; j; e; u; B; i; p; u; i; B; e; j; u; f; L; M; o; v; i; l; e; i; S; i; C; u; i;
N; R; z; a; y; q; i; l; j; e; i; j; d; e; f; A; a; f; i; H; L; v; i; p; w; L; i; Q; E; f; i; l; o; b; a; q; C; m; z

f^o nhjh^h hipi^l LⁱRC phl^c ayqⁱl aš^hhdⁱe bi^lLu^j hip Lⁱl^a fⁱC^h HC L^bi ö^leu; p^oll a^j Aa^lz¹ Bⁱl^j hⁱd Lⁱl^ui^rmz il^z° k^me a^jqⁱl eš^ae hⁱsl N^qp[<] i p^ji^ç H^hw^op^mi^e EⁱW^uj kⁱChⁱl p^ju l^eLV^ha^hl q^cm a^me p^oll a^jl h^olⁱ li a^l ke Vⁱleu^j dⁱl^a mⁱlⁿmz LⁱR^o bⁱLⁱ e^j-bⁱLⁱ m^cu^j L^bi eu, il^z° S^he^l p^oll a^jl S^he^l k^o phⁱl^hAE^z kⁱN i^rm a^jqⁱa Ha l^e f^o H^lVⁱ i^hq^rc OⁱV^hi^l Lⁱm BⁱpuⁱR, C^qi BS p^oll a^jl LⁱR^o ke a^jqⁱl H^l Aw^hl j^ahⁱl j^oaⁱ hⁱd q^ca mⁱlⁿmz HC fⁱl^hi^l j^od^e p^oll a^jl k^vl^oØ^be i^rm, a^jqⁱl k⁻il^r LⁱS i^rm, f^oal^l Qⁱlⁱlⁱlⁱ p^oll a^jl a^jqⁱl k^o p^oll a^jl i^rm, p^jÜ^c p^oll a^jl q^eu^l h^el^m Lⁱl^ui a^ma mⁱlⁿmz

p^oll a^jl k^o l^eSI il^rpwⁿl^a B^oR H^hw^op^c pwⁿl^al Sⁱq^l BS p^oll a^jl üⁱd^e q^chⁱl E^fo^z Lⁱl^a HC p^whⁱc hⁱc^pl^el^e hⁱl hⁱl Lⁱl^ui fⁱlⁱn Lⁱl^ome k^o, C^qi^a i^jmⁱc q^cm, Haⁱce Ha pⁱhⁱe k^o cⁱl^ua^h i^l h^e Lⁱl^ui Bⁱp^oaⁱR^ome a^jqⁱ q^ca j^os² q^cu^j l^ale l^el^oz¹ q^cmez il^z° j^oe j^oe p^oll a^jl fⁱl^a ayqⁱl ke H^lVⁱ Aⁱjⁱe^l i^h Sⁱm; p^oll a^jl k^o ayqⁱcl LⁱR q^ca i^hi^lr^a q^cu^j BS l^eSI p^oll a^jl E^fl l^ei^l Lⁱl^ui c^ysⁱc^oa fⁱl^la^oR H ke a^jqⁱl H^lVⁱ A^fi^ldz ayqⁱl; Rⁱsⁱ p^oll a^jl A^ef^o Lⁱe^j Nⁱa e^jc C^qi^c j^oe Lⁱl^ui A^el p^ju p^oll a^jl l^ale B^fe fⁱl^hi^l H^lVⁱ B^fc hⁱm^uj l^eSI fⁱl^a Lⁱzⁱ A^eh Lⁱl^ui^re, il^z° p^oc p^oll a^jl i^l k^me mⁱOh q^chⁱl p^whⁱc q^wi^v fⁱc^ome a^me a^j j^oe^l j^od^e il^rj^oe fⁱp^ai^l A^eh Lⁱl^ome e^jz ayqⁱcl Bⁿü p^oll a^jl f^or Aa^lhⁿl^el e^q C^qi Sⁱleu^j p^oll a^jl N^hl^ae^h Lⁱl^a fⁱl^l, ayqⁱcl B^el^al^e ü^flⁱ hⁱd^e e^j q^ca fⁱl^l, HC L^bi j^oe Lⁱl^ui l^ale B^on q^ca^c a^jqⁱl A^fi^ldz Lⁱl^a mⁱlⁿmez H Luⁱce i^hnoi j^h a^jqⁱl fⁱl^a c^la^l I^ri Lⁱl^ui Qⁱm^omez f^hl^la^jl O^ol LⁱS-L^jl^l k^je Lⁱl^ui Xⁱl^oae H^me a^jqⁱ H^ol^hi^l Rⁱl^us^uj l^ocu^j Nⁱu fⁱsu^j a^jqⁱl A^ui^j i^hl p^oj^o c^mi^ca mⁱlⁿmez i^hc^ul f^hl^la^j h^el^oš^o hⁱn Lⁱl^ui^c hⁱc^pl^el^e N^qLⁱkⁱl^l kⁱN i^ca^o Q^oi Lⁱl^ai^rm, e^je^j E^fm^or ayqⁱl LⁱR LⁱR i^gl^laⁱR^m, il^z° hⁱc^pl^el^e ke fⁱl^l a^jqⁱl A^pç^je O^ov H^ci^l i^h c^mi^cu^j a^jqⁱl c^ll^l W^li^cu^j lⁱm^oaⁱR^omez Ha^li^m k^yqⁱl jⁱ hⁱm^uj k^yqⁱl LⁱR p^oll a^jl j^eo q^cu^jR BS i^hc^u m^chⁱl p^ju^j l^ale k^o a^jqⁱl fⁱl^a i^oš^ol fⁱl^al^lm Lⁱl^ui lⁱq^ome, HC h^oce^jc p^oll a^jl ph^ou^l hⁱn Lⁱl^ui hⁱs^oa mⁱlⁿmz

mⁱh^zl^e mⁱma^j m^fmⁱ; p^oll a^jl p^oll a^jl p^oll a^jl i^gl^laⁱR^o mⁱlⁿmz a^jqⁱl; Aa^lz¹ E^vpⁱq Lⁱl^ui a^jqⁱl eš^ae hⁱsl Oⁱ pⁱsⁱc^oa^om, il^z° p^oc E^vpⁱq^l li a^ol^l A^hš² h^oce^jl Aⁿš^m fⁱl^la^j q^cu^j i^rmz

Haⁱce f^kl^l p^oll a^jl e^je^j R^ai Lⁱl^ui f^o nhjh^h La-L^e RⁱvⁱMⁱvⁱ LⁱS Lⁱl^ui

Bĭpuj[®]z qu[®]aj g[®]mci[®]le[®]a g[®]m pi[®]Sicu[®]j[®]R, [®]Vih[®]mI EfI hC -R[®]icu[®]j[®]R, ĩe[®]SI q[®]a ĩhr[®]je[®] [®]ĭ[®]ġ[®] ĩcu[®]j[®]R, [®]Œe[®]ei p[®]ju f[®]l[®]ġ[®] ayq[®]iL MhI ĩcu[®] Œj IZ LI[®]cu[®] ĩcu[®]j[®]R-- HC-p[®]j[®] Ū Ai Ū[®] L[®]i[®]SI [®]L[®]i[®]e[®] -ĭ[®]aġ[®] f[®]l[®]ġ[®] [®]L[®]i[®]e[®] fr Aei h L[®] eiz ĩL[®]ġ[®] H-pLm Ae[®]h[®]n[®]f[®]L L[®]i[®]SJ kMe h[®]a Lĭ[®]u[®] Qĭ[®]mu[®] k[®]iCh[®]iL p[®]ju Efĭ[®]Œba qu aMe HC-pLm [®]R[®]i[®]V[®]i[®]M[®]i[®]V[®]i[®] [®]ph[®]i, k[®]iq[®] HLS[®]e e[®] Lĭ[®]ĭ[®]m Ae[®]ju[®]p BI-HL S[®]e Lĭ[®]ĭ[®]a f[®]i[®]ġ[®], k[®]iq[®] e[®] Lĭ[®]ĭ[®]mJ L[®]i[®]q[®]i[®] ĩh[®]no [®]L[®]i[®]e[®] rĭ[®]a qu e[®], HC-ĭ[®]mC c[®]ġ[®] f[®]r[®]I ĩQ[®]š[®]L jĭ[®]ba Lĭ[®]ĭ[®]a b[®]i[®]L[®]z p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] BSL[®]im kMe f[®]q[®]h[®]I 0[®]q[®]I [®]L[®]i[®]e[®] p[®]ij[®]ġ[®] L[®]i[®]S Lĭ[®]ĭ[®]a B[®]p aMe [®]p[®]C L[®]i[®]SV[®]i f[®]q[®]h[®]I L[®]i[®]R j[®] Ū[®] q[®]cu[®] [®]c[®]M[®]i[®] [®]cu[®] J a[®]q[®]i h[®]r[®]I j[®]ġ[®] HL[®]v[®]i c[®]Ū[®]n[®]ĭ[®]p S[®]j[®] q[®]cu[®] E[®]Wz Hhw HC L[®]i[®]S BS h[®]i[®]c[®] L[®]im A[®]e[®]ġ[®] q[®]a p[®]ġ[®]f[®]æ q[®]C[®]a b[®]i[®]L[®]h HC L[®]b[®]i[®] j[®]e Lĭ[®]u[®] p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] ġ[®]im Rmĭ[®]Rm[®]Ū[®]Lĭ[®]u[®] B[®]pz

[®]kĭce j[®]ġ[®]ġ[®] B[®]q[®]iL Lĭ[®]u[®] p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®]ġ[®] e[®]ſ[®]ae h[®]i[®]s[®]a Eĭ[®]Wu[®] k[®]iCh[®]iL L[®]b[®]i[®] [®]pĭce fĭ[®]axL[®]i[®]m f[®]q[®]nh[®]h[®]a[®]q[®]iL ĩei [®]ġ[®] Ő[®]IV[®]a Ef[®]i[®]pe[®] Lĭ[®]ĭ[®]a Bĭ[®]pu[®] [®]cĭ[®]M[®]e, ayq[®]iL B[®]p[®]eiL p[®]ġ[®]J[®]M[®]c[®]n g[®]m ĩcu[®] pi[®]Sicu[®] 0[®]q[®]I HL fĭ[®]ġ[®] p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] A[®]f[®]r[®]i Lĭ[®]u[®] hĭ[®]pu[®] B[®]Rz m[®]h[®]Z[®]e[®]-m[®]f[®]m[®]i[®]J Ef[®]i[®]pe[®]Œb[®]m BS Bĭ[®]p[®]h HCl[®] f[®] a[®]q[®]i[®] f[®]ĭ[®]j[®]n[®] Lĭ[®]u[®]ĭ[®]Rm, ĩL[®]ġ[®] mĭ[®]ma[®] a[®]q[®]i[®]c[®]N[®]L ĩe[®]Œd Lĭ[®]u[®] Bĭ[®]p[®]a [®]cu[®] e[®]ġ[®] mĭ[®]ma[®] S[®]ĭ[®]ea, f[®]q[®]nh[®]h[®] ĩe[®]Sĭ[®]e Ef[®]i[®]pe[®]u [®]k[®]i[®]N ĩcu[®] p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] [®]ke ĩh[®]noi ĭ[®]h ayq[®]iL Be[®]ġ[®] Awn J Bn[®]h[®]ĭ[®]c m[®]i Lĭ[®]ĭ[®]a-- BS fĭ[®]axL[®]i[®]m [®]p[®]C Bn[®]h[®]ĭ[®]c p[®] u Lĭ[®]u[®] mCh[®]iL Se[®]ġ[®] p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] [®]k ĩh[®]no f[®]ġ[®]Se ĭ[®]Rm a[®]q[®]i[®]C Ae[®]ġ[®] h Lĭ[®]u[®] mĭ[®]ma[®] Ac[®]ġ[®]L[®]iL Ef[®]i[®]pe[®]ĭ ĩe[®]Sĭ[®]ea[®] ĭ[®] Ā Lĭ[®]ĭ[®]a [®]cu[®] e[®]ġ[®]

Ef[®]i[®]pe[®] [®]no q[®]cu[®] [®]Nmz aMe p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] ġ[®]im ĩcu[®] Sm fĭ[®]s[®]a[®]R, f[®]q[®]nh[®]h[®]Lĭ[®]q[®]me, [®]ġ[®]j[®], ĭ[®]f[®]Re ĩc[®]L ĭ[®]ġ[®] a[®]ĭ[®]L[®]u[®] e[®], p[®]ġ[®]J[®]M[®] f[®]q[®] AN[®]p[®]i q[®]u k[®]J-- j[®]e p[®]w[®]L[®]i[®]Q [®]q[®]M[®]i e[®]z k[®]iC 0V[®]L, k[®]iC [®]a[®]j[®]iL p[®]ġ[®]J[®]M[®] Efĭ[®]Œba [®]q[®]iL, a[®]ĭ[®] [®]b[®]L p[®]ġ[®]f[®]Ū[®] ĩe[®]SI nĭ[®]š[®]a ĭ[®]ġ[®]m[®]L N[®]q[®]Z LI[®]h HC fZ L[®] Be[®]ġ[®] p[®]Ā [®]hĭ[®]u f[®]s[®]iz Dn[®]ĭ[®]L p[®]ġ[®]f[®]Ū[®] f[®] Baĭ[®]p[®]j fĭ[®]V L[®] ay[®]LC ĩe[®]SI HL[®]j[®]æ p[®]q[®]u L[®]ĭ[®]-- a[®] q[®]m ĭ[®] [®]æ[®]V rĭ[®]al j[®]ġ[®] ĩc[®]u[®] m[®]ġ[®] I f[®]q[®] Qm[®]a f[®]ĭ[®]h-- BI kĭc ĩe[®]S[®]L B[®]d[®]i-Bĭ[®]d ĭ[®]ĭ[®]N L[®]ĭ[®], LaL Dn[®]ĭ[®] LaL Ae[®]ġ[®]e, a[®] q[®]m p[®]j[®] Ū[®] Lĭ[®]We q[®]u EW[®]z Dn[®]ĭ[®] HC LI[®]e, [®]a[®]j[®]iL f[®]r[®] B[®]j[®]i[®]ġ[®] r[®]ā Bn[®]ĭ[®]ul BI [®]ke f[®]ġ[®]Se e[®] q[®]uz"

Ef[®]i[®]pe[®]ĭ f[®]q[®] Ei [®]u hĭ[®]q[®] Bĭ[®]pu[®] [®]cĭ[®]M[®]e hĭ[®]ph[®]iL 0[®]q[®] q[®]i[®]ġ[®]eh[®]h[®]A[®]f[®]r[®]i Lĭ[®]u[®] B[®]Rz p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] BS L[®]i[®]q[®]i[®] ĩh[®]i[®]Ū[®] [®]L[®]i[®]e[®] ĩh[®]ā[®]q[®]i ĭ[®]h j[®]e ĭ[®]ĭ[®]m[®]h e[®] fZ Lĭ[®]u[®] q[®]i[®]ġ[®]eh[®]h[®]L e[®]ĭ[®] ĭ[®]h e[®]ĭ[®] Ū[®]iL Lĭ[®]lmz q[®]i[®]ġ[®]eh[®]h[®]av[®]rZ[®]v [®]q[®]ĭ[®]LI Ef[®]q[®] ĩe[®]S[®]L n[®]š[®] Lĭ[®]u[®] a[®]ġ[®]mu[®] Aa[®]ġ[®]ĭ[®] N[®]h[®]ġ[®] Ū[®]q[®] Lĭ[®]q[®]me, [®]p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®], Haĭce a[®]ġ[®] [®]k pa[®]ġ[®]L Bn[®]ĭ[®] L[®] ĭ[®]R[®]m BS a[®]ĭ[®] [®]b[®]L ĭ[®]fĭ[®]R[®]u f[®]s[®]a k[®]ĭ[®]ĭ[®]R, BS B[®]j[®]i[®]ġ[®] [®]h[®]i[®]LI ĭ[®]cez"

p[®]Ū[®]ĭ[®]a[®] [®]L[®]i[®]e[®] Eš[®] Lĭ[®]lm e[®]z ĩL[®]ġ[®] [®]k ĭ[®]ĭ[®]NZ[®]e a[®]q[®]iL j[®]e[®]ĭ j[®]ġ[®] BS n[®]i[®]ġ[®]ĭ[®] p[®]Ā LI[®]z ĭ[®]j[®]n[®]cu[®] p[®]w[®]N[®]a S[®]i[®]u[®] Eĭ[®]W[®]aĭ[®]Rm a[®]q[®]i[®]a HL[®]v[®]i [®]h[®]p[®] Bĭ[®]pu[®] fĭ[®]smz

f[®]q[®]nh[®]h[®]Lĭ[®]q[®]me, [®]A[®]ġ[®]kĭ[®]ĭ[®]ġ[®] S[®]i[®]ee [®]L H[®]N[®]ĭ[®]ĭ[®]R, [®]L ĭ[®]f[®]R[®]i[®]ĭ[®]R, h[®]i[®]C[®] [®]b[®]L ĩh[®]Q[®]iL L[®] B[®]j[®]i[®] h[®]b[®]i Ec[®]ĭ[®]hN[®]āq[®]Cz"

q[®]i[®]ġ[®]eh[®]h[®]Lĭ[®]q[®]me, [®]a[®] q[®]m Bfĭe ĩL hm[®]a Q[®]je Bf[®]eĭL j[®]e [®]L[®]i[®]e[®] Bn[®]ĭ[®] [®]ec? BI Bf[®]eĭL Ae[®]ā[®]fĭ[®]J [®]L[®]i[®]e[®] L[®]i[®]IZ 0[®]v ĩe?"

f@ nhjh=Liq@me, ""fjehjh; Lj@fleL Bn^j@L Bj j@e @bje icC @e Hhw Aea;@fl Lj|Z O@VR IL ej aj aMeC h@Th kMe Aea;f S@j;@hz"

qiljehjh=Liq@me, ""HC-@k Bfejl Le@; mima; HLM; iheuhjh@ p@A @Vj;@l L@ Q@ H@me HV;J IL Lj@fleL?"

p@ll a; j@M m;im qCu; EIlWz f@ nhjh=Liq@me, ""fjehjh; Bfejl je @k-@L;@ej Lj|Z @q;L E@S@Sa q@u E@VR, HCS@e@ HMe H p@@ Bfejl p@A Bm;f LI@m Bfejl fl@ Aef;u LI; q@hz"

qiljehjh;j;bj a@mu; h@m@me, ""Bij E@S@Sejl @N@L;@ej Lb; h@m @e-- Bij k; h@m @p p@@ B; j| c;lua@h;id k@b@ B@R; @pSe@ Bfle IQ;@ LI@he ejz Bfejl k; hmIR @p Bij h@lS@Nai;@h hmIR @e, Bij h@ppj;@SI alg @b@L hmIR-- ej hm; Aef;u h@mC hmIRz Bfle k@c A@ q@u ej b;L@ae, aj q@m I-@k iheuhjh@ p@A mima; HLM; Q@m Hm HC HLIV OVe; @b@LC Bfle h@T@a f;|@ae Bfejl HC filh;| h@ppj;@SI @ejPI IR;S @i @p Q@m k;h;| Ef@zj LI@Rz H@a @k @d@ BfejlC Aea;@fl Lj|Z OV@h aj eu, H@a h@ppj;@SIJ A@N@h@L Lb; B@Rz"

f@ nhjh=Liq@me, ""le@; LI@a @N@m h;C@ @b@L LI; k;u, ilz@ ihQ;| LI@a @N@m li a@ fl@h LI@a quz @Lhm OVe; @b@L j;e@L @c;of LI@he ejz"

qiljehjh=Liq@me, ""OVe; @d@od@O@V ej, aj@L Bfejl; li a@ll @b@LC OIV@u a@m@Rez Bfle Hje-ph @m;L@L filh;@ll j@d@ Ba@ui;@h Vje@Re k;|; Bfejl filh;|@L Bfejl Ba@upj;S @b@L c@l le@u @k@a Q;uz c@lC @a; le@u @Nm, @p il Bfle @cM@a f;|@Re ej?"

f@ nhjh=HLV@hlS@ qCu; Liq@me, ""Bfejl p@A B; j| @Mh;| f@z;mf @j@m ejz"

qiljehjh=Liq@me, ""Bfejl ej l; m@a f;|z ilz@ Bij p@ll a;@LC p;rf j;eIR, E@eC pa@ L@ hme @cIM, mima;| p@A ihe@ul @k p@@ c;|s@u@R @p il @d@h;C@ll p@@? aj@cl A;|@L @L;@ejM;@eC @fn@L@ le? ej p@ll a;|, a@j Q@m @N@m q@h ej-- H Lb;| E@l ic@a q@hz H -|;|al Lb;|z"

p@ll a; L@W;| qCu; Liq@me, ""kaC -|;|al @q;L H Lb;u Bfejl @L;@ej A@DL;| @eCz"

qiljehjh=Liq@me, ""A@DL;| ej b;L@m Bij @k @d@Q@f L@ b;L@aj aj eu, IQ;@J L;|@aj ejz p;|S@L @aj;| N;|q@ ej LI@a f;|, ilz@ ka@ce p;|S@ BR a@lce p;|S @aj;@cl ihQ;| LI@a h;|d@z"

mima; T@sl j@a; O@ fl@h L;|u; Liq@me, ""p;|S k@c BfejlC ihQ;|L f@c leks@ L@ b;@Le a@h H p;|S @b@L ieh@peC B;|@cl f@r @h@z"

qiljehjh=@JL qC@a EIlWu; c;|s;Cu; Liq@me, ""mima;|, a@j H@pR Bij M@h q@uIRz @aj;| p@@ k; e;|mn @aj;| p;|@eC aj| ihQ;| q;u; EIQ@z"

@e;@ p@ll a;| j@M Qr@ f@f@q qCu; EIlWm, @p Liq@me, ""qiljehjh; Bfejl O@ IN@ Bfejl ihQ;|n;|; Bq@e LI;ez Nq@@bl O@ll j@d@ Q@s aj@cl Af;|je LI@he Bfejl H A@DL;| B;|; @L;@ej @aC j;eh ejz Bu i;|C mima;|!"

mīma; HL f; eism e; Līqm, "e; līc, Bīj f; m; h; e; z; f; e; h; i; h; k; i; LR; h; m; h; i; B; R; ph Bīj ö; e; k; a; Q; i; C; z; h; m; e; L; f; h; m; e; h; e; h; m; e; z;"

q; i; j; e; h; i; h; b; j; i; L; u; i; N; m; e; z; f; e; i; n; h; i; h; L; i; q; m; e; , "j; i; m; i; m; a; i; , B; S; p; o; i; l; a; i; B; j; i; c; i; h; i; s; b; o; l; k; i; h; -- B; S; p; L; i; m; B; i; j; e; i; L; j; A; n; i; j; i; 0; V; a; i; c; a; f; i; h; e; z; q; i; j; e; h; i; h; B; j; i; c; i; k; a; C; A; f; i; d; b; i; L; i; a; h; B; S; L; i; j; a; i; B; j; i; c; i; j; i; f; L; i; a; q; h; z;"

q; i; j; e; h; i; h; Q; f; L; i; l; u; i; N; ñ; e; l; q; C; u; i; h; i; p; u; i; I; i; q; m; e; z; p; o; i; l; a; i; k; a; C; a; y; q; i; L; h; S; i; e; L; i; l; a; i; R; m; p; o; i; l; a; i; L; d; i; l; u; i; I; j; i; M; h; i; l; S; c; a; a; C; a; y; q; i; h; i; s; u; i; E; i; W; a; i; R; m; z; a; y; q; i; d; i; h; i; h; n; i; p; i; R; m; A; p; i; j; j; e; f; e; l; a; L; S; i; e; i; l; a; i; j; i; a; i; e; i; e; o; u; C; i; S; i; a; h; e; z; H; M; e; i; a; i; e; k; q; i; m; R; i; l; s; u; i; i; c; u; i; R; e; a; i; q; i; e; q; , i; L; z; j; i; l; p; i; p; a; p; o; i; l; a; i; A; e; f; h; i; s; a; N; m; e; p; M; i; e; a; y; q; i; n; i; š; 2; f; i; a; q; a; q; C; a; b; i; l; e; h; H; C; B; n; i; j; u; a; y; q; i; j; e; r; i; i; R; m; z; H; C; S; e; f; B; S; a; y; q; i; h; i; p; i; o; e; i; m; e; L; n; i; e; i; c; u; i; B; i; e; u; i; R; m; e; z; e; i; e; j; a; B; S; p; L; i; m; e; h; m; i; L; i; j; d; e; C; M; h; L; s; i; I; L; j; L; i; l; u; i; e; i; T; i; f; s; i; L; i; l; u; i; m; C; a; i; a; i; e; f; i; u; a; i; R; m; e; z; B; S; p; j; i; p; w; e; L; i; Q; i; a; i; e; c; i; L; i; l; u; i; C; B; i; p; u; i; i; R; m; e; -- i; L; z; A; f; i; f; e; r; J; k; H; j; e; L; i; l; u; i; p; w; e; L; i; Q; c; i; L; i; l; a; f; i; e; , m; i; m; a; i; p; o; i; l; a; i; j; k; q; i; w; i; v; a; z; q; C; a; A; o; e; h; i; q; i; L; i; l; u; i; c; y; s; i; C; h; a; i; q; i; i; a; i; e; L; o; f; e; j; L; e; e; e; i; z; i; a; i; e; S; i; j; e; a; e; , a; y; q; i; e; l; a; L; A; i; n; h; i; z; k; M; e; i; a; i; e; j; q; i; a; S; i; e; r; f; L; i; l; a; b; i; l; e; h; e; A; f; i; f; e; r; i; j; j; o; i; H; e; L; h; i; e; q; i; v; q; C; u; i; k; i; C; h; z; i; W; L; e; a; j; e; i; v; q; C; m; e; i; -- A; h; p; i; J; Q; i; m; u; i; N; m; z; i; L; z; q; i; j; e; h; i; h; q; i; l; j; i; l; e; h; e; e; i; z; i; a; i; e; j; e; j; e; L; i; q; m; e; , p; a; f; i; S; u; q; C; h; C; , A; b; i; v; q; i; j; e; h; i; h; S; u; q; C; h; C; z; i; L; z; S; u; e; a; i; o; d; o; d; a; q; u; e; i; z; m; s; i; C; L; i; l; a; q; C; h; z; q; i; j; e; h; i; h; e; L; j; i; h; i; d; u; i; I; Z; e; e; f; i; h; n; L; i; l; m; e; z;

p; o; i; l; a; i; L; i; q; m; , "j; i; l; p; , B; S; B; i; j; p; L; m; i; p; a; H; L; p; a; M; i; h; -- a; i; j; i; L; R; a; j; e; L; i; m; Q; m; e; h; e; i; z;" q; i; l; e; j; i; q; e; f; Q; f; L; i; l; u; i; I; i; q; m; e; z; i; a; i; e; j; e; j; e; i; o; b; l; L; i; l; u; i; i; R; m; e; p; o; i; l; a; i; p; C; f; z; i; C; a; y; q; i; q; C; u; i; R; -- i; h; e; n; o; a; i; e; S; i; p; C; f; i; š; i; S; i; e; i; ü; d; f; e; q; C; u; i; p; ü; a; z; » O; i; L; i; l; a; Q; i; m; u; i; R; , H; M; e; q; i; l; e; j; i; q; e; f; L; B; i; e; i; p; w; e; L; i; Q; L; i; l; a; q; C; h; e; i; , e; i; e; i; m; i; -B; e; i; e; S; i; j; e; a; i; L; i; l; u; i; Q; i; m; a; f; i; l; e; h; e; z; a; i; C; , B; S; k; M; e; p; o; i; l; a; i; o; i; Q; a; i; h; p; S; i; e; L; i; l; u; i; B; h; i; l; p; L; m; i; p; a; H; L; e; A; e; N; q; Z; L; i; l; h; i; l; f; i; u; h; L; i; l; m; a; M; e; a; y; q; i; i; j; e; i; m; i; j; i; N; m; e; i; , i; a; i; e; Q; f; L; i; l; u; i; I; i; q; m; e; z;

p; o; i; l; a; i; a; y; q; i; l; j; e; i; l; i; h; h; T; u; i; L; i; q; m; , "B; i; j; e; a; j; i; L; i; e; o; u; h; m; i; R; H; e; a; W; i; L; i; M; h; n; q; h; e; z; p; C; B; j; i; l; A; z; k; i; j; e; W; i; L; i; B; j; i; L; p; L; m; i; p; a; B; S; H; L; p; a; M; e; a; h; e; m; i; c; u; R; e; z; a; y; l; L; b; i; e; j; j; e; e; m; i; a; i; e; i; j; N; L; i; h; e; z; a; y; l; i; j; N; e; L; B; i; j; e; a; j; i; l; i; j; N; i; Q; u; i; u; L; i; l; z;"

k; a; i; c; e; q; i; l; e; j; i; q; e; f; h; i; c; i; p; i; e; l; L; i; R; A; f; j; i; e; a; q; C; a; i; R; m; e; a; a; i; c; e; p; o; i; l; a; i; a; y; q; i; l; A; f; j; i; e; l; A; w; n; m; C; h; i; l; S; e; f; a; y; q; i; l; B; Q; i; l; N; i; q; Z; L; i; l; u; i; i; R; m; H; h; w; B; S; p; C; A; f; j; i; e; q; C; a; k; M; e; i; e; x; L; i; a; l; i; c; e; E; f; i; o; b; a; q; C; m; a; M; e; p; o; i; l; a; i; k; B; Q; i; l; p; o; e; a; ü; d; f; e; q; C; a; i; a; d; i; e; h; i; d; L; i; l; e; h; e; i; , q; i; l; e; j; i; q; e; f; a; i; q; i; i; W; L; h; T; e; a; f; i; e; e; i; z; q; i; l; e; j; i; q; e; f; p; o; i; l; a; i; L; p; C; f; z; i; h; T; u; i; m; e; e; i; C; , e; i; T; i; j; a; y; q; i; l; f; e; r; n; š; 2; i; R; m; z;

q; i; l; e; j; i; q; e; f; p; o; i; l; a; i; L; o; f; o; L; i; l; u; i; i; e; o; d; L; i; l; m; e; e; i; i; L; z; j; e; j; e; i; j; N; L; i; l; m; e; z; i; j; i; h; e; a; m; i; j; i; N; m; e; -- "j; i; N; i; , j; j; e; o; l; C; q; i; e; a; k; e; L; j; e; L; i; l; u; i; f; h; i; š; q; C; a; f; i; e; l; a; i; q; i; B; i; j; i; j; i; h; u; i; f; i; C; n; a; i; b; r; a; h; m; z; i; 0; e; a; i; S; j; i; h; e; v; i;"

MjēLrZ Qf Līl u; bjīLu; Līqme, "HLV; Lb; hīm h;R; k; LI a; LI, a; j; c; l I
h; q; i; V; i; q; i; a Sm M; u; e; z"

pōl a; Līqm, "Le j; j; p, I I; j; c; f; e h; q; i; l; c; a; a; i; l; i; e; S; I; N; i; l; c; c; u; a; i; j; i; L; c; d
i; c; u; k; u; z"

qīl j; j; l; q; e; f; c; c; Qr; h; Ø; g; i; l; a Līl u; Līqme, "Ah; L LIīm-- c; d BI Sm HL qm!"

pōl a; q; i; p; u; Līqm, "B; p; R; i; j; j; p, I; j; c; f; e; l; R; y; J; u; Sm BS B; i; j; M; h; e; i; z; I; L; z; °; p; a; t; h; n; L
k; i; c; a; j; h; i; l; Z; LI a; h; p; W; L; a; i; l; E; m; Ø; V; i; L; i; S; i; V; LI h; z"

qīl j; j; l; q; e; f; Līqme, "p; a; t; h; n; l; L; b; i; B; m; i; c; i; z"

qīl j; j; l; q; e; f; S; i; l; e; a; e; f; h; i; o; j; j; e; Ø; l; p; Ø; a; i; e; u; j; p; w; k; Ø; j; l; a; Ø; V; j; j; f; Līl a; c; q; u; z

qil;jeh;h=IZ[®] f[®]hn LIL[®]mez

BS f[®]ju f[®]e[®]ij ice qCu; iNu;[®]R mima; ØVf;[®] LIL[®]u; ihe[®]ul p[®]Á B[®]ipuj[®]Rz LbjV; c[®]-HL S[®]eI L[®]i[®]e iNu;[®]R Hhw A[®]f A[®]f h[®]i;ç qCh;I J[®] Q[®] LIL[®]a[®]Rz iL[®]z[°] p[®]çf[®]ia c[®] ic[®]eI j[®]d[®]fC HC pwh;ç öL[®]e; M[®]s B[®]-e m;N;I j[®]a; Rs;Cu; f[®]isu;[®]Rz

h[®]ipf[®]ih;[®]I dj[®]ñelaL S[®]h[®]eI f[®]ia mr I;IMu; HC f[®]L[®]i[®] Lc;Q;I[®]L[®] k[®] cje LI; Lañ[®] qil;jeh;h=a;q; A[®]eL[®]LC h[®];[®]Cu;[®]Rez H-ph Lbj h[®];[®]C[®]aJ[®] h[®]in Lø f[®]iC[®]a qu eiz kMe B;I; "p[®]a[®]l Ae[®];d[®]" "Lañ[®]l Ae[®];d[®]" f[®]I ØMme mCu; ØZ;f[®]L;in J[®] c[®]TM[®]ihdj[®]e LIL[®]a Ec[®]fa qC, aMe p[®]a[®]l J[®] Lañ[®]l Ae[®];d[®] Ir; LI; B;I;çI f[®]r Aa[®]z¹ L[®]h[®]LI qu eiz HCSe[®]f h[®]ip;I[®]S qil;jeh;h=kMe "Aif[®]u[®]" pa[®]f[®] Q[®]ioZ; J[®] "L[®]W;I[®]" Lañ[®]l p;ide LIL[®]a f[®]h[®]S qC[®]me aMe Ha h[®]s; Aif[®]u; J[®] L[®]W;I;aiI i[®]u ayq;I p[®]Á Evp;[®]qI piqa[®] k;N ic[®]a AidL;wn[®] m;L f[®]i;P;I[®] #I qCm eiz h[®]ip;I[®]S[®]I i[®]q[®]-aof[®] m;[®]LI; N;I[®]s f;im[®]L i;S; LIL[®]u; f[®]IØf[®]I h;I[®]s iNu; h[®]mu; B[®]ip[®]me BSL;im kMe Hje-pLm Øve; ØIV[®]a BIñ LIL[®]u;[®]R aMe h[®]ip;I[®]S[®]I i[®]ho[®]v Aa[®]z¹ Aa[®]L;I;Raz HC p[®]Á, p[®]Q;I;aj[®] k[®] i[®]q[®]ç[®] qCu;[®]R Hhw i[®]q[®]ç[®] j;I;I;I[®] Ø[®] Bn[®]u[®] mCu; k;Nk[®] afSf J[®] W;I;L[®]ph; mCu; ice k;fe LIL[®]a[®]R, H Lbj;J f[®]olha qCu; EIW[®]a m;INmz

A[®]eL ice qC[®]a mima;I j[®]e HLv; ms;C Qim[®]aIRmz[®] p[®] f[®]ia I;[®]e öC[®]a k;Ch;I B[®]ñ h[®]m[®]aIRm "LM[®]e;C Bij qil j;I;eh e; Hhw f[®]iaice Øj i;I;Pu; ihR;e;ju h[®]pu; h[®]mu;[®]R[®] L[®]i[®]e;I[®]aC Bij qil j;I;eh e;Z HC[®]-k ihe[®]ul iQ[®]z[®] a;q;I p;I[®]U[®] je[®]L AidL;I LIL[®]u; h[®]pu;[®]R, ihe[®]u e[®]f[®]QI Ø[®] h[®]pu; Lbj Li[®]q[®]a[®]R S;I[®]e[®]a f;I[®]l[®]m a;q;I q[®]v[®]f[®]MI I[®]š² Eam; qCu; EIW[®]a[®]R, ihe[®]u c[®] ice a;q;[®]çI h;I[®]s[®]a e; B[®]ip[®]m AhI;Ü A;I j;[®]e a;q;I je Ief[®]sa qC[®]a[®]R, j;I[®]T j;I[®]T pañ[®]L e;e; Efm[®]r ihe[®]ul h;I;pu k;Ch;I Se[®]f Evp;I;qa LIL[®]a[®]R Hhw pañ[®] i;g;I;I;u; B[®]ip[®]m ihe[®]u Lf LIL[®]a[®]IRm, ihe[®]ul p[®]Á Lf Lbj qCm, a;q;I B[®]ç[®]f;I;ç¹ pwh;ç pwh;ç LIL[®]h;I Q[®] LIL[®]a[®]R-- Cq; mima;I f[®]r kaC A;I;h;K[®]l qCu; EIW[®]a[®]R aaC f;I;I[®] N[®]ñe[®]a a;q;[®]L Ad[®]l LIL[®]u; a[®]m[®]a[®]Rz ihe[®]u J[®] N;I;I;I p[®]Á Bm;f-f[®]lI[®]Q[®]u h;I;ç[®] e;ç h[®]mu; HL-HL h;I f[®]ñh;h[®] f[®]ia a;q;I I;NJ qCaz iL[®]z[°] no f[®]kl[®] p[®] ms;C LIL[®]h, j;I[®]h ah[®] q;I[®]h e; HC a;q;I fZ iRmz S[®]he[®] k[®] L;je LIL[®]u; L;I;V;C[®]h p[®] p[®]ð[®]a e;e;f[®]L;I L[®]Øfe; a;q;I j[®]eI j[®]d[®] k;aj;u; LIL[®]a[®]IRmz u[®];I[®]f[®]I m;I;L;I[®]q[®]-a;I;Z[®] I;Z[®]f[®]çI S[®]heQ;I[®]a k[®]-pLm L[®]fa[®]L;I;q[®]ef[®] p[®] f;I[®]W LIL[®]u;IRm[®] p[®]C-Im a;q;I i[®]e[®]SI f[®]r p;I;É J[®] pñh[®]f[®]I h[®]mu; j[®]e qC[®]a m;INmz

HLice[®] p[®] f[®]ñh;h[®]L iNu; Liqm, "h;h;I, Bij iL[®] L[®]i[®]e; I[®]u-Cú[®]m[®] nM;h;I i;I[®] i[®]e[®]a

fjil e?"

f^onhjhaayqil g^oul j^oMI ic^oL Qilqu; c^oime, r^ojad q^oul h^oceju a;qil pLI;Z c^oV Qr^oke L;Pim qCu; HC fhAIS' ip; LIL^oaRz lale IDe^ofu^o LIq^ome, "Le fjil h^o e; j;? ILz^oaje g^ou-Cu^om L;bj^ou?"

k^o pj^oul Lb; qC^oaR aMe g^ou-Cu^om h^oin IRm e; , pij^oef^o f;Wnim; IRm Hhw i a0^ol g^oul; Inri^ou^oel L;S aMe AN^ol qe e;Cz m^oma; h^oEL^om qCu; LIqm, "Cu^om eC h;h;?"

f^onhjhaLIq^ome, "LC, c^oim e^o ai?"

m^oma; LIqm, "B^oR; , h;h; , g^ou-Cu^om IL HLV; LI; k;u e;?"

f^onhjhaLIq^ome, "A^oeL MI^ol Lb; Hhw A^oeL m^oi^oLI pq;ua; Q;Cz"

m^oma; S;lea pVL^og^oNI pWL^oDf S;N;Cu; a;im;C L^oMe, ILz^o a;qi p;ide LILh;I f^oBJ k^o Ha h;di a;qi p^o f^oh^oi i h^o e;Cz ILR^oZ Of LILu; h;pu; b;ilLu; p^o B^ol B^ol EIWu; Qimu; N^omz ayqil HC If^ouaj; Le^oiVI q^oul h^oeb; L;jeM;e f^onhjha a;qiC h;pu; i jh^oa m;IN^omez l^ohe^oul p^oda q;ijeh;h^o p^oice k^o CiAa LILu; INu;Re a;qiJ ayqil j^oe f^oismz c^oOnen^oap g^oimu; le^oS^oL fhAIS' ip; LIL^ome-- "Bij IL Aih^oQe;I L;S LILu;IR?' ayqil Aef^o L;e; g^ou qC^om ih^ono IQz;I L;IZ IRm e;-- ILz^o m^oma;I S^ohe k^o m^oma;I f^or Aaf^oz^o1 pa^of fc;bl^o p^o ai B;di-B;id ILR^o S;e e; , p^oM^oxM a;qiI f^or ILR^opa^of ILR^o g;il e^oqz

m^oma; f^olaice le^oSI S^oh^oel j^ode h^oeb^oid , il hqe LILu; h;ilQu; b;ilL^oh^o L;je LILu;? p^o k^o pC;j^oAM L;bj;J HLV; f^ola;u; , HLV; j^oAm-fILZ; j^o c^oim^oa f;C^oaR e;Z Hjei h^o lel;f;ju i j;pu; Qimu; k;Ju; a;qiI ui jh;ipU e^oqz

p^oCiceC j^ode^oq^o2 m^oma; p^oil a;I h;is B;pu; EfI^oba qCmz 0^ol Nq^o< ; ih^ono ILR^o e;Cz g^oTI EfI HLIV 0l -S;si nal' , a;qiIC HL ic^oL p^oil a;I ihR;e; f;ja; J Aef^o ic^oL qil g^oilqef^o ihR;e;Z qil g^oilqef^o M;V^o h^oe e; h;imu; p^oil a;J ayqil p^oA HL 0^ol e^ol^o ihR;e; LILu; oC^oaRz c^ou;im f^onhjha HLM;le Rih V;P;e;Z f;h^ol HLIV R;V; 0^ol pa^oh^ol M;V f;su;R Hhw HL d;^ol HLIV R;V; V;h^oml EfI c;ju;a Lmj M;ja; hC p^oV^o Ihn^oMmi h^o R;e; I;qu;Rz pa^oh^ol Cu^om INu;Rz h;is leU^oz

Bq;I;Z^o1 qil g^oilqef^o ayqil j;C^ol EfI oCu; lea;I Ef^oz LIL^oaRe, Hhw p^oil a; If^oW j^oS^o Qm g^oimu; Icu; nal^o h;pu; L;iml EfI h;ilmn mCu; HL j^oe Lf f;is^oaRz pC;j^oAM B^ol; LuM;e; hC f;su; B^oRz

m^oma;L qW;v 0^ol Y^oL^oa c^oim^ou; p^oil a; ke m^o< a qCu; f;bj;V; hC ha LILm, flr^oZ m< il a;I;C m< j^oL c;je LILu; hC k;je IRm a;je I;IMmz HC hC-Im N;I;I I Qe;hmz

qil g^oilqef^o EIWu; h;pu; LIq^ome, "H^op; , H^op; j; , m^oma; H^op;Z a;j;C^ol h;is R^oS p^oil a;I j^oel j^ode L;je LI^oR p^o Bij S;lez JI je M;I;f q^omC I hC-m; le^ou fs^oa h^op; HMeC Bij o^ou o^ou i jh;IRm; a;I I; LE H^om i; m; qu-- Aj^ole a;h; H^op f^oS^oR-- A^oeL ice h;Y^oh j;!"

mĭma; j^e k Lb;V; ĪRm pŏll a; L;R hĭpu; p H^RLh;C a;q; BĪñ LĪu; ĩcmz p
Lĭqm, "pŏĭcĭc, B;ĭcĭ f;is;u ġ^ucĭ S^eĕ kĭc HLV; Cŭm LĪ; k;u a; q^m L;e quz"
qĭġ ġ;ĭqef Ah;L qCu; Lĭq^me, "h;ĭe; HLh;ĭ Lb;ĭ a;ġ Ī; Cŭm LĪ^h Lĕ"
pŏll a; Lĭqm, "L;e L^Ī LĪ; k;ġ hmĭ^Ī L B;ĭcĭ p;ġkĕ LĪ^h? h;ġ;L h^mĪRp
ĪL?"

mĭma; Lĭqm, "B;ĭĭ; c^Se^e a; f;is;ĕ f;ĭhz qu^a; h;ĭcĭġ Ī;ĪS q^hz"
pŏll a; Lĭqm, "ŏd⁺ f;is;ĕ; ĩe^u a; Lb; euz Lĕ ĪL; L^Ī Cŭmĭ L;S Q;ġm;ĕ q^h
a;ĭ ph ĩeuj^h ġ^uġ; Q;ĭ, h;ĭs ĪWL LĪ^a q^h, R;ĕf p^wNĭq LĪ^a q^h, MĪQ S;ĪN;ĕ
q^hz B;ĭĭ; c^Se^e ġ^uġ;e^o HĪ Lĕ LĪ^a f;ĭĪ!"

mĭma; Lĭqm, "ĭcĭc, Ķ Lb; hm^m Qm^h e;ġ ġ^uġ;e^o q^u S^ġĪR h^mC ĪL ĩe^SĪ
ġeM;ĕ;L ĩe^u Ő^Ī Ķ^dĕ f^s BR;is^m b;ĭLh? f;ĭbhĕĪ L;ĕ; L;S^C m;ĪN^h e;?"

mĭma; Lb;V;ĭ Ķ^dĕ k^hce; ĪRm pŏll a;ĭ h^ĪLĪ Ķ^dĕ ĪNu; a;q; h;ĭSu; EĪWmz p
L;ĕ; EšĪ e; LĪu; ĭ ĭh^a m;ĪN^{mz}

mĭma; Lĭqm, "f;is;u a; A^eL ġ^u B^Rz B;ĭĭ; kĭc a;ĭcĭ A;ĭe f;is;ĕ Q;ĭ h;f-j;ĭ;
a; M^h q^hz a;ĭcĭ k-LSe^L f;ĭc a;ġ;ĭ HC h;ĭs^a H^e f;is;ġc q^hz H^a MĪQ
ĪL^pĪ?"

HC h;ĭs^a Ī;SĕĪ AfĭĪĪŐa Ő^Ī ġ^u S^s; LĪu; f;is;ġ;ĭ f;Ū^h qĭġ ġ;ĭqef Ecŭh^{NA}
qCu; EĪW^mez ĩaĕ ĩeĪ ĩhĭm f;S;Ī-AQĪe; mCu; ŏŪ ŏĪQ qCu; b;ĭL^a Q;e, a;q;ĭ hĕ;Ő;ĕal
pⁿ;ġe;ġ Bfĭš LĪ^a m;ĪN^mez

pŏll a; Lĭqm, "Ķ ĭp, a;ġ;ĭ ĭ u^ec, kĭc R;ĕf S;ĪV a;ĭcĭ ĩe^u B;ĭcĭ e^fQĪ a;ġ;
Ő^ĪC L;S Q;ġm;ĕ f;ĭh, a;ġ;ĭ E^fĪ Ő^Ī B;ĭĭ; Evf;ĭa LĪ^a Bph e;ġ a; ĭĭc mĭma;ĭ,
kĭc R;ĕf f;ĭġ; k;u a; q^m BĭĶ Ī;ĪS BĪRz"

mĭma; Lĭqm, "B;ĪR;ĭ, ġM;ĭC k;ĭL-e;ġ"
qĭġ ġ;ĭqef h;ĭ h;ĭ Lĭq^m m;ĪN^me, "Ķ ĭ, pLm ĩho^uc a;ġ Ī; MŪV;ĕĪ Ķ^a; q^m Qm^h
ĕLe? Nqŏb Ő^Ī Ķ^u Cŭm f;is;u H^a; h;ĭfĪ hu^p ŏĕ ĩe^r"

f^Īnh;ġ R;ĕal E^fĪ q^Ca Bn-f;ĭnl h;ĭsĪ R;ĕa ġ^ucĭ Ķ^dĕ Bm;f-fĪĪQu Őĭmaz
HC fĪĪQ^u HLV; Ķ^Ū L.VL ĪRm, f;ĭnl h;ĭsĪ ġ^uĭ; H h;ĭsĪ ġ^ucĭ Ha hu^p HM^e; ĩh;ġ
q^Cm e; ĩmuj f;ĭu^C f;ĭh^hhw ĩhŏĶ u fĪĭ;ĭ LĪ az mĭma;ĭ HC L;ĭ^Z HC R;ĕal Bm;ĕf
f;ĭaf^r k;ĭN ĩca e;ġ

HC R;ĕa R;ĕa h^aĪĪhŪ^Ī m;ġZĕ ĪRm pL^m Q^u Evp;ġĭ A^eĕ h;ĭsĪ p;ġ;ĭĪL
Īlahš pŏ^a a;q;ĭ L^aq^m pĭĶ ĪRm e;ġ a;q;ĭ fĪa^hnl^c ĭcĕL S^hek;ĕ;ĭ fĭĭe Ķ
A^fĭe A^eL ĩhou^C cĭ q^Ca h;ĭk;ĭN a;q;ĭ ĩeLV B^mĭĪŐa qCaz ĪŐĪ;ĭe q^Ū Lnpw^ĭĭ;
LĪ^a LĪ^a Ķ^sz BL;ġa^m f;ĭu^C a;q;ĭ Afĭĭq^p Ķ; SĭĶ az

mĭma; a;q;ĭ p^wLĪŐfa ġ^u-Cŭmĭ R;ĕf^wNĕqĭ ĭ Ķ m;ġZĕĪ E^fĪ Afĭ^Z LĪĭmz m;ġZĕ
R;ĕa R;ĕa kMe HC f;Ū^h Ő;ŏZ; LĪu; ĩcm aMe A^eL ġ^uc Evp;ĭq^a qCu; EĪWmz mĭma;ĭ

Mñn qCu; p0il a;il h;ls HLam;il Ol TyV lcu; dCu; p;S;Cu; fUa LIL a m;ilNm
ILz° a;q;il CúmOl nšÉC l;qu; Nmz h;ls Lañl; ayq;cl g'ucl i m;Cu; fs;Ch;l
Rm h;ph;ls a mCu; k;Ch;l fU;h AaÉz' 1 24U qCu; EIWmez Hje-IL, HC Efm rC kMe
ayq;il; Sje a f;il me f;n h;h; g'ucl pA ayq;cl g'ucl Bm;f Qm aMe a;q; a
h;di cJu;C ayq;il; LañÉ h;id LIL mez ayq;cl g'ucl R; a JW; hã qCh;l S; qCm Hhw
h;ip f;la h;nf; g'ucl p; d p w L 0 f l f;la ayq;il; p; d; ;o; f;U;N LIL me e; z h;Q;il; m;hZÉ
kb;ipj u IQl;le q; a R; a EIWu; cM f;in h;añ R; a-Im a eh;e;cl f;il h;añ fh;Z;cl
p; j;Nj qC a R Hhw ayq;cl HLS e; l eLV qC a J p p;cl pñ;oz m;il LIL m e; z
m;ma; Cq; a J r; z' qCm e; z p Liqm-- A eL N;il h h;ip g'ucl h;be Cúm Inu; fs;
c x p; dÉ, a;q;cl fs;Ch;l i ;l mCm EFL;l qC a f;il h; z
HCl f R; œ f- pã; e p l e S J m;ilNm, p dÉ L J m;N; Cu; l cmz
p L; m f;n h;h; g'ucl fs;öe; l M; j;la h;ýc; l h;U a IRmz Hje-IL, p M; j;la
p a f L J A eL c; l R; s; Cu; Inu; IRmz HSe f Cq; il; g'ucl l h;e; h;a e fs;Ch;l i ;l mC h e
öleu; A eL l f a; j; a; c Mñn qCu; EIWmez
f; b; g f; y Q- Ru; l V g'u mCu; c; c- Q; il l c e C m;ma; il Cúm h;ip u; Nmz f;n h;h; p A HC
Cúm l Lb; B m; Qe; l; l u; Cq; il l e u; h; y; d u; Cq; il B u; Se L; l u; p l e S L HL j q; a l
p j u l cm e; z Hje-IL, hvp; l h; n o f l e r; qCu; Nm g'ucl l l l f f; i C S l c a qC h a; q;
mCu; m;hZÉ p A m;ma; il l h; a; j a a l N h; y; d u; Nm-- m;ma; k hC- m; il Lb; h m m;hZÉ
a; q; f R; c qu e; , B; h; l m;hZÉ p A m;ma; il f R; l J l j m qu e; z f l e r; l l LIL h a; q;
mCu; J HLV a l N qCu; Nmz m;hZÉ g; j; V l E f l k; c J q; il j e h; h; l c; i M a f; i l l a e; , l L z °
ayq; il f; i t m a f l M; j; la a p A l i i s a IRmz q; il j e h; h; a; q; cl l h; c; i m u l f l e r; A b; h; l n r;
A b; h; l; e; j- H L V; L; S l e k s' b; i l l m p V; k l h; n o N d h l l h o u qC h H l h o u a; q; il
p c q; j; e IRm e; z l L z ° m;ma; il L b; V; l H l h; i C E s; Cu; l cm-- q; il j e h; h; p A a; q; cl H
l h; c; i m u l l; e; j; f; l; il p d a C b; i l l a f; i l e; z
c; c- l a e l c e l j d f C a; q; il R; œ f l cm L; j a L; j a L; p n e f qCu; Nmz m;ma; a; q; il
l e S l e L p h; ip u; f c n e ö l e h; j; e R; œ f- pñ; h; e; j u p Q; l L a qCu; E W, l L z ° l Q C B p e; z
Hje L; l u; c; f; l kMe L; j; V u; Nm aMe p h; Tm HLV; l L R a N; im qCu; R z
l e L V k R; œ f V IRm m;ma; a; q; il h; s a Nmz R; œ f L y c; l y c; qCu; Liqm, " j; B j; l
k a l c R e; z"
j; l; l q me, A p h; d; q u z A p h; d; V; k L f a; q; Ø f Ø h; t; Nm e; z m;ma; A l i j; l e e f g u;
p A e f f r A l e; j; R; i l m n j; e m r Z c; i M m S c L; l a h; l; j Z l S' i p; l; l a f; i l C e; z p
L; l q m, " k; c A p h; d; q u a; j q m L; j S L f"
m;ma; Cq; il f l k h; ls a Nm p M; e Ø f Ø L b; c ö l e a f; i C m z a; q; il; l; l q m, " p Q; il a;
B S L; m l q c a qCu; R, p S; a j; e, a; q; il h; ls a W; l L f S; qu, C a f; i c z"
m;ma; Liqm, " p S e f k; c B f; l s b; l a h e; j u B j; c l h; ls a C Cúm h p h z"

İLz° Cqj®aJ BfīšI M™e qCm ej, B®i-HLVj İLRªhijL B®Rz mīma; Aef hīs®a ej İNu; pðfL®L XjLjCu; f;WjCmz İS' jpi LİIm, "pðfL, Lf q®u®R pať L® h®m; ®aj"

pðfL Lİqm, "fjehjª®aj j®cl HC CúsmI İhI;®Ü E®W-f®S m®N®Rez"

mīma; İS' jpi LİIm, "®Le, İcİcl hīs®a WjLđ f®Sj qu h®m?"

pðfL Lİqm, "ödªajC euz"

mīma; AdfL qCu; Lİqm, "BI Lf, h®m;C-e;Z"

pðfL Lİqm, "®p A®eL Lbjz"

mīma; Lİqm, "Bj;I J AfI;đ B®R h®T?"

pðfL Qf Lİlu; İİqmz mīma; jM m;im Lİlu; hİmm, "H Bj;I ®pC ØVfj;I-k;æ;I n;İÜ! kİc Aİh®QejI LjS L®C b;İL a®h i;®m; LjS L® f;İulÖQš LI;I fb Bj;I®cl pj;®S H®Lh;I®C hã h®T! Bj;I f®R pj;Ü öi LjN®H pj;®S İeloÜ? Bj;I Hhw Bj;I®cl pj;®SI Bđf;İaİL EæİaI HC f;Z;m®f®aj I; İWL L®IR!"

pðfL Lb;v;I®L HLVªeIj Lİh;I Seť Lİqm, "İWL ®pS®ef euz İheuh;Iđ; f;I®R æ²j HC İhc;I;m®ul p®A Sİsa q®u f®se Jj;I ®pC i u L®ez"

mīma; H®Lh;I® B-e qCu; Lİqm, "®p i u, ej ®p i jNE! ®k;NÉa;u İheuh;Iđ p®A ame; qu Hje ®m;L Jj;I j®đf LSe B®R!"

pðfL mīma;I I;N®cİMu; pW LªQa qCu; Lİqm, "®p®aj İWL Lbjz İLz° İheuh;Iª®aj--"

mīma;Z h;İppj;®SI ®m;L ee! ®pCS®ef h;İppj;S a;I®L c™ c®hez Hje pj;®SI S®ef Bİj ®Nđh®h;đ Lİİ®ez

RjæI®cl pçf;Zİİa®I;đje ®cİMu; p®İIa; h;f;I;I;m;ej Lf Hhw LjqiI à;I; OİV®a®R a;qi h®T®a f;İIu;İRmz ®p H pđªa®Lj®ej Lb;İV ej Lİqu; Ef®I O®I pañ®L a;qiI Bpæ fl®r;I Seť f;Üª Lİİ®aİRmz

pðf®I p®A Lbj Lİqu; mīma; p®İIa;I Lj®R®Nm, Lİqm, "ö®eR?"

p®İIa; HLVªq;İIpu; Lİqm, "öle İe; İLz° ph h®TİRz"

mīma; Lİqm, "H-ph İL pqť LIªa q®h?"

p®İIa; mīma;I q;Ia dİlu; Lİqm, "pqť LIªa®aj Afj;je ®eCz h;Ih;I®Lje L® ph pqť L®Ie c®MİRp®aj?"

mīma; Lİqm, "İLz° pªÖİcİc, Bj;I A®eL pj u j®e qu pqť LI;I à;I; Aef;u®L®ke üfL;I L®®eJu; quz Aef;u®L pqť ej LI;C q®R a;I f;İa EİQa h;fhq;Iz"

p®İIa; Lİqm, "a® Lf LIªa Q;I p i;C hml"

mīma; Lİqm, "a; Bİj İLjRª i jh İe-- Bİj Lf LIªa f;İI a;J S;İe®e-- İLz° HLVj-İLRªLIªaC q®hz Bj;I®cl j®aj j®uj;je®ol p®A Hje eİI;I®h k;I;I m®N®R a;I; İeS®cl ka h®s;I®m;L j®e LI;L a;I; L;Iđ;oz İLz° a;I®cl Lj®R Bİj®Lj®ej®aC q;I j;eh ej--®L®ej®aC ej H®a a;I; k;I LIªa f;I®I LI;Iz"

hİmu; mīma; j;I;V®a f;c;O;Ia LİImz p®İIa;®Lj®ej; EšI ej Lİlu; đf®I đf®I mīma;I

Iheu ʘKM₁ʘe HC Luice Alaibl ʘF J hãʘF Hje leĩ0Qai j^h fc;fĩZ Lĩlu;ĩRm a;qi
 am^cʘh pj jĩSL B^NũĩNĩ Hje p^Qøi j^h EŞÇ qCu; B^R a;qi ʘp ü^Fũ Silea e;ʘ fĩb
 kMe ʘp f^Qnh;h fĩh;ĩI p^A ĩj ĩn^aĩRm aMe a;qi j^e k^bø p^wL;Q ĩRm; ʘL;ɓju
 Lacſ fkl₁ a;qi AĩDL;ĩI p^fj; a;qi ʘ leĩ0Qa Silea e; ĩmu; phĩc; i^u i^u Qĩmaz
 æ²j kMe a;qi i u i jĩPu; ʘNm aMe ʘL;ɓj ʘk ĩLRj;æ ĩhf^cl n[^]; B^R a;qi a;qi
 j^eJ qu e;Cz BS qW;v kMe ölem a;qi h^fhq;ĩI pj j^SI ʘm;L I ĩeLV mĩmai^L ĩeĩa
 qC^a qC^aR aMe a;qi j;ɓju hS^f fĩsmz ĩh^hnoa pL^ml ʘu a;qi ʘr;ĩ I L;IZ qCm
 HCSe^f ʘ, mĩmai; p^ðã a;qi q^eul EŞ;fj;æ p;ɗ;IZ hã^a ʘM; R;S;Cu; A^eL F^dũ
 EĩWu;ĩRm a;qi ʘ ĩe^S Silea Hhw ha^ĩ je ʘ^e ʘKM₁ʘe fl^øf^Q I pj;S Hje ĩhĩ æ ʘM₁ʘe
 Hl^f a;f;ɗ;L^f ʘp j^e j^e Afl;ɗ ĩmu;C NZ^f Lĩaz ʘp A^eL h; j^e Lĩlu;R HC
 fĩh;ĩI ĩhn^ũ Alaibl ʘF Bĩpu; ʘ ĩe^SI ĩWL 0b;eĩV ĩj;M^a f;ĩ e;C-- HL S;ũN;u ʘ
 LfVa; Lĩ^aR; a;qi j^el ĩ j;h^v HC fĩh;ĩI ʘm;L I L;R ĩWLj a f;L;ĩn f;C^m a;qi
 f^r m[<] j;L;IZ qC^hz

Hje pju kMe HLice j^df;^q2 hlc;ɓ;L^f f^æ ĩmĩmu; ĩheu^L ĩh^hno Lĩlu; X;ĩLu; Bĩeu;
 ĩS' j; Lĩ^me-- "ĩheuh;h; Bfĩe ʘa; ĩq^h?" Hhw ĩheu a;qi üfL;ĩ Lĩ^m f^el;ju fĩh^h
 Lĩ^me-- "ĩq^h p;S Bfĩe ʘa; a^f;N Lĩ^a f;ĩl^he e;?" Hhw ĩheu a;qi a;qi f^r Ap^ñh
 S;e;C^m hlc;ɓ;L^f kMe ĩmu; EĩW^me "a^h ʘLe Bfĩe"-- aMe ʘpC "a^h ʘLe' ʘL;e;
 EŞ ĩhe^{ul} j^m S;N;Cm e;ʘ ʘ H^Lh;ĩ j;ɓ; ʘq^v Lĩlu; ĩpu; ĩqmz a;qi j^e qCm ʘ
 ʘke d;ĩ f;su;R; a;qi Hje HLv; ĩSlep HM;e pL^ml L;R f;L;ĩn qCu; f;su;R k;q; ʘ
 0^hɓ;K;h;u^d L;Rj ʘN;fe Lĩ^a Q;ĩqu;ĩRmz a;qi ʘLhmC j^e qC^a m;ĩNm-- f^Qnh;h^aL^f
 j^e Lĩ^aRe, mĩmai; Lf j^e Lĩ^aR, p^ũl; a;C h; a;q;L Lf ĩ j;h^a! ʘch^ſal ʘL;e^l
 ĩjæ²j HC-ʘk üN^m;L ĩLR^hc^el j^a; a;qi 0b;e qCu;ĩRm-- AeĩDL;ĩ-f^hnl p;ũ
 m[<] j;ɓju Lĩlu; mCu; HM;e qC^a BS a;q;L H^Lh;ĩ ĩeh^ĩpa qC^a qC^hz

a;qi f^Q f^Qnl c;S; f;ĩ qCu;C f;ɓ;C ʘk ʘp mĩmai^L ʘĩM^a f;Cm a;qi j^e
 qCm "mĩmai; ĩeLV qC^a HC ʘno-ĩhc;ul j^ſpa^l a;qi L;R HLv; j^ũ Afj;e üfL;ĩ
 Lĩlu; mCu; f;h^hĩl^Qul HLv; f;ĩmu p;ɗ;e Lĩlu; ĩcu; k;C'-- ĩL;^o Lf Lĩ^m a;qi qu ĩ j;hu;
 f;Cm e; a;C mĩmai; j^m ĩc^L e; Q;ĩqu; ĩexn^e HLIV e;ũ; Lĩlu; Qĩmu; ʘNmz

HC ʘa; ʘpice fkl₁ ĩheu f^Qnl fĩh;ĩI h;ĩq^QC ĩRm-- BSj ʘpC h;ĩq^Q Bĩpu;
 c;S;Cmz ĩL;^o H Lf f^Q c! ʘpC h;ĩq^Q BS Hje n^f ʘLe? a;qi f;h^h S^he ʘa; ʘL;e;
 r;ĩa qu e;C-- a;qi ʘN;ĩ, a;qi Be^hjuf ʘa; B^Rz ĩL;^o ah^a; a;qi j^e qC^a m;ĩNm j;R

Ke Sm qC@a XjP;u EIWu;R-- k icL Igi@aR L;bjJ p ke Sth@el Ahmde
f;C@aR e; HC qj IpwLm nq@I Se;LEZNI;Sf@b Iheu phleC le@SI Sth@el HLV; R;uj u
f;TMhZNIphle;ni Qq;ij; cIM@a mijNmz HC Ihnhe;ff oxLa;ju nfa;ju p le@SC B0QkNqCu;
Nmz @Le Hje qCm, LMe Hje qCm, Lf LIIu; H pnh qCm, HC LbjC p HLV; qeuqfe
leI;SI nsefI L;R hij hij fhALI@a mijNmz

"Iheuh;h# Iheuh;h#"

Iheu ifRe Igiu; cIMm, pafnz a;qi@L Iheu BimAe LIIu; dilmz Liqm, "Lf i;C, Lf
ha#" Iheul L~ ke An@a i IIu; B;pmz f@nh;h# 0@ HC himLIVJ k LaM;je j;dkNI
Ij n;Cu;IRm a;qi Iheu BS @kje Ae; h LII Hje h#T @L;@e;ice L@ e;Cz

pafr Liqm, "Bfle B;ji@cI JM;@e @Le kje e;? Lim B;ji@cI JM;@e m;hZ@ic
mima;icic M;@e, j;lp Bfe;L @e;Z LI hij S@ef f;Iw@Rez"

Iheu h#Tm j;lp @L;@e; MhI I;@e e; Liqm, "pafnh;h# j;lp@L B;ji fZj S;le@;--
IL;@B;ij @a; k@a f;Ih e;Z"

pafr Aee@ul p;qa Iheul q;a dilu; Liqm, "@Le f;I@e e;? Bfe;L k@aC q@,
ILR@aC R;sh e;Z"

pafrni Ha Ae;@;@di Ih@no HLV=L;IZ IRmz a;qi; Cu@ "f@l f;la hfhq;I" p@@a
a;qi@L HLIV IQe; imIM@a Icu;IRm, @pC IQe;u p f' ;@ni j@df Ihu;lon e@I f;Cu;IRm--
a;qi; i; j;I C;R; Iheu@L @pC @mM;V; @M;uz Iheu k Mh HLSe Iha;e Hhw pj Sc;I a;qi; p
S;lea; p le@Qu iWL LIIu;IRm Iheul j@a; Ip' @m;L a;qi; @mM;I iWL j@me h#T@a
f;I@h Iheu k;ic a;qi; @mM;I @n;a; u@L;I L@ a;qi; qC@m Al;pl mfm; pafrni f;Iai;
p@@a Ah' ; f;I;in LII @m An@Uu qC@h le;ZV; j;lp@L himu; @pC OV;Cu;IRm-- Iheu kMe
a;qi; @mM;I Ef@ I;u f;I;in LII @m aMe a;qi; ic;I;J @pM;@e EfI@ba b;@L Cq;C a;qi;
C;R;Z

Iheu @L;@e;@aC le;Z@Z EfI@ba qC@a f;I@h e; @leu; pafr Aaf;Z j;@su; @Nmz

Iheu a;qi; Nm; S;Cu; dilu; Liqm, "pafnh;h# a#j B;ji@cI h;S Q@;Z"

pafrni f@L@VC @pC @mM;V; IRm, pafr Iheul Bq;@e p AN;@e LII@a f;IIm e;Z
LIhknxf;@h himL a;qi@cI Ihc;im@ul Bp@ f;I;ri; p;@ p;u e@ LI;I Af;I;id u@L;I
LIIu;C Iheul hij;u @Nmz

Iheu ke a;qi@L @L;@e;@aC R;is@a Q;iqm e;Z a;qi; @mM; @a; @lemC-- fhwp; k;qi;
LII m a;qi@a p;ji;@Q@LI Af;I;S leI@fra; f;I;in f;Cm e;Z a;qi; Ef@ h;S;I qC@a
SmM;h;I IL;eu; a;qi@L M;Ju;Cmz

a;qi; f@ pafr@L a;qi@cI h;I;I L;R;L;IR @f;R;Cu; Icu; Ae;hn@L h;I;L;ma;I p;qa
Liqm, "pafnh;h# a@h B;I; i;C!"

pafr a;qi; q;a dilu; V;e;V;le LIIu; Liqm, "e;I, Bfle B;ji@cI h;I;S@a Bp@Z"

BS H Aee@u @L;@e; gm qCm e;Z

üfjñhøi jªa; Qimªa Qimªa ðheu Be¾jufi hñsªa Bìpuj ƒjRm, ÌL¿º ayqil pªÁ
©Mj; Lìlªa fìllm eiz Rìªal Efª ƒk 0ª ƒNij; öCa ƒpC ðeSle 0ª fñhn Lìlm-- HC 0ª
a;qiªcl hñmñhªªa La pªMju ðce Hhw La pªMju Ijæ LjìVuìR; La Be¾jmif, La
pwlòf, La Ni ðl ðhoªul Bªm;Qe; La fìZulmq Hhw ƒp Lmªql fñapª;fZñ Ahpje!
ƒpC a;qi fññSñªel jªdª ðheu ƒajle Lìlu; BfeìL i ðmu; fñhn Lìlªa Qìlqm-- ÌL¿º
j;TMìªel HC Luìcªel eªe fìlQu fbª;id Lìlu; cys;Cm, a;qiªL ðWL ƒpC SjuN;ìVªa
YªLªa ðcm eiz Sñªel ƒLªƒ ƒk LMe pìlu; BìpuìR Hhw Lrfªbl ƒk LMe fìlhañe
OìVuìRz a;qi; Hañce ðheu pªfª Lìlu; hªTªa fìª e;C-- BS kMe ƒLìªej pªªq ðlqm e;
ame i ða qCu; EìWmz

Rìªa Ljfs öLìCªa ðcu;ìRªme, Afìjª² ƒª ðfìsu; Bìpªm Be¾juf kMe amªa
Bìpªme ame ƒNij; 0ª ðheuL ƒcìMu; ðale BòQkñ qCu; ƒNªmez a;sjajls a;qi fìñ
Bìpuj a;qi Nìª qja ðcu; Lìqªme, "ðheu, Lƒ qªR ðheu? ƒaj jªM Aje p;ci qª ƒNª
ƒLe?"

ðheu EìWu; hìpm; Lìqm, "j; Bìj fªñhñªcl hñsªa fñj kMe k;ajuja Lìªa
Bìñ Lìl, ƒNij; IjN Lìaz a;ì IjNªL Bìj ame Aef;ju jªe Lìaj -- ÌL¿º Aef;ju a;ì eu,
Bj;ìC ðehªÜa;ìz"

Be¾juf HLVMìle qìpu; Lìqªme, "aƒ ƒk Bj;ªcl Mñ pñÜ ƒªm a; Bìj hìm ƒe,
ÌL¿ºH ƒªe ƒaj; hªÜ ðc;jo ðLªp fìL;ñ ƒªm?"

ðheu Lìqm, "j; Bìjªcl pj;S ƒk HªLh;ªC ði æ ƒp Lb; Bìj HªLh;ªC ðhªQe; Lìl
ìez Jªcl hªªañhªq;ª cñª²¹ Bìj;ì Mñ Be¾ Hhw EfLìl ƒh;id qìpRm, a;ªaC Bìj BLª
qªuìRm; , Bì-ƒLìªej Lb; ƒk ðQ;ì Lìh;ì BªR HL jªªªañ Seƒ ƒp Bìj;ì jªe Ecu qu ðez"

Be¾juf Lìqªme, "ƒaj; Lb; öªe HMªej ƒaj; Bìj;ì jªe Ecu qªR e;ìz"

ðheu Lìqm, "j; aªj Sje e;ì, pj;ªS Bìj ayªcl pªªª i jìl HLV; Anìj;¹ S;ìNª
ìcªuìR-- ƒm;ªL Hje-ph ðe¾j; Lìªa Bìñ LªªR ƒk Bìj Bì ƒpMìªe--"

Be¾juf Lìqªme, "ƒNij; HLV; Lb; h;ì h;ì hªm, ƒpV; Bìj;ì LìªR Mñ MyìV jªe quz ƒp
hªm, ƒkMìªe ði aª ƒL;bj;J HLV; Aef;ju BªR ƒpMìªe h;ìCª nìj;¹ b;LìV;C pLªml ƒª
Ajªmz Jªcl pj;ªS kìc Anìj;¹ SªN b;ªL a; qªm ƒaj; Aea;f Lìh;ì ƒLìªej cìLìl ƒcìM
ªe, ƒcMìh a;ªa i jªm;C qªnz ƒaj; ðeªSì hñh;ìV; MyìV b;LªmC qmz"

I MìªeC ƒaj; ðheªul jªÜ¹ MVL; ðRmz a;qi ðeªSì hñh;ìV; Aìªªeªu ðL e;ì ƒpCªV ƒp
ƒLìªejªaC hªTuj; EìWªa fìllªaìRm eiz mìma; kMe ði æpj;Sì ƒª², a;qi pªÁ ðh;ìq kMe
pñhfl eªq, ame a;qi fìlªa ðheªul Aea;NV;C HLV; ƒNìªe fìªfì jªa; a;qiªL ðLª
LìlªaìRm Hhw HC fìªfì ðec;ì;Z fìuìÒQšLìm ƒk Efìªba qCu;ªR HC Lb;C Øj;IZ Lìlu; ƒp
fñsa qCªaìRmz

ðheu qWìv hìmu; EìWm, "j; nìnj MÈl pªÁ Bìj;ì ðh;ìªcl ƒk fìÜh qªuìRm ƒpV; qªu QªL
ƒNªmC i jªm; qaz Bìj;ì ƒkMìªe ðWL SjuN;ì ƒpCMìªeC ƒLìªejªa Bìj;ì hÜ qªu b;Lì EìQa--

Hje qJu; EİQa k, İLR^aC pMje b^L BI es^a ej fİllz'

Be³juf qİlpu; Lİq^{me}, "Abİv, nİnj M^L a;İ 0^İ hE ej L^İ a;İ; 0^İ İnlm Lİa Qİp-- nİfl Lf p^MIC Lfİm!"

Hje pju ħqİl; Bİpu; Mhİ İcm, f^İn^hİ^h hİsl c^İ j^u Bİpu;Rez öleu; İhe^ul h^İLİ j^dİ dsİp Lİl u; EİWz a;qİl j^e qCm, İheu^L paLİ Lİl u; İchİl Seİ a;qİl; Be³jufL Lİ^R ejİmn Sİe;C^a Bİpu;Rz p H^Lhİ^İ cys;Cu; EİWu; Lİqm, "Bİj kİC jİ!"

Be³juf EİWu; cys;Cu; a;qİl qİa dİl u; Lİq^{me}, "H^Lhİ^İ hİs R^S kİp e İheu! e^LQİ 0^İ HLV^aA^İfr; Lİİ"

e^LQ kİC^a kİC^a İheu hİl hİl hİm^a mİİNm, "Hİ a;İ Lİ^eİ cİ Lİl İRm e; kİ q^u N^R a; q^u N^R, İL^İ Bİj a;İ j^İ N^mJ Bİ pMİ^e kag e;İ Afİİ^dİ nİİ^İ B⁻eİ j^a; kMe HLhİl S^m J^W aMe Afİİ^dİ c^İ q^u j[']mJ pC nİİ^İ B⁻e^İ ke İeh^aC Qİu e;İ'

HLamİu İjİİ dİ^İ Nİlİl k Oİ İRm pC 0^İ İheu kMe fİhn Lİİ^a kİC^aR Hje pju jİqj a;qİl Ögfa EclİV^L QİfLİ^eİ ħİaj -h^ae qC^a jİ^İ İc^a İc^a Bİfp qC^a hİs İgİl u; Bİp^{me}z İhe^ul qİa dİl u; Lİq^{me}, "HC⁻k İheu! ħn! Bİj a;İ jİ^L M^SİR"

hİmu; İheu^L Nİlİl 0^İ j^dİ mCu; İNu; HLVİ^İ QİL^a hpİCu; İe^SJ hİp^{me} Hhw f^LV qC^a İXhİ hİqİ Lİl u; İheu^L HLİV fİe MİC^a İc^{me}z

"J^İ a;İ jİ^L İe^u Bu^İ" hİmu; HLVİ; y^WLİl İcu; İale H^Lhİ^İC Lİ^Sİ Lbİ fİİ^sme; İS' İpİ Lİİ^{me}, "pC İhouVİl Lf İİ^İ qm? Bİ a;İ--"

cİM^{me} İhe^ul İ ħMİe; f^İh^İ Q^u A^eLVİ; eİjz M^h k HLVİ; Evpİq a;qİ eu h^V, İL^İ g^İL İcu; Lİ^eİj^a LbİVİ^L HsİChİl Q^İJ c^Mİ kİu e;İ jİqj aMeC İce-rZ H^Lhİ^İ fİLİ Lİİ^a Qİe; İheu Lİqm, "Nİlİ; İg^İ Bp^L-e;İ"

jİqj Bn^İ qCu; Lİq^{me}, "p a;İ Bİ İce L^uL B^Rz İheu, İLR^a SmMİhİl Be^a h^m İcC-- Lf hm? a;İ jİl j^M BS İ jİl öL^e; c^Mİ^İR k! İLR^a Ap^M-İhp^M L^İ İe^aİ?"

SmMİhİ^İ cİu qC^a İheu İe^xLİa mİİ Lİİ^m jİqj İe^Sİ r^dİehİ^İ Aİİ fİ^İ hİsl İİ aİ Nİe Lİİ^{me}z İheu Nİlİl Vİh^mİ Efl qC^a k⁻Lİ^eİ HLMİe; hC Vİleu; mCu; fİa; EmVİC^a mİİNm, a;qİl f^İ hC gİmu; 0^İ HL dİl qC^a Bİ-HL dİl f^kİ^İ fİuQİİ Lİİ^a bİLmz

ħqİl; Bİpu; Lİqm, "jİ XİL^Re;İ"

İheu İS' İpİ Lİİ^m, "Lİ^L XİL^Re?"

ħqİl; Lİqm, "Bf^eİ^L"

İheu İS' İpİ Lİİ^m, "Bİ-pL^m B^Re?"

ħqİl; Lİqm, "B^Re;İ"

fİf^İ0^İ j^M Rİe kİe Lİl u; kİu İheu a;İ İe Lİl u; Ef^İ Qİmmz 0^İ İ a^İ Lİ^R Bİpu; HLV^aCa^İa Lİİ^aC p^İİa; f^İh^İ j^aİC a;qİl pqS p^İqİ^İ İÖe^İL^İ Lİqm, "İheuhİ^İ Bp^e" pC İl öleu; İhe^ul j^e qCm ke p HLVİ; Afİa;İİna de fİCmz

İheu 0^o Y^hL^m p^oİl a; Hhw mⁱma; a; q; ^oL^o cⁱMu; B^o0kⁿ qCmz ^op^o k^o La AL^oJ; v L^o
LİWe B^oja f; Cu; ^oR a; q; HC A^of p; ^oul j^od^e a; q; j^oM İ^oİq²a qCu; İNu; ^oRz ^op p l p
n^ej m ^or^oel Efl İcu; qW; v ^oL; b; qC^oa f^oAf; m f; su; Qımu; İNu; ^oR İhe^oul İea^of; p; q; p^e
j^oMİ ^opC ^or^oel j^oa; ^oQ; q; j; qCu; ^oRz mⁱma; j l j^oe ^once; Hhw Lİ; Z; j l p^oÂ HLV^o Be^oİ
Bi j; p; J^o c^oM; j İcmz

Ae^of İce qC^om mⁱma; p; q; İhe^oul p^oÂ Lb; Bİñ Lİla e; -- BS ^ok; j; İheu 0^o
f^ohn Lİl m Aj^o İe ^op hımu; EİWm, ""İheuh; h; Bfe; j l p^oÂ Bj; ^oİ HLv; fl; j n^oİB^oRz"

İhe^oul h^oL^o ^oL^o ^oke qW; v HLv; n^eİ c^of Be^oİ h; Z R; j; su; j; j l m; z ^op E^oİ^o p OİLa qCu;
EİWm; a; q; j l İhh; Z^oİ^o c^om; e j^oM j^oq^oİ^o c^of; ç l p' j l qCmz

mⁱma; Lİqm, ""Bj l; Lu ^oh; İe İj^om HLİV ^oR; ^oV; M; ^oV; ^oj^o u- C^ou^om Lİ^oa Q; İz"

İheu Evp; İq; a qCu; EİWu; Lİqm, ""^oj^o u- C^ou^om Lİ; A^oeL İce ^ob^oL Bj; j l S^oh^oel HLv;
pW^oL^ofz"

mⁱma; Lİqm, ""Bfe; ^oL H İho^o Bj; ^oİ p; q; k^e Lİ^oa q^oh; z"

İheu Lİqm, ""Bj; j l à; j; k; q^oa f; İ^o a; j l ^oL; İe; ^oW q^oh e; j; Bj; ^oL L^of Lİ^oa q^oh
h^om; z"

mⁱma; Lİqm, ""Bj l; h; İp h^om İq^oİ^o Aİi i; h^oLİ; Bj; ^oİ İhn; İp L^o e; j; H İho^o
Bfe; ^oL ^oİ; c^oM^oa q^oh; z"

İheu EY^of; ç qCu; EİWu; Lİqm, ""Bfİe İL; İR^oİ u Lİ^ohe e; -- Bİj f; j l h; z"

Be^oİj u^of Lİq^ome, ""a; J M^oh f; j l ^oh; ^om; j l ^oL^o Lb; j u i ^om^ou hn Lİ^oa Jİ Sİs ^oLE ^oe; ç; z"

mⁱma; Lİqm, ""İhc^of; j^om^oul L; j; SLj^oİ^o k^o İeu; j^o k^oİLj L^o Q; İm; İe; EİQa-- p; j u i; j; N Lİ; j;
Lİp i; j; N Lİ; j; hC İWL L^o ^oc; Ju; j; H- p; j; ÜC Bfe; ^oL L^o İc^oa q^oh; z"

H L; j; SV; j İhe^oul f^or n^oş² e^oq, İL; ^oa; q; j l d; y; d; j; m; İNu; ^oNm; z h l c; j; p; ç; İf ay; q; j l ^oj^o u^oİ
pİq; a a; q; j l İj İn^oa İe^oİd Lİl u; İcu; ^oRe Hhw p; j; ^oS a; q; j l İhl; ^oÜ B^oİ; İme Qİm^oa^oR, H
Lb; j; v İL mⁱma; j H^oLh; İC S; j^oe e; j? H İb^om İheu kİc mⁱma; j l Ae^oİ; j d İj İM^oa fİlan^oİa qu
a^oh ^op; v; Ae^oİ; j u Hhw mⁱma; j l f^or Aİe^oİLİ qC^oh İL e; j; HC fİn^oa a; q; j l B^oja Lİl^oa
m; j; İNm; z H İc^oL mⁱma; j kİc ^oL; İe; İİ L^oİ^o a; q; j l p; q; j k^e fİİb^oİe; j l a^oh p; j; Ü^oİ^oİ^o İcu; ^opC
Ae^oİ; j d f; İme e; j; Lİl^o h; H; j e nİş² İhe^oul ^oL; j; u?

H f^or p^oİl a; j B^o0kⁿ qCu; ^oN^oRz ^op ü^of; İ j^oe L^o e; j; c mⁱma; j qW; v H; j e Lİl u;
İhe^oul ^oj^o u- C^ou^om l Se^of Ae^oİ; j d Lİl^o h; z H^oL^o a; j İhe^oul mCu; j k^ob^o SİVma; j l pİ^o qCu; ^oR
a; q; j l f^o H B; h; j l L^of L; j^oİ^o mⁱma; j S; j^oİe; j; İle; j; C; j; R; f; İİL HC h^of; f; İİV O; v; Cu; j; a^om^oa
Ec^oİa qCu; ^oR cⁱMu; j p^oİl a; j İfa qCu; EİWm; mⁱma; j l j^oe İh^oa; j; q S; j; İNu; j; EİWu; ^oR a; q; j ^op
h^oTm, İL; ^oİ^oİ^oİ; j İhe^oul HC Evf; İ^oa l j^od^e Sİsa Lİ; j İL a; q; j l EİQa qC^oa^oR? p^oİl a; j
EvLİ^o a qCu; hımu; EİWm, ""H p^oİ^oa HLh; j l h; j; j l p^oÂ fl; j n^oİLİ^oa q^oh^o a; j; ^oj^o u- C^ou^om
Celp^of; f; j; İl f; c^o f^ome h^om İheuh; h; HMeC ^oke M^oh ^oİn Bn; j; İeİa q^ou e; j; J^oİe; z"

p^oİl a; j ^oL; n^om fİİh; v; İ^oL^o k^o h; j; d; İcm a; q; j l İheu h^oT^oa fİİl m, Cq; İa a; q; j l j^oe B^oİ;

MVLj hijSmz ħn ħjTj k;C@aR, ħk pWLV EfİØba qCu;R a;qi pØİl a; S;e, pæl;w İeØQuC a;qi mİma;I A@N;Ql e@q, aħ mİma; @Le--

İLR€ ØfØ qCm e;Z

mİma; Lİqm, ""ħ;ħ;L @a; İS' İpj LI@aC qħz İheuh;ħ pC;ja B@Re S;e@a f;I@mC a;L hmhz İale LM@e;C Bfİš LI@he e;-- a;LJ B;I@Cİ HC İħc;İm@ul j@df b;L@a qħz"

Be;Łj ufl İc@L İgİl u; Lİqm, ""Bfe;@LJ B;I; R;sh e;Z"

Be;Łj ufl qİlpu; Lİq@me, ""Bİj @a;I@Cİ Cú@ml OI TyV İc@u Bp@a f;Ihz a;I ħİn L;S B;I;I @;I; B;I Lf qħ?"

İheu Lİqm, ""a; q@mC k@bØ qħ j;I İħc;İmu H@Lh;@ İej İm q@u EWħz"

pØİl a; J mİma; İhc;u mC@m fl İheu H@Lh;@ fch@S C@Xe N;@Xİe Aİ; j@M Qİmu; @Nmz jİqj Be;Łj ufl L;R Bİpu; Lİq@me, ""İheu @a; @cMm; A@eLV; İİS q@u H@p@R-- HMe ka nØİ f;I; k;u L;SV; @p@ @gm;C İ;İm;-- Lf S;İe B;I;I LMe j a hcm;uz"

Be;Łj ufl İhİØj a qCu; Lİq@me, ""@ Lf Lb;I İheu B;I;I İİS qm LMe? B;I;L @a; İLR@h@m İeZ"

jİqj Lİq@me, ""BSC B;I;I p@A a;I Lb;I;h;İl q@u @N@Rz @p hm@m, @N;I;I H@mC İce İØbl L;I; k;ħz"

Be;Łj ufl j;I;I; e;İsu; Lİq@me, ""jİqj, Bİj @a;I@L hmİR, a;Ł İWL ħ;T İeZ"

jİqj Lİq@me, ""B;I;I h@U kaC @j;I; @q;L, p;C;I Lb;I ħ;I;Th;I B;I;I hup q@u@R H İeØQu @S@e;Z"

Be;Łj ufl Lİq@me, ""ħ;R;I, B;I;I Efl a;Ł İ;N LI@ħ Bİj S;İe, İL;@ Bİj @MİR HC İe@u HLV; @N;İm h;I;ħz"

jİqj j@M Nñfl Lİl u; Lİq@me, ""@N;İm h;I;I@mC @N;İm h;I;I;Z"

Be;Łj ufl Lİq@me, ""jİqj, B;I;L @a;I;I; k;I hm p;J@C Bİj p@f LIh, İL;@ k;I@a @L;I;e; A;İ;Ł'ØV@a f;I;I a;I@a Bİj @k;N İc@a f;I;I @e-- @p @a;I;I@CİC İ;İm;I S@eİZ"

jİqj İe@İ;I;İ ħ Lİq@me, ""B;I;I@Cİ İ;İm;I Lb;I İ;ħ;I;I İ;I kİc B;I;I@CİC 'f@ c;J a; q@m @a;I;I@LJ @L;I;e; Lb;I @e@a qu e;I, B;I B;I;I@CİJ qu@a; İ;İm;C quz h;I' nİnj @Mİl İh@V; q@u @N@m a;I f@ B;I;I@Cİ İ;İm;I İQ;I @L;I;I;Z Lf hm?"

Be;Łj ufl Cq;I f@ @L;I;e; Eš;I e;I Lİl u; HLİV c@Nñen@p @gİm@me Hhw jİqj f@L@Vİ İXh;I qC@a HLİV f;Ie h;I;I;L Lİl u; İQh;C@a İQh;C@a Qİmu; @N@mez

mīma; f^o nh;h^oL Bīpu; Līqm, ""Bj l; hīp h^m L;e; i^oq^o j^o u Bj;cl L;R fs^a Bp^a Q;u e;-- a;C j^e LI^R i^oq^o p; j^o SI L;E^L HI j^o dē l;M^m L;SI p^hnd; q^hz Lf hm h;h;?"

f^o nh;h^oIS' ip; Līl^ome, ""i^oq^o p; j^o SI L;E^L f;h^o L; b;u?"

mīma; M^h L; j l h;ldu; Bīpu; lRm h^v, ah^a ihe^ul e; j Līl^a qW;v a;q; l pW^L;Q Efī^oba qCm; ^oSi l Līl u; pW^L;Q L;V;Cu; Līqm, ""Le, a; il f;Ju; k;h^o e;? HC-^k iheuh;h^aB^oRe-- ilWh;--"

HC ilWh;V; iea;C HLV; hēbⁿ f^ou;N, Ahēu f^ocl Afhēu j;æz JV; Ap; j;C C līqu; ^oNmz f^o n Līq^ome, ""iheu! iheu l; iS q^ohe ^oLe?"

mīma; l Aī j; j^e B^oja m; iNmz iheuh;h^a l; iS q^ohe e; l mīma; HV^L ^ahn h;Tu;R, iheuh;h^oL l; iS l; j^e mīma; l f^or Ap; dē e^oqz

mīma; Līqm, ""a; iale l; iS q^a f; i^oez"

f^o n HLV^a i^obl qCu; hīpu; b; lLu; Līq^ome, ""ph Lb; ih^oQe; L^o ^ocM^m LM^e;C iale l; iS q^ohe e; z"

mīma; l LZ^o j^o m; m; qCu; EīWmz ^o p i^oSI B^o ^om hyd; Q; ihl ^oN;R; mCu; e; iS^a m; iNmz a; q; l HC ief^osa; Le^o l; j^o MI i^oc^L a; l; Cu; f^o n l q^ou hēi^oba qCu; EīWmz il; ^o ^oL; e; p; j; l; e; l; h; lÉ M; Su; f; iC^ome e; z ilR^o Z f^o B^o B^o mīma; j^o M a^omu; Līqm, ""h; h; j, a; q^om Bj; cl HC Cū^ov; ^oL; e; j^o aC q^a f; l^o h e; j!"

f^o n Līq^ome, ""HMe qJu; l A^eL h; d; ^ocM^a f; i; uRz ^oQ; l i^a ^oN^omC ihū^o l Aīfū B^o; Qe; ^oL S; iN^ou ^oa; m; q^hz"

^onoL; ^om f; e; h; h; C iSa qC^o h Hhw Aef; ^oul L; R iexn^e q; l j; i^oa qC^o h, mīma; l f^or H; e c^xM BI- ilR^o e; Cz H p^oā a; q; l h; f R; s; BI- L; q; i^o j; n; ipe ^o p HL j^o q^oā hq^e Līl^a f; i; l a e; z ^o p ^oL; e; Aīfūa; ^oL Xl; u e; j, il; ^o Aef; u^o L ^oL; e Līl u; p q^o l Līl^o h! d^o l d^o l f^o nh; h; l L; R qC^a ^o p EīWu; ^oNmz

i^oSI ^oQ^o iNu; ^ociMm a; q; l e; j X; ^oL HLM; e; j iQīW Bīpu; R; z q; i^o al Ar l ^ociMu; h; Tm a; q; l h; mēh^a n^omh; m; l ^omM; z ^o p ihh; iqa, a; q; l üj ēl p^oā hyl f^o l b; ^oLz

iQīW j^o dē iRm--

"a; j; cl p^oā e; e; j Lb; öleu; j e h^os; M; l; j f iRmz A^eL i^oce qC^a i j; h^oā iR iQīW iMiMu; pwh; c mCh-- p; j u qCu; E^oW e; Cz il; ^o flö HLS^o el L; R qC^a (a; q; l e; j Līl h e; j) ^ok

Mhl f;Cmj öleu; ke j;bu hSf0;a qCmz H k pñh qCªa f; aq; j eJ LILªa f;ll eiz
İLz°İkle İmİMu;Re ayq;L Aİhnİp LI;J nŞz L;e; İqçkLİ pªA e;İLªaj;l
İhh;ql pñ;he; OİVu;Rz H Lb; klc pať qu' Caťilc Caťilcz

ez d mİma;l phñhİfİ Sİmu; EİWmz p HL j qªAªAªfr; LILªa f;llm eiz aMeC p
İQİWI EŞİ İmİMm--

"MhIV; pať İLe; Cq; S;leh;l Seť aťj k Bj;L fhİİS' j;pi LILu; f;W;Cu;R Cq;C Bj;l
L;R B0Qkİñ;id qCªaRz hİppj;Sİ m;Lªa j;L k Mhl İcu;R aq;l paťJ İL k;Q;C
LILªa qCªh! Ha Aİhnİp! aq;l f, L;e; İqçkLİ pªA Bj;l İhh;ql pñ;he;
OİVu;R pwh;c f;Cu;ªaj;l j;bu hSf0;a qCu;R, İLz°Bİjªaj;L İe0Qu hİmªa f;ll
hİppj;S Hj e pñMª;a p;d=kL BªRe kyq;l pªA İhh;ql Bn^; hSf0;a al a mē İec;l;Z
Hhw Bİj Hj e cC-HLIV İqçkLªL S;le kyq;cl pªA İhh;q k L;e; hİpLj;l f r
Nñ hİ İhouz Cq;l ħin BI HLIV Lb;J Bİjªaj;L hİmªa C;R; LIL eiz

H İcªL pİceL;l jªa; fñ nh;h L;S hã qCu; Nmz İale Qªf LILu; hİpu; AªeLrZ
İQz} LILªmez aq;l fñ i;jhªa i;jhªa dªf dªf pªİl a;l Oª İNu; Efi0ba qCªmez
fñ ħnİ İQİzªa j M cİMu; pªİl a;l qe u hİlba qCu; EİWmz Lf mCu; ayq;l İQz} aq;J p
S;ªe Hhw HC İQz} mCu;C pªİl a; Luİce EclñNªqCu; İİqu;Rz

fñ nh;hªpªİl a;L mCu; İeiªa Oª hİpªme Hhw Lİqªme, "j; , mİma; pđªa i;jhe;l
pju Efi0ba qªRz"

pªİl a; fñ nh;hª j M aq;l LI;Z;fZñclø İjİMu; Lİqm, "S;le h;h;!"

fñ nh;hªLİqªme, "Bİj p;j;İSL İeç;l Lb; i;jñRªez Bİj i;jñR-- B;R; mİma; İL--"

fñ ħnİ pªL;Q cİMu; pªİl a; BfİeC Lb;V;L ØfØ LILu; mCªa Qø; LILmz p
Lİqm, "mİma; h;l;h l a;l j e l Lb; Bj;l L;R Mªm hªmz İLz°İLRªce bªL p Bj;l
L;R BIªaje Lª dl;ªcu eiz Bİj ħn hªªa f;İR--"

fñ n j;TM;ªe qCªa Lİqªme, "mİma;l jªe Hj e L;e; i;jñl Ecu qªRªkv; p İeªSİ
L;RJ üL;l LIªa Q;ªR eiz Bİj ħñ f;İ;Rªe Lf LIªm JI İWL-- aťj İL hm İheuªL
Bj;cl fİl h;ª k;ªa;ªa LIªa İcªu mİma;l L;e; AİeØ LI; qªR?"

pªİl a; Lİqm, "h;h; , aťjªa; S;ªe İheuh;hª jªdªf L;e;ªc;ªoªeC-- ayl İejñm üi;jh--
ayl jªa; üi;jhaC iªªm;L Mñ A0fCªcM; k;ªuz"

fñ nh;hªªke HLV; L;e;ªeªe aŞªm;İ LILªmez İale hİmu; EİWªme, "İWL Lb; hªmR,
I;ª, İWL Lb; hªmRz İale i;jñ;ªm;L İLe; HCªVCªcMh;l İhou-- A;ªkñj f DnªJ a;C
CªMez İheuªk i;jñ;ªm;L, pªM;ªeªk Bj;l i;ª qu İe, pªSªeť Bİj ayªL h;l h;l fZ;j
Lİlz"

HLV; Sjm LjVuj Nm-- fQnhjh ke hylQuj Nmez fQnhjh ayqil chajl LjR Aefju LQe e;Cz DnA k am;c™ jjeoL JSe LQe pC leafd™ am;LC lale jileu;Re-- a;qi j dē lale leSI pj;SI ail Lj;e; Līej h;VM;lj; l; n;e e;C hīmu; ayqil j e BI Lj;e; Nīe līqm e; HC Aaf;1pqS Lb;V; HarZ lale e; hTuj Le Hje fEs; Aei h LīaIRme hīmu; ayqil B00kīh;d qCmz p0ll a;lj; j; b;u q; a l; j;Mu; hīmme, "aj;lj; LjR Bj;lj; BS HLV; lnr; qm j;lj;"

p0ll a; avrZ;v ayqil f;ul d;mi mCu; Līqm, "e; e; l; hm h;h;lj;"

fQnhjh Līqme, "pCf;ju Hje iSlep k, jjeo k jjeo, HC pLml QQu pqS Lb;V;C p Hh;lj; i h;u cu-- jjeo h;ip il lq; HC pj;S-Ns; Lb;V;LC ihnpaēl QQu h;e; LQ a h HLV; f;lj; ail LQ-- HarZ l; b;ē; a; a 0Q j l;Rm;lj;"

HLV; Qf Līlu; b;lj;Lu; fQn Līqme, "mīmaj; a;lj; Q;u-Cūm;lj; pWlOf iLRaC R;sa f;lj;R e;lj; p H pōā l;heul p;q; kē eh;lj; Sēf Bj;lj; pCj;la Q;uz"

p0ll a; Līqm, "e; h;h;lj; HMe iLR;ce b;lj;lj;"

mīmaj;L lale leod Līh;lj;e p k a;qi r; qeul pj;U' hN cje Līlu; EīWu; Qīmu; Nm pC Rih;v fQh;lj; Qeqf;Zl qeul Aaf;1Lh icaiRmz lale Sjeae, ayqil aSiuef Let;lj; fīa pj;S k Aefju Evfise LīaR pC Aef;u p aje Lø f;ju e;C kje HC Aef;ul ihl;U pWl;lj; Līa h;dj; f;Cu; l; h;noa ifa;lj; leLV qC; a h;dj; f;Cu;lj; HCSef lale ayqil leod EW;Cu; mCh;lj; Sef hēNēqCu;lj;Rmez lale Līqme, "Le l; d, HMe b;lj; h Le?"

p0ll a; Līqm, "eCm j; i j;lj; ihl š2 q;u EWhez"

fQn i j;hu; cīMme p Lb; iWLz

pafn 0Q Yh;Lu; p0ll a;lj; Lj;e Lj;e l; Līqmz p0ll a;lj; Līqm, "e; i; c h;š;u;lj; l; HMe e;lj; L;jm q;h;lj;"

pafn l;h; oīqCu; Līqm, "L;jm k Bj;lj; Cūm B;Rz"

fQn Qeqq; pē q;lj;pu; Līqme, "Lē pafn, Lē Q;C?"

p0ll a; Līqm, "JI HLV;--"

pafn hēU' qCu; EīWu; p0ll a;lj; j;M q; a Q;f; i;cu; Līqm, "e; e; h; h;mi; e; h; h;mi; e;lj;"

fQnhjh Līqme, "kic N;fe Lb; qu a; q; m p0ll a;lj; hm h Le?"

p0ll a; Līqm, "e; h;h;lj; le0Qu JI i j;lj; C;R k; a HC N;fe Lb;V; a;lj;lj; Lj;e J;Wz"

pafn E;ju; hīmu; EīWm, "LLM;e; e;lj; le0Qu e;lj;"

hīmu; p c; s l;cmz

l;heu a;qi k l;Qe;lj; Ha f;h;wp; Līlu;lj;Rm pC l;Qe;V; p0ll a;lj;L c;M;Ch;lj; Lb; iRmz hm; h;ymē fQh;lj; p;lj;e pC Lb;V; p0ll a;lj; Lj;e Lj;e Q;lj;Z L;lj;Cu; l;ch;lj; E;YnēV; k Lē a;qi p0ll a;lj; iWL W;J;lj;Cu;lj;Rmz Hje-pLm Ni fl j;e;lj; Aī f;ju pwp;lj; k Ha pq;S d;lj; f;lsu; k;ju, h;Q;lj; pa; h;lj; a;qi S;e;lj; iRm e;lj;

Qijl ice f^q HLMjle IQiW qi^a Liliuj qijehih^a hlcip^zlEl Lj^R Bipu; Efio^{ba} qC^{me} BSLjm f^q nhjh^a Bn; lale H^qLh^qIC filafin Liliuj^{Re}

qijehih^a IQiWjle hlcip^zlEl qi^a lcu; Liq^{me}, "Bij fibj q^aC Bfej^{cl} p^{hd}je L^q ic^a A^eL Q^o; L^qIRz p^Se^f Bfej^{cl} Aif^uJ q^uIRz HMe HC IQiW b^oLC h^ah^a fⁱl^{he} li a^q li a^q h^efⁱlv; Lac^q HIN^u f^sRz"

nmhjm^l mⁱma; k IQiW imiMujiRm p^c IQiWjle hlcip^zlEl fⁱW Lili^{me}z Liq^{me}, "Lje L^q S^{eh} h^mez LM^e; k; j^eJ Lⁱa fⁱl le a;C OV^Rz HI S^ef ilz^o Bji^l C^o c^{he} e; a; Bij h^m IjMIRz p^oll a;L k Bfejⁱ; pL^m Ij^m h^q ; iⁱm; iⁱm; L^q H^qLh^q a; j; b; O^h u ic^uRe-- hⁱppj^s Aje j^u BI qu e;-- HMe Bfej^{cl} I Bcn^l hⁱp j^uVI L^{fa}n pjm^{ez} Iheu-^Nh^l L^a; EleC H hⁱs^a H^eRez Bij ah^a Iheu^l A^eLV; Bji^{cl} f^oC V^e BeIRmj, a; f^q L^b; b^oL Ele J^l HL jⁱp^l H^e Bji^{cl}IC O^q W;L^l-f^s; oⁱ; L^q ic^{me}z Iheu^lJ H^jle ihN^s ic^{me} k, p HMe Bji^l C^mmC fⁱm;uz HMe H-ph k; iLR^oOV^R Bfej^{cl} I p^oll a;C HI Nⁱs;uz J j^u k Lje j^u p Bij hⁱhⁱC S^{je}aj -- ilz^o LM^e; Lⁱ;e; LbⁱLV LC le, hⁱhⁱ J^l Hje L^qIC j^{je}o L^q H^pIR k LE^{VI} fⁱu le J Bji^l Bfe j^u eu-- BS a; l^h gm fⁱJu; N^mz HMe Bfej^l H IQiW Ij b^e; C^mi^uRe-- Bfel; k; qu LI^{ez}"

qijehih^a k HL pju hlcip^zlEl i m hⁱTujIR^{me} p Lb; BS ofo u^lLi; Liliuj Aaf^zEcⁱl i j^h Aea^jf filⁱn Lili^{me}z Ahⁿo f^q nhjh^a L XijLuj Be; qCmz

"HC C^mi" hⁱmu; hlcip^zlEl IQiWjle; a; qⁱl p^cj^m vⁱh^oml Efi gⁱmu; ic^{me}z f^q nhjh^a c^alae hⁱl IQiWjle; fⁱsu; Liq^{me}, "a; Lf q^uR?"

hlcip^zlEl E^siSa qCu; Liq^{me}, "Lf q^uR! BI Lf qJu; Q;C! BI hⁱl ICmC hⁱ L^l W;L^l-f^s; Sja j^e Qm; phC qm, HMe L^hm iq^z O^q a; j; l j^ul I^hu q^mC quz a; l f^q a^hj fⁱu^l0Qš L^q Iq^zpj^s Y^l h^h-- Bij ilz^o h^m IjMIR--"

f^q n Dov qijpu; Liq^{me}, "a; j; l ilR^c hm^a q^h e; z A; l^a HM^e; h^mhⁱl pju qu Iez Lb; q^uR HC k, a; j; l i^l e iWL L^q h^p BR iq^z O^qIC mⁱma; l I^hhⁱq I^obl q^u N^Rz H IQiW^a a; i^l Lj ilR^c C^mIR^{ez}"

hlcip^zlEl Liq^{me}, "Lf q^m k a^hj C^ma fⁱJ p^a; BS fkl^l h^a fⁱlmj e; z pjuj a kⁱc C^ma f^a a; q^m BS Ha Lj^m Ova e; z IQiW^a j^{je}o HI Q^u BI La M^m imM^h h^m; a; j;"

qijehih^a Liq^{me}, "Bji^l hⁱd qu mⁱma; l HC IQiWjle C^mi^u a; l Aⁱ fⁱu Lf a; l^lC

IS' ipi LI; EIOaz Bfeij; kic Aej la L^{le} a; q^m Blij C a;L IS' ipi LI^a f;llz"
Hje pju mima; T^{si} j^a; O^qI j^de f^{hn} LILu; Liqm, "h;h; HC ^cM; h;ppj;S
^bL BSL;im HCLj AS;ej IOIW Bp^{Rz}"

fⁿ IOIW f;su; ^cim^{mez} ihe^{ul} p^A mima;il ihh;g ^k ⁿi^fe i^{obl} qCu; INu;R
f^mML a;qi; lei⁰Qa d;lu; mCu; e;ej;f;L;il i v;pe; J Ef^{cn}-a;li; IOIW f;Z^N LILu;Rz
^pCp^A, ihe^{ul} jamh ^k i j^m; eu, ^p ^k c^lce f^{IC} a;qi; h;ip ^oe^fL f;la^e;N LILu;
f;el;ju i^qz^o ihh;g LIL^h, H-pj U' B^m;Oe;J IRmz

f^{nl} fsj qC^m fl q;ije IOIWM;le mCu; f;is^{me}; Liq^{me}, "mima; HC IOIW f^s
^aaj;il I;N q^R? ILz^o HCLj IOIW ^mMh;il ^qa^{il} a^{ij}C OV;J le? a^{ij} le^{SI} q;ia HC
IOIW ^Lj e L^q im^m hm ^cimz"

mima; j^qsa^L;im U^t b;ilLu; Liqm, "nml p^A Bfe;il h^T HC p^oa IOIWf^e Qm^R?"
q;ije a;qi; ^of^o E^{sl} e; i^{cu}; Liq^{me}, "h;ppj;Sⁱ f;la La^he ^oj IZ L^q im ^aaj;il
HC IOIW f;ij^u i^ca h;id^e q^uRz"

mima; n^s2 qCu; cys;Cu; Liqm, "HMe h;ppj;S L^f hm^a Q;e hmez"
q;ije Liq^{me}, "iheuh;h^z J ^aaj;il p^oa p;ij^S HC-^k Selh I;pe^o q^uR H Blij
^Li^{rej} ^ac ihh;ip LI^a f;il ^e, ILz^o ah^aaj;il j^m ^bL Blij HI ^of^o f;lah;ic ^oe^a
Q;Cz"

mima;il c^e Qr^aB^{el} j^a; S^{im}a m;ilNm-- ^p HLV; ^oLI i^fw Li^cfa q^u Q;if;u;
d;lu; Liqm, "Le, ^Li^{rej} ^ac ihh;ip LI^a f;ile e;?"

fⁿ mima;il i^fw q;ia h^m;Cu; Liq^{me}, "mima; HMe ^aaj;il je i^{obl} ^ec, H Lb;
f^l B;ij;il p^A q^h-- HMe b;ilU"

q;ije Liq^{me}, "f^l nh;h^z Bf;le Lb;V;L Q;f; ^ch;il ^oo; LI^{he} e;z"
mima; f;eh^l S^{imu}; EIWu; Liqm, "Q;f; ^ch;il ^oo; h;h; LI^{he}! Bfe;cl j^a; h;h;
pa^fL i u L^{le} e;-- pa^fL h;h; h;ppj;Sⁱ ^ouJ h^s; h^m S;reez Blij Bfe;L hm;R
iheuh;h^z p^A ihh;g^L Blij ILRj;e Ap^h h; Ae;ju h^m j^e LIL ^ez"

q;ije h;mu; EIW^{me}, "ILz^o lale IL h;ipd^o i^cfr; NqZ LI^{he} i^{obl} q^uR?"
mima; Liqm, "ILR^e i^{obl} qu le-- BI c^{fr}; NqZ LI^ac q^h HjeC h; Lf Lb; B^R!"

hlc;ip^z If HarZ ^Li^{rej} Lb; h^{me} e;C-- a;il j^e j^e C^uR; IRm BS ^{ke} q;ijeh;h^z
ISa qu Hhw le^{SI} Af;id u^fL;il LILu; f^l nh;h^z L Ae;ajf LIL^a quz lale BI b;il^a
f;il^{me} e; h;mu; EIW^{me}, "mima; a^e f;Nm q^ulRp e; IL! hm;Rp Lf!"

mima; Liqm, "e; j; f;N^ml Lb; eu-- k; hm;R ih^hQe; L^{IC} hm;Rz B;ij;L ^k Hje
L^q Q;il i^cL ^bL hyd^a Bp^h, ^p Blij p^qe LI^a f;il h e;-- Blij q;ijeh;h^z HC
p;ij;Sⁱ ^bL j^s2 qhz"

q;ije Liq^{me}, "E^uR^aMma;L a^{ij} j^s2 hm!"
mima; Liqm, "e; e^Qa;il B^ozjZ ^bL, Ap^afl c;ipa^l ^bL j^s2 LC Blij j^s2 hlmz

pøll a; i jh^a m;INm m;ma; H Lf L;™ h;diCu; h;ipmz ÌLR^rZ Q^f L;L u; b;ilLu; m;ma;I Nm; d;I u; L;qm, ""Bj;I ÌL;° i ;C i u q^qRz"
 m;ma; ÌS' ;p; L;Im, ""ÌL^qp; i u?"
 pøll a; L;qm, ""h;ippj;S^s a; Q;il Ìc^L ýmØb;f m f^s N^R-- ÌL;° n^oL;Im Ìheuh;h^a k;ic I ;S e; qe?"
 m;ma; j^M ÌeQ^aL;L u; c^tü^q L;qm, ""Ìale I ;S q^qheCz"
 pøll a; L;qm, ""a^æ a; S;lep, f;je;h;h^aj;L I Bn;ip Ìc^u N^RRe^k Ìheu LM^e;C a;C;I p;S f;I a;f;N L^q HC Ìh^u LI^a I ;S q^h e;I m;ma;I, Le a^æ ph ÌcL e; q^q h f;je;h;h^a L;R Lb;V; Aje L^q h^m g^mimz"
 m;ma; L;qm, ""h^mIR h^m Bj;I HM^e; Aea;f q^qR e;I f;je;h;h^aj^e L^qIR^{me} Ìale Hhw a;I p;S Bj;L ÌnL;I I S;I j^a; a;S; L^q H^Lh;I Aam p;I d;I f;K;I Ìe^u H^pRe, HCM^e Bj;L d;I Ìc^aC q^h-- Ìale S;ee e; HC p;I m;I g^u fs^a B;I i u L;I e-- a;I ÌnL;I f;L^a I a;S;u a;I Ìf^q I j^de^f Y^LaC Bj;I i u"
 pøll a; L;qm, ""HLh;I h;h;I p^A f;I j n^L L^q c^{IM}z"
 m;ma; L;qm, ""h;h; LM^e; ÌnL;I I c^m k;N c^{he} e; H B;I a;I j;L ÌeØQu h;IRz Ìale a;I L^q;e;I ce Bj;C;I ÌnL^m hyd^a Q;e Ìez a;I j^aal p^A k^{Me} L^q;e;I ce Bj;C;I ÌLR^aeL^f O^VR Ìale ÌL LM^e; HLV; I ;N f;L;N L^qRe, h;ippj;S;I e;I a;S; Ìc^u Bj;C;I j^M h^a L^q Ìc^a Q^o; L^qRe? HC Ìe^u j; La;I ce Ìh;I š² q^uRe, ÌL;° h;h;I L^hm HLIV;I HC i u ÌRm f;R Bj;I Ìe^S I Q;I LIh;I p;I q;I C;I Hje L^q k^{Me} Ìale Bj;C;I j;e^o L^q a^mRe a^{Me} n^oL;Im ÌL Ìale f;je;h;h^a j^a; p;I S;I S^m-c;I ;N;I q;I a Bj;L p;I f;I L^q c^{he}?"
 pøll a; L;qm, ""B;IR; hⁿ, h;h;I ke^q L^q;e;I h;di Ìc^{me} e;I, a;I f^q L^f LI; k;I h^mU?"
 m;ma; L;qm, ""a;I I; k;ic ÌLR^a;e; LI a;I q^m B;I Ìe^S--"
 pøll a; h^fU^qCu; E;Wu; L;qm, ""e; e;I, a;I L ÌLR^a LI^a q^h e;I ;C;I B;I HLV; E;f;Iu LIIRz"
 pøll a; f^q nh;h^a L;R k;I Ch;I Sef f;I^a q^Ca;IRm, Hje p;I f^q nh;h^aüuw p^a;L;I^m a;I q;I L;R B;Ipu; E;f;IØba q^Cmez HC p;I q^u f^q nh;h^a f;I a;I ce a;I q;I h;I S;I h;N;I e HLm; j;I b;I ÌeQ^aL;L u; Bfe j^e i jh^a i jh^a f;Iu Q;I L;L u; b;I Le-- p^a;I f;I h^æ A^aL;I IV^L d^f d^f j^eel E;f;I h;I Cu; L^q Ìc^eel p;I U^c;N-Ìm^L ke j^Ru; g^{me} Hhw A;I I j^de^f Ìej^m n;I ;I p' u L;L u; I ;I e;I Ìh;I ;I Sef f;I^a q^Ca b;I Le-- BS f^q nh;h^a p^C

arqil páf:il lei 'a d'í:el n;lj:p'ñ;N fíl af;N Líl u; kMe ÌQ;ljaj' M p'òil a;il 0' Bìpu; cys;C'me, aMe 'k Ìnöl 'Mm; L; EìQa ÌRm 'pC Ìnö f'fisa qCu; Q'f Líl u; f'isu; b;il' L'm j;il j' 'e 'k;je h'f; h;S p'òil a;il 'Deqf'NìQš 'aj le h'fiba qCu; EìWmz

f'ñ;h;h'aj'c'ü' Lìq'me, "'l;id, ph ö'eR 'aj?"

p'òil a;il Lìq'm, "'q; h;h; ph ö'e'R, ÌL; 'a'j Aa i; jhR 'Le?"

f'ñ;h;h'aj' Lìq'me, "'Bìj 'aj Bì ÌLR' i; jh' e, B;il i; jhe; HC 'k, m'ima; 'k Tsv; S;ìN' u' a'm'R a;il p;ì' B0;ia p'c'a f;il' h' 'aj? E'sSe;il j' M A'eL p;ju B;ì'c'ì j' 'e A'å Øfd'ì B'p, ÌL; 'H'L H'L kMe a;il gm gm'a Bìñ qu aMe a;il i; il hqe Lìh;il n'ìš' Q'm k;uz m'ima; ÌL p;ì' gm;g'm'ì Lb; 'h' n' i; j'm; L' ÌQ;lj L' 'kv; a;il f'r 'n'ü 'pC'VC ÌØbl L' 'R?"

p'òil a;il Lìq'm, "'p;ì'Sì alg 'b'L 'L;e; Evf's'e m'ima;L 'L;e;ice f;il;ì' Lì'a f;il' h' e; H Bìj 'aj;ì' L' S;il L' hm'a f;il'z"

f'ñ; Lìq'me, "'Bìj HC Lb;V; M'h Ìe'0Qu L' S;ie'a Q;C 'k, m'ima; 'Lhm l;ì'Nì j;ì;ju Ìh'a;ìq L' KÙa'f f;il;ì' Lì' R e;ì"

p'òil a;il j' M Ìe'0' Líl u; Lìq'm, "'e; h;h; a;ì k'ic qa a;ì q'm Bìj a;il Lb;ju H'Lh;ì' L;ieC Ìca;ì e;ì Jì j' 'eì j' d'f' 'k Lb;V; Nì f;il i; j'h' ÌRm 'pC'VC qW;ìv 0; 'M' u' H'Lh;ì' 'h'ì' u' H'p'Rz HMe H'L 'L;e;ì L' Q;f;ì'f' Ìc'a 'N'm m'ima;ì j'a;ì 'j' ul f'r i; j'm; q'h e;ì h;h; Ìheuh;h'm;ì L' 'aj M'h i; j'm;ìz"

f'ñ;h;h'aj' Lìq'me, "'B;ìR; Ìheu ÌL h'ìpp;ì'S Bp'a l;ìS q'h?"

p'òil a;il Lìq'm, "'a;ì ÌWL hm'a f;il' 'ez B;ìR; h;h; H'Lh;ì' N'h;h'h' j;ì L;ì' R k;ìh?"

f'ñ;h;h'aj' Lìq'me, "'Bìj J i; j'h'ìRm;ì, a'j 'N'm i; j'm; quz"

Be³uj ufl h³is qC^a QⁱS pLⁱm^hmⁱju l^heu HLhⁱl hⁱpⁱju Bⁱpaz BS pLⁱm^h Bⁱpuⁱ p^h HLMⁱej IQⁱW fⁱCmz IQⁱW^a LⁱqⁱQⁱ e^j eⁱCz mⁱmaⁱL l^hhⁱq Lⁱl^h m^h l^he^ul f^r LⁱQⁱej^aC aⁱqⁱ p^hMI qC^a fⁱQⁱ eⁱ Hhw mⁱmaⁱl f^r aⁱqⁱ Aj^h A^hml LⁱlZ qC^h HC L^bi m^Cuⁱ IQⁱW^a c^fON Ef^cn B^R Hhw pL^hml n^o B^R k, H p^hS^h kⁱc l^heu mⁱmaⁱL l^hhⁱq Lⁱl^h l^he^hS eⁱ qu a^h HLvⁱ L^bi p^h ke IQⁱ Lⁱl^huⁱ c^hm, mⁱmaⁱl g^hg^h p^hl^hc^hm, XⁱSⁱQⁱlⁱ k^rlⁱ p^hi^hej Bⁿ^ⁱ L^hez

l^heu Hl^h IQⁱW fⁱCuⁱ qah^hU qCuⁱ n^mz H^jea^h L^bi^l k^h lⁱj b^hlⁱ Lⁱl^huⁱ pⁱø qC^a fⁱQⁱ l^heu LM^hej aⁱqⁱ j^he L^h eⁱCz LⁱlZ, p^ji^hSI hⁱdⁱu mⁱmaⁱl p^hA l^he^ul l^hhⁱq k^h LⁱQⁱej^a p^hn^h qC^a fⁱQⁱ eⁱ C^qi^h LⁱqⁱQⁱ LⁱR A^hQⁱl eⁱCz HCSe^fC^h aⁱ mⁱmaⁱl fⁱl^h aⁱqⁱl q^hul A^hiN^hl Haⁱce p^h Afⁱlⁱd hⁱmuⁱC NZ^h Lⁱl^huⁱ Bⁱp^haⁱRmz lⁱL^h H^jea^h IQⁱW k^hMe aⁱqⁱl qⁱa Bⁱpuⁱ f^hRuⁱR a^hMe p^ji^hSI j^hd^h H p^hø^a l^hexp^hq l^hU^l B^hmⁱQ^ei qCuⁱ lⁱNuⁱRz C^qi^h p^ji^hSI m^hLI LⁱR mⁱmaⁱ k^h lⁱLI^h Af^ji^hlea qC^aR aⁱqⁱ IQⁱ Lⁱl^huⁱ aⁱqⁱl j^e Aa^hz¹ r^h qCuⁱ EⁱWmz aⁱqⁱl eⁱQⁱl p^hA mⁱmaⁱl e^j Sⁱsa qCuⁱ fⁱLⁱn^hi^h m^hLI j^h p^h lⁱZ Lⁱl^ha^hR C^qi^h p^h Aa^hz¹ mⁱ< a J p^hW^hQ^a qCuⁱ EⁱWmz aⁱqⁱl L^hmc j^he qC^a mⁱlNm aⁱqⁱl p^hA fⁱlQu^hl mⁱmaⁱ Aⁱnⁱf J lⁱd, jⁱ lⁱc^ha^hRz j^he qC^a mⁱlNm, aⁱqⁱl c^hl^hz^h mⁱmaⁱ Bⁱ LⁱQⁱej^a p^hq^h Lⁱl^h fⁱl^h e^j

qⁱu^h, jⁱehq^hu! HC Aa^hz¹ lⁱd, j^hl^h j^hd^h l^he^ul IQⁱSⁱ j^hd^h HLⁱv l^heⁱhs Ni lⁱ p^h J a^hh^h Be^h HL fⁱz¹ qC^a Bⁱ-HL fⁱz¹ p^h lⁱZ Lⁱl^haⁱRm, aⁱqⁱl b^ji^hCuⁱ lⁱMⁱ kⁱC^haⁱRm e^j-- p^jU^l m< jⁱ p^jU^l Af^ji^he^hl p^h A^hflⁱ Lⁱl^haⁱRmz p^hC^vl^hC LⁱQⁱej^a lⁱLR^jz^h fⁱh^h eⁱ l^hchⁱl Se^f aⁱqⁱl hⁱl^hz^hu p^h a^hh^h fⁱuQⁱl Lⁱl^huⁱ h^hsⁱC^ha mⁱlNm-- lⁱL^h pLⁱm^hmⁱl B^hmⁱLI lⁱ al lⁱcuⁱ HLvⁱ jⁱcl^ai aⁱqⁱl j^he p^h jⁱl^ha qC^m-- lⁱU^l lⁱcuⁱ g^hil Juⁱmⁱ qⁱlLuⁱ kⁱC^haⁱRm, aⁱqⁱl p^hC q^hLI p^hJ aⁱqⁱl q^hul j^hd^h HLvⁱ Ni lⁱ Qⁱ m^h SⁱnⁱCmz hⁱl^hQⁱl m^hLIe^hC^h ke mⁱmaⁱL h^hlⁱ j^haⁱ iⁱpⁱCuⁱ l^he^ul q^hul XⁱPⁱl Efⁱ a^hmuⁱ lⁱcuⁱ Nm-- mⁱmaⁱl HC p^ji^hS qC^a iⁱl^hpuⁱ B^pi^l j^ha^hN^hl p^h Bⁱ W^hLⁱCuⁱ lⁱIM^ha fⁱl^h m e^j aⁱqⁱl j^e L^hmc hⁱm^ha mⁱlNm, "mⁱmaⁱ B^ji^l, HLmⁱC B^ji^l! A^h LⁱQⁱej^a aⁱqⁱl j^e c^hl^hz qCuⁱ Ha^hSⁱl H L^bi hⁱm^ha pⁱq^h L^h eⁱC; BS hⁱl^hQⁱ k^hMe HC d^hl^hvⁱ H^je Lⁱl^huⁱ q^hWⁱv EⁱWm a^hMe l^heu LⁱQⁱej^a l^he^hSI j^el Bⁱ "Q^h Q^h" hⁱmuⁱ b^ji^hCuⁱ lⁱIM^ha fⁱl^h m e^j

l^heu H^jle Q^h m qCuⁱ k^hMe hⁱl^hz^hu h^hsⁱC^ha^hR H^je p^ju cⁱl^hm qⁱl^heh^h lⁱU^l lⁱcuⁱ Bⁱp^ha^hRez avrZⁱv h^hT^ha fⁱl^h m l^ale aⁱqⁱl C LⁱR Bⁱp^ha^hRe Hhw Ae^ji IQⁱWⁱl f^hQⁱa

ʔ HLv; hʔv Bʔm;se BʔR a;qi;J iē00u S;lemz
 Aef iʔe;l jʔa; iheu a;qi;l üi j;h;ipÜ fNmlü a; fL;in L;im ej; ʔ q;ijeh;hʔL
 ʔ;Lʔa hp;Cu; eflʔn ayqi;l Lb;il fʔafr; L;il u; l;iqmz
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "iheu;h;hʔ Bfle ʔa; iʔqʔa?"
 iheu L;iqm, "qy, iʔqʔa h;ilz"
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "Bj;il H fʔh;il;N L;Iʔhe e;iz AʔeL p;ju B;J;l; Q;il iʔeL;I Ah0b;
 ihʔh;0e; e; Lʔ Aʔ qʔu Q;im-- a;ʔa pwp;ʔ cʔxMI p;ʔ Lʔz H;je 0bʔm, B;J;l; Lf,
 B;J;ʔcl p;f;ji ʔL;ib;ju, B;J;ʔcl B;Q;IʔZ;I gm Lac;ʔ fkl;ʔʔ f;ʔRu, H-p;J;Üʔ fʔh;il k;ic ʔLE
 E>;ife Lʔ, aʔh a; A;lfü qʔm;J, a;ʔL h;hʔm; jʔe S;jeʔhez"
 iheu q;ilph;il ʔ0; L;il u; L;iqm, "h;bi Bfle Ha;V; i j;J;L; L;IʔRez A;lfü fʔh;il r;ç qʔu
 Eʔw B;ij ʔk ʔL;ʔe;f;L;il Aa;ʔ;Q;il L;ih B;J;l; ʔp;l;L; üi j;h euz Bfle iel;fʔc B;J;l;L
 pLm;f;L;il fʔh;il L;Iʔa f;ʔe;ʔ"
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "B;ij Bfe;il f;il a; C;u;R;l;ʔa ʔL;ʔe; A;f;l;ʔd;l ʔc;io;ʔ;ʔf L;Iʔa Q;ic ʔez
 iL;çʔihʔh;0e;il ʔxMI gm;J iho;ju qʔu Ewʔa f;ʔ H L;bi Bfe;ʔL hm; h;ým;ʔz"
 iheu jʔe jʔe i;h;l ʔz q;Cu; E;ilwu; L;iqm, "k; h;ým;ʔ a; e;ç hmʔme, Bpm L;bi;V; hm;ez"
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "Bfle kMe iʔqʔa;ʔj;ʔS BʔRe Hhw p;J;S R;is;J kMe Bfe;ʔl fʔr
 Apñh, aMe fʔn;h;h;ʔ f;il h;ʔ;il iL Bfe;ʔl H;je i;ʔh N;ial;h;id L;il E;I;Q;a k;ʔa p;J;ʔS a;ʔl
 ʔʔuʔcl p;ʔʔa ʔL;ʔe; L;bi Ewʔa f;ʔ?"
 iheu Nñel q;Cu; iLRʔz eflʔn b;il;Lu; L;iqm, "ʔCMe, f;je;h;h;ʔ p;J;ʔS;I ʔm;L iLʔp;l
 ʔbʔL ʔL;je;ʔL;bi;l p;ʔ L;Iʔh ʔp;V; AʔeL;V; a;ʔcl üi j;ʔh;l E;fl iel; ʔ Lʔ, a;il p;J;Üʔ c;il;ua;ʔ
 B;ij iēʔa f;il ʔez fʔn;h;h;ʔ ʔʔuʔcl p;ʔʔa;J k;ic Bfe;ʔcl p;J;ʔS ʔL;ʔe;f;L;il Bʔm;0e;
 Jw; pñh qu, aʔh a;ʔcl a;ʔa m< ;il ihou ʔa;je ʔeC ʔk;je Bfe;ʔcl p;J;ʔS;lz"
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "ʔL;ʔe; L;J;il;ʔL a;il j;ʔul p;ʔ f;il a;ʔ;N Lʔ k;ic h;çʔ;l f;ʔ;ʔol
 p;ʔ H;Lm; HL S;iq;ʔS i;J;Z L;Iʔa f;il h;ʔ ʔc;J;u; qu aʔh ʔp p;ʔʔa ʔL;je;ʔp;J;ʔS;I Bʔm;0e;
 L;ih;il A;id;L;il ʔeC iS' ;ip; L;ilz"
 iheu L;iqm, "h;çʔ;l 0ve;ʔL i; a;ʔ;l A;f;l;ʔd;l p;ʔ Bfe;ʔl;J k;ic HL Bpe c;je Lʔe
 aʔh iʔqʔa;ʔj;ʔS a;ʔ;N Lʔ Bfe;ʔcl h;ip;ʔj;ʔS Bph;il Lf c;l;L;il iRm? k;ç ʔq;L f;je;h;h;ʔ
 H-p;J;Üʔ L;bi iēʔu aLñ L;ih;il ʔL;ʔe; c;l;L;il ʔc;im ʔez B;J;l; fʔr La;h;ʔ Lf ʔp B;ij iQ;ç
 Lʔ i0b;l L;ih, Bfle H p;ʔʔa B;J;l;L ʔL;ʔe; p;iq;ik;ʔ L;Iʔa f;il ʔhe e;ʔ"
 q;ijeh;hʔL;iqʔme, "B;ij Bfe;ʔL ʔh;in iLRʔhmʔa Q;ic ʔe, B;J;l; ʔLhm ʔno hm;h;il
 L;bi;V; Hc, Bfe;ʔL HMe c;ʔ b;Lʔa qʔh; eCʔm Aa;ʔ;ʔ Aa;ʔ;ju qʔh; Bfe;ʔl; fʔn;h;h;ʔ
 f;il h;ʔ;l jʔd;ʔ fʔh;il Lʔ ʔLhm HLv; A;ni;ç;l p;ʔ Lʔ aʔm;Re, a;ʔcl jʔd;ʔ Lf A;le0
 i;h;ü;l Lʔ ʔRe a; Bfe;ʔl; S;ʔee e;ʔ"
 q;ijeh;hʔQ;imu; ʔNʔm ihe;ʔul jʔe;l jʔd;ʔ HLv; ʔnce; n;ʔm;l jʔa; i;h;ydʔa m;il;Nmz p;l;mqʔe;u
 Ec;l;IQš fʔn;h;h;ʔ La p;J;çʔ;l p;ʔq;a a;iq;ʔcl cʔSeʔL ayqi;l 0ʔ;l jʔd;ʔ X;il;Lu;

mCu;R@me-- iheu qu@a; e; h#Tu; HC h#p-filh;I j@dE Bfe AidL;I I pj; f@
f@ m'0e Lil@aRM, ah# ayq;I Qeq J nU; qC@a @p HliceJ hi' a qu e;c; HC
filh;I j@dE iheuL fil'ia Hje HLIV Ni fl'al BnU mi Lilu;R @kjeIV @p BI-
@L;b;J f;ju e;c; E;g;@ pA filQul fi iheu @ke leSI HLIV ih'no pS;L Efmli
Lil;Rz HC-@k Ha Bcl, Ha Be@, Hje BnU @kM;e f;Cu;R @pC filh;I iheuL
Oj'ia IQIice LyV;I j@a; ih;du; biL@h! f@nh;h# @r@c;I Efi @p HLV;I Afj;eI L;imj;
Bleu; lcm! mima;I pjU' i ihoEv Sth;eI Ef@ @p Ha h@S; HLV;I mi"e; B;Lu; lcm! Cq;I
Lf flafL;I qC@a f;I! q;ju @ q;ju, pj;S hImu;I SlepV;I p@aI j@dE La h@S; HLV;I ih;id
S;N;Cu;I a;mu;R! mima;I pA iheuL Ijm@eI @L;e;I paE h;di; e;c; mima;I pM J jAmI
SeE iheu leSI pjU' Sth;e EvpNM Lilu;I ic@a ilI@ fU@ B@R a;qi; @pC @ch;C S;ee
ikle Ei @ul Azkl;jf-- laleC @a; iheuL @f;I BLOM;Z mima;I Ha leL@V Bleu;
Icu;Re-- ayq;I njn@ djnhid@a @a; @L;b;J hi'd e;c; a# h;ppj;SI @k @ch;L
f;eh;h# j@a; @m;L fS; L@e lale il BI-HL Se @Lq? lale il j;ehIQ@SI Az'al
Ihd;aj ee? mima;I pA a;qi;I Ijm@eI j;TM;e klc @L;e;I le@od L;im c;I'j;Imu;I cys;Cu;
biL, klc @p @Lhm pj;S@LC j;e BI ph;j;e@hI fi # @c;qi;C e; j;e, a# a;qi;C il f;f
le@od e@q? il;° q;ju, H le@od qu@a; mima;I L;R;J hmh;ez a; R;si; mima;I qu@a; iheuL-
- La pwnu B@Rz @L;b;ju Cq;I j;f;wp; f;C@h?

kMe ìhe[®]ul hìp;ju qìl;eh;h[®] Bìhi Ìh qCu;[®]R [®]pC p;[®]u[®]C Aìhe;ìn Be[®]çj u[®]fl L;[®]R ÌNu;
Mhl Ìcu;[®]R [®]k, ìhe[®]ul p[®]À mìmajì Ìhh;q ÌØbl qCu; [®]N[®]Rz

Be[®]çj u[®]fl Lìq[®]me, "H Lb; LM[®]e;C pa[®]f eu?"

Aìhe;ìn Lìqm, "Le pa[®]f eu? ìhe[®]ul f[®]r H ÌL Ap[®]ñh?"

Be[®]çj u[®]fl Lìq[®]me, "p Bìj S;ìe [®]e, ÌL;[°] Ha h[®]s; Lb;V; ìheu LM[®]e;C B;ìl L;[®]R
m[®]L[®]u ÌjMa e;?"

Aìhe;ìn [®]k hìppj;[®]SI [®]m;[®]LI L;[®]RC HC pwh;ç öleu;[®]R, Hhw Cq; pçfz[®] Ìhn[®]ap[®]k;N[®]e
a;q; [®]p h;ìl h;ìl Lìlu; hìmmz ìhe[®]ul [®]k HCl[®] [®]h;Qefu fìlZ;ì OìV[®]hc Aìhe;ìn a;q; h;ý
f[®]h[®]ic S;ìlea, H;e-ìL, [®]N;ìl;[®]L H p[®]ð[®]a [®]p paL[®]N Lìlu; Ìcu;ìRm Cq;C Be[®]çj u[®]fl ÌeLV
[®]o;Z;ì Lìlu; [®]p j q; Be[®]ç e[®]fl am;ju jìq;ì L;[®]R HC pwh;ç Ìcu; [®]Nmz

BS ìheu kMe Bìpm a;q;ì j [®]M [®]cìMu;C Be[®]çj u[®]fl h[®]T[®]me [®]k, a;q;ì A;çLI[®]ZI j[®]ð[®]f
Ìh[®]no HLV; [®]r;ì S;ìj;u;[®]Rz a;q;[®]L Bq;ì Lì;Cu; Ìe[®]SI O[®]l j[®]ð[®]f X;ìLu; Bìeu; h;ç[®]mez
ÌS' ;p;ì Lìl[®]me, "ìheu, Lf q[®]u[®]R [®]a;ìl hm[®]u[®]a;ì?"

Ìheu Lìqm, "j;ì, HC ÌQìWM;e;ì f[®]s [®]c[®]M;ì?"

Be[®]çj u[®]fl ÌQìW f;ì q[®]C[®]m ìheu Lìqm, "BS pL;[®]m f;eh;h[®] B;ìl h;ìp;ju H[®]pìR[®]me--
Ìale B;ì[®]L M[®]h Ì v;ìpe;ì L[®] [®]N[®]mez?"

Be[®]çj u[®]fl ÌS' ;p;ì Lìl[®]me, "Le?"

Ìheu Lìqm, "Ìale h[®]me, B;ìl B0l[®]Z a;ç[®]cl p;ì[®]S f[®]l nh;h[®] [®]j[®]u[®]cl p[®]ð[®]a Ìe[®]ç;ì
L;ìZ O[®]V[®]Rz?"

Be[®]çj u[®]fl Lìq[®]me, "m;[®]L hm[®]R mìmajì p[®]À [®]a;ìl Ìhh;q ÌØbl q[®]u [®]N[®]R, H[®]a Bìj [®]a;
Ìe[®]ç;ì [®]L;[®]e;ì Ìhou [®]cMìR [®]e;?"

Ìheu Lìqm, "Ìhh;q qh;ìl [®]S;ì b;ìL[®]m Ìe[®]ç;ì [®]L;[®]e;ì Ìhou b;ìLa e;ì ÌL;[°] [®]kM;[®]e a;ìl [®]L;[®]e;ì
p[®]ñ;he;ì [®]e[®]C [®]pM;[®]e HìLj -Sh ÌV;[®]e;ì La h[®]s; Aef;u! Ìh[®]noa mìmajì p[®]ð[®]a HìLj ÌVe;ì
Lì; Aaf;ì¹ L;ìf[®]ìo;ì?"

Be[®]çj u[®]fl Lìq[®]me, "a;ìl kìc ÌLR;ç;ì [®]f[®]ì;ì b;ìL ìhe[®] a;ì q[®]m HC L;ìf[®]ìo;ì q;ì
[®]b[®]L a[®]ç Aef;u;[®]p[®]C mìmajìL Ìr;ì Lì[®]a f;ìl p;ì?"

Ìheu ÌhìØj a qCu; Lìqm, "L;ìe L[®] j;ì?"

Be[®]çj u[®]fl Lìq[®]me, "L;ìe L[®] L[®] mìmajìL Ìh[®]u L[®]!"

Ìheu Lìqm, "Lf hm j;ì¹ a;ìj;ì Ìheu[®]L a[®]ç Lf [®]k j[®]e Lì a;ì[®] a;ì h[®]af[®]a f;ìl [®]e;ì a[®]ç
ì;h[®]R ìheu kìc Hìh;ìl [®]Lhm h[®]m [®]k "Bìj Ìh[®]u Lìh' a;ì q[®]m SN[®]a a;ì Ef[®] Bì [®]L;[®]e;ì

Lb;C EW^{ea} f; e; @Lhm Bj;il Cn;il;il A^{fr};^{ea}C pj U' a;ilL^u h^{op} B^{Rz}"

Be³;juf Liq^{me}, ""^{ea};il @;i Aana Lb; i ;hh;il clL;il c^{im} ^{ez} @;il alg ^bL a[€] ^kV^L ^{LI}^{ea} f;ilp ^pCV^L ^{LI}^{mc} Q^L ^Nmz a[€] hm^{ea} f;ilp "Bij ihh;g LI^{ea} fU^{ea} BIR^z"

I^{heu} Liqm, ""Bij Hje ApwNa Lb; hm^{em} ^pV; m^{ima};il f^{er} il Afj;eLI q^h e;?"

Be³;juf Liq^{me}, ""ApwNa ^{Le} hm^{ir}p? @;i^cil ihh;g^{il} -Sh kMe E^w f^sR aMe i^e0QuC ^pV; p^wNa h^{mc} E^wRz Bij @;i^L hm^{ir} @;il ilR^{apw}L;Q LI^{ea} q^h e;?"

I^{heu} Liqm, ""IL^z j; j; @;il;il Lb;J @;i i ;h^{ea} quz"

Be³;juf ct^uLi Liq^{me}, ""e; h;R; i; HI j^{df} @;il;il Lb; i ;hh;il Lb;C euz Bij S;le ^p I;N LI^h-- Bij Q;C ^e ^k ^p @;il Ef^{il} I;N L^qz ilL^z Lf LI^h, m^{ima};il f^{la} k^{ic} @;il nU; b;L a^h a;il p^{da} iQIL;im p; j;S HLV; Afj;e ^bL k;h H @;i a[€] 0V^{ea} i^c^{ea} f;ilp ^{ez}"

IL^z H ^k h^s; n^s2 Lb;il L;il;ic^{em} c^{im} a ^k @;il;il f^{la} i^{heu}ul ^{er}ij B^{il}; ^{ke} la-Z ^hhⁿ d;ilha q^C^{ea}R a;q;il Se^f ^p Ha h^s; HLV; B0;ia fU^{ea} L;lu; I;im^{ea} f;il IL? a; R;si p^wU;ilz p; j;S^L h^u^{ea} m^{0e} LI; p^qS-- IL^z L;S m^{0e} LI^hil ^hm;ju ^Ri^vh^s; La S;uN;ju V;e f^sz HLV; Afil^{io}^{ea}l Ba[^], HLV; Aei ^{eu}l f^{la};M^{je} i^{heu}; k^s2^{ea} ^LhmC i^{fr}^{ea}l i^cL ^wim^{ea} b;Lz

I^{heu} Liqm, ""j; i; @;i;il kaC ^cM^{ir} B00k^{il} q^u k;ilp^{Rz} @;i;il j;e H^Lh;il Hje p;g qm Lf L^{il}! @;i;il IL f;il Qm^{ea} qu e;-- Dn^{il} @;i;il IL f;il i^cu^{re}? @;i;il ^Li^{re}; S;uN;ju ilR^{ew}L e;?"

Be³;juf q;ilpu; Liq^{me}, ""Dn^{il} Bj;il ^wLh;il j^{ea} ilR[€] I;Me i^{ez} pj U' H^Lh;il f^{il}xL;il L^{il} i^c^uRez"

I^{heu} Liqm, ""IL^z j; j; Bij j^{em} k;C h^{im} j;eV;^{ea} ^wL ^{kz} Ha ^k h^{tp}^t, f^{is} o^{le}, aL^{il}l;il, q^wv; ^cm^{ea} f;il j;eV; i^{ea};z¹ j^{mc} l^u ⁿRz"

Hje p;ju j;ilq 0^{il} Y^{lu};C i^{heu}L m^{ima}; p^{da} Hje i^{ea};z¹ l^{il} l;il L;lu; f^hil L;il^{me} ^k, a;q;il q^{eu} p^wL;Q f^{is}a q^{Cu}; E^{im}z ^p Ba^{ic}je L;lu; j^{il} i^eQ^{ea} L;lu; i^{el}s^{il} h;pu; ilqmz aMe j;ilq pLm f^{er}l f^{la} a^{fr} ^wS; i^cu; i^{ea};z¹ Afj;eLI Lb; LaL-m; h;mu; Q^{im}u; ⁿmez i^{ale} h^{ti};Cu; ⁿme, i^{heu}L HCl^{er} g^{yc} ^gim;ju ph^{le};n L;il;il Se^fC f^{il}nh;h^{il} 0^{il} HLV; i^{em}ik B^u;Se Q^{im}^{ea}ilRm, i^{heu} i^{eh}id h;mu;C Hje g^{yc} ^p BVL; f^{is}u;R, ^{il} i;ilL ^cim J;il @;il;ilL, a^h @;i h^{ti}z ^p h^s; n^s2 S;uN;iz

I^{heu} Q;il i^cLC HCl^{er} m; "e;il j;il^{an} ^cim;ju U^{il} q^{Cu}; h;pu; ilqmz Be³;juf Liq^{me}, ""S;lep, i^{heu}, @;il Lf La^{il}h^{il}?"

I^{heu} j^{il} a^{im}u; a;q;il j^{em} i^cL Q;ilqmz Be³;juf Liq^{me}, ""@;il E^{io}a HLh;il f^{il}nh;h^{il} L;R k;ju;iz a;il p^{ea} Lb; q^{mc} pj U' f^{il}xL;il q^u k;h^z"

póll a; qWiv Be3j uf L cimu; BÓQkñ qCu; Liqm, "Bij k HMeC Bfe; JMie kih hóm fÚa qipRmjz"

Be3j uf qilpu; Liqme, "a3j k fÚa qipRm a; Bij Sjeaj ei, ÌLz°kS'eé fÚa qipRm pC MhIV; f'u Bij b;L'a f;lmj ei, Qm Hmjz"

Be3j uf Mh f;Cu;Re öleu; póll a; BÓQkñ qCu; Nmz Be3j uf Liqme, "j; iheuL Bij Bj;il Bfe Rm j'ajC Sjez pC iheuL pçFLN' b'LC 'aj;cl kMe e;J S'eIR aMeC 'aj;cl j'e j'e La Bnhñc L'Rz 'aj;cl f;la 'Li'e; Aef;u q'R H Lb; ö'e Bij i'bl b;L'a f;il LC? Bj;il à; i; 'aj;cl 'Li'e; EfL;il q'a f;il'h ÌL e; a; 'a; S;je 'e-- ÌLz° j'eV; 'L;e L' Ewm, a;C 'aj;cl L;R R'v Hmjz j; iheuL a;lg ÌL 'Li'e; Aef;u 0'VR?"

póll a; Liqm, "iLR;je e; z' k Lb;V; i'e Mh 'hñ B'ime q'R mima;C a;il S'eé c;ufz mima; k qWiv L;E' ÌLR'e; hóm 0'f; j' Qm k;h iheuh;h'a; LM'e; L'fe;J L'e iez m;L H;ei i'h Lb; L'R 'ke J'cl cS'e; j' d'f' N;f'e f;ij n' q'u ÌN'uirMz Bh;il mima; H;le 'aSiüef 'j'u, 'p 'k f;lah;ic LI'h ÌLwh; 'Li'e;il L'j h;T'u hm'h Bpm 0Ve;V; L'f 0'VIRm, 'p a;il à; i; 'Li'e; j' a'c qh;il 'S; 'eCz"

Be3j uf Liqme, "HI 'a; HLVi Ef;u LI'a q'Rz HC-ph Lb; ö'e Ahid iheuL j'e 'a; iLR;je n;il;¹'eC-- 'p 'a; i'eS'LC Af;idf hóm W;E' h'p B'Rz"

póll a; a;q;il BIš'j j'M HLVm;ile i'eQ'Lil;u; Liqm, "B;Ri, B'fle ÌL j'e L'e iheuh;h'z"

Be3j uf pW'Li;Qf;isa; póll a;L a;q;il Lb; 'no L'il'a e; i'cu; Liqme, "c'm; h;Ri, Bij 'aj;cl hmiR mima;il S'eé iheuL k; LI'a hm'h 'p a;C LI'hz iheuL 'R'm'h; 'b'L 'c'm B;piRz J k'ic HLh;il Ba;lpj f;il LIm, a'h J BI ÌLR'aq; 'a l;M'a f;il ei; 'pCS'eé Bj;il h's; i' u i' uC b;L'a qu, JI f;il'R H;e Si;uN;u je k;u 'KM;e 'b'L JI ÌLR'e i'g' f;il;il 'Li'e; B;ni 'eCz"

póll a;il je qC'a HLVi 'h;T; e;il;u; Nmz 'p Liqm, "mima;il pçj;lal S'eé Bfe;L ÌLR'e i; j'h'a q'h ei, Bij a;il je Sjez ÌLz° iheuh;h' ÌL a;il p; j;S f;il a; i;N LI'a l;is q'he?"

Be3j uf Liqme, "p; j;S qu'a; a;il f;il a; i;N LI'a f;il, ÌLz° 'p B'Ni i;N N;u f'S p; j;S f;il a; i;N LI'a k;h 'Le j; j;? a;il ÌL 'Li'e; f;fu;Se B'R?"

póll a; Liqm, "h'me L'f; j; j;? iheuh;h'i'q; p; j;S 'b'L h;ip'0' l; j' u i'h'u LI'he?"

Beʒjuf Liqme, "p klc Li a IjS qu aia aajicli Bfiš Lf?"

pŕi a: Aaŕ; Njm WLM; p Liqm, "p Lje L pñh qñ Bij ai hfa f:IR
ez"

Beʒjuf Liqme, "Bjil LiR H ai MhC pqS WL R j: cM; Bjil hjsa k leuj
Qm p leuj Bij Qma f:il e-- pCSeŕ Bjil La m: L MØVje hmz L:ei
læu: LjM pj u Bij CµR; L C agja q u bilz ašj öe qipñ j, N: i; Bjil O Sm
Mju eiz ilz a: c hm Bij Le hma kh, H OI Bjil OI eu, H pj: S Bjil pj: S euz
Bij ai hma f:il ez pj Ő Njmj ½ j: bju L leu C Bij HC OI HC pj: S leu BIRz
aia ai Bjil Hje ilR h: d eiz klc Hje h: d k BI Qm ei añ Dn k fb cM: he
pC fb dlhz ilz no fk C k; Bjil ai L Bjil C hmh-- a: i; klc Bjil üfLi ei L
añ p a: i; hfa L"

pŕi a: Lj R HM ei f:il xLi qCm ei; p Liqm, "ilz, cMe, h: p-pj: SI k: ja
iheuh: h klc--"

Beʒjuf Liqme, "a: j aJ ai pC LJ Cz h: p p: SI ja ai HLV: pñR: s: ja euz
aajicli Lj N S k-ph Ef cñ h: i; u, J ai Bjil f: u C p-lm f s h: eju-- Lje M: e
agja hfa ai f:il ez"

Hje pju "pŕi c" hmu; O fñh Lli u: c Beʒjuf L cimu; mima; m< ju m: m qCu;
EiWmz p pŕi a: j M cimu: c h Tm HarZ a: q: c Lb; qC a: iRmz OI qC a f: m: c a
f: il m C p ke Ir: f: ca, ilz aMe BI f: m: Ch: i Ef: iu IRm eiz

Beʒjuf hmu; EiWme, "H: p: mima; j: H: p: i?"

hmu; mima: l q: a dli u: a: q: L HLV hno Lj R Vjeu; mCu; hp: cme, ke mima;
ayq: i HLV hno Bfe qCu; EiWu: Rz

ayq: i fñh Lb: i Aei šul f Beʒjuf pŕi a: L Liqme, "cM: j: i; i: m: i p A j ½
j m: c ph Q u LiWe-- ilz ah f: bh a a: j l j m R-- BI a: aJ p M c x M Qm k: R--
ph pj u aia j C qu a: j eu, i j m: j quz HJ klc pñh qm, añ Lhm j a l HLV M: i le
Aij m leu c Se j jeo k Le l j m a f: i h ei Bij ai a: hfa c f: il ez j jeo l Bpm
l j m il j a?"

pŕi a: j M leQ Lli u: h: pu; liqmz Beʒjuf Liqme, "a: j icli h: p p: SJ il j jeo l
p A j jeo l l j m a c h ei? Dn li a: k: c li HL L Re a: j icli pj: S h: l q l b L
a: c li agja L l i m h? j, k pj: S R: V: i Aij m L j: e ei, h s: i l j m ph: c L l j m u
cu, p pj: S il L b: j e c? Dn l l p A j jeo il Lhm Hje TNS; L C Qm h? pj: S
i ŠlepVj il Lhm HCS efc q u R?"

Beʒjuf k HC ihouiv mCu; Ha Bz il L Evp: q l p A B m: o eju fñš qCu: Re p il
Lhm mima: l p A i heu l ih: q l h: d; cš Lih: i Seŕ c? pŕi a: j j e H pð a HLV
l ad: i i j h Aei h Lli u: p C l ad: v L i j Pu; lch: i Seŕ ayq: i pj Ő j e k Ecfa qCu; EiWm

Cqil j^{de} BI-HLV; E^{YnE} IL IRm ej? p^{oIl} a; kic Hje p^{wu}il Sisa b^{iL} aⁿ p^o
k^o Lⁱe; j^{aC} Qimⁿ ejz Iheu hⁱp ej q^{Cm} Ihh; q OIV^a fⁱlⁿ ej HC kic I^{pU}iz¹ qu aⁿ
h^s; c^{xMI} p^uJ HC Luice Be^zju^f k^o Bn; Nisu; a^maIR^{me} p^o k^o d^gmp; v quz
BSC Iheu H f^{hA} ayq^{iL} IS' ip; Lⁱu; IRm; hⁱmu; IRm, "j; hⁱpp; j^s IL ej m^Mi^a
qⁿ? p^oJ u^fLi Lⁱh?"

Be^zju^f hⁱmu; IR^{me}, "ei ej, a; l^a Lⁱe; cⁱ Lⁱ c^{iM} e^z"

Iheu hⁱmm, "kic a; l; f^si; f^s L^e?"

Be^zju^f A^eLrZ Q^f Lⁱu; b; iLu; Lⁱqu; IR^{me}, "ei, HMⁱe f^si; f^s MⁱVⁿ ejz"

p^{oIl} a; Be^zju^f Bⁿ; Qe; u^o kⁱN Icm ej, p^o Q^f Lⁱu; C I^lq; m; l^ae h^tT^{me}, p^{oIl} a; l
je HM^e; p; u^o l^ca^R ejz

Be^zju^f j^e j^e i; j^ha m; iN^{me}, "B; j; l je k^o p; j^s SI p; j^U p^{wu}il L; v; Cu; R^o p^o
a; L^{hm} I N; i; l Q^eq; aⁿ IL N; i; l 'f^o p^{oIl} a; l je f^s e; C? kic fⁱsa aⁿ a;
HC Rⁱ; v; L; b; v; C Ha h^s; qCu; EⁱWa ejz'

Be^zju^f je HLV^Mi^e I^hjoⁿ qCu; N^mz L; i; N; i qC^a N; i; l h; i; qⁱ qC^a BI I^ce
c^ouL h; i; L B^R j; j^ez l^ae j^e i; j^haIR^{me}, a; q; l Se^f HLV; p^{MI} r^e f^Ua qCu;
Iⁱqu; R^z Hⁱ; qⁱ k; j^e Lⁱu; q; iL N; i; l h; y; d^{aC} qCⁿ, e; i; q^m p^o k^o L; b; j; u L^f I^hf^c
fⁱsⁿ a; q; l I^WL; e; e; j; z I^Lz^o N; i; l h; y; d; u; g; m; a; k^o p^o j^oul L; j^u euz Hⁱc^L, L; e; e;
I^qz; p; j^s SI j^oul p^A N; i; l I^hh; q^o Ju; A^e; u qCⁿ-- p^CSe^f H^aice e; e; L^e; i; c; uN^oUⁱ
c^{iM}i^U H^Lh; i^o ej "d Lⁱu; R^ez N; i; l h^m "B; j; I^hh; q Lⁱh ej-- l^ae j; qCu; H^Li^ceⁱ
Se^f fⁱah; j; L^e e; j; C Cqⁱa m^oL B^ooKⁱ qCu; k; j; C; a; z Hⁱ; qⁱ N; i; l c^xHLV; m^rZ cⁱMu;
l^ae j^e j^e Evg^o qCu; IR^{me}z p^CSe^f C p^{oIl} a; l e^fl hⁱh; i; Ua; ayq^{iL} Aa^fz¹ B^oja
Lⁱl m; z I^Lz^o l^ae p^qS q; i; m R; i; lsh; i; l f; i; a^e ee; j^e j^e Lⁱq^{me}, "B; i; R; i, c^Mi; k; j; Lⁱ'

f^Qnhjh^QLi^Qme, "iheu, a[†]j mima[†]L HLV; p^WLV ^Qb^QL EÜ;I LIh;I S^Qe[†] HLV; c^xp;qⁱp^L L;S LI^Qh HILj B;J C[†]R; LII ^Qez p^ji^QSI B^Qm;Qe;I ^Qhⁿ j[†]m[†] ^Qe^C, BS k; ^Qle^Qu ^QN;im;im Qm^QR c[†]ce h;^Qc a; L;^Qi; j^Qe^J b;L^Qh e;Z"

mima;I f[†]la La[†]h[†] LIIh;I Se[†]f[†] ^Qk i^Qheu ^QL;J I h;I^Qdu; B;pu;I[†]Rm ^Qp i^Qho^Qu i^Qhe^Qul j^Qe p^Qc[†]q;jae I[†]Rm e;Z ^Qp S;jea HI[†] I[†]h;[†]q p;J;S Ap[†]h[†]d; OIV^Qh, Hhw a;q;I ^QQ^Qu[†] ^Qhⁿ-- ^QN;I; h^Qs;C I;N LII^Qh-- I[†]L;^Q°Lhm La[†]h[†]h[†]Ü[†] ^Qc;q;C I[†]cu; HC-pLm A[†]f[†]ü L[†]ö[†]f[†]e;[†]L ^Qp j^Qe q^C°a ^QMc;Cu; I;I[†]Mu;I[†]Rmz H;je p;J u f^Qnhjh^Qq^Wv k[†]Me La[†]h[†]h[†]Ü[†]L H[†]L[†]h;[†]q h;I[†]M;Ü[†] LII^Qa Q;I[†]q[†]me a[†]Me i^Qheu a;q;[†]L R;I[†]s^Qa Q;I[†]qm e;Z

^Qp Li[†]qm, "B[†]f[†]e;[†]cl ^QQ[†]eq-GZ B;J ^QL;je;I[†]ce ^Qh;id LI^Qa f;I[†]h e;Z B;J;[†]L E[†]f[†]m[†]r L[†]Q B[†]f[†]e;[†]cl f;I[†]h;[†]q c[†]c[†]e[†]l S[†]e[†]f[†]J k[†]c ^Qmⁿj;jae Aⁿi;L;°^QV a[†]h ^Qp^J B;J;I f[†]r Ap[†]q[†]É[†]"

f^Qnhjh^QLi^Qme, "iheu, a[†]j B;J;I Lb;V; I[†]WL h[†]h[†]°a f;I[†]R e;Z B;J;[†]cl f[†]la ^Qa;J;I ^Qk n[†]Ü; B[†]R a;^Qa B;J M[†]h M[†]h[†] q[†]u[†]i[†]R, I[†]L;^Q°^Qp^C n[†]Ü;I La[†]h[†] ^Qh;id LIh;I S[†]e[†]f[†] ^Qk a[†]j B;J;I Le[†]f;[†]L I[†]h;[†]q LI^Qa f[†]Ü[†]a q[†]u[†]R HV; B;J;I Le[†]f;I f[†]r n[†]Ü[†]u euz ^Qp^CS[†]e[†]f[†] B;J ^Qa;J;[†]L h[†]m[†]i[†]Rm[†] ^Qk, p^WLV H;je -I;[†]a[†]l eu ^Qk HI S[†]e[†]f[†] ^Qa;J;I I[†]LR[†]jae a[†]f;N ü[†]f[†]L;I LI;I f[†]ü;Se B[†]R[†]"

k;L[†]Ü i^Qheu La[†]h[†]h[†]h[†]Ü[†] q^C°a j[†]š² f;C[†]m-- I[†]L;^Q°M[†]yQ;I à;I ^QM;im; f;C[†]m f;I[†]M ^Qk;je TV[†]Ü[†]V[†]Ü LII[†]u; E[†]Isu; k;J u ^Qa;je LII[†]u; a;q;I je ^Qa; I[†]e[†]x[†]L[†]ia[†]l A[†]h;I[†]l a f[†]b[†] ^Qc[†]s I[†]cm e;Z HM[†]e; ^Qp ^Qk e[†]Is^Qa Q;u e;Z La[†]h[†]h[†]h[†]Ü[†]L E[†]f[†]m[†]r LII[†]u; ^Qp ^Qk A[†]e[†]L I[†]c[†]e[†]l p^Wk[†]J I h;Y[†]L A[†]e;h[†]n[†]É[†]L h;Imu; i;I[†]Pu; I[†]cu; h;I[†]pu; B[†]R[†] je B[†]N ^Qk[†]M;[†]e i[†]u i[†]u f;I[†]h;S;Ca Hhw A[†]f;I[†]d[†]f[†]l j[†]a; p^Wü[†]L;[†]Q I[†]g[†]II[†]u; B;I[†]pa ^Qp[†]M;[†]e ^Qp ^Qk OI S[†]Isu; h;I[†]pu; m[†]^;I;N LII[†]u; m[†]Cu;[†]R-- H[†]Me a;q;[†]L ^Qg[†]I;[†]e; LII[†]we[†] ^Qk La[†]h[†]h[†]h[†]Ü[†] a;q;[†]L q;[†]a d;I[†]u; H S;u[†]N;V;[†]a B;I[†]eu;[†]R ^Qp k[†]Me h;I[†]m[†]a[†]R "BI c[†]L;I e;C, Q[†]m; i;C, I[†]g[†]II[†]-- je h[†]m, "a;J;I c[†]L;I e; b;[†]L a[†]j ^Qg[†]I;I, B;J HCM;[†]e[†]C I[†]qu; ^QN[†]m;J[†]"

f^Qn k[†]Me ^QL;B;J ^QL;[†]e; B;S;im I;I[†]M[†]a I[†]c[†]me e; a[†]Me i^Qheu h;Imu; E[†]IW[†]m, "B;J ^Qk La[†]h[†]É[†]l A[†]e[†]l;[†]d HLV; L[†]ö ü[†]f[†]L;I LI^Qa k;I[†]u[†]R H;je Lb; j^Qe^J LI^Qhe e;Z B[†]f[†]e;I; k[†]c p^CJ;Ia ^Qce a[†]h B;J;I f[†]r H;je ^Qp;I;NÉ BI-IL[†]R[†] q[†]a f;I[†] e;-- ^QLhm B;J;I i u qu f;I[†]R --"

pa[†]f[†]ü f^Qnhjh^QAp[†]ü[†]L;[†]Q Li^Qme, "a[†]j k; i u LIR a;I ^QL;[†]e; ^Qqa[†]°[†]e[†]Cz B;J p[†]ü[†]l a;I L;R ^Qb[†]L ö[†]e[†]i[†]R mima;I je ^Qa;J;I f[†]la I[†]h;[†]h[†] euz"

i^Qhe[†]ul j[†]e[†]l j[†]d[†]f[†] HLV; Be[†]ü[†]l I[†]h[†]c[†]v ^QM;Imu; ^QN[†]mz mima;I j[†]e[†]l HLIV N[†]h[†] Lb;

pöil a;il L;R hěš² qCu;Rz L ħ hěš² qCm, ʳLje Lİl u; hěš² qCm? cĕ pMEI L;R HC-
k Bi j; p Aej; ʳe HLV; Sje; S;je qCu;R Cq;il pæħĕ l qpĕj u pM İheuʳL ʳke İhÜ Lİl ʳa
m;ilNmz

İheu ħımu; EİWm, "Bj;ʳL kİc Bfe;il; ʳk;Nĕ j ʳe L ʳe a ħ a;il ʳQ u Beʳĕ l Lb;
Bj;il f ʳr BI-İLRĕ q ʳa f;il e;il"

f ʳl nh;ħ ʳLİq ʳme, "a; j HLV ʳA ʳfr; L ʳ;il Bj;il HLh;il Efl ʳb ʳL Bİp;il"

İale ħl c;ip ʳĕ l f l j a mC ʳa N ʳmez ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "İheuʳL ʳa; cfr; il ʳe ʳa q ħz"

f ʳl nh;ħ ʳLİq ʳme, "a; il ʳe ʳa q ħ ħİL;il"

ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "p;il B ʳN İWL L ʳ;il İheuʳL HCM; ʳeC X;il; J-e;il"

İheu Efl Bİp ʳm ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "a; q ʳm cfr; il İce ʳa; HLV; İWL Lİ ʳa quz"

İheu Lİqm, "cfr; il İL c;il;il B ʳR?"

ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "c;il;il ʳeC! ħm Lĕ eC ʳm ħİppj; ʳS ʳa;il;il İħh; q q ħ Lĕ L ʳ?"

İheu Q ʳf Lİl u; j; b; ʳq;v Lİl u; ħİpu; İİqmz İheu ayq;il O ʳl İħh; q Lİl ʳa pC; a qCu;R
öleu;C f ʳl nh;ħ ʳdİl u; mCu;ilR ʳme ʳk, ʳp cfr; NqZ Lİl u; ħİppj; ʳS f ʳħn Lİl ħz

İheu Lİqm, "ħİppj; ʳSİ dj; Ĩ ʳa;il fİa Bj;il ʳa; nÜ; B ʳR Hhw Hfk; ʳ;il Bj;il
ħĕħq; ʳJ a;il Aef; b; il Z qu İez a ħ İL İħ ʳnoi; ħ cfr; ʳe Ju;il c;il;il B ʳR?"

ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "kİc j ʳaC İj m b; ʳL a ħ cfr; il ʳe ʳaC ħ; rİa Lĕ?"

İheu Lİqm, "Bj; ʳk İq; ʳp;il; ʳSİ ʳLE eC H Lb; ħm; Bj;il f ʳr Ap ħz"

ħl c;ip ʳĕ l f l İLİq ʳme, "a; q ʳm H Lb; il ʳe B ʳm; il; il; C Bfe;il Aef; u q ʳu ʳRz Bfle İL
Bj; ʳc;il Efl;il Lİh;il S ʳeĕ cu; L ʳl Bj;il ʳj ʳu ʳL İħ ʳu Lİ ʳa İİS q ʳu ʳRe?"

İheu Aaf; ʳ; B0; a f; Cm; ʳcİMm a; q;il fÜ; ħ;v; Cq; ʳc;il f ʳr paf; C Af; jeSeL qCu;
EİWu; ʳRz

İLR ʳ;il; m qCm İpli m İħh; ʳq;il Bce f;ip qCu; ʳN ʳRz ʳp p; ʳu ʳN; il; J İheu L; N ʳS İ
BC ʳe;il İħ; ʳ;il; aħĕ; ħ ʳ B ʳm; il; il; Lİl u; ʳRz BS ʳpC İpli m İħh; q üĕL;il Lİl u; İheu İe ʳS ʳL
"İq; ʳe;il; ħımu; ʳQ; o; Z; Lİl ħ HJ ʳa; ħ ʳS; nš² Lb; il

İheu İq; ʳp;il; ʳS b; il; Lu; mİma; ʳL İħh; q Lİl ħ H fÜ; ħ f ʳl n j ʳe;il j ʳdĕ NqZ Lİl ʳa
f; il ʳme e; il c f ʳl n n; ʳp ʳgİmu; İheu EİWu; c; y; Cm Hhw E; il u ʳL e; il ü; il Lİl u; Lİqm, "Bj; ʳL
j; il f Lİ ʳhe, Bİj BI Af; il; d ħ; s; ħ e; il"

ħımu; Oİ qC ʳa ħ; il; q; qCu; ʳNmz İp; y; il L; ʳR Bİpu; ʳcİMm pC; j ʳMI ħ; il; j; ʳ; il; HL ʳL; ʳZ
HLİV ʳR; ʳV; ʳXÜl mCu; mİma; HLM; ħİpu; İQİW İmİM ʳa ʳRz f; il; ul n ʳe ʳQ; il; m a ħmu; mİma;
İheu ʳul j ʳMI İc ʳL Q; il; qmz ʳpC a; q; il rZL; ʳm; il; cİv ʳL ʳhe ʳul p; j; il; İQš ʳL HL j ʳq; ʳa; il
j İba Lİl u; a ħmmz İheu ʳul p ʳA ʳa; mİma; il e; ʳae fİl Qu eu-- Lah; il ʳp a; q; il j ʳMI İc ʳL
ʳQ; il; m a ħmu; ʳR, İL; ʳ BS a; q; il cİv j ʳdĕ Lĕ l qpĕ fİL; il; n qCm? pöil a; mİma; il HLİV
j ʳe;il Lb; S; je; ʳR-- ʳpC j ʳe;il Lb; il; IV BS mİma; il L; ʳm; ʳQ; il; MI f ʳħn; il; R; il; u; il; Lİ; Z; il
İl; il; u; EİWu; HLM; il; e pSm İöe; ʳ; ʳQ; il; j ʳa; il; İheu ʳul ʳQ; il; M ʳCm; il; İcmz İheu ʳul J HL j ʳq; ʳa; il

Q;qle@a a;q;l qe@ul @nce; ihc#al j@a; R#Vu; @Nm; @p mĩma;@L ej ú;l Lll u; ìhe;
pñ;@Z ìp;s ìcu; e;lj u; Qĩmu; @Nmz

“Nij Sm qC@a hijql qCu;C cMm fñ nhjh=Hhw ðheu àjñl hijql aq;il Seé A@fr; LIL@a@ez

HL j;ip ðLR@cðLm e@q HL j;ipñ Q@u @hinice @Nij Bañuhã@cñ ðeLV qC@a ðhjuRæ qCu; ijZ LILu;R, ðLz°S@ml HL j;ip ðhjuRc qC@a hijql qCu;C @p kMe fñ n J ðheu@L cMm aMe aq;il j@e qCm @ke f@;ae hijã@cñ fil ðQa pwpñ @p f@eS@y m;il LILmz @pC I;Sf@b @M;m; BL;ññ eñQ fñ j@al B@mñL fñññ n;1 @eqf@Nüi jh@p;É j@ññ cMmu; @p @k;e i ðŠñ Be@k ayq;il fññul d@m; mCm H;e BI @L;e;ice L@ e;Cz fññ n aq;il p@Á @L;m;L@m LIL@mez

ðheu@l q;a dñl u; @Nij q;ip; Lìqm, “ðheu, Cúññ @b@L BIñ L@ HLP@ÁC @aj;il p@Á pj ðññññ; m;il L@ H@pñR, ðLz°HC ðhçñ;muV;@a @aj;il Q@u gyñL ðc@ Hññ@ ðe@ññR”

ðheu q;ip@aJ fññl m e; @L;e; Lb;J ðñm@a fññl m e; @SmM;e;il c@Ml q@p@l ði al ðcu; aq;il hà@a;il L;R hàññ Q@u B@ñ; @ke A@eL h@S; qCu; hijql qCu;Rz Ni ðl p@èj @p Q@f LILu; Lìqmz @Nij ðS’ ip; LILm, “j; @L;e B@Re?”

ðheu Lìqm, “j; i jññ;C B@Re?”

fññ nhjh=Lìq@me, “H@p; hij; @aj;il S@eé Nñs A@fr; L@ B@R?”

ðaeS@e kMe Nñs@a EñW@a k;C@he H;e pj u qyf;C@a qyf;C@a Añhe;ñ Bìpu; Eñññbaz aq;il ðfR@e @R@ml cmz

Añhe;ñ@L @cMmu;C @Nij a;S;aj;s Nñs@a EñWu; fñsh;il E f@èj LILm, ðLz°avf@ñññ @p Bìpu; fb@ñ;id LILu; Lìqm, “N@ññ; j; qeh;h; HLv@cys;ez”

ðñm@a ðñm@aC @R@ml; Q@vL;il-n@è N;e dñl m--

c@ññññññññ qm BñS @ñ;ilz

কাটিল কাটিল অধ;eaj @X;ilz

¶Nijl j #M mijm qCu; EIWm; ¶p aqil hSü¶ NSle Lll u; Lllqm, ""Qf L¶l z'"

¶R¶ml j ihlØj a qCu; Qf Lll mz ¶Nij; Lllqm, ""Alhejn, H-pj Ò' h¶fij l L¶l'"

Alhejn aqil n¶l li al qC¶a Lmifiaju ¶j is; HLV; L¶g¶ml ¶j v; ¶Nis j im; h¶lql Lllm Hhw aqil Aehal HLIV AOfhuú ¶R¶m HLMje ¶pej l S¶m R¶f¶e; L¶NS qC¶a l j l q p¶l cj -¶cJu; B¶M¶el j ¶a; âa h¶N L¶l j j ¶š? Ali e¶e fisuj k¶C¶a Bl ñ Lllmz

Alhejn l j im; ph¶m f¶a¶M¶e Lll u; ¶Nij; Ah l; Ò' ¶e¶¶d l L¶ Lllqm, ""Hme h¶T ¶aj j ¶cl Ali eu ö l; qm? BS l; Ò' l d¶l B j j ¶L ¶aj j ¶cl k¶e; l c¶m pP p¶Sih l S¶ef h¶T HC HL j; p d¶l j qm; l c¶l R¶m?"

A¶eL ice qC¶a Alhejn HC f¶e Lll u; j Rm--¶p i j hu; j Rm, i j l HLV; a; L m; N; Cu; l c¶h B j l; ¶k p j ¶ul L b j h¶m ¶a l R a Me H l ¶f E f â h f ¶l ma l Rm e; z Alhejn l heu ¶L j j z z j l j ¶d¶e mu e; c, HC A f ¶h h ¶f i ¶l l p j Ò' h; q; c ¶l ¶p l e ¶SC m C ¶h h l mu; m ¶ q Cu; j Rm z H j e - l L, Mh ¶l l L j N ¶S l S e f C q l l h h l z ¶p l e ¶SC l m i Mu; l W L L l l u; l j i Mu; j Rm, l g l l u; l i Nu; c a q l l c ¶-HLV; g y L f ¶j z L l l u; f i W; Cu; l c ¶h l Ø b l l Rm z

¶Nijl l l a l ú j ¶ Alhejn r ¶ q Cu; Lllqm, ""B f l e A e f i u h m ¶R e z B f l e L j l j h; p ¶k c ¶M ¶ j N L ¶ R e B j l j a j l ¶Q ¶ u l L R j j e L j p q f l l l e z HC HL-j; p-L; m f l a j q ¶ a l a o j e ¶m B j j ¶cl h ¶r l f " l c ¶ q ¶ R z'"

¶Nij; Lllqm, "i ¶m L l R Alhejn, H L V a j l L ¶ u ¶ c M ¶ m C ¶ c M ¶ a f i ¶ h a o - ¶ m; H M ¶ e; p j Ò C ¶ N j v; B ¶ R, h ¶ r l f " ¶ J j j l j a l l l L j ¶ m j L p j e q u l e z'"

Alhejn c l j m e j; Lllqm, ""l; S f ¶ l o B f e j l A f j j e L ¶ R, l L z ° B S p j Ò' i j l a i ¶ j j l j # f j e q ¶ u B j l j HC p ¶ j j ¶ e l j j m ¶ --"

¶Nij; h l mu; EIWm, ""B l ¶ a j p q f q u e j z'"

Alhejn J a q i l c m ¶ L H L f i ¶ h p l i C u j l c u j ¶ N i j; L l l q m, ""f ¶ n h j h ¶ N i j s ¶ a E W e z'"

f ¶ n h j h ¶ N i j s ¶ a E I W u; q y f R i s u j h y l Q ¶ m e z ¶ N i j; J l h e u a y q i l A e p l z L l l m z

Ø V j j l ¶ k; ¶ N k ¶ e; L l l u; f l i c e f i a x L i ¶ m ¶ N i j; h i j s B i p u j ¶ f y j R m z ¶ c i M m h j l q l - h i j s ¶ a a q i l c ¶ m l i h Ò l ¶ m j L S V m j L l l u; ¶ R z ¶ L j ¶ e j e ¶ j a q i ¶ c l q i a q C ¶ a l e x L i a m C u j ¶ N i j; A z x f ¶ B e ¶ j u f l L j ¶ R i N u j E f i Ø b a q C m; l a l e B S p L i m - p L i m Ø e j e p i l l u; f l u a

qCu; hĭpu; ĪR^{me}z Nⁱ; Bĭpu; ayq; fⁱ fĭsu; fZ; LĪ^aC Be³jufl cĕ Qr^ālcu; Sm fĭs^a mĭNmz Halce k Anĕ ĩale Ahl; Ū Ī; ĪMu; ĪR^{me} BS BI ^QLⁱe; j^aC a; q; h; d; j; ĩlem e; z

Lb-cu; m NĀ; Øe; je LĪu; ĩgĭl u; Bĭp^aC Nⁱ; ayq; l plqa ^cM; LĪmz cſ qC^aC ayq; ^L fZ; j LĪm, ayq; l f; cØfn^ĪLĪm e; z Lb-cu; m ppw^QLⁱ cſ Bp^e hĭp^{me}z Nⁱ; LĪqm, "h; h; j, Bĭj HLV; fĭul^ŪŌš LI^a Q; Cz"

Lb-cu; m LĪq^{me}, "a; l ^a; ^QLⁱe; fĕ; Se ^cĪM ^ez"

Nⁱ; LĪqm, "S^m Bĭj BI-^QLⁱe; Lø NZĕC LĪ ĩe, ^QLhm ĩe^SL Aaĕ; ¹AöĪQ h^m j^e qa, ^pC N^ĭe HM^e; B; j; l k; u ĩe--fĭul^ŪŌš LI^aC q^hz"

Lb-cu; m hĕŪ' qCu; LĪq^{me}, "e; e; j, ^aij; l Aa h; s; h; ĩs LI^a q^h e; z Bĭj ^a; J^a j a ĩc^a f; ĪR^ez"

Nⁱ; LĪqm, "B; ĩR; j, Bĭj e; qu H p^ð^a fĭTMa^cl j a ^eh; z"

Lb-cu; m LĪq^{me}, "Qⁱe; fĭTMa^cl j a ĩe^a q^h e; z Bĭj ^a; j; ^L ĩhd; je ĩcĭR, ^a; j; l fĭul^ŪŌš ĩ fĕ; Se ^eCz"

Lb-cu; m j^a; A; je BQ; ĩöĪh; ju^ĪĪ^m; L Nⁱ; ĩl f^r ^QLⁱe; fĭL; ĩ ĩeuj p^wk; j k ^QLe üfL; ĩ LĪ^a Q; e e; --ö^düfL; ĩ L^Q e e; a; j eu, H^QLh; ^Q a; q; ĩ ĩh; ĩ^Ū ^{Sc} dĭl u; h^pe, BS fkl; ¹Nⁱ; a; q; ĩ ^QLⁱe; AbĪC h^T^a f; ĩ e; Cz

Be³jufl BS ^Qi; SeØb^m Nⁱ; ĩl f; ĩnc ĩhe^{ul} f; ja LĪu; ĩR^{me}z Nⁱ; LĪqm, "j; j, ĩhe^{ul} BpeV; HLV^ag; ja L^Q c; jz"

Be³jufl BŪQk^ĪqCu; LĪq^{me}, "Q^e, ĩhe^{ul} Afĭj d Lf qm?"

Nⁱ; LĪqm, "ĩhe^{ul} ĩLR^aqu ĩe, B; j; ĩC q^uR; z Bĭj AöŪ BĪRz"

Be³jufl LĪq^{me}, "a; ^Qi; L, ĩheu Aa öŪ; öŪ j; j^e e; z"

Nⁱ; LĪqm, "ĩheu j; j^e e; j, Bĭj j; ĩe; z"

Bq; ^Ī ĩl cĕ h^akMe a; q; ^cl Ef^Ī ĩl a^m ĩe; ĩ^a O^Q ĩNu; ĩpm aMe a; q; ĩ; ^QL^Q ^QLⁱe; Lb; M^ĭSu; f; ĩCm e; z HC HL j; j^pl j^d ĩhe^{ul} L; j^R k HLĪV; j; æ Lb; pL^ml ^QQ^u

h@s; qCu; EIWu;R pV; BS @Lje Lll u; k @N; i; l L; R f; i; s; h a; q; i p i j; hu; C
f; i; C; a; i; Rm e; z f; i; n; h; i; h; h; i; s; i; @m; i; L; C; i; p; d; a; @N; i; i; j; e; J; H; L; V; i; i; S; ' i; p; i; S; i; n; a; i; Rm, i; L; z; o
p i; L; R; e; h; i; m; m; e; z; i; h; e; u; L; b; i; V; i; f; i; s; h; h; i; m; u; i; p; A; f; r; i; L; i; a; i; Rm; z; A; h; n; e; h; i; s; i; g; u; i; p; L; m
@L; j; e; B; R; e; p; L; b; i; @N; i; i; f; i; n; h; i; h; L; i; S; ' i; p; i; L; i; u; i; Rm, i; L; z; o; p; a; i; L; h; m; i; a; a; i; l; f; i; n; a;
a; i; q; i; i; p; L; m; i; i; m; i; B; R; H; C; V; L; M; h; e; i; Q; u; J; B; e; i; i; h; u; i; i; a; i; h; h; i; z; S; i; e; h; i; l; S; e; f; a; i; q; i;
j; e; i; j; d; e; K; v; p; L; e; i; Rm; z

H; j; e; p; j; u; j; i; q; j; 0; e; i; j; d; e; B; i; p; u; i; B; p; e; N; a; z; L; i; l; u; i; i; p; y; s; E; W; i; l; n; e; j; i; L; R; e; z; q; y; f; i; C; u; i;
m; C; m; e; z; a; i; q; i; l; f; i; l; i; q; m; e, "i; h; e; u, H; a; i; c; e; @a; i; @N; i; i; l; S; e; e; A; f; r; i; L; i; @N; m; z; H; M; e; B; i; @a; i;
@L; i; e; i; L; b; i; e; C; z; H; h; i; l; i; c; e; r; z; i; W; L; L; e; i; @g; m; i; k; i; L; z; L; f; h; m; @N; i; i; ? h; e; T; R; @a; i; L; f; L; b; i; V; i;
q; i; R; ?"

@N; i; i; @L; i; e; i; L; b; i; e; i; h; i; m; u; i; H; L; V; i; e; q; i; l; p; m; z

j; i; q; j; L; i; q; m; e, "q; i; p; R; k; ! a; h; j; i; j; h; R; B; S; J; c; i; c; i; p; L; b; i; V; i; e; i; m; i; e; z; i; L; z; o; L; e; f; i; v; @a; i; u; f; a;
e; u, 0; f; 0; C; m; e; a; f; i; l; u; R; p; H; L; i; v; p; a; e; f; c; i; b; i; -; e; i; m; h; i; l; @S; i; L; e; q; i; l; p; e; u; @N; i; i; j; H; h; i; e; i; k; i; q; u;
i; W; L; L; e; i; @g; m; i; z;"

@N; i; i; L; i; q; m, "i; W; L; L; i; h; i; l; L; a; n; i; k; i; e; i; a; l; e; @a; i; u; u; w; E; f; i; 0; b; a; i; @u; R; e; z;"

j; i; q; j; L; i; q; m; e, "p; h; e; i; n; ! J; y; l; e; S; i; i; W; L; e; C, E; i; e; i; W; L; L; i; h; e; ! a; h; j; H; p; R, H; M; e; @a; j; i; l;
E; f; i; C; p; j; u; i; i; l; z;"

B; S; i; h; e; u; N; n; e; l; q; C; u; i; Q; e; f; L; i; l; u; i; i; l; q; m, a; i; q; i; l; u; i; j; h; i; p; u; f; i; l; q; i; p; i; R; e; m; J; p; @L; i; e; i; L; b; i;
h; i; m; h; i; l; Q; o; i; L; i; l; m; e; z;

@N; i; i; h; e; T; m, H; L; V; i; @N; i; m; B; R; z; p; L; i; q; m, "i; e; j; z; L; L; i; a; k; i; h; i; l; i; j; l; i; e; a; f; i; l; l,
মিঠাই ফরমাস @ch; i; J; i; j; l; e; J; u; i; k; i; u, f; i; l; h; n; e; L; i; a; J; i; j; S; B; i; R, i; L; z; o; i; h; e; u; k; @a; j; i; l;
g; u; e; L; i; h; u; L; i; h; e; C; p; i; j; l; B; i; j; i; e; a; f; i; l; h; e; z; k; y; l; i; e; h; i; p; a; p; w; p; i; e; l; H; C; -; p; j; u; i; L; i; S; q; u; a; y; l;
p; a; B; j; i; l; i; h; n; o; Q; e; i; h; i; e; i; e; C; --; h; i; j; h; l; B; i; j; a; y; L; c; y; @b; L; C; e; j; u; i; l; L; e; i; R; z;"

j; i; q; j; L; i; q; m; e, "a; h; j; c; y; l; b; i; L; m; C; k; i; a; l; e; J; c; y; l; b; i; L; e; a; i; j; e; J; @L; i; e; i; e; z; q; W; i; v; L; e;
Q; j; L; m; i; N; i; h; e; i; L; R; h; m; i; k; i; u; e; z; @a; j; i; l; p; d; a; a; y; l; j; a; m; h; L; f; a; i; i; W; L; h; m; e; a; f; i; l; i; R; e, i; L; z; o; H; y;
p; d; a; i; j; l; @N; i; m; @W; L; R; z; H; L; m; i; f; S; i; f; i; a; W; i; L; e; l; E; f; i; C; p; h; h; i; a; e; i; i; c; u; a; h; j; k; i; c; i; e; S; J;
E; c; i; k; i; n; e; e; i; q; j; a; i; q; m; q; u; a; i; A; e; a; i; f; L; i; a; q; e; n, H; B; i; j; h; e; m; i; j; M; i; R; z;"

@N; i; i; L; i; q; m, "k; i; j; l; B; j; i; l; e; u; p; i; j; l; e; i; l; e; u; A; e; a; i; f; L; i; a; i; j; S; B; i; R, i; L; z; o; i; e; u;
A; e; a; i; f; L; i; B; e; i; n; s; ! @p; C; v; @b; L; i; r; i; e; f; a; Q; i; C; z;"

j; i; q; j; L; i; q; m; e, "h; i; p; z; i; R; e; m; S; i; a; L; m; j; e; p; j; u; i; @M; i; J; u; i; e; n, B; i; a; h; j; h; p; @b; L; e; C; m; e; n; ?
e; c; n; l; @m; i; l; i; q; c; u; i; l; e; i; r; i; l; S; e; e; f; @a; j; i; l; B; q; i; l; i; e; a; i; h; a, H; i; c; L; i; e; S; i; f; i; j; h; a; e; k; i; c; S; i; a

i jipou icou hupl Oei ihou Lei hup ai qom jjeol LjR ek jM cMja filh eiz
Iheu, a#j #hid qu l;N LIR, ilz'oyi m;L rajil Apir;ac HC-ph Lbj Nil;L hma--
ajil hmhil Seef RVlgVU LIR--Bij pjec hm Nm; , aja pLm fer i ;m;C qhz
-ShVj kic Ij b;C qu ai qom p Lbj hm;C Qel kih, kic plaef qu ai qom #i;T;fs; Lei
ejJt"

jijq Qimu; Nme, Iheu am;ei L;ei Lbj Liqm eiz Nil; IS' ip; Lilm, "Lf Iheu,
h;f;Iv; Lf?"

Iheu Liqm, "od;Lhm N;V;LaL Mhl icou Ahob;V; iWL #i;T;ei i jil ns², a;C jce
L;IRm; B; B; raj;L pjU' h;f;Iv; h;T;ou hmh--ilz' fibh;a B;C;I p;hd;ja
d;f;I-p;ob ilRc OV;a Q;u ei--Ove;--m;J inL;il h;OI j;a; f;bj;V; -;s; ; ;
lexn;e Qom, ail f; qW;iv HL pju O;S;I Ef; m;g icou H; f;sz Bhil ail pwh;C;J
B--el j;a; f;bj;V; Q;f; b;L, ail f; qW;iv c;E c;E Lei S;M J;W, aMe ail BI
p;jm;ei k;u eiz p;CS;ef;C HL HL pju j;e qu, L;J; ;ac a;N Lei H;Lh;I; ob;Z;qou
h; b;L;C jjeol fer j;st"

Nil; q;ip;u; Liqm, "a#j H;Lm; ob;Z;qou h; b;L;C; h; j;st L;bj;u? p;Cp;A S;Nv-
p; kic ob;Z;qou ei J;W ail qom raj;L i;ob;I b;L;a c;h; Le? p; B;I; Em;V; Ihfc
qhz S;Nv k;Me L;S; LIR aMe a#j kic L;S; ei LI ail qom k; L;hm;C W;L;h; p;CS;ef; HC;V
c;M;a q;h; Ove; ke raj;il paL;h;L IXIP;u; ei k;u--HV; ei qu k; , BI-p;J;U;C Qm;R,
L;hm; a#j;C f;U;a ;eCt"

Iheu Liqm, "I L;bj;V;C iWLz Bij;C f;U;a b;il; ;ez H;h;I;J Bij; f;U;a IRm; eiz L;jeI
icL icou Lf OV;R ail h;T;ac f;il ;ez ilz'k;Me O;V; E;Wm aMe ail c;lua;A;a; N;Q;Z LI;a;C
qhz k;V; N;S;I;a; ei OV;M;C i ;m; IRm; p;V;L BS A;f;U; qom;J;a; A;uf;L;I; LI; k;u; eiz"

Nil; Liqm, "Ove;V; Lf, ei S;e; p;V;I; p;da; a;S;I;mi;Q;e;u; k;N; c;Ju; B;J;I; fer
Liwez"

Iheu M;S;I; q;Cu; h;ip;u; h;imu; ;g;imm, "A;eh;k;N; Ove;e;2; m;ma;I; p;A; B;J;I; p;da; H;je
S;ju;N;ju; H; p; c;Y;S;u;R; k; , ail; kic B;I; I;h;h;I; q; ei L;I; a;h; IQ;I;S;h;e; p;J;S; ail; A;e;f;ju; H;hw
A;J;M;L; A;f;je; p;q;f; LI;a; q;hz"

Nil; Liqm, "Lf I;L;V;I; c;Y;S;u;R; o;I;ez"

Iheu Liqm, "p; A;e;L; L;bj; p;e;2; raj;L; hmh, ilz'JV;L;a;#j; ;ec; ejJt"

Nil; Liqm, "B;I;R;I; ;ec; ;e;I;R;Z; J; p;da; B;J;I; h;st;h;e; HC; k; , Ove; kic A;eh;k;N;qu; ail
c;M;J; A;eh;k;N; p;J;S; kic m;ma;I;L; A;f;je; ;i;N; LI;a;C; qu; ;ai; ail; E;f;ju; ;eCt"

Iheu Liqm, "ilz'p;V;I; ;eh;I;Z; LI; ;ai; B;J;I; q;I;a; B;R;"

Nil; Liqm, "kic b;L; ;ai; i ;m;C;Z; ilz'N; ;ul; S;I; p; L;bj; hm; ;ai; q;h; eiz Ai; ;h;
f;S;M; Q;I; LI; , Me; LI;J; ;ai; jjeol q;I;a; B;R; , ilz'p;V;I; il; plaef; B;R;? m;ma;I;L; I;h;h;I; q;
Lei; a#j; m;ma;I; f;I;a; L;ah;e; LI;a; Q;J; , ilz'p;C;V;C; il; raj;il; Q;I;J; L;ah;e;? p;J;S;I; f;I;a;

Lañé eC?"

pj:SI fía Lañé Øj IZ Líl u;C ðheu hñpìhñ;Q pCj a qu e;C p Lb; p hìmm e; a;q;I aLÑ Qìsu; EìWmz p Lìqm, ""I S;uN;u a;aj;I p^A Ñ;id qu B;ji Ijm qñ e;Z Bìj a; hñš' I Ìc^L v^e pj:SI ðh;I;Ü Lb; hmìR ez Bìj hmìR, hñš' Hhw pj:S c^eul EF^C HLIV djÑ B^R-- pC^VI EF^I cìØ Ì^M Qm^a qñz Ñ;je hñš'^L hyQ;e;C B;ji QIj Lañé eu a;aj;e pj:S^L hyQ;e;J B;ji QIj Lañé eu, HLj;æ djÑ^L hyQ;e;C B;ji QIj Ñ;ñz"

Ñ;I; Lìqm, ""hñš'^J eC pj:SJ eC, AbQ djÑ B^R, Hje djÑ^L Bìj j;Ie ez"

Ìhe^ul Ì;M Qìsu; EìWmz p Lìqm, ""Bìj j;Iez hñš'^ J pj:SI Ìi ÌšI EF^I djÑ eu, d^jÑ Ìi ÌšI EF^IC hñš'^ J pj:Sz pj:S Ñ;V;^L Q;u pC^V^LC kìc djÑ h^m j;e^a qu a; q^m pj:SI C j;Ib; M;Ju; quz pj:S kìc B;ji Ì;e; e;f;u;wNa djÑ^wNa ü;d^e;aju h;id; ^cu a; q^m pC ApwNa h;id; m^'Oe LÌ^mC pj:SI fía Lañé LÌ; quz m;ma;^L ðh;h;q LÌ; kìc B;ji Aef;u e; qu, Hje-ÌL, EìQa qu, a^h pj:S fíaL^m h^mC a;I b^L ÌelÜ^ qJu; B;ji f^r AdjÑ^qñz"

Ñ;I; Lìqm, ""ef;u Aef;u ÌL HLM; a;aj;I j^d^Éc hÜ? HC ðh;h;^qI à;I; a;aj;I i;h^e p;I^e^cI a;ñ Ì;I;I;u cys LÌ;I;R p Lb; i;h^h e;?"

Ìheu Lìqm, ""pCÌLj L^I i;h^a ÌN^uC a; j;e^Ø pj;I^SL Aef;u^L ÌQI^Ø;I;u^f L^I a;^mz p;^q;h-j;e^hI m;I;Ib M^u Ñ; Ì;I;Ie Afj;e ÌQI^I;ce hqe L^I a;I^L a;ñ ^c;I; c;J Ì;e? pJ a; a;I p;I^e^cI Lb;C i;h^z"

Ñ;I;I p^A a^LÑ ðheu Ñ; S;uN;u Bìpu; f;I;Rm f;hñ^ pM;^e p ÌRm e;Z HLV^ B^NC pj:SI p^A ðh;^R^cI pñ;he;^aC a;q;I pjÜ^ ÌOš^ pwL^Qa qCu;I;Rmz H p^Ø^a p Ìe^SI p^A Ì;e;f;Ì;I aLÌ^C L^I e;C Hhw Ñ;I;I p^A aLÑ kìc EìWu; e; f;isa a^h ðhe^ul je Bfe ÌQI;e pwú;I Aep;^I EFìØba f;hñš' EmV; Ìc^LC Qìmaz ÌL;^ aLÑ LÌ^a LÌ^a a;q;I f;hñš', Lañéh;Ü^L Bfe;I p;qu LÌl u; mCu; f;h^m qCu; EìW^a m;I;Nmz

Ñ;I;I p^A M^h aLÑ h;I;du; Ñ;Mz HCl^f B^m;Oe;u Ñ;I;I f;I;uC k;š'^-f;I;u;^NI Ìc^L k;u e;--p M^h S;^I p^A Bfe;I ja h^mz a;je S;I AOf^ Ñ;I;L^I C^M; k;uz HC S;^I I à;I;C BS p ðhe^ul ph Lb; Wìmu; i;š; j;pv LÌl u; Qìmh;I Q^Ø; LÌl m, ÌL;^ BS p h;id; f;I;C^a m;I;Nmz kaìce HL Ìc^L Ñ;I;I BÌ-HL Ìc^L ðhe^ul ja j;æ ÌRm aaìce ðheu q;I j;I;eu;^R, ÌL;^ BS c^e Ìc^LC c^e h;I;h j;e^Ø--Ñ;I;I BS h;I;h;^ZI à;I; h;I;h;^Z^L W^L;C^aìRm e;I, BS h;I;Z Ñ;M;^e Bìpu; h;I;S^aìRm pM;^e Ñ;hce;f;ZÑ j;e^ØI q^euz

Ñ;ol;^m Ñ;I;I Lìqm, ""Bìj a;aj;I p^A Lb;L;V;L;I;V LÌ^a Q;I C^ez HI j^d^É a^LÑ Lb; hñ ÌLR^eC, HI j^d^É q^e u Ìc^u HLIV Ñ;I;Th;I Lb; B^Rz hñp^ Ø;^u^L ðh^u L^I a;ñ ^c^hI ph;I;I;I;Z^I p^A Ìe^S^L Ñ; f;I;L L^I Ñ;gm^c c;I; pC^VC B;ji L;^R AaÉ;^I Ñ;hce;I ðhouz H L;S a;ñ f;I;I, Bìj ÌLR^aC f;I;I e, HCM;^eC a;aj;^a B;ji^a f;I;I c--' j;e eu, h;Ü^a euz B;ji f;I;I Ñ;M;^e a;aj;I f;I;I pM;^e eCz a;ñ Ñ;M;^e R^I Ø;^I

fīūlōš! Aīheīnī cē Qr=cfç qCu; EīWmz ēp Līqm, "H Lb; Bjiēl Lī; jēJ Ecu qu īe, īLz°īqčđjīl ēLīē; īhdje ēNđē j; qeh; hēL īLRēa Hsīēa fīl ēh eiz'

pLēm Līqm--a; ēhn Lb; fīūlōš Efmērc pLēm HLē Bqil Lī; k; Cēh ēpīce ēēnl hē; hē; Adē; fL-fīM aēl īej; z Līēa qCēh; īqčđjīl ēk BSJ īLīē pSth Bē a; q; ēNđē j; qeh; hē HC fīūlōš īej; z fD; īl qCēh

fīūlōšpi; Lē ēL; b; u Bqēa qCēh ēp fīhē EīWmz ēNī; Līqm, H hīsēa pēhd; qCēh eiz HLSe ī š² a; q; īl Nā; īl d; ēl h; N; ē HC īēu; pčfē Lī; īl fū; h Līl m; Cqil MīQJ cēmī ēm; ēl pLēm īj īmu; hqē Līl ēh īōbl qCu; ēNmz

īhc; uNqēZl p; u Aīhe; n EīW; cys; Cu; hš² a; īl Ryē q; a e; īsu; pLmēL pē; de Līl u; Līqm, "ēNđē j; qeh; hē īhl š² qēa fīē--īLz° BS Bji; qēu kMe fīl f; N qēu EēWR aMe H Lb; e; hēm J Bīj b; Lēa fīl R ē, ēhc-Eū; ēl Sēēf Bjiēl HC f; ēi ēj ēa Ahā; īl S; Nq; Z LēīRēme, ēaj īe īqčđjīl Eū; īl Līh; īl Sēēf BS Bji; HC Ahā; īl ēfū; īr; fībhēa ēLhm Bjiēl ēēnc osīGaēBē, Bjiēl HC ēēnc Līēm Līēm Ahā; īl Sē; ēRe Hhw Bē; S; ē; ēhez Bji; deē ēk HC pafē Bjiēl L; ēR f; j; z qēu ēNmz hēm; ī; ē, ēNđē j; qēl Suz'

Aīhe; īnī hī; j; a; u īhōīma qCu; pLēm īj īmu; ēNđē j; qēl Sudīē Līl ēa m; īNmz ēNī; j; j; N; ēL f; s; f; Cu; ēpM; ē qCēa R; V; u; Qīmu; ēNmz

BS ēSmM; ē; qCēa j; š² īcē fīhm HLv; Ahp; ē ēNī; īl jēēL Bēz; Z Līl m; ēēae Evp; q ēēnl Sēf L; S Līl ēh hīmu; ēNī; ēSmīl Ahē; ēd AēL īce Lōfē; Līl u; ēR; BS ēp īeēSēL ēLhm HC fīhē Līl ēa m; īNm--"q; u, Bji; ēcn ēL; b; u! ēcn īl ēLhm Bji; HLm; īl L; ēR! Bji; Sthēl p; j; ū' p; wLōf k; q; īl pēā Bēm; ē; Līl m; j; ēpC Bji; Bēnnēhī hāē BS Hāēce fē ēLhm HLSe ēēfēm; ēLē īhh; q Līl h; īl Efmērc a; q; īl ēēnl p; j; ū' Aafa J ī hōfēal pēā HL j; ē; ēān H; ē īej; N; ī; ēh f; bL qCēa fū; ēa qCm; Bī k; q; īcNēL pLēm Bji; cēmī ēm; ēl hēm, Hāēce a; q; īcNēL Ha hē; ē; ēl fīJ a; q; īl; BS HC īōbl Līl m ēk, Bīj ēLhm īq; ē; ē; ē Eū; īl Līl h; īl Sēēf Ahā; īl qCu; S; Nq; Z Līl u; ēR! Bīj ēLhm j; ēā; ē; ē n; ēōēl hQē! Bī, ī; īl ahōn ēL; ē; ē; ē M; ē; ē ēb; ē f; ēm e; ī! osīGaē; ī; īl ahōn osīGaē BēR! ēpC osīGaē oskē; ēkīc Aīhe; īnī j; ēa; H; ē gm gīmu; b; ēL aēh cē-Q; īl V; Gaē L; j; b; īl ēm rīa īRm e; j; t'

ēhq; īl; Bīpu; Mhī īcm, j; ēNī; ēL X; īl ēa ēRe; ēNī; ēke qW; v Q; īl Lu; EīWmz ēp Bfē; īl jē ēhīmu; EīWm, "j; X; īl ēa ēRe!" HC MhīV; ēL ēp ēke HLv; ēēae Abnī ēcu; ēōēmz ēp Līqm, "Bī k; ē qEL, Bji; j; BēRe; Hhw īalēC Bji; ēL X; īl ēa ēRe; īalēC Bji; ēL pLēmīl pēā īj m; ēCu; īcē, L; q; ē; ēl pēā īalē ēL; ē; ē īh; ēRc ījīmē ē; z Bīj ēcīm; h k; q; īl; Bji; Bfē a; q; īl; a; q; īl 0ē hīpu; BēR; ēSmīl j; dēJ j; Bji; ēL X; īl Lu; ēRēme, ēpM; ē; ē a; q; īl ēM; ē f; ēCu; ēR; ēSmīl h; īl q; ēl J; j; Bji; ēL X; īl ēa ēRe, ēpM; ē; ē Bīj a; q; ēL ēcīmēa k; ē; ē Līl m; j; t' HC hīmu; ēNī; ē; ēpC nēf; j; dē; ē; ē; ēl B; L; ēhīl īcēL h; īl q; ēl Q; īl qu; ēcīm; m; HL īcēL

İheu J BI-HL İc®L Aİhej®nl aİg qC®a ®k İh®İj®dl p® EİWujİRm aİqİ kvpİjİeİ
qCuİ LİjİVuİ ®Nmz HC j dİq? p®kİİ B®mİ®L İ jİlahoİİ®ke aİqİl hİy EcdİİVa LİlUİ İcmz
aİqİl BpİjİİhÜİ®a ecİfhİİ®a ®mİLİmu ®Nİjİl Q®rİ pCİjİ®M fİpİlla qCuİ ®Nmz Ae®İİ İcL
qC®a HLİV jİŠ² İejİm B®mİL Bİpuİ HC İ jİlahoİİ®L phİ®e ®ke ®Sİjİlajİİ LİlUİ ®CmİCmz
®Nİjİl hr İ İlUİ EİWm, aİqİl cC Qr®Sİm®a mİİNm, aİqİl j®el ®Lİbİjİ ®mnjİe İelİnİ
İİqm eİz İ jİlah®İİ ®k LİS Aİjİ®e, ®k Lİ®Sİ gm hİyCİ®İ aİqİl Seİ aİqİl fİLİİa Be®İ
pİqa fİÜİ®a qCm--İ jİlah®İİİ ®k jİqİjİ ®p dİe®e ®cİMuİ®R aİqİ®L İe®Sİ Q®r ®cİMuİ kİC®a
fİİİ®h eİ hİmuİ aİqİl İLRjİe ®rİjİ İİqm eİz ®p j®e j®e hİl hİl LİlUİ hİmm, "jİ Bjİ®L
Xİl®a®Re--Qİmmİjİ ®kMİ®e Aæfİİİ, ®kMİ®e SNÜİæİ hİpuİ B®Re ®pC p®İ Lİ®mC AbQ HC
İeİjİ®C, ®pC jİ®İ fİ fİ®İC AbQ HC Sİh®el jİ dİeC, ®pC-®k jİqİl qİjİleİ İ İhoİv BS
Bjİl HC cİeqİe haİjİe®L pCİfİİİ pİbİL LİlUİ E< İm LİlUİ İİquİ®R--Bİjİ Qİmmİjİ
®pCmİ®eC--®pC Aİacyİ ®pC AİaİeL®V jİ Bjİ®L Xİl®a®Re' HC Be®İ jİ dİe ®Nİjİ ®ke
İheu Hhw Aİhej®nl pÂ fİCm, aİqİlİjİ aİqİl fİ qCuİ İİqm eİ--AcİLİl pİÜ' İh®İjİd-İm
HLVİ fİLİ™ Qİl aİbİİaİuİ ®Lİbİuİ İjİmİCuİ ®Nmz

®Nİjİ kMe Be®İjİuİfİ 0®İ jİ dİe fİhİn Lİlİm aMe aİqİl jİ® Be®İ Bİ jİ cİfİjİe,
aMe aİqİl Qr®®ke pCİjİİİØba pİÜ' fCİ®İİ fİÜqİ®a Bİ-HLİV ®Lİeİ Aİfİ® jİ®İİİ
®cİM®a®Rz fİbİjİC qWİv Bİpuİ ®p ®ke İ jİ®mİ LİlUİ İÖİe®a fİİİm eİ, 0®İ aİqİl jİl Lİ®R®L
hİpuİ B®Rz

p®İl aİ EİWuİ cİsİCuİ ®Nİjİ®L eİjİuİ Lİlİmz ®Nİjİ Lİqm, "HC-®k, Bfİe H®p®Re--
hp®z"

®Nİjİ Hİe LİlUİ hİmm "Bfİe H®p®Re", ®ke p®İl aİl Bpİ HLVİ pİdİİZ ÖVeİl jİ dİe
eu, H®ke HLVİ İh®no Bİhİ İhİz

HLİce p®İl aİl pİwph qC®a ®Nİjİ fİmİue LİlUİİRmz ka İce fİkİİ¹®p eİeİ Lø Hhw LİS
mCuİ İjİZ Lİl®aİRm aaİce p®İl aİl Lbİjİe ®b®L A®eLVİ cİ®İ İjİM®a fİİlUİİRmz İLİ²º
®S®mİ Ah®İjİ®dl jİ dİe p®İl aİl Øjİİa®L ®p ®Lİeİjİ®aC ®WLiCuİ İjİM®a fİ®İ eİCz Hİe
HLİce İRm kMe İ jİlah®İİİ®k Øæİ®mİL B®R ®p Lbİ ®Nİjİl jİ®e EcuC qu eİCz HC pæİV
HaLİm f®İ ®p p®İl aİl jİ dİe eİæe Bİh®Lİl Lİlİmz H®Lhİ®İ HL jİ®İ®İİ Hah®sİ HLVİ
fİjİæe Hhw fİLİ™ LbİVİ®L qWİv NİqZ LİlUİ aİqİl pİN®hİmÜ fİLİİa Cqİl BØjİ®a LİCİfa
qCuİ EİWmz ®S®mİ jİ dİe hİjİq®İİ p®kİİ®mİL Hhw jİŠ² hİajİ®pİ SNv kMe aİqİl jİ®el jİ dİe
®hceİ p'İl Lİl aMe ®pC SNvİV®L ®Lhm ®p İe®Sİ Ljİİ®æe Hhw ®Lhm ®pVİ®L
fİjİopjİS hİmuİ ®cİMa eİ; ®kİe LİlUİC ®p dİe Lİl a hİjİq®İİ HC p®İ SNvpwİ®İ ®p
®Lhm cİV AİdÜİæeİ ®chajİ jİ®İ ®cİM®a fİCa, p®kİİØæİ aİjİl B®mİL İh®no LİlUİ aİqİ®CİC
jİ®İ Efl İsa, İØeİ eİmİjİİ™ a BLİn aİqİ®CİC jİ®İL ®høe LİlUİ bİlLa--HLİV jİ®İ
aİqİl BSİ fİİİQa jİajİl, hİÜ®a Eclİ jİpa Bİ-HLİV eİjİe p®İ jİ®İ p®Â aİqİl eİæe
fİİQuz

Šm̄l̄ iel̄eꝛ pwLEZĪajl̄ j̄dē Ņil̄i HC j̄MI ōjĭal̄ p̄Ā ih̄l̄id̄ LĪl̄a f̄īl̄ e;Cz HC dē;ēl̄ f̄mLVL̄ a;aqil̄ Šm̄M;e;il̄ j̄dē HLIV Nī ēl̄al̄ j̄š²L̄ BĪeu; Īcaz Šm̄M;e;il̄ LĪWe hāe a;aqil̄ L;R̄ ke R;uj̄ u ĩj bē; üf̄l̄ j̄a; qCu; k;Caz ōf̄īka qēul̄ Aad̄ū aĪĀ-Īm Šm̄l̄ pj̄Ū' f̄īŌf̄l̄ Ah;̄d̄ c̄ LĪlu; BL;̄h̄ ĩjĪnu; p̄M;e;L;il̄ f̄ōff̄ōh̄ ĩq̄ō;il̄ma Hhw pwp;il̄ Lj̄Ūr̄e m̄f̄m;il̄ua qC̄a b;il̄Laz

Ņil̄i j̄e LĪlu;ĭRm, L̄ōf̄e; j̄ĭaĪL̄ i u LĪlh;il̄ L;̄e;il̄ L;il̄Z e;Cz HCSeē HL j̄ip̄ L;im Cq;̄L̄ H̄Lh;̄C̄ p̄ fb RĪsu; ĩcu;ĭRmz Ņil̄i S;ĭlea, i u LĪlh;il̄ ĩhou L̄hm;̄j̄e h;̄j̄h̄ f̄c;̄b̄l̄

Šm̄ qC̄a h;il̄q̄l̄ qCh;̄j̄e Ņil̄i kMe f̄l̄nh;̄h̄L̄ c̄Īmm̄ aMe a;aqil̄ je Be;̄ E;̄p̄Īpa qCu; EĪWu;ĭRmz p̄ k̄ L̄hm̄ f̄l̄nh;̄h̄L̄ c̄M;il̄ Be;̄ a;aqi ēq; a;aqil̄ p̄Ā Ņil̄il̄ HC Luĭc̄ēl̄ pĪĀeē L̄ōf̄e;J̄ k̄ LaV; ĩēSI j̄ju; ĩjĪn̄a LĪlu;ĭRm a;aqi f̄b;̄j̄V; Ņil̄i h̄T̄a f̄īl̄ e;Cz ĪL;̄' a²j̄C̄ h̄T̄mz ōf̄j̄ī BĪp̄a BĪp̄a p̄ ōf̄ōC̄ Aeī h̄ LĪlm, f̄l̄nh;̄h̄k̄ a;aqīL̄ BLoĪV̄ LĪl̄aRē p̄ L̄hm̄ a;aqil̄ ĩeS̄-̄Z̄ ēqz

Haice f̄l̄ Ņil̄i Bh;il̄ L;il̄ ĩj̄idmz ĩl̄mm, "q;il̄ j̄j̄eh̄ e;̄z' ōf̄j̄ī ĩl̄pu; ĩl̄pu; , Bh;il̄ c;̄j̄l̄ k;̄C̄h̄, L;̄e;il̄L;il̄ p̄r̄ē h̄āē p̄ ĩēSI j̄eL̄ ĩj̄id̄a ĩc̄h̄ e; , HC pwL̄ōf̄ B;̄j̄Vmz

Hje pj̄u ĩhēul̄ p̄Ā a;aqil̄ aL̄N̄h;̄id;il̄ Ņmz ĩh̄R̄c̄l̄ fl̄ h̄āf̄ p̄Ā HC f̄b;̄j̄ ĩj̄m̄eC̄ aL̄N̄Hje f̄h̄m̄ qCa e;̄z ĪL;̄' BS HC aL̄N̄ j̄dē a;aqil̄ ĩēSI p̄ĀJ̄ aL̄N̄ĪRmz HC aL̄N̄ Efm̄r̄ ĩēSI f̄l̄aū;il̄ j̄j̄L̄ Ņil̄i ĩēSI L;̄R̄J̄ ōf̄ō LĪlu; mC̄aĪRmz HCSeēC̄ Ņil̄i BS Ha ĩh̄nō Š;il̄ ĩcu; Lb; ĩl̄m̄aĪRm--p̄C̄ Š;il̄V̄L̄a a;il̄ ĩēSIC̄ ĩh̄nō f̄ēu;Se ĪRmz kMe a;aqil̄ BĪSL;il̄ HC Š;il̄ ĩhēul̄ j̄e ĩh;̄l̄;Ū Š;il̄LC̄ ĒS̄iSa LĪlu; ĩcu;ĭRm, kMe p̄ j̄e j̄e Ņil̄il̄ Lb;̄L̄ L̄hm̄C̄ M̄Me LĪl̄aĪRm Hhw Ņil̄il̄ ĩeh̄l̄āL̄ Aeē;ju Ņys;il̄j̄ ĩl̄mu; kMe a;aqil̄ pj̄Ū' ĪŌš̄ ĩh̄ā;qē qCu; EĪW̄aĪRm̄ aMe ĩhēu L̄ōf̄e;J̄ L̄ e;̄C̄ k̄, Ņil̄i ĩēS̄LC̄ kĭc̄ BŌja e; LĪla āh̄ BS a;aqil̄ BŌja qūa; Ha f̄h̄m̄ qCa e;̄z

ĩhēul̄ p̄Ā aL̄N̄ fl̄ Ņil̄i ĪWL̄ LĪlm, k̄j̄r̄ēl̄ h;il̄q̄l̄ Ņm̄ Ōim̄h̄ e;̄z BĪj̄ kĭc̄ ĩēSI f̄īZ̄Ī ī u ĩhēuL̄ ḡĭmu; k;̄C̄, āh̄ ĩhēu ĩr;̄ f;̄C̄h̄ e;̄z

①Nijil je aMe i jh Bihø İrm--pöil aijL ②p aMe HLIV hēiſihno himu; ③CIMaİRM
 ej, aijqL HLIV i jh himu; ④CIMaİRMz i jLal ejlflia pöil aij-jāna aijqil pçj ⑤M
 flilina qCmz i jLal NqL fYZE ⑥pçkñ J ⑦fj j dđ J fihæ Lihil SeſC Cqil
 Bihl İhz ⑧k mrE i jLal İnoL jjeo LRe, ⑨iNfL ⑩ph; LRe, aiffl pizle ⑪ce,
 aRŁJ ⑫fj ⑬Nđh flau; çje LRe, İkle cM cANaJ Bjiçl cfejŁJ aĒN
 LRe ejC, Ah' i LRe ejC, İkle Bjiçl fSijl qCu; Bjiçl AkiNfejŁJ HLje
 fSj Lİlu; BİpuRe, kyqil İefz pçl qia cMİle Bjiçl LiS EvpNİ Li; Hhw kyqil
 İQİ pİqo-rj;fZİ ⑭fj Aru çjel ⑮f Bji; Dnİ Li;R qC@a mi; Lİlu;İR, ⑯pç mrEİC
 HLIV flinL ⑰Nij; aijqil jiaj; fiñ flātr Bpfe ⑱CIMu; Ni fl Be½ i İlu; EİWmz
 aijqil jRe qC@a mi;Nm, HC mrEİ İcL Bji; aijL;C ejC, Cq;LC Bji; pLml İFR
 ⑲İmu; İjİmu;İRMj --Bjiçl Hje cANal mrZ BI İLRÇ ejCz ⑳Nijil aMe jRe qCm--çn
 him@aC Çle, pjÜ' i jLal j jİb;e fiZI İeLaRe nacm fçel EfI Çle İpu; BRe,
 Bji;C Cqil ⑳phLz ççnl cANa@a Cq;LC Ahjee; ㉑pç Ahjee;u Ecipfe BİR himu;C
 Bjiçl ㉒fđıoJ BS mİ< az

①Nij; İeSI jRe İeS BÖQkñ qCu; ②N'Rz kaİce i jlahoMİ ejlf aijqil Aei hN;QI İRM
 ej aaİce i jlahoMİ ③p ④k İLIƒ ApçfZİ Lİlu; Efmi İİ@aİRM Çlafñ aij; ⑤p
 SİleaC ejz ⑥Nijil LiR ejlf kMe AaĒ;1 Rıuj;u İRM aMe çn pđ@a aijqil ⑦k Laİhçid
 İRM aijq;a Lf HLV; Ai jh İRMz ⑧ke niſ2 İRM, İLç0 aijq;a fiZ İRM ej ⑨ke çfnf İRM,
 İLç0 ⑩øeju;İRM ejz ⑪Nij; HL j ⑫q@aİC hİT@a fiİlm ⑬k, ejlfl kaC Bji; çj Lİlu; rā
 Lİlu; Sİleu;İR Bjiçl ⑭fđıoJ aaC nZİ qCu; jİlu;Rz

aij ①Nij; kMe pöil aijL Liqm "Bfle HpRe", aMe ②pv; ③Lhm HLV; fDİma
 İnopñ;ozİ ④f aijqil jM qC@a hijqİ qu ejC--aij; Sİhe HLIV eſaemİ Be½ J İhøju
 HC Aİi h;çel j ⑤dē fZİ qCu; İRMz

Li;jh;çpl İLR=İLR=İQq2 ①Nijil nİf İRMz fñM ②Qü ③p AReLV; ④i;N; qCu; ⑤N'Rz
 ⑥Sml ARe aijqil AnÜ; J AİİQ b;Li@a HC HL j;ip Lİm ⑦p fi;u Efhip Lİlu; İRMz aijqil
 E< İm öi hZİU fñM ⑧Qü İLR=çmie qCu;Rz aijqil ⑨Qm AaĒ;1 ⑩R;V; Lİlu; RyV; qJu;a
 jM Lhaj B; i ĩn Lİlu; ⑪çMi k;ç@aRz

①Nijil ççql nZİa;ç pöil aij; jRe İhno Lİlu; HLIV çce;fZİ pøj S;N;Cu; İcmz
 aijqil ÇpR; Lİ@a mi;Nm fZ; j Lİlu; ②Nijil fiçul dmi; NqZ L;Z ③k EYfç B=el ④dyJu;
 Hhw Li;W BI ⑤çMi k;u ej ⑥Nij; ⑦pç İhøÜ AİMnMi;VI j@a; aijqil LiR flin fiCmz HLIV

e;C-- BS le®SI fLiaI HC Ai ;h®L Ai ;h hımu; h#Tmz

mima;I p^Å a;qiI ihh;g-fp^Å B^mQe; LIL hiI SeŒC ^Qk p^Åil a; iheu^Q XjiLu; ^QNm, iheu a;qi; h^tTu;IRmz HC f^Uh^{IV}^QL ^p ^Qno LIL u; i^cu;^R h^mu;C ^ai h^tf;I V; ^Qno qCu; k;u e;Cz a;qiI karZ Bu^zB^R aarZ ^QL;^e; f^rI i^exL^{ia} b;il^Qa f;I^Q e;Z

Haice iheu^Qul p^L^ml ^QQ^u h^s; i; jhe; IRm, ^QN;I;L B0;ja i^{ch} Lf LIL u;Z ^QN;I; h^m^a ö^d^z^Q ^QN;I; j;e^{IV} a;qi; e^Q; ^QN;I; ^Qk i; jh, ^Qk i^{hn}ip, ^Qk S^{he}^Q Bn^u LIL u; B^R ^pV;J h^vz Cq;I C p^Å h;I h;I i^eS^QL i; j m;Cu; Qm;C iheu^Qul Ai i; p^I Hhw Be^Q i^Q i^{hou} IRm; Cq;I p^Å ^QL;^e;f^Lil i^hQ;I d^Qke a;qiI i^eS^{IC} p^Å i^hQ;I d;Z

IL^z^o p^C B0;^al f^bj p^w^LQ;V; L;I V;u; ^QN^R; mima;I fp^Å mCu; ^QN;I;I p^Å HLV; ØfØ Lb; qCu; k;Ju;^a iheu^Q S;I f;Cmz ^Qg;S; L;V;Ch;I f^hN^Q i^{NE} i u J i; jhe;I Ahid IRm e;I; IL^z^o AØ^æ kMe fism aMe ^Qi;N^E ^QcIMm ^Qhce; B^R h^v, IL^z^o B;I j J B^R, Hhw i^SlepV;^Q LØfe;u ka p;w0;jaL h^mu; j^e qCu;IRm aaV;J e^Qz

HarZ iheu i^eS^I j^eel p^Å aL^U LIL^a f;il^aIRm e;I, HMe a;qiI a^L^N à;I J M^mu; ^QNmz HMe j^e j^e ^QN;I;I p^Å a;qiI EŠI-f^af^ŠI Qim^a m;I Nmz ^QN;I;I i^cL qC^a ^Qk-pLm k^Šf^U;N pⁿh ^pC-Im j^eel j^dE x;I fa LIL u; a;qiI c^N^QL e;e; i^cL qC^a MTMe LIL^a m;I Nmz k^{ic} ^QN;I;I p^Å j^M j^M p;U' aL^N Qim^a f;il a a;qi qC^m E^SSe; ^Qk;e S;I Na ^aj i^e leh^S qCu;J k;Ca; IL^z^o iheu^Q c^{IM}m, H i^{ho}^u ^QN;I; ^Qno f^k^N;¹ aL^N LIL^Q h e;Z Cq;^aJ iheu^Qul j^e HLV; EŠ;f S;I Nm; ^p i; jhm-- ^QN;I; h^tT^Q e;I, h^t;^Q e;I, ^QLhmC S;I LIL^Q h^z "S;I! S;I! L;R j;I b; ^Qq^w LIL^a f;il h e;Z iheu L^{iq}m, "k;qiC O^v^L B;I j p^ael f^rz HC h^mu; "pa^t h^mu; HLIV n^e^QL c^Q q;^a ^p h^LI j^dE B;L;su; d;I mz ^QN;I;I f;il aL^Qm HLIV M^h f;hm fr^QL c;S L;I;e; c;L;I-- HCSeŒ, pa^tC ^Qk iheu^Qul Q;I j Ahm^öe Cq;C ^p h;I h;I LIL u; i^eS^I j^eel h^m^a m;I Nmz H;e-iL, pa^tLC ^p ^Qk Bn^u LIL^a f;il u;^R Cq;C j^e LIL u; i^eS^I f;il a a;qiI i; jil HLV; n^U; S;I j m; HCSeŒ iheu Afi;^Q p^Åil a;I h;I s;I i^c^QL kMe ^QNm aMe ^Qhn HLV^z j;I b; a^mu; ^QNmz p^ael i^c^QLC T;I Lu;^R h^mu; a;qiI Ha S;I, e;I, ^QT;LV; B;I-iLR^Q i^c^QL ^p Lb; iheu^Qul h^tTh;I AhØb; IRm e;Z

q^{il} j;I qeŒ aMe I^a^Qel Ec^Qk;N LIL^aIR^Qmez iheu^Q p^m;^e I^aen;I;I à;I h;I pZae^Qul j^dE; q²^Q i^Sel c;I h j "d L;I Cu; E^f^Q Qim; ^QNmz

p^Åil a; HLV; ^pm;C^Qul L;S mCu; ^pC i^c^QL ^QQ;M e;I; Cu; A^ÅmQ;me; LIL^a LIL^a B^mQ^E Lb;V; f;I smz L^{iq}m, "c^me iheu; h;I; Ii aL;I h;I d;I ^QkM;^e ^eC ^pm;^e h;I C^QI f;il aL;I m;I L IL^Q ^e Qm^a q^h?"

f^Qnhjh^h LⁱR öleuⁱRm "Bij p^Qil aⁱ LⁱR öleuⁱR mⁱmaⁱ je ^Qaⁱjⁱl fⁱa ihj^h e^Q, HC LbⁱV^QL ^Qp e^ejⁱ j^h e^ejⁱl^Qf e^ejⁱfⁱLⁱ Rihl j^Qaⁱ Lⁱluⁱ ^QcⁱM^Qa fⁱCmz HLVⁱ Aⁱeh^QDefu B^hN i^he^Qul j^Qeⁱ j^Qd^e Aa^z:¹ LI^z Ecⁱp IⁱNZⁱl j^Qaⁱ hⁱS^Qa mⁱlNmz ^Qk-ph İSⁱep^QL H^jea^Qi İe^hs Ni flⁱl^Qf j^Qeⁱ ^QNⁱfeaⁱl j^Qd^e i j^Qq^Qfe Bi j^Qpⁱl j^Qaⁱ fⁱJuⁱ kⁱju aⁱqⁱlc^NL ^QLⁱe^j ^Qa fⁱa^r Lⁱluⁱ a^hmhⁱl r^jaⁱ eⁱC hⁱmuⁱ, Ab^hv İ^heu Lⁱh eu, İQ^QeLⁱ eu hⁱmuⁱ, aⁱqⁱl p^jÜⁱ A^zxLⁱZ Q['] m q^Cuⁱ EⁱWmz ^Qp ^Qke L^e HLVⁱ Lⁱl^Qa fⁱl^Qm h^yQ, Ab^Q ^Qp^vi Lⁱl^hi^l ^QLⁱe^j E^fju eⁱC, H^jle aⁱqⁱl j^Qe q^C^Qa mⁱlNmz ^Qk-HLVⁱ f^clⁱ aⁱqⁱl p^CJ^QM T^hm^Qa^QR, kⁱqⁱ Aⁱa İeL^Qv aⁱqⁱl İe^lİanu c^h Lⁱluⁱ Iⁱmuⁱ^QR, ^Qp^C f^clⁱVⁱl İL HC j^Qq^Qa^NEⁱWuⁱ c^ysⁱCuⁱ ^QSⁱl Lⁱluⁱ İRⁱsuⁱ ^Qgⁱm^hi^l nⁱš² İ^he^Qul eⁱC!

qⁱl^Qjⁱq^ef 0^Q f^hh^h Lⁱluⁱ İS['] jⁱpⁱ Lⁱl^Qme, İ^heu, HMe İLR^Q Sm MⁱC^h İL eⁱz İ^heu Lⁱqm, ""eⁱz" a^Qme qⁱl^Qjⁱq^ef Bⁱpuⁱ 0^Q hⁱp^Qmez

qⁱl^Qjⁱq^ef kaⁱce f^Qnhjh^h hⁱS^Qa İR^Qme aaⁱce İ^he^Qul fⁱa a^yqⁱl M^h HLVⁱ BLoⁱİ İRmz İL^z°k^Qme q^C^Qa p^Qil aⁱl^Q m^Cuⁱ a^yqⁱl üa^z»0ⁱL^Qæ; q^Cuⁱ^QR a^Qme q^C^Qa C^qi^Qcl kⁱaⁱju^a a^yqⁱl LⁱR Aa^z:¹ AⁱlⁱQ^Li q^Cuⁱ EⁱWuⁱlRmz BSLⁱm BQⁱl İ^hQⁱl p^Qil aⁱ ^Qk p^Cf^zİ a^yqⁱl jⁱleuⁱ Q^Qm eⁱ HC-p^Lm ^Qm^QLI p^A^Q:p^QLC İa^{le} aⁱqⁱl LⁱZ hⁱmuⁱ İWL LⁱluⁱİR^Qmez kⁱc^J İa^{le} Sⁱle^Qae, İ^heu hⁱp^Q e^Q, a^hİ^he^Qul j^Qeⁱ j^Qd^e ^Qk ^QLⁱe^j İq^zpw^Qİl c^taⁱ eⁱC aⁱqⁱ İa^{le} ØfØ Ae^h h Lⁱl^Qaez aⁱC HMe İa^{le} f^hh^h e^fju E^vp^Ql pⁱqa HC hⁱp^zaeu^Q XⁱlLuⁱ m^Cuⁱ WⁱL^Ql f^pi^Qcl Af^heu Lⁱl^Qae eⁱz

BS f^pA^Qz^Qj qⁱl^Qjⁱq^ef İ^heu^Q İS['] jⁱpⁱ Lⁱl^Qme, ""BⁱRⁱ hⁱhⁱ, a^hj ^Qaⁱ hⁱp^QZI ^QR^Qm, İL^z°p^Qåⁱ-A^Qİeⁱ İLR^Q LI eⁱz?"

İ^heu Lⁱqm, ""jⁱl^p, İceⁱ jⁱæ f^si j^hMØb L^Q L^Q Nⁱjuæ^f p^Qåⁱ p^jÜⁱ i ^Qm ^QNⁱR^z"

qⁱl^Qjⁱq^ef Lⁱq^Qme, ""f^Qnhjh^h ^Qaⁱ ^QmMⁱf^si İⁿ^QM^QRez E^İe ^Qaⁱ İe^QSI d^jİ^Qj^Qe p^Li^Qm p^Qåⁱju HLVⁱ-İLR^QL^Qez"

İ^heu Lⁱqm, ""jⁱl^p, E^İe kⁱ L^Qe aⁱ ^QL^hm j^z»j^hMØb L^Q LI jⁱ kⁱju eⁱz J^l j^Qaⁱ kⁱc LM^Qeⁱ q^C a^h J^l j^Qaⁱ Q^mh^z"

qⁱl^Qjⁱq^ef İLR^Qa^hİ^Q Lⁱq^Qme, ""aaⁱce eⁱqu hⁱf-İfaj^Ql j^QaⁱC Q^Qmⁱ-eⁱz eⁱ H İcL eⁱ J İcL İL i^Qmⁱ? jⁱe^Qol HLVⁱ ^Qaⁱ d^QJ^h fⁱl^Qu B^QRz eⁱ I^j eⁱ N^Ai, jⁱ ^QNⁱ, H ^QL^Qjea^Ql!"

H^je p^ju mⁱmaⁱ 0^Q f^hh^h LⁱluⁱC İ^heu^Q ^QcⁱMuⁱ Q^jiLuⁱ EⁱWmz qⁱl^Qjⁱq^ef İS['] jⁱpⁱ Lⁱl^Qm, ""İcⁱc ^QLⁱju?"

qⁱl^Qjⁱq^ef Lⁱq^Qme, ""Iⁱdⁱlⁱje^f eⁱC^Qa ^QN^QR^z"

mⁱmaⁱ Ae^hh^QfL Shⁱhⁱcⁱql üⁱl^Q Lⁱqm, ""İcⁱc B^ji^QL ^QX^QL fⁱW^QİlRmz"

qⁱl^Qjⁱq^ef Lⁱq^Qme, ""aar^z ^Qhⁱpⁱ-eⁱ, HMeC Hm h^Qmz"

mⁱmaⁱl fⁱa^J qⁱl^Qjⁱq^ef İe Ae^Lİm İRm eⁱz qⁱl^Qjⁱq^ef HMe p^Qil aⁱl^Q aⁱqⁱl f^hh^h p^jÜⁱ fⁱl^Qhøe q^C^Qa RⁱsⁱCuⁱ m^Cuⁱ p^Cf^zİ İe^QSI Buš Lⁱl^Qa Qⁱez f^Qnhjh^h Ae^f ^Qj^Qul;

HMj^e ^oaj e 0e 0e B^p ej, HLjⁱæ mīmaⁱC kMe-aMe Bīpuⁱ p^oīl aⁱL mCuⁱ Bmⁱf-
B^miQeⁱ Līl uⁱ bⁱL, ^opVⁱ qīl ^oj jīqefl i ⁱmⁱ mⁱN eⁱz fīu lāle Ei ^oul Bmⁱf i ^olū;
p^oīl aⁱL ^oLⁱej-HLVⁱ LⁱS XjīL uⁱ mCuⁱ kⁱChⁱl ^oo^o L^oe, Abhⁱ, BSLⁱm f^ohⁱl j^oaⁱ
p^oīl aⁱl fsⁱöeⁱ AhⁱQ^oa Qīm^oa^R eⁱ hīmuⁱ B^or f fīLⁱn L^oez AbQ, p^oīl aⁱ kMe
fsⁱöeⁱu je ^ocu aMe AīdL fsⁱöeⁱ ^ok ^oj^ou^ocl f^or AeⁱhnÉL Hhw AīeøLI ^op LbⁱJ
hīm^oa Rⁱse eⁱz Bpm Lbⁱ, lāle ^okⁱe Līl uⁱ p^oīl aⁱL Aafⁱz¹ iōīl uⁱ mC^oa Qⁱe İLR^oaC
aⁱqⁱ fⁱll^oa^oRe eⁱ hīmuⁱ LM^oeⁱ hⁱ p^oīl aⁱl p^oĀ^ocl fīa, LM^oeⁱ hⁱ aⁱqⁱl İnrⁱl fīa
^oLhmC ^ocⁱoⁱlⁱf Līl^oa^oRez

mīmaⁱ J İheu^oL mCuⁱ hīpuⁱ bⁱLⁱ ^ok qīl ^oj jīqefl f^or p^oMLI aⁱqⁱ e^oq, abīf aⁱqⁱcl
Ei ^oul fīa lⁱn Līl uⁱC lāle hīpuⁱ līq^omez lāle h^oTuⁱİR^ome ^ok, İheu J mīmaⁱl jⁱTMⁱe
HLIV lqp^ofⁱu p^ođā İRmz aⁱC lāle j^oe j^oe Līq^ome, ^oajⁱcl pⁱjⁱS ^okⁱe İhīdC bⁱLū
Bjⁱl H hījs^oa HC-pj Ū^olemīk ^oj mⁱg^onⁱ, HC-ph M^ovīle LⁱTM^o OīV^oa İch eⁱz

H İc^oL mīmaⁱl j^oeJ HLVⁱ İh^oi^odl i jh L^oVīLa qCuⁱ EīWuⁱİRmz Lⁱm p^oīl aⁱl p^oĀ
Be^ozⁱufl hījs^oa kⁱC^oa ^opJ pwlōf Līl uⁱİRm İL^oz^o İLR^oaC kⁱC^oa fīll m eⁱz ^oNⁱlⁱl fīa
mīmaⁱl f^ođā nūⁱ B^oR, İL^oz^o İhⁱlⁱUaⁱJ Aafⁱz¹ afh^o ^oNⁱlⁱ ^ok ph^oFLⁱC aⁱqⁱl fīaL^om H
Lbⁱ ^op İLR^oaC je qC^oa aⁱsⁱC^oa fⁱl eⁱz H^oe-İL, ^okīce ^oNⁱlⁱ Lⁱlⁱz^o ^os^o qCuⁱR ^opCīce
qC^oa İhe^oul fīaJ aⁱqⁱl j^oeⁱ j^ohⁱ HLVⁱ fīl ha^oİe OīVuⁱRz L^oul İce f^ohⁱū, İhe^oul
fīa ^ok aⁱqⁱl HLVⁱ ^oSⁱl cMm B^oR H Lbⁱ ^op M^oh ^ofd^ol Līl uⁱC j^oe Līl uⁱİRmz İL^oz^o ^oNⁱlⁱl
fīi jh^oL İheu ^oLⁱej^oaC LⁱVⁱCuⁱ EīW^oa fīll^oh eⁱ, Cqⁱ Lōfeⁱjⁱæ Līl uⁱC ^op İhe^oul
İhⁱl^oū ^oLⁱlⁱ hⁱduⁱ cⁱsⁱCmz

mīmaⁱL O^ol f^ohⁱn Līl^oa ^ocīMhⁱjⁱæ İhe^oul j^oeⁱ j^ođÉ HLVⁱ B^ozⁱme f^ohⁱm qCuⁱ
EīWmz mīmaⁱ p^ođā İheu ^oLⁱej^oaC pqS i jh l^orⁱ Līl^oa fⁱl eⁱz kMe qC^oa aⁱqⁱcl
c^oS^oel İhhⁱq-pñⁱheⁱl Sen^ofla pⁱjⁱS İVⁱuⁱ ^oN^oR aMe qC^oa mīmaⁱL ^ocīMhⁱjⁱæ İhe^oul
je h^oč^oQ^o m Q^oLnⁱl j^oaⁱ ^ofī^oa qC^oa bⁱLz

O^ol İheu^oL hīpuⁱ bⁱL^oa ^ocīMuⁱ p^oīl aⁱl fīa mīmaⁱl lⁱn qCmz ^op h^oTm, Aīep^oL
İhe^oul je^oL Ae^oL^om Līl hⁱl SefC p^oīl aⁱ aⁱqⁱL mCuⁱ EīWuⁱ fīsuⁱ mⁱlNuⁱR Hhw HC
hyLⁱL ^opⁱSⁱ Līl hⁱl SefC mīmaⁱL BS XⁱL fīsuⁱRz

^op qīl ^oj jīqefl İc^oL Qⁱlquⁱ Līqm, ^oİc^oL ^ohⁱmⁱ, HMe Bīj bⁱL^oa fīl İR^oez BI-HL
pⁱu Bīj Bphz

HC hīmuⁱ İhe^oul fīa LVⁱr fⁱa jⁱæ eⁱ Līl uⁱ ^oh^oh^o ^op Qīmuⁱ ^oNmz aMe İhe^oul LⁱR
qīl ^oj jīqefl BI hīpuⁱ bⁱLⁱ AeⁱhnÉL qJuⁱa lāleJ NqLⁱkİEf^om^or EīWuⁱ ^oN^omez

mīmaⁱl HC Qⁱfⁱ B^o-^oeⁱl j^oaⁱ j^oMI i jh İhe^oul LⁱR Afīl İQa İRm eⁱz İL^oz^o A^oeL İce
H^oe ^oQⁱlⁱ ^op ^oc^om eⁱCz ^opC-^ok HL pⁱu İhe^oul p^ođā mīmaⁱ aⁱqⁱl AİN^ohⁱZ Ec^ofa Līl uⁱC
İRm, ^opC c^ocl^o H^oLhⁱl LⁱVⁱuⁱ İNuⁱR hīmuⁱC İheu İeİQ^oz¹ qCuⁱİRm, BS ^ocīMm ^opC
f^ođⁱæ hⁱZ Aō^oenⁱmⁱ qC^oa Bhⁱl hⁱlqⁱ qCuⁱRz aⁱqⁱa HLVⁱ jⁱl Qⁱl İQ^oz² f^oS eⁱCz lⁱn

pqé LI; kju, ÌLz° 0Z; pqé LI; ìhe®ul j®a; ®m;®LI f®r h®s; LÌWez mÌma; HLÌce
a;qi®L ®N;I;N®qI EfN®j;æ j®e LÌlu; a;qiI fÌa ÌLI® a®h®Ah' ; Aesi h LÌlu;IRm a;qi
ìhe®ul j®e fÌsmz BSJ ìhe®ul ìadu ìheu mÌma;I L;®R ®k L;f®;o hÌmu; fÌa®uj;e
qC®a®, HC LÒfe;u a;qi®L AÌØbl LÌlu; aÌmmz a;qiI LaÌh®h®ÜI p®L;®L mÌma;
i Èl;aj hÌmu; j®e LÌ®h, AbQ H pð®a ìe®SI qCu; c®V; Lb; hÌmh;I J p®k;N a;qiI OÌV®h
ej, Cqi ìhe®ul L;®R Apqé ®h;d qCmz ìheu®L aLÑ LÌh;I AÌdL;I qC®a hÌ' a LÌ®m
ìhe®ul f®r -I;al n;IÙ' quz L;I Z, ìheu S;®e ®p aLÑ LÌ®a f;I®, Lb; -R;Cu; hÌm®a
Hhw ®L;®ej-HLV; fr p;bl®e LÌ®a a;qiI Ap;je® r;ja; ÌLz° mÌma; kMe a;qiI p®Á
ms;C LÌlu;®R aMe a;qi®L ®L;®ej;ce kš² f®u;N LÌh;I AhL;In ®cu ejC, BSJ ®p
AhL;In a;qiI OÌV®h ej

®pC Mh®I L;NSM;ej fÌsu; IRmz ìheu Q' ma;I B®r®f ®pV; V;jeu; mCu; qW;iv ®CÌMm
HL S;uN;ju ®fel®p®mI c;N Ìcu; ÌQÌq²az fÌsm, Hhw h®Tm HC B®m;®ej Hhw e®a-Ef®cn
a;qi®Cl c®Se®LC Efmr LÌlu; mÌma; a;qiI p;I®SI ®m;®LI L;®R fÌaÌce ®k ÌLI®
Af;jea qC®a®R a;qi ìheu ØfØ h®T®a f;IÌmz AbQ HC Ah;je; qC®a ìheu a;qi®L I r;
LÌh;I ®L;®ej; ®Ø; LÌ®a®R ej, ®Lhm p;I SaŠa mCu; p®r®e aLÑ LÌ®a Ecfa qCu;®R,
Cqi®a mÌma;I j®a; ®aS;Iuef I j ZÈI L;®R ®p ®k Ah' ; i;Se qC®h a;qi ìhe®ul L;®R p;I®a
hÌmu;C ®h;d qCmz p;I S®L p®f®ZÌ E®fr; LÌ®a mÌma;I ®k ÌLI® p;I qp a;qi Øj I Z LÌlu;
Hhw HC c®c; ej Èl p®Á ìe®SI a®me; LÌlu; ®p m< ; Aesi h LÌ®a m;I Nmz

®e;e p;I I u; Hhw pafn®L BqiI LI;Cu; CÚ®m f;I W;Cu; p®I I a; kMe ìhe®ul L;®R BÌpm
aMe ìheu ìeÙ; qCu; hÌpu; B®Rz p®I I a; f®h;I p®Á E>;fe LÌm ej ìheu Aæ BqiI LÌ®a
hÌpm, ÌLz° avf®h®N™® LÌm ej

qI I ®j;I qe®f LÌq®me, ""B;®R; h;®R; a;®j ®a; I q®u;jeI ÌLR® j;e ej-- a; q®m a;®j h;®p
q®mC h; ®c;jo Lf IRm?"

Ìheu j®e j®e ÌLR® Bqa qCu; LÌqm, ""I q®u;je®L ®kÌce ®Lhm ®Ry Ju;I-M; Ju;I ìel bÌL
ìeuj h®mC S;eh ®pÌce h;®p h®m;I, MØV;e h®m;I, j;®m;je h®m;I, k; qu HLV;I-ÌLR® qhz HM®e;
I q®u;jeI EfI aa AnÜ; qu ìez"

Ìheu kMe p®I I a;I h;I s qC®a h;I qI qCm aMe a;qiI je Aaf;¹ hLm qCu; IRmz ®p ®ke
Q;I I ÌcL qC®aC d;I, ; M;Cu; HLV;I BnÜqte n®e®f j®d®f BÌpu; fÌsu;IRmz ®N;I;I f;I®n ®p
Bfe;I f;I;ae Øb;eÌV AÌdL;I LÌ®a f;I I ®a®R ej, mÌma;I a;qi®L c;®I ®WÌmu; I;I M®a®R-
- Hje-ÌL, qI I ®j;I qe®f p®ÁJ a;qiI qe®fa;I pð®a AÌa AØf p;®uC j®d®fC ìh;I p®æ qCh;I
Efæj qCu;®R; HL p;ju hlc;I p;®I f a;qi®L B;I I L ®Deq LÌlu;®Re, f®I nh;I h® HM®e;
a;qi®L ®Deq L®e, ÌLz° ®De®qI fÌh®a®n ®p a;qi®Cl O®I Hje An;I;¹ BÌeuj®R ®k
®pM;®eJ a;qiI BS BI Øb;e e;Cz k;qi;C N®L i ;®m;h;®p a;qi®Cl nÜ; J Bc®I I Se®f ìheu
ÌQÌce L;I P;I m, e;e;f L;®I a;qi®Cl ®p qe®f BLoZ LÌh;I n;I Š²J a;qiI k®bø B®Rz ®pC
ìheu BS ALØj;v a;qiI ®Deq fÌaI ÌQÌ;I ÈÙ' Lr f®b qC®a Hje LÌlu; ìh;I rç qCu; fÌsm

Le, HC Lbjc p leSI j e IOZj LILa mijNmz HC-k pail aji hjs qc a hijqi qcm HMe Ljbu kic aq; i jhu; fca e; HL pju IRm kMe Lje IOZj e; LILu; pqSC p Nijl hijl fcb Qlmuj kica, ILz BS pmje kju; aq; f r fsh eju aje u; jhl e q; kic kju a h Nijl p c j m Efiba qcu; aq; L Of LILu; bil a qc -- p efl ha; Aaez' c x p q z H ic L f n h i h h i s j a q i l f r p a j e q z

Le k Hje HLV; Au; j jhl Obje Bipu; f y R m j ' C q i C IOZj LILa LILa j j b i q w LILu; iheu dfl f c l j u j i c u j Q i m a m i j N m z q c u j f * L I I Z E I L j R B i p u j p m j e H L V j N i R I a m i u p h i p u j f i s m z H f k l j ' a q i l S h e R j v h s i k - L j e j p j p l j B i p u j E f i b a q c u j R h a d p A B m j o e j L I L u j a L N L I L u j , a q i l j f j i w p i L I L u j m C u j R z B S p f b j e j C , B S a q i l H L m j C i j h a q c h z

Iheul Bañhñóznış' Ai j h e j c z h j i q a l O v e j E f c p j u ' e j o Q i f i C u j l e S i e x L i a m j u j a q i l f r p q s e q z a j c p H L m j h i p u j h i p u j l e S L C c i l u L L I L m z i h e u j e j e L i q m -- " I S i e p i v j I j i m h j m e i v j i c h e j ' H j e Q a d a j f i b h e a M j v e j H L V j - i l R a h j i R u j m C a N m C A e f v j L a e j N L I L a c q u z k m j L L j e j v j L C j e i b l L I L u j R i j s a f i e j , a q i l C B j i l c n i q u , p j u C a q i l M c j C u j e u ! f i b h e a k q i l j l e S I S h e l f b S j l p A h j i R u j m C a f i l l u j R a q i l j c l e i O Q z ' q c u j R z k q a i j N i H f b j i j m j h i p j f b j i j m j h i p , L j e j v j q c a c l e S L h i ' a L I L a f i e j , p N j e b j e q c a c h i ' a q u -- p L h m f b l L l l j a j c O h l u j h s j u z

h e j d l e l f z L i j L i w e , I L z ' l e l f z q c m c k a q i l f l a L j l L i j p q s q u a q i e q z i h e u l h i t h j l n i s ' M h a f r e L i l h j l n i s ' i c A i j h ; H C S e f H f k l j ' p l e S I Q u f i h m C u R i n i s ' p c f a h a d f l a c l e i N L I L u j B i p u j R z A h e o A a e z ' p w L v l p j u B S p q w i v B i l h x L j l L I L u j R C u R i n i s ' l e S I e j b i l L m j R j v j M j v j f l u j S e d i e l - h l j a L j S Q i m j C u j m j u j k j u , I L z ' B p m c l L j l l h m j u f e l a q i l h m m C u j L j e j a c L j l h j l Q m e j z

p k l q i m u j f i s a c k m j e R j u j I R m p m j e l a B i p u j f i s m z a m e a l j a m R i j s u j B h j l I j u j u h j i q l q c m z i l R a c j l k i c a c q w i v o l e m , " i h e u h j h i h e u h j h i " f l r z c p a f n B i p u j a q i l q i a d i l m z i h c e j m u l f s j n o L I L u j p a f n a m e h j s i g i l a i R m z

pañ L i q m , " Q m e , i h e u h j h ; B j i l p A h j s Q m e z "

i h e u L i q m , " p i l q u p a f n h j h ? "

pañ L i q m , " L e q h e j ? "

i h e u L i q m , " H a O e O e N m a j j l h j s l m j l B j j l p q l L i a f i l h L e ? "

pañ i h e u l H C k i s ' L H L h i e l f l a h i e l A k j n e ' j e L I L u j L h m L i q m , " e j , Q m e z "

a q i e l f i l h i l p A i h e u l k p a B R p c p o a k L a h s i H L V j i h f h o i v u j R a q i h j m L i l R c S i e e j , p L h m i h e u l i j m j h i p , H C L b j j e L I L u j i h e u l q e u A a e z ' i h Q i m a q c m z f n h i h h f i l h i l a q i l L j R k - H L I V u N m j L p i o L I L u j i R m a q i l

j^{de} Lhm HC h^mLIV^ac Be^{ci}l p^cfz^{la} Ar^zAB^R; HC f^mul ic^e a^qil iO^s
Lⁱeⁱ p^wn^{ul} o^j0 Rⁱuⁱ g^m eⁱc, Lⁱeⁱ p^ji^sI B^oja iⁱPe dⁱc^a Q^oi L^l eⁱc^z
pa^{fn}l Nmⁱ dⁱluⁱ i^{heu} Lⁱqm, "Q^mi iⁱc, a^jiⁱL a^jiⁱcl hⁱsl clSⁱ f^kl¹ f^yR ic^z"

pa^{fn}l Sh^e inöL^m q^ca p^ollaⁱ J mⁱmaⁱl k^o Q^eq J B^{cl} pⁱ' a q^{Cu}i B^R
pa^{fn}L h^yàⁱl; h^oe Lⁱluⁱ i^{heu} ke^o p^c jⁱd^kl^l o^{fn}l^mi Lⁱlmz p^jUⁱ fb pa^{fn} k^o
h^yal AfⁱpⁱAL L^bi Ae^Nm hⁱLuⁱ Nm a^qi i^{heu}ul Lⁱe j^dno^v Lⁱl^a mⁱlNmz h^mLⁱ
iO^si p^lmaⁱl p^wp^{fn} a^qil i^esⁱ Sh^el SⁱVm p^jp^ei^l ILR^rzⁱ Se^f p^o H^lHⁱl^l
i^hmuⁱ bⁱl^a fⁱllmz

f^lnh^h hⁱsl p^cj^m l^{cu}i^c p^ollaⁱ hⁱsl kⁱc^a quz f^lnh^h HLamⁱl hⁱphⁱl Oⁱ
lⁱUⁱ q^ca^c cⁱm^a fⁱJuⁱ kⁱuz p^c O^ll p^cj^m Bⁱp^ac i^{heu} p^o ic^l HLhⁱl j^m eⁱ
a^hmuⁱ bⁱl^a fⁱllm eⁱz cⁱmm a^qil v^hm^l p^cj^m f^lnh^hhⁱpuⁱ B^Re-- Lⁱeⁱ L^bi
Lⁱq^aRe il eⁱ h^ti Nm eⁱ; Bⁱ mⁱmaⁱ lⁱUⁱ ic^l ifw Lⁱluⁱ f^lnh^h Q^ll LⁱR
HLIV Rⁱv; h^oal o^ji^si E^fl Rⁱæ^vi j^ai i^eUⁱ q^{Cu}i B^Rz

p^ollaⁱ hⁱsl q^ca l^gll^ui Bⁱpuⁱ k^o Rⁱoⁱ mⁱmaⁱl q^eu^l Apq^lo^f Anⁱz¹ Lⁱluⁱ
a^hmuⁱlRm p^o a^qi i^{eh}s Lⁱl^hi Bⁱ-Lⁱeⁱ E^fi^uc Sⁱlea eⁱ, p^o aⁱc B^U B^U f^lnh^h
LⁱR Bⁱpuⁱ hⁱpuⁱlRmz f^lnh^h j^{de} H^jle HLIV nⁱz¹ B^{cn}l IRm k^o Apⁱqo^a mⁱmaⁱ
i^esⁱ Qⁱ' m^e c^je Lⁱl^hi Se^f jⁱT jⁱT a^qil LⁱR Bⁱpuⁱ Q^f Lⁱluⁱ hⁱpuⁱ bⁱlLaz
f^lnh^hIS' i^pi Lⁱl^{ae}, "L^e mⁱmaⁱ?' mⁱmaⁱ Lⁱqa, "i^lR^{ae}u hⁱhⁱ! a^jiⁱl HC OⁱIV hⁿ
WⁱTM^z'

BS mⁱmaⁱ B^{qa} q^euⁱv m^{Cu}i a^qil LⁱR BⁱpuⁱR a^qi f^lnh^ho^fo h^tuⁱlR^{me}
a^qil i^esⁱ j^{de}J HLIV h^{ce}i fⁱRæ q^{Cu}i IRmz aⁱc l^{ale} d^ll d^ll H^je HLIV L^bi
fⁱl^suⁱlR^{me} kⁱq^a h^el^sNa Sh^el a^rR p^m-c^xmⁱ iⁱl^l H^lHⁱl^l qⁱmLⁱ Lⁱluⁱ ic^a
fⁱl^z

l^faⁱ J L^efⁱl HC i^{hn}l B^miQeⁱl ch^elV cⁱMuⁱ j^qs^al Se^f i^{heu}ul Nⁱa^li^d q^{Cu}i Nm-
- pa^{fn} L^e h^maⁱRm a^qi a^qil Lⁱe Nm eⁱz pa^{fn} a^{Me} a^qi^l k^ul^hcⁱ p^oæ^a HLvⁱ
Aa^ez¹ c^dq f^hl^{IS}' i^pi LⁱluⁱlRmz HL cm hⁱo^l A^el ic^e dⁱluⁱ l^{nr}i l^{cu}i u^frⁱ
p^ef^cmⁱ f^lb^j pⁱl lⁱmuⁱ k^ul Lⁱl^m a^qi^a S^ul pⁿi^{he}i l^ll^l C^qi^c a^qil f^hl^{IR}mz
HarZ a^qi^{cl} f^hl^{IS}l Ahⁱd Qⁱmuⁱ Bⁱp^alRm, q^Wi^v H^{Ch}i^l hⁱdⁱ fⁱCuⁱ pa^{fn} i^{heu}ul
j^ml ic^l Qⁱlqm, a^qil f^l i^{heu}ul c^lo mr Lⁱluⁱ f^lnh^h O^ll ic^l Qⁱlquⁱc p^o
EⁱQ^uu^l hⁱmuⁱ EⁱWm, "mⁱmaⁱl^{cl}c, mⁱmaⁱl^{cl}c, HC c^mi; Bⁱj i^{heu}h^hl lⁱUⁱ b^ll d^l
H^elRz'

i^{heu} m[<] i^u Qⁱl^ui EⁱWm; O^ll j^{de} HL j^qs^al mⁱmaⁱ Q^ll Rⁱl^suⁱ EⁱWuⁱ c^ysⁱCm--
f^lnh^hlⁱUⁱ ic^l j^m l^glⁱCuⁱ cⁱm^e-- p^hp^u HLvⁱ LⁱTM^l q^{Cu}i Nmz

a^{Me} i^{heu} pa^{fn}L i^{hc}u Lⁱluⁱ f^lnh^h hⁱl^sa EⁱWmz a^qil O^ll f^hhⁿ Lⁱluⁱ cⁱmm
mⁱmaⁱ Qⁱmuⁱ N^Rz a^qi^l p^lm^c nⁱz¹ ALⁱl^e c^pl j^ai cⁱm^aR HC j^e Lⁱluⁱ p^o

pwL#0a qCu; Q#L@a hlpnz

n;I#L ü;Øbē Caf;ic pð@a p;di;Z İnø;m;f no qC@aC İheu H@Lh;I@C Bİñ Lİl m,
"Bij kMe İq;#p;#SI BQ;i-lhQ;i@L nÜ;i p@A j;le@e Hhw flalceC a; m'0e L@ b;il,
aMe h;ppj;#S BnÜ Nq;Z L;ic B;ji Lalhé h@m j@e LIİRz Bfe;i L;R @b@LC cfr; Nq;Z
Lİl HC B;ji h;pe;#"

HC h;pe;# HC pwL0f BI f@e@; İj;lev f#MÜ İhe@ul j@e ØfØ BL;@ İRm e;#
f@ nh;h#rZL;im Ü# b;ilLu; Liq@me, "i;#m; L@ pLm Lb; İQ;# L@ c@MR@a;?"

İheu Liqm, "HI j@dē BI@a İLR#İQ;# L;h;il @eC, @Lhm e;ju-Ae;juV;C @İ @h @cMh;il
İhouz @pV; M# p;ic; Lb;# B;ji @k İn;r; @F@UR a;@a @Lhm BQ;i-lhQ;i@LC Am'0efu dj#
h@m Bij @L;@e;j@aC ALfVİQ@S j;e@a f;il @ez @pCS@efC B;ji h@hq;@ f@c f@c e;#
ApwNİa f;L;n f;ju, k;#; nÜ;i p@A İq;#j;le@L BnÜ L@ B@R a;@c;I p@A Sİsa @b@L Bij
a;@c;I @Lhm BQ;aC İcCz HV; @k B;ji f@r İeai;#1 Ae;ju q@R a;@a B;ji j@e @L;@e;
p@#q @eCz H;e Øb@m BI-@L;@e; Lb; İQ;# e; L@ HC Ae;ju f;ilq;il L;h;il S@efC B;ji@L
fÜ#a q@a q@hz eC@m İe@SI fİa pC;j;e İ;M@a f;il h;e;#"

f@ nh;h@L h#T;Ch;il Se;f Ha Lb;il f@u;Se İRm e;# İL;# H-ph Lb; İe@S@LC @S;il
İch;il Se;f @p @k HLV; e;ju-Ae;ju@ul k@ÜI j@dēC f;isu; @N@R Hhw HC k@Ü p;#Ü' f;il a;#N
Lİlu; e;ju@ul f@rC a;q;@L Su;f qC@a qC@h, HC Lb; İlm;u; a;q;il hr f;#il a qCu; EİWmz
j;e@f@a# j;k#;#; @a; İ;M@a qC@hz

f@ nh;h@S' ;p; Lİl@me, "dj#hn#p pð@a h;ppj;#SI p@A @a;#il j@a;I İLē B@R
@a;?"

İheu HLV#Z Q#f Lİlu; b;ilLu; Liqm, "Bfe;@L pa;f Lb; İhm, B@N j@e Lİa;#
B;ji h#T HLV; İLR#dj#hn#p B@R; a; İe@u A@eL @m;@LI p@A A@eL TNs;J L@İR,
İL;# BS Bij İe0Qu @S@eİR dj#hn#p B;ji S#h@eİ j@dē f;ilZİa m;# L@ İez HV#L#k
h#TİR @p Bfe;@L c@Mz d;#N B;ji S#h@eİ @L;@e; pa;f f@u;Se 0@V İe Hhw a;il fİa
B;ji pa;f İhn#p S@; İe h@mC Bij L0fe; Hhw k#S#@L#m İc@u Haice B;ji@cl p;#SI
fDİma dj#L e;#f;L;il p#r È hē;Mē;-à;#; @Lhm;j;@e aL#ef#Zē f;ilZa L@İRz @L;e;ldj#N@k
pa;f a; i;#h;il B;ji @L;@e; c;L;ilC qu e;# @k dj#L pa;f h@m@m B;ji İSa qu Bij
a;@LC pa;f h@m f;#;Z L@ @İs@uİRz kaC f;#;Z Lİ; nš2 q@u@R aaC f;#;Z L@ AqW;L;il
@İd L@S#İ @L;@e;İce B;ji j@e dj#hn#p pCf;Z#N pa;f J ü;# İhL q@u Ew@h İL e;# a;
BSJ Bij hm@a f;il @e İL;# Ae;L#m AhØb; Hhw c#;#;#1 j@dē fs@m @p İc@L B;ji
AN#pl qh;il p#;#e;# B@R H Lb; İeİ0Qaz A;#a @k İSİep İi a@İ İi a@İ B;ji h#Ü@L f#İsa
L@ İQİS#he a;ilC Sufaj;L; hqe L@ @hs;#il qfeai; @b@L EÜ;il f;#z"

f@ nh;h# p@A Lb; Liq@a Liq@aC İheu İe@SI ha;#;#e AhØb;il Ae;L#m k#S#@-İm@L
BL;il c;#e Lİlu; a#m@a m;#İNmz H;le Evp;@q;I p@A Lİl@a m;#İNm @ke A@eL İc@eİ
aL#ha@L#N fl @p HC İØb;İ İpÜ;#;#1 Bİpu; c#t fİa;#; m;# Lİlu;@Rz

İLRLV; LI;LC k Lañé hém a; eu, AêL pju İLRê; LI;C qR pLmı Œu hŒ; Lañé"

hlcipçİf Liqme, "a; qñ, Bİj jMİjje, ph Lb; i;mi hTªa fİll ez HMe Lf İØbl qm pC Lb;V; Sªe kªa Q;C-- B;ji AêL L;S Bªr"

İheu Liqm, "flö İhh;IC Bİj çfr; NqZ Lİhz B;ji CıR; kİc fñnh;ª--"

fñnh;ªLiqme, "k çfr;İ L;ª; gm B;ji fİlh;İ Bn; LIªa fİl p çfr; B;ji à;İ; qªa fİlñ e; hİppj;Sªa;İ;L Bñce LIªa qñz"

İheul je avrZıv pWLªQa qCu; Nmz hİppj;S cUªja çfr;İ Seİ Bñce LI;İ jªa; jªel AhØb;ªa; a;İqİl eªq-- İhªnoa mİma;L mCu; k hİppj;S a;İqİl pªªª Ha Bm;Qe; qCu; NRz L;el m< İu Lf İ;İ;İ p İQİW İmİMñ? p İQİW kMe hİp-fİeL;İu fİL;İna qCñ aMe p L;je Lİİu; j;İ; aİmñ? p İQİW N;İ; fİsñ, Beªjuf fİsñez p İQİWİ pªª BIªa; L;ª; Cİaqİp b;İLñ e;-- a;İqªa Lhm HC Lb;VªL fİL;İn f;Cñ k, hİpdªİ çfr; NqZ Lİlh;İ Seİ İheul İQŞ ALØj;İ İff;İpªqCu; EİWu;Rz Lb;V;ªa; HaM;İe paİ eªq-- a;İq;L Bª;İ-İLRª pªª Sİsa Lİİu; e; cİMªm a;İqİlªa; m< İl;İl BhlZVªªb;L e;İ

İheuL Qf Lİİu; b;İLªa cİMu; hlcipçİf İu f;Cªmez İale Liqme, "Eİe hİppj;Sİªa; L;EªL Qªee e;İ, B;İ;C ph hª;hÜ' Lª çhz Bİj BS HMeC f;eñhªL XªL f;İW;İpRz BIªa; pju eªC-- flö k İlh;İl'"

Hje pju cM; Nm pªel Oªİ p;ªe İcu; Efªİ am;İu k;CªªRz hlcipçİf a;İq;L X;İL;İ Liqme, "pªel, İheu flö B;İ;Cİl p;ª;S çfr;ªeñez"

pªel Aaİ;¹ Mñ qCu; EİWmz pªel jªe jªe İheul HLSe İhªno İ Š² İRm; İheuL hİppj;S f;İ;İu; k;Cñ öİeu; a;İqİl İ;İl Evp;İq qCmz İheu kİL;İ QjvL;İ CwªİS İmİMªa f;İl, a;İqİl kİL;İ İhç;ªhÜ, a;İqªa hİppj;S k;N e; c;İ;İ;C a;İqİl fªr Aaİ;¹ ApwNa hİmu; pªİªİ ç;İd qCaz İheul jªa; m;İL k L;ª;e;ªªc hİppj;Sİ h;İqª b;İLªa f;İl e; Cq;İC f;İ;İ f;İ;İu; a;İqİl hr Øgfa qCu; EİWmz p Liqm, "İL;ª flö İhh;İl İ jªdİC İL qªu EWñ? AªªLC Mhİ S;ªªa f;İlñ e;İ"

pªİªİ CıR;İ, İheul HC çfr;İL HLV;İ çb;ª;¹ jªa; phİb;İd;İZİ pC;ªªªªªİoZ;İ LI;İ quz hlcipçİf Liqme, "e;İ e;İ, HC İhh;İC qªu k;ñz pªel, a;İª cªs k;İ, f;eñhªL nªİªªXªL Bªe;İ"

k qai;ªNİL çb;ª;¹ à;İ;İ pªel hİppj;SªL AªSuniŞªn;İmª hİmu; phİe fD;İ Lİlh;İ Lªfe;İu EªSİSa qCu; EİWªaİRm, a;İqİl İQŞ aMe pWLªQa qCu; HªLh;İl İhªhv qCu; Bİp;İlRmz k İSİepV;İ jªe jªe Lhm aªLİkªŞªª İhªno İLRª eªq, a;İqİC h;İqªª Qqİl;İv cİMu; İheu h;İLªm qCu; fİsmz

f;eñhªL X;İL fİsªªc İheul EİWu; fİsmz hlcipçİf Liqme, "HLVªªh;İp;İ, f;eñhªª HMeC Bpªe, cİl qñ e;İ"

qil;ehih[®]L kMe hlcip[®]lf XjilLu; pLm Lb; him[®]me aMe lale iLR[®]Z NñEl qCu; hīpu; līq[®]me Hhw līq[®]me, "H pō[®]ā HLh;il mīma;il p[®]Ā B[®]m;Qe; L[®] c[®]M; Lañh'z"

mīma; Bīp[®]m qil;ehih[®]ayqil Njñ[®]kM j;œ; [®]no pçL fkl[®]; Qs;Cu; līq[®]me, "c[®]M; mīma; [®]aj;il Sñ[®]e Mñ HLV; c;ilu[®]añ pju H[®]p EfīØba q[®]u[®]Rz HL ĩc[®]L [®]aj;il djñ BI-HL ĩc[®]L [®]aj;il fhīš, HI j[®]dē [®]aj;il fb ĩehñQe L[®] ĩe[®]a q[®]hz"

HC hīmu; HLV[®] b;ij;u; qil;ehih[®] mīma;il j[®]M ĩc[®]L cīø Øb;fe Līl[®]mez qil;ehih[®] S;je[®]ae ayqil HC ef;u;ilñc[®] cīø pçj[®] i ĩl;aj; līçfa qu, LfVaj; i Øj ĩi ša qCu; kju- - ayqil HC [®]a[®]S;ju Bdē;laēL cīø hīppj;[®]SI HLIV j[®]ñh;e pçfīšz

mīma; [®]L;e; Lb; hīmm ej, Q[®]f Līl;u; līqmz

qil;ehih[®]Līq[®]me, "a[®]j; [®]h;id qu ö[®]eR, [®]aj;il AhØb;il fīa cīø L[®] Abh; [®]k L;il[®]Z [®]q;il ĩheuh;ih[®]Ah[®]n[®] B; j;[®]cl p; j;[®]S c[®]r; ĩe[®]a l; j;S q[®]u[®]Rez"

mīma; H pwh;ic fññ[®] ö[®]e ej;C, öleu; a;qil j[®]e Lē i; jh qCm a;q;J fīL;in Līl; m ej; a;qil c[®] Qr[®]c[®]ç qCu; EīWm-- [®]p f;ib[®]l j;ññ j[®]a; iØbl qCu; hīpu; līqmz

qil;ehih[®]Līq[®]me, "ĩeØQuC f[®]ñh;ih[®] ĩhe[®]ul HC h;idēa;ju MñC Mñ q[®]u[®]Rez ĩL;[®] H[®]a kb;ññ Mñ qh;il [®]L;e; ĩhou B[®]R ĩL ej; [®]p Lb; [®]aj;il[®]LC iØbl Lī[®]a q[®]h[®] [®]pCSeē BS B; j; [®]aj;il[®] hīppj;[®]SI ej; Aē;id LīIR ĩe[®]SI E; j; š fhīš[®]L HLf;ñ pīl;u l; j; M; Hhw [®]Lhm; j;œ d; j;ñ ĩc[®]L cīø r; L[®] ĩe[®]SI q[®]u[®]L HC fhā;S' ip; L[®]; H[®]a Mñ qh;il ĩL kb;ññ L;IZ B[®]R?

mīma; HM[®]; Q[®]f Līl;u; līqmz qil;ehih[®] j[®]e Līl[®]me, Mñ L;S qC[®]a[®]Rz ĩà-Z Evp;[®]qil pīqa hīm[®]me, "c[®]r;! c[®]r; [®]k Sñ[®]eL Lē fīh[®]e j;ññ [®]p ĩL BS B; j;L hm[®]a q[®]h! [®]pC c[®]r;L Lm[®]oa Lī[®]ñz p[®]M pñd; h; Bpīš[®]l BLoñ[®]Z B; j; l; hīppj;[®]S Apa[®]f[®]L fb [®]R[®]s [®]ch-- LfVaj;L Bcl L[®] Bq[®]e L[®] Beh! h[®]m; mīma; [®]aj;il Sñ[®]eL p[®]Ā hīppj;[®]SI HC c[®]ññal Cīaq;ip ĩL ĩQl ĩc[®]eL S[®]eē Sīsa q[®]u b;L[®]h?"

HM[®]; mīma; [®]L;e; Lb; hīmm ej, [®]Q;Ll q;iaV; j;ñ; ĩcu; Q;lfu; dīl;u; iØbl qCu; hīpu; līqmz qil;ehih[®]Līq[®]me, "Bpīš[®]l ĩRā ĩc[®]u cññ[®]aj; [®]k j;je[®]L ĩLILj cññ;il i;ñ B[®]æ[®]j;Z L[®] aj; A[®]eL c[®]MIR Hhw j;je[®]ol cññ[®]aj;L [®]k ĩLILj L[®] r; j; Lī[®]a qu a; j; B; j; S;le, ĩL;[®] [®]k cññ[®]aj; [®]Lhm ĩe[®]SI Sñ[®]eL eu, napq[®]ē [®]m;Ll Sñ[®]eL Bñ[®]u[®]L H[®]Lh;[®] ĩi ĩš[®]a ĩN[®]u BØ;ja L[®], a; j;C h[®]m; mīma; [®]aj;il ĩL HL j;ññ Seē r; j; L; j; k;u? [®]aj;L r; j; L; h;il Āld; j;il ĩL Dññ B; j; c;il ĩc[®]u[®]Re?"

mīma; [®]Q;L R; j;su; EīWu; līqm, "ej; ej, f;eh;ih[®] Bfīe r; j; Lī[®]he ej; Bfē; j;

Bæj ZC fībhfpū ŋiRLI Ai ĩp qū ŋR-- Bfeij rji ŋid qu pLml fR
HhLhiŋ Apqf qhZ"

HC ĩmu; OI Rjisu; mima; Qimu; Nmz

hlcjpcŋlf qijehjhŋ Lbiju EcūhNÀqCu; EIWmez ĩale ŋLiej aC HMe ĩheuL Rjisu;
ĩca fije eiz ĩale qijehjhŋ LjR Ael hēbñ Aeeu ĩheu Lĩluj, Ahño æjū qCu;
ayqil ĩhcju ĩcmez ayqil jñĩLm qCm HC k, fñnhjhŋLJ ĩale ĩeSI fR fjcme ej,
Bhil qijehjhŋLJ eiz Hje Aijhefu Ahŋbi ŋLq LMei; Lŋfe;J Lĩa fĩlla eiz
qijehjhŋ pŋa feliu hlcjpcŋlf ja fĩlhalē Lĩhij pju Bĩpmz

karZ cfr;ñqZI hēfijlv; ĩheu Tjfp; Lĩlu; cĩMāiRm aarZ Mh S;ŋI pĀC p
Bfeij pwlŋf fĩLjn LĩāiRmz ĩLz kMe cĩMm HSeē hĩppj;S aqil Bñce Lĩa
qCñ Hhw qijehjhŋ pĀ H mCu; fĩjnñ Qimñ aMe HC Aejhā fĩlnēajl ĩhi flŋL;
aqil HLj;1Lā a Lĩlu; aĩmmz ŋLbiju ĩNu; Lijil pĀ p k fĩjnñ Lĩñ ĩLRē i jhu;
fjcme; Hje-ĩL, Bejz ufl LjR kju;J aqil fR Apñh qCmz ĩjūu ŋñu; ĩhs;Chil
jā; nšj aqil ĩRm eiz a;C p Bfeij Seqte hipil j dē ĩNu; EfŋI ŋñ ašfññl
Efl ŋCu; fĩsmz

pāf; qCu; Bĩpu;Rz AāLjI ŋñ QjLI hijā BĩemC aqil hijZ Lĩñ j e LĩāR,
Hje pjū ĩheu eŋŋ qCā Bqñe ŋlem, "ĩheuhjhŋ ĩheuhjhŋ"

ĩheu ŋke hñŋQu; Nmz p ŋke j ĩi jñā ab;il Sm fjcuz HC jñpāñ HLj;æ pafñ R;S;
BI ŋLqC aqil BIj ĩca fĩlla eiz ĩheuĩ ĩeSñhā; RñVu; Nmz "Lē i jC pafñ" ĩmu;
p ĩhRje; qCā mĩg;Cu; EIWu; Sā; fje; e; ĩcu;C āafc ĩpjs ĩcu; eŋŋ eĩj u; Nmz

cĩMm, aqil R;ñ; EIWēIVā ĩpjsl pjēc pafñl pĀ hlcjpcŋlf cys;Cu; Bñez
Bhil pC pjēf; pC ms;C! nñhēŋ qCu; ĩheu pafñ J hlcjpcŋlf EFŋI ŋñ mCu; Nmz
hlcjpcŋlf pafñL Lĩqme, "pafñ, k; aē ĩ hij;ñ;u ĩñu HLVññpūñ kiz"

pafñl HC ĩeljeñ ĩehñpecm hēlba qCu; ĩheu aqil LaL-m; Rñhl hC hijlqL Lĩlu;
ĩcu; fññl ŋñ Bñ; Sñmu; hp;Cu; ĩcmz

hlcjpcŋlf kMe ĩmñe "ĩheu, añj ā; hĩppj;SI LjE L Sje e;-- Bjil qñā
HLMje; ĩQIW ĩmñ c;J, Bij Ljm pLjñC ĩeS ĩñu pCfjcl j qñnuL ĩcū pjū hññhñ
Lñ ŋch, kñā flŋ ĩhññC āajil cfr; qñ kuz āajil BI ĩLRē i jñā qñ e;--
aMe ĩheu ŋLiej LbjC ĩmñā fĩllm eiz p ayqil Bññ Aepñ HLMje; ĩQIW ĩmñmu;
hlcjpcŋlf qñā ĩcu; ĩcmz k; q; qEL, HLvj ŋLiej fñ Hje Lĩlu; hijlqL qCu; fs; aqil
clLjI qCu; ĩRm k, ĩgĩhij hij ĩād; Lĩhij ŋLiej Efij;æ e; bjLz

mimajl pĀ ĩhññl Lbjvj hlcjpcŋlf HLVññje fĩsu; ĩjñmez

hlcjpcŋlf Qimu; Nmñ ĩheuĩ j e ĩjĩ HLV; ŋke ĩhab; ŋid qCā mñNmz Hje-ĩL,
mimajl ŋjñāJ aqil j eĩ j dē ŋLje HLVññññ hijSā mñNmz aqil j e qCā mñNm
ŋke hlcjpcŋlf HC Aññ; e hēŋñajl pĀ mimajl J HLV; ŋLbj;J kññ Bñz ĩeSI flā

nŮj; qŮi pŮl pŮA pŮA pLmŮlC fŮla aŮq; l nŮj; ke eŮj; uŮj; fŮis a mŮj; nŮmz

hl cŮpŮŮl f hŮjs ŮgŮl uŮj; BŮip uŮj; j e LŮl me, mŮma j L Ůale BS MŮn LŮl uŮj; Ůc hez
mŮma j ke Ůhe uŮL i j mŮh i p aŮq; Ůale Ůe ŮŮu hŮT uŮj; R mez pŮC SeŮC aŮq; cŮl Ůh hŮq mCu;
p j j S kMe nŮim hŮj d uŮj; R m, aMe Ůale Ůe S RŮs j BI pLmŮLC HSeŮ AFl j dŮ LŮl uŮj; R mez
mŮma j l pŮA LuŮce Ůale Lb j h aŮŮ HLI Lj h a LŮl uŮj; Ůcu j; R mez pŮC SeŮ BS kMe HLV;
ŮLe j; qCm pŮV j ke A e LV j aŮq; l SeŮC qCm HC nŮh v L mŮma j L j R fL j n LŮl uŮj;
aŮq; l pŮA pl a Ůb j fe LŮl a hŮŮ qCu; EŮW mez mŮma j l h j f a j p j Ů j j v LŮl uŮj; C
Ůcu j; R mez mŮma j Ůe S J a j Ůhe uŮL Ůp d j LŮl a f j eŮ e j f j e h j h L j R qC a J a j R L j e j
p j q; kŮ f j Ju; nŮm e j HLm j hl cŮpŮŮl f p j Ů Ů NŮb Rce LŮl uŮj; R e z qŮ qŮ, HLSe j Ů u j j e Ů
k j q; f j eŮ f j QSe f j Ů aŮq; f j eŮ e j z

hl cŮpŮŮl f hŮjs ŮgŮl uŮj; BŮip uŮj; Ůe me, mŮma j BS pL j m-pL j m ŮC a nŮR, aŮq; l
nŮl f l a j e i j m j e j z Ůale j e j e qŮl p u j; LŮq me, "nŮl f l i j m j LŮl uŮj; Ůc aŮR z'

HLV j h j a qŮ a LŮl uŮj; aŮq; l A a L j l n u e N q f h n LŮl uŮj; cŮl M me, mŮma j Ůh R j e j u
HM e j; nŮj u e j C, HLV j L c j l j u q m j e Ůcu j; fŮs u j; B R!

mŮma j avr Z j v EŮW u j; hŮp u j; ŮS' j p j LŮl m, "j j, a Ůj R L j b j u ŮN Ů Ůl R m?"

aŮq; l Ů Ů l j dŮ f HLV j a h a j Ů R m z p M h l f j Cu j; R m Ůale p a f n L mCu j; Ůhe Ůl h j p j u
ŮNu j; R mez

hl cŮpŮŮl f LŮq me, "BŮj Ůhe Ůl JM j e ŮN Ů Ůl R m j z"

"R Le?"

R Le! hl cŮpŮŮl f l j e j e HLV a l j n qCm z "mŮma j j e L R BŮj R L h m J l n e a j C
LŮl aŮR! AL a' !"

hl cŮpŮŮl f LŮq me, "HC R C M j R Le z" hŮm u j; Ůhe Ůl pŮC ŮQŮW m j e j mŮma j l R Ůl M l p j e
j Ům u j; dŮl me z p ŮQŮW fŮs u j; mŮma j l j M m j m qCu; EŮW m z hl cŮpŮŮl f Ůe S l LŮa a A f Ů Ů j l
SeŮ ŮL R a A a Ů Ů s? LŮl uŮj; C S j e j C me ke, H ŮQŮW ŮL Ůhe Ůl q j a qC a p q S h j l q l qC a
f j l l a z Ůale S y L LŮl uŮj; hŮm a f j e H L j S BI - R L j e j; nŮj R L I C p j dŮ f l j dŮ f C Ů R m e j z

mŮma j cŮ qŮ a j M Y j l u j; aŮq; l R L c j l j u ŮCu j; fŮs m z hl cŮpŮŮl f j e LŮl me, aŮq; l
p C j M f h m q Cu; n f L j n LŮl a mŮma j m < j LŮl a R z O l qC a h j l q l qCu; nŮ me z

f l Ůce pL j m nŮm j u ŮQŮW j e mCu j; h j p p j j S k j Ch j l p j u cŮl M me ke ŮQŮW R L V L l j V L l j
LŮl uŮj; ŮR j s u j; l j i M u j; R z

Afl¹ q² p⁰ll a¹ f⁰ nh¹ h¹ L¹ R¹ k¹ C¹ h¹ h¹ mu¹; f⁰ U¹ a¹ q⁰ C¹ a¹ i¹ R¹ m¹ H¹ j¹ e¹ p¹ j¹ u¹ h¹ q¹ i¹ B¹ i¹ p¹ u¹;
M¹ h¹ l¹ i¹ c¹ m¹ H¹ L¹ S¹ e¹ h¹ j¹ h¹ B¹ i¹ p¹ u¹ R¹ e¹ z

"L¹ h¹ j¹ h¹? l¹ h¹ e¹ u¹ j¹ h¹?"

h¹ q¹ i¹ j¹ l¹ i¹ q¹ m¹, "e¹ j¹, M¹ h¹ N¹ h¹ z¹ N¹, m⁰ d⁰ j¹ H¹ L¹ i¹ v¹ h¹ j¹ h¹?"

p⁰ll a¹ q¹ j¹ l¹ u¹ j¹ E¹ i¹ w¹ u¹ j¹ l¹ i¹ q¹ m¹, "h¹ j¹ h¹ L¹ E¹ f⁰ i¹ l¹ o¹ h¹ e¹ h¹ p¹ j¹ z¹"

B¹ S¹ p⁰ll a¹ l¹ f¹ l¹ j¹ s¹ f¹ i¹ l¹ u¹ j¹ R¹ j¹ l¹ j¹ e¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ f¹ i¹ l¹ u¹ j¹ R¹ h¹ a¹ r¹ z¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ o¹ z¹ j¹ l¹ l¹ e¹ j¹ z¹
H¹ m¹ e¹ B¹ u¹ e¹ j¹ l¹ p¹ c¹ j¹ m¹ c¹ y¹ s¹ i¹ c¹ u¹ j¹ l¹ j¹ s¹ m¹ j¹ e¹ j¹ l¹ R¹ p¹ a¹ c¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ f¹ R¹ z¹ q¹ c¹ m¹ e¹ j¹ z¹ a¹ m¹ e¹ h¹ c¹ m¹ i¹ c¹ h¹ i¹ l¹ p¹ j¹ u¹
i¹ R¹ m¹ e¹ j¹ l¹ i¹ c¹ f¹ a¹ q¹ U¹ l¹ j¹ f¹ S¹ l¹ B¹ o¹ m¹, o¹ m¹, H¹ L¹ v¹ B¹ d¹ v¹ f¹ i¹ l¹ f¹ j¹ V¹ e¹ p¹ i¹ d¹ e¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ o¹ f¹ i¹ c¹ a¹ q¹ v¹ i¹ f¹ m¹ c¹ u¹ j¹ p⁰ll a¹ o¹ h¹ l¹ j¹ d¹ e¹ f¹ l¹ h¹ n¹ l¹ i¹ l¹ m¹ z¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ v¹ i¹ h¹ m¹ l¹ E¹ f¹ l¹ N¹ i¹ j¹ l¹ i¹ o¹ e¹ j¹ h¹ m¹ f¹ f¹ i¹ s¹ u¹ j¹ i¹ R¹ m¹ p¹ l¹ b¹ j¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ j¹ e¹ c¹ i¹ R¹ m¹ e¹ j¹ i¹ w¹ l¹ p¹ c¹ v¹ i¹ h¹ m¹ l¹ p¹ c¹ j¹ m¹ c¹ o¹ j¹ l¹ e¹ a¹ N¹ i¹ j¹ h¹ i¹ p¹ u¹ j¹ B¹ R¹ z¹ h¹ c¹ -i¹ m¹ l¹ e¹ m¹ k¹ i¹ j¹ i¹ h¹ i¹ w¹ l¹ N¹ i¹ j¹ l¹ o¹ j¹ m¹ l¹ E¹ f¹ f¹ i¹ s¹ u¹ j¹ B¹ R¹ -- p¹ -i¹ m¹ y¹ j¹ l¹ j¹ i¹ c¹ h¹ i¹ l¹ h¹ i¹ p¹ l¹ i¹ c¹ h¹ i¹ l¹ e¹ j¹ E¹ f¹ i¹ u¹ j¹ j¹ e¹ e¹ j¹ z¹

"j¹ i¹ l¹ p¹ j¹ j¹ B¹ f¹ e¹ j¹ l¹ p¹ A¹ c¹ m¹ j¹ l¹ i¹ h¹ i¹ l¹ S¹ e¹ e¹ A¹ e¹ l¹ i¹ c¹ e¹ b¹ l¹ h¹ e¹ U¹ q¹ u¹ l¹ u¹ R¹ e¹, a¹ y¹ l¹ M¹ h¹ l¹ i¹ c¹ C¹ N¹" h¹ i¹ m¹ u¹ j¹ p⁰ll a¹ o¹ h¹ l¹ f¹ l¹ h¹ n¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ C¹ o¹ i¹ m¹ u¹ j¹ N¹ m¹ -- p¹ H¹ L¹ m¹ j¹ N¹ i¹ j¹ l¹ p¹ A¹ B¹ m¹ i¹ f¹ l¹ i¹ l¹ h¹ i¹ l¹ j¹ e¹ a¹ j¹ S¹ i¹ l¹ f¹ i¹ c¹ m¹ e¹ j¹ z¹

i¹ l¹ R¹ z¹ f¹ o¹ p⁰ll a¹ q¹ i¹ l¹ j¹ j¹ q¹ e¹ l¹ p¹ A¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ m¹ c¹ u¹ j¹ B¹ i¹ p¹ m¹ z¹ i¹ l¹ R¹ z¹ j¹ m¹ q¹ c¹ o¹ a¹ q¹ i¹ l¹ j¹ j¹ q¹ e¹ l¹ i¹ h¹ e¹ u¹ l¹ l¹ j¹ R¹ q¹ c¹ o¹ a¹ N¹ i¹ j¹ l¹ j¹ a¹ i¹ h¹ n¹ i¹ p¹ j¹ j¹ l¹ e¹ u¹ j¹ H¹ h¹ w¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ S¹ t¹ h¹ e¹ l¹ l¹ b¹ j¹ o¹ l¹ e¹ u¹ j¹ B¹ i¹ p¹ o¹ a¹ R¹ e¹ z¹ f¹ i¹ u¹ j¹ j¹ i¹ o¹ t¹ j¹ j¹ i¹ o¹ t¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ A¹ e¹ l¹ j¹ d¹ p⁰ll a¹ j¹ d¹ e¹ i¹ q¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ N¹ i¹ j¹ l¹ m¹ m¹ j¹ f¹ i¹ s¹ u¹ j¹ o¹ e¹ j¹ c¹ u¹ j¹ R¹ z¹ k¹ i¹ c¹ j¹ p¹ -p¹ h¹ m¹ m¹ j¹ i¹ a¹ l¹ e¹ k¹ p¹ j¹ U¹ C¹ i¹ w¹ l¹ h¹ i¹ t¹ a¹ f¹ i¹ l¹ e¹ a¹ e¹ a¹ i¹ q¹ i¹ e¹ R¹ q¹ H¹ h¹ w¹ a¹ i¹ q¹ i¹ a¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ e¹ a¹ j¹ l¹ o¹ m¹ z¹ i¹ c¹ p¹ h¹ d¹ j¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ i¹ c¹ a¹ a¹ h¹ v¹ l¹ j¹ j¹ v¹ j¹ v¹ h¹ i¹ t¹ a¹ f¹ i¹ l¹ e¹ a¹ e¹ k¹, n¹ i¹ o¹ e¹ j¹ m¹ j¹ l¹ j¹ o¹ j¹ l¹ f¹ r¹ m¹ c¹ u¹ j¹ N¹ i¹ j¹ H¹ m¹ e¹ l¹ j¹ l¹ j¹ m¹ l¹ B¹ o¹ j¹ l¹ q¹ f¹ e¹ a¹ j¹ l¹ i¹ h¹ l¹ i¹ o¹ m¹ s¹ i¹ c¹ l¹ i¹ l¹ o¹ a¹ R¹ z¹ B¹ d¹ i¹ e¹ l¹ c¹ w¹ i¹ i¹ s¹ -n¹ m¹ j¹ R¹ o¹ m¹ l¹ f¹ o¹ r¹ C¹ q¹ i¹ A¹ o¹ f¹ r¹ j¹ B¹ o¹ o¹ k¹ n¹ H¹ h¹ w¹ C¹ q¹ i¹ A¹ o¹ f¹ r¹ j¹ -o¹ z¹ l¹ b¹ j¹ B¹ l¹ l¹ f¹ q¹ c¹ o¹ a¹ f¹ i¹ l¹ h¹ i¹ p¹ f¹ i¹ l¹ h¹ i¹ o¹ l¹ j¹ d¹ e¹ f¹ l¹ o¹ j¹ k¹ m¹ e¹ i¹ h¹ e¹ u¹ l¹ c¹ i¹ m¹ u¹ j¹ i¹ R¹ o¹ m¹ e¹ a¹ m¹ e¹ i¹ h¹ e¹ u¹ c¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ k¹ o¹ b¹ o¹ a¹ i¹ c¹ c¹ j¹ e¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ i¹ R¹ m¹ z¹ i¹ l¹ z¹ o¹ e¹ 2¹ j¹ p¹ v¹ l¹ a¹ i¹ e¹ j¹ p¹ q¹ c¹ u¹ j¹ k¹ j¹ u¹ j¹ l¹ f¹ l¹ i¹ e¹ S¹ l¹ h¹ i¹ s¹ o¹ a¹ k¹ m¹ e¹ i¹ a¹ l¹ e¹ i¹ h¹ e¹ u¹ l¹ c¹ i¹ m¹ o¹ a¹ m¹ i¹ j¹ i¹ n¹ o¹ m¹ e¹ a¹ m¹ e¹ a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ B¹ o¹ j¹ l¹ i¹ R¹ a¹ -i¹ m¹ c¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ h¹ i¹ n¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ h¹ i¹ s¹ o¹ a¹ m¹ i¹ j¹ i¹ n¹ m¹ z¹ i¹ h¹ e¹ u¹ l¹ E¹ f¹ l¹ i¹ a¹ l¹ e¹ A¹ e¹ l¹ v¹ j¹ l¹ e¹ i¹ N¹ o¹ b¹ j¹ f¹ e¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ i¹ R¹ o¹ m¹ e¹ h¹ i¹ m¹ u¹ j¹ C¹, a¹ i¹ q¹ i¹ l¹ f¹ l¹ a¹ i¹ d¹, j¹ l¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ f¹ l¹ a¹ i¹ c¹ e¹ h¹ i¹ s¹ u¹ j¹ E¹ i¹ w¹ o¹ a¹ R¹ z¹ p¹ c¹ S¹ e¹ f¹ c¹ A¹ a¹ e¹ z¹ 1 E¹ v¹ p¹ l¹ i¹ o¹ S¹ i¹ a¹ l¹ e¹ N¹ i¹ j¹ l¹ f¹ l¹ a¹ f¹ r¹ j¹ l¹ i¹ l¹ o¹ a¹ i¹ R¹ o¹ m¹ e¹ z

N¹ i¹ j¹ l¹ i¹ c¹ l¹ e¹ e¹ e¹ f¹ j¹ a¹ l¹ i¹ l¹ u¹ j¹ C¹ q¹ i¹ l¹ j¹ j¹ q¹ e¹ l¹ H¹ l¹ h¹ i¹ o¹ l¹ B¹ o¹ o¹ k¹ n¹ q¹ c¹ u¹ j¹ N¹ o¹ m¹ e¹ z¹ H¹ C¹ o¹ a¹ j¹ h¹ i¹ p¹ z¹ h¹ v¹ l¹ k¹ e¹ H¹ l¹ h¹ i¹ o¹ l¹ q¹ i¹ j¹ l¹ B¹ -e¹ z¹ k¹ e¹ o¹ i¹ l¹ j¹ u¹ j¹ q¹ i¹ c¹ h¹ z¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ j¹ e¹ H¹ j¹ e¹ H¹ L¹ i¹ v¹ i¹ i¹ s¹ z¹ l¹ p¹ j¹ l¹ q¹ c¹ m¹ k¹, N¹ i¹ j¹ l¹ k¹ m¹ e¹ a¹ y¹ q¹ i¹ l¹ f¹ z¹ j¹ l¹ i¹ l¹ m¹ a¹ m¹ e¹ p¹ f¹ z¹ j¹ N¹ o¹ z¹ l¹ i¹ l¹ o¹ a¹ q¹ i¹ l¹ j¹ j¹ q¹ e¹ l¹ z¹ a¹ q¹ c¹ u¹ j¹ E¹ i¹ w¹ o¹ m¹ e¹ z¹ q¹ i¹ l¹ j¹ j¹ q¹ e¹ l¹ l¹ i¹ q¹ m¹ e¹, "a¹ j¹ j¹ l¹ l¹ b¹ j¹ A¹ e¹ l¹ o¹ e¹ i¹ R¹ h¹ i¹ j¹! a¹ j¹ c¹ N¹ h¹? N¹ h¹ c¹ h¹ v¹ l¹ i¹ -k

Lfaifai Nje öeR--

Qy'cl Alj u;-p'e Q'ce hylVu; Nj
L j;ilSm Nj;il 'cqMjle--

BS a;C Q'r 'cMmjz 'Ljeufi'Z 'aj;il 'Sm 'ic'ulRm Bij 'pC Lb;C i jhz"

Nj;il qilpu; Liqm, "'Bfe;il; kic j'eiS'VM q'ae a; q'm 'SmMje;u C'p' h;e'si h;ip; qaz"

qil'j;ilqef Liq'me, "'e; h;hi, f'ibh'ea Q;il -Su;Q;il Ai jh Lf? j'eiS'VMVI il Q;im IRm e;? a'j 'k 'k-'p 'LE eJ, a'j 'k i Nh;e;el 'm;L, 'p 'aj;il 'ic'L a;L;imC 'VI f;ju; k;uz 'SmMje; B'R h'mC il 'Sm 'ic'ea q'h! h;f 'H! H 'L;e ihQ;il!"

Nj;il Liqm, "'j;e'ol j'AMl 'ic'L a;L;im f;R i Nh;e;el I'f 'Q;im f's a;C j'eiS'VM 'Lhm BC'e;el h'c'ul 'ic'L a;ilL'u L;S L'iz eC'm j;e'ol Q;h'L 'Sm 'af;iz;1 gylp 'ic'u il a;ic'l 'Q;im O; j; b;La, e; j'AM i ja l;Qa?"

qil'j;ilqef Liq'me, "'kMeC g'pa f;C l;id;il;e'f l;R 'b'L 'aj;il hC f'is'u ö;ez L'h 'aj;il 'e'SI j'AM 'b'L i 'm; i 'm; ph Lb; ö'e'a f;h j'e HC f'af;in; L'el Haice IRmjz Bij j'MN'j'uj;e'o, BI h's; c'x;imef, ph Lb; h'TJ 'e, Bh;il ph Lb;u j'eJ 'ic'ea f;il 'ez ilL;°h;hi, 'aj;il L;R 'b'L ilR' je f;h H B;il M'h ihnap q'u'Rz"

Nj;il iheupqL;il H Lb;il 'L;e; f'lah;ic e; L'il u; Q'f L'il u; l;iqmz

qil'j;ilqef Liq'me, "'h;hi, 'aj;il ilR'AM'u 'k'ea q'hz 'aj;il j'aj; h;ip'ZI 'R'm'L Bij A'eL 'ice M;ju;C 'ez BS'LI k; B'R a;C 'ic'u l;il'oj'M L'el k;J, ilL;° BI-HL 'ice B;il O'el 'aj;il 'ej;Z l;Cmz"

HC h;imu; qil'j;ilqef kMe Bq;il h'f'h'ö;bi L'il 'ea 'N'me aMe p'ö;il a;il h'f'LI 'li al 'aj;imf;is L'il 'ea m;ilNmz

Nj;il H'el'h;il BIñ L'il u; l;cm, "'Iheu BS Bfe;il HM;e H'p;ilRm?"

p'ö;il a;il Liqm, "'qyz"

Nj;il Liqm, "'a;il f'el ihe'ul p'Ä B;il 'cM; qu 'le, ilL;° Bij S;ile 'Le 'p H'p;ilRmz"

Nj;il HLV'b;il;im, p'ö;il a;il Q'f L'il u; l;iqmz

Nj;il Liqm, "'Bfe;il; h;ip; 'ea ihe'ul ihh;iq 'ch;il 'Q;il LI'Rez HV; il i 'm; LI'Re?"

HC 'MyQ;iv'L 'M;Cu; p'ö;il a;il j'e qC'ea m< j-pw'L;il Q;il Ssa; H'el'h;il c;il qCu; 'Nmz 'p Nj;il j'AMl 'ic'L 'Q;im a'mu; Liqm, "'h;ip; 'ea ihh;iq'L i 'm; L;S h'm j'e Lih e; HC il B'f;le B;il L;R 'b'L f'af;in; L'el?"

Nj;il Liqm, "'Bfe;il L;R Bij 'L;e;ilL; R;V; f'af;in; L'il 'e, H B'f;le 'le'ou S;e'hez p'ç'f;ci'ul 'm;il L;R 'b'L j;e'o 'kV'L 'af;in; LI'ea f;il Bij Bfe;il L;R 'b'L a;il 'Q'u A'eL 'hin L'ilz 'L;e; HLV; cm'L pwM;ju h's; L'el 'aj;im;C 'k-pj 'Ü' L'm;l p'ö;il L;S B'f;le 'p 'h'Z'el ee, H Bij M'h 'S;il L'el hm'ea f;ilz B'f;le 'le'SJ k;ia 'le'S'L iWL;ja h'f'ea f;il'e HC'V B;il C;ur;iz A'e'f fyQS'el Lb;u i 'm B'f;le 'le'S'L

“Eh, a; h; d; ch; i; i; j; l; S; i; L; l; e; S; i; E; f; i; l; e; u; H; a; h; S; i; i; j; l; a; h; o; m; L; H; L; h; i; q; H; L; j; l; i; p; j; a; m; L; l; i; c; a; Q; i; e; L; f; h; m;? H; C; A; p; i; d; e; p; i; d; e; k; a; C; h; i; d; i; f; i; p; R; e; a; a; C; e; c; h; i; E; f; i; B; f; e; i; l; i; j; N; q; R; , A; n; U; j; q; R; , a; a; C; k; i; c; l; i; q; a; L; i; a; Q; i; e; a; i; c; l; O; Z; i; L; l; f; i; L; l; a; m; R; e; z; A; b; Q; k; D; n; A; j; j; e; o; L; i; h; i; Q; e; L; l; p; i; o; L; l; R; e; H; h; w; i; h; i; Q; e; C; i; j; M; a; Q; i; e; a; y; L; C; B; f; e; i; j; f; S; i; L; l; e; H; C; L; b; i; L; u; f; e; i; L; l; e; z; k; i; c; p; a; f; C; B; f; e; i; j; a; y; L; j; i; e; e; a; h; a; y; l; i; h; d; j; e; L; B; f; e; i; j; o; f; o; L; l; c; M; a; f; i; e; e; i; l; e; , i; e; S; i; h; i; U; i; H; h; w; c; m; l; A; q; w; L; i; l; l; e; H; i; a; i; v; f; k; N; V; N; q; Z; L; i; R; e; e; i;?”

p; o; i; l; a; i; j; l; R; j; i; e; E; S; i; i; c; h; i; l; Q; o; i; e; i; L; i; l; u; j; O; f; L; i; l; u; j; N; i; j; i; l; L; b; i; o; l; e; u; j; k; i; C; a; R; c; i; M; u; j; N; i; j; i; l; j; e; L; i; Z; i; l; p; i; j; l; q; C; m; z; p; H; L; V; M; i; l; e; b; i; j; u; i; N; m; i; e; j; j; C; u; i; L; i; q; m; , B; j; i; l; L; b; i; -; m; i; B; f; e; i; l; L; i; R; q; u; a; i; L; l; i; l; h; i; e; i; j; R; , i; L; z; o; B; j; i; l; H; L; V; i; h; i; l; i; U; f; r; i; j; j; e; o; h; m; j; e; L; i; e; i; i; h; a; i; q; i; j; M; e; e; i; z; B; i; j; k; i; c; B; f; e; i; l; i; h; i; l; i; U; f; r; h; m; j; e; L; i; a; j; a; i; q; m; L; i; e; i; L; b; i; C; h; m; a; j; e; i; z; B; f; e; i; l; j; e; k; H; L; i; V; u; i; j; i; h; L; E; c; i; l; n; i; s; z; B; R; p; v; i; c; m; l; j; d; e; p; w; L; o; a; q; R; h; m; B; i; j; L; o; h; i; d; L; i; R; z;”

p; o; i; l; a; i; j; M; B; i; l; s; z; j; q; C; m; ; p; L; i; q; m; , e; i; e; i; , B; j; i; l; L; b; i; B; f; i; e; i; l; R; i; i; h; e; e; i; z; B; f; i; e; h; m; k; j; e; , B; i; j; h; i; T; h; i; l; Q; o; i; L; i; R; z;”

N; i; j; L; i; q; m; , B; j; i; l; B; i; -; i; l; R; e; h; m; h; i; l; e; C; -; i; j; l; a; h; o; m; L; B; f; i; e; B; f; e; i; l; p; q; S; h; i; U; p; q; S; q; e; u; i; c; u; c; M; e; , H; L; B; f; i; e; i; j; m; i; h; i; p; e; z; i; j; l; a; h; o; m; m; i; L; L; k; i; c; B; f; i; e; A; h; i; p; h; m; c; M; e; a; i; q; m; a; i; c; l; i; h; L; a; L; l; c; M; e; H; h; w; a; i; c; l; A; h; i; j; L; i; e; -; a; i; q; m; a; i; c; l; l; h; m; C; i; m; h; a; t; a; b; i; L; e; -; k; M; i; e; b; e; L; c; M; m; a; i; c; l; p; C; f; y; N; c; M; i; k; i; u; p; M; i; e; b; e; L; a; i; c; l; c; M; i; C; q; h; e; i; z; D; n; A; H; c; l; j; j; e; o; L; l; p; i; o; L; l; R; e; ; H; i; e; i; e; i; l; L; j; L; l; i; j; h; , e; i; e; i; l; L; j; L; l; Q; m; , H; c; l; i; h; n; i; p; H; c; l; p; w; u; i; l; e; i; e; i; l; L; j; ; i; L; z; o; p; j; U; i; C; i; i; s; a; H; L; i; V; j; e; o; f; a; A; B; R; ; p; j; U; i; C; i; i; a; q; H; j; e; H; L; i; V; i; S; l; e; p; B; R; k; i; B; j; i; l; i; S; l; e; p; , k; i; B; j; i; l; H; C; i; j; l; a; h; o; m; i; S; l; e; p; ; k; i; l; f; i; a; i; w; L; p; a; f; i; c; i; o; i; e; r; f; L; i; m; a; i; l; p; j; U; i; r; a; a; i; -; A; p; C; f; y; N; a; i; l; B; h; i; Z; e; i; c; L; l; H; L; i; V; B; o; o; k; N; j; q; v; p; s; i; Q; i; M; i; E; f; i; f; S; -; A; e; L; i; c; e; l; A; e; L; p; i; d; e; i; a; i; l; j; d; e; f; i; R; a; c; M; i; k; i; u; , c; M; a; f; i; C; A; e; L; L; i; m; l; q; i; j; l; A; i; N; A; i; o; j; l; j; d; e; f; H; M; e; i; S; i; m; R; , H; h; w; p; C; A; i; N; A; H; L; i; c; e; B; f; e; i; l; r; a; c; n; L; i; m; L; R; i; s; u; E; w; f; i; b; h; e; l; j; j; T; M; i; e; a; i; l; i; n; M; i; L; S; i; N; u; a; m; h; a; i; a; i; l; R; j; i; e; p; q; b; i; l; e; i; z; H; C; i; j; l; a; h; o; m; j; j; e; o; A; e; L; i; c; e; b; e; L; A; e; L; h; S; i; L; b; i; h; m; R; , A; e; L; h; S; i; L; j; S; L; l; R; , p; -; p; j; U; C; H; L; h; i; q; i; j; b; e; i; q; u; N; R; H; L; b; i; L; u; f; e; i; L; i; j; p; a; f; i; f; i; a; A; n; U; i; -; p; C; a; i; e; i; U; L; a; i; z;”

p; o; i; l; a; i; j; M; i; e; Q; L; i; l; u; j; o; l; e; a; i; R; m; z; p; j; M; a; m; u; j; L; i; q; m; , B; f; i; e; B; j; i; l; L; f; L; i; a; h; m; e;?”

N; i; j; L; i; q; m; , B; i; -; i; l; R; h; i; m; e; -; B; j; i; l; l; h; m; h; i; m; B; f; e; i; l; H; C; L; b; i; V; i; h; T; c; M; a; q; h; k; i; q; a; d; j; N; j; i; u; l; j; a; i; e; i; e; i; i; j; h; i; e; i; e; j; j; a; l; m; i; L; L; L; i; m; c; h; i; l; Q; o; i; L; l; R; ; A; b; i; v; l; h; m; i; q; a; d; j; i; C; S; N; a; j; j; e; o; L; j; j; e; o; h; m; C; u; f; L; i; l; L; l; R; , c; m; l; m; i; l; h; m; N; Z; e; L; l; i; e; z; i; q; a; d; j; N; j; s; t; L; j; j; e; , i; e; f; L; j; j; e; ; H; h; w; l; h; m; j; i; e; i; j; e; l; H; L; j; j; a; n; L; C; j; j; e; e; i; , i; e; l; h; y; f; i; l; i; l; i; h; L; i; n; L; j; j; e; z; M; o; v; e; l; i; h; i; Q; e; f; e; L; u; f; L; i; l; L; i; a; Q; i; u; e; i; ; a; i; j; h; m; H; L; f; i; l; M; o; v; e; d; j; N; B; i; -

HL f¹ Aej¹ Ihejn, HI j¹ TMj¹ e¹ L¹ e¹ ihioeai e¹ Cz Bj I¹ p¹ C MØVje¹ Cl L¹ R b¹ LC f¹ W Ie¹ uIR, a¹ C Iq¹ d¹ j¹ N¹ h¹ iO¹ e¹ El Se¹ m¹ < j¹ f¹ Cz HC h¹ iO¹ e¹ El li al ic¹ uC Iq¹ d¹ j¹ N¹ k HL¹ c¹ Mh¹ iL S¹ e¹ f¹ p¹ iDej LI¹ R p¹ V¹ Bj I¹ c¹ M¹ a f¹ iC e¹ z HC MØVje¹ Inr¹ iL f¹ iL j¹ e Q¹ iL ic¹ L b¹ L M¹ m¹ g¹ m¹ j¹ š¹ m¹ i e¹ j LI¹ m¹ Bj I¹ Iq¹ d¹ j¹ N¹ pa¹ f¹ fi¹ Ou¹ f¹ u¹ N¹ h¹ iL A¹ iD¹ L¹ i¹ f¹ qh e¹ z¹"

L¹ hm¹ N¹ i¹ j¹ iL L¹ b¹ i¹ h¹ e¹ j¹ e¹ q¹, p¹ o¹ iL a¹ j¹ ke¹ N¹ i¹ j¹ iL L¹ b¹ i¹ p¹ C j¹ M¹ c¹ iM¹ a¹ iR¹ m¹, N¹ i¹ j¹ iL Q¹ i¹ M¹ j¹ d¹ e¹ c¹ j¹ -i¹ h¹ o¹ f¹ v¹ -Ieh¹ a¹ k- HL¹ iV¹ d¹ e¹ j¹ e¹ c¹ i¹ Ø¹ iR¹ m¹ p¹ C c¹ i¹ Ø¹ H¹ h¹ w¹ h¹ i¹ L¹ e¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ L¹ i¹ R HL q¹ Cu¹ c¹ M¹ j¹ i¹ cmz m¹ < j¹ i¹ h¹ mu¹ j¹, B¹ f¹ e¹ j¹ L¹ i¹ h¹ mu¹ j¹, i¹ j¹ h¹ iL E¹ v¹ p¹ i¹ q¹ E¹ Y¹ f¹ c¹ N¹ i¹ j¹ iL j¹ M¹ i¹ c¹ L¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ Q¹ i¹ M¹ a¹ h¹ mu¹ j¹ Q¹ i¹ l¹ qu¹ j¹ I¹ q¹ m¹ z HC j¹ M¹ j¹ d¹ e¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ H¹ j¹ e HL¹ iV¹ n¹ š¹ 2¹ c¹ iM¹ m¹ k¹ n¹ š¹ 2¹ f¹ i¹ b¹ h¹ f¹ a¹ h¹ s¹ j¹ h¹ s¹ j¹ p¹ w¹ L¹ Ø¹ f¹ L¹ ke¹ k¹ i¹ N¹ h¹ m¹ pa¹ f¹ L¹ iL u¹ j¹ a¹ i¹ m¹ z p¹ o¹ iL a¹ j¹ a¹ i¹ q¹ iL p¹ j¹ i¹ S¹ iL A¹ e¹ L¹ i¹ h¹ a¹ j¹ e J¹ h¹ i¹ U¹ j¹ e¹ m¹ i¹ k¹ r¹ k¹ A¹ e¹ L¹ a¹ š¹ i¹ m¹ i¹ Ø¹ e¹ j¹ ö¹ l¹ e¹ u¹ i¹ R¹, iL¹ z¹ N¹ i¹ j¹ iL H¹ e¹ a¹ j¹ B¹ m¹ i¹ Ø¹ e¹ j¹ e¹ q¹, H¹ ke¹ p¹ i¹ Ø¹ C¹ q¹ j¹ H¹ j¹ e HL¹ v¹ i¹ f¹ l¹ a¹ r¹ h¹ e¹ f¹ i¹ j¹ k¹ i¹ q¹ j¹ HL L¹ i¹ m¹ p¹ j¹ U¹ i¹ n¹ f¹ i¹ j¹ e¹ L¹ A¹ iD¹ L¹ i¹ L¹ i¹ u¹ j¹ h¹ p¹ z p¹ o¹ iL a¹ j¹ BS h¹ S¹ i¹ f¹ i¹ z C¹ i¹ L¹ c¹ iM¹ a¹ iR¹ m¹ --h¹ i¹ L¹ e¹ k¹ M¹ e¹ f¹ i¹ h¹ m¹ j¹ e¹ L¹ z¹ N¹ B¹ Ø¹ j¹ a¹ L¹ iL u¹ j¹ a¹ i¹ q¹ iL hr¹ x¹ L¹ f¹ i¹ v¹ L¹ Ø¹ f¹ i¹ c¹ a¹ L¹ iL a¹ iR¹ m¹ p¹ C p¹ A¹ i¹ h¹ c¹ f¹ a¹ l¹ a¹ h¹ i¹ R¹ v¹ i¹ a¹ i¹ q¹ iL I¹ s¹ 2¹ j¹ d¹ e¹ r¹ z¹ r¹ z¹ e¹ a¹ f¹ L¹ iL u¹ j¹ E¹ iW¹ a¹ iR¹ m¹ z N¹ i¹ j¹ iL j¹ a¹ l¹ p¹ A¹ a¹ i¹ q¹ iL j¹ a¹ l¹ R¹ i¹ b¹ i¹ u¹ L¹ e¹ f¹ i¹ l¹ j¹ i¹ z¹ i¹ j¹ m¹ B¹ R¹ h¹ i¹ j¹ m¹ e¹ j¹ C¹ a¹ i¹ q¹ iL Ø¹ f¹ Ø¹ L¹ iL u¹ j¹ c¹ iM¹ h¹ iL n¹ š¹ 2¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ I¹ i¹ q¹ m¹ e¹ z¹"

H¹ j¹ e¹ p¹ j¹ u¹ pa¹ f¹ n¹ Ø¹ f¹ i¹ h¹ n¹ L¹ iL m¹ z N¹ i¹ j¹ iL e¹ L¹ p¹ i¹ u¹ L¹ iL a¹ --a¹ i¹ C¹ a¹ i¹ q¹ iL H¹ s¹ i¹ Cu¹ j¹ p¹ a¹ i¹ q¹ iL i¹ c¹ i¹ c¹ l¹ f¹ i¹ n¹ Ø¹ j¹ ou¹ j¹ c¹ y¹ s¹ i¹ C¹ m¹ H¹ h¹ w¹ B¹ Ø¹ j¹ B¹ Ø¹ j¹ h¹ i¹ m¹ m¹, ""f¹ i¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ H¹ p¹ R¹ e¹ z¹" p¹ o¹ iL a¹ j¹ Q¹ j¹ iL u¹ j¹ E¹ iW¹ m¹ --a¹ i¹ q¹ iL e¹ L¹ ke¹ j¹ iL m¹ z f¹ i¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ B¹ p¹ i¹ v¹ i¹ L¹ e¹ p¹ L¹ i¹ e¹ j¹ f¹ iL¹ e¹ i¹ W¹ i¹ mu¹ j¹, p¹ l¹ i¹ Cu¹ j¹, Q¹ i¹ f¹ i¹ l¹ cu¹ j¹ H¹ L¹ h¹ i¹ e¹ i¹ h¹ m¹ c¹ L¹ iL u¹ j¹ i¹ c¹ a¹ f¹ iL i¹ m¹ h¹ y¹ Q¹ H¹ j¹ l¹ e¹ a¹ i¹ q¹ iL A¹ h¹ Ø¹ b¹ i¹ q¹ C¹ m¹ z pa¹ f¹ n¹ iL j¹ t¹ a¹ L¹ ~ü¹ l¹ N¹ i¹ j¹ ö¹ l¹ e¹ a¹ f¹ i¹ u¹ e¹ j¹ C¹ j¹ e¹ L¹ iL u¹ j¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ a¹ i¹ s¹ a¹ i¹ s¹ E¹ iW¹ u¹ j¹ f¹ i¹ s¹ m¹ z p¹ H¹ L¹ h¹ i¹ e¹ i¹ p¹ j¹ s¹ h¹ i¹ l¹ qu¹ j¹ e¹ f¹ Ø¹ নামিয়া হারানবাবধ p¹ C j¹ M¹ E¹ f¹ i¹ Ø¹ b¹ a¹ q¹ Cu¹ j¹ C¹ L¹ i¹ q¹ m¹, ""B¹ j¹ i¹ L¹ j¹ i¹ f¹ L¹ i¹ h¹ e¹ --BS B¹ f¹ e¹ iL p¹ A¹ L¹ b¹ i¹ h¹ i¹ a¹ i¹ l¹ p¹ h¹ d¹ i¹ q¹ h¹ e¹ z¹"

q¹ iL j¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ S¹ i¹ j¹ p¹ i¹ L¹ iL e¹ me¹, ""L¹ e¹ p¹ h¹ d¹ i¹ q¹ h¹ e¹ j¹?"

p¹ o¹ iL a¹ j¹ H¹ f¹ i¹ h¹ i¹ E¹ š¹ i¹ e¹ j¹ l¹ cu¹ j¹ L¹ i¹ q¹ m¹, ""L¹ i¹ m¹ p¹ L¹ i¹ m¹ B¹ f¹ i¹ e¹ k¹ i¹ c¹ h¹ i¹ h¹ i¹ l¹ J¹ M¹ i¹ e¹ B¹ p¹ e¹ a¹ i¹ q¹ m¹ B¹ j¹ iL p¹ A¹ c¹ M¹ j¹ q¹ h¹ z¹"

q¹ iL j¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ L¹ i¹ q¹ me¹, ""BS h¹ i¹ T¹ a¹ i¹ j¹ iL Ø¹ f¹ i¹ m¹ iL B¹ R¹?"

H¹ f¹ i¹ h¹ i¹ H¹ s¹ i¹ Cu¹ j¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ L¹ i¹ q¹ m¹, ""BS B¹ j¹ iL A¹ h¹ p¹ l¹ q¹ h¹ e¹ j¹, BS B¹ f¹ i¹ e¹ cu¹ j¹ L¹ e¹ j¹ i¹ f¹ L¹ i¹ h¹ e¹ z¹"

q¹ iL j¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ L¹ i¹ q¹ me¹, ""iL¹ z¹ i¹ j¹ U¹ i¹ b¹ L¹ e¹ N¹ h¹ i¹ e¹ j¹ q¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ N¹ m¹ iL ü¹ l¹ ö¹ e¹ m¹ j¹ k¹, i¹ a¹ l¹ e¹ B¹ R¹ e¹ h¹ i¹ T¹?"

H¹ f¹ i¹ h¹ i¹ L¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ B¹ i¹ Q¹ i¹ f¹ i¹ l¹ c¹ a¹ f¹ iL iL m¹ e¹ j¹, j¹ M¹ m¹ i¹ m¹ L¹ iL u¹ j¹ h¹ i¹ m¹ m¹, ""q¹ y¹, B¹ R¹ e¹ z¹"

q¹ iL j¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ L¹ i¹ q¹ me¹, ""i¹ j¹ m¹ i¹ C¹ q¹ u¹ R¹ a¹ y¹ l¹ p¹ A¹ B¹ j¹ iL L¹ b¹ i¹ R¹ m¹ z a¹ i¹ j¹ iL q¹ i¹ a¹ k¹ i¹ c¹ i¹ h¹ e¹ n¹ o¹ L¹ i¹ e¹ j¹ L¹ i¹ S¹ b¹ i¹ L¹ a¹ i¹ q¹ m¹ B¹ i¹ j¹ a¹ a¹ r¹ z¹ N¹ h¹ i¹ e¹ j¹ q¹ e¹ h¹ i¹ h¹ a¹ i¹ p¹ A¹ B¹ m¹ i¹ f¹ L¹ i¹ h¹ z¹"

h¹ i¹ mu¹ j¹ p¹ o¹ iL a¹ j¹ L¹ i¹ R¹ q¹ C¹ a¹ L¹ i¹ e¹ j¹ p¹ C¹ j¹ i¹ a¹ l¹ f¹ l¹ a¹ f¹ r¹ i¹ e¹ j¹ L¹ iL u¹ j¹ i¹ a¹ l¹ e¹ i¹ p¹ j¹ s¹ i¹ cu¹ j¹ E¹ iW¹ a¹

m;in@mez p@ila; f;in@haif q;ijeh;h@ f;la @L;@e; mr e; L;lu; 0@ f;hn L;lu; @N;ij@L
L;qm, "j;lp Bfe;il S@ef M;h;il -a;il LI@a @N@Re, B;ij ay@L HL h;il @c@M B;ipz" HC
h;imu; @p @a@f@c h;ilq;l qCu; @Nm Hhw q;ijeh;h@ N;nf;l j@M HLV; @U;L A;idL;il L;lu;
h;ip@mez

q;ijeh;h@L;iq@me, "iLR@@;N; @cM;R @kez"

@N;ij L;iqm, "B' ; qy, iLR@ce @;N; qh;il iQ;ilVp;C Qm;Rmz"

q;ijeh;h@L~ul i@e;f L;lu; L;iq@me, "a;C @a;il, Bfe;il M;h L@ @f@a q@u@Rz"

@N;ij L;iqm, "k;ILj Bn;il j;ku a;il @Qu @hn iLR@euz"

q;ijeh;h@L;iq@me, "i;heuh;h@p@da Bfe;il p@A iLR@B@n;Qe; L;h;il B@Rz Bf;le @h;id
qu @e@Re, BN;j;f;l;h;h;il h;ippj;@S c;f;ri; @eh;il S@ef i;ale B@u;Se L@Q@Rez"

@N;ij L;iqm, "e;il, B;ij @le iez"

q;ijeh;h@iS' ;p;il L;il @me, "Bfe;il H@a p@j;la B@R?"

@N;ij L;iqm, "i;heu @a;il B;ij;l p@j;la Q;u iez"

q;ijeh;h@L;iq@me, "Bf;le iL j@e L@e i;heuh;h@ kb;b;il i;hn;ip;l p@A HC c;f;ri; N@Z
LI@a f;U@a q@u@Re?"

@N;ij L;iqm, "kMe i;ale c;f;ri; i;e@a i;is q@u@Re aMe Bfe;il H f;h;ap@f;v;il Ae;h;nf;Lz"

q;ijeh;h@L;iq@me, "f;h;is kMe f;hm q@u J@w aMe B;ij;l; L;f;l;hn;ip;l;il B;il L;f;l;il @e
a;il Q;u;L;il @cM;h;il Ah;pl f;ic @ez Bf;le @a;il j;ehQ;il @e S;il@ez"

@N;ij L;iqm, "e;il j;ehQ;il @e i;e@u B;ij Ae;h;nf;L B@n;Qe; L;il @ez"

q;ijeh;h@L;iq@me, "Bfe;il p@A B;ij;l j@eal Hhw p;ij;@S;l i;j;m @eC, iL;@ Bfe;il B;ij
n;u;il L;ilz B;ij i;e@Qu S;il@e Bfe;il k;il i;hn;ip, @v;il p;af @q;il B;il i;j;b;f;ic @q;il, @L;@e;
f;hm;il @e a;il @b@L Bfe;il Vm;@a f;il @h e;il iL;@--"

@N;ij h;id;il @cu;il L;iqm, "B;ij;l f;la Bfe;il i-@k HLV@M;il@e n;u;il h;yl;Q@u @c@M@Re a;il
H;j;le L;f;j;mf @k a;il @b@L h;il a q;ju;il i;he@ul f@r i;il HLV;il r;ia! pwp;il i;j;m;il j;@k h;hm
i;S;iep Ah;nf;C B@R, iL;@ Bfe;il n;u;il J An;u;il @a;il k;ic a;il j;mf i;el @f;Z L@e @a;il L;il@e,
a@h iL;e;il f;ib;h;f;l @m;il L@L @p;v;il N@Z LI@a hm@he e;il"

q;ijeh;h@L;iq@me, "B;ij;il @hn, J L;b;il;il j;j;wp;il HMe e;il q@M;il Qm@hz iL;@ B;ij
Bfe;il iS' ;p;il L;il;il, i;heu @k f@l;nh;h;h;il 0@ i;h;h;ilq L;il;il @u;il LI@Re Bf;le iL a;il@a
h;id;il @c@he e;il?"

@N;ij m;im qCu;il E;ilWu;il L;iqm, "q;ijeh;h@ i;he@ul p@da H-p;il;il B@n;Qe; iL B;ij Bfe;il
p@A LI@a f;il? Bf;le ph;ic;il kMe j;ehQ;il @e i;e@u B@Re aMe HV;il Bfe;il @h;il;il E;ilQa
i;Rm @k, i;heu B;ij;l h@;@e;@e @p Bfe;il h@;@euz"

q;ijeh;h@L;iq@me, "HC h;f;il;il iL p@A h;ippj;@S;l @k;il N B@R h@;@c B;ij H L;b;il a@n;il;il,
e@;@m--"

@N;ij L;iqm, "iL;@ B;ij @a;il h;ippj;@S;l @LE eC, B;ij;l L;il;il Bfe;il HC c;f;Q;u;il j;mf

Lf B®R?"

Hje pju pøllaj 0® flhn Lllmz qiljehih® a;qi®L Liq®me, "pøllaj, ®ajji p®A Bjil HLV®ih®no Lbj B®Rz"

HV®h®imhijl ®k ®Lj®ej Bhn®L İrm a;qi e®qz ®Nijil Lj®R pøllajl p®A İh®no Öleüaj flin Lllhijl SeŒC qiljehih®Nj®u fisu; LbjVj hlm®mez pøllaj a;qil ®Lj®ej EšIC Lllm ej--®Nijil İe®SI Bp®e AVm qCu; hıpu; İlqm, qiljehih®L İhn®imj®fİ AhLjn İchijl SeŒ® EİWhijl ®Lj®ejflil mrZ ®CmijCm ejz

qiljehih®Liq®me, "pøllaj, HLhijl J 0® Q®mij ®aj, HLVj Lbj h®m İeCz"

pøllaj a;qil Ešİ ej İcu; ®Nijil İc®L Qilqu; İS' ip; Liqm, "Bfejl jı i;im; B®Re?"

®Nijil Liqm, "jı i;im; ®eC Hje ®aj LM®ej ®cİM İez"

pøllaj Liqm, "i;im; b;Lhijl niš² ®k ayl f®r La pqS aj Bij ®c®MİRz"

®Nijil kMe ®S®m İrm aMe Be¾j u®L pøllaj ®cİMujİrm ®pC Lbj Øj İZ Lllmz

Hje pju qiljehih® qWjv Efİ qC®a HLVj; hC a®mu; mC®me Hhw ®pVj M®mu; flb®j ®mM®LI ejz ®cİMuj mC®me, a;qil f®l hCMj®ej ®kMj®e-®pMj®e M®mu; QjM h®mijC®a mijİN®mez pøllaj mjm qCu; EİWmz hCMj®le Lf a;qi ®Nijil Silea, a;C ®Nijil j®e j®e HLV®qilpmz qiljehih®İS' ip; Lİl®me, "N®j®j®qehih® Bfejl H h®T ®R®m®hm;Lijl ®mMj?"

®Nijil qilpu; Liqm, "®p ®R®m®hm; HM®ej Qm®Rz ®Lj®ej ®Lj®ej fiZEl ®R®m®hm; Aİa AØf İc®eC g®İ®u kju, Lj®ij ®R®m®hm; İLR®c®fØLj®mØb;u® quz"

pøllaj QjL qC®a EİWuj Liqm, "N®j®j®qehih® Bfejl Mihijl Har®Z `aİl q®u®Rz Bfle aj q®m J 0® HLhijl Qmez jilp Bhijl f;ehih® Lj®R ®hl q®ne ej, İale qu®aj Bfejl S®eÉ A®Frj Lİ®Rez"

HC ®no LbjVj pøllaj qiljehih®L İh®no Lİlu; BØja Lİhijl SeŒC hİmmz ®p BS A®eL pİquj®R, İLR®İgljCu; ej İcu; b;İL®a fİllm ejz

®Nijil EİWmz AfİjİSa qiljehih®Liq®me, "Bij a®h A®Frj Lİlz"

pøllaj Liqm, "®Le İj b®j A®Frj Lİ®ne, BS BI pju q®u EW®h ejz"

İLz® qiljehih®EİW®me ejz pøllaj J ®Nijil 0l qC®a hijql qCu; ®Nmz

®Nijil®L H hijİS®a ®cİMuj J a;qil flİa pøllajl h®hqil mr Lİlu; qiljehih® j®e pnØæ SijİNu; EİWmz hİppj;S qC®a pøllaj İL Hje Lİlu; Øbİma qCu; k;C®h? a;qi®L İrj Lİhijl ®LqC ejC? ®kj®e Lİlu; ®q;L Cqil flİa®İd Lİl®aC qC®hz

qiljehih®HLMj®ej LjNS Vjleu; mCu; pøllaj®L f®e İmİM®a hİp®mez qiljehih® LaL-İm hyd; İhn®İp İRmz a;qil j®dÉ HJ HLİV ®k, p®afl ®c;qiC İcu; kMe İale i vlpe; fl®ujN L®le aMe a;qil ®aSüf hijLÉ İeØgm qC®a fİ®l ejz öð®h;LÉC HLj®e İSİep e®q, jje®ol j®e hİmu; HLVj f;c;bn B®R ®p Lbj İale İQ;İC L®le ejz

Bqilj®z¹ qilj®j®qefl p®A A®eLrZ Bm;f Lİlu; ®Nijil a;qil mijW mChijl SeŒ kMe

pöil a;il 0^q Bïpm aMe páf; qCu; Bïpu;Rz pöil a;il X^ul Ef^q h;la Sïm^aRz q;ljeh;h^aQïmu; N^Rez pöil a;il -ej -^mM; HLM;je İQİW Vih^ml EfI nu;je İlqu;R, ^pM;je 0^q f^hn Lİl^mC Q;M f^sz

^pC İQİW ^cimuiC N;il;il h^ll İi aIV; Aaf^z nš^z qCu; EİWmz İQİW ^k q;ljeh;h^a ^mM; a;qi^a p^qc İRm e;z pöil a;il fïa q;ljeh;h^a ^k HLV; İh^ono AïdL;il B^R a;qi N;il; S;jea, ^pC AïdL;il ^k L;re; h^eafu OİVu;R a;qi ^p S;jea e;z BS kMe pafⁿ pöil a;il L;re L;re q;ljeh;h^a BNjeh;an^l ' i;fe Lİl^m Hhw pöil a; pQİLa qCu; â^af^c ef^Q Qïmu; ^Nm J AöfL;im f^qC İe^s ayq;L p^A Lİl;u; Ef^q mCu; Bïpm aMe N;il; j^e M^h HLV; ^hp^h h;SujİRmz a;qi f^q q;ljeh;h^a kMe 0^q HLM; ^gimui pöil a; N;il;L M;C^a mCu; ^Nm aMe ^p h^hq;IV; Ls; ^WİLujİRm h^v, İL^z Oİeua;il Øb^m HI^f I^q h^hq;il Qim^a f;il j^e Lİl;u; N;il; ^pV;L Ba^ua;il mrZ ĩmu;C İØbl Lİl;ujİRmz a;qi f^q Vih^ml EfI HC İQİWM;je ^cimui N;il; M^h HLV; d; j f;Cmz İQİW h^s; HLV; Iqf;ju f;cb^h h;ilq^l ^lhm e;JV^z ^cM;Cu; ph Lb;C ^p İi a^q İj;Mu; ^cu ĩmu; ^p j;e^l İeaj;^l AL;il^z e;L;im Lİl^a f;ilz

N;il; pöil a;il j^ml İc^l Q;ilqu; Lİqm, "Bij L;im Bphz"

pöil a; Bea^e Lİqm, "BjRiz"

N;il; İhc;u m^Ca E;M qCu; qW;iv b;ij;u; cys;Cu; ĩmu; EİWm, "i;lah^om ^paj^ml j^df^c ^aaj;il Øb;e--a;ij Bj;il Bfe ^ch;l--L;re; d;L^a H^p ^aaj;il ^k a;il f^R İc^u ^TİV^u İe^u n^eİl j^df^c Q^m k;h^h ^p L;re; ^aC q^a f;il^h e;z ^kM;re ^aaj;il fïa^u; ^pCM;reC ^aaj;il c^t L^q fïa^lua Lİh a^h Bij R;shz ^p S;uN;ju ^aaj;il paf^l, ^aaj;il dj^l ^aaj;il fïl a^l;N Lİ^h HC Lb; Hİ; ^aaj;il h^Tu^R--Bij ^aaj;il ØfØ L^q S;je^u ^ch ^aaj;il paf^l--^aaj;il dj^l--^lhm ^aaj;il İLwh; Bİ c^zQ;il S^el ja h; h;İÉ eu; ^p Q;il İc^ll p^A Apw^ME f;Zİ p^se S;sa--a;il C^uR; Lİ^mC he ^bl Ef^s İe^u V^hl j^df^c ^fyaj; k;u e;--k;ic a;il E[<] İm L^q pS^h L^q İj;M^a Q;J, k;ic a;il ph^hİZİ^f p;ib^l L^q am^a Q;J, a^h ^aaj;il S;Jİ h; f;h^h ^k m;Lp;ji^SI q^eul j^df^c ^aaj;il Øb;e İeİc^h q^u ^NR ^pCM;re ^aaj;il Bpe İe^aC q^h--L;re; ^aC hm^a f;il^h e; j, Bij Jİ fİ, J Bj;il ^lE euz H Lb; k;ic hm a^h ^aaj;il paf^l, ^aaj;il dj^l ^aaj;il nİš^z H^lh;il R;ju;il j^ai Çm;je q^h k;h; i Nh;je ^aaj;il ^k S;uN;ju f;il^Wu İc^uRe ^p S;uN; ^kj;le ^qil ^aaj;il ja k;ic ^pM;re ^bl ^aaj;il ^ve pİl^u İe^u k;u a^h a;ia L^q LM^e;C ^aaj;il j^al Su q^h e; j, HC Lb;V; Bij ^aaj;il İe^lQu h^Tu ^ch; Bij L;im Bphz"

HC ĩmu; N;il; Qïmu; ^Nmz 0^ql İi aL;il h;aj; ^ke A^eLrZ dİl;u; L;İf^a m;İNmz pöil a; j^han^l j^ai İe^u qCu; ĩpu; İlqmz

İheu Beʒjuf Liqm, "Cmijj; Bij ajiL paŋ hmĭR, kahı| Bij WıLdL fZj LĭR Bjil jēl ĩi aL Lje m< j ħıd qurR p m< j Bij Qf ĩcuĭR--EmV Bı; WıLd fSı| fr İeı i ĩm; i ĩm; fĥā İmMĭRz İLz' paŋ ajiL hmĭR, Bij kMe fZj LĭR Bjil jēl ĩi aVı aMe pıu cu İez"

Beʒjuf Liqme, "aı| je İL pqS je! aC ai jıVjıV Lĭ İLR Cma fıll p Re ph aıC HLVi-İLR pıı Lbı i jhpz pCSefC aı| je bL MıMıa Bı QıQ eız"

İheu Liqm, "ı LbıC ai İWLz AıdL pıı ħı hıC Bij kı İhnıp eı Lİİ aıJ Qm-Qı kİŞ'İ àı| fıjıZ Lıa fıllıZ pıhdıa İeSL Hhw AefL ai ĩmıCz Halce Bij djıpđ'a k-pıJ Ü' aLıLĭR p dıJı İcL bL Lİİ İe, cıml İcL bL LĭRz"

Beʒjuf Liqme, "dıJı İcL kMe paŋLı| Vıe eı bıL aMe İİLıC OıVı aMe dıJıJ hwn je VıLıLıSı| jıaıC AqıLı| Lıhı| pıJ NĖ qı cıSıuz"

বিনয়া হাঁ, তখন এটা ক djı p Lbı i jhpz pCSefC aı| je bL MıMıa Bı QıQ eız
 Lĭ ħıSıCz Bij J Halım aıC LĭRz aħı| Bij İeSL k İexııı Qı ĩmıa CııR a; eu; kMıe Bıjı| İhnıp fıQıR eı pMıe Bıj İİŞ'İ İe LİR ħım ħıhı| Bıj İeSı LıR İeS mı< a qıRz

Beʒjuf Liqme, "ıL Bı Bıj ħıT eı aı|ı k pıdııZ QıLı Qıı Qıı ħıhı ħıSıhıS Lİı p aı| bL İfı ħıTı kıu, jēl ĩi aVıa gıL BıR ħım pCıV ħıSıa aıCı AıL jpmı MıQ Lıa quz İİŞ' pqS qım Aa cıLı| Lĭ eız"

İheu Liqm, "aıC ai Bıj ajiL İS' ĩpı Lıa HııR kı Bıj İhnıp Lİİ eı aıL İhnıp Lıhı| İe Lı| İL İ ĩmı?"

Beʒjuf Liqme, "ııeı HLhı|! Hıe LbıJ İS' ĩpı Lıa qu eııL?"

İheu Liqm, "jı, Bıj fıÖ İce ħıppııS cııı eħı"

Beʒjuf İhııJ a qCu; Liqme, "pıL Lbı İheu? cııı eħı| LfHıe cıLı| qıR?"

İheu Liqm, "Lf cıLı| qıR pC LbıC ai HarZ hmıRmı jıı"

Beʒjuf Liqme, "aı| kı İhnıp aı İeı İL aC BıjıCı pııS bıLıa fıll p eı?"

İheu Liqm, "bıLıa Nım LfVıı Lıa quz"

Beʒjuf Liqme, "LfVıı eı Lĭ bıLhı| pıqp eC? pııSı QııL Lø Cıı--aı, Lø pıL Lĭ bıLıa fıll İeı?"

İheu Liqm, "jı, Bıj kıC İqıı pııSı jıa eı Qım aı qım--"

Beʒjuf Liqme, "ıqıı pııS kıC İae ħı aııen LııV jıa Qmıa fıı aħ aııı|

j aC h; Qm^h e; [®]Le?"

İheu Lİqm, "İL^ç, j; B; j[®]cl p; j[®]SI [®]m; L kİc h^m a[†] j İq^ç a; j q^m Bİj İL [®]S; i L[®] hm^mC qm Bİj İq^ç?"

Be^çuj^f Lİq^me, "B; j[®]L [®]a; B; j[®]cl p; j[®]SI [®]m; L h^m MØV; e--Bİj [®]a; L; i[®]S- L[®]İ a; j[®]cl p[®]Ä HL[®]e h^p M; j[®] [®]e; z a^h a; j; B; j[®]L MØV; e hm^mC [®]p Lb; B; j[®]L [®]j[®]e İe[®]a q^h H; j[®] [®]a; Bİj h[†]T [®]e; z [®]KV; i[®]L EİQa h^m S; j[®]e [®]pV; i S[®]e^f [®]L; b; j f; i^mu h^p b; j; Bİj Ae^fu j[®]e Lİl^z"

İheu Cq; i EŞİ İc[®]a k; j[®]aİRmz Be^çuj^f a; j; i[®]L İLR[®]hİm[®]a e; İcu; j Lİq^me, "İheu, [®]a; j[®]L Bİj aLİLİ[®]a [®]ch e; j, H a[®]Lİ Lb; j euz a[®] B; j; i L; i[®]R İL İLR[®]Y; i[®]a f; i^lp? Bİj [®]k [®]cM[®]a f; i^lpR a[®] B; j; i p[®]Ä aLİLİ h; i^l R[®]a; d[®]İ [®]S; i L[®] Bf; e; j[®]L [®]i; m; h; i^l QØ; LİİRpz İL^ç Hah[®]S; -İ; a^l h^f; f; i[®] JİLj g; y^lL Q; m; h; i^l j a^mh Lİl^p [®]e; z"

İheu j; b; j İeQ[®]Lİl u; j Lİqm, "İL^ç, j; Bİj [®]a; İQİW İm^m Lb; j İc[®]u H^pi[®]R L; j^m Bİj c^f; j[®] [®]eh^z"

Be^çuj^f Lİq^me, "®p q[®]a f; i^l [®]h e; z f[®]İ nh; j[®]L kİc h[†]T[®]u hİmp İaİe LM[®]e; j f^f; s; fİs Lİ[®]he e; z"

İheu Lİqm, "f[®]İ nh; j[®] H c^f; j[®] [®]L; i[®]e; Evp; q [®]eC--İaİe H Ae[®]u; j[®]e [®]k; N İc[®]i[®]Re e; z"

Be^çuj^f Lİq^me, "a[®]h [®]a; j[®]L İLR[®]i j[®]h[®]a q^h e; z"

İheu Lİqm, "e; j; j, Lb; j İWL q[®]u [®]N[®]R, HMe Bİ [®]g; l; i[®]e; k; i[®]h e; z [®]L; i[®]e; j[®] a[®]C e; z"

Be^çuj^f Lİq^me, "N; i[®] j[®]L h^mi[®]Rp?"

İheu Lİqm, "N; i[®] j; i p[®]Ä B; j; i^l [®]cM; i qu İe; z"

Be^çuj^f İS' j; p; i Lİl[®]me, "®Le, N; i[®] j; HMe h; i[®]s[®]a [®]eC?"

İheu Lİqm, "e; j, Mhİ [®]f; m; j [®]p p[®]İl a; j; i h; i[®]s[®]a [®]N[®]Rz"

Be^çuj^f İhİØj a qCu; j Lİq^me, "®pM; i[®]e [®]a; j [®]p L; j^m İN[®]uİRmz"

İheu Lİqm, "BSJ [®]N[®]Rz"

H; j^e p; j^u fİÄ^z f; i^mİLİ [®]h; q; i^l B; j^u; S f; j^u; j [®]Nmz Be^çuj^fİ [®]L; i[®]e; j L^vØ Øe^fm; i[®]Lİ BNj^e LØf; e; j Lİl u; j İheu h; i^lq[®] Qİmu; j [®]Nmz

mİma; j Bİpu; j Be^çuj^fİ[®]L fZ; j Lİl mz BS Be^çuj^f [®]L; i[®]e; j[®] a[®]C mİma; j BNj^e fİa^l; j; i L[®]e e; j^z İaİe İhİØj a qCu; j mİma; j j[®]Mİ İc[®]L Q; i^lq[®]a[®]C h[†]T[®]me, İhe[®]ul c^f; j; fİ İa h^f; f; i^l mCu; j mİma; j HLV; j [®]L; b; j pWLV EfİØba qCu; j[®]R, a; j[®] [®]p a; yq; i^l L; i[®]R Bİpu; j[®]Rz

İaİe Lb; j f; i^lsh; i^l p^hd; j Lİl u; j İch; i^l Se^f Lİq^me, "j; j, a[†] j H^pR h[®]S; j M^hn qm; jz HCj; æ İheu HM; i[®]e İR[®]me--L; j^m İaİe [®]a; j; j[®]cl p; j; i[®]S c^f; j; j[®] [®]e[®]he B; j; i^l p[®]Ä [®]pC Lb; j[®]C qİpRmz"

mİma; j Lİqm, "®Le İaİe c^f; j; j[®] İe[®]a k; j[®]i[®]Re? a; j İL [®]L; i[®]e; j fİu; j[®]Se B[®]R?"

Be^çuj^f BØQkİl qCu; j Lİq^me, "fİu; j[®]Se [®]eC j; j;"

mīma; Līqm, "Bīj ʔa; īLRʔa; ʔ fīC ʔez"

Beʔj uf mīma; Alī fīu hʔTʔa e; fīllū; Qʔ Līlū; a; q; j ʔMI īcʔL Q; lqu; līqʔmez
mīma; j ʔMI lēQʔLīlū; Līqm, "qW; v H Lj i j ʔ cfr; lēʔa Bp; ayl fʔr Afj; eL l z H
Afj; e lāle īLʔpl Sʔef ūfl; l lī ʔa k; j ʔRe?"

"īLʔpl Sʔef?" ʔ Lb; īL mīma; S; ʔe e;? Cq; l j ʔdʔ mīma; l fʔr īL Beʔʔ l Lb;
īLRʔ e; C?"

Beʔj uf Līqʔme, "L; m cfr; l īce, ʔ f; l; Lb; īcʔuʔR--HMe B l fīl hāle L h; l
ʔS; ʔeC, l heu ʔa; HCl Lj h mīRmz"

mīma; Beʔj uf l j ʔMI īcʔL a; q; l cʔ c; ʔ l; j m u; Līqm, "H-ph l hoʔu f; l; Lb; l
ʔL; ʔe; j; ʔe ʔeC, kīc fīl hāle BhnʔL qu a; qʔm lī ʔaC qʔz"

Beʔj uf Līqʔme, "j; , aʔj B; j l L; ʔR m < i ʔL; ʔ; e; , ph Lb; ʔa; j; ʔL Mʔm hīmz HC
HarZ Bīj l heuʔL ʔh; T; j; ʔRm; j a; l dj l h n; ʔp ʔk; eC b; l ūp; j; SʔL aʔ; N L; j a; l EīQaJ
e; , cl L; l J e; j z ʔMI k; c h m; L ʔp J ʔk ʔ Lb; ʔh; ʔT e; a; j h mʔa f; j l ʔez īL; ʔ, j; , a; l
j ʔel i j h ʔa; j; l L; ʔR ʔa; AʔN; Ql ʔeCz ʔ lēŌQu S; ʔe p; j; S fīl aʔ; N e; l lī ʔm ʔa; j; ʔcl
pʔA a; l ʔk; N qʔa f; l ʔh e; j z m < i ʔL; ʔ; e; j; j; , īWL Lʔ h ʔm; ʔcīM H Lb; V; īL paf e; j?"

mīma; Beʔj uf j ʔMI īcʔL j ʔMI aʔmu; C Līqm, "j; , ʔa; j; l L; ʔR Bīj īLRʔ m < j L h
e; j--Bīj ʔa; j; ʔL h mīR, Bīj H-ph j; ʔle ʔez Bīj Mh i; j; ʔm; LʔC ʔa; ʔ ʔcʔMīR, j; ʔe ʔol
dj l h n; ʔp p; j; S k; c b; l ūe; j; , ʔp-pj ū ʔm; f Lʔ īcʔuC aʔh j; ʔe ʔol f l ū f ʔ l pʔA ʔk; N qʔh
H LMʔe; qʔaC f; ʔl e; j z a; j qʔm ʔa; l qʔʔa MŌV; ʔe hāʔA qʔa f; ʔl e; j z a; j qʔm ʔa; hʔs;
hʔs; f; j l Qm aʔm īcʔu HL-HL pʔf; ʔ; j uʔL HL-HL ʔhs; l j ʔdʔC ʔa; ʔ ʔcʔu; EīQaz"

Beʔj uf j ʔMI E < m Līlū; Līqʔme, "Bq; , ʔa; j; l Lb; ōʔe hʔs; Beʔʔ qmz Bīj ʔa; l
Lb; c hīmz HL j; ʔe ʔol pʔA B l HL-j; ʔe ʔol l ʔf -Z ūi j h īLRʔ ʔj ʔm e; , ahʔʔa; ʔp Sʔef
cʔ j; ʔe ʔol l j mʔe h; ʔd e; j--B l j a l h n; ʔp lēuC h; h; ʔd ʔh ʔLe? j; , aʔj B; j; ʔL h y Q; ʔm,
Bīj l heuʔl Sʔef hʔs; i j hīRm; j z J l j e J p; j ūC ʔa; j; ʔcl īcʔuʔR ʔp S; ʔle S; ʔle-- ʔa; j; ʔcl
pʔA pʔʔa kīc J l ʔL; b; j īLRʔ 0; m; ʔN ʔp ʔa; l heu ʔL; ʔe; j ʔaC pCʔa f; l ʔh e; j z a; j C JʔL
h; ʔd; īcʔa B; j; l j ʔe ʔk Lf l Lj h; SīRm ʔp A; k N j ʔc S; ʔeez īL; ʔ, J l Lf ʔp; j; NÉ! J l j e
pWLV H j e p qʔS L; j; Vʔu īcʔm, H īL Lj Lb; ! HLV; Lb; īS' ; p; l lī , fʔl nh; h ʔpʔA īL H
Lb; īLRʔ qʔuʔR?"

mīma; m < j Q; j fu; Līqm, "e; , qu lēz īL; ʔ Bīj S; ʔle, lāle ph Lb; īWL hʔʔhez"

Beʔj uf Līqʔme, "a; j c kīc e; hʔʔhe aʔh H j e hʔŪ H j e j ʔel ʔS; l aʔj ʔfʔm ʔL; b;
ʔʔL? j; , Bīj l heuʔL ʔXʔL Bīe, a; l pʔA lēS l j ʔMI ʔa; j; l ʔh; T; j; f; s; l ʔ ʔe Ju;
EīQaz HCʔm; Bīj HLV; Lb; ʔa; j; ʔL h ʔm lēC j; j! l heuʔL Bīj HaVʔ ʔh m; ʔbʔL ʔcʔM
BpīR--J ʔRʔm H j e ʔRʔm ʔk, J l Sʔef ka cʔMC ʔa; j; l ūfl; l l ʔl e; j ʔp-pj ū ʔcʔMʔL C
J p; b l l lī ʔh H Bīj ʔS; l l ʔl h mīRz Bīj Lāce ʔa; ʔhīR l heuʔL ʔp m; j l lī ʔh H j e
i; j Nēhaf ʔL BʔRz j; ʔT j; ʔT pʔā H ʔpʔR, L; EʔL B; j; l fRʔ qu lēz BS ʔcʔMʔa f; j; ʔR J l J

i jNE hS; Lj euz'

HC himu; Be3cjuf mima;l iQhL qC@a Qde NqZ Lll u; mC@ne J lheuL Xjll u; Bie@mez L n m mRlj u;L O@l j dfe hpiCu; lale mima;l Bqi@l B@u;Se Efmr Lll u; Aefae Qimu; @N@mez

BS BI mima; J lheu@l j dfe pw@Lj@l AhL;in IRm eiz aq;@cl Ei @ul Sth@e @k- HLIV LIME pwL@VI Bihi Nh qCu;@R aq;@lC Bq@e aq;@l; fl0f@l pda@L pqS Lll u; J hS; Lll u; @ciMm--aq;@cl j jTMi@e @Lj@e; B@h@h@l h;0f Bi@u; lIpe BhIZ @gimu; l@cm eiz aq;@cl c@S@el q@u @k ljimu;@R Hhw aq;@cl c@ Sth@el d;@l; N@;kj ঋর ম@a; HLIV fzfa@b@ HL qCh;l Se@ Bp@ qCu;@R H pda@ @Lj@e; B@m;0e;j@e e; Lll u; H Lbj@V aq;@l; lhefa Nnfl i j@h efl @h AL@ua@l@S j;@e; mCmz pj;S aq;@cl c@Se@L Xj@L e;C, @Lj@e; ja aq;@cl c@Se@L @jmu; e;C, aq;@cl h@e @Lj@e; L@e; h@e e@q, HC Lbj @j lZ Lll u; aq;@l; le@S@cl ljme@L Hje HLIV d@j@ l@jme himu; Aei h Lll m, @k dj@ Aa@;1 hqv i j@h plm, k;q; @Lj@e; @R;@V; Lbj mCu; lhh;c L@l e; k;q;@L @Lj@e; f' j@u@a l fI@a h;d; l@e@a f;@l eiz mima; aq;@l j @M-Qr@c@f@j@e Lll u; L@qm, "Bfle @k @qV qCu; le@S@L M;@V; Lll u; B;j@L NqZ Lll@a Bi@he H A@N@h Bij pq@ Lll@a f;@lh eiz Bfle @kM;@e B@Re @pCM;@eC AihQ@ma qCu; b;@L@he HC Bi; Q;Cz

lheu L@qm, "Bfe;l @kM;@e fl@a; BfleJ @pM;@e i0bl b;@L@he, ilR@j@e Bfe;@L eis@a qC@h eiz fl@a k@c fl@ c@L u@L;l Lll@a e; f;@l, a@h SN@a @Lj@e; fl@c @L;b;J B@R @Le?"

Ei @u fl@u lhn lj@eV d@l u; @k Lbj;h;@l L@qu;@Rm aq;@l p;l;j@ML@HC cys;uz aq;@l; lq@;@l h;@p H Lbj aq;@l; i @mm, aq;@l; @k c@ j;eh;@l; HC Lbj;C aq;@cl j dfe l@xL@f fl@flnM;l j@a; S@lm@a m;@N@mz

f^Q nh;h^α Ef;ipej l fl ayq;il 0^Q l p^Q j^Q MI h;ij^Q u Û^Q qCu; h;ipu; İR^Q mez p^Q k^Q l p^Q c^Q AU^Q
İNu;^Q Rz

Hje pju m;imaj^Q L p^Q A mCu; İheu ^Q pM^Q e f^Q ĩhn Lİl m J i ĩj^Q u qCu; f^Q Z;ij Lİl u;
f^Q ĩn l fcd^Q ĩm mCmz

f^Q n Ei u^Q L Hi j^Q ĩn f^Q ĩhn Lİl^Q a ^Q cİMu; İLR^Q ĩhİj a qC^Q mez L;^Q R hİp^Q a İch;il ^Q Q;İL
İRm ej, a;C hİm^Q me, ""Q^Q m;ı, 0^Q Q^Q m;ız"

İheu Lİqm, ""ej Bfİe EW^Q he ejz"

hİmu; ^Q pCM^Q e i ĩj a^Q mC hİpmz m;imaj; HLV^Q pİl u; f^Q ĩn l f;İul L;^Q R hİpu; fİsmz
İheu Lİqm, ""Bj;ı; c^Q S^Q e HL^Q e Bfe;ı Bn^Q ĩl;C İe^Q a H^Q pİR;ı ^Q pC Bj;ı^Q C l S^Q ĩn l
paf^Q c^Q r;ı q^Q ĩz"

f^Q nh;h^α ĩhİj a qCu; a;ıq;ı j^Q MI İc^Q L Q;ııqu; İİq^Q mez

İheu Lİqm, ""hyd; İeu^Q j hyd; Lb;ıu p;ıj^Q S fİa' j;NqZ Bİj Lİh ej^Q k c^Q r;ıu Bj;ı^Q C l
c^Q S^Q e l S^Q ĩn l ea q^Q u paf^Q ĩ^Q e hÜ q^Q ĩn ^Q pC c^Q r;ı Bfe;ı Bn^Q ĩl;Cz Bj;ı^Q C l c^Q S^Q e l C q^Q e u
i İİ^Q S^Q L Bfe;ı C f;İul L;^Q R f^Q Z a q^Q u R--Bj;ı^Q C l k;ı j^Q A m a;ı Dn^Q Bfe;ı q;ıa İc^Q u C
c^Q ĩn l ez"

f^Q nh;h^α İLR^Q Z ^Q L;ıe;ı Lb;ı ej hİmu; İj^Q b l qCu; İİq^Q mez f^Q Lİq^Q me, ""İheu, a;ıj a;
q^Q m hİp q^Q ĩn ej?"

İheu Lİqm, ""ejz"

f^Q nh;h^α İS' j;ı Lİl^Q me, ""a;ıj İq;ı p;ıj^Q SC b;ıL^Q a Q;ıj?"

İheu Lİqm, ""q;ız"

f^Q nh;h^α m;imaj;ı j^Q MI İc^Q L Q;ııq^Q mez m;imaj;ı ayq;ıı j^Q e l i j^Q ĩn h^Q T;ıu; Lİqm, ""h;ıh;ı,
Bj;ıı k;ı d;ıj^Q N a;ı Bj;ıı L;^Q R Hhw h;ıj^Q l b;ıL^Q ĩz Bj;ıı Ap^Q ĩnd;ı q^Q a f;ıı LøJ q^Q a f;ıı;
İL;ı^Q k;ı^Q C l p^Q A Bj;ıı j^Q e a l, Hje-İL BQİ^Q Z l Aİj m B^Q R, a;ı^Q C l fl L^Q İc^Q u ag;ı^Q a ej
pİl^Q u l;ıM^Q m Bj;ıı d;ıj^Q N h;ıd^Q ĩn H Lb;ı Bİj ^Q L;ıe;ıj^Q e a C j^Q e Lİ^Q a f;ıı l e;ız"

f^Q nh;h^α Q^Q f Lİl u; İİq^Q mez m;imaj;ı Lİqm, ""B^Q N Bj;ıı j^Q e qa hİppj;ıS^Q ke HLj;ıe
SNv, Hİ h;ıC^Q l ke ph R;ıu;ı hİppj;ıS^Q e b^Q L İh^Q R;ı ke p;ıj^Q U^Q paf^Q e b^Q L İh^Q R;ı İL;ı^Q HC Lu
İc^Q e ^Q p i j^Q ĩn Bj;ıı H^Q L h;ıı^Q Q^Q m ^Q N R z"

f^Q nh;h^α Çm;ıej;ı j^Q ĩn HLV^Q q;ııp^Q mez

m;imaj;ı Lİqm, ""h;ıh;ı, Bİj^Q e a;ıj^Q L S;ıej^Q a f;ıı l e Bj;ıı L^Q a;ıh^Q S;ı HLV;ı fİl h;ıİe q^Q u
^Q N R z hİppj;ıS^Q l j^Q d^Q e Bİj^Q k-ph ^Q m;ıL^Q cMİR a;ı^Q C l A^Q e Lİ p^Q A Bj;ıı d;ıj^Q a HL q^Q m J

a;ci pA ai Bij Liiej aC HL eC-- ah=hippijS hm HLVi e;gI Bnu leu
a;ciC Bij ihno Lq Bfe hmh, BI fibhel Aef ph emjLc c;gI qm ch, BSLjm
Bij HI Liiej;je hta fjl ez"

fI nh;h=ayqil ih;aqf Letil ifw d;fI d;fI qja hm;Cuj Liqme, "hfisNa Lij je
kMe EsiSa b;L aMe il ihQil iWL qu? fhmf;lo b;L p;lep;la fkl; jjeol k
HLVi fhmf;la; B;R a; jAm cMa Nm p;SI f;Se qu-- p f;Se ai L;ej
f;Se euz a;ci i;hf hw;h j;de k c;h;f;f; i;ho;v l;ur a; i; j; k; E;f;
Obifa, pC a;ci p;S-- a; Lb; il i;h; e;?"

Iheu Liqm, "iq;pijS ai B;R"

fI nh;h=Liqme, "iq;pijS a;ci i; j; k; e; eu, k; e; u;f;L; l;?"

Iheu Be;ju;f; Lb; o; j; L; l; u; Liqm, "a;L u;f;L; l; i; h; i; j; B;ci lea qh
iq;pijS ai h;h;C e;ae e;ae p;f;ju;L Bnu ic;ur, iq;pijS p;Lm dj;f;f;u;C
p;S q;a f;I?"

fI nh;h=Liqme, "j;MI a;L;HLVi i;Slep;L HLILj L; c;M;e; k;a f;I, il;°
L;S p;L; j;v f;ju; k;u e; e;C; e;L; C;R; L; il f;jae p;S;L R;S;a f;I? k
p;S jjeol dj;h;d;L h;q;f; B;Q;I i; his ic;u HLC S;uN;u h;f; L; h;u i;M;a Q;u
a;L jjea Nm le;S;cl i;O;ic;el j;a; L;VI f;am L; i;M;a quz"

Iheu Liqm, "iq;pijS;I k; p;C p;L;Z;N;Ah;ob;C q;u b;L a;h; p;v; b;L j;S; ch;il
i; j; B;ci lea qh; k;M;e; o;I S;em;-c;S; h;js;u ic;mc; o;I B;mi;-h;ajp; B;p
p;M;e; e;L; i;N; L; f;L; h;js; i; j; p;v; L; a; Q;u e;I?"

mima; h;mu; E;I;Wm, "h;h; B; j; H;-p; u; l; b; h;ta f;jl ez Liiej; p;SI E;al; i; j;
eh;il S;ef; B; j; L;iej; p;L;of; e;C; il;° Q;il ic;L b;L H;e; HLVi A;e;ju; B; j;L; W;mi;
ic;ur k; B; j; f;Z; ke q;f;f;u; E;W;R; L;iej; L; j;C; H;-p; u; p;q;f; L; j; b; le;Q;L; b;L;
B; j; E;I;Q;a euz E;I;Q;a A;e;Q;a; B; j; i; m; h;T; e-- il;° h;h; B; f;il; e;I?"

fI nh;h=i;e;f;u; Liqme, "B; i; i;L;R; p;ju; le;em; i; m; qu; e;? H;Me; a; j; i; j; e; Q; m
B;R;"

mima; Liqm, "p;ju; le;a; B; j; L;iej; B;f;is; e;C; il;° B; j; le;O;u; S;ile; A;pa;f; L; b; j;
A;e;ju; A;af;Q;il; h;S; E;W;a;C; b;L;h; a;ic; B; j; i; j; i; u; qu; A;pa;f; q;u; f;I;R; q;W;v; H;e; i;L;R;
L; g;im; k; a; a; j; J; L; o; f; j; z; a; j; H; L; b; j; e; L; i; e; h;h; B; j; i;L;R; i; j; h; le;z; B; j;
h;h; L; i; Q; j; L; e; M;I;R; k; B; j; k; l; L; j; p;w;u; j; J; i;nr; a; i; a; h;ip;pijS;I; h;C; qu;a;
B; j;L; A;e;L; p;w;L;Q; J; L; o; u;f;L; l; i; a; qh; il;° B; j; j; e; i;L;R; j; e; L; a; q;ur; e; j;
hl' j; e; l; i; a; HLVi; S;il; E;W;R; HLVi; Be; k; q;ur; B; j;L; HLIV; j; e; i; h; e; j; h;h; f;I;R;
B; j;L; L;iej; L; S; a; j;L; i;L;R; j; e; L; o; euz"

HC h;mu; mima; B; u; B; u; fI nh;h; f;I; q;ja; hm;C; a; m; i;Nmz

fI nh;h=Dov; q;il;pu; Liqme, "j; le;S;I; h; u; E;f;C; k; B; j; HL; j; e; l; e; i; L; i; a; j;

a; q^m Bjil CjR; J j^aal ih^qi^q Lⁱe; LⁱS q^m c^xM f^ajz^aajⁱcl j^e k B^hN EfⁱØba q^uR p^vi k p^çf^zN Aj^Âm p Bj^si L^q hm^a fⁱl^l ez Bj^jJ HLⁱce ih^ai^q L^q OI^s q^hil^u H^piRmj, Lⁱe; p^hdⁱ-Ap^hdⁱ L^bi I^QzⁱC Lⁱl^l ez pjⁱSⁱ Efⁱ BSLⁱm HC-^k æ^zjNa Oja fⁱla⁰ja Qm^R H^a q^hiTⁱ kⁱR^q ayⁱC nⁱšⁱ LⁱS Qm^R l^ale k e^je; l^cL^q b^qL^q P-N^s q^hide L^q Lⁱe^liSⁱlep^vi^L L^f i^jh^cys Lⁱl^u am^he Bj^j a^j L^f Sⁱle! hⁱpp^j;SCⁱl^l BI^l l^qz^qp^j;SCⁱl^l, l^ale c^mRe j^eo^Li"

HC hⁱmu; f^qnh^haj^qsa^Li^ml^l Se^f QⁱM h^su; l^eSI A^zxLⁱZⁱ l^ei^al j^qd^f l^eS^L k^e i^Øbl^l Lⁱl^u; m^Cmez

IL^Rz^Ui^l bⁱLu; f^qnh^hLi^qme, "c^mi^l l^heu, djⁱ j^aal p^Â Bjⁱcl^l c^hn^l pjⁱSⁱ p^çf^zN Sⁱsa q^u B^R, HCS^eé Bjⁱcl^l pj^U' pjⁱSL^l l^æz^u;L^qj^l p^Â djⁱ l^eu;eⁱ kⁱN B^Rzⁱ djⁱ j^aal NⁱTM^l hⁱC^qi^l q^hiL^qL^l pjⁱSⁱ NⁱTM^l j^qd^f Lⁱe; j^a e^Ju; q^h e; h^mC^al^l àⁱl^l lⁱMⁱ qu^le, p^vi^a jⁱ l^qe L^q H^si^h Bj^j aⁱ q^h fⁱl^uR^l ez"

mⁱma; L^biVⁱ i^jhⁱ h^ta^q fⁱl^m e^j, Lⁱz^Ae^f pjⁱSⁱ f^bi^l p^lqa aⁱqⁱcl^l pjⁱSⁱ f^li^c p^q Lⁱe; jⁱce f^la^r L^q eⁱz aⁱqⁱl^l dⁱzⁱ l^Rm^qi^l Efⁱ B^Qi^l-A^euⁱe fⁱl^of^q M^h q^hn^l fⁱbl^l eⁱz l^he^ul^l p^Â aⁱqⁱcl^l A^el^e k^je A^e h^qi^l eu, pjⁱSⁱ pjⁱS^j k^e p^Ci^fz h^ua l^qz^hh^q-A^euⁱeⁱl^l j^qd^f aⁱqⁱl^l f^r k^l h^{no} Lⁱe; hⁱdⁱ B^R aⁱqⁱ p^S j^ea^C e^j

l^heu Lⁱqm, "nⁱmN^ej^q M^l Bjⁱcl^l l^hhⁱq^q, B^fle p^C L^bi hm^{Re}?"

f^qnh^h mⁱma; lⁱc^qL^l HL^hi^l Qⁱl^q; Lⁱq^{me}, "q^y, mⁱma; lⁱL^l p^vi^l ü^fLⁱl^l Lⁱa^l fⁱl^h?"

l^heu mⁱma; l^jMI^l lⁱc^qL^l Qⁱl^q; cⁱMmz h^ta^q fⁱl^m, mⁱma; l^pj^U' A^zxLⁱZⁱ p^wL^Qa q^Cu; EⁱWu;^Rz

mⁱma; q^eul^l B^hq^l H^je HLⁱV^l Ø^bi^e Bⁱpu; fⁱsu;^R kⁱqⁱ aⁱqⁱl^l f^r p^çf^zN AfⁱlⁱQa J p^wL^vjuz C^qi^a l^he^ul^l j^e Aa^fz^l HLⁱV^l Lⁱzⁱ EfⁱØba q^Cmz p^jU^l B⁰ja l^eSI Efⁱ m^Cu; C^qi^qL^l h^yQⁱC^a q^Ch^z Ha h^si; a^S fⁱjⁱ & q^Cu; l^gl^u; kⁱC^h p^J k^je Ap^qé, Su^f q^{Ch}i^l c^hi^l E^vpⁱq^h H^k j^ahⁱz h^L fⁱl^{au}; m^Ch^l p^J a^jle l^ecⁱl^z C^qi^qL^l Su^f Lⁱl^a q^Ch^l, C^qi^qL^l l^ri^j Lⁱl^a q^Ch^z

mⁱma; j^jbⁱ l^eQ^a Lⁱl^u; IL^Rz^hi^l hⁱpu; lⁱqmz aⁱqⁱl^l fⁱ HL^hi^l j^h a^hmu; Lⁱz^Qr l^he^ul^l lⁱc^qL^l Qⁱl^q; Lⁱqm, "B^fle lⁱL^l p^af⁻p^af⁻ j^el^l p^Â nⁱmN^ej^j jⁱee?"

l^heu av^rZⁱv Lⁱqm, "e^j, jⁱle^l ez nⁱmN^ej^l Bjⁱl^l f^r c^ha; eu, Bjⁱl^l f^r HL^v; p^ji^lSL^l l^Qq^z j^æz"

mⁱma; Lⁱqm, "j^e j^e kⁱq^l l^Qq^z h^m Sⁱee, hⁱC^ql^l aⁱq^l aⁱ c^ha; h^m ü^fLⁱl^l Lⁱa^l qu?"

l^heu f^qhⁱ lⁱc^qL^l Qⁱl^q; Lⁱqm, "nⁱmN^ej^l Bj^j lⁱM^h e^z"

f^qn^l QⁱL^l Rⁱsu; EⁱWu; Lⁱq^{me}, "l^heu, a^j lⁱ ph^l L^bi fⁱl^xLⁱl^l L^q l^Qzⁱ L^q c^mR

eiz @aj;il HLM;il hi BI-Li®; j aj a ieu Lb; q®R eiz ihh;g @a; ®Lhm hñš²Na eu, HV; HLV; p;jiSL L;ikñ, ®p Lb; i m®m Qm®h ®Le? @aj I; iLR+ce p;ju ieu ®i ®h ®c®M; HMeC j a lØbi L® ®g®m; eiz"

HC himu; f®In OI Rj;su; hiN;®e hi;lqI qCu; ®N®me Hhw ®pM;®e HLM; f;juQ;il Lii®a m;jiN®mez

mima;J OI qC®a hi;lqI qCh;il Efæ²j Liiu; HLV=bi;j m Hhw ihe®ul ic®L f0Q;v Liiu; Liqm, ""Bj;®cl C®R; kic Aef;u C®R; e; qu Hhw ®p C®R; kic ®L;®ei-HLV; p;ji®SI ihd;®el p®Á BN;®N;si e; i;®m k;ju a; q®mC Bj;®cl j;bi; ®qW L® i;g® ®k®a q®h H B;ij ®L;®ej;®ac h®T®a f;il ®ez p;ji®S i;jb®;i hñhq;®I Øb;ie B®R BI Øb;ie ®eC e;f;upwNa BQI®ZI?"

iheu dñ® dñ® mima;il L;®R B;ipu; cys;Cu; Liqm, ""B;ij ®L;®ei p;ji®SLC i u Lii ®e, Bj;il cS®e i;®m kic pa®L Bnñ Lii a; q®m Bj;®cl p;ji®SI amñ Hah®s; p;jiS BI ®L;bi;ju f;ju; k;®h?"

hlc;ip®cl f T®SI j®a; a;qi®cl c®Se;il p®j;®M B;ipu; Liq®me, ""iheu, öemj e;il a;®j cfr;®eh e;?"

iheu Liqm, ""cfr; B;ij Efks² -I;il L;®R ®b®L ®eh, ®L;®ei p;ji®SI L;®R ®b®L ®eh e;?"

hlc;ip®cl f Aa®;¹æ²j qCu; Liq®me, ""@aj;®cl H-ph osk;», H-ph fh' e;il j;®e Lf? "cfr;®eh' i;je L® HC c®ce Bj;®L BI hi;pp;jiS-p®j;®m;L®L i;®m®u L;®M®V; Lf LI®m h®m;®c;im! mima;il a;®j Lf phñ;®n LI®a h®p®R ®p Lb; HLh;il ®i ®h ®c®M®m e;!"

mima;il Liqm, ""iheuh;®h cfr;ju @aj;®cl hi;pp;ji®SI pL®mI ®a; p®j;®ia ®eCz L;®N®S ®a; f®s ®c®MRz H;je cfr;®eh;il c;il;il Lf?"

hlc;ip®cl f Liq®me, ""cfr; e; ieu ihh;g q®h Lf L®?"

mima;il Liqm, ""®Le q®h e;?"

hlc;ip®cl f Liq®me, ""i;®j;®a q®h e;il?"

iheu Liqm, ""a; q®a f;ilz ®kV®h;®d; B®R ®p B;ij c®L L® ®chz"

hlc;ip®cl f j®M i;cu; iLR+Z Lb; hi;lqI qCm eiz a;qi;il f®I I;ÜL® Liq®me, ""iheu, k;J, a;®j k;J! H hi;ls®a a;®j H®p; e;iz"

Nij; k BS Bipeh poilla; aq; le0Ou Sjeaz e jilm; qca aq; hLI li aV; Lijfu; EIWaIRmz poilla; j e Nij; BNje-flajin; BeAI pA ke HLV; i u Sisa IRmz Lee; Nij; aq;L k icL VjeaIRm Hhw B`nnh aq; Sthe Bfe;l InLs J pj U' Ximfim; mCu; k icL hij; sui; EIWu;R c'ul j de f e f e pwNij aq;L AioBl LILu;IRmz a;C, Ljm kMe j jlp 0' Nij; W;LdL fZj Lilm aMe poilla; j e ke R#l ihjdmz ei qu Nij; fZjC Lilm, ei qu Nij; HCl fC ihnap, H Lb; himu; p Lijej তই নিSI jeL nij' Lila fllm ez

Nij; B;QI'Z kMe p Hje ilRacM kq; pA aq; djNhn'pl j nNa ih'd, aMe poilla; je i u Lijfa b'Lz DnH H Lfms;c'ul j de aq;L gimu;Re!

qil' jiqef ehfj a;li j je' poilla;L p'bij' cm;Ch;l Se' BSJ Nij;L aq;L W;Ld 0' mCu; Nme Hhw BSJ Nij; W;LdL fZj Lilmz

poilla; hiphil 0' Nij; e;lj u; B;iphj;æC poilla; aq;L is' ip; Lilm, "Bfle il HC W;LdL i is' Le?"

Nij; HLVke Bui; jhl S;el pA Liqm, "ay, i is' LIL h'hlz"

o'e; poilla; j;bi qv LILu; Qf LILu; hipu; liqmz poilla; pC ej e'fl h hce;ju Nij; j e j de HLV; B;ia f;Cmz p a;sa;is Liqm, "cM; B;j a;j;l pa' Lb; hmhz B;j W;LdL i is' LIL il ei iWL hm'a fll e, ilz' B;j B;j;l c'nl i is'L i is' LILz HaL;im d' pj U' c'nl fS; kM;e f;u'R B;j;l L;R p fSefuz B;j Lijej'aC M;je lj ne;ll j a; pM;e ihoc'of;ja Lila fll ez"

poilla; j e j e Le iQ; Lila Lila Nij; j icL Qijqu; liqmz Nij; Liqm, "B;j;l Lb; iWLja hiTi a;j;l f'e Mh Liwe p B;j; Sjez Lee; p'f'f;ul li a' jjeo q'u H-ph is'e'pl fla pqS c'of;ja Lih;l nis' a;j;cl Q'm INu'Rz a'j kMe a;j;l j jlp 0' W;LdL cM a'j Lhm f;bl'LC cM, B;j; a;j;l j jlp i is'fz'LI;Z q'e'u'LC c'IMz p c'CM il BI I;N Lila fll, Ah' j Lila fll! a'j il j e LI i q'e'ul 'chaj; f;ib'li 'chaj!"

poilla; Liqm, "i is' il Li'nc qm? L;L i is' LIIR ilR' ihQ;Li Lila q'h e;?"

Nij; j e j de HLV' E'Sisa qCu; Liqm, "Ab'iv, a'j j e LIR HLV; pf;j;hU f;cb'f'L DnH h'm fS; Li; ijz ilz' Lhm c'nl;iml icL b'LC il pf;j; leZ'u Lila q'h? j e L'j; DnH i p'd'a Lijej; HLIV nij'oe;l hijLe' o;j;IZ LI'm a;j;l Mh i is' qu; pC hijLe'iv k faj;ju mMi B'R pC faj;vi g'f, a;l Arl LuV; -e'c il a'j pC

h¹l¹ j qšāi¹l¹ l¹l¹? i j¹l¹ Bp¹f¹a¹ i¹h¹ū¹l¹ Bp¹f¹a¹l¹ q¹u¹ k¹ y¹l¹ h¹s¹; i¹Slep¹
Q¹č¹p¹k¹l¹a¹l¹Mi¹Qa¹ Ae¹z¹ B¹L¹i¹l¹ q¹u¹ l¹ Ha¹V¹L¹W¹i¹L¹IV¹ k¹ a¹j¹l¹ j¹l¹l¹ L¹i¹R¹ kb¹ib¹l¹Ap¹f¹z¹
f¹l¹j¹z¹Na¹ Bp¹f¹l¹ a¹š¹ Ap¹f¹ hm¹, p¹C¹S¹e¹f¹C¹ Q¹i¹M¹ h¹s¹ a¹j¹l¹ Ap¹f¹ l¹ L¹b¹; i¹h¹a¹ qu¹,
S¹je¹ e¹ a¹i¹a¹ l¹i¹e¹ gm¹ f¹i¹J¹ i¹L¹ e¹z¹ i¹L¹z¹ q¹e¹u¹l¹ Ap¹f¹l¹ Q¹i¹M¹ j¹ m¹ Ha¹V¹L¹W¹i¹L¹IV¹ j¹ d¹f¹J¹
f¹i¹J¹u¹; k¹uz¹ a¹i¹C¹ k¹i¹c¹ e¹; f¹i¹J¹u¹ k¹a¹ a¹h¹ a¹j¹l¹ j¹l¹l¹ k¹Me¹ p¹w¹p¹i¹ l¹ p¹j¹ū¹ p¹h¹ e¹ø¹ q¹u¹ q¹l¹m¹
a¹Me¹ l¹a¹le¹ l¹ W¹i¹L¹IV¹ H¹je¹ L¹ B¹L¹s¹ d¹l¹a¹ f¹i¹l¹a¹e¹ i¹L¹? q¹e¹u¹l¹ Aa¹ h¹s¹; n¹š¹ta¹ i¹L¹
q¹M¹m¹i¹l¹R¹ HL¹ V¹L¹ i¹ f¹i¹l¹ i¹c¹u¹ i¹ l¹i¹e¹; k¹u¹? i¹ j¹l¹ Ap¹f¹a¹ e¹; q¹l¹m¹ j¹e¹š¹ol¹ q¹e¹u¹l¹ g¹il¹;
i¹ e¹z¹"

H¹je¹-p¹L¹m¹ p¹š¹t¹ a¹l¹l¹ E¹š¹ l¹č¹J¹u¹; p¹š¹l¹a¹l¹ B¹p¹d¹f¹ Ab¹Q¹ pa¹f¹ h¹l¹m¹u¹; j¹l¹eu¹; k¹i¹J¹u¹J¹
a¹i¹q¹l¹ f¹r¹ H¹l¹h¹i¹ Ap¹ñ¹hz¹ HC¹S¹e¹f¹C¹ l¹hm¹ i¹ j¹o¹q¹fe¹ f¹l¹a¹L¹l¹q¹fe¹ h¹ce¹; a¹i¹q¹l¹ j¹e¹ h¹i¹S¹a¹
b¹i¹L¹z

l¹h¹i¹ū¹f¹r¹l¹ p¹i¹qa¹ a¹l¹l¹l¹h¹i¹l¹ p¹j¹u¹ n¹i¹l¹ j¹e¹ l¹e¹l¹ce¹ Ha¹V¹L¹W¹i¹L¹IV¹ p¹ l¹ qu¹ e¹z¹ h¹l¹ '
H¹ p¹š¹a¹ i¹n¹L¹l¹ S¹z¹ j¹a¹; a¹i¹q¹l¹ j¹e¹ H¹L¹V¹; L¹W¹i¹ l¹q¹w¹l¹a¹; i¹R¹m¹z¹ i¹L¹z¹ p¹š¹l¹a¹l¹ l¹e¹l¹š¹l¹
f¹l¹i¹ h¹ BS¹ a¹i¹q¹l¹ j¹e¹ l¹e¹ h¹l¹ba¹ q¹C¹a¹ m¹i¹l¹N¹m¹z¹ p¹ l¹ū¹l¹ l¹e¹l¹m¹ l¹l¹u¹; l¹l¹q¹m¹,
a¹j¹l¹č¹l¹ d¹j¹š¹al¹ l¹h¹i¹ū¹ B¹il¹z¹ l¹i¹e¹; L¹b¹; h¹m¹a¹ Q¹i¹C¹ e¹z¹ B¹j¹l¹ L¹b¹i¹V¹L¹W¹i¹L¹IV¹ h¹C¹, a¹š¹
k¹i¹l¹ W¹i¹L¹ h¹m¹ l¹e¹z¹; L¹I¹R¹ p¹C¹ W¹i¹L¹IV¹ k¹ l¹f¹a¹ ö¹d¹Q¹i¹M¹ l¹č¹l¹ S¹je¹C¹ k¹u¹ e¹; a¹i¹a¹ k¹l¹ j¹e¹
i¹l¹l¹ q¹u¹R¹, q¹e¹u¹ a¹č¹ q¹u¹R¹, k¹i¹ Q¹l¹æ¹ B¹n¹ū¹ f¹r¹u¹R¹, p¹C¹ S¹i¹e¹ p¹ W¹i¹L¹ j¹u¹ i¹L¹ i¹Q¹u¹,
p¹j¹f¹ i¹L¹ Ap¹f¹l¹ Ami¹ a¹j¹l¹ h¹m¹i¹R¹, B¹j¹l¹č¹ l¹č¹l¹ l¹e¹; i¹ š¹č¹ p¹p¹f¹l¹ f¹š¹; L¹ e¹--
p¹f¹l¹ j¹ d¹f¹ p¹f¹l¹ q¹il¹ u¹ g¹m¹ l¹ a¹i¹ a¹l¹ i¹ š¹l¹ Be¹z¹"

p¹š¹l¹a¹ l¹l¹q¹m¹, "i¹L¹z¹ p¹h¹i¹C¹ a¹ i¹ š¹ e¹uz¹"

n¹i¹l¹ l¹l¹q¹m¹, "k¹ i¹ š¹ e¹u¹ p¹ i¹L¹ p¹l¹ f¹š¹; L¹ a¹i¹a¹ l¹ l¹f¹ B¹ p¹ k¹u¹? h¹i¹p¹p¹j¹š¹ k¹
m¹i¹l¹ i¹ š¹z¹q¹fe¹ p¹ l¹f¹ L¹? a¹l¹ p¹j¹ū¹ f¹š¹; Aa¹m¹ø¹f¹n¹l¹n¹š¹ta¹l¹ j¹ d¹f¹ i¹N¹u¹ f¹š¹z¹ e¹; n¹š¹ta¹l¹
q¹u¹ i¹ u¹e¹L¹-- c¹m¹i¹l¹m¹C¹ a¹l¹ č¹h¹a¹; Aq¹w¹L¹i¹C¹ a¹l¹ f¹š¹l¹q¹az¹ h¹C¹ l¹š¹l¹f¹f¹i¹p¹č¹h¹a¹l¹ f¹š¹;
a¹j¹l¹č¹l¹ p¹j¹š¹ i¹L¹ l¹m¹e¹ l¹č¹l¹ l¹e¹?"

H¹C¹ L¹b¹l¹ l¹e¹; E¹š¹ e¹ l¹cu¹; p¹š¹l¹a¹ n¹i¹l¹ i¹S¹ i¹p¹ l¹l¹m¹, "d¹j¹l¹p¹š¹a¹ B¹f¹le¹ h¹C¹ k¹i¹-p¹h¹
h¹m¹Re¹ H¹ i¹L¹ B¹f¹le¹ l¹e¹š¹l¹ A¹i¹ ' a¹l¹ b¹l¹ h¹m¹Re¹?"

n¹i¹l¹ Dov¹ q¹il¹pu¹; l¹l¹q¹m¹, "Ab¹l¹v¹, a¹š¹ S¹je¹a¹ Q¹i¹J¹, B¹il¹z¹ l¹e¹l¹ce¹C¹ D¹n¹l¹ Q¹u¹i¹R¹ i¹L¹ e¹z¹
e¹; B¹j¹l¹ j¹e¹ J¹ i¹c¹l¹C¹ k¹u¹ l¹e¹z¹"

p¹š¹l¹a¹l¹ f¹r¹ H¹ L¹b¹; M¹h¹n¹ q¹Ch¹l¹ L¹b¹; e¹q¹, i¹L¹z¹ a¹h¹a¹q¹l¹ j¹e¹ k¹e¹ q¹il¹ R¹i¹su¹; h¹i¹Q¹m¹z¹
H¹C¹m¹i¹e¹ š¹i¹l¹ l¹l¹u¹; l¹e¹; L¹b¹; h¹l¹m¹h¹l¹; A¹id¹L¹l¹ k¹ n¹i¹l¹ e¹i¹C¹ C¹q¹i¹a¹ p¹ H¹L¹f¹l¹l¹ l¹e¹l¹Q¹z¹
q¹C¹m¹z

n¹i¹l¹ l¹l¹q¹m¹, "L¹i¹E¹l¹ d¹j¹l¹n¹r¹ i¹c¹a¹ f¹il¹ H¹je¹ c¹il¹ B¹j¹l¹ e¹z¹ i¹L¹z¹ B¹j¹l¹č¹ l¹č¹l¹
m¹i¹l¹ i¹ š¹č¹l¹ a¹j¹l¹ k¹ E¹f¹q¹i¹p¹ l¹l¹h¹ H¹J¹ B¹il¹z¹ l¹e¹l¹ce¹ p¹q¹ l¹i¹a¹ f¹il¹ h¹ e¹z¹ a¹š¹ a¹j¹l¹
l¹č¹l¹ m¹i¹l¹l¹ x¹l¹ h¹m¹R¹--a¹j¹l¹ j¹š¹, a¹j¹l¹ f¹š¹l¹m¹L¹ B¹il¹z¹ a¹l¹č¹ l¹h¹i¹C¹l¹ B¹q¹le¹ L¹
S¹je¹a¹ Q¹i¹C¹--e¹; a¹j¹l¹ j¹š¹ e¹J¹, a¹j¹l¹ f¹š¹l¹m¹l¹ e¹J¹, a¹j¹l¹ ' j¹e¹f¹, a¹j¹l¹ i¹ š¹ B¹j¹l¹č¹l¹

djlašā k j qšā BṚ, i š'āšā k Ni flaj BṚ, nūjīlīnī àijī p̄CMīeC Bji
ṛcni q̄eul Bīj SīNā LIṛa QīCz kMīe aīl p̄Cfc BṚ p̄CMīe aīl Aīj jeḂ Bīj
Ecfa Lṛ amṛa QīCz Bīj aīl jībī q̄y Lṛ ṛch eī ; iēSI fīa aīl Id, jī Sījū iēSI
p̄aīl fīa aīl Aā Lṛ amh eī, HC Bji fZ ṛajīl LīRj BS Bīj HCSṛeC
HṛpīRz ṛajīl ṛcM Ahīd HLIV eṛae Lbī īcelīā Bji jībīu OṛRz Haīce p̄ Lbī Bīj
ī jh īez ṛLhmC Bji jīe q̄R--ṛLhm fīlīol cīṛṛaC ṛaī ; jīlahoīl p̄CfZī fīāṛ q̄ne
eīz Bjiṛcī ṛjūcī QīMī pījīe ṛkīce Bīhī jīa q̄ne p̄CīceC aīl fīLīn fZī q̄h
ṛajīl p̄Ā HLPĀ HLcīṛa Bīj Bji ṛcnḂ p̄jīM ṛcmh HC HLIV BLīrī ke
Bjiṛcī c† LIṛz Bji jīlahoīl SeḂ Bīj fīlīo ṛaī ṛLhmjīe MṛV jīa fīlī--īLz
aīj eī q̄m fīcīf SīM aīl hīZ LIṛ ṛL? jīlahoīl ṛphī p̄cī q̄h eī, aīj kīc aīl
LīR ṛbḂ cīj bīLī"

qīu, ṛLībīu īRm jīlahoīl কান্ সয়ে īRm p̄ōīl aīl ṛLībī q̄Cṛa Bīpm jīlahoīl HC
pīdL, HC ī jīh-ṛī jīmī aīfp! pLmḂ ṛWīmuī ṛLe p̄ aīqīlC fīh Bīpuī cījīCmī pLmḂ
Rījīsuī ṛLe p̄ aīqīḂC Bqīe Līlīm! ṛLīeī; pwnu Līlīm eī, hīdī jīlēm eīz hīmm--"ṛajīl
eīq̄m QīmḂ eī, ṛajīl mChīl SeḂ BīpuīR, aīj īehīlīpa q̄Cuī bīLīm k' p̄CfZī q̄CḂ
eīz p̄ōīl aīl cḂ Qrṛīcuī TīŪTīŪLīlīuī Sm fīSṛa mīīNm, ṛLe aīqī p̄ hīTṛa fīlīm eīz

ṛNījī p̄ōīl aīl jīMī īcḂ Qīlqmz p̄C cīl p̄jīM p̄ōīl aī aīqīl BnīhNīma cḂ Qrṛ
ea Līlīm eīz īQzīhḂq̄e īnīnījīṛṛa ḡmī jīaī aīqī īeaīz' Baīhōjīaī jīh ṛNījī jīMī
īcḂ ḡVūjī līqmz

p̄ōīl aīl p̄C p̄wḂLīQīhḂq̄e AnḂdījīfīlīha cḂ Qrṛ p̄jīM, ī jīLḂf fībḂlī līSfīpīc
ṛkīe VḂm ṛajīe Līlīuī ṛNījīlī p̄jīŪ' fīLīa ke Vīmṛa mīīNmz ṛNījī fīZfZ hḂm BfējḂ
pwhīZ Līlīuī mChīl SeḂ jīM īglīCuī Sīeīmīl hīlq̄lī īcḂ Qīlqmz aMe p̄āī; q̄Cuī īNuīRz
Nīmī ṛMī p̄wLēZī q̄Cuī kMīe hṛsī jīŪjū fīsuīR p̄Mīe Mīmī BīLīh Līmī fībḂlī
jīaī AāLīlī Efl aīlī ṛcMī kīCṛaRz p̄C BLīnMṛṛ, p̄C L'IV aīlī ṛNījīlī jeḂ BS
ṛLībīu hḂe Līlīuī mCuī ṛNm--pwpīlī p̄jīŪ' cīl q̄Cṛa, HC Aī Ū' fībhēl fīāīcēl
p̄āīcḂ LjīŪlīa q̄Cṛa La cīl! līSēpījīSēl La E>īefae, kākājīlī La fūjīp J
fībḂlī hīcīlī Aīāēz Līlīuī līVḂBLīn Hhw lī L'IV aīlī p̄CfZī īelmīc q̄Cuī AḂfrī
Līlīuī BṚ; AbQ, Aamōfnī Ni flajī jīdē q̄Cṛa HL q̄eul kMe Bī-HL q̄eul Bqīe
Lṛ aMe īeī ṛa SNvfīḂ' p̄C hīLēq̄e hīLīmaī ke lī cīl BLīn Hhw cīl aīlī
ōfīā Līlīa bīLī LjīMā LīmLīajīl fḂ NīSḂsī; J fībḂlī QmīQm HC jīSṛaīlī ṛNījīlī
Qṛ RīujīRīhl jīaī hūq̄e q̄Cuī ṛNm-- eNḂlī ṛLīmīqm īLRḂ aīqīl LīR Bī ṛfīRm eīz
īēSI q̄eul īcḂ Qīlquī cīMm--p̄J lī BLīhīlī jīaī īēŪ' , īeī ṛa, AāLīlī, Hhw p̄Mīe
SḂm-ī lī cḂIV p̄līm p̄LīZ Qrṛ īējō qīlīCuī ke AeīcLīm q̄Cṛa AeḂLīmīlī īcḂ
aīlīCuī BṚ

qīlī jīlq̄eīl L~ ōleuī ṛNījī QjīLūjī EīWūjī jīM īglīCmz

"hij, iLRaj løj # L k;Jt"

Ńij; a;sj;aj;š hĩmu; EĩWm, "BS iLz^o euz BS Bji^l j jf LI^a qⁿ--Bij HMeC k;juRz"

hĩmu; Ńij; BI-^lLi^e; Lbi; A^fr; e; Lĩl u; âⁿhⁿ hijl qCu; Qĩmu; Ńmz

qĩl^g j; lqef ĩhĩløj a qCu; pĩl a; j #MI ĩc^l Q; i; q^mez pĩl a; Oĩ q^ca hijl qCu;
 ৩লা হরি^g j; lqef j; bi; e; j; su; i; ĩh^a m; j; N^mme-- H B; hij; Lf Li^m!

AelaL; im f^l C f^l nh; h^a Bĩpu; Efĩlba qC^mez pĩl a; 0^l pĩl a; ^l ĩc^ma e; f; Cu; qĩl^g j; lqef^l ĩNu; ĩS' j; pi Lĩl^mme, "I; d; i; jef^l Li; bi; u?"

qĩl^g j; lqef ĩhĩlš² L^l Li^qme, "iL S; je, HarZ^a; Ń^l j; j; q^el p^l hph; i; 0^l Bm; f; QmĩRm, a; j; f^l HMe^l ĩd qu R; ^a HLm; f; i; u; Q; i; l q^lRz"

f^l n B00k^l qCu; ĩS' j; pi Lĩl^mme, "HC W; ^m u; Ha I; ^e R; ^a?"

qĩl^g j; lqef Li^qme, "HLV^aW; ^m j; q^u ĩeLz HMeL; j; ^g u^l W; ^m u; AfL; j; qⁿ e; j"

qĩl^g j; lqefl j e BS M; i; f qCu; ĩNu; ^l R hĩmu; ĩa^e I; j; N Lĩl u; pĩl a; ^l M; i; C^a X; ^l Le e; Cz pĩl a; j; BS p; j; ^u l ' j e ĩRm e; j

qW; i; v ũu f^l nh; h^a R; ^a Bĩp^a ĩcĩmu; pĩl a; Aa^l z¹ mĩ< a qCu; EĩWmz Liqm, "hij, Q^m; e^l Q^m; ^a j; j; l W; ^m j; m; j; N^hz"

0^l Bĩpu; f^l ĩf^l B; i; ^l f^l ĩhĩ E^l ĩhN^a j; # ĩcĩmu; pĩl a; j ^e M^h HLV; 0; m; j; N^mz Haĩce ĩkle ĩfa^l ĩe; j; ĩfa; Hhw -I; ĩR^mme, B^l ĩhĩ p; j; ũ' h^ae ĩhĩp^l Lĩl u; a; j; j; l L; j; R qC^a ^l BS pĩl a; ^l c^l V; j; e; j; mCu; k; i; C^a ^l R? pĩl a; ĩLR^a C^l ke ĩe^l S^l r; j; Lĩl^a f; i; l m e; j; f^l n L; i; j; ĩh^l Q; i; l^a ĩp^m f; i; c^l ĩh; j; l An^l ĩfe Lĩl h; j; l Sef pĩl a; a; j; j; l Q; i; l f00; ^a c; j; s; Cu; d^l d^l a; j; j; l f, ^l ĩhĩ j; d^l A^l ĩm Q; i; me; j; Lĩl u; ĩc^a m; j; N^mz

f^l n Li^qme, "ĩhe u c^l r; j; N^q Z LI^a ApC; j; a q^u ^l Rez"

pĩl a; ^l Li^e; Eš Lĩl m e; j; f^l n Li^qme, "ĩhe^l u c^l r; j; N^q Z I f^l ĩh^l B; j; j; l j ^e k^b p^wnu ĩRm, ^l pCS^e B; j; H^a ĩh^lno r^l qC ĩe--iLz^o mĩma; j; l Lbi; i; j; ĩh^l h^l ^a f; i; l ĩR c^l r; j; e; q^m ĩhe^l u p^l ĩh^l ĩq^l p^l ^l Li^e; h; j; d; A^e h LI^l R e; j"

pĩl a; qW; i; v M^h S; ^l I pĩqa hĩmu; EĩWm, "e; hij, ^l LM^e; C q^a f; i; l ĩh e; j; ĩLR^a C e; j"

pĩl a; p0l; 0l H; j e A^e ĩhn^l ĩL h^l ĩN^a; f; i; l ĩn Lĩl u; Lbi; Lu e; j, ^l pCS^e a; j; j; l L^l ĩ^l ĩHC BLĩløj L B^l ĩh^l ĩf; hma; j; u f^l n j ^e j ^e HLV^a B00k^l qC^mme Hhw ĩS' j; pi Lĩl^mme, "Lf q^a f; i; l ĩh e; j?"

pĩl a; Liqm, "ĩhe u ĩp e; j; q^m ^l Li^e l; j ^a ĩh^u qⁿ?"

f^l n Li^qme, "ĩq^l ĩj ^a z"

pĩl a; p^l ĩh^l 0; s e; j; su; Liqm, " e; e; j, BSL; im H-ph Lf Lbi; q^l R? H; j e Lbi; j ^e j Be; j; EĩQa euz ^l ĩhoL; ^l m W; j; l f^l S; l^l mĩma; j; l ĩh^u qⁿ! H ĩLR^a C q^a ĩc^a f; i; l h e; j!"

¶Nij; ejl pll a; j e Vleu; mCu;R, a;C p BS lq;g a ihh;gq Lb;u H;e HLV; Aji ihL Brf fL;n LaR; HC BrfI li aLl; Bpm Lb;V; HC k, fnL pll a; HL S;uN;u ct Llu; dl;u; hmaR--"a;jiL R;ish e; B;ij HMe; a;jil p;jiSI, a;jil jal, a;jil Inr;il he L;ej aC IR;jsa Ich e;'

fn Lqme, "ihh;g-Ae;e n;imN;g I pwph h;ic ica ih;eu l;js quRz"

pll a; QLLI IfRe qCa Bpu; fhI pC;gM QLL mCu; hpmz fn a;qiL IS' ip; Llme, "Ha aj Lf hm?"

pll a; HLVQf Llu; Lqm, "B;jicl p;jiS bL mma;L a; qm hlu ka qhz"

fn Lqme, "HC Lb; ieu B;jiL AeL iQ;g La quRz L;ej j;eol pA p;jiSI kMe ihid h;d aMe cV; Lb; ih cMh;il B;R, cf frI jdf eju L;jelicL Hhw fhm k? সমাজ প্রবল তাa pqeC, AaHh iha;qL cxM fa qhz mma; h;hwh;il B;jiL hmR, cxM fL;il La p k dfa a; eu, Ha p Beh;id LRz H Lb; kic paf qu a; qm Aeju e; cMm B;ij a;L h;id; ch Lf Ll?"

pll a; Lqm, "iL;h;h; H Lf lLj qh!"

fn Lqme, "S;ile Ha HLV; pwlV Efba qhz iL;mma;il pA ih;eul ihh;gq kMe c;jo iLReC, H;e-iL, pV; EQa, aMe p;jiS kic h;d ah p h;id; j;e; Lahe eu hm B;jil j e hmRz j;eLC p;jiSI M;jal pwlQa qu b;La qh H Lb; LMe;C iWL eu--p;jiSLC j;eol M;jal ieSL LhmC fhl Ll ama qhz pSef k;il; cxM fL;il La l;js BR B;ij a; a;cl ie; La f;il h e;'

pll a; Lqm, "h;h; Ha a;jiLC ph Qu hn cxM fa qhz"

fn Lqme, "p Lb; i;h;il Lb;C euz"

pll a; IS' ip; Llm, "h;h; aj iL pC;ja icuR?"

fn Lqme, "e; HMe; icC iez iL;icaC qhz mma; k fb k;R p fb B;ij R;siL a;L Bnhc Lh BI Dn R;siL a;il p;ju BRe?"

fnh;hkMe Qmu; Nme aMe pll a; Una qCu; hpu; lqmz p S;ile fn mma;L je je La i;m;h;pe, pC mma; h;d; fb R;isu; icu; Hahs; HLV; Aeclnl jdf fhn La Qmu;R, Cq;a a;q;il j e k La EclhNA;q; a;q;il hTa h;il IRm e;--avpAHC hup iale H;e HLV; ihfh p;qu; La Qmu;Re, AbQ Cq;il jdf ihr;il LaC Af! ieSI cS;il iale L;ib;J iLR;je fL;n Le e;C, iL;a;il jdf Lahs; HLV; cS;il Ae;u;pC BaN;ife Llu; BR!

fhl qCm fhI fLial HC flQu a;q;il L;R ih;Qe hmu; QiLa e; Lee; fnL inL;im qCaC a; p ciMu; BpaRz iL;BSC iLRz fhc ejl pll a;il p;l A;xLIZ ¶Nij;il Ai O;ja pf Llu;R, pCSef HC cf hZf iihI pCfN f;bLe p je je pf Aeh e; Llu; b;ila f;ilm e;il ¶Nij;il L;R a;q;il ieSI CR; Lf

fQ™! Hhw pC CµRiL pñN fEujN Lİlu; p AefL Lje Lİlu; Ali i & Lİlu; gñ!
ñijil pıqa k- Lq k-Li'e; pđâ üfLil Lİñ ñijil CµRil LiR aıqıL ea qCª
qCñz pıllaj BS ea qCuıR Hhw ea qCu; BeJ fıCuı, আপনাL İhpSİe Lİlu;
HLVj hSi İSİep fıCuıR ĩımu; Aei h LİluıR, İLz' ahª BS fñ n kMe aıqıl 0ñ
cfıñıL qCª dfl fC İQzıea j ÛL ĩıqñı Aålıñ Qımu; ñıme aMe kñheªSıcfç
ñijil pª İhñoi ĩñ aınej Lİlu;C pıllaj Ajñı i İŞ²-fıfı" İm İhño Lİlu; fññı
QıZ pj fñ Lİlm Hhw Lıñı Efl cç Lıam Sısu; AeLrZ fklıñıqCu; İQeıfñal
jª ĩıpu; İıqmz

BS pLjm qC@a Nijil 0q Mh HLVj B%me EIWu;Rz fbj j lqj a;qi yLi Vile@a Vile@a Bipu; Nijil IS' ip; Lil me, "ai qm, Haice f@ lheu InLim LjVm hT?"

Nijil LbjVj hT@a fil m ej, j lqj j jMI icL Qijqu; lqmqz j lqj Liqme, "BjicL LjR BI i jysu Lf qh hm? @ajil haf Mhl @a; BI Qifj ICm ej--YjL hS EWRz HC C@Mj-ej"

himu; j lqj Nijil qi@a HLMje; hijm; Mh@l LjNS icmez a;qi@a Acé lhh;@ lheu@l hijppj;S cfr;NqZI pwhic Efmr Lilu; HL ahe fha hijl qCu;Rez Nijil kMe S@m IRm @pC pj@u hijppj;S! Lejc;uNU' @Lje; @Lje; ihno pi é HC chlmQŠ khlL @Njife fhm;@e hn Lilu; pe;ae lq;@pj;S qC@a ihl;Ræ Lilu; mCu;R himu; @mML a;qi l Qe;ju ihU! LV=i j;@ ihU! Lilu;Rez

Nijil kMe himm @ H pwhic Sj@e ej aMe j lqj fbj ihnap Lil me ej, a; f@ lheu@l HC Ni el Rchéhq;@ hij hij ihØju fLjn Lil@a mijNmez Hhw himu; @Nme, Øføh;LÉ ninj MFL ihh;@ pCj la icu; a;qi f@ J kMe lheu Lbj esQs Lil@a mijNm aMeC BjicL @jTj EIQa IRm a;qi phlé;@nl p@ef;ia qCu;Rz

Alhejn qyf;C@a qyf;C@a Bipu; Liqm, "N@ j qeh;h; H Lf LjTM! H @k BjicL üf@ B@NjQI! lheu;h;@ noLj@n--"

Alhejn Lbj @no Lil@aC fil m ej lheu@l HC mi"e;ju a;qi j @e Ha Be% @j d qC@aIRm @k, c@Q;@l i je Lj a;qi f@ c@ qCu; EIWu;IRmz

cIM@a cIM@a Nijil c@ml f@je f@je pLm @m;LC Bipu; S@Vnz lheu@l mCu; a;qi@cL j @é Mh HLVj E@Sse;f@N B@m;Qe; Qim@a mijNmz AldLjwn @m;LC HLh;LÉ himm--h@j je OVeju ihØj @ul ihou ILR@e e;C, LjLZ lheu@l héhq;@ a;qi l; hljhIC HLVj lad; Hhw chlmajl mrZ cIMu; Bipu;R, hU@a a;qi@cL c@n@r m@é lheu @Lje;iceC Lj;@e;h;LÉ Ba@pj fLV L@ e;Cz A@e@LC Liqm --lheu @N;si qC@aC leS@L @Lje;@e;@j N@ j q@el pj Lr himu; Qim;Cu; ic@a Q@; Lil a Cq; a;qi@cL Apqé @j d qCaz Aef pL@m @kMje i šZ! p@Lj;@ @N@ j q@el piqa k@b;IQa c@ a@l r; Lilu; Qima @pMje lheu Nj@ fisu; Nijil p@A Hje HLVj j;Mj;IM Lil a @e @p-BI pL@m p@A fbL Hhw Nijil iWL pj @hZ@l @m;L, Nijil a;qi@cL @e@q Lil a himu;C a;qi HC A@a Øfd@ pL@m pqé Lilu; k;Ca-- @pCfL;@ Ah;d Aq@Lj;@ IC HCl @ @j Qe@u f@LZj qCu; b;@Lz

a;qi l; Liqm--"Bjil lheu;h;@ j@a; ih@je eC, BjicL Aa Aaé;@ @hin h@UJ e;C, iL;@ h;f; Bjil hljh k;qu HLVj f@f@ f@u@dilu; QimujR, BjicL j @e HL j @M BI

ejC; BjiC! ài; BS HLILj Ljm AeflLj Apñh-- Cqi@a BjiCnL jMNC hmi,
IehndC hmi, BI kic hmiZ

Ni; H-ph Lbij HLIV Lbij KIN Lilm ej, IØbl qCui hipu; liqmz

mi; qCui Nm kMe HL HL pLm Qimu; Nm aMe Ni; cimM, Iheu aqil O
fñn ej Lili; fiñl İpys İcu; Ef Qimu; kicaR Ni; ajsajs Ol qCa hijl qCui
Bipm; XilLm, "Iheu!"

Iheu İpys qCa eij u; Ni; OI fñn LilaC Ni; Liqm, "Iheu, Bij il ej Se
ajil fla LiCej Aefju LIR, aij BjiL ke afin LR hmi je qRz"

BS Ni; pA HLv; Tns; hijdñ H Lbi; Iheu Bni jNC IØbl Lili; jevL LiWe
Lili; Bipu; İRmz "Hje pju Iheu Bipu; Ni; jM kMe İhj oñ cimM Hhw aqil L~ü
HLv; Deqi ncej kMe Aef h Lilm, aMe p SiL Lili; jeL k hijdu; Bipu; İRm aq;
HL j qPañ İRæhijRæ qCui Nmz

p himu; EIm, "i jC Ni; aij BjiL im hT; eiz Sñe AeL filhañe O,
AeL İSlep afin Lila qu, İLz° aic hm hãALe afin Lihz"

Ni; İLRZ Of Lili; bilu; Liqm, "Iheu, aij il hijppjS cfr; NqZ LR?"

Iheu Liqm, "ej Ni; Lili; Ie, Hhw Lihj eiz İLz° pVi Efi Bij LiCej Si İca
Qic ez"

Ni; Liqm, "ajl jje Lf?"

Iheu Liqm, "ajl jje HC k, Bij hijpdñ cfr; İemj İL ej-İemj, pC LbiVil
Aafz' ajm LQ aimhil j' ajjel ih BjiL HMe BI eCz"

Ni; İS' ipi Lilm, "fññC hijjel ih Lf İLj İRm BI HMeC hij Lf İLj qUR
İS' ipi Liliz"

Ni; Lbij pñ IheuL je BhiL HLhij kUI SeL Lijl hijdca hipmz p Liqm,
"Bñ kMe öeaj LE hijp qca kijR jel jde Mñ HLv; İjn qa, p ke İhñol f niİ
fju HC BjiL Cij; qaz İLz° HMe BjiL aj qu eiz BjiL je qu jaL ja İca kışL
kışL İcaC hij; cju; Qm, İLz° hUI İhouL e2d İca c™ cju; hhñ aiz"

Ni; Liqm, "İqñ hijp qR cMm HMe BI İjn qñ ej, İLz° hijp fñlİQŠ LQ İqñ
qca kijR cMm İñ ajil AA Simca bilñ, fññ pA ajil HC fñ cv; OVRz"

Iheu Liqm, "HV; aij BjiL Efi İjn LQ hmR, İhQil LQ hmR eiz"

Ni; Liqm, "Bij ajil 'fñ nİ; LQC hmİR, HCİLj qju; EİQa İRm-- Bij qmJ
HCİLj qaz hyl fñ kİLj İP hmi; djñ a NqZ J afin kic pCİLj BjiC! Qijsil
EfiLil İSlep qa aj qm LiCej LbiC İRm ej, İLz° pVi jñ İSlep hmc pViL qimLi
Lila fil İez kic LiCejİLj hij; ej bil, kic cMI jöm ej İca qu, aj qm -İjal
İhou HLv; ja NqZ hij filhañel pju jje İeSI pjU' hUI Sniñ Le? pañL
kbñ pañ hmc NqZ LIR İL ej jjeL aij flfr; cju; Qic c™ üflil LilaC qñz

jŋmÉV; Hİs@ IaMŁ-f;çh p@ał L;lh;l Hje @hıMe L;lh;l euz"

a@Lİ j@M BI @L;@ej hmİn; İlqm e;Z Lb;l EF@ Lb; h;@ZI EF@ h;@ZI j@a; Bİpu; fİsu; flØfl pW0;@A AİNØgımA hoİZ Lİİ@a m;İNmz

Ah@no A@eLrZ h;Nİk@UI fl İheu EİWu; ç;S;Cui Lİqm, ""@N;İ;I, @aj;İl Hhw Bj;İl flİal j@dÉ HLV; jŋmNa flİ c B@Rz @pV; Haİce @L;@ej@a Q;f; İRm--kMeC j;İb; aM@a @U@R BİjC a;@L ea L@İR, @Lee; Bİj S;ea@ @kM;@e a@j @L;@ej; f;İbİLÉ @cM @pM;@e a@j plâ Lİ@a S;e e;I, H@Lh;@l a@M;u;İl q;@a R@W@a b;İLz a;İC @aj;İl h@a@L İr; Lİ@a İN@ Bİj İQİİceC İe@SI flİa@L MhİL@ H@pİRz BS h@W@a f;İİR H@a jÂm qu İe Hhw jÂm q@a f;İ@ e;Z"

@N;İ;I Lİqm, ""HMe @aj;İl Aİi fİu Lf Bj;İL M@M;I h@M;Z"

İheu Lİqm, ""BS Bİj HLM; ç;S;İm;Z p;İS h@m İj;R@pl L;@R flİaİce j;e@-hİm İc@ @L;@ej@a a;@L W;İM; L@ İ;M@a q@h Hhw @k;e L@ @q;L a;İC n;İpef;İn Nm;İu @h;İd @h;İ@a q@h, a;@a f;İZ b;İLÜBI e;İ-b;İLÜ H Bİj @L;@ej@aC üfL;İ Lİ@a f;İh e;Z"

@N;İ;I Lİqm, ""j;q;İ İ@aİ @pC h;İpZİn@İVİ j@a; Ms@L İe@u hL;İp@ hd Lİ@a @h;İ;çh e; İL?"

İheu Lİqm, ""Bj;İl Ms@L@a hL;İp@ j;İ@h İL e;İ a;İ S;İe @e, İL;@ B;İj@L İQİh@u @M@ @gMh;İl AİdL;İl @k a;İl B@R H Lb; Bİj @L;@ej@aC j;eh e;İ--kMe @p İQİh@u M;İp@R aM@e; e;Z"

@N;İ;I Lİqm, ""H-p;İ Üİ a@j İ@L İc@u Lb; hmR, @h;T;İ LİWe q@u EWRz"

İheu Lİqm, ""@h;T;İ @aj;İl f@R LİWe eu, j;e;C @aj;İl f@R LİWez j;e@ @kM;@e üİ İha üİdfe, d;İİa üİdfe, B;İj@l p;İS @pM;@e a;İl M;İJu;İ-@h;Ju;İ-hp;@LJ İeaj;İ Abİq;e h@a@e @h;İd@R H Lb; a@j B;İjİl @U@ Lj S;e a;İ eu ; İL;@ HC ShİclİÜ@L a@j ShİclİÜ@İ à;İ;C j;e@a Q;İz Bİj BS hmİR, HM;@e Bİj L;@İ;İ @S;İl j;eh e;İ p;İ;SI ç;İh@L Bİj aarZ fkl;İ üfL;İ Lİh karZ @p B;İjİl EİQa ç;İh@L İr; Lİ@h; @p kİc B;İj@L j;e@ h@m NZÉ e;İ L@, B;İj@L L@mİ f@m L@ h;e;@a Q;İu, Bİj J a;@L gM0;@e İc@ fS;İ Lİh e;İ--@m;q;İ Lm h@mC NZÉ Lİh;Z"

@N;İ;I Lİqm, ""Abİv, pW@R@f, a@j h;İp q@h?"

İheu Lİqm, ""e;Z"

@N;İ;I Lİqm, ""mİma;@L a@j İh@u Lİ@h?"

İheu Lİqm, ""q;İ;"

@N;İ;I İS' İp;İ Lİİm, ""İq;@h;h;İq?"

İheu Lİqm, ""q;İ;"

@N;İ;I İz f@İ nh;İh@a;@a p@J a B@Re?

İheuz HC a;İl İQİWz

@N;İ;I f@İ @hİ İQİW c@ç;İl Lİİu; fİsmz a;İq;İl @no Aw@h İRm--

‘Bjil i i^mj j³ mⁿil^l Lⁱeⁱ Lb; a^mh eⁱ, ^oajⁱcl p^hndi-Ap^hndi^l Lⁱeⁱ Lb;J
fⁱs^a QⁱC eⁱz Bjil j a-^hn^hp L^f, Bjil p^jS L^f, ^oajⁱ lⁱ Sⁱe, mⁱmaⁱ ^oo^om^hmⁱ q^ca
L^f ^hn^ri fⁱCuⁱ ^oR H^hw L^f p^wuⁱ ^oI j^od^e j^eo q^cuⁱ ^oR a^jJ ^oajⁱcl A^hhⁱc^a eⁱCz H-p^jU^C
Sⁱleuⁱ oⁱleuⁱ ^oajⁱcl fb ^oajⁱ lⁱ ^heh^hQ^e Lⁱl uⁱ m^cuⁱRz Bjil Bⁱ ^hLR^e ^him^hi^l eⁱCz j^e
Lⁱl^ui eⁱ, Bⁱj ^hLR^e eⁱ i ^hhuⁱ A^bhⁱ i ^hhuⁱ eⁱ fⁱCuⁱ qⁱm Rⁱs^ui ^hc^ui^lRz Bjil k^ac^sl nⁱs²
Bⁱj ^hQ^z Lⁱl uⁱl^rz C^qi ^hTuⁱl^r ^oajⁱcl ^hj^me^l ^hi^di ^hchⁱl Lⁱeⁱ d^j ^ho^wNa Lⁱl Z eⁱC,
^oLeeⁱ, ^oajⁱl fⁱla Bjil p^cf^zlⁿuⁱ B^oRz H ^ob^om p^jS kⁱc Lⁱeⁱ ^hi^di bⁱl a^h
aⁱqⁱl u^flⁱl Lⁱl^a ^oajⁱ lⁱ ^hi^de^l e^jz Bjil ^oL^hm H^cv^z j^oe ^him^hi^l B^oR, p^jS^l kⁱc
^oajⁱ lⁱ m^oe Lⁱl^a QⁱJ a^h p^jSⁱ ^oo^u ^oajⁱclⁿ ^hsⁱ q^ca q^ch^z ^oajⁱcl ^ofⁱj,
^oajⁱcl pⁱc^jl^{ma} S^he, ^oL^hm ^oke fⁱm^unⁱs²l p^oQ^ei eⁱ L^o, aⁱqⁱa pⁱo J ^ho^bl^{al} a^shⁱ
bⁱl ^okez ^oL^hm H^c H^lvⁱ Lⁱl^oSⁱ j^od^e q^wi^v H^lvⁱ c^xpⁱqⁱp^laⁱ fⁱlⁱn Lⁱl^om Qⁱm^h eⁱ,
C^qi^l f^ol ^oajⁱcl S^he^l p^jU^l LⁱS^l ^hel^o ^oa^hl p^oo^e Nⁱj^lbuⁱ a^ma q^ch--eⁱq^om ^oajⁱ lⁱ
A^al^z eⁱl^j uⁱ fⁱs^hz ^oLeeⁱ, ^hi^lq^l q^ca p^jS ^oajⁱclⁿ a^hlⁱbⁱdⁱl^zl p^je ^or^oe Bⁱ
^hq^e Lⁱl uⁱ lⁱm^h eⁱ, ^oajⁱ lⁱ ^he^oSⁱ nⁱs²a H^c pⁱdⁱl^zl ^oo^u ^hsⁱ kⁱc eⁱ q^J a^h pⁱdⁱl^zl
^oo^u ^oajⁱclⁿ eⁱl^j uⁱ kⁱc^a q^ch^z ^oajⁱcl i ^ho^fv oⁱ i^o ^oI S^ef B^jil j^e k^ob^o
Bⁿ ^hi lⁱq^mz ^hl^z ^oHC Bⁿ ^hi lⁱ ^hoⁱlⁱ ^oajⁱclⁿ a^hi^di ^hchⁱl Lⁱeⁱ Aⁱd^li^l B^jil eⁱC- Lⁱl Z,
fⁱb^hl^a kⁱqⁱlⁱ pⁱq^p Lⁱl uⁱ ^he^oSⁱ S^he^l ^hi^l e^h e^h p^jl^el j^fj^wpⁱ Lⁱl^a f^uh^a q^u
aⁱqⁱlⁱ C p^jS^l ^hsⁱ Lⁱl uⁱ a^om^z kⁱqⁱlⁱ ^oL^hm^c ^hhⁱd jⁱleuⁱ Q^om aⁱqⁱlⁱ p^jS^l ^hq^e L^o
jⁱo^e, aⁱqⁱl AN^ol L^o eⁱz A^aH^h B^jil i fⁱl^ai B^jil c^ho^zlⁱ m^cuⁱ ^oajⁱcl fb Bⁱj
^olⁱd Lⁱl h eⁱz ^oajⁱ lⁱ kⁱqⁱ i ^omⁱ ^hTuⁱl^r p^jU^l fⁱla L^omaⁱl ^hhⁱl^ou aⁱqⁱ fⁱme L^oi, Dⁿl
^oajⁱcl p^qi^u q^Ee^z Dⁿl Lⁱeⁱ-H^l A^ho^bi^l j^od^e aⁱqⁱl pⁱo^l ^hn^lm ^hc^ui^h ^hi^jduⁱ lⁱ ^oMe
eⁱ, aⁱqⁱl e^h e^h fⁱl^zl^{al} j^od^e ^hoⁱl e^hte Lⁱl uⁱ SⁱnⁱCuⁱ a^ma^oRe; ^oajⁱ lⁱ aⁱqⁱl ^op^c
E^ohⁱd^el c^sal^o ^he^oSⁱ S^he^l jⁿi^omⁱ j^oaⁱ S^amⁱCuⁱ c^hlⁱ f^ob AN^ol q^ca Qⁱm^ui^r,
^hkle ^hh^oh^l f^bQⁱm^l ^hale^c ^oajⁱclⁿ fb ^oc^mi^e--B^jil f^ob^c ^oajⁱclⁿ ^hoⁱlⁱce Qⁱm^oa
q^ch^h ^hj^e A^enⁱpe Bⁱj f^uuⁱn Lⁱl^a fⁱl^h eⁱz ^oajⁱcl hu^o B^jil^j H^lice Oⁱv q^ca
^hlⁿ M^hmuⁱ T^osⁱ j^om^o ^oe^zlⁱ i^jpⁱCuⁱl^rmⁱj, Lⁱqⁱlⁱ ^he^od oⁱe eⁱCz B^sJ aⁱqⁱl S^ef A^eaⁱf
Lⁱl eⁱz kⁱc^c A^eaⁱf Lⁱl^hi^l Lⁱl Z OⁱVa aⁱqⁱa^c ^hi L^f? j^eo i ^h Lⁱl^h, ^he^ou q^ch,
c^xM^J fⁱC^h, ^hl^z ^hi^puⁱ bⁱl^h eⁱ; kⁱqⁱ EⁱQ^a ^hi^muⁱ Sⁱle^h aⁱqⁱl S^ef B^al^pj fⁱv Lⁱl^h;
^hj^le Lⁱl uⁱ C fⁱh^epⁱm^mi p^wpⁱl^ec^fl ^opⁱa ^hoⁱlⁱce f^hq^je q^cuⁱ ^ho^u bⁱl^hz C^qi^a jⁱo^t
jⁱo^t r^zLⁱl^omⁱ S^ef a^fl i^ji^puⁱ rⁱa Lⁱl^a fⁱl^h H^c Bⁿ ^hi Lⁱl uⁱ ^hoⁱlⁱce^l S^ef ^opⁱa
^hi^jduⁱ ^hc^om jⁱl^l B^ql^e Lⁱl uⁱ B^ei q^ch--C^qi Bⁱj ^he^oQu Sⁱlez A^aH^h, ^ok nⁱs²
^oajⁱclⁿ c^hel^hi^l ^hh^on p^hl^up^zcaⁱ J p^jSⁱhⁱdⁱ ^hi^lq^o B^lo^lv Lⁱl uⁱ m^cuⁱ Qⁱm^ui^oRe
aⁱqⁱl^c i^sz^l pⁱqa f^zj Lⁱl uⁱ aⁱqⁱl^c q^ol^o ^oajⁱcl c^oSe^l p^j fⁱv Lⁱl^mi^j, ^hale^c
^oajⁱcl S^he^l p^jU^l ^he^zl^ole J B^ah^ul^ho^lR^cl pⁱo^l Lⁱl uⁱ a^omez ^hale^c ^oajⁱclⁿ
c^hlⁱ f^ob B^ql^e Lⁱl uⁱ ^oRe, ^hale^c ^oajⁱclⁿ N^jl^obⁱ ^oe m^cuⁱ kⁱc^he^z

Ńi; HC İQİW fİsu; İLRZ Qf Lİlu; bİLm fl İheu Lİqm, "fñnhıhıajl İcL ƕje pƕjİa İcŃRe, ƕajİe ƕajİl İcL bŃLJ Ńi; ƕajİL pƕjİa İcŃa qñh"

Ńi; Lİqm, "fñnhıhıhıapƕjİa İcŃa fıİe, Lee; ecfİ ƕ dİl; Lm i;PŃ ƕC dİl;C aİİcİz Bİj pƕjİa İcŃa fıİ e, Lee; Bİjİcİ dİl; LmL İr; Lİz Bİjİcİ HC Lm napqfİ hvpİ Aiİ cf Lİaİ İŃR, Bİl; ƕİıej ƕac hmŃa fıİh e; HMİe fıİİal İeujC LİS LİŃa bİLİ Bİjİcİ LmL Bİl; fıİbl İcŃC hİıdŃ İİMh, aİŃa Bİjİcİ İeİİC Lİ Bİ kİC Lİz H Bİjİcİ fıİhœ fıİİe fıİİ--Hİ Efİ hvpİ hvpİ eİae jİİVİ fıİm fsñ Bİ Qİoİl cŃm mİPm İeŃ Hİ Sİj Qoñ, HVİ Bİjİcİ Aİİ fİa eu, aİŃa Bİjİcİ kİ ŃmİLpİe qu ƕİLz H Bİjİcİ hİp Lİhİl, H Qİo Lİhİl euz AaHh ƕajİİcİ Lİİlhi İN bŃL Bİjİcİ HC fıİbl ŃmİL kMe Lİİe hŃm İeİİ Lİ aMe aİŃa Bİl; jİİİİL m< İ ĩıİd Lİİ eİ"

İheu Lİqm, "Abİİv, pŃŃŃf, aİj Bİjİcİ HC İhhıqŃL ŃİLİl Lİñ eİz"

Ńi; Lİqm, "İeŃŃu Lİh eİz"

İheu Lİqm, "Hhw--"

Ńi; Lİqm, "Hhw ƕajİİcİ aİİN Lİhİz"

İheu Lİqm, "Bİj kİc ƕajİl jİŃmİje hıŃqajİ?"

Ńi; Lİqm, "aİ qŃm Aeİ Lbİ qaz NİŃRİ Bfe Xİm İ P fŃs kİc fl qŃu kİu añ NİR aİL ƕİıej ƕac fıİİİ jŃaİ Bfe Lİ İgİ İeŃa fıİ eİ, İLİİ hİCŃ bŃL ƕ maİ HİNŃu BŃp aİL ƕ Bnİ İcŃa fıİ, Hİe-İL, TŃŃ İ P fsŃm Bİhİl aİL aŃm İeŃa ƕİıej hİdİ bİL eİz Bfe kMe fl qu aMe aİİL pƕfİİ aİİN Lİl Rİsİ Beİ ƕİıej İİa eİcİ pCSŃŃŃ ƕaİ Ha İhİdİeŃod, Ha fıİZfZ VİeİVİeİz"

İheu Lİqm, "pCSŃŃŃ ƕaİ aİİŃİ LİZ Aa qİmLİ Hhw aİİŃİ İhdİe Aa pŃmİ qJu; EİQa İRm eİz qİa İ İPŃm Bİ ŃSİsİ mİŃ eİ hŃV, pCSŃŃŃ Lbİu Lbİu qİa İ İPİJ eİz aİl qİs Mñ j Shaz ƕ pİİS Aİa pİİeİ Ńİ mİNŃmC İhİŃRc ŃŃ Hhw ƕ İhİŃRc İQİİhİŃRc qŃu cİİsİu p pİİSİ jİeŃŃl fŃŃ ŃİŃŃŃ Qmİİgİİ--LİSLİİLİİl fŃŃ hİdİ La p Lbİ İL İŃİ Lİ ƕMŃ eİ?"

Ńi; Lİqm, "p İŃİİ İ İl Bİjİl Efİ eİcİ pİİS Hİe pİİİ İñ Hİe hŃsİl Lİ Lİ İŃİİ LİŃ ƕ Bİj İVİJ fıİİŃŃŃ ƕ İ İhİŃ qİSİl qİSİl hvpİ dİl p İ ĩŃŃŃ Hhw BfeİL İrİJ Lİ HŃŃŃ, HC Bİjİl İ İpİz fıİbhİ pŃŃŃ Qİİ İcŃL ĩŃŃ QmŃ İL ƕİSİ QmŃ, İ İ LİŃ İL LİŃ eİ, ƕ ƕİe Bİj İ İhİe Hhw eİ İ ĩŃ BS fŃİİ Bİj WİL İe-- Bİjİl pİİS pŃŃŃ Bİjİl ƕC İ İhİz"

İheu qİİpuİ Lİqm, "İ İC Ńi; İ, İWL HC-ph Lbİ Bİjİ Haİce Hİİe LİC hŃm HŃİİR, BS Bİhİl BİjİLJ ƕ Lbİ öeŃa qñ aİ ƕ Sİea! Lbİ hİİeŃ hmhİl nİİŃ BS BİjİL İ İN LİŃa qñ ƕ Bİj ĩñ hŃŃa ƕŃİ İRİ İLİİ aLİ Lİ ƕİıej mİİ eİcİ Leeİ, HLVİ Lbİ Bİj BS Mñ İeLİVİ bŃL ƕMŃa ƕŃİİŃ, pİV fıİİİ ƕİM İe--BS hŃŃİR jİeŃŃŃ"

Sth^{el} Nla j qiecfi j^ai, p Bfejl qⁿ Ai jhefu l^{of} Hje ešae ešae ĩc^l fb L^{el} eu k ĩc^l fšhⁿ aji p^{ia} ĩRm eiz HC aji Nial hⁱQœf--aji Ai jhefu fĩlZiaC ĩhd;aji Ali fĩu; p Ljvi Mjm eu, a^l hⁱdi f^b lⁱmi Qm^h eiz ĩe^{SI} j^dEC kMe H Lb;vi H^lhⁱl f^ltr q^uR aMe lⁱe; pⁱSⁱe; Lbju BI Bji^l lⁱe;ice qⁱ jmⁱa fⁱl^h eiz"

qⁿi; lĩqm, "fa^Â kMe ĩq^l j^m fs^a Q^m p^J aMe a^{aj}il j^ai ĩWL ĩ ĩLj aLĩC L^{el}, AaHh a^{aj}il Bji^J BS qⁱTⁱhⁱl lⁱe; h^bi Q^oi Lĩh eiz"

ĩheu Q^{il} q^Ca EĩWuj lĩqm, "p^C iⁱmⁱ, a^h Qmmj, HLhⁱl jⁱl p^Â c^mi L^{el} Bĩp^z"

ĩheu Qⁱmu; qⁿm, jⁱqj d^{el} d^{el} o^{el} Bĩpu; f^hn lĩl^{me}z fⁱe ĩQhⁱC^a ĩQhⁱC^a ĩS' ĩp; lĩl^{me}, "p^hdi qm e; h^T? q^hJ eiz Laice b^l h^m BpĩR, pⁱh^de q^J, ĩhNsⁱhⁱl mrZ c^mi kⁱq^R--Lb;vi lⁱe^C Be^m eiz p^C p^ju sⁱl-sⁱl L^{el} lⁱe;ej^a nĩnj^{MEI} p^Â Jĩ ĩh^uv; ĩc^u ĩc^a fⁱl^m lⁱe; Lb;C bⁱLa eiz ĩL^z lⁱlp^é fĩl^hncei! ĩm hⁱ lⁱl! ĩe^S kⁱv h^h e; p^ai jⁱb; M^sJ h^hi^ei kⁱh eiz HMe ĩhe^{ul} j^ai q^m a^{aj}il cmⁱ p^{el} qⁿm H ĩL Lj Bf^opⁱl Lbⁱ!"

qⁿi; lⁱe; Ešl lĩl^m eiz jⁱqj lĩq^{me}, "aⁱ q^m ĩheu^l q^li^a fⁱl^m e;? aⁱ kⁱL, ĩL^z nĩnj^{MEI} p^Â Jĩ ĩhⁱqⁱ Lb;vi ĩe^u ĩLR^h ĩn qⁿm j^m q^u qⁿr^z HMe nn^{el} ĩh^u ĩc^a BI c^{il} lĩl^m Qm^h e;--Sⁱe;C aⁱ Bji^l p^jSI NĩaL, kĩc HLvⁱ jⁱe^l Lⁱuc^u f^om a^h aⁱl eⁱl S^m QⁱMI S^m L^{el} Rⁱs^z aⁱC HLIV fⁱœ--e; a^{aj}il i u e^C, a^{aj}il OVLⁱm lĩ^a q^h e; p^B ĩe^{SC} ĩWLⁱL L^{el} ĩe^ur^z

qⁿi; ĩS' ĩp; lĩl^m, "fⁱœ^{IV} l^{el}?"

jⁱqj lĩq^{me}, "a^{aj}il Aĩheⁱⁿz"

qⁿi; lĩqm, "pⁱl^S q^uR?"

jⁱqj lĩq^{me}, "ĩl^S q^h e;! H ĩL a^{aj}il ĩheu f^uR? e; kⁱC h^mi, c^mi qⁿm a^{aj}il c^ml j^del ĩ Aĩheⁱⁿ R^mIV a^{aj}il i š^z h^vz a^{aj}il fĩl^hlⁱ p^Â aⁱl kⁱN q^h H Lb; ö^e p^ai Bq^lc^e E^Wmz h^mm, H Bji^l i ĩNé, H Bji^l N^hz vⁱlⁱlⁱlⁱ Lb; ĩS' ĩp; lĩm^j, p^Aje lⁱe qⁱa ĩc^u h^mm, jⁱf lĩ^he, J-ph Lb; Bji^l ĩLR^h h^mhe eiz Bĩj h^mm^j, B^uRⁱ, p-ph Lb; a^{aj}il hⁱhⁱl p^Â q^hz aⁱl hⁱfⁱ lⁱR^J ĩN^uĩRm^jz R^ml p^Â hⁱfⁱ A^eL agⁱa c^mi N^mz vⁱlⁱlⁱ Lb;u hⁱfⁱ jⁱVC lⁱe qⁱa ĩc^m e; hⁱl' H^j ĩe BIñ lĩl^m kⁱ Bji^lC lⁱe qⁱa JWhⁱl sⁱ q^mz R^mIVJ c^mm^j H-p^Lm ĩho^u Aa^é ĩ^l ĩfaⁱ š^z, H^lhⁱl ĩfaⁱ ĩq fⁱl^w a^fx--aⁱl j^del^ob q^m lⁱe; gm q^h eiz Hhⁱl^{el} lⁱNSvⁱ e; i ĩP^u lⁱS pⁱlⁱ qm eiz aⁱ kⁱC qⁱL, a^hj J Aĩheⁱⁿl c^l-HL Lb; h^m ĩc^uz a^{aj}il j^m b^l E^vpⁱq f^om--"

qⁿi; lĩqm, "vⁱlⁱlⁱ A^h aⁱa ĩLR^hl^h eiz"

jⁱqj lĩq^{me}, "aⁱ Sⁱle, ĩfaⁱ ĩš^zvⁱ kMe lⁱS mⁱNhⁱl j^ai qu aMe p^j mⁱe; nš^z"

“Ni; iS' ipi LIm, "Lb;Vi f;Li q@u N@R?"

j lqj Liq@me, "qyz"

Ni; iz İcerZ H@Lh;@ İØbi?

j lqjz İØbi hiL, j;@I f;Zİj j;alb@az @p BI @ñn @çİ @eCz h;f h@m@Re, qf@-j jle@L L;S @eC, İLz@M@ i j;f @p;e;I Nue; Q;Cz HMe Lf LI@m @p;e;I çI e; h;ls@u @p;e;I i j; h;si@a f;ill p;f;LÜ;I p@A İLR@ıce a;I C f;I j n@LI@a q@hz

Ni; i Liqm, "İLz@ Ha @ñn a;sj;ajs LIh;I Lf çI LiI B@R? Alhejn @k Aðfıç@el j@d;f h;ippj;@S Y@L @h Hje Bn^;i @eCz"

j lqj Liq@me, "a; @eC h@V, İLz@h;h;I nİfİ Cç;efw h@S; M;I;f q@u E@WR @pV; @a;I I; mré L@ @cMR e;Z X;š;@I I; kaC Bfİš LI@R J; İeu@J I j;@; B@; aaC h;ls@u a@m@Rez BSL;im @k p@;f;pf J; p@A S@V@R @p J;fL İae @m;I Øe;e LI;u, a;I Ef@ Bh;I Hjİe qW@k;N m;İN@u@R @k @Q;@MI a;I i-i d; İen@pfİ@p e;İS;V;İS p;J;@ H@Lh;@ Em@V;f;imV;I qh;I @S; q@u@Rz h;h;I @h;@ b;L@a b;L@a nñfİ İh@V;I q@u N@mC p@ñd;I qu-- J; @feh@el S;I V;L;V;I J^;I j;e;@ü;I fİ q;@a fsh;I f;ñİC L;SV;I p;I@a f;I@m B;I;L @ñn i j;h@a qu e;Z h;h;I L;@R Lb;V;I L;im @f@S;J;IRm;I, @cMm;I h@S;I p;Q;S h;f;f;I euz @i @ñR I p@;f;pf @h;V;I L İLR@ıce M@ L@ N;I;S;I M;I;C@u hn L@ İe@u, J;I C @;I;I L;S EÜ;I LI@a q@hz k;I;I NqØb, k;I;çI V;I;I çI LiI ph @u @ñn, h;h;I V;I;I a;I çI @;I;N Bp@h e;I HV;I a;I j; İe@u@S @e;I B;I;I j;ñİLm q@u@R HC @k, A@e;I h;h;I L@ V;I;I amh L@ BI İe@SI h;h;I V;I;I @ç;I Lb;I öe@mC f;I;Z;u;I LI@a h@p k;I;uz B;I;I HMe I HN;@;I hR@I @;@uV;I@L Nm;I;u @h;I İL S@m X@ İc@u j;I h?"

qil' jilqef iS' ipi Lil' me, "I didi jef, Ljm i j' a#j iLR' M' e j' Le?"

p'oil a j ihioj a qCu j Liqm, "Le, M'uir hiLz"

qil' jilqef aqil Yij Mijil' cMijCu j Liq' me, "Ljbu M'R? I -k f's I'Rz"

aMe p'oil a j hTm, Ljm Mijil' Lbj aqil j' eC iRm e jz

qil' jilqef i'r ü' Liq' me, "H-ph' ai j i'm j Lbj euz Bij' aj j' cl f' nhjh' L kacj Sile, lale' k Hacy ph h'sjh' is i j'm h' i' pe ai' ai Bjil j' e qu e j--aj' L' cM' m j j'e' ol j e n' i' z' quz' aj jil BSLjmLil i jh' Nial lale kic ph Sje' a f' i' e ai q' m Lf hm' he h' m j' c' i' m z"

qil' jilqef i Lbj i mr' Evi Lf aq j p'oil a j h' a h' i' L liqm e jz f' i' j' v j' j' a' i' L' i' m' l Se f' aq jil j' e i j' d' e p' w' L' i' Q B' i' p' u' i' Rm z' N' i' j' i' l p' i' q' a aq jil p' d' a' L i' e a j z' p' i' d' i' z' Ø' æ' f' d' i' ol p' d' a' l p' i' q' a p' j' e L' i' l' u' j H' j' e a' i' j' H' L' v' i' A' f' h' i' c' l L' v' i' r' k' aq j' c' l E' f' i' s' a' f' i' l' H' L' b' j' p' L' M' e' j' i' Q' z' i' c' L' e' i' z' p' c' S' e' f' qil' j' i' l' q' e' f' i' h' e' j' i' s' z' a' p' L' h' a' q' C' u' j' f' i' s' m' z' i' L' z' o' f' l' r' z' c' q' i' a' l' L' i' s' g' i' m' u' j' p' M' i' s' i' q' C' u' j' h' i' p' m' H' h' w' qil' j' i' l' q' e' f' i' j' a' m' l' i' c' l' Q' i' m' a' m' u' j' Q' i' l' q' m' z

N' i' j' i' l' L' b' j' m' C' u' j' p' j' e' i' j' d' e' L' i' q' i' j' L' i' R' L' i' e' j' m' < j' i' j' i' m' h' e' j' C' q' j' j' a' i' j' d' e' p' i' Ø' b' l' L' i' l' m' H' h' w' L' i' q' m' j' j' i' p' a' j' S' i' e' L' i' m' N' i' j' j' e' h' i' h' H' p' i' R' m' e' z' a' j' i' l' p' A' B' m' i' f' l' i' h' o' u' i' v' B' j' i' l' j' e' l' M' h' A' i' d' L' i' l' L' i' h' o' p' i' R' m' p' c' S' e' f' B' i' j' M' i' h' i' l' i' L' b' j' i' m' c' i' N' u' i' R' m' j' z' a' j' b' i' L' m' L' i' m' A' e' l' L' b' j' ö' e' a' f' e' z

qil' jilqef' k' j' e' L' b' j' ö' e' a' Q' i' e' N' i' j' i' l' L' b' j' i' m' l' a' j' e' i' v' e' q' z' i' i' s' z' i' L' b' j' ö' e' a' c' a' j' i' l' B' L' i' r' i' j' N' i' j' i' l' j' a' m' i' s' z' i' L' b' j' a' j' e' p' l' m' j' p' l' p' q' C' u' j' h' i' j' S' u' j' J' a' w' e' j' N' i' j' i' l' p' c' j' a' m' h' i' j' h' i' k' e' H' L' S' e' f' i' a' f' r' B' R' ; aq jil ihl' i' u' N' i' j' i' L' h' m' c' m' s' i' c' L' i' l' a' a' R' z' k' i' q' i' j' j' i' e' e' j' aq jil' c' n' l' p' j' e' i' c' a' Q' i' u' i' l' z' o' k' j' i' e' aq jil' l' p' L' f' h' i' m' h' z' k' i' q' i' m' C' u' j' N' i' j' i' l' E' s' S' e' j' qil' j' i' l' q' e' f' a' q' i' a' p' c' f' y' n' E' c' i' p' e' z' h' i' p' p' j' i' S' i' m' i' l' k' i' c' l' q' z' p' j' i' S' i' p' i' q' a' e' j' i' j' i' m' u' j' i' e' S' i' j' a' m' C' u' j' b' i' l' aq i' a' a' j' i' l' B' z' i' l' l' r' i' i' l' R' e' e' i' c' a' j' i' l' i' e' S' i' i' f' i' u' s' e' i' m' l' p' i' q' a' a' j' i' l' i' h' i' R' e' c' l' L' i' e' j' L' i' z' e' j' O' i' v' m' c' i' a' l' e' i' e' i' Ø' Q' z' i' b' i' l' e' z' H' C' S' e' f' N' i' j' i' l' p' A' B' m' i' f' L' i' l' u' j' a' j' i' l' q' e' u' m' n' j' a' e' l' p' f' i' u' e' i' z' C' q' i' l' f' i' qil' j' i' l' q' e' f' k' M' e' c' A' e' i' h' L' i' l' m' e' N' i' j' i' c' p' o' i' l' a' j' i' l' j' e' l' A' i' d' L' i' l' L' i' l' u' j' R' a' M' e' c' N' i' j' i' l' L' b' j' h' i' a' l' i' a' j' i' l' L' i' R' B' i' j' h' i' n' A' i' i' Ø' L' i' q' i' l' a' m' i' j' i' n' m' z' p' o' i' l' a' j' B' i' b' i' l' i' h' o' u' p' c' f' y' n' ü' d' f' e' H' h' w' j' a' i' h' n' i' p' B' o' i' z' p' c' f' y' n' ü' a' z' H' C' S' e' f' p' o' i' l' a' j' L' i' e' j' i' c' l' i' c' u' j' qil' j' i' l' q' e' f' p' h' i' a' j' i' h' B' u' s' L' i' l' a' f' i' e' e' j' c' A' b' Q' p' o' i' l' a' j' c' h' o' h' u' p' qil' j' i' l' q' e' f' i' H' L' i' v' j' a' e' A' h' m' d' e' H' C' L' i' z' c' p' o' i' l' a' j' i' l' f' i' a' f' i' n' h' i' h' R' i' s' i' B' i

Liqi; Li;ejfLi BidLi qij;iqefl leaj;1 hr; Lili; ai; qij;iqefl
LhmC j;e qCa mijNm Nij; BNi;Nis; pjUC L;ej a; aqil Bpm j;el mrE
Li;ej;Lj Rm p;ai; IQš BLoV Li; Hje-iL, p;ai; leSI k ihoupçfiš B
aqil flaj j;Mei i; Nij; m; a; B h;imuj qij;iqef l;ofej Lila mijNmez Nij;LC
qij;iqef a;ij; f;je n;e; l;obl Lili; aqil; h;id; ich;il Se; j;e j;e L;il hij;du;
c;js;Cmez

p;ai; h;is;a BS Nij;il k;Chil Li;ej Lbi IRm ej, Li;ej Li;LJ IRm ej; iL;0
Nij;il üi i;h; i;ad; i;SlepV; Aa;L;1 L; j; p; kMe iLR;a fhš qu aMe p; p;0; p; IQ;çC L
ej H;Lh;il af;il j;a; p;S; Qimuj k;uz

BS f;axLi;em p;ai; 0; iNu; Nij; kMe Eim aMe qij;iqef f;S;u fhš IRmez
p;ai; aqil h;iph;il 0; Vih;mi EfLi;il hC M;aj Li;NS fi; ia fil;f;ilV Lili; -R;Cu;
i;im;aIRm, Hje p;ju p;afn B;pu; kMe Mhl i;cm N;h;h; B;pu;Re aMe p;ai; ih;no
ih;ju Aes; h; Lilm ej; p; ke j;e Lili;IRm, BS Nij; B;ip;h;

Nij; Q;L;a h;pu; Liqm, "noLi;em i;heu Bj;çl a;N Li;em?"

p;ai; Liqm, "Le, a;N Li;em Le, i;ale a; h;ip;pj;S k;N ce; le?"

Nij; Liqm, "h;ip;pj;S h;il;u N;em i;ale HI Q;u Bj;çl h;in Li;R b;L;a;ez i;ale
i;ç;pj;S;L BL;S d; B;Re h;mc H;L ph; Q;u h;in f;se Li;Re; HI Q;u Bj;çl
pj;S;L p;ç;f;N;ex;L;ia i;cmC i;ale i; i;em; Li;a;ez"

p;ai; j;el j;de; HLv; Li;We h;ce; f;Cu; Liqm, "B;fle pj;S;L Hje Alanu HL;ç;1
L; ce;Me Le? pj;S;I Ef; B;fle k; Ha h;in ih;ip; ob;fe L; h;in e; ki; ap;nar
f;ç; ü; j; ih;L? ej, A;eLV; le;SI Ef; S;il f;u;N L;e?"

Nij; Liqm, "HMeLi; Ah;ob;u HC S;il f;u;N Li;v;ç; k; ü; j; ih;Lz f;ç;ul ef;
যখন মাটি ঢল;a b;L aMe f;fa;L f;ç;C f;ç;ul Ef; h;in L; S;il i;ç;a quz HMe k; Q;il
i;ç;LC ih;il;h;at, p;ç;Se; Bj;çl h;il;E Hhw h;h;q; HLV; h;is;h;is; fl;in f;uz p;v;
Aü; j; ih;L euz"

p;ai; Liqm, "Q;il i;ç;L k; ih;il;ü;aj; c;M;Re p;v;L B;fle BNi;Nis; Ae;ju Hhw
Ae;h;ne;L Le j;e Li;Re? pj;S; k;ic; Li;em; N;ia;L h;id; ç;u a; q;em pj;S;L h; a;ghat
f;ç;ac; q;h;"

Nij; Liqm, "Li;em; N;ia; q;R; S;mi; YE;ul j;a; a;L X;P;il i; p;a; b;L, iL;0 p;C
i; p;e;L ü;f;Li; L; e;Cu;ç; k; X;P;il La;h;e; B;ij; a; j;e Lili; ez a;mi; m;e; Li;R;il; ej;
pj;S;I i; i;em; ½ B;ij; iLR;ç; ih;Q;il Lili; ez p;il;L; ih;Q;il Li; Ha;C p;ç;S; k;, HMeLi; Li;em;
ç;em; h;R;il; h;im;L;J ih;Q;il L; q;u; E;W;R; iL;0 n;š; q;R; p;N;e; i;Slep;L n;ü;il; ç;ia; p;N;e;
i; i;h; c;M;a; f;ju;ç;"

p;ai; Liqm, "n;ü;il; a;il; B;il; iL; Lhm; p;af;LC; f;ç;? a;ç;a; L; il; b;ç;L;J; a;
B;il; Aih;Q;il; N;ç;Z; Lili;? B;ij; B;fe;L; HLV; Lbi; i;S; i; p; Lili;, B;il; iL; f;ç;ç;im;L;aj;L;J

nŪ; LI^a fiil? Bfiē IL H-pj Ū' paē h^mC İhnāp L^ae?"

Ņi; HLV^mile Q^f Lİu; biLu; Liqm, "Bij ^aajⁱL İWL paē LbiVi h^mji Q^o; LIhz Bij ^aNisi^aC H-İm^aL paē h^m d^a İe^uiRz u^ai; f^u pw^ui; p^a H^aC İh^ad B^R h^mC Hhw H^aC İhⁱ; Ū LaL-İm Aaf^z p^ui; k^š f^uiN LI; kju hm^İ আমি তাড়াতাড়ি H^aC Shih İc^u hⁱp İez dj^Ń p^o Bji İe^S Lⁱe; İh^{no} pⁱde; ^eC, İL^z pⁱLⁱ f^S; Hhw f^zİmLaj ^k HLC, j^šaİf^S; ^aC ^k i İš^za^S HLIV QIj fiIZia ^eC, H Lbi Bij İeaj^z Ai İU' h^Qeİ j^ai QⁱM h^S BJSi^a fiLh eiz İn^of pⁱq^ae, Hje-İL, İh' j^e Ćaqi^pJ j^eol L^of^eh^İšİ Øbje B^R, HLj^æ dj^Ń j^de aİ Lⁱe LⁱS ^eC H Lbi আমি স্ব^eLⁱ LIh eiz dj^Ń j^deC j^eol pgm h^İšİ Q^šzⁱ fiLinz BjⁱCⁱ ^eCⁿİ j^šaİf^S; j^u ' je J i İš^z p^a L^of^ei; pⁱçjme q^hi; ^k চ^š হ^uR ^pvⁱa L^aC BjⁱCⁱ ^eCⁿİ dj^ŃIL j^eol LⁱR Aef^e ^eCⁿİ Q^u p^çf^zİal paē q^u J^W İe?"

p^oİa; Liqm, "NĒp ^ai; j^z j^ai j^šaİf^S; İRmz"

Ņi; Liqm, "p^mieLⁱ j^šaİ^a j^eol L^of^e; p^zk^İid^aL kaVi Bnū L^aİRm ' jei İš^zL aaVi euz BjⁱCⁱ ^eCⁿ L^of^e; ' je J i İš^z p^a Ni İl^of Sİsaz BjⁱCⁱ Lb-İjⁱC h^mi, qⁱfⁱh^İa^fC h^mi, ^Lhmj^æ İlaqⁱpL f^Sİ İhou eu, aİ j^š মান^šol İQⁱz^e aš^İ j^el İf İ^uRz ^pCSe^fC İj^fi^pCⁱ, Qae^f^eCⁿİ i İš^z HC-pj Ū' j^šaİL Ahm^oe L^a fiLⁱn f^uRz i İš^z Hje HLizⁱ fiLⁱn NĒp-^ai; jⁱ Ćaqi^p L^a ^eC^m; İc^uR?"

p^oİa; Liqm, "Lⁱmⁱ fiLha^feİ p^a p^a dj^Ń J pjⁱSⁱ Lⁱe; fiLha^fe Bfiē H^aLhⁱ ūfLⁱ LI^a Qⁱe e;?"

Ņi; Liqm, "Le QⁱCh e;? İL^z fiLha^fe ^ai; fiNmⁱlj q^m Qm^h eiz j^e পরিবর্তন মন^oaİ f^oC ŌV--^Rmj^e ^azⁱ h^S;ⁱe^o q^u J^W, İL^z j^e ^ai; qWⁱv L^zİhsⁱm qu eiz i; lah^oİ fiLha^fe i; lah^oİ f^oC qJu; QⁱC, qWⁱv CwⁱİS Ćaqi^pİ fb dⁱm BNⁱNⁱ; pj Ū' f^m J İelb^İL q^u kⁱnz ^eCⁿİ nİš^z, ^eCⁿİ İnk^İ, ^eCⁿİ j^deC pⁱ' a q^u B^R ^pC^v Bij ^aajⁱCⁱ S^eihⁱ Se^fC Bjⁱ S^he EvpN^İ L^aİRz Bjⁱ Lbi h^a fⁱR?"

p^oİa; Liqm, "qy, h^a fⁱİRz İL^z H-ph Lbi Bij LM^e; f^šİ^oİe İe Hhw i; İh İez ea^e SjuNju İN^u fs^m M^h Øf^o İS^epⁱJ fiLQu q^a ^kje İhm^o ŌV Bjⁱ ^aajⁱe q^uRz ^hi; d qu Bij Øae^fmⁱL h^mC Bjⁱ Efmi^İ ^a Sⁱİ f^zQ^uR eiz"

Ņi; İim^u; EİWm, "LM^e;C eiz Bij ^ai; A^eL f^zİ^oL Sⁱİe, HC-ph Bmⁱf-B^m;Qe; Bij aⁱCⁱ p^a A^eL İce d^a L^a BpⁱR, aİ; İexp^wİWL L^a h^p B^R aİ; M^h h^oT^R; İL^z Bij ^aajⁱL İeŌQu hmⁱR, ^aajⁱ j^el pj^e a^İ BS ^kiV ^eC^m ^a fⁱİR aİ; HLIV ^miLJ aİ HLV^z ^eC^m İez ^aajⁱ j^de ^pC Ni İl c^İniš^z B^R ^p Bij ^aajⁱL ^eC^mC Aef^e h L^aİRm^İ; ^pC^Se^fC Bij Bjⁱ HaLⁱmⁱ q^eul pj Ū' Lbi İe^u ^aajⁱ LⁱR H^piR, Bjⁱ pj Ū' S^he^L ^aajⁱ pj^e ^zİm İc^uİR, İLRj^æ pw^aLⁱQ ^hi; d

Lil lez"

pOlla a; Liqm, "Bfle Aje Lel kMe hme Bjil jrel jdf i jil HLV; hflma; hnd quz Bjil LjR bL Bfle Lf Bni LIRe, Bij ail Lf lca fill, Bjil Lf LjS LIa qn, Bjil jdf k-HLV; i jil Bhn BpR ail flin k ILILj Bij ILRc hfa fillR ez Bjil LhmC i u qa bil Bjil Efl Bfle k lhn p R MRe p fir pjUc i m hm HLice Bfeil LjR dl; fcsz"

Nij; g ONnel Lr Liqm, "pMi e i m Lbjj ecz aijil li ael k Lahsi nis2 BR p Bij aijil cimu chz aij ilRjæ EvL j j e Mij ei-- aijil k kNfai p flin Lel amhil i jil Bjil Efl Iur, Bjil Efl aij lei M Lelz"

pOlla a; Lje; Lbi Liqm ei, ilz lei M Lila aqil k ILRc hijl eic Lbijv lexne hfs2 qCmz Nij; J Of Lilu; liqm, Oel AelrZ Lje; nec liqm eiz hijl qel Nim a fdej-hipe-Jujm; ifaml fje Tel Tel ne Lilu; ael pCj M lcu; qijL a qijL a চলিয়া Nmz

qil g jilqef aijil fSjilqL no Lilu; filnimju kicairmez pOlla a; lexne Oel k Lje; ml BR aqil aijil j eJ qu eic; ilz Oel lcl qWiv Qilqu; qil g jilqef kMe cimome pOlla a; J Nij; Of Lilu; hipu; i jilhaR, Ei u Lje; filil inojm; fjæJ LilaR ei, ame HL j qfa aijil e2di InMi hpl afkl; ke lhccln N Simu; EilWmz BalpwhlZ Lilu; lale ael cjs; Cu; Xjil me, "l; dil; jef"

pOlla a; EilWu; aijil LjR Bjp m lale jcu; Liqme, "BS HL; cnf, Bjil nlf i jmi ec, kj aij l; j; Oel Inu Eejev; dl; j N--Bij aarZ N h h h LjR HLV=hipz"

pOlla a; j; jil i jh cimuj Ecilhn aqcu; l; j; Oel Qimu; Nmz qil g jilqef Oel fhn Lila Nij; aijil flzj Lil m lale Lje; Lbi ei Ljqu; QilL a hipmez ILRrZ Wv Qilfu; Of Lilu; bilLu; Liqme, "a; a; h; h; h; p eJ?"

Nij; Liqm, "ejz"

qil g jilqef Liqme, "Bj; cl lq; pj; sL a; a; j; e?"

Nij; Liqm, "j; le h; l; z"

qil g jilqef Liqme, "a; a; j; il H Lf ilj h; h; q; il?"

Nij; qil g jilqef Ali k; N ILRc h; T a ei filLu; Of Lilu; aijil j M lcl Qilqu; liqmz

qil g jilqef Liqme, "l; dil; jef hup qur, aijil; ai JI Baflu eJ--JI pA aij; cl Ha Lf Lbi! J g u; j; e, Oel L; SLj N Lih, JIC hi H-ph Lbiu bilhil cilil Lf? Ja k JI je Aef lcl leu kuz aij ai ' jef ml, cnpu pLmC aijil fhwp; Lel, ilz H-ph Bj; cl c; h L; h; h; j; Rm, BI Ljeun; Oec hi m m!"

Nij; qWiv HLV; j U' di, i f; cmz pOlla a; pda Hje Lbi k Lje; fr qa EilWa fil aqil p ilz j Lel eic p HLV= Of Lilu; bilLu; Liqm, "Cle h; ppj; s BRe,

hljhl Hyl HCl Lj pLml pA lj nA cMIR, pCSef Bjil ILRaj e qu lez"
qil g j l qef Liqme, "BjRi, I equ h j p p j i S B R, ILz a j a i H-ph LM e i i m i
h m i e j a j i l L b i o e B S L i m L i l L a m i L i Q a e f q R, B I a j i l h h q i l H I L j
q m m i R L a j i l j j e h R e? H C- k L i m l i l e f k l j J I p A a j L b i L u N m,
a j a J a j i l L b i n o q m e i -- B h i l B S p L i m C H p R! p L i m b L J B S e i N m
i j s i, e i N m l a j 0, B S H L i c n f l i c e B j i L k H L V a p i q i k e L I h a j J I j e q m
e i -- H J I L f I L j i n r i q R! a j i l c i l e S I 0 R J a i g u B R, a j c i l e u I L p j U
L i S L j n h a L a j H C I L j i n r i l q R -- e i, B I -- L E i c m a j i i m i h i d L I?"

N i j i l a l g H-ph L b i l L i e i E s i I R m e j p L h m L i q m, "C i e H C I L j i n r i a C
j j e o q u R e h m B i j H y p d a I L R a h h Q e i L i l l e z"

qil g j l qef Liqme, "J k i n r i c f u b i L u k a l c e B j i l L i R B R B I B j h y
B i R H-ph Q m h e j J L B i j A e L V i i g i l u H e i R z J k M e f n h i h h i s a i R m a M e C
a i B j i l p A l j h J i q c q u N R I h E W i R m z a i l f H h i s a H p a j i c i l h e u l
p A L f S j l e L f p h L b i h a l q a m i N m, B h i l p h E m v N m z l a l e a i B S h i p 0 i h u
L i a k i R e z k i L u A e L L e i h e u L a i l h c j u L হি তার পর q i l e h i h h m H L i V
m i L B p a; p H m C B i j l i d i j e f L i e u B j i l E f l I 0 R h p a j, p B I B j m f m
e j H j l e L A e L c x M J I B S L i m B h i l k e H L V a j l a i g l R h m h i d q R z H
h i s a H p J B h i l p L m l R y J u i M a B i n L i I R m, L i m c M m j p V i h a L R z L i m
l a j 0 i b L l e S I i j a l e S C l e u N m, h q i l j L S m B e a h i Z L i c m z H M e, h i f i
a j i l L i R S i s - q i a B j i l H C l j e l a, a j i l j J L B I j i V L i a n a s a n a B j i l
k - L E i R m p h j T l L h m I H L i V a H p W L R, J I J i W L B f e h m a B i j R i s i
B I L E e c z J L a j i l i R s c j z J c i 0 R B i a i Y I h s i h s i g u B R -- I
m i h z e B R, m f m i B R, a i j J h u j a f, f s i o e i L R; k i c a j i l I L R a h m h i l b i L
J c i L i R i n u h m i N, L E a j i l j j e i L i n a"

N i j i H L h i U i n a q C u i h i p u i l i q m z q i l g j l q e f I L R z Q f L i l u i b i l u i f e l j u
L i q m e, " e h c M i, J L a i l h u b i J u i L i a q h, h u p a i k b o q u R z a j i l h m J
i Q l i c e H C I L j B C h s i q u C b i L h? N q d j n L i j i a i g u j j e o l c i L i l z"

p i d i l z i j h H p d a N i j i l L i a s a n a y h i l n a -- a i q i l J H C j a h v z I L z p o i l a i
p d a l e S I j a L p j e j e J L M e i f t u i N L i l u i c M e i c z p o i l a i N i q z e q C u i L i e i -
H L N q o b - 0 R I A z x f o i L a j u l e k s B R H L o f e i a i q i l j e J J W e j k e p o i l a i
B S J k j e B R h l j h l i W L H j l e c b i l L h z

N i j i i S' i p i L i l m, " B f e i l h e i T I l h h q l L b i I L R a i h R e e j i L?"

q i l g j l q e f L i q m e, " i j h a q u h i l, B i j e i q m B I i j h h L?"

N i j i f n A L i l m, " i q c p j i S I L J l i h h i q q a f i l h?"

q i l g j l q e f L i q m e, " p Q o j a i L i a q h z J k i c B I N i m e i L R, h n i W L j a Q m,

a; qm J^l hn Qim^u lc^a f;lh^z p B; j^e j^e ph iWL L^l l^l MIR, Halce JI
kILj Nial IRm p;qp L^l ILR^aL^l EW^a f;il lez HMe B;hl c^ace b^l c^lMIR JI j^ev;
elj q^u Bp^r, a;C i l; p; q^uRz"

N;lj i jhm, H p^oa B;hl hn ILR^aIS' ;p; L; EIOa eu, iL^o ILR^aac b;il^a
f;ilm e; f;h^lLil m, "f;ae iL L;E^l j^e j^e iWL L^lRe?"

qil^lq^lqef L;iq^{me}, "a; L^lIRz f;aeIV hn i ;m;C-- Lm;ip, B;hl R;V; c;hlz iLR^lce
qm a;il hEIV j;lj; n^r, j^eel j^a; h^s; g^u f;ju le h^mC Halce h^p B^r, eC^m p
R^l ki p^oa f;ju? l;dj;lefl p^a iWL j;e;h^z"

j^eel j^{de} N;lj;il kaC R^o g^lV^a m;ilNm aaC p Lm;ip^l p^oa f;h^lLil t^l নাগিলা
qil^lq^lqefl c;hl^l j^{de} Lm;ip^l leSI ih^{no} k^aA iLR^l m;f;S; L;il u;IRm--
Lac^l, a;q; qil^lq^lqef h;im^a f;le e; e; f;il h;il j^{de} a;q;ilC ih^ael h;imu; M;ila B^r
N;lj; f;il^l j;V;V; i h;il^u pc^l c;M;il^l L;il h;il p;ju Lm;ip^l H;e B^okn^l Cw;il^l S; i ;o;ju
p;ju^l i m;imu; i cu;ilRm k, f;il^l B;f^l l;e^lHL h^s;h;h^a u^u B;pu; ac; L;il u;
iNu;ilR^{me}z Cq;^a N;lj;h;ip^l pL^mC Lm;ip^l r;ja;ju ih^oju Ae^l h L;il u;Rz Ha Inr; p^l
Bq;il d^l Lm;ip^l le^o; iLR^l j;e q;ip qu e;Cz

Lm;ip^l Clah^s p;ju^l h;im; qC^m N;lj; E;Iwu; c;js;Cm, qil^lq^lqef^l f;Z; L;il m Hhw
L;le; L;e; h;imu; O; qC^a h;il q; Cu; N;lmz

ip;js i cu; N;lj; kMe f;A^z e;lj;u; B;ip^aR aMe f;A^zl Af;il f;il^l f;ilN;im;ju p^oil a;
L^l h;e;f;a IRmz N;lj;il f;cn^e o^{leu}; p a;il L;il B;ip; c;js;Cmz N;lj; L;le; iC^l
cl^of;ja e; L;il u; h;il q^l Q;imu; N;lmz p^oil a; HLIV cl^onen^l g;imu; f;el;ju f;ilN;im;il L;il^s
B;ip; il^l qCmz

N;lj; N;iml^l g;il^l L;il B;ip^aC q;il;eh;h^l p^a a;q;il c;M; qCmz q;il;eh;h^aHLV^aq;il;pu;
L;iq^{me}, "BS pL;il^l k!"

N;lj; a;q;il L;le; E^l L;il m e;z q;il;eh;h^a f;el;ju HLV^aq;il;pu; IS' ;p; L;il^{me}, "JM;le
iNu;ilR^{me} h^lT? p^oil a; h;il^s B^r a;?"

N;lj; L;il qm, "q;yz" h;im;C p qe^lqe^lL;il u; Q;imu; N;lmz
q;il;eh;h^a H^lh;ilC p^oil a;il h;il^sa Y^lLu; l;æ;O^l j^sa;il i cu; a;q;il^l c;im^a
f;il^lme; p^oil a;il f;im;Ch;il fb IRm e; j;il;J leL^l h;ime e;z

q;il;eh;h^aIS' ;p; L;il^{me}, "N;lj; q;eh;h^l p^a HC j;e c;M; qmz lale HM;leC HarZ
iR^{me} h^lT?"

p^oil a; a;q;il L;le; Sh;h e; L;il u; qW;v q;il;L;il^s mCu; Aa^l h^l qCu; E;Iwm,
খন এখন তাহার নিশ্বাস g;im;h;il AhL;il e;C HILj i ;hV; S;e;Cmz iL^o q;il;eh;h^a a;q;^a
le^l qC^{me} e;z lale O^l h;il q^l pC f;A^z c;js;Cu; L;il h;il B;il L;il u; iC^{me}z
qil^lq^lqef ip;js l;il B;ip; c^l-lae h;il L;il^{me}, a;q; t^o ki h;je; g;im qCm e;z
qil^lq^lqef q;il;eh;h^l p;C;M^l B;ip^a f;il^lae, iL^o lale le^oQu h^lTu;ilR^{me}, HLh;il k;ic

İale qil jehih pçj M hijl qe añ H hijse HC Ecñ nfm kh LI Acñ Evpq qC a
İale Hhw pÖll a; Ljb; Bañ r; Lİ a fıl ñe e; HCSeñ qil jehih R;u; cİM mJ İale
HaV; fİl j;Z Öj V; V;leu; ce k a;q; a;ç; h dñu pJ a;ç; f r Alaİ Š' hİmu; NZE
qC a fıl az

qil jehih Lİq me, "pÖll a; , a; j l; L;jeÜlc L Qm R h m; cİMz Ljb;u İN u f y R;ñ?
ñ; d qu ö e R mİma; j p A İheuh;ñ İq;ç; a İh u qñ? a; j S;e HS eñ L c;uñ?"

pÖll a; j İeLV L; e; EŠİ e; f; Cu; qil jehih ü l ea Lİl u; Nñf l i; ñ Lİq me, "c;uñ
a; j z"

qil jehih j e L İR me, Hah s; HLV; p;w O; İaL Aİ k; Nİ B O; a pÖll a; p qñ Lİ a
fıl ñ e; j İL z 0 p İhe; h; LÉñ u L; S Lİ a m; İNm cİM u; İale ü l B; j Nñf l Lİl u;
pÖll a; j fİa a; ç; a Sİ eñ f; p; İl a J Lİç fa Lİl u; Lİq me, "pÖll a; , Bİj B; h; l h mİR,
c;uñ a; j z h LI E f X; e q; a İ M İL h m a f; l k, HS eñ hİppj; SI L; R a; j; L
A fİl dñ q a qñ e; j?"

pÖll a; Ee; e l E f e f ñ a m l L s; Q; f; Cu; İcm Hhw e am Qsú h s ú n e Lİl a
m; İNmz

qil j e hİm a m; İN me, "a; j C İheuh;ñ L Hhw N; j; j qeh;ñ L a; j; c l O R H e R Hhw
a; c l Hac ş f k İ; 1 fñ u İc u R k, BS a; j; c l hİppj; SI p j Ü' j; eñ h a c l Q u H l;
c S e c a; j; c l L; R h s; q u E W R z a; j g m L f q u R c M e a f İ R? Bİj İL fİj
b R L C hİl hİl pİhd; e L İc C İe? BS L f q m? BS mİma; j L L İeh S L İñ? a; j
i j h R mİma; j E f l İc u C İh f c l A h p; e q u N m z a; j euz Bİj BS a; j; L pİhd; e L İ
İc a H p İR z H hİl a; j; j l f; m; z B; S mİma; j c ÖM e; j u a; j İe Ö u c j e j e A e a; f L İ R,
İL z 0 H; e İc A e l a c ş İ H p R k İc e İe Sİ A d x f a e a; j A e a; f; j; e J L İñ e; j İL z 0,
pÖll a; , H M e; g İ h; l p; j u B R z H L h; l e; ñ e c M; , H L İc e L a h s; j q v B nİl j dñ
B j l; c S e İ j m İR m; j -- B j; c l p j e S h e l L a İñ e L f E < İ n İ R m, hİppj; SI i İhoñ v
L f E c; l i; ñ C f; p; İl a q u İ R m --- B j; c l L a p w L Ö f İ R m H h w L a f; b u B j l; f İa İc e
p w N İ q L İ R ! e p - p j Ü C İL e ø q u R j e L I ? L M e; C e; j B j; c l p C B nİl e r e B S J
a; j İe f İ u a q u B R z H L h; l j M İ g İ l u L h m Q; j z H L h; l İ g İ H p; z"

aMe g v; 1 a m l j dñ A e L M İe n; l - a l L İ l R; j; L Ü R e y L Ü L İ l a İ R m H h w M; j; İc u;
pÖll a; a; ç; L İh İd j a e; j; İc a İ R m; k M e qil jehih a; ç; j B q; e l g m S İeh; l S eñ Q f
L İl me a M e p Öll a; B - e l E f l q C a L s; e f Q e; j; Cu; j M İ g l; C m H h w c t ü l L İ q m,
"Bİj İq;ç; z"

qil jehih H L h; l q a h; Ü q C u; L İ q m e n, "a; j İq;ç; z"

pÖll a; L İ q m, "q y, Bİj İq;ç; z"

hİmu; L s; B h; l E e; e Q s; Cu; p ñ N M; j; } - Q; m e; j u f h S q C m z

qil jehih r Z L; m d; , i p; j m; Cu; m Cu; a fñ u L İ q me, "N; j; j qeh;ñ a; j C h T p L; m

“eC, pãí eC, @ajj@L cfr; ícípR@me?”

p@íll a; j#M e; ígl;Cu;C Líqm, “q;ý, BÍj a;ýL L;R @b@LC cfr; íe@uÍR, íale Bj;il -l;?”

q;il;eh;h#HL L;íM íe@S@LC p@íll a;il -l; ím;u; S;íle@aéz BS kíC p@íll a;il L;íR íale öle@aé @k, @p @N;il;@L i;íM;h;í@p a;íq;í@a a;íq;il @aje Lø qCa e; íL;@ a;íq;il -l;í AíD;L;il BS @N;il; L;íS;u; mCu;íR p@íll a;il j#M a;íq;il H Lb;í @n@ml j@a; h;íSmz

íale Líq@me, “@aj;il -l; kah@s;í @m;íLC @q;íe-e;í @Le, a#j íL j@e LI íq@p;S @aj;íL N@qZ LI@he?”

p@íll a; Líqm, “@p Lb;í BÍj h#T @e, BÍj p;íS;í S;íle @e, BÍj S;íle BÍj íq@p;S”

q;il;eh;h#Líq@me, “a#j S;íe Halce a#j Aíh;h;íq;a í@uR @Lhm;í@e H@aC íq@p;S @aj;il S;ía íN@uR?”

p@íll a; Líqm, “@p Lb;í íe@u Bfíe h;í; íQ;í LI@he e; íL;@ BÍj Bfíe@L hmÍR BÍj íq@p;S”

q;il;eh;h#Líq@me, “f@í nh;íh#d L;íR @k djíN;r;í @f@uÍR@M a;íJ @aj;il eae -l;í f;í@ul a;íu íhpS@íe íC@M!”

p@íll a; Líqm, “Bj;il djíN;í B;íu A;íKíj;í S;í@e, @p Lb;í íe@u BÍj L;í@í p@Á @L;í@e;í B@M;íQ;e;í LI@a Q;íC @ía kí@ Bfíe S;íe@he BÍj íq@p;S”

q;il;eh;h#aMe íeai;í' Aplqo#qCu; ím;u; EíW@me, “a#j kah@s;í íq@p;S qJ-e;í @Le-- a;í@a @L;í@e;í gm f;í@h e;í, HJ BÍj @aj;íL h@M k;íp;Rz @aj;il @N#í;íq;eh;íh#L íheuh;íh#f;íJ íez a#j íe@S@L íq@p;S íq@p;S h@M Nm;í g;íV@u j'@mJ @N#í;íh;íh#k @aj;íL N@qZ LI@he H;íe Bn;íJ @L;í@í e;í ínoí@L íe@u -l;íNíí LI;í p;íS íL;@ a;íC h@M @aj;íL 0@ íe@u 0íL@;í LI@he H Lb;í ü@f@í j e @L;í@í e;í”

p@íll a; íj@;h;í;í p;íU'í ím;u; íhc@í@h@N ígíll u;í c;íS;íCu; Líqm, “H-ph Bfíe Lf hm@Re!”

q;il;eh;h#Líq@me, “BÍj hmÍR, @N#í;íq;eh;íh#L;í@e;íce @aj;íL íh;íq LI@he e;í”

p@íll a; c@ Qr#cfc Líl u;í Líqm, “íh;íq? BÍj íL Bfíe@L ím íe íale Bj;il -l;í?”

q;il;eh;h#Líq@me, “a;í@a;í h@M Rz íL;@ @k Lb;íV;í hm íe @pV;íJ @a;í B;í í;í h#f@a f;íll?”

p@íll a; Líqm, “Bfíe k;íe HM;íe @b@ía @íM@L Af;íje LI@he e;í BÍj BS HC Bfíe@L h@M í;íMÍR--BS @b@L Bfíe;í p;í@e BÍj BÍ í;í qh e;í”

q;il;eh;h# Líq@me, “h;íl q@h Lf L@í h@M;í HMe @k a#j @S@e;í! íq@p;S jZÉl ApkíDfnÉl f;í! f@í nh;íh#d f;í@fí í í;í HCh;íl f;íNí qmz HC h@s;íhu@p a;íL L@aL;íj@í gm @í jN LI@a b;íL@e, B;í í;í íhc;íu qm;í”

p@íll a; pn@e íj@;í0@í c;íS;í há Líl u;í @í@S;í Efl íp;íu;í f;ísm Hhw j#M í j@dÉ B;í@ml L;ífs -íS;íu;í E;íRípa @e@íeí n@e@L f;íZf@Z íel;íU Líl m;í q;il;eh;h#j#M L;íM Líl u;í h;íq;il qCu;í @N@mez

qíll;íq;íeí Eí @ul L@b;ífLbe p;íU'í öleu;íR@mez BS íale p@íll a;il j#M k;íq;í öle@me

a;qi a;qi; Bni; Aafaz a;qi; hr 0gfa qCu; EİWm, İale Liqme, "qñ ei? Bİj k
HLj e Bjil Nifhōi I fSi Lİu; Bİpm; j p İL pj ÜC hb; k;Cñ!"

qİl j İqef avrZiv a;qi; fSiNq İNu; j SI Ef p;ø;A m;v;Cu; a;qi; W;Ld L fZj
Lİme Hhw BS qC a i;N B; j h;si;Cu; İcñe hİmu; fİanfa qCmez Haİce a;qi; fSi
ñ;LI p;ç;e;İ f n;ç;İ i;ñ İRm, BS a;qi; ü;ö;İ p;de-İ f dİaC Aaf; EN EŞç
r;ç;ad qCu; EİWmz

pøll a;il pçj ʘM ʘN;ij ʘk;je L;il u;ij Lb;ij L;il q;u;ij R H;je B;il L;ij q;u;ij i;ij L;ij R L;ij q;u;ij e;ij C;iz Halce ʘp a;ij q;il ʘn;ij a;ij c;il L;ij R i;e;S;il j;de q;C;ia ʘL;hm h;ij L;e;L, j; a;L, E;f; c; n;L h;ij q;il L;il u;ij B;ij p;u;ij R--BS pøll a;il pçj ʘM ʘp i;e;S;il j;de q;C;ia i;e;S;il C; h;ij q;il L;il m;z H;C B;il f;L;ij ʘn;il B;e;L, ød; n;iš;ʘa e;ij, H;L;V;ij I ʘp a;ij q;il p;ij U;ij j; a; J p;w;L;Ø;f; f;il f;ʘ;N; q;C;u;ij E;W; m;z H;L;IV ʘp;ij k;h;e; a;ij q;il S;f;h;e;L ʘh;øe L;il u;ij d;il m;z a;ij q;il a;f;p;e;ij E;f;il ʘke p;q;ij ʘc;h; a;ij; A;ij ʘh; ho;V; L;il ʘmez

H;C B;e;L B;h; ʘN;C ʘN;ij i;L;R;e; e;ij i;ij h;u;ij L;ulce f;il a;ij q;C; pøll a;il L;ij R B;ij p;u;ij R, i;L;ij ʘ BS q;il ʘ;ij q;e;f;il L;ij ø;le;u;ij q;w;ij v; a;ij q;il j;e; f;is;u;ij ʘN;M A;e;f; j;ij a;ij u;ij h;eu;L ʘp H;L;ice k;e;ø; i;al; u;ij J f;il q;ij p; L;il u;ij R;z B;S ʘke i;e;S;il A;ij a;ij i;e;S;il ʘp;C A;h;ø; b;ij j;ij ʘde c;ys;ij C;ia ʘc;im;u;ij ʘp Q;ij L;u;ij E;W; m;z A;ø; b;ij e; A;ij p;ij h;ia i;e;l;aa; h;e;iš;ʘ d;ij, i; M;ij C; ʘk;je d;sl;ij g;sl;ij L;il u;ij E;W; u;ij f;is; ʘN;ij;ij ʘp;C i;e;S;il p;ij U;ij n;iš;ʘa i;e;S;il p;ij Q;ae L;il u;ij a;ij m; m;z ʘN;ij;ij h;ij h;il H;C L;bij f;D;ij L;il u;ij B;ij p;u;ij R ʘk, f;ib;h;e;ʘa A;e;L f;h; m; S;ijal H;L;h;ij ʘ d;ij p; q;C;u;ij R; i;ij la ʘL;hm;ij øe p;w;ij C; ʘL;hm c;ti i;ij ʘle;u;ij f;ij me L;il u;ij C; H; a;ij n;aj;e;f;il f;il a;L;ij m; p;w;ij ʘa;ij B;S f;kl;ij B;f;e;ij L; h;ij q;ij C;u;ij B;ij p;u;ij R;z ʘp;C i;e;u;ij L;e;ij f; ʘN;ij;ij n;ib; m;e; u;ij f;il L;il ʘa; Q;ij e;ij ʘN;ij;ij h;em, i;ij la h;em B;il-p;ij U;ij m;v;f;ij v; q;C;u;ij k;ij C;ia R, i;L;ij ʘ a;ij q;il ʘk f;ij z;f;ij ʘo;L ʘp H;C-p;ij U;ij L;il u;ij e;u;ij p;w;ij C;ij j;ij ʘde f;ij R;e; L;il u;ij i;ij M;u;ij R;e; a;ij q;il N;ij ʘL;ij e;ij A;af;ij Q;ij f;ij i;ij S;f;ij ʘo;ij q;U;ij r;f; L;il h;ij p;ij d;e;C; e;ij C;iz k;alce B;ij i;ij f;il S;ijal A;de q;C;u;ij B;ij R a;alce i;e;S;il c;il i;e;u;ij L; c;ti L;il u;ij j;ij e;ʘa q;C;h;z H;M;e; i;ij m;ij ʘk-ih;Q;ij i;ij p;ij u;ij e;uz ʘk h;e;iš;ʘ ʘp;ij ʘal V;ij e; f;is;u;ij j;ij a;ij f;ij j;ij ʘM i;ij p;u;ij k;ij C;ia R ʘp k;ij q;il a;ij i;ij C; i;e;S;il d;il u;ij i;ij M;e;ʘa f;ij a;ij q;ij C; B;ij L;ij S;ij C;u;ij b;ij L, ʘp i;ij S;ie; p;ij V;ij p;ij C;il i;L L;ij n;e; ih;Q;ij L;ij e;ij ʘN;ij;ij h;ij h;il H;C L;bij h;im;u;ij B;ij p;u;ij R, B;S;ij C;ij C; a;ij q;il h;im;h;ij L;bij q;il ʘ;ij q;e;f;il ʘp;C ʘN;ij;ij k;M;e; B;Q;ij Z;ij i;e;ʘ;ij L;il ʘme a;M;e; N;S;ij S;L A;ij ʘn; ih;U; L;il m;z

ʘN;ij;ij k;M;e; h;ij s; B;ij p;u;ij ʘf;ij R; m; a;M;e; a;ij ʘ;ij p;çj ʘM i;ij U;ij E;f;il ʘh;ij f;ij la;ij ʘM;ij m;ij N;ij ʘ j;ij q;ij a;ij j;ij L; M;ij C;ia i;R; ʘmez BS a;ij q;il B;ij f;ij ʘp;il R;ij v; ʘN;ij;ij L;ij i;ij a;ij Y;ij L;e;ʘa ʘc;im;u;ij i;ale;ij a;ij q;il f;ij Q;ij ʘa i;N;u;ij a;ij q;ij L; X;ij L;u;ij L;ij q;ime, ʘʘN;ij;ij, ø;e; k;ij J, H;L;IV L;bij B;ij R;ʘz"

ʘN;ij;ij L;ij i;e;S;il ʘo;ij m;C;u;ij i;N;u;ij j;ij q;ij L;ij q;ime, ʘʘi;ij N; ʘL;ij i;ij e;ij, i;ij C; B;ij N; i;S;ij i;ij p;ij L;ij i;R, ʘa;ij j;ij L;ij i;he;u;ij ʘR;ij u;ij Q;ij ʘm; ʘN;ij R; e;ij L;ij? J A;ij ʘm; ʘk h;e;S;ij ʘe; ʘe; k;ij J;u;ij-B;ij p;ij Q;ij m;R;ij!"

ʘN;ij;ij j;ij M; i;ij š;h;Z;ij q;C;u;ij E;W; m;z ʘp L;ij q;im, ʘʘi;ij u;ij e;C;ʘz"

j;ij q;ij L;ij q;ime, ʘʘk;il L;ij N;ia;L; ʘc;M;ij R; i;L;R; ʘa;ij h;ij k;ij u;ij e;ij a;ij i;ij h;R; J;V;ij H;L;V;ij M;ij c;f;ah;e;ij, i;ic;ih;e; i;N;em ʘg;em a;ij f;ij B;ij i;ij ʘo;ij i;g;ij B;ij p;ij h;z i;L;ij ʘh;ij s;ij i;V;ij i;ij a;ij B;ij R, ʘp ʘa;ij j;ij h;ij a;ij

cnj cMmC hT@a fjlnz Bq, kj Ljbu! Bpm LbVjC HM@e; qu İez J-İcL hİb
g'ul pA İheul İh@ a; H@Lhİl fjLj q@ nR öe@a fjİRz aİ fl İLz° JI pA
Bjİcl @Lİejİ Lj hfhqİl Qm@ ej @p Bİj @ajİL B@N bİL@aC h@m İjMİRz'

Nİlİ Lİqm, ""@ @aj Qm@C ejz"

jİqj Lİqme, ""İLz° jİ kİc @Nİmjİm L@e aİ q@m pİhdİ q@ ejz Bİlİ Nq@b jİe@,
Ajİe@aC g'ur@ml İh@ İc@a İSh @İl@ f@S, aİl f@ kİc 0@İ j'@İ hİppjİS hpİJ aİ
q@m BjİL İLz° HMİe @L hİp JWİ@a q@z"

Nİlİ Lİqm, ""ej, @ İLR@aC q@ ejz"

jİqj Lİqme, ""nnfİ İhhİql fİİhVİ Öİe@ Bp@Rz Bjİcl @hqİC kaVL=fİİjİZ g'@
0@ e@e @peİ aİl @Q@ @İn ej İe@ RİS@e ej; LİZ, İale Sİ@e jİe@ enİ fcİbİ,
@peİ aİl @Q@ @İn İce @VLZ Jo@dİ @Q@ AefİeVİl İc@LC aİl @TİL @İnz @hqİC h@m
aİjL MİVİ Lİj qu, H@Lhİl @hqİuz İLz° MİQ q@ h@V, İLz° @İLVİl LİR Bjİl A@L
İnrİ qm, @R@ml İh@ul pİu LİS mİN@z İjİ @İjİ qİRm Bİ-HL hİl H Lİm Sİ NqZ
L@ hİhİL jİTMİe hİp@ @M İe@Sİ İh@Vİ HLhİl İhdİa fİl@u a@m--f@İoSİ @
NqZ L@İR @VİL H@Lhİl @İmİ-Beİ pİbİL L@ İeCz H@LC @aj h@m @fİoz g'ul
hİf@L H@Lhİl dİİnİuf L@ cJujİ Lj Lbİ! kİC hm, @ajİl pA @kİN İc@ @ İeİnce
İq@pİjİSİ Sudİe Lİh İLR@aC aİ@a @Sİl fİİR @e İjC, Nİj EW@a Qİu ej, H@Lhİl
Lİqm L@ g@mRz Bjİl İaeL@SVİl hup HMe p@ QİY jİp--@NİSİu Leİj Sİ İc@ @n@
aİl İj p@nİde Lİ@a p@dİj İZf c@İLİm pİu İe@Rez kİ @qİL, JİC İhhİql pİuVİ fKİİ,
@Nİlİ, @ajİl pL@m İj@m İq@pİjİSVİL aİSİ @Mİ--aİfl c@nİ @İl jİmİje @qİL,
M@Vİe @qİL, Bİj @Lİeİ Lbİ Lh ejz"

Nİlİ EİWİ cİSİ@aC jİqj Lİqme, ""aİC Bİj hmİRmİj, nnfİ İhhİql pİİu @ajİcl
İhe@L İejİZ Lİj Qm@ ejz aMe @ HC Lbİ İe@ Bİl HLVİ Lİ™ hİd@u a@m@ @p q@
ejzİL aİj HMe @L pİhdİe L@ @M İc@İz"

jİajİ 0@ Bİpuİ @Nİlİ cİMm Beİjİuf g'Sİ Efİ hİpuİ Qnİj @İM BİVİuİ HLVİ Mİajİ
mCuİ İL@pl g@N Lİ@a@Rez @NİlİL cİMuİ İale Qnİj Mİmuİ Mİajİ h@ Lİlİuİ Lİqme,
""@İpİ"

Nİlİ hİp@m Beİjİuf Lİqme, ""@ajİ pA Bjİl HLVİ flİj nİB@Rz İhe@ul İh@ul Mhİ
@ajİ f@İRp?"

Nİlİ Qf Lİlİuİ İİqmz Beİjİuf Lİqme, ""İhe@ul LİLİ İjN L@İRe, aİjİ @LE Bp@e
ejz Bİlİ f@İ nhİh@ hİS@aJ H İh@ qu İL ej p@qz İhe@LC pİU' h@İhU' Lİ@a q@z aİC
Bİj hmİRmİj, Bjİcl hİSİ EŠİ-İ İNVİl HLamİ @aj İjSİ cJujİ q@R--Jİ cİamİju
İjSİVJ E@N@R, İ cİamİ@aC kİc İhe@ul İh@ul h@İhU' Lİj kİu aİ q@m pİhdİ quz"

Nİlİ İS' İpİ Lİlİm, ""Lİ pİhdİ qu?"

Beİjİuf Lİqme, ""Bİj ej bİL@m Jİ İh@a @Mİöej Lİ@L? J @kİjİ İhf@c f@S

kjnz JMje klc ihul iWL qu a; qm Bij HC hjs bLC pj U' Sjniskz» L' ic'a
fjll , Lje; qjAj LI'a qu eiz'

Nij; Liqm, ""p qh e; j; !"

Bejz uf Liqme, ""Le qh e;? LaſſL Bij IjS L'IRz'

Nij; Liqm, ""e; j; , H ihu HMje q'a fjln e;--Bij hmIR, Bjil Lbi hjeiz'

Bejz uf Liqme, ""Le, ihu a; Jcl j'a ihu LI'R eiz'

Nij; Liqm, ""J-pj U' aLm Lbiz pj j'SI pA JLjmla Qm h eiz ihu k; Mn LI;L, H
ihu Bjil jje'a fjll ez LmLjai nq' hjsl Ai jh ecz a; l' SIC a; hip; B'Rz'

hjs A'eL j'm Bejz uf a; q; Sje'aez iLz' ihu k BaſuhãpLm l à; j; flafš'
qCu; lea; z' mrR; s; l j'a; Lje; NjaL hipu hpu; ihh; q-LjN p; ll u; mC h Cq; a; j; j; l
j'e hjs' alRmz pCSeſ lale a; j; cl hjsl k Awn i; s; lch; l Seſ üa; z' llqu; R' pC Mje
ihul ihh; q lch; l Lbi j'e j'e iØbl LillujR' mez Cq'a pj j'SI pA Lje; ih; j; d e;
h; d; Cu; a; j; cl Bfe hjs'a öi LjN Aeu; e Lillu; lale a; çm; j; Lila fjll' aez
Nij; l ct Bfiš c'im; j; c'ÖNenAp g'im; j; Liqme, ""a; j; cl klc H'a HaC Aja a; qm
Aeſ SjuNje'aC hjs i; s; l LI'a qnz iLz' a; a; Bjil Ef' i; jll Vje; Vje fsnz a; q; l,
kMe HVj q'aC fjln e; aMe H' ihu BI' h' h Lf qh!"

Nij; Liqm, ""j; , H ihh; q a; j' k; N ic'm Qm h eiz'

Bejz uf Liqme, ""p Lf Lbi Nij; , a' hmp Lf Bjil ihul ihu'a Bij k; N
ch e; a; l' c'h!"

Nij; Liqm, ""p iLR'aC qh e; j; !"

Bejz uf Liqme, ""Nij; , ihul pA a; l j'al ljm e; q'a fjln , a; c h'm iL a; l
pA n'a; l LI'a qh?"

Nij; HLV'EŠiSa qCu; EilWu; Liqm, ""j; , H Lbi a; j' Aeſ; ju hmRz BS ihul ihu'a
Bij k B'j; c L' k; N ic'a fjllR' e H Lbi Bjil f'r p' m l Lbi euz ihu' L Bij k
LaMje i j'm; h; j; p' BI' LE e; Sje' a; a; j' Sjez iLz' j; , H i j'm; h; j; p; l Lbi eu, HI
j'de n'a; l j' a; l iLRj; æ ecz ihu HI gm; j; gm pj U' S'e-ö'ec H Lj'S fhš q'u'Rz
Bjil a; l flaf; j; N Lill' e, pC Bjil flaf; j; N L' R' z p' a; l; j; HMe k ih; j; Rc ÖVR
pS'eſ p' Hje Lje; B0; a fjln e; k; a; l flaf; j; l Aafaz'

Bejz uf Liqme, ""Nij; , ihu Sje' HC ihu'a a; j; l pA a; l Lje; l Lj k; N
b; l' h e; , कथा ठिका किल्ल HJ p' leöQu Sje' öi LjN Bij a; l Lje; j'aC flaf; j; N
LI'a fjln e; z ihul hE' L Bij Bnh; j; c L' NqZ Lih e; H Lbi ihu klc j'e Lia a;
qm Bij hmIR p' fjz N'm J H ihu LI'a fjln e; z Bij iL ihul je Sje' e!"

him; j; Bejz uf Q' m l Ljz qC'a HL g; y; V; An; j' Ru; g'im' me ihul Seſ Nij; l
j'e l j'de k Ni fl' hce; iRm a; q; B'm; j; sa qCu; EilWmz ah' p' himm, ""j; , a; j' pj j'S
BR Hhw pj j'SI Lj'R a; j' GZf, H Lbi a; j; j' L j'e l; j' m'a qnz'

Beʒjuf Liqme, "Ni; B; a; a; h; h; h mR, p; SI pA B; k; N
AeL ice bLC L V NRz pSeef p; S B; L OZ; L, B; J a; bL c; b; Lz"

Ni; Liqm, "j; a; j; H C Lb; B; ph Q B; a f; Cz"

Beʒjuf a; q; Anf-RmRm Ioe+ci0a; Ni; phA ke ofnN L; u; Liqme, "h; R; Dn S; ee a; L H B; a bL h; h; p; d; B; j; eCz"

Ni; E; Wu; c; j; C; u; Liqm, "a; q; B; j; L Lf LIa q; a; j; L h; m; B; j; i; he; u; L; R; Q; m; j; --a; L B; j; h; m; a; j; L a; j; i; h; h; q; h; f; i; S; a; L p; j; SI pA a; j; i; i; h; R; c; L p; ke B; I; h; i; s; e; a; i; m; Lee; H; a; j; f; r; Aa; z; Aa; j; u; H; h; u; b; n; f; a; j; L; S; q; h; z"

Beʒjuf q; i; p; u; Liqme, "B; R; a; k; L; a; f; i; l; p; L; i; p; a; L; h; m; N; k; --a; j; f; B; j; c; M; h; H; Me; z"

Ni; Q; i; m; u; N; m; Beʒjuf A কক্ষণ বসিয়া চিল্ L; i; m; e; z; a; q; i; f; l; d; e; d; e; E; i; W; u; a; j; i; u; j; e; l; j; q; m; Q; i; m; u; N; m; e; z

BS HL; c; n; e; p; a; l; w; BS L; b; c; u; i; m; l; u; f; i; L; i; L; i; e; B; u; j; S; e; e; j; C; i; a; l; e; O; i; p; w; i; q; a; j; H; L; i; v; e; s; a; e; h; i; w; m; i; A; e; h; i; c; f; i; C; u; j; i; R; m; e; p; C; i; v; q; i; a; m; C; u; H; L; M; i; l; e; j; N; Q; j; N; E; f; l; h; i; p; u; f; i; W; L; i; i; a; i; R; m; e; z

Beʒjuf L; c; i; M; u; i; a; l; e; h; e; u; q; C; u; E; i; W; m; e; z; Beʒjuf a; q; i; p; i; q; a; k; b; o; c; s; a; a; রাখিয়া য় I Q; L; i; W; i; E; f; l; h; i; p; u; L; i; q; m; e; "c; M; i; h; s; i; Aa; j; u; q; R; z"

L; b; c; u; i; m; p; i; w; p; i; l; L; e; f; u; Aa; j; u; l; h; i; q; B; i; p; u; f; i; s; u; j; i; R; m; e; H; C; S; e; f; E; c; i; p; f; e; i; i; h; i; S; i; p; i; L; i; i; m; e; "L; f; Aa; j; u; ?"

Beʒjuf Liqme, "Ni; L; i; L; i; B; I; H; L; i; c; e; J; i; m; i; I; j; M; i; E; i; Q; a; q; R; e; j; a; e; j; C; h; i; s; h; i; s; q; u; f; s; R; z"

Ni; k; i; c; e; f; i; u; i; O; Q; S; i; L; b; i; a; i; m; u; j; i; R; m; p; i; c; e; L; b; c; u; i; m; l; j; e; H; L; b; i; E; i; W; u; j; i; R; m; a; q; i; l; f; e; k; i; N; p; i; d; e; i; l; e; j; e; f; i; L; i; l; i; f; i; a; e; u; j; l; j; d; e; f; i; s; u; j; p; L; b; i; i; O; z; j; L; i; i; h; i; l; A; h; L; i; n; f; i; e; e; j; C; z

Beʒjuf Liqme, "n; i; n; j; M; e; l; i; h; u; l; L; b; i; q; R; h; i; d; q; u; H; C; g; i; n; e; j; j; p; C; q; h; z; H; I; B; N; h; i; s; a; k; a; h; i; l; p; j; i; S; L; i; a; e; u; j; L; j; N; q; u; R; B; j; L; i; e; i; e; j; L; i; e; i; R; a; j; u; N; i; l; p; A; L; Aa; j; S; i; u; N; i; u; N; i; R; z; a; j; e; h; s; i; L; i; e; i; L; i; S; J; a; i; H; i; j; d; e; f; q; u; i; e; z; i; L; i; H; h; i; l; n; n; f; l; i; h; h; i; q; J; L; i; e; u; L; f; L; i; h; h; m; i; z; Aa; j; u; i; S; C; h; i; s; R; --B; j; i; N; h; i; e; l; L; i; R; c; h; m; i; q; i; a; S; i; s; L; j; j; f; Q; i; j; R; i; a; l; e; n; i; l; u; k; i; i; c; a; Q; i; e; p; h; B; j; L; C; k; e; c; e; z; i; L; i; B; j; i; l; L; h; m; i; u; q; R; B; i; h; T; W; i; L; u; i; j; M; a; f; i; l; i; k; i; h; e; j; N; i; l; i; L; i; e; u; i; h; f; c; q; h; z; H; C; h; i; l; B; j; i; L; Aa; j; i; a; c; j; B; j; i; l; L; f; i; m; k; i; b; i; L; J; L; B; j; p; h; L; b; i; M; m; h; i; m; z"

L; b; c; u; i; m; l; a; f; p; e; j; i; j; i; P; h; i; l; S; e; f; C; i; c; h; H; L; f; i; h; O; a; f; i; W; i; C; a; R; e; a; f; p; e; j; p; C; f; i; l; a; M; h; Q; i; l; a; l; q; C; u; i; E; i; W; u; R; i; e; n; i; p; m; C; u; i; A; p; i; d; e; p; i; d; e; q; C; a; R; B; q; i; l; j; a; e; j; H; a; v; i; L; i; j; u; R; k; f; v; l; i; f; w; i; p; i; q; a; H; L; L; i; h; i; l; f; z; i; r; i; q; C; a; B; i; h; s; i; i; h; m; o; e; j; C; z; H; j; e; p; j; u; H; L; f; E; v; f; i; a;

Lb-cujm Liqme, "a'j il f;Nm qUR! H Lbj BS fL;in qm BjiL k lhoj Shihciqa fsa qhz fene ai ha qnC, quai fimp Vje;Vje LI hz ki qu NR a; qUR NR; kaVi pijm Qmra f;I; Qm; ei f;I; aiRaJ lhno Li;ei c;io qh eiz"

Lb-cujm iWL Lili; Ijimu;IRme a;ij; j'ael f;I ki qu ai qiL--Clajdf lale leS ua;» qCu; bijLhez a;I f;I A' japi;I A'efI Lf OIVaR p icL cløf;ia ei Lili;mc HLILj Qimu; k;C'hz

Lf Lij Lahé iLRé iøbi Lila ei f;il;ij; lhoj o;f;im Be;ij;uf EIWmez rZL;im c;is;Cu; Liqme, "a;ij;il nifl Lf ILj qUR k;IR cMR ei?"

Be;ij;ufI HC j;staju Lb-cujm Aa;E;¹ E;I;I; i;h HLVM;ile q;ipf Lila me Hhw Liqme, "nifl!"

H pð'a B;mi;Qei Li;ei p;ç;toSeL ipU;ç;¹ B;ipui f;IRm ei, Hhw Lb-cujm f;e00 OI™pw;ia;ju j;e;ie;hn Lila me; H icL a;ij;il pæ;ip;IVL mCu; j;Iqj aMe hi;q;I O;I hi;pu; Aa;E;¹ E;I;I; A;AI f;I j;ib;la;š; B;mi;Qei;u fhš iRme; Nq;f;cl j;š² B;R iL ei A;ianu l;hefa h;é;L;mu;I HC f;h;A;am;u; lale LI S;S Ah;Iqa qCu; H;je HL;ç;¹ i š² J B;N;f;I i;h a;ij;il E;šI öle;a hi;pu;IRme ke j;š² f;I;Ch;I Se;f; a;ij;il k;qi-ILR;B;R p;I;ç; lale iex;h;ö f;Z Lili;u; hi;pu;Re; Nq;f;cl j;š² e;I;ç; IL;ç;¹ üN;N; B;R HC Lbj himu; pæ;ipf j;Iqj L Li;ei;f;Li;I n;ç;¹ Lili;I Qø; Lila Re, iL;ç;¹ j;Iqj iLR;aC p;ç;I; j;je;a;Re ei; j;š² a;ij;il lea;ç;C Q;ç; üN;N; a;ij;il Li;ei; f;E;u;Se e;I;ç; Li;ei;ç;a Le;f;V;I i;h;h;Iq ic;a f;il;mc pæ;ipfI f;c;ph; Lili;u; lale j;š²I p;ide;ju E;IWu;-f;I;su; m;ij;N;he; L;ij;I p;id;f; B;R C;q; qC;a a;ij;IL iel;U;L;ç;¹ iL;ç;¹ Le;f;I i;h;h;Iq ai pqS h;é;f;I eu--HL, k;ic; h;ij; cu; L;le;Z

j;TM;e iēSI HLV;je Bañhøjia Oivuj;Rm HC Lb; ØjIZ Liliuj; N;ij; f;hM Q;u B;ij; ħin Lsi qCu; EIWmz p k pj;S^L i ħmu; fhm HLV; Gj;q Ali i ša qCu;Rm ieu; f;im^el n;ibm^eLC p a;qil L;IZ ħmu; iōbi Liliuj;Rmz

pL;im^ehm;u pā;ij;L p;iluj; N;ij; O;I j^{dē} B;ip^aC c;imM, f;n;h;h;h;pu; B;Rez a;qil h^eL i a^e ke HLV; iħc^v M;imu; Nm; f;n^el p^Ā L;e;HL p;e a;qil S^he^el k HLV; iēN; Bañuaj; k;N B;R a;qil N;ij; iñl;ō;e;u; m; f;kl;¹ e; j;ieu; b;il^a f;il m e; N;ij; f;n^eL f;Z; Liliuj; ħpmz

f;n Liq^eme, "iħe^ul iħh;q^l Lb; a;ĳ Ahn^e ö^eR?"

N;ij; Liqm, "q;ĳ"

f;n Liq^eme, "p ħ;ij^a iħh;q LI^a f;U^a euz"

N;ij; Liqm, "a; q^m a;I H iħh;q LI;C E;I^Qa euz"

f;n HLV;q;ij;p^eme, H Lb; mCu; L;e; a^LN f;h^S q^Cme e; iale Liq^eme, "B;ij;C^I p;ij;S H iħh;q LE k;N c^h e; iħe^ul Bañ^u;j LE Bp^he e; öe;Rz B;ij;I Le;I^l i^cL HLj;æ Lhm B;ij B;IR, iħe^ul i^cL ħ;id qu a;ĳ R;is; BI LE e^C, HCSe^f H p^ōa a;ij;I p^Ā f;I j n^l LI^a H^pIRz"

N;ij; j;ib; e;is;u; Liqm, "H p^ōa B;ij;I p^Ā f;I j n^l Lē L^e q^h! B;ij; e;ai HI j^{dē} e^C"

f;n iħiōj a qCu; N;ij;I j^Ml i^cL rZL;im c;Iō I;ij;Mu; Liq^eme, "a;ĳ e^C"

f;n^el HC iħōj^u N;ij; j;š^lLi^ml Se^f HLV; p^wL;Q Ae; h L;il m; p^wL;Q Ae; h L;il m ħmu;C f;I r^Z iā-Z c^ta;I p;Iqa Liqm, "B;ij; HI j^{dē} L;je L^e b;Ihz"

f;n;h;h;h; Liq^eme, "B;ij; S;je a;ĳ a;I ħā; ħā; f;ū;Se HMe^C iL ph Q^u ħin eu?"

N;ij; Liqm, "B;ij; a;I ħā; iL;^o p^CVC e;ai pwp;^l B;ij;I HLj;æ ħāe Hhw pL^ml Q^u h^s; ħāe euz"

f;n;h;h;h;S' ;p; L;il^eme, "N;I, a;ĳ iL j^e LI iħe^ul BQI^Z L;e; Ae;ju Adj^l f;I;in f;ij^R?"

N;ij; Liqm, "d;ij^l c^v; i^cL B;R k; HLV; iea^f i^cL, BI-HLV; m;LL i^cLz dj^l k;M;e p;ij;SI ieu; f;I;in f;ij^Re p;M;e;J a;ij^L Ah^qm; LI^a f;I; k;ju e; a; I^m pwp;I R;IM;I q^u k;juz"

f;n;h;h;h; Liq^eme, "ieu; e;ai Apw^Mē B;R, iL;^o pLm ieu;C k; dj^l f;I;in f;ij^Re HV;

“bL ĩeS L Irj Ljz”

NijL Bhil aqil cml mli jTMie aqil fhli EU LjSI jdf Bipu; fisRa qCmz ĩLz⁰ বিস্বাদ, সম্ম ihüic! H ĩLR€ eu! CqjL LjRej LjSC hmj Qm eiz Cqja LjbjJ fĳZ ejCz Hjĩe Lĳu; Lhm ĩmĳu;-fĳsu; Lbj Lĳqu; cm hijdu; k LjRej LjS qCraR ej, hlw ĩhÜ! ALjS pĳ' a qCraR, H Lbj Nijl jRe Clafhĳ LjRejĳe Hj e Lĳu; B0ja Lĳ ejCz ešæmĳ nĳš'ajl; ĩh0gĳlla aqil Sthe BfejL fZĳ ĳh fhĳlqa Lĳhĳl Aaĳz¹ HLIV paĳ fb QjĳraR-- H-pjÜ'ĳLR€ aqil i ĳmi mĳĳraR eiz

H ĩcL fĳüĳšpi jl BujSe QĳmraRz HC BujSe Nij HLVahno Evpjg ĳjd Lĳu;Rz HC fĳüĳš Lhm SmMiejel Aöĳajl fĳüĳš eQ, HC fĳüĳšĳl àjl; pLm ĩcLC pĳfZĳĳejĳm qCu; Bhil HLhĳl ke ešæ cQ mCu; p BfejL LjRRe ehSĳ mĳi Lĳa Qjuz fĳüĳšĳl ĩhdje mJu; qCu;R, ĩcel0blJ qCu; NR, fhĳ J fĳĳQj-hAI ĩhMĳja AdĳfL-fĳm aĳcNĳ ĩejzZfæ ĩchĳl EclĳkĳN QĳmraR Nijl cĳm def kĳqil; ĳRm aqil; VjLjJ pWĳq Lĳu; aĳmu;R, cml mli pLmC jRe LĳaR cĳh AĳeL ĩce fĳ HLvj LjSI jRa; LjS qCraRz Aĳhejn Nijfĳe Bfe pĳfĳeul pLmĳ pĳA fljĳnĳ Lĳu;R, pCĳce pi ju pjÜ' fĳm aĳcNĳ ĩcu; NijL dĳefĳhĳ gmQĳe fĳ ĳa ĩhĳhd EfQĳ "ĳqĳdjĳĳĳf" Efĳd cJuj qCĳz HC p0š pWúš LĳLIV nĳL ĩmĳu; aqil ĩeĳj pjÜ'hĳpZfĳm al ejü;rl LĳCu; pjeĳl Sml Lĳmra RjĳCu; QĳeLĳul hj, l jdf ĳĳmu; aqil Efqil ĩcra qCĳz pCpĳA jĳLĳĳĳmĳl àjl; flĳĳna HLMTM GN0hcN0b hĳjĳmĳ jĳ, j Qjjsju hijĳCu; pLmĳ QQu fĳQe J jĳef Adĳfĳl qja ĩcu; aĳĳL i ĳlah0m Bnĳĳcĳl f cje Lĳ qCĳh---Cqja BĳeL djĳšajl ĩcRe Nijc k pejae ĳchĳqa dĳĳ kb;bnĳrl;LajĳHC i ĳhIV Aĳa pĳĳĳ fĳĳna qCĳz

HClf pĳceLjĳ LjZmĳL Aaĳz¹ qĳef Hhw gmĳĳ Lĳu; aĳhĳl Seĳ Nijl AĳQĳ aqil cml mli jdf flĳqC jZj Qĳmra mĳĳmz

qil'ijiqef a;ijil' chl' Lmip' leiLV qC'a fæ f;Cu;Rez iaie imim'aRe,
"nEQIZ;nth'c AæOb j'Am, BfeL;il L'ampj;Q; B;ji'ci IQ; } c'j L'il'hez'

hm; hij'm' qil'ijiqef a;ijil' h;is f'il a;N L;il' fl' qC'aC HC IQ; } a;ijil; hqe L'il'ui
Bip'aR, ab;il'f L'ampj;Q;I Ai ;h c'j L'il'hil' Se'f a;ijil' L;e;fL;il' Q;e; L' e;Cz
M'c fV'm i Sq'il' f'i' ia pL'm'l pwh;c lex'no L'il'ui Efpwq;il' L'mip' imim'aR--

'Bfle' k' f;æ'VI L;ij' imiMu;Re a;ijil' p;U' Mhl' i ;m;
L'il'ui S;e;C'hez Bfle' h;imu;Re, a;ijil' hup h;il;ij-'a'ij' qC'h, IL; 'h;is; 'ij' u, 'cim'a
ILR'X;NI 'cm;u, a;ijil'a ih'no r;ia qC'h e;z a;ijil' k' p;C'f;is' L;ij' imiMu;Re a;ijil'a
a;ijil' S'heüa'Ä Abh; IQI'ua'Ä a;ijil' i ;m; L'il'ui 'MyS L'il'ui imim'm AN'Sj;q;nuic'NL
S;e;Cu; a;ijil'cl' ja mChz 'hid L'il, a;ijil'cl' Aja e; qC'a f;il'z f;æ'VI IQ; } 'ij' N'ieü;
B'R öleu; lei'0Q; } qCm;ij, IL; 'Haice' p' h;ip'0' j;e' qCu;R H L;ij' k;ijil'a f'L;in e;
qC'a f;il' p'Se'f' Q;e; L'il'a qC'h--AaHh H L;ij' BI L;ijil' L;ij' S;e;C'he e;z BN;j'f
f;ij'N;ij' u Q;e;N;ij' NA;ij' e;il' k;ijil' B'R, k;ic p'h;id; f;ic' p;C' p;ij' u iNu; Le'f; 'cim;u; B;iph'

Haice' LimL;ij' u L;ij' e;fL;il' L;ij' iV;ij' Rm, IL; 'n;bl'0' ig'il'hil' B;ij' k;ijil'e HLV'
A' #Ia qCu; E'Wm Aj'ie qil'ijiqefl' j'e BI 'dk'N;j'ie'a Q;ilqm e;z ieh'ij'p'eil' f'æ'fL' ice
a;ijil' f'r Apq'f' h;id qC'a m;ij'Nmz a;ijil' C;ij' R;ij' L'il'a m;ij'Nm HMeC p'öil' a;ijil' h;imu; ice
i'öbl' L'il'ui L;ij' p;ijil'ui 'gimz ah'a;ijil' L'il'a a;ijil' p;ijil' qCm e;z p'öil' a;ijil' kaC
iaie iel'V L'il'ui 'cim'aRe aaC iaie Cq; h;T'aRe' k', a;ijil' iaie h;T'a f;il'e e;Cz

qil'ijiqef Ahpl' f'æ'f;ij' L'il'a m;ij'N'ne Hhw f;ij'N' Q;u p'öil' a;ijil' f'ia 'h;in L'il'ui
paL;ij' f'æ'g k;ijil' me; B'N f;ij'q'z' L' a;ijil' ka p;ij' u m;ij'Na HMe a;ijil' L;ij' u; B;ij'ijil'
E'fæ'z qCm; iaie p'öil' a;ijil' BI Q;ij' M;ij' B;ij' m L'il'a Q;ij' e;z

p'öil' a;ijil' 'cim'm' N;ijil' B;ij' q'W;ij' h'a qCu; 'Nmz' p' h;T'm qil'ijiqef a;ijil' ILR'
h;imu; 'h;na' p' L;ij' qm, "B;ij' R;ij' h;in, iaie e;C B;ij' me, IL; 'iaieC B;ijil' -I;', B;ijil' -I;!'

p;C;ij' M' k' -I; a;ijil' Q;u Af'æ'f;ij' -I;il' 'S;ij' A'eL' h;in; 'Lee;ij', i'e'SI j'e aMe -I;il'
ih'c;ij' j;ea;ijil' Ai ;h Bfe;ijil' li al qC'a f;ijil' Cu; muz' N;ijil' p;ij' e; b;ijil'm p'öil' a;ijil' k;ijil'e aL'N
L'il'a HMe' p;M;ij' e' N;ijil' iQe;ij' f;is;u; a;ijil' h;ijil'e-ij'm' l' ihe;ij' f'ia h;ij'c' N;ij'z L'iz e;ij' h;T'a
f;ijil'm h'm iaie b;ijil'm i'e'0Qu h;T;ij' Cu; i'c'æz

IL; 'N;ijil' p;C' 'aSu'f' j;ij' a'N' 'cim'h;ijil' Hhw a;ijil' p;C' h;S;N;ij' N'ij' ON'Si'f'eil' j'ea;ijil' h;ijil'e
öle;ijil' r;ij' iLR'aC iL' i;ij'iv'a Q;ij' u! HC a;ijil' ieh'is'q'fe B;ijil' L' Kvp'æ'f' H' L'h;ijil' iel'z'
qCu; a;ijil' n'if'el' 'ke ru L'il'a m;ij'Nmz b;ijil' u; b;ijil' u; p'öil' a;ijil' Aa'f;ij' h;f;ijil' p;ij' a;ijil' j' e'

L[®] La[®] m;L Aia Aeju;®pC Ijæice[®] N;I;I cnle f;C[®]a[®]R, ilz[®] N;I;I cnlel[®] L;e; jsmé a;qil; S;e e;z

mima; B;Ipu; pøll a;I Nm; Ss;Cu; d;Iu; HLice Afli;®q² Liqm, "i ;C p#Qicic!"

pøll a; Liqm, "Lé i ;C mima;!"

mima; Liqm, "ph ÌWL q[®]u[®] N[®]Rz"

pøll a; IS' ;pi; L;Im, "L[®]h ice ÌWL qm?"

mima; Liqm, "p; j h;Iz"

pøll a; f;hAl;Im, "L; b;u?"

mima; j; b; e; s; ;cu; Liqm, "p-ph B; j S;le[®] e, h; h; S; eez"

pøll a; h; y;I à; i; mima;I L;V[®] høe L;Iu; Liqm, "M[®]h q[®]u;I R; p i ;C?"

mima; Liqm, "M[®]h[®] Le qh e;!"

pøll a; Liqm, "k; Q[®]u;I R;Im phC[®] f;Im, HMe L;®;I p[®]A[®] L;®;e; TNS;I L;h;I ÌLR[®] I C m e; , p[®]CS[®] e; j[®] e i u qu f;®R[®] a;I E;v; q L[®] j k;uz"

mima; q;Ipu; Liqm, "Le, TNS;I L;h;I[®] m;®L;I A;I h q[®]h[®] Le? HMe B;I h;C[®] M[®]S[®] a q[®]h e; z"

pøll a; mima;I L[®] f;Im a;S;le;I B;O;Ia L;Iu; Liqm, "HC h;T! HMe[®] b[®]L h;T HC- p; j U' j amh B;V; q[®]R; B; j Iheu[®]L h[®]m[®] ch, HM[®] e; p; j u B[®]R, h;O;I;I p; h; d; e q[®]a f;I z"

mima; Liqm, "a; j; I h;O;I;I B;I p; h; d; e qh;I p; j u[®] e[®] C[®] N; z B;I a;I EÜ;I[®] e[®] C; L; u[®] a g;I; s; k; I Rm a; g[®]m[®] N[®]R, HMe L[®] f;Im L;I;O;Ia B;I æ²³ e; z"

pøll a; N[®]h[®]l q[®]Cu; Liqm, "B; j[®] k[®] La M[®]h q[®]u;I R[®] p B;I L[®] f; h; m; mima;I Ihe[®]ul j[®] a; ü; j; I[®] ke a[®] k; I NÉ q[®]a f;I I p HC B; j f;I b[®]l; e; L; I z"

mima; Liqm, "Cp[®]l a; C[®] h; I L! B;I, B; j; I[®] k; I NÉ h;T L; j E[®]L q[®]a q[®]h e;! H p[®]ð[®]a HLh;I a; j; I p[®]A[®] L; b; L[®] u[®] C[®] e[®] M; i- e; z a; j; j a; V; HLh;I ö[®] e I; M; i-- a; q[®]m[®] a; j; I J j[®] e Aea; f q[®]h[®] k[®], Hah[®] s; B[®]Ök[®] N; I V; I Bcl B; j; I; Haice ÌLR[®] h;T Ie, L[®] f; A[®] a q[®]u[®] C I Rm; j z"

pøll a; Liqm, "k; Q; I L, Haice[®] a;I HLV; Sq[®]l S[®]V[®] R; z c; j k; I c[®]a Q; I R a; I a B;I c[®] M L; h; I ÌLR[®] e[®] C, HMe B;I B; j; I[®] c; I j[®] a; B; e; I s; I L; j R[®] b[®]L Bcl k; I Qh; I c; I L; I C q[®]h e; z"

mima; Liqm, "q[®]h e; h; I L! M[®]h q[®]h z"

h;Imu; M[®]h[®] S; I[®] pøll a; I N; m I V; f; u; I cm, p[®] "Ex' L; I u; E; I Wmz

"a; j; I Bcl B; j; I h; I h; I Q; I C-- p[®] V; g; j; L[®] I c[®]u B;I L; j E[®]L I c[®]a[®] N[®] m Qm[®] h e; z"

pøll a; mima;I L[®] f;Im I E; f; I L[®] f;Im I j; I Mu; Liqm, "L; j E[®]L[®] ch e; j, L; j E[®]L[®] ch e; z"

mima; Liqm, "L; j E[®]L e; j? H[®] L; h; I[®] L; j E[®] L C e; j?"

pøll a; ö[®] d; j; b; e; I smz mima; aMe HLV[®] p; I u; h; I pu; Liqm, "e[®] M; i ;C p[®] c; I d; I d; I, t[®] j[®] a; i ;C S; j e, a[®] j B; I- L; j E[®]L Bcl L; I[®] m B; j[®] L; j[®] e; I c; e p[®] C[®] a f; I a; j e; z Haice B; j

®ajjil hím le, BS hmĭR---kMe ®ñđđj qehih®Bj j®cl hĭs Bp®ae--ej ĩcĭc, Aje LI®m Qm®h ej, Bjil k; hmh;l B®R Bĭj a; BS hmhC--®ajjil Lj®R Bĭj ®Lj®ejlce ĩLR® m®LjC le, ĩLz°®Le Sĭle ®e I HLV; Lb; Bjil ĩLR®aC hm®a fĭll le, hl;hl ®pSeĭ Bĭj Lø®f®uĭRz ®pC Lb;ĭV ej h®m Bĭj ®ajjil LjR ®b®L ĩhcju q®u ®k®a fĭlh ejz kMe ®ñđđj qehih®Bj j®cl hĭs Bp®ae Bjil i ĭll ĩ;N qa---®Le ĩ;Naj? ađj j®e L®ĭR®m ĩLR®h®®a fĭll le? Bĭj ®c®MĭRmđ ađj Bjil Lj®R aĭj ej J LI®a ej, a;®a Bjil B®l j®e ĩ;N qaz ađj ®k Bjil ®u®u aĭj®L i ĭm;h;p®h H Bjil Apqđ ®h;đ qa--ej i ĭc ĩcĭc, Bjil®L hm®a ĩc®a q®h---®pS®eĭ ®k Bĭj La Lø®f®uĭR ®p BI L®h®m! BSJ ađj Bjil Lj®R ®p Lb; ĩLR®hm®h ej ®p Bĭj Sĭle--a; ejc hm®m--Bjil BI ĩ;N ®eC--Bĭj ®k La M®h qh i ĭc, kĭc ®ajjil ---"

p®ĭll a; a;sjajĭs mĭmaj; j®M qia Q;f; ĩcu; Lĭqm, ""mĭmaj; ®aj; f;®u fĭs i ĭc, J Lb; j®M Bĭep ®e! J Lb; ®e®m Bjil j;ĭV®a ĩjĭn®u ®k®a C®R; L®ĭz"

mĭmaj; Lĭqm, ""®Le i ĭc, ĩaĭe ĩL--"

p®ĭll a; h®;L®m qCu; hĭmu; EĭWm, ""e; e; ej! f;N®mĭ j®a; Lb; hĭmp ®e mĭmaj;! ®k Lb; j®e LI; k;u ej ®p Lb; j®M Be®a ®eCz"

mĭmaj; p®ĭll a;ĭ HC pw®Lj®Q ĩhl š² qCu; Lĭqm, ""H ĩLz°, i ĭc, ®ajjil h;sjh;ĭsz Bĭj M®m r®ĭ L®l ®c®MĭR BI Bĭj ®ajjil®L ĩe®Qu hm®a fĭll --"

p®ĭll a; mĭmaj; qia R;sjCu; mCu; Oĭ qC®a hĭlqĭ qCu; ®Nmz mĭmaj; a;qĭl f®Q;v f®Q;v R®V;u; ĩNu; a;qĭ®L dĭl u; Bĭeu; Lĭqm, ""B®R; B®R; BI Bĭj hmh ejz"

p®ĭll a; Lĭqm, ""®Lj®ejlce ej!"

mĭmaj; Lĭqm, ""A®a;h®s; fĭla' i LI®a fĭlh ejz kĭc Bjil ĩce B®p ®a; hmh, eC®m eu, HCV®L®Lb; ĩcmđ z"

H Luĭce qĭl®j ĭlqef æ;j;NaC p®ĭll a;®L ®Q;®M ®Q;®M ĩjĭM®aĭR®me, a;qĭl Lj®R Lj®R ĩgĭl®aĭR®me, p®ĭll a; a;q; h®T®a fĭll u;ĭRm Hhw qĭl®j ĭlqef ĩ HC p®c®q®f®Zĭ paL®a; a;qĭl j®eĭ Efi HLV; ®h;T;ĭl j®a; Q;ĭfu; ĩRmz Cq;®a ĩi a®l ĩi a®l ®p RVĭgVĭLĭl®aĭRm, AbQ®Lj®ej Lb; hĭm®a fĭll®aĭRm ejz BS mĭmaj; Qĭmu; ®N®m Aaĭz¹ L®z¹ je mCu; p®ĭll a; ®Vĭh®mĭ Ef®l c®c q;®al j®dĭ j;®b; ĩjĭMu; Lj;®c®aĭRmz ®hq;ĭl; O®l B®m; ĩc®a Bĭpu;ĭRm a;qĭ®L ĩe®od Lĭl u; ĩcu;®Rz aMe qĭl®j ĭlqef p;ump®aĭ;ĭl p;uz ĩaĭe Efi qC®a mĭmaj;®L Qĭmu; k;ĭC®a ®cĭMu; Apj®u ejĭj u; Bĭp®me Hhw p®ĭll a;ĭ O®l f®h®n Lĭl u;C X;ĭL®me, ""ĭ;đ;ĭjeĭ!"

p®ĭll a; ®N;f®e ®Q;®M j®Ru; a;sjajĭs EĭWu; c;js;Cmz

qĭl®j ĭlqef Lĭq®me, ""L® q®Rz"

p®ĭll a; a;qĭl ®Lj®ej Ešĭ Lĭl m ejz qĭl®j ĭlqef L®w;ĭl ü®l Lĭq®me, ""H-pj Ū' L® q®R Bĭj ®a; ĩLR®h®®a fĭll ĩR®ez"

pÖil a; Lİqm, "j;lp, Le a; İcel;İe Bj;il Ef Hje L cİØ MR?"

qil Ğ;İqef Lİqme, "Le MR a; İL hāa f;il e;? HC-k M;Ju;-c;Ju; eC, L;æ;L;İV Qm, H-ph Lf mrZ? Bij a; İnö e; , Bij İL HCVL hāa f;il e?"

pÖil a; Lİqm, "j;lp, Bij a;İL hmİR a; İLR Ğ;T İez a; Hje i ujeL Aef;ju i hāR k, p fİa j qāBj;il f-r Apqē qū EW'Rz"

qil Ğ;İqef Lİqme, "hn a; , i hā kİc hāT b;İL a; i ;m; L hāTūC hā;e;Z"

pÖil a; cthm pj Ū' pW;L;Q AdxLā Lİlu; Lİqm, "BūR; , a hā hmz Bij Bj;il -İ;L;R bL Hje HLİV Lb; fūİR k; Bj;il L;R eae, pİV L pçfzN NqZ Lİa Mh nİš'İ cİL;il , Bij a;İC Ai;h Ğ;İd LİİR--Bfe;il pĀ LhmC ms;C L f MR eZ İL; , j;lp, a; Bj;İcİ pđā L İhLā L cMR, a; a;İL Afj;İlea L İhc;u L İcūR, a; a;İL k; hāR pj Ū' i hā , a; Bj;İL k; i;hR pj Ū' İj bē;--a; Aef;ju L RZ a;İ j a; m;L L İeQ-Lİa f;il a;İ;il Hje pİdē eC, İL; Le a; Bj;il Ef Hje Aaf;Q;İ Lİm, Bij a;İ;il Lf LİR?"

hīmā hīmā pÖil a;İ ūl İ;Ū qCu; Nm, p Aef Ō Qİmu; Nmz

qil Ğ;İqef qahū qCu; Nmez İale j e j e Lİqme, "e; h;f; Hje ph Lb; Bij p;ā S; öle e;Cz'

pÖil a;İL İLRn;İ; qCā pj u İcu; İLRZ f a;İq;L Bq;İ X;İLu; mCu; Nmez p M;Cā hİp hā a;İq;L hīmme, "C;M; İ;İ;İe;f, Bj;il a; hup İea;İ; Lj qu İez İq;İ;İk; hā a; a; İnöL;im bL L BpİR, Bİ öeJİR İhŪİz a; H-ph İLR S;e e; , pCSēfc N;İ;İqē a;İ;il -İ; qū a;İ;İL Lhm Ğ;İm;Rz Bij a; İL Lb; İLRİL R öeİR---İİ j dē Bca Lb; İLR eC, J n;İØe J İeSI āİl , H-ph Bj;İcİ L;R d;İ fS, Bj;İ -İ;-Efēcn fūİRz Bij a;İ;İL hmİR İ;İ;İe;f, a;İ;İL H-ph İLR Lİa qh e; , kMe pj u qh Bj;il İkle -İ; BRe---İale a; Hje g;İL ee-İaleC a;İ;İL j; c'hez a;İ;il L;e; i u eC, Bij a;İ;İL İq;İ;İ;S Y;Lū chz h;İpŌİ İRm, e;qu İRmz LC h; p Mhİ S;e h! a;İ;il hup İLRāİn qūR hV, a; Hje h;S;İ;İ; Ū Yİ B RZ LC h; a;İ;il L;ū cMR! Bİ V;L; kMe B R aMe İLRāC İLRā;İd h e; , phC Qm k;hZ Lhāİ Rm L;uØb hā Qm Nm, p a; Bij İeSI Qr cMİRz Bij İq;İ;İ;S Hje pch;İpZİ Ō a;İ;İL Q;İmū ch, L;İ;İ pİdē b;L h e; Lb; hā--a;İ;İC qm pj;İSI Lāİz HSēf a;İ;İL Ha -İ;İ pİdēp;İe; , Ha L;æ;L;İV L j İā qh e;Z"

HC-pLm Lb; qil Ğ;İqef kMe İhŪİİa Lİlu; gm;Cu; gm;Cu; hīmāİRme, pÖil a;İ aMe Bq;İ İ;İQ Qİmu; İNu;İRm, a;İq;İ Nm; İcu; ke N;İp NīmāİRm e;İ İL; p eİ h Aaf;İ; S;İ Lİlu;C M;Cm; L;İZ, p S;İlea a;İq;İ Lj M;Ju; mCu;C Hje Bm;Qe;İ pİØ qC h k;İq; a;İq;İ f-r İLRj;İe Ef;İcu qC h e;Z

qil Ğ;İqef kMe pÖil a;İ L;R İhno L;e;İ p;İ;İ f;İCme e; aMe İale j e j e Lİqme, "Ns Lİİ , Cq;İcN L Ns Lİİz' H İc L İq;İ;İ;İ; Lİlu; L;İcu; L;İVu; AİØbİ , J

İc[®]L H[®]a;h[®]s; HLV; p[®]k;[®]Nİ Lbju LZİf;ia e;Cz f;İul00š Lİİ[®]a qC[®]h e; , [®]L;[®]e; -LİguaİV İc[®]a qC[®]h e; , [®]Lhm H İc[®]L J İc[®]L A0fP0f İLR[®]V;L; MİQ Lİİu; Aeju;[®]pC pj;[®]S Qİmu; k;C[®]h--Cq;[®]aJ k;q;İ Evp;q qu e; [®]p Bfe;[®]L h[®]m İLe; İq;[®] N;İ; [®]k Lah[®]s; gyl qİİ[®]j İqefl a;q; hİT[®]a h;İL İİqm e;Z AbQ Hjea[®]; İhsde;İ E[®]Yn[®]f Lf qC[®]a f;İ[®] a;q; İQ;İ Lİİ[®]a İNu; p0İİ a;İ AbİC pj Ü' Ae[®]bN j[®]m hİmu; ayq;İ j[®]e qCm, Hhw p0İİ a;İ İ[®]f[®]k;hez ka nE0E [®]L;C;f;İel L;NS;İc-pq Le;İİV[®]L EÜ;İ Lİİu; ayq;İ nİ0İİL c[®]Nİ BhÜ Lİİ[®]a f;İ[®]e aaC j[®]Amz İL;[®]j e Bİ-HLV[®]el j e; qC[®]m Qİm[®]h e;Z [®]pC el j qCh;İ fl[®]İn;ju İale İcel;İe p0İİ a;İ L;[®]R ayq;İ n0İ h;İsİ hE;M[®]; Lİİ[®]a m;İİN[®]mez a;q;İ[®]cİ r j a; İLİ[®]f Ap;İ j e[®]f, pj;[®]S a;q;İ; İLİ[®]f Ap;İ dE;İde Lİİ[®]a f;İ[®], e;e; c0;İ bq a;q;İ hZİe; Lİİ[®]a m;İİN[®]mez a;q;İ[®]cİ fl[®]aL[®]na; Lİİ[®]a İNu; La İe[®]xLm[®] [®]m;L pj;[®]S İeN0[®] [®]İ n Lİİu;[®]R Hhw a;q;İ[®]cİ nİ Zİf[®]e qCu; La [®]m;L j p m j;İ eİ İ;æ; j[®]Nİ M;Cu;J İq;[®]p j;[®]Sİ Aİa c[®]Nİ j fb q;İ pE;İ [®]M EšZİİ qCu;[®]R, e;İ dj -İhhİ Z-à;İ; İale [®]p-pLm Ove;[®]L İhn[®]İ p[®]k;İ N[®]E Lİİu; a[®]m[®]mez

p0İİ a; a;q;İ[®]cİ h;İs[®]a k;İa;İu; e; L[®]İ hİc;İ p[®]İ eİ H C;İ R; [®]N;İ fe İRm e; ; L;İ Z, İe[®]Sİ 0f0 hEhq;İ p0[®]a ayq;İ HLV; Aİ j je İRmz A[®]eİ fl[®]a Apw[®]L;[®]Q L[®]W;İ;QİZ Lİİ h;İ p j u İale İe[®]Sİ HC -ZİV f;İuC 0;İ oZ; Lİİ[®]aez AaHh hİc;İ p[®]İ eİ 0[®]İ p0İİ a; [®]k [®]L;[®]e;İ fl;İ p j;İ cİ fl[®]İn; Lİİ[®]a f;İİ[®]h e; Cq;İ p q S[®]h;İ dE İ j o;[®]aC a;q;İ İeLV hEš² qCu;[®]Rz p0İİ a; Cq;İ S;İlea [®]k, [®]p ayq;İ[®]cİ h;İs[®]a k;İ Ju;İ-Bp; Lİİ[®]m f[®]İ n[®]L 0[®]İ j[®]dE AaE;¹ An;İ;¹ [®]İ n Lİİ[®]a qCaz HCSe[®]f [®]p İea;İ¹ fE;İ;Se e; qC[®]m, J h;İs[®]a k;İ Ca e; Hhw HCSe[®]fC f[®]İ n fl[®]İq HLh;İ h;İ cCh;İ uuw p0İİ a;İ h;İs[®]a Bİpu;İ a;q;İ p[®]Ā [®]cM; Lİİu; k;İ C[®]aez

Lulce f[®]İ nh;İ h[®] e;e; İQ;İ J L;İ Sİ a;İ su p0İİ a;İ JM;[®]e Bİp[®]a f;İ[®]e e;Cz HC Lulce p0İİ a;İ fl[®]İq hE[®]N[®]a;İ pİqa f[®]İ n[®]İ BNj e fl[®]İn;İ J Lİİu;[®]R, AbQ a;q;İ j[®]eİ j[®]dE HLV;İ pW[®]L;İ Q Hhw L0J qCu;[®]Rz f[®]İ n[®]İ p[®]Ā a;q;İ Nİ fl aİ j[®]Ā[®]mİ p0[®]a [®]L;[®]e;İ L;İ mC İR[®]e qC[®]a f;İ[®] e; a;q;İ [®]p İe0Qu S;İ e, İL;[®] h;İ q[®]İİ cE-HLV;İ h[®]s; h[®]s;İ p[®]İ e[®] k Vje f;İ su;[®]R Cq;İ [®]hce;İ J a;q;İ[®]L İhn;İ İc[®]a[®]R e;Z H İc[®]L qİİ[®]j İqefl a;q;İ S[®]he[®]L Aql q Apq[®] Lİİu;İ a[®]m[®]Rez HCSe[®]f p0İİ a;İ BS hİc;İ p[®]İ eİ fl[®]İ Aİp[®]æ;İ J üfL;İ Lİİu;İ f[®]İ n[®]İ h;İs[®]a Bİpu;İ Efl0ba qCmz Afİ q[®]İ n[®]0İ p[®]k[®]N aMe f;İ n[®]İ h[®]İ fl[®]İQj İc[®]Lİ [®]aa;İ m;İ h;İ sİ B;İ m f;İ su;İ p[®]c[®]İ N R;İ u; İhÜ;İ Lİİu;[®]R; Hhw [®]pC R;İ u; f[®]İ n aMe İnl ea Lİİu;İ HLM;İ ayq;İ h;İ N;İ eİ f[®]b dE[®] dE[®] fCQ;İ Z; Lİİ[®]a İR[®]mez

p0İİ a;İ ayq;İ f;İ[®]n Bİpu;İ [®]k;İ N İcm! Lİqm, ""h;İ h;İ, a[®]İ j [®]L j e BR?"

f[®]İ nh;İ h[®] qW;İ v ayq;İ İQ;İ ju h;İ d;İ f;İ Cu;İ rZL;İ mİ Se[®]f İ0bİ qCu;İ c;İ s;İ Cu;İ İ d;İ İ j eİ j [®]Mİ İc[®]L Q;İ q[®]me Hhw Lİq[®]me, "İ j[®]m;İ BİR İ j[®]d!"

cE[®]S[®]e [®]h;İ s;İ C[®]a m;İ İ N[®]mez f[®]İ nh;İ h[®] Lİq[®]me, ""p j h;İ[®] mİ ma;İ İ h;İ h;İ qz"

p0İİ a;İ İ İh[®]a İRm, HC İh;İ[®] q a;q;İ[®]L [®]L;[®]e;İ fl;İ j[®]İ n[®]İ h;İ p q;İ u;İ X;İ L;İ qu e;İ C [®]Le H Lb;İ [®]p İS' İ p;İ Lİİ[®] h;İ İL;[®] L[®]İ a qCu;İ EİW[®]a İRm, [®]Lee;İ a;q;İ aİ[®] gJ Hh;İ HL S;İ u;İ N;İ u

HLV; Lf h;di B;ipuj f;isuj;Rmz B^{en} qC^m p^a; X;ilLh;il A^{er}; i;Ma e;iz
p^oil a;il j^e HC-^k HLIV iQ; } Qim^aiRm fⁿ iWL p^c Lb;V;C Bfle a^mae;
Li^qme, "a;ij;L Hh;il X;il^a f;il le i;id!"

p^oil a;il S' ip; Lilm, "Le h;h;?"

p^oil a;il HC fⁿ fⁿ fⁿ L^e; Ešl e; i^cuj a;q;il j^m i^cl le l^rZ Lilu; li^qmez
p^oil a;il BI b;il^a f;ilm e;iz p^j HLV^aea Lilu; Li^qm, "a;ij i; h;R^m, B;il j^el
j^de HLV; f;il ha^{le} 0^vRz"

fⁿ Li^qme, "qy, a;C i; h;Rm; B;ij a;ij;L L^e;Lj A^eid L^q p^wL^o
g^mh e;iz"

p^oil a;il Li^qm, "h;h;ij, B;ij a;ij;L ph Lb; hmh j^e L^riRm; , il^o a;ij;il k^cm;
f;ic lez p^cs^ef^c BS B;ij H^piRz B;ij k^a a;ij;L hⁿ i; i^m; L^q B;il j^el i; h^ma
f;il h B;il p^rja; e^cz B;il i u qu f;ir iWLIV a;ij;il L^rhm; e; quz"

fⁿ Li^qme, "B;ij S;je H-ph Lb; 0f0 L^q hm; p^qS euz a;ij HLV; iSlep a;ij;il
j^e Lhm i; h;il j^de f^uR, a;il A^eh LIR, il^o a;il BLil f;il a;ij;il L^r
f;il iQa q^u J^w lez"

p^oil a;il B;ij f;icuj Li^qm, "qy, iWL a;Cz il^o B;il A^eh Hje f;hm p^o B;ij
a;ij;L Lf hmhz B;ij iWL k^e HLV; e;ae S^{he} f^uiR, p^o HLV; e;ae Qae;iz B;ij Hje
i^cl b^l Hje L^q le^s LM^e; cⁱm lez B;il p^a Haice B;il cⁿl Aafa Hhw
i i^ho^v Lⁱm^l L^e; p^da^c iRm e;iz; il^o p^c j^uh^s; p^da^v; k^a Lah^s; paf iSlep BS
p^c Efmiⁱ B;il q^eul j^de H;je B^ook^l L^q f^uiR k^a, p^o BI iLR^a i^ma f;il iR
e;iz c^m; h;h;ij, B;ij a;ij;L paf h^miR "B;ij i^q H Lb; Bⁿ L^e;j^a B;il j^m i^c
h;il q^a f;il a e;iz il^o HMe B;il je M^h S;il p^a Ap^wL^o hm^r, B;ij i^q H^a
B;ij M^h HLV; Be^h h;id LIiRz"

fⁿ h;h;ij Li^qme, "H Lb;V;il A^af^at^a Awn-f^at^wn pj U^c il^q h^c c^m?"

p^oil a;il Li^qm, "pj U^l h^c c^mh;il niš² il B;il le^sl B^r? il^o HC Lb; le^u B;ij
A^el f^siR, A^el B^m;Qe;J L^riRz HC iSlepV;L kMe B;ij Hje h^s; L^q c^ma inim
le aMeC i^qhm^a k; h;T;ju Lhm a;il pj U^r V;M;V; M;Ve;iv^l h^s; L^q c^miR--
a;ia pj U^vil f;il B;il j^el j^de i; il HLV; 0Z; h;id qaz"

fⁿ h;h;ij a;q;il Lb; o^{le}uj i^h0j u A^eh L^lme, lale 0f0C h^ta f;il^{me} p^oil a;il
j^el j^de HLV; h;idp' il qCu;R, p^o HLV;-iLR^a paf h^um; i L^lu;R hⁱmuj; iexp^w
A^eh L^laR--p^o k^a j^hl j^a; iLR^e e; h^tu; Lhm HLV; A0f0 B^h i; ipu;
k;C^aR a;q; e^qz

p^oil a;il Li^qm, "h;h;ij, B;ij k^a B;il cⁿ b^l, S;ia b^l i^hiR^a HLSe r^a j;e^o Hje
Lb; B;ij Le hmh? B;ij Le hm^a f;il h e; B;ij i^q?"

fⁿ q;ilpu; Li^qme, "Ab^lv, j;il, a;ij B;ij LC iS' ip; LIR B;ij Le le^sl i^q"

hlm e? q n cMa n n a j k Mh -ljal Lje; LjZ B R a j euz HLV; LjZ q R, lq d; B j L lq h m üfLj l L e j BI HLV; LjZ, kicl p A B j l d j l a g m a j l; le S L lq h m f i l Q u e u e j "

p o i l a j Q f L i l u j i j h a m j i n m z f n L i q m e, " B j a j a j j L h m C i R H - i m - l j a l L j Z e u, H - i m h j q f L j Z j j e z H h j d - n i L e j j e m J Q m z i l z o l i a o l H L V ; N i e l L j Z B R l q p j j S f h n l L j e j f b e c z A z a p c l l j u e c, i m s i l l c l S ; b j L a J f i l z H p j j S p j u j j e o l p j j S e u - - c h h n k j l ; l q q u S j j h H p j j S L h m j a e a i c l z "

p o i l a j L i q m, " p h p j j S C a j a j c z "

f n L i q m e, " e j, L j e j h s i p j j S C a j e u z j p m j e p j j S i l p w q a j l p j u j j e o l S e f E c o j i v a, M o v j e p j j S j p l m l c B q l e l i R z k - p l m p j j S M o v j e p j j S i A A a j c l j d e j p c i h i d z k i c B j C w r i S q a Q i c a n p H l h i A p n h e u ; C w m h i p L B j l e u j f i m e L Q m m C w r i S - p j j S - i s z q a f i l , H j e - i l , p S e f B j l M o v j e q h i l j c l l j l e c z A l i j e f h q l j d e f f h n l i a S j e a, h i a S j e a e j ; l q i w l a j l E m v i z a j l p j j S f h n l i h i l f b H l h i h a , h i h i l f b n a p q p f "

p o i l a j L i q m, " a h a j h i h i, H a i c e j l q d r u l e, p a j i v l B R z "

f n L i q m e, " p j j S i r u h t a p j u m i n z C i a f h n l i q p j j S i i m s i l l c l S i m i m j i R m z a m e H c n l A e j k n S i l a l q p j j S i j d e f f h n L H L V ; n h h i d l i a z H i c l j p m j e l B j m c n l f i u p h e c l q i s ; j S i j c i l f i j h k b o i R m, H C S e f p j j S b l L j i p q S h i l u k h i l i h i u n i p e j h j d i l p f j j i R m e j H M e C w r i S - A i d L j p l m l c B C e l a j l i r i l i R z p l l j l i e j E f i u p j j S i a j B N m b j l h i l S i H M e B i a j e e c z p c S e f i l R l j m b l L h m c c m i k j R, i j l a h o n l q l j R B i j p m j e h i s R z H i l j i h Q m m a 2 j H c n j p m j e - f d j e q u E W h, a m e H l l q o b j e h m i c A e j u q h z "

p o i l a j h e l b a q C u j E i W u j L i q m, " h i h i, H v i l l e h i l z l i j c B j c l p l m l E i Q a q n e j ? B j l j i l l q d l f i l a t j n L a j l r u l h i s u a m h ? H M e C a j a j l f i z f z n i s a B l s b j l h i l p j u z "

f n h i h p o e q p o i l a j l i f w q i a h m i C u j L i q m e, " B j l i C u R j l i m c i l L j e l B l s d h y i Q u l i m a f i l ? I r i f i h i l S e f H L V ; S i N i a L l e u j B R - - p c u i j n l l e u j l k f i l a t j n L a j l p l m c a j l u i j h a c f i l a t j n L a j l l q p j j S j j e o l A f j j e L a j l, h S i e L a j l, H C S e f H M e L j l i c e B a e l r i l i a j l f r f a t e q l i w e q u E W R z L e e j, H M e a j B i p B s i m h p b j L a f i l h e j - - H M e f i b h e l Q i l i c l i l j u j M m n R, Q i l i c l b l j j e o a j l E f l H p f s R ; H M e n i o e - p w l q a j i c u h y d h y d f i Q e l a m p B f e j l p l m l p w p h b l L j e j a w i l u l i m a f i l h e j l q p j j S H M e j k i c l e S i j d e p w p q l i h i l n i s e j S i n j u, r u i n l c f i h u e u, a j q m h i l q l i j j e o l

HC Ah;d pwpħ a;l f®r HLV; p;w0j;laL B0ja q®u cys;®hz"
p®ll a; ®nce;l p;qa h;mu; E;Wm, ""Bij H-ph ;LR=h®T ®e, ;Lz° HC k;c paé qu H®L
BS ph;c a;N LI®a h®p®R, a; q®m Hje ;c®e H®L Bij ®a; a;N LI®a hph e;z Bj l;
HI c;cl®el p;z;e h®mC ®a; HI ;nu®ll L;®R Bj;®cl BS cy;s®u b;l®a q®hz"

f®l nh;h® L;®me, ""j; , ®a;j;l j®e ®k i;h ®S®N E®W®R Bij a;l ;hl;®U® L;®e; Lb;
a;mh e;z a;®j Ef;ipe; L®l je ;Øbl L®l ®a;j;l j®d®e ®k paé B®R, ®k ®nt®ul Bcn®B®R,
a;lC p®Á ;j;im®u ph Lb; ;hQ;l L®l ®c®M;--æ²®j æ²®j ®a;j;l L;®R p;®U' f;ilxL;l q®u E®W®hz
;kie pL®ml ®Q®u h®s; ay®L ®c®nl L;®R ;Lwh;® L;®e; j;e®ol L;®R M;®V;® L;®l; e;--a;®a
®a;j;l J j®Am e; , ®c®nl J e;z B;®j HC j®e L®l HL;z ;Q®s ay;lC L;®R Ba;®p; f;V® LI®a
Q;®c; a; q®mC ®c®nl Hhw f;®a;®L ®m;®Ll p®d®aC Bij pq®SC paé q®a f;l;hz"

Hje p;u HLSe ®m;l f®l nh;h® q;®a HLM;®le ;Q;®W B;®u; ;cmz f®l nh;h® L;®me,
""Qnj;®;®eC, B®m;®J L;®j ®N®R--;Q;®W®e; f;®s ®c®M;® c;imz"

p®ll a; ;Q;®W f;®su; ay;q;®L ®e;®cmz h;®pp;®S;l HL L;®j;®V qC®a ay;q;l L;®R f®e;®V
B;®pu;®R, e;®Q A®eL-;lm h;®p;l e;j p;®q L;l; B®Rz f®el j;®N® HC ®k, f®l n Ah;®p j®a
ay;q;l Le;®l ;hh;®q p;®j;®a ;cu;®Re Hhw ®pC ;hh;®q ;e®S;® ®k;®N ;c®a f;®U®a qCu;®Re;® HI®
Ah®b;®u; h;®pp;®j;®S® L;®e;®j®aC ay;q;®L p;l ;®n;®Z;l j®d®e N;®Z;l L;l®a f;®l;®e e;z ;e®S;l f®r k;c
ay;q;l ;LR=h;mh;l b;®L a®h BN;j;®f ;lh;®q;l f;®h;®®p p®d®a L;®j;®Vl q®U' ay;q;l f®e B;®p;
Q;®c--®pC;®ce B®m;®Qe; qCu;® A;®dL;®w®nl j®a Q;®s;®z ;®e®f;®s qC®hz

f®l n ;Q;®W®;®le mCu;® f;®L®V l;®im®mez p®ll a; a;q;l ;®e;®t q®U' ay;q;l X;®e q;®aM;®le d;®l;®u;
;lexn®e ay;q;l p®Á p®Á ®hs;®C®a m;®N;®mz æ²®j p;a;®l A;aL;l ;®e;®l ;®a qCu;® B;®pm, h;®N;®e;l
c;l;rZ f;®n®M® N;®m®a l;®U;l HL;®V B®m;® S;®im;®u; E;®Wmz p®ll a; j;®t®L® L;®qm, ""h;®h;®, ®a;j;l
Ef;ipe;l p;u q®u®R, B;®j ®a;j;l p®Á BS Ef;ipe; L;l;hz" HC h;®mu; p®ll a; q;®a d;®l;®u;
ay;q;®L ay;q;l Ef;ipe;l ;e;l ;®a ;®l;®Vl j®d®e mCu;® ®Nm--®pM;®e kb;®leu;® B;®pe f;®a;® ;®Rm Hhw
HL;®V® j;®j;®h;®a S;®im®a;®Rmz f®l n BS A®eL;rZ f;k;®j;®l e;®f®h Ef;ipe; L;l®mez Ah®n®o HL;®V
®R;®V;® f;®b;®e;® L;l;®u; ;®ale E;®Wu;® B;®p®mez h;®lq®l B;®p®aC ®c;im®me, Ef;ipe;l-;®ll ;®®ll L;®R
h;®lq®l m;®ma;® J ;®heu Q;®f L;l;®u; h;®pu;® B®Rz ay;q;®L ®c;im;®C a;q;l;® c;®S®e f;®Z;®j L;l;®u;
ay;q;l f;®®l d;®m;® mCmz ;®ale a;q;®c;l j;®b;®u; q;®a l;®im;®u; j®e j®e Bn®h;®c L;l®mez p®ll a;®L
L;®q®me, ""j; , B;®j L;®m ®a;j;l®cl h;®s®a k;®h, BS B;®j;l L;®SV;® ®p®l B;®p®Nz"

h;®mu; ay;q;l ;®®l Q;®im;®u; ®N®mez

a®me p®ll a;l ®Q;®M ;®cu;® Sm f;®s®a;®Rmz ®p ;®e;®U® f;®l;®a;j;l j®a;® e;®f®h h;®l;®j;®u; A;aL;®l
cys;®Cu;® l;®qmz m;®ma;® Hhw ;®heu J A®eL;rZ ;®L®L;b;® L;®qm e;z

p®ll a; k®me Q;®im;®u; k;®Ch;l Ef®e;®j L;l®m ;®heu a®me a;q;l p;®j;®M B;®pu;® j;®t®u®l L;®qm,
"";®c;®, a;®j B;®j;®cl Bn®h;®c L;l®h e;®j?"

HC h;®mu; m;®ma;®L mCu;® p®ll a;®L f;®Z;®j L;®qm; p®ll a;® An®f;l;®U®L® k;®q;® h;®mm a;q;
a;q;l A;®k;®l;®j ;®c ®le®a f;®c®mez

f[®] nh;h[®] ayq;I 0[®] Bİpu; hİppj;S-Lİj İVI İeLV fæ İmM[®]me; a;q;[®]a İmİM[®]me--

"mİma;I İhh;q B; j[®]LC pÇf;ce Lİİ[®]a qC[®]hz Cq;[®]a B; j[®]L kİc af;N L[®]e a;q;[®]a
Bfe;[®]cl Aeİ;u İhQ;I qC[®]h e;Z Hr[®]Z Dnİİ I L;[®]R B; j;I HC HLİVj;æ fİbİe; İİqm İaİe
B; j[®]L pj Ù' pj;[®]SI Bnİ qC[®]a hİq;I Lİİu; mCu; ayq;I C fcfİ[®];¹Øb;e c;e LI;e'

p0lla; f0ni LiR k Lbi Luiv olem aq; NiL himhi Se' aq; je Aafz¹
hE;Lm qCu; EIWmz k i;lahoM Ai jM Ni; aq; ci0L fpiila Hhw i0S² fhm
fEj BLb Liliu;R, Ha ice f0 pC i;lahoM LiMl qU' fisu;R, pC i;lahoM r'ul
jM Qimu;R, p Lbi IL Ni; iQz} L'e e;C? Halce i;lahoM le³S² hyQiCu; Ijimu;R
aq; Bi E;IL hEh0bi hM; pSe' i;lahipf⁴ paLNqCu; Q0; Lila qu e;Cz BI IL
a;je lei0Qz¹ qCu; hyiQh; pju BR? BS IL fM j'a; Lhm f;jae hEh0biL Bnu
Liliu; 00 I j'dE hipu; bil'a fill?

p0lla; i;lh'a mijNm, "Cqi j'dE BjiJ a; HLV; LiS BR--p LiS Lf?' Ni; j
EiQa iRm HC pj'u aq; pCjM Bipu; aq;L B'cn Li; aq;L fb CM;Cu; CJu; j
p0lla; j'e j'e Liqm, "BjiL lale kic Bji pj'U' hidi J A' a; qC'a EU; j Liliu;
Bji kb;0bi'e cys Li;Cu; ic'a fill'ae a'h IL pj'U' r'a m;Lm< j J le;3i-Afhic²
Ri;Cu; j aq; jM R;f;Cu; EIWa e;?' p0lla; je BaFNH³ fYN qCu; cys;Cmz p
himm--Ni; Le aq;L flfr; Lila me e; Le aq;L ApidE p;de Lila him'e e;--
Ni; j cMl pj'U' f'ol j'dE Hje HLIV m;L L BR k p0lla; j'a; Hje Aeju;p
le³SI k;qi-iLR=BR pj'U' EvpNM Lila f;? Hje HLV; Baaf;NI BLi'ri j n;S²
IL Li;e; fE;Se Ni; c;Mm e;? CqiL m;Lm< j-l-hsi-Cju; Lj h;fea; j'dE g;imu;
icu; Nm aq;a c'ni iLRj;e ria e;C? p0lla; HC Ah' j' pCFYN AUF;Li Liliu; c;f
pi;Cu; icmz p Liqm, "BjiL Hje Liliu; af;N Lila H LM'e;C qC'a fill'h e; j Bji
LiR ayq;L B;paC qC'h, BjiL ayq; pa;je Lila ac qC'h, pj'U'm< j-pwLiQ ayq;L
f;laE;N Lila ac qC'h--lale kah;S; n;S² je f;lo q;ie, BjiL ayq; fE;Se BR H
Lbi ayq; le³SI jM HLice BjiL himu;Rez BS Ala a;R S0fe;ju H Lbi Lje Liliu;
i h'me!

pañ R#Vu; Bipu; p0lla; LiMl LiR cys;Cu; Liqm, "Icicz"

p0lla; aq; Nm; Ss;Cu; Liqm, "Lf i;C h;S²u;!"

pañ Liqm, "p; j h; j mima; icic; ih'u--H L'ice Bij iheuh; h; h;S'a iN'u b;Lhz
lale BjiL X² Rez"

p0lla; Liqm, "j; j p² h'miRp?"

pañ Liqm, "j; j p² h'miRmj, lale I;N L' hm'e, Bij J-ph iLR=S;je e, a; j j
icic² h'm; lale k; i; m; h;Te a;C q'h; icic, a; j h; j Z Li; e; pM;e Bji
fs;oe; j iLR=r;ia q'h e; j, Bij i;S fsh, iheuh; h; Bji fs; h'm c'hez"

pøil a; Liqm, "L;SLjM h;ls@a a€ IN@u pLm@L A;Øbl L@l iclhz"

pañ hÉÑEQCu; Liqm, "e; iclc, Bij ÌLR=A;Øbl LIh e;Z"

pøil a; Liqm, "a;L M@c L±+V;L @pM;@e ieu kih e;L?"

pañ Liqm, "qy, a;L ieu @k@a qñ, iheuh;h=h@no L@l h@m ic@Rez a;L e;J m;im
iQIWI L;N@S R;f;@e; HLV; Bm;@; iej zZ-iQIWI H@p@R--a;@a im@M@R a;L pfiLS@e IN@
Sm@k;N L@l Bp@a q@hz"

pøil a; Liqm, "fiL Seiv @L?"

pañ a;S;aj;S Liqm, "Le, iheuh;h=h@Re, Bijz iale B;@cl @pC BiM@e;V;J ieu
@k@a h@m@Re iclc, @v; B;@L ic@u;--Bij i;Ph e;Z"

pøil a; Liqm, "i;P@mC @k Bij h;@Z Har@Z a; q@m @h;T; @Nm--a;L ih@u@a BiM@e
h;S;@h;L S@e@c h@T @a;L h@p@a;L @X@L@Re? @;@ne-@;LJu;@;L h@T H@Lh;@l g;@L
@ch;L j amh?"

pañ Aaf;@ E@S;Sa qCu; E;Wu; Liqm, "e; LL@M@e; e;Z iheuh;h=h@Re, B;@L
a;L i;@ahl LI@he! i;@ahl@L Lf LI@a qu iclc?"

pøil a; L@qm, "p;@U'ice E@f;@p L@l b;L@a quz"

pañ H Lb; p@f;@N A;hn;@p L;lmz aMe pøil a; pañ@L @L;@ml L;@R ct L;@u; V;@eu;
Liqm, "B;@R; i;@c h;S;@u;L, a€ h@S; q@m Lf q;h hm@'c;Mz"

Cq;L E@S;L pañ@L j@e;L j@e'f; @U@a iRmz a;@;L L@p;L inrLC a;@;L L;@R Afi@a
r;@a; J A;@;@;LZ f;@;@a;f;L Bcn;@b;@m iRm--@p f;@;@qC@aC j@e;L j@e;L iØbl L;@u; L;@Mu;@Rm
@p h@S; qC@m j;@V;@;L n;@C qC@h

pøil a; a;@;L Liqm, "A@eL L;S LIh;L B@R i;@Z B;@cl c@ i;@C@;@e;L L;S B;@L;
c@S@e i;@m LIhz Lf h;mp pañ? B;@cl @cn@L f;@Z ic@u h@S; L@l a@m@a q@h h@S; LIh
Lf! B;@cl @cn;L j@a; h@S; BI Lf B@R! B;@cl f;@ZLC h@S; L@l a@m@a q@h S;@ep?
h@T@a @f@;@R?"

h@T@a f;@;@m e; H Lb; pañ p@S@S u;f;@;L L;@h;L f;@e euz @p @S;@;L p;@a h;mm, "qy"

pøil a; Liqm, "B;@cl @k @cn, B;@cl @k S;@a, @p Lah@S; a; S;@ep! @p Bij
@a;L @h;T;@h @L;@e L@l! H HL B@QkN @cnz HC @cn@L f;@bh;f;L pL@ml Q@S;@L E@f@L hp;@h;L
S@e'f; La q;S;@L q;S;@L hvpl d@l i;h;@a;@L B@u;Se q@u@R, @cn i;h@cn @p@L La @m;L H@p
HC B@u;S@e @k;N ic@u@R, H @cn La j;q;f;@;@ S@;@Re, La j;q;k;@U O@V@R, La j;q;@h;L@f;
HCM;@e @p@L hm; q@u@R, La j;q;a;f;@;@; HCM;@e p;@de L;@ q@u@R, d;@;@L H @cn La icL
@p@L @c@M@R Hhw S@h@e;L p;@p;@;L LaL;@ j;@j;@p;@; HC @cn q@u@R! @pC B;@cl HC
i;@;@ahoN H@L M@h j;qv h@mC S;@ep i;@c--H@L @L;@e;@ce i;@m;@ Ah' ; L;@p @ez @a;L BS
Bij k; hm;@R HLice @p Lb; @a;L h@T@aC q@h--BSJ a€ @k ÌLR=h@T@a f;@;@p ieu Bij
a; j@e L;@ @ez HC Lb;@V @a;L j@e L;@M@a q@h, M@h HLV; h@S; @cn a€ S@;@;@R, p;@U'
q@e;L ic@u HC h@S; @cn@L i;@S' L;@h, BI p;@U' S@h@e ic@u HC h@S; @cn;L L;@S LI'@hz"

pañ HLVMje Qf Lliuj bijLu; Liqm, "iclc, añj Lf LIñ?"

põil a; Liqm, "Bij J HC LjS Lih a€ Bj jL pijkÉ LIñ @a;?"

pañ avrZjv hL gñiCu; Liqm, "qy Lihz"

põil a; qeu fñ Lliuj k Lb; Sijuj EIW@aïRm a;qi himhij m;L hjs@a LqC ÌRm eiz a;C Bfeij HC R;V; i ;CIVL LjR f;Cu; a;qi pj Ù' BñN EJRipa qCu; EIWmz p k i ;oju k;qi himm a;qi himL LjR himhij eQ, ÌLz° põil a; a;qi@a pWLQa qCm eiz a;qi j eel HClf Evpjqa Ahøb;u HC ' jeiv p f;Cu;jRm k, k;qi leS hTujjR a;qiL fñ jñ himm añC Rmhs; pLm Bfe Bfe niš²-Aep; a;qiL HLILj hT@a f; , a;qiL Aefl hñUI EfK;NÉ Lliuj qi@a IjMu; hT;C@a NñmC pañ Bfie ihLa qCu; kujuz

pañ Lðfejhñš EšSa qCu; EIWm; p Liqm, "h; qm Bjil kMe Ael Ael VjLj qñ aMe--"

põil a; Liqm, "ei ej ej--VjLj Lbj jM Blep e, Bj jcl cS eel VjLj cl Lj l eC hiš²uj! Bj j k LjS Lih a;a i š² Q;C, fñ Q;C"

Hje pju 0ñ j ðf Bejuf Bipu; fñn Lli me; põil a; hL li ael Iš² eaf Lliuj EIWm--p BejufL fñj Lilmz fñj Lj pañ l i ;m; Bp ej, p ml< ai jñ Lj e; a LjSV; pijluj mCmz

Bejuf pañL Ljml LjR Vjleu; mCu; a;qi inl00de Lli me, Hhw põil a;L Liqme, "a; jil pÅ HLvfl j nñ LI@a Hmj j; , añj R;si BI@a; LjEL cñm ez ðheu hmìRm ðh u Bjil hip;aC qñz' Bij hmmj , p ÌLR@aC qñ ej--"añj j Ù' ehñ qur ÌL ej, Bj jcl j u Ajle p d INu@a; jil 0ñ H p ðh u L eL kñ! p qñ eiz' Bij HLV; hip; iWL L eIR, p@a; j; cl H hjs bL ññn cñ qñ eiz' Bij HCjæ pMie bL BpìRz fñ nh;hL hñm añj IjS Lli u leu; z"

põil a; Liqm, "hij; IjS qñez"

Bejuf Liqme, "a; j fñ , @a; j; LJ, j; , pMie k@a qur HC@a; p; j h; ðh u! HC L'ice pMie bL Bj jcl@a; pj Ù' -ìR u-NjìR u le@a qñz pju@a; ññn eCz Bij HLM;C pj Ù' L e@a fñl , ÌLz° añj H@a ej b;Lm ðheu l i jil Lø qñz p jM gV@a; j; L Ae; j d LI@a f; j R ej--Hje-ÌL, Bjil LjRJ p@a; jil ej L e, a; aC Bij hT@a f; jìR JM; e a; j Mñ HLV; hfb; B R z añj ÌLz° p eL b;Lm Qmñ ej j; l mima; LJ p h; s; h; Sñz"

põil a; HLV=ihñj a qCu; Liqm, "j; , añj HC ðh u@a k;N Ìc@a f; j ñ?"

Bejuf Liqme, "hm Lf põil a; k;N cju; Lf hmR! Bij ÌL h; cñ l m;L k öð k;N ññ! H k ðheu l ðh u z H@a; Bj jLC pj Ù' LI@a qñz Bij ÌLz° ðheuL hñm eL MìR, "H ðh u@a Bij@a; j; l eL e u, Bij Le; f; r'--Bjil 0ñ p mima; L ðh u LI@a Bp R z"

j; b;il@aJ öi Lgñmimaj@L a;qi j; fl a;N L;lu;Re, p LI;Z;u Be;Z;ufl q@u fZñ qCu; I;qu;Rz pC L;I'ZC HC lhh;@q k;qi@a @L;@e; Ae;cl-AnÜ;I mrZ e; b;@L pCSe;f lale HL;Z;J'@e @ø; L;I@a'Rez lale mimaj; j;@ul @b;je mCu; le@SI q;@a mimaj@L p;S;Cu; ic@he, hl@L h;I Z L;lu; mCh;I hfh@b; L;I@he--k;lc le;J;Z;a c@-Q;il Se B@p a;qi@c;l Bcl-Ai @b;le;I @nn;@æ @#V e; qu a;qi @c;IM@he, Hhw HC e;@ae h;ip;h;is@L H;je L;lu; p;S;Cu; a#m@he k;qi@a mimaj; Cq;@L HLV; h;ip@b;je h;imu; Aes h L;I@a f;@, Cq;C ayqi;I pW;L@fz

p@ll a; L;Iqm, "H@a @aj;@L le@u @L;@e; @N;im;@m q@h e;?"

h;is@a j;@q; @k @a;mf;is h;id;Cu;@R a;qi @J;I Z L;lu; Be;Z;ufl L;Iq@me, "a; q@a f;@, a;@a Lf q@h! @N;im;@m ilR@q@uC b;@L; Q@f L@ p@u b;L@m B;h;I ilR@ce f@ p;@U @L@V; k;uz"

p@ll a; S;le;a HC lhh;@q @N;I; @k;@N @cu e;Cz Be;Z;ufl h;id; ic;h;I Se;f @N;I;@L @L;@e; @ø; IRm il e; Cq;C S;le;h;I Se;f p@ll a;I Kvp@L IRmz @ Lb; @p @f@ L;lu; f;is@t p@ril n@, e;v@ @n@ndm@y@f @N;I;@L e;@J;@æ;@ E;@Q;I Z L;I@me e;@

q;il @J;@lqef Mhl f;Cu;@R@mez d@f@ p@b; q;@a;L L;S p;il;u; lale @@I j;@df B;ip@me Hhw L;Iq@me, "ic;ic, i;@m; BR @a;? @c;M;C @e;C, Mh;I C e;@J; e;@"

Be;Z;ufl pC A;I @k;@N;I E;S;I e; L;lu; L;Iq@me, "a;@j;@L @h;e;I T@L le@a H@p;IRz"

HC h;imu; ayqi;I E@Yn@ h@S@Z L;lu; h;im@mez q;il @J;@lqef A;f@æ j;@M ilR@Z Q@f L;lu; I;Iq@me; f@ L;Iq@me, "B;Ij @a; H;I j;@df @k@a f;I;h e;@"

Be;Z;ufl L;Iq@me, "e; @h;e, @aj;@L B;Ij @k@a h;im @ez p@ll a;I S@ef a;@j; @ @h; e;@, B;Ij @a; J;I p@AC b;L;h;@"

q;il @J;@lqef L;Iq@me, "a@h h;imz I;@;@lqef @a; @m;@L;I L;@R hm@Re E;le Iq@Z; H;Me J;@ j;@n;I@ lq@;@l;e;I ic@L Iq@Rz a;@, E;le k;lc Iq@;@p;@S Qm@a Q;e a; q@m J;@L p;h;@;e q@a q@h;@ Aj;le@aC @a; @Y;I Lb; E;W@h, a;@ p B;Ij L;@V@u ic@a f;I;h, ilZ;@ H;Me @b@L ilR@ce J;@L p;@m Qm; Q;Cz @m;@L @a; f;@J;@C IS' ;@p; L@, Ha hup qm J;@ ih@ub;@J;u; qm e;@ Lez @p H;L;I;L;@ L@ Q;f;@Q@f ic@u I;M;@ Q@m, i;@m;@ f;@æ;@ @k @ø; L;I@m @S;@V e;@ a;@ eu, ilZ;@ E;le k;lc B;h;I J;@ p;@h;L Q;im d@e a;@ q@m B;Ij La ic@L p;@m;@h h@m;@z a;@j; @a;@ lq@;@l;e;I @J;@u, a;@j; @a;@ ph @h;I T, a;@j; C h;@ H;je Lb; hm @L;e;@l;@M? @aj;@L le@SI @J;@u k;lc b;@La a;@L il HC ih@u@a f;@W;@a f;@l@a? @aj;@L @a;@ i;@h@a q@ @J;@ul ih@u @c@h @L;@e L@Z"

Be;Z;ufl ih;I@J;a qCu; p@ll a;I j;@M;I ic@L Q;@lq@me; a;qi;I j;@M;I I;S;@h;Zñ qCu; Ty Ty L;I@a m;@N;@mz Be;Z;ufl L;Iq@me, "B;Ij @L;@e; @S;@L;I@a Q;@C @ez p@ll a;I k;lc B;f;S L@e a@h B;Ij --"

q;il @J;@lqef h;imu; E;I;W@me, "B;Ij @a; @aj;@c;l i;@h ilR@ h@T E;W@a f;@l; @ez @aj;@l;C @a; @R@m J;@L Iq@;@j;@a mC@u@Re, a;@j; q;W;@v B;L;@n @b@L f;@s@m Qm@h @Le?"

f@ nh;@h;@ h;is@a ph;@;C A;f;@l;@di @l;@l; j;@a;@ @k q;il @J;@lqef IR@me, ik;le @L;@e;@ j;@e@L

Dovjæ Aelſm ʒid LīlʒmC HLjz¹ BŅŅqī pīqa Ahmðe Līluj dīlʒæ, ʒp qīlʒjīqef
ʒLjbu? İeSI AīdLīl Irj Līlhīl Seſ Cīe BS hīl0efl jʒa; cys;Cuīʒe; ayqīl
pŅīl aīʒL ayqīl LjR qCʒa i jPjCu; mChīl Seſ Qīl İcʒL e;ej İhl;Ü nīš² LjS LīlʒaʒR HC
pʒʒq İale phīc;C L.VīLa qCu; Bʒez ʒL üfr ʒL İhfr aīq; hīTʒaC fīlʒaʒe ej,
HCSeſ ayqīl jʒe BS Bī üpʒʒa; e;Cz fʒhŅ pjÜ' pwpjīʒL nʒef ʒcīMu; ʒk ʒchajʒL
hē;LmīQʒS Bnū LīlujīRʒme ʒpC ʒchfʒSjʒaJ ayqīl İQš İŅbl qCʒaʒR e;z HLİce İale
ʒjīal pwpjīf İRʒme--İec;İz ʒhīʒL kMe ayqīl İhoʒu hī;NÉ Sīj;ujīRm aMe İale jʒeJ
Līlʒa fīʒle e;C ʒk Bhīl ʒLjʒe;ce ayqīl VjLjLīs 0lhjīs BaſufīlSʒeī flā İLRj;æ
Bpīš² İgīluj; Bīpʒh; İLz' BS qʒurʒal HLVʒ Bʒj;NÉ qCʒaC pwpjīl fʒelju ayqīl
pʒjʒM Bīpu; ayqīl jʒeʒL Vjē;Vjē Līlʒa Bīñ LīlujīʒR, Bhīl pjÜ' Bnī-BLjīʒr;
aīq;īl AʒeL İcʒeīl rʒd; mCu; fʒhŅ jʒa;C SijNu; EīWʒaʒR, k;q; aſ;N Līluj; Bīpu;īRʒme
ʒpC İcʒL fʒhŅİ İgīlhīl ʒhN Hjİe ENÉqCu; EīWujīʒR ʒk pwpjīʒL kMe İRʒme aMʒe; ayqīʒL
Ha Q'm Līlʒa fīʒl e;Cz AŅf Lu İcʒeC qīlʒjīqefl jʒM Qʒr, i jʒh i Âʒa, Lbju
hēhqīʒL HC Aī jhefu fīlhaſeīl mrZ ʒcīMu; Beʒj;uf HʒLhīʒL BŅQkŅ qCu; ʒNʒme Hhw
pŅīl aīl Seſ ayqīl ʒDeqʒLj m qʒeʒu Aafz¹ hēb; ʒhīd Līlʒa mīNʒmez Hj e ʒk HLV;
pwLV fīʒʒ qCu; BʒR aīq; Sīeʒm İale LMʒe;C pŅīl aīʒL XjīLʒa Bīpʒæ e;z HMe Lf
Līlʒm pŅīl aīʒL BŅa qCʒa h;Q;Cʒa fīlʒhe ʒp aīq;īl fʒr HLV; pj pē;īl İhou qCu;
EīWmz

ʒnījīl flā mr Līluj; kMe qīlʒjīqef Lb; Līqʒme aMe pŅīl aī jʒM ea Līluj; efl ʒh
Ņl qCʒa EīWuj; Qīmu; ʒNmz

Beʒj;uf Līqʒme, ʒʒa; jīl i u ʒeC ʒhje! Bīj ʒa; BʒN Sjeaj e;z aī, Bī JʒL
fʒs;fīš Līh e;z aīj J JʒL Bī İLRʒʒhīʒm; e;z J BʒN HLİLj Lʒ jjeʒ qʒuʒR, qWjv
JʒL kīc ʒhīn Qj f c;J ʒp Bhīl pCʒh e;z"

qīlʒjīqef Līqʒme, ʒʒp İL Bīj hīT ʒe, Bjīl Ha hup qm! ʒa; jīl jʒMī pjʒeC
hmʒ-e; j, Bīj İL JʒL ʒLjʒe;ce İLRʒLŅ İcʒuīRz Jī k; Mhīn aīC ʒa; LİʒR, Bīj LMʒe;
HLİV Lb; LC ʒe--hīm, i Nhje JʒL h;Qʒu İjMe ʒpC Bjīl ʒYI--ʒk Bjīl Lfīm,
ʒLjēlce Lf 0ʒV ʒpC i ʒu Ņj qu e;z"

Beʒj;uf k;Chīl pj u pŅīl aī aīq;īl Ņl qCʒa hīql qCu; ayqīʒL fʒZj Līlmz Beʒj;uf
pLİz ʒDeq aīq;īʒL ŅfnŅ Līluj; Līqʒme, ʒʒBīj Bph, j j, ʒa; jīʒL ph Mhl İcʒu k;h--
ʒLjʒe; İhŅaqʒh e;--DnŅİ BnʒhīʒeC Ņi LjŅpʒʒfæ qʒu k;ʒz"

pŅīl aī ʒLjʒe; Lb; Līqm e;z
fīlce fīʒa Beʒj;uf mRīj u;ʒL mCu; kMe ʒpC hīp;hīsl h;ŷcepī' a d;ſm ru Līlhīl
Seſ HʒLhīʒL Smfʒhe hīd;Cu; İcu;ʒe Hj e pj u pŅīl aī Bīpu; EflŅba qCmz Beʒj;uf
a; s; a; İš TyV; ʒgīmu; İcu; aīq;īʒL hʒL Vjēu; mCʒmez

aīl fʒl ʒd; Ju; j; R; İSlepʒe-e; s; Q; s; J p; S; e; īl dj fīsu; ʒNmz fʒl nh; h; mī Ņl Seſ

p0il a;il q;ia Efks² fil j;Z V;L; i;cu;IR^{me}; pC aqihm mCu; Ei u ij imu; hij hij
Lil u; La gcl⁻ail Hhw a;q;il pwh;id^e fh^s qC^{me}z

AelaL;im f^l f^ln uuw mima;L mCu; pM;ie Efio^{ba} qC^{me}z mima;il f^r a;q;il
h;is Apq^e qCuiRmz^l Lq a;q;L^l L;ie; Lb; him^a p;qp Lila ej, ilz^o a;q;cl efl ha;
f^c f^c a;q;L B0;ia Lil^a m;INmz Ahⁿo hlc;ip^zcl fl^a pj^hce; fil;in Lil hij Sel
kMe ayq;il h^ah;ahNZ c^m c^m h;is B;ip^a m;INm aMe f^ln mima;L H h;is qC^a mCu;
k;Ju;C^hu ' je Lil^{me}z mima; ihc;u qCh;il p;u hlc;ip^zcl fl^a fZ; j Lil^a Nm; lale j^M
ig;I;Cu; hipu; Iiq^{me} Hhw p Q;imu; N^m Anf;ia Lil^a m;IN^{me}z mima;il Ihh;q-h;f;f;f^l
m;hzE J mfm;il j^e j^e k^b0 Kvp^zLE IRm; L;ie; Ef;u kic a;q;il; R^V f;Ca a^h Ihh;q-
Bp^l R^Vu; k;C^a HL j^asaⁿ ihm^o Lila e; ilz^o mima; kMe ihc;u qCu; Nm aMe
h;ipfil h;il L^l L^l La^he Oj IZ Lil u; a;q;il; j^M Aa^z N^hel Lil u; Iiqmz cl S;il L;R
p^lfl^l p^A Q;il^al j^a mima;il c^m M; qCm; ilz^o p^lfl^l f00;ac a;q;cl p; j^{SI} B^l;
L^uL Se fh^z h^ls² IR^{me}, HC L;I^z a;q;il p^A L;ie; Lb; qC^ac fil m e; j N;is^a
EiWu; mima; c;IMm Bp^{el} HL L;I^z L;N^S j; j; L^E-HLV; I;qu;Rz M^mu; c;IMm, Sj^{Ne}-
R^lfl^l HLIV g^mc;ile, a;q;il N;u Cw;I;S i; j;u M;ic; I;qu;R, "Be;ca c;fla^L Dn^l
Bn^hic LI^e' Hhw HLIV L;Xⁿ Cw;I;S^a p^lfl^l L^hm e; j I Bc^rl IV IRmz mima; BS
q^{cu}L LIWe Lil u; fZ Lil u; IRm p^o Q;IM Sm^gim^h e; ilz^o ifaⁿq qC^a ihc;uj q^asaⁿ
a;q;cl h;im^hh^a HC HLIV j;ae^o e; q;f;q;il q;ia mCu; a;q;il c^e Qr^aicu; TIU TIU Lil u;
Sm Til u; f;is^a m;INmz f^l nh;h^a Qr^a j^aaa Lil u; I0bl qCu; hipu; Iiq^{me}z

Be; j u^f "H^p; H^p; j; H^p;" himu; mima;il c^e q;ia dil u; a;q;L O^l mCu; B;ip^{me},
ke HMeC a;q;il Sel lale fl^ar; Lil u; IR^{me}z

f^l nh;h^a p0il a;il X;L;Cu; B;ieu; Liq^{me}, "mima; B; j;il OI b^L H^Lh;^l ihc;u
le^u H^pRz"

f^l n^l L^ul LiC^{fa} qCu; Nmz

p0il a; f^l n^l q;ia dil u; Liq^m, "HM;ie JI e;eq^al L;ie; Ai jh q^h e; hij;!"

f^l n kMe Q;imu; k;C^a Ec^{fa} qCu;Re H;e p;u Be; j u^f j; j; b;il Efl L; f;S V;ieu;
ayq;il pC; j^M B;ip; ayq;L e; u;il Lil^{me}z f^l n h^lU^l qCu; ayq;L fl^aej u;il Lil^{me}z
Be; j u^f Liq^{me}, "mima;il S^ef B^{fl}e L;ie; I0z; j^e I;M^he e; j B^{fl}e k;il q;ia J^L
p; fl^V LI^{Re} a;il a;il; J LM^e; L;ie; c^xM f;h e; --BI i Nh;e HaL;im f^l B; j;il HC
HLIV Ai jh c^l L^l ic^{me}, B; j;il j^u IRm e; j, B; j^u f^m j; z Ihe^ul hEIV^L le^u
B; j;il Le; j;il c^xM O^h A^eL ice d^l HC Bn;fb^u h^p IRm; j; a; A^eL c;il^a k; j e
Dn^l B; j;il L; j; e; f; j; Z L^l ic^{me}, aj;le H;e j^u ic^{me} BI H;e B00kⁿ ILj L^l
ic^{me} k, B; j; B; j;il H;e i; j; NE LM^e; j^e I0z; j; LI^a f; j; a; j e; j"

mima;il Ihh; q;il B^z; me BIⁿ q; Ju;il fl qC^a HC fl^{bj} f^l nh;h^a I0š pwp; l j^u d^e
HL S; u; N; u; HLV; L; jⁿ c;IM^a f; j; Cm Hhw kb; bⁿ p; j; e; m; j; Lil m; z

LijNijl qC^a hijql qJuil fl qC^a Nijl Lj^R pjU' Ice Ha^mL-pjijNj qC^a mijNm^k aqj^cl U^hU^ha J Bmif-B^mQeij len^hp^ldLI ASp^thijL^lijnl j^de^f hjs^a hijp Lij aqj^l f^r Apj^de^f qCu; E^lWmz

Nijl a;C f^hm j^a; f^hl^l f^ofi jZ BIñ L^llmz

pL;im^hm;u iLR^mM;Cu; hjs qC^a hijql qCa, H^lh^ll^l I^le igilui B^lpaz^vre L^llu; L^lml;ajl LjR;Lj^R L^le; HLVj^oVn^e eij^u f^onl^lijl j^de^f iNu; f^hnl L^laz^opM^le Lm^lLj^l L^han^l f^lia^cl f^lis;u^p B^lab^e mCaz HCⁿhZ^l f^ll^lju hijpZIV^le^k aqj^cl hjs^a Hje L^llu; O^hl^aR, aqj^cl p^llc^xM^l Mhl mC^aR, aqj^l aqj^l; iLR^e h^hT^a f^lilla e; Hje-iL, aqj^cl j^e e;e;f^ll^l p^lq^q Sij^laz iLz^o Nijl aqj^cl pjU' pw^ll;Q-p^lq^q W^lmu; aqj^cl j^de^f ihQIZ L^ll^a mijNmz jⁱT jⁱT^p A^lifu LbjJ o^leu;R, aqj^aJ iel U'qu e;Cz

kaC Cqj^cl iia^l f^hnl L^llm aaC HLVj Lbj^lhmC aqj^l j^el j^de^f O^hl^u; h^siC^a mijNmz^p c^limM, HC-pLm f^ol^a pjⁱSI h^ae inira i^hapjⁱSI^l Q^u A^eL h^lnz f^laf^ll O^ll MjJu;C;Ju; h^lju;hp; LjSLj^lpjU^c pjⁱSI i^ej^lohq^e Q^lMI E^fl i^cel;ae i^lqu;Rz f^laf^ll m^lLIC^l m^lLjQ^ll f^lla Aaf^l HLIV pqS ih^hap--^p p^oa^a aqj^cl L^le; aL^lj^l e;Cz iLz^o pjⁱSI h^ae, BQ^ll i^eu;u, Cqj^lcn^l Lj^lR^lre iLR^lj^lae hm i^ca^R e;Cz Cqj^cl j^a; Hje i^la, Apq;u, Ba^lqa-ihQ^l Arj S^h SN^a Lbjj B^R iL e; p^lq^q BQ^ll f^lime L^llu; Qm; R;si BI^l L^le; j^hAm^l Cqj^l p^lcf^lz^l j^el p^hl^l Q^el e; h^hl^lcm^l h^hT e;C^l a^ll; cm;clml a^ll; i^eodV^lLC aqj^l ph Q^u h^si L^llu; h^hTu;Rz L^l L^la e;C HC LbjV;C f^l f^l e;e; n^lp^lel a^ll; aqj^cl f^ll^lia^l ke Bf^licj U^l S^lm hyl^ldu;Rz iLz^o H S^lm G^lZI S^lm, H hyde j^qiS^lel hyde-- l;S^ll hyde e^qz Cqj^l j^de^f Hje L^le; h^si l^l L^le e;C k^lq; pLm^l ih^lf^l p^lcf^l f^lin;f^lin cys LjC^a f^ll^l Nijl e; c^lim^lu; b^ll^la f^lilm e;^k, HC BQ^ll A^lae j^eo j^eo l^l S^l h^loZ L^llu; aqj^l l^eu^l i^h lexua^l L^ll^aRz Lah; l^l c^lim^lu;R, pjⁱS l^eu;L^l S^ll^l Lj^lq^ll^l cu; j^laeJ L^l e; HLS^lel h^lf c^lo^ll^lim^l l^l i^hai^lRm, p^l h^lfl i^lo^ll^lv^lpi f^lbe f^ll^lia^a h^lQ^ll; ph^ll^lij^l qCu;R, p^l p^oa^a Lj^lq^ll^l i^eLV qC^a aqj^l L^le; p^lq^lke e;C--H i^cl N^lij^l m^ll^l d^ll^lu; f^lism aqj^l i^lfa^ll A' jaf^liaLS^llea i^lo^ll^ll^lz^lal Se^l f^ll^lo^lš L^ll^a qC^hz^p qai^l N^lel c^lil^laf^l Apj^l b^ll^l Lj^lq^ll^l A^lQ^ll i^lRm e; iLz^o rj^l e;Cz pLm^l f^ll^l l^eu;L^l S^ll^l HCl^l f^l k^le XjLj^lal A^lf^lri f^lmn-ac^l N^lij^l f^lr -l^lal c^lo^ll^lve; a^ljle j^l-h^lfl j^haf^l A^lf^lri j^l-h^lfl n^ll^l p^ll^lel f^lr -l^lal c^l N^lel Lj^lZ qCu; E^ll^l A^lo^lf

Bu A0f nš2l c;q;C qLqC j;leh ej, kje Lllu; qEL p;jiSLa;il qcuqfe c;lh
o;mi-Be; f;Z Lila qCnz ihh;g Efmr Let;il Ifa;il h;T; k;qi;a c;xpq qCu; Ew
HCSe;f h;ll f;r ph;f;L;il L;nm Ahmde Li; qu, qai;ne;il f;la mnj;æ Li;Z; e;Cz
N;il; c;imM HC p;js j;eol f;u;S;e;il p;ju p;qi;ké L; ej, h;f;cl p;ju i;lp; cu; ej,
Lhm n;ip;e;il à;il; e;la üf;L;il Li;Cu; ihf;æ L;il

Inirap;ji;S;il j;de; N;il; H Lb; i; mu;ilRmz Li;Z, p; p;ji;S; p;id;il;Z;il j;Am;il Se;f HL
qCu; c;ys;Ch;il nš2; hij;ql qC;a Li;S Lila;Rz HC p;ji;S HL;e; il;mh;il e;ej;f;L;il Ec;ok;N
c;M;il;c;a;Rz HC-pLm il;ima o;ø; f;ir f;il Ae;L;IZ;il B;ji;cN;L; il;øgma;il;c;L mCu;
k;ju p;M;ie; Cq;C Lhm i; il;hh;il ihouz

IL;° f;öf;il j;de; k;M;ie; hij;ql nš2;pw;ø;a ø;je Lllu; Li;S Lila;R; ej, p;M;ie;L;il
le;øø;a;il j;de; N;il; ü;c;h;il Ni; fl;al c;h;ma;il k; j;ja;n;a;qi;C H;L;h;il; Ae;jh;a c;im;a
f;icmz k; dj;il; ph;il;il; f;il;il;il; Li;Z;il;il; Ba;fa;il;NI;il; Hhw j;e;ø;il f;la n;ü;il;il;il;
pLm;L; nš2; cu; f;iz; cu; Lm;f;iz; cu; L;ib;J a;qi;L; c;M;il; k;ju e;iz; k; B;ø;il Lhm; M;
V;ie; i; j;N L;il; f;f;is; cu; k;qi; h;ü;L;J L;ib;J B;jm;ic;a Q;ju e;il; k;qi; f;la;L;J c;f;
M;ic;Cu; il;M; a;qi;C pLm;L; Q;im;a-ig;il;a E;il;w;a-h;ip;a pLm; il;ho;u;C Lhm; h;id;il;c;a
b;il;L; f;öf;il j;de; HC j;st; h;id;e;il;il; A;leø;L;il L;gm; Ha; ø;f;ø; Lllu; Ha; e;ej; il;L; N;il;il;
Q;im; f;is;a; m;il;Nm; a;qi; j;e;ø;il; ü;ø;b;é;L; 'je;L; dj;il;h;ü;L; L;il;N;L; Ha; il;c;L; Ha;f;il;il;
B;æ;Z;Z; Lllu;R; c;im;a f;icm; k; il;e;S;L; i; h;L;a;il; C;S;il;M; i; m;ic;Cu; il;M; N;il;il; f;r
Ap;n;h; qCu; E;il;w;il

N;il;il; f;il;ø;C c;imM; N;il;il; e;f;S;il;al; j;de; ø;e;f;pw;M;e;il; A;ø;fa;il-hna; Ab;h;il; Ae;f; k;-L;il;Z-
hna; qEL; A;e;L; f;Z; il;cu; a;h; il;hh;il; q;il; Se;f; g;u; f;ju; k;uz; A;e;L; f;h;il;ø;L; il;Q;il;S;he; Hhw;
A;e;L;L; A;id;L; hup; f;k;il;1; A;il;hh;il;q;a; b;il;L;a; quz; H; il;c;L; il;hd;h;il; il;hh;il;g; p;ø;a; L;il;We; il;e;ø;dz;
Cq;ia; o;ø; o;ø; p;ji;S;il; ü;ø;b;é; c;f;ø;a; qCu; E;il;w;a;R; Hhw; Cq;il; A;leø; J; Ap;n;h;il; p;ji;S;il;
f;fa;f;L; m;il;LC; Ae;il; h; Lila;Rz; HC; ALm;f;iz; il;Q;il;ice; h;ge; Lllu; Q;im;a; pL;M;C; h;id;é; il;L;°
Cq;il; f;la;L;il; L;il;h;il; E;f;ju; L;ib;J; L;iq;il; q;ia; e;il;Cz; inirap;ji;S; k; N;il;il; B;ø;il;L;
L;ib;J; in;il;bm; qC;a; il;c;a; Q;ju; e;il; p;C; N;il;il; HM;ie; B;ø;il;L; B;ø;a; L;il;Mz; p; Cq;il;cl;
f;il;il;q;a;il;cN;L; hn; L;il;M; il;L;° p;ji;S;il; m;il;L;cl; p;ø;il;il; L;ie;il;a;C; f;icm; e;iz; a;qi;il; N;il;il;
f;la; æ;ü; qCu; E;il;w;il; L;il;qm; "h;il; ø;a;il; h;il;p;Z;il; k;M;e; il;hd;h;il;hh;il;g; il;c;he; B;ji;J; a;M;e; il;ch;il;

a;qi;cl; il;N; qCh;il; f;id;e; L;il;Z; HC; k; a;qi;il; j;e; L;il;M; N;il;il; a;qi;il;cN;L; q;f;e;S;il;a; h;il;mu;
Ah;il; L;il;a;R; a;qi;cl; j;a; m;il;L;il; f;r; il;e;a;il;1; q;f;e; B;ø;il; Ahm;de; L;il;C; k; h;ü; Cq;C;
N;il;il; f;ø;il; L;il;a; B;il;pu;Rz

f;öf;il; j;de; il;h;Q;il;Z; L;il;u; N;il;il; Cq;J; c;im;u;R; j;pm;je;cl; j;de; p;C; il;S;lep;il;V; B;R; k;qi;
Ahm;de; L;il;u; a;qi;il;cN;L; HL; L;il;u; c;ys; L;il;e;il; k;uz; N;il;il; m;r;é; L;il;u; c;im;u;R; N;il;il; L;ie;il;
B;f;c; il;h;f;c; qC;M; j;pm;je;cl; k;je; il;el;h;il;il; h;il; f;il;ø;f;il; f;il;h;il; B;il;pu; p;ji;ha; qu; il;ø;f;il;
H;je; qu; e;il; N;il;il; h;il; h;il; il;Q;il; L;il;u; c;im;u;R; HC; c;e; il;e;LV;aj; f;la;h;ne; p;ji;S;il; j;de;

Hah[®]; fl[®] c[®] Le qCmz[®] Ešl[®]IV aqil j[®]e Elca qu[®] p[®] Ešl[®]IV ilR[®]aC aqil j[®]ile[®]a C[®]R; qu eiz H Lb; üfL; l[®]l[®]a aqil pj[®]Ü' q[®]cu h[®]flba qCu; E[®]W[®]a m[®]ilNm[®] k, d[®]j[®]ñ à; i; j[®]pmj[®]e HL, L[®]hm BQ;[®]l[®] à; i; e[®]qz HL ic[®]L[®] k[®]j[®]e BQ;[®]l[®] h[®]ae aqil[®]cl pj[®]Ü' Lj[®]l[®] Aeb[®]l[®] h[®]yidu; l[®]im[®] e;C, Aef[®] ic[®]L[®] a; j[®]le d[®]j[®]ñ h[®]ae aqil[®]cl j[®]d[®]f HL; j[®]1 Oie[®]uz aqil; i p[®]L[®]m l[®]j[®]imu; H; j[®]e HL[®]IV i[®]Slep[®]L NqZ L[®]l[®]u;[®]R k; q; "e;'-j; j[®]ae e[®]q, k; q; "q[®]"; k; q; GZ; a[®]ÈL e[®]q, k; q; de; a[®]ÈL; k; q; i Se[®]f j; j[®]e[®] HL Bq[®]l[®]e HL j[®]q[®]a[®]ñ HLp[®]À cys; Cu; Ae; u; i[®]p fl[®]Zihp[®]Sle L[®]l[®]a f; i[®]z

ln[®]rapj[®] S[®] N; i; kMe im[®]l[®]u;[®]R, aL[®]l[®]l[®]u;[®]R, hš[®]a; i[®]cu;[®]R, aMe[®] p[®] Aef[®]L h[®]f; Ch; i Se[®]f, Aef[®]L le[®]SI f[®]b B[®]leh; i Se[®]f, üi j[®]haC le[®]SI Lb; -im[®]L L[®]0fe; i à; i; j[®]e; iql h[®]Z[®] l[®]l[®]a L[®]l[®]u;[®]R; k; q; Øb[®]m aqil[®]L p[®]h[®]É; M[®]É; i à; i; B[®]h[®]a L[®]l[®]u;[®]R, k; q; Ae; j[®]h[®]nl i N[®]h[®]no; j; j[®]ae aqil[®]Lj[®] i j[®]h[®]l Q[®]z; i[®]m;[®]L j[®]j; q; u R[®]h[®]l j[®]a; i L[®]l[®]u;[®] c[®]M; Cu;[®]Rz c[®]h[®]l HL cm[®]l[®] c[®]h[®]l fl[®]a l[®]h; j[®] h[®]im[®]u; C, c[®]h[®]l pj[®]ÜC aqil; i j[®] c[®]M h[®]im[®]u; C, üc[®]h[®]l fl[®]a fl[®]h[®] Aef[®]l[®]-h[®]na[®] N; i; HC j; j[®]a[®]h[®]q[®]e c[®]l[®]f; i[®]al Afj; j[®]e q[®]C[®]a h[®]yQ; Ch; i Se[®]f üc[®]h[®]l pj[®]Ü[®]LC Aaf[®] k[®] i j[®]h[®]l B[®]h[®]l[®]Z Y; i; l[®]u; i j[®]im[®]a A[®]q; i; j[®]ae[®] Q[®]Ø; i L[®]l[®]u;[®]Rz Cq; i C[®] N; i; l[®] Ai É[®]1 qCu; i[®]Nu; i[®]Rmz phC i j[®]m; i, k; q; i[®]L[®] c[®]io h[®]im[®]a[®]R aqil[®] L[®]i[®]e; -HL i j[®]h[®] -Z, Cq; i[®] k[®] N; i; l[®] L[®]hm E[®]l[®]ml j[®]a; i fl[®]j; z L[®]l[®]a aqil[®] e[®]q, Cq; i C[®] p[®] pj[®]Ü' j[®]e i[®]cu; i[®]h[®]ap L[®]l[®]az lea; j[®]1 Ap[®]ñh Øb; i[®]e[®]J HC l[®]h[®]ap[®]L Øfd[®]ñl p[®]l[®]qa Suf[®]a; l; i j[®]a; i c[®]t j[®]h[®]a pj[®]Ü' fl[®]l[®]q; i p[®]fl; u; z næ[®]f[®]-l p[®]Cj[®] M[®] p[®] HL; M; i; s; i L[®]l[®]u; cys; Cu;[®]Rz aqil[®] L[®]hm HL[®]IV; j[®]ae Lb; i[®]Rm, üc[®]h[®]l fl[®]a üc[®]h[®]i p[®]fl n[®]Ü; i[®] p[®] l[®]g[®]l; Cu; B[®]le[®]h, aqil[®] f[®]l Aef[®] L; i Sz

il[®]z[®] kMe[®] p[®] f[®]öfl j[®]d[®]f fl[®]h[®] L[®]l[®] aMe[®] a; i aqil[®] p[®]Cj[®] M[®] L[®]i[®]e; i[®]ñ; a; i b; i[®]L e; i, aMe[®] a; i aqil[®] fl[®]j; z L[®]l[®]h; i l[®]LR[®] e; C, Ah' i j[®] l[®]h[®]ao[®]L ea L[®]l[®]u; i[®]ch; i Se[®]f aqil[®] pj[®]Ü' i[®]h[®]l; Ü n[®]š[®]L S; i[®]N[®]a L[®]l[®]u; a[®]h[®]h; i L[®]i[®]e; i fl[®]u; Se b; i[®]L e; i--HC Se[®]f p[®]M; i[®]e paf[®]L p[®] L[®]i[®]e; i fl[®]l; i B[®]h[®]l[®]ZI li al i[®]cu; i[®]c[®]M e; i c[®]h[®]l fl[®]a aqil[®] Aef[®]l[®] fl[®]h[®]ma; i C aqil[®] paf[®]cl[®]L Ap; j; j[®]e[®]l[®] f[®] afr[®]l[®] L[®]l[®]u; i[®]cuz

Ni^u ap^I Q^{ue}i Lⁱv, L^j H^{LV}i Qⁱcl S^si^ei, qⁱa H^{LV}i L^ej^opl h^eiN--üuw
 L^mip Bⁱpu; qⁱl^gj^lq^ef^L f^Zj Lⁱlmz aⁱqⁱl hup f^yl^ehⁱ LⁱRⁱLⁱR q^Ch, h^yVMⁱVⁱ
 B^ypyV j Sh^a NⁱRⁱ Q^qiⁱ, L^ji^ei N^ygcⁱs ILRⁱce r^dL^gM Ai j^h L^miNⁱ e^fju
 A^hla q^Cu; EⁱMu^Rz

A^eL İce f^o n^ölhⁱsl Ba^hu^L cⁱMu; Be^hca q^Cu; qⁱl^gj^lq^ef hⁱmu; EⁱW^{me},
 "HⁱL, WⁱL^dfⁱ k! hⁱpⁱ, hⁱpⁱz"

hⁱmu; aⁱsⁱaⁱs H^{LM}i^e jⁱc^d fⁱlau; İc^{me}z İS' ipⁱ Lⁱl^{me}, "qⁱa-fⁱ dⁱh?"

L^mip Lⁱqm, "eⁱ, cl^Li^l e^Cz aⁱ, nⁱfl e^ai hⁿ i j^mi^C c^Mi kⁱp^Rz"

nⁱfl i j^mi bⁱLⁱVⁱL H^{LV}i Af^hic ' je Lⁱlu; qⁱl^gj^lq^ef Lⁱq^{me}, "i j^mi Bⁱ LC
 B^R!" hⁱmu; e^ej^fLⁱl h^ei^ldl aⁱlm^Li İc^{me}, J Lⁱq^{me}, "aⁱ, fⁱsⁱ nⁱfl N^mC k h^ylQ,
 j^IZ e^ai qu eⁱz"

S^heⁱl fⁱla H^{Cl}f E^frⁱu L^mip B^fiš fⁱLⁱn Lⁱlm H^{hw} kⁱcQ cⁱcⁱ e^jC abⁱlf
 qⁱl^gj^lq^ef bⁱLⁱa aⁱqⁱcl k H^{LV}i j^Ui l pⁱ B^R aⁱqⁱlC fⁱjⁱZ^ül^f Lⁱqm, "HC c^Mi-eⁱ
 e^{le}, a^hj BR h^mC L^mLⁱaⁱu B^pi q^m--ah^HLVⁱ c^ysⁱhⁱl SⁱuNⁱ fⁱJuⁱ N^mz"

Ba^hu^Seⁱ J Nⁱj^hi^pf^{cl} p^jUⁱ p^{wh}ic B^cfⁱfⁱz¹ İh^ha Lⁱlu; L^mip q^Wv Qⁱl İc^L
 Qⁱlqu; İS' ipⁱ Lⁱlm, "H hⁱlsVⁱ h^T aⁱlC?"

qⁱl^gj^lq^ef Lⁱq^{me}, "q^yz"

L^mip Lⁱqm, "fⁱLⁱ hⁱs c^MiR!"

qⁱl^gj^lq^ef aⁱqⁱl E^vpⁱq^L E^Yh^fa Lⁱlu; Lⁱq^{me}, "fⁱLⁱ hⁱl! p^jÜC fⁱLⁱz"

O^qI Lⁱs-mⁱ hⁿ j Sh^a nⁱml, H^{hw} cl Sⁱ-Sⁱemⁱ-mⁱ B^jLⁱWⁱ eu, C^qJ p^o mr^e
 Lⁱlu; cⁱl^mz hⁱsl c^um c^smⁱe; C^yVⁱ Ny^{ble} İL c^mi^e C^yVⁱ aⁱqⁱJ aⁱqⁱl c^lo H^si^Cm e^j
 E^f e^fQ phⁱp^ga LuⁱV Oⁱ aⁱqⁱJ p^o f^hlⁱlu; Sⁱleu; m^Cmz gⁱVⁱ E^fl İSⁱepVⁱ aⁱqⁱl
 LⁱR hⁿ p^oz^oSeL hⁱmu;C hⁱd q^Cmz hⁱs aⁱl Lⁱl^a La MⁱQ fⁱsu^R aⁱqⁱ B^hiS Lⁱ
 aⁱqⁱl f^r n^sz, LⁱlZ, H-p^Lm j^mjⁿmⁱl cl aⁱqⁱl İWL Sⁱe; İRm eⁱ--İQ^z lⁱlu; fⁱul
 E^fl fⁱ eⁱls^a eⁱls^a j^e j^e Lⁱqm, "İLR^eeⁱ qⁱl cn-f^eeⁱ qⁱSⁱl VⁱLⁱ e^ai q^hC^z j^m
 H^{LV}=L^j Lⁱlu; hⁱmm, "L^fhm h^EWⁱLⁱe, pⁱa-BV qⁱSⁱl VⁱLⁱ q^a fⁱl^z"

qⁱl^gj^lq^ef L^mi^opl Nⁱj^éaⁱl İh^oju fⁱLⁱn Lⁱlu; Lⁱq^{me}, "hm L^f WⁱL^d-fⁱ pⁱa-BV
 qⁱSⁱl VⁱLⁱ L^f İhn qⁱSⁱl VⁱLⁱl HL fupⁱ L^j q^h eⁱz"

L^mip Aa^éz¹ j^ei^ki^Ni plqa Qⁱl İc^Ll İSⁱep^fe e^fl^h İel^frZ Lⁱl^a mⁱlN^mz H^MeC
 p^CJⁱap^oL H^{LV}i jⁱbⁱ eⁱls^mC HC nⁱmLⁱWⁱ Lⁱs-hⁱNⁱ J p^o-eLⁱWⁱ Sⁱemⁱ-cl Sⁱ-p^ga

fjLj CjjaIaVI HLnA fi a p qC@a fj q HC Lbj IQzj Llu; p Mh HLVj fil aic
qhd Lilmz IS' ipi Lilm, "ph@a; qm, iLz' q uIV?"

qil q jiqef ajsajls Liqme, "a; i fipI hjs@a qWiv a; i lej z q uR, a; C NR--ca
Q; i ice cil q@a fj i z"

Lmip Liqm, "a; qm cM; i Lf qh? B; j; i k B; h; i HLV; j LYj; B R, L; mC k@a
qh z"

qil q jiqef Liqme, "j LYj; @aj; i HMe b; iL u HM; eL; i L; S p; i; e; i qm a; j k@a
f; iR e; z"

Lmip iLR+z IQzj Llu; noL; i m i b; i Lilm, e; iqu j LYj; i; v; i HL a; i g; i XINE q u
gyp k; i h; z a; i k; iL u N; z HM; i; e k a; i q; i r; i a; f; i ZI B u; Se B R a; i q; i B; i-HLh; i Q; i i l; cL
lel f; rZ Llu; i h; Q; i Llu; i mCmz qWiv Q; i m f; i sm, qil q jiqef f; S; i O q; i L; i Z iLR+Sm
S; i j; u; B R z H O q; i Sm-leL; i n; i L; i; e; i f; i z; m; f; i Rm e; i; AbQ qil q jiqef ph; i; c; C Sm i; c; u; i H
O i d; i Ju; i; j; i R; i L; i e; i; pCSe f iLR+Sm HLV; i L; i Z h; i d; u; i; c; b; i; L; z Lmip hE u' qCu; i Liqm,
"hEW; iL; i' e, Jv; i @a; i i; i m; i q uR e; z"

qil q jiqef Liqme, "Le, Lf q uR?"

Lmip Liqm, "I -k JM; i; e Sm hp R, J @a; i L; i; e; j @a Qm h e; z"

qil q jiqef Liqme, "Lf L; i h W; iL; d f; i!"

Lmip Liqm, "e; i e; i, p q uR e; z R; i a k HLh; i q SMj q u k; i h; z a; i h; m; iR, hEW; iL; i' e, H
O q; i @aj; i L Sm Y; i m; i Y; i m Qm h e; z"

qil q jiqef L Q f Llu; i k; i C@a qCmz Lmip aMe Let; i iVI I f p d@a L a qm fil; i n
Lilmz

qil q jiqef Liqme, "p @a; i cM mC qVI f; i h, H f k; i; 1 hm@a f; i l; i @aj; i; c; i O q; i H; j e
hE LM; e; i qu lez"

Lmip Liqm, "hm L; i B; j; i; c; i q; i S; i hE--"

qil q jiqef h; i mu; i E; i W; i me, "iL p B; i iL p! @aj; i; c; i q; i S; i hE a; i L; i R c; y; i @a f; i q!"

q; i S; i hE L; C a; i q; i; c; i h; i s; i p f; i B; c; n; i h; m; i @a qil q jiqef i h; n; o p; e; z; i o q; i d L; i e
e; i c--" @aj; i i k; i k; i C h; m; i h; i f; i; q; i S; i hE u; l Q u B; j; i iL z' e' hE L; C q; i Y; i q; i h; n f; R; i q; u z"

q; i S; i hE J e' hE u; l p; i; k; i; i a; m; e; i u Lmip iLR; j; i e E; v; p; q q; i d Lilm e; z p; j; e; j; e
L; i; e; i HLIV A; c; b; f; h; i j; i a; i p a f; v; m- Q; i; Q; i; m; i p; A h; i n; i j; @a; e; i; p; L; i k; i; S; e; i Llu; i
B- m; i; g; i h; m; i; d; a L; n; i; j; i n; i j; u; d; e' i e' S; i L; o; f; e; i L i; c; N; u; i; z' Llu; i a; m; @a; i Rm z

qil q jiqef c; i m; i me, H f; r; i A; h; o; b; i; v p; c; f; y; i N; B; n; i; S; e; L; z H; j e- iL, a; y; q; i l q; i d q; i C m
L; e; i; f; r k- pLm - i; a; i p; j; i; i; S; L e; i; v B; R a; i; q; i; j; c; u; i i h; o; A; h; i mu; i N; Z; e; e; i q; i C@a f; i q; i z

ʔNij BSLim pLjᵐC hjs qCᵃ hijl qCu; kju, iheu a;qi Sjea, HCSeʔ Aålji
 bijLᵃC ʔpjhij Ice fāʔo ʔp a;qil hjsᵃa iNu; Efīᵀba qCm; HᵃLhijᵃ Efᵃ EIWu;
 a;qil nueNᵃq ʔNmz ʔpMjᵃe ʔNijᵃL ʔcīMᵃa ej f;Cu; QjLᵃI LjᵃR pāje mCu; Sjeᵃm, ʔp
 WjLᵃ0ᵃ BᵃRz Cqjᵃa ʔp jᵃe jᵃe İLRᵃBᵀQkᵃI qCmz WjLᵃ0ᵃI àᵃI LjᵃR Bīpu; ʔcīMm,
 ʔNij fSjil i jᵃh hīpu; BᵃR; HLIV NIᵃI dᵃa flj, Njᵃu HLIV NIᵃI Qjcl, İLᵃᵀ a;qil
 İhfᵃm öiᵃcᵃqil AİdLjᵃwnc Ae;hᵃaz iheu ʔNijᵃL fSjil Līᵃa ʔcīMu; Bᵃj BᵀQkᵃI qCu; ʔNmz
 Sᵃjil nē f;Cu; ʔNij İfRe İgīlu; ʔcīMm; İheuᵃL ʔcīMu; ʔNij EIWu; fīsm Hhw hÉUᵃ
 qCu; Līqm, "H 0ᵃI Hᵃp; ejz"

İheu Līqm, "i u ᵃeC, Bīj k;h ejz ᵃajji LjᵃRC Bīj HᵃpīRm; z"

ʔNij aMe hijl qCu; Ljfs Rjlsu; ᵃaamjil 0ᵃI İheuᵃL mCu; hīpmz

İheu Līqm, "i jC ʔNij, BS ʔpjhijz"

ʔNij Līqm, "İeᵀQuC ʔpjhijl--fjİSI i ᵃm qᵃaJ f;ᵃI, İLᵃᵀ BSᵃLI Ice pᵀᵃa ᵃajji
 i ᵃm qᵃh ejz Aᵃᵃa BS j ᵃmhij eu, ʔpVj İWLz"

İheu Līqm, "aᵃj quᵃa; k;ᵃh ej, Sje--İLᵃᵀ BSᵃLI İcᵃe ᵃajjiᵃL HLhij ej hᵃm H
 LjᵃS Bīj fhᵃs qᵃa f;lh ejz a;C BS ᵃjᵃI EᵃWC fᵃbj ᵃajji LjᵃR HᵃpīRz"

ʔNij ᵃLjᵃe; Lb; ej hīmu; İᵀbl qCu; hīpu; Līqmz

İheu Līqm, "a; qᵃm Bjil İhh;ᵃqil pi ju ᵃᵃa f;lh ej H Lb; İeᵀQu İᵀbl?"

ʔNij Līqm, "ej İheu, Bīj ᵃᵃa f;lh ejz"

İheu Qᵃf Līlu; Līqmz ʔNij qᵃᵃul ᵃncej pᵃfᵃNᵃNjfe Līlu; qjīpu; Līqm, "Bīj ejCh;
 ʔNmj, a;ᵃa Lf? ᵃajjiC ᵃa; İSa qᵃᵃRz aᵃj ᵃa; j;ᵃL ᵃVᵃe İeᵃu ʔNRz Ha ᵃᵀ; Līm; ,
 ayᵃL ᵃa; İLRᵃa dᵃI İMᵃa f;lm; ejz ᵃᵃᵃᵃ Bjil j;ᵃL İeᵃuJ ᵃajji LjᵃR Bjil qil
 j;eᵃa qmz İheu, HᵃL HᵃL "ph m;im ᵃq; SjuNj; ejl! Bjil j;ejİᵃeVjᵃa ᵃLhm BījC HLM;
 Hᵃp ᵃWLh!"

İheu Līqm, "i jC, BjilᵃL ʔcjo İcᵃu; ej İLᵃᵀ Bīj ayᵃL Mᵃ ᵃSjil LᵃIC hᵃmīRm; , "j;
 Bjil İhᵃᵃa aᵃj İLRᵃaC ᵃᵃa f;ᵃh ejz j; hmᵃe, "ᵃMÜİheᵃ ᵃaj İhᵃᵃa k;lj k;ᵃh ej
 a;lj ᵃaj İejᵃZ ᵃfᵃmJ k;ᵃh ej, BI k;lj k;ᵃh a;ᵃcl aᵃ j;ej LİᵃmJ k;ᵃh--ᵃCSᵃeᵃC
 ᵃajᵃL hīm, aᵃ LjEᵃL İejᵃZ Lİp ᵃe, j;ejJ Lİp ᵃe, Qᵃf LᵃI b;Lİᵃ ʔNij, aᵃj İL
 Bjil LjᵃR qil ᵃᵃᵃᵃ? ᵃajji j;il LjᵃR ᵃajji qil--pᵃphij qilz Aj ej; İL BI BᵃR!"

ʔNij kīcQ BeᵃjjuᵃL hÜ Lİlhij Seʔ pᵃfᵃNᵃQᵃ; Lİlu;İRm, abjİf İale ᵃᵃ a;qil
 ᵃLjᵃe; h;dj ej j;İeu; a;qil ᵃeᵃd J LᵃᵃL NZÉ ej Lİlu; İheᵃul İhh;ᵃq Qīmu; ʔNᵃe, Cqjᵃa

Ńilj; a; qil Až' al qeul j' d' e' hce; ģid L' e; c, hl' HLV; Be½ mji LiliujRmz
Iheu a; qil j; jai Afil' ju Ńeql' k Awn f; Cu; jRm, Ńilj; l piqa Iheul kah's; ih'RcC
qEL, pC Ni fl' Ńeqp'd; l Awn qC'a a; qil' L' ILR' aC hi' a Lila f; jil' ģ e; Cq; le0Qu
Sileu; Ńilj; l j' e' l i' a' HLV; ke a; i' c J ni l; 1 Sij' mz BI-ph ic' LC Iheul L; jR qC'a
p hy' c; q' k; C'a f; i' l, il; 2' HC Aru j; ja' Ńeql' HL ha' e Ala leNst' l' f' HC c' e' i' QI ha'
i' QI iceC fl' Ńf' l' l' leLVaj qCu; b; jil' ģz

Iheu Liqm, 'i j; c, Bij a' ģ Eilwz lea; j; 1 e; k' a f; i' l' k' u; e; i, il; 2' j' e' l j' d' e' Afp' a; j;
e; Ńilj; l' HC l; j' m' e' B; j; l' Sthe k' Lah's; HLV; p; j; b' l' a; j; m; j; l' L' e' R, a; j' k; i' c j' e' l
j' d' e' Aes' h Lila f; i' l' a; j' q' m' LM' e; j; a; j; B; j; c' l' HC ihh; q' L' e; a; j; j; l' p' a; q' e' l' b' l'
leh' j; j; pa Lila f; i' l' ģ e; j; --p Bij' e; a; j; j; l' e' S; j; l' L' e' C hmiRz'

HC himu; Iheu Bpe qC'a Eilwu; f; ismz Ńilj; Liqm, 'Iheu, ģi' p; j; e; a; j; j; c' l' mNA' e; j;
pC l; j' e' --HMe b' l' C Ha a; j; j; il' p' l' !'

Iheu Ńilj; l' HC Af' a; j; l' na p' Ńeql' Ae' j; j; d' ih' Ni ma' i' Q' s' avr- Z; j; v' h; pu; f; ismz
a; j; l' fl' A' e' l' i' ce' f' l' BS HC e; j; l' ģ m; j; u' c' e' S' e' f' h' l; j; m' l' j' e; a; j; l' h' n' h; i' m; j; e' f' f' h' s'
qCmz Iheul q' e' u' h' z; j; u' BSL; j; m' k' a; j; l' i' v' f' j' p' e' l' h; y; d; j; Rm Ńilj; pC a; j; i' c' B; 0; a' Lila
Iheul Lb; j; BI g' a; j; C' a' Q; i' qm e; j; La lea; j; 2' R; v; j; R; v; j; 0Ve; k; q; i' L' p; i; c; Lb; j; u' i' m' i' m' a'
Ń' m' Aili' v' l' i, H; j; e- il, q; i' p' e' l' i' h; i' mu; ģ; d' q' C' ģ, a; j; q; i' c' ģ; a; q; i' p' Iheul j' e' m' ke
N; i' e' l' a; j; e' l' j' e; a; j; h; j; l' w; h; i' l' e; h' e; h' j; j; d' e' k' n' E; p' R; i' pa qCu; Eilw' e' a' m; j; i' n' m; z' Iheul q' e' u' r' e'
BSL; j; m' k' HLIV B' 0' Q' k' n' m' f; i; m; j; Qim' e' a' R, a; j; q; i' c' p; j; Ń' Af' l' e' l' p' h; i' Q' e' l' Iheu Bfe; j; l' e' f' z'
i; j; o; j; u' Ala p; s' e' AbQ Ni fl' i; j; ģ q' e' u' A; j' Liliuj h; z' i' e; j; Lila m; j; i' n' m; z' Sth' e' l' HIL Af' h' n'
Aili' ' a; j; Iheu k' Aleh' Ńe' f; u' f; c; j; b' i' v' e' l' q' e' u' f' z' n' Liliuj f; i; Cu; j' e' R, H' il' p' L' e' m' f; i; u' Cq; i' L'
Nqz Lilih; j; l' niš' 2' il' p' L' e' m' l' B' R? pwp; i' l' p; i; d; i' l' Za Ńe' f' f' e' l' e' l' k' l; j' m' e' e' C' m; j; k; u; Iheu
Liqm, a; qil j' d' e' HC E; p' Q; a; j' p' e' i' v' e; a; j; h; j; i' S' a' o' e; j; k; u; e; j; Iheu Ńilj; l' h; j; l' h; j; l' Liliuj
Liqm, Aes' p' L' e' m' l' p' A' p' k' e' a; j; i' c' l' a' m' e; j; e; j; L' e' z' Iheul j' e' q' C' a' R' i' w' l' H; j; e' i' v' BI
LM' e; j; Oiv; u; j' e' R' il' e; j; p' e' z' q' z' H; j; e' k; i' c' p' Q; i' Q; i' Oiv' e' a' f; i' l' a' a' ģ h' p' e' z' l' HL q; j; u; j' e' a' C' k' j; e'
p; j; Ń' u' he' e; h' e; h' f' e' f' f' o' ģ f' m; i' l' a' qCu; E' w' p; j; Ń' u' p; j; S' e; a; j; l' e' f' i' z' i' l' q' e' o' i' m' Q; i' l' i' c' l'
Q' m' qCu; Eilwaz a; qil q' C' m' m; i' e' l' H; j; e' Liliuj M; i; Cu; j; c; i; Cu; j; O; j; i; Cu; j; i' ch' e' ' a' m; i' Q, Z qCu;
L; j; v; i' C' a' f; i' l' a' e; j; a; q; i' q' C' m' k; i; q; i' l' j' d' e' k' a' p' e' z' k' n' k' a' niš' 2' B' R' u; i' j; h' a' C' e; j; e; h' z' n' e; j; e;
BL; j' e' l' i' c' l' i' c' l' E; j; i' m' a' qCu; Eilwaz H' k' e' p; e; j; l' L; j; w' --Cq; i' l' Ńf' n' i' l' E' e' f' r; j; Liliuj
Ap; i; s' qCu; j' e' l' f; i; su; j; b; j; l' e' a' f; i' l' ! Cq; i' a' p; j; j' e' l' e' m; i' l' e' l' j' k' Ap; j; j' e' l' Liliuj e; a; j; e' m; z' pC
f' h' m' Ap; j; j' e' f; a; j; l' u; j; c' j; j; e' o' Sth' e' k; i' c' HLh; j; j' f; i; u' a' ģ Sth' e' l' p' a' e' f; i' l' Q' u' p' m; j; l' e' z'

Iheu Liqm, 'Ńilj; l, Bij' e; a; j; j; l' le0Qu him' a; i' R' j; j; e' o' l' p; j; Ń' u' f; i' l' i' a' l' HL j' e' q' a' l'
S; i' N' a' Lilih; j; l' E' f; i; u' HC e' f' j; --k' L; j; l' z' c' qEL, B; j; j; c' l' j' d' e' HC e' f' j; l' B; i' h; i' ģ h' c' h' i' m' --
pC Sef' C' B; j; l; j; f' e' a' e' l' C' B; j; j; c' l' p' e' f' z' n' E' f' m; i' l' i' qC'a hi' a' --B; j; j; c' l' L' e' B' R' a; q; i' B; j; l;
S; i' l' e' e; j; k; i; q; i' Ńilj; f' e' B' R' a; q; i' l' f; i' l; j; n' Lila f; i' l' e' a; i' R' e; j; k; i; q; i' p; i' ' a' B' R' a; q; i' l' h' u'

Ll j Bji cI Apidz pCSeFc Qil icL Hje lel je, Hje lel je! pCSeFc Bji cI
leSI j dE k Lje j j qiaE B R a q i Lhm a j i cI j a c HL S e C h i T, p i d i Z I
i Q s a q i L L j e Q a e j e j C z

j l q j p n e q i c a i m u j i h R j e j q C a E i W u j k M e j M d e a N m e a q i l f c n e i h e u l
E v p i q f h i q h a q C u j N m, p N i l j i L j R i h c i u m C u j Q i m u j N m z

N i j R i a l E f l c y s i C u j f h n i c L I i s z j B L i n Q i l q u j H L i V c f o n h e n a p g i m m z
A e L r Z d i l u j R i a h s i C m, B S a q i l B I N i j k j u j q C m e j z

B S L i m N i j i e S I q e u l j d e k H L i V B L i r i, k H L i V f y i a i A i j h A e i h
L i l a R, L j e j a C L j e j L i S i c u j c a q i p f y Z L i l a f i l l a R e j o d a p l e S
e q, a q i l p j u l L i S J k e F d m i c L q i a h i s i C u j h i m a R H L V i B m j Q i C, E < h
B m j, p c l B m j! k e B I p j u l E f l i z f u a B R, k e q e l j j e L p j e l i f i c j h m e u,
k e m q h S e h j n Q j i c m i e u -- L h m B n j J p i z l e j u E c l i j p a i o e t p c l A i Z i j N j T m a
B m j L j b u? k q i B R a q i L B q i h i s i C u j a i m h i l S e f L j e j f i u p l f e u j S e e j C,
i L z a q i L p j a h L i l u j, m i h Z e j u L i l u j, f l j i n a L i l u j a i m h i l k A f r i B R z

i h e u k M e h i m m, " L j e j L j e j j j q i r z e l e j l e l f j L B n u L i l u j H L i V
A i e h D e f u A p j j e f a j E c l i j p a q C u j E W a M e N i j i f h n i e j u p L b i L q i l p u j E s i C u j
i c a f i l l m e j N i j i j e j e u e l j i L i l m a q i p j j e f i j m e e q, a q i f i l f y i a j, a q i l
p w p e h p L m i S l e p i C j m e h i s u j k j u; a q i L o f e j L c q c j e L q, J c q L f i z f y i
L i l u j a i m; a q i f i z i j d e f i z e J j e l j d e j e e L L h m k i a i z a L q a q i e q,
a q i L H L i V e s a e l p A i i o s z L i l u j e u z

i h e u l p A B S p j j i S L i h p R c l i c e i h e u l q e u N i j i l q e u l ' f H L i V A M T M
H L a j e p w n f a h i s i C u j i c u j N m z i h e u Q i m u j N m, h m j h i s a m i l N m, i L z p p w n f a
L j e j a C b i j a Q i l q m e j p j a N i j e f c c e c l H L p A i j m m k j e q u, a j l e i h e u l
f j i d i j B S N i j i l f j i E f i B i p u j f i s u j a l A i a j i a l A L j M i l a L i l a
m i l N m z N i j i k i q L L j e j f l i h i d i i c u j, B s i m i c u j, r f Z L i l u j i e S I A N j Q i I j i M h i l
Q o j L i l a i R m, a q i C B S L j m R i f i C u j B f e j L p o f o J f h m j j a m a h e s z L i l u j i c m z
a q i L A h d h i m u j i e j L i l h, a q L a p R h i m u j A h' j L i l h, H j e n i s z B S N i j i l
I l q m e j z

p j u l i c e H j e L i l u j L j i v m; A h n o A f l i q z k M e p j u i q z i h m f e q C a Q i m u j R a M e
N i j i H L M j e j Q i c l f i s u j m C u j L y d l E f l g i m u j f b l j d e h i j q l q C u j f i s m z N i j i
L i q m, " k B j i C a q i L B i j m C h z e C m f i b h l a B i j A p C f y i, B i j h e b l q C u j k i C h z

p j u l f i b h e l j j T M i e p o i l a j a q i l C B q i e l S e f A f r i L i l u j B R, C q i a N i j i l
j e m n j j e p w n u I l q m e j z B S C H C p a e i a C H C A f r i L p f y i L i l h z

S e j L E Z N L i m L j a j l I j u j i c u j N i j i h N Q i m u j N m z L q C k e, i L R a C k e, a q i L

ØfníLílmeiz aqil je aqil níel® LÁæ² Líluj HLíNēqCu; ®Líbju Qímuj íNu;®Rz
pólla;íl hísl pçj®M Bípu; ®Níj; ke qWíiv p®Qae qCu; bíljui cys;Cmz Halce
Bípu;® LM®e; à;íl há ®c®M e;C, BS ®címM cIS; ®Mím; e®qz ®Wímuj ®címM, lí a;íl qC®a
há;íz cys;Cu; HLV®íQ; Lílme; aqil f®l à;í® B0;ia Líluj cç-Qííl híl në Lílme; z

®hqil; à;íl Mímuj híqil qCu; Bípmz ®p pá;í;íl Aøfø B®m;®L ®Níj;®L ®cím®aC ®Lí®e;
f®h®l A®Fr; e; Líluj;C Líqm, íc;cW;Lí;e hí;ls®a e;Cz

®Líbju?

Íalé míma;í;c;c;íl íh;íqil B®u;S®e Lu íce qC®a Aeíæ hí;f®a líqu;®Rez
rZLí;®m;í Seí ®Níj; j®e Lílme ®p íhe®ul íh;íqpi j®aC k;C®hz Hje pju hí;sl lí a;íl
qC®a HLíV AfííQ;a hí;h;h;íqil qCu; Líqm, "Lf j qinu, Lf Qje?"

®Níj; a;íqil Bf;c;j ÚL íel írZ Líluj Líqm, "e; íLR®Q;C ®ez"

íLm;ip Líqm, "Bp®-e;í HLV®hp®he, HLV®a;j jL CúR; LÍ;ez"

pÁé Aí j®h íLm;í®pl hí;íz híqil qCu; k;C®a®Rz ®k ®q;L HLSe Líq;®LJ 0®lí j®dÉ Ví;euj
mCu; N0f Sj;jC®a fíll®m ®p hí;®Q; íc®el ®hm;ju ýL; q;í®a Níml ®j;®SÍ Lí®R cys;Cu; líÚ;ju
®m;LQm;Qm ®címuj aqil pju HLÍLj LíVuj k;ju, íL;® pá;í;íl pju 0®lí j®dÉ aqil hí;íz
qy;f;Cu; E®W; qíí®j;íqefl p®Á aqil k;íq;íLR® B®m;Qe; Líl hí;íl íRm aqil pçf;íVÍ íex®no
qCu; ®N®Rz qíí®j;íqefl Bm;í;f Líh;íl níš²J Aaf;¹ pWLEZÍÍ HCSeí íLm;ip eí®QÍ am;ju
hí;íqil-cIS;íl f;í®h HLíV ®R;®V; 0®lí aš²®f;í®h ýL; mCu; hí;pu; j;í®T j;í®T ®hqil;ví;®L Xí;ílLu;
aqil p®Á N0f Líluj pju k;ífe Líl®a®Rz

®Níj; Líqm, "e; BÍj HMe hp®a f;ííR® ez"

íLm;í®pl f®éQ Aeí;í®dí p®ef;í®aC ®Q;í®Mí fml e; ígím®aC ®p H®Lh;í®l Níml f;í;
qCu; ®Nmz

®Ní;íl HLíV pWú;íl aqil j®el j®dÉ c®t qCu; íRm ®k, aqil S®h®el AídL;íw;í 0Ve;C
BLíØjL e®q Abh;í ®Lhm;jíæ aqil íe®SÍ hí;íš²Na CúR;íl à;íl pí;ída qu e;íz ®p aqil
ú;cñíhd;aj;íl HLíV ®Lí®e; Aíí fíú ípÚ Líh;íl SeíC S;í Nqz Líluj;®Rz

HCSeí ®Ní;íl íe®SÍ S®h®el ®R;®V; ®R;®V; 0Ve;íJ HLV; íh®no Abííh;íT®a ®Q; Líl az
BS kMe ®p Bfe;íl j®el Hah®s;í HLV; fíh®m BLí; r;í®h®NÍ j®M qWíiv Bípu; pólla;íl
cIS;í há ®címM Hhw cIS;í Mímuj kMe ölem pólla;íl e;íC, aMe ®p Cq;®L HLíV Aíí fíúf;íVÍ
0Ve;í hí;mu;C Nqz Lílme; aqil íkle Q;íme; Líl®a®Re íalé ®Ní;íl®L BS Hjíe Líluj íe®od
S;e;íC®mez H S®h®e pólla;íl à;íl aqil f®r íú, pólla;íl aqil f®r e;íz ®Ní;íl j®a;
j;íe®L íe®SÍ CúR;í mCu; j®í qC®m Qím®h e;í, aqil íe®SÍ p®ícxM e;íC ®p í;ílah®oM
hí;ípZ, í;ílah®oM qCu; íchaj;íl B;íde;í aqil®L Líl®a qC®h, í;ílah®oM qCu; afp;í;
aqil;C LíSz Bpíš²-Ae;íš² aqil e®qz ®Ní;íl j®e j®e Líqm, "íhd;aj; Bpíš²Í lífV; B;íj;
Lí®R øfø Líluj; ®cM;íCu; íc®ne-- ®cM;íC®me aqil öí e®q, ní;¹ e®q, aqil j®cl j®a;
íš²hZÍ J j®cl j®a;í afhé aqil hí;ú®L íØb;íl bíl®a ®cu e;í, aqil HL®L BÍ Líluj;

©Mju; Bj pæipf, Bj il pideil j dæ a;qi l Øbje e;Cz

A^eL ĩce ffs^el fl H L^uL ĩce Be³j ufl LⁱR p⁰ll aⁱ k^je Bⁱj fⁱCm H^je p⁰
 LⁱR^eĩce fⁱu eⁱCz Be³j ufl H^jle pq^S aⁱqⁱL Ha LⁱR Vⁱleuⁱ mCuⁱRe k, LⁱR^eĩce k
 ĩale aⁱqⁱl Afⁱll⁰aⁱ hⁱ c⁰ ĩR⁰me aⁱqⁱ p⁰ll aⁱ j^eJ Lⁱl⁰a fⁱl eⁱz ĩale L^je H^ll^lj
 Lⁱl^ui p⁰ll aⁱl p^jU' j e^vi ke h^tTuⁱ mCuⁱRe H^hw LⁱR^e L^bi eⁱ LⁱquⁱJ ĩale p⁰ll aⁱL
 ke H^lVⁱ Ni fl pⁱz⁰ eⁱ c^je Lⁱl⁰a R^ez jⁱ n^evⁱL p⁰ll aⁱ aⁱqⁱl p^jU' q^eu ĩcuⁱ H^je Lⁱl^ui
 Bⁱl L^meⁱ E^p0ⁱl Z L⁰ eⁱCz LⁱR^e fl^ui Se eⁱ bⁱl L^mJ p⁰ Be³j ufl L⁰ L^hm^jæ jⁱ hⁱmuⁱ
 X^jl^ui mChⁱl Se^f eⁱeⁱ Ef^mr p^Se Lⁱl^ui aⁱqⁱL X^jl^uaz mⁱmaⁱl ĩhⁱqⁱl p^jU' L^jĤk^me
 p^Cfæ q^Cuⁱ Nm a^me L⁰z⁰q ĩh^Reⁱu ö^Cuⁱ fⁱsuⁱ aⁱqⁱl L^hm HC L^biC j^e Bⁱp⁰a
 mⁱlNm--H^{Ch}l Be³j ufl Rⁱsuⁱ p⁰ L^je Lⁱl^ui Qⁱmuⁱ kⁱC^h! p⁰ B^feⁱ-B^fle hⁱm⁰a
 mⁱlNm--jⁱ, jⁱ, jⁱ! hⁱm⁰a hⁱm⁰a aⁱqⁱl q^eu ōg^fa q^Cuⁱ EⁱW^ui c^C Q^r-ⁱcuⁱ AⁿĤ Tⁱl⁰a
 mⁱlNmz H^je p^ju q^wv cⁱMm, Be³j ufl aⁱqⁱl jⁿĩl E^cōⁱVe Lⁱl^ui ĩh^Reⁱl j⁰d^f fl^hn
 Lⁱl⁰mez ĩale aⁱqⁱl Nⁱu qⁱa h^miCuⁱ Lⁱq⁰me, "B^ji⁰L X^jlⁱR^m ĩL?"

a^me p⁰ll aⁱl Q^{ae}i q^Cm, p⁰ "jⁱ jⁱ' hⁱm⁰a ĩR^mz p⁰ll aⁱ LⁱR^e E^šl Lⁱl⁰a fⁱll m eⁱ,
 Be³j ufl Lⁱm j^m Qⁱf^ui L^yic⁰a mⁱlNmz Be³j ufl LⁱR^e L^bi eⁱ hⁱmuⁱ d^fl d^fl aⁱqⁱl
 Nⁱu qⁱa h^miCuⁱ ĩc⁰a mⁱlN⁰mez p⁰ l^jæ ĩale aⁱqⁱl LⁱRC nue Lⁱl⁰mez

ĩhe^ul ĩhⁱqⁱ q^Cuⁱ kⁱC⁰aC a^meC Be³j ufl ĩhcⁱu m^C0a fⁱll⁰me eⁱz ĩale hⁱm⁰me, "C^qiⁱ
 c^CS^eC Beⁱls, C^qi⁰l ōl⁰æ; H^lV^mĩle -RⁱCuⁱ eⁱ ĩcuⁱ Bⁱj kⁱC L^je Lⁱl^ui?"

p⁰ll aⁱ Lⁱqm, "jⁱ, a^h H Lⁱce Bⁱj J⁰a^jil p⁰ bⁱL^hz"

mⁱmaⁱJ E^vpⁱl^qa q^Cuⁱ Lⁱqm, "q^y jⁱ, p⁰l⁰icⁱC^j B^ji⁰l p⁰ ĩLR⁰ce bⁱL^h"

pafⁿ HC flⁱjⁿl⁰ ö⁰e⁰a fⁱCuⁱ R⁰W^ui Bⁱpuⁱ p⁰ll aⁱl Nmⁱ dⁱl^ui mⁱgⁱC⁰a mⁱgⁱC⁰a
 Lⁱqm, "q^y ĩcⁱC, Bⁱj J⁰a^jil p⁰ bⁱL^hz"

p⁰ll aⁱ Lⁱqm, "0⁰a^jil k⁰ fsⁱ B⁰R ĩš⁰uⁱl!"

pafⁿ Lⁱqm, "ĩheuhⁱh⁰B^ji⁰L fsⁱhez"

p⁰ll aⁱ Lⁱqm, "ĩheuhⁱh⁰H^me⁰aⁱl jⁱōVⁱll Lⁱl⁰a fⁱl⁰he eⁱz"

ĩheu fⁱl⁰l ōl q^C0a hⁱmuⁱ EⁱW^m, "M^h fⁱl^hz H^lic⁰e H^jle ĩL Aⁿš² q⁰u f⁰šⁱR aⁱ0aⁱ
 h^t0a fⁱlⁱR⁰ez A^eL ĩja⁰ S^N m^mi⁰fsⁱ k^vL⁰ ĩn⁰MⁱR^mj a^jJ k⁰ HL ĩ⁰e p^jU' ĩ⁰m h⁰p
 BⁱR H^je⁰aⁱ hⁱd⁰ qu eⁱz"

Be³j ufl p⁰ll aⁱL Lⁱq⁰me, "0⁰a^jil jⁱlp ĩL ĩⁱS q⁰he?"

p⁰ll aⁱ Lⁱqm, "Bⁱj a^yL H^lVⁱ ĩQⁱW ĩmMⁱRz"

Be³j ufl Lⁱq⁰me, "a⁰j ĩm⁰Mⁱ eⁱz Bⁱj C ĩmM^hz"

Beʒj uf Sjeae pɔil a; klc bjl̥a CjR; L̥ aʰ qil̥j ilqefl a;qi̥a Ali j;e qCʰz
İL̥ʰale Aeʒj id Sje;C̥m I;N klc L̥e aʰ a;qi̥l Ef̥C̥ L̥il̥ne, a;qi̥a r̥la e;Cz

Beʒj uf f̥e Sje;C̥me, mima; l̥ eʒae OI L̥æ; İWLW;L L̥il̥u; İch; l̥ Seʒ İLR̥L̥m a;qi̥L̥
İheʒul h;js̥a bjl̥a qCʰz pɔil a;J klc H Luice a;qi̥l p̥Â bjl̥a Ae; l̥a f;ju aʰ
a;qi̥l İh̥no p;quai; quz

Beʒj ufl̥ f̥e qil̥j ilqefl̥ R̥hm̥ k̥ æʒj̥ qC̥me a;qi̥ eʒq, a;qi̥l j̥e İh̥no HLV;
p̥k̥q Ef̥l̥ba qCmz İale i; j̥h̥me, R̥m̥L̥ İale h;js̥ Bİp̥a h;dj; İcu;R̥e, Hh; l̥
pɔil a;L̥ g;rc̥ e;gİmh; l̥ Seʒ j; L̥nmS;im İh̥l̥ı̥ L̥il̥aR̥z İale Øf̥ØC̥ c̥İM̥a f;C̥me
Cqi̥a j;aj;f̥æ l̥ fl; j; n̥l̥ B̥R̥z Beʒj ufl̥ i; j̥h̥NİaL̥ c̥İMu; N;sj̥aC̥ k̥ a;qi̥l i; j̥m; m;İn̥
e;C̥ p̥ Lb;J İale Øj IZ L̥il̥mez

BI İLR̥j̥æ İhm̥ð e; L̥il̥u; ka n̥f̥e p̥ñh̥ pɔil a;L̥ HLh; l̥ İh̥M̥İa İjuN;İl̥ A; N̥İa
L̥il̥u; İel;fc̥ L̥il̥u; a;h̥a f;İl̥m̥ İale h;ʒe; L̥m; p̥LC̥ h; Hje L̥il̥u; Laice h; p;Cu;
İj;M; k;ju! p̥ h̥Q; l̥ k̥ Ḁq; l̥æ a; j; L̥ V;İeu; V;İeu; h;js̥l̥ c̥u; m̥-m; L;İm̥ L̥il̥h; l̥ S; L̥il̥mz

k̥İce İOİW f;C̥me, qil̥j ilqefl̥ a;qi̥l fl̥İce pL; m̥C̥ f; m̥L̥a L̥il̥u; h̥q; l̥ p̥Â
mCu; İuw İheʒul h; p;ju Bİpu; Ef̥l̥ba qC̥mez aMe efl̥ OI O̥ pɔil a; mima; J Beʒj uf
İj̥h; j̥æ; l̥ B̥u; S̥e hİpu; N̥R̥z Ef̥l̥ O̥ h;je;e-p̥j̥ a Cwl; İS̥ n̥e J a;qi̥l h;İwm; fl̥an̥e
j;M̥Øb L;İl̥ Ef̥m̥r̥ paf̥n̥l̥ L̥-ü̥ p; j̥Ü' f;İs; pOİLa qCu; EİWu;R̥z h;js̥a a;qi̥l Nm; l̥
Ha S̥; l̥ Ae; h̥ L;İ; k;Ca e; İL̥ʰ HM; e̥ p̥ k̥ a;qi̥l fs;öe;ju İLR̥j̥æ Ah̥qm; L̥il̥aR̥
e; Cqi̥C̥ İexpwn̥u f; j; Z L̥il̥h; l̥ Seʒ a;qi̥L̥ ḀeLV; Ec̥f̥j̥ a;qi̥l L̥-ü̥ Ae; j̥hn̥f̥L̥ f̥E; j̥N̥
L̥il̥a qC̥aR̥z

qil̥j ilqefl̥ Beʒj uf İh̥no p; j; c̥İ l̥ pİqa Ai İbl̥e; L̥il̥mez p̥-p; j̥Ü' İn̥ø; Q; İ l̥ fl̥a
j̥e; k; N̥ e; L̥il̥u; İale H̥Lh; İC̥ L̥İq̥me, "Bİj İ; dj; İef̥L̥ İe̥a H̥p̥İR̥z"

Beʒj uf L̥İq̥me, "a; h̥n̥ a; İe̥u k; h̥, HLV̥ h̥; p; İz"

qil̥j ilqefl̥ L̥İq̥me, "e; B; j; l̥ f̥S; - BQİ p; j̥ÜC̥ f̥S̥ İ̥u̥R̥, B; j; l̥ Bİq̥L̥ p; l̥; qu İe-
-Bİj HMe HM; e̥ h̥p̥a f; l̥ h̥ e; İz"

pɔil a; R̥L; e; l̥b; e; L̥İqu; Am; h̥; R̥c̥e İek̥S̥ İRmz qil̥j ilqefl̥ a;qi̥LC̥ p̥ö; de L̥il̥u;
L̥İq̥me, "öeR̥z h̥m; q̥u̥ N̥mz"

mima; Hhw Beʒj uf efl̥ h̥ hİpu; İİqmz pɔil a; a;qi̥l L;İS̥ İj;İMu; EİWu; fl̥sm̥ Hhw
L̥İqm, "j; j̥p, H̥p; İz"

qil̥j ilqefl̥ f; m̥L̥ı̥ Ali j; M̥ k; Ch; l̥ Ef̥æʒ L̥il̥a pɔil a; a;qi̥l q; a dİl̥u; L̥İqm,
"H̥p; İ, HLh; l̥ H O̥ H̥p; İz"

O̥İ j̥ d̥f̥ mCu; İNu; pɔil a; ct̥ü̥ L̥İqm, "a; j̥ kMe B; j; L̥ İe̥a H̥p̥R̥ aMe pLm̥
m; L̥ı̥ p; j̥ eC̥ a; j; L̥ Aj̥ İe İgİl̥u̥ c̥h̥ e; B; j̥ a; j; l̥ p̥Â k; j̥p̥R̥, İL̥ʰ BS̥ c̥f̥ h̥m; C̥
Bİj HM; e̥ B; h; l̥ İg̥ Bphz"

qil̥j ilqefl̥ İhl̥ S̥² qCu; L̥İq̥me, "H̥ B; h; l̥ R̥L; e l̥b; z a; q̥m̥ h̥m; e; e̥ Le, HCM; e̥C̥

İQI Ljm b;L^hz"

p⁰İl a; Lİqm, "İQI Ljm ⁰a; b;L^a f;h e; z ⁰pCSe^fC kaİce J; L;R b;L^a f;C, Bİj J;L R;sh e; z"

HC Lb;ju qİl ⁰j;İlqefl N; Sİmu; ⁰Nm, İL; ⁰HMe ⁰L;e; Lb; hm; İale p⁰kİ² hİmu; ⁰h; d Lİl⁰me e; z

p⁰İl a; Be⁰j ufl L;R Bİpu; q;İp⁰j ⁰M Lİqm, "j; , Bİj a⁰h HLh;İl h;İs q⁰u Bİp⁰z"
Be⁰j ufl ⁰L;e; f;h⁰le; Lİl u; Lİq⁰me, "a; , H⁰p; j; İ!"

p⁰İl a; mİma;İl L;e L;e Lİqm, "BS Bh;İl c⁰f⁰ ⁰hm; Bİj Bph⁰z"

f;İm⁰Lİl p; j⁰ e c; s; Cu; p⁰İl a; Lİqm, "pa⁰fn?"

qİl ⁰j;İlqefl Lİq⁰me, "pa⁰fn b;L⁰le; z"

pa⁰fn h;İs ⁰N⁰m İh⁰Ül ⁰f qCu; EİW⁰a f;İl HC j⁰ e Lİl u; pa⁰fnl c;İl Ah⁰Øb;eC İale p⁰k;N hİmu; NZÉ Lİl⁰mez

c⁰fS⁰e f;İm⁰L⁰a Qİs⁰m fl qİl ⁰j;İlqefl İ ⁰J; L; g;İch;İl ⁰Q⁰İ Lİl⁰mez Lİq⁰me, "mİma;İl ⁰a; İh⁰u q⁰u ⁰Nmz a; ⁰hn qm, HLİV ⁰j⁰ ul S⁰e⁰f ⁰a; f⁰İ nh;İh⁰leİ⁰Q; ¹q⁰me!"

HC hİmu; , 0⁰İl j⁰ dÉ Alh;İlqa ⁰j⁰ u ⁰k Lah⁰s; HLV; c;ju, Ali İ j;hL-N⁰ZI f⁰r ⁰k İLİ ⁰f c⁰xpq EvL⁰~İl L;İZ, a;İq; fl;İn Lİl⁰mez

"L⁰f hmh ⁰a; j; ⁰L, B; j;İl Bİ Ae⁰f İ j; h; e; ⁰eCz İ Nh; ⁰eİl e; j Lİ⁰a Lİ⁰a İ İ⁰Q; ¹C j⁰ e H⁰p f⁰s; z pa⁰f hmİR, W; L⁰İ -⁰ph;İu Bİj B⁰NL;İl j⁰ a; ⁰a; j; e j; e İc⁰aC f;İl ⁰e; z Bİj hİm, ⁰N; f;h⁰İ , ph ⁰L⁰sL⁰s İe⁰u H Bh;İl B; j; ⁰L L⁰f e;İae g; ⁰c S;İ⁰m!"

qİl ⁰j;İlqefl H ⁰k ⁰Lhm; j; e p;İw; p;İl L EvL⁰~İ a;İq; e⁰q, Cq; ⁰a ayq;İl j;İ²f⁰bİ İh⁰À qC⁰a⁰Rz ah⁰ Hah⁰s; -İ;İal pW⁰L⁰VI Lb; öleu; j p⁰İl a; Q⁰f Lİl u; İİqm, a;İq; İWL j⁰ eİ İ j;İV L⁰f qİl ⁰j;İlqefl a;İq; h⁰T⁰a f;İl⁰me e; z ⁰j; e p⁰C;İam; rZ hİmu; ⁰k HLV; hyd; Lb; B⁰R ⁰pC⁰V⁰LC İale İe⁰SI Ae⁰L;İm NİqZ Lİl⁰mez ayq;İl j⁰ e qCm p⁰İl a;İl j; e ⁰ke HLV⁰eİj qCu; ⁰Rz

p⁰İl a;İl j⁰ a; ⁰j⁰ ul f⁰r İq; ⁰p; j;İS f⁰h⁰nl e;İu Hah⁰s; c⁰f⁰ h⁰f;İl ⁰L qİl ⁰j;İlqefl İe;İ;C pqS Lİl u; Bİeu; ⁰Re Hİ ⁰f İale Bİ j; p İc⁰mez H; j; e HLİV p⁰k;N H⁰Lh;İl Bpæ qCu; ⁰R ⁰k, h⁰s; h⁰s; L⁰m⁰eİl 0⁰ İe; j; ⁰ZI HL fP⁰İ²⁰a Bq;İl Efm⁰r ⁰Lq a;İq; ⁰L V⁰ nē Lİl⁰a p;İqp Lİl⁰h e; z

İ ⁰J; L; HC f⁰k; ¹AN⁰İl qC⁰aC f;İm⁰L h;İs⁰a Bİpu; ⁰f;İRmz Eİ ⁰u à;İl L;R e;İj u; h;İs⁰a f⁰h⁰nl Lİl u; E⁰f⁰ k;Ch;İl p;ju p⁰İl a; ⁰cİM⁰a f;İCm, à;İl f;İnl 0⁰ HLİV AfİlİQa ⁰m;L ⁰h;İq;İl İcu; f⁰hm Lİa;İse-nē-pq⁰k;İ⁰ ⁰am j; cİe Lİl⁰a⁰Rz ⁰p a;İq; ⁰L ⁰cİMu; ⁰L;e; pW⁰L;İQ j;İem e;İ-İh⁰no ⁰L⁰a;İ⁰mİl pİqa a;İq;İl fİa cİ⁰f;İa Lİl⁰mz

E⁰f⁰ İNu; qİl ⁰j;İlqefl ayq;İl ⁰ch⁰İl BNj; e-pw;İc p⁰İl a;İl S;İe;C⁰mez f;İ⁰mİ İ ⁰J; L;İl pİqa İj m; Cu; mCu; p⁰İl a; HC 0Ve;İVİ Ab⁰N İWLj aC h⁰Tmz qİl ⁰j;İlqefl a;İq; ⁰L h⁰T;Ch;İl ⁰Q⁰İ Lİl⁰me, h;İs⁰a Alalb Bİpu; ⁰R, H; j; e Ah⁰Øb;İu a;İq; ⁰L ⁰gİmu; BSC j; dÉ; ⁰q² Qİmu;

kjJu; a; qil f^{er} i â; Q; i qC^h e; z
p^oll a; M^h S; i l p^oÂ O; s e; i; su; L; i qm, "e; j; j; p, B; j; L^o k^oaC q^hz"
qil^o j; i qe; f L; i q^ome, "a; i^o n^o a; i, B; S^o L; i i^oceV; i^o b^o L a; j; L; i m^o k^ou; z"
p^oll a; i L; i qm, "B; i; j H; M^o eC O; e; j e L^o i C h; i; h; i J; M; i^o e^o M^o a k; i; h, p^o M; i^o e^o b^o L m; i m; a; j; i
h; i; s k; i; h; z"

a; M^o e qil^o j; i qe; f O; f^o L; i l u; i; C L; i q^ome, "a; i; j; i^o L; C k^o e^o C; M^o a H^o p^o R; z"
p^oll a; j; M^o I; š; j L; i l u; i; L; i qm, "B; j; i^o L^o e^o C; M^o m; i L; f; ?"
qil^o j; i qe; f L; i q^ome, "n; i^o e; i H; L; h; i; l! H; M^o e L; i i^o c^o e e; j e^o C; M^o i; L H- ph L; i; S q; h; i l S; i B^o R; l
p^o h; l' p^o L; i^o m^o Q; m; a; z a; i; j; i l j^o p; i o; i c; i o; l f; i; n^o B; j; i^o L^o e^o C; M^o e i^o e; z"

H; C h; i m; u; i; C H; C O; f^o C; i; A^o a; l E; f^o a; i; s; a; i; s B^o i; L; a L- m; i L; b; i Q; i; f; i; C; u; i; i^o c^o m; e; z i; h; h; i^o q; i
f; i; n^o L; e; i e^o C; i; M; h; i; l p; j; u a; y; q; i; l i; f; a; n^o q; p^o h; M^o e; j; a l; j; u- f; i; l; h; i; l q; C^o a A; e; i; b; h; a^o e; j; d; i; l; f
a; y; q; i^o c; l h; w^o n; l f; d; i; a; e L; j; i; Q; i; l; f J W; i; L; d; c; p; f- e; j; C; e; f f; h; z; i i; T, c; e; S; e f; i; n; i; s- f; l; i; c^o m; d; i; l; f
c^o l; j; u; e^o L m; C; u; i; i; L; i^o f L; e; i e^o C; i; M^o a B; i; p; u; i; R; m H; h; w p^o i; c; e a; y; q; i; l A; i; i; j; h; L^o c; l j; e i; L; i^o f
E; c; i; h; N; A; q; C; u; i; E; i; W; u; i; R; m H; h; w l; j; u- h; w^o n; l H; C p; L; m A; e; Q; i^o L B; q; i^o J B; c^o i; l; a; o L; i; l; h; i; l
S; e; f p^o i; c; e a; y; q; i^o c; l h; i; s^o a i; L; i^o f h; e; U; a; i; f; i; s; u; i; i; N; u; i; l; R; m, a; i; q; i; h; z; i; e; j; L; i; l; u; i; c; f; o; n; e; n; a; p
e^o g; i; m^o e H; h; w L; i; q^ome-- H; M^o e i^o c; e; z A; e; f; l; L; j; f; i; s; u; i; R; z

qil^o j; i qe; f L; i q^ome, "i^o h^o n^o i; L; R; e E; v; f; i; a e^o c, H; L; h; i; l e^o L; h; m f; y; Q i; j; i; e^o V; i S; e; f e^o C; M^o
k; i^o h; z"

p^oll a; i L; i qm, "e; i; z"

p^o "e; i; H; a; C f; i; h; m H; h; w O; f^o k^o qil^o j; i qe; f^o L H; L; V^o a; q; i; W^o a q; C; m; z i; a; l; e L; i; q^ome, "B; i; R; i
e^o n, a; i; e; j; C q; m; z e^o C; M; i; l e^o a; i^o L; i^o e; j; c; i; l; L; i; l e^o c, a^o h^o L; m; i; p B; S; L; i; m; L; i; l e^o R^o m, e^o m; i; f; s; i
i; n^o e^o M^o R, e^o a; i; j; i; C; i; C j^o e; a; i; J e^o a; i; i; L; R; e j; i; e; e; j, h^o m "f; i; a; e; f i; e^o S; i Q^o e^o e^o C; M; h; z a; i; e^o a; i; j; l; i; p; h; i; l
p; j; e^o c e^o h; i; j; J a; i; C h; m; m; j, "e^o C; M^o e^o p B; i e^o h; i; n L; b; i L; f, H; L; i; c; e e^o C; M; i; L; i; l e^o u e^o c; h; z a; i;
e^o a; i; j; i l m; < i; q; u e^o a; i; e^o C; M; i; e; j; C q; m; z"

H; C h; i m; u; i; L; m; i; p k^o i; L; i^o f B; o; Q; k; n^o e^o m; i; f; s; i L; i; l; u; i; R; z, p^o k^o a; i; q; i; l L; m; e; j; i; l H; L B; o; s-
j; i; e; a; i; q; i; l N; i; e; j; i^o f; i; o; v; i; j; o; v; i; l^o i; L; i^o f i; h; f; a; e L; i; l; u; i; l; R; m-- i; e; L; V; h; a; n^o Q; i; l i^o c^o L; i N; i; e; j; i^o k^o-
L; i; q; i^o i; C j; j; m; i; j- j L; Y; j; i L; i; l^o a; q; u, c; i; M; i; u^o i; m; i; M^o a; q; u, L; m; i; p; l f; i; j; n^o h; e; a; f; a k^o L; i; q; i^o i;
H; L f; i Q; i; m; h; i; l S; i; e; j; C-- C; q; i; i; a; l; e i; h; h; a L; i; l; u; i; h; i; m^o e; z B; i, E; q; i; l u; i; j; h; Q; i; l^o e; l L; b; i e^o h; i; n
L; i; l; u; i; h; m; i; C h; i; y; m; e; z J; i O; e; f; j; i; l; i; f; i J e^o a; i; i; L; R^o a; C i; h; h; i; q L; i; l^o a Q; i; u e; j; C; B; a; f; u; u; S; e
p; L^o m i; j; i; m; i; u A; a; e; j; h; m; f; e; u; i; N L; i; j; a J e^o L; h; m i; l; S; e; l B; e; c; n f; i; m; e L; i; l^o a f; i; h; s^o q; C; u; i; R; z
E; f; i; o; b; a f; u; i; e^o h p; C; j; a L; i; l^o a qil^o j; i qe; f^o L; C i; l L; j L; o f; i; C^o a q; C; u; i; R; l J i; l L; z; n; f; i; a
L; i; l^o a Q; i; u! J; i; k^o j; u^o h; w; n; z p; j; i; S J; e; l k^o i; j; i l j; e; z

p^oll a; i; H; C j; e M; h; n^o L; i; l^o a i; L; R^o a; C u; e; L; i; l L; i; l; m e; z e^o L; i; e; j; e^o a; C e; j; z p^o i; e^o S; i e^o n; h; J
u; i; e^o b; n^o f; i; l; a c; l; u; f; i; a; j; e; L; i; l; m e; z H; j; e- i; l, i; q; i; e; p; j; i; S a; i; q; i; l O; b; i; e k; i; c e; j; q; u a; b; i; l; f p^o
e^o n; n; j; e; i; h; Q; i; m; a q; C^o h e; j, H; C; i; f a; i; q; i; l i; j; h e^o C; M; i; e^o n; m; z L; m; i; p^o L h; y Q; o; j; u i; h; h; i; e; q i; j; S

Lijēa pōllajl fēr A0f pCjēl LjZ qu e;C H Lbj p jš İLRaC Efmlī
Līa fīlm ej, EmİVu; p CqīL Afjēl LjZ hīmu; NZÉ Līu; hīpmz BdeL Ljml
HC-pj Ū'İhfİfa hēfīqī qīl jīlqef pCfZİqahİÜ qCu; Nmez

aMe İale jēl Bēzīn hīl hīl Njīl fīa CİAa Līu; MyQ; İcā mīNmez Njīl
kaC İeSēL İqāhīmu; h;C LİL-e; Le, pj;SI jēdÉ Eqīl Øbje Lē EqīL Ljē! J
kīc mīrī fīsu; hīp0Qİ Ljē; VjLjJum; jūL İhhīq Lē aēn pj;SI nīpe qCā J
fīlæ;Z mīj Līlē İLēpl Sī! aMe cēnī jM hā Līu; İchīl Seē VjLj k pj Ū' gJLu;
İcā qCēnz Caējcz

pōllaj Līqm, "jīlp, H-ph Lbj ašj Le hmR? ašj Sje H-ph Lbjl Ljē; jšnÉ
eCz"

qīl jīlqef aMe hīmēme, ayqīl k hup qCu;R p hu p Lbj İcu; ayqīL ē jīmē;
Ljīlī fēr pīdÉ eēq İale Qīm-Lje Mīmu;C BRe; cMe nīēe hēTe pj ŪC, Lhm
İexnē AhjL qCu; İiqu;Rez Njīl k aqīl jīajl pĀ flj nĪ Līu; pōllajl İhhīq
Līhīl Qō; LīāaR, p İhhīql Nš EYnÉJ k jqv eēq, Hhw İjūNjūfēl pqkīN kīc
İale pōllajl İrī Līāa ej fīle aēn Ljīm k aqīC OİVēn, p pōā İale ayqīl
İexpwnu İhnīp fīLjīn Līmez

pīqo-ūi jh pōllajl fēr ApqÉ qCu; EİWm; p Līqm, "ašj kyēl Lbj hmR Bīj
ayēl İš' Līl, ayēl pĀ Bjīl k pōā p kMe ašj Ljē; jāC İWLi jēn hēēn ej
aMe Bjīl Bİ Ljē; Efju eēC, Bīj HMeC HMje bL Qmmj --kMe ašj nīz' qēn Hhw
hīlsā aajīl pĀ HLMj H p hīp Līāa fīlh aMe Bīj İgēl Bphz"

qīl jīlqef Līqēme, "Njīl jīqēl fīaC kīc aīl je eēC, kīc aīl pĀ aīl İhēu qēnC
ej Hje Lbj bīL, aēn HC fīæİV ē;jo Lē R Lē? ašj a; BChē; bīLēn ej?"

pōllaj Līqm, "Le bīLh ej! Bīj İhhīq Līh ejz"

qīl jīlqef Qr-İhØgīl a Līu; Līqēme, "hē;hup fklē' Hje--"

pōllaj Līqm, "qy, jāē fklēz"

HC B0j@a Nijil j^e HLVj fil hañe Bìpmz pòil aij àij; Nijil je^q Bæjz' qCuj^R aijqil LijZ^o p i jihu; cìmm--^o p Cqj^cl p^À ljinu^R, LMeùle^SI A^NiQ^o p Cqj^cl p^À le^SL Sisa Lìlu; gⁱmu;Rz^o kM;e le^odi pfj; Vje; IRm^o pC pfj; Nij; cñi^o m'oe Lìlu;Rz Cqj Bji^cl c^oni fÜla e^oq f^oaf^L le^SI pfj; Ir; Lì^oa ei fⁱl^om^o p^o k^o Lhm Sjeu; Hhw ei Sjeu; le^SIC Aieø Lìlu; g^om aijq; e^oq, A^oe^ol J lqa Lìhij ihöÜ niš² aijqil Qìmu; kju; pwp^NM àij eiej^olⁱ q^oehiš fⁱhm qCuj EìWuj ' je^L leùⁱL niš²L Bìhm Lìlu; a^om^oa bⁱLz

Lhm hìp^oQⁱ g^ou^cl p^À ljin^oa inu;C^o p HC pa^of Bìh^xLij Lìlu;R aijq; e^oq Nij; Sep;di^oZI p^À k^o ljin^oa inu;IRm^o pM;eJ HLVj^o ke Bh^oa^oM j^od^ef fìsu; le^SL le^S qijChij Efæj Lìlu;IRm^o Leej; aijqil f^oc f^oc cuj Sij^oaIRm; HC cuj h^on^o p^o LhmC i jh^oaIRm HV; j^oç, HV; Ae^oju, HV;L c^o Lìlu; c^oJuj EìQaz ÌLz^o HC cuj h^ošC ÌL i j^om; j^oç-p^oh^oQⁱ l rja;L ihL^oa Lìlu; cu ei? cuj Lìhij^o TyLVj Bji^cl kaC hìsu; E^oW leih^oLij i j^oh pa^of^L c^oiMhij niš² Bji^cl aaC Qìmu; kju-- f^ošj a LijZij Lijm; j; j;M;Cu; kqj; lea; jz' lgl; aijq^oL Aafz' Njt Lìlu; c^oiMz

Nij; Lìqm--HCSe^ofC, kqj; f^ol^o p^oJ lq^oal i j; aijqil leim^oç bⁱl^ohij ihid Bji^cl c^oh Qìmu; Bìpu;Rz f^oSij p^À H^oLhij^o Oieù i j^o ljin^om a^ohC k^o f^oSijime Lij l;Sij f^or p^onh qu H Lbij p^oçf^oZ^o AjmLz f^oSij^cl p^oè^oa l;Sij k^ol^o f^o ' j^oel f^ouj;Se pwp^oh^ol àij; aijqil Lm^ooa quz HC LijZ, f^oSij; le^SSC Cuj; Lìlu; aijq^ol l;Sij^oL c^ol^oa^ol àij; h^oe Lìlu; l;Muj^oRz l;Sij aijq^ol p^oq^ol q^oC^omC l;Sij f^ouj;Se Qìmu; k;C^oh

hìpZJ^o p^oCl^o f^o p^oç^oØb, p^oCl^o f^o leim^oç hìpZ^oL A^oe^oLI j^o Am Lì^oa q^oC^oh, HCSe^ofC A^oe^oLI pwp^NMq^oa hìpZ hì' az

Nij; Lìqm, "Bij i j;lah^oo^oM^o p^oC hìpZ^o cnS^oel p^À Sisa qCuj, h^ohpi^oul f^o m^oh^oa qCuj, A^ob^oM f^oem; i^o e m^o qCuj, k^o hìpZ n^oç^oa^ol gyp Nm;u hyl;du; Ech^oa^oe j^oil^oa^oR Nij; aijq;lc^oN^oL aijqil ü^oc^oni p^oS^oh f^oc^oo^oM j^od^ef NZÉ Lìlm ei; aijq;lc^oN^oL n^oç^oal Adj Lìlu; c^oiMm, LijZ, n^oç Bfe n^oç^oa^ol àij; c^o hyl;Qu; B^oR, ÌLz^o Cqij; hìpZ^oa^ol Ai j^oh j^oa, p^oal;w Cqij; Afihæz i j;laho^olCqj^cl Se^of BS Hje c^ofei j^oh A^on^oQ k;fe Lì^oa^oRz

Nij; le^SI j^od^ef p^oC hìpZ^oI p^o"^ohe-jz^o» p;de; Lì^oh hìmu; je^L BS f^oU^oa Lìlmz Lìqm, "Bji^oL lell^oanu öiQ q^oC^oa q^oC^oh Bji^o pL^om^ol p^À p;je i j^oç^oa cys;Cu; e;Cz h^oa^ol Bji^ol f^or f^ouj;Setu pij^oNE e^oq, e;lf^ol p^À k;q;ç^ol f^or HLz^o Ef^oi^ocu Bji^o p^oC pij;je^on^oZ^ol j;jeø eC, Hhw c^oni Calp;di^oZI Oieù pqhij Bji^ol f^or p^oçf^oZ^o hSle^ofuz

fībhē pēŷ BLi[®]ni ĩc[®]L hīl Seŷ ųje a;LiCu; B[®]R hīp[®]ZI ĩc[®]L Cqil; ųajle Līl u; a;LiCu; B[®]R, Bīj Li[®]R Bīpu; fīs[®]m Cqilc[®]N[®]L hyQ;C[®]h[®] L?"

Clafŷhīl[®] chfŷŷju[®] ųil; ųLi[®]ejice je ųcu e;Cz kMe qC[®]a a;qil qēu rā qCu; EīWu;[®], ĩLR[®]aC[®] p[®] Bfe;[®]L hyīdu; IjīM[®]a fīl[®]a[®]R e; LiS a;qil Li[®]R nŷē ųhīd qC[®]a[®]R Hhw SŷheV; ųke BdM;e; qCu; Lyīcu; jīl[®]a[®]R, aMe qC[®]a ųil; fŷŷju je ĩc[®]a ųų; Līl[®]a[®]Rz fīaj;il pCj[®]M ĩųbl qCu; hīpu; p[®]C jŷa[®]ŷ j[®]dē ųil; ĩe[®]SI je[®]L H[®]Lh;[®]l ĩelh[®] Līl u; ĩc[®]a ųų; L[®]z ĩLz[®] ųLi[®]ej Ef;[®]u[®] p[®] Bfe;il i ųš[®]2[®]L S;Nā Līl u; a[®]m[®]a f;[®]l e;z ųchaj[®]L p[®] hīū ĩl; hēMē; L[®], a;qil[®]L ĩ[®]FL Līl u; e; a[®]m[®]u; ųLi[®]ej[®]aC NqZ Līl[®]a f;[®]l e;z ĩLz[®] ĩ[®]FL[®]L qē[®]ul i ųš[®]2[®] cJu; kju e;z Bdē;āēL hēMē;[®]L fŷŷ; Li; kju e;z hl' j[®]ŷ[®] hīpu; fŷŷ;il ųų; e; Līl u; ų[®] hīpu; ĩe[®]SI j[®]e Abh; Liq;[®]l p[®]Ā a[®]L[®]f[®]m[®]r kMe i[®]h[®]l p[®]ŷ[®]a je[®]L J h;Lē[®]L i; p;Cu; ĩca aMe a;qil j[®]e[®]l j[®]dē HLV; Be[®] J i ųš[®]2[®] p[®]l p' il qCaz ah[®]ų[®]ųil; Rīsm e;-- p[®] kbīeu[®]ŷ fīāice fŷŷju hīp[®]a mīNm, Cqil[®] p[®] ĩeuj ųl[®]FC NqZ Līl m; je[®]L HC hīmu; h[®]ŷ;Cm, ųM;[®]e i[®]h[®]l p[®]ŷ[®] pL[®]m[®]l p[®]Ā ĩjīmh;il nīš[®]2[®] e; b;[®]L p[®]M;[®]e ĩeuj p[®]ŷ[®]eC phīē ĩj me Ir; L[®]z ųil; kMeC Nq[®]ŷ ų[®]R p[®]M;eL;il ųchj[®]ŷ[®] fēhn Līl u; j[®]e j[®]e Ni ēl i[®]h[®]l dē;e Līl u; hīmu;[®]R, HCM;[®]eC B;il ĩh[®]no ųb;e-- HL ĩc[®]L ųchaj; J HL ĩc[®]L i ųš[®]2[®]--a;qilC j;TM;[®]e hīpZ[®] pa[®]ūl[®] F Ei[®]ul ųk;N Ir; Līl u; B[®]Rz ų[®]ŷ[®] ųil; j[®]e qCm, hīp[®]ZI f[®]r i ųš[®]2[®] fēu;Se e;Cz i ųš[®]2[®] Sep;id;il[®]ZIC ĩh[®]no p;Nē HC i ųš[®]2[®] J i ųš[®]2[®] ĩho[®]ul j;TM;[®]e ų[®] pa[®]a;qil ' j[®]e[®]lC pa[®]ŷ HC pa[®]ŷ[®]kje Ei[®]ul ųk;N Ir; L[®] ųajle Ei[®]ul p;f;il; Ir; L[®]z i ųš[®]2[®] Hhw ųchaj; j;TM;[®]e kīc ĩhōū ' je hēhd;[®]el j[®]a; e; b;[®]L a[®]h p;ųC ĩhL[®]a qCu; k;uz HCSeŷ i ųš[®]2[®] ĩhq[®]m;aj hīp[®]ZI p[®]ŷ[®]ų[®]NI p;Nē e[®]q, hīpZ[®] ' j[®]e[®]l ųŷŷju hīpu; HC i ųš[®]2[®] ĩp[®]L phīp;id;il[®]ZI ų; j;N; b[®]ų ĩhōū ĩjīmh;il Seŷ afpē;il az pwp;[®] ųje hīp[®]ZI Seŷ Bīj[®]l ų; j;N e;C, ųch;ųųe;[®]aJ ųajle hīp[®]ZI Seŷ i ųš[®]2[®] ų; j;N e;Cz Cq;C hīp[®]ZI ų[®]h[®]z pwp;[®] hīp[®]ZI Seŷ ĩeuj pwkj Hhw djīp;ide;ju hīp[®]ZI Seŷ ' jez

qēu ųil;[®]L qil j;e;Cu;īRm, qē[®]ul fīā p[®]C Afī;[®]d ųil; ĩehīpe-c[™] ĩhd;e Līl m; ĩLz[®] ĩehīp[®]e a;qil[®]L mCu; k;C[®]h[®] L? p[®] pēf B[®]R ųL;bi;u?

NĀi| d_i h_iN_i f_iūiŃQšpi |l B_uSe qC_a m_iNmz

Alhejⁿⁱ j^e HLV_i B^rf ħ_id qC^aāRm ħ, L_imL_iaj_i h_ilq^l Ae_ujeV_i ŃIV^aR, Cqⁱa ħ_iLI Qr^a aje L_iluj BL^l qC^h e_z Alhej_n S_ilea, N_il_i |l ĩe^{SI} Se_f f_iūiŃQš_i L_ie_i f_uSe e_iC, f_uSe ċⁿⁱ ħ_iLI Se_f j_im H^gL^lVI HCSe_f ĩi S_i j^{dē} H L_iS c_iL_il_z

ĪL_z^o N_il_i |l_iS qC_m e_z p^o ħ_if^o h_qv^o q_ij L_iluj, ħ_oċ_z» f_isu_i H L_iS L_il^a Q_iu, L_imL_iaj_i nq^l |l j^{dē} ajeV_i j_eju e_z Cq_il Se_f a^fh^el f_uSe_z ũ_id_eju_j M_il_a q_ij_iN_lċ_z ĩei ħ^a NĀ_ia^fl, ħ^o f_iŃ_oe i_jlaho^l SN^al -|_i ayq_i^oLC N_il_i B_hq_e L_il^h H_hw Ńe_e L_iluj f_ih_e qC_ui ayq_il ĩeLV qC^a p^o ehS_h^el ċ_fr_i N_qZ L_il^hz N_il_i j_im H^gL^lVI Se_f h_fũ^o e^q_z

Alhej_n aMe Ae^eN_ia qC_ui M_h^l |l L_iN^oSI B_nũ N_qZ L_il_mz p^o N_il_il^o e_i S_ie_iC_uiC HC f_iūiŃQš_i p_wh_ic p_jũ^o M_h^l |l L_iN^oS |V_ei L_iluj ĩcm_z Ńd^aa_iC e^q, p_ċf_icL_fu L_iW_u p^o h_si h_si f_hā ĩm_iM_ui ĩcm--a_iq_i^a p^o HC L_biC ĩh^o L_iluj S_ie_iC_m ħ, N_il_i |l j^ai_aS_uf f_ih_e h_ip_Z^L L_ie_i ċ_jo Ńfn^l L_il^a f_il^o e_i, ab_il_f N_il_i h_al_je f_il_a i_jlah^ol_i p_jũ^o f_iaL ĩe^{SI} ũ^a m_Cu_i p_jũ^o ċⁿⁱ qC_ui f_iūiŃQš_i L_il^aR_z p^o ĩm_iM_m--B_ji^ol^o ċⁿ ħ_je ĩe^{SI} ċ^aL_ial g^m ĩh^oċⁿl h_zċ_ni_mju BS ċ^aM f_iC^aR, N_il_i |l j^ai_e ĩe^{SI} S_h^e p_C h_zċ_ni_mju h_ip_ċ^aM ũ_fL_i |l L_iluj m_Cu_iR_z H_Cl^of ċⁿⁱ ċ^aM p^o ħ_je ĩe^S h_qe L_iluj^R H_jle L_iluj ċⁿⁱ Ae_iQ_i^l |l f_iūiŃQš_i p^o ĩe^S Ae_uje L_il^a f_ũħ^a qC_ui^R, AaH_h i_jC h_iP_im, i_jC i_jl^al f^o ĩh_wn_ia^oL_iIV ċ^aM_e p_zle, a_il_i--Ca_fi_lc Ca_fi_lcz

N_il_i HC-p_jũ^o ħ_mM_i f_isu_i ĩh_il_iš²a A_iŃbl qC_ui f_ism_z ĪL_z^o Alhej_n^ol f_ill_ih_il^o S_ie_iC_z N_il_i a_iq_i^ol N_il_m ĩ^om_J p^o N_iu^o mu e_i, h_il^o M_hn quz "B_j |l -|_i Aa_fQ i_jh^om_i^oLC ĩh_ql L^ole, H-p_jũ^o f_ib_hl_i L_bi ĪLR^o ħ_i^oTe e_z ĩale ħ_L^ah_ip_f e_il^ol^o j^ai h_fZ_i h_iS_iC_ui ĩho^ol ĩh_Nl_ma L_iluj NĀ_il_i p_lŃ L_il^aR_e, ĪL_z^o p_C NĀ_i^ol j^aā^l f_hi_lq_a L_iluj p_Nl_pz_i^ol^o i Ń_j |l_in p^o ħ_ha L_il_hi_l L_iS f_ib_hl_i i N_el^obl --p^o ũ^oN^l ħ_iLI L_jŃ_euz HC ċ^o L_iS H^oL_hi^o ũ_az^ol^o AaH_h Alhej_n^ol Ev_f^oa N_il_i k_Me B₋e qC_ui E^oW aMe Alhej_n j^e j^e q_ip^o, N_il_i |l f_il_a a_iq_il i ĩš² h_il_su_i E^oW_z p^o j^e j^e h^om, "B_ji^ol^o -|_il^o Q_qi_l |l ħ_je ĩn^ol^o j^ai_e ħ_je i_jh_J ĩale ĩWL^o ħ_im_e;_z ĪLR^o ħ_i^oTe e_i, L_i^ol^o j_ej_oċ e_iC, L_bju L_bju |l_iN_ui B₋e q_e, B_hl_i |l_iN S_si^oC^aJ ħ_in_rZ m_i^oN e_iz'

Alhej_n^ol Q_oju N_il_i |l f_iūiŃQš_i L_biV_i m_Cu_i Q_il_i ĩ^ol^o |l HLV_i B^oċ_ime E_iW_ui

fismz Nijil aqil hilsa Bipu; cimhil Set, aqil pA Bmif Lihil Set, mli Sea; B; hlsu; Eimz flaq Qil icL qCa aqil Ha IQIW Bip'a mijNm k, IQIW fs; p ha Lluic lcz Nijil j'e qCa mijNm HC cnhfc Bm;Deil a;il aqil ffulQSI pilSLaj ke ru qCuj Nm, Cq; HLV; I;SipL hfijl qCuj Eimz Cq; LjmlC C;oz

Lb-cujm BSLjm MhI LjNS ofnN L'e ej, ilz' Senfla ayqil pideintj j'dEJ iNu; fhn Lilmz ayqil Efks' fæ Nijil j;qpjilq ffulQŠ Lila hipu;R Hhw p k aqil ifajlC fihæ fc;^ AepIZ Llu; HL Ljm ayqil j'aiC ipUf;lo qCuj cys;Cn, HC pwhic J HC Bn; Lb-cujml f;icShfi; ayqil LjR ih'no Nhl pilqa hfš' Lilmz

Nijil O' Lb-cujm Lalce k fc;fV L'e ej;C aqil iWL ej;C ayqil fihæ Rjisu; pajl Ljfs filu; BS Hlhil aqil O' iNu; fhn Lilmz pm;e Nijil cim'a f;Cme ej

Qilil IS' ip; Lilmz Qilil Sje;Cm, Nijil WjL40' B'Rz

Afj! WjL40' aqil Lf fEu;Se?

laie fS; L'ez

Lb-cujm nnhE' qCuj WjL40' Efio'ba qCuj cim'ne, paEC Nijil fS;ju hipu; N'Rz

Lb-cujm hijl qCa Xjil'ne, "Nijil!"

Nijil aqil ifajl BNj'e B0QkN qCuj Eiwu; cys;Cmz Lb-cujm ayqil pideintj ih'noi;h le'SI C'chajl flau; Llu;Rez Cq;cl filhil 'ho'h, ilz' laie nš'jz» mCuj'Re, Nq'chajl pA ayqil flær k;n A'eL ice qCaC ej;C

laie Nijil Liq'ne, "H'p; H'p; h;C' H'p;iz"

Nijil hijl qCuj Bİpmz Lb-cujm Liq'ne, "H Lf Lj! HM;e 'aj;il Lf Lj;S!"

Nijil Lj'e; ESI Lilm ej; Lb-cujm Liq'ne, "fS;jil hijpZ B'R, p 'aj; flaq fS; L'--aj'ac h;isl pL'ml fS; q'R, afj 'Le HI j'dE H'p;R!"

Nijil Liqm, "aj'a Lj'e; 'c;o 'eCz"

Lb-cujm Liq'ne, "'c;o 'eC! hm Lf ihm;Z 'c;o B'R! kij kja AidLil 'eC a;il p Lj'S kihil clLil Lf J'a k Aflijd q'Rz öd'aj;il eu, h;isp; B;cl pL'mlz"

Nijil Liqm, "kic Az' I i š'z' icL icu 'c'ne aj qm 'chajl pj'e hphil AidLil Aia Adf m;LIC B'R, ilz' Bfle il h'ne B;cl I Ij qil WjL' I HM;e fS; Lihil k AidLil B'R B;il p AidLil J 'eC?"

Lb-cujm Nijil Lf k Shih ic'ne qW;v i jhu; f;Cme ej; HLV' Q'f Llu; bilLu; Liq'ne, "'c'mj, fS; Lj;C Ij qil I Sja-h;h;iz h;h;pa k Aflijd qu 'chaj pVj 'ee ej; J S;juNju æV dl'a Nm h;h;pa h;C Lila qu--aj qm pj;SI Lj;S Q'm ej; ilz' 'aj;il 'aj; p JSI 'eC 'aj;il H O' V;Lhil clLil Lf?"

Nijil j'ai BQil'eu hij'ZI f'r J WjL40' fhn Lilm Aflijd qu, H Lb;

Lb-cuim j a; m; LI j M leaiz¹ ApwNa öejcm eiz p a i j w N i j C q i p q f L i l u j
Nm, iLR h i m m e j z

aMe Lb-cuim Liqme, "BI-HLV; Lb; öeIR N i j z a j e j l f i u i 0 0 š L i h i l S e f
p h f i m a c l X L R ?"

N i j L i q m, "q y z"

Lb-cuim AaEz¹ E s i S a q C u j E i W u j L i q m e, "B i j h y 0 b i L e a H L i R e j a c q a
c h e j z"

N i j i j e i h a i q f q C u j E i W h i l E f a e j L i l m; p L i q m, "L e ?"

Lb-cuim Liqme, "Le Le! B i j a j i l B I - H L i c e h m i R, f i u i 0 0 š q a f i l h e j z"

N i j L i q m, "h m a i i R m e, i l z o L i z a i i L R c m j e l e z"

Lb-cuim Liqme, "L i z c m j h i l B i j L i R e j c l L i c i m e z B j l i a i a j i l - l i S e,
j j e h f i š; H - p j U i n i 0 a e u i a e u i L j n B j i c l A e j i a h a f a L i h i l i h i d c e c z J a k
i f a f i j o c l n i U L i a q u, a j S i e ?"

N i j i h i 0 j a q C u j L i q m, "a i a h i d L f ?"

Lb-cuim a e u q C u j E i W u j L i q m e, "p c f y z h i d i B R z p B i j q a i c a f i l h e j z"

N i j q e u B 0 j a f i C u j L i q m, "c m e, H B j i l i e S I L i S z B i j i e S I o i 0 a j l S e f C
H C B u j S e L i i R - - H i e u h b i B m i 0 e j L e B f i e L e L o f i j R e ?"

Lb-cuim Liqme, "c m i N i j i, a j p L m L b i u L h m a L n L i a k u j e j H - p j U i
a L n i h o u c e u z H j e y i i S l e p B R k i H M e j a j i l h i T h i l p i d e c e c z B i j a j i l L
g l h m k i j u R - - i q a d j n a j f i h n L i a f i R H C v a j j e L i R, i l z o p a j i l
p c f y z i m z p a j i l p i d e c e c - - a j i l f a f L i s z l z i, a j i l j i b i b l f i f k l j
a j l f i a L s n i q a q w v q h i l S i e c, C u R i L i m j S i e c z S j S j i z l i p l i a 0 i c z"

N i j i j M i s h z n i q C u j E i W m z p L i q m, "S j i z l i L b i S i l e e, i l z o B f e i c l h w n l
i s d i j u k A i d L i l f h i l q a q u B p R B i j i l a j l J c i l h L i a f i l h e j z ?"

Lb-cuim Liqme, "B h i l a L n i B j i l j M i E f l f i a h i c L i a a j i l p w L i 0 q u
e j ? H i c l h m i q a i h m i l a T y S k i h L j b i u l B i j k i h i m a i c h i e j z J - p j U i h a L e
c j z"

N i j e a l n Q a f L i l u j c y s i C u j i l q m z H L V a f l L i q m, "k i c f i u i 0 0 š e j L i l a j q m
i l z o n i n j M e l i h h i q B i j p L m l p A h p M a f i l h e j z"

Lb-cuim E v p i l q a q C u j h i m u j E i W m e, "h n a i z a i a c h i c i o L f ? a j i l S e f e j q u
B m i c j B p e L e c h z"

N i j L i q m, "p j i S a j q m B j i l u a z q u c b i L a q h z"

Lb-cuim Liqme, "p a i i j m i c z"

a r q i l H C E v p i q N i l i l i h i 0 j a q C a c i M u j L i q m e, "H C c m i - e j, B i j L i l i p A
M i c e, l e j z z q m j e j p j i S i p A B j i l k i N L f c h i B R ? a j k i L j p i s L i j h

Sthe LjVj@a QjJ @ajjijJ @ai HCILj f%b;C Ahmðe Lli @nüz Bij @ai cMIR H@aC @ajjil j Âmz"

j dÉj@q² Alhejn@L XjLjCu; Lb-cu;im Liq@me, ""@aj l;C h#T pL@m lj @m @Njil;L ejlQ@u a@mRz"

Alhejn Liq@me, ""h@me Lf, Bfe;il @Njil;C @ai Bj;@cl pLm@L ejQ;uz hl' @p le@SC ej@Q Ljz"

Lb-cu;im Liq@me, ""lLz°h;h;h; Bij hmIR, @ajj;@cl J-ph fñul00š-IVš q@h ejz Bj;il J@a H@Lh;@lC ja @eCz HMeC ph há L@L c;Jz"

Alhejn i;jhm, h@;il H Lf lLj @Scz @laq;@p h@;i h@;i @m;@LI h;fLi le@SI @R@ml j qš@h#T@a f;@L ejC Hje @b;@z¹ @Yl B@R, Lb-cu;imJ @pC S;@aIC h;fz LaL-m; h;@S pæf;p@l L;@R @cel;ja ej; b;@L;L; Lb-cu;im k;ic ayq;il @R@ml L;@R @nr; NqZ L@L@a f;@l@a ae a;@q; qC@a ayq;il @Yl EfL;il qCaz

Alhejn @L;nmf @m;L; @kM;@e h;icf@ah;ic L@L;u; gm ejC, Hje-@L j l;im H@gL@VlJ pñ;he; A@f, @pM;@e @p h;b; h;L@h@u L@L;h;il @m;L euz @p L@qm, ""@h @ai j n;u, Bfe;il k;ic ja ej; b;@L @ai q@h ejz a@h @Le; Ecl@k;N-B@u;Se pj@C q@u@R, @ej;@Zf@eJ @h;il@u @N@R--H @c@L BI @hmðJ @eC--a; eu HL L;S Lli k;@h--@Njil; b;L@e, @p@ce Bj;il;C fñul00š L@h--@c@n@l @m;@LI f;@f@l @ai A;@h @eCz"

Alhej@h@l HC Bn@ph;@LÉ Lb-cu;im @e@0Q;¹ qC@mez

Lb-cu;im@l @L;@e; Lb;u @L;@e;@ce @Njil;il @h@no n@;@; @Rm ejz BSJ @p ayq;il B@c@n f;@me L@L @h @hm;u; j @el j @dÉ üfL;il L@Lm ejz p;@p;@l L Sth@el @Q@u h@;i @k Sthe, @pM;@e @Njil; @faj;ja;il @e@od@L j;@e@f L@L@a @e@S@L h;@dÉ j @e L@L ejz @Lz° ah@ BS pj@U' @ce a;@q;il j @el j @dÉ i;@ll HLV; L@ @h;@d qC@a m;@lNmz Lb-cu;im@l pj@U' Lb;il j @dÉ @ke Lf-HLV; p@f f;@R@e B@R, a;@q;il j @el @l; a@L HCIL@J@l HLV; A@f@ø d;@lZ; S;@;@a@lRmz HLV; @ke BL;@lq@e c@xüf@a;@q;@L f@se L@L@a@lRm, a;@q;@L @L;@e;@aC a;@s;@C@a f;@l@a@lRm ejz a;@q;il @L;@e HLI Lj j @e qCm @L @ke pLm @c@L qC@aC a;@q;@L @W@lmu; p;@l;Cu; @g@l;h;@l @Q@ø; L@L@a@Rz @e@SI HL;@lLa@a;@q;@L BS Aa@É;¹ HLV; h@v L@mh@l d@l;u; @cM; @cmz a;@q;il p@Cj @M Lj @R@e A@a @h@U@E@Z@L L;@S@J A@a f@L;™, @Lz° a;@q;il f;@h @LqC c;@s;@Cu; ejCz

Ljm fīulōšpi j hlp^h, BS l j l e q c^ac^a n j i j h i n i e i n u j h i p l i l h h c i f i o b l B^Rz k m e p k j e j l i l h i l e f o e j l i l a r h j e p j u q i l j i l q e f b i p u j e f i o b a z a y q i l c i m u j n j i f p a e j A e i h l i l m e j z n j i l i q m, "B f i e H p^Re--B j i l k H M e c h i j a q h--j j a i l u l i c e h i s a e c z k i c a y l p a f f u j s e b i l a j q m--"

q i l j i l q e f l i q m e, "e j h i h j, B i j a j j i l l i r c H p i r--H L V a a j j i l h p a c q h--h i n r z e j"

n j i h i p m z q i l j i l q e f p o i l a j l l b j f i s m e z l i q m e, n j i l i n r i--z a j q i l i h u l e f l i l q c u i r z h j e i l, p B S l i m k i l a j l q i a l r y j u j s m m i u e j h h w p l m i c l c a j q i l p j l a s i j u j r--"h i h j, J l s e e c i l B j i l l j i j e j i r m! J l a j f o h e B j i l l e f l i l l r p B i j a j j i l H L j m h m a f i l e z i n h j e a j j i l l i s i s n l l i e z a j j i l l m j i e l k i n e H L i v m r e j u i j m i o l b l i h u l e B e j, a j j i l o l E c m q i l, d e f e m r e m i q i l z"

a j q i l f l l b j f i s m e, p o i l a j l h u p q c u i r, i h h i q l i l a a j q i l B l H L j a l l i h m o l i j e i o a e u, i q c o l b i l m h a i c e p z i e l a j j a j q i l l i m i l l u j e i w a z i h h i q i h m o l i j u k l a h s i A h d l i s q c u i r p p o a n j i l e o o u c a j q i l p a H L j a q c h e z q i l j i l q e f c o l m d i l u j p o i l a j l i h h i q p j p e j p o a A p q e e c h n i j n l i l u j A h n o h y p j d e p i d e j A e e u l h e u a j q i l c h l l m i p l l i s l i l u j l i m l j a j u B l e u j r e z k p j u l i a l h j d i h o l B n i l i l u j i r m e a j q i p j u c D n i j r i u l i v u j i n u j r z p j u c i o b l, h l f r H L f u p j f z f k l j m c h e j h h w p o i l a j l f h i c l a q i p m c u j l l i e j B f i s f l i n l i l h e j--q i l j i l q e f i h n o l n m H C p j u l p j d i e l i l u j i c u i r e--H j e p j u, o l e m m i l B o o k l i q c h, p o i l a j H l h i l h y l u j c y s i c u i r z l e a j q i l j e l i j h l a l e s i e e e j; l q a j q i l i l r h t j c u i r i l e j, B l l i j i c l a j q i l j e f i s u j r i l e j, a j q i i n h j e s j e e z--

"i l z o h i f a a j j i l B i j M a m c h i m, J j u a j j i l k i n e e u z f i s j n y u J l i h u q m J l l b j l e s j e a c f i l h e j; p H l l l j l e Q m k i n z i l z o a j j i j n q l b i l, J l k i c i h u l i a j q m n q l l m i l l i r j m c m i a f i l h e j z"

n j i a e u q c u j e i w u j l i q m, "B f i e H p h l b j l e h m r e! l B f e j l h m r k, B i j a y l i h h i q l i h i l s e e a y l p a h i j i f s i l i a n i r!"

q i l j i l q e f l i q m e, "B i j l e l e s i e h h i h j! l i n s h i l u n r p c o e c a j m c j u j i r z"

Ńil; hTm, qil;eh;h; Ab; ayqil cml Lq HC Lb; mCu; L;NŠ Bm;Oe; L;L;u;Rz
Ńil; j hÜ L;L;u; L;L;qm, "lj b;L; Lb;!"

qil; j; lqef a; qil NSl;en;e Qj;L;u; E;W;u; L;L;q;me, "B;lj; J a; a;C S;lj;ez H;M;e B;lj; l
H;L;V A;e;L;id a;aj;L; L;M;a;C q;h; HL;h;il a;lj; l;id;il; j;ef; l;L;R; Q;m;iz"

Ńil; i;S' j;pi; L;L;im, "Le?"

qil; j; lqef L;L;q;me, "a;lj; a;L; HL;h;il h;T;u; hm;h;iz"

Ńil; j; je HC E;f;mr;iv A;h;md;e L;L;u; a;M;e;C p;ö;ll;aj;l L;L;R; k;Ch;il S;e;f; E;cf;a; q;C;m;z
a;q;il q;e;u; h;im;M;, "BS HL;h;il no cM; c;M;u; B;lp;h; Q;m;iz L;im; a;aj;l; l;f;u;ö;Q;š--a;q;il
fl; q;C;a;C a;lj; a;f;ü;f; BS L;hm; HC l;lj;e;V;L;lj;æ; p;ju; B;R--C;q;il;C; j; d;e; L;hm; A;la;
A;ö;f;r;Z;l; S;e;f; a;q;il; a; L;L;e; A;f;l;id; q;C;h; e;iz; k;lc; qu; a; L;im; p;ju; i; ö;lj; q;Cu; k;C;h;iz"

Ńil; H;L;V;ö;f; L;L;u; b;il;L;u; i;S' j;pi; L;L;im, "ay;L; L;f; h;T;ij;a; q;h; hm;e;iz"

BI i;LR;e;u--i;ö;f; B;cn;l; A;e;pi; p;ö;ll;aj;l; j;a; hu;ö;b; L;e;f;il; A;ih;m;ö; l;h;h;q; L;il; L;al;h;f;
H;hw; i;ö;f; p;ji;S; L;mi;pl; j;a; p;v;f;æ;mi; p;ö;ll;aj;l; A;h;ö;b;il; j;ö;ul; f;r; A;il; j;h;e;fu; p;h; j;N;f;z

Ńil; j; h;L;l; j; d;e; h;ml; j;a; i;h;yd;a; m;il;Nm;z; k; m;il;L;iv;L; Ńil; p;ö;ll;aj;l; h;il;sl; a;il; l;
L;L;R; c;M;u;il;R;m; a;q;il; ö;j;l;z; L;L;u; Ńil; h;ö;ö;L--c;wn;e; f;f;sa; q;C;m;z; p;ö;ll;aj;l; p; m;il;
L;L;h; H;je; L;b; L;ö;f;e; L;il; j; Ńil; j; f;r; A;pq;f; a;q;il; je; h;S;e;f; c; h;im;u; E;W;u;, "e; j; H;
L;M;e;C; q;C;a; f;il; e;!"

BI -L;il;q;il; p;A; p;ö;ll;aj;l; l;j;me; q;ju; A;p;ñ;h; h;ö;ü; j; i; j;h;l; Ni; fl;a;ju; f;il; f;Z;l; p;ö;ll;aj;l;
l;e;ö;il; Ni; fl; q;e;u;iv; f;ib;h;f;a; Ńil; R;is; l;a;af;u; L;L;e; j;je;ö;il; p;j;e; H;je; L;L;u; f;il;lj;ina; qu;
e;C; H;hw; BI -L;il;q;il; L;L;R; L;L;e;lj;e;C; H;je; L;L;u; f;il;lj;ina; q;C;a; f;il; e;iz; p; L;f; B;ö;ö;k;l; p;
L;f; A;f;l;f;l; l;q;f;le;L;a;e;l; A;Z;l;aj; L;r; p; L;je;ö; A;le;h;ö;e;fu; p;š;L; c;M; ŃR;l; j;je;ö;L;
H;je; L;L;u; L;uh;il; c;M; k;ju; H;hw; Lu;S;e;L; c;M; k;ju; c;h;l; k;NC; p;ö;ll;aj;l; k; h;f;š²; H;je;
f;N;t; p;af;l;ö;f; c;M;u;R; l;e;S;l; p;ju; f;il;la; l;cu; a;q;il; A;e;h; L;L;u;R;, p;C; a;
p;ö;ll;aj;l; f;il;cu;R; BI -L;q; BI -L;M;e; a;q;il; f;il;C;h; L;je; L;L;u;?"

qil; j; lqef L;L;q;me, "l;id;il; j;ef; il; i;ö;il;ce; H;je; B;Ch;S; ö;L; k;h;l; H;J; il; L;M;e; qu!"

p;J; a; h;v;L; L;im; k; Ńil; f;il;ö;ö;š; L;il;a; k;C;a;R; a;q;il; f;il; p; k; p;C;f;Z;l; ö;ö;ö; q;Cu;
h;il;ö;Z; q;C;h; a;h; p;ö;ll;aj;l; il; i;ö;il;ce; A;ih;h;il;qa;C; b;il;L;h;? a;q;il; E;f;il; i;ö;il;S;h;e;h;e;f;f; HC; i; j;l;
Q;il;f;il; A;id;L;il; L;il;q;il; B;R;l; ö;e;f;m;il; f;r; H;ah;S;il; j;l; BI; L;f; q;C;a; f;il;!

qil; j; lqef La; L;f; h;il;u; k;C;a; m;il;N;me; Ńil; j; L;L;e; a;q;il; f;il;R;m; e;iz; Ńil; i; j;h;a;
m;il;Nm;, "h;h; k; Ha; L;L;u; B;jl; f;il;ö;ö;š; N;ö;Z; L;il;a; l;e;ö;d; L;il;a;R;e;, ayqil; p;
l;e;ö;ö;il; il; L;L;e; j;h;f; e;C? B;lj; B;jl; k; S;h;e; L;ö;f;e; L;il;a;il;R; p; qu;a; B;jl;
L;ö;f;e;lj;æ; p; B;jl; ü;ji; j;h;l; euz; p;C; L;ö;e; h;T;ij; h;q;e; L;il;a; i;Nu; B;lj; f;A;=q;Cu; k;Ch;z;
p;C; h;T;il; l;e;l; i; j;il; B;lj; S;h;e;l; L;L;e; L;S; p;q;S; p;C;f;æ; L;il;a; f;il;h; e;iz; HC--k;
c;M;a;il;R; B;L;il; r; q;e;u; S;f;su; l;il;qu;R; H; f;il;bl; e;S;cu; l;il;M;h; L;je;M;e; h;h;il; L;je; L;L;u;
S;il;e;u;R;e; A;Z;l; j; d;e; B;lj; h;il;ö;Z; e;C; B;lj; a;f;ü;f; e;C; p;C;S;e;f;C; l;ale; H;je; S;il; L;L;u;

Bj;L ĩeod LĪu;Rez'

Ńi; j'e LĪm, "k;C ayl L;Rz BS HMeC HC pãĳ;hm;ac Bĳ; aųq;L Š;I LĪu;
İS' ip; LĪh ĩaĳe Bj;I j'đĳ Lĳ ĳiM@a f;Cu;Rez fĳul0QŠ;I fbJ Bj;I L;R I;Ü Hje
Lb; ĩaĳe ĳe ĳim@me? kĳc Bj;L hãĳ;Cu; ĳc@a f;ĳe a'h p ĳcL qC@a RãV f;Ch--RãV'
qĳĳ;ĳqel' Ńi; Lĳqm, ""Bfĳe HLVã;ĳe Aãfr; LI'e, Bĳ; HMeC BpĳRz"

a;ųa;ĳs Ńi; a;ĳil ĳfajl j'q'ml ĳc'L Ńmz a;ĳil j'e qCm, Lb-cu;im HMeC a;ĳ;L
ĳexLĳa ĳc@a f;ĳe Hje HLV; Lb; aųq;I Sje; B'Rz

p;dej;ųj;I à;I hÜz cã-HL ĳ;I d; j ĳcm, Mĳmm ej--Lq p;ų;J ĳcm ejz ĳi aI qC@a
dųfde;I Nã Bĳp@a'Rz Lb-cu;im BS pãĳ;p'L mCu; Aaĳ;1 Nųt Hhw Aaĳ;1 cãĳ HLĪV
ãk;NI fZ;mĳ pj'Ü' à;I I;Ü LĪu; Ai ĳ;p LĪ@a'Re--BS pj'Ü' I;ĳe p ĳc'L L;q;ĳ;I fĳhn
LĪh;I AĳdL;I ejCz

ʔnɪj; Lɪqm--"eɪz fɪuɪŋŋš Lɪm eɪz BSC Bɟɪl fɪuɪŋŋš Bɪñ qʉRz LɪmLI ʉʉ ʉɪ
 hʉsɪ B-e BS SɪmRz Bɟɪl ehSthʉel Bɪñ Mh HLVɪ hʉsɪ Bɪɪa BɟɪL ɪcʉa qʉ
 hʉmC ɪhdɪaj Bɟɪl jʉe Hahʉsɪ HLVɪ fɪm hɪpeɪL SɪNʉ aʉmRʉz eCʉm Hje Aʉa
 OVeɪ OVm ʉLe? Bɪj ɪRmɟ ʉLeuʉrʉe! Hʉcl pʉA Bɟɪl ɟmhɪl ʉLɪʉeɪ ʉmɪLL pñɪheɪ
 ɪRm eɪz Bɪ Hje ɪhl;Uɪ ɪʉhl ɪjmeJ fɪbhʉa pQɪɪQɪ Oʉ eɪz Bɪhɪl ʉpC ɪjmʉe Bɟɪl jʉaɪ
 Ecɪpfe ʉmɪLI ɪŋŋŋ ʉk Hahʉsɪ cSɪu HLVɪ hɪpeɪ SɪNʉa fɪʉ ʉp Lbɪ ʉLE LŋfeɪJ
 LIʉa fɪla eɪz ɪWL BSC Bɟɪl HC hɪpeɪl fɪuɪSe ɪRmz BS fklɪ; Bɪj ʉcnʉL kɪ ɪcʉ
 HʉpɪR aɪ Aɪa pʉSC ɪcʉuɪR, Hje cɪe ɪLRʉLIʉa qu ɪe kɪʉa BɟɪL Lʉhɪd LIʉa qʉRz
 Bɪj ʉʉhC ʉfaɟ eɪ, ʉmɪL ʉcʉhl Sʉeʉ ʉLɪʉeɪ ɪSɪep aʉN LIʉa ɪLRɟɪe LʉfZaɪ ʉhɪd
 Lʉ ʉLez ɪLɪ;ʉhʉsɪ k' Hje pʉS cɪe Qɪu eɪz cʉMC QɪCz eɪsf ʉRce Lʉ aʉh Bɟɪl ehSthʉ
 SɟNqZ LIʉz Lɪm fɪʉa SepɟɪSɪ LɪR Bɟɪl ʉmɪLL fɪuɪŋŋš qʉhɪz ɪWL aɪl fɪhɪjʉeC
 Bɟɪl Sthʉhdɪaj Hʉp Bɟɪl àɪʉ Bŋa LʉRʉz Aɪʉɪ jʉdʉ Bɟɪl Aɪɪaj fɪuɪŋŋš eɪ
 qʉm Lɪm Bɪj ʉuŋ NqZ LIh ʉLje Lʉ! ʉk cɪe Bɟɪl fʉr pLʉm ʉʉ LIʉe cɪe ʉpC cɪe
 Bɟɪl ʉchaɪL BS pʉfɪN EvpNɪL ɪcʉ aʉhC Bɪj pʉfɪN fɪhʉel ʉf ɪexu qʉa fɪlh--
 aʉhC Bɪj hɪpZ qhɪ'

ʔnɪj; qɪɟɪqɪefɪ pʉɟɪM BɪpʉaC ɪale hɪmuɪ EɪWʉme, "hɪhɪ, HLhɪl aʉj Bɟɪl pʉA
 Qʉmɪz aʉj ʉNʉm, aʉj jʉMI HLɪV Lbɪ hmʉmC ph qʉ kɪʉz"

ʔnɪj; Lɪqm, "Bɪj ʉLe kɪh! aɪl pʉA Bɟɪl Lʉ ʉkɪN! ɪLRʉ eɪz"

qɪɟɪqɪefɪ Lɪqʉme, "ʉp ʉk ʉaɪjɪL ʉchaɪl jʉaɪ ɪ ɪšʉ Lʉ --ʉaɪjɪL -ɪɪ; hʉm jɪʉz"

ʔnɪj; qʉɪfʉMI HL ɪcL qCʉa Bɪ-HL ɪcʉL ɪhʉvaç hSʉpʉ ɪhɪduɪ ʉNmz ʔnɪj; Lɪqm,
 "Bɟɪl kɪhɪl fɪuɪSe ʉcɪm ʉez aɪl pʉA Bɟɪl ʉCmɪ qhɪl Bɪ-Lɪʉeɪ pñɪheɪ ʉeCɪz"

qɪɟɪqɪefɪ Mh qCuɪ Lɪqʉme, "ʉp ʉaɪ hʉVCz Aahʉsɪ ɟʉul pʉA ʉCmɪpɪrɪv qJuɪVɪ ʉaɪ
 ɪjʉmɪ euz ɪLɪ;ʉ, hɪhɪ, BSʉLI Bɟɪl HC LɪSɪV eɪ Lʉ ɪcʉ ʉaɪ aʉj Rɪsɪ fɪʉh eɪz aɪl fʉ
 Bɪ LMʉeɪ kɪc ʉaɪjɪL XɪlL aMe ʉhɪʉmɪz"

ʔnɪj; hɪl hɪl Lɪluɪ jɪbɪ eɪismz Bɪ eɪ, ɪLRʉa eɪz ʉno qCuɪ ʉNRz aɪqɪl ɪhdɪajL
 ɪeʉnce LIj qCuɪ ʉNRz aɪqɪl ʉuŋaɪu HMe ʉp Bɪ ʉLɪʉeɪ ɪŋqʉ ʉgɪmʉa fɪɪh eɪz ʉp ʉCmɪ
 Lɪlʉa kɪCʉh eɪz

qɪɟɪqɪefɪ kMe ʔnɪj; ɪ ɪʉh hɪTʉme aɪqɪL Vmɪʉeɪ pñh qCʉh eɪ aMe ɪale Lɪqʉme,
 "ɪeaɪçC kɪc eɪ ʉkʉa fɪl aʉh HL LɪS Lʉɪ hɪhɪ, HLVɪ ɪŋɪW aɪL ɪmʉm cɪJɪz"

ʔnɪj; jɪbɪ eɪismz ʉp qCʉaC fɪʉ eɪz ɪŋɪWfʉe euz

qil'ijiqef Liqme, "Bij, a'ij Bij'LC c'mice im' c'Jz a'ij ph n'0æC Sje, Bij
'ajil Li'R ihdie le'a H'p'irz"

Nij; IS' ipi Lilm, "iL'pl ihdie?"

qil'ijiqef Liqme, "iq'0'II j'ul Efks' hu'p ihhiq L' Nqdj'N fime Li'c
pL'ml Q'u h's; dj'NIL eiz"

Nij; iLR'Z Q'f Lili; bilu; Liqm, "cMe, Bfle H-pj'U' h'efi' Bij'L Ss'he
eiz ihdie 'chil fi'm'a Bij eCz"

qil'ijiqef aMe HLV' afh'i j'n Liqme, "ajil j'e li alLi; C'p'Vi ai q'm M'mC
h'mi-ez Nis'a gyp S's'R a'ijC, HMe M'mh'il 'm'u hm "Bij'L Ss'he eiz HI
j'ev; Lf? Bpm Lbi, C'p'Vi 'ajil eu 'k JI je fil'xLi; q'u kujz"

Aef 'Li'e; pju qC'm Nij; B-e qCu; E'Waz Hjea'j; pa' AfhicJ 'p p'q' LIL'a
fijla eiz iL'z' BS aqil fi'ui'00š Bi'n qCu'R; 'p IjN Lilm eiz 'p j'e'el j'd'f am'Cu;
c'imm qil'ijiqef pa' Lbi; h'm'a'Rez 'p p'0il a'j p'A h's; hydeV; Li'Vu; 'gimh'il Se'f
lej'ij qCu; E'Wu'R; iL'z' HLIV p's'e p's'e, 'ke c'im'a fju e'c Hj'le Rm Lili; 'p IjM'a
Q'uz 'p p'0il a'j p'iq'a p'd'a' L H'Lh'i' p'c'f'Y'N 'f a'f'N Lili; i'c'a HM'e; f'i' e'c'z

iL'z' L'f'Zai 00'j'c'a qC'h'z HL qja i'cu; c'je Lili; BI-HL qja i'cu; d'il u; IjM'm Qm'
eiz

'p aMe Li'NS hij'ql Lili; 'n 'S'i'II p'A h's; Ar' i'm'Im--

"ihhiq'c e'j'el S'h'e p'ide'j fb, Nqdj'ic aqil f'd'je dj'N HC ihhiq
C'p'f'ij'ZI Se'f e'q, Lm'f'z'p'd'e'el Se'f p'wp'j' p'MIC qEL BI c'x'MIC
qEL, HLj'e 'pC p'wp'j'LC h'iz Lili; pa' p'j'd'f f'ih'e qCu; dj'N'LC Ij'Z'f
N'q'j j'd'f j's'a'ij je Lili; IjM'he HC aq'ic'el h'az'

qil'ijiqef Liqme, "Aj'le Bij'c'i 'Lm'p'l Lbi;V; HLV'W'je im' i'c'm i'j'm; Li'a
h'ij'h'i!"

Nij; Liqm, "e; Bij a'j' L Sje 'ez a'j Lbi; im'M'a f'ij'h eiz"

qil'ijiqef Li'NSM'je ka'ALili; j'su; B'0'm h'ydu; h'is igili; B'p'mez p'0il a; aM'e;
Be'z'j'uf'l i'eLV m'imaj' h'is'a i'rmz 'pM'ie B'm'j'0e'j' p'h'd'j qC'h e; Hhw m'imaj' J
Be'z'j'uf'l i'eLV qC'a ih'i'u' Lbi; 0'leu; aqil j'e i'ad; S'ij'a f'i' Bn'j' Lili;
p'0il a'j' L h'mu; f'i'w'c'me, fi'ice j'd'f'q'2 'p 'ke aq'j' i'eLV B'ip'u; Bqil L'iz ih'no
f'f'u;Sefu Lbi; B'R, B'h'il Af'i'q'c 'p Q'imu; k'ic'a f'i'iz

fi'ice j'd'f'q'2 p'0il a; j'e'L Li'we Lili;C B'ipmz 'p S'jea aqil j'j'p aq'ic'el HC
ih'h'iq' Lbi;C B'h'il BI-'L'ie;ilLj Lili; h'm'hez 'p BS aq'ic'el Aa'f'z' n's'2 Sh'ih i'cu;
Lbi;V; H'Lh'i'c'no Lili; i'c'h HC aq'j' p'wL'0'f i'rmz

p'0il a; Bqil 'no qC'm qil'ijiqef Liqme, "L'im p'af'j' pju Bij 'ajil -i'j'

JMj[®]e İN[®]ülRmj z"

p[®]öİl a;İ A^zkLIZ L^ř-a qCu; fİsmz j;İp Bhiİ İL a;qiİ [®]Lⁱe; Lb; a[®]mu; ayqi[®]L Afj;e Lİlu; Bİpu;[®]Re!

qİİ[®] j;İqef Lİq[®]me, "i u [®]eC İjd;İ;eİ, Bij ayİ p[®]Å TNS; Lİ[®]a k;C İez HLM; İRmj , İ;hmj k;C ayİ L;[®]R, c[®]V; İ;İ[®]m; Lb; ö[®]e Bİp[®]Nz Lb;u Lb;u [®]a;İ;İ Lb;C EWMz a; [®]cMmj , ayİ J İ j az[®] j;e[®] k [®]hİnİce BCh[®]S; q[®]u b;İ[®]L HV; [®]a; İale İ;İ[®]m; h[®]me e;İ İale h[®]me n;İ[®]øe;[®]a JV; Adjİ JV; p;İ[®]qh[®]cİ 0[®]İ 0[®]m, İq[®]İ 0[®]İ e;İ Bij ay[®]L B;İ[®]cİ [®]Lm;İ[®]pİ Lb;J M[®]m h[®]mİRz [®]cMmj [®]m;LİV ' İeİ h[®]Vz

m< İu L[®]ø p[®]öİl a; j;İ[®]İ j;İİ[®]a m;İİNmz qİİ[®] j;İqef Lİq[®]me, "a[®]İ [®]a; ay[®]L -İ; h[®]m j;İ[®]e;İ ayİ Lb;İ; [®]a; f;İme Lİ[®]a q[®]hz"

p[®]öİl a; 0[®]f Lİlu; İİqmz qİİ[®] j;İqef Lİq[®]me, "Bij ay[®]L h[®]m;İ --h;İ;İ, a[®]İ İe[®]S H[®]p a;İ[®]L h[®]T[®]u k;J, [®]p B;İ[®]cİ Lb; j;İ[®]e e;İ İale h[®]m[®]me, "e;İ, a;İ p[®]Å B;İ;İ Bİ [®]cM;İ q;İu; EİQa q[®]h e;İ, JV; B;İ[®]cİ İq[®]İ[®]p;İ[®]S h;İ[®]dz Bİj h[®]m;İ , a[®]h Ef;İu Lf? aMe İale B;İ[®]L İe[®]SI q;İ[®]a İm[®]M İc[®]mez HC [®]cM;İ-e;İz"

HC hİmu; qİİ[®] j;İqef d[®]fİ d[®]fİ B;İm qC[®]a L;İNSİV M[®]m;İ mCu; a;qiİ İ;İS M[®]m;İ p[®]öİl a;İ pC;İ[®]M j;İmu; İc[®]mez

p[®]öİl a; fİsmz a;qiİ [®]ke İen;İp İ;İ[®] qCu; Bİpmz [®]p L;İ[®]İ f[®]a[®]mİ j[®]a; B;İø qCu; hİpu; İİqmz

[®]m;İ;İVİ j[®]d[®]f H;İ İLR[®] İRm e;İ k;İ;İ e;İ[®]e h;İ ApwNaz Lb;İ-İmİ pİq[®]a p[®]öİl a;İ j[®]aİ [®]k A[®]eL[®]f B[®]R a;İ;İ e[®]qz İL[®]z[°] qİİ[®] j;İqefİ q;İa İcu; İh[®]no Lİlu; HC İmMeİV a;İ;İ[®]L f;İW;İcu; [®]cJu;İ [®]k Abİİ a;İ;İC p[®]öİl a;İ[®]L e;İ;İfİL;İ[®] Lø İcmz [®]N;İ;İ L;İR qC[®]a H B[®]cn BS [®]Le? Ahn[®]f, p[®]öİl a;İ J p;İu Efİİba qC[®]h, a;İ;İ[®]LJ HLİce İhh;İq Lİİ[®]a qC[®]h--[®]pSeİ [®]N;İ;İ f[®]r Ha aİ;İeİa qCh;İ İL L;İZ 0İVu;İ[®]R? a;İ;İ p[®]d[®]a [®]N;İ;İ L;İS H[®]Lh;İ[®] [®]no qCu; [®]N[®]R? [®]p İL [®]N;İ;İ L[®]İh[®]f [®]L;İ[®]e;İ qİe Lİlu;[®]R, a;İ;İ S[®]h[®]eİ f[®]b [®]L;İ[®]e;İ h;İ;İ 0V;İcu;İ[®]R? a;İ;İ[®]L [®]N;İ;İ c;İ Lİh;İ Hhw a;İ;İ İeLV fİa;İ;İn;İ Lİh;İ Bİ İLR[®] e;İC? [®]p İL[®]z[°] H;İe Lİlu; İ;İ[®]h e;İCz [®]p İL[®]z[°] HM[®]e;İ f;İ 0;İlqu; İRmz p[®]öİl a;İ İe[®]SI İi aİL;İ HC Apq[®]f L[®]ø İhİ[®]Ü m;İC Lİh;İ Seİ fİZf[®]Z [®]Ø;İ Lİİ[®]a m;İİNm, İL[®]z[°] [®]p j[®]eİ j[®]d[®]f [®]L;İ;İJ İLR;İ;İe p;İ[®]İe;İ f;İCm e;İ

qİİ[®] j;İqef p[®]öİl a;İ[®]L A[®]eLrZ İ;İhh;İ p;İu İc[®]mez İale ayqiİ İeaf İeuj;İ a HLV[®]M;İİe 0j;İcu;İ mC[®]mez 0j;İ İ;İPu;İ p[®]öİl a;İ 0[®]İ Bİpu;İ [®]cİM[®]me, [®]p [®]k;İe hİpu;İ İRm [®]a;İ;İeC 0[®]f Lİlu;İ hİpu;İ B[®]Rz

İale Lİq[®]me, "İ;İd[®]; Aa İ;İhİRp [®]Le hm[®]İ[®]cİM? Hİ j[®]d[®]f İ;İhh;İ Aa Lf Lb;İ B[®]R? [®]Le, [®]N[®]İ[®] j;İqeh;İ[®]Aeİ;İu İLR[®]İm[®]M[®]Re?"

p[®]öİl a;İ n;İ[®]Ü[®] Lİqm, "e;İ, İale İWLC İm[®]M[®]Rez"

qİİ[®] j;İqef Aaİz¹ Bn[®]Ü¹ qCu;İ hİmu;İ EİW[®]me, "a[®]h Bİ [®]cİİ L[®]İ Lf q[®]h h;İR;İ?"

põil a; Lìqm, "ei, cìl LI[®]a QìC[®] e, Bìj HLhìl hìhìl JM[®]e kìhz"
qìl[®] jìqef Lìq[®]me, "c[®]Mì; I; d[®] a; j; l[®] k[®] lq[®] p; j; S[®] ìhhìq q[®] H[®] a; j; l[®] hìhì; LM[®]e;
CùR; Lì[®]he e; j; ÌL[®] a; j; l[®] -l; ìkle ìale--"
põil a; Apìqo[®] qCu; hìmu; EìWm, "jìp, [®]Le a[®] jì hìl hìl l HL Lb; ìe[®] f[®]S[®]R?
ìhhìq ìe[®] hìhìl p[®]À Bìj [®]Lì[®]e; Lb; hm[®]a kìjùR[®] ez Bìj a; l[®] Lì[®]R Ajìe HLhìl kìhz"
f[®] nìl pìjæd[®] k[®] p[®]õil a; l[®] pìj[®] ìe; l[®] Øbm ÌRmz

f[®] nìl hìs ÌNu; p[®]õil a; cìMm, ìale HLv; Lì[®]Wì [®]a; l[®]À Lìfs[®] Qìfs[®] [®]NìRìC[®]a h[®]Ùt
p[®]õil a; ÌS' j; pì Lìl m, "hìhì; HìL!"
f[®] n HLv[®] qìlpu; Lìq[®]me, "j; j; Bìj Ìp; j; m; fìqì[®] S[®] [®]hsì[®]a kìjùR--Lì m pLì[®] mì Nìs[®]a
l[®] Je; qh[®]z"

f[®] nìl HC qìl pV[®] L[®] j[®] d[®] j[®] Ì[®] HLv; ìhf[®] Ìl Cìaqìp fìRæ ÌRm a; qì p[®]õil a; l[®] A[®] NìQì
Ìlqm e; j; Ø[®] l[®] j[®] d[®] a; qìl Øæf Le[®] j; j; hìlq[®] a; qìl h[®] a; hì; a[®] hì; a; qì[®] L HLv[®] nìj[®] l[®]
AhL; n ìc[®] aìRm e; j; ÌLR[®] c[®] eì Se[®] J kìc ìale c[®] ÌNu; Lìv; Cu; e; B[®] pe, a[®] h[®] Ø[®] [®]LhmC
a; qì[®] L[®] L[®] Lìl u; HLv; Bha[®] Ì[®] a[®] bìl L[®] hz Lì m ìale ìh[®] c[®] n kìChìl pW[®] L[®] f Lìl u; Re,
AbQ BS a; qìl Bfeìl [®]mìL[®] [®]LqC[®] a; qìl Lìfs -RìCu; ìc[®] a Bìpm e; j; a; qìl ìe[®] S[®] LC H
LìS Lìl[®] a qC[®] a[®] R, HC ch[®] cìMmu; p[®]õil a; l[®] j[®] e M[®] HLv; BÒja mìlNmz [®] p[®] f[®] n hìhì[®] L
ìeì[®] Ìl u; fìb[®] a; qìl [®]a; l[®]À p[®] c[®] f[®] N ES; s Lìl u; [®] gìmmz a; qìl f[®] ìh[®] no k[®] a[®] l[®] i yS
Lìl u; Lìfs-ìm[®] L ìefzq[®] [®] a; l[®] À j[®] d[®] Bhìl pìSìC[®] a mìlNm, Hhw a; qìl phìc; fìj[®] W[®] hC-
-ìm[®] L Hje Lìl u; l jìMm kìqì[®] a e; s; j; Qìs; [®] aJ a; qì[®] cìl BÒja e; j; mì[®] Nz HCl[®] f[®] hì, -RìC[®] a
-RìC[®] a p[®]õil a; B[®] Ì B[®] ÌS' j; pì Lìl m, "hìhì; a[®] jì ÌL HLmìC kì[®] h?"

f[®] n p[®]õil a; l[®] HC f[®] Ìh[®] j[®] d[®] [®]nceìl Bì j; p fìCu; Lìq[®]me, "aì[®] a B; j; l[®] [®]a; [®]Lì[®]e;
Lø[®] e[®] c lì[®] d!"

põil a; Lìqm, "ei hìhì; Bìj [®]a; j; l[®] p[®]À kìhz"
f[®] n p[®]õil a; l[®] j[®] Mì ìc[®] L Qìlqu; ÌR[®] mez p[®]õil a; lìqm, "hìhì; Bìj [®]a; j; l[®] ÌLR[®] ìhl š[®]
Lìh e; j;"

f[®] n Lìq[®]me, "p[®] Lb; [®]Le hmR? B; j; l[®] a[®] jì L[®] hìl š[®] L[®] R j; j;"
põil a; Lìqm, "a; j; l[®] Lì[®] R e; j; bìL[®] m B; j; l[®] i jì[®] m; q[®] h e; j; hìhìz Bìj A[®] eL Lb; C
h[®] T[®] a fìjìl[®] ez a[®] jì B; j; l[®] h[®] T[®] u e; j; ìc[®] m Bìj ÌLeìl; fìh e; j; hìhì; a[®] jì k[®] B; j; l[®] B; j; l[®]
ìe[®] Sì h[®] Ìl E f[®] ìeì Ì Lì[®] a hm--B; j; l[®] [®] p[®] h[®] Ì e[®] c, Bìj j[®] eìl j[®] d[®] [®] p[®] S; l[®] J fìjùR[®] ez
a[®] jì B; j; l[®] [®]a; j; l[®] p[®]À ìe[®] Q[®] m; hìhì!"

HC hìmu; [®] p[®] f[®] nìl ìc[®] L ìfW Lìl u; Aa[®] L[®] eal[®] n[®] [®]a; l[®] À Lìfs mCu; fìsmz a; qìl
[®] QìM ìcu; Vf[®] Vf[®] Lìl u; Sm fìs[®] a mìlNmz

ʔni; iṁMeiV iṁiMu; kMe qil ʔj iqeɪ qia iṁm aMe a;qi; j ʔe qCm pɔi; ai; pɔʔa ʔ
 ʔke aɛ;Nfœ iṁiMu; iṁz iLz ʔ cimm iṁiMu; iṁmC ʔai; aMeC L;S ʔno qu e;z a;qi; qe ʔk
 ʔp cimmL HʔLh; ʔ ANi; qɛ Lii; u; iṁz ʔp cimm ʔLhm ʔni; i; C;R;nišʔ ʔSi; Lm; ʔej pC
 Lii; u; i;cu; i;Rm hʔ, iLz ʔ a;qi; qe ʔul ü;ri ʔai; a;qi; ʔa iRm e;--qe ʔu a;C Ah; dɛ qCu; C
 i;qmz H;je ʔ; i; ai; Ah; dɛai; ʔk, ʔpC i; ʔeC ʔni; i; L HLh; i; pɔi; ai; h; i; s; i; iṁL ʔc; s
 L; i; cu; i; Rm BI -iL! iLz ʔ iWL ʔpC j ʔa; i; C iNS; i; Ois; a cnV; h; i; Sm Hhw ʔni; i; ʔae ʔ qCm
 HMe L; q; i; h; i; s; a iNu; ʔm; i; Lii; h; i; p; j; u; euz a; qi; f ʔ iNS; i; f; i; pLm Ois; C ʔni; i;
 öleu; ʔRz L; i; Z h; i; m; i; h; i; N; i; ʔp i; ʔe a; qi; k; j; u; Oivm e; z f; i; l; c; e f; i; a; ʔ k; i; C; h; i; m; u; p; w; h; c
 f; i; w; i; cu; ʔRz

f; i; a; ʔ h; i; N; i; ʔe ʔNmz iLz ʔ ʔk f; i; L; i; i; e; j; i; m; J h; m; n; i; m; f; j; e; m; Cu; ʔp f; i; u; i; 00š N; q; Z Lii; ʔ
 i; ʔbi Lii; u; i; Rm ʔp i; L; j; j ʔe; i; Ah; ʔb; i; a; qi; ʔL; i; b; i; u; ?

Adɛ; f; L -f; i; ʔm; a; i; A ʔe ʔL B; i; pu; ʔRe; z B ʔi; A ʔe ʔL i; B; i; p; h; i; L; b; i; z ʔni; i; pL ʔm; i; p; w; h; c
 mCu; pLm ʔL i; j; ʔp; n; i; o; Z Lii; u; B; i; p; m; z a; q; i; ʔni; i; i; p; e; j; a; e; d; ʔm; f; i; a; A; Q; m; i; e; u; i; L; b; i;
 h; i; m; u; j; h; i; h; i; p; i; d; h; i; c; Lii; ʔm; e; z

h; i; N; i; e; ʔe ʔj; C ʔL; i; m; i; q; m; f; ʔN; q; Cu; E; i; W; m; z ʔni; i; Q; i; l; iṁL a; š; i; h; d; j; e; Lii; u; ʔh; s; i; C; a; m; i; i; N; m; z
 iLz ʔp; j; ʔi; ʔL; i; m; i; q; m; Hhw L; i; S; i; hɛ; ʔa; i; j; ʔdɛ ʔni; i; i; qe ʔul i; e; N; s; a; m; H; L; V; i; L; b; i; ʔL; h; m; C
 h; i; S; a; i; Rm, ʔL ʔke h; i; m; a; i; Rm--"Ae; ʔu; L ʔR, Ae; ʔu; L ʔR!" Ae; ʔu; V; i; ʔL; j; e; M; i; ʔe; a; q; i; a; Me
 ʔf; ʔ Lii; u; i; ʔQ; } Lii; u; ʔc; i; M; h; i; p; j; u; i; Rm; e; j; iLz ʔ iL; R; a; C ʔp a; q; i; N; i; f; i; qe ʔul j; ʔm; h; a
 Lii; ʔa; f; i; i; m; e; z; f; i; u; i; 00š -Ae; ʔu; e; i; i; h; f; m; B; ʔu; S; e; i; j; j; T; M; i; ʔe; a; q; i; qe ʔu; h; i; p; f; ʔL; j; e; u; N; q; n; e; a;
 a; q; i; i; h; i; ʔ; ʔ BS; p; i; r; e; iṁL a; i; Rm, h; i; m; a; i; Rm--"Ae; ʔu; i; l; i; q; u; ʔNm!" H; Ae; ʔu; i; e; u; ʔj; i; ʔe; ʔV; e; ʔq,
 j; ʔ; i; i; j; e; ʔq, n; i; ʔ; ʔe; i; h; i; l; ʔ; ʔa; i; e; ʔq, H; Ae; ʔu; f; i; L; i; a; l; i; a; ʔ O; i; V; u; i; ʔR; H; C; S; e; f; ʔni; i; i; p; j; ʔi;
 A; z; x; L; i; Z; H; C; Ae; ʔu; e; i; E; c; ʔk; i; N; q; C; a; j; ʔm; i; g; l; i; cu; i; i; Rm; z

p; j; u; i; e; L; V; h; a; ʔ qCm, h; i; q; ʔ h; ʔn; i; ʔ O; i; i; cu; i; f; i; m; V; i; P; i; cu; i; p; i; ʔ; ʔb; j; e; f; i; ʔa; q; Cu; ʔRz ʔni; i;
 N; A; j; u; ʔe; j; e; Lii; u; E; i; W; u; i; L; i; f; s; R; i; s; a; ʔR, H; j; e; p; j; u; S; e; a; i; j; ʔdɛ; H; L; V; i; Q; ʔm; a; i; Ae; ʔ h; Lii; m; z
 H; L; V; i; ʔke; E; c; ʔn; ʔe; j; n; Q; i; l; iṁL; R; s; i; cu; i; f; i; s; u; i; ʔRz; A; h; ʔn; ʔ A; i; h; e; j; n; j; ʔm; i; h; j; o; ʔ Lii; u; i; L; i; q; m,
 "B; f; e; j; i; h; i; s; ʔb; L; M; h; i; H; ʔp; ʔRz; L; b; .cu; i; m; h; i; h; j; ʔm; iṁL; i; ʔ; E; W; ʔRz; i; a; l; e; p; a; ʔ B; f; e; j; L
 B; e; h; i; L; S; e; f; N; i; s; a; L ʔm; i; L; f; i; w; u; ʔRz"

ʔni; i; a; i; s; j; a; i; s; O; i; mu; ʔNmz; A; i; h; e; j; n; a; q; i; p; ʔA; k; i; C; a; E; c; ʔa; q; C; m; z; ʔni; i; L; i; q; m, "e; j; a; ʔj;
 pL ʔm; i; A; i; f; i; b; e; j; u; b; i; ʔL; i; --a; ʔj; ʔN; ʔm; Q; m; ʔn; e; z"

Ńil; Lb-cu;ml 0Ń fĕhn Lĭlu; ċimM, ĩale ĩhrje;u öCu; BŔe Hhw Beĵuf ayqil fiul LiŔ hiġu; dŔ dŔ ayqil fiu qia hm;Cu; ĩċaŔez Ńil; EcĭhNĀ qCu; Ei ul jŃMI ĩċL Qilqmz Lb-cu;im CĀA Lĭlu; finĀhaŃ QĭLŔa a;qiL hiġa ĩimmez Ńil; ĩipmz

Ńil; jĭL ĩS' ĩp; Lĭlm, "HMe Ŕje BŔe?"

Beĵuf Liqme, "HMe HLVŕi ĩm;C BŔez piŔgh-XiŖ;il XiLŔa ŃŔŔ"

0Ń nĭnjŃŔ Hhw HLSe Q;LI ĩRmz Lb-cu;im qia eĭsu; a;qiċNŔ ĩhc;u Lĭlu; ĩċmez kMe ċimme pLm Qĭmu; Ńm aMe ĩale eflĕh Beĵuf jŃMI ĩċL Qilqme, Hhw Ńil;L jĉŔ Liqme, "Bjil pju qŕu HŔŔŔ Haĭce Ŕajil LiŔ k; Ńife ĩRm BS Ŕajil a; ei hm Ńm Bjil jŖŖ qĕh eĭ"

Ńil; jŃ ĩhhŖŖ qCu; Ńmz Ŕ ĩŔbl qCu; ĩġu; ĩqm, AŔLrZ Ŕq ŔLiŔe; Lb; ĩqm eĭ

Lb-cu;im Liqme, "Ńil; aMe Bjil ĩLRŕjjeaj eĭ--ŔCSeŔC HahŔ; i Ń LŔĭR, aĭ fŔ BI ĩjpwŕ;dŔel fb ĩRm eĭ"

HC ĩmu; Bhil QŔ Lĭmez Ńil;J ŔLiŔe; fhŔe; Lĭlu; ĩeŔQm qCu; ĩġu; ĩqmz

Lb-cu;im Liqme, "jŔe LŔĭRmj, ŔLiŔe;ĭceC Ŕajil hmĭil BhŔŔL qĕh eĭ, Ŕje QmŔ HjĭeC Qm k;ŕz ĩLŔŔ HMe ċMĭR, Ŕ qĭil ŔSi ŔeCz Bjil jŔŔ fŔ aĭ Bjil nŔŔ LĭŔ LŔLŔ!"

HIŔ fĭjĭŔl pŕ;he;jĭŔe Lb-cu;im Ŕe ĩnqĭlu; EĭWmez Bpm Lb;V; LŔ a;qi; Sĭlehil SeŔ Ńil; Adfl qCu; EĭWmz Ŕ Beĵuf ĩċL Qilqu; ĩqm, "jĭ, aĭ hm; Lb;V; LŔ nŔŔ Lĭh;il ĀĭL;il Bjil ŔeC?"

Beĵuf HarZ jŃ ea Lĭlu; Ŕŕ qCu; ĩġu; ĩRme; Ńil; fhŔ öleu; ĩale jĭb; aĭme Hhw Ńil; jŃMI Efl ĉŔ ĩŔbl ĩĭmu; Liqme, "eĭ, ĩĭh; ŔeCz"

Ńil; QĭLa qCu; EĭWu; ĩqm, "Bĭj Jĭ fŔe eC?"

Beĵuf Liqme, "eĭ"

ĀĭNĭĭĭ ĩ ĀĭNĀ EpŔĭŔpĭ jŔa; aMe Ńil; jŃ ĩcu; ĩĭql qCm, "jĭ, aĭ Bjil jĭ eJ?"

Beĵuf ĩĥ ġĭlvu; Ńm; ĩale ĀnŔqŔe Ŕĭĭeĭ LŔ Liqme, "ĩĭh; Ńil; aŔ Ŕ Bjil fŔeŔeĭl fŔe, aŔ Ŕ NŔĭ ŔŔml ŔŔu AŔL ĕĭn ĩĭh;!"

Ńil; aMe Lb-cu;ml jŃMI ĩċL Qilqu; ĩqm, "Bjil aĕ Ŕajil ŔLiĭu ŔŔm?"

Lb-cu;im Liqme, "aMe ĩj EĭVŔz Bjil; HŔ;vu;Ŕaz Ŕajil jĭ ĩpŔilqŔĭ ĩ Ŕu fĭlmŔu HŔp ĩŔe Bjil ĩĭsŔa BnŔ ĩŔuĭRmez Ŕajil ĩf aĭ BŔŔ ĩĊeC msĭCŔu jĭl; ĩNŔuĭRmez aĭl eĭ ĩRm--"

Ńil; NSŔe Lĭlu; ĩmu; EĭWm, "ĉLĭl ŔeC aĭl eĭz Bĭj eĭ SĭŔa QĭC ŔeŔ"

Lb-cu;im Ńil; HC EŔŔSe;u ĩĭŔj a qCu; bĭl;u; Ńmez aĭ fl ĩimme, "ĩale BCĭĭnjŔe ĩRmez ŔC ĩŔeC Ŕajil jĭ ŔajilL fŔh LŔ jĭl; Ńmez aĭ fl ŔŔLC aĭj

Bj:ci 0i j:eo qRuRz"

HL j:saic Ni:ji LiR a:qil pjU' Sthe Aaez' Aaa HLV; uefi j:ai qCu; Nmz
nnh qCa Ha hvpl a:qil Sthei k li is Nisu; EIWu:IRm a:qi H:Li:IC ihmfe qCu;
Nmz p k Lf, p k Li:ju BR, a:qi ke hitac fjilm eiz a:qil f00:a AafaLjm
himu; ke Li:ei fcjbc e:c Hhw a:qil pCjM a:qil HaLi:mi Hje HL:NmrhaNp:elcib
i ihoEv H:Li:IC ihmC qCu; NRz p ke Lhm HL j:saic:jei fcf:we ininlih:ca j:ai
i jlp:ar a:qil j j e:c, hf e:c, cn e:c, Sja e:c, ej e:c, N:ae e:c, chai e:c: a:qil
pjUC HLV; Lhm "eiz p Lf dil h, Lf Lil h, Bhil Li:ji qCa oi; Lil h, Bhil Li:el
icL mrE i0bi Lil h, Bhil icE icE ae2j ae2j LjM EfLIZpLm Li:ji qCa Lje
Lil u; pwnq Lil u; amh! HC icL0q2qfe Aaa n:feE j:de Ni:ji iehNLUqCu; hipu; liqmz
a:qil jM cimui Lq a:qiL BI laafu LbiV hima piqp Lil m eiz

Hje pju filhi:li hijim i0ilvp:li pA piqh-Xiszi Bipu; Efioaba qCmz Xiszi
kje ni:neL icL a:Li:cm ajle Ni:ji icLJ e; a:Li:cu; bil:a fjilm eiz i ihm, H
j:eoV; L! amE; Ni:ji Lfi:m NA:jisL:li lamL IRm Hhw 0e:el fci p k Nic
filu:IRm a:qi filu:c Bipu:Rz Ni:u Sji e:c, Esif:ul AhLin icu; a:qil fil:TM cq cm;
kic:ar

f:ni qCm CwliS Xiszi cimhij:ae Ni:ji j:ae BfieC HLV; ih:ao Evfa qCaz BS
kMe Xiszi ni:neL fleri Lil:airm ame Ni:ji a:qil fla ih:ao HLV; Kvp:LEl piqa
clof:ja Lil mzeSI jeL hij hij Lil u; fhaIS' ip; Lil:a mijNm, "HC qm:LV:c il HM:ie
Bj:il pL:mi Qu BaEu?"

Xiszi fleri Lil u; J fha Lil u; Liqm, "LC, ih:ao ai Li:ei j:ca mrZ cim eiz
e:sfJ n^i:seL e:q Hhw n:elk:zJ Li:ei ih:la 0v e:c: k EfpNn Oivui:R p:hdje
qCmC a:qil fel:his qC:h eiz"

Xiszi ih:cu qCu; Nm ilR:ae; himu; Ni:ji Qil qCa Eih:il Ef:aej Lil mz

Be:zjuf Xiszi:li BNj:ie fi:ni 0i Qimu; INu:IRmez lale aa Bipu; Ni:ji qja
Qif:fu; dilu; Liq:me, "hij, Ni:ji, Bj:il Efi ac I:jN Lilp e--a: qm Bij BI hyQh
ei!"

Ni:ji Liqm, "aj Haice Bj:il hm le Le? hm:ae aj:il Li:ei rla qa eiz"

Be:zjuf leSI 0is pjU' c:io mC:me; Liq:me, "hf, ai:Li fi:R qil:c HC i:u Bij
H fi:f L:IRz n:0 kic a:c 0v, ac kic BS Bj:il R:s kip, a: qm Li:EL c:io ic:a
filh e; Ni:ji, il:ep Bj:il j:ac:TM qh k hf!"

Ni:ji od:Lhm Liqm, "ji!"

Ni:ji j:M pc p:de oleu; HarZ fci Be:zjuf I:U An: Eup:pa qCu; EIWmz

Ni:ji Liqm, "ji, HMe Bij HLh:il fci nh:h4 h:is k:hz"

Be:zjuf h:LI i:il m:Oh qCu; Nmz lale Liq:me, "k:J hij:!"

aqil Bō jllhij Bn^i eic, AbQ Nijil LjR Lbivj flin qCuj fism, Cqia
Lb-cujm Aafz'1 æU' qCuj EIWmez Liqme, ""cMj Nijil, Lbivj LjR LjR flin Lihij
ai cLijl cIM ez Lhm, ašj HLVhT-pT hylQe QmMc kje QmirM ajle Qm
kjh, LE VIJ fijh eiz"

Nijil aqil Lje Ešl eijcuj hijl qCuj Nmz Lb-cujm pA aqil Lje pda eic
Cqj Øj IZ Lijuj p Bij fijmz

j'iqj I qWiv Bifp Lijc Lihij Lje Efu irm eiz lale Xišzi fi fal pj U' h'ijhU'
Lijuj icuj HLhij Lhm pijhL hlmuj RIV mC'a INujRmez Nijil kC hijl hijl qC'aR
Hje pju j'iqj Bipu; Efiba qCme; Liqme, ""Nijil, kjuR Ljbu?"

Nijil Lijm, ""ijm; Mhlz Xišzi HpiRmz hm Lje i u eCz"

j'iqj Aafz'1 Bij fijcuj Lijme, ""hyQimz flö Hlvj ice B--ninj MEI ihu Bij
pCicec icu chz Nijil, ajjL ILz' HLV EclkiNf q'a qnz BI cMj, ihuL ILz'
BN bjl'a pihje L' icuj--p ke pice eij H'p f'sz Alhejn i jll iqc--p ih'no L'
hm icuR ajl ihua ke JIJ m;L eij Bp'a fijuz BI-HLV Lbij'ajl h'ijm iijm
ijc, pice Bjil Bifpi h's; pijhcl lejz L' Beh, ašj ke ajcl a's jil'a
kuj eiz BI ILR'eu, Lhm HLMjle Ojsvj e's "-X Ci lew p'el' hm' ajjcl iqc'
nijøe AipU q' kujh eij--hl' f'imacl LjR ihdije leuz h'TR ijc, Jij Ijil Sia,
JMje ajjil AqWlij HLVm;Vj Lijm aia Afjje qh eiz"

j'iqj I Lbij Lje Ešl eij Lijuj Nijil Qimuj Nmz

pŕill a; kMe ŕiMI Sm mŁChil Seŕ ŕajl Āl 'fŕl TjLu; fĭsu; Lifs piSicŕa hĕU
ĪRm Hje pju Mhl Bĭpm, ŕNĭ j qehihBĭpu;Rez

pŕill a; aisajis ŕiM j ĩRu; a;qiL LiS ŕgĭmu; EĭWu; fĭsmz Hhw aMeC ŕNij; 0ŕl j ŕdĕ
Bĭpu; fĕhn Lĭlmz

ŕNijl; Lfiŕm ĩamL aMŕe; lĭqu; ŕNR, ŕp pŕŕa a;qiL ŕMu;mc ĪRm e;Z NiŕuJ a;qiL
ŕajle fĭhŕe fliz Hje ŕŕn pŕl;ŕl ŕLq Liqiŕi; hijŕa ŕMj Lĭŕa Bŕp e;Z ŕpC fĭbj
ŕNijl; pĀ ŕkice ŕMj qCu;ĭRm ŕpC ĩcŕel Lb; pŕill a; j ŕe fĭsu; ŕNmz pŕill a; Sĭlea,
ŕpice ŕNij; ĩhŕno Lĭlu; kŕU ĕŕn Bĭpu;ĭRm--BSJ ĩL HC kŕU piS!

ŕNij; Bĭpu;C HŕLhĭŕ j jĭVŕa j jbi; ŕWL;Cu; fŕnŕL fZj Lĭlm Hhw ayqiL fiŕul dŕm;
mCmz fŕn hĕU qCu; a;qiŕL aĭmu; dĭlu; Liqŕme, "Hŕpi, Hŕpi; hiji, ŕhiŕpiz"

ŕNij; ĩlmu; EĭWm, "fŕnhjhŕ B; jil ŕLiŕe; hĕe ŕeCz"

fŕnhjhŕBŕŕkŕqCu; Liqŕme, "ĭLŕpl hĕe?"

ŕNij; Liqm, "Bij ĩqŕŕeCz"

fŕnhjhŕLiŕme, "ĭqŕŕeJ!"

ŕNij; Liqm, "e; Bĭj ĩqŕŕeCz BS Mhl ŕFuĭR Bĭj ĩj EĭViel pjuLiL Lŕŕŕe; ŕŕm,
B; jil hijf BCĭlnĭj ĩez i; ĩlahŕŕŕ Eŕl ŕbŕL ĕĭrZ fklŕ; pjuŕ ŕchjĭŕŕl ĕ; ĩl BS B; jil
LiŕR ĩŕŕ qŕu ŕNR, BS pjŕŕ ŕŕnl j ŕdĕ ŕLiŕe; fPŭŕŕa ŕLiŕe; SjuNju B; jil Bqĭŕl
Bpe ŕeCz"

fŕn J pŕill a; ŭĭŕa qCu; ĩpu; ĩlŕmez fŕn a;qiŕL Lĕ ĩmŕe i ĩhu; fiŕŕme e;Z

ŕNij; Liqm, "Bĭj BS jŕŕ fŕnhjhŕ Bĭj ŕk fĭaa qh, hĭaŕ qh, ŕpiu BI B; jil
ŕeC--B; jil BI fŕe fŕe j jĭVĭ ĩcŕL ŕŕu ŕŕŕa; h; ĩŕŕu Qmŕa qŕh e;Z"

pŕill a; ŕNijl; fĕfŕ j ŕMI ĩcŕL HLĕŕŕa ŕiŕqu; ĩlqmz

ŕNij; Liqm, "fŕnhjhŕ; Halce Bĭj i; ĩlahŕŕL f; hijl Sŕeŕ pjŕŕ fĭZ ĩcŕu piŕe;
LŕĭR--HLVĭ-e; HLVĭ; SjuNju ŕŕdŕ--ŕpC-ph hijd; pĀ B; jil nŭ; ĩj m LihiL Seŕ
Bĭj pjŕŕ Sŕhe ĩce-ĭja ŕLhmC ŕŕ; Lŕ HŕpiR--HC nŭ; ĩi ĩŕŕLC Mŕ f; LiL Lŕ
ŕa; ĩmhiL ŕŕju Bĭj BI-ŕLiŕe; LiSC Liŕa fĭll ĩe--ŕpC B; jil HLĭVjŕe piŕe; ĩRmz
ŕpCSŕeŕC hijŕh i; ĩlahŕŕŕ fĭla paŕŕŕŕ ŕŕm a; ĩph; Liŕa ĩNŕu Bĭj hijl hijl i ŕu ĩgŕ
HŕpiR--Bĭj HLĭV ĩexLVL ĩelĕL; ĩŕh ĩ; ĩlahŕŕŕ Nŕs aŕm ŕpC Aŕ ĕŕ cŕŕŕ j ŕdĕ
B; jil ĩŕŕL pŕŕŕŕ ĩel; fŕe ĩr; LihiL Sŕeŕ Halce B; jil ŕil ĩcŕLl pĀ Lĕ ms; C e;
LŕĭR! BS HL j ŕŕaĭC B; jil ŕpC ĩŕh cŕŕŕŕ ŕŕa; Eŕs ŕNRz Bĭj HŕLhĭŕ R; j;

ƒᵒᵒ qWjv HLV; hᵒv pᵒaƒl jᵒdƒ Hᵒᵒ ƒᵒsIRz pjᵒᵒ i jlahᵒᵒᵒ i jᵒᵒj ½ pMᵒxM ' je-
A' je HᵒLh;ᵒC Bji l hᵒLI L;ᵒR Hᵒᵒ ƒᵒyᵒᵒR--BS Bji paƒLji ᵒph; l AǐdLji ƒ qᵒᵒIR-
-paƒLji Ljᵒᵒᵒ Bji l pjᵒᵒ Hᵒᵒ ƒᵒsR--ᵒᵒ Bji l jᵒel li alLji ᵒᵒe eu--ᵒᵒ HC
h;ᵒᵒ l ƒ' ᵒhwnia ᵒLjv ᵒᵒ;ᵒLI kb;ᵒᵒLmᵒ;Zᵒᵒe"

ᵒNj; l HC ehmᵒ Aei ᵒal ƒhm Evp;ᵒᵒ ᵒN ƒᵒnᵒLJ ᵒke Bᵒ;ᵒima Lᵒᵒa m;ᵒNm,
laᵒe BI hᵒpu; b;ᵒLᵒa ƒjᵒᵒme e;--ᵒᵒL Rj;su; EᵒWu; cys;ᵒme"

ᵒNj; l Lᵒqm, "Bji l Lb; ᵒL Bƒᵒe ᵒWL hᵒᵒa ƒjᵒᵒe? Bji k; ᵒce-l;ᵒe qᵒa Q;ᵒᵒRm;ᵒ
Abᵒ qᵒa ƒjᵒᵒRm;ᵒ e; BS Bji a;ᵒ qᵒᵒIRz Bji BS i jlahᵒᵒᵒ Bji l jᵒdƒ ᵒq;ᵒj ᵒᵒᵒᵒ
MᵒV;e ᵒL;ᵒe; pjᵒᵒSI ᵒL;ᵒe; ᵒhᵒ;ᵒd ᵒeᵒ BS HC i jlahᵒᵒᵒ pLᵒᵒl Sjaᵒ Bji l Sja,
pLᵒᵒl AᵒC Bji l Aᵒz ᵒCᵒe, Bji h;ᵒᵒᵒl AᵒeL ᵒSm;ᵒ i jZ LᵒᵒIR, Mᵒh eᵒᵒ ƒᵒᵒaJ
Bᵒabᵒ ƒeᵒᵒIR--Bji ᵒLhm nqᵒᵒl pi ju hᵒᵒa; LᵒᵒIR a;ᵒ ᵒe LIᵒe e;--ᵒL;ᵒᵒL;ᵒe;ᵒaᵒ
pLm ᵒᵒ;ᵒLI ƒjᵒᵒ ᵒNᵒᵒ hᵒᵒa ƒjᵒᵒ ᵒe--Haᵒce Bji Bji l pᵒA pᵒA HLV; Achᵒ ƒhᵒᵒᵒ
ᵒeᵒᵒ ᵒᵒᵒIR--ᵒLRᵒaᵒ ᵒpV;ᵒL ᵒᵒᵒᵒa ƒjᵒᵒ ᵒez ᵒpSᵒeᵒ Bji l jᵒel li aᵒᵒ Mᵒh HLV; nᵒᵒa;
ᵒRmz HC nᵒᵒa;ᵒL e;e; Eƒ;ᵒᵒ ᵒLhmC AᵒᵒL;ᵒ LIᵒa ᵒᵒᵒ; LᵒᵒIR--HC nᵒᵒa;ᵒl Eƒᵒᵒ
e;e;ƒL;ᵒl L;ᵒl;ᵒkᵒᵒ ᵒcᵒᵒ a;ᵒLC Bᵒ;ᵒ ᵒhᵒᵒᵒᵒ ƒ pᵒᵒl Lᵒᵒ aᵒᵒa ᵒᵒᵒ; LᵒᵒIR! ᵒLee;
i jlahᵒᵒᵒ Bji ᵒk ƒᵒZI ᵒᵒᵒ i jᵒᵒh;ᵒp--Bji a;ᵒL ᵒk AwnᵒVᵒa ᵒCᵒᵒa ᵒƒa;ᵒ ᵒᵒ Awnᵒl
ᵒL;ᵒj;ᵒ ᵒk Bji ᵒLRj;ᵒe Aᵒi ᵒk;ᵒᵒl AhL;ᵒn HᵒLh;ᵒᵒl pᵒᵒ LIᵒa ƒjᵒᵒa;ᵒ e;ᵒ BS ᵒᵒC-pjᵒᵒ
L;ᵒl;ᵒkᵒᵒh;e;ᵒᵒl hᵒ;ᵒᵒᵒ; ᵒᵒL ᵒexLᵒa ƒᵒᵒ Bji ᵒhᵒᵒ ᵒᵒIR ƒᵒᵒnh;ᵒᵒ"

ƒᵒᵒn Lᵒᵒᵒe, "paƒᵒL kᵒe ƒjᵒᵒ aᵒe ᵒᵒ a;ᵒl pjᵒᵒ ᵒi jh-AƒZᵒa; ᵒeᵒᵒ Bjiᵒl
BaᵒᵒL aᵒᵒ Lᵒᵒ--a;ᵒL ᵒjᵒᵒ; EƒLIZ ᵒcᵒᵒ piSᵒᵒ ᵒa;ᵒᵒᵒl CᵒRj;ᵒeᵒ qu e;ᵒ"

ᵒNj; l Lᵒqm, "ᵒCᵒe ƒᵒᵒnh;ᵒᵒ; L;ᵒᵒ ᵒᵒᵒ Bji ᵒhd;ᵒl L;ᵒR ƒᵒᵒᵒe; LᵒᵒIRm;ᵒ ᵒk BS
ƒᵒaxL;ᵒᵒ Bji ᵒke eᵒᵒe Sᵒᵒe m;ᵒ l Lᵒlz Haᵒce ᵒnᵒL;ᵒᵒ ᵒᵒL BjiᵒL ᵒk-ᵒLRᵒᵒjᵒᵒ;ᵒ ᵒk-
ᵒLRᵒAᵒᵒᵒa; Bᵒᵒa Lᵒᵒ ᵒRm BS ᵒke a;ᵒ ᵒexᵒᵒᵒ ru qᵒᵒ ᵒNᵒᵒ Bji ehSᵒᵒ m;ᵒ l Lᵒlz Bji
ᵒWL ᵒk Lᵒᵒe;ᵒl pjᵒᵒNᵒV ƒᵒᵒᵒe; LᵒᵒIRm;ᵒ Dnᵒᵒ ᵒᵒ ƒᵒᵒᵒe;ᵒLZᵒᵒᵒa Lᵒᵒe ᵒe--laᵒe a;ᵒl
ᵒeᵒSI paƒ qWjv HᵒLh;ᵒᵒ Bji l qᵒᵒa Hᵒe ᵒcᵒᵒ BjiᵒL QjᵒLᵒᵒ ᵒcᵒᵒᵒRez laᵒe ᵒk Hje Lᵒᵒ
Bji l Aᵒᵒᵒa;ᵒL HᵒLh;ᵒᵒl pjᵒᵒᵒ ᵒᵒᵒᵒ ᵒᵒᵒe a;ᵒ Bji ᵒᵒᵒᵒ S;eᵒa;ᵒ e;ᵒ BS Bji Hje
ᵒᵒᵒ qᵒᵒ EᵒᵒIR ᵒk Qᵒᵒᵒᵒᵒ ᵒᵒᵒ Bji l BI Aƒᵒᵒe;ᵒl i u ᵒCm e;ᵒ ƒᵒᵒnh;ᵒᵒ; BS
ƒᵒaxL;ᵒᵒ pᵒᵒᵒᵒ Aeiᵒᵒa ᵒᵒᵒᵒᵒe ᵒeᵒᵒ HᵒLh;ᵒᵒl Bji i jlahᵒᵒᵒ ᵒL;ᵒᵒᵒl Eƒᵒᵒ i ᵒjᵒᵒ
qᵒᵒᵒIR--j;ᵒaᵒᵒᵒᵒ ᵒk L;ᵒL hᵒᵒ Haᵒce ƒᵒᵒ a;ᵒ Bji ƒᵒᵒᵒᵒᵒ ᵒᵒ Eƒᵒᵒᵒᵒ LIᵒa ƒᵒᵒᵒIR"

ƒᵒᵒn Lᵒᵒᵒe, "ᵒᵒᵒ, ᵒa;ᵒl j;ᵒaᵒᵒᵒᵒᵒ aᵒᵒ ᵒk AᵒdL;ᵒl ƒᵒᵒᵒᵒ ᵒᵒC AᵒdL;ᵒl jᵒdƒ
aᵒᵒ Bjiᵒl Bᵒᵒe Lᵒᵒ ᵒeᵒᵒ k;ᵒᵒ"

ᵒNj; l Lᵒqm, "BS jᵒᵒᵒᵒᵒᵒ Lᵒᵒ ƒᵒᵒᵒC Bƒe;ᵒl L;ᵒR ᵒLe HᵒᵒIR S;ᵒe?"

ƒᵒᵒn Lᵒᵒᵒe, "ᵒLe?"

ᵒᵒᵒ Lᵒᵒqm, "Bƒe;ᵒl L;ᵒRC HC jᵒᵒᵒᵒ jᵒᵒᵒBᵒᵒ--ᵒᵒCSᵒeᵒC Bƒeᵒ BS ᵒL;ᵒe;ᵒ pjᵒᵒSC
ᵒᵒᵒe ƒje ᵒez BjiᵒL Bƒe;ᵒl ᵒnoᵒ LIᵒez Bƒeᵒ BjiᵒL BS ᵒᵒC ᵒᵒa;ᵒC jᵒᵒᵒᵒᵒᵒ, ᵒkᵒe

İq̄çj p̄mj e MØVje h̄ip pL̄m̄lC--kyl j̄İç̄l ài l̄e; S̄jal L̄iR, l̄e; h̄iŒl
L̄iR, l̄e;ice Ahl;Ü qu e;--İkle l̄hmC İq̄ç̄ ç̄a; ee, İkle i jlah̄m̄ ç̄a;ž"

f̄nh;hd̄ j̄MI Efl İcu; HLIV i Œl Ni fl j;dk̄N̄İØež R;u; hm;Cu; Nm, İale Qr̄
ea L̄lu; efl̄h̄ cys;Cu; l̄İq̄mez

HarZ f̄l̄ N̄i; p̄l̄a; l̄c̄L̄ İḡl̄mz p̄l̄a; a;q;il Q̄LI Efl̄ Üñ qCu; h̄ipu; İRmz
N̄i; q;İpu; L̄İqm, "p̄l̄a;, B̄j B̄l̄ a; j;il -l̄; eCz B̄j a; j;il L̄iR HC h̄m
f̄İb̄l̄e; S;e;İp̄R, B; j;il q; a d̄l̄ a; j;il l̄ -l̄; L̄iR B; j;il İēu k; j;ž"

HC h̄imu; N̄i; a;q;il l̄c̄L̄ c̄l̄rZ q̄l̄ f̄İp̄l̄a L̄lu; AN̄pl̄ qCu; Nmz p̄l̄a; Q̄L̄
qC̄a EİWu; İNu; İēSl̄ q̄l̄ a;q;il q;̄a Øb;İfe L̄l̄mz aMe N̄i; p̄l̄a;L̄ mCu; f̄In̄L̄
f̄Z; j; L̄l̄mz

f̄İİn̄ø

N̄i; p̄l̄e; fl̄ h̄İs İḡl̄lu; B̄İpu; c̄İmm--Bēç; j; uē a;q;il Ōl̄ p̄ç; j; h̄İp̄ç; u efl̄h̄
h̄ipu; B̄Rež

N̄i; B̄İpu;C a;q;il c̄ç̄ f; V;İeu; mCu; f;̄ul Efl̄ j; j; B; İİmmz Bēç; j; uē c̄ç̄ q; a İcu;
a;q;il j; j; B; a;̄mu; mCu; Q̄de L̄l̄mez

N̄i; L̄İqm, "j; j;, a; j;C B; j;il j; j; k; j;L̄ M̄S̄ h̄s;İp̄Rm; İaleC B; j;il Ōl̄ j; d̄e H̄p̄
h̄p̄ İR̄mez a; j;il S; a eC, İh̄Q;il eC, OZ; eC--öd̄ a; j; Lm̄İ;Zl̄ fl̄aj; j; a; j;C B; j;il
i jlah̄m̄--

"j; j;, HCh;il a; j;il mR;İj; u;L̄ X;̄L; j; a;̄L̄ h̄m; B; j;il Sm H̄e İc̄a;ž"

aMe Bēç; j; uē An̄h̄İ;L̄m̄L̄ j̄c̄ǖl̄ N̄i; j;il L̄i;el̄ L̄iR L̄İq̄me, "N̄i; j;, HCh;il
HLh;il İheūL̄ X̄L̄ f;İW;C;ž"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরেবাহিরে

১৯১৬

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ-- শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে ? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতির মতো ছুটে এল ? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না ? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমূহুর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার ?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়-- আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারো জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শূশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাধি মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক ! তরুণ গৌণের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন ?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর,

তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে বাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়-- সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শৃঙ্গুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শৃঙ্গুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বন্ধের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাস্কের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম-- মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না-পৌঁছতে আর-এক

যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যা এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে ?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয় ; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন ? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে ! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী ; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলেতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন ; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল ; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার খালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের খালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো-- পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়-- নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে-- প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিথিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায়

তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য ! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি ; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সহিতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন ?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা-- আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না-- দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিষ্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে ? পুরুষের উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন ? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না ! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল ! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল ! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা !

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো ! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম-- এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা ! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন-- সেই সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট ! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না !

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চার দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে-- দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে ?

আমার জাঁরা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায় তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তা হলে তিনি-- সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব ! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কেনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিস্তি সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারের যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা ! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে !-- সত্য কথা বলব ? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাটায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না। কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।-- যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে ? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন-- সে আমার অপরাধ-- কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না-- মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই-- একেবারে কড়া পাহারা ! বলি, আমাদেরও তো এক দিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, না হয়

যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি-- কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার বাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারো উপরেও না, সে কেবল-- সে আর বলব না।

স্বামী এক দিন আমাকে বোঝালেন-- তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষ্যা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল-- মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়-- ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সহিবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না-- এই বলে আমি তাঁকে ও মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো

প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী ?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে-- আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের ?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয় ? সমস্ত জীবনের কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায় ?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে-- তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সহিতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সহিতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন ?

এ কথা নানা রকম আকারে বারবার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে

সে মাছকে কেটেকুটে সাঁত্বে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না-- সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে-- তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সহিতেন; তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিম্বা আমার গ্রন্থনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কেনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলেন না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যই তিনি আমাকে যেন বুকু করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দের রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শিশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে-- এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকু একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে

কী করব।

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি-- আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন ?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত-আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে ! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব ! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন ? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা ?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব ? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের ? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না ? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাঅ্য আমার নিজেরই সহিবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী !

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে--সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার--না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রির সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত ? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত

দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে ? হুঁ দিতে দিতে, শাঁখ বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে ।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিন্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবির্ভাব লাল হয়ে উঠেছিল । এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল ।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন । আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র-- কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন । শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না । চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য । তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই । সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন । তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না । কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া । একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন । ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল । কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে । এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদূষ করত । আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্মত বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে ।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না । তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন ; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস ? বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবছিস ? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেছি । পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো ? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে । নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না । দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না ।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা । তাঁতের কল কিনা ধান ভানার যন্ত্র কিনা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন । বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী-যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানী উঠল ; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে ।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন । তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে

তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে-- নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি-- আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো--

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘট করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালাবার হাজার ঝঞ্জট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখাতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি-- ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ-- এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জের যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে টিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন ; তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হয়, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না- করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বৃকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দক্ষ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। ‘বন্দে মাতরম্’ শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বৃকের ভিতরটা গুরু গুরু করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, ছড় ছড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো টোকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে বাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলাম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে।

কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি না কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া-- চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা বাধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সহিতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভারখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ-- এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে-- কিন্তু থাক্।

কিন্তু, সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সহিতে পারছিলাম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না-- বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করত লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরের গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তার কোনো জয়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন -- তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন ?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই ?

হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুমুগ্ধ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না ?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে এক রকম করে চাইলেন, আমি তার মানোটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই ? আমি সন্দীপকে বলব, যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না ? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জগ্ৰত শক্তিকে দেখতে পাবেন ? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র ?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল ন। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে ?

তিনি বললেন, তোমার সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কি সাজ দেখলে ?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন-- মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অল্পপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অল্পপূর্ণা এলেন, অন্ন না হয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল জ্বল করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল; নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম!

কোনোরকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাওয়ার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরম বন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঁর চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন।

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠীতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল যে, আর-এক জনের মুখে যা সহিত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর-একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে-- খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি।

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্ফ যে একেবারে--

ওগুলো কী জান ? প্যুনিটিভ পুলিশের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়-- আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে-- কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যাুক্তি সহিতে পারেন না। কিন্তু অলংকারমাত্রই যে অত্যাুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছপালা-পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে-- মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে ? তিনি ফিস্ ফিস্ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল, তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা

করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি, মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সর্গোরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেছি আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তেন না।

‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল ?

একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই-- এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক-- মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য, কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে ?

বিদেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে ; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা ; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না ?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে ? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে ?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না ; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসী জর্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয় ?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমারও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায় ?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু, একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না-- ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্জরক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম ? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না ? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্প্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চূপ করে যেতে হয় ; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন ?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্ম যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব ; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব ; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব ; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব-- যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আঙ্গুলান করে উঠলেন, হুঁরা ! হুঁরা ! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং ! মন্দে মাতরং !

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়।

এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয় ; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে ; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে-- সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর-- পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই ?--

এসো পাপ, এসো সুন্দরী !

তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।

অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,

ললাটে, লেপিয়া দাও কলঙ্ক,

নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক

বুকে দাও প্রলয়ংকরী !

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন--কাপেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আঙুন ঘরকে পোড়ায়, যে আঙুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আঙুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিম্বা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাঙ্গালী যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্ঠুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন-- কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায় চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আঙুতে আঙুতে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্ত্রোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনোদিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে ?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাভণ্য শুকিয়ে গেছে। কী ? এ কী ? কী হয়েছে ? এ কালো কিসের কালো ? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল ?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসে ছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিষে এল-বাঁলে সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে--যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারণিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন ? যৌবনের এই নটা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যে প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরে অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে। --ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ

হয়ে যায় নি।

জোর করে অহংকার করে কী করব ? নাহয় মাথা হেঁট করেই বললুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আসফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়-- কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক করা কেন ? ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য ! না হয় তাই হল--কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে--সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাস্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো ?

আমি লোভী ? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি ? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি ; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি ? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে ? না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবর্দস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না ; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ত্রুদ্ধ, এমন-কি, অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাভ্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আশুন করে জিবেবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায় ; অন্য-সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উদ্ভেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারি নে, কারো

উপর रेगेमेगे हठां किछु-एकटा बलते वा करते आमर समस्त देहमनेर भितर एकटा संकोच बोध हय। आमि जानि आमर এই संकोचके म्दुता बले विमल मने मने अश्रद्धा करे ; आज सेइ एकइ कारण थेके से भितरे भितरे आमर उपरे राग करे उठ्छे यखन देखे आमि 'बन्दे मातरम्' हेके चारि दिके या-इछे तई करे वेड़ाइ ने।

आज समस्त देशेर भैरवीचक्रे मदेर पात्र नये आमि ये बसे यई नि एते सकलेरइ अप्रिय हयेछि। देशेर लोक भावछे आमि खेताव चाई किन्ना पुलिसके भय करि ; पुलिस भावछे भितरे आमर कु-मत्त्व आछे बलेइ बाहरे आमि एमन भालोमानुष। तबु आमि এই अविश्वास ओ अपमानेर पथेइ चलेछि।

केनना, आमि এই बलि, देशके सादाभावे सत्यभावे देश बलेइ जेने, मानुषके मानुष बलेइ श्रद्धा करे, यारा तार सेवा करते उंसह पाय ना, चींकार कंरे मा वंले देवी वंले मन्त्र पंड़े यादेर केवलइ सम्मोहनेर दरकार हय, तादेर सेइ भालोबासा देशेर प्रति तेमन नय येमन नेशार प्रति। सत्येरओ उपरे कोनो-एकटा मोहके प्रबल करे राखवार चेष्टा ए आमामे मज्जागत दासत्वेर लक्षण। चिन्तके मुक्त करे दिलेइ आमरा आर बल पाई ने। हय कोनो कल्पनाके नय कोनो मानुषके, नय भाटपाडार व्यवस्थাকে आमामे असाड़ चैतन्येर पिठेर उपर सओयार करे ना बसाले से नड़ते चाय ना। यतस्फण सहज सत्ये आमरा स्वाद पाई ने, यतस्फण एहरकम मोहे आमामे प्रयोजन आछे, ततस्फण वुवते हवे स्वाधीनभावे निजेर देशके पावार शक्ति आमामे हय नि। ततस्फण, आमामे अवस्था येमनि होक, हय कोनो काल्पनिक भूत नय कोनो सत्यकार ओवा, नय एकसङ्गे दुइये मिले आमामे उपर उंपात करवेइ।

सेदिन सन्दीप आमामे बलले, तोमार अन्य नाना गुण थकते पारे, किन्तु तोमार कल्पनावृत्ति नेइ, सेइजन्येइ स्वदेशेर এই दिव्यमूर्तिके तूमि सत्य करे देखते पार ना। देखलुम विमलओ ताते साय दिले। आमि आर उठ्ठर करलुम ना। तर्के जिते सुख नेइ। केनना, ए तो बुद्धिर अनैक्य नय, ए ये स्वभावेर भेद। छोटे घरकनार सीमाटुकुर मध्ये এই भेद छोटे आकारेइ देखा देय ; सेइजन्ये सेटुकुते मिलन-गानेर ताल केटे याय ना। बड़े संसारे এই भेदेर तरङ्ग बड़े ; सेखाने এই तरङ्ग केवलमात्र कलधुनि करे ना, आघात करे।

कल्पनावृत्ति नेइ ? अर्थां आमर मनेर प्रदीपे तेल-वाति थकते पारे, केवल शिखर अभाव। आमि तो बलि से अभाव तोमामेइ। तोमरा चक्मकि पाथरेर मतो अलोकहीन ; तई एत ठुकते हय, एत शब्द करते हय, तवे एकटु एकटु स्फुलिङ्ग बेरोय-- सेइ विच्छिन्न स्फुलिङ्गे केवल अहंकार बाड़े, दृष्टि बाड़े ना।

आमि अनेक दिन थेकेइ लक्ष्य करेछि, सन्दीपेर प्रकृतिर मध्ये एकटा लालसार स्थूलता आछे। तार सेइ मांसबल्ल आसक्तिइ ताके धर्म सम्वन्धे मोह रचना कराय एवं देशेर काजे दौराओयार दिके ताड़ना करे। तार प्रकृति स्थूल अथच बुद्धि तीक्ष्ण बलेइ से आपनार प्रवृत्तिके बड़े नाम दिये साजिये तोले। भोगेर तृप्तिर मतोइ विद्वेषेर आशु चरितार्थता तार पक्षे उग्ररूपे दरकारि। टाका सम्वन्धे सन्दीपेर एकटा लोलुपता आछे से कथा विमल एर पूर्वे आमामे अनेकवार बलेछे। आमि ये ता वुबि नि ता नय, किन्तु सन्दीपेर सङ्गे टाका सम्वन्धे कृपणता करते पारतुम ना। ओ ये आमामे फांकि दिछे ए कथा मने करतेओ आमर लज्जा हत। आमि ये ओके टाकार साहाय्य करेछि सेटा पाछे

কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনোরকম তক্রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানি সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়, কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে--হয়তো অত্যাঙ্কি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন -- তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিন্তে গিয়ে যা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না, কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চারদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তি বাজে খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলো না। একটু পরে বললে, দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিম্বা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিম্বা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষ-মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা করবেন না;

মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী ; আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-একদিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও ; তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি ?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল, দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে ?

আমি জানি দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা ; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে তা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলাম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সেদিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর-জবর্দস্তি ? কিসের জন্যে ! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে !

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয় ; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা এক দল লোক আছে--নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁত্রে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পড়াতে চায় না। নহবৎখানায় রোশনটোঁকি বাজছে--লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে ? আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহুত।

লজ্জা ? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল ? আশমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল নাকি ? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চাঁ চাঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুরত্ব আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে

না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখতে চাও ; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এত চীৎকারে সে-সব কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায় ; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়। তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল ; আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু-নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

এক দল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালে আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব ; ওকে নিজীব বললেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি ; কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্ দিকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।

আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো--তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয় ; তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এইরকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক--আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব ; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে ; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি--আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই, তা এতে আমার বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চলছে তারা এই নিয়মেই চলছে, অথচ বলছে অন্যরকম কথা। এই জন্যে তারা জানে না এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয়, জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়--সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ-ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা--চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোঁটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে,

এই দুর্দম ইচ্ছাই হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলেই চার দিকে জয়ী হচ্ছে। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর-কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আশমানের দিকেই নিয়ে যাক ; দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কতদূর ওঠে আর কতদিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

‘অ্যাফিনিটি!’ জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মস্তুর মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এই জন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন ? অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতিরে আর-সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো একটা পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে ? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাই নি-- আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একবারে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজো জা হাসতে হাসতে আমার স্বামীকে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বল ভাই ছোটোরানী? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুক কষে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে-সজ্জায় ভাবে-গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল, তার লেশমাত্র মেজো জায়ের চোখ এড়াতে পারেনি। আজ আমার এ কথা লিখতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে-সুঝে করি নি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে একদিন বললেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষীরানীকে আমি প্রথম দেখলুম--সেই জরির-পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে-- যেন কিসের সন্ধানের কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এইরকম করে তাকিয়ে--তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল--মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই তো চাই, এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষীরানী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আর-একদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী--তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা--কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল--আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল, আমি আপনার রঙের ভিতরকার সেই ধূনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন ? তার এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন ? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন, তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহনার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে বললেন, মউচাকের মক্ষীরানী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজো জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে ; সে এমন-একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই-যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিসটা কী, সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না ; এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয় ; এ যেন আমার বাইরেরকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোটো বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সংকোচ বোধ হত, কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলই বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাই নি।

দেশের চারি দিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আসত, সে সমস্তই আমি পড়তুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক-এক দিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না কিন্তু তার দু'দিন পরে সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনই আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, দেখুন, সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে, অথচ কাজে কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উল্টোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই-সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে

ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধে নাড়ি কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জেগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না ; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব ; তাদের হৃদয়বেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী ; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো ; কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্তরে মিশিয়ে একটা উভচরজাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনই জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর-কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যিক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী শেল্ফ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুর্ভাগ্য কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে, তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওয়া হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি অক্ষিপ না করেই চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন!

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বললুম, আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁছেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু, যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করার উপক্রম করছে।

তাই সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্জ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙ'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে; যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শামলা, কিন্তু সে যে

ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শামলা-- কী তেজ আর কী ধার ! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও।

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না, নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিতস্বরে বললে, না, আপনি যাবেন না, ঘরে আসুন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্সিল দিয়ে কী লিখে বেহারাকে ডেকে বললে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি, দারোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই, ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ নন্‌কু দারোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে ‘কেন’ যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম ; ভাবলুম সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই ?

মক্ষী বললে, তা কেমন করে বলব !

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দারোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হুজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম ?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দারোয়ান চলে গেলে মক্ষী বললে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খট্‌কা লাগল। ওর খট্‌কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা ! সোজা মেয়ে তো নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আশ্রু ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দারোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্‌ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে--দারোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয়নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়--নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে ; কোনোরকম প্রয়োজনের কিম্বা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমন করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায় জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছনো--সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা !

সত্য নয় তো কী ! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস ; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে ; আর, মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে ! যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফর্মাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জয়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বলো, বিশ্বাস বলো, কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে ? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন ! কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায় ? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়--সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা ! তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী ? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি ! আর, এই হলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন হলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা, বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়া-আবরণ প'রে বেড়াতে হয়। যে-রকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়--যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে ; ঐ-যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে ! ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল-বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা ! ঐ-যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ-যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না ? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-

রাশি ঢাকাটুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয় ; এইজন্যে তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করার জো থাকে না। মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সী চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর-কি !

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না--মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাগুবনৃত্য--তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ ! তুচ্ছ ! তুচ্ছ !

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে, সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ করি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে-থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না, আপনি--

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না, আমি কিছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের ; কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটার্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেকরাত্রের দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না, আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি, তা হলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললে, কেন ?

আমি বললুম, কেননা এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ঝুকুণ্ডিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে-- যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষী বললে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী ?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে ; কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা তৈরী হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ; তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয় ?

আমি মনে মনে হাসলুম--ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্ টস্ করছ ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে-- এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন ? তুমি যে জীবনের আঙুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে ? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন ?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি ; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওই রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত করে কাহিল করে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের যড়যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিয়ে হবে।

আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল ? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তূতিবাদ করে করে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখে-পড়ে দিচ্ছি। বাইরেই পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ-- তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আঙুনে মেয়েজাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত

ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে ? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পূজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা ? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না ; সে বললে, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত ?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে ; তারা জানে পুরুষজাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে। সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছে থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভালোবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায় ; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্ত্রুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না ; পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন ?

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁওয়ান তাকে একটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না ; আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলবার ব্যবসায় আমি একটুকুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক ; জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ ; কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁওয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্ত্রুকে, সেইজন্যেই পুরুষ পূজো করতে ছোট্ট তার নিজের অইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্থ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এই-সব মাস্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চলল ; সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুল-মাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষী, তার মুখ দেখেই মনে হয় সে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল ; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে।

এক-একটা মানুষ রেলের পয়েন্টস্ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তার ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন--‘মাপ করবেন আমি’-- কথাটা শেষ করতে না-করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে আর বললে, মাস্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীর্! কিম্বা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি।-- তাই করো-না। মাস্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টারমশায় নই, আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি, ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না--আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো ; তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনোদিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে--

আমি থাকতে পারলুম না ; আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি, মা ফলেযু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন ; বললেন, তবে আপনারা কী চান ?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টারমশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব ; তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন নাহয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি ? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্ফট্ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্ফট্ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিম্বা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছট্ফট্ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো-আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই ইস্কুলমাষ্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিস্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে, এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে; তাই আমি বলছিলুম, এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয়?

নিখিল বললে, এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, তার অর্থটা কী?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে, আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্পোস্ট্‌ যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম, দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনারাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখো, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাভণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে-- ইস্কুল-মাষ্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কি না। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিত আছে সেটা যে নড়ে এইটাই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই এই বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী ? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন ? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে ; আজকাল যুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে, এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব । কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না । তোমরা আমাকে বল আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র ; আমি নই, সে তোমরা-- মানুষকে তোমরা সায়াসের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাআর কাছ থেকে নয় ।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন ?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ ।

কোথায় দেখছ ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে । মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও !

একি তোমার পাগলামির কথা !

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণাস্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে, বুঝে বুঝে ।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল । আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল আর মক্ষীরানী ব্রহ্মপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল ।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ । ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেয় না কেন ? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কী করে । বিমল যদি ওকে বলে ‘তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি’ তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে, তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে । ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, এ কথা বোঝবার ওর নেই । আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল । ওরকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি ; ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল । ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা ।

তার পরে মক্ষী, বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে । ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে । এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে । তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে, একবার পিছবে । তাতে আমার ভাবনা নেই । কাপড়ে যখন আঙুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আঙুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে । ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে । আরো তো এমন দেখেছি । সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল । আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিজি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে । সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে ‘যাও যাও’ বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে, তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল । ওদের আমি

খুব জানি--রাগ বলো, ভয় বলো, লজ্জা বলো, ঘৃণা বলো, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্য করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে-- আমরা যেমন করে আপিস করি--কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ন নয়। 'মডার্ন' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে, কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকুর ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক বিলম্বিত করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাস্থে একটা সুরের ধারা বইছে!

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যাণ্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের; তখনকার মুখটা কাঁচা কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইহকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই--ওতে মনের উপর একটা লাভণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল, আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর, সব জিনিসকে বড়ো বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর-কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি ; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত না চোখে ঘুম থাকত ?

কেবল নিজেকেই সেই-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর, তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ-না। সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে ? সে তোমার স্ত্রী ! কাকে বল তোমার স্ত্রী ? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চূপসে যাবে।

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই। ও যদি বলতে চায় 'না, আমি আমিই' তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী ! স্ত্রী ! ওটা কি একটা যুক্তি ! ওটা কি একটা সত্য ! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় ?

স্ত্রী ! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর, যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি, একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি ! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেই সঙ্গে আমার--

ঐ দেখো, আবার গাম্ভীর্য ! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল ? ও-সব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে ! তা যাক। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন-কি তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো ; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে ; এইজন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে-- সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরজয়ের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে ; সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যাবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদোষ। আমি লোভী ; আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমলা যা সে তাইই ; তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফর্মাশ খাটছেন না কি ?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে ; মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র ; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ম্বরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন, আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্কাঁকুড়ে গিয়ে পড়ব ; আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল ; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর-পথ্যে-মানুষ-করা রোগী আমি নয় ; সে বিধাতার শক্ত-হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাতে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব ? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন ?

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব যাব করছি এমন সময়ে আমার জানালার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি, আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম-- কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয়-অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সর ভিতর করে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী ! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি স্মান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা ! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে-- লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে-- কত ছেলের কত কান্না ! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে ? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না-- সে সত্য, সে সত্য-- এইজন্যে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব ; ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে, সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব-- সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে-- কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী ? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও-- তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি ; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্ম-সমর্পন করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস ! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ংকর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতির মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিন রাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

আর, কৌতূহলের অন্ত নেই-- যে মানুষকে ভালো করে জানি নে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুর কামনার রহস্য-- সে কী প্রচণ্ড, কী বিপুল ! এ তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহু দূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেছি মাত্র, এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন-কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্ত-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে-- কিন্তু, বীণা তো বাজল ! আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা-কিছু আছে যেটা-- কী বলব ? যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাস্টারমশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের

পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই-- বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু, কী হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি নে। আমার নন্দ মুনুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত, তার পরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত, শপথ করে বলত 'আর কখনো মদ ছোঁব না', আবার তার পরদিন সন্ধ্যা বেলাতেই মদ নিয়ে বসত--দেখে আমার সর্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক-- এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না-- রক্তের ভিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে। কী করি! এমনি করেই কি জীবন কাটবে?

এক-একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন, এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়া-জাদুকরের মতো কালো কলঙ্কে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙিন করে তুলেছে। এ যে কী হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

একদিন আমার মেজো জা এসে হেসে বললেন, আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে। অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না; তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারী ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল টিকতে পারত-- এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রান্ধুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিঁকিরি কিরকম হয়ে গেছে!

এ-সব কথা একদিন আমার মনে লাগতই না, তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারি দিকে একটা ভাবের আবরণ ছিল; তখন ভেবেছিলুম, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমার লজ্জা-শরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা মডার্ন কালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি; সেই-সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাই নি; আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়ালই রইল না। কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বললুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না, মরে গেলেও না।

দু দিন বাইরে গেলুম না। সেই দু দিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেমন সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে

করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে, যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল, তবু নিজে দাঁড়িয়ে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করলুম। আলমারির ভিতর জিনিসপত্র একভাবে সাজানো ছিল, সে-সমস্ত বের করে ঝোড়ে-ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্যরকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলো চুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে; তা নিয়ে কাউকে বকতে সাহস হল না, পাছে এ কথা কেউ মনে মনেও জবাব করে 'এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা'।

সেদিন ভূতে পাওয়ার মতো এইরকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জানলার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ও পারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি! নিজেকে মনে হল আমি যেন পরশুদিনকার আমার ভূতের মতো, সেই-সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম-- সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক একবার মনে হতে লাগল যেন উঠোনটার উপর, বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে রেগে উঠছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যদি পারতেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে।

ওলো, অবাক করলি যে! -- এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা, ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, সন্দীপবাবু দিলেন। --সাহসের আর অন্ত নেই! বেহারাটা কী মনে করলে! বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল-- চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে, 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।'

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানাঘরে।

এত সকালে ? গোষ্ঠলীলা বুঝি ?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন--

রাই আমার চলে যেতে চলে পড়ে।

অগাধ জলের মকর যেমন,

ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই!

বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে; সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাব, আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি, অহংকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা তর্কে স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে-- সে যেন দামী হীরের ঝকঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি, সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই।

এই একবার মুহূর্তকালের জন্য ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই, এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। বললেন, এই-যে আপনি এসেছেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই!

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধরা দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর

নড়তে চাচ্ছিল না। এ কী কাণ্ড ! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন ?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে ? বন্ধুত্ব কি অপরাধ ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর ? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী ?

আমার বুকের মধ্যে দুর্দুর্ করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে ? আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ খুবড়ে পড়তে হবে !

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেছি তা জানেন ? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে কথা কি আপনাকে বলি নি ? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয় ; শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে ? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি ; তবেই তো সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল-- কেমন আঁচল জানেন ? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল ! সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব ! এই-সব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম গুঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে-- তার অনেক কায়দা-কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের ; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অটুহাস্যে দক্ষ করতে ছুটে চলেছে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল এখনই সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন ? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি, সে কি

কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস ? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে ! যতদিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধনির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সে অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল, সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনই কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না ! আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন যা মস্তুর মতো এখনই সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয় !

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন-- হাউ হাউ হাউ হাউ !

কী ? ব্যাপারটা কী ?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে ; তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি ‘আচ্ছা, সে আমি বিচার করব’ কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনই অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে একমনে মাথা নিচু করে সুপুরি কাটছেন, মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করছেন ‘রাই আমার চলে যেতে চলে পড়ে’-- ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন ?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি ? মাগীকে ঝাঁটা পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সকালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি ক’রে দিলে ! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে, একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত-- লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে ! তা ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে ! এই সকালবেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন নন্থু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম বাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম

উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো, আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না-- সেইজন্যে ভালো মনে করেই আমি দারোয়ানকে-- তা এতে যে ছোটরানীর অপমান হবে এ কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে পূজার দিক থেকে যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমনি করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানালার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ-যে মেজোরানী নিশ্চিতমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব--না ঘাড়মোড় ভেঙে এমনি সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমনি করে হারখার করে দিলুম কী করে।

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক হয়ে আছে। এস. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্‌ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক'টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্‌ পেয়লা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানালার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি, আশা আছে আবার আর-একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি, আশ্চর্য এই যে সেই নারকেল দড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলাগা হল না--তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছ-দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পূজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা। তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সমান্য আমাকে নিয়ে তোমার

সস্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে ; তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছে।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে রাগ হয়।

তিনি বললেন, রাগ আমার উপরে করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ম্বর সভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে ; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ম্বর হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বর হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ-যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে সেই ফোটোস্ট্যাগুখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পূজো করি নে, তাকে প্রণাম করা চলে না ; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর মধ্যে ঢাকা, সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চূপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই ; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে ? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে ? মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বার বার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে ‘আমরা চাই’-- সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টাঁকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা ‘আমরা চাই’। ‘আমি চাই’। এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী ; সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আশ্রয় হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত ; মানুষকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী ‘আমি চাই’ বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীষণ পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অটকলহাস্যে ভাসিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে-- হৃদের জলরাশি আজ শান্ত গভীর ; আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না ; পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে ; তখন এতদিনের বোবা শক্তি ‘আমি চাই’ ‘আমি চাই’ বলে গর্জন করতে করতে ছুটেবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে

আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! ‘আমি চাই’ এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি-- আমার এই উদ্দীপ্ত-আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে?

এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল-- মেজের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি ? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই ?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে, সেই বাষ্প সে ঘেরা ; তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শন এই পৃথিবীকে দেখবে এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে ?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এইজন্যে বাষ্প সে অস্পষ্ট। যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না ; মনে হয় সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু, আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগা-গোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছা করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে ; আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বলো, জাত বলো এ পর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে, নইলে ১ এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহির্শিক্ষা ; সে যখনই দক্ষ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে-- সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে ? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ

সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে ; কিন্তু যেখানে আমি-- নিজের দোষে না, ভাগ্যদোষে-- দুর্বল সক্রমণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমলা-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জন্মে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না ; এই-জন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেচুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ-জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই ; সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রক্ফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিম্বা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফুলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আআ বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাত ঝাপসা হল।

নিখিল বললে উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আআ ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আআকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আআকে সত্য দেখা তা বলব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আআকে দেখছ ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ দ্রুত মাঝখানে ?

সে বললে, আআ যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে ?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আআকে হারায় ; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোওয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই ; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই ? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা ?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারে বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুশকিল।

ভারতবর্ষে আমার জন্ম ; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধূয়ো দেশের ধূয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি-- ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই-- তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো ; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোট্টে না।

একটা প্রশ্ন কদিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি ? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে।

সেই কথাই তো বলছিলুম যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়, ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে, সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি ! ওর যত রস যত মাধুর্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই ; সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা ; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে ; আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না-- শুধু আমিই জানি ; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তা গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না, তাকে ছোট্টাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করছি কী ? দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে ? ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি ; ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাৎ নেই--এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আঅকাহিনীর খাতটা খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি. এ. পাস

করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো, সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম, আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। ‘আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব’-- এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনা অঙ্গুরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছটফট করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত-- ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি দুবার তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না, সেও বুঝতে পারছিল এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে যাবে-- সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি, এই সময়টুকুর মধ্যে একটা-কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লক্ষ্মাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো করত! এইরকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম’লো নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করে গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে-- এমন-কি, যা কখনো করি

নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না-- এটা নিখিলেরও সয় না-- এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই-সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায় ; তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি-না কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি ; আমার অসংকোচ পৌরুষের আঙুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁওয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে ; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে ; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে-- সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলাবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা-- সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। সে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম-- সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক ; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারি দিক টলমল করছে ; কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাষণ্য । আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে । সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপরিাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো ।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে ! খালের জল ঝিল্‌ঝিল্‌ করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠছে-- এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা ! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না । আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত । আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সহিতে পারবে কেন !

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা । সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি । কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধুনিত বেগ নয় । আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে । আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো ; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি । দোষ দেব কাকে ?

হায় রে--

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর !

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ । আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি । মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে-- কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর ।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুরুপক্ষে আমাদের শামলদহ'র বিলে বোট্টে করে বেড়াতে যেতুম । কৃষ্ণাষাঢ়মীতে যখন সন্ধ্যা-বেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম । আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয় ; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে ; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ', সেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তন্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতছে-- সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়-- তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিমযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে । আমার বিবাহের পর দু-বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে ; তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদ-বনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে । জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি

করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে, সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল। বিমলের মনে পড়েছে কি না জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর !

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে ; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও-- দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পারো।

আমার মনে হচ্ছে যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আশ্রয় করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-শরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র শ্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কী করে ? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে ? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলাম তার রঙ এত লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার ঝাঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্ গুন্ করে মরছি--

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর !

শূন্য মন্দির ! বলতে লজ্জা করে না ? এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল ? একটা মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল ?

শোবার ঘরের শেলফ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলাম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল ! সেই আনন্টাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্য অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল,

চিরুনি, এসেসের শিশি, সেই সঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও ! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো-- একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্মীয়ের সহপাঠী মুলসমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়া দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পূজা কর, আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পূজা করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও, তুমি অমন করে বলো না, তা হলে কক্খনো ও জুতো পরব না।-- এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর। এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার। এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ, এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্তিতেই গহণ করলুম-- কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব ?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়ৎটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন-কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো-- কিছু দেখতে বা শুনতে, বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না-- যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল, ঠিক সেই সময় পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু ? এ কেন ?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপর সে গরিবের একশেষ, ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম বেচারী বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্তসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটে টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্ছি তখন ও জোড়হাত করে

বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু ?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলাম। কোন্ দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন ; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায় ; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে-- তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহ্বারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলাম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলাম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললাম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূল-ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললাম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ-ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যেই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনা পাড়ির বাঁধনেই টঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পানক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল ; আজ যারা আমার

নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি, বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি পরিয়েছি শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি ; মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টারমশায় ; তিনিই আমাকে যতটা পেয়েছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টারমশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছে, কোনোমতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম নাহয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম. এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনই আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না-- তাকে এতবড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশী তীব্র করে তুলেছে যে সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি--

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর !

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন--

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া ?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন রাত এমন করে কেমনে কাটবে ? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। ষাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলেন। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল-- কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না-- সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল ; বললে: এই-যে আমি !

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে ; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায় ? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম-- অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল: অয়মহং ভোঃ !

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুখারসোমন্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল ; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারস্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেইজন্যে মনে হল, আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মস্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এই হল ব'লে, হল ব'লে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়-- আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি অশিশ্বাস করছ ?

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা

আমরা জোটোতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এইরকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা এ কেবলমাত্র একটা নেশা! কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রোশনটোকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না।

বলে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন--

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে

নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হালকা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,

বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি--

আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব

যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়? রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে,

সব হারাব হাসিমুখে,

আমি এই চলেছি মরণসুধা

নিতে পরান পুরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাহ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টাঁকতে পারব না, আমরা অসাহ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে

এ রস তারা কেই বা জানে,

আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে

ডাক দিয়েছে দূরে।

এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা

পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্য-দেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা-কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল বলে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা ! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে ‘বন্দে মাতরং’ আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে ‘বন্দে’-কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে !

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল ! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির স্রবের মতো অস্পষ্ট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে ; একটা দীপ জ্বলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপুত্রাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি, যেন পৌঁচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই। না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজালো সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের ? সব যাবে ; আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে ; তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না !

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পুরো ইন্সটিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এ দিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের

চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারো উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু ; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তার চেেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাতে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন বিলিতি চিনি বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন পিতলের ঘটতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন ; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন ?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটটিতে তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তার একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক দিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাস্ক বাস্ক দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না সাজিমাটির

ডেলা ? আমি বুঝি জানি নে ? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলেছে, একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়-কাচা চলতে লাগল।

আর-একদিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে তো আমার চাই। মাথা খাও, আমাকে এক বাঙিল--

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজোরানীর ঘরে বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি লেখবার বাস্তবের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালেভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপর হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে, সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে বুঝাতুম যে, উল্টো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন ; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড ! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না !

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কি ? কত খুশি হয় বল দেখি। ছোটো-বেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তাদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর-তো কোনো নেশা নেই-- এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই-- এইখানেই ও মজবে !

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন ; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো। মেয়েমানুষ অত সোজা নয়-- সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখানেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জেলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জেলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জেলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাটবাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে ; এই এলাকা থেকে বিলিতি অলঙ্কারীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবর্দস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করেই বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন; তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রের হলাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-একদিন গান ধরতেন--

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।

এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।

তখন নানা তানের ছলে

ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,

এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি--নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে-- আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে-- ঐ আমার ভক্তকে-- ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। একদণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আশুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে? একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে একরকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন; তিনি বলতেন, ঘাড়

জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিখাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন ! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃগাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার উর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল তোলা ঘাড়ের উপর-- হায় রে, সে কথা আর কেন ?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের ?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বললে, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে, এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজে, কম কী ! ডাক্তার খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিণে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে। মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে ?

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না ; সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙুন চলে গেছে ; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে ‘বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি’, সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না-- কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন ? আমি কী পাপ করেছিলুম ?

এ দিকে যে ব্যাবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ-যে মাস্টারমশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষ কালে মাস্টারমশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি

বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘর-দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ে।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল ; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী ! মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।

হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি ; ভক্তি আমার পাওয়ার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু খুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু-বা ধান, কিছু-বা পাট, কিছু-বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দু মাসের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল ; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এইরকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কালেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কালেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে ?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টারমশায় ছিলেন ; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে--

মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সহিবে কেন, আর এদের সহিতে দেব কেন ?

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন দিশি চিনি দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টাঁকে থাকবার জন্যে-- ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না-- ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত-- আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আশ্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিতে আমাদের হাতে রাখিয়েছি; এমন-কি, অন্য এলেকার হাতেও আমাদের সুতো পাঠাই--

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাতে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়। তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জেলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁদের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যেরকম ব্যবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাজ হয় তখন দিশি কারুকার্যের

নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে-- আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন বলে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি দ্বিধা হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।

মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে এক-শো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওর অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে-- লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে এক-শো টাকা জরিমানা।-- এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব, বিলিতি ব্যবসার অস্ত্যুষ্টিসংকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেঘে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বোরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব--

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন--

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যাচার করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টাঁকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টাঁকবে।

মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরূপ সত্য আছে, এ কথা যে লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়?

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টারমশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম করে সাধন করছে তারা ব্যবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য-- আমি যখন কনগ্রেসের দলে ছিলাম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি, যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টারমশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললে, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা,

কাঁটাগাছ ; তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল ।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল । মাস্টারমশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল ? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক । ও অমাবস্যার চাঁদ ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে ।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে । ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে ।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি । আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ । এমন-কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে । এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথাই মিল নেই, কিন্তু হৃন্দের মিল রয়েছে ।

আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে আমিভ্রাঙ্কর । হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি ‘প্যারাডাইস লস্ট’এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন ।

মাস্টারমশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায় ?

আমি বললুম, আপনি বলেছিলেন, যে বিধেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাটিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করছে । ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই ।

আর এক-শো টাকার জরিমানা ?

সে জরিমানার টাকা किसের থেকে আদায় হবে ? জমি যে আমার হবে ।

আর ওর কাপড়ের বস্তা ?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি । আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয় ।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিশের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টার পর্যন্ত শকুনি-গৃহিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমি মরব ।

কেন, তোর কী করবে ?

ঘরে আমার আশুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে-সুন্ধু নিয়ে পুড়ব ।

মাস্টারমশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে, তুই ভয় করিস নে ; তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না । অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না । যত সহিব বোঝা ততই বাড়বে ।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজিস্ট্রী করে আমি দখল করে বসলুম । তার পর থেকে ঝুঁটোপুটি চলল ।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের । পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারিশ কেউ ছিল না এই কথাই সকলের জানা । হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত ।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে ।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতিনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায় ; কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারো কারো জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্গহ নিয়ে আমি যখন খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম ; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে ?

বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা ?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটোরানী ! মনে হল এক-শো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম, শোবার ঘরে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম, যখন দেখা গেল সর্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত, যেন ঘরটা সুদূর অন্যান্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয় ?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো-না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে ?

সে কী কথা। ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে ? তুমি হলে--

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে ? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যে--

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে

ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেরেও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যেরকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই-সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমস্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন এক দল শালিক আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে; বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোওয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ খুবড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করছে-- আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমস্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে-- কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। যে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্বুদ উদ্গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে ক্শ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুর্মূর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে

আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মূলতবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই-- তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অঙ্গুরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা-ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার জয় হবে ; আমি সহজের রাজ্যে দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি ; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম-- যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়িগুলো আবার এক-একদিন টন্টন্ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েছি ; তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি যে কেবলমাত্রই আমার-- তার দাম কিসের ? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।-- কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলাপথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক ! আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝকঝক করতে লাগল। বুঝলুম, নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই কিন্তু আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তি-বিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইঙ্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট, তখন তুলি আর রঙের বাস্ক।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আঙুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্থর্ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চোকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল; কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আঙনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী ?

বিমলা একটু কেশে তার বন্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেনসিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না ; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরস্বতা ! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল ! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন বিম্বিম্বি করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে ! হর হর ব্যোম ব্যোম !

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।

একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জার্মান শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-কাঁটা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায় ? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্বির যাতে না হয় আমরা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে

আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায় ? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলেয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব ?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আর বিলিতি গরম কাপড় ? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে। তাতে তাদের শখ মিটবে না তা জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি ; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না ? আমি বললুম, দায়টাকে কারো ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ে-পড়ে হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাতে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোর করে বললে, হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন--

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে ?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হুজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন--

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা ? কত টাকা ?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল।
বার বার সে কী করে বলবে যে ‘পারব না’ ?

আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয় ; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বললুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা দিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব ?

আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয় ?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে ?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং !
‘বন্দেমাতরং’ এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্ধুকের দরজা খুলবে, ভাঙার-ঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং !

মন্দেমাতরং !

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুণ্ঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাঙারের কোনো লোহার সিন্ধুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অস্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, আর শক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে।

তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তগা আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝগড়াটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষজাত এইজন্যেই তো সর্কর্মক, আমরা অর্কর্মকদের মধ্যে ঝগড়াট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাআ চাইছে, যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলের চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার খলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত এক বার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের হৃদবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। ‘অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ’ বলেছে; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো-আনা, এমন-কি, পনেরো-আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো

ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই ; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকা ডোবানো হয়েছিল পুলিশ তাকে সন্দেহ করেছে ; লোকটা পুরোনো দাগি, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায় ?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শঙ্কাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিশকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন ; নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে ; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে ; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি, কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক ; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই

সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুঞ্চ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদগর। কা তব কাস্তা, কস্তে পুত্রঃ !

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নামবে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলামাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণায়ন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটিমাত্র পথ আছে।

আমি জানি, সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাথে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুল্‌বয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে

চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে ; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল ; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানাতে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না ; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি ; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্পন্দশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে-- আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি ?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিম্বা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়েসে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল ছুঁ করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ব'লে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারী তোমরাই, সেই পূজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমিই দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে-একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে ব'লে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেছে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনা যাবে না। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খস্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে-রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সে-রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে-রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই-রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি-- জানি নে তুমি আমার

কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক-রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে ‘আপনি’ না বলে ‘তুমি’ বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন ; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার ; তোমারই কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে ; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরেশাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায় ; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। ‘তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে !’ কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পূজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসে ছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে, দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশুরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি ! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি ! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল !

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না-- কান্না-- কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্। এই শক্তিরই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে ? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল ; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং !

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই

দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা ; সে গদগদ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের ? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাস্তব ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে ? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল ; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনোদিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে ? কিন্তু আর সময় নেই।

সংকোচের বুকো পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্জন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকোর উপর পাথর চেপে রয়েছে ; বোধ হয় সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ-আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকো লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই ; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন-কি, তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল--

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল

স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।

বাঁশির ধনি হাওয়ায় ভাসে,

সবার কানে বাজবে না সে--

দেখ্ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা-- 'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'। 'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল' ! বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা

বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক-- সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আশ্রয় নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পূজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পূজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অস্থানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পূজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম-- যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই; আজ ওরা বুঝতে পারছে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে।

যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ে রকম ভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে--

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়--

আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে ; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে ; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিশের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, ‘স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফর্মাশ দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি।’ আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্জেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন ; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সেই করেছে, ‘মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।’

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি. এ. গম্ভীর ভাবে বললে, আমরাও শুনেছি দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবর্দস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয় ?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরিডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই ?

আমি বললুম, কে বললে নেই ? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম. এ. বললেন, তা হলে ঐ দাস-ব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি. এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। ঐ-যে ও পারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার, কিশ্বা সানকিভাঙার চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন ? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন, যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকতাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ. এ.-প্লাক্‌ড্‌ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোল ; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতাই যখন যে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এইসমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে ? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, এরাই তো প্রভু। যারা ষোলো-আনা ইচ্ছে করতে জানে না তারা হয় এদের ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বললেন, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি, পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে ; কেননা, এগুলো ইন্স্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে।

নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাতে ঘুম হয় নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো ; আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ; বললুম, তাই যদি হয়, তবে এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাভ্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সেই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল--তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেই জন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা, সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম. এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্ৰমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি, সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘর-বাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন ?

হাঁ, আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার, মাস্টারমশায় যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাস্ক আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চারদিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেছেন। তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী-পূজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল ; তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মিড বুকুর ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড়

করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ স্পান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্তের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই ; এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জল স্থল আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর শ্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেঘ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত ; মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি, ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয়-ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি নিখিলেশ ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জয়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা !

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টারমশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছুকাল আমি বাগানে যাই নি, আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায় ? আমি ভাবছি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা !

সে চমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সেই দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঁজরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে किसের জন্যে এখানে ধরে রাখব ? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জের করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে ?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অনন্ত আমি তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীরা কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ে না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টারমশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টারমশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টারমশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টারমশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্র পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন ; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা ; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বললুম, মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায় ; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেরে দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্বারের মতো ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশায় ক'দিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায় ?

মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে ? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন ?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব।

আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল ; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এতবড়ো অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব ; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে ; ‘হাঁ’ও বলে না, ‘না’ও বলে না ; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আরমা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথখরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে-- তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যে একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল ; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো ? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে, নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে ! দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে, চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যিক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতবড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল-- আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম, সেই অমূল্যকে, আহা সে ছেলেমানুষ, কচি মুরলী বাঁশটির মতো সরল এবং সরস, সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হল কী? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জাঁদের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরানী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিম্বা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'-- তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট ! এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। বর্না একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব !

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এতবড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে ? এ যে ভরপুর সত্য, দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই-যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে-- ঐ-যে বড়োরানী মালা জপছেন, মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালীর গান গাচ্ছেন-- আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজার গুণে সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়, এনে দেব ! কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কি একটা কথা ! এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি ! এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব পারব ! একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই ? কম্পতরু কোথায় ? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন ? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা, এই-সব সন্ধান করছি ! অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে ? মনে দয়া ছিল না। যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মস্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনই আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল-- কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘন্টায় ঘন্টায় ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না ?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না ?

হায় রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললুম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায় ?

সে অস্ফালনমুখে বললে, বাজার লুঠ ক'রে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম ?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে, আর-কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে ; ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বল কী অমূল্য ! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তার যে--

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায় ? দেখুন, আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত !

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে ! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধরে ; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে ? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না ? কেন একে বলছে না, 'ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম' ?

জানি জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যতবড়ো সিদ্ধিই হোক, মা যে বাঁচাতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যতবড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনই মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বললুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম ; বললুম, অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন শো পঁয়ষটি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়ালো তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে।

ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি, তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি-- আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি ?

মরণ প্র্যাকটিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম-অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ ! এই কি আমার স্বভাব ? কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে ; কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে ! আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরং ! আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরং !

পাঁচ হাজার চাই ? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই ? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে ; তার পরে মাতালের উৎসব ; অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আঙুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না ; তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে ; সমস্ত আঙুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে-- কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন

তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পূজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়ছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান ; এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। এই টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে। এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার ? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই ? প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন ; বলছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে ! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি ; আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ ; তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত ; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন ? বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন, আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি !

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামাকাপড় ছাড়েন, সেই জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল, মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত-পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব-কটা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয় ! চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ! হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা !

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার ! চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং ! দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয় !

কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে মন যে দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম। অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম, সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার

শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি ; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয় ; এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব ! চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো ! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি !

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাতে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব, সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন টাকা আছে তেমনি টাকা থাক, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাতে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না ; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকা-চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো ; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস-চুরি, ধর্ম-চুরি।

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আঙুটে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দার টবের গাছ-কাঁটিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর ?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনই আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজোরানী বললেন, তোদের দেবীচৌধুরানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী, প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিল্পি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল, এখন দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছটফট করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এফ্ফনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না, শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মানসস্ত্রম যা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে! এর উপরে অল্প একটুখানিও আবরু রাখতে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোওয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না, প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম, আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল-- সেই মা, সে যে একই মা! আহা, ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত, ও আমাকে বললে কিনা 'আমার হাতে বিষ তুলে দাও', আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই রানী!--

রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থর্থর্ করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে

বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক ? ও যে রাজা !

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি ?

করণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল ; মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী ! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি।

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ-চোখ আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্টো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেপ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না, আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যের করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো, হল্‌হল্‌ করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে ?

অমূল্য বললে, তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী, আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যের দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে ?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী !

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তুণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তুণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না ; সে বললে, রানী, তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার ?

আমি রুমাল বের করে দিতেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। বলে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম ? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল ? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমাম্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উঠলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুখা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল। আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দেমাতরং !

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময় শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ঝকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে ; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে ; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি

ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই! ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে; অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে সেও আমি পারি নে, আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন; বললেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা--

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেই সঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যেরকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তাঁর মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই তোমাদের বড়োরানীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে, দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কী লো ছোটোরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু, তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজোরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা ঘন্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনই একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না; তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার

মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই। আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজোরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা, আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো। এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাস্তু নিয়ে মেজোরানীর কাছে খুলে দিলুম; বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজোরানী।

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি! চার দিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না; আমি সন্দীপকে বললুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার--

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বললে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়াই। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাস্ক বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি, না, গয়না বিক্রি বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ও-সব কথা রাখো, আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাস্ক, আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাস্কের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্ণমুখে রেখে দিলে ; আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ-সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে এ কী লজ্জা। সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি ; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাস্কে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের !

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার ? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারো আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে ?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে-- আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলোটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি ?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তিক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে।

রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন, সংসারে যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অসুখ। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আঅঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি ?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে! বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান ?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ--

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করার সময় নেই!

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, রানীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না, বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রেই গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনই সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন ?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন--

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স ?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একটু শক্ত করেই বললুম, আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না ?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বললে, তুমি মনে করছ তুমি

আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে-- আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজবর্দস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আশ্চর্যজনক। আমি একটা কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাস্তু গয়নার বাস্তু।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছই নয়!

যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়ানি হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা করো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবলই যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না-- মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না! সেইজন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনই সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল, সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রক্তপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। আমি বইয়ের শেলফের দিকে মুখ করে বইগুলোর

নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল, ওহে নিখিল, তোমার শেলফে ব্রাউনিং নেই ? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম--মনে আছে তো ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই ? বল কী, মনে নেই ? সেই যে--

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her!
There are plenty... men you call such,
I suppose... she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them:
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না ‘গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি’। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই, বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্সপেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, সে খাসা তর্জমাটি করেছিল-- পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়--

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার-পানে দৃষ্টি হানা ?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদিচ ভাই, আমি তাদের গণি নেকো মানুষ নামে)--
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধল ধঁরে বিদ্ধ করে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ ; নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা-পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন ‘কাব্যজ্বরো মনুষ্যাগাং’ আমাকে ধরবে-ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে ?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলাবার উদ্যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি ?

আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্ভিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে। আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মুসলমানের ভয়ে, না আরো কোনো ভয় আছে ?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা, আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই-- চুরি তোমারই, তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ-- না হয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার। এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে--

মধুস্বাতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।

যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।

যার যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হয়--

ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।

যখন আমি ছিলাম কাছে তখন কত দিয়েছি গান ;

এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান ?

পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে--

আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।।

সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণও নেই-- একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না ; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। বললে, রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন ?

আছেন।

বোন ?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য ।
দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি ।
আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাতে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো ।
সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব ।
তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য ?
মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম । ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব
দিদিরানী ।

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটির সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনো কাটা হয় নি তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায় ; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয় ; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে ; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না ; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অন্ধুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে ?

যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে বিমলা মায়ার তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টারমশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী পূজোর আয়োজন করেছে। এই পূজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ-মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে ; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে

তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর ; সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য-আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তা হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মস্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্।

যাই হোক দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কেনো হাত না থাকে। মস্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে, যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু, এই ভুল-বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শান্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া ; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে--

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাস্ত্রে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই-যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা, ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি, চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু 'দেশের হিত করব' বললেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যবসা চলে নি-- আর খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যবসা ছুঁ করে চলবে?

এক কথায় বলুন-না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যবসাকে ব্যবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক' বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অউহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিঁম কিন্সা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই-যে আমার কলের জাহাজ-- দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন ওরা

জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দক্ষ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর ! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে ! কাল রাতে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল, আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজারি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাতে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই ডাকাতেরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবারি পুলিশের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শাস্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ !

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন ! ঠাকুরপো, তুমি নাহয় ওদের একটু মন রেখেই চলো না। দেশসুদ্ধ লোককে কি--

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

এই সেদিন শুনলুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে ! ছি ছি ! আমি তো ভয়ে মরি ! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই-- আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শাস্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও-- এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয়-ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করলে। অল্পপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ ওটা ভালো করছ না। কোন্ দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে-- আমি টাকার জন্যে ভাবি নে ভাই, কী জানি--

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা ও টাকাটা বের করে এখনই আমাদের খাতাঞ্জিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী, বললেন, এই সকালবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে ! অবাক করলে ! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে ! ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি ?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে এই ব'লে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিশ-ইন্সপেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন ?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে ?

ঐ কাসেম সর্দারকে ।

সেকি কথা ! ও-ই তো জখম হয়েছে ।

জখম কিছু নয় ; পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে, সে ওর নিজেরই কীর্তি ।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে, ও বিশ্বাসী ।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না । তা বলা যায় না ।
এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও একদিন হঠাৎ--

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না ।

আপনি দেবেন কেন ? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে ।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন ?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই । আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা । ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে ।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাতেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্সপেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন ?

তিনি বললেন, না সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন ।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই ।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি ।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নে । ভয় নেই তোমার, বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না ।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না ; কেবল খুবই অত্যাঙ্কি করতে লাগল-- চার-শো পাঁচ-শো লোক, এত-বড়ো-বড়ো বন্দুক-তলোয়ার ইত্যাদি । বুঝলুম এ-সমস্ত বাজে কথা ; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে । ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ, এমন-কি, তাদের এক্রম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস ।

আমি বললুম, দেখ্ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে । হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই ।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টারমশায়কে ডেকে পাঠালুম । তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই । ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না ।

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ--

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে । দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও ।

আর এক দিন সময় দিয়েছি পরশু এরা সব যাবে ।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও । এখান থেকে তিনি

বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও ; মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠছে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি যুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে যুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না! সত্যের জন্যে মানুষ ম'রে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অটুহাসির মাঝখানে। কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাতে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাতে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা-রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকোর ভিতরটার কান্না।

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তন্ধ-- তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাতে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে! হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশু, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়-হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল, তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে, বুকোর উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু, স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হয় হয়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেই দিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে! আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লুগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে তার এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিশে ধরেছে। আমার গয়নার বাস্ক নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে-- কার বাস্ক, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষ কালে আমাকেই দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী, এত কাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও, আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব।

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ি-ভিতরে মেজোরানীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা সংকুচিত হল; তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটোরানী, তোর হল কী? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি-- করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন? আমার এখানে দুপুর বেলা তোর নেমস্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান এমন-কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি ?
সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু !

বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে যখন ঢুকছে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে আজ সন্দীপ এসে উপস্থিত হল।
বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার
জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে, অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল ! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কী করে ! বললুম, আমার
একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো
না ভিড়ের লোক, আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি--

অমূল্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন ?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর
থেকে আমার গয়নার বাস্ক বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম ; বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি ?

কোথায় যায় নি ?

কলকাতায় ?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছক-- অমূল্য রক্ষা
পাক।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশি রানী ? গয়নায় বাস্কর এত দাম ?
তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে ? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে
আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও ?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না ; ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার
মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো
এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে ? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত।-- তা হলে এ
সমস্ত গয়না আমার ?

এই ব'লে সন্দীপ বাস্কটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার
চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে, মুখ শুকনো, উষ্কখুষ্ক চুল ; একদিনেই তার তরুণ-বয়েসের লাভণ্য
যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাস্ক আমার
তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন ?

গয়নার বাস্ক তোমারই নাকি ?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য ! তুমিও মরবার আগে ধর্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে ?

তখনই সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাস্ক আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি--

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাস্ক নিয়ে ? ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী ?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায় ?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার, এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না, কখনোই না ! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না।

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাস্ক যদি আপনি নেন--

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, অমূল্য, তোমারও এত দিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে ; মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিস তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাস্ক আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করি। এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝা-পড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি ?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাস্ক নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ-হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে-- এখনই তুমি বাড়ি যাও, যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর তেকে একটা পুঁটলি বের করে বললে, দিদি, ছ-হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলো ?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলো ?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যে অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য ? এ টাকা কি--

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি-- আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু যতবড়ো অন্যায় ততবড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম !

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জানো দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ-হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না। এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে -- ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস নে, এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য-- না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে, পুলিশ সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায় নি, ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখো অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।-- আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে ? -- সন্দীপ বললে, জোর করো, ভয় দেখিয়ে।-- আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। -- সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে। -- কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।-- সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল ! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি ! বলো বন্দেমাতরং ! ঘোর কেটে যাক। -- তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দেমাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না ; বললে দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও। বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে, তারপরে আমি বলব। এখন নয়।-- আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-কটা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। গিনি এনে দিছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর

থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাস্তু নিয়ে তোমার কাছে এসেছে! এ বাস্তু তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিলে না! আবার বলে কিনা, এ গয়না ওরই দান! আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু, অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না, অমূল্য, এখনই যাও এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখে এসো। পারবে না লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

ও কথা বোলো না দিদি। যে রাস্তায় চলেছিলুম, সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ--এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব, কোনো ভয় নেই। তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নেমস্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্দের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; বললুম আচ্ছা।

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন! এত লোককে নিমন্ত্রণ! আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে! আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হবে বাজল সে শুনতে পেলো না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কী রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনই জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে

লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ। আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এই লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তুণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিনী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো। একেবারে নিঃশেষে মারবে, না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি; বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল; ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আশ্চর্য মতো, এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জয়গাটির সূচগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্গল্ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সেরকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দর্জির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে --

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন; খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না; একেবারে গর্জে উঠল, তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! তোমার যে--

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্তে খাটে না সে-মুহূর্তেই ওর আর জোর নেই। রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়। দুর্বল! দুর্বল! ও যতই রুঢ় হয়ে উঠে ককর্শ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে! অপমান করো, আমাকে আপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যে-রকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন ; বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অনুচর নাকি ?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর ?

হাঁ, জোর।

আচ্ছা বেশ, নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষীরানী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মস্ত বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয় -- বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন-- বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণন্ত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো ; এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে ; সেই বিষ পান ক'রে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া ! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংঘমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া ! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরে সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি ! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো, এরা সবার ভালো করতে চায়-- যেন সবই সত্য ! কখনোই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে ! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে ! আমি ভালো নই, আমি ধার্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! এই কিছু-আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে

দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘন্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়, যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা; কিন্তু তবুও-- আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো; আপনাকে জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন! মাঝের থেকে দক্ষ হয়ে গেলুম। প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর-এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়; সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে-- সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন; তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুখ, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুখপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ-- মাতলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সমনে নৃত্য করতে থাকে। বলে তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বরণ করব; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে। তোমার কাছ আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে প'ড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে; মূহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম; আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল; আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম, তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব-
- এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাস্ক ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যঁাকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ে।
আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম, এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকে খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্ছে বুঝি ?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি ?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে ; আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাঙ্কা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা। এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, অবাক করলে ! তোর মনে একটুও ভয়ডর নেই ?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পারো না ! কাছারি লুঠ করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত ?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে জামার পকেটে চাবি থাকে সে জামাটা তখনো আলনায় ঝুলছে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম, কাপড় ছাড়ছি।-- শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল ! কত লীলাই যে দেখব ! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে। ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি ?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজোরানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন ‘বলি এত সাজ কিসের’ আমি বললুম, জন্মতিথির।

মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন

ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি, এমন সময় সে এসে পেন্সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সক্ষ্য হবে। অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চল্ল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতি মূহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারো নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতবড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন; তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করোঁসে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলি নে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম, এরই মধ্যে কখন--

কেন, কী চাই?

শুনছি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তাহলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চমকে চমকে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি বললুম, হাঁ ঠিক। মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি সব সমান। তারপর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁওয়া, স্বপ্ন।

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল ব'লে, আর কয়েক ঘন্টা মাত্র আছে, এই সময়টাকে কেউ এক দিন থেকে আর-এক দিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই; অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার

যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে ; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হয়ে যাবে-- জানাশোনা, হাসহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন-জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মসর্গের দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি-- সে আমার বালকদেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে ! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সহিব কেমন করে ! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম ! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম ! জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠছে, পুলিশ আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী-চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুক তুলে রেখে দাও।-- ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, এ কথা বলি কার কাছে ? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা, আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাস্কোয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল ; বললে, রানীমা, এই বেনারসি কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী-- থাক, সে কথা কল্পনা করে হবে কী ! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে, সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে ?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করেত গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে ? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পরে পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজোরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, কিছু শুনব ন, দরজা বন্ধ করে থাকব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আসছে ; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানীমা ! আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে আমার এখন সময় নেই।-- থাকো বললে, মেজোরানীমা'র বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন, সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি। এর মাঝখানেও গ্রামোফোন। তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছে; ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না; তবু থাকতে পারলুম না, বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও। বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। অমূল্যবাবু নেই-- সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে সে আর নেই! সম্ভব অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে?

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না। কেবল ছিল তার সেই ভাই-ফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে, বালকবেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালারা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধুনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমূল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে, তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রি-বেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইছে। কেননা আমি যে একলা; একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছু নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে, তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল অঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই, যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন ? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি ; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি-- অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক ; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না ! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সহিতে না পারেন। এসো, এসো, এসো-- তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপর এসে দাঁড়াও, প্রভু-- আমি এই মুহূর্তেই মরি !

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে ? আমার স্বামী ! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সহিতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জেয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম ; ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি ?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে ? থাক্ গে আমার কথা।

তিনি আঙুে আঙুে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায় সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে ! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে ? কত দিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে ? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে ?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে, আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারবারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে; যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে; এবার বেরিয়ে পড়লুম, চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ-- তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পারো প্রিয়ে? সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের বর্ণা বারে পড়ছে, লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাস্তু ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল মানে কী বলো তো।

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারি নি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি? তা হলে একবার এসো, একবার দেখো'সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।-- এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমের বাস্তু আর পুঁটলি। একটা বাস্তু খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি; এই-সব দেখছ এক-এক-টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুনি, আর এই--

কিন্তু ব্যাপারটা কী মেজোরানী? এ-সব বাস্তু তুলেছ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

সে কী কথা?

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে খেন্না ধরে, সেইজন্যই তো এতদিন ধরে

তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানের আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপখ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারের বাহক ছিলুম আমি ; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল ; মেজোরানী আমার দুঃখ সহিতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন, এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সহিতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে ; কত ঝগড়াও হয়েছে ; বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে ; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে মনে হয়েছে, বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে ; সেই সম্বন্ধের শাখাপ্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাস্তু বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মদ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ পর্যন্ত কখনো এক দিনের জন্যেও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তার সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাস্তু-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনোদিন বুঝি নে। আমি বুঝেছি টাককড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটোখাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বারবার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয় ; তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি, বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে, এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে যা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তাঁর এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম ; বললুম,

মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয়! যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদু নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হালকা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি; বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে 'আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা', এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।-- কখন বেরোতে হবে ঠাকুরপো?

রাস্তির সাড়ে এগারোটায়, সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে, আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো; গাড়িতে রাস্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে দেখলেই মনে হয়, আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো, এখনই তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গো, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম, একবার দেখে আসি গো, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।

বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো--

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই; সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্ গো, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গো। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধরে বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায়

দমাদম ঘা লাগালুম।

মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি ?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ে ; দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য, বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে ! এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিনী ! কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে ! আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে--

না, তুমি কাজ সেরে এসো, তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী, অমূল্য যে !

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আঞ্জো হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে ক'টা বাকি আছে রুম্মালে বেঁধে নিই।

বলে পিঠেগুলো সব রুম্মালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী ?

দারোগা হেসে বললে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল ?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে।-- চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে-সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে ?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপার-খানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব।-- বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল ; পড়তুম রিপন কলেজে, একদিন স্ট্রাণ্ডে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ ফসকে গেছে।-- মহারাজ, এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে ?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে ? ওরা যে বলে ডাকাতের দল--

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাতে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্‌ আই লণ্ডনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্ছা গেল ; দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিঁদুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে ?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন ?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে ?

ছোটোরানীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। সে একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল ; পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো

দেখি নি ; সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে !

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দেমাতরং মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি-- তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে ব'লে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম, এখানে আমার আর দরকার নেই ; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুতলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে, যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার ; আমরা নিবোনো ; আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার ; নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে ঠাকুরপো, আমি বলি বুম্বি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি ?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যান্যমনস্কতা ! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে, সে চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই ?

আমি তার জবাব না করে এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে ? এ ঘরে তো--

মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না ; সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজোরানীর সামনে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস ?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম, চারি দিকে চুরিডাকাতি হচ্ছে, ছোটরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল ; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক, বিকেলে ঢাকাটা বের করে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বলল, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায় ?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার ! এত টাকা খরচ করলি কিসে ?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না ; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন ; আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাঞ্ছা যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম ; জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা ; কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি। পান নেই ঘরে ? না হয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে-না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি ? বেলা যে ঢের হল।

এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কিরকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না ; কোনোদিন সে প্রশ্নও করব

না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন ; আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে কারো জীবন একলার জিনিস নয় ; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারি দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবর্দস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে ; আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না ? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না ; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফর্মাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক-- আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশুঁষা কাজ করতে পারবে ? যে

আব্রূর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রূ যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব ; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব ; একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে ? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে ! তার পরে ? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে ?

একটা কী খট্ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরে ঢুকবে কি না ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়তাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল ! সে থমকে দাঁড়ালো, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পূজো করতে দাও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে ! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য-- সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব ?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আশুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না। তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন?

খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময়ে বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা ব'লে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল, ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচকাদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু--

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটির পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তু'র হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না-- তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী ! এই নাও।

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, সন্দীপ।

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে অতএব এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃদপিণ্ড-মালিনীং !

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই-- কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন ; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে ? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিচ্ছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরে মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি ? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন ?

বেহারাকে বললেন, ডাক্ ডাক্, শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনোদিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন,

মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা সকলে মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠা হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানালার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো-- তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘন্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেরকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেরকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছন্দবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে, কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘন্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপিচুপি বললে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাক্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাক্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন ?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু ?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।

ସରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକ୍ତର

ଡାକ୍ତରଜ୍ଞ

୧୯୧୬

জ্যাঠামশায়

১

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক-- তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাআকে দেখিতে পাইলাম; তাই একমুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দেশের মতো, বিনা কারণে দেশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কৰ্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ্য করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরোও তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্র সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে--

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না, শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গর্গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি!--আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা। তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা-কোনো দামি কম্বল

অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই। আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য? শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মন্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নির্ভাবান কায়স্থের ঘর--জাতি হিসেবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার-বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়িয়া উঠিবে! ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্কিন্স আমাদের কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা। এইজন্য মিলটন-শেক্সপীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন: মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা, আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজম্ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল; সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

২

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাওয়াই দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক

করিতেন--

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া

সেই বুদ্ধি বলিতেছে, যে ঈশ্বর নাই

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন, যে ঈশ্বর নাই

অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যালথাস পড়িয়াছিলেন ; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উলটা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই, সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমন বিপরীত--এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটানিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবায়ত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহাৰ, সকলের হইতে তাঁর আহাৰের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন ; থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয়ভক্তি করিতেন--গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উলটা দিকে। কারো কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতামূলী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা,

জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারো মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারো মতে বাংলার জন্সন্। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্ণার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্ কোন্ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্ করিত। তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধু ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধুর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেস্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার ; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেশু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন: মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা ; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না ; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি ; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণ-সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতদ্বঘটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন-সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয় ; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে ; তাই এক পক্ষের টান

যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন ; দাদার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না ; মুর্গি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইঁহারা এত দূরে গিয়াছিলেন যে মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো-করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই--তাহাতে না আছে পুণ্য না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্শিশের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে' আপনার গরজটা কী ? তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই একেবারে নিস্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেশকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি ?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে অপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর !

হাঁ আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি ; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়-- তাহাকে

বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা ?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল, আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জগ্ৰত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিত্তি। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না, শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

8

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া হাঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট, এবং সেই কারণে সেবায়ত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না ; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি দেব-দেবী মানেন না ; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না ; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়ত-পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজুরী আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী ?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আশ্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিষাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আশুণ তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জগ্ৰত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাক-ঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে ? জগমোহন

বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্তঃসন্ত্রস্ত সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই-যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুডবাই শচীশ!

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাস্ত্র ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজার ঘা দিল--তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক-দুই-তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিস-পত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারম্বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং

সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘন্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৫

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চোকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কী ?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর-দুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আশুনি। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে ; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর ! কিন্তু, বইগুলো ?

যতদিন কাজ জেটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, এসো, আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া ?

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না ; তাঁর চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল !

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না। আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই

বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি।--বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন ; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল ।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ-ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সঙ্করণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না ; সমস্ত উলটাপালটা ; আর আমার কথা যদি বল, কখন নাই, কখন খাই, তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালার অনুভব করে নাই, এমন-কি মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত ; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দের আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া !

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না, সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না ; সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না, এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল, ননি জগমোহনের মেয়ে ; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল ; কিন্তু চেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, এ কী কাণ্ড জগাই ! পাপ বিদায় করিয়া দে।

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে ?

কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে ! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব ? হরিমোহনের এ কেমন কথা !

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে !

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম

দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষাণ বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালের ও পাশেই বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে, ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া!

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায়ে নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান। জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনে নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তাই বটে! তুই এখানে!

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিম্বা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, ননি!

এমন সময় জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, বেরো! আমার ঘর থেকে বেরো!

পুরন্দর ত্রুঙ্ক বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিশ ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চালিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত, কলিকাতা শহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারতপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল, একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুস্কৃতির প্রতি তাঁর একপ্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে, ইহা তাঁর কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী কাল্লা কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁষিল না।

ননি দিনে দিনে স্তান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্টমাসের ছুটি। জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিশ ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, ‘আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।’

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন। অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিশের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী, দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো একটা শহরে চলিয়া যাই; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে? আমি ননিকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইন-মতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

৬

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উষ্কাখুষ্কা আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি ?

জগমোহন কহিলেন, সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো--তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে ?

শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি ; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি--আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি ; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন টোঁকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে ! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভূতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, এ কী শুনি ! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না ? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি !

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই ? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই--

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীর মতো ! এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত ; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, মা, আমার মনের মতো করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব--এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়া ছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো। এই বলিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন; ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে; তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন :

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

--পাপিষ্ঠা ননিবালা

শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজতক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুণ্ঠিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি-

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া ?

কাদের ?

ঐ-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তাঁর মেসে গিয়া বলিলেন, চল্।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মূর্দফরাশির কাজ ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো--

‘আজ্ঞা হাঁ’ বৈকি ! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি ! নচ্ছার ! নাস্তিক !

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-একজন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী ; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম--কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুদ্ধিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না ; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই ; এক ভাবে যাহা ‘না’ আর-এক ভাবে তাহা যদি ‘হাঁ’ না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বলাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদেরিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন : সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয় ; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই--সে যে আবর্জনা।

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল ? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই ?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্-এক জায়গায় শচীশ--আমাদের শচীশ--লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে,

আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দস্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে! শত্রু তো এক-আধ জন নয়। দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

8

গেলাম লীলানন্দস্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুক চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পালা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনই লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন--থাক, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘন্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রট্ট হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম; সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসটা অসংগত মনে করি না--কিন্তু কী জানি--সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামীজি জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা

তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টাঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই-- মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যা-সমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামীজি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উলটাইয়া দিয়া শচীশ কিছু-বা স্নেহের কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়া।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না--মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি--

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন-একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত'; সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই; আমি তো ভেদগ্ৰনবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা চেউমাত্র হইতে

চাই না--আমি যে আমি ।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না ; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল ; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরু পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব !

৫

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দস্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন ; সমস্ত দলবল-সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায় ; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল ; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং বিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই--কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম--চটক ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্টিয়ারি করিয়াছি, পুলিশের অন্যায অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছি ; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব ; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি ; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালো-মন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রব্বাপ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রদান শিষ্য, তিনি আমাদের কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলায় উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চসুরের ডাক--‘বামী’। আমরা ভাবের যে-আশমানে মনটাকে বৃন্দ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ঝর্ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদের স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধিতাম, রসের লোক তো ঐখানেই--যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবি গোছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর কাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্র স্থূলে সূক্ষ্ম মাখামাখি-- সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌ঝিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি-- অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাভণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায় যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনাফার হঠাৎ-প্লাবনে উপচিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গনৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে

লীলানন্দস্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অনন্দার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাস্তু খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এইজন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাস্তু নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অর্ন্ত্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জয়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে--তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিয়াছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংঘমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ

নাই। সকলেই বলিল, ধন্য বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন একদিন হঠাৎ শুনিতো পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে--ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েকদিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না--লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়--তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনাটিটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্টন্ করিতে থাকিত। এক-এক বার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না--ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব; সেই যে চামারদের ছেলেগুলোকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লাস্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাটের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন? সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল, সম্বৎসর ইহার জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ! একেবারে নির্জন নিস্তন্ধ; নারকেলবনের পল্লীজীবনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন--
আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে--

পথে যেতে তোমার সাথে

মিলন হল দিনের শেষে।

দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো

মিলিয়ে গেল এক নিমিষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন--

দেখা তোমায় হোক বা না হোক

তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও--তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল--অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কক্ষল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো--তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী ; তার মন নাই--সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে--সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপঝপ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম--সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কক্ষলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি ; আমার জগৎচেতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহ।

জানি না কতক্ষণ পরে--সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়--অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা !

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে--এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই--তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ !

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে--ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে--সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না ?

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্যবাড়ির দৌতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা দ্রুতকালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আঙ্গুলে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপ্চিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদের কাছে এ দিক ও দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর আমি-- আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে--

দামিনী কহিল, না।

কেন বলো দেখি।

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে? কেন?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই--

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে তো অবাক। কত মামী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ঐ একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুম্ঝুমির মতো বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছে? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে, তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল-- আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জেটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে; সে নালিশ বিধাতা শোনে না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?

কোন্‌খানে?

গুরুরজির কাছে।

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না!

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে--

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে-- আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে ; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারো দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বর হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্ম মিশাইয়া তৈরি-- নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ, এটুকু জানে যে, তারা কাদায় তৈরী খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুদ্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া ; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না ; তারা যা, আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি-- এইজন্য তারা যদি-বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নির্ভর উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু-- যাক, এ-সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের ডিত-- অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া ; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়ইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উলটা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বলাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল কী হইল সেই-সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে-- পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম, শচীশ যে মুল্লুকু বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই ; সেখানে হুদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যনীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে-- সেখানকার চিরযমুনাভীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতোছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে

শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালাবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মূলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন-কি বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইখানে রাখিয়া আত্মমর্যাদা- উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না; বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু ?

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, একবার--

দামিনী বলিল, উহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।

শচীশের সামনে দামিনীর এইপ্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে-- কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল-- সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে--

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিনজনের মধ্যে আমার দশটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত-- আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি !

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন ?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস ; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে ; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্বে, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া ফেলিবে ; যে তৃষ্ণার চশমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্র একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া ?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদের জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও ? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

একদিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেক দিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন, এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি-সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা

ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্ করিয়া উঠিয়া আসিলাম; আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারো কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উস্খুস্ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্ করিয়া জ্বলিল; সে কহিল, কেন আছি! আমি কি সাধ করিয়া আছি! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ের কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী ?

তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন-- মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ পঁচিশের ঘুঁটি ?

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণহাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাশ্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর, দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরো বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে, হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা বলিতেছি, এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো। শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়--কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব ?

তোমার মাসির ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন ?

প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন ; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে

রাখিবেন ?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার--

দায় কি কেবল খরচের ? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব ?

সে জবাব কি আমার দিবার ?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে ?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মাসি নাই, বাপ নাই, ভাই নাই ; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই। সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি ; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন ; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন !

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনোরকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো--- দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই-চারিটি পাতা উলটাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সুদক্ষ মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলোকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা, তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলো তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলো আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া ?

গুরুজি ঝকু ঝিক্ত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া ?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী ?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই ?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বার বার আসে আর যায়, মনে করে ‘বসিয়া পড়ি’, অনাহুত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেইখানে গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম, শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উলটাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু, কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃকপাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী ! দামিনী !

দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কী চেহারা ! প্রচণ্ড ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা ; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কাখুস্কা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম--আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কী কথা আপনি বলিতেছেন ?

না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে

পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি।

শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না। এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল, এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না, কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিসহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন, তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলো ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেকবার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। আমার যে কয়েকটি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুরছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিশ্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কী হইয়াছে ?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়--আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কালেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এইরকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তাঁরা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল--তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাতে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্মিল করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী !

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন ? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে ?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ?

আমি থাকিতে পারিলাম না ; বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে

দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চলাইতেছেন সে-পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শক্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে! প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিন জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গান ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বলো আমি তোমার কী করিতে পারি ?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন-কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস-- যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল--কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে বগড়াবিবাদের ঝাঁজ নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটুক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে-- এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীাবলাস

১

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে সিসুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা-- বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেতলা-পড়া হাঁটের টিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদূর তার নীলকুঠি-সুদূর সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে-- যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুজ্জ্বল করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। এই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে-- কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদগর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী-- কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ-- এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই-- গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সস্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা

করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারাঙ্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম ‘সংসারোহমতীব বিচিত্রঃ’, এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়-- সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দস্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অর্জীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত-পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম এক্জিকুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলো যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইটস্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্স।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো

দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল ছিল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনই নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল, আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অন্ধুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বাট্ স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে-- স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাব-সন্তোকে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো-- সহজকে কিসের দরকার ? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার--

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন-- গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উলটা কথাই শোনা গেল ! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই-আমাকেই এই বক্তৃতা ! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন ; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই ; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্-- চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত--যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা ? লীলানন্দস্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদী পার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নির্ধূর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়াল, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি ; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে

আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি ; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াকে।

কোন দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলাটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন ?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে--

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি--

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া ; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি এক পাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন ?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি ?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেইজন্যেই বড়ো দুঃখে কিম্বা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যেরকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত-- ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি ! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা

অনাসৃষ্টি ।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর ।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শব্দ ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্দুর্ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সেই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাতে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাতে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না-- কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড় ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্জ্বল্-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বন্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলো যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনীর

দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই গুস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব-- চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

‘অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার’ এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

8

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন!

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলছল আর আকাশের জলের ঝর্ঝর্ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া ছুঁমুড়ু দুড়ুড়ু করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো ছ ছ করিয়া চিৎকার করিতেছে।

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলো নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলোকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলো ফর্ফর্ করিয়া কে কোন্ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কে ও !

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী । তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে । বন্ধ করিয়া দিই ।
বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে । মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল । বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্গর করিয়া উঠিল ।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল । কেহই ফিরিয়া আসিল না । দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল ।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল । বাতাসে দাঁড়ানো দায় । মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলো তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে । অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল । বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে । এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত ।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়পড় শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল । সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া । দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল ; বাতাসের চিৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো ।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল । ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার-- আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই । দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও ।

দামিনী একটুক্কণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব ।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না । তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে । ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না ।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা ! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে । ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল ।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো ।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না । ভারী একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম । দামিনীর এখান হইতে

যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রী চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বৃষ্টি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে-- বলিয়া দামিনী বুকে দম্ দম্ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কী?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে টিটি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্র স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর সম্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয়, 'এখানে জায়গা নাই'। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দস্বামীর কাছে।

লীলানন্দস্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দস্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক-- কিন্তু--

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে--

দামিনী আমাকে খামাইয়া দিয়া বলিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীসাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্যউপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়। বাজে কথা ! কাকে তুমি বল বাজে কথা ?

এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা ?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা ?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পরিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না ; অন্তত, তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন--এমন-কি, আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না - করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান ?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুম্বি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল--অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইছঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল ক'টার মধ্যে বার বার ধুনিয়া ধুনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই ; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া

দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আঙুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই হুঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পালা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলোও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্বে রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক--

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর ?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।

ঐক্যমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন ?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারো চিঠি

খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ-- ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিত্তি মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ওপারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহা! লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্পা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করোঁসে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র!

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহুতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ তো বলিল 'আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করোঁ', কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না--ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা--কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুই জনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে একজমিন-পাসের পেটেন্ট ঔষধ বাহির করিলাম-- পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না-- চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা

দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার--স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটরি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়েবামুন, বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উলটা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে ?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গায়মুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারো প্রেসক্রিপ্শনের সঙ্গে কারো মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আঙুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও--সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগাযোগ

১৯২৯

BS 7C Bortz Alhejn 0ioiml Sijicez hup aji qm hienz 0i jil b0L BpR
Ali e30el 0imNij, BI g0ml 0ajsiz

N0fvi HCMje BIñz 0Lz0 BI0ni f0h0 BIñ B0Rz p0f0hmju c0f S0mji B0N
pLm0hmju pm0a fijLjeiz

HC Lijqefl 0f0j0ZL k0N p0je LI0m 0Cmi kju, 0ioiml j HL pj0u 0Rm p0cl h0el 0c0L,
aji f0l 0nim 0Smju edeN0z 0pvj hijql b0L fv0NES0cl ajsju, ej li al b0L pj0SI
0Wmju, 0WL Sjei 0eCz j0luj q0u kij f0jei 0l Rjs0a fij0l, 0a0SI p0A e0ae 0l hydijl
ni0šJ aje0lz aje 0ioim0cl 0laqilpL k0NI 0l0aC 0cim, f0d0 J0cl Sij Sji, 0Nij h0R0,
Sej S0, fimfih0V, Bcjuhcuz BSJ aje0cl p0hL Nij 0nuL0m0a Aje0a ih0 c0hL
Bua0el 0ioim-0ci0 fjei-Ah0~0el li al b0L f0l00L0 Aafa 0N0h0l p0r0e 0c0Rz
BS 0p 0ci00a 0d0ej Vij J0cl, SmVj QjV0S0e Sij c0l lz L0L0 HLice J0cl 0faL j0qj
Smj0im 0c0a q0u0Rm 0pvj Sjei cl Lijz

H0cl 0laq0pl j0d0j fil0R0c 0Cmi kju, 0imivj 0v 0h0d0R QjV0S0e Sij c0l p0Az Hhijl
ihou 0e0u eu, 0chajl f0Sj 0e0uz 0ioiml j 0fd0L L0l QjV0S0e0cl 00u c0qja E00flajj
Nis0u0Rmz QjV0S0e0l aji Shih 0c0mz 0ja0j0a 0hpS0el 0j0l j0T j0T Hje j0f 0ajz
hp0m kje0a L0l 0ioim0cl flajjil j0b; kju 0W0L E00flajjil cm 0ajz i jP0a 0h0ju,
0e00flajjil cm aje0cl j0b; i jP0a 0R0Vz g0m, 0ch0 phijl hyd; h0j0Yl 00u A0eL 0hin 0š
Bcju L0l 0Rmz Me-SMj b0L j0jm; E0Wmz 0p j0jm; b0jm 0ioim0cl ph0e0h0l 0Le0ju
H0pz

B0e 0ehm, LijWj hijL 0Cm ej, phC qm RjCz QjV0S0e0cl J hij0mr0el j0M g0lj0h q0u
0Nmz cje0u f0s pl0 q0a fij0l, 0Lz0 aje0a nij0l qu eiz 0k h0š0 Mjs; B0R, BI 0k h0š0 Lja
q0u f0s0R, c0f f0r 0C li alVj aM0ej NI0NI0LI0Rz QjV0S0e0l 0ioim0cl Efl 0no 0Ljfvj
0c0m pj0SI Mysjuz 0iv0u 0c0m HLLj0m Jij 0Rm i 0S hijpZ, HMje H0p 0pvj Qjfi 0c0u0R,
0Lj0j 0p0SR 0L0Vz kij; 0MyVj 0c0m, VjLij 0Sje0l aje0cl Nmijl 0Sijz aje0cl 0j0alafj0s0aJ
aje0cl HC AfLfa0el Ae0ujl-0hpNijumj; YijL Sv0mz Lm0i 0el Efk0š0 fijz h;
दक्षिणा 0ioim0cl ni0š0a aMe 0Rm ej, ANafj Q0Mfj 0Mfihqilf pj0SI Evfje0a Hl j0aafuhijl
Rj0sm 0i 0Vz 0Shf0el 0Aa pij je0i j0h hijj hyd0mz

kijjij0l aijl 0j0m, kijjijl Mju aijl pq0S i 0m0a fij0l eiz mijW aje0cl qja b0L M0p
f0s h0mC mijW aijl j0e j0e 0Mm0a bje0Lz h0y c00Lj0m qjaVj Apis bje0Lz aje0cl j0elpL mijW;
J0cl hwn 0h0u Q0m Bp0Rz j0T j0T QjV0S0e0cl 0Lje L0l Jij S0e L0l 0Rm pafij 0b0f

İjîn^u p-ph N0f J^cl 0^l HM^ej A^eL Sj; q^u B^{Rz} Mⁱs; Qⁱml 0^l Bo;t-
pâj^hmju R^ml; p-^m; qy L^l Rⁱez Q;V^Sl^cl İhM^eja c;ö pc^ll I^le kMe 0^lj j^lRm
aMe İhn-fjQn Se m;ilWu;m a;L d^l H^e 0;ojm^cl L;R;il^a L^le L^l R^jmj İhm^c
L^l İc^m p N0f BS HLⁿ; hRI d^l 0;ojm^cl 0^l Q^m Bp^{Rz} f^mp kMe M;ejaöj^l
LI^a Hm e;uh i^he İhn^lp Aeju;^p hm^m, qy, p L;R;il^a H^plRm a;I İe^SI L;S,
q;^a F^u hV;L İLR^a Afj;eJ L^lIR, öe^mj e;il pC Rⁱ İhh;İN q^u Q^m N^{Rz}
q;il^l p^lq Nm e; i^he hm^m, ýSd, HC hR^ll j^dÉ kİc a;I İWL;e; R^l L^l İc^a e;
f;il a^h Bjil e; i^he İhn^lp euz L;ib; b^lL c;öl j;f^l HL -TMj M^lS hjl LI^m--
H^lh;^l a;L f;W;^m Y;L;uz p LI^m OİV Q^l, f^mp e; İc^m c;nİb jTMmz qm HL
j;^pl S^mz k a;il^m R;s; F^uR i^he pCİce j^lS^lVII^a Mhl İc^m c;ö pc^ll Y;L;il
S^mM;e;uz ac^l h^lm, c;ö S^mM;e;u İRm h^v, a;I N;ul C;im;C^me; S^ml h;C^ll j;^l
g^m Q^m N^{Rz} f;ijz qm p C;im;C pc^ll Cz a;I fl p L;ib;u Nm p Mhl C^lJu;I c;u
i^hel euz

HC N0f-^m; cE^m-qJu; hal; j;^lel p;^hl L;^lml Q^lLz N^lh^l İce N^{Rz}; a;C N^lh^l
f;jaš^l; pçf^lly^l h^m Ha R^ln BJu;S L^lz

k; q;L, kje e^m g^lju, kje c^lf e^h, ajle HL pj^u IjaJ f;iq;uz 0;ojm-
fİl h;^l p^lku^l c^m; İcm Alhe;^hl h;f j^dpe^l S;I Lf;^mz

j d p s e l h i f B e z c Q o i m I S h f e l B s a c i e l j y i l z g j i v i i j a g j i v i L i f s p w p i l Q m z N i q z e l q i a n y M i - M i s f d o e l N m j u I r j e l i f a m l j i c m B l h m l B V i l c u j i S i M h g j i v i f c a z h i p z - j k l c i u f i j z r e z q J u i a f c a v i q u i R m f i j z p c z

j g u m C u m j d p s e l f b j i n r i z p A p A A h a e L i n r i I R m e c f l d i l , B s a l f i A z , f i v i N y v i E f l Q s h o p z k i Q e c i l , M i l c c i l , N i l i N i s l N i s s i u e e l i i s l j d e c a j l R v - - k M i e h i S i l i v e l Q i m i 0 p i S i e i b i l p i l h y d i - s l L m p f , B y V h y d i a j i l i f i a i , N y V h y d i I h i m i a I e j f i l , l e j i p e l i v e , p l o l i Y h , L m i C u l h u l , h s i h s i a m - c y l s B l h i V M i l i , p C M i e 0 a j l k e h i N i e h s i e i l B e z c

h i f W j J l i m R m v i l i l R q h z W m l m N i v i c s e f i p L i a f i l m c C u m j i 0 v i l b l g j i s i l J L i m i a f k l i i a m i l e l k - L u v i g j i r a f b l a j l l i e i - e i - l i e i v i a j d i i s a f i l h z A e f i a e v R m l i j n e p j i m i N j u i n i l f k l i c i f m e f - N i s q u i C m z a j l i l e - h i B s a c i l l , l e - h i a i m l c i l c g a l L i e L m j - s i n r i e i h i n a h o p N m z B e z c Q o i m l r e z p h i l u l E f l i l l e j d p s e h i p i l e m L m L i a j l g p z

A d e f l i B n i l R m f l e r i u H R m L m s l e j l i m h z H j e p j u h i f N m j i l z f s h i l h c , j j u e i v h c p j a , i h i e 2 l e j d a f z l e h p m H h i l p e i s n i l l i h z R i e j q m p l a - q e j a h c i h i e 2 l e h e h p i q m o l z j i l e j c j e l - - h s i a j l B n i I R m , f l e r i f i p l i j u l i c u R m Y l e h " i e y i l " h z e l h e q l j d e z a j l f e l Q o i m - h w n c m l B N j u E s h l i j e h i s l S u f a j L i z

R m h m i b l j d p s e k j e j i m h i R i c L i a f i L i , a j i e a j l h a h i R i c L i h i l J r j a i z L M e i W l i e z a j l f d i e R i e h a m I R m L i e i c - c z H l f h i f i o l i h s i h s i p J c i N e l j p R i Y i n i l l e l H p R z h i f e j S i c i l e j l p e l i c f i e l B i f e p E p Q B p e A i d i u a z

i j n e e 2 g H i c g e u l i h h i q z j d p s e l j e l Q i c l h y d L i s m n N m z Q i m h y d i , g m f i a j u p i j p i S i e i , R i f i M i e j u c y l s u b l p i e i l L i m a i Q i W R i f i e i , Q i l L i f i v i j s i l e l B e j , N v c y l s u A i e b l e j , N m i i j p e u f i l h n e , i l R e h i c i c m e i z H c p k i n H j e I h o u h u J L i t m i e l f i l Q u i c m k , I S e h i h a i j l M i n z i a l e l e S i j j e o Q e e , h a m e H R m l E a l a q h z i e s l b l v i l i i X f i s v i c u j d e l I S h f e l l e j i p e l H s i p a h i p u i c m e z

p i j n e l e c s o l i q m ; p c k i e i f b l e j i p e l i X e f i l e u f i e i h z B L i l i f i R u f s m z S j i l 0 e l g j i v i g j i v i A e l E f l f i g m a g m a h e h p i y - y l e l H N i m N i m

“bL pcl IjUju, M0i; bL fciLlIa, c;Lje bL Bifp, EcUk;NfhM bL
uMj; qZz ph;C hm “HLC hm Lfjm!” Ablv fhS;I CUVj aC H S;I Njs QmRz
jdpce leS Sjea k, a;L WLjhil SeE Ac0l wV IRm ej, Lhm Iqph i m Lq le
hmC Sthel A^-gum flrLI L;V; c;N fcs lez k;I; Iqphl c;0 gM LIa jSha,
flrLI frf;al 'f; a;I;C LV;rfja Lq b;Lz

jdpce el Ijn i;I; leSI Ah0b; p0a Lbh;an Lu ej a;h iLe; B;S Qn Q;T;
k;u, j;I; N;P hje HpRz Nqf;ima h;mm;c;h Hje Ah0b;u pqS j;e0 ihh;ql iQ;L Lq,
Sthel;imhaE pCf;S; NV;L hwn;hmfl fb Q;u j;at; flhaE i;h0a f;bil; a L;h;I
CuR; a;cl fhm quz Le;C;luL; j; d;L Evp;q Ica wV Lq ej, jdpce hm, “fb;J
HLV; fV pCf;M i;Lm a;I f; AeE f;V;I c;u e;Ju; Qmz” HI bL Q;T; k;u,
jdpce el qeu; k;C Q;L, fV; R;V; euz

HC pj;u jdpce el paL;aju IShf;I f;VI ej cy;su Nmz qW;v jdpce ph-fb;J C
ecfl d;I f;S; S;J Q;h;L iLe gmm, aMe cl pU;Z C;V;I fyS; f;S;im ihU;I, ef;im
bL Hm h;S; h;S; n;imL;W, ip;M V bL Qe, LmL;ja; aL j;imN;S-Q;T;C Lq;N;V;X
Q;mq;Z h;S;I Q;L Ah;L! i;h;M, “HC Q! q;e iLR; S;J IRm, pV; pC;h Qe! Hh;I
hcqS;J f;mi, L;I;h;I j;I;Zcn;u WLM hm!”

Hh;I jdpce el Iqph i m qm ej cM;a cM;a IShf;I hf;hp;I HLv; B;S m;Nmz
a;I O;Z;V;e c;mi;ml; H;P S;M, Hm j;S;u;I;I cm, L;ml B;C;I;e qm, Lm hpm, iQ;Ie
bL L;M;mi;lua d;J La;BL;Q;h-BL;Q;h L;imj; ihU;I LI;Mz

Iqphl M;aj;I N;hoZ; ej L;I;J jdpce el j;Iq;I HMe c;I bL M;im-Q;MC d;I f;S;Z
HL;I p;U;N;I j;imL, f;I;Qm-O;I; c;am; C;j;I; a, N;V Inm;gmL QmM; “j; d;0a;Z H-ej
a;I L;M;SI fh;ae p;u;A Ad;f;LI c;Ju;Z jdpceL i;ale f;hM Q;u AL0;v HMe
A;eL Q;in Q;e;Q L;e;Z

HCh;I ihdh; j; i;u i;u H;P hm, “h;h;I, L;h;I k;h, hE c;M Q;a f;I;h ej iL?”

j; d;N;fl; j;M p;w;f; E;S;I LI;M, “ihh;Iq LI;a;J p;ju e0, ihh;Iq L;I;J a;I;C B;J;I
g;f;pa Q;L;I;u?”

f;S;I;f;S; Lq Hje p;I;Q;P J;I j;I;ul;J e;C, Lee;I p;I;ul; h;S;I-cl B;Rz ph;C S;I;e
jdpce el HL L;I;Z

B;I; iLR;L;im k;uz E;al;al S;u;I Q;u L;I;h;I;I B;I;f;P j;g;um bL LmL;ja;u E;Wmz
e;I;ae;ae;f;I cn;I;ep;M p0a q;im R;R;S; Ica j; Cq;M;L a;E;N LI;Mz Q;I;o;im-L;I;C;f;I;e;I ej
BS c;ni;h;c;h, J;cl hf;hp;I h;e;Ic ih;im;Ia Q;I;C;f;I;e;I N;I; Q;o; Q;M, ih;I;N; ih;I;N; Cw;I;S
j;I;e;S;I;Z

jdpce Hh;I uuw hm, ihh;Iq g;f;pa qmz Le;I;I h;S;I; Q;XV a;I p;h;I;Q;Z
A;I;ah;S;I A;I;I j;e;f; O;I;I;J j;e;I “e L;I;h;I j;e;I a;I n;I;S;Z Q;I; Ica bL A;eL L;mh;af
I;f;ha;f -Zha;f deha;f ih;C;I;ha;f L;I;I;f;cl Mh;I H;P f;I;R;I;uz jdpce Q;I;M f;I;L;u hm, I

Q;V@Sf@cI 0@I @j@u Q;Cz

Qj-MjJuj hwn, Qj-MjJuj eL@s hj@I j@a; h@s; i uwLlz

HChil Leiforl Lbiz

ed eNqI Q;V'Sf'cl Ah0bi HMe i j'm; euz I n'K'N hyd i j'P'Rz Ru-Ble nil LI; ihou i jN L' q' h'it' u' Nm, HMe aij; hj'c' b' L mijw qj'a cn-Biel pfj;ej Mjhm' h'sj'p'Rz a; Rjsi I;dj;Liz' S'f'EI 'ph;ula AidL; c'n-R'u kaC p's'ei j'h i jN LIhij 'Q0; Qm'R, aaC aij npE-Awn 0b'ni j'h EILm-'j;š'z'cl BIPeju eu-Ru q'u RIs'u fsm, Bjmi;J h'i' a qm eiz ed eNqI 'p flajf 'eC-- Bu 'eC, h'eu 'h's'R Qa-'l'z naLij e-V;Lij qj' p'cl e-fj-Juim; j;Lsp; Sij; c'jll I Qij 'c' L Sjm SIs'u Q'm'Rz

f'ihij' c'c i j;C, fyQ 'h;ez Leif'dL'E-AfI; d'I Sij; j;ej HM'e; 'h;d qu 'lez Lañ b;L'aC Qij 'h;e'el ih'u q'u 'Nm L'm'f'e'el O'cl z H'cl d'e'el hqIV' L' qim Bj'ml, M'ejlav; p;h'L Bj'mlz Sij; c'cl f'z 'c'a qm 'L'm'f'e'el 'j;vi; c;j' J gyL; M'ejlav m0; j;f'z HC h;h'cC e-fj;p'f'wI p's'e Nyb; 'ceij gy'p h;ij; f;ij;p'f'wI N'ib fsmz R;V; i j;C j;ib; T;is; 'c'u E'w hm'm, ih'm'a 'IN'u h'ejll'0V;I q'u B'ip, 'i;SN;I ej LI'm Qm'h eiz 'p 'Nm ih'm'a, h's; i j;C ih'f'c;ipI Q;S fsm pwp;I i j;lz

HC pjuV; 'a f'f'h'š'z' '0;ojm J Q;V'Sf'cl i j'NEI O's'a fl0f'qI m'qM m'qM BI-HLhij 'h'd 'Nmz Claq;ipV; h'lmz

h's;h;S;I aep'Lcip qimJu;C'cl L;R H'cl HLV; 'j;vi; A' I 'ceiz 'leulj a p'e 'c'u Bp'R, 'L;e; Lb; J'w 'lez Hje p;u f's;S;I R'w 'f'u ih'f'c;ipI pqf;ijw Aj'm'ede Hm Bañuaj 'cM;az 'p qm h's; A'ejVieñ-Bif'pI B'iv'f'Lm'XU' qXL'0L' HC Qnj; -f;I; k'h'LIV ed eNqI Ah0b;V; Bs'Q;M 'c'M 'e'mz 'pJ LmL;aju 'igl'm BI aep'LcipJ V;Lij 'gla '0'u hpm; hm'm, eae '0'ieI L;Ihij M'm'R, V;L;I S;I'II c;I L;Iz

ih'f'c;ip j;ib;u qja 'c'u fsmz

'pC pwLVL; 'mC Q;V'Sf' J '0;ojm HC c'c e;j 'laafuhij OVm a'0'p;ipz aij f'f'h'c' pI L;Ih;ij;c'cl I L;R 'b' L j'd'p'ce I;S'Majh 'f'u'Rz

f'f'h'š'z' R;0eh'a' H'p hm'm, eae I;S; 'M;in'j;S;S B'R, HC pju JI L;R 'b' L p'h'd;ja d;I f;ij;u; 'k'a f;ilz a;C f;ij;u; 'Nm-- Q;V'Sf'cl p;U' M'0'q; 'ceij HLW;C L'q HN;I; m;M V;L;I p;ia f;ij;p'w p'cz ih'f'c;ip qyg 'R's hyQmz

L;J 'kef J'cl 'no Ahin0 'h;e h'v, 'aj'ie BS J'cl p0'm;J 'no Ahin0 cn;iz f'z 'S;V;e;I, f;ie 'S;V;e;I Lb; L0fe; LI'a 'Nm Ba^ quz 'cM'a 'p p'cl'f, m0; 'IRf'IR'f, 'ke ISeñ'Najl f'0'f'c'™; 'Q;M h's; e; q;L, H'clh;ij 'iehs L;im;I, BI e;LIV 'ieM'a 'IM;ju 'ke g'ml f;if;is 'c'u 'ailz IP ny'm;I j'a; '0'Le 'N'z; 'ieV;im c'M;ie qja; 'p q;al 'ph;

Lj mjl hlcje, L'a' q'u NqZ LI@a quz pj U'j M HLIV nceju pLI'Z d'kN i jhz

Lj tcef leSI SeE leS pWL#Qaz ajl ihnap p Afuz p Sje fd'olj pwpjl Qimju
leSI nisz' icu, g'ulj mrEEL Oe Be leSI i jNEI Sijz JI ajlj a; qm eiz kMe
bL JI hithil hup qUR aMe bL Qil icL cMR ca jNEI fjcioz BI pwpj I
Efi Qof BR JI leSI BChs-cni, SNym fibl, ajl ka hsi cM, aa hsi
Afjjez ILR Lihil eC, Lfjm LijOja Rjsz Efju Lihil fb ihdaj g'ucI icme ej,
icme Lhm heb; fihil nisz' Apnh HLVi-ILR#Ov ej iL? Ljei chajl hl, Ljei
krl de, fhISj I Ljei-HLVj hijLfsj fjejl HL j qsañ filhid? HL-HLice Ija
ihRej bL Ew hijNiel j jNa TjENjR-mil j jbil EfI Q'u bil, je je hm,
"Ljiju Bjil IjSfæ, Ljiju aijil pialijil-de jileL, hyQj Bjil ijicI, Bij
IQIice aijil cipf q'u bilhz"

hw'nl cNal SeE leS L kaC Afijdf L, aaC q'cul pdifæ Efs L'ij icI
JI ijimhipj cu-- LIme cM ewsi; JI ijimhipiz Lj t 'f' aicI Lahn LI@a
fjLR ej hm JI ijicIj hsi hebil pA Lj L aicI Qeq icu iOe qMRz HC
lfaj jatfeL EfIJBm; k Qeqi fife bL hi' a LRe, ijicIj a; i ilu chijl
SeE phic; EvpLz J k QjicI Bmil VLij, c'el AalijL HLj j d L qMRz kMe
j jT j jT ca jNEI hije hm leS L p idLijl cu, cij ihfijp qp hm, "Lj t aE
leSC aijicI p i jNE-- aicL ej f' m hjs'a nE bilLa Ljiju?"

Lj tcef Oe fsioe; L' Rz hijcI filQu eC hm mC quz f'ij; eae cE Lj ml
Bmij-Bdij ajl hijz ajl SNVj BhRjuj-- pMje IjSaAL ij pUnAE, N'anaE, "Oj t
ouf; pMje ihno ic'e Qe cMa eC; nyM hijS'u NqZI L'el ajs'a qu,
AohjQ'ea pMje cd m m p'fI i u QjQ; j z' f's, fyWj jjea L'ij, p'f' Bmij-Qim
J fyQ fupjl lpla g'e, aijiaihS f'ij, p-SN'al oi -Aö' I pA Lijhijl, üüeu'el
Sij i jNE-pw'hid'el Bnij-- p Bnij qijihijl hebñ quz faer cmj kju, AeL pjuc
oi m'na nijju oi gm g'm ej, ah'hij'hl nisz' eC f'ijzI ajlj ü'f' g'ijq Lijja f'ijz
ü'f' SN'a ihQil Q'm ej, HLjæ Q'm g'e-Qmiz H SN'a c'hl r'e k'szI p'pwnia,
h'üi Laha i jmi-j'el leafaš' eC hmC Lj tcef j M Hje HLVi Lijz J Sje, ihej
Afijdc J mij" az BV hRI qm pC mij" e' L HLj; 1 p leSI hmC NqZ L'IRm-- p ajl
lfajl j'af' leuz

fajiej def-09 fajae Ljm k cNihp L9 aij fLi Nybiez A9EL cEis fil q9
a9 eae LjmL 9Mie YL9a quz 9Mie kij; bil eae k9N H9p 9FR9a aicli ihU9
9mV q9 kujz ihfc9pi hijf jL9mjmJ dihjje eae k9L dl9a f9le lez

c9ON ayl 9N9hZ9c9q, hijil-L;Vi Q9m, h9s; h9s; Vje; Q9M Afilaqa fi9 a9l c9oz i jle
Nmju kMe q9L f9se, Ae9l-filQl9cl h9L bl9bl9L9l 9L9f J9Wz k9cJ f9mjuje 99M
leulja L9U9Li; ayl Ai 9ip, N9u ni92J Lj eu ah9pL9jil nle9 n9jil iQ92 9eCz fl9e
Q9eV-Lli; g9l99l j9p9me9l Sijj, glipXipij hij Yilic d9al h9ka9he9U9 9LyQ; i m9~a,
La9l Bp9 BN9e9l hijap C9U99m-Ba9l p9N9hja9l h9e L9z f9e9l 9p9e9l hijvi q9a
M9ep9j; f9Q;clha9f, a9l L9R ph9c; qilSI aLji-fl; Blc9imz pcl-clSju h9U Q99l je
Sjicil aijil j9m; J ipi9 9L;Vil AhL99n 99 9m m9j; c9is c9 i jN L9l hij hij
B99s9 c9 L9e9l Efl h9d, le9eae c9l9u9e9l a9mjuil q9a f9qil; 9cuz 9Eisl
9Ju9m 9T9m e9e9l lL9l Yim, h9L; a9mjuil, h9L;9ml faj9e; h9L h9j hn9z

hWLM9e9l jL9mjm h9pe Nicl Efl, if9Wl L9R a9lLuiz f9llo9cl; h9p e99Q, pij9e
h99 c9 i j9z yL9hlc9l Sij; B9R, H9cl Lij p9jje 9L9e9l lLj y9L9u lri qu--
hyd9e9, Bhyd9e9, e9 -s-9sz La9lj qil9SI S9e9l h9v Bm99m; 9Nim;fS9ml N9a p9N9z

h9isl BI-HL j9m ih9mla hWLM9e9l, 9Mie A99cn naj9el ih9mla Bph9hz pij9eC
L9m;ic9N-dli; j9U9 HL Bue9, aij in9m9V-Lli; 9g9jil c9 N9u X9e9jBm; fl9j9a9l q9a-
dli; hijlac9ez amju 9Vih9m 9p9e9l S9m iQ99ea L9m; f9b9l O9s, BI LaL-9m; ih9mla
Ly9l f9amz M9s;9f9W-JBm; Q9L, 9pig; L9s9a 9c9cm9jje T9sm9e, pj9C qm9j9-
L9f9S 9j9s; 9cu9m f9h9f9o9cl A9um9f9W, BI aij p9A h99hl j9j9l c9HLSe
l;Sf9l9l R9hz O9S;9; ih9mla L9f9V, a9a 9j;V; 9j;V; g9m VL9L Ls; l9P BL9z ih9no
l99u;L9j9N9Sm; l p99h9h9cl le9j9Z9fm9r HC O9l Ah9~e 9j;Qe quz hij9s9a HC HLV;
j9e B99eL O9, il9j9e qu HC9VC ph9Q9 f9Q9e i99a-f9ju; Lij l; Ah9hq9l l9U
OeN9a cj-BVL9e9; c9leL S9hek9e9l p9f9L9h9' a9h9z

jL9m9ml 9k 9h9Mea; 9p;V; aMeL; l BchL9uc; l Aa9j9h9e9L A9z aij j9d9 9k lei 9L
h9uh9ym9, 9p999a9c d9e9l jk9c;9 Ab9lv de 9h;T; q9u j9b;9u Q9s le, f9cf9W q9u B9R
f99l amju; H9cl 9h9Mea; l Bjclh9l c9e9j9rZ9, M9pclh9l 9i9N9hm9p-- c9C M9h Vje;
j99flz HL ic9L Bin9ah;vp9m9 9k9e AL9fZaj, BI-HL ic9L K9Ua9cj9e 9aj9e Ah9d
A9dk9 HLSe qW9v-def fl9a9h9e -l;9al Afli9d La9l hij9e9l j9m9l 9R9ml L9e j9m
ic9uir9m j9e; HC defl in9j9hd9e-h9hc ka MlQ q9u9R, le9SI 9R9m9L L9mS fil Li9aJ

HMeLji İc®e Ha MI Q L® eiz AbQ j imfl ®RmVj®LJ ANİqđ L® e İez QihİL®u a j®L nkÉjNa L® İR®mez İ j®NI ®Qj®V Qih®Lİ j j®e; ®hın q®uİRm h®m ®RmVjİ Eæİa qmz pİLjİİ MI® Q fsj®e; L® ®p BS® jİšjİİ L® İz

Fdjae Lj®mİ dehje®cl-fİbj a j®L®cmj®mİ Sİhe c®-jqm; HL j q®m Nj qİÖbđ, BI-HL j q®m Cu jİİLz Abİv HL j q®m cnLjİ, BI-HL j q®m HLjcn ALjİ 0® B®Re Cø®cha; BI 0®İ NİqZİ® ®Mj®e fSj-AQİe; Aİalb®phj, fİmfİhİV, hİa-Efhİp, LjPjİmİhcju, hİjPZ® İSe, fİsjfsİn, -İj f®İİqaz Cu jİjqm Nqpfjİİ hİC®İC, ®pMj®e ehİİh Bjm, j Sİmİp pj jİ®İq pİNI jz HCMj®e Bej®Nje; Qma N®qİ fİaÉj fİd hİİpef®clz a j®cl pwpNİ®L aMeLjİ defİj pqha İnrİİ Efİu h®m NZÉ Lİ az c® İhİ;Ü qİJuİİ c®Lrhaİ® Nİq-EfNİq İe®u NİqZİ®cl İhÜİİ pqđ Lİ®a quz

j®L®cmj®mİ Øæf e®clİef Aİİ j İleef, pqđ Lİ İVj ayl pÇfSİ®Aİ İİp qm eiz a jİ LjİZ İRmz İale İeİÖQa Sj®ee, hİC®İİ İc®L ayl üjİİ a j®el c®s kacİC bİLİ İaleC q®İRe d®uİ, İİ a®İ nš² Vje aylC İc®Lz ®pCS®efC üjİ kMe İe®Sİ İ j®mİhİpİİ 'f®İ İe®S Aefİu L® İe, İale ®pVj pC®a fİ®İe eiz Hhİ®İ a jC 0Vmz

Ijopl pju Mh djz LaL LmLja; LaL YjLi bL BjiCl pl"j Hmz hjsl Ewje
Lb-kæ; Ljeice hi Lfaez HCMje gjecl J pidiz fjsfslnl li sz Aethje ajlpL
BujSeVj qa hWLMje; 0; AzxfllLij, Ija Oj ec, hL hfb; ihdR, cISij gyL
lcu ILRILR Bi ip leu ka fjaez Hhje Muim Nm hjeje hfh0b; qh hSiju
ecfl Eflz

Lf qR cmhijl Sje c h m e3cl jefl je I;UhiZfl AaLi BRs BRs Lyc a mNmz
0L LjSLjN, mjlL MjJuj-ej-cjJuj-ej, cmjoej qilpj MC LI a quz hLI j de LyVjVj
es a Os a LhmC hyd, fZVj qilfu qilfu JW, LE Sje a fje eiz J icL bL-
bL atL I Ih JW, Su qjL l jefj ilz

Ahno Evpnl gujc gajim, hjs qm Nm Mjlmz Lhm Rjs; Lmfja; J plj-Mh-
i ysl i Nhnol Efl LjL-LLl Lmlhj MI ESlj QmRz gljnlj lpyS Mjlvu m e
Mm lem, Qjcu; ejim, TjSl VLj; hja J njmjl gml Tjml-nj leu fjsl Rnlj
Ljs;Ljs hjd cu lcz pC li sl j de j jT j jT Qsl BJus J QvLj Lj; ke ajlu
qjECul j a; BLjn gys EWRz Azxfll fAZ bL EipR0 i ja alLjll N a hjaip
AcmNf; pmje phie Lj1, Ahpic J j lmeaz HC nfa; Apqe qm Ewm kMe j L mjm
BSJ Igl me eiz ejnim fihj Eflu ec hmc e3cl jefl dkl hyd qWjv gV MjeuMjeuq
Nmz

cujeisl Xjlu fcll Bsim bL hmme, "Laql hmme, h3hje jil LjR
Bjil HMeC ka qRz ayl nfel i jmj ecz"

cujeis ilRz VjL qja hm u jcu hmme, "Laql Sjeu NmC i jmj qa
j jWjLjez BSLjml j de hjs Igl me Mhl fuRz"

"ej, cil LI a fih eiz"

e3cl jefj Mhl fure BSLjml j de c gihj Lbj pCSefc kihj Ha ajsz le0Qu
Sje e, Aof HLV Lj; Ljlv-pidp; de; aC ph njd qm khz flahjlc Hj le qmRz EfkS2
nijU' Apj jcc bLz Hhje aj ilR aC Qm h eiz ajc cml hfh0b; Lje icuc cTMciajL
fjmje a qRz ihcu l Wl fhj qsañ fi pl a Qju eiz-- njhij MjVI Efl Efs qm fS
g m g m Lj; ilz kJuj ha qm eiz

aMe Ljaal jipl nmj cViz l a hjaip Baçz lju l di l lppal; nZfl j j l l
pA ij n LQv Nmij jPj Ljil ml XjL BpRz k lju icu fjml QmR pmje bL LyQj
djel Mal fl f1 ecfl cmj kuj e3cl jef bjl a fje me ej, fjml l cSij gyL Lje p

İcL Qu cMmez J fİl Q hSl; hyd; B, QıM fsmz jİmİ Efl İe ne Es Rz
cŞ bL j e qm, hSl;İ Rıal Efl İQİfİİİQa -İf qİLİ; hıp; aİl fİNİsl aLjİl
Efl pıKİ Bıı; TLİ LÜLİ Rz phm fİmİLİ cİSİ; hı L İcİne, hıLİ İİ aİVİ; fİbl
qı Nmz

jLšmim, ke jUim-iPi, fim-Rsi, Vim-MiJu, agie BRis-miNi Siqis, ppwLiq hš Hp li smeZ Afliđl ħiTju hL i jLš fEjicl ŒjiaVi ke AlaŒiSrel fŒI EŒRŒol jŒa; jeVjL ĩhabju iŒl ĩcŒRz kij; İRm ayl HC BŒjicl Evpjqc;aj EcŒk;NLan, aji kic pijŒe biLa a; qm aicl dŒl QihL LioŒ ĩcŒa filŒaez jŒe jŒe fZ LIRe BI LMŒe; Hje qŒa cŒhe eiz ayl BmŒimQm, IŒhZŒ Qim BI jŒMI AlaŒxL i jh cŒM fŒjVi ŒLE pijp LŒl LŒŒŒjLiŒel MhIVi ĩcŒa filŒm ej, jLšmim iŒu iŒu AŒxfŒl NŒmez "hŒshE jif LŒj-- Afliđ LŒİR, BI LMŒe; Hje qŒh ej" HC Lbj jŒe jŒe hmŒa hmŒa ħihjil ŒŒl cİSij LiŒR HLMjile bjŒL cŒsŒu BŒŒ BŒŒ YLŒmez jŒe jŒe İeŒQu İŒbl LŒİRŒme k, AŒi jileef İhrjeju fŒS BŒRez HŒLhŒl fiŒul LiŒR İNŒu fsŒhe HC ŒŒ ħ ŒŒl YŒLC cŒMŒe Œl nŒŒ hŒLI İi aIVi cŒj NŒmz ħihjil ŒŒ İhrjeju eŒl jefŒL kic cŒMŒe aŒ hŒŒae k, Afliđ rji LIhij SŒef jileef AđŒL İjŒ HİNŒ BŒRez İLŒŒhŒshE kMe ħihjil ŒŒl Œc aMe jLšmim hŒŒme, ayl fiŒulŒŒVj qŒ cŒŒŒ Hhw LİWez quŒa; BS İja fklŒ; AŒfrj; LIŒa qŒh, İLŒj; qŒh BŒj; cŒİlz İLŒŒHarZ đkŒđŒl biLi ayl fŒr ApŒhz pŒfŒŒŒnŒjŒŒ HMeC jbi; ŒŒa İeŒu rji Bcju LIŒhe, eŒM SmNŒqZ LIŒhe eiz ħm; qŒŒR, HMŒe; Œejeqil qu İe, HŒŒM İL pijđ biLŒa filŒhe? ħihjil Œl ŒŒL ħİlŒu HŒ cŒMŒe, fŒlŒc;ipf hjiŒ; HL ŒLŒZ jbi; ŒŒjVi ĩcŒu cŒsŒuz İS' ipi LIŒme, "Œa; hŒshEj; ŒLjbi;?"

Œ hmŒ, "İale ayl jŒL cŒMŒa flŒŒce hŒhŒe NŒRez"
 i jŒm; ke hŒŒa filŒme ej, İjŒŒ İS' ipi LIŒme, "ŒLjbi; NŒRez"
 "hŒhŒez jŒul ApŒz"

jLšmim HLhij hjiŒ; Œİmw ŒŒf dŒl cŒsŒmez a; fŒl ŒŒfŒ ħjŒŒl hWLMjeju İNŒu HLj hŒp İCŒmez HLİV Lbj LCŒme eiz LiŒR BpŒa LiŒj; pijp qu eiz

ŒJujeİS HŒp iŒu iŒu hmŒme, "jŒjLiŒeL BeŒa ħm;L fiŒŒu ĩcŒ?"

ŒŒe; Lbj ej hŒm Œhm BPŒ ŒŒ İeŒod LIŒmez cŒJujeİS Œm NŒm İđŒMjepjŒL ŒŒL hmŒme, "hŒjŒa ħm BJz"

ħjŒpŒ ħm;L qahŒŒz i Œj LŒf kMe fŒbhŒl Ni Œl Ni ŒŒŒL jbi; e;si ĩcŒu JŒw aMe kje aŒL Qifj; cŒhij ŒŒ; Li; İjŒR, İel;fiui ħh a; i jPiŒQij; pŒf LIŒaC qu-- HJ ŒajŒez

İcelja QmŒR İeSİm hŒjŒz MiJu;ciJu; fiŒu ŒcZ HŒL nİŒl fŒŒŒŒŒLC İRm Ahpæ, a; fŒl HC fŒŒM AŒeuŒ İhLŒl pŒŒ İŒhje cŒM; İcmz

LmLja; 0L XjŠ?l Hm-- İcelja j j;bu hlg Qif u l jMmz
jL 4mjm kjL cMe Mf JWe, ayl İhnıp ayl İhlıÜ hıİspÜ m;LI Qæ?;t İi a
İi a HLV; ejlmn -j EWIRm-- Hl; k a İc m Le?

HLjæ jjeo k ayl LjR Bp a f;la p Lj İceİ p Hp f; n h p; g f; m g f; m L
ajl j MI İcL jL 4mjm Qu cMe-- ke j; l p A JI Q; M İL ð; L; b; J HLV; İj m
cM a f; jz LM e; LM e; h LI E f; ayl j M V e İe u Q f L Q; M h S b; Le, Q; MI
L; Z İc u Sm fs a b; L, İL; 0 LM e; i m HLh; l ayl j; l Lb; İS' j; p; L e e; z H İc L
h; c; h e V İm N İj N R z Læ İV; L İ; e l L; m C g l h; l Lb; z İL; 0 n; e; Nm, L; b; ju HL S; u N; ju
Q m l m; ce N R İ P z

píce aʼaʼu; páfíʼhmíu Ts EWmz híNíʼe jsújsú Lʼ NíʼRl Xím ʼí ʼP fʼsz ʼbʼL
 ʼbʼL híʼl Tíʼfv; TyLíʼe ícʼu EWʼR ʼeʼí AʼdʼkM jʼ ʼaiz ʼmíLSe MíJúhí; Sʼeʼí ʼk Qímí0l
 ʼaímí qʼuírM a;í LʼíʼNʼVX ʼmíq;í Qím EʼS ícíoʼa íNʼu fsmz hía;í híZíhÜ híʼ0l jʼ ʼa;
 ʼNy ʼNy Lʼí ʼNíPíʼa ʼNíPíʼa BLíʼn BLíʼn ʼmS Tíʼfv; ícʼu f;íL ʼMʼu ʼhs;uz qWíʼv
 hía;íʼpl HL c;íʼL SímíclS;íʼmí Ms Ms Lʼí ʼLíʼf EWmz Ljʼíʼceʼí q;ía ʼQʼf dʼí
 jʼLʼm;ím hmʼme, "j;í Lj;í i u ʼeC, aʼ ʼa;í ʼLíʼe;í ʼc;ío Líl p íez l ʼh;íeʼl;íʼaLs;íʼe,
 Jí B;íʼL j;íʼa BpʼRʼ"

híh;í j;íʼb;íu híʼgl f;íʼm hʼm;íʼa hʼm;íʼa Ljʼíʼceʼí hʼm, "j;íʼl ʼh ʼLe híh;í? Ts qʼR;
 HMeC ʼbʼj k;íʼhʼ"

"hʼ;íʼhe? hʼ;íʼhe|| 0ʼ|| Qeʼhaíʼ híh;í B;íʼmí f;íʼa-- ʼp ʼa;í jʼí ʼNʼR--í ʼs qʼu ʼNʼR
 hʼ;íʼhʼez ʼL hmʼm ʼp Bpʼhʼ?"

"Lb;í ʼLíʼu; e; híh;í, HLVʼ0ʼj;íʼ"

"l ʼk, L;íʼL hmʼR, Mhíʼc;í, Mhíʼc;í!"

"íLʼʼe;í, hía;íʼp hía;íʼp N;íʼR--ʼm;íʼL TyLíʼe ícʼpʼRʼ"

"ʼLe, Jí l;íN íLʼpí? HaC Lf ʼc;ío LʼíʼíR, aʼ hmúj;íʼ"

"ʼLíʼe;í ʼc;ío LÍ íe híh;íz HLVʼ0ʼj;íʼ"

"íhʼ;í c;íʼf? ʼpC ʼk j dʼAídL;íʼf p;íSaz

íjʼR LÍ ʼLe íeʼ;í,

JʼN;í íhʼ;í nʼíN;íʼhʼ;í--"

ʼQ;íM hʼS ʼeúʼeúLʼí N;íʼCʼa m;íNʼmez

"L;íʼl híʼlN Jc híʼS hʼ;íʼhʼez

pC ʼm;í pC,

0ʼí B;íʼ lCh ʼLjʼe!

l;íʼd;í híʼj;íʼä ʼm B;íʼ"

Ljʼíʼceʼí híh;í jʼMí ícʼL TyL fʼS hʼm, "híh;í, J Lf hmʼR?" jʼLʼm;ím ʼQ;íM ʼQʼu
 a;íʼLʼuC íS;í ʼLʼV ʼQʼf Lʼíʼez híʼU kMe Aaf;íʼ híʼWL aMʼe;í H Lb;íʼí ʼíʼme íe ʼk, Ljʼíʼceʼí
 píjʼe j c Qmʼa f;íʼí e;í

HLVʼfʼí B;íʼl Nje d;íʼme,

"nʼé;íʼ l híʼlN L;íʼsʼa qʼh,

eCʼm B;íʼj;íu H hʼ;íʼhe R;íʼsʼa qʼhʼ"

HC Hm;g; m; N;eI VL; j;-m; ö;e Lj; h; g;V k;u-- j;ul Efl I;N L; , h;h;I
f;ul am;u j;B; I;M; ke j;ul q;u j;f-Q;Ju;z

j;L; qW;v; X;L EW;me, "c;Ju;eI;S?"

c;Ju;eI;S Bp;a a;L hm;me, "I; ke WLÚWLÚöe;a f;I;Rz"

c;Ju;eI;S hm;me, "h;a;P; c;I;S; e;S; I;c;Rz"

"h;S; H;p;R, p;C; h;e;Q;- V;L; j;B;u, m;i;W; q;e;a, Q;im;I; Q;ic;I; L;Y;d; c;n; H;p; a;I;
L;hm;C; WLÚWLÚWLÚWLÚL;I;Rz m;i;W, e; M;S;?"

I;š;h;e; I;LR;Z; n;Z; I;Rm; ä;e;V; I;e; B;h;I; A;I;ñ; qm;Z; j;L; m;m; I;h;R;e;I; Q;I;I; I;c;L; q;I;a
h;m;u; S;I;S;ä;u;I; hm;me, "h;S;h;E, O;I; k; A;ä;L;I;!; H;M;e; B;m; S;ä;m;n; e;?"

h;S;I; b;L; I;g;I; B;P;h;I; f;I; j;L; m;m; H;C; f;I;B; J;ö;e;L; p;n;ö;Z; L;I;me-- B;I; H;C; n;oz
h;e;I;e; b;L; I;g;I; H;p; e;I;e;f; h;I;S;I; c;I;S;I; L;I;R; j;R;I;a; q;u; m;V;u; f;S;me;Z; a;Y;L;
d;I;I;L; L;I; I;h;R;e;I;u; H;e; n;u;I;M;Z; p;W;P;I; I;LR;e; a;Y;L; B;I; I;Q;M; e;Z; Q;I;M;I; S;m; H;L;h;I;I; ö;I;L;u;
n;M;Z; R;m;g; u;c;I; j;R;E;J; p;I;Z;e; e;C;Z; -I; H;p; n;I;ö;e;I; n;I;L; B;J;S;I;me, j;M; I;g;I;I;u; I;C;me;Z;
q;I;a;I; m;q;I; M;m;me; e;-- hm;me, "B;J;I; q;I;a; c;M; h;m;I;R;m; B;J;I; H;u;I;a; r;u; q;n; e;Z; p; I;L;
I;J;ö;f; q;a; f;I;?"

c;I;P;C;f;L;I; R;J;I; W;I;L;I;T; B;Q;m; Q;I;M; j;R;a; j;R;a; hm;me, "k;I; q;h;I; a;I; a;I; q;u;R,
H;M;e; O;I;I; I;c;L; a;I;L;J;Z; L;a;ñ; k; k;h;I;I; p;J;u; h;m; N;R;e, h;S;h;E; O;I; I;L; B;m; S;ä;m;n; e;?"

e;I;e;f; I;h;R;e;I; b;L; E;W; h;p; c;I;I; I;c;L; a;I;L;u; hm;me, "k;I;h; B;m; S;ä;m;a; k;I;Z; H;h;I;I;
B;I; c;I;I; q;n; e;I;" h;m; a;Y;L; f;I;M;h;Z;N; n;E;Z;N; j;M; E;< I;n; q;u; E;W;m, ke; q;I;a; f;I;e;f; I;e;u; H;M;e;C;
k;I;e;I; L;I; Q;m;R;e;Z;

p;k;I; N;R;e; E;S;I;u;Z; j;I;0; j;I;P; H;m, ö;L;0; Q;a;e;I;h;Z; e;I;e;f; L;f;I;m; g;I;V;I; L;I; I;P;C;I;
f;I;me, N;I;u; S;I;S;u; I;e;me; m;I;M; h;e;I;I;P; n;I;I;S;Z; p;W;P;I;I; I;c;L; e;I; a;I;L;u; j;M; q;I;P; I;e;u; Q;m;
N;me;Z;

hjhil j'afil fl ihf'cip cMm, k Nj'R aj'cl Bnu a;l InLs m'u ic'uR f;Ljuz
lhoup'cfis GZI Q;lhj;iml Efl cys'u-- Aof L' Xh'Rz loe'u;LjN pwr'f J Q;mqme
Mj'vi ej LI'm Efju eCz Lj' ih'u le'uJ LhmC fha' B'p, a;l Esl ic'a j'm h;dz
noLj'm ed'eNI b'L hip; am'a qmz LmLj;aju h;Nh;S;I ic'L HLV; h;is'a H'p EWmz

f'j;e; h;is'a Lj'icefl HLV; f;Zju filj'm iRmz Q;il ic'L gmgm, nu;imOl,
f'S;h;is, nfe'Ma, j;e'Sez Az'xf'Il h;Nj'e gm a'mR, p;is i'qR, e-m^;
d'ef;aj;l p'A LjQ; Lm lj'in'u Afb'e L'qR; Q;imaj' f's'R, h;im-Si'ol T's Bjh;Nj'e
Bj L's'uRz h;Nj'e'l f'h'f;e; 'y'Ln;im, p'Mj'e m;is'Lj;v; f;u'ia Efm'r g'u'cl
Lm'Lj;mq'm a;l J Aof iLR'Aw'n iRmz n'ej;Jm;u-ph'S f;io'el ic'u 'Ol; iMSiLI f'ld Oe
R;u;u i'oe'z, L;ilLm-00'c;um-n'ej;il X;L j'mil az HCMj'e f;iaice p S'm L'v'R
p;aj;l, e;imgm, a'mR, O;v h'p c'MR Mu;im, Bej'e HLj h'p L'qR fnj p'm;Cz
Ga'at xat'a j;ip j;ip f;il'ial Evp'h'l p'A j;e'ol HL-HLIV flh hyd;iz Arua'afu;
b'L c;mk;oe; hip; f'f'S; f'k'v; La Lf j;e'ol f;il'a'a q;a lj'im'u pj'U' hRI'v'L ke e;e;
L;il'in'of h'e am'Rz phC k p'cl, phC k p'ml a; euz j;ri i;N, f'S;il f;ih'v'f, L'e'el
frf;ja, R'm'cl Lm'q u-u' R'ml frp;ble f;u'ia le'u efl h Do'lj h; aj;u'ol Ali k;N,
L;ie L;ie fl'00'lj h; j's'L' Afh;ic'0;oz; H-pj'U' f'oh filj;ZC B'R-- ph 'Qu B'R
lea'el j's'L L;SI h'e'aj;l li a'q li a'q leua HLV; Ec'hN-- La'lj LMe Lf L'q h'pe,
aj;l h'w'L LMe Lf c'k'N BI'n quz k'ic BI'n qm a'h ic'el fl ice n;lj' eCz Lj'icefl
h'L c'u'c'u'ol, O'q m'L'u j; Ly'ce, R'm'cl j'm ol'e; HC-pj'U' o'i Ao'q p'm
c'x'm ph'ic; B'c;ij;ma f;Lj'm pwp;lk;oe;z

HIC j'd'e b'L Lj'icef Hm LmLj;ajuz H ke j'U' HLV; pj'a il'z' L;ib;u HL'gyV;
iff;ip;il Sm? c'n BLj'n'l h;aj;p;IJ HLV; Q;e; Q;q;il; iRmz N'ej;I ic'N'z' L;ib;J-h; Oe
he, L;ib;J-h; h;iml Ol, e'cl Sm'qM; j;v'ol Q's; n'ef ih'U'a j;w, h'e; T;E'ul T;if,
-ZV;e; fb-- Hl; e;e; qM;u e;e; I'p ih'i'oe' Ol ic'u BLj'n'L HLIV ih'no BLj'n L'q
a'miRm-- Lj'icefl Bfe BLj;nz p's'k'N B'm;J iRm 'aj;le ih'no B'm;iz ic'i'0'a,
nfe'M'a, h'al T;is, S'm-e'f;L;il M'uil I'PI f;im, hynT;isLi LIQ X;iml i'OLE
f;aj;u, Ly'w;imN;RI j;p'Z Oe ph'S, J f;il' h;im'a'VI g'ej;L;in qm'c-- pj'U' p'A e;e;
i;h' lj'in'u p'C B'm; HLIV i'ol fil'io'a I'f f'cu'iRmz LmLj;aj;l HC-ph Af'il'io'a h;isl
R;ic' cu;im L'we Aej'e'qM;il B'0;ia e;e;M;e; q'u' p'C i'ol ic'el BLj'n B'm; aj;L h'N;e;
m;LI j'a; L;si Q;im' c'Mz HM;eL;il 'cha;J aj;L HL'0' L'qRz

pšh:®dl İQİW İh®ma ®b®L Bpa İeujjaz HME j:®T j:®T gyL f®sz Lj®X:®LI S®ef hÉNE q®u Q®u b:®Lz ®hqil; Hh:il İQİW a:ilC q:®a İcmz İhfc:ip Bue:il p:~e c:~is®u c:~is L:j:~i~R, L:j:~R®V İN®u hm®m, "c:c:~i, ®R:~sc:c:~i İQİWz"

c:~is-L:j:~e:~i p®l ®Lc:~i:~ju h®p İhfc:ip HLV®ke i ®u i ®uC İQİW M®m®mz fs:~i q®u ®N®m İQİWM:~e:~i H:~e L®l q:~i®a Q:~i f®m ®ke ®p HLV:~i ašhÉhÉb:~iz

L~L~ıcefi u ®f®u İS' i:~p:~i L:~i®m, "®R:~sc:c:~i İ Ap®M L®l İe ®a:~i?"

"e:~i, ®p i i:~m:~iC B®Rz"

"İQİW®a Lf İm®M®Re h®m:~i-e:~i c:c:~i:~t"

"fs:~iö®e:~i İ Lb:~i:~t"

İLRıce ®b®L İhfc:ip L:j:~®L pšh:®dl İQİW fs®a ®cu e:~iz HLV®BdV®f®s ®h:~e:~juz Hh:~i İ a:~j euz İQİWM:~e:~i Q®u İe®a L:j:~® p:~i:~q:~p qm e:~i, j eV:~i RVİgVÜLI®a m:~iNmz

pšh:~ıd f®b:~j -f®b:~j İq®ph L®lC MİQ Q:~i m:~iaz h:~i:~s İ c®x®MI Lb:~i aM®e:~i j®e a:~iS:~i İRmz HME p®V:~i kaC R:~i:~u:~i İ j®a:~i q®u H®p®R, MİQJ aaC Q®m®R ®h®sz hm®R, h®s:~i İ L:~j Q:~i®m Qm®a e:~i f:~i İ®m HM:~e:~i L:~i İ p:~j:~i:~sL E:~i Q:~i nM®l İ Bhq:~i Ju:~i u ®f:~y®e:~i k:~i u e:~iz B İ a:~i e:~i ®N®m İh®m®a Bp:~iC hÉb:~iİquz

c:~i®u f®s c®c®-HLh:~i İhfc:ip®L a:~i İ-®k:~i®N Aİaİİ Š² V:~i L:~i f:~i W:~i®a q®u®Rz Hh:~i İ c:~i İh H®p®R q:~i S:~i İ f:~i E®äİ -- S İ İİ c İ L:~i İz

İhfc:ip j:~i:~b:~i u q:~i a İc®u hm®m, f:~i h®L:~i b:~i u? N:~i®ul İ Š² Sm L®l L:j:~® İh:~i:~q:~i İ Se:~f V:~i L:~i S:~j:~i:~i~R, ®h®o İL ®pC V:~i L:~i u V:~i e fs®h? Lf q®h pšh:®dl hÉİİ ØV:~i İ q®u, L:j:~® İ İhoÉv gaš L®l kİc a:~i İ c:~j İc®a qu?

®p İ:~i®e İhfc:ip h:~i İ j:~i:~u f:~i u Q:~i İİ L®l ®h:~s:~i®Rz S:~i®e e:~i, L:j:~ıcefi İ Q:~i®M:~J O:~j ®eCz HL p:~j®u kM®e h®s:~i ApqÉ qm L:j:~®R®V H®p İhfc:ip İ q:~i a d®l hm®m, "pİaÉ L®l h®m:~i c:c:~i, ®R:~sc:c:~i İ Lf q®u®R? f:~i®u fİs, B:~j İ İ L:~i®R m®L®u:~i e:~i:~t"

İhfc:ip h®T®m N:~i f®e L İ®a ®N®m L:j:~ıcefi Bn^:~i B®l:~i ®h®s EWNz HLV®Q®f L®l ®b®L hm®m, "pšh:~ıd V:~i L:~i Q®u f:~i İ W®u®R, Aa V:~i L:~i ®ch:~i İ nİŠ² B:~j İ İ ®eCz"

L:j:~ıhfc:ip İ q:~i a d®l hm®m, "c:c:~i, HLV:~i Lb:~i İh:~i m, İ j N L İ®h e:~i h®m:~i:~t"

"İ j N L İ h:~i İ j®a:~i Lb:~i q®m İ j N e:~i L®l h:~yQh Lf L®l?"

"e:~i c:c:~i, W:~i İ j e:~u, ®h:~i®e:~i B:~j İ İ Lb:~i -- j:~i®ul Nue:~i®a:~i B:~j İ İ S®ef B®R, a:~iC İe®u --"

"Q®f, Q®f, ®a:~i İ Nue:~i u İL B:~j İ j q:~i a İc®a f:~i İİ!"

"B:~j İ®a:~i f:~i İİ:~t"

"ei, aŕJ fjiłp ʔez b;LÚp-ph Lbi, HMe 0ʔj;ʔa k;ʔ"

LmL;aj nqʔI pL;im, L;ʔLI X;L J Úŕ;ʔ "iʔI N;ʔsl MsMs;ileʔa I;ja ʔf;ju;ʔm;ʔz cʔʔ LMʔe; 0Vʔj;ʔI, LMʔe; ʔaʔmI LʔmI h;ʔn h;ʔS; h;ʔp;I p;ʔʔeI I;ʔŕ; ʔcʔ HLSe ʔm;L jC Lyʔd SĀ;ʔIł-h;ʔVL;I ʔh' j;ʔfe M;ʔiVʔ QʔmʔR; M;ʔim-N;ʔsl cʔV; ʔN;ʔI; N;ʔs;ju;ʔeI cʔ q;ʔaI f;ʔm a;ʔs;I EʔS;Se;ju N;ʔs ʔeʔu āʔaʔhʔN d;ʔh;ʔje; Lm ʔbʔL Sm ʔeh;I f;ʔlāʔk;ʔiN;aj;u HL ʔq;ʔʔb;ʔle ʔʔʔul pʔĀ E;ʔsu; h;ʔpʔZI ʔm;ʔm;ʔm hL;ʔh;L SʔʔʔR; ʔh;ʔf;ʔc;ʔp h;ʔj;ʔ;ju hʔp; -s-ʔsl emV; q;ʔa; ʔʔʔSʔa fʔS BʔR e;ʔ-fs; MhʔI L;ʔNS;ʔ

L;ʔʔHp hmʔm, "c;ʔc;ʔ, "e;ʔ ʔh;ʔm;ʔ e;ʔ"

"B;ʔj;I jʔʔal ũ;ʔd;ʔe;aj;u qŪʔʔf L;ʔh aŕʔ? ʔa;ʔI n;ʔpʔe I;jaʔL ʔce, "e;ʔ-ʔL q;ʔ LIʔa qʔh;ʔ"

"ei, ʔh;ʔe;ʔ h;ʔm-- B;ʔj;I Nue;ʔ ʔeʔu ʔa;ʔj;I I;ʔhe;ʔ 00ʔL;ʔ"

"p;ʔiʔd ʔa;ʔʔL h;ʔm h;ʔs? ʔa;ʔI Nue;ʔ ʔeʔu B;ʔj;I I;ʔhe;ʔ 00ʔh H;ʔe Lb;ʔ I;ʔhʔa f;ʔiłm ʔL;ʔeł h;ʔŪʔa?"

"ʔp S;ʔle ʔe, ʔL;ʔʔʔa;ʔj;I HC I;ʔhe;ʔ B;ʔj;I pu e;ʔ"

"ʔʔʔhC I;ʔhe;ʔ ʔno LIʔa qu ʔʔ, a;ʔʔL g;ʔl ʔcʔu b;ʔj;ʔa ʔNʔm ʔh;ʔf;ʔl;ʔa 0ʔv;ʔ HLVʔdkł d;ʔl;ʔ HLV;ʔ h;ʔh;ʔb;ʔ Lʔ ʔc;ʔpR;ʔ"

ʔh;ʔf;ʔc;ʔp ʔp ʔʔʔm ʔŪʔWʔa ʔmMʔm, V;ʔL;ʔ f;ʔW;ʔa qʔm L;ʔʔ fʔZI pʔʔm q;ʔa ʔcʔa qu; ʔp Apñh;ʔ

k;ʔp;ʔʔʔ EʔS; Hm;ʔ pʔh;ʔd ʔmʔMʔR L;ʔʔ fʔZI V;ʔL;ʔ ʔp Q;ʔu e;ʔ pʔcʔf;ʔšʔa a;ʔI ʔeʔSI Adłł Awn ʔh;ʔeʔ Lʔ ʔke V;ʔL;ʔ f;ʔW;ʔe;ʔ qu;ʔ pʔĀ pʔĀC f;ʔju;ʔI Ag A;ʔV;ʔeł f;ʔiWʔuʔR;ʔ

H ʔŪʔW ʔh;ʔf;ʔc;ʔpI hʔL h;ʔʔZI jʔa; ʔh;ʔm;ʔ Hahʔs; ʔeʔuʔ ʔŪʔW pʔh;ʔd ʔmMm L;ʔLʔ! aMeC hʔs; ʔc;ʔju;ʔe;ʔSʔL ʔXʔL f;ʔW;ʔm;ʔz ʔS' ʔp; LIʔm, "i ʔʔZ I;ʔul; L;ʔI;ʔq;ʔiV a;ʔmʔL fʔš;ʔe ʔeʔa ʔŪʔiRm e;ʔ? La fZ ʔcʔh?"

ʔc;ʔju;ʔe hmʔm, "ʔhn q;ʔs;ʔI f;ʔk;ʔl;ʔEWʔa f;ʔiʔL;ʔ"

"i ʔʔZ I;ʔuʔL amh ʔcʔu f;ʔW;ʔj;ʔz Lb;ʔh;ʔał LCʔa Q;ʔc;ʔ"

ʔh;ʔf;ʔc;ʔp h;ʔhʔnI hʔs; ʔRʔm;ʔz a;ʔI S;ʔʔL;ʔm a;ʔI ʔf;ʔa;ʔj;ʔq HC a;ʔmʔL ũ;ʔa;ʔz i;ʔh a;ʔʔLC c;ʔe Lʔʔʔʔe;ʔ I;ʔʔZ I;ʔu j;ʔŪʔj;ʔq;ʔSe, ʔhn-f;ʔʔn m;ʔm V;ʔL;ʔI ʔa;ʔs;ʔI ʔl;ʔaz S;ʔʔb;ʔje L;ʔI;ʔq;ʔiVʔa;ʔz HCSʔeł AʔeL ʔce ʔbʔL ʔeʔSI N;ʔj fʔš;ʔe ʔeh;ʔI ʔŪʔz AbłpWʔLʔV j;ʔT j;ʔT ʔh;ʔf;ʔc;ʔp I;ʔS qu BI- ʔL, ʔL;ʔʔ fʔš;ʔi; ʔL;ʔc fʔs;ʔ hʔm, JʔL B;ʔj;I ʔLRʔaC S;ʔj;ʔc;ʔI hʔm j;ʔeʔa f;ʔIh e;ʔz a;ʔc f;ʔŪʔhV;ʔ h;ʔʔ h;ʔʔ k;ʔu ʔg;ʔp;ʔz Hh;ʔI ʔh;ʔf;ʔc;ʔp j;ʔe L;ʔIWe Lʔ ʔh;ʔm;ʔz J ʔeʔŪʔu S;ʔʔe, pʔh;ʔʔdI V;ʔL;ʔI c;ʔIh HCM;ʔeC ʔno qʔh e;ʔz jʔe jʔe hmʔm, B;ʔj;I a;ʔmʔLI HC ʔp;ʔm;ʔI;ʔ I V;ʔL;ʔI C;ʔm pʔh;ʔʔdI Sʔeł, a;ʔI f;ʔI ʔc;ʔm;ʔ k;ʔh;ʔ

ʔc;ʔju;ʔe ʔh;ʔf;ʔc;ʔpI jʔAMI E;ʔf;ʔI Sh;ʔh ʔcʔa p;ʔq;ʔp LIʔm e;ʔz ʔN;ʔfʔe L;ʔʔL ʔNʔu hmʔm, "ʔc;ʔc, ʔa;ʔj;I Lb;ʔ hʔs;ʔh;ʔhʔʔh;ʔe;ʔz h;ʔI;ʔZ Lʔ;ʔI a;ʔʔL, HV;ʔ A;ʔe;ʔju qʔʔR;ʔ"

ʔh;ʔf;ʔc;ʔpʔL h;ʔI;ʔsl pLʔmC I;ʔm;ʔh;ʔp;ʔz L;ʔI;ʔ Sʔeł hʔs;ʔh;ʔhʔʔk ʔeʔSI ũ;ʔa;ʔeʔ LIʔh, H Jʔc;ʔI

Nj^u pu eiz

hmj q^u kujz ihf^cip l ajm^lLI LjNSfæ i^eu OjVRz HM^e; Øejeiqil qu iez Lj^hi^l hⁱl aⁱl^l X^l fⁱWⁱqRz öL^e; j^h L^l HL pj^u A^hl Hmz ke hⁱS-^RyJu; fⁱaj-Tmpⁱe; NⁱRl j^aiz Lj^h h^l hm ihymz

Øejeiqil q^u Nm fl ihf^cip Bm^himil em-qⁱa MⁱVI ihRⁱeu fⁱ Rⁱs^u aⁱlLu; Wpⁱe i^cu hpm kMe, Lj^haⁱl iⁿu^lLI LⁱR h^p d^ll d^ll aⁱl Q^hml j^de qⁱa h^hi^a h^hi^a hm^m, "cⁱcⁱ, ^aajⁱl aⁱm^l a^hj f^sie i^ca fⁱl^h eⁱl"

"^ai^l ehⁱh i^li^{SE}Y^mil i^ha f^uR eⁱlL? ph Lbⁱa^C S^mj?"

"eⁱ cⁱcⁱ, Lbⁱ Qⁱfⁱ i^cu; eⁱl"

aMe ihf^cip BI bⁱL^a fⁱl^m eⁱ, ^pi^Si q^u E^W h^p Lj^hl iⁿu^lLI LⁱR b^l pⁱl^u p^je h^pi^m, IⁱÜ üIVⁱl fⁱl^xLⁱ LI hⁱl S^ef HLVMⁱle l^h i^eu hm^m, "p^hid L^f i^mM^R Sⁱlep? HC ^cM^l"

HC h^m Sⁱjⁱl f^lV b^l aⁱl i^QW hⁱl L^l Lj^h qⁱa i^cmz Lj^hp^jÜVⁱ f^s c^f qⁱa j^h Y^l hm^m, "jⁱNⁱ, ^Ri^scⁱcⁱ H^je i^QWJ i^mM^a fⁱl^m?"

ihf^cip hm^m, "JI i^eSI p^cfⁱš BI B^jil p^cfⁱš^a J kMe BS ^qc L^l ^cM^a f^lR aMe B^jil aⁱm^l Bⁱj i^L BI B^mi^ci I^jM^a fⁱl? BS JI hⁱf ^ec, ihf^cl p^ju Bⁱj J^l ^he eⁱ ^ai^l ^ch?"

HI E^fi Lj^hBI Lbⁱ LC^a fⁱl^m eⁱ, e^fl^h aⁱl QⁱM i^cu Sm fs^a mⁱNmz ihf^cip aⁱlLuju Bhⁱl Wp i^cu QⁱM h^s I^Cmz

A^eLrZ cⁱcⁱl fⁱu qⁱa h^mu Ah^ho Lj^hhm^m, "cⁱcⁱ, jⁱul de ^ai^l HMe jⁱulC B^R, aⁱl ^hi g^yna th^ka a^hj ^le--"

ihf^cip Bhⁱl Q^jl E^W h^p hm^m, "Lj^h HVⁱ a^c i^LR^a h^tim ^e, ^ai^l Nueⁱ i^eu p^hid BS kⁱc i^hm^a i^buVⁱl-L^ebⁱV^l ^cM ^hsⁱa fⁱl aⁱ q^m Bⁱj i^L aⁱl ^li^eice r^ji LI^a fⁱl^h-- eⁱ, ^p ^li^eice j^h a^m c^ysⁱa fⁱl^h? aⁱl Ha nⁱÜ^l ^le i^cih?"

Lj^hQ^f L^l I^Cm, ^li^e E^fju ^p M^yS ^fm eⁱz aMe, A^eLhⁱl ^kj^e ^qi^hR ^ajⁱle L^lC i^ha mⁱNm-- Ap^hh i^LR^a0^v eⁱ i^L? BLⁱnl ^li^e N^q, ^li^e eræ HL j^ha^l p^jÜ^hdi pⁱl^u i^ca fⁱl eⁱ? i^Lz^o öi mrZ ^cMⁱ i^cu^R ^k, i^LRⁱce b^l hⁱl hⁱl aⁱl h^y QⁱM e^jQ^Rz HI f^hh^Sh^e B^li; A^eLhⁱl h^y QⁱM ^eQ^R, aⁱ i^eu i^LR^ai i^hhⁱl cⁱLⁱl qu i^{ez} H^hi^l mrZVⁱl j^e j^e d^l fsmz ke aⁱl fⁱanⁱla aⁱl I^jM^ac q^h-- öi mr^ZI p^afⁱ ^hke eⁱz quz

h;cm; L^QRz İhfç;çpl nİ fV; i ;m; eCz h;miçfin-j ĩs İc^Q Bdⁿ;Ju; Ah0b;u Mh^Q I
 L;NS fs^Rz Lj d Bc^Q I İhs;mv; h;miçfiçni HLV; g;im^a; Awn cMm L^Q N;im;L;ı q^Q
 İeâ;j Nâ İhfç;çpl vİlul L^Q dV; ANaİ; JI Øfdİl pqİ L^Q jİeçhİ fiçul L;R ö^Q ü^fÅ
 HL-HLh;ı N; N; L^Q EW^Rz

Hje pj^Q Hm BI -HL OVLz

"ej ú;ıı?"

"L aİj?"

"B^Q , Laİl; Bj;çL MçC İQe^ae, (İj çİf Lb;) Bfe;ı; aMe İnoz Bj;ı ej efm;İZ
 OVL, Nâ;j İZ OV^QLI fçz"

"Lİ fç;Se?"

"i ;m; fiçel pâje B^Rz Bfe;çİC O^Q I Efksçz"

İhfç;çp HLV^aE^Q hpmz OVL İ;S;h;ç;ç j dççe ç;ç;çmİ ej LI^mz

İhfç;çp İhİç;ç a q^Q İS' ;p; LI^m, "ç^Qm B^R ejİL?"

OVL İSi ç^QV hm^m, "e; İale İh;ç;ç L^Qe İez fç; İ nkİ İeçS L;S ç^m; ç^Rs
 İc^Qç^Qe, HMe pwp;ı LI^a je İc^Qç^Qez"

İhfç;çp M;İeLrZ hçp -s-İs^a Vje İc^a m;Nmz a;ı fç qW;v HL pj^Q HLV^aç^Qe ç;ç;ı
 L^Q h^m EWm, "huçp İjm B^R Hje ç;ç;ç Bj;çİ O^Q eCz"

OVL R;ç^a Q;u ej, hçİ İ nçkİ ç^Q fİl;çZ La, BI Nheİçİ ç;ç;ç a;ı Be;ç;ç;ç
 fb ç^Q La fç;ç;ç, Çieç-İh;ç;ç a;ıC hç;ç;ç;ç LI^a m;Nmz

İhfç;çp Bh;ı Üİña q^Q hçp İCmz Bh;ı Ae;ç;çİL çⁿİ pç^Å hçm EWm, "huçp İjm çⁿ
 e;çz"

OVL hm^m, "ç^Q ç^Q ç^mç^e, ç^aQ;İçe h;ç^Q BI -HLh;ı Bphz"

İhfç;çp çİç;ç;ç;ç ç^Qm Bh;ı ö^Q fsmz

ç;ç;ç S^çç NIj Q; İeç Lj ç^Q Yç^a k;ç;ç;çmz çİS;ı h;ç^Q N;ç;ç;ç HLV; İi ç^S SEZİ
 R;ç;ç J L;ç;ç;ç;ç a;ım;ç;ç;ç QİV ç^m ç^ç çⁿmz Jçİ Lb;ç;ç;ç Aç^eLm;ç;ç L;ç^e ç^fç^mz OVL
 aMe hm^Q, "İ;S;h;ç;ç;ç Hh;ı hçİ ej ç^Qa jç;ç;ç;ç q^çç HV; Hç^Lç;ç;ç m;ç;ç;ç;ç İeS
 jç^m Lb;ç;ç a;ıC Haİçe fç a;ı i ç;ç;ç dç^Qç, jç;ç;ç;ç fç HMe BI M;ç;ç İ;ç;ç;ç Qmçⁿ e;ç
 Bfe;ç;ç;ç Nç;ç;ç;ç İLeç i Vç;ç ç;ç;ç;ç;ç;ç Bj;ç;ç pççç, a;ı L;ç^Q Leç;ç Lç;ç ç^m; çⁿm--
 mçZ İWLİV İj ç^mç^Rz HC İeç nç^Q İ ç^Qul Lç;ç ç^QVç^a h;ç;ç İ;ç;ç İe-- Hje Lç;ç BI -HLİV
 ç;ç^a fsm e;ç HC ç^m ç^eç^e, B;ç Afe;ç^L hçm İç;ç;ç;ç, H pçç q^Qç çⁿç, H fç;ç;ç;ç

İehlâz

İWL HC pj^u Lj^d Bhil hy^u Q;M e;Qmz öi mr^{ZI} Lf Afşh^l lqpé! İLe^{BQ}jkñ Lah;I
ajl qja^c h^mR, I;Sl;ef q^h p^z LI^Lilùl^o p^C filZa gmV; Bfle^k BS ajl
Lj^R Efı̇obaz J^cl Nğ;Q;kn HC Lıce qm h;lo^L Bcju LI^a LmL;aju H^pİRm; p^hm
N^R, Hh;I Bojt j;ip^o h^oL h^ol;İnl I;Spç;je, Øæf^m;L0İVa Abİm;I , næ;in; j^ol
j^{dé} faİf^s; Hje-İL, qu^a; faİh^u;Nz İhfç;İpl h^ol;İnz j;İT j;İT^o cıqL f^s;I Lb;
BRz ajlJ fğ;Z qı^a qı^a, Ljm Ija^o ØfØC pıcl^l mrZz Bojt j;ipJ fsm-- faİl
f^s; J j^aİl Lb;V; i jh;I BÖ f^u;Se^eC, AaHh Hh;I pju i j^m;z

Lj^a;c;İl f;İ^h h^op hm^m, "c;İj, j;İb; d^oİ^R İL?"

c;İj hm^m, "e;Z"

"Q;^a; W;TM; q^u k;u İe? ^aaj;I 0^o m;L^c Y^L^a f;I m;İ e;Z"

İhfç;İp Lj^d j^aMI İc^L Q^u cİÖİenİp^o gm^m;z i j^{NE}l İe^uİ aj ph^o Apq^t, kMe^o
p;İe;I Ib B^e k;I Q;L; AQmz c;İl j^aMI j^h HC İàd;I Ğce; Lj^aL h^ob; İc^m;z^o c^hl
c;İe^L Le c;İj Hje L^o p^oq LI^{Re}? İhh;İq-h^of;İ^o İe^{SI} fR^o h^m k HLV; EfPn^İ
BR H İQ;İ LM^e; Lj^aİcefl j;İb;İu B^op İez İnöL;İm^o f^o f^o p^o ajl Q;I İc;İl İh^u
c^mRz Lm^oİe^l 0^o İh^u-- L^m R;İj; BI İh^ono İLR^a fR^o İhou İRm ajJ euz^o R^mf^m
İe^u ah^a;aj; pwp;I LI^R, İce^LV k;İRz kMe^cxM f;İ İh^a;İq L^o e; j^e i j^haJ
f;İ^o e; k İLR^aC HV; R;İj; BI İLR^o q^a f;I az j; İL^o R^m ĞR^o euz? R^mL^o j^e
euz L^fİJ qu p^fİJ quz üj;İ^o İaj İez İhd;İj; ^a; c;İL;İe^o M;İme İez i j^{NE}l EfI İhQ;I
Qm^h L;I?

Haİce f^o Lj^d j^oİ j^{NE}l^o İaf;İ^o j;İW^o f;İ^o Hm I;Sf^o Rcl^onz IbQ^oİ nē Lj^a
ajl q^of^oİe^l j^{dé} I -k^o öe^a f;İRz h;İC^o I Rcl^onv; k k;Q;C L^o c^maC Q;İu e;Z

a;İs;İİs 0^o İN^oU^o p^o f;İS M^om c^mm, BS j^e;İb-İàaf;İz h;İs^oa Lj^oİ;İfç;İ j^{dé}
k-LuSe h;İpZ BR p^a;İ^om; X;İL^o a;İc;I gm;I LI^om, c;İrZ;J kb;İp;İdē İLR^aİc^m;z ph;İC
Bn^hİc LI^om, I;Sl;ef q^u b;İL;İ, d^e-f^oİe mr^İm;İ^o Q;İLz

İàaf;İh;İ İhfç;İpl^o h^WLM;İe;İu OV^oLI BNj ez a^s İc^u "İnh İnh" h^m h^u EıÜ^o q;İC
a^mmz Hh;İ^o Apç;İİa İc^u Lb;İV;İL^o İno L^o İc^a İhfç;İpl p;İq^o qm e;Z i j^hm Hah^s;İ
c;İİuaİİeC Lf L^o?^o L;İe L^o İe^oQu S;İh Lj^d f^or H p^oİ ph^o İ i j^m; eu? f;İöİce
İno Lb;İ c^h h^m OVL^oL İhc;İu L^o İc^m;z

páfi Aáljij ʒʒOI Rjuju híøI Sʒm íelhsz Ljđ Bphihfæ ʒhín ÌLRʌʌeCz HL fiʒn
 Rʒiʒi MjV, Bmeju -ìV-cʒUL fiLjʒe; njs BI Qyfi-IʒPI NjRiz ʒLjʒ LyWim-LjʒWI
 ÌpʒL, aji jʒdÉ JI hÉhqʒiʒI Ljfsz MjʒVI eʒQ phS-IP-LIj ÌVʒel hiʒ,, fie piShij
 pl"j, BI-HLVj hiʒ,, Qm hydhiL pijNÉ ʒcuʒmI MyʒSI jʒdÉ LjʒWI biʒL ÌLRʌʌhC,
 ʒcujaLmj, ÌQIWI LjNS, jʒʒul qʒʒal fnʒ-ʒhje; hihij phʒi; hÉhqʒiʒI QIVSʒaʒSisj;
 ʒhijij MjʒVI Ìnuʒ IjdiLʒoI kʒmI ʒfi fvz ʒcuʒmI ʒLjʒ ʒWpiʒe; HLVj HpijSz

Oʒ LjʒBʒmij Sʒmju íez LjʒWI ÌpʒL Efi hʒp Sjemij hiʒʒ ʒʒu BʒRz pijʒe ʒʒVI
 LʒmhiJuimj LmLjaj Bʒij LjʒmI hjNLIWe HLVj AálaLju Szʒ jʒa; Smdijij jʒdÉ Ìcʒu
 Tijfpi ʒʒmij kʒʒRz jʒT jʒT aji Njʒu Njʒu BʒmijLínMij ÌhʒL Ljđ je aMe ÌRm
 Actielʒfa aji ihʒʒmijLI jʒdÉ ʒpmjeLij Oihjis-ʒmijLSe phC aji Bfe BcʒhNʒsij
 ajiC jʒTMijʒe íeʒSI paʒmrÉ-Iʒfi fíauj-- La íšʒ, La fʒSij, La ʒphi! aji íeʒSI
 jʒʒul fʒÉQIʒʒa HL SjuNju HLVj Ni éI ra Iʒu ʒNʒRz íale üj éI Afijʒd ÌLRʒLjʒmI
 SʒéJ ʒdkNqijil ʒuʒRʒmez LjʒLMʒe; ʒp iʒm LIʒh eiz

ÍhʒʒiʒpI fiʒʒul né öʒe LjʒʒQjʒL Ewz cʒijʒL ʒʒm hmʒm, "Bʒmij Sʒm ʒch ÌL?"

"e; Ljđ cILij ʒeC" hmʒm Íhʒʒiʒp ÌpʒL aji fiʒn Hʒp hpmz Ljʒʒa;ʒa;ʒis ʒʒSI
 Efi ʒeʒ hʒp BʒʒI BʒʒI aji fiʒu qia hmʒu ícʒa mʒNmz

Íhʒʒiʒp Íøeʒüʒ hmʒm, "hWLMjeju ʒmijL HʒpiʒRm, ajiC ʒa;ʒL ʒXʒL fiWjC íez HarZ
 HLMij hʒp ÌRim?"

Ljʒʒmí< a qʒu hmʒm, "e; ʒʒjijfiʒp AʒeLrZ ÌRʒmez" Lbiʒi; Ígíliʒu ʒchij Sʒéʒ
 hmʒm, "hWLMjeju ʒL HʒpiʒRm, cʒij?"

"ʒpC LbiʒC ʒa;ʒL hmʒa HʒpiʒRz H hRI Sjø jʒʒp aʒ BWijʒi; ʒfiʒliʒu Éleʒh fsím, ajiC
 eij?"

"qʒ cʒij, ajiʒa ʒcjo qʒuʒR Lf?"

"ʒʒʒOI Lbiʒ eiz BS eʒmjZ OVL HʒpiʒRmz mrÉ ʒhje, m< j LÍl pʒez hihij kMe ÌRʒme,
 ʒa;ʒi hup cn-- Íhʒu fiʒu ÌWL qʒuʒRmz qʒu ʒNʒm ʒa;ʒi jʒʒal Aʒfri ʒLE LÍa eiz BS ʒa;
 BÍj aji fíll ʒez IjSij jʒdʒʒe ʒo;ʒmI eiz íeŒQuC öʒeÍRʒz hwnj kNʒju Jij MjʒVij eez ÌLʒʒ
 huʒp ʒa;ʒi pʒÁ AʒeL agjaz BÍj IjS qʒa fíll íez HMe, ʒa;ʒi jʒmI HLVj Lbiʒ öeʒmC
 QʒLʒu ícʒa fíllz m< j LÍl pʒe Ljđ"

"e; m< j LIh eiz" hmʒm ÌLRʒZ Qʒf LʒI Cmz "kyl Lbiʒ hmR íeŒQuC aji pʒÁ BjiL
 pʒá ÌWL qʒuʒ ʒNʒRz" HVij ʒpC OVʒLI Lbiʒi fíadíe-- LMe Lbiʒi; HI jʒeI Ni éI aju

BVLj f⁸ N⁸Rz

İhfçjp BÖQkñq⁸u hm⁸m, ""@Lje L⁸ İWL qm?"

Lj⁸Q⁸f L⁸ İCmz

İhfçjp ajl j j⁸bju qja hñ⁸u hm⁸m, ""R⁸mj j⁸to Lİl p⁸e, Lj⁸đ

Lj⁸đcef hm⁸m, ""ađj h⁸đ⁸h ej cjcj, HLV⁸đ R⁸mj j⁸to LIİR⁸ez"

cjcjı Efl ajl Apfj i İšz İLz⁸ cjcj⁸ aı⁸ chhıZf jı⁸e ej, Lj⁸đcef Sı⁸e HCMı⁸eC cjcjı cıøl rFZajz

İhfçjp hm⁸m, ""a⁸€⁸ aı⁸ ay⁸L⁸ cıMp İez"

""aı⁸ qıL, Bİj⁸ k İWL⁸ S⁸eİRz"

İhfçjp i jı⁸mı L⁸ıC Sı⁸e, HC SıuNı⁸aC i jıC⁸hı⁸el j⁸đ⁸f Apfj fİ⁸ı cz Lj⁸đ İQ⁸SI H Aålıjı j q⁸m Jı Efl cjcjı HLV⁸đ cMm⁸ eCz ahıhfçjp Bı-HLhıjı hm⁸m, ""cM, Lj⁸đ İQıS⁸h⁸el Lbı, gpÚL⁸ı HLVı⁸ Muı⁸mı j jı⁸bju fZ L⁸ı hıpp⁸ez"

Lj⁸đ⁸hıL⁸m q⁸u hm⁸m, ""Muı⁸m eu cjcjı, Muı⁸m euz Bİj⁸ aıjıı HC fı Ry⁸u hmıR, Bı LıE⁸L İh⁸u Lı⁸a fııh eız"

İhfçjp Qj⁸L Ew⁸mz kMı⁸e LıkNı⁸ıZı kıNı⁸kıN⁸ eC⁸ pMı⁸e aLıN Lı⁸h Lf İe⁸u? Ajıhpıjı p⁸Å Lı⁸ı Lıjı Q⁸m eız İhfçjp h⁸đ⁸T⁸R, Lf HLVı⁸ ch-pw⁸La Lj⁸đ⁸el j⁸đ⁸f hıe⁸u h⁸p⁸Rz LbıVı pałz BSC pLı⁸m WıL⁸đ⁸L E⁸Yn L⁸ı j⁸e j⁸e h⁸mıRm, HC h⁸SıS pıMÉıjı g⁸m SıS İj İm⁸u ph-⁸h⁸o kıV hıjıL bıL aıı IP kıc WıL⁸đıı j⁸aı efm qu a⁸h h⁸đ⁸h ayıC CıRıız ph-⁸h⁸oı g⁸mıV qm efm AfıjıSajz

Acı⁸ı jıöL⁸cı hıjıS⁸a pałjıııal LypıO.Vı h⁸S Ew⁸mz Lj⁸đ⁸Sısqıa L⁸ı fZıj Lı⁸mz İhfçjp A⁸eLrZ İCm h⁸pz r⁸Z r⁸Z İh⁸cıv Qj Lı⁸ıR; hıødıjıı İhıjı⁸ eCz

İhfçip B[®] L[®]U[®]L[®]h[®]l L[®]j[®]çef[®]L h[®]T[®]u hm[®]h[®]l Q[®]ø; L[®]I[®]mz L[®]j[®] L[®]b[®]l Sh[®]h e[®] İc[®]u
j[®]jb[®] İe[®]Q[®]L[®] B[®]Øm M[®]V[®]a m[®]Nmz

İh[®]ul f[®]Ü[®]h f[®]l[®]L[®], L[®]hm HL[®]V[®] İhou İe[®]u cç f[®]r İLR[®]L[®]b[®]-Q[®]m[®]Q[®]İm qmz İh[®]uV[®] q[®]h
L[®]jb[®]ju? İhfçip[®] C[®]R LmL[®]ajl h[®]İs[®]az j[®]d[®]pç[®]el HL[®]İz[®] Sc e[®]eN[®]İz hl f[®]r İ C[®]RC
h[®]q[®]m İCmz

B[®]u[®]S[®]el S[®]ef İLR[®]B[®]N b[®]L[®]aC e[®]eN[®] B[®]p[®]a qmz h[®]nM-SİØl M[®]İl f[®] B[®]o[®]İ
h[®]Ø e[®]j[®] m[®] j[®]İV[®] Q[®]je c[®]M[®]a c[®]M[®]a phS q[®]u B[®]p, L[®]j[®]çef[®] A[®]Z[®]İ-h[®]İq[®] e[®]ajİe HL[®]V[®]
e[®]æ f[®]İZ[®] İP m[®]Nmz B[®]fe j[®]eNs[®] j[®]e[®]Øl p[®]Å İjm[®]el Be[®]ç J[®]L Aqlq f[®]mİLa L[®]
İ[®]Mz nİvL[®]İm[®]İ p[®]jeİ B[®]m[®] J[®]l p[®]Å Q[®]İM Q[®]İM L[®]b[®] LC[®]R, L[®]jeİHL AeİçL[®]İm[®]İ j[®]el
L[®]b[®]z[®] n[®]h[®]İl O[®]İl p[®]j[®] el h[®]İj[®]ç[®]ju L[®]j[®]ç[®]İs Rİs[®]u c[®]u, f[®]İMİj H[®]p M[®]ju; İj[®]İV[®] V[®]L[®]İj İj[®]M,
L[®]j[®]İhsİjm Q[®] m[®] Q[®]İM Q[®]İl İc[®]L Q[®]u a[®]a R[®]V H[®]p m[®]Sİ Efİ İ İc[®]u cys[®]ju; p[®]j[®] el cç
f[®]İu İj[®]V a[®]m d[®]İ L[®]V[®]İ-L[®]V[®]İ L[®]İ M[®]a b[®]İLz L[®]j[®]çef[®] Bs[®]İm b[®]L Beİç[®]a q[®]u h[®]p
c[®]Mz İh[®]nİ f[®]İa J[®]l A[®]Z[®]İ BS çİr[®]Zİ İ İz İh[®]L[®]m N[®]İ d[®]İh[®]İl p[®]ju İMSİLİ f[®]L[®]İ Nm[®]
X[®]h[®]u Q[®]f L[®]İ h[®]p b[®]İL, Sm e[®]ke J[®]l ph[®]İÅ B[®]mİf L[®]İz İh[®]L[®]mİ h[®]Y[®]L[®]İ B[®]m[®]İ f[®]L[®]İ
fİØQ[®]j-d[®]İl İ h[®]ajİh-mh[®]N[®]İRİ n[®]İMİl Efİ İc[®]u H[®]p Oe L[®]İm[®]İ S[®]mİ Ef[®] İeL[®]Ø p[®]jeİ
Q[®]Mİl j[®]e[®]aj İTİLİjİL L[®]İa b[®]İL; J[®] Q[®]u Q[®]u c[®]M, p[®]c B[®]m[®]İu R[®]ju[®] J[®]l p[®]j[®] Ü[®]İ nİf[®]İ
Efİ İc[®]u AİehİDefu f[®]m[®]Lİ Lyfe h[®]u k[®]uz j[®]d[®]İq[®] h[®]İsİ R[®]İçİ İQ[®]m[®]L[®]İW[®]İu HL[®]m[®]İ İN[®]u h[®]p
b[®]İL, f[®]İnİ S[®]jN[®]İR b[®]L OØİ X[®]İL L[®]İe B[®]pz J[®]l k[®]he-j[®]İç[®]İ BS k[®] e[®]çajİ hlZ q[®]R
İ j[®]hØe İp[®]l İf[®]İV ajİ, L[®]b[®]İİdL[®]İl k[®]Nmİ f[®]İ j[®]İd[®]k[®]İ ajİ p[®]Å İj[®] n[®]Rz h[®]İsİ R[®]İçİ Ef[®]
H[®]pİSİV İe[®]u d[®]f[®]İ d[®]f[®]İ h[®]İS[®]İu, J[®]l ç[®]İçİ p[®]c İ f[®]İm[®]f[®] p[®]İ İ N[®]İeİV :

BS[®]ç[®]İl O[®]İ BCm İful Jm[®]

Q[®]İç[®] Q[®]İç[®] qİMİmİz

İ[®]ç[®] İh[®]R[®]İe[®]İu h[®]p f[®]Z[®]İj L[®]İ, pL[®]İm E[®]W İh[®]R[®]İe[®]İu h[®]p Bh[®]İl f[®]Z[®]İj L[®]İz L[®]İL L[®]İ p[®]V[®]İ
ØfØ eu-- HLİV İelhmØ İ İŞ[®]İ üaxØgş[®]İİ E[®]İRİç[®]İz

İLz[®]İeNs[®]İ f[®]İajİl j[®]İç[®]İajİ İQİİce[®]İaj İj[®]Ü b[®]İL[®]a f[®]İç[®]İ eİz L[®]İeİLİleİ İenİp[®]l aj[®]f J
n[®]İn[®] p[®] j[®]İa[®]İ p[®]ojİ k[®]Me O[®]İ M[®]a Bİñ L[®]İ aMe e[®]çajİ İf İV[®]L[®]h L[®]f L[®]İ? aMe
İ İŞ[®]İ h[®]İç[®]İ ç[®]X[®]Mİ İcez

HLİce a[®]mİefİçİl h[®]İs İaeLİs H[®]p L[®]j[®]çef[®]İ j[®]Mİ p[®]j[®]eC h[®]m h[®]pm, ""q[®]İ N[®]İ,
B[®]j[®]çİ L[®]j[®]ç L[®]fİç[®]İ L[®]İe İçİ S[®]m? İ -k[®] n[®]çef[®]çİ N[®]İe B[®]R--

HL-k İRm L[®]ç[®]İ-Q[®]v[®]İ n[®]İu[®]mLy[®]v[®]İl he,

A0je j i p ihuz fyo n Binle mr ef s; q u Nmz qWiv p i a i n Binle ayh J e j e f L i p i S p l " j l e u o i o j m - L i c f j l e l C i " l e u j l w l h i j n l J i j l i p u l H p E f i 0 b a , p A H L c m f i 0 0 l j j S t z h i f j i M j e j L f ? n u j L m a o i o j m i c i 0 l d i a l a y h n s h l J h l k a e f i j i L R i c e B n b j L a C p M j e H p E W h e z

H L f l L j L b i ? i h f c i p h m m , " a y l i k a S e M n B p e , k a l c e M n b j L e , B j l i c h e j h u l L e c h z a y h d c l L i l L f ? B j j c l u a z h i s B R , p v i M j m L e i c i p R z "

J i j l i p u l h m m , " l i S i h i q i c i l y L j z i c i 0 l Q i l d i l l h e S A m J p i g L e i c a h m R e -- B f l e S i j c i l , A e j l a Q i c z "

i h f c i p j m m j m L e h m m , " H v i i l E i Q a q p R ? S A m a j B j l i c p i g L e i c a f j i l z "

J i j l i p u l i h e f a i j n E s l L i m , " l M i e c l i S i h i q i c i l f h i f d i o l i i v h i s , a j c n m q u R l e s c J v i f i l x L i l L e e h e z "

L b i v i l e a j z A p w N a e u , i l z B a l u u S e l i M a M a L i a m i N m f S i l i h m , H v i B j j c l L a n h h e c l E f l v , i c h i l Q o z q W i v a i h m g y f E W R , p v i Y i L i c a f i l R e j ; p v i L S u Y i L L e a j m h i l S e f c e j H C L i ? p i h L B j m q m h l p u h l p < j h a l z e f i l L i a c i l q a e z R i v i h i h b j L m l a l e J p c a e e j , c M i k a l h i h m i B l a y h m i b j L a L j b i u z

f S i l i H p i h f c i p L h m m , " y S d , J c l L i R q W a f i l h e z k i M i Q m i N B j l i c c h z "

R u - B e j l L a n e h n i f i m H p h m m , " h w n l A j k i c i p J u i k i u e z H L i c e B j j c l L a n i l i o i o j m c l q i s q i s W L i W i l m i n u R e , B S a i l i B j j c l C H m j L i l E f l Q s i J q u V i L i l T m L j i l a H p R ! i u e c c i c i , M i Q k i m i N B j l i j B i R z i h o u i j n q i L , h w n l j j e a j i j n q u k i u l e z "

H C h m e h n i f i m C W m W m L j n L a n q u h p m z

i h f c i p L u l c e L j d L i R k a f i l l e z a j l j m l i c l a j L i h L f L e ? L j d L i R h l f e r l 0 f d n i l L b i l e k N m i M i v i L e h m h p j i s p c u j h i i a a j e c z a j l c L i R p h i c h i s u h i s u h m z j u e c l i j n a j l c ' f l z J i c S e e f h i f d i o l j j b i k q v q m z l i S i j e f q a Q m R e ! L f k l i S i l i R i l !

S j a L m l L b i v i l L j a j l i i s i c u Q i f i i c u i R m z i l z d e l h s i c L e n o l L m L M i v i L i l e f Q a j c m a j l j e i h o j c i e l E W m z L h m C m i L i L i R b l p f i l m u h s j u z

Qojm^{cl} m< ju BS ^{rk} JIC m< iz c;ci j^m b^{cl} ILR^α h;ehi S^{ee} jeVj RVlgVl
LI^{Rz} IL^o c;ci c^m i^{ec}, A³cljq^m m^a J B^p ej

HLice ihf^{ci}p Az^xf^{cl} hiNⁱe li ue0^{cl} S^{ee} Qim; hydhi S;uNi iWL LI^a iN^u
qWjv iMSiLI f^{cl} Oj^v c^m, Lj^α e^{cl} f^{cl} Efi h^p j;bi q^w L^{cl} S^ml ic^{cl}
ajL^u B^{Rz} c;ci^{cl} c^m a;sa;is Ef^{cl} E^w Hmz H^pc I;Uü^{cl} hm^m, "c;ci, ILR^{cl}
h^a f;IR^{cl} e^z" h^mc j^m L;fs ic^u L^{yc} E^wmz

c;ci d^{cl} d^{cl} if^w qia h^mu hm^m, "m;LI Lbiju Lje ic^p e^{cl} h;ez"

"IL^o J; H-ph Lf LI^{Re}? H^a IL^a j;ci j je b;L^h?"

"J^{cl} icLV;J ^{cl} h^{cl} c;impz f^{cl} S; j; b;e B^pR, dj dij LI^h ei? ih^ul h^{cl}f;il
b^{cl} HV;L üaz^{cl} L^{cl} c;impz"

Lj^α q^f L^{cl} Icmz ihf^{ci}p b;L^a f;il^m ei, j;ilu; q^u hm^m, "a;il j^e kic HLv^{cl}
MVL; b;L^{cl} ih^u HM^{cl}; ^{cl} p ic^a f;ilz"

Lj^α cef p^{cl} j;bi e^s hm^m, "iR iR, p iL qu?"

Az^kij^{cl} p; j^e pa^{cl} N; a; Nyw f^s n^{Rz} h;il k^vl^α p^{cl} a; h;cl^{cl} lz

ihf^{ci}p^{cl} H^{cl} m je HaV; leu;ju A^{cl}kl^{cl} q^u J^{cl} p hm^m, "c^{cl} f^{cl} paaju a^{cl}
ih;qh^ae pa^{cl} p^{cl}-hyd; Hpl;SI^{cl} L;e; j;e^{cl} b;L^{cl} ei kic h;S;h;il q;av; qu^{cl} h^{cl}z
f;ij^{cl} c^mU^{cl} ei, k;je p^{cl}a; a;je l; j, k;je j;q;ch^{cl} a;je pa^{cl}, Al;aa^{cl} k;je hin^uJ
a;jez q;im-Bj^{cl} h;h^{cl} le^scl j^{cl} d^{cl} e^{cl} f^{cl}z, a;C HLal;g; pafa^{cl} L^{cl} ez ay^{cl}
al^{cl} g^{cl} am^{cl} S;V^{cl} ei, pm^{cl} a^{cl} h^{cl} me S^{cl} a-- öL^{cl}; f;iz S^{cl} a S^{cl} aC J; Nm R;C
q^{cl}uz"

Lj^{cl} hm; ij^{cl} b^{cl}z HMe b^{cl} J j^e j^e S;cl p^{cl} S^{cl} a m;Nm, lale i j^{cl} m;C qe,
j^{cl} C qe, lale Bj;il f;il N;az

c^{cl} M^{cl} h^{cl} a; N; j; p^{cl} Mo^{cl} h^{cl} Na^{cl} f^{cl} q^{cl}x

hfal;Ni u^{cl} dx--

öd^{cl} kläd^{cl} j^{cl} eu, paf^{cl} j^{cl} J HC mrZl^{cl} p dj^{cl} p^{cl} c^{cl} MI Aafa-- a;^{cl} a^{cl} e^{cl} d^{cl} e^{cl}, i u
e^{cl}z BI Aed;N? a;ic h; Aa^{cl} h^{cl} n^{cl} La; iL^{cl} p^{cl}? Aed;N Q;Ju;f;Ju;il lq^{cl} ph b;L^{cl}, i i^{cl}z
a;il J h^{cl} s;iz a;^{cl} a^{cl} B^{cl} n^{cl}ce e^{cl}, le^{cl} n^{cl}ce B^{cl} Rz paf^{cl} j^{cl} eh^{cl} i^{cl} z^{cl} L, k;L Cw^{cl} i^{cl} S^{cl} a h^{cl}
C^{cl} f;ip^{cl} n;emz j^{cl} d^{cl} p^{cl} ce-h^{cl} i^{cl} z^{cl} V^{cl} a^{cl} c;jo b;L^{cl} a f;il, IL^{cl} ü; j^{cl} f;ej L i j^{cl} h^{cl}-f; c; b^{cl} V^{cl} leih^{cl} L;il
lel^{cl} "ez^{cl} p^{cl} h^{cl} i^{cl} z^{cl} La; q^{cl} e d^{cl} j^{cl} e^{cl} f;il L;R Lj^{cl} cef HLj;ej q^{cl} le^scl p; f;iz L^{cl} ic^{cl}mz

0;0imici0I di9 SÂm pig q00 Nm-- 0ei k;u eiz Sij İem9ai i9h pj am, j;T j;T
 p4İL İc00 İ;P;0ei İ;Û;}, İ;Û;İ di9 di9 B0m; 0ch;İ bijz İci0I fıei ph 0aim; q00Rz 0;0VI
 L;R aLa0L eae İhİmla fıim-0Mmih;İ c4V 0e4L;I, a;0cl HLİVI N;00 0mM; "jd9 aE,
 BI-HLİVI N;00 "jd4LİEz 0k ayh0a İ;Sih;qic4 üuw biL0he a;İ pij0e 0g0j qm0c
 he;0al Efl m;im 0In0j 0h;ei "jd00e2z HLv; a;yh0A; 4F0I, 0pM;ie 0b0L Sm fkl;1 Q;V;C
 İc00 00; 0;Vz 0;0VI EF0C jÛ' İejN;0RI N;00 L;0VI gm0L 0mM;I, "jd0;NI'z M;İeLV;
 Sij0a e;ei BL;0I Q;eL;ıu p0k;İ ME, İSeNâ;İ, Nyc;I, 0c;f;İV, L0;ei J fıa;İh;q;İ, L;0VI
 04L;İ h;0,, e;ei İ0PI İhİmla gmz j;T HLİV R;0V;İ hyd;0ei Sm;nu, a;İC j0dE 0m;q;İ
 Yim;C-Lİ; eNâ00efj 9aİ, j0M nyM a0m d0R, a;İ 0b0L 0g;u;İ;İ Sm 0h;0;0z HC S;ıuN;V;İ
 e;İ 0cJu; q00R "jd4L'z f0hnf0b L;İ;L;S-Lİ; 0m;q;İ 0NV, EF0 İen;e Es0R-- İen;0e
 0mM;I "jd4f4Ez Q;İİ İc0LC "jd0 e;0j İ R;fz e;ei İ0PI L;İf0S L;ei0a Q;0c;ıu; İen;0e İİPe
 g0m 0fe;im0e qW;v- aİİ HC j;ıu;f4E 0Mh;İ S0eE c4 0b0L c0m c0m 0m;L Bp0a m;Nmz H
 İc0L TLÛT0L Q;İf;İp-0T;im;0ei, qm0cl Efl m;im fıS 0cJu; fıNİS-hyd;I, Sİİ İg0a-0cJu;
 m;im he;0al EİcNf;İ Q;İf;İp;İ cm İhİmla S0a; j;ı;İp00 0hs;ıu, pâf;0hm;ıu h30L g;ıL;
 BJ;ıS L0, İcel;İa fı0 fı0 0V;İ h;S;ıu, a;0cl L;0;İ L;0;İ Q;ıS;İ 0L;İ h0â 0T;im;0ei
 İhİmla a0m;ıu;İV; Sijc;0I j;İV0L fı0 fı0 0M;Q;İ İc0a bi0Lz Q;V0S0E0cl p;0hL L;0ml
 S0Zİb;Sf;İ hİL3;0S;İ m< İu 0I q0a h;İ q0a Q;ıu e;İ L;İM 0c0M Q;V0S0E-fİİh;0I N;00
 S0m;İ dİmz e4eN0I fıSİV;İ j0dE İhyd00 İc00 0hmc0MI Efl BS 0;0im0cl Sufaj;İ
 E0S0Rz

öi fıİZ0ul HC p00e;İz

İhfçip ehñifiml ˆxl hmñm, "ehñ Bsðl fiõj ˆchil ˆlõj-- JV; Cañl L;S;"
ehñifim hmñm, "QajñM ayl fi T;si İcˆuÇ ˆñin j;eñ NˆsˆRe; Qil ˆV jñM ˆLhm hˆs;
hˆs; Lbj hmñil SˆeÉz p;ˆs fˆeˆl; -Bej ˆm;L ˆk Cal, a;ˆcl L;R pçjje I;Mˆa qñm
Cañl I;ÛÇ dıˆa quz"

İhfçip hmñm, "a;ˆaJ a;ˆj ˆfˆl EWñ ejz a;ˆl ˆQˆu p;İŞLi jñ L;S LİL, ˆp ˆcM;ñ
i;ˆm;Z Efkˆs² h;ˆpZfıˆM a Bİeˆu Bj;ˆcl pj ˆñcl jˆa İhöÜi jñ Ae;ˆje fime LIhz JI;
I;Si qˆuR Lİ;L Bsðl; Bj;ˆl; h;ˆpZ, f;ZİLjñBj;ˆclz"

ehñifim hmñm, "c;ˆj fyİS i ˆmR, HV; pañkñ euz Sˆml ˆe;ˆL; Qim;ˆa Q;J fyˆLI
Efl İcˆu! ˆa;ˆj;il fİ;ˆl; BˆR-- İaeˆplL;il BˆR ˆa;ˆj;il a;ˆmˆcl;il-- i;ˆcˆ fl;j;İeL,
Lj İİY İhˆñp, fyQ;ˆj ˆMm-- H;ˆl; İL ˆa;ˆj;il I L;ˆQLm;ˆj; ˆa qİhİeˆL-Lİ; hij ejçˆul HL Arl
j;ˆe hˆñ? H;ˆl; İL k;ˆ' hˆóÉl fİfˆe? Hˆcl ˆk hˆL ˆgˆV k;ˆñz a;ˆj Qf Lˆl b;ˆL;,
ˆa;ˆj;ˆL İLRˆi jñˆa qñ ejz"

ehñifim fİ;ˆcl pˆA İj ˆm EˆW-fˆs m;Nmz phç hˆL WˆL hmñm, V;L;il SˆeÉ i jhe;
Lf? Bj;ˆm; gum; fiçL hILç;S ph;çC N;ˆu Qsm eaˆe m;im he;ˆal Q;çl, İİPe dñaz
p;imˆa-ˆj;si T;iml -ˆT;im;ˆe; İeˆne-Js;ˆe; HL eqhaM;ej EWm, p;ˆa ˆe;ˆñ ag;ˆa ˆbˆL a;ˆl
Qˆs; ˆcM; k;ˆuz cˆç nİlˆL İj ˆm a;ˆcl Q;il Q;il q;ˆla ˆñl Lİ ˆm, p;ˆs Qsm a;ˆcl İfˆW, kMe-
aMe İhe; L;ilZ ˆQ;ojmİcİOl pjˆel I;Û;u ö;ˆs cˆmˆu cˆmˆu a;ˆl; Vqİmˆu ˆñs;u, Nm;u Yw
Yw Lˆl Q;V; h;ˆSˆa b;ˆLz Bİ k;ˆç ˆq;ˆL, f;ˆVI hÜ; ˆbˆL q;ˆla ˆñl qu ej, HC hˆm pLˆmC
cˆç fi Q;fˆs ˆq; ˆq; Lˆl ˆqˆp İeˆmz

Aoİˆel p;ˆa;ñ fˆsˆR İhˆul İce; HMˆe; İcecˆñL h;İLz H;je p;ˆu ˆm;L;ñM S;ej ˆNm,
I;Si BpˆR cmhm İeˆuz i jhe; fˆs ˆNm, LañÉ L; j d;ˆsˆe Hˆcl L;ˆR ˆL;ˆe; Mhl ˆcu İez
h;ˆT jˆe Lˆl ˆR i âa;ˆj; p;ˆd;ilZ ˆm;ˆLİ, Ai âa;ˆç I;ˆS;ilQaz H;je Ahøb;u İeˆSİ; N;ˆu fˆs
ˆVne ˆbˆL Jˆcl HİNˆu Beˆa k;ˆJu; İL pñNa qñ? Mhl ej-ˆcJu;il EİQa Sh;ñ qˆR
Mhl ej-ˆeJu;il

phç paÉ, İL;ˆ k;ˆs²l à;ˆl; pwp;ˆl cˆxM ˆW;ˆL;ˆe; k;ˆu ejz L;ˆjˆ flˆa İhfç;ˆpl Nİ fl
ˆDeq; f;ˆR a;ˆL İLRˆa B0;ˆa Lˆl H Lb;ˆV; pLm aLñR;İsˆu k;ˆuz ˆjˆuˆcl fİse Lİ;
Haç pqS; a;ˆcl j;ˆİb;je Q;il İcˆLC Ae;ñaz ShİcˆUl q;ˆaC p;ˆj;S Q;ñL SİNˆuR; Bİ
k;ˆl; h;ˆİq;e a;ˆcl ˆfñİL;al İfˆW İcˆL ˆL;ˆe; İhİdİhd;je eSİ Lˆl ejz H;je Ahøb;u
ˆDeql deˆL ˆl;ˆo-İhˆao-Doñl a;ˆj;ˆe i;ˆlpˆu İcˆu İeˆSİ Aİ;j;je h;ˆQ;ñil ˆlõj Lİ;
L;fˆl;ˆoaj, İhfç;ˆpl jˆel HC i;ˆl;ilz

İhfçjp LjE[®]L ej Sje[®]u [®]0js;u Q[®]s [®]Nm [®]ØVn[®]ez Njls H[®]p [®]FyRm, aMe [®]hm; fyQViz
[®]pme-Njls [®]b[®]L I;Sj ej m cmhm İe[®]uz İhfçjp[®]L [®]c[®]M öxL pwlrc ej újl L[®] hm[®],
"H Lf, Bfle [®]Le Lø L[®]?"

İhfçjz İhmrZ! Hc f[®]bj Bpj Bjil [®]c[®]n, Ai Éb[®]İej L[®] [®]e[®]n ej?

I;Sj i m LI[®]Rez Bfejl [®]c[®]n HM[®]ej Bİp İez [®]p q[®]n İh[®]ul İc[®]ez

İhfçjp Lbjvl jje h[®]T[®]a fjl[®]m ejz [®]ØVn[®]e İi [®]Sl j[®]dÉ aL[®]N LIhjl SjuN; eu-- ajc
[®]Lhm hm[®], "0j[®]V hSlj -allz"

I;Sj hm[®], "clLjl q[®]n ej, Bjj[®]cl ØVj m' H[®]p[®]Rz"

İhfçjp h[®]T[®]m p[®]h[®]d euz ah[®]BI-HLhjl hm[®], "MjJuj-c;Jujl İSlep-fæ, Ip[®]ç[®]ul
[®]e[®]Lj pj Ûc f[®]U[®]az"

"[®]Le Ha Evfja LI[®]me! İLR[®]ç clLjl q[®]n ejz [®]c[®]Me, HLvj Lbj j[®]e IjM[®]he, H[®]pİR
Bjil fh[®]f[®]ç[®]cl S[®]j i İj[®]a-- Bfej[®]cl [®]c[®]n ejz İh[®]ul İc[®]e [®]pMj[®]e kihjl Lbjz"

İhfçjp h[®]T[®]m İLR[®]aç elj qhjl Bnj [®]eçz h[®]LI İi alvj c[®]j [®]Nmz [®]ØVn[®]eİ hphjl 0[®]
[®]Lc;ju İN[®]u ö[®]u fsmz n[®]al p[®]åj, Aåljl q[®]u H[®]p[®]Rz EŞI [®]b[®]L Njls Bphjl S[®]eÉ 0;V;
fsm, [®]ØVn[®]e B[®]m; Sİhm-- mjNij [®]R[®]s [®]0js;[®]L İe[®]SI j İİSja Qm[®]a İc[®]u İhfçjp kMe
hİls İgl[®]m aMe k[®]bø Ijaz [®]Ljbjju İN[®]uİRm, Lf 0[®]VİRm, LjE[®]L İLR[®]ç hm[®] ej

[®]pÇice Ij[®]e JI Wj[™]; [®]m[®]N Ljİn Bİñ qmz æ²jC Qmm [®]n[®]sz E[®]frj LI[®]a İN[®]u
hÉj;vj[®]L B[®]İ; Ep[®]ç[®]L am[®]mz [®]noLj[®]m Lj[®] J[®]L A[®]eL d[®]İ L[®]u H[®]e İhRje;ju [®]n;Jujuz
Ae[®]ç[®]eİ pj Û[®]i jlc fsm eh[®]Nj[®]f[®]mİ Eflz

cāce fᵒC ehᵒN;f;im Hᵒp hmᵒm, "Lf Līl HLv; f;ij nᵒc;Jz"
ihfᵒc;ip hēU' qᵒu iS' ;ipi LIm, "ᵒLe? Lf qᵒuR?"

"pᵒĀ ᵒN;v;LaL p;ᵒqh-- c;im;im qᵒh, İLᵒ; jᵒc;ı ᵒc;L;ᵒeı İhīmıa öjs-- L;im fēl fᵒı
Qᵒı ᵒᵒL İLRᵒe; qᵒh ᵒa; cᵒh; L;ı;ᵒM;Q; f;ıM ᵒᵒı İeᵒ Efiᵒbaz BS QᵒmᵒR Qᵒecᵒı
İhᵒmz HC nᵒal p;ju ᵒM;ᵒe qᵒp;ı j;ıp; -- İ;ᵒp JSᵒel Sthqat; qᵒh-- Aıqı;hZ j qf;ı;hZ
İqısdᵒ; Oᵒv;vLQ CıUᵒL LᵒLᵒZM f;ᵒı; İfıᵒ ᵒch;ı Efkᵒ, ᵒfᵒᵒm;ᵒL cnjᵒ İ;hᵒZı ᵒı;ı;im
dᵒ k;h;ı jᵒa;ı"

İhfᵒc;ip Üİᵒa qᵒu İCm, İLRᵒhmᵒm e;ı

ehᵒN;f;im hmᵒm, "ᵒa;ı;ıC yL;ı İ ᵒhᵒm ᵒLE İnl;ı Lıᵒa f;ı e;ı ᵒph;ı ᵒSm;ı
j;ı;ıSᵒVMᵒL f;ᵒı;ı ᵒWıLᵒıRᵒm-- B;ı;ı ᵒa;ı u LᵒıRᵒm; ᵒa;ı;ıL;ı f;ıR ᵒp İ;ıqyp İᵒ
Lᵒ -İm Lᵒ hᵒp; ᵒm;ıLV; İRm İ â, Qᵒm ᵒNmz İLᵒᵒ Hı; ᵒN;ı;N-İaS L;ıEᵒL j;ıeh;ı jᵒa;
j;ıeᵒ euz ahᵒkıc hmᵒa;ı HLh;ı e;ı qu--"

İhfᵒc;ip hēU' qᵒu hᵒm, "e;ı e;ı, İLᵒRᵒᵒh;ᵒm;ı e;ı"

İhfᵒc;ip h;ı-İnl;ıᵒ ᵒSm;ı jᵒdē ph-ᵒp;ı;ı ᵒL;ᵒe;ı-HLh;ı f;ıM ᵒᵒı a;ı H;ı İdLL;ı
qᵒıRm ᵒk, ᵒpC Ahıd İeᵒSı Hm;ıL;ı f;ıM j;ı;ı HᵒLh;ıᵒ hā Lᵒ İcᵒuᵒRz

İnuᵒı L;ıR L;ıᵒ ᵒhᵒp İhfᵒc;ıᵒ j;ı;ı;ı q;ıa hᵒmᵒ İc;ıRmz ehᵒN;f;im Qᵒm ᵒNᵒm ᵒp jᵒM
nᵒSᵒ Lᵒ hmᵒm, "c;ı;ı, h;ı;ıZ Lᵒ f;ıW;ı;ı"

"Lf h;ı;ıZ Lıh?"

"f;ıM j;ıᵒa;ı"

"J;ı İᵒm hᵒᵒᵒ L;ı;ı pCᵒh e;ı"

"a;ı hᵒᵒᵒ İᵒmz j;ıe-Af;ıe ödᵒJᵒc;ı HLm;ı eu?"

İhfᵒc;ip L;ıᵒ jᵒMı İcᵒL ᵒᵒu jᵒe jᵒe q;ıpᵒmz ᵒp S;ıe LıWe İeᵒı;ı pᵒĀ L;ıᵒ;ıe jᵒe
paf;ı;ı Aenᵒme LıRz R;ıᵒh;ıeNı;ı;ı;ıR;ı p;ı;ıeİ f;ıMı f;ıZ İeᵒ L;ı;ı;ı pᵒĀ R;ı;ı;ı f;ıc
Ovᵒh e;ı İL?

İhfᵒc;ip ᵒeᵒı üᵒ hmᵒm, "İ;ıN Lııp ᵒe L;ı;ı B;ı;ı J HLıce f;ıM ᵒᵒı İRz aMe Aef;ı
hᵒm hᵒᵒᵒaC f;ıı İez Hᵒc;ı J ᵒpC cn;ı"

ALᵒ;ı Evp;ıᵒı pᵒĀ Qmm İnl;ı;ı, İfLİeL, Hhw pᵒāᵒhm;ı hēᵒāı pᵒNfa-pqᵒk;ıN
CwᵒıS Aı İ;ıNaᵒc;ı e;ıQz İhL;ıᵒm ᵒVİep, a;ı R;ı;ı İc;ıOı ᵒe;ıL;ı 'fᵒı İae-Q;ı f;ıı aᵒm İcᵒ
h;ı;ıS ᵒᵒm f;ımı ᵒMm;ı;ı a;ıC ᵒCmᵒa Nı;ı;ı ᵒm;ıL;ı İc;ıOı f;ıS c;ı;ıᵒu k;ı;ı;ı İ;ıe İXe;ıı fᵒı
QAvL;ı Qᵒm, "gı qf CS H Sım -X ᵒgᵒm;ı;ı" HC-ph İhm;ıᵒpı f;ı;ıe e;ıLe;ııL;ı p;ıᵒh-ᵒj;ı,

a;@aC Ny@ul @n;@LI Qj L m;@Nz HI; @k @p;@m;I Q#f j;@b;u IRf @g@n j;R d@l, @pJ h@s; AfI f chÉz AeÉ f@r m;@W@Mm; L#U' @e@L;@h;Q k;@e; n@MI İb@N@V;I Hhw Q;I @V q;I@l p;@j;@hn HI L;@R m;@N @L;@b;u?

İnh;@qI c@ce B@N N;@u qme@z c;@j Nue; @b@L Bİñ L@l @Mm;@l f@am fkl;@1 pJN;@a k; h@lI h;@p; @b@L Hm a;@l OVi @c@M pL@M B;@h;Lz a;@l h;@qeC h; La! Q;@V@S@ÉI; M@h cl;@S q;@aC a;@cI İhc;@u LI@Mz

Ah@n@o Sep;@d;@lZ@L M;@Ju;@e; İe@u `hh;@lqL L#I@r@e@l @a;@Zfh@N@ÖI! qmz

@p@ce @Y;@m İf@V@u ph@b;@d;@l @ZI İej @Z j d@p;@N@lI a@l j d@f@f@az İh;@q@a Ae;@q@a L;@l;@ h;@c @eCz eh@N;@f;@m @l@N B@ez H L@ B@fd@N! B;@l;@ qm;@ S;@j;@c;@l, HI j @dÉ Eİe J;@ j d@f@f@ M;@s;@ L@e @L;@b;@ @b@L?

H İc@L @j;@SI B@u;@SeV;@ M@h hÉ;@fLI@fC pL@Ml L;@R fL;@nj;@e q@u EWMz p;@j;@eÉ gm;@l euz j;@R cC r@fI p@n İO j uc;@ İÖİe M@h @h;@l @N;@m L@l B;@j;@c;@l@ez N;@Ram;@u j @' j @' Eee f;@a;@ İ;@e;@l S@eÉ e;@e; Bua@e@l q;@İs q;@S;@ j;@mp;@ Lmp@f S;@m;@; p;@İh;@İ@ @N;@l;@l N;@İs@a Hm Bm@h@e LyQ-Lm;@ n;@Lph@İS@z Bq;@lV;@ q@h p@al p;@u hyd;@ @İ;@ne;@C@ul B@M;@uz

H İc@L Q;@V@S@É@cl h;@İs@a j dÉ;@q@r;@ İSez c@M c@M f@S;@l;@ İj@M İe@SI;@C B@u;@Se L@l @Rz İq;@e@cl j @pm;@j;@e@cl üa@Z» S;@uN;@z j @pm;@j;@e f@S;@l p@MÉ;@C @h;@n-- İ;@a e;@ @f;@u;@aC a;@l;@ İe@SI;@C İ;@e;@ Qİs@u@Rz Bq;@lI EfLIZ ka e;@ @q;@L, Oe Oe Q;@V@S@É@cl Sudİe EW@R a;@l Qa@-İZ üuw eh@N;@f;@m;@h;@h;@ @hm;@ f;@İu f;@yQV;@ fkl;@1 Ai @s' Ah@b;@u h@p @b@L pLm@L M;@Ju;@e;@z a;@l f@l qm L;@P;@İmlhc;@uz j;@a@l İ f@S;@l;@ İe@SI;@C c;@elhal@ZI hÉh@b;@ LI@Mz Lmdİe@a Sudİe@a h;@a;@p@ Qmm p;@j;@j;@b@ez

j d@f@f@a p;@J@ce İ;@e;@ h@p@Rz N@a h;@yc@ fkl;@1 B;@j;@İcaz M@İ İys Lm;@f;@a;@ q@u@R fh@l@f;@j;@z a;@L;@İl J j;@R-L;@V;@l B;@hS@İe;@ İe@u L;@l@e@cl Lml@hİ İhl;@j @eC-- İ;@S@ÉI L#L#-@m;@J fl@fI L;@j;@s;@L;@j;@s @Q;@j;@İQ h;@İd@u İc@u@Rz p;@u q@u Hm, @İ;@ne;@C Sİh@R, @j;@İVu;@h;@l;@SI @İ;@ne@Q;@İL C;@eLmÉ;@Z @b@L @Lc;@l;@ fkl;@1 h;@İS@u Qmmz Ae@l-fİl Q@l;@ @b@L @b@L Ecl;@hN;@j @M İ;@S;@h;@q;@c@lI L;@e@l L;@R İgp@İgp@L@l S;@e;@p@R HM@e;@ M;@h;@l @m;@L k@b@o Hm e;@z BS q;@Vİ İce, İİ @ H@M;@L;@ @b@L k;@l;@ q;@V Lİ@a H@p@R a;@cI @LE @LE f;@a-f;@s;@ @c@M h@p @N@Rz L;@P;@m-İİ r#LJ p;@j;@eÉ L@uLSe B@Rz

j d@p@ce İeSİe a;@h@ İİ a;@l Y@L j @M A@L;@l L@l HLVi Q;@f;@ İwL;@l İc@M--"İy!"

@R;@V;@ İ;@C İ;@d@H@p hm@M, ""c;@c;@, Bİ @Le? Q@M;@z"

""@L;@b;@u?"

""İg@l k;@C LmL;@a;@uz HI;@ ph hc;@j;@c;@İn Lİ@Rz H@cl @Q@u h@s;@ h@s;@ O@lI f;@İeÉ @a;@j;@l L@s Bp@M e;@s;@l A@f;@r;@u h@p@z HLh;@l a@Lİ@M@C quz"

j d@p@ce NSİe L@l E@W hm@M, ""k;@ Q@Mz"

HL@h;@ hRI f@h@N @k;@e O@VİRm BSJ a;@Cz Hh;@İJ HL f@rI Bs@lI O@s;@V;@ AeÉ f@rI Q@u AeL E@L@C Ns;@ q@uİRm, AeÉ fr a;@ İ;@İ;@ f;@l q@a İc@M e;@z İL;@° Bpm

qilİSa h;C[®] b[®]L cM; kju e;z a;l ræV; m;LQr# A[®]N;Q[®]z
Q;V[®]Sf[®]cI fS;I; M[®]q[®]p İe[®]mz İhf[®]c;P[®]İNnk[®]İ;u; a;l L;e İLR[®]c[®]f[®]Rm e;z

İhul İce İSİl ýLj , Lel hİs kİhİl f b djdj H LhİİC hāz B mİ Sİmm ej,
hİSeİ hİSm ej, p A Lhm İe S Cl f İİİqā, Bİ cİSe İ İVz fİmİL a L İexn e
İhuhİs a hİ Hm, mİL qWİv h T aC fİl m ej J İc L j d f d İl ayh a B mİ S İİm u
h İjā h İS u İh f İfa q q n e h İk İeİl cm B qİİ B İj İc f h Šz eh N İf İm h T m HV İ qm
f İm V İ Sh İhz H je Ø b m Le İf İr qİ a f İu d İ h İf İr İ p İd İp İdeİ L İ ; eh N İf İm a İl
İLR C L İ m ej HL h İl İS ' İp İJ L İ m ej, h İk İeİl C İ qm L İz

Lj İceİf p İSp < İ L İ İhh İq-Bp İ k İh İl B N c İc İL f İZ İj L İ a Hm; a İl ph İİl İl
L y f R z İh f İc İp İ a Me HL n İ; f y Q İX İN E S İİ , h L İf İV İ İC p İ o İ f m Ü İ İj ; L j İceİf a İl
f İ u İ E f İ j İb İ W İL u B İ b İL a f İl m ej, g İf u g İf u L İc E W m z R j İİf İp j İM
q İa Q İf İ İc u hm m , " İR İR, A j e L İ L İc a e C z "

İh f İc İp HL V a E W h p J L q İa d İ f İ n İİp u J İ j İM İc L Q u M İle L r Z Q f L İ
İ Cm -- c İ Q İM İc u Sm N İs u f s a m İNm z R j İİf İp hm m , " p j u qm k z "

İh f İc İp L j İ j İb İu q İa İc u İ ÜL m hm m , " ph İİ İ c İa İ L m İZ L İ İe z " h m C d f Ü L İ
İh R İe İu ö u fsm z

İh İİ q İl p j Ü r Z L j İ c İ Q İM İc u L hm Sm f s R z h İİ q İ a k Me q İa İc m p q İa
W İ m İ İq j , B İ b İb İ L İ L y f R z ö İ c İ o İ p j u p İL ü İ İl j İM e m R ? qu a İ; e m İe z
H c İ h İh q İİ ph p Ü S İs u ü İ İl E f İ J İ İ u d İ V R z f İİM İ j e q İR a İl S e İf h İp İ e C
B R g y p z

j d p İe e m a L n İ eu İL İ h s İ L İW e z L İ m İ j İM İ j d İ k v İ f İb İj C Q İM f s p
q İR f İİM İ Q ' d j a İ j Ü h s İ h y L İ e İL , W y V İ p İj e f k İ İ T İL f s ke f İq İ İ İc İR z
f İ Ü N s İe L f İm O e İ İ E f İ h İd İf İç p İ a İ j a İ Ø g f a z p C İ İ R İu İa m p W L E Z İ
İak İL Q r d c İ o a h İ N y g c İs L j İ e İ, W y V Q İf İ, İQ h İ İ İ İz L s İ Q m L İİg İ C İ j a İ
L y L s İ, j İb İl a m İ O İo R y V İz M h B y p y V n İ İl ; ka h r up a İl Q u L j İ h İd qu , L hm
c İ İ N İ L İ R Q m f İL d İ R z h y V , j İb İu f İu L j İceİf p j İe z q İa c İ V İ İ İ j n J e q İ
a m e İu M İ V İz ph p Ü j e qu j İe V İ H L h İİ İe İ V z j İb İ b İL f İ f k İ İ ph İc İ L f HL V İ
f İ a ' İ ke İm f İL u B R z ke İ İN e cha İ L j İe b İL İe İr ç q u HL İ N İ İ h Q m R
HL V İ HL İ İu N İm İz e m m C İ h İ T İ k İu , h İS L b İ h İS İhou h İS j İe o İl f İa j e e ch İl J İ
HL V İ Ah L İ n e C z

İh İq V İ H je İ İ h qm k , p L m İC j e M İ İ f m İNm z h İf İr -L e İ f İr İ f İj
p W Ø f n İ İ e C H je HL V İ İ h p d Te İ İ İe u E W m k , a İl j d İ E v p İ h l p W N İa L İ b İu N m

aïm^uz b^l b^l Lj⁺ j^el HLv; fh^ÀAi j^e h^L W^m W^m EW^R, "Wj^L ÌL a^h Bji^L Rⁱ mⁱme?" pwnu^L fⁱzF^z Qⁱfⁱ c^u, lⁱÜO^l j^dé HLm; h^p hⁱhⁱl jⁱV^a jⁱbⁱ WⁱL^u fⁱZ^j L^l; h^m, j^e ke c^hm eⁱ quz ph^u LⁱWe q^uR cⁱcⁱl LⁱR pwnu m^lLⁱe^z

jⁱul j^afl fl b^l Lj⁺cefl^l phⁱl 'f^rlC lh^fcⁱpⁱ HLⁱz' lei^l Mz Lⁱfs^uqⁱfs, ÌceMI^l VⁱLⁱS, h^Cul Bmjⁱl, Oⁱsⁱl c^ej, h^zl p^CjⁱS^le, L^Ll^l phⁱ, L^ll^l lⁱl l^rZ, pwn^lak^z f^kh^rZ, hⁱhⁱl h^phⁱl O^ll fⁱl fⁱV^epⁱde-- pj^U l^j qⁱaz Ha^hin Ai^l p^qu H^pR^k, fⁱl^lq^l h^hqⁱ L^j qⁱa LⁱbⁱJ eⁱ bⁱL^m aⁱl lⁱQ e^z p^C cⁱcⁱl lⁱNkⁱju l^hcⁱul B^N no Luⁱce^k phⁱ lⁱa q^uR aⁱl j^dé l^eSⁱ i^jheⁱl Lⁱeⁱ Rⁱuⁱ eⁱ f^s HC aⁱl c^xpⁱd^e Q^uz L^j H^plⁱSⁱ qⁱa l^eu lh^fcⁱpⁱ lⁱl Nh^m mⁱS^L L^j p^qS hⁱSⁱa Qⁱu e^z HC cⁱce p^l B^le^l k^u cⁱcⁱl Lⁱeⁱsⁱ-jⁱm^ll^l B^mif ö^le^uR^z p^C B^mifⁱ j^déC ÌRm aⁱl c^haⁱl Ùh, aⁱl fⁱl^leⁱ, aⁱl Bⁿ^ⁱ, aⁱl Ba^ll^eh^z l^hf^ci^p Qⁱm h^s Q^f L^l hⁱe BI jⁱT jⁱT gⁱl^jin L^l-- Ìp^a h^qi^N, Ì l^hf-- k^l-ph p^l l^hR^c-h^zeⁱl Lⁱæⁱ hⁱS^z p^C p^ll j^dé lⁱç^he c^SeⁱC h^lbⁱ HL q^u l^jh^l kⁱuz j^lMI L^bju c^Se ÌLR^l h^m eⁱ; eⁱ l^lcm fl^lfl^l pⁱz^leⁱ, eⁱ Sⁱeⁱm c^xMz

l^hf^ci^pl S^l, Lⁱin, h^l h^lbⁱ pⁱlm eⁱ-- h^lw h^s EW^Rz Xⁱšⁱl h^mR Cel^lu^l jⁱ, qu^ai e^ll^lju^u ÌN^u fⁱRⁱa fⁱl, M^h pⁱh^de q^Juⁱ QⁱCz L^j j^e Ecl^hNI p^fjⁱ e^zC L^bi ÌRm hⁱl^p-l^hul Lⁱmⁱl^le^Vi; HMⁱe^C LⁱV^u l^lce fl^lce Lm^Lia^u l^gl^hz ÌL^z hⁱeⁱ Q^m j^dp^ze q^Wi^v f^Z L^ll^l, l^hhⁱqⁱl fl^lce J^l l^eu Q^m kⁱh^z h^ll^l, HVⁱ fl^bl S^eé^l eu, fl^luⁱS^el S^eé^l eu, fl^ll^l S^eé^l eu, nⁱp^leⁱ S^eé^l H^je Ah^ll^lju Ae^ll^l cⁱh Lⁱa Aⁱi jⁱleefl jⁱbⁱu h^Si^loⁱa quz ah^ll^lz jⁱbⁱ q^W L^l m^l lⁱV^u Lⁱç^faL^l l^hhⁱqⁱl lⁱa ü^jfl LⁱR HC^jæ fl^ll^l; L^ll^l R^m k^l, BI c^ll^l l^lce ke aⁱl hⁱfl hⁱl^sa bⁱL^a c^Juⁱ qu, cⁱcⁱl HL^vi^l mⁱ c^ll^l ke p^l k^la fⁱl^z j^dp^ze p^Wl^l h^m, "pj^U lⁱW^LWⁱL q^u N^Rz" H^je h^Se^lhydⁱ HL^fl^l lⁱW^LWⁱL, aⁱl j^dé L^j j^jl^ll^l h^zeⁱl J HL Ìam l^lbⁱe e^zC aⁱl fl j^dp^ze J^l lⁱl^l L^bi L^Juⁱa Q^uz L^ll^l, J HLⁱV^J Shⁱh l^lcm eⁱ-- l^hR^el^l fl^lz^l j^lMI l^gil^l ö^lu l^lcmz

aM^ei A^llⁱ, fl^b flⁱMI l^ladⁱSⁱsa LⁱLⁱm hⁱehⁱj^æ J l^hR^ei^e R^s Q^m Q^mz

l^hf^ci^p pj^U lⁱa RV^lg^VU^ll^lR^z p^ll^ll^l pj^u S^ll^l-Nⁱu^C l^hhⁱqⁱ pⁱu kⁱhⁱl S^eé^l Jⁱ R^lyl qmz Xⁱšⁱl A^eL Q^ll^lju Q^lf^l l^ll^l l^lcmz Oe Oe l^ll^l fⁱl^lu^l p^l M^hl l^eu^lR^z M^hl -l^l k^ll^l pj^uLⁱl M^hl^l j^ai, Aⁱd^ll^lwn^C h^ei^ez l^hf^ci^p l^S' j^pi l^ll^l, "L^lMe hⁱ H^m? hⁱSeⁱhⁱl^l B^JuⁱS^l aⁱ fⁱJ^ui^l Q^m e^z"

pwhⁱcc^jaⁱ l^hh^lh^m, "B^ji^l SⁱjⁱC h^si l^hh^ll-- hⁱl^sa Ap^l ö^le^C ph bⁱl^ju^l l^lu^l-- hⁱl^kæ^l fⁱul n^e hⁱeⁱ kⁱu eⁱ, H^j l^e Wⁱl^z"

"J^l l^hh^z M^hhⁱl l^Slep^l aⁱ L^ll^ll^lRm? B^jl^l l^l HL lⁱ h^ei^l ÌRm, H^laⁱ Lm^Liaⁱ eu!"

"L^ll^lu^l l^e? h^lme L^f y^Sl! La^l l^gmⁱ Q^m! B^ll^l Aa^l-l^l l^ll^l L^l MⁱJ^uhⁱl j^ai

İSlep hİL B®Rz"

"Ji; Mın q®R®a;?"

"HLİV ejİmn Lİ®İ j®M® hıej; kju İez H®Lhİ® V® nêİV eİz B®İ;®a; Ha Ha İh®
®MİR, hİkİ®el cİfİcİİf®a LeİjLaİİİ İi İjİmİ®Nz Hİ; Hİİe Q®f, B®R İL eİ-B®R® hİTİC
kju eİz"

İhfçİp hm®m, "Jİ; LmLİajİl® mİL İLeİ; aİC İ â hêhqİl Sİej B®Rz Jİ;® hİ®T®k,®
hİİs® b®L® İ®u® e®h® aİ®Cİ Afjİ®e İeS®CİC Afjİeİz"

"Bqİ; İS® kİ hm®me, HC LbİİV J®Cİl® mİLSe®Cİ Bİj® öİe®u®® chz® öe®m Jİ; Mın
q®hİz"

Lj®Lİm p®aİl pİ®uC h®TİRm Ap®M hİshİl j®Mz AbQ® p®k® cİcİl®® phİ; Lİ®a fİl®h® e;
HC c®M phİ®Z aİl h®Lİ j®dê gy®c-fsİ; fİİMİ j®aİ; RVİgVİLİ®a mİNmz aİl qİ®aİl® phİ;
®k® aİl cİcİl® Lİ®R J®dİl®® Q®u®® hİnz

Öeİe L®İ WİL®L g®m İc®u® Lj®kMe cİcİl® O®İ Hm aM®eİ; p®kİ J®W İez LİWe® İj®Nİ
p®Â A®eLrZ msİC L®İ rZLİm R®V fİhİl pju®k® Ahpİ®Cİl® hİİİNE B®p® p®C hİİİNE
İhfçİ®pİ j®e aMe İnİbmz S®h®el Bpİš², pwpİ®İ İ j®eİ; ph aİl Lİ®R npêNêİ jİ®Wİ j®aİ;
d®İhZİİ pİ®İ İja cİSİ; hâ İRm, Xİš²İl® İ j®İİl®® hmİju f®h İc®Lİ SİejmİVİ M®m İc®u®Rz
AnbNİ®Rİ İnİnİl-®İ Sİ; fİajİl B®Sİ®m AİZhZİİ BLİ®hİl Bİ; d®İ d®İ öİi q®u® Bp®R--
Acİ® hâİ® ecİ®a j qİSİe® e®Lİl® h®v aİİm-®CJuİ; fİm-İm® p®C Bİİš²j BLİ®hİl Nİ®u® Ögfa
q®u® EWMz eqh®a Lİ;Z p®İ İ j®Lİm hİS®Rz

fİ®h h®p Lj®İe®Sİ c® Wİ®Mİ qİ®aİl j®dê cİcİl® öL®eİ Nİj qİa a®m İe®m İhfçİ®pİ
®Vİİul L®L® Mİ®Vİ e®Q İhİoİİj®e Q®f L®İ ö®u® İRmz Lj®Mİ®V H®p hp®aC® p® cİİs®u® E®W
c®fİ; aİl® Lİ®mİ Efl® İ®M®mS eİs®a eİs®a Lİ;Z® Qİ®M r®Z Baİ®u®İ L®İke fİhÀLİ®mz

İhfçİ®pİ j®e İi a®İ İi a®İ L®İ HLVİ İQİİl® dİİ; QmİRm, aİC qWİv HL pİ®u®
ApwmN®İ j®h h®m EWM, "İcİc, Bp®m İLR® eu--® L h®Sİ® L® Rİ®Vİ,® L Efl® L eİ®Q, H
pİ®U® hİej®eİ; Lbİz® g®ejİl® j®dê h®h®h®mİl® Lİe®Vİl® Lİbİu® Øbİe aİ®a L®İ B®p® kİuz
Bfeİl İi a®İ Bfİe pqS q®u® bİİLp, İLR®aC®® aİ®L jİl®h® eİz"

"Bjİ®L Bn®hİc L®İ; cİcİ; Bjİ®L Bn®hİc L®İ;" h®m Lj®c®qİa İc®u® j®M®®
Lİj®İ Qİfİ İc®mz

İhfçİp hİİm®®® Wp İc®u® HLV®E®W h®p Lj®İ j®M® eİİj®u® d®İ aİl jİbİu® Q®İjİ® M®mz

Xİš²İl® O®İ Y®L hm®m, "Bİ eu Lj®İcİc, HMe Jİ HLV®nİj®İbİLİ cİLİİz"

Lj®®İ;NEİ hİİmn HLV®Q®f-Q®f İWL L®İ Nİ®ul Efl® Nİj Lİfsvİ® V®e İc®u®, fİ®nİ
İVfİCVİl® Efl®Lİl® İhn®Mmaİ; HLV®p®İ İe®u® cİcİl® Lİ®el Lİ®R j®c®İl® hm®m, "p®İ N®mC
LmLİajİu®®k®uİ; cİcİ;® p®Mİ®e®® aİjİ®L® c®M®a fİhİz"

İhfçİp h®Sİ; h®Sİ; c® İ®eİ®® Qİ®M Lj®İ j®Mİ Efl® İØbİl® İ®M® hm®m, "Lj®İ; fİØQ®İ İ İj®
kİu® f®h, f®hİ İj®İ kİu® fİØQ®İ, H-ph qİJuİu® quz pwpİ®İ® p®C qİJuİ; hİC®Rz İ®İl® j®aİC

Ajle pq⁸S HV⁸L g⁸e lep icicz HMe ⁸b⁸L Bji⁸cl Lbi ⁸h⁸n i jhp ⁸ez ⁸km⁸e kijRp
⁸pM⁸e mr⁸el Bpe ac S⁸s bijLp-- HC Bji⁸l pLm j⁸el Bnh⁸icz ⁸a⁸l Li⁸R Bji⁸ BI
iLR⁸ Q⁸c ⁸ez"

cicil fi⁸ul Li⁸R Lj⁸ajibi ⁸q⁸M f⁸s lCmz ""BS ⁸b⁸L Bji⁸l Li⁸R BI iLR⁸ Q⁸hijl ⁸ec⁸
HMjeLijl f⁸laic⁸el S⁸hek⁸æju Bji⁸l ⁸Li⁸e⁸ qiaC biL⁸h e⁸-- HL j⁸q⁸a⁸l Hah⁸s⁸
ih⁸R⁸cl Lbi g⁸e ⁸eJu⁸ kju e⁸z T⁸s kMe ⁸e⁸Li⁸L X⁸p⁸ ⁸b⁸L ⁸v⁸e le⁸u kju aMe ⁸e⁸p⁸
k⁸je L⁸ j⁸iV B⁸L⁸s biL⁸a Q⁸u, cicil fi⁸ul Li⁸R Lj⁸ ⁸ajle HC ⁸no h⁸éN⁸a⁸l h⁸æz
X⁸š⁸l Bh⁸l H⁸p d⁸l d⁸l hm⁸m, ""BI eu icicz" h⁸m le⁸SI An⁸ipš⁸ ⁸Q⁸iM j⁸R ⁸gm⁸mz
0l ⁸b⁸L ⁸h⁸il⁸u iN⁸u c⁸lS⁸l h⁸c⁸ ⁸k⁸ ⁸Q⁸LV⁸ iRm a⁸l Efl h⁸p f⁸s j⁸M B⁸Q⁸m ic⁸u Lj⁸
lexn⁸e Lyc⁸a miNmz qW⁸v HL pj⁸u j⁸e f⁸s ⁸Q⁸m cicil ""h⁸ip" ⁸Q⁸is⁸l le⁸SI q⁸a M⁸c⁸
ic⁸u k⁸h h⁸m L⁸m l⁸æ ⁸p -sj⁸M⁸ BV⁸l l⁸iV ⁸a⁸il L⁸ ⁸q⁸MIRmz pCp BS ⁸q⁸il⁸hm⁸ju
a⁸l iMs⁸lLi h⁸iN⁸e ⁸q⁸M H⁸p⁸Rz Lj⁸ ⁸pM⁸e iN⁸u ⁸cM⁸m ⁸Q⁸is⁸ Bjs⁸-N⁸iRam⁸ju 0⁸ip ⁸q⁸M
⁸hs⁸ip⁸Rz c⁸l ⁸b⁸L Lj⁸ fi⁸ul n⁸e ö⁸ec L⁸e M⁸is⁸ lI⁸m Hhw a⁸l ⁸c⁸MC iQ⁸qy⁸lq⁸qy⁸ L⁸
⁸X⁸l Ewmz hy qia a⁸l Ly⁸d⁸l Efl ⁸q⁸M X⁸je q⁸a Lj⁸ a⁸l j⁸M Li⁸R l⁸iV d⁸l a⁸l
M⁸ju⁸a miNmz ⁸p ⁸q⁸M⁸a ⁸q⁸M⁸a a⁸l h⁸s⁸ h⁸s⁸ L⁸m⁸ iðe⁸ ⁸Q⁸iM Lj⁸ j⁸M i⁸c⁸ LV⁸i⁸
Q⁸c⁸a miNmz M⁸ju⁸ q⁸u ⁸N⁸m ⁸h⁸ipl c⁸ ⁸Q⁸iM⁸ j⁸iTM⁸jeL⁸l fh⁸U⁸ Lf⁸i⁸m⁸l Efl Q⁸sj⁸ ⁸q⁸M
Lj⁸ ⁸c⁸s⁸ Q⁸m ⁸Q⁸mz

Ihfcjip le00u j^e L^qIRm j^{dp}ce HC Luic^{el} j^{de} HLhij H^p c^mi; L^q kⁱnz a; kMe LI^m e; aMe JI h^aT^a hijL Icm e; ^k, c^ē filhⁱqI HC Ihhⁱqi p^dāVⁱC Hm flōf^qI ih^qR^ci Mí q^{uz} ^qiⁿI İellānu Lⁱz^a H LbⁱvⁱLJ pqSi jⁿ p^oj^e İe^mz XjşⁱI^l L^q X^l İSⁱ j^pi LI^m, "HLV^aHpl;S hⁱSⁱa fⁱll İL?"

XjşⁱI hm^m, "e; BS bⁱLⁱ"

"a; q^m L^j^dL Xⁱ^li, ^p HLV^ahⁱSⁱLz Bhij Lⁿ aⁱl hⁱSej öe^a fⁱh, ^qL Sⁱe^t"

XjşⁱI hm^m, "BS p^li^m e-Vⁱl Nj^sa J^{cl} Rj^sa qⁿ, e^c^m p^ki^qUl Bⁿ LmL^ai^u ^fi^qRⁱa fⁱl^{he} e^z L^j^d ^ai BI p^ju ^eC^z"

Ihfcjip İenⁱp ^gm hm^m, "e; HMⁱe JI p^ju ^gi^mz Eİen hRI LⁱV^a ^fq^r, HMe HL Ö^viJ BI LⁱV^h e^z"

Ih^ci^{ul} p^ju ü^jİö^ē ^si^s f^zj LI^a Hmz j^{dp}ce i äaⁱ L^q hm^m, "aⁱC ^ai, Bfeⁱl nİfİ ^ai i j^mi ^cMI^R ^et"

Ihfcjip aⁱl ^li^e; EŞI e; L^q hm^m, "i Nh^e ^ajⁱ^{cl} Lm^ēZ LI^et"

"cⁱcⁱ, İe^sI nİfİ HLV^aka^l^li^qi" h^m BI-HLhij İhfcⁱp^l fⁱul LⁱR f^s L^j^a L^y^a mⁱNmz

y^mİle n^oĐİle YⁱL-Lypl -eqh^a HLVⁱ BJuⁱSI pⁱC^lİe Ts EWMz JI j^qNm Q^qmz

flōf^qI B^qm Qⁱc^l hydⁱ JI jⁱ kMe Q^m kⁱq^R ^pc ch^ēVⁱ; BS, ^qLe L^f Sⁱİe, İhfcⁱp^l LⁱR hⁱv p mⁱNmz fⁱQ^e Claqⁱp ^aj^d SI^āp Ap^wME j^eİol Lⁱm^ūn IQe; L^qIRmz İL^z^o I-^k Q^yc^l-B^q^ml Nİb, JI p^o S^{he}-j^af^l Su^ai^z kⁱc Qⁱfⁱ kⁱu a^h aⁱl QŞi ^leİel^l İN^u W^lhⁱ İL^z^o H ^ljea^li i j^{he}; BS JI j^e!

fSⁱQİe^{ju} İhfcⁱp^l ^li^ej^{ce} Evpⁱq İRm e^z ah^aBS q^a ^si^s L^q j^e j^e fⁱb^{İe}; LI^a mⁱNmz

HL p^j^u Q^j^l E^w hm^m, "XjşⁱI, Xⁱ^li ^ai ^cJu^eİS^l"

Ihfcⁱp^l q^wi^v j^e f^s ⁿm, İh^u İc^a Bphij İLRⁱce Bⁿ kMe p^hi^d^l VⁱLⁱ fⁱwⁱe; İe^u j^e Aa^ē¹ Ec^ūhN^ā İq^pi^hi M^aj^fæ ^oy^v Lⁱz¹, ^hmⁱ HNⁱ^liVⁱ-- H^je p^j^u Aa^ē¹ ^h-jⁱja ⁿi^qRI HLVⁱ j^eo, İLR^l^ml eⁱ-L^jⁱe; L^wİLa S^fZⁱ j^m, qⁱs-^hi- Lⁱj^{İn}-^hi-Lⁱj^qa, j^umⁱ HLM^ej Qⁱcl, Mⁱ^vi HLM^ej d^ā, ^rsⁱ HL^si^si QⁱV-flⁱ, H^p Efⁱöbaz e^j ^ui^l L^q hm^m, "h^si^h^a j^e f^s İL?"

Ihfcjip HLV^am^rÉ L^q hm^m, "LÉ, ^hL^x e^jİL?"

Ihfcjip h^mÉLⁱ^m ^k C^u^m fsa ^pc C^u^mİC p^wmNHLVⁱ O^q ^hL^x C^u^ml hC M^aj^a

Lmj Rñl hÉjVhm mjWj BI a;IC pĀ ĞjsL-LI; Qfejhcj ihġe² LIaz a;I 0ġ hŚ; Rmġcl BĀ j ĪRm-- kaLLj Aáa Apñh MjNŃf LIġa HI Sġs ĒLE ĪRm e;Z ihfċ;ip ĪS' j;pi LIġm, ""a;ij;l Hje cni ĒLe?"

LġuL hvpl qm pċfæ Ahġbju Nqġġbi 0ġ Ğġul ihġu ĩcġuRz a;ċl fĲZI ihġno ĒL;ġe; BhnĒL ĪRm e; hġmC hĒI fZJ ĪRm ġñnz h;ġl;ġn; V;L;ju Ig; qu, a; R;is; BĪn i Īl Ĳ;e;el Nue;Z HLj;æ BcĒI Ğġu hġmC jĪlu; qġu Ĳ l;ĪS qġuĪRmz HLPĀ ph V;L; pWŃġ LIġa f;ġl ĩe, a;ċ ĞġuĒL k;Z; ĩcġu ĩcġu JI; h;ġfl Īš² öġoRz pġm phC ġġim ahġ HMġe; Bsjċġn; V;L; h;ĪLz Hh;ġ ĞġuĪVI Afj;ġel ġno ġeċZ Aaf;ċ¹ Apqġ qJu;ġaċ h;ġfl h;Īs f;ġmġu HĲĪRmz a;ġa Lġ ĒSmI LġuĪcl ĒSmI ĩeuj i Ā LI; qm, AfI;ġ ġġsċ Ēmz HMe I Bsjċġn; V;L; ġġm ĩcġu ĞġuV;ĒL h;Q;ġa f;Īlġm h;f jIh;ĪL Lb;V; i jh;Īl pju f;juZ

ihfċ;ip Ćm;e qĪp qĪpġmz kġbġ flj;Ĳ p;ġq;ġé LIh;ĪL Lb; ĲĪce i jh;ĪlJ ĒS; ĪRm e;Z rZL;ġml SġeĒ CaĪġa LIġm, a;Ī fĲ EġW ĪNġu h;ġ, ĲĒL bĪm ĲTĒs cñĪV V;L;Ī Ēe;V HĒe a;Ī qĪġa ĩcmz hmġm, ""BĒl; cĲQ;Ī S;juN; ĲĒL Qġ; ĒġM;Ī, B;Īl BI p;ġġé ĒeċZ"

hLġ Ĳ Ĳb; HLvġ ĪhnĪp LIġm e;Z f;ġ VĒe VĒe Qġm Ēm, QĪVSġa;ju Aaf;ċ¹ AfĲæ nġz

ĲĪceL;Ī HC hÉ;f;ĪV; i ġmC ĪNġuĪRm, BS qW;v ihfċ;Ĳl jġe fsmz ĒJu;ġeĪSĒL ĒXĒL ýLj qm-- hLġĒL BSC Bsjċġn; V;L; f;ĪW;ġe; Q;ċZ ĒJu;ġeĪS Qġf Lġ c;Īsġu j;Ĳ; QmĒL;juZ ĒSc;ĒSĪcl jġM MIQ Lġ Īhh;ġ Ĳa; QġLĲ, ĪL;² AĒeLĪce dġ a;Ī Īq;Ĳh ġn;ġ LIġa qġh-- HMe ĩcġel NĪaġa Bsjċġn; V;L; Ĳ jĪhĒs; Aĵz

ĒJu;ġeĪSI jġMI i jh ĒġM ihfċ;ip BĲm ĲĒL qġĒI BwĪV Mġm hmġm, ""Ĳ;Ĳ;Īh;Īġ e;ġ Ĳ V;L; hÉ;Ĳ S;Ī ĲġMĪR, a;Ī ĲĒL I Bsjċġn; V;L; e;Ī, a;Ī hcġm B;Īl BwĪV hĀL ĪCmz hLġĒL V;L;V; Ĳke Ljġ e;ġ f;ĪW;ġe; quz"

ihh;ql m^;L;^MI ph-^no AdE;uV; HM^ei hijLz
pL;im^hm;ju L^ni^ML; ^p^l a^h hL^e k;æ; LI^h HC İrm Lbiz eh^N;f;im a;|C pjÜ
EcÖk;N İWL L^l ^M^Rz Hje pj u İhfç;^pl OI ^b^L İhcju İe^u ^hİl^u H^p I;S;h;g;ic^
h^m hpm-- L^ni^ML; q^h h^l I JM;^e, j d^f^f^az

fÜ|^hI KÜaÉV; eh^N;f;iml L;^R ApqÉ m;Nmz BI ^LE q^m BS HLV; ^g;Sc;il h;idaz
ah^i ;o;| fİh^mÉ eh^N;f;iml Bfİš fİu m;Wujiml L;R fkl;^1H^p a^h ^b^j İRmz

Açxf^l Afj;eV; Mh hijSmz hÿc^l ^b^L Baİu-LVj ph H^p^R, a;^cl j^dÉ OI nœ^
Ai jh ^eCz ph;l pj^e HC AaÉ;Q;|z ^r; j;İfİp j^M ^Ny L^l h^p IC^mez hL^e kMe İhcju
İe^a Hm ayl j^M İc^u ^ke Bn^h;İc ^h;İ;^a Q;Cm e;| ph;C hm^m, H L;SV; LmL;aju ^p^l
İe^m ^a; L;İ;İ; İLR^hmh;l Lb; b;La e;| hij^fl hij;l Afj;^e Lj^MHL;ç;C pwL^Qa q^u
^Nm-- j^e q^a m;Nm ^p-C ^ke Afİ;İdef a;| pjÜ^l f^h;f^;o^cl L;^Rz j^e j^e a;|
W;L^l İ fİa Aİi j;e L^l hij;l hij;l İS' ;pi LI^a m;Nm, ""Bİj ^a; j;İ L;^R Lf ^c;jo L^l İR
^kS^eÉ Bj;İ Ha n;İÜ! Bİj ^a; ^a; j;İ LC İhn;İp L^l pjÜ^l üfL;İ L^l İe^uİRz"

hL^e N;İs^a EWMz LmL;aj; ^b^L j d^pç^e ^k hÉ;ä H^eİRm a;C E;^Qxü^l e;^QI p^
m;İN^u İc^mz jÜ^l HLV; n;İj u;e;İ e^fQ ^q; j;İ B^u;Sez Cw^İS ^j^u f^;İ;^o Ai É;Na ^LE-h;İ
NİcJu; m;İ; Q;İL^a h^p, ^LE-h;İ L;^R H^p T;^L f^s ^cM^a m;Nmz HIC j^dÉ a;^cl S^eÉ
Q;İ-İhú^VJ Hmz HLV; İVf;^ul Efl jÜh^s; HLV; J^uİXw ^LLJ p;S;^e; B^Rz Aeu;e p;İ;
q^u ^N^m HI; H^p kMe LeN;İQ;^mV LI^a m;Nm, Lj^M j^M m;İm L^l j;İb; ^qV L^l c;İs^u
ICmz HLSe ^j;İ;V;N;İ^RI ^fÉ; Cw^İS ^j^u JI ^he;İİp n;İ;l B;Qm a^m d^l fkl;^h^rZ L^l
^cM^m; JI q;İ^a Mh ^j;İ; ^p;e;İ hij;S^h^a O^İ;^u O^İ;^u ^cM^aJ a;| İh^no ^L;agm ^h;İd
qmz Cw^İS İ; ;o;ju fİhwp;J LI^m, Aeu;e p^d^a j d^pç^e^L HLcm hm^m, ""how
interesting"; BI HLcm hm^m, "isn't it?"

HC j d^pç^e^L Lj^M a;İ c;İ BI Aef;eÉ Baİu^cl p^A hÉh;q;İ LI^a ^cM^R-- BS
a;İLC ^cM^m Cw^İS h;aj q^mz İ äa;ju Aİa NcNci ;^h AhejÉ BI q;İpl BfÉ;u^e j^M
İeuaC İhLİnaz Q;^cl ^k;e HL İf^w B^m; BI-HL İf^w İQI-AaL;İ, j d^pç^e^l Qİl ^eJ
a;Cz Cw^İ^SI Aİi j^M a;İ j d^k;İ f;YİD;^cl B^m;İ j^a;İC ^k;e E< İn ^a;İe İÖe;tz Aef
İcLV; c^N;İ; , c^hÉ Hhw S;İ;V hl^g;İ İeÖQmaju c^İ İcÉ

^pme-N;İs^a Cw^İS h;^cl İe^u j d^pç^e; Aef İİS;İ İ-Lİ; N;İs^a ^j^u^cl c^m Lj^M
a;İ;İ ^LE-h;İ JI q;İa a^m İV^f ^cM, ^LE-h;İ İQh^L a^m j^MnÉ İh^noZ L^l, ^LE-h;İ hm^m
YÉ;P;İ, ^LE-h;İ hm^m ^İ;N;İz ^LE-h;İ Aİa İ;İ; m;İj;e^ol j^a;İ İS' ;pi L^l, ""qy N;İ, N;İ^u Lf İP

j jM, ihma bL aji i jC hT iLR f iWuR?" pLmC j jwpj LI m, Qim hS; eu, fiul j jfv; g ujeol f r AidL hS; NiuL fPaEL NueiV eS Qs ihQ; LI a hpm-- pLm Nuej, JS e i jf, pje; MyIV-- iLz oL f g f nje, j k;C!

Jcl Nisra vne-f;Vg j Emvi icLI Sjem; Mij; IRm, pC icL Lj m Qm Icm, Q; LI a mijNm Hcl Lb; k; a Li e ej kuz cMa f m HLv; HL-fi-LiV; L L d lae fiu Mysia Mysia j jiv oyl hsiRz Bq; iLR M; h; i klc q; aL LiR b; La! iLRc IRm ej Lj j e j e i h a mijNm, k-HLIV fi iNuR a; iC Ai j h JI k; iLR p q S IRm a; iL p j UC q u Nm LiWz Hje p j u Lj d Li e Nm pme-NiSL pij e c; iS u HLSe i a m; L hmR, cMe, HC Q; iol g uL BsLiV Bp; j Q; -h; Ni e i m u le u k; j u Rm, f; i m u H p R; N; i u m; f k; i V i L V i V i L; B R, JI h; i s c; j I y J, klc p; q; k e L e a; HC g u i V h y Q k; u z" pme-NiS bL HLv; j U' a; i s; iL B J u; S Lj m o e a f m z p BI b; i L a f i l m e j, a M e C X j e i c L I S j e m; i M a i l f j a N y b; i b m E S; s L q c n V i L; j u i V i q; a i c u C S j e m; i h a L q i c m z c m H L S e j u h m E W m, "B j; c l h E u l c l; S q; a c i M!" BI-HLSe hm m, "c l; S e u a; c l S; i, m r e L i h c; u L I h; i z" BI-HLSe hm m, "V i L; J s; i a i n m R, I j M a i n M m L; S m; i N a z" H V; L J I; c; j; L h m i W L L I m - h; h; d; k; L H L f u p; i c m e j, c i e a; j L A j i e T e; v L q V i L; g m c e, H a i L p l - g; j; i! J c l j e q m H J h T p C Q; i V S E - Q; o; m c l i o l L m o; i o l A A z

Hje p j u J c l j d e HLIV g; j; v; p; v; L; m; L; m; g; u, j U' X; i N I Q; i M, Q; e q l p i l; j m l i j h, Lj d p j h u p f q h, JI LiR H p h p m z Q f Q f h m m, "j e L j e L I R i j C? Hcl Lb; j u L j e i c u; e j, c i c e H C I L j v f; i v i f h m; i h m L I h, a; i l f q L b L i h o e j N m C b j k; i z" HC g u i V Lj d g S; S; i, e h e l Q a e z JI e j i e U; i I Z e, J q L p h; c g; j; i a l j; i h m X; i L z

g; j; i a l j; i L b; i a m m, "k i c e e d e N q H m j, C i v n e a; j; i l c; i c; L c m m j k z" Lj m Q j L E W m z JI c; i c; k v n e A i e b; e j L I a i n u i R m p M h l H C f i b; j o e m z "B q; i, L f p f d; o! H j e L M e; j Q r c i M i e z I - k N j e o e i R m j L f a l e --

N; i j; i l I f m; i N m l p l h j e --
i j p u l e u k; j u e c f u; j l f d e; j l f l f i z

B j; i l a; i c j e f s m z"
j q s a n L j d j e N m N m z j M B s L q S j e m; i l i c L I c m Q u -- h; i c; i l j; i W h e B L; i n A n h; i o f T; i f p; i q u N m z
g; j; i a l j; i l h a a h; i l i R m e j L; j e l S; i u N; i u Lj d c l c, a; i c e j e; i L j L q JI c; i c; i L b; i c B m; i Q e; j L I m z i S' i p; i L I m i h u q u R i L e j Lj m h m m, "e j"

®jãal j; h®m EWm, ""j® k;C! Aje ®chajl j®a; l®f, HM®e; OI M;im! ®Ljeú i ;Néhafl
Lf;im B®R I hl!"

Ljªame i ;h®R-- c;c; IN®uir®me pj Ú' Aii j;e i ;lp®u lc®u, ®Lhm Bj;IC S®e! a;I
f® Hyl; HLh;I ®Cm®aJ H®me e;I! ®Lhmú;æ V;L;I ®S;® Hje j;e®LJ Ah' ; LI®a p;qp
LI®me! a;I n;I®l HCS®eÉc h®Th; ®P fsmz

hb; B®r®fI p®Á h;I h;I j®e j®e hm®a m;Nm-- c;c; ®Le ®Nm C®Vn®e? ®Le
ie®S®L M;®V; LI®m? Bj;I S®eÉ? Bj;I j;IZ qm e; ®Le?

®k L;SV; q®u ®N®R, BI ®gl;®e; k;®h e;I, a;IC EfI JI j;eV; j;Ib;I W®L®a m;Nmz ®LhmC
j®e fs®a m;Nm, ®pC ®I®N-L®;®n;®;j®M, ®pC Bn®h®c-i I; I®e±N®ñ®l c®V ®Q;Mz

QmNjls qjJsju QfRm, Qmji aMe QilV qQhz Jseju-QicQ NihÜ qQu hILe INu
hpm hqj NjlsQaz LmLja;I Ichim;LI ApwME Qr; a;I pj e Lj d Cqje pWLQa qQu
ICmz k-HLIV Alanu oiQa;hd HC Eien hRQI Lj;I EshQe JI AÂ AÂ Ni El LQ
hf;ç, pV; k LZN pqS LhQI jQai, Lje LQ J qWiv IRæ LQ Qgmh? Hje jz»BR
k jz»HC LhQ HL IeQo Bfle Mop kuz ILz° p jz»qQuul jQdE HM;Rei Qs JQW Iez
fiQn k jjeoiv hQp BR, jQel li aQ p Qai BSJ hiCQI Qm;Lz Bfe Qm;L qh;I fQr
a;I IcL QbL Qhm Qai h;diC HQRz a;I i Qh hfhq;I k HLV; I Qai p k Lj QL HM;Rei
fk;L¹ QhmC Qm Qm cQI QILQu IjMmz

H IcL jdpQeI fQr Lj HLIV eQae BihxL;lz QæfS;Ial f;IQu f;ju H fk;L¹ Hje
AhL;in HC QLS; jjeoI AOfC IRmz JI fZESNQal li QsI jQdE fZE-e;I El QyJu;J JL
LM;Rei m;N Iez QLi;Rei Qæf JI jQeL LM;Rei IhQima LQ Ie H Lbi paE eu, ILz° i Qj Lçf
fk;L¹ C OVR-- Cj;Ia SMj qu Iez jdpQe QQucl Aia pwrQf cQR OQI hEITCl
jQdEz a;I; OILæ;I L;S LQ, Qlycm LQ, Lje;Ljle LQ, Aia aQR L;I Z L;æ;L;ivJ LQ
biLz jdpQeI ShQe HCl pwpH Ieaz;C kvpij;eEz JI QæfJ k SNQal HC AILi' vLI
Ihi jQn Qbje fiQn, Hhw c;leL Nq;I QbE;I aQRaju R;ju;Ræ qQu fiQI Bsjm LanCl
LV;RQ;Ima QQuim Sfhk;æ; Aiah;Iqa LIQn HI Qnin p ILRQ i Qh Iez QæfI pÂ hfhq;I
LIh;I J k HLV; Lm;efZE BR, a;I jQdEJ k f;ju;I hi q;I;h;I HLV; LIWe pj pE;
biLQa fiQ, H Lbi a;I Iq;Ihcr paLN j;IÜxLI HL QLi;ZJ Qbje f;ju Ie; heOf;Ial
IeSI fQr fS;f;Ia Qje hijmE, AbQ fS;f;Ial pwpNn Qje a;I Qje IeQa qu, i jhE
QæfLJ jdpQe Qajle LQC Q Qh;Rmz

Hje pju Ihi;QI fQ p Lj QL f;Ij cMmz HL ILQI p;çkN BR a;I Qje qu
Qke HLV; ch Bih;I Qh, f;IbhEl p;di;IZ OVe;I QQu Ap;di;IZ f;Ij;IZ Qnin-- f;IarQC Qke
p f;Iat;ni;I Aafaz Lj d p;çkN pC QnzElz J Qke Q;I I öLaj;I jQai, I;Qel SNv
QbL üaz» f;I;Ial SNQal J fiQ;Iz jdpQe a;I AhQae jQe IeSI AN;QI Lj QL
HLILj AOfQ;I Qh IeSI QQu QnÜ Qhd LIQm-- Az'la HLV; i jhe; EWM HI pÂ Lf ILj
i Qh hfhq;I LI; Q;C, QLje;Lbi Qje LQ hmQm pWNa qQhz

Lf hQm Bm;f BIñ LIQn i jhQa i jhQa jdpQe qWiv HL pjQu Lj QL IS' ip;I LIQm,
"H IcL QbL Q;Iç;I BpR, e;?"

Lj QLRC Sh;h LIQm e;I jdpQe Xje IcLI f;I;Iv; Qve IcQmz
MjleLrZ Bh;I QfQ;f L;Vmz Bh;I MjL;I hQm EWM, "nf;Ia LIQR e; Qai?" hQmC

EŠŕI fãtr; ej LŕI pjŕel Bpe bŕL İhİmla LðmVj vŕe İeŕu Ljđ J İeŠI
fİŕul Efl İhİRŕu İcŕu aİl pŕÂ HL-BhlŕZI pqŕkİNaİ; Øbİfe LIŕmz nİfl je fmlLa
qŕu EWmz QjŕL EŕW Ljđİcef LðmVİŕL pİlŕu İcŕa kİlŕm, ŕnŕ İeŠŕL pðIZ LŕI Bpŕel
fİŕŕİŕİŕİŕu pwmNAqŕu İCmz

İLRŕZ HCİ jŕn kİu Hj e pju qWİv Ljđ qİŕal İcŕL jđpŕŕel ŕQİM fsmz

""ŕİM ŕcİM" hŕm qWİv aİl hy qİaVİ; ŕQİŕMI LİŕR aŕm dŕI İS' İpİ LIŕm, ""ŕajİl
BPŕm H İLŕpI BwİV? H ŕk efmİ; ŕcMİRz"

LjđQŕf LŕI İCmz

""ŕcŕMİ, efmİ Bjİl pu ej, JVİ ŕajİŕL Rİsŕa qŕnz"

ŕLİŕeİ HL pjŕu jđpŕŕe efmİ İLŕeİŕm, ŕpC hRI JI NİdİŕİV-ŕİTİC fİv qİJŕİl İhİŠ
ŕWŕL aİmŕu kİuz ŕpC Ahİd efmİ-fİblŕL J rjİ LŕI ej

Ljđİcef BŕU' BŕU' qİaVİŕL jŕš? LIŕa ŕQŕİ LIŕmz jđpŕŕe Rİsŕm ej; hmŕm, "HVİ
Bİj Mŕm İeCz"

LjđQjŕL EWm; hmŕm, ""ej, bİLŕİ"

HLhİl cİhİŕMİju JI İSa qu; ŕpChİl cİcİ JŕL aİl İeŠI qİŕal BwİV fİlŕaİloL
İcŕuİŕmz

jđpŕŕe jŕe jŕe qİpŕmz BwİVI Efl İhmrZ ŕmİİ ŕcMİRz HCMİŕe İeŠI pŕÂ Ljđ
pİdŕİİl fİlQu ŕŕŕu HLVŕŕke Bİj mİNmz hŕŕŕm, pjŕu Apjŕu İpİb Lŕqİl hİmİ hİSđ
ŕkİŕN Aİl jİleefl pŕÂ hŕhqİŕI ŕpİŕİ fb fİJuİ kİŕn-- HC fŕb jđpŕŕel fİİh ej ŕŕe
Efİju ŕeC, hup ej-qu İLRŕhİnC qmz

İeŠI qİa ŕbŕL jŕhŕŕİ Ljmqŕŕİ HLİV BwİV Mŕm İeŕu jđpŕŕe ŕqŕp hmŕm, ""İ u
ŕeC, HI hcŕm Bİ-HLVİ BwİV ŕajİŕL fİlŕu İcİlŕz"

LjđBI bİLŕa fİlŕm ej, HLVŕŕQŕİ LŕIC qİa Rİsŕu İeŕmz HChİl jđpŕŕel jevİ
ŕŕŕL EWmz Laŕŕaİ Mhİaİ aİŕL pCŕh ej, öxL Nmİju ŕSİl LŕIC hmŕm, ""ŕcŕMİ, H BwİV
ŕajİŕL MŕmŕaC qŕnz"

Ljđİcef jİbİ qŕW LŕI Qŕf LŕI İCm, aİl jŕM mİm qŕu EŕWŕz

jđpŕŕe Bhİl hmŕm, ""öer? Bİj hmİR JVİ Mŕm ŕgmİ İİŕmİz cİJ BİjİLz" hŕm qİaVİ
ŕŕe İeŕa Ecŕa qmz

Ljđqİa İgİlŕu İeŕu hmŕm, "Bİj MŕmİRz"

Mŕm ŕgmŕz

""cİJ, JVİ BjİŕL cİJz"

Ljđİcef hmŕm, ""JVİ BİjC ŕŕŕŕ chz"

jđpŕŕe İhİšŕŕ qŕu qŕL EWm, ""ŕŕŕ mİİ Lŕ? jŕe İİhR, HVİ İİİ HLVİ cİj İSİep! H
İLRŕaC ŕajİl fİİQmŕh ej, hŕm İcİlŕz"

Ljđİcef hmŕm, "Bİj fİh ejz" hŕm ŕpC fİjİl LİS-Lİİ bŕmİVI jŕŕf BwİV ŕŕŕŕ İcŕmz

"Le, HC pij jef İSlepVjI Ef[®] Ha clc[®] Le? [®]aj jI [®]aj [®]Sc Lj eu!"
j d p s[®] el BJu;SV; MIM[®]; Lj[®] e h[®] S, [®]ke h[®] m-LjN[®] SI OoMz Lj j[®] cefl pj Ü' nİ fl V;
İ fl İ fl L[®] E Wmz

"H BwİV [®]aj j[®] L İc[®] m[®] L?"

Lj j[®] cefl Q[®] f L[®] İ Cmz

"[®]aj jI j j e j L?"

İeaj;C Shjh İc[®] a q[®] h[®] mC AdMgWü[®] hm[®], "c j c j z"

c j c j ! [®]p [®]aj [®]h j T j C k j j R z c j c j l c n j [®]k L f, j d p s[®] e a j i j[®] m j C S j[®] e z [®]p C c j c j l B w İ V
n İ e l İ p p L j İ W -- H O[®] B e j Q m[®] h e j İ L z ' a j l [®]Q u j J[®] L H C[®] V C M y Q j İ c[®] j R [®]k, H M[®] e j
L j j[®] c e f l L j[®] R J I c j c j C p h [®]Q u [®]h ĩ n z [®]p V j ü j i j h L h[®] m C [®]k [®]p V j p q f q u a j e u z f[®] j[®] e j
S j j c j[®] I S j j c j l e a e d e f j q i S e İ e[®] m j [®] L e j l f l i š² f[®] S j l j k M e p i[®] h L B j[®] m l L b j
Ø j I Z L[®] c f Ö n e n İ p [®]g m[®] a b j[®] L a m e B d İ e L A İ d L j l f l N j[®] u l S ĩ m j d[®] l, H J [®]a j İ e z
B S [®]b[®] L B j j C [®]k J I H L j j e, H C L b j V j k a n f Ö e[®] q j L J[®] L S j e j e [®]c J u j Q i C z a j R j s j
N j[®] u - q m[®] c l M j J u j[®] e j İ e[®] u h[®] I l k j A f j j e q[®] u[®] R a j[®] a İ h f[®] c j p [®]e C H L b j j d p s[®] e İ h n İ p
L l[®] a C f j[®] e j k İ c J e h[®] N j f j m İ h h j[®] q l f l İ c[®] e J[®] L h[®] m İ R m, "i j u j, İ h[®] u h j İ s[®] a [®]a j j j[®] c l
q j V[®] M j m j l B s a [®]b[®] L [®]k - Q j m Q m[®] e l B j c j l e L[®] İ R[®] m, [®]p L b j V j C İ Ā[®] a J c j c j[®] L S j l e[®] u j
e j; E İ e H I İ L R[®] S j[®] e e e j, J j n İ f l J h[®] s j M j l j f z"

BwİV l b j V j B f j a a Ø b İ N a İ j M[®] m, İ L z ' j[®] e İ C m z

H İ c[®] L İ f R j s j B[®] j H L V j L j l[®] Z q W j v L j j[®] c e f l c l [®]h[®] s İ N[®] u[®] R z e d e n[®] e l b j L[®] a C
İ W L İ h h j[®] q l İ c[®] e j d p s[®] e [®]V İ m N j g [®]f[®] u[®] R [®]k, H h j l İ a İ p Q j m j[®] e l L j[®] S m j i q[®] u[®] R f j u İ h n
m j M V j L j z p[®] k q İ C m e j, H V j e a e h d j f[®] u z Ø e f i j[®] N e[®] d e, a j l f j j z q i[®] a q i[®] a z a j C
L j[®] L f j[®] h İ e[®] u N j İ s[®] a h[®] p İ i a[®] l İ i a[®] l H C f l j f İ l a İ ç a j l İ R m [®]k, i j h f j e g j l
H L V j S h j[®] l İ h İ d c š c İ m m İ e[®] u h j İ s Q[®] m[®] R z H e C[®] m B S[®] L I H C h[®] j j - İ b k j e j l f j m j V j u
A f 0 j a 0 V[®] a f j l a z

I;Si Efjld f;Ju;I fl bL LmL;aju Q;oi;mh;isl à;el ej M;ic; qUR "j d;f;ip;c'z pC f;ip;cl m;iq;il NVI HL f;n BS eqha hPR, BI hiNi'e HLV; ayh'a hiSR hE;az NVI j;ib;ju Adl;Q;L;el N;e;pl V;Cf m;M; "fS;ifa'u ej x'z páf;hm;ju Bm;L;in;M;ju HC imMeIV pjx in qhz NV bL LyLI-cJu; k fb h;is fkl;1 NR a;I cE d;el ch;c;l;f;ia; J Nyc;l j;m;ju n;ij; ip< j; h;isl f;ib; am;I EQ;S'a JWh;l ip;isl d;f; m;im p;im; f;ia;z Ba;f;uh;ad Sea;l li al icu h;L;el N;is N;ish;l;ic;ju H;P b;j;m;z n;M Em;le Y;l Y;im Lypl eqha hE;ä ph HLP;A EWm h;S-- ke cn-f;e;l;v; BJuj;SI j;im;N;isl HL S;juN;e'a f;el; h;N W;L;W;L OVmz j;dp;e;l L;e;H;L p;Cf;L;M ic;c;j;I, f;il f, h;is, ip;ib;a ka g;v; gyL aa g;v; ip;ad, Q;S;im;im-f;S n;is, g;v; q;e'a g;v; g;v; p;je;l h;im; Hhw n;M;il Q;S, HLV; I;f;il OIV'a Sm leu hE;ul f;u IRIV;u icu B;M j;R leme, q;e'a e;ju; f;il icme, hE;ul j;M HLV; j;d;ic;u hmme, "Bq;I, Haice f;el B;j;cl efm NN;e EWm f;Z;D;yc, efm p;el;h;el g;v; p;je;l f;cl" h;L;e N;is bL e;j;mz k;L-Ai E;Na;cl c;D; D;oll;e;az HLSe hm;M, "ca;e ün;M; m;V L;el H;e;R el, A;A;pl;E p;je;l in;M;M hyd;iz" BI-HLSe hm;M, "p;h;L L;im H;je g;ul S;e;e I;S;ju I;S;ju ms;c h;ed ka, BS la;lp;Q;im;le;l V;L;e;aC L;S ip;ü;z L;im;K;N cha;im; h;il;ip;Lz i;N;EQ;e;2I ph N;e;er;æC h;nh;Z;N"

a;I f;el h;LZ, Ø;æ;f-BQ;I f;il la;l f;im; no q;a q;a kMe páf; q;u B;P aMe L;im;l;æ;l j;M le;u;L;j;N;p;A qmz

HLIV;j;æ h;S; h;e;l inh;iq L;j; d; ØfØ j;e B;Rz il;L;0 a;ic;l le;S;cl h;is;a R;L;e;I eae hE B;P;a p;e;M lez k;he;l;n;l f;h;N b;L;C p; B;R LmL;aju, c;ic;l le;j;M Ø;e;Q;l B;h;Ø;e;z h;im;L;I j;e;l L;Øf;SNv p;id;IZ pwp;I g;v; Ry;Q Ns; q;a f;ju lez h;im;L;im f;la;L;j;e;ju kMe p; in;h;l f;S; L;e;R aMe f;ial d;e;el j;de; p;C j;q;af;ü;f I;Sa;N;I;I;e;l inh;LC e;M;Rz p;id;E e;l;el B;cn;M;f; p; B;fe j;L;C S;jeaz L;f; I;Ø;e;f; n;iz;1 L;j;e;u;aj, La d;K;N, La c;M, La ch;f;S;I, j;A;M;Q;I;Z, AL;Q;1 ph;iz A;f;l f;er ayl ü;j;el ic;L h;eh;q;I;I æ;V Q;il;e;l Ø;M;me IRm; avp;S;U p; Q;il;æ K;c;K;N h;qv, f;e;I;Ø; c;t, a;I j;de; q;e;aj L;f;V;aj m;n;j;æ IRm e;I, k HLV; j;K;I;c;h;id IRm p; ke c;L;im;l f;e;I;Z;L B;cn;M;z ayl S;h;e;l j;de; f;la;ice HC;V;C f;ij;Z q;u;R k, f;I;Z;I Q;u; j;je h;S;I, A;b;N Q;u; I;n;K;N la;le J ayl p;j;f;K;I;e;l m;L;I; h;S;I h;Q;I;I j;je;az ay;cl IRm le;S;cl r;la L;el J;A;ra p;C;j;e;l N;h;I;r;I, A;ra p;ul A;qw;L;I f;D;I;I euz

L;j; d; k;ice hy Q;im e;Q;M p;ice p; a;I ph i;S;2 le;u, B;e;ä;v;p;N;M f;Z;N; p;w;L;Ø;f; le;u

fÜta qü cyısüiRmz ®LjbjJ ®Lj®ej hidj hj Mhñaj OV®a fj®l H Lbj ajl Lðfej®aC
B®p İez cjužİ Lf L®l B®N bjL®a ®S®eİR®me ®k, İhci ÑjS em®LC hIZ L®l İe®a q®h!
ayl j®el İi a®l İeİÖQa hjañ ®fj®QIRm-- ®aj İe İeİÖQa hjañ İL Lj® fju İe? hl®ZI
B®ujSe phC fÜta İRm, İjSjJ H®me, İLz® j®e kj®L ØfØ ®cM®a ®f®uİRm, hjC®l aj®L
®cM®m LC? İ®f®aJ hida ej, hu®pJ hida ej İLz® İjSj? ®pC pafljİ İjSj ®Ljbjju?

ajl f®l BS, ®k Aeüj®el àjl İc®u Lj®L ajl eae pwpj®l Bqİe LI®m aj®a Hje
®Lj®ej hSNñİl jÂmdİe hjsm ej ®Le kjl İi al İc®u HC ehhdş BLj®hİ pçİol®cl
Bnhñjç»öe®a ®fa! pjÜ® Aeüje®L fİl fYñ L®l Hje hçejNje Ecjš ü®l ®Le SjNm
ej--

SNax İfa®l±h®ç fjhñafİj nÄl±

®pC ""SNax İfa®l±" kjl j®dÉ İQİ f®l;po J İQİ ejİf hjLÉ J A®bñ j®aj HLæ İj İma q®u
B®R?

j d p s e k M e L m L i a j u h i p L i a H m , a M e f i b j p H L i V f a i e i h i s i l e i R m , p C Q L g m i e i h i s V i C B S a j l A z x f d - j q m z a j l f a i C p j e H M e L i l g e i n i e H L V i j U e a e j q m H I C p a S s i c u R , p C v J I h W L M i e j - h i s z H C c e j q m k i c J p w m N a a h e j H i j p C f z N B m i c j c e S i a z h i C o l j q m p h e C j i h i m l g s , a j l E f a i h i m i a L i f i V , c u i m i Q l o e a L i N S j i j H h w a i a T m R e j e i l L g j l R i h - - L i e i V i H e n i w , L i e i V i J i m u j N i g , L i e i V i A u m f i w - - a j l i h o u q p R , q i l Z l a s i L i R i n L i l f L d , i l o j X i h i i o j s c s i S a R H j e - p h i h M e j a o j s i , i h c n f m e i u f , i l o j o e j e l a e n a c q e j l z a j R i s i c u i m L i b j h i Q l e h i p e , g j i j c h i c i f a m l b i m j , S i f i l e f i M i , i a i l a Q j l C a f i l c k a f i l i A p w N a f c i b i A o b i e A k b j p j i h n z H C - p j U i N q p < j f R z L i j , L e j H h w p i S i e i l i j l j d p s e l C w S A f i j p o v i E f l z H R i s i j L j m h i n g j j s i Q i l - p i g j l A l Z l L y Q l B m j i l a S j L i m i - h y d i e i C w i S h C , T i s e - q U i h q i l j R i s i L i e i j j e o a j l E f l q U r f L e i - - i v f i C u B R A f i m h j , a j l L i e i V i a o l i m i l i R i h , L i e i V i a i h c i n e f A f i l o v p c l z

A z x f a H L a m i l O l - m i A a L i l , p f i a p p a , d y u j u T a m L i m i z E w i e B h S i e j - - p M i e S m l L m , h i p e j j S i L i f s L i Q i Q m R C , k M e h e h q i l e C a M e j L m f i u M i m i C b i e l z E f a i h i j z i b l g u c l i i s L i f s T m R , B l c y s l L i L i a u i l E i j R o R i s u R i s u f s R E w i e z h i j z i l c u i m l k M i e - p M i e f i e l i f a l i c i n J e j e f i l i j l m e a j l A r u o j i a i Q q z E w i e l f i o Q j i c l i i u l i f o Q i a l j e i O l , p M i e b l l j e i l N a J L u m i l d y u j E f a i o l p h e C f i p i l m i l L z l j e o l i h i C a f i Q e i h u A o f H L v S i j B R , a j l C H L L i z f i s j L u m j , Q a m i l R i C , i j P i N i j m i , i R a d j j , S E z N T y T i l l i n f L a ; A f l f i e 1 - i v c u l N i C J h i R d h y d i , a i c l M s J n i h l S j R , H h w p j U i f i Q e i o f v i Q e 2 B i R a z H L d i l H L i V j e e j N i R , a j l - j s a N i l i h y d h y d h i L m n R E w , B l e z j i N a w i p u w i p u a j l f i a j L s i e u N i R v i L S i h i l L i i c u R z A z x f a H C H L V j e S i j , h i l p j U i S i j h i C o l i c l z p v j m a j t m f , i h i Q e g a m l L u j i l a , R y v i Q i p l j j w , M i u j J p a i l - c J u j l i u j u , f i b a l j j a n J m i q i l h i ' a p p l < a z

A z l j q m a a m j u L j i c e f l h i h i l O l z j U i h s i M i V g q N i e L i w i ; g l j e v i j n i l l , a j a i p o l T i m l z i h R j e i l f i u l i c l f a i h q a l H L V i i e l i h l z g u l R i h , h a l i E f l c e q a Q e f m < j l i j e L i R z i n u l i c l j d p s e l i e S i A u m f i w , a j a a j l L i n i l n i m l L i l i L i k w i C p h Q u f i l i n j j e z H L i c l c u i m l N i u L i f s l i M h i l c l i S , a j l E f a l B u e j ; B u e j l c i c l c a v i Q l e j i v i n i j i c e , p j e Q l e j i v i b i m l E f l

fjEXj@I @L@Vj, Ij@fj-hydj@ej IQI@le, lae-Qi I L@J I H@p@p, H@p@p IR@Vjhj I f@QLj I Hhw B@j ej; IL@J I f@p@d@el p j NE, ihim@a A@j@p@Vj@W I @Lez ej;ej;Mjks@Nimjif Ly@I gmcjle@a g@ml @ajsiz BI-HL ic@L @mMhij @Vihm, a@a cij fjb@I @cujacje, Lmj J LjNSLjVj CaU@a @jv; NjcJuim; @pig; J @Lcij-- @LbjJ-hj ivfjC, a@a Q; MjJu; kju, ajp@Mm; @kaJ fj@lz eae j qijefl Efks@2 nueOI L@ I Lj qJu; ihidp@Na H Lbj j d@p@e@L ih@noi j@h IQz; LI@a q@u@Rz Hje q@u E@Wm, @ke A@Lj q@ml p@h@p@Qamj I HC OIIV jumj-Lybj-Nj@u-@cJu; li IMI I j j;bu SII S@l j a-@cJu; fjNis; z

Ah@n@o HL pj@u @Nimj j m-dj dj I hjeXjLj ice fj l q@u I j@e@hmi Lj @HC O@ H@p @fj@R; m; a; @L le@u Hm @pC @j j@l j jz @p JI p@A BS I j@e @h; @h iWL q@u@Rz B@j HLcm @j@u p@A p@A BpIRm; a; @cl @L @a@p J B@j; @cl @eni I j V@a Q; u ej-- @j j@l j j; a; @cl ihc; u L@ ic@u@Rz O@ I j @d@ H@pC HL q; @a @p JI Nm; S; s@u d@ h m@, ""Bij iLR@M@el S@e@f k; C I fj@h I O@ -- a@j HLV@L@yc ej j i j; C, @Q; @MI Sm @k h@L i @ S@j E@W@Rz" h@m @p Q@m @Nmz

Lj @Q; I LI Efl h@p fsmz Lj@; f@l q@h, HMe JI h@s; c I Lj l q@u@R le@S@L iWL LI jz li a@ li a@ pL@ml @Q; @u @k-h@b; v; J@L h; S; IRm @p q@pR le@SI Lj; R le@SI Afj j ez HaLj m d@ J k; j- iLR@p@wL@f L@ H@p@R JI ih@a; q@f j e p@cf@Z@ a; j Em@V; ic@L Q@m @N@R @pC j eV; @L n; jpe LI h; j HLV@j p j u fj; j@Rm e; j W; j L@, hm c; j, hm c; j, B; j; j S@he Lj; m L@ ic@u; e; j Bij @a; j; j c; j p@f, B; j; @L Suf L@j; j, @p Su @a; j; j C; z

f I I Zahup@ B@Vp; v Ns@el n@j h@Z@ HLIV p@L@f I hdh; j O@ Y@L@C, h m@, ""@j j@l j j; @a; j; @L HLV@R@V ic@u@R @pC g; @L H@pIR; Lj E@L @a; j Lj; R @p@a @ch ej, @h@s I j M@h @a; j; @L-- @ke I p@d; j; v le@u @h; s; j; j@R, JI @h; s; @L@V @a; j; @L Q; @L L@ le@u k; jz Bij @a; j; j S; j, n@j j; p@L@f; @a; j; j u; j f B; j; j @c; j I z B; j; j; @a; j; @ h; IRm; j @no f k; j; j S; j; M; @Q; I M; j; a; j C q@h JI hEz a; j I M; j; a; j j @d@ S; j; @B@R i j; C, Ha hu@p Hje p@L@f I M; j; a; j S; j; @C S@w; m; HMe qSj LI@a fj l @m quz I M; j; @e M; j; a; j j z; j M; j; @v e; j p@l@f L@ h@m; j i j; C, B; j; @cl h@s; j @c; j I IV@L @a; j; j fR@L q@u@R @a; j; j?"

Lj @Ah; j L q@u I C m, L@ Sh; j @c@h @i @hC @f@e e; j n@j; j h@m E@Wm, ""h@T; IR, a; j fR@L e; j q@mC h; j L@, p; j a fj l kMe O@IR aMe HL@n fj l Em@V; O@ @m J gyp M@m@h e; j z"

Lj @hm@m, ""H L@ Lb; j hmR icic!"

n@j; j Sh; j ic@m, ""M; j; m; j L@ Lb; j hm@mC iL @c; j o qu @h; j e? j @M @c@M iL h@T@a fj l l @e? a; j @c; j o @ch ej @a; j; @L J B; j; @cl Bfe h@mC iL @Q; @MI j j; b; j @m@u h@p; IR? h@s; j n@s; z q; @a f@SR hE, h@T p@T @Q; @m; j z"

Hje p j u @j j@l j j; @L O@ Y@L@a @c@MC h@m E@Wm, ""i u @eC, i u @eC, hL@m g@m, k; j; j@R B; j; z i j; m; j a@j @eC HC g; @L B; j; @cl eae hE@L HLh; j @c@M B; j; @Nz a; j p@l@f h@V, H L@f@Z I de, p; j h; d; @e I j; M@a q@h; z pC@L hm; IRm; j B; j; @cl @c; j @I I H @ke qm Bd-Lf; j; @m j j; b; j d; j; j; hE@L d@l @R JI h; j ic@L I fj; j u; j l-Lf; j; @m, HMe X; j e ic@L I I; j; M; j l-Lf; j; @m k; j; c

dl@a f;@l a@hC f@j;f@l q@hZ"

HC h@m Ol @b@L @h@l @u @N@u j @s@n f@l O@l Y@L Lj@ d p;@e f;@el @X@h M@m d@l hm@m, "HLV; f;e @eJz @c;S? M;Ju; A@l @p B@R?"

Lj@hm@m, "e;Z" aMe HL @v f @c;S? @e@u @e@SI j @M f@l @c@u n@j; j @Nj @e @h@cu @e@mz

"HMeC h@Yj; @lp@L M;C@u @h@cu L@l Bp@R, @c@l q@h e;@ h@m @j;@l@l j; Q@m @Nmz

n@j; @p@l@f Lj@ d j @el j @d@f @ @l@l HLV; @h@u;@c S;@N@u @c@mz BS@L Lj@ d ph @u@u c@l L;@l @Rm j;@u;@l BhlZ, @pC@VC @p Bfe j @e Ns@a h@p@Rm, B@l @k-p@l@L@n@l c@f@m;@L @ @m;@L e;e; @P @e@u @l@f@l m@m; L@le, @j;@LJ p@q;@u L@h;@l @u@; L@Rm, H;e p;@u n@j;@l H@p J@ @f@A@h;e; S;@m O; j;@l@mz Lj@ @Q;@M h@S M@h @S;@l L@l @e@S@L hm@a m;@Nm, "u;@f@l hup @h@n h@m ay@L @ @m;@h;@lp @e H Lb; LM@e;@c p@f@ eu-- m< ; m< ;! H @k Cal @j @u@cl j @a; Lb;!" @n@h@l p@A p@f@l @h@ul Lb; @L J@ j @e @eC? @nh@e@L;@l; @yl hup @e@u @MyV; @c@u@Rm, @Lz @p Lb; p@f@l L;@e @ee @ez

@u;@f@l hup h; @f @e@u H fkl;@l Lj@ @L;@e; @Q;@c L@l @ez p;@d;@lZ@ @k-@ @m;@h;@p; @e@u @e@f@l@l @l @h;@q p@f@l qu, k;@l j @d@f @f@-Z @c@q;e p;@u@C @j @m B@R, @l @k f@u;@se B@R H Lb; Lj@ @i @h@J @ez fR@L L@l @e@J;@l Lb;@V;@L@C @P j;@l@m@u Q;@f;@ @c@a Q;@uz

H;e p;@u g@mL;@V; S;@j; J S@l@l f;@J;@u;@m; d@a-f;@l; @R@m, hup q@h hR@l p;@aL, O@l Y@L@C N; @p@o Lj@ d L;@R H@p c;@s;@mz h@s;@ h@s;@ @e@f@ @Q;@M J@ j @M@l @c@L a@m @ @u @ @u B@u@l B@u@l @l @o p@f@l hm@m, "S@f;@W;@C;@j;@l" Lj@ @a;@L @L;@m@l Efl @e@ @e@u hm@m, "Lf@h;@j;@, @a;@j;@l e;@j?" @R@m@lV M@h OV; L@l hm@m, n@v@L@l h;@c @c@m e;@, "n@j;@l@m;@m @Q;@o;@mz" pL@m@l L;@R f@l@Qu J@ q;@h@m@h@mz @pC@S@e@f@C Efk@S? @cnL;@m;@f;@e @e@SI p@C;@e @l;@Mh;@l S@e@f @f@ac@S e;@V;@L Ha p@p@C@f@Z@L@l hm@a quz aMe Lj@ d h@L@l @l @lV; VeVe L@Rm-- HC @R@m@L h@L @u@f@ d@l @ke h;@Qmz qW;@v @L;e j @e qm La@ce W;@L@l O@l @k @N;@f;@m@L g@m @c@u H@p@R, HC @R@m@lV@l j @d@f @p-C J@ @L;@m H@p hpmz @WL @k-p;@u X;@L@Rm @pC c@x@m@l p;@u@C H@p J@L hm@m, "HC @k B@j @a;@j;@l p;@z @e;@l" @j;@l@l @N;@m @N;@m N;@m @v@f@ d@l Lj@ @hm@m, "N;@f;@m, g@m @e@h?"

Lj@ d j @M @c@u @N;@f;@m R;@s;@ B@l @L;@e; e;@ @h@l;@m e;@ qW;@v @e@SI e;@j;@l@l q;@h@m@f @L@R@ @h@u;@ @h;@d qm-- @Lz @H;e p@f@l J@ L;@e @f;@Q@R @k, @L@R@Bf@f@S J@ j @e Bp@a f;@l e;@

H;e p;@u f;@h@l O@l @b@L @j;@l@l j; @R@m@l N;@m; @e@a @f@u R@v H@p hm@m, "I @l, h;@cl-@R@mV; H@p@R h@Tz" n@j;@l@m;@m @Q;@o;@m-H@l p@C;@e B@l b;@L e;@ e;@l@m@h-@l @l; @Q;@M a@m @exn@e j;@ul j @M@l @c@L @p @u@u @Cm, X;@e q;@a S@f;@W;@C;@j;@l B@um @u@f;@ Lj@ @q;@h@m@L @l;@ h;@ q;@a @c@u @h@s @e@u hm@m, "Bq;@, b;@L@e;@l"

"e;@ @i;@c, A@eL @ja q@u @N@Rz HMe @o@a k;@L-- H h;@s@a J@L M@h p@Q@SC @j@m@h, J@ j @a;@ p@u;@ @R@m B@l @LE @eCz" h@m @j;@l@l j; @A@e;@p@L @R@m@L @h;@u;@h;@l S@e@f @e@u @Nmz HC HaV@L@aC Lj@ d j @el @ @l @Nm q;@mL;@ q@uz J@ j @e qm f;@b@l@e;@l Sh;@h @f@m;@, S@h@el p;@p@f;@ p@S q@u @cM;@ @c@h HC @R;@V;@ @R@m@lV@l j @a;@Cz

AeL Ijŝeŝi ŝijal j; HL pj u eSN Ew eMm Lj ihRjeju Ew h p B R, a; l
 Lj ml Efl c c qia Sisi, dteihø Qim c w ke pij e Lj L eMa fiRz j d p e L
 kaC p q e u l j d e NqZ LI a hidi fju, aac a; l echa; l i c u p a; l üj f L Bh a
 LI a Q; uz üj f L Efmr L e Bfe; l p c; e LI R a; l echa; l z echa; a; l f S; l
 h s; l i We L e Re, H fl a; j ü; R eu, i L z o HC a; i i ŝ 2 l fl e r; z n; m N; j i n; m; a; i i LR e
 e M; j u e; j, i ŝ 2 p c l f q e a; i j d e h L e e; b l l f l f l i n L e l h m Bfe S; i z
 e M; e e M; k; R e; j p M; e c e Mh HC e q; l B; j i l p; d e; j, e M; e W; l d m l u b; l e
 p M; e i n u c a; l Q l z Bfe; l c; e L l h, l a l e B; j i l H s; a f; l e e; z

"ŝ e i n i l d l n; f; i m, K l e; l q e l i q'--- c; c; l L; R e n; M; j e l; h; c-H l HC N; e V; h; l; h; l
 j e j e A J S; a m; j N m z

j d p e l A a f z l e k f i l Q u p f u R a; l i L R e eu h m S m l E f l L; l h e h e h m
 E i s u i c a Q; u-- i Q l L; m l i k l e p a f, p j U' B h a L e l a l e c B R e, "K l e; l q e l i q, K l
 e; l q e l i q z' H R; s; i B l -H l V; f f e B R a; l J j; j u; h m a Q; u-- p q R S h e l n e f a; j
 B S f k l; k; c l i e u J l p j U' i L R a N s E w R, k; c l h; c i c a n m S h e l A b l b; l e; j,
 a; c l p a i h R c-- p i e S l h m R H C n e f J f z i-

'h; f R; s, j; u R; s, R; s p M; p q f,
 j e l; f i m n e m n e k; e q; u q; u f'

R s R e a; h; f, R s R e a; j; j, i L z o a; c l i i a; c i k l e i Q l L; m L; l i l a l e a; i R; s e
 i e z W; l d B; j; k; i L R a R; s; e- e; l e, n e f i l; e h m c R; s u R e z B; j m n l c m; j, k;
 q u a; i q; l z j e l N; e L M e a; l N m; j u g v E w m a; i V l c f m e; j-- c c Q; m i c u S m
 f s a m; j N m z

ŝijal j; L b; i v h m m e; j, Q f L e e M m, B l ö e m z a; l f e l L j k M e A e L r z d e
 f z j L e c f o n e n a p g m ö u f s m a M e ŝijal j; j e H l V; i Q z l e M; i i c m k; f y n l B l
 L M e; i j; h i e z

J i h a m; j N m, B; j i c l k M e i h u q u i R m a M e B; j i a; i L i Q M l i R m; j, j e h m
 H l V; h; m; c i R m e; z R; v; R m L y Q; g m V; l k; j e V f L e i h e; j B; u; S e j a M f e l e u,
 ü; j e l p w p i l a; j l e L e c i h e; j i h Q; e l B; j i c l i n m R, e l; b; j i l R a h; d i e z p; d e L e
 B; j i c l i e a q u i e, B; j i c l S e e f i c e- N; e; j i R m A e; h n e l z k i c e h m m g m n k e p c i c e c
 q m g m n k e, l e e; j g m n k e l l; e; j j; e i R m e; j, p i R m H l V; m m; z H C a; i L; m c q h
 g m n k e, i L z o H g u l f r p L a h s; i i h s d e; j! h s; j; l d H M e; j f l; B f e q a A e L

pju m^oNz H^oL R^oh L^oL^o? H^o j^oul p^oC Afjje p^oC^oh^o Le? de^o F^oa h^oS^oW^oL^oI
La L^om m^oNm BI je^o F^oa c^oce ph^o p^oC^oh^o ei? p^oC mr^oEl à^oq^o q^oV^oq^oV^o L^o j^oI^oa
q^ou^oR, H mr^oEl à^oq^o HLh^oil q^oa f^oa^o q^oh^o ei?

Ha Lb^o j^oilal j^oil j^oe Bpa e^oz H^op^oR a^oil L^oilZ, L^oj^oL^o c^oMh^o j^oæC J a^oi^oL p^oj^oU^o
j^oef^oiz ì^oc^o i^oj^om^oh^op^oRz HC i^oj^om^oh^op^oil f^oh^o j^oil q^ou^olRm^o Ø^oVn^oe kMe p^o c^oMIRm^o
ì^oh^of^oc^op^oLz^o ke j^oq^oi^o ila b^oL i^o j^o e^oj^o H^omez h^of^ol j^oa^oi^o a^oSüf^o j^oja^o a^of^op^ol j^oa^oi^o
ni^oz^o j^oMn^oE, a^oil p^oA HLIV ì^oho^oc^ol e^oja^oz j^oilal j^oil j^oe q^ou^olRm^o LE k^oc ì^oLR^oe^oi^o h^om a^oh^o
HLh^oil JI f^oi c^oV^oi R^ofu Bìp^oz p^oC I^of BSJ p^o i^om^oa f^oi^o ì^oez a^oil f^ol kMe L^oj^oL^o
c^oM^om, j^oe j^oe h^om^o, c^oj^oilC^o h^oie h^ov^oz

HLILj S^oja^o c^o B^oR k^oi p^oj^oi^oSI eu, k^oi I^oš^ol -- p^o S^oja ì^oLR^oa i^oj^oP^oi k^oju e^oz HC^o k^o
I^oš^oNa S^oi^oal Ap^oj "p^of H^oa j^ou^oL^o k^oje j^oz^oì^oz^o L^o L^o j^oi^o f^oh^oo^oL H^oe euz A^oof hu^op^o
ì^oh^ou q^ou^olRm^o h^om j^oilal j^oi HC I^oq^op^of ì^oe^oSI j^od^of^o h^oiTh^oil p^oju f^oju ì^oe-- ì^oL^oz^o L^oj^oh^o ì^oi a^ol
ì^oc^o HC Lb^ov^oi p^o ì^oeì^o0a L^o A^oe^oh LI^omz a^oil N^oi^o L^oje LI^oa m^oiNmz J^o ke HLV^oi^o
ì^ohi ì^ooL^oil Rìh^o c^oM^oa F^om-- k^oM^oi^oe HLV^oi AS^oe^oi S^oz^o m^oi^om^oilua Ipe^oi j^om^o -j^os^o j^oh^op^o
B^oR, p^oC A^oal^oil -q^oil j^oM L^oj^oh^oef c^oyls^ou^o c^oh^oa^oi^oL X^oiL^oRz j^oilal j^oi^o E^oW^o j^oe j^oe
h^om^o, "c^oh^oa^oil j^oM R^oiC^o! k^o-c^oh^oa^oi JI ì^oh^of^oc^o Oì^oV^ou^oR p^oC e^oil J^oL EÜ^oil LI^oh^o! q^oju^o q^ol!"

f@I ice pLj@mc Lj@c;c;l LjR b@L V@mNij f@uR, "i Nhie @aj;l Bnfhlc LI|ez" pC V@mNij l LjNSMjle Sij;l j dE h@LI LjR @M ic@mz HC V@mNij l ke c;c;l cIrZ qj@aI 0fnh ILz° c;c;l leSI nI@I Lbj @Le ilR@ imM@m ej? a@n il ApM @sR? c;c;l ph MhIC j @a@j @a@k;l fa@r@n;l IRm, BS a;l LjR phC Ahl;Uz

BS gmnkE, hjs@a @m;l @m;l;l;lZl Ba@u-g@ul; pjUice Lj@L le@u ejs;Qis; LI@Rz ilR@a a;l HLMj b;l@a ic@m ejz BS HLMj b;lH;l h@s; cl L;l IRmz

@h;l;l 0@I f@nC JI e;l;l 0l; @pM@e S@mL Lm f;aj Hhw d;l;l-0e;l@el TyTil hp;l@e;l @L;l@e; AhL;l@n h;l, b@L k@m-l@fI g@j-hyd;l@e; fVM;l@e @hL L@ 0e;l@el 0@ IN@u clS;l h@ LImz p;c;l f;lb@I Sm@;lLI EfI fV @M pj@e j;lV@a h@p leSI j@e h;lH;l L@ hm@m, "Bj @aj;lC, BS a@jC B;l@L e;lZ @p BI @LE eu, @p a@jC, @p a@jC, @p a@jCz @aj;lC k@m-l@f f;l@n @q;l B;l;l Sth@ez"

XiS;l;l; hmR ihf@;@pI Ceg@u" j e@j;l@e;ju H@p cy@s@uRz eh@n;l;f;im HLMj LmL;aj;u Hm gmnkE;l pJN;a f;lW;l;l h@h@b;l LI@aZ Mh 0V;l L@C pJN;a f;lW;l@e; qmz ihf@;@p leS b;l@m Ha Bs@l Lla ejz

Lj@ ihh;g Efmr JI h@s; @h;e Q;lSe@LC Be@a f;lW;l@e; q@uIRmz ilz° MhI l@V @NR-- @j;@ml;l p@h;l;pZ euz h;l@s;l @m;l H-lh@u@a ilR@a a;l@l f;lW;l@a l;lS qm ejz Lj@ a@a@u @h;e klc h;l @j;l fl p@A TNS;lTyIV L@ ih@ul flIce LmL;aj;u H@p @f;@R;im, eh@n;l;f;im hm@m, "J hjs@a a@j @m B;l@l j;e b;l@h e;lz" ihh;ql;l@el Lbj BSJ @p i m@a f;l@ lez a;lC f;l@-Ap@fL@u -iVL@uL @R;lV;l @R;lV;l @j@u HL h@s c;lp@l p@A f;lW@u ic@m lej;lZ l;lM@az Lj@h@f@m, pl@a HM@e; qm e;l, qu@a; @L;l@e; L;l@m q@h e;lz

Lj@ p;lSp< j qmz W;l;l;l p@fL@u@l W;l;l;l f;im; @no q@uR-- lejl@a@l M;lJu;l@e; @l;l q@hZ j d@p@e B@N b;l@aC h@m @MIRm, @h;lN l;a LI@m Qm@h e;l, L;m JI L;lS B@Rz e-V;l h;lSh;l j;@eC yLj@j@a; e;l@I E@W;l@e b@L pn@e 0V;l @S E@mz BI HL j@a@l e;lz p;ju A@a@e;l Llh;l p;dE L;l@l @eCz p;l;l i A qmz BL;l@n b@L h;lSf;lM;l R;l;l @cM@a @f@u L;l@f;iafl @k;e L@, Lj@ h@LV;l @aj@e Lyf@a m;lNmz a;l W;l@m;l q;ia 0j@R, a;l j@m ihhZ@l 0l b@L @h;l@u H@pC @j;lal j;l q;ia d@l hm@m, "B;l@L HLV@;lel S@e@ @L;b;lJ le@u k;lJ Bs;l@mz cn l;l@e@l S@e@ HLMj b;l@a c;lZ" @j;lal j;l a;lS;a;l@s leSI @h;l;l 0@ le@u clS;l h@ L@ ic@mz h;lC@ cy@s@u Q;lM j@a j@a hm@m, "H;e Lf;imJ L@IRmz"

cn l;l@e@l k;ju, f@e@l;l l;l@e@l k;juz @m;l Hm-- hl @h;l;l 0@ @NR, hE @L;b;ju? @j;lal j;l hm@m, "Aa h@U' q@m Qm@h @Le? hE N;l@ul S;l;l-Nue;l-@m;l M@m@h e;l?" @j;lal j;l

karZ f;J J^L pju ĩc^a Q;uz Ahⁿo kMe h^Tm BI Qmⁿ ej aMe cISj M^m c^m,
hE j^RĪā q^u j^S SI Efl f^s B^Rz

N;imj;im f^s Nmz dl;dl L^l ĩhR;ejl Efl a^m ĩc^u LE S^ml ĩR^v cu, LE h;ajp
L^lz ĩLR^rZ f^l kMe Qae; qm, Lj^qh^Ta f;lm ej L;bj;u p B^R-- X^L Ewm,
"c;ij^z j;ĳal j; a;sj;is a; j^ml Efl T;L f^s hm^m, "i u eC ĩc;ic, HC k B;ij
B;IR^z" h^m JI j^mv; h^ll Efl a^m ĩe^u J^L S;is^u dl;dz ph;C^L hm^m, "a;ij l; ĳi s
L;ĳ; i ej, B;ij HMeC J^L ĩe^u k;ij^Rz" L;e L;e hm^a m;Nm, "i u L;lp e i;C, i u
L;lp e^z" Lj^qdl^l dl^l Ewmz j^e j^e W;L^l ej L^l f;Zj L;lmz O^l Aef f;ĳn HLV;
aš^lf;ĳn Efl q;hm^qNi fl O^l j^Nā- a; f;ĳn ĩN^u a; l f;ĳm Q^l; M^mz j;ĳal j;
a;L^l ĳ;ĳ; l O^l f^kĳ¹ f;ĳ^R ĩc^u ĩS' j; l;lm, "HM^e; i u L;IR ĩc;ic?"

Lj^qq;al j^l nš² L^l HLV^qq^p hm^m, "ej, B;ijl ĩL;R^q i u L;IR ej^z" j^e j^e
hm^R, "HC B;ijl Āi p;il, h;C^l AāL;il ĳi a^l B^miz"

j^l ĩN;il dl^l N;f;im, Kl ej;q L;ĳqz

Claj d'É n'Éj j'p'É l'É q'f'É a q'f'É a j'd'É L H'p S'ie'É m, "'hÉ j'É R'É N'É R'É" j'd'É p'É el j'eV;
cf L'É S'Am EWm; hm'É m, "'É Le, ayl q'É R L'É?"

"a'É a'É hm'É a f'ill 'É, c'ic'É c'ic'É L'É C h'É q'ic'É u'É Nmz a'É HLh'É l'É L'É C M'É a k'É h'É?"

"L'É q'É h'É! B'ij 'É a'É J l'É c'ic'É e'É z"

"j'É R l'É N L'É R W'É L'É d'É f'É, J l'É h'É s'É j'É 0'É l'É É j'É u, 'É f'É o j'É e'É a p'É j'É m'É N'É h'É"

"É j'É S 'É j'É S É l'É j'É R'É k'É h'É B l'É B'ij J l'É j'É b'É u L'É h'É l'É j'É S 'É am j'É j'É m'É N L'É h'É H'CS'É é'É C l'É
J'É L'É h'É u'É L'É l'É R'É m'É j'É?"

"W'É L'É d'É f'É, 'É a'É j'É l'É b'É ö'É e'É q'É l'É p'É f'É u'É z a'É 'É c'É o q'É u'É R L'É, B'É j'É c'É l'É L'É m'É L'É b'É u'É L'É b'É u'É
j'É j'É e'É f'É l'É j'É e'É i'É j'É P'É a'É q'É a, H'É M'É e'É q'É u'É j'É R'É i'É j'É P'É a'É q'É h'É"

j'd'É p'É e'É W'É q'É u'É h'É p'É l'É C m'É z n'É j'É j'É p'É l'É l'É h'É N'É l'É m'É a L'É l'É Z'É u'É L'É j'É R'É H'É p'É q'É a d'É l'É hm'É m,
"'W'É L'É d'É f'É, A'É j'É e'É M'É l'É j'É f'É l'É l'É j'É e'É, 'É C'É M'É p'É C'É a f'É j'É l'É e'É z"

j'd'É p'É e'É l'É H'É a L'É j'É R'É i'É N'É u'É J'É l'É p'É j'É l'É e'É 'É cu Cl'É a f'É h'É N'É H'É j'É e'É p'É q'É p'É n'É j'É j'É l'É i'É R'É m'É e'É z f'É N'É m'É l'É ;
n'É j'É j'É J l'É j'É R'É i'É j'É l'É O'É f'É L'É l'É b'É l'É a; S'É e'É a j'd'É p'É e'É h'É l'É n'É L'É b'É p'É C'É a f'É l'É e'É z j'É u'É c'É l'É p'É q'É S
h'É j'É u'É b'É l'É n'É j'É j'É h'É T'É R'É j'd'É p'É e'É B'É S'É p'É j'd'É p'É e'É e'É z B'É S'É J'É c'É h'É l'É m'É, l'É e'É S'É l'É j'É k'É l'É c'É p'É d'É a
p'É a L'É b'É a'É J l'É e'É z j'd'É q'É i'É a'É q'É a l'É c'É u'É h'É T'É m'É H'É V'É j'É M'É l'É j'É f'É m'É j'É N'É l'É e'É z e'É h'É d'É S'É J l'É A'É l'É j'É e'É k'É O'É
l'É c'É u'É R'É, 'É L'É j'É e'É j'É H'É L'É V'É; S'É u'É N'É j'É b'É l'É i'É O'É l'É V'É p'É; 'É f'É u'É l'É i'É a'É l'É i'É a'É l'É H'É L'É V'É B'É l'É j'É h'É i'É d'É q'É u'É R'É z n'É j'É j'É
A'É z'É a'É J'É l'É A'É e'É c'É l'É l'É e'É j'É, H'É V'É j'É a'É j'É e'É a'É z'É a'É p'É R'É L'É b'É e'É u'É z n'É j'É j'É l'É L'É j'É d'É q'É u'É L'É j'É p'É l'É l'É e'É, e'É
q'É u'É J l'É I'É P'É H'É L'É V'É L'É j'É m'É j'É -- l'É l'É z'É J l'É Q'É j'É M'É, J l'É Q'É m'É, J l'É I'É p'É j'É m'É j'É W'É V'É!

n'É j'É j'É h'É m'É EWm, "'l'É B'É p'É R'É h'É E, B'É j'É k'É c'É i'É j'É z'É l'É l'É z'É 'É C'É M'É j'É j'É p'É A'É l'É j'É N'É l'É j'É N'É l'É j'É N'É l'É j'É e'É j'É,
B'É q'É j'É R'É m'É j'É e'É!"

L'É j'É a'É 0'É Y'É l'É a'É C'É j'd'É p'É e'É B'É l'É b'É l'É a'É f'É l'É m'É e'É j'É, h'É m'É EWm, "'h'É R'É f'É l'É h'É j'É s'É b'É l'É j'É R'É N'É
A'É l'É é'É p'É L'É l'É H'É p'É R'É h'É T'É? l'É l'É z'É B'É j'É c'É l'É H'É M'É e'É J'É V'É Q'É m'É l'É a'É e'É z'É a'É j'É j'É c'É l'É l'É e'É h'É N'É l'É Q'É j'É m'É
R'É j'É s'É a'É q'É h'É z"

L'É j'É l'É e'É l'É j'É o'É Q'É j'É m'É j'É m'É O'É f'É L'É l'É c'É y'É l'É s'É u'É l'É C'É m'É, H'É L'É V'É L'É b'É j'É h'É m'É m'É e'É z

j'd'É p'É e'É J l'É j'É e'É 'É C'É M'É B'É j'É j'É 'É N'É N'É m'É z'É e'É l'É N'É l'É l'É a'É m'É j'É u'É H'É C'É j'É u'É i'É V'É l'É j'É e'É f'É h'É j'É l'É S'É e'É
H'É L'É V'É B'É l'É j'É r'É j'É S'É N'É R'É h'É m'É C'É J l'É H'É C'É a'É h'É l'É e'É o'É g'É m'É l'É j'É N'É z'É h'É m'É EWm, "'B'É j'É L'É j'É S'É l'É m'É j'É L'É, p'É j'É u'É
L'É j'É, l'É q'É u'É i'É u'É j'É u'É j'É m'É f'É j'É u'É l'É M'É c'É l'É j'É c'É N'É j'É l'É l'É h'É j'É l'É g'É p'É v'É B'É j'É l'É e'É C, H'É C'É Ø'É f'É h'É m'É l'É c'É j'É p'É R'É z"

L'É j'É d'É l'É d'É l'É h'É m'É m'É, "'a'É j'É B'É j'É l'É A'É f'É j'É e'É L'É l'É a'É Q'É j'É? q'É l'É j'É e'É a'É q'É h'É z'É a'É j'É j'É l'É A'É f'É j'É e'É
j'É e'É l'É j'É d'É l'É e'É h'É e'É z"

L'É j'É L'É j'É l'É H'É p'É h'É L'É b'É j'É h'É m'É R'É? J l'É l'É h'É Ø'É g'É j'É l'É a'É Q'É j'É M'É l'É p'É j'É e'É l'É c'É y'É l'É s'É u'É B'É R'É? j'd'É p'É e'É

Ah;L q^u N^m, i j^m H^u T^Ns; L^l e; ^lLe! Hl i j^mie; L^f?
j d^pſce h^u2;š² L^l h^m, "a^šj^u a; j; l c; c; l Q^m, İL^z° S^e e^l Mⁱ, B; j^u a; j; l
p^C c; c; l j q; Se, a; l HL q; V İL^e B; l-HL q; V ^hQ^a f; j; l l z"

J^k L^j d^u c; c; l Q^u n^ü H L^b; L^j d^u j^e cⁿ ^hch; l S^e f^u j^š B; l^e L; e; j L^b; M^s
f^m e; j

L^j d^u h^m, "c^u Mⁱ, İe^u d^u q^u a; q; u; j, İL^z° R; V; q; u; j e; j" h^m p; i; g; j E^f l h^p
f^{smz}

LL^hü^l j d^pſce h^m E^W m, "L^f B; j^u R; V; l B; l^e a; j; l c; c; j B; j; l Q^u h^s;"

L^j d^u h^m, "a; j; l^e h^s; S^e e^C a; j; l O^l H^p İR^z"

j d^pſce h^Ê L^l h^m, "h^s; S^e e^C H^p R, e; j, V; l; l^u ^mı^ı ?"

a^m e L^j d^u p; i; g; j b^l E^W Oⁱ b^l ^hı^ı u^u h; C^l M; i; j; R; c^u j^u S; l E^f l İN^u h^p m^z

L^m L; a; j; u n^f a^l L; ^mı^ı L^f Z İ; j; e, ^dy; u; j; L^u; j; u^u Q^ı; j; u^u, B; L; iⁿ A^f p^a, a; j; l B^m; ^ke
i; j; P; N^m; l L^b; j; l j^e a; j; L^j d^u j^e a^m e A^p; s, ^lı^ı; e; j i; j^e; ^ec, ^lı^ı; e; j ^hce; j^e c^z H^L; V; O^e
L^u; j; l; j^d e^f p^u ^ke m^ç q^u N^R z

L^j d^u k^u H^j e L^l İ^e xⁿ e^u Oⁱ b^l ^hı^ı u^u Q^m k; ^h j d^pſce H^H L^h; j^u i j^h a^C f; j^u İ^e z
İ^e S; l H^C f; l; j; ^hı^ı S^e e^f p^L ^mı^ı Q^u İ; jⁿ q^ı R L^j d^u c; c; l E^f l z ^hı^ı; j; l O^l Q^ı İLⁱ E^f l
h^p f^s n^ſ e^f B; L; ⁿı^ı İ^c L^u p^u H^L; V; O^ı İ^e r^f Lⁱ ^mz M; j; e^l R^z h^p b^l ^ı d^k İ B; l
İ; j^m a^u f; j^u e; j d^s g^s L^l E^W R; c^u ^hı^ı u^u J; l İ^f R^e İN^u X; l^u m, "h^s; j^h E!"

L^j d^u Q^u L^u E^W İ^f R^e İ^g ^l c; y; s; ^u m^z

"W; ^mı^ı; j; u İ^q; j^u h; C^l H^m; ^e c; y; s; ^u L^f Lⁱ R? Q^m; O^ı z"

L^j d^u A^p ^ı L; j^u j d^pſce^u e^l j^u Mⁱ İ^c L^u Q^u İ^C m^z j d^pſce^u e^l j^u d^e ^k V^ı L^ı f^ı ^ı a^ı ^S; l İ^R m
a; j^u N^m E^s z L^j d^u h^y q; a d^l B^ı B^ı h^m, "H^p; O^ı z"

L^j d^u X; j^e q; ^a a; j; l c; c; l Bⁿ h^ı ^ı c^ı p^C Vⁱ m^N; j^u İ^R m, p^V; j^u p^u h^ı L^u Q^ı f^u dⁱ m^z ü; j; l
q; a b^l q; a ^v e^u İ^e m e; j, e^f l ^h d^e l d^e l ^hı^ı; j; l O^l İ^g ^l N^m z

fliice ʁi ʁi kMe Lj ʁihRjeju Ew hʁpʁ aMe Ji üjʃ 0ʃj ʁRz Lj ʁai j ʁMI icʁL
 QiCm ej, fiʁR je ihNʁs kuz Aia pihdiʁe Ew fiʁul Liʁ fZj LIʁm, aji fʁi ʁeje
 LIhji 0ʁi Nmz ʁeje pi j qm fi ifRe icʁLI ciSi Mʁm iNu hpm Riʁ, aMe Lʁinjil
 li ai icʁu fʁh-BLiʁn HLVj jime ʁpijil ʁMi ʁMj icʁuʁz

ʁm; qm, ʁi ʁicʁ Ewm kMe, Lj ʁBʁi Bʁi ʁhijil 0ʁi igʁi Hʁp ʁMʁm aji üjʃ aMe
 Qm ʁNRz Bueji ʁciʁSI Efi aji fʁjal LiS-LIj bliVi iRmz aji j ʁdʁ cici ʁVimNʁj I
 LiNSiV IjMhijl Sʁeʃ ʁpVi MʁmC ʁMʁa ʁʁm ʁpC efmijl Bwiv ʁeCz

pLmʁm;Lij jjepfSi fli aji j ʁM ʁk HLIV niʁi i jh HʁpiRm ʁpVi ijimʁu iNu
 ʁiʁM B-ʁe Sʁm Ewm! iLRʁij ʁ J ʁd MjJuʁh hʁm XiLʁa Hm ʁjial jiz Lj ʁ j ʁM Shih
 ʁeC, ʁke LiWe fiʁi j ʁaʁ

ʁjial jji u ʁʁu fiʁh Hʁp hpm-- iS' ipi LIʁm, "Lf qʁuʁ, i jC?" Lj ʁ j ʁM Lbi
 ʁhijm ej, ʁWV Lyfʁa miNmz

"hʁm; icic, Bjil hʁm, ʁLbiju ʁajil ʁhʁSʁ?"

Lj ʁi ʁiʁu Lʁ hmʁm, "ieʁu ʁNR Qi Lʁ!"

"Lf ieʁu ʁNR icic?"

"Bjil Bwiv-- Bjil cici Bnʁhʁcʃ Bwivz"

"ʁL ieʁu ʁNR?"

Lj ʁEw cyisʁu Liʁi ej ej Lʁi hʁCʁi Ai j ʁM CiAa LIʁmz

"niʁi qj i jC, Wʁi Liʁʁ ʁajil pʁA, Bhijl igiʁu ʁcʁh"

"ʁeh ej igiʁu-- ʁMh La AaʃQi Liʁa fiʁi J!"

"BʁRj, ʁp qʁh fʁi, HMe j ʁM iLRʁcʁh Hʁpiz"

"ej, fiʁh ej; HMieLijl Mijil Nm; icʁu ej ʁh ejz"

"mrʁiv i jC, Bjil Mjiaʁ MjJz"

"HLVj Lbi iS' ipi Lii, BS ʁʁL Bjil ieʁSI hʁm iLRʁ ICm ej?"

"ej, ICm ejz ki-iLRʁ ICm aji üjʃ el j iSʁ Eʁʁz Sje ej, iQiwʁa cipeʁ hʁm cUMA LIʁa
 qʁh?"

cipeʁ jʁe fsm, iOʁwʁni Cʁj aʃl Lbi--

NiqZʃ piQhx pME ij bx

প্রিয়শিষ্যা লনিʁa Lmijhʁd±-

gʁcʁ j ʁdʁ cipeʁ ʁai ʁLbijJ ʁeCz paʁhiʁel piʁhʁeʃ iL cipeʁ? iLʁi Eʃl i j Qiʁaʁal pʁai?

Lj =hm, "Oef kj cl c p f a j i L je l S i a l m j L ?"

"J j e o L H M e j O e l e z J k L h m A e f L N i m i j L i u a i e u, l e S I N i m i j l e S L i z k i c e B i f p k a f i e j, l e S I h i y b l p i c e L i L i L i V i f s z H L h i l h f j j q u H L j j p l h i y h a i r m, a j l f r l c l a e j j p M i C M I Q f k l j L i j u m j L p j e f o u l e u r z H a l c e B i j O i L a e j L i S Q i m u B p i R p c A e p i B j i J j i p q i l i h i y z B a f u h m J L i E L j j e e j z H h i s a L a l b l Q i L I - Q i L i j e f f k l j p h i c N i m j z"

Lj = H L V o f L r b l h m, "B i j p c N i m i j C L i h z B j i l q i S L i l M i l f i n l q p h j a q i S q i S n i d L i h H h i s a l h e j j i c e l O e f - h y c f q u b i L h e j z Q m i B j i L L i S i l i a L r e h z O i L a e j i j l a j j i l E f r c a i - - B j i L a j a j j i l A d f e M i v u l e u j, B j i L l j e f h m l e k e W i j i e j L i z"

q j i a l j j q p L j d i Q h l d l h m, "a j q m a i B j i l L b i j j e a q h z B i j y L j L i i R, Q m i H M e M a z"

O i b l r i a r i a L j = h m, "c m i i j c, l e S L c h h m c a i l q u H p i R m j, i l z J i l R a c l c a l c m e j z H M e c p f l e u c b i L l z B j i L f i n e j z"

q j i a l j j h m, "L i w e j N i R L L i V a c S i e, p N i R f i u e j, L i w f i u z j i m e N i R L l i M a S i e, p f i u g m, f i u g m z a j f s R L i w e j q i a, J k h f i p c i l z J i j e c l c e c l j b j z"

H L p j u q i h i l O r l g r H p L j = c m, a j l i v f i c u l E f l H L i n i n m S p z q i h m a j l a f i v i A O i f e l e h c e L r l e S L j b i u m l u r z H M i e f i o j z I g y L l c u J g m q j v z h i m l i H C m S p l i j o j u H L p A J L L y c i m q i p i m z a j L M S a h i l u c m h i c l p c l S i l B s i m O f L r c y i s u B r z j j a j L H O r k j a u j a L i a h i l z L r i R m z a j l i u i r m f i R L i e j i l R e f m r L a l l i h i l s O r z j j v i E f l j d p c e l l e S I L i S R i s i A e f h i h c a j l L i R b l p c f z l c y l b j i c l e l j f c, H L b i H h i l s l p h i c S i e z

Lj = q i h m l d r l O r l e u H p L i m h p i m z J i N q p j l j d e f f a m - S j a f u k j - i l R i S l e p i R m p c - m j c s e e j s i Q i s j L i a m i N m z L j = h a f a f i l m H L V j L i N S Q i f j q i h m d i j l f R c - - L y Q i l i a l i c u l i P e g m k L f L r c m j k j R p c v h a f a e j c f r J i i j l a j L m n r z

Lj =hm, "H V j e h N j f i m ?"

H a h s j A i j h e f u f i j h J i h u p L M e j q i e l e z H j e i S l e p J i l J L M e j B n i L i a f i j ? i h o j u p w l i Q L j d j a m i l c l e f l h Q u I C m z

Lj =hm, "H V j a j l e u k j z"

q i h m B q i c l i m a f i l m e j - - p v j q i a l e u c m i g j a m i g j a R v Q m N m z

p c i c e l h l m q i h m d j j H p h m, "a j L r L f i j c? q i h m d q i a L y Q i L i N S Q i f j c m h s j w j l d y m o b s m h i d u l c u r z l s a i l e u c r - - a j l f l a j l Q i l h m j i l z R m v j H j l e, a j j i l e j J L r l e z q i h m l B j i c k i S l e p f a e Q h l L i a

QmijpR H LbjJ æ²j EWnz"

Lj²Li¶WI j jañ j²a; nš² q²u h²p lCmz

Hje pj²u h²C¶ j Qj Qún²e j d²p²ce Bp²Rz j jial j; a;sjais f²ilm²u ¶Nmz j d²p²ce
Ly²Ql LjNSQ;fj q²a L²l kbj²b²e d²f²l d²f²l ¶pv²i -iR²u l²jM²mz a²j f²l iei²Qaf²af²ul
L²n²i;¹Nñfl ü²l hm²m, "q²hm²²a²j²il O²l b²L HV²i Q²l L²l iei²ulRmz iS²lep²fæ p²hd²je
L²l l²jM²²a iñ²M²i²z"

Lj²²afr²È ü²l hm²m, "J Q²l L²l iez"

"B²p²R²i, ¶hn, a²j q²m p²il²u iei²uR²z"

"e²j, B²j²C J²L i²c²u²iR²z"

"H²j iei² L²l J²l j²b²i ¶M²²a h²p²R h²T? H²LV²i L²b²j²e ¶²Q²M²i, B²j²il y²L²j R²i²s²i iS²lep²fæ
L²jE²L ¶²c²Ju²i Qm²h e²j B²j² H²m²i²j² ¶m²i iLR²¶ i²j²m²ih²j²p² ¶ez"

Lj²²cy²is²u E²W hm²m, "a²j² e²j iei² B²j²il efm²il B²w²V²?"

j d²p²ce hm²m, "q²y iei²u²iR²z"

"a²j²²a²j²il l Ly²Ql ¶²ym²i²V²il c²j ¶²h²id qm e²j?"

"B²j² ¶²a²i h²m²iRm²j, J²V²i a²j² l²jM²²a f²il²h e²j²"

"¶²a²j²il iS²lep a²j² l²jM²²a f²il²h, B²l B²j²il iS²lep B²j² l²jM²²a f²il²h e²j²?"

"H²h²i²s²²a ¶²a²j²il ü²a²z iS²lep h²m iLR²²eC²z"

"iLR²²eC²? a²h lCm² ¶²a²j²il HC O²l f²²s²z"

Lj²²²kC² ¶²N²R, h²E²Up²j Ü²l q²u n²e²j²i O²l f²²hn L²l hm²m, "h²E ¶²L²j²b²ju ¶²Nm²?"

"¶²Le²?"

"p²L²im b²L J²l M²ih²il iei²u h²p B²iR, H²h²i²s²²a H²p h²E iL M²j²u²j² h²a L²l²h²?"

"a²j² q²u²R L²f²? e²²eN²l l²iS²Le²j² e²j²-qu e²j²C ¶²M²me²? ¶²a²j² l²i iL J²l h²yc² e²j²l²?"

"iR² W²l²²²f²j², ¶²R²m²j²e²²ol E²f²l A²j²e l²iN L²l²²a ¶²eC²z J²k H²j²e e²j² ¶²M²u² ¶²M²u² L²j²V²i²h² H
B²j²il p²q²f² L²l²²a f²il² ¶²ez p²i²d² ¶²p²ice j²²R²i iñ²u²iR²m²?"

j d²p²ce NS²le L²l EW²m, "iLR²²L²l²²a q²h e²j², k²j² Q²m²! iM²c² ¶²f²m B²f²leC M²i²nz"

n²e²j²i ¶²ke Aa²É²¹ih²j² oñ²q²u Q²m² ¶²Nm²z

j d²p²ce l²j²b²ju l²š² Qs²²a m²iNm²z â²²²h²N e²j²h²il O²l S²m²l T²yT²il M²²m i²c²u a²j² e²f²Q
j²b²i ¶²f²²a i²c²m²z

pā qū Hm, pīce LjāL Ljibj MjS fjuj kju eiz noli m cm Nm, i ysi 09 I
fīn HLVi RjVj LjZl 09 kMi e fēf fmpS aml mēf fī la Sji Lij qu
pCMjē j SI Efl jicd ihīRū h p BRz

gjalal j; H p IS' ipi LI m, "H Lē Lj™ İcīc?"

Lj hm m, "H hīs a Bīj pShjā pīg LIh, BI HCMjē Bjil ōbiez"

gjalal j; hm m, "i i m; LjS İeūR i jC, H hīs a j B m; LI aC a; H pR, İLz°
pS eē a j j L pShjā acil L LI a q h eiz HMe Q m iz"

LjāLR a esm eiz

gjalal j; hm m, "a h Bīj a j j l Lj R öcz"

Lj ctü l hm m, "eiz" gjalal j; cm m HC i i m j j e o - j ul j dē yLj LIhij Sij
BRz a j L Q m k a qmz

j d p s e l j e ö a H p L j d M h l İ e m z k M e M h l ö e m, f b j V j i j h m, " h n a j l
09 C b j L l e j, c i m L a i c e b j L a f j l z p i d f p d e j L I a N m C S c h s k j h z "

HC h m B m; İel h u İc u ö a Nmz İLz° İLR aC 0j B p eiz f a e L n e c j e q p R
I h i T B p R z H L h i l j e q m, k e c l S i l h j C l c y l s u B R z İ h R j e j R s h i l u H p c m
LE Ljibj eCz kaC Ija qu j e l j d e R V l g V l L I a b j L z L j a L k A h ' j L I h
İLR aC p n i š 2 f j p R e j A b Q İ e S H i n u İ n u a j l L j R q i l j j e h H V j J I f i m i p - İ h l İ ū z
W i T m j S m İ c u j M d u H p ö m, İ L z ° 0 j B p e j z R V l g V l L I a L I a E W f s m,
L j e j a C L a q m p j m a f i l m e j z H L V i m e q i a L l İ e l a a L r n z f İ e x n e f c
f i l q u A z x f l l p C g l i n M j e j l p j e H p H L V z L j e f a I C m, İ i a l L j e j
p j s j n e e C z p i h d j e c l S j M m c m, L j a j S I E f l H L V j j i c d f a ö u, p C j i c l l
H L f j z - İ V u p C V L h i j m n L R R z j d p s e l k j e 0 j e C, L j d J a j İ e 0 j e j b j L i C
E i Q a İ R m, İ L z ° c m m p A L j a l 0 s j j p R; H j e - İ L, a j j M l E f l k M e m e l B m;
g m m a j a J 0 j i j P m e j z H j e p j u L j H L V M j İ e E p M p l L l f i n İ g l m z N q ō b l
S i N j l m r Z c m Q i l k j e L l f i m j u j d p s e a j İ e a j s j a j l s f i m j m z i u q m f i R L j
J I f l j i h c m a f j u, f i R j e j e q i p z

hjalal 0l b l j d p s e h i l u H p h i l j c j h u M i l e L V j k a C p j e c m n f j z a j l
q i a H L I V f e f f z

"HİL WjL d f i, H M j e L j b j b l H m?"

j d p s e a j l L j e j E š l e j L l h m m, " a j L j b j u k j p R h E?"

"Lim k Bjil hā, hīpZī jSe Līā qh aīC SīNīs QmīR-- aījīJ eīzē
lCmz īLz' aījīL cīrZ chīl j aī nīš' eC i jCz"

j dōcēl j M HLVj Shīh BpīRm, pVī Qf Qmz

pC nōlīēl AāLīēl fēlēl Bmīju nējīL pācī cMījūRmz nējī HLVāq p hm, "BS Oj bēL EWC aījīl j aī i jNēhīe fīēl j M cMmīj, Bjīl īce i jīC kīhā hā
pgm qh"

i jNēhīe nēVīl Efl HLVāSīl īcīm-- j dōcēl Līē LbīVī īhsōēl j aī nīeīmz
Ljā pōā Līēj Lbī ØfØ Lē īS' j pī Līā nējīl pīqp qm eīz "Lim īLz' Bjīl Oī
Mā H pī, j j bī MīJ," hm p Qm Qmz

Oī H p j dōcēl īhRīeīu ōē fsmz hīCī mēVī līMī, kīc Ljā B p z Ljā cēl pC
p c j M īLRā je bēL esā Qīu eī; Bī Lhm c j ē fēS Ljā Aamēfū pC qīaMīle
nīēl hīCī Hīmūz īhhīqLīē HC qīa kMe īēSī qīā īēūīRm aMe HēL p c f y n c M ā
fīu īē-- BS c M c M Qī Mī Bī Bn ī j Vā Qīu eīz HC qīā AīdLīā V p L h fīh?
īhRīeīu Bī īV Lā fīē eī; E f fsmz B mī Sāīmū Ljā Xūl cīS M m m z c M m
pC fīā-Nybī bīmīVz fībīC hījīm īh fēl p l VīmNējī Mīle-- "Dnā aījīL Bnēhīc
Līē"-- aīl fēl HLMīle gīVīNīg, Jī cē cīcīl Rīh-- Bī HLMīle LīN Sī VēLī,
īh fēl p l qīā-m Mī Nēāīl HC hīL--

kv Lē jīō kcnālp k < qīō ccīlp kv,

যং তপস্যসি, Lē jīō, av Lē jīō j c f ī z jī

Dōjū j dōcēl je rāīhra qā mīNmz cīā cīā mīNū īh fēl p l j ē j ē mīf
Lē īcīm pC mīcīl īce HLCī B p h J īēōōu Sīē-- Aōf Aōf Lē ūā B V ā qh; īLz'
Ljā cēl k-ElēVī hRī j dōcēl BūSī hīCī, pC V īh fēl p l qīa bēL HC j qāīc
īRīēū īēā fīl m ā h C J j ē nījē' fīuz Bī Līēj l jū Sīē eī Shīcīū' Rīsīz fīā
bīmīV BS pīqp Lē gī m īcā fīl m eī-- kīce BmīV qīZ Lē īēūīRm pīce Jī pīqp
Bījī hīn īRm; aMēj Sīea Ljā cēl p dīZ j' u l C j aī p q S C nīpēl Adē, Hje-īL,
nīpēC FRz Lēz BS hēT R Ljā cēl k Lē Līā fīēl Hhw fīēl eī īLp R h m hīl Sī ē c z

Ljā cēl lēSī S hēl pā nēš' hydē Ssīhīl HLIV jīē l jū B R, p Lhm p z jēl
jīūl l jūz pC Lōfēīāc Jī pīzēz

Hjē Lē Oīsā fīQVī hīSmz īLz' nēāījēl AāLīl aMēj kīu īez Bī īLRāZ fēl C
B mī E W h, BS Lī l j a qh hēbī j dōcēl aīsīāīl S Oī R S Qmm-- glīnMīeīl pījē
fīūl nēVī hīn HLVāØfØC dīēā Līē-- cīSīVī nē Lē C M m m -- c M m īi aē Ljā
ē c z Lībīu p?

E f jēl Lē Sm-fsīl nē Līē Hmz hījīcīu cīl sū c M m, ka līSēl fījēj
Ahēhīkījī l Q-fsī īfmp S mī īēū Ljā āyā m īcū jīS R z H Lhm C p Rī Lē LīSī i jī
hīsīhīl Qōjī, nēāīl ē jī hī mīl īēāīqē c M L īhūjīl a Lē āīmīz

j d p s c e E f q I I h i j k ; b L A h j L q u c y s u c M a m i N m z A h m j l h m L L f L q f i j u
L I a q u H C a j l i j e j z p L i m E W h i s l m i L k M e c M h L j x i f m p s j j S R L f i j h n !
k Q i L q I E f q j j S i 0 o i l i j l , p C h i L f j e L I h ? I h n p u m i L I L j R a i L q i p f i 0 f c
L I h i l H j e a j E f j u B I e c z

H L h i l j d p s e l j e q m L m a m j u I N u L j d p A h i T i f s j L q e u z I L z o p L i m h m j u
p C E W i e l j j T M i e c S e h Q p i L I h B I h i s p u m i L a j j n i c M a I h R j e j R S h i l u
B p h H C f i p e V i L 0 f e j L q i f i R u N m z j S i i j c e h f e L X i j L u h m m , " h i s a L f -
p h h f i f i l q R Q i M I j M I L ? "

e h f e I R m h i s l j e e S i l z p i u f u h m m , " L e c i c j , L f q u R ? "

e h f e S i e , c i c j l k M e I j N L I h i l H L V i L j I Z 0 V a M e n i p e L I h i l H L V i j j e o Q i C z
c i o f k i c g p L k i u a j l e c l o f q m J Q m -- e C m I X i p i f e b i L e j , e C m p w p i q J I
I j o f a z k f i p i v s Q m k j u z

j d p s c e h m m , " h s j h E k f i N m l j a j L i T M V i L I a h p R , a j l L j I Z V i L f p I L
B i j S i l e e j e L I ? "

h s j h E L f f i N m i j j L I R p f i h a L I a e h f e p i q p L I m e j f i R M h l e j - S i e j V i C H L V i
A f I j d h m N Z e q u z

j d p s c e h m m , " j S i h E J I j j b i I h N s i a h p R e p q e c z "

h y p w L i Q e h f e h m a Q o j L I m , " e j , j S i h E a j -- "

j d p s c e h m m , " B i j u Q r c M I R z "

H I E f q B I L b i M i V e j z u Q r c M i l j d e p C L j N S Q i f i l C i a q i p V i I e l q a I R m z

gjalal ji kMeC Lj ALæj i jmhjipil pÂ BclkaÁ LIªa fhš qulRm aMeC ehfe hTIRm HVj pCñ ej; hjsl gñul; HC leu mjNimjIN LIñz ehfe i jhm pC ILgI HLvj ÌLR=0VRz ÌLz° jdpcei BçjS Aii kñN pðª flahic Lñ Ljªej mji eC; aja Sc hjsu cJuj quz

hñfjIVj Lf qUR jdpce a; ØfØ Lñ hmñ ej-- ñid Lii hmªa m< j LIIRm; Lf LIªa qñ a;J ICm AØfØ, Lhm JI jdf kvL=ØfØ p qUR HC k, pjU' c;luaM; gSjhEulC, päljw c;çfªfñ BñfirL jkñc; Aepñ Shihicqñ mñSjªs; j df jªs; ÌcLVjC ehñel i jñz

ehfe INñ gjlal jñL hmñ, "HLVj gñjpc ñdRz"

"Le, Lf qUR?"

"p Sje A; kñjñ, BI c;ç; BI pñha añ; ÌLz° a;ç; BIñ qUR Bjil EfCz"

"Le hmñ cñM?"

"kªa Bjil à; j; a; j; j; pññ; de qu, BI a; j; j; à; j; j; pññ; de qu J; eae hñhpñul eae Bjçjelz"

"a; Bjil EfC a; j; j; pññ; de L; SVj ö; j; Lñ; -- cñM c;ç; qñ a; j; j; q; akn Bñ ÌL ejz"

ehfe Ljal qñ hmñ, "c;ç; Eª Q; LIVj J; ç; j; Xej; -pVI HLVj ifñIQ gñ PIRm, a; j; Sij; j; fñ; Awn BjñLC Ìcªa qUR, Sje a; -- Lee; ÌSlep-ñ; BjñLC ÌSçjz ÌLz° Hñ; k-ÌSlepVj 0ñ Hm pJ ÌL BjñLC ÌSçj? ah= Sij; j; a; j; a- B; j; aC hñ; j; j; Lñ Ìcªa qñz AaHh k; LIªa qu Lñ; j; BjñL BI cñM Ìcñ; ej; gSjhEz"

"Sij; j; hmªa Lf ñ; T; j; öez"

"I Shfñ Q; m; j; Lñ cñhez j; T; j; T; a; pCILj i u cñM; j; z"

"i u f; j; hmC i u cñM; j; z HLhñ; a; f; j; wñulRme, Bhñ; ñ; mi; j; j; Ìcñ; Ìgññ; Beªa qu Ìe? a; j; j; c;ç; ñ; j; Ìqñ; i m Lñ; e; j; Sje BjñL 0ILæ; bñL hñM; j; LIñ; pVj HLVj pñ; qñ ejz BI kñc; L; j; j; HL fup; j; ñ; L; p; j; qu p-WLj J; pCñ ejz"

"hñm; j; , HMe Lf LIªa qñ hmñ- ejz"

"a; j; j; c;ç; Lñ; ñ; j; , kahª; j; j; S; j; cñ; e- ej; j; j; cñ; Lñ; ñ; j; Lñ; ñ; j; j; j; j; i; j; p; a; f; j; ñ; e; j; -- j; j; ñ; j; ÌeSñLC j; j; j; Lñ; ej; j; a; qñz hñ; j; j; hñ; f; j; j; X; j; Lªa hñ; j; Lñ; j; z"

"gSjhE, Efñ ayñL cñ; j; Sñ; BjñL cñL; j; qñ ej; cñ; hñ; cñ; ÌeSñC j; j; qñz"

Claj d' cšāNII I LjSV; Lq; , gm q;L h; e; q;Lz cM;a f;lh lejL q;u p;V; QfQ;f qSj LIIR e;'

g;jal j; LjL Nm M;Saz S;ea pL;imhm; a;L f;Ju; k;n R;cl Ef;Lz E;f;f;QEI - cJu; R;ic, a;I j;T j;T OmOmz H;m;g;mi N;V;LaL Vh, a;a N;R e;Cz HL L;Z m;q;I S;im-cJu; HLV; h;s; i;P; Q;L; MyQ; ; a;I L;Ml am;V; f;u phV; SEZ; L;e; HL p;u Ml N;n ILd; f;ul; H;a I;M; qa, HMe BQ;I-Bjpš; f;ia L;L;I Q;khš b;L h;Q;u q;cl; ch;I L;S m;Nz HC R;ic b;L j;bil Ef;L;I BL;n cM;a f;Ju; k;u, ĩcn; cM; k;u e;Z f;I;Qj -BL;n HLV; m;q;I L;IM;e;I I;Qj ĩez k; c;ce L;H;C R;ic h;p;R I I;Qj ĩe b;L E;vp;Ila d;g; L;M;V;C a;I HL;J;e cM;h;I ĩS;ep ĩRm-- p;U' BL;n I j;d' I q;Lhm HLIV ke p;S;h f;c;bl, L;e;HLV; B;n g;m g;m f;L ĩc;u ĩc;u EW;Rz

ĩfmp;S f;ia j;S; p;L A;l;I b;L;aC Ńe;je L; f;h;ic;L j;M L; L; j;R;ic H;p h;p;Rz ĩi S; Q;m ĩf;Ml Ef;I H;im;u c;Ju;-- p;Sp; < j; L;e; Bi ip;J;e e;Cz HLM;ĩe g;V; p;a;I p;ic; n;ĩs, p;I; L;M; f;js, BI n;f;ah;I Z;I Seĩ HLV; g;V; H;M- n;g;I J;se;Z

ĩLR;ice b;L f;ā;ĩna ĩf;ua;g;I L;ĩf;ieL Bcn;L A;g;I j;TM;e q;M HC k;h;af Bfe q;e;ul r;d; g;V;a h;p;IRmz a;I ka f;S;I, ka h;ā, ka f;Z;L;ĩq;e;f, p;J;U;C HC L;ĩf;J;ā;ĩL p;S;h L; q;M;IRmz p; ĩRm A;ĩ p;ĩI Z;e a;I j;ep-h;h;e-- q;I q; E;W; p; N;je n;u;R I j;Lm;f; ĩ;INZ;e;--

q;I q; p;C;f;ā; mN;e; q; -e; j;e;ĩq;e; f;ĩ;--

q; Ae;Na j;e;v;I E;Y;n EW;R a;I Ba;ĩe;h;e;el A;O;ĩ, p;J;M H;p f;Rh;I B;NC; p; ke J;I L;R; f;ā;ice a;I f;u;im; f;ĩW;u ĩc;u;Rz ho;ĩI ĩq;e; ĩM;S;ĩL;I h;N;e;I N;R-ĩm A;ĩh;ĩj; d;ĩ;f;ā;e;I B;O;ā Bfe f;ōh-ĩm;L; k;Me Ea;ĩm L;R; a;Me L;e;js;I p; j;e; f;S;R a;I I N;je--

h;S; Teee g; f;ĩu;ĩlu; কেস ক; k;Ey0;ju;ĩz

Bfe Ec;ip j;e;V;I f;ĩu; f;ĩu; e;f;f; h;S;R Teee-- E;Y;nq;ĩ; f;b; q;ĩl;u; f;S;R, L;e;L;M; ĩg;I q; L;e; L; 0;I! k;L; I;f; c;M;h; H;ĩe; L; L;ā;ice b;L; a;L; p; c;M;a f;ĩp;Rmz ĩe;N;š; Be;h;e;e;I f;ĩf;ā;ĩ ĩc;e; k;ic; j;e;I j;a;I L;E;L; ch;iv; p; L;R; f;a; a;I q;M; A;g;I p;U' -"ĩla N;je-ĩm; a;Me;C; f;ĩZ; f;a; I;f;z; L;e; f;ĩb;L; J;I ā;ĩ H;p; c;ys;im; e;Z; L;ĩf;e;I ĩe; ĩa; ĩe;L;N;e;g; J; H;L;h;IC; ĩRm; HLM;iz; H;je-ĩL; , J;I p;J;hup;f; p;ĩĀ;e;f;J; ĩh;no; q;LE; ĩRm; e;Z; a;I;C; H;ā;ice; n;ĩj; p;g;I f;ĩu; L;R; J;I ĩe;ĩ;Ü; ĩ;M;h;ip; f;S;I; g;m; BL;ĩ; Bfe; ĩe;ĩ;Y;ø; c;ĩu;ā;I E;Y;n; M;S;Rz; p;CS;e;f;C; OVL; k;Me; ĩh;h;ĩq;I; f;ĩh; ĩe;u; Hm; L;J; a;Me; a;I; W;L;IC; y;L;J; Q;C;M;-- ĩS'; ĩp;I; LI;M; , ""H;Ch;I; ā;ĩj;L;C; ā;ĩ f;ĩh;?" A;f;ĩ;S;ā;I; g;m; hm;M; , ""H;C; ā;ĩ; f;f;u;CR;"

A;g;I; H;ā;ic;e;I; H;ā; B;u;S;e; h;ē;bn; qm-- H;L;h;ĩ; W;e;L; E;W;M; f;ĩb;IV; , ĩ;I;X;h; qm

HL j qPaCz hEba kHe BS Bhil MŠa hIl uR, Ljbu cCh aJl gm! bJm@a k; IRm aJl AON, p k BS Ihoj h;T; q u EWm! a;C BS Hje L q fIZFZ N;C'R, "g q INIl dl N;fjm, Kl ejlq L;Iqz"

ILz° BS H Nje nšef hsiR, fYRim ej LjbiJz HC nšefaju Lj d je i u i q EWmz BS bL SHei no Ice fkl; j eI Ni El BLi r; iL I dyu;L Lmfl j a;C Lhm pAqfe lexnIpa q u EW h?

g jIal j; cšI fRRe h p ICmz pL; ml lejIm Bm;ju leSle R;C HC Apk a; p k l El jIqj; J L IhIJa L q İc u Rz i j h R, H hİs@a J L Lje L q j j e h? HM;e k-ph g u B R HI ame;ju a; j; LjeUŠ; aI? a; j; Bfle JI bL fbL q u fS R, JI Ef q I j N LI R İLz° JI pA i j h LI@a p; q p LI R e; j

h p b;L@a b;L@a g jIal j; qWiv cMm Lj p c q; a a; j Jse;I Bm j M Q f d q Lj c E R J BI b;L@a f;I m e; j, L; R H p Nm; Sİs u d q h m EWm, "İc c B; j I, m r E B; j I, L f q u R h m; B; j Lz"

Lj p A e L r Z L b; L C@a f;I m e; j, H L V p j m İe u h m m, "BSJ c; c; I İQİW f m j e; j, L f q u R a; j h a@a f;I İR e; j"

"İQİW f; h; I İL p j u q u R i j C?"

"İe Ő u q u R z B; j a; j ApM c M H p İ R z İaİe S; e e, MhI f; h; I S e f B; j I j e V; L f I L j LI R z"

g jIal j; h m m, "a; j q h; e; j, MhI e h; I B; j H L V; İ L R e f; j u L I h z"

Lj p VImNİg L I h; I L b; A e L h; I q h R, İLz° L; L İc u L I; h z kİce j d p c İe S L JI c; c; I j q; S e h m h s; C L q İ R m p C İce b L j d p c e I L; R JI c; c; I E Ő M j İe L I@a JI j M h e d k; u z BS g jIal j; j L h m m, "a; j kİc c; c; I B; j I e; j VImNİg L I@a f; I a; j B; j h; I Q z"

g jIal j; h m m, "a; j C L I h, i u L f?"

Lj p h m m, "a; j S; e, B; j I L; R H L İ V J V; L; e C z"

"L f h m İc c, a; j İ W L e C z p w p; I M I Q I k-V; L; B; j I L; R b; L, p a; a; j; I C V; L; z BS b L B; j k a; j; I C İe j L M; İ p R z"

Lj p S; I L q h m EWm, "e; e; e; j, H h; İ s I İ L R e B; j I e u, İ p İ L f u p; J e; j"

"B; R; i j C, a; j; I S e f e; j- q u B; j I İe S I V; L; b L İ L R M I Q L I h z Q f L q I C m e? a; p a c; i o L f? V; L; V; B; j kİc A q w L; I L q İc a; j, a; j A q w L; I L q e; j İe@a f; I a; z i j m; h p kİc İc C, a; j q m i j m; h p C e h e; j e?"

Lj p h m m, "e h z"

g jIal j; İ S' j p; I L I m, "İc c, a; j; I q h; I O I İL BSJ nšef b; L h?"

Lj p h m m, "J M; e B; j I S; u N; e C z"

g jIal j; f s; f İ s L I m e; j a; j j e I i j h M; e; j HC k, f s; f İ s L I h; I i j I B; j I e u;

kj l;S p LI;Lz Lhm B'U' B'U' p hm, "HLVcd H'e ch 'aj;il S'ef?"
Lj hm, "HMe e; BI HLVf'it" aj; WjL'AI p'Â 'hiTjfs; LI'a HM'e; h;il
B'Rz HM'e; j'e; j'df 'L;e; Shih f;R e; z
'j;ilal j; Bfe 0' IN'u ehfe'L 'XL hm, "'hi'e; HLIV Lb; h's;WjL'AI h;C'AI
0' ayl 'X'ul Efi 'MyS L' H'p; N, 'ic'cl 'L;e; 'IQW H'p'R 'Le;-- 'c;S M'mJ
'C'M; z"
ehfe hm, "ph'e;n!"
"a'j k'ic e; k;J 'a; B'ij k;hz"
"H'k 'T;f'li 'li al 'b'L i; m'LI R;e; d'ia f;W;e;!"
"Lañ 'N'Re B'if'p, ayl L;S p'AI Bp'a 'hm; HLV; q'h-- HI j'df--"
"C'M; 'j'S;hE, 'c'e; 'hm;u H L;S 'ILR'aC B;il 'a;il; q'h e; j, HMe Q;il 'c'L
'm;LSez BS l;e 'a; j;L Mhl 'c'a f;ilhz"
'j;ilal j; hm, "B;R; j, a;C p'cz 'IL;° e'feN'AI HMeC a;il L' S;e'a q'h 'h'f'e;ph;h'
'L;e B'Rez"
"hn Lb; j, a; c;C'L S;le'u LI'a q'h 'a;?"
"e; z"
"j'S;hE, a'j 'k 'c'im j'illu; q'u E'WR! H h;is'a 'ivL'iv'IL j;ilR d'ia f;il e; Lañ
y'Lj R;is; j, BI B'ij --"
"ic'cl e; j; a;il k;h 'a; j;il a;ia Lf?"
"B;il q;ia 'c'u 'a; k;hz"
"h's;WjL'AI B'if'p 'AI a;il 'a; 'i;S c'li;u;e'L 'c'u f;W;e; qu, a;il p'Â HV; Q;im;e
'c'u; z HC e; j V;L; j, 'ic'c 'c'u'Rez"
L; j' p'ã eh'e; j e; j k'ic LI;Z;u h'f'ba e; b;La a; q'm Hah's; c'xp;q;lpL L;SI
i; j l'p 'ILR'aC 'e'a f;il a e; z

kbjleu⁹ j d p s e m; HLV:| f⁹ A_zxf⁹ M^a Hmz kbjleu⁹ Ba^hu-⁹o^ef^mi⁹LI;
 a:|L iO⁹ h^p ⁹LE-hj f;M; ic^u j;|R a;S;|R, ⁹LE-hj f;|h^e LI^{Rz} f;h^{ic} h^miR,
 j d p s e l A_zxf⁹ h^ho^bju I n⁹ K⁹ B s d l I r m e z a j B q i⁹ I B⁹ u; S e f⁹ i⁹ e;
 A i t i p j a C z⁹ j;V; Q i⁹ m l i j a e i q^m e i j⁹ M⁹ | i⁹ Q, e i⁹ f v i⁹ | z i L z⁹ f i⁹ e- i m c i j z I⁹ f i l
 b i m i, I⁹ f i l h i v, I⁹ f i l N⁹ o z p i d i z a L m i C⁹ u l X i m, j i⁹ R I⁹ T i m, a y a⁹ m l A d m,
 L y V i Q u O i s q⁹ R M i c⁹ f p j N E, a j l f⁹ p h-⁹h⁹ o h⁹ s; H L h i v c d i O i e i c⁹ u⁹ n o i h⁹ a f k l⁹;
 p j i d i L⁹ f i e l h y V i u⁹ j;V; H L⁹ g y V i O e p q⁹ k⁹ N H L V i f i e j⁹ M⁹ J c⁹ v i f i e i X⁹ h u i⁹ |
 f⁹ e⁹ | j j e v L i m a j i L V i e⁹ a V i e⁹ a i h n i j L⁹ a v r z i v B i f⁹ p f i o b e z A⁹ f r i L a
 c e f c n i⁹ b⁹ L B S f k l⁹; p e f o l i m H I B I h e i a e z j q u l e z B q i⁹ j d p s e l r d j B⁹,
 m i⁹ e c z

n⁹ e j i p⁹ l e c⁹ d i h i v⁹ a i O i e⁹ O j v i c i p r m z A e x⁹ i n n e j h z i, j;V; h m⁹ k j⁹ h i T i u a j e u,
 i L z⁹ f i l f o n i e l i e⁹ S⁹ L⁹ h n H L V⁹ k e⁹ O i o z i L I⁹ R z H L M i e p i c i n i s l⁹ h i n N i⁹ u L i f s
 e c, i L z⁹ c⁹ m j⁹ e q u, p h i c i C f i l u R a z h u p⁹ k⁹ h e l f i u f i⁹ z⁹ H⁹ p⁹ R, i L z⁹ k e⁹ S e⁹ u l
 A f l i⁹ q⁹ i j⁹ a i, h m i k i u- k i u a h⁹ N i d i m l R i u j f⁹ s l e z O e i⁹ t i l e f⁹ a f r e L i⁹ m i⁹ Q i m
 L i E⁹ L⁹ k e p j⁹ e⁹ b⁹ L⁹ c⁹ m e j, A d f H L V⁹ c⁹ m p j u v i⁹ c⁹ m⁹ e u z a j l V p l⁹ p⁹ v y v c i v i
 j⁹ d e H L V i i j h B⁹ R⁹ k e A⁹ e L L b i c⁹ p⁹ Q⁹ f⁹ | M⁹ R z p w p i l a j l⁹ h i n i L R⁹ l p⁹ c u l e,
 a h⁹ p⁹ i l i z⁹ p⁹ l e⁹ S⁹ L⁹ c i j h⁹ m C S i e, p⁹ L f z j e u, i L z⁹ a j l j q i O i a i h e h q i⁹ m i N m e j
 h⁹ m i e⁹ S I B n f i⁹ n l E f l a j l H L V i A q w L a A n u i z j d p s e l I n⁹ K⁹ S j u i⁹ I j⁹ M C
 n e j i H p w p i⁹ f i h n L⁹ R z⁹ k⁹ h e l S i c j⁹ z⁹ H C p w p i⁹ I O s j u⁹ p⁹ O b j e L⁹ e⁹ h H j e J
 p w L o f i R m z j d p s e l j e⁹ k⁹ L i⁹ e j i c e V⁹ m l e a j h m i k i u e z i L z⁹ j d p s e i L R⁹ a c q i l
 j j e m e j; a j l L i z, j d p s e l i h o u h⁹ U⁹ L h m j a e⁹ k⁹ h⁹ U⁹ a j e u, p⁹ q⁹ R f i l a i z H C
 f i l a i j l⁹ S i⁹ l p c f c⁹ p⁹ p i o L⁹ R, B I⁹ p c p i o l f i j e⁹ N i e l L⁹ p⁹ j N a H C f i l a i j l
 S i⁹ l C⁹ p⁹ l e o u S j e a d e p i o l⁹ k⁹ a f p t j u⁹ p⁹ l e k⁹ S² C⁹ f e c h⁹ p v i i j P h i l S e e f f h m i h O a
 f i j⁹ u⁹ R e-- r⁹ z r⁹ z a⁹ f i⁹ A i d i, j⁹ m⁹ N⁹ R, h i l h i C⁹ p⁹ p j⁹ m l e u⁹ R z p h n d i I R m H C
 k⁹, h e h p i u l i l j j d e i⁹ q² a j l A h L i n j a e I R m e z H C L i w e f i l n e j i j i T M i⁹ e⁹ Q i M I⁹ c⁹ M i u
 L i⁹ e l⁹ h i e j u n e j i l⁹ k⁹ p A v⁹ L⁹ l e x p A i⁹ j⁹ h⁹ e f a a i⁹ a⁹ k e j d p s e l L i⁹ z⁹ c⁹ L i a z
 l e a u j L⁹ j⁹ M⁹ f i h i v E E f m⁹ r n e j i p⁹ l e l i c⁹ L a j l f r f i⁹ a l i j l V i H L V⁹ k e⁹ h i n L⁹
 T j L a h⁹ m⁹ h i T i k i u z i L z⁹ L i⁹ e j i c e n e j i j⁹ L⁹ p⁹ H a v⁹ L⁹ f i h u⁹ c u l e A_zxf⁹ k i⁹ a a j l
 O f d i j h i⁹ s z n e j i j; j d p s e l j⁹ e l⁹ T y L V i i W L d⁹ R, a h⁹ J I p o a a j l i u O m e j

j d p s e l B q i⁹ I l p j u n e j i p⁹ l e l e⁹ i S C E f i o b a b i⁹ L; B S J I R m z p c e o e j e L⁹

HpR-- a;l Apj;eġ L;mi Oe mđ; Qm İFŴI EfI ġm-ċJu; a;l EfI İc̄u
Ajmōi nġsİV j;bi;l EfI V̄e ċJu;-- İi S̄ Qm b̄L j;bi;0o; jpm;l jċNā BpRz
c̄dl hġV b̄L jM̄ e; ām HL pju BŪ' BŪ' hm̄m, "W;Lđ̄f; hĒL İL̄ X̄L
ċh?"

jdp̄ċe L;e; Lbi; e; hm̄ a;l i;SI j̄MI İc̄L NñĒl i; ħ̄ Q;C̄mz a;l i;S nġj;ip̄ċİf
īu b̄a;ij̄a; M̄u fñV;L hġMĒ; L̄ hm̄m, "a;ij;l M;h;l pju L;R hp̄m qu i;mi,
a;ij;l HLv̄ph; LĪa--"

jdp̄ċe;l j̄MI i;ġl L;e; Abñh̄T̄a e; f̄l nġj;ip̄ċİf h;LĒ̄ no e; L̄C̄ Q̄f L̄
Nmz jdp̄ċe B;h;l j;bi; q̄V L̄ Bq;l̄ m;Nmz

İLR̄Z f̄l b;mi b̄L jM̄ e; āmC̄ İS' ip; LĪm, "h̄s;hĒ HMē L;bi;u?"

nġj;ip̄ċİf hĒŪ' q̄u hm̄ EŴm, "Bij̄ ċ̄M BpĪRz"

jdp̄ċe īL̄' a L̄ BP̄m ēs İēod LĪmz fññ̄ k̄ EŠl f;h;l Bn; B̄R̄ p̄V; HI
j̄MI öēm p̄q̄ q̄h̄ e;-- AbQ j̄e;l j̄dĒ̄ k̄b̄ō L̄a;ḡmz Bq;l-ġō aam;u kMe a;l
ġ;h;l 0̄l Nm, j̄e;l L;Z̄ HLv; r̄Z f̄lĒ; ĪRmz HLh;l R;C̄ Hm 0̄z f;ġl e;h;l 0̄l
ȲL rZL;ml S̄eĒ̄ Ū̄i q̄u c̄yİs̄u İC̄mz a;l f̄l İhR;e;ju ȫu -s-İs̄a V;e İc̄a m;Nmz
İeİc̄b̄ f̄e; Īj̄İeV̄ k;u-- İhn Īj̄İeV̄ f;il q̄u kMe Bd0;V; f̄l; q̄a Qmm aMe h̄LI
f̄LV̄ b̄L 0̄İs̄ ġl L̄ HLh;l pjuV; ċM̄mz hvp̄l̄ fl̄ hvpl̄ N̄R, Bİf̄p̄ k;h;l f̄ññ̄
LM̄e; f;Q̄ Īj̄İeV̄ ċİl̄ qu İez Bİf̄p̄ HLv; ĄİS̄0̄V;İl̄ hC̄ B̄R, L̄ İWL̄ L;eİlp̄j̄u Hm Hhw
Nm̄ p̄C̄ hC̄u a;l İqp;h̄ b;L-- p̄C̄ İqp;ġl p̄Ā p̄Ā ġāe;l j;æ;İM; JW;e;j; L̄z
Bİf̄p̄l̄ pLm Lj̄İ;İf̄c̄l̄ j̄dĒ̄ jdp̄ċe;l Sİlj;e;l Ā ph̄ Q̄u p̄MĒ;ju Ljz AbQ H p̄d̄ā
İēSI f̄İa a;l fr̄f;jā ēCz hŪ̄a İēSI L;R̄ b̄L Lj̄İ;İf̄c̄l̄ Q̄u Xhm q;ġl Sİlj;e;
Bc;u L̄z j̄e j̄e BS̄ p̄ fZ L̄R̄ k̄, Afİ;ġ̄ Bİf̄p̄l̄ pju EŠZ̄N̄q̄m Aİaİl̄ Š̄² pju
L;S̄ L̄ rİaf;Z̄ L̄ ēh̄z ġm; kaC̄ f̄s̄ BpR, L;S̄ j̄e İc̄a BĪ f;ġl e;Z Hje-İL,
BS̄ Bd0;V; pju b;L̄aC̄ L;S̄ ġm̄ h;İs̄ İġ̄l̄ Hmz L̄hmC̄ C̄R̄ LĪRm Apj̄u HLh;l
ġ;h;l 0̄l Hp̄ ȲL̄az qūa; L;ĒL̄ ċM̄ā f̄aJ̄ f;ġl̄ İce b;L̄ā p̄ LM̄e;C̄ ġ;h;l
0̄l B̄p̄ e;Z BS̄ Bİf̄p̄l̄ p;Sp̄Ī A;xf̄l̄ f̄ññ̄ LĪmz

İWL̄ HC̄ p̄j̄u ġ;İlal̄ j; R;ċl̄ ġ;ċb̄l̄-ġm; Bjİp-ġm; T;S̄ā amİRmz jdp̄ċeL̄
Aġm;u ġ;h;l 0̄l ȲL̄ā ċ̄M̄ HLq;jā 0̄j;V; V̄e a;l Bs̄m̄ ĀeLM̄İlē q;ip̄mz
ġ;S;hĒul̄ L;R̄ a;l HC̄ Aİeuj̄ dl; fs;̄ā jdp̄ċe mġ̄ a J̄ İhl̄ Š̄² qmz j̄e f̄İē İRm
AaĒ;̄ İexnĒf̄c̄ 0̄l ȲL̄ ġ-- f;R̄ i fl; qİlZĒ̄ QİLā q̄u f;im;uz̄ p̄ BĪ qm e;Z L̄a;L̄c̄İl̄
B0;ja Hs;h;l S̄eĒ̄ p̄ İēSC̄ ā̄a 0̄l Ī j̄dĒ̄ f̄ññ̄ LĪmz ċM̄m̄ Bİf̄p̄-f;im;e; p̄ċf;Z̄N̄hĒb̄l̄
q̄uRz 0̄l LĒ̄ a; ēC-C, İc̄e;l̄ ġm; L;e; p̄j̄u LĒ̄ k̄ rZL;ml S̄eĒ̄ ĪRm a;l
İQq̄J̄ f;ju; k;u e;Z HL̄ j̄q̄p̄āñ̄ a;l Ādk̄N̄̄ ke Apq̄̄ q̄u EŴmz kİc̄J̄ p̄ i;İl̄, Hhw
L;e;İcē ġ;S;hĒul̄ p̄Ā HLv; Lbi; Lu İe, ah̄a;L̄ X̄L̄ Lj̄p̄d̄ā k;u-İLR̄HLv;
hm;h;l S̄eĒ̄ j̄eV; RVgV̄ LĪā m;Nmz HLh;l ġl̄ q̄uJ̄ Hm İL;̄ ġ;İlal̄ j; aMe eĒ̄ Q̄m

İNURZ

ehhd&LañL fīlaēš² Ğihijl 0᠒ ALjLZ Apj᠒u HLMj kife LIhijl ApCjje ᠒᠔L
Iri fihijl Sēē hīC᠒l İc᠒L Ğh᠒N ᠒Nm qeūqeūL᠒z j Ū HLVi SIjīl LjS LIhijl i je L᠒
᠒X᠒ūl Efl TjL fsmz pij᠒e İRm HLMje; Mjajz pidiIza ᠒pVj ᠒p fīu ᠒᠒M ej, ᠒᠒M aijl
Bīf᠒pl ᠒Xhjh᠒ BS ᠒mjlQr᠒L fājIZj LIhijl EY᠒nē ᠒pVj M᠒m hpmz HC Mjaju aijl
hijlsl pij Ū İQİW J ᠒VimNēj IJej LIhijl İcerZ ᠒VjLj bīLz Mjaj; M᠒m fīb᠒jC ᠒᠒M᠒a ᠒᠒᠒m
BS᠒LI aijl᠒MI ᠒VimNēj᠒I ᠒c᠒M j ᠒dē İhf᠒᠒pl ej J İWLjeiz ᠒᠒L q᠒Re üuw
Lcē᠒VjL᠒je᠒

"Xj᠒Lj c᠒᠒ijue᠒Lz"

c᠒᠒ijue Hmz

"H ᠒VimNēj ᠒L İc᠒ūİRm fīWj᠒a?"

"᠒᠒Sjhjh᠒"

"Xj᠒Lj ᠒᠒Sjhjh᠒Lz"

᠒᠒Sjhjh᠒fīwöhZİj ᠒᠒M H᠒p qijlSlz

"Bjijl ýLj ej İe᠒ ᠒VimNēj fīWj᠒a ᠒L hm᠒m?" ᠒k h᠒mİRm nipeLañl pij᠒e aijl ej
j᠒᠒M Bej ᠒aj pqS hīfijl eu; Lf hm᠒h İLR᠒ ᠒İ ᠒h ej ᠒᠒᠒u ehfe hīL᠒m q᠒u HC nē᠒al
İc᠒e ᠒᠒᠒ EWMz

ehfe᠒L eflh ᠒᠒M j᠒᠒᠒e BfīeC İS' jpi LI᠒m, "᠒᠒SjhE hīT?" j᠒᠒M ᠒᠒W L᠒
İelİŠl bīLj᠒aC aijl EŠl ØfØ qmz Ty L᠒l j jbiju İŠ² ᠒Nm Q᠒S, j᠒᠒M qm mjm VLV᠒L-- Ha
IjN qm ᠒k, L~ İc᠒u Lbj ᠒᠒᠒im ejz p᠒᠒N qja ᠒e᠒S ehfe᠒L 0l ᠒᠒L ᠒ñİl᠒u ᠒᠒᠒a Cnijl;
L᠒l 0᠒l HL dij ᠒᠒L BI-HL dij fklj; fīuQijl LI᠒a mīNmz

ehfe 0^Q İN^Q j^Q M^Q öL^Q e^Q L^Q Q^Q j^Q lal j^Q L^Q hm^Q, "Q^Q S^Q hE, BI^Q Le?"

"q^Q R^Q Lf?"

"Hh^Q l İS^Qlep^Q fæ^Q →^Q m^Q j^Q, u^Q a^Q i^Q m^Q i^Q z"

"a^Q j^Q l h^Q Ü^Q a^Q k^Q c^Q a^Q m^Q, a^Q i^Q q^Q m^Q B^Q h^Q l L^Q i^Q m^Q C^Q h^Q l LI^Q a^Q q^Q h^Q z^Q Le? a^Q j^Q l c^Q i^Q j^Q S^Q i^Q S^Q i^Q i^Q m^Q i^Q e^Q C^Q h^Q T^Q?"

"B^Q j^Q a^Q i^Q Q^Q l^Q e^Q J^Q y^Q L^Q z^Q Hh^Q l^Q Q^Q h^Q i^Q d^Q q^Q R^Q H^Q M^Q i^Q e^Q L^Q i^Q l h^Q i^Q p^Q i^Q u^Q q^Q i^Q a^Q f^Q s^Q h^Q z"

"a^Q i^Q Q^Q m^Q i^Q C^Q -e^Q z^Q Aa^Q i^Q j^Q h^Q R^Q Le? Q^Q p^Q M^Q i^Q e^Q a^Q i^Q S^Q m^Q f^Q s^Q h^Q e^Q i^Q?"

"B^Q j^Q i^Q L^Q Q^Q m^Q a^Q h^Q m^Q R^Q İL^Q p^Q l S^Q e^Q f^Q? Hh^Q i^Q Q^Q y^Q L^Q z^Q q^Q h^Q Q^Q S^Q i^Q hE^Q L^Q e^Q c^Q h^Q f^Q i^Q W^Q u^Q c^Q i^Q J^Q z"

"p^Q y^Q L^Q z^Q a^Q j^Q j^Q e^Q a^Q f^Q i^Q l^Q h^Q e^Q i^Q S^Q i^Q l^Q z"

"L^Q j^Q e^Q L^Q S^Q i^Q e^Q m^Q?"

"B^Q j^Q L^Q h^Q m^Q HL^Q i^Q C^Q S^Q i^Q l^Q e^Q j^Q e^Q LI^Q, a^Q i^Q eu^Q -- h^Q i^Q s^Q p^Q ü^Q p^Q h^Q i^Q C^Q a^Q j^Q i^Q L^Q Ø^Q æ^Q Z^Q h^Q m^Q S^Q i^Q e^Q l^Q f^Q h^Q i^Q o^Q j^Q j^Q e^Q o^Q k^Q L^Q f^Q L^Q Ø^Q æ^Q Z^Q q^Q a^Q f^Q i^Q l^Q Ha^Q i^Q c^Q e^Q a^Q j^Q l^Q c^Q i^Q c^Q i^Q p^Q L^Q b^Q i^Q h^Q f^Q a^Q C^Q f^Q i^Q l^Q a^Q e^Q i^Q z^Q H^Q C^Q h^Q i^Q l^Q İe^Q S^Q l^Q Q^Q h^Q i^Q Th^Q i^Q l^Q f^Q i^Q m^Q i^Q H^Q p^Q R^Q z"

"hm^Q L^Q f^Q?"

"B^Q j^Q a^Q i^Q c^Q M^Q İR^Q a^Q j^Q i^Q c^Q l^Q h^Q w^Q h^Q J^Q Q^Q i^Q N^Q V^Q i^Q B^Q R^Q z^Q Ha^Q i^Q c^Q e^Q h^Q s^Q i^Q i^Q C^Q u^Q l^Q d^Q i^Q a^Q V^Q i^Q d^Q l^Q i^Q f^Q s^Q İe^Q z^Q A^Q e^Q L^Q L^Q i^Q m^Q S^Q j^Q i^Q q^Q u^Q İR^Q m^Q h^Q m^Q a^Q i^Q l^Q T^Q y^Q S^Q V^Q i^Q M^Q h^Q Q^Q h^Q i^Q n^Q q^Q h^Q, e^Q c^Q m^Q İe^Q u^Q i^Q H^Q C^Q B^Q j^Q h^Q m^Q İc^Q m^Q i^Q z^Q k^Q S^Q i^Q Q^Q l^Q p^Q A^Q S^Q N^Q v^Q -p^Q w^Q p^Q i^Q l^Q i^Q e^Q m^Q V^Q i^Q L^Q i^Q l^Q b^Q e^Q m^Q B^Q L^Q e^Q s^Q h^Q p^Q i^Q R^Q m^Q, İW^Q L^Q e^Q p^Q C^Q S^Q i^Q l^Q V^Q i^Q C^Q f^Q s^Q h^Q hE^Q u^Q l^Q E^Q f^Q l^Q z"

"a^Q i^Q C^Q f^Q s^Q t^Q z^Q h^Q s^Q i^Q Ø^Q æ^Q Z^Q İV^Q B^Q p^Q l^Q S^Q j^Q e^Q İL^Q z^Q Q^Q S^Q i^Q Ø^Q æ^Q Z^Q İV^Q h^Q y^Q Q^Q h^Q L^Q i^Q L^Q İe^Q u^Q?"

"p^Q i^Q j^Q e^Q i^Q l^Q i^Q j^Q l^Q B^Q j^Q i^Q l^Q E^Q f^Q l^Q z^Q H^Q M^Q e^Q B^Q j^Q a^Q j^Q i^Q L^Q k^Q i^Q h^Q i^Q m^Q a^Q i^Q C^Q L^Q e^Q i^Q z^Q J^Q l^Q e^Q c^Q l^Q i^Q S^Q a^Q j^Q i^Q L^Q p^Q a^Q j^Q e^Q LI^Q a^Q q^Q h^Q z"

ehfe q^Q a^Q S^Q i^Q s^Q L^Q h^Q m^Q, "e^Q c^Q i^Q q^Q i^Q C^Q a^Q j^Q i^Q l^Q Q^Q S^Q i^Q hE^Q -- p^Q i^Q e^Q f^Q l^Q N^Q a^Q n^Q q^Q i^Q a^Q İc^Q a^Q k^Q i^Q c^Q h^Q m^Q a^Q B^Q j^Q İc^Q a^Q j^Q, İL^Q z^Q e^Q c^Q l^Q i^Q S^Q e^Q i^Q z"

"p^Q i^Q e^Q f^Q l^Q N^Q a^Q n^Q k^Q i^Q c^Q q^Q i^Q a^Q İc^Q a^Q q^Q a^Q a^Q h^Q İe^Q S^Q İc^Q a^Q j^Q İL^Q z^Q e^Q c^Q l^Q i^Q S^Q V^Q i^Q p^Q a^Q j^Q e^Q a^Q j^Q i^Q L^Q C^Q LI^Q a^Q q^Q h^Q z a^Q j^Q a^Q i^Q S^Q i^Q e^Q H^Q h^Q i^Q s^Q l^Q p^Q h^Q İQ^Q İW^Q C^Q f^Q i^Q b^Q j^Q J^Q y^Q L^Q e^Q i^Q c^Q İM^Q u^Q L^Q i^Q E^Q L^Q e^Q c^Q h^Q i^Q l^Q y^Q L^Q z^Q e^Q c^Q z^Q B^Q j^Q i^Q l^Q j^Q e^Q h^Q m^Q R^Q J^Q l^Q q^Q i^Q a^Q İQ^Q İW^Q H^Q p^Q R^Q z"

"B^Q j^Q i^Q J^Q j^Q e^Q a^Q i^Q C^Q h^Q m^Q R^Q, İL^Q z^Q e^Q p^Q C^Q p^Q A^Q H^Q J^Q h^Q m^Q R^Q J^Q İQ^Q İW^Q a^Q k^Q i^Q c^Q B^Q j^Q q^Q i^Q a^Q W^Q L^Q i^Q C^Q a^Q i^Q q^Q m^Q c^Q i^Q c^Q i^Q E^Q f^Q k^Q s^Q z^Q c^Q M^Q M^Q y^Q S^Q C^Q f^Q i^Q h^Q e^Q i^Q z^Q Q^Q h^Q i^Q d^Q q^Q u^Q p^Q i^Q a^Q h^Q R^Q l^Q p^Q n^Q j^Q g^Q y^Q l^Q p^Q l^Q y^Q L^Q z^Q q^Q h^Q z"

"İL^Q R^Q a^Q j^Q i^Q L^Q LI^Q a^Q q^Q h^Q e^Q i^Q, İQ^Q İW^Q a^Q q^Q i^Q a^Q İc^Q u^Q i^Q e^Q i^Q, L^Q h^Q m^Q HL^Q h^Q i^Q l^Q e^Q c^Q m^Q H^Q p^Q i^Q İc^Q l^Q c^Q l^Q e^Q i^Q j^Q İQ^Q İW^Q B^Q R^Q İL^Q e^Q i^Q z"

cfđ hmj Bqj@l fl cISj há L@ Ljªh@p fZ LI@a mjNm, j@el j@dé ÌLR@a @
 @e2@dl B-e S@m EW@a @ch eiz Ljªhm@m, ""BS@LI iceVj mjN@h je@L I@bl L@
 le@a; WjL@l Bnfhñc le@u Ljm pLjm @b@L pwpjld@jñ paéf@b fhš qhz" j@dé@q2
 Bqj@l fl ajl Lj@Wl O@ cISj li al @b@L há L@ ic@u Qmm le@SI p@Á @hTjfsiz HC
 Lj@S ph @u@u pqju İRm ajl cjcjl @jiaz @p @k @M@R ajl cjcjl d@kñ B@Qkñ Ni fl ajl;
 ayl j@m @pC İhojc, @kiv ayl Az@l jq@š@ Rjuj-- ajl @pC cjcj, aMeLj@ Lj@m
 İnr@pj@S fDİma fİSİVİi S@j@kyl djñİRm, @chaj@L h@C@ @b@L fZj L@ kyl Ai @j
 İRm ej, AbQ @chaj BfleC kyl S@he fZñL@ Bİhi @az

Aflj@q2 hªglin kMe cISju BQja LI@m, OI M@m Ljª@ñl@u @Nmz @jial j@L
 hm@m, BS Ij@e @p Mj@h eiz je@L İh@Ü L@ @ehj@ S@e@C ajl HC Efhj@z @jial j@ Ljª
 j@m @c@m B@Qkñ q@u @Nmz @p j@m BS İQŠS@mjl I š@RVj İRm eiz mmj@V Qr@a İRm fhj@1
 İ@e@ c@çz HMeC @ke @p fSj @p@l a@b@eje L@ Hmz Az@ñj @chaj @ke ajl ph Aİ j@e
 qIZ L@ le@me; q@e@ul j@TMj@e @ke @p H@e@R lejñ@mél g@m hqe L@, ajlC p@Á I@u@R
 ajl@L İO@z ajl LjªkMe Efhj@f bjl@a QjC@m aMe @jial j@ h@m, H Aİ j@el
 Baíf@se euz ajl @p Bfİšj@e LI@m eiz

Ljªajl WjL@l j@jal@L Az@l j@dé hİp@u Rj@cl HL @Lj@Z İN@u Bpe İemz BS @p
 @f@ h@m@a @f@R, c@m kİc ajl@L Hje L@ dj, j eİ İca ajl q@m @p Bfe @chaj@l Ha
 Lj@R LM@e;C Bp@a fjla eiz A@p@kñ Bi j@l ic@L ajl@u Ljªqja @Sj@ L@ hm@m,
 ""WjL@, BI LM@e; @ke @ajj@l p@Á Bj@l İh@Rc ej O@; a@j Bj@L Lj@ic@u @ajj@l Bfe
 L@ Ij@miz"

n@a@l İce @c@a @c@a @mje q@u Hmz d@m L@uj; J L@m@ @dyu@a İj İñ@ HLv; İhhZñ
 Bhl@Z p@é;@l @u@R İaljl-Nñél j@qj; B@R@z I BLjnv; @kje HLv; fİlh@ç jİmeajl
 @hTj le@u j@l@l ic@L @e@ f@S@R, @ajle cjcjl S@e@ HLv; c@Q@l c@xpq i j@ Ljª
 jeVj@L @ke e@l@l ic@L eİj@u d@l @M@l@m

Hjle L@ HL ic@L LjªAİ j@el h@e @b@L İexLİa @f@u j@š@l Be@, BI-HL
 ic@L cjcjl S@e@ i jheju fİsa q@e@ul i j@, c@-C HLP@Á le@u Bhj@l ajl @pC @Lj@V@l j@dé
 İN@u fİhn LImz h@s; C@Rj, HC İel;fju i jhej@ @hTjVj@LJ HLj@1 İhñ@p i Nh@el Efl
 p@çfZñ pj fV L@ @uz İL@' le@S@L hjl hjl İdL@l ic@u İLR@aC @pC İeİñ fju eiz
 @VİmNİg @aj Ll; q@u@R, ajl Ešl B@p ej @Le, HC fh@Aehla j@e @m@NC İCmz

eİl@e@ul Baİpj fVZl p@é hİdju j@p@e @Lj@j qja mjN@a fjl@R eiz @k İhñlqa

0æfI ʔcɟʔel EfI aɟ pɕfʏŋ cɪh ʔpɟ aɟ fʔr ʔellānu cʌŋz i ɟŋEɪ Hje
Ai jhefu 0æʔɟʔL ʔp ʔLjellɪcL ʔbL ʔLje Lʔ Bæʔz LIʔh ʔi ʔh fɟu eɟ LMʔeɟ ʔLjʔeɟ
LɟLʔC jɟpʔe ʔeʔSI hʔhpɟl flā ʔmnjɟæ AjʔeɟkɟNf qu ʔe, HMe ʔpC cʌŋr ZJ ʔcMɟ ʔcmz
ʔeʔSI jɟl fʔsɟ J jʔafʔaJ jɟpʔeʔel LɟŋŋILRjɟæ hʔj0ɟa 0ʔV ʔe H Lbɟ pLʔmC Sɟʔez
aMe aɟl Aɪh0ɪma cʔi0šajɟ AʔeʔL aɟL i ʔšʔ LʔʔRz jɟpʔe BS qWɟv ʔeʔSI HLvɟ
eʔæ fɪlQu ʔfʔu ʔeʔS Ūŋna qʔu ʔNR, hydɟ-fʔbl hɟCʔ ʔk nɪʔʔ aɟL Hje Lʔ VjʔR ʔp
ʔk aɟL ʔLjellɪcL ʔeʔu kɟh ʔi ʔh fɟɟR eɟz

Ijʔel Bqɟl ʔpʔl jɟpʔe 0ʔl öʔa Hmz kɪcJ ʔhnʔp Lʔ ʔe, ahʔBnɟ LʔiRm BS
quʔaɟ LjʔL ʔhɟhɟl 0ʔl ʔcMʔa fɟhʔ ʔpCSʔefC ʔeulj a pju Aɪæʔj LʔIC jɟpʔe Hmz
pʔb nɪfɪ ʔlQɟi ʔɟpɟ a HʔLhɟl 0ɪs-dɟlɟ pɟʔu jɟpʔe 0ʔjʔu fʔs, HL jʔʔaŋcɪl qu eɟz
fɟʔR BS ʔajʔe 0ʔjʔu fʔsɟl fl Ljʔ0ʔl Bʔp aɟl fʔl Qʔm kɟu, HC i ʔu ʔhrjʔeɟu öʔa
ʔNm eɟz ʔpɟgɟu MɪleLVɟ hʔp ɪCm, Rɟc MɪleLVɟ fɟuQɟll LIʔa mɟNmz jɟpʔeʔel 0ʔjɟhɟl
pju eʔVɟ-- BS HLpɟʔu QjʔL EʔW öeʔm aɟl ʔEɪsɟ 0ʔVɟu HNɟlɟVɟ hɟSʔRz m< j ʔhɟd
qmz ʔLzʔ ʔhrjʔeɟl pɟʔe cʔāæhɟl Hʔp Qʔf Lʔ cɟɟsʔu bɟL, ʔLRʔa öʔa ʔkʔa fhɪʔ qu
eɟz aMe ʔbbl LIʔm hɟCʔl 0ʔl ʔNʔu ʔpC ɟjʔæc ehʔeʔel pʔA ʔLRʔhɟTɟfʔsɟ Lʔ ʔeʔhʔ

hɟCʔl 0ʔl ɟjʔel hɟlɟɟu ʔfɟʔRʔu ʔcM 0ʔl aMʔeɟ Bʔmɟ SɪmʔRz ʔpɟ 0ʔl YʔLʔa
kɟʔR Hje pɟʔu ʔcM ehʔe m̃e qɟʔa 0l ʔbL ʔhɪlʔu BpʔRz ʔcʔel ʔhmɟ qʔm ʔcMʔa ʔfa
HL jʔʔaŋehʔeʔel jʔM LfɟLj gʔɟLɟh qʔu ʔNmz

jɟpʔe ʔS' ɟpɟ LIʔm, "Ha ɟjʔæ aʔj ʔk HMɟeʔ?"
ehʔeʔel jɟbɟu hʔŪ ʔSɟNɟm, ʔp hmʔm, "öʔa kɟhɟl BʔNC ʔaɟ Bɟj 0ɪsʔa cɟ ʔcʔu kɟC,
Bɟl aɟl ʔMI LɟXŋŋWL Lʔ ʔcʔz"

"BɟRɟ, 0ʔl Hʔp ʔhɟʔeɟz"
ehʔe æŪʔ qʔu LɟWŋsɟl Bpɟlj l jʔaɟ Qʔf Lʔ cɟɟsʔu ɪCmz
jɟpʔe hmʔm, "hʔsɟhEʔul Lɟʔe jʔz» gɟpɟmɟhɟl ʔLE bɟL HVɟ Bɟj fRʔL ʔLɟ ʔez
Bɟjɟ 0ʔl hE Bɟjɟl CʔRj a Qmʔh, Bɟl-Lɟlɟl fɟlj nŋj a Qmʔh eɟ-- HCʔV qm ʔeujʔz"

ehʔe Nŋfɟl i ʔh hmʔm, "ʔp ʔaɟ ʔWL Lbɟz"
"aɟC Bɟj hmɟR, ɟʔSɟhEʔL ʔcʔh fɟjWʔu ʔcʔa qʔhʔ"

ehʔe Mh ʔke ʔeɪ0Qzʔ qm Hjʔe i ʔh hmʔm, "i ɟmɟ qm cɟcɟ, Bɟj Bʔlɟ i ʔhɟRmɟ fɟʔR
ʔajɟl j a eɟ quz"

jɟpʔe ʔhɟ0j a qʔu ʔS' ɟpɟ LIʔm, "aɟl jɟʔeʔ?"
ehʔe hmʔm, "L'ice dʔl ʔcʔh kɟhɟl Sʔeʔ ɟʔSɟhE Aɪbbl Lʔ aʔmʔR, ʔSɟepfæ ph
ʔNɟRɟeɟC BʔR, HLvɟ i ɟmɟ ʔce ʔcMʔmC ʔhɟlʔu fʔsʔhʔ"

hmɟ hɟymʔ, LbɟVɟ pɕfʏŋ hjeʔeɟz aɟl hɟsʔa jɟpʔe kɟL CʔR ʔhcɟu Lʔ ʔcʔh, aɟC
hmʔ ʔLE ʔeʔSI CʔRu ʔhcɟu qʔa QɟCʔh HVɟ pɕfʏŋ ʔhcŪHʔ ʔhɟl ʔšʔl ūʔl hmʔm, "ʔLe, kɟhɟl
Sʔeʔ aɟl Ha aɟsɟ ʔLʔpɟl?"

ehfe hm^{em}, "hⁱsl iN^æ H hⁱs^{ea} H^pRe, HMe H hⁱsl pj^U i jⁱ ^{ra} aj^{LC} le^{ea} q^{hz} ^g ^ShE hm^{em}, Bij jⁱT bⁱL^m Lf Sⁱle LMe Lf Lbⁱ J^W"

j d^pce hm^{em}, "H-ph Lbⁱ l^hQⁱ i jⁱ lⁱ L aⁱC E^F?"

ehfe i j^mj^eol j^{ra} hm^{em}, "L^f L^h h^mi, ^g ^uj^eol ^Scz Lf Sⁱle, aⁱl j^e q^uR, ^Lie^ULbⁱ le^u a^{ij} qu^{ra}; HLⁱce q^Wv aⁱL pⁱl^u ^ch, ^p Afj^e aⁱl p^Ch eⁱ-- aⁱC, ^p H^RLhⁱl fZ L^l h^pR ^p kⁱh^Cz B^pR ^æuⁱcnf l^al^bea l^e f^SR-- Hⁱ j^uf LⁱSLj^Nph -i^Ru l^cu l^qpⁱhf^æ Q^hL^u ^p Q^m ^kea Qⁱuz"

j d^pce hm^{em}, "c^mi ehfe, ^g ^ShE^L Bcl l^cu a^{ij}C l^hN^s l^cuRz aⁱL H^LV^aLsⁱ LⁱC ^hi^mi, ^p iLR^aC ^kea fⁱl^h eⁱz a^{ij} f^ho^jje^o, O^l ^{ra}jⁱl le^{SI} nⁱpe Q^mh eⁱ, H Bij ^cM^{ea} fⁱll ^ez"

ehfe j bⁱ Q^ml^u hm^{em}, "Q^oi L^l ^cMh cⁱcⁱ, lⁱL^z--"

"B^uRⁱ, B^jil e^j L^l ^hi^mi, HMe aⁱl kⁱJuⁱ Q^mh eⁱz k^Me p^ju h^hh a^Me kⁱhⁱl l^e BⁱjC i^WL L^l ^chz"

ehfe hm^{em}, "a^{ij} hm^{em} l^ei; ^g ^ShE^L ^ch fⁱWⁱea q^h aⁱC i j^hiR--"

j d^pce E^{SI}Sa q^u hm^{em}, "Bⁱj lⁱL h^miR, HC j^qaⁱC fⁱW^u l^cea q^h?"

ehfe dⁱl dⁱl Q^m ^Nmz j d^pce H^LVⁱ N^ei^pl iⁿMⁱ S^al^mu l^cu m^oi ^RLcⁱl^u ^Wpⁱe l^cu h^p l^Cmz hⁱsl ^Ql^ci lⁱ ^e HL-HLhⁱl hⁱsl Oⁱ-^mil p^j ^e l^cu V^ql^mu B^pz j d^pce^l A^of H^LV^azⁱl j^{ra}; H^piRm, H^je p^ju q^Wv Q^jl^u E^W ^cM ^Ql^ci O^l Y^L m[~]e a^m dⁱl aⁱl j^mi l^c ^Qu B^Rz qu^{ra}; ^p i j^hiRm, j^qiⁱS j^RNC ^NR, eⁱ jⁱlⁱC ^NRz j d^pce mⁱ< a q^u d^{sg}s L^l ^Ql^c ^bl E^W fsmz hⁱC^ll Bⁱf^pO^l h^p p^cfⁱh^hl^qa lⁱSⁱhⁱqⁱc^ll lⁱl^ækⁱf^el ^hi^Lh^q ch^Évⁱ ^Ql^ci^l lⁱR ^k Ap^Cj^eLI H Lbⁱvⁱ j^qaⁱC aⁱL ^{ke} jⁱl^mz E^WC iLR^al^{NI} ^ül ^Ql^ci^l ^L hm^{em}, "Oⁱ h^a L^lz" ^{ke} Oⁱ h^a eⁱ bⁱLⁱVⁱea aⁱlC Afⁱd iRmz ^cEⁱsl O^Vi^{ea} hⁱSm c^vz

j d^pce Oⁱ ^Rs kⁱhⁱl B^N HLhⁱl aⁱl ^clⁱS M^mmz Ca^Ua LI^{ea} LI^{ea} L^jh e^jl ^Vim^Ni^jvⁱ f^Lv f^l A^zx^flⁱ l^cl Q^m ^Nmz ^{aa}j^mju J^Whⁱl l^pjsⁱ p^j ^e iLR^zZ c^{yl}s^u l^Cmz

Ni lⁱ lⁱ ^e f^lb^j O^j ^bl ^SN j^eo B^feⁱl p^jUⁱ nⁱS²l p^Cf^YN fⁱu eⁱz aⁱC aⁱl l^cel Qⁱl^{el} p^A lⁱal Qⁱl^{el} A^eLVⁱ f^li cz HC lⁱl^e c^vi^l p^ju Qⁱl l^cl ^mi^{LI} c^lo h^m k^Me iLR^æ ^eC, ^p k^Me l^hn^pw^pi^l HL^jæ l^eSI LⁱR Rⁱsⁱ Bⁱ Lⁱlⁱ LⁱRC cⁱuf eu, a^Me L^jh LⁱR j^e j^e qⁱl-j^ei aⁱl f^r Ap^h q^m eⁱz

İpjsl amj bL jdpŕce İglm, hLI j dE İŒ' aımfjs LI a mNmz HLVj LjeÜI;Ü
 0QI pij e Lq;İp eİ m e SİİRmz pCV a m İeü Qf Qf amhİlal Lİİİİ hİCQ
 H p cysııız BÜ' BÜ' cİSı; Wm a İNü cM m cİSı; İ Sı eı; cİSı M m Nmz pC jı cİİ
 Efl Nıü HLMıej Qıcl İcü Lj a Ni fl 0ŕj jNA- hy qıaMıİe hLI Efl aıııız cıııı
 LıZ m e İM jdpŕce Lj d jMI İcL jM LQ hy fı n H p hpmz HC jMİV k jeL
 Hje fı m nİŒ a Vı e aı l LıZ, jMI j dE aı l HLİV AİehİDefu pçfıİaı; Lj d Bfeı l
 j dE Bfeı l Lı eıİce İhı d 0V İez cı cı l pwpı İ Ai İhı cıM p fıİsa qüR İLı' pVı
 hıqE AhøbıOİVa hı fı İ, pVı a aı l fıİaL B0ıa LQ İez k pwpı İ p İRm p pwpı l
 aı l üı İhı fı r ph İcLC Aefı m HCS eİC aı l jMI İhı Hje HLİV AehııRæ plmaı,
 aı l Omı;gııı aı l hıhıı Hje HLVı ArZİjkİcız k jdpŕceL Sİh eİ pıdeıı Lhm
 fıZfZ msıC LI a qüR, fıİaıce Ecİa pınu İeü İel İ kİL paLİ bıL a qu, aı l
 LıR Lj d HC phİİZ p fıİZİal Afıİ Nııİkİ fı j İhøj ü l İhou! p İeS HLVı pqS
 eu, Bı Lj a ke H Lhıı İ chaı l j aı pqSı aı l pA Lj d HC İ fı İ eİC aı l Hje fı m
 İhı Vı eRz İhı l fı hdş nİ İhıİs a fı bı BphıııeC k LıMİV 0Vm aı l pı Ü' RıhıV kMe
 p j eİ j dE cM aMe cM a fıı aı l İeSI İcL hİbİ fı aİ İeİ Ar j aı, Aef İcL
 hdı j eİ j dE Aeı eİı Bıİı kİcı l pqS fıİııı pıdı l Z İ ü cı l j aı aı l hıhıı Lı bı J
 İLRııe Aıııı e fıİmı aı cMı Nm eı z H kİc eı qa aı qm aı l Afjıe Lıhıı k-üı l j aİ
 aı l B R pC AİdLı l MıVı a jdpŕce İmıııe İadı Lı a eı z İLı' Lf k qm aı p İeS
 hı aC fı İ eı; Lf HLVı A a a Lı l Z Lj d p Bfeı l dı İıııı j dE fı m eı z

jdpŕce j e İöbı LI m, Lj d eı SıİNü pı Ü' İııe Jı fı n Hıİe LQ İSN h p
 bıL hı İLRı z h p bL bL Bı İLR aC bıL a fıİ m eı -- BÜ' BÜ' Lj d hLI
 Efl bL aı l qıaİV İeSI qı aİ Efl a m İe m z Lj a 0ŕı İ Qı İ EpİıııLQ qıaVı
 V e İeü jdpŕceİ EmVı İcL fı n İgı İmz

jdpŕce Bı bıL a fıİ m eı, Lj d Lı eİ Lı R jM İeü H p hm m, "h sİıİe, aı jı l
 cı cı l İmNııı H p Rı"

Aıİe 0ı İ P Lj a a Eı hııı, İhıİj a QıM İ m jdpŕceİ jMI İcL AhıL qü
 İCm Qü z jdpŕce İmNııı Vı pı e dı hm m, "aı jı l cı cı l Lı R bL H p Rı" h m 0Q I
 Lı z bL m eVı Lı R İeü Hmz

Lj a İmNııı Vı fıS cM m, aı a CwİİS a m Mı B R, "Bı jı l S eİ EcİİhNA qııı eı;
 İeı nC p İ EWİR; aı jı l Bı jı l Bı hıııı" Lıİe Ecİİhı İeİİanı fıS eİ j dE HC

pizēi Lbi f^s HL j^qān Lj^d QⁱM RmúRmú L^q EWmz QⁱM j^rR VⁱmNⁱj Mⁱje kaA
L^q BQ^ml fⁱz¹ hyd^mz p^CV^a j^dp^se^l q^vi^f^m ke g^jQs mⁱNmz aⁱl f^q Lf^q
hm^h ILR^q f^h fⁱu e^z Lj^q h^m EWm, "cⁱcⁱl IL IQⁱW B^p le?"

HI f^q ILR^ac j^dp^se hm^a fⁱl^m e^j k IQⁱW H^pRz dy L^q h^m g^mm, "e^j, IQⁱW
a^j e^Cz"

HC OIVⁱl j^de I^je c^se H^je L^q h^p bⁱL^a Lj^d p^wL^q hⁱd qmz p^kMe EWh-
EWh LI^R, j^dp^se q^wiv h^m EWm, "h^shE, B^jil Efl I^jN Lⁱlⁱ e^z"

H^ai fⁱ d Eflⁱd eu, H^k f^zufl I^je^a, BI aⁱl j^de ke B^R Aflⁱdfl Ba^Nēz
Lj^hi^hQ^a q^u Nm, aⁱl j^e qm H^chⁱC m^miz Lee^j, p^k ic^el h^mi^j hⁱl
le^SL h^mR, "a^q I^jN Lⁱl p^ez" p^C Lb^vi^C BS Ad^mi^e Afl^aiⁿai^h l
j^dp^se^L ic^u h^mu le^mz

j^dp^se B^hil aⁱL h^mm, "a^j HM^ei B^jil Efl I^jN L^q BR?"

Lj^hm^m, "e^j, B^jil I^jN e^C, HLV^h e^z"

j^dp^se JI j^mI ic^L aⁱl^u B^Qkn^qu Nmz J^q ke j^e j^e Lbⁱ LC^R; Ae^Yø
Lⁱlⁱ p^A ke JI Lb^z

j^dp^se hm^m, "a^j q^m H-OI b^L H^pi a^jil Bfe O^qz"

Lj^hBS I^je f^ua IRm e^z O^jI b^L S^N E^wC q^wiv j^eL h^yd aⁱmⁱ LⁱWēz Lⁱm
p^Li^m ōe^je L^q cha^jl LⁱR aⁱl fl^aic^el fⁱb^le^j-j^z f^s a^h Lⁱm b^L p^wpⁱl aⁱl
pⁱdēj BIñ q^h HC p^wL^ōf p^L IRmz a^me JI j^e qm, "WⁱL^d B^jil p^ju ic^me e^j,
BS HC Ni fl I^je^C XⁱL ic^mez a^yL L^je L^q hm^h k, e^z" j^el li a^q k HLVⁱ fⁱLⁱ
A^le^rRⁱ qⁱRm aⁱL Aflⁱd h^m Lj^hi u f^mz HC A^le^rRⁱl hⁱdⁱ aⁱL v^e I^jMⁱRm h^mC
Lj^hSⁱl p^A E^w c^ysⁱm, hm^m, "Q^miz"

Ef^q E^w aⁱl hⁱhⁱl O^ql p^je HLV^hbj^L c^yl^su p^hm^m "Bⁱj HMeC BpⁱR,
cⁱl Lⁱh e^z"

h^m Rⁱcl Lⁱz^{IN}u h^p fsmz Lb^frⁱ M^m Q^yc a^me j^de-BLⁱh^z

le^SI j^e j^e Lj^hhⁱl hⁱl L^q hm^a mⁱNm, "fⁱ h^a a^j X^qLR B^jil, a^j X^qLRz
B^jil qⁱm le h^mC X^qLRz B^jil L^yVⁱf^{bl} Efl ic^uC le^u k^h-- p^ah^jC, p^a
a^jC, p^a BI LE euz"

BI-p^jU^{LC} Lj^hm^q L^q ic^a Qⁱuz BI-p^jU^C jⁱuⁱ, BI-p^jU^C kⁱc L^yVⁱJ qu ah^p
f^{bl}C L^yVⁱ, BI p^a a^ylC f^{bl} L^yVⁱz p^A fⁱbu B^R, aⁱl cⁱcⁱl Bⁿhⁱcz p^C Bⁿhⁱc
p^k B^Qm h^yd le^uRz p^C B^Qm-h^ydⁱ Bⁿhⁱc hⁱl hⁱl jⁱbⁱu q^wLⁱmz aⁱl f^q jⁱV^a
jⁱbⁱ q^wL^u A^eL^rZ d^q f^zj Lⁱmz H^je p^ju q^wiv Q^jL EWm, IfRe b^L j^dp^se h^m
EWm, "h^shE, Wⁱmⁱ mⁱN^h, O^q H^piz" A^zl j^de Lj^hk hⁱzē ōe^a Qⁱu aⁱl p^A H
L^ql p^h a^j q^m e^j! HC aⁱl fl^ri, WⁱL^d BS aⁱL h^ylⁿ ic^uW XⁱL^he e^z la^e
IC^he BS Rcl^hh^z

ƆM_iƆe Lj ʰhǿíš?Na j jee ƆM_iƆe kaC aji je idLL_iƆ^Ɔ OZju lhabju i Ɔ EWƆ, kaC
 aji pwpji ƆM_iƆe Bfe N_iƆul ƆS_iƆ I Ɔ AidL_i a_iƆ Afj_ilea LIƆ aaC Ɔ Bfeji
 Qiji ƆcƆ HLV_i BhIZ ʰa_i LIƆ Rz Hje HLV_i BhIZ k_iƆa LƆ ƆeSI L_iƆR aji i j_im_i-m_iN_i
 j₃Ɔ-m_iN_il paƆaj_iƆL mƆ LƆ, Ab_iv ƆeSI pƆ^Ɔa ƆeSI ʰaefƆL Lij_i Ɔuz H qƆR
 ƆLƆ_ig_iƆ_i Ɔhdiez ƆL_iƆ⁰ H Ɔa_i c_ilae O_vi l hƆhƆb_i eu, pj_U Ɔcelj_iƆe Ɔnce_iƆ_idƆL
 lhab_iƆ_idƆL ajiS_iƆ I j_iM_a q_ƆƆz HC AhƆb_iƆ j_iƆul_i k_iƆ ƆL_iƆej_iƆa HLSe ʰl_iƆL fju a_Ɔ
 aji Ba_ihƆj_iƆal ƆO_iLvp_i pqS qu; Ɔ Ɔa_i p_Ɔh qm eiz a_iƆ j_iƆe j_iƆe fS_iƆ j_iƆL ƆeuaC
 hij_iS_iƆ I j_iM_a ƆO_i LIƆmz aji HC Ɔcelj_iƆel j_iƆ_v ƆRm--

aƆj_iv fZj_iƆ fZ_id_iƆ L_iƆw

fƆ_ic_iƆ aji ƆAq_i Ɔnj ƆX_iƆw

Ɔf_iƆaf f_iƆep_iƆ p_iM_iƆ

Ɔf_iƆux Ɔf_iƆuj_iƆq_iƆ Ɔch Ɔp_it_iƆ

Ɔq Bj_iƆl fS_eƆu, Ɔaj_iƆl L_iƆR Bj_iƆl pj_U ƆnlƆl fZ_a LƆ HC fƆ_ic_iv Q_iƆ Ɔk, Ɔfa_i
 Ɔk_iƆe LƆ f_iƆL, pM_iƆ k_iƆe LƆ pM_iƆL, Ɔf_iƆu Ɔk_iƆe LƆ Ɔf_iƆu_iƆL pqƆ LIƆa f_iƆe, Ɔ Ɔch,
 a_iƆj_iƆ ke Bj_iƆL Ɔaj_iƆe LƆ pC_a f_iƆlz a_iƆj_iƆ Ɔ Ɔaj_iƆl i j_im_ih_ip_iƆ Bj_iƆL pqƆ LIƆa f_iƆl
 aji f_iƆj_iƆ H R_iƆi BI ƆLR_aeu Ɔk, Ɔaj_iƆl i j_im_ih_ip_iƆ Bj_iƆl pj_U Ɔr_iƆj_i LIƆa f_iƆllz L_iƆ^ƆQ_iM_i
 h_iS_iƆ j_iƆe j_iƆe ay_iƆ ƆX_iƆL h_im, ʰa_iƆj_iƆ Ɔa_i h_imR, Ɔ j_iƆee Bj_iƆL ph S_iƆuN_iƆ Ɔc_iM, Bj_iƆl
 j_iƆdƆ pj_UƆL Ɔc_iM, Ɔj_iƆ Bj_iƆL a_iƆ_iN LƆ e_i, Bj_iƆl a_iƆL a_iƆ_iN L_iƆ Ɔez HC p_id_eƆu Bj_iƆl
 Ɔke HLV_iƆ ʰn_iƆm_iƆ e_i quz"

BS pL_im Ɔeje LƆ O₃Ɔe-Ɔ_im_i Sm Ɔc_iƆu aji ƆnlƆlƆL A_eLrZ d_iƆ Ali Ɔoš² LƆ
 Ɔe_mƆc_qƆL Ɔej_im LƆ p_iƆl_a LƆ Ɔp ay_iƆL EvpN_iL_iƆ Ɔc_im-- j_iƆe j_iƆe HL_iN_aƆl p_iƆ^Ɔ d_iƆje
 LIƆa m_iNm Ɔk, Ɔe_jƆ Ɔe_jƆ Ɔaji q_iƆa ay_iƆ q_iƆa B_iƆ, aji pj_U ƆnlƆlƆ ay_iƆ ph_iƆ_iƆf_e Ɔfn_i
 A_ih_ij Ɔhl_iS_jƆez H Ɔc_qƆL pa_iƆl Ɔf pC_fƆ_vƆ_iƆ Ɔf ƆaleC Ɔf_iƆu_iƆRe, ay_iƆ f_iƆju_iƆl h_iƆ_iƆ Ɔk
 ƆnlƆlv_i Ɔp Ɔa_i Ɔj_ib_iƆ, Ɔp Ɔa_i j_iƆu_i, Ɔp Ɔa_i j_iƆiv, Ɔc_iM_a Ɔc_iM_a j_iƆiv_a Ɔj_iƆn_iƆu k_iƆ_iƆz karZ
 ay_iƆ Ɔfn_iƆL A_eƆ h L_iƆl aarZ H Ɔc_q ƆLR_aƆ Af_ih_eƆ q_a f_iƆl eiz HC L_bƆ j_iƆe LIƆa
 LIƆa Be₃Ɔ aji Q_iM_iƆ f_iƆa_i Ɔi ƆS Hm-- aji Ɔc_qv_iƆ ke j_iƆš² Ɔf_iƆm j_iƆw_iƆl Ɔb_im h_ae
 Ɔb_iLz fZ_ip_iƆj_im_el Ɔeal_iƆ_e h_im Bfe Ɔc_ql Efl aji Ɔke i Ɔš² Hmz k_iƆL Ɔg_im_i j_im_i
 q_iƆal L_iƆR Ɔfa a_iƆ q_im HMeC BS Ɔp fl a Nm_iƆu, hyda Lhl_iƆaz Ɔeje LƆ fl m Ɔp HL_iv
 Ɔoi n_iƆs, M_iƆ Ɔj_iv_i m_im f_iƆs ƆJu_iƆ R_iƆc kMe hpm aMe j_iƆe qm p_iƆk_iƆ B_im_iƆ q_iƆ
 BL_iƆnf_iƆHL_iv fl j_iƆ Ɔfn_iƆa_iƆ Ɔc_qƆL Ali e_iƆa LIƆmz

ʕjɪlɪl jɪl LɪR Hɔp Lɟɔhmɔm, "Bjɪl Rɔajɪl LɪS mɪNɔu cɪJz"

ʕjɪlɪl jɪ ɔp hmɔm, "Hɔpɪ aɪh alLɪlɪ Lɔhɪz"

jʊjʊhɪl Rɪn, hɔsɪ hɔsɪ ɪfaɪml Mɪlɪ, Tɪs Tɪs nɪLphʊS, cn-fɔeɪvɪ hɪV fɪaj--
Baɪuɪ-Bɪnɪajɪ Nɔf LIɔ LIɔ âɔ qɪa Qɪmɔ kɪR, raɪhra MɪhMɪa
alLɪlɪ -ɔmɪ ʊfɪLɪ qɔu EWɔRz aɪC jɔdɛ LɟɔHL SɪuNɪu hɔp ɔNmz pɪjɛ Nɪɪɔl ɪɪ al
ɪcɔu ɔMɪ kɪu fɪɪnɪ hpɪal HL hʊ ɔayam NɪR aɪl ɪQɪQ' m fɪaj-ɔmɪ ɪcɔu pɟkɪ Bɔmɪ
QɔNɪQɔNɪLɔ ɪRɪVɔ ɪRɪVɔ ɪcɔRz

ʕjɪlɪl jɪ jɪT jɪT Lɟɔ jɔMI ɪcɔL ɔu ɔM Bɪ i jɪh, J ɪL LɪS LIɔ, eɪ, Jɪ
BPɔml Nɪa Bnɪ Lɔ Jɪ jɛ Qɔm kɪR RɪjɛHL aɪbɪ fɔb? JɔL ɔM jɛ qu ɔke
fɪml ɛɪLɪ, BLɪn-Rɔajɪmɪ fɪmVɪa qɪJuɪ Hɔp mɪNɔR, ɛɪLɪVɪ ɔke ɔpC ɔfɪnɪC ɔɪl,
Bɪ aɪl Mɪml ɔɔdɪɔ k Sm RɔV RɔV fsɔR ɔpVɪ ɔke Mɪmɪ jɔdɛC ɔCz 0ɔ Aɛf kɪlɪ
LɪS LIɔR aɪlɪ k Lɟɔ pɔA Nɔf-Sh LIɔ Hɪjɛ ɔke HLVɪ pɔS lɪjʊ fɪR eɪz nɛɪjɪpɔɪɪ
HLhɪl hmɔm, "hɛ, pLɪmC kɪc ɔɛjɛ LI, Nɪj Sm hmɔm cɪJ eɪ ɔLe? Wɪmɪ mɪNɔh eɪ
ɔaj?"

Lɟɔhmɔm, "Bjɪl Aɔ ɛp BɔRz"

Bmɪf Bɪ HɔNɪm eɪz Lɟɔ jɔel jɔdɛ aMe HLVɪ eɪl h SɔFl dɪlɪ QmɔR--

ɪfɔh fɔpɛ pɔMh pMɔ

ɪfɪx ɪfɪuɪqɪp ɔch ɔpɪtɟ ʊ

alLɪlɪ-RɪVɪ i ɪsɪl-Cɪuɪl LɪS ɔno qɔu ɔNm, ɟɔulɪ ɔɛɪɛl Sɔɛf Aɔɔɪl EɔWɪɔ
Lmamɪu ɪNɔu Lmlh aɪmɔmz

ʕjɪlɪl jɪR HLMɪ ɔfɔu Lɟɔhmɔm, "cɪɪl LɪR ɔbɔL ɔVɪmNɪɔgɪ Shɪh ɔfɔuɪRz"

ʕjɪlɪl jɪ ɪLRɔBɔQkɪqɔu hmɔm, "LMe ɔfɔm?"

Lɟɔhmɔm, "Lɪm lɪjɪɪz"

"lɪjɪɪz!"

"qɪ, AɔeL lɪjaz aMe ɛɪe ɪɛS Hɔp Bjɪl qɪɔa ɪcɔmez"

ʕjɪlɪl jɪ hmɔm, "aɪ qɔm ɪQɪWMɪeɪJ ɪeɔQu ɔfɔuRz"

"RɪjɛɪQɪW?"

"ɔajɪl cɪɪl ɪQɪWz"

hɔU' qɔu hɔm EWm, "eɪ, Bɪj ɔaj fɪC ɪe! cɪɪl ɪQɪW HɔpɔR eɪl?"

ʕjɪlɪl jɪ Qɔf Lɔl ɪCmz

Lɟɔajɪl qɪa ɔɔf dɔl EvLɪ~a qɔu hmɔm, "Lɪbɪu cɪɪl ɪQɪW, Bjɪl Hɔe cɪJ-eɪz"

ʕjɪlɪl jɪ Qɔf Qɔf hmɔm, "ɔp ɪQɪW Beɔa fɪlh eɪ, ɔp hɔsɪWɪLɔl hɪCɔl 0ɔl ɔɪɪɪS
BɔRz"

"Bjil IQiW Le Bjil He lca fil h ei?"

"ajl cl;S Mmir Sjea fil m fmu-Li™ qhz"

Lj=AlØbl q u hm m, "c;c;l IQiW ai q m Bij fsa fjh ei?"

"h;siW;l kMe Bifp k;he aMe p IQiW f s Bhil cl;S q M lca;iz"

IjN a; w;l u l;M; k;u e; j e; v; Nij q u EWmz hm m, "leSI IQiWJ il Q#l L q fsa qh?"

"LjeW; leSI LjeW; leSI eu, p lhQ;l H h;sl Lañ L q cet"

Lj=a;il fZ i m a k;ipRm, Hje pju qW;v j el li aV; aSef a m h m EWm, "IjN L;li ei" rZL;ml Sef Lj=Q;M hSmz lexne h;LE W;V c;V; Lyf EWm, "ifux ifu;u;qñp ch p;tj u"

Lj=hm m, "Bjil IQiW LE klc Q#l L qe LI;e, Bij a;c h m Q#l L q Q#l l q;id lca Q;c et"

h m C Lj d aMeC j e qm Lb;V; LiWe q u R; h t a fil m, li a q k IjN B R leSI A N;Q q p Bfe;l fL;n L q z a;l E; j ma LI a q hz a;l p A ms;c LI a Q;c m ph pju a; a;l eiNim f;Ju; k;u e; z -q;l j d e p c añ a;l L q b;l, h;c q b;l p M; e f h n l fb LC? a;c Hje HLIV f; j l he; ei j u Bej Q;c k; a I; U L j s 2 L q, h U L i j p u le u k;uz j e L i m u ch;l JI HLIV Ef;ju q; a IRm, p q R p w N f az il z o H h;ls a Hpl;S h;S; a JI m < j L q z p A Hpl;S B e J lez Lj=Nje N;c a f; q, il z o Lj d Nm;u a; j e S;il e c z N; e l d;l;ju BL;n i jlp u lca C;R; LIm, Ali j; e l N; e z k N; e J hm a f; q, "Bij a; a; j;l C X; l H p; R, a h a; j Le m L; m? Bij a; le j ol Sef lad; L il le, a h BS Bjil Le Hje p w n u l j d e g m m? " HC-ph Lb; M h Nm; R s N; e n u JI hm a C; R L q z j e qu, a; q m C ke p q HI E s l f; hz

Ljđ fjmihjl HLIVjæ SjuNj B^R, H hįsI Ricz ^opCMj^e Q^m ^oNmz ^ohmj q^uR, fMI
^ofa Rjç i ^o ^oN^R, ^oLhm fİQ^oI Nj^o HL SjuNju HLV^oMjle Rjujz ^opCMj^e İN^o hpmz
 HLIV Nje j^e fsm, ajl p^oIV BnihI^z ^op Nj^oeI BIñIV q^oR, "hynI^z qj jİ ^o"-- İLç^o
 hijLV^z JÜ^oçI j^oM j^oM İhL^za hįZf-- ajl j^e h^ofa fjl j kju eiz Ljđ I Apçf^z Awn
 Bfe ÇpRj a e^oae e^oae aje İc^o i İ^ou fjm^o V fjm^o V NjC^oa mjNmz I HLV^oMjle Lbj A^obİ
 i ^o EWMz I hįLİV ^oke hm^oR, "J Bj jİ hyn, ^oaj j^oa p^o i ^o EWR e j ^oLe? Aål jİ
^ofİ^ou ^ofj^oR e j ^oLe ^oKMj^e çuj I İÜ, ^oKMj^e Oj i jPm e j? hynI^z qj jİ ^o, hynI^z qj jİ
 qİ"

^oj jİal j j kMe H^op hm^om "Q^omj i jç, ^oM^oa k^oh" aMe ^opC RjçI ^oLjZİ HLV^oMjle Rjuj
^oN^oR mç q^ou, İLç^o aMe JI je p^o i İfđ, pwpj^o ^oL JI 'f^o Lf Aefju L^oR ^op pj Ü
 a^oR q^ou ^oN^oRz JI İQİW İe^ou j d^opç^oeI ^ok r^oaa j, ^ok r^oaa ju JI j^e ah^ofAh' j Ecfa q^ou
 E^oWRm, ^op ^oke HC ^ojç-i İ j BLj^oh HLVj fa^oAI j^oa j ^oLj^obu İhmfe q^ou ^oNm, ajl ç^ođ
 --"e İj İm^o ^oNm Apfj BLj^ohz İLç^o İQİWI j d^of çjçI ^ok ^oDeqhjLÉ B^oR ^opV^z fihjİ S^oeÉ
 ajl j^eel BN^oq ^oa j kju eiz

I h^ofN^oajVj ajl j^e ^om^oN İCmz MjJu j q^ou ^oN^om BI ^op bjL^oa fjl^om eiz ^oj jİal j j^oL
 hm^om, "Bİj k jç h jç^oI I O^o, İQİW f^os Bİp^z"

^oj jİal j j hm^om, "BI HLV^zçİİ ^oqjL, QjLİİ j phjç kMe R^ov İe^ou ^oM^oa k^oh, aMe
^ok^ouj^z"

Ljđ hm^om, "ej, ej, ^op h^os j Q^oh L^o k jJu jİ j^oa j q^ohz Bİj pL^omİ pj^e İc^ou ^ok^oa
 Qjç, a j^oa ^ok k j^e L^o LİL^z"

^oj jİal j j hm^om, "aj q^om Q^omj Bİj J p^oAI k jç^z"
 Ljđ hm^om EWM, "ej, ^op İLR^oaç q^oh eiz a j ^oLhm h^om ç j ^oLjeİİçL İc^ou ^ok^oa q^oh^z"

^oj jİal j j Açxf^oI TILj-çJuj h jİ jç İc^ou OİVj ^oçİM^o İc^omz Ljđ^ohİİ^ou Hmz i ^oal j
 pQİLa q^ou E^oW a j^oL fZ j Lİ^omz Ljđ^o O^o Y^oL ^oX^oÚİ ^oçİS M^om ^oçM^om ajl İQİWz a^om
 İe^ou ^oçM^om ^omğ jç j ^oMj m jç h^oLİ İi aİVj g^om EWM^oa mjNm, H^oLh j^o Apq^o q^ou EWMz ^ok
 hįs^oa Ljđ j j^eo q^oR ^opMj^e HİLj Ah jee j ^oLj^oe j^oaç LOfej fkl^o Lİ j ^oka eiz
 İe^oSI B^ohNI HC ah^of fhmaj^oaç a j^oL d j, j ^oj^o p^oQae L^o a^omz ^op h^om EWM, "İfux
 İfujjuqİp ^och ^op jç j^o-- ah^oaç j^e b jç e j-- a jç h jİ h jİ hm^omz h jç^o ^ok Bİçİm İRm,
 Bİfp0^o a j^oçI hEİjefİ HC Bfe-j^e jç B^ohİš ö^o ^op Ah jL q^ou ^oNmz A^oeLrZ
 hm^oa hm^oa Ljđ j e n jç^o q^ou Hmz aMe İQİWMjle pj^e ^oç^o ^oQjL^oa h^op q j a ^oS j s L^o

H ĩc^l ehfe J ģjĭal j; h^ŧR Hhⁱ ĩi a ^lNm ģ P, fĭlm^u hyQhⁱ Bn^u aⁱcl BI ^lLj;J I C^m eiz ģjĭal j; hm^m, "HMⁱe kⁱLj ^lM^v Mĭj^r pⁱLj ^lM^v Mĭhⁱ SⁱuNⁱ pwpⁱ B^jĭl ĩj^mh^z B^jĭl c^xM HC ^k, Bĭj ^lN^m H hĭs^a ĩc^l c^mhⁱ ^lmⁱL BI ^lLE bⁱL^h eiz"

ehfe hm^m, "c^mĭ ģ ģS^hE, H pwpⁱ A^eL mⁱ"eⁱ ^lF^uĭR, H hĭsⁱ A^xS^m A^eLhⁱ B^jĭl AⁱĭQ q^uRz ĩL^z HChⁱ Apq^e q^uR ^k, H^j e hE O^l ^lF^uJ L^fL^l aⁱL ĩe^a qu, ĩj^ma qu, aⁱ cⁱģ h^ŧm eⁱ-- p^j Ūⁱ e^o L^l ĩc^mz ĩ ĩ^mĭ ĩSⁱe^pl ĩ ĩPⁱ V^lĭ ĩc^uC Amr^ĕ hⁱpⁱ hy^{dz}"

ģjĭal j; hm^m, "p^l L^bĭ ^aajⁱl cⁱģ ĩ h^ŧa cⁱl q^h eiz ĩL^z a^me ĩ ĩPⁱ BI ^lSⁱsⁱ mⁱN^h eiz"

ehfe hm^m, "mr^z-c^Jl qhⁱ ĩ ĩN^e B^jĭl O^vm eⁱ, HC^vC B^jĭl j^e hⁱS^rz kⁱ ^lqⁱL, aⁱĭ ĩSⁱep^fšⁱ HMe^c ĩR^u ^lg^mĭ, H hĭs^a k^me p^ju B^p a^me BI aⁱ pu eiz"

ģjĭal j; Q^m ^lNmz ehfe BI bⁱL^a fⁱl^m eⁱ, B^u B^u aⁱl hEĭcⁱl O^l ĩ hⁱC^l H^p ^lC^mm, L^j aⁱl ^lhⁱ ĩl O^l ģSⁱ ĩh^reⁱl E^fl f^s B^rz ^k ĩQⁱW^meⁱ ĩR^s ^lg^mR aⁱl ^lnceⁱ ĩLR^ac^j e^l ^lb^l kⁱR eiz

ehfe^l c^m aⁱs^aĭs E^w h^pmz ehfe hm^m, "hEĭcⁱ, f^zj LI^a H^pĭR, HL^v a^fĭ^ul d^mĭ c^jJ^z"

hEĭcⁱl p^Ā eh^lcl HC f^bj L^bĭh^aĭz

L^j a^hm^m, "H^pĭ, ^lhⁱp^z"

ehfe jⁱV^a h^p hm^m, "aⁱjⁱl ^lphⁱ LI^a fⁱh HC M^ha h^l ĩ ^lE^wĭRmz ĩL^z eh^lel L^fĭ^m Ha^vĭ p^z ĩN^e p^Ch ^lLe? L^v ĩce j^z aⁱjⁱl ^lF^uĭR, ĩLR^l LI^a fⁱl ĩe, HC B^fpⁱp^j ^le ĩ^u ^lNmz"

L^j aⁱS['] ĩpⁱ LI^m, "L^bĭ;u kⁱĭR ^aajⁱl ĩ?"

ehfe hm^m, "cⁱģ B^jĭcl cⁿc fⁱWⁱh^z Hⁱ f^l ^aajⁱl p^Ā ^lhⁱd qu BI ^lC^mĭ qhⁱ p^hdⁱ q^h eⁱ, aⁱc f^zj L^l ĩh^cu ĩe^a H^pĭRz" h^m ^lk^c p^l f^zj LI^m ģjĭal j; R^v H^p hm^m, "n^fĕQ^m H^pz La^ĭ ^aajⁱl ^lM^yS LI^{Re}z"

ehfe aⁱs^aĭs E^w Q^m ^lNmz ģjĭal j;J ^lNm aⁱl p^Āz

^lp^c hⁱC^l O^l cⁱģ aⁱl ^lX^ul LⁱR h^p; ehfe H^p c^ys^mz A^eĭc^e H^j e Ah^obⁱu aⁱl j^m kⁱLj Bn[^]ĭ ĩ ĩh^bLa BS aⁱ ĩLR^l ^le^cz

j^dp^se ĩS['] ĩpⁱ LI^m, "X^ul ĩQⁱWⁱ L^bĭ h^sĭhE^l ^lhm^m?"

ehfe hm^m, "Bij C h^miRz"

"qWiv^a ajil Ha pijp^hs EWm^libj^bl?"

"h^sihEi^{ef} Bjil^l IS' ipi LI^{me} ayl cjcil IQiW H^pR IL eiz H h^lsl IQiW^a ajil Li^R H^p fbjVi I X^uC Sji qu, aic Bij^l c^ma H^piRmjz"

"Bjil^l IS' ipi LI^a ph^l pu le?"

"laie h^u q^u f^siR^{me} aic--"

"aic Bjil yLj E^su ic^a q^h?"

"laie^a H h^lsl L^{el}, L^e L^l S^{eh} ayl yLj H^mi^e Q^mh eiz? laie ki hm^{he} Bij aijeh eiz Hah^s; B^of^dl Bjil^l eCz HC Bij^l ajil Li^R hmⁱR, laie^a aj od^a Bjil j^{eh} ee laie Bjil -l^lSe, ayl^l k^l jeh^l p^l lej L^mu eu, p^l Bjil i^lš² b^l"

"ehfe, ajil^l aj HaV^l h^mi^bl c^miR, H-ph h^u ajil euz S^{le} ajil h^u l^l SⁱNⁱuz kⁱC qⁱL, BS BI pju^eC, Lⁱm pLⁱm^l V^e ajil^l c^h k^a q^h"

"k B^l " h^mC ehfe la^lš² eiz L^lC a^a Q^m Nmz

Ha p^wr^of "k B^l " j^dp^le^l HLV^l i^lmⁱ mⁱNm eiz eh^le^l Lⁱæ;Lⁱv LI; EⁱQa iRm; kⁱcJ aⁱa j^dp^le^l p^wL^l h^ea^lu qa eiz eh^le^l B^hil i^gl X^l hm^m, "jⁱC^e Q^l l^u le^u kⁱJ, iL^l H^me b^l ajil^l MⁱQ^fæ SⁱNⁱa fⁱh eiz"

ehfe hm^m, "aj S^{le}, c^h Bjil Aw^h k Sⁱj B^R aic Bij Qⁱo L^l Mⁱh^z"

h^mC A^e lⁱe; L^bil A^frⁱ eiz L^lC p^l Q^m Nmz

j^eol f^lla eiz ih^lu dⁱa^lj^hm L^l ail, aⁱl HLVⁱ fⁱj^z HC k, j^dp^le^l eh^le^l Ni flⁱ j^h Q^eq L^lz aⁱl A^e c^l i^l ISh^fl ihoup^lfⁱš^l LiS le^u fⁱsⁱly^u f^s B^R, j^dp^le^l aⁱcl h^s; HLVⁱ M^yS lⁱm eiz if^ail j^afl fl eh^le^l j^dp^le^l LmLⁱaju B^{le}u f^siö^e; Lⁱl^uR Hhw aⁱl h^lhl q^mR le^si Li^Rz pwpⁱl Li^S eh^le^l üjⁱ j^hL f^vaj aⁱl Lⁱz p^l M^h M^yvz BI HLVⁱ q^lR, aⁱl L^bihⁱal^u h^hqⁱl pL^mC aⁱl i^lmⁱhⁱp^z H h^lsl^a k^me lⁱe; TNSⁱT^yiv hⁱd a^me eh^le^l p^vl pq^s i^jiv^u ic^a fⁱl^z eh^le^l ph L^bju qⁱp^a Sⁱe, BI mⁱl^l od^alhm p^hh^uil L^l eiz, H^je h^hqⁱl L^l kⁱa f^la^lLC j^e L^l aⁱlC 'f^l h^t JI ih^hno fr^fiaz

eh^le^l j^dp^le^l k^je^l p^A Q^eq L^l aⁱl HLVⁱ fⁱj^z, g^jal jⁱl j^dp^le^l c^ma fⁱl eiz kⁱl f^la JI j^jaj aⁱl f^la JI HLⁱd^fa^l QⁱC p^l Lⁱl^z j^dp^le^l l^hm L^of^e; L^l g^jal jⁱ ke eh^le^l je i^lpⁱa^C B^R Rⁱvⁱ i^lC^ul f^la JI k^l fⁱæL Aⁱd^lil, hⁱc^l b^l HL g^u H^p p^va l^hmC hⁱd; O^vuz eh^le^l j^dp^le^l kⁱc ih^hno i^lmⁱ eiz hⁱpa aⁱ q^m A^eL ice B^lC g^jal jⁱl leh^lpecTM fⁱlⁱ qaz

j^dp^le^l cⁱ hⁱRm HCV^l LiS p^lC B^hil HL^hil Bⁱf^l Q^m kⁱh^z iL^l lⁱe^ja^C j^el j^de^l Sⁱl f^lm eiz L^j p^lC-^k IQiWⁱe; iR^ys ic^u Q^m Nm p^lC Rihⁱv aⁱl j^e Ni fl L^l B^ll q^u N^Rz p^l HL B^oQ^kN Rih, H^jea^l i^lLR^l p^l LM^e j^e LI^a fⁱla eiz HL^hil aⁱl IQiLⁱm^l p^lq^l-Lⁱ üi j^hna j^dp^le^l cⁱ hⁱRm le^oQuC L^j IQiWⁱe; B^lC

f^s le^uR, ilz^o Lj⁴ j^m Hje HLIV lej^m p^afl c^lç B^R k, ⁿhnrZ aj^L
Alhⁿip LI; j d^pç^el f^rJ Apⁿhz

Lj⁴L LIWei jⁿ nipe LIhij niš² j d^pç^e c^ma c^ma qij^u g^mR, HMe aj^L
le^{SI} al^g k-ph Af^zib; aj^C aj^L ffsj ic^a BIñ L^RRz aj^L hup ⁿhⁿ H Lb; BS
p i^ma fil^R eiz Hje-İL, aj^L k Q^m fil d^RR p^v; p ^eLi^ej^a Nife LI^a
fil^m hy^Q aj^L IPV; Li^m; İhd;aj^L p^C Alh^QiL HaL^m f^l aj^L a^hēL^l h;SRz Lj⁴
jev; ^eLhmC aj^L j⁴ b^L gp^L k^uR, aj^L LiZ j d^pç^el I^fJ kⁿel Ai jⁿ, H^a
aj^L p^çq ^eCz HCM;eC p ^leI⁰æ, p cⁿimz QⁱV^SI^ecl O^lI j^uL İh^u LI^a Q^uiRm,
İLz^o p k Hje j^u fⁿ İhd;aj B^N b;L^ac kⁱ Li^R aj^L qⁱ jⁱle^u ^lm İc^uRe, H
p j^eJ L^l İez AbQ H Lb; hmⁿiJ ^Si j^e e^C k aj^L i jⁿE HLSe pⁱdⁱZ j^u q^mC
i j^mi qa, kⁱ Ef^l aj^L nipe MⁱVaz

j d^pç^e ^eLhm HLVi İho^u v, j ic^a fi^l! p aj^L d^ez aj^C BS pLi^mC O^l Sqil
H^piRmz aj^L LiR b^L İae^v Bw^lV İe^u ^lmR, c^ma Q^u ^eLi^eVⁱa Lj⁴ FR^çz p^C
Bw^lVI ^eL^vi İae^v f^LV İe^u p aj^L ⁿh;ijl O^l ^Nmz HLVi Q^e, HLVi fⁱæ; HLVi q^ll
Bw^lVz j d^pç^e j^e j^e HLIV ç^lē L^lfeⁱkⁱn c^ma fi^uRz f^bj p ^{ke} Q^el Bw^lVI
^eL^vi Al^a d^ll d^ll M^mm, Lj⁴ m^a QⁱM E[<] İm q^u EWmz aj^L f^l ⁿh^lim fⁱæ; aj^a
Qr⁼B^li fⁱij^laz aj^L fl q^ll, aj^L h^yj^ſmē E[<] İma;ju İjZ^l İh⁰j^ul p^fj; e^C j d^pç^e
İjSL^u Nⁱñ^EK^l p^Å hm^m, ""aj;il k^vi C^uR FR^ç L^l ejZ" q^lVⁱC Lj⁴kMe FR^ç
LI^m aMe aj^L m^a aj^L r^fZ pⁱqp c^m Dov qⁱpē L^l j d^pç^e İae^v Bw^lVC Lj⁴ İae
BP^m fil^u İc^mz aj^L f^lC İj^e nuej^o l kh^leLⁱ EWmz

j d^pç^el Ali fi^u İRm HC h^li;fiV; BS İj^el Bqⁱl f^l qⁿz İLz^o c^f ⁿhm;Lⁱ
cⁿl^lNI fl j d^pç^e BI ph^l LI^a fil^m eiz İj^el İjLⁱV; BS Afⁱq² p^l ^ehⁱ
S^eē A^çx^fl ^Nmz

İN^u c^m Lj⁴HLVi İv^el ^ai;İ M^m ⁿh;ijl O^lI j^uS^a h^p ⁿiRⁱRz fⁿ İSlep^fæ
Lⁱfs^Qi;fs R^si^eiz

"H Lē LⁱTM! ^eLj;ij kⁱuR ej^lL?"

"qy"

"^eLj;ij?"

"İShf^lz"

"aj^L jⁱe Lē qm?"

"aj;il ^elⁱS ^mi;ij İe^u WⁱL⁴ ^fi^lcl nⁱİ^u İc^uRz p nⁱİ^u B^ji^lC fⁱJeiz"

"k^ui ej" h^m Ae^lid LI^a hp; H^lhⁱIC j d^pç^el üi jⁿhⁱl;Üz aj^L j^evⁱ f^bjC
h^m EWm-- kⁱL-ej c^m Lalce bⁱL^a fⁱl^z HL j^uqⁿclⁱ ej L^l qe^lqe^uL^l İg^l Q^m
^Nmz

j d p s c e h i c i i n u e h f e l x l f i w u h m m , " h s i h e l a i j i m i f u i r p z "

" c i c i , L i m c a i B j l i k i j u R , a i j i l L i r i u i u y l i n m L b i L h e z B i j B S H C

Ø f ø h m k i j u R , h s i h e l j e l m f i h i l S e e f p w p i B l L i r i c l L i l q h e j -- a j H L i c

f i l h z B j l i b i l m a h k i c - h i l R w i m i l i m a f i l a j , i l z ' p a i j i l p c m e z "

j d p s c e N S i e L e E w h m m , " S e j i j L i l p e z I S h f e l k i h i l L b i a i j i c J l

i n i m u i r p z "

" H L b i i j h a c f i l l e a i n m i h i l ? "

" c m u H C i e u k i c J l e j o i p a i c l i i m i q h e j Ø f ø C h m i c i j u R "

" c i c i , H - p h L b i h m R L i l ? k m i e h m m L i s m i n h m i n z "

" a i j i l i l R h i m p i e ? "

" H C a i j i l N i R y u h m i R , L o f e j L i l i e z "

" h s i h e k i c s c d e l h p a i q m l e l i h a i j i ? "

" a i j i l x l B e h z a i j i l f i c l h l l k i s f u i c i B R , a j w l i a f i l z a i l f e l

a i j i l n e f r l i H C k u l p w h i c k i c L i n s I v i u a i q m j s i h e l p e q l e h i p i e j "

j d p s c e B h i l a i l d j l i c u h m m , " O f L i u h s i h e k i c I S h f e l k a Q u a i k i l ,

B i j w l i h e j "

" B j l i a y l M i J u j h l e l e ? "

" a i j i l Ø e f l N q e i h i e l L e z k i , k i h m i R ! h e j h m i R O l b e l z "

e h f e h i l u n m z j d p s c e J i x l m i e - l i S e j f i v L f i m S i s u B h i l H L h i l B i f p

k i h i l p w L Ø f j e c t L i a m i n m z

e h f e l L i r j i l a l j i p h L b i ö e c e s n m L j d h i h i l O e z c m m a m e i p

L i f s - Q i f s f i v L i r a i m h i l S e e z h m m , " H l e l i r h e l j e f ? "

" a i j i c l p a k i h z "

" a i j i l i e u k i h i l p i d e l e B j i l ! "

" l e ? "

" h s i w i l d a i q m B j i c l j m c m h e e j z "

" a i q m B j i l J c m h e e j z "

" a i p k e q m , B j l i k h s i N i l h z "

" B i j J L j N i l h e j , B j i l J Q m k i h z "

" m i l k h s i w i l d l i e u q i p h z "

"a; h^m Bjil S^ef^e a; j l; n; i; u' f; i; h H Bij pCh e; z'"
"IL; i; c; i; c, a; j; i; l S^ef^e a; j; n; i; u' eu, H Bj; i; c; l i; e; S; l f; i; f; l S^ef^e c; z'"
"IL^p l f; i; f a; j; i; c; l?"
"Bj l; i; c a; j Mh l i; c; u; i; R a; j; i; L; z'"
"Bij k; i; c Mh l S; j; e; a Q; i; c a; j q^m Mh l c; j; u; v; i; A; f; l; i; d?"
"La; n; l e; j S; j; e; u c; j; u; v; i; A; f; l; i; d; z'"
"a; i; c i; j; m; i, A; f; l; i; d a; j; l; j L^q R B; j; j L^q i; R; z H L^p A; C g; m e; j; n L; i; h; z'"
"B; j; i; c h; n, a; j q^m h^m c; h a; j; i; l S^ef^e f; i; m; l; z h^s; j; w; j; L; i; l y; L; j q^u; R a; j; i; l h; j; d; i; c; j; u; q^m e; j; H M; e a; h a; j; i; l i; S; l; e; p; i; m i; R; u i; c; z; j; i; m; i; e; u k; o; j; E; W; m; l;"
c; S; e n; i; R; i; a m; n n; m; z
H; j; e; p; j; u L; i; e H; m h; i; c; l S^e a; j; j Q; u; j Q; u; d; i; e; z; j; i; l; a; l j; j i; c; m c; s; z
j; d; p; s; e O; l Y; a; L; C h; m; m, "h^s; j; h; E, a; j; k; a; f; i; l; h; e; j; z'"
"L; e k; a; f; i; l; h; e; j; z?"
"Bij y; L; j L; i; i; R h; m; z'"
"B; j; i; c, a; j q^m k; i; h; e; j; a; j; l f; i; l B; l L; f; y; L; j h; m; i; z'"
"h; a; L; i; a; j; i; l i; S; l; e; p f; i; l; L; l; i; z'"
"H; C h; a; l; i; m; j; z" h^m L; j; a; E; W; O; l b; l; c; h; i; l; u n; m; z j; d; p; s; e h; m; m, "n; i; e; j, n; i; e; j; z"
a; M; e; C L; j; a; i; g; l; H; p; h; m; m, "L; f; h; m; i; z'"
i; h; n; o i; L; R; e; h; m; h; i; l i; R; m; e; j; a; h; H; L; V; a; i; c; h; h; m; m, "a; j; i; l S^ef^e B; w; i; V H; e; i; R; z'"
"B; j; i; l k; -B; w; i; V; c; l; l; i; l i; R; m; p; a; j; f; l; a; h; i; z; L; i; R, B; l; B; j; i; l; B; w; i; V; c; l; l; i; l; e; c; z'"
"H; L; h; i; l c; m; i; c; e; j; Q; u; z'"
j; d; p; s; e H; l; H; l; c; l; v; i; M; a; m; c; m; i; m; z L; j; a; H; L; i; V; L; b; j; h; m; m; e; j; z
"H; i; k; v; i; a; j; i; l f; R; c; p; C; V; C a; j; f; l; a; f; i; l; i; z'"
"a; j; k; v; i; y; L; j; L; i; c; h; p; C; V; C f; l; h; z'"
"Bij a; j; j; e; L; i; l i; a; e; V; C i; a; e; B; P; a; m; j; e; i; h; z'"
"y; L; j; L; i; i; a; e; V; C f; l; h; z'"
"Bij f; i; l; u; i; c; z;"
"c; j; J; f; i; l; u; z;"
j; d; p; s; e f; i; l; u; i; c; m; z L; j; a; h; m; m, "B; l; i; l; R; a; y; L; j; B; R;"
"h^s; j; h; E, l; j; n; L; i; R; e; L; e?"
"Bij H; L; V; a; j; l; j; n; L; i; i; R; e; z;" h^m L; j; a; B; h; i; l; O; l; b; l; Q; m; n; m; z
j; d; p; s; e A; i; o; b; l; q; u; h^m E; W; m, "B; q; i, k; j; l; i; b; i; u; z? n; i; e; j; n; i; e; j; z"
L; j; a; M; e; C; i; g; l; H; p; h; m; m, "L; f; h; m; i; z;"
e; i; c; h; f; m; e; j; L; f; h; m; z; j; d; p; s; e; l; j; m; m; i; m; q; u; E; W; m; z; i; d; L; l; i; l; i; c; u; h^m E; W; m, "B; j; i; c; k; j; z;" e; i; c; h; h; m; m, "c; j; J, B; w; i; V; i; m; i; g; i; l; u; c; j; J; z;"

aMeC Lj ðæV BwIV Mm ïfjUl EfI IjMmz

jdpŕce dj L ĩcũ hmũ, ""k;J Qmz"

Lj ðaMeC Qm Nmz

HChil jdpŕce ct flã' j LIũ k, p Bĩfũp k;hCz aMe LjSI pju fju EŠZũ
CwIS Lj Ũ;lfel; pLũC Qm NR ũlep Mm;uz EpQae hS;h;hcl cm EIW-EIW LIũRz
Hje pju jdpŕce Bĩfũp EfIũba qũ HũLh;ũ Mũ Lũ LjS mN Nmz RVj h;Sm, p;av;
h;Sm, BWj h;S, aMe M;ajfæ hũ Lũ Eũ fsmz

Haice j d p s e l S h e k j e j u L M e j R L e j M C i r y s k a e z f l a i c e l f l a j o s a i c
 i e i 0 Q a i e u g h y d i i R m z B S q W i v H L V i A i e i 0 Q a H p p h N i m j i m h i d u i c u R z H C - k
 B S B i f p b L h i s l i c L Q m R , I j s i v i k i W L L f i j h f l i n f i h a j p c f y i
 A i e i 0 Q a z j d p s e i u i u h i s a H m , B u B u B q i l L i m z B q i l L a m e C p i q p
 q m e j h i h i l O r k e z f i b j i l R r z h i c i l c i r z i h i j u f i u Q i l l L r h s i a m i N m z
 h i h i l p j u e - V i h i S m a m e N m A z x f z B S i R m c t f z - - k b i p j u i h R j e j u h i h ,
 i l R a c A e f b i q h e j z n e f h i h i l O r Y e L C j n i l M m C H L h i T f u L i h R j e i E f
 f s m z O j B p a Q i u e j i j e k a c i e h s q u a a c l i a l L i E f h i p f S h v i A a L i d e l
 d e l h i l u B p z a m e a i L a i s i L i h i l e e c , f i q i l j u m i l i p L m C L o z i

O i s a H L V i h i S m , Q i M H L V z O j e c ; B I b i L a f i l m e j , i h R j e j b L E w
 i j h a m i N m L j a L j b i u ? h a g l i n l E f l L s j y L j , g l i n M j e j a m i Q i l h i c u h a z R j c
 O a H m , e e c z f i u l S a j M m g m e f o l a m i u h i j u ; h u d e l d e l Q m a m i N m z
 j i l a l j i l O r i p j e H p j e q m k e L b i h i a j l n e z q a f i l , L i m Q m k i h , B S
 u j f o e l a f l i j n n Q m R z h i c i l Q f L r c l S i u L j e f a I c m z c s e - e l - e l L r B m i f
 Q m R z L b i h i e j k i u e j , i l z o f o c h i T i N m c a v c j u l N m i z a h a i i h p R c l f h i j e
 j i l a l j i u l p a L j d c j e l L b i q u r i j n r i j c i r L i a m i N m m i b j e c l S i M m
 g m H L V i L i m L r z i l z e h f e v i a j q m L j b i u ? i e 0 Q u c h i c i z

A z x f d b L h i c i l k i h i l i T m i j m - c J u i i u i v i a m e H L V i i v j i v j B m i S i n R ,
 p C M j e H p c j d p s e c M m H L M j e j m i m n i m N i u S i s u n e j j c y i s u z a j l L i R m i k a
 q u j d p s e e l N E W m z h m m , " L e L i R H a l i e H M j e ? "

n e j j E s l L i m , " o u i R m j z h i c i l f i u l n e o e i u q m , i j h m j h t - - "

j d p s e a S i e L r h m E W m , " B o f d n i h i s r c m i R z B j i l p a Q i m i l L L i a Q u i e j ,
 p i h d j e L r i c i p R z k j o a z "

n e j j p a l f L u l c e b L H L V a H L V a L r a j l p i q p l r a e h i s u h i s u Q m i R m z B S
 h a T m , A p j u A S i u N i u f i f s R z A a e z l L i z j m L r H L h i l p j d p s e l i c L Q i c m ,
 a j l f e j m i g i l u B o m v i v e Q i m j R m z Q m k i h i l E f o e j L r B h i l p i f R e i g e l
 c y i s u h m E W m , " Q i m i l L L i h e j W i L d f i z k i c m a f i l i p R a j a Q i M O j B p e j B j l i
 a j B S B i p i e , L a L i m l p o a , B j l i p c h L f L r ? " h m n e j j a a f e c Q m N m z

j d p s e H L V r z Q f L r c y i s u I c m , a j l f e l Q m m h i c i l O r z i W L H L h i l f s m
 Q i L c i l i p j e , p a m e V q m i c a h i l u R z H j i e i e u j l L i w e S i m k , i e S l h i s a

Q f Q f p' IZ LI ch a j S i e c z Q i l i c L C p a L n c i o l h q z I j S i h q i c d H C I j e
I h R j e j R s M i j m - f i u A a L i h i c o l h i j k u i s a l j a j c h i l u r H k H e L h i
A i s a f h i f b j c j b l k m e i o e a f i l e, Q i L c j h m E w i R m, "L j e l q e j u?" L i R
H p i S i L v j u f z j L i m, h m m, "I j S i h q i c d, i L R a y L j B R?"

j d p s e h m m, "c m a H m j i W L j a Q m R i L e j" L b i v j d p s e l f r A p w N a e u z
a j l f j d p s e h W L M j e j o i n u c m k j i c h i R m a j c, e h f e h p h i l o q N i c l E f l
a j l u j B l s l e a j i c r z j d p s e o q H L v j N e j p l B m i S a m i c m, a j a J e h f e l O j
i j P m e j a j l W m i c a c d s l g s l L e S N p E w h p m z j d p s e a j l L i e j l L j L i g u a
a m h e j L i C h m m, "H M e c k j, h s j h E L h m N B i j a j l c h i h i l o q X L f i w u i R z"
h m a M e c p A j k f e Q m N m z

i L R z f i C L j c h i h i l o q H p f e h n L i m z j d p s e a j l j a m i c L Q i C m z p i c j l p d
H L M j e m j m f s n i j s f l i z n i j s l f i z i v j j b i l E f l V j e j z H C i e S i e o q I A o f B m j u H L f
A f l e B i h i i h! L j o q I f i z i p i g i v l E f l h p m z

j d p s e a M e c H p h p m j e S i E f l a j l f i u l L i R z L j p w L q a q u a j s a j l s
J w h i l Q o j L i h j j e j d p s e q i a d a j l v e h p i m; h m m, "E w i e j, c h i e j B j i l
L b j B j i l j i f L e j, B i j c j o L i R z"

j d p s e l H C A f a j i n a i h e l a c m L j a h i l q u I C m z j d p s e B h i l h m m,
"e h f e l j s j h E L I S h f e k a B i j h i z L e c h z a j i a j j l p h i a c b i l c h z"

L j a L f k h m c i L R e c i c f m e j z j d p s e i h m, i e S i j j e M h n L e B i j
h s j h E u l j j e i j P h z q i a d i j e l a L e h m m, "B i j H M e c B p i R z h m j a j Q m k i c h
e j z"

L j a h m m, "e j, k i h e j z"

j d p s e e f Q Q m N m z j d p s e k M e r a q u, L w i l q u, a M e p v i L j i c e l f r a j e
L i W e e u z i L z o B S a j l H C e j a j, H C a j l i e S L M h n L i j, H I p o a L j d k L f E s l a j
p c i c h f i u e j z q e u l k c j e i e u p H p i R m p a j p h o M i m a q u f s N R, B I a j
a j d m i b l L s u i e u L i S Q m c h e j z B h i l p W j L e L X i L a m i N m, "i f l u x i f l u j u q n p
c h p i t j u"

M i l e L h i c j d p s e e h f e J j j a l j j l p a i e u L j d p j e E f i o b a L i m z a j c l
p o j d e L e h m m, "L i m a j j c l I S h f e k a h m i R m j, i L z o a j l c l L i l e c z L i m
b l h s j h E u l p h i u B i j a j j c l i e k s 2 L e i c i j R z"

o e J i c s e A h i l q u N m z H L a j H j e y L j f l a j i n j L e, a j l f e l H a l i s h
J c l X L H e H L b j h m h i l S i j l c l L i l L f i R m z

j d p s e l d k n p h j j e i R m e j z B S l i s h i C L j d j e L g l i h i l S e e f E f j u f l u j n
L i a L i f i z e h j p w L i Q L i a f i l m e j z H j e L e i e S i j k n c j r z a p S h e L M e j L e
l e z p k i Q u i R m a j f i h i l S e e f a j l f r p h Q u c x p i d e j m e p i c m z a j l i j o j u p

Lj^qL h^tu ic^m, @aj:il LⁱR Blj Apw^RLⁱQ qil j:ieRz

HChil Lj^d j^e h^si HLVⁱ pw^RLⁱQ Hm, @p i jh^a mjNm HC ISlepVⁱL @Lje L^q @p NqZ LI^h? HI hc^m Lf B^R ajl @chil? hⁱC^q @b^L Sfh^e kMe hⁱdj B^p aMe msⁱC LIhⁱl @Sⁱl fⁱJuⁱ kju, aMe uuw @chajC qe pqjuz qWⁱv @pC hⁱC^q I ihlⁱUaj H^qLhⁱl @leIUⁱ q^m kUⁱ bⁱj @Lz^o pl^a q^a Qⁱu eiz aMe @hⁱl @u f^s le^SI li a^ql fⁱlaL^qmaiz Lj^dqWⁱv @CM^a @F^m jdp^sce kMe EUa IRm aMe aⁱl p^A h^ehqⁱl Aif^u @qⁱL ah^q aⁱ pqS IRm; @Lz^o jdp^sce kMe ej^tq^uR aMe aⁱl p^A h^ehqⁱl Lj^d f^r h^si nS² q^u Ew^mz HMe aⁱl r^d Aⁱl jⁱe^l Bsⁱm bⁱL eⁱ, aⁱl @pC glⁱnMⁱeⁱl Bn^u Q^m kju, HMe @chajl LⁱR qⁱa @Sⁱs LIhⁱl @Lⁱeⁱ jⁱe^e @eCz

@j:ial jⁱL @Lⁱeⁱ R^aju Lj^dkⁱc IjM^a fⁱla aⁱ q^m @p @hy^o @kaz @Lz^o eh^e @Nm Q^m, qah^u @j:ial jⁱJ B^u B^u Q^mm aⁱl IfR^ez cⁱSⁱl LⁱR H^p HLhⁱl j^h Bs L^q Ecl^hNⁱ j^h Lj^dce^l j^hMⁱ @c^L Q^u @Nmz @j:el fⁱp^aajl qⁱa @b^L HC @j^uiV^L HMe @L hy^oi^h?

jdp^sce hm^m, "h^si^hE, Lⁱfs R^s @^a Bp^h eⁱ?"

Lj^dd^ql d^ql E^q fⁱhⁱl eⁱhⁱl O^q @N^u cⁱSⁱl h^a LI^m-- j^hs²l @juⁱc kaV^L fⁱl^q hⁱls^u @e^a Qⁱuz @p O^q @Juⁱmⁱl LⁱR HLVⁱ @qⁱL IRm @pC^va h^p ICmz aⁱl h^el^m @cq^vi @ke @e^SI j^dq^l @e^SI Az^lim M^sRz jdp^sce jⁱT jⁱT @Juⁱmⁱl OⁱsVⁱl @c^L aⁱLⁱu BI @q^h LI^a bⁱL Lⁱfs Rⁱshⁱl S^eef LaVⁱ p^ju cⁱLⁱz Cⁱaj^d Bueⁱa @e^SI j^hVⁱ @CM^m, jⁱbⁱl @a^mil @k SⁱuNⁱVⁱa L^si Q^m-@mⁱ @hj^ee ILj Mⁱsⁱ q^u bⁱL hbⁱ aⁱl Ef^q L^uLhⁱl h^ti^hl Qⁱf mⁱNⁱm BI Nⁱul Lⁱf^s A^eLMⁱle @c^m m^eiⁱ @aj @y^mz

f^elⁱ jⁱlev @Nm; @hⁿ-hc^ml f^r @p p^juVⁱ k^boz jdp^sce Q^hf Q^hf HLhⁱl eⁱhⁱl O^ql LⁱR Lⁱe @c^u c^ysⁱm, li a^ql esⁱQ^sil @Lⁱeⁱ n^e @eC-- j^e i jh^m Lj^dqu^a; Q^mvⁱl hⁱqⁱl LI^R, @M^yfⁱVⁱ @e^u h^eU^t @j^ulⁱ pⁱS LI^a i j^mhⁱp jdp^sce l J H B^hSVⁱ IRm, AaHh ph^d LI^aC q^hz BdO^vi qm-- jdp^sce BI-HLhⁱl cⁱSⁱl Efⁱ Lⁱe mⁱNⁱm, HM^ei @Lⁱeⁱ n^e @eCz @g^q H^p @L^ci^lu h^p f^s MⁱVI p^je^l @cu^m @hⁱmⁱa @k RⁱhVⁱ @Tⁱmⁱeⁱ IRm aⁱl @c^L aⁱlL^u ICmz qWⁱv HL p^ju d^sl^gs^uL^q E^q I^u @i^ql LⁱR c^yls^u XⁱL @c^m, "h^si^hE, HM^ei qu @e?"

HLV^df^q C B^u B^u cⁱSⁱl M^m @Nmz Lj^dce^l @hⁱl @u Hm @ke @p @u^faⁱfⁱJuⁱz @k Lⁱfs flⁱ IRm aⁱC B^R; H @aⁱ lⁱe @hⁱhⁱl pⁱS euz Nⁱu HLMⁱeⁱ fⁱu f^qlⁱ qⁱaj-Ju^mi; h^eEe I^pi pⁱS^N S^ji, HLVⁱ mⁱm^fs hⁱcⁱlj I^pi B^mi^ue^l B^Qm jⁱbⁱl Efⁱ @v^e-@Juⁱz cⁱSⁱl HLVⁱ fⁱo^u hy qⁱa @^qm @ke Lf @adⁱl i j^h c^yls^u ICm-- HLMⁱle Afⁱef Rⁱh! @e^vim @h^hZ^N qⁱa j LIj^hMⁱ @f^e @pⁱeⁱl hⁱmⁱ-- @p^Lm Ry^ecl-- @hⁱd qu HLLⁱm aⁱl jⁱul IRmz HC @jⁱVⁱ i jⁱl^e hⁱmⁱ aⁱl p^Ljⁱl qⁱa^L @k-I n^hK^N j^kncⁱ @c^uR @pⁱV JI f^r Ha pqS @k, I AmwLⁱVⁱ JI n^le^l HLVⁱj^{ae} Bs^ol I p^t @cu @ez jdp^sce J^L Bhⁱl @ke

ear L^Q c^Mmz JI j^lqj;u B^hil p^o ih^l0j a qmz j^dp^se^l i^lQI;S^la p^jU^l p^cf^c
Haice f^Q n^lmji L^QR H L^bi e; j^e L^Q p^o b;L^a f;il^m e;z p^wp;^Q k-ph^mi^l
p^A j^dp^se^l ph^lc; c^Mi^pi^ri^v a;e^l A;idL;wⁿl Q^u le^SL de^Nh^h A^eL h^si; j^e
L; a;il Ai^lipz BS N^ei^pi B^mi^a n^hi;il 0^Ql c;S;il f;in I -k^o j^ui^v Uⁱ c;is^u,
a;L^Q c^M j^dp^se^l j^e qm, B;ji^l k^ob^o de^ec-- j^e qm, k;ic I;S^Qæ^hal^e p;ji^v qaj
a; q^mC J^QL H 0^Q j;e;az^o ke f^læ^r c^Ma^o f^om HI üi ;h;iv S;ji^hid m;ilma HLIV ihöÜ
hwnjkl;c;il j^de^l-- Ab^lv H^o ke HI S;ji^l f^hhal^e h;ý c^lÖ^lm^Q A;idL;il L^Q c;is^u
p^Mi^e h;ic^Q b^oL^o k-^op f^hn LI^ac f;il^Q e;-- p^Mi^ec B^fe üi ;hl^l üa^lle^u ih;is
LI^R ih^fc;ip-- a;L^J I L;ji^d j^ai^c HLIV Ba^hh^oj^a p^qS^o h^h ph^lc; i^oQ^l I^uR^z

j^dp^se^l HC L^bi^vi^c i^lR^a p^qf^l LI^a f;il^Q e;z ih^fc;ip^l j^de^l K^üa^f HL^vü^o e^c, B^R
HL^vi^c a^l A^lah^si; Ba^lu^o k^o q^wi^v H^o p^o a;il i^fw Q;f;is^u hm^a f;il^Q "L^eQ, L^je?"
H^o ke Ap^hhz ih^fc;ip^l L;R j^dp^se^l j^e j^e L^f I L^j M;V; q^u b;il^Q p^cv^a a;il I;N
d^oz^o p^c H^LC p^sr^e L;il^z L;ji^d E^fQ j^dp^se^l S;il LI^a f;il^Q e;-- B^fe p^wp;^Q k^Mi^e
ph^Qu a;il La^lal^lih;il A;idL;il p^cM;e^c p^o ke ph^Qu q^v iⁿu^rz i^lz^o HM;e a;il
I;N qu e;-- L;ji^d f^la B^lo^lz c^leh;il^o hⁿ f^hm q^u J^Qz BS L;ji^d L^Q c^M j^dp^se^l o^fo^c
h^fm L;ji^d a^ll q^u B^o i^e-- HL^vi^c Ach^e B;si^mi i^fr^e c;is^u B^Rz i^lz^o L^e p^l! L^e
HL^vi^c c^ff;je öi^oaj, öi^o a;il^o ke i^eS^le a;il iⁿM^Q I E^fi i^ej^lm E^oi; c^Mi^lu^rz

j^dp^se^l HL^vlⁱR Hⁱn^u H^o p^o d^el ü^Q hm^m, "ö^a B^ph e; h^si;h^e?"

L;ji^d B^oQ^{kl} q^u n^mz^o p^o i^e0^u j^e L^Qi^Rm j^dp^se^l I;N LI^h, a;L^Q Af^ji^el L^bi;
hm^hz q^wi^v HL^vi^c i^lQI f;il^lQa p^l a;il j^e f^s n^m-- a;il h;ij^o i^oe^f N^mju^o L^je L^Q a;il
j;il^Q h^si;h^e h^m X;L^ae^z p^cp^{Ac} j^e fsm-- j; a;il h;ij^Q L;R B^pa h;id; i^cu^o
L^je L^Q Q^m iⁿu^rz HL j^osa^l a;il Q;im R^mi^mu^o Hm-- j;iv^a j^dp^se^l f;il^Q
L;R h^o p^o f^s h^m E^wm, "B;ji^Q L^ji^f L^Qi^z"

j^dp^se^l a;is^{aj}s a;il q;ia d^Ql a^m Q;il^l E^fQ h;ip^u hm^m, "L^e c;jo L^QR k^o
a;ij^Q L^ji^f L^lh?"

L;ji^d hm^m, "HM^ei; B;ji^l j^e a^ll qu i^ez B;ji^Q HL^vM;ile p;ju c;ji^z"

j^dp^se^l j^ev; n^s2 q^u E^wm; hm^m, "i^l p^l S^ef^l p;ju i^ca q^h h^tu^o h^mi^z"

"i^wl hm^a f;il^lR^e, L;E^Ql h^tu^o hm; n^s2--"

j^dp^se^l L^o BI Ip I^cm e;z p^o hm^m, "i^lR^e n^s2 e;z a^hj hm^a Q;J, B;ji^Q
a;ij^l i;im; m;N^Q e;z"

L;ji^d f^or j^mi^lm qmz L^bi^vi; p^la^e Ab^Q p^la^e euz q^eu i^Q e^hc^f c^hi^l S^ef^c p^o f^z
L^Q B^R, i^lz^o p^o e^hc^f HM^ei; H^o p^o f^yR;im e;z j^e hm^Q, HL^vph^l LI^mC, f^ob h;id; e;
i^cm, H^o p^o f^yR;in; c^lil^o k^o B^R a;J e;z ah^o HM^ei; X;im; k^o n^ef^o p^o L^bi; j^ea^c q^hz

L;ji^d hm^m, "a;ij^Q L^gyl i^ca Q;ic^o h^mC hmⁱR, HL^vB;ji^Q L^pju c;ji^z"

j^dp^se^l æ²Q^o C Ap^lq^o a^o m;Nm-- L^si; L^QC hm^m, "p;ju i^cm L^e p^hd q^h! a;ij^l

cicil p^Å flj n^ÅL^Å üj fl Ol LI^a QjJ!"
j d^Åcei aic ih^Åapz p^Å q^Å h^ÅR ih^Åf^Åc^Åp^Ål A^Åf^År^Åi^Åa^ÅC Lj^Å p^Åj^ÅU^Å ^ÅWL B^ÅRz cic;
k^Åjeiv Qim^Åh, J^Å aj^Åle Qm^Åh^Å ih^ÅÅ^Åf^Ål p^Å h^Åm^Å, "aj^Åil cic^Å aj^Åil -l!"
Lj^Å Å^Åcef aMeC j^Åiv ^Åb^ÅL E^ÅW cy^Ås^Åu h^Åm^Å, "q^Åi, Bj^Åil cic^Å Bj^Åil -l!"
"aj^Ål yLj^Å ei q^Åm BS L^Åifs R^Åis^Åh ei, ih^ÅR^Åjeu ö^Åa Bp^Åh ei! aic eil?"
Lj^Å Å^Åcef q^Åi^Åal j^ÅÅ^Å nš² L^Å L^Åj^Å q^Åu cy^Ås^Åu lCmz
"aj^Å q^Åm ^ÅvimN^Åig L^Å yLj^Å Be^ÅiC-- lja A^ÅeL qmz"
Lj^Å Å^ÅL^Åi^Åe^Å Shih ei ic^Åu R^Åi^Åa kih^Ål c^ÅlS^Åil ic^ÅL Qmmz
j d^ÅÅ^Åce NS^Åle L^Å dj^ÅL E^ÅW h^Åm^Å, "k^Åu^Å ei hm^ÅRz"
Lj^Å Å^ÅaMeC ig^Å cy^Ås^Åu h^Åm^Å, "L^Åf Q^Åj h^Åm^Åz"
"HMeC L^Åifs R^Ås H^Åp^Åz" Ois M^Åh h^Åm^Å, "fyQ ij^Å leV p^Åj u ic^ÅipRz"
Lj^Å Å^ÅaMeC eih^Ål O^Å iN^Åu L^Åifs R^Ås ni^Åsl Efl HLM^Åje^Å Å^Åj^Åvi Q^Åic^Ål S^Åis^Åu Q^Åm Hmz
HMe laa^Åfu yL^ÅÅ^Ål S^Åe^Åf a^Ål A^Åf^År^Åiz j d^ÅÅ^Åce c^Åm h^Ån h^Åf^Åm HJ lZp^Åsz l^ÅiN h^Ås E^ÅWm,
il^Åz⁰ L^Åf LI^a q^Åh ei h^Å f^Åu e^Åz f^Åhm e^Åz⁰dl j^ÅÅ^Å j d^ÅÅ^Åce^Ål j^Åe h^Åh^ÅÅ^Åb^Åih^ÅÅ^Å b^ÅiL; aic
p^Å bj^ÅL ^ÅNmz h^Åm^Å, "HMe L^Åf LI^a Q^Åj Bj^ÅiL h^Åm^Åz"

"aj^Å k^Å h^Åm^Åh aic LI^h"

j d^ÅÅ^Åce qain q^Åu h^Åp fsm Q^Åil^az l Q^Åic^Å-Ss^Åi^Åe^Å Å^Åuiv^ÅL c^Åm j^Åe qm, H^Å ke
ih^Ådh^Ål j^ÅÅ^Å- JI üj^Å fl BI JI j^ÅiTM^Åi^Åe ke HLV^Å leU^Å j^ÅÅ^Ål p^ÅÅ^Åz aS^Åle L^Å H p^ÅÅ^Å
f^Åil qJu^Å k^Åu e^Åz f^Åi^Åm ^ÅL^ÅjeU^Åq^ÅJu^Å m^ÅiN^Åm a^Ål i^Åip^Åh? ^ÅL^Åi^Åe^Å Å^Åce il i^Åip^Åh?

Q^Åf L^Å h^Åp lCmz Ois^Å iVLÜiVLÜ^Ån^Åe R^Åis^Å O^Å HLV^Å n^Åe e^Åc^Åz Lj^Å Å^Åcef Ol ^Åb^ÅL h^Åil^Åu
^ÅNm e^Å-- Bh^Åil ig^Å h^ÅiC^Å R^Åi^Åal A^ÅÅ^ÅL^Åi^Ål ic^ÅL Q^ÅiM Å^Åm Rih^Ål j^Åa^Åi cy^Ås^Åu lCmz l^ÅÅ^Ål
Å^Åjs ^Åb^ÅL HLV^Å j^Åja^Åi^Åm^Ål Nc^ÅÅ^Ål^ÅL^Å N^Åi^Åe^Ål BJ^Åu^ÅS h^Åje^Å k^Åi^ÅR, BI fl^Åa^Åh^Ån^Åel BÜ^Åh^Åm
HLV^Å L^ÅÅ^Ål h^Åip^ÅR^Ål h^Åyd^Å Å^Åm^ÅR-- l^ÅÅ^Åel ni^Åz¹⁰Å^Åm^Å ic^Åu E^ÅW^Å a^ÅlC An^ÅÅ^Ål B^ÅÅ^Åic^Åz

p^Åju HLV^Å Aam^ÅÅ^Åfn^ÅÅ^ÅÅ^Ål j^Åa^Åi n^ÅÅ^Å q^Åu ke q^Å L^Å B^ÅRz j d^ÅÅ^Åce^Ål pwp^Åi^Ål L^Åm^Å
p^Åj^ÅU^Å Q^ÅiL^ÅiC ke h^ÅÅ^Å L^Åm a^Ål B^Åi^Åf^Åp^Ål A^ÅeL L^Åis, X^ÅiC^ÅLV^Åi^Ål^Å Å^Ål j^Åiv^Å-- LaL^Å-Å^Åm; LiWe
f^ÅÜ^Åh A^Åe^ÅLI h^Åid^Å p^ÅÅ^Å ^ÅL^Ån^Åm f^Åip l^Åil^Åu Å^Åe^Å q^Åh^Åz p^Å-p^Åj^ÅU^Å S^Åi^Ål h^ÅÅ^Åf^Åil BS a^Ål
L^Åi^ÅR H^ÅL^Åh^Åi^Å R^Åu^Ål j^Åa^Åiz B^ÅN q^Åm L^Åm^Ål ic^Åe^Ål L^Åik^ÅÅ^Åf^Åz^Åm^Åf BS l^Åi^Åe^Å e^ÅiVh^ÅC^Åu V^ÅL
l^ÅiMaz ph iQ^ÅÅ^Ål c^Ål q^Åu ^ÅNm, SN^Åa k^Å LiWe p^ÅÅ^Å p^ÅÅ^ÅÅ^ÅÅ^Å p^Å q^ÅR Q^Åic^Ål ic^Åu Y^ÅiL^Å l Å^Åu,
O^Ål ^Åb^ÅL h^Åil^Åu kih^Ål f^Åb^Å U^Å cy^Ås^Åu^Å M^ÅÅ^ÅleL h^Åi^Åc^Å j d^ÅÅ^Åce HLV^Å Ni fl c^Åf^ÅÅ^Åen^ÅÅ^Å Å^Åm^Å,
O^ÅiV^Å ke d^ÅÅ^Å e^Å Å^Å Q^Åj^ÅL E^ÅWmz Å^Å Å^Åil ^Åb^ÅL E^ÅW Lj^Å L^Åi^ÅR iN^Åu h^Åm^Å, "h^Ås^ÅihE,
aj^Åil j^Åe il f^Åib^Å Ns^Åi?"

l h^Ås^ÅihE n^Åv^Å Lj^Å j^Åe j^ÅÅ^Ål j^Åa^Åi L^ÅiS L^ÅÅ^Åz Å^ÅSI j^ÅÅ^Å a^Ål j^Åi^Åul S^Åh^Åel A^Åeh^Åš
qW^Åiv E^Å Å^Å q^Åu J^ÅÅ^Å HC X^Åi^ÅL a^Ål j^Åi La^ÅÅ^Å La p^Åq^Ås p^Åis^Å ic^Åu^ÅlR^Åme, a^ÅlC Ai Å^ÅipV^Å ke
Lj^Å J l^ÅÅ^Ål j^ÅÅ^Å a^Ål Q^ÅiL^Åa p^Å j^ÅÅ^Å Å^Åil^Åu c^Åys^Åmz j d^ÅÅ^Åce Ni fl L^Åjal^Å a^Ål p^ÅÅ^Å h^Åm^Å,
"B^Åij aj^Åil A^Åk^ÅiN^Åe, il^Åz⁰ Bj^ÅiL il cu^Å l^Åi^Åh ei?"

Lj ðeſ hÉÙ' q@u h@m EWm, "IR IR, Aje L@ h@m; ej" j jIV@a f@s j d@ſeſ f i@ul d@m; le@u hm@m, "Bij @aj j l c j p f, B j i L a ð j B c n L @ i z"

j d@ſe a j L q j a d @ l a m le@u h @ L Q @ f d l @ m, h m @ m, "e j, @ a j j L B c n L l h e j, a ð j B f e C j R i @ a B j i l L i R H @ p i z"

Lj ðeſ j d@ſeſ h i y h @ e q y i f @ u E W m z I L z ' le @ S L R i s i h i l Q @ i L I @ m e j j d@ſe l i Ú f i u L @ h m @ m, "e j, @ a j j L B c n L l h e j, a h @ a ð j B j i l L i R H @ p i z" H C h @ m L j ðeſ L @ R s i c @ m z

Lj ðeſ l @ N h z N j M m i m q @ u E W R z @ p Q i M le @ L @ l h m @ m, "a ð j B c n L I @ m B j i l L a i h é p q S q u z B i j le @ S @ h I L R @ L I @ a f i l l @ e z"

"B j R i, a ð j @ a j j l l N i @ u l Q i c l M j e j M @ m @ g @ m i -- J V i L B i j @ c M @ a f i l l R @ e z"

p p w @ L i Q L j ðeſ Q i c l M j e j M @ m @ g @ m z N i @ u I R m H L M j l e X @ l n i s, p l i f i S l z L i @ m i @ X i l j l d i l j - l m L j ðeſ a e @ c q i V @ L i @ l, @ k e a i l j @ l M j l T l e j -- @ b j B @ R j @ e q u e j, @ L h m C @ k e Q m @ R -- @ k e @ L i @ e j - H L i V L i @ m i c i @ B f e A n i z ' N i a l i Q q 2 @ @ M @ @ M J l A A @ L i @ l i @ l f @ i r z L I @ R, i l R @ a @ n o L I @ a f i l R e j j @ q @ u @ N m j d@ſe, A b Q @ p C j @ ſ a n H L V @ m r @ e j L @ b j L @ a f i l @ m e j @ k, l n i s i V H M j e L i l @ c J u j e u z L j ðeſ L k a C j j e j L e j @ L e, H l c j a @ R H h w H V j J l h i @ f l h i s l z l e j h i l O @ l p w m N A L i f s R i s h i l O @ B @ R @ c l j S J B m i @ j q i N i e L i @ w l j @ l B m j i l l, a j l B u e j - @ c J u j f i @ i -- i h h i q l f h n q @ a C e j e j l L @ j l c i j L i f @ s W i p i z @ p - l m l E f @ l @ m i @ e C -- @ j @ u l H a N h n j @ e f @ s @ N m @ p C i a e V B w i V l L b j, A p q @ K c i p l @ e @ a j L L j @ N @ z L @ l e, A b Q H L V i m r @ R i s i e f m j l B w i V l S @ e f L a B N @ l i h f @ c i p B l j d@ſeſ j @ d @ L j @ j j a j l L a j @ m @ e i c l Q i c l @ M i m h j j @ e H C - p j @ l L b j c j L i T @ s l j @ a j d@ſeſ L f l i @ m d i, j i c @ m z I L z ' q i u @ l, L @ p @ c l, L @ B @ Q k n p @ c l! B l H C c @ c A h ' j, @ p J @ k e J l A m w L i l z H C @ j @ u C @ a j f i @ l l n k i @ L A h ' j l i @ a z p q S p @ f @ c j q @ u p f q @ u S @ j @ R -- J @ l d @ e l c j L o @ a q u e j, l q @ p h l i M @ a q u e j -- j d@ſeſ J @ l L @ l @ c @ u @ m i @ c M i @ a f i @ l!

j d@ſeſ h m @ m, "k j J, a ð j @ @ a k j z"

L j @ J l j @ M l i c @ L Q @ u l C m -- e f l h f n A H C @ k, "a ð j B @ N i h R j e j u k i @ h e j?"

j d@ſeſ c t @ l f @ e l j u h m @ m, "k j J, B l @ c i l @ L i @ j e j" L j @ i h R j e j u k M e f @ n L I @ m j d@ſeſ @ p i g j l E f @ l h @ p h m @ m, "H C M i @ e C h @ p l C m j, k i c B j i L X i L a @ h C k i h z h v p @ l l f l h v p l A @ f r i L I @ a l j i S B i R z"

L j @ p j @ l N i H m i T j @ l T j @ l @ l -- H L @ f l @ f r i a j l! L j l c l S i u @ p B S j j b j L V @ h? @ c h a j @ a j @ l p i s i l @ c @ m e e j @ k f b l @ c @ u @ p H M i @ e H m @ p @ a j H @ L h i @ C i @ m f b z i h R j e j u h @ p h @ p j @ e j @ e @ p h m @ m, "W j L @, a ð j B j i L L M @ e j @ i m i @ a f i l e j, H M @ e j @ a j j L i h n @ p L i h z d @ h @ L a ð j C h @ e H @ e i R @ m, h @ e l j @ d @ e a j L @ c M i @ c @ h h @ m z"

@ p C l @ e @ l O @ l B l n @ e @ e C; l j @ l i @ j @ s @ p C j j a m V i l N m i @ h i e j k j u e j; @ L h m @ p C h @ e f L @ l V i k i c J n i z! a h @ j i @ T j j @ T B a l @ e j c L @ l E W @ R z

A0f pju[®]LJ AeL pju h[®]m j[®]e qm, Ù[®] a[®]l i j[®]INÜ[®] f[®]q[®]l [®]ke es[®]a f[®]l[®]R e[®]z HC ÌL
a[®]l c[®]ç[®]f[®]a[®]l Ae[®]z[®]L[®]i[®]m[®]l Rih? c[®]f[®]i[®]l c[®]S[®]e e[®]f[®]l[®]h[®]p-- l[®]j[®]æ[®]l [®]no [®]eC-- j[®]i[®]TM[®]i[®]e HLV;
Am[®]´Oefu Ìe[®]Ù[®] a[®]l! Ah[®]n[®]o HL pju L[®]j[®] a[®]l p[®]j[®]Ù[®] n[®]i[®]S[®]´L p[®]w[®]qa L[®]l Ìe[®]u Ìh[®]R[®]e[®]j[®] [®]b[®]L
[®]n[®]il[®] u H[®]p[®] h[®]m[®], "B[®]j[®]i[®]L A[®]f[®]l[®]j[®]l[®]de[®]f[®] [®]L[®]i[®]l[®] e[®]z"

j[®]d[®]p[®]ce Ni Ìl[®] L[®] h[®]m[®], "L[®]f[®] Q[®]j[®] h[®]m[®]i, L[®]f[®] LI[®]a q[®]h?" [®]no L[®]b[®]i[®]V[®]L[®] a[®]f[®]k[®]l[®];[®] H[®]L[®]h[®]i[®]
Ìe[®]w[®]s[®] [®]n[®]l L[®]l Ìe[®]a Q[®]j[®]z

L[®]j[®] a[®]h[®]m[®], "ö[®]a H[®]p[®]z"

ÌL[®]z[®] H[®]LC ÌL h[®]m[®] İSa?

f^ol l^oce pL^om g^oj^ojal j^o kMe L^oj^o S^oe^of HL h^oj^ov c^od l^oe^ou Hm, c^om^om L^oj^o c^of Q^oiM m^oim, g^om B^oR, j^oMl IP q^ou^oR f^oynl j^oa^oiz pL^om R^oi^ocl k^o L^oi^oZ Bpe c^of^oa f^oh l^oc^oL j^oM L^ol p^o j^ojeipL f^oS^ou h^op, e^o h^oirM p^oCM^oi^oe L^oj^oL c^om^oa f^oi^ohz l^oL^o BS p^oM^oi^oe e^oc, l^op^ojs l^oc^ou E^oWC k^o HLV^oM^oi^oe Y^oi^oL^oi R^oi^oc, p^oCM^oi^oeC c^ou^oiml N^oi^ou Ahpæi j^oh W^op^oie l^oc^ou p^o j^oi^ov^oa h^op^oz BS h^oT W^oi^oL^ol E^of^o l^oi^oN L^ol R^oz l^oel fl^oi^od R^om^oL l^oe^ou^o h^oi^of kMe AL^oi^oZ j^oi^ol aMe p^o k^oje l^oLR^o h^oT^oa f^oi^ol e^oi, A^oli j^oe L^ol B^oo^oa N^oi^ou c^of^oa e^ou, f^ol^oah^oi^oc LI h^oi^oJ Q^oo^oi LI^oa j^oM h^oi^od, W^oi^oL^ol 'f^ol L^oj^o BS p^ocl^oL^oi i^o j^ohz k^o B^oq^ole^oL p^o ch h^om^o g^oe^ol^oRm, p^o l^oL HC A^oö^ol^oa^oi^o j^od^oe, HC B^oz^ol^oL A^opa^of^oa^o? W^oi^oL^ol e^oi^ol^oh^om Q^oi^oe h^om^oC l^on^oL^oi^o i^o h^om^ou H^oe^oRe e^oi^oL; k^o n^ol^oel^ov^oi^o j^od^oe je e^oc p^oc j^owp^ol^of^ol^oL LI^ohe a^oyl e^oh^ocf? BS l^oLR^oa i^o l^oS^o S^oi^oNm e^oiz Ha^ol^oce L^oj^oh^oi^ol h^oi^ol L^ol h^om^oR, B^oj^oi^oL a^oh^o p^oq^ol L^ol^o-- BS l^oh^oa^oi^oq^oZ^ol je h^om^oR, a^oij^oi^oL B^oij p^oq^ol LI^oh L^of L^ol? l^oje^ol^om^o j^ou Beh a^oij^ol f^oS^oi? a^oij^ol i^o l^oS^o l^oe^oS e^oi N^oq^oZ L^ol a^oi^oL l^oh^oæ^o L^ol l^oc^om l^oje^ol^oc^op^oel q^oi^ov-- k^o q^oi^ov j^oi^oR^oj^owp^ol c^ol g^ou l^oh^oæ^o qu, k^oM^oi^oe l^oej^ol^om^oe h^oi^ol S^oe^of l^oE n^oü^oi^ol p^oA f^oS^oi^ol A^of^or^oi^o L^ol e^oi, R^oi^oNm^oL l^oc^ou g^oml he j^oh^os^ou M^oi^oC^ou c^ouz

g^oj^ojal j^o kMe c^od M^oi^oh^oi^ol S^oe^of Ae^ol^oi^od LI^om, L^oj^oh^om^o, "b^oi^oL^o"

g^oj^ojal j^o h^om^o, "le^ol^o b^oi^oL^oh^o le? B^oj^oi^ol c^od^ol h^oi^ol^ol A^of^oi^od L^of?"

L^oj^oh^om^o, "HM^oe; Ø^oe^oe LI^o l^oe, f^oS^oi LI^o l^oe?"

g^oj^ojal j^o h^om^o, "k^oi^oJ a^oh^o Ø^oe^oe LI^oa, B^oij A^of^or^oi^o L^ol b^oi^oL^oh^o?"

L^oj^oØ^oe^oe p^ol^o Hmz g^oj^ojal j^o i^oh^om HCh^oi^ol p^o M^oi^om^oi^o R^oi^ocl l^oi^oZV^oi^oa l^on^ou hp^oh^oz L^oj^o j^oq^oa^om S^oe^of Ai^o l^oi^op^ol V^oi^oe R^oi^ocl l^oc^oL k^oa f^oi^o h^oi^os^ou^ol^oRm, n^om e^oi, l^og^ol B^oh^oi^ol p^oc j^oi^ov^oa H^op h^opmz a^oi^ol je a^ol^o l^oRm e^oiz

g^oj^ojal j^oi^oL L^oj^oh^oS^o i^op^oi LI^om, "c^oi^oc^oi^ol l^oQ^oi^oW l^oL B^op l^oe?"

l^oQ^oi^oW M^oh p^oh^o H^op^oR j^oe L^ol^oC BS M^oh e^oi^ol g^oj^ojal j^o l^oe^oS m^ol^ou B^oifp^ol^o l^on^ou l^oQ^oi^oW l^oc^oi^oS^ov^oi^o V^oie^oa l^on^ou c^om^om p^ov^oi Q^oi^oh l^oc^ou h^oaz AaHh HMe b^ol^o Q^oh^ol E^ofl h^oi^ov^of^ois LI^oh^oi^ol l^oi^ol^o BVL l^oCmz

g^oj^ojal j^o h^om^o, "i^oWl h^om^oa a^oi^o f^oil e^o, Mh^ol l^oe^ou c^oMh^oz"

H^oe p^oju q^oW^oi^ov n^ol^oj^oi^o H^op E^ofl^oØ^oba; h^om^o, "h^oE, a^oij^oi^oL H^oe ö^oL^oe^oi^o c^oim k^o, Ap^ol^o L^ol l^oe^oa^oi?"

L^oj^oh^om^o, "e^oz"

"h^oi^osl S^oe^of j^oe^ov^oi^o l^oL^oe LI^oRz B^oq^oi, a^oi a^oi q^oa^oc f^oi^ol^o a^oi, a^oij^ol c^oi^o a^oi B^op^oRe,

©Mj; q©hz"

Lj=Qj L E©W n©j; j j©MI İc©L EvpL cİ©a QjC©mz

©j;ial j; İS' ipi LI©m, "H Mhl a©j ©L;biu ©F©m hLmgm?"

"I ©ni©e; H ©ai ph;C Sİ©ez Bj;©cl İjæ;0©l fihla© k hm©m, Jj hİ©fi hİ©sl pl Lj H©pİRm İ;Sjh;q;c©l Lj©R, hE©ul Mhl İe©az a; l Lj©R ö©e©R, İQİLvpj l S©e©f hE©ul c; c; BSLj©ml j©d©É LmLj;aju Bp©Rez"

Lj=EcÜhNAq©u İS' ipi LI©m, "ay l h©j;©j İL ©h©SR?"

"a; hm©a fj l ©ez a©h Hje İLR©i jhe; l Lbj ©eC, a; q©m öeajz"

n©j; h©TİRm JI c; c; l Mhl j d©p©e Lj©L ©cu İe, ©k hE©ul je fju İe fj©R ©p hİ©sj©Mj; q©u B©l; Ae©j eú q©u k;uz Lj d jeVİ©L EpİL©u İc©u hm©m, "©aj; l c; c; l j©a; j je© qu e; HC Lbj ph; l Lj©RC öe©z hLmgm, Q©mj ©cl q©u kİ©R, İ ysl İc©a q©hz Bİf©pl İjæ; Qsİ©a ©cl q©m j©mlm hİd©hz"

©j;ial j; c©dl hİWV; BI-HLhİ l Lj d Lj©R HİN©u İe©u hm©m, "İcİc, c© WİTMj; q©u kİ©R, ©M©u ©g©mj; m r©WVz"

Hhİ l Lj d c©l ©M©a Bfİš LI©m e; z

©j;ial j; Lj©e Lj©e İS' ipi LI©m, "İ ysl l 0©l kİ©h BS?"

Lj=hm©m, "BS b; lÜ- ©Nj;fİm©L Bj; l Lj©R HLhİ l fj;W©u c; Jz"

HLV; Lj©mj; L©Wj l r©da Sİ; hİql ©b©L Lj©L Nİp LI©R İj l j©aj ©k fİl Za hup nİz' İ©eİ öİ p©Nñfl, H ©ai a; eu; k; mİmj; l ua, kİ l pwk©j l nİš' İnİbm, kİ l ©fj İhou; pİš' İC üS; a©u, a; l C üc; š' š' ©f©hİ Lj d Ha İhab; z JI üj fl hup ©hİn h©m Lj d ©Lj©e; B©rf İRm e; j, İLz' ©pC hup İe©Sİ j kİ©c; İ ©m©R h©m a; l Ha ffs; z p©f©Vİ Baİe©nce HLV; g©ml j©aj, B©mj; q; Juju j©š' l j©d©É ©p fj©L, LjQ; gm©L Sya; u İfo©mC ©aj fj©L e; z pju ©fm e; j h©mC BS J©cl p©ð Lj©L Hje L© j; l ©R, Ha Afj; e LI©Rz ©L; biu fj; mİ©h! ©j;ial j; j©L İ ©k hm©m, ©Nj;fİm©L ©X©L c; J, ©p HC fj; mİ; hİ l fb ©MySİ; -- hÜ AöİQa; l LjR ©b©L ehte İejİma; l j©d©É, cİoa İenİphİ; ©f ©b©L g©ml hİNİ©el q; Ju; uz

HLV; fj; amİ a©mj; -İ İ; İR©Vİ S; j; Nİ©u İc©u qİhm©İp; sl clS; l Lj©R H©p İ©u İ©u cys; m; JI j; j©ul j©ajC h©s; h©s; Lj©mj; QİM, ©aj İeC Sml İ; j©l j©aj plp nİj; m; İP, Nİj; m c©V; g©mj; g©mj; fİu eİs; l L© Qm RyVz

Lj=E©W İN©u pwL©Qa qİhm©L ©V©e H©e h©L Q©F dl©m; hm©m "c©p©R©m, H cİce Bp İe ©Le?"

qİhm©Lj; d Nmİ Sİs©u d©l Lj©e Lj©e hm©m, "Sİ; W; C; j; j, ©aj; l S©e©f Lİ H©eİR h©mj; ©cİM?"

Lj=a; l Nİ©m Qj d©M©u hm©m, "j İleL H©eR ©Nj; fİmz"

"Bj; l f©L ©V B©Rz"

"BpRi, a^h n^hl L^giz"

"a^hj hm^a fi^lm e^z"

"B^jil h^hU^eC, kⁱ q^uiM^ciM a^jJ h^to^a fi^ll e^e, kⁱ e^j cⁱM a^j B^gi i^h h^tZ"

a^me qⁱhm^a M^h B^ui B^ui f^lV b^l hⁱEe LⁱN^{SI} H^{LV}i f^hm n^hl L^g L^jd

Rⁱmi E^{fi} q^uiM^ciS fi^mhⁱl E^fo^j LI^mz

"e^j, a^ji^l fi^mi^a e^h e^z"

f^hmVⁱ qⁱa i^cU Qⁱfi i^cU h^Ui q^u qⁱhm^ahm^m, "a^j q^uiM H^Me e^cMⁱ e^z"

"e^j i u^eC, a^hj Q^um N^um a^me M^hh^z"

"BpRi S^eWⁱC^ji, a^hj S^VCh^sL e^cM^R?"

"L^e Sⁱle, qu^ai e^cM bⁱLh, i^lz^oiQ^ea p^j u^mi^Nz"

"H^Lamⁱu E^ui^el fⁱn Lumⁱl O^g p^al p^ju Q^jiQ^{LI} i^fW Q^s p^o B^op^z"

"Q^jiQ^{LI} i^fW Q^s p^o B^op^z"

"C^gR LI^mC p^o M^h Rⁱrⁱ q^a fi^gi, q^uiM fi^u c^MiC k^ju e^z"

"p^czⁱVⁱ a^jl LⁱR iⁿm i^ea q^h a^zi"

"Le, S^eWⁱC^ji?"

"Bⁱj kⁱc fi^mhⁱl S^ee^f Lumⁱl O^g Y^hL a^hj k^g B^ji^l c^Ma fi^Ju^j kⁱu^z"

qⁱhm^aH L^biVⁱl Lⁱe^j jⁱe h^to^a fi^lm e^z hm^m, "Lumⁱl j^od^e i^opc^l l^lVⁱ m^hL^u

q^uiM^Rz p^oc i^opc^d Lⁱbⁱ b^l H^eR Sⁱe?"

"hⁱd qu Sⁱlez"

"BpRi, h^mi cⁱM^z"

"gⁱ i^lhm^jLⁱl g^ol iⁱ a^l b^lL^z"

qⁱhm^abj^l L^umz aⁱl i^jh^u i^cmz i^hno-p^{wh}i^{cc}i^ai a^jl pⁱNI fi^gl i^{ca}f^dl L^bi

h^miRmz i^lz^o S^eWⁱC^ji^l L^biVⁱ j^e q^m i^hnⁱp^ki^Ne, a^jc Lⁱe^j i^hlⁱU a^lN^ei a^m hm^m,

"k^g j^u p^c LⁱVⁱ M^gS n^hl L^g i^opc^d i^lf L^fi^m fi^lh^o p^o q^h i^si^{le}z"

"ph^leⁿ! Lⁱe^j q^ai i^lN^ef M^hl e^fu^R e^jiL?"

"p^si^lfⁱp^ji^l g^u Mⁱc Sⁱez T^hs i^eu R^ak^Me p^Li^m Lumⁱ n^hl LI^a k^ju, gⁱS Mⁱc

p^co^l k^ju-- J H^{LV}z i u L^g e^z"

"J k^g R^mj^eo, a^jc i^si^{le}f q^aJ i u^eC^z"

hⁱc^l WⁱTMⁱ E^sqⁱ qⁱJu^j i^ci^lRm a^jc g^ji^la^L i^eu L^jo^l N^m; p^Mi^e pⁱgⁱu h^op

J^l Lⁱm a^m i^emz fⁱhⁱ a^fi^cu RⁱVⁱ lⁱfⁱl bⁱl^ma i^Rm n^eaLⁱmi g^m-- N^ycⁱ,

L^zc, e^ci^fi^lV, Sh^z fⁱl^al^el Sⁱn^ej a HC g^mC j^mel a^jm^z L^jo^l Rⁱc^l LⁱZ h^op

p^gkⁱc^ul i^cL j^M L^g e^ha^jl E^vpN^l L^l e^h h^m Hⁱ A^frⁱ L^l B^Rz BS a^jl p^c

Aⁱe^hi^ca g^m bⁱmⁱp^u i^eu p^o qⁱhm^a LⁱR dⁱm; hm^m, "e^h g^m?"

"q^y, e^hz"

"L^e LI^h h^mi aⁱ?"

"fSj-fSj Mmhz"

Ljđ Ljđ HLV; İpđI Ij;im NyS; İRm, pCv@a g#-İm ħyd İc@u J@L Qđ; M@ hm@, "HC ejJz" j@e j@e i ħ@, "Bj;IJ fSj-fSj Mm; qmz" hm@, "N;f;im, HI j@đf Ljeđg# @aj;il ph Q@u i ħ;mi m;@N, h@mi @aj?"

q;hm#hm@, "Sh;iz"

"Le Sh; i ħ;mi m;@N hmh?"

"h@mi @cİMz"

"J k @;il ej q@aC SV;Ch;sl İpp@I L@V; @b@L IP QđI L@Rz"

q;hm#M;İleLrZ NđđI q@u ħ@p i ħ@nz qW;v h@n EwM, "S@;W;Cj; , Sh; g@nI IP İWL @aj;il n;İsl HC m;im f;@sl j@a;iz" HCV@a JI j@el ph Lb; hm; q@u @Nmz

Hje pju qW;v İFR@ @M j d@;ez f;@ul n@ f;Ju; k;u İez HMe A;xf@ Bph;I pju euz HC pjuV;a ħ;C@I Bİfp0@ ħ;ħp;0İVa Ljđ ka EİpRø fİl İnø H@p S;@V; HC pju c;im;im B@p, E@;c;I B@p, ka ILj M@; MhI J L;NSfæ İe@u p@V;İl B@pz Bpm L;@SI Q@u HC-ph Eđİl -L;@SI İi s Lj euz

কি রীতি টিমের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ, অর্থাৎ যে যে লক্ষ্যে পলিম
 জড়িত মনোবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলেই বলা যায় যে উক্ত
 এফি ব্রেড

জল ক্রমিক গঠন জটিল হইলে, হইলেই এফি ব্রেড, ফর্মিকালি এফি ব্রেড
 লক্ষ্যে উৎপন্ন হইবে, এফি ব্রেড

পলিম জড়িত হইলে ফর্মিকালি মনোবৃত্তি হইলে, "হর্মিকালি লক্ষ্যে
 ফর্মিকালি হইবে?"

—লক্ষ্যেই বলা যায় যে হর্মিকালি পলিম জড়িত হইলে— দ্রব হইলে
 উৎপন্ন হইলে লক্ষ্যেই বলা যায় যে উৎপন্ন হইবে

অর্থাৎ হর্মিকালি সর্বোচ্চ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ গঠন
 হইবে?" হর্মিকালি লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ গঠন হইবে?"
 তার অর্থ হইবে যে উৎপন্ন হইবে

জড়িত হইলে ফর্মিকালি লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "হর্মিকালি লক্ষ্যে?"

জড়িত হইলে লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "হর্মিকালি লক্ষ্যে?"

হর্মিকালি লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ পলিম জড়িত হইলে—
 উৎপন্ন হইবে

গঠন হইলে লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "হর্মিকালি লক্ষ্যে?"
 উৎপন্ন হইবে

জড়িত হইলে লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "হর্মিকালি লক্ষ্যে?"
 উৎপন্ন হইবে

অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে

জড়িত হইলে লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে

লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে
 উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে
 উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে
 উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে
 উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে
 উৎপন্ন হইবে, "অর্থাৎ লক্ষ্যেই উৎপন্ন হইবে?"
 উৎপন্ন হইবে

Qiu ej-- Ji qia icu Qif; B R HLV; LjN S I G jisLz
j d p s e I S' ipi LI m, "I LjN S L f G jis; B R?"
"Sile ez"

"Sie ej, ail jje Lf?"

"ail jje Bjj Sile ez"

j d p s e Lbjvi lhnjp LI m ej; hm m, "Bj j L c j J, Bjj c i m z"

Lj hm m, "J Bj j l N i f e I S l e p, c m i a f i l h e z"

a f l i j a i a f r e H L V i l j n H L j q a n j d p s e l j j b j u Q s E W m z h m m, "L e B o f d n j
a j L j e u z" h m s i l L l p c L j N S I G j i s L L s l e u M m g m m -- c m k i L R e
e u, L a L - l m H m j Q c j e j j a i l p U i h e h o b j u q i h m d S e e k S m M j h i l h l j Y a j l j d e H C V C
h i d L i l p h Q u q i h m d f e r m j i e f u -- a j c p N h n L l j s H e i R m z

j d p s e A h i l! h e j f i l m j e j L z i j h m h i f l h i s a H C I L j S m M j h i l C L j d A i e U l -
a j c m l u B l e u l e u R, m < j u f l i n L l a Q i u e j z j e j e q i p m; i j h m, m r e l c j e
N q z L l a p j u m i n z d y L l H L V i f l e j j b j u H m z a a E W h i c l m Q m z

Lj a m e c l i s M m h l L l m a j l H L i v R i v i Q L j Q e L j m l h i,, a j l j d e
H m j Q c j e j - l m e l m a j l c j c l i o i w i m m a h p m z c = Q i l m j c e m m j q a c j d p s e O l H p
E f i o b a z a j s a j s i o i w Q i f i c u L j n s z q u h p m z j d p s e l q i a l i f j u p j e j u l j e l
L j S - L l i q i a m - c j u j H L i v g m c j l e, a j l E f l g m L j v i p a l a H L i v e n g j l l j j m z
q i l p j m X u p i v L j d p j e l j m m z h m m, "M m c m i a j z"

Lj a l j i m v i a m l e u c m p c c j f g m c j l e a L j e j u - L j e j u i l j H m j Q c j e j k i c H L m j
b j L a q p E W a z L j e j L b j e j h m L j n n e l q u Q f L l I C m z H l Q u q i p i j m j i R m z

j d p s e h m m, "H m j Q c j e j m l u M j h i l L f c l L j l? H a m < j L f h m j! e l i s B l e u
c h -- L a Q j J? B j j L B n h m m e j e l e?"

Lj hm m, "a j j f i l h e j B l e u l c a z"

"f i l h e j! A h i l L l i m a j j z"

"e j, f i l h e j z"

"A p n h c j e j l H l!"

"q y, V j L j u g m e j z"

o e c j d h j j b j u Q V L l H L V i p a q S i N m -- h m m, "a j j l c j c f i p l m L l
f i w u r e h a t?"

H f e n l S h i h i c a L j d C q R q m e j g m c j l e v i W m i c u Q m k i h i l S e e E W c y s j m z
j d p s e q i a d l B h i l s i l L l a j l h i p u l c m z

j d p s e L l e j L b j h m a e j i c u c L j a i l f h l l i m, "c j c i l h i s b l a j j l
L j R m j L H p i R m a y l M h l l e u?"

H L b j v i L j a B n c o e g m R S e j d h j e i j l i h l s z q u E W m z h m m, "p c M h l

chil SeEC a; BS pLiM a;ji LiR HpIRz" hm; h;ymE HV; ij bE Lb; z
"c; c; Lh Bpne?"

"qC; MiE LI j dEz"

j dA leIOa Sjea LjmC ihfE; p BpE, "qC; MiE L" Lb; V; hEhq; l L MhIV; L
Aleicb L M icmz

"c; c; l n; fl il B; M; j; f qUR?"

"e; , a; je ilR a; oem; e; z"

H Lb; V; j dEJ HLV; M; je f; n- L; V; e; j IRmz ihfE; p IOiLvp; l SeEC LmL; a; ju BpR--
a; l AbN, n; fl A; z' a i; m; eCz

"c; c; l IOiW il HpR?"

"IOiW h; , a; HM; e; M; m; le, k; c; b; l a; j; l f; j; W; u; chz"

L; j; j; d; p; e; l Lb; A; h; n; p; l; a; B; l; ñ; L; l; e; , p; a; l; j; W; H; Lb; V; j; j; e; le; m; z

"c; c; l IOiW HpR il e; H; L; h; i; l; M; y; S; l; i; h; il?"

"k; c; H; p; b; l; , M; j; u; j; l; f; l; c; f; h; m; ; le; SC; le; u; B; p; h; z"

L; j; a; d; k; l; c; j; e; L; l; e; f; l; e; h; p; C; j; a; q; m; z; a; M; e; B; l; -H; L; h; i; l; j; d; p; e; L; j; d; q; i; a; M; e; j; V; e;
e; h; i; l; E; f; a; z; l; i; R; H; j; e; p; j; u; n; e; j; j; q; W; i; v; O; l; l; j; d; e; Y; a; L; C; h; m; E; W; m; , "J; j; j; , W; j; L; d; e; f; i; k; l;"
h; m; C; h; i; l; u; k; a; E; c; f; a; z

j d; p; e; h; m; , "Le, L; f; Q; i; C; a; j; j; l; ?"

"h; E; l; i; y; s; i; X; i; L; a; H; p; i; R; z; l; ; S; i; j; e; f; q; m; j; O; l; l; m; r; E; a; i; h; v; ; a; j; B; S; e; j; -q; u; b; j; L; l;"
j d; p; e; p; i; g; i; b; l; E; W; L; i; e; j; Lb; e; j; h; m; a; a; h; i; C; l; Q; m; N; m; z

B; q; i; l; f; l; k; b; i; l; f; a; h; i; l; O; l; l; M; i; v; a; j; l; u; j; u; q; m; i; e; i; c; u; f; i; e; i; Q; h; i; a; i; Q; h; i; a; j d; p; e;
L; j; a; l; X; l; f; i; W; i; m; z; a; i; s; a; i; l; s; L; j; a; Q; m; H; m; z; p; S; i; e; B; S; c; i; c; l; IOiW; f; i; h; z; h; i; l; O; l; l; Y; a; L;
M; i; v; l; f; i; n; c; y; l; s; u; l; C; m; z

j d; p; e; -s- i; s; l; e; m; V; i; M; f; i; n; c; i; m; u; i; c; u; h; m; , "h; i; p; i; z"

L; j; a; h; p; m; z; j d; p; e; a; i; l; k; IOiW; i; c; m; a; i; a; l; h; m; H; C; L; u; i; v; Lb; B; R--

f; i; z; f; i; a; j; j; p; a;

oi; j; n; h; i; c; l; i; n; u; x; p; z; 0

IOiLvp; l; SeEC; n; e; O; C; L; i; m; L; a; j; u; k; i; C; a; i; R; z; p; o; b; q; C; m; a; j; j; l; c; i; m; a; k; i; C; h; z; N; q; L; j; i; N;
A; h; L; i; n; j; a; j; i; T; j; i; T; L; n; m; p; w; h; i; c; i; c; m; l; e; l; c; u; h; N; a; q; C; z

H; C; R; i; v; i; IOiW; L; a; j; i; e; f; u; L; j; d; j; e; f; i; b; j; H; L; V; i; d; i; , j; m; i; N; m; z; j; e; j; e; h; m; , "f; l; q; u;
N; i; R; z;" A; i; j; j; e; v; i; f; h; m; q; a; e; j; q; a; C; j; e; H; m; , "c; i; c; l; q; u; a; i; n; f; l; i; i; m; i; e; C; , B; j; i; l; L; f;
R; i; v; i; j; e; l; e; S; i; L; b; i; v; i; c; p; h; -B; N; j; e; f; s; z;"

j d; p; e; h; t; a; f; i; l; m; L; j; a; E; i; W; -E; i; W; l; i; R; ; h; m; , "k; j; R; L; i; b; i; u; , H; L; V; a; h; i; p; i; z"

Lj⁴ L² a; hp² hm², lLz⁰ Lf Lb; hm² j; b; u B² e; z Aihm² ilR² hm² aC q²,
a; C pL; m² b² L² k Lb; v; i² le² u JI j² e MVL; i² u² R² pC² VC j² M² ic² u² h² il² u² Nmz hm²,
"pC Hm; Qc; e; i² h² f; i² lV; i² le² u Ha q; A; j; i² LI² m² Le? J² a m² < j; i² Lb; i² Lf i² Rm?"

"J B; j; i² N; i² fe Lb; i²"

"N; i² fe Lb; i²! B; j; i² L; i² R; J hm; Q² m² e; i²?"

"e; i²"

j d² p² c² e; i² Nm; Ls; i² q² u Hm, hm², "H² a; j; i² c; i² e² eN² il Q; i² m, c; i² c; i² C² u² m² h² M; i²"
Lj² L² i² e; i² Shih LI² m² e; i² j d² p² c² e; i² a; i² Lu; i² R² s² E² W² hpm, "I Q; i² m² a; j; i² l e; i² k² i² c² R; i² s; i² a²
f; i² l a; i² q² m² B; j; i² l e; i² j d² p² c² e; i²"

"Lf a; j; i² l y² Lj, h² m; i²"

"pC g; j; s² L² e² L² a; j; i² l ic² u² i² Rm h² m; i²"

"q; i² hm² i²"

"q; i² hm² i² a; i² le² u Ha Y; i² L; Y; i² l² Le?"

"i² W² L² hm² a f; i² l² e; i²"

"BI² LE a; i² l q; i² a ic² u f; i² W² u ic² u² R?"

"e; i²"

"a² h?"

"I f² k² i² c; BI² e² L; i² e; i² Lb; i² e² C²"

"a² h Ha m² L; i² Q² i² l² Le?"

"a² i² j h² a² f; i² l² h² e; i²"

Lj² q; i² a² Q² e² f² d² e² TyL; i² le ic² u j d² hm², "Apq² e² a; j; i² l h; i² s; i² h; i² s²"

Lj² j² M² m; i² m² q² u E² W² m, n; i² z² u² e² i² hm², "Lf Q; i² J a² i² j, h² i² T² u² h² m; i² z² a; j; i² c; i² l Q; i² m²
B; j; i² l A² e² i² p² e² C² p² Lb; i² j; i² e; i²"

j d² p² c² e; i² Lf; i² m² l i² n² l c² v; i² g² m² E² W² m² L; i² e; i² Shih e; i² h² e; i² f² u² C² p² R² qm J² L² j; i² l² z²
H; j; e² p; j; u² h; i² c² e² i² b² L² Nm; i² M; y² L; i² l² h² e; i² e; i² Nm, p² C² p² A² B; J; u; s² Hm, "B² i² f² p² l p; i² u² h² H² p²
h² p² B² R²" j² e² f² s² m² B² S² X; i² c² e² f² l² c; i² l j² i² V² w² m² i² c² a² qm k² p² H² S² e² f² u² a² qu le--
pL; i² m² v; i² f² i² p² C² f² y² i² h² e² b² i² N² R² z² Hah² s; i² n² i² l b² m² e² HaC JI u² i² j² h² J Ai e² i² p² i² h² i² u² k², HV; i² p² n² h²
qm² c² M² J² i² e² S² u² i² ñaz

j d p s e Q m k a C L j m i v b l e j j s i E f l h p f s m z i o l s h e d e H j e p j a
 i l a i l p r a i l L j v a q n k i l L m l b j j e c ? j d p s e i w l c h m r j c l p a a i l Q i m
 a g j a z B i p l m l l j a g j a l Q u H C v c c x p q z L f E f j u B r H i ?

H L p j u q w i v L f j e f s m , L j m m e f o l a m i u j i l a l j i l o l i l c l z l p j s i c u
 e j h i l p j u c m n e j j p l e f e f e e w B p r z

"L f h e , Q m R l b j u ? B i j k i j u R m j a j j i l o l c z"

"L j e j L b j B r ?"

"H j e i l R e u z c m m j w j l e f i j s i s i l R o s i , i j h m j a j j i l H L h i l i s ' j p i L e
 S j e , e a e f z u M V L i h i d m l e m i e v i a z j e e m i h e , J i p a L f l l j L e h e u
 Q m a q u p f l i j n l B j l i c i c a f i l l z h l m g m l o l Q m R h t ? a j k i j , j e v i m i m p i
 L e H p i w"

B S q w i v L j d j e q m n e j j p l e f B i j d p s e H L C j i v a N s i H L L e j i l Q i l z
 l e H L b j j b j u H m h m j n s z o i l e i h n o z L e i l R h t r a j e u , B L i l - f l i l i h n o
 k i j m a j e u , a h c s e l i j h n i a l i H L V i A e f i p B r , k e n e j j p l e f l S N a B i
 j d p s e l S N a H L C q i J u z n e j j p l e f k M e h a a l i a B p a j L j l E m v i i c l
 w m j c u , N j l j e L e J w

j i l a l j i l e h i l o l Y a l c L j m c m m e h e a i a i j m L f H L V i l e u q i a - L i s i L i s
 Q m r z i g l k i n k i n j e L i r , H j e p j u e h e h m E W m , " h e i c l c , k u i e j , k u i e j
 a j j i l L i r c k i j u R m j , e j i m n B r z"

"i l p l e j i m n ?"

"H L V e h i p i , c x m l L b j h i m z"

a s f i n l E f l L j h p m z

e h e h m m , " h s i A a t q i l ! H C i a j i q m j B j i l h c e m r e m l u z"

"H j e n i p e l e ?"

"D o l l - - k q a l e s C w i s f s a f i l e e j B i j o e f i n r i l f e r , i l z o e l e u j f - S i l a l
 H X l n e l i h l d l B j i l h u i k a c E a l a q p r , J i h u i p a a a c N i i j m q J u i a J
 B e z n z A e l L e h i T i m j k , H a h s i k p f a i l a l e J l j Q a l i f r e i f r e c Q m a e ;
 i h c f h u a B i j k a j j i l Q u A e l c f i H i n u H i n u Q m i R H a h i d i c u e j z"

"a j j i l i h c f l L b j j i p l u a f S i e e , i l z o h u i h s i c L i a H p i e j h m i r z"

e h e l j q i i h f c l i j e L i j m i i a c m L j m m i m m L e q p E W m z H h i s a H p

Ahîd Hje je Mm qîlp HC JI fîbjz HC qîlp ehfêl hsi; îjîø mînmz p j e j e hm, "HC Bjil LîS qm, Bîj hEîjefl qîpîhz"

Lj qîpîpîa qîpîa îS' îpî Lîm, "Le îjîC, WîLîfîl hC mîLîu qîMR?"

"CîMî aî îcîc, hîhîl 0î ÎL Jî fîWîmîl -îjînjî hîp BîRe? MîMîV îjîŞî 0î Hîp cîMî HLVî îfîYîj SîmîR, aîl pîÂ Bî-HLVî hîlîl hîS, jîqîfîîMîa fsîa hîp NîRez Mîhîl WîîMî; qîu kîu, aîîNîcîl fîl aîîNîc, yîn îeCî"

"pîaîf WîLîfî?"

"hEîjefl, Mîhîl îjîmîhîlp îe HahîSî afîfîeC, ÎLî' aîl Qîu îjîmîhîlp Jî jîMî îjîø aîîNîcz pîCSîeflC CîRî Lî Mîa cîîl qîu kîu, hC fsîVî HLVî AîRîmîz"

"Jî pîÂ Lîbîu qîl jîîeîz"

"Bî Bîj qîl jîîe kîMe Eîe Lîbî hî Lîeîz"

"aîJî LMîej 0îV eîîL WîLîfî?"

"cîVî HLVî Mîhî aîSî; cîîjî' îcîc aî qîmîz AnîSîmîl E< îmî Arî jîe îmîMî îuîRîz"

"BîRî; BîRî, aîjîl Bî cîîjî' îcîcîa qîh eîz HîMe Bîjîl Qîîh Lîbîu hîmîz CîMî aî; îcîc, Bîjîl Qîîh mîLîu qîMîReîz"

"0îl îmîLîl eîjî aî fîmpî-Lîp Lîîa fîîl îe, aîCî QîîlîLî Qîîl îcîu nîpe Lîîa qîz BîNî cîJî Bîjîl hîCîz"

"aîjîlîLî îch eî, îcîcîLî îcîîRîz" 0îlî RîjîZî HLVî TîSîa înjî-fînjî, VîLîjî LîfîSî Rîjî; îjîSî Sîjî îRîmî; aîlCî amî cîbîLî HLMîejî CwîîîSî pîwîrîçî HîbîjîCîLîfîîXîuîl îaafî MîîMî îlî Lîî Rîjîlîl jî Lîjîî Rîjîmîl Eflî qîMî hmîm, "aîjîlî 0îlî îeîu kîJî îcîc, JîLî îcîu; eî; cîMî aîjîlî pîÂ LîfîLîjî îjîNîjîîNî Lîeîz"

ehfîe jînjîlîlî Qîîmîl Eflî cîbîLî Qîîhî aîmî îeîu Lîjîî qîîa îcîu hmîm, "Bî LîjîEîLî îcîu; eî hEîîcîc, CîMîhî Bî îLEî aîjîlî pîÂ LîfîLîjî hîhîqîlî Lîeîz"

LîjîîhîCîulî fîjîjî JîmîVîîa JîmîVîîa hmîm, "HC hîCîu hîîTî WîLîfîlî nîMî?"

"Jî nîMî îeCî Hîje hîCî îeCî pîîceî cîMî Rîjî; cîbîLî HLMîejî; Nîjî-fîjîme SîVîu îeîu fsîa hîp NîReîz"

"îeîSî Cîqîlîrîlî Sîefî JîVî fîSî îe, Aahî Hîa mîcî jîlî LîjîZî îLRîîeCîz"

"îcîc, aîjîlî Lîfî HLVî Lîbî hîmîhîlî BîRîzî Qîjî aî, HC hîQîmîVîLî HîMeCî îhcîu Lîî îcîz"

"eî, aîl cîlîlî îeCî Bîjîlî cîcî; cîî-HLîcîelî jîîdîfî Bîpîheî îeîîRîz"

ehfîe hmîm, "qîyî, îaîeî LîjîmîCî Bîpîheîz"

"Lîjîmî!" îhîîjîjîa qîu LîjîîMîjîeîLîrîZî Qîîfî Lîî hîpîlî Cîmîzî îenîîpî îgîmî hmîm, "Lîfî Lîîlî aîjîlî pîÂ CîMî qîîhz"

îjîlîlî jî; îSî' îpî Lîîm, "aîjî hîSî; WîLîfîîLî îLRîîhmî îe?"

Lîjîîjîjî; îeîSî Sîjîeîmî îk, eîjî

ehfîe hmîm, "HLîhîlî hîmî CîMîîhî eî?"

Lj = Qf L[®] I C m z j d p f[®] e l L i[®] R c i c i L b i h m i h[®] s i L i W e z c i c i f i l a A f j e J I
O[®] I j[®] d f E c f a ; a i[®] L H L V[®] e j s i i c[®] a J I A p q f p w[®] L i Q z

Lj d j[®] M I i j h[®] c[®] M e h f[®] e l j e h f i l b a q[®] E W m z h m[®] , " i j h e j[®] L i[®] i e j h E i c i c ,
B j i j p h i W L L[®] c h ,[®] a j j[®] L i L R[®] h m[®] a L C[®] a q[®] h e j "

c i c i L L i[®] R e h f[®] e l i n o L i m[®] b[®] L A a f z¹ H L V i i f l i a j B[®] R z h E i c i c H[®] p B S[®] p C i u V i
J I j e b[®] L i j i P i[®] m h f T !

Lj = Q[®] m[®] N[®] m[®] g j i l a l j i e h f e[®] L h m[®] , " L f E f i u L I[®] h h[®] m i c i M ? p i c e l i[®] e[®] a j j i l
c i c i k M e B j i[®] c l[®] X[®] L i e[®] u H[®] p h E[®] u l L i[®] R i e[®] S[®] L M i[®] V i L I[®] m e a M e C h[®] T i R m j p h[®] d
q m e j a i l f l[®] b[®] L[®] a j j i[®] L[®] c[®] M[®] m[®] C[®] a i j[®] M i g i l[®] e[®] u Q[®] m[®] k j e z "

" c i c i h[®] T[®] R e[®] k , W L i q m ;[®] T y[®] L I j j i b i u b i m E S i s L[®] B N j c j[®] c[®] J u i q[®] u[®] N[®] R ,
H i c[®] L J S e j a i S i e p i j m m e j B j i j J y[®] h i L i j l p i r f i R m j a i C B j i[®] c l p C[®] a f i l[®] R e
e j "

g j i l a l j i h m[®] , " a i[®] q i L , i L z[®] i h f c i p h i h f E f[®] l i N V i J y[®] L[®] k e f i N m i j l j[®] a i[®] f[®] u
h[®] p[®] R , i c[®] e i c[®] e[®] h[®] s c Q m m z H L f A e j i R i o h[®] m i i c i l ! "

e h f e h m[®] , " J - j j e[®] o l i i s² l f i L j n i l l j c z H C S i[®] a l[®] m i[®] L i j c l i a[®] l i a[®] l i k i[®] L
h[®] u h[®] m S j[®] e h i c[®] a i[®] L j j i[®] z[®] L E[®] L E[®] h[®] m l i[®] j l f i l a l j h[®] z l A p i d i l z i i s² i R m , a i c
i h n q i a i c[®] u[®] e[®] h[®] c f Q i m i a z B i j[®] a j j i[®] L[®] h[®] m i c i j R c i c i l p[®] A h E l j e f l[®] c[®] M i p i r i v p q[®] S[®] q[®] h
e j "

" a i h m[®] Q m[®] e j , i L R[®] E f i u L I[®] a C q[®] h z "

" E f i u j j i b i u H[®] p[®] R z "

" L f h[®] m i[®] c i M z "

" h m[®] a f i l h e j "

" R e h[®] m i[®] a i ? "

" m < i[®] h i d L I i R z "

" B j i[®] L J m < i ? "

" a j j i[®] L C m < i z "

" L i l z V i o l e ? "

" c i c i[®] L W L i[®] a q[®] h z[®] p[®] a j j i l o[®] e L i S[®] e c z "

" k i[®] L i i[®] m i h i j p a i l S[®] e f W L i[®] a H L V[®] p w[®] L i Q L i l[®] e z "

" W L i[®] e j i h[®] c f u B j i l E f l i c[®] u c q i a f i l[®] u R h f T ? "

" J - i h[®] c f p q[®] S M i V i h i l E f k[®] s² H j e j j e o f i h[®] L i b i u ? "

" W j L i j e , l j i S e j j i m[®] M - f[®] s i c i j R , k M e M i n W i L[®] u j z "

" H a g h a n[®] L e o l e ? "

" h m h ? i h d i a j[®] a j j i[®] c l q i[®] a W L i h i l[®] k - p h E f i u i c[®] u[®] R e a i[®] a j d[®] i c[®] u[®] R e[®] Y[®] m z[®] p C
j d j u W L i[®] e j[®] L C h[®] m j i u j z "

“pVj a; LjVjeC i jiz”

“phlein! jju; Nm pwp; ICm Lf? jšañ IP Mip u gm m hİL b;L Msj jVz chf,
AhdL i jmjJ, WLjJ, Q;M Q;I mjNjJ, j e eni SjNjJ, ki Mn Ljz”

HI f; k; Lbjhjañ Qmm p H Lh;IC L;SI Lbj eu, H Nofl pÂ a;I Lje; KjN
eCz

j ðV P HChil j d p s e l f b j q i l z H f k l j 1 J I L i e i f U h L i e i h é h 0 b i L E L M e i V m j u l e z l e S I ' f Q J I l h n ä p k j e , J I f l a J I p q k i N e c l a j l e l h n ä p z H C i l p i a C j ð V P L i e i S I j i l f U h f i L i L e e h i l B a n c L i S A e L c s l H i n u l i M z H h i f a i e i e f m L W J u m i H L V j f s l e a i m L J c l e f m l L i h i l l n i j m i l e e e h i l h e c h u ' L i i R m z H l e u M I Q f a e J q u N R z f i u p j u c i w l w j L ; c i m m 0 V e c f Q i s u e S 0 V j i l L e c j Q a L u c h i l A f r i j ; k - p h m i L l e k s 2 L i B h n e L a i c l B n i l c u l i M i q u R ; H j e p j u H C h i d i z p c f l a J c l L i e i V S i j i l f c M i l m q J u a p c f l u H L i V S i j a i l S e f E j c i l Q m i R m , A k i N e - E u i l z E v p q e j b i L i a j d p s e L i e c u l e z p c h e f i l v i h e S I j a i j i v Q i f i b L q w i v i h l i u a i l B L i A a q u E W m z H L V i R a J i R m z a i m L i j i m L j d p s e l c l p c f l u i f i p l i j o l e f i z i f i p k M e q i a f i u H p d e l a M e J l q p h L e c M e e q i a p u j u f i J u i k i h , j e i g j B R , a i l E f e l B a l u c l L i R j a i l u e i L i h i l N h z k y l A k i N e S i j i c V S i j i l - f c b L h i ' a l a e c j d p s e l u S e h y p m e l f i j i z h y p a i e B i h x L i l J k b i 0 b i e f Q i l L e R e z a i R i s i L i c f i l e l p L m l l j l e j h Q i u j d p s e k N i f e L i j n e l e u b i l e H C l j b e i p c q L i e L i e p ' i l a L i h i l i j l a l e c l e u i R m e z H - p L m l e c i l f i j i z A i d L i w n m i L c i l h L e i , L i z a i c l l e S I l i a l k m i B R p c q u R A z l a j J f h m a j p i r h m i l i j e l l h N i s u c J u i H L V j L i l z p q S i R m , p L i z q u R j d p s e l A p i j e e n h i u , H h w a i l M y i v Q i l e l A p q e p M e j a z j d p s e J X h X h S m M i u H C A f h i c p c m i m f l i f l j n i j 1 e f m , N i e l S m X h c h i l B L i r i u k i c l j e v i f i e L i s - l h n o A b Q q i a l L i R k i c l S m i n u e c z

j i m L L j d p s e f i L i L b i l c u i R m z r i a l B n j u L b i M m i f L i h i l m i L p e u z a i c l e S i l e h i w l L e R , B I f z L e R L i c f i l e l c i m u c h , e i l l e a i l i w L m z

j d p s e l h m 0 h i s i g l H m z l e S I i j n e l f l a j d p s e l A a l h n ä p S a j i n u i R m , B S a i l i u m i N m k , S t h e k j e i l N i s V i l A c b H L f k l u l m i C e b L B I - H L f k l u l m i C e Q i m i e L e l c u R h i z f b j T y L i l e a C h e L V j d s i p u L e l E W m z j ð V w b L i g l H p B i f p 0 l L c i l i q m i e l c u - s - i s l d j L m e m l p A l e S I L i m i l P I i Q j l L L m m i l u a L l a m i j N m z

e h f e H p M h l i c m l h f c i p l h i s b L m i L H p R c m i L l a z j d p s e t y l E w h m m , k a h m c j J , B j i l H M e p j u e c z "

e h f e j d p s e l i j h N i a L c m h a f m j ð V P H L V j A f 0 j a 0 V R z h a f m c i c i l j e H M e c h i m z c h i m e u i j h a A e c i l , c h i m l B a N i l j j r j i q f e l e u d a i l l e f d i z c i c i l B q a j e

hEljefL LWei jn B0ja LI@a Qicn H@a ehfel p%qjæ IRm eiz H B0ja k
L@C @qL @WL@aC qnz HI fhnfkN; JI j'e lad; IRm, p lad; pcfzN Nm @L@z ILR+Z
0@ Ig@ Bhil 0@ H@p cM@M JI c;c; iWLje;Juim; eij I gcN Mja; leu fja; JmVjRz
ehfe H@p cys@aC jdpce jM a@m I;rü@ IS' ipi LI@m, "Bhil iL@pl cILi?
@ajj@cl ihfc;phihd @j;šzil LI@a H@pR h#T?"

ehfe hm@m, "ei c;c; , p i u @eCz J@cl @m;LVj Hje a;si @M@u @NR @k a#j le@SJ klc
@X@L f;WjJ ah@p H-hijsj @M; qn eiz"

H Lb;VjJ jdpce@el pqe qm eiz h@m EWM, "L@s Bp@Vj ejs@mC f;@ul LjR H@p
fs@a qnz @m;LVj H@pIRm Lf LI@a?"

"@ajj@L Mhl ic@a @k ihfc;phihd LmLja; Bpi cice ifIR@u @Nmz nifl BI-HLV@
p@ a@ Bp@hez"

"BpRj BpRj, @pS@ef Bjil a;si @eCz"

ehfe hm@m, "c;c; , Ljm pLj@m 0;Vj c@ul S@ef R#V QicZ"

"@Le?"

"öe@m a#j I;N LI@nz"

"ei öe@m B@j I;N LI@hz"

"L#Lje; @L HL @S@iao@ H@pRe ay@L ic@u HLhjl i ;Néfl @r; Lj@a QicZ"

jdpce@el h@Vj ds;p@L@ EWM, C@R LIm HMeC R@V a;L LjR k;uz j@M aS@e L@
hm@m, "a#j ihnap LI?"

"pqS Ah@b;u L@l @e, i u m;N@mC L@lZ"

"i uVj iL@pl öle?"

ehfe @Lj@e; Shjh e; L@ j;bi Q@m@Lj@a m;Nmz

"i uVj Lj@L h@m;C-eiz"

"H pwpj@ @ajj@L R;si BI LjE@L i u L@l @ez iLRice @b@L @ajjil i jhN@L @cM
je p@bl q@R eiz"

pwpj@l @m;L jdpce@L hij@l j@a; i u L@ HC@V@a a;L i j@l a;cz ehfel j@M
ic@L a;L@u lexn@ë N@fl i jn @p -s-@s Vje@a Vje@a le@SI j;q;a@E Aei h LI@a m;Nmz

ehfe hm@m, "a;C HLhjl 0f@ L@ Sje@a Qic N@q Lf LI@a Qje Bjj@L le@uz BI @ale
R#VC hij @c@he @Lje@e;N;az"

"@ajjil j@a; e;@L, a#j iLR@ihnap LI e; , @noLj@m--"

"@hajil 'f@ ihnap b;L@m N@q@L ihnap L@aj e; c;c;X;šzil @k j;@e e; q;a@s@L
jje@a a;L hij@ eiz"

le@SI N@q@L k;Qic L@ @ehil S@ef jdpce@el @k filj;Z BN@q qm, @pC filj;Z Ty@SI
p@A hm@m, "m;M;fs; in@m hycl , @ajjil HC ih@ce? @k k; h@m a;C ihnap LI?"

"@m;LVjil LjR @k i @pwiqaj; I@R-- @kMj@e @k-@LE @k-@Lj@e; Lj@m S@j@R, S@j@h,

pL^{em}l L^u H^{em}Lh^{em}l ^ˆaill, pwú^a i ;oju ^{em}Mi, HI Efl ^{em}a; BI Lb; Q^{em} eiz q^{em}a q^{em}a fl^{em}r; L^{em} ^{em}c^{em}M e;Jz'

"^{em}h^{em}L^{em} i ^{em}h^{em}u k^{em}i; M^{em}ju, ^{em}lhd^{em}a; a^{em}i^{em}cl ^{em}FV i l^{em}h^{em}i S^{em}e^{em}f k^{em}bø fil^{em}j;Z ^{em}a;ji^{em}cl j^{em}a; ^{em}h^{em}L^{em}J p^{em}ø L^{em} l^{em}i^{em}Mez"

"Bh^{em}i l ^{em}pC ^{em}h^{em}L^{em}i^{em}cl h^{em}yQ^{em}h^{em}i S^{em}e^{em}f ^{em}a;ji^{em}cl j^{em}a; h^{em}h^{em}U^{em}j;eJ p^{em}ø L^{em}e^{em}z ^{em}k j^{em}i^{em}l a^{em}l Efl ^{em}ayl ^{em}k^{em}je cu^{em}j, k^{em}i^{em}L j^{em}i^{em}l a^{em}l Efl J ^{em}a;jez i ^{em}ˆpw^{em}lq^{em}a; Efl ^{em}a;ji^{em}l a^{em}fr^{em}È h^{em}h^{em}U Q^{em}im^{em}u ^{em}c^{em}M;C-e;Z'

"B^{em}uR^{em}i, ^{em}hn, L^{em}im pL^{em}i^{em}mC B^{em}j^{em}i^{em}L ^{em}le^{em}u ^{em}k^{em}u; ^{em}c^{em}Mh ^{em}a;ji^{em}l L^{em}h^{em}L^{em}j;e;J l Q^{em}im^{em}iLz'

"^{em}a;ji^{em}l ^{em}k^{em}lLj ^{em}S^{em}i l A^{em}hn^{em}ap c^{em}i; J^{em}a NZeju ^{em}N^{em}im q^{em}u ^{em}k^{em}a f^{em}i^{em}q^{em}z pwp^{em}i^{em}l ^{em}c^{em}M; k^{em}ju j^{em}je^{em}l ^{em}hn^{em}ap l^{em}i^{em}m j^{em}je^{em}l ^{em}hn^{em}ap^{em} q^{em}u J^{em}Wz N^{em}q^{em}cl J ^{em}Wl ^{em}pC c^{em}n^{em}i, ^{em}c^{em}M;e; ^{em}Le p^{em}i^{em}q^{em}h-^{em}m; N^{em}q j^{em}i^{em}e e; h^{em}m N^{em}q^{em}l gm J^{em}cl Efl M^{em}i^{em}V e;z p^{em}i^{em}ce ^{em}a^{em}i;øf^{em}h^{em}l ^{em}h^{em}i^{em}l^{em}u ^{em}a;ji^{em}cl ^{em}R^{em}i^{em}V^{em}i^{em}q^{em}h ^{em}Q^{em}s^{em}c^{em}s^{em} h^{em}i^{em}S ^{em}IS^{em}a Hm-- B^{em}i^{em}j q^{em}m h^{em}i^{em}S ^{em}Sa^{em}i c^{em}h^{em}U^{em}w ^{em}Q^{em}s^{em}V^{em}i ^{em}IRV^{em}L H^{em}p B^{em}j^{em}i^{em}l ^{em}f^{em}V m^{em}ilb ^{em}g^{em}l ^{em}kaz c^{em}i; J, HC-ph N^{em}q^{em}er^{em}el ^{em}lq^{em}p^{em}h^{em}l Efl ^{em}a;ji^{em}cl h^{em}h^{em}U M^{em}i^{em}V^{em}a ^{em}k^{em}u; e; J, HL^{em}V^{em}hn^{em}ap j^{em}e ^{em}Q^{em}M;Z'

j d^{em}p^{em}s^{em}e M^{em}h^{em} q^{em}u ^{em}l^{em}øj aq^{em}i^{em}p^{em}f -s-^{em}l^{em}s^{em}a j^{em}e;^{em}k^{em}i^{em}N ^{em}ic^{em}mz

fl^{em}ice pL^{em}im p^{em}iaV^{em}i^{em}l j^{em}d^{em}f j d^{em}p^{em}s^{em}e eh^{em}l^{em}el p^{em}Å HL pl; N^{em}iml BhS^{em}l^{em}e; l i^{em} al ^{em}ic^{em}u ^{em}h^{em}ˆV n^{em}i^{em}ø^{em}el h^{em}i^{em}p^{em}ju ^{em}IN^{em}u Efl^{em}ø^{em}baz A^{em}l^{em}i^{em} HL^{em}am^{em}i^{em}l i^{em} ;f^{em}b; O^{em}i; ^{em}m^{em}i;e;dl^{em}; ^{em}cu^{em}im rai^{em}hra, ^{em}ke p^{em}i^{em}w^{em}l^{em}aL Q^{em}j^{em}l^{em}i^{em}l^{em} B^{em}æ^{em}z; aš^{em}f^{em}i^{em}h^{em}l Efl ^{em}IRæ j^{em}lme HLM^{em}e; J na^{em}l' , HL fl^{em}ø^{em}ˆ1 LaL-^{em}m; f^{em}i^{em}b H^{em}m^{em}i^{em}g^{em} ^{em}m; S^{em}s^{em}i l^{em}i; ^{em}cu^{em}i^{em}m^{em}l N^{em}i^{em}u ^{em}inh^{em}f^{em}h^{em}l^{em}a^{em}fl HL fvz eh^{em}l^{em}e q^{em}yl ^{em}ic^{em}m, ""n^{em}i^{em}ø^{em}el^{em}Sz"" jum^{em}i ^{em}IR^{em}V^{em}i h^{em}i^{em}m^{em}f^{em}in N^{em}i^{em}u, p^{em}j^{em}el j^{em}i^{em}b; L^{em}j^{em}i^{em}e; J, T^{em}v^{em}Ju^{em}m^{em}i; L^{em}i^{em}m; ^{em}h^{em}v^{em} ^{em}Q^{em}i^{em}N^{em}i HL h^{em}f^{em}i^{em}š^{em} 0^{em}l H^{em}p Y^{em}l^{em}m; eh^{em}l^{em}e a^{em}i^{em}l O^{em}V^{em}i L^{em}l f^{em}l^{em}z j l^{em}i^{em}mz ^{em}Q^{em}q^{em}i; ^{em}c^{em}M j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l HL^{em}V^{em} i ^{em}iš^{em} 2 qu ^{em}le-- ^{em}il^{em}z^{em}ˆ c^{em}h^{em}l p^{em}Å ^{em}ch^{em}ˆ l ^{em}L^{em}i^{em}e; l L^{em}j O^{em}le^{em}u^{em}a; B^{em}R ^{em}S^{em}e i ^{em}u i ^{em}u a^{em}i^{em}s^{em}a; i^{em}s HL^{em}V^{em}i B^{em}d^{em}i^{em}B^{em}id l L^{em}j A^{em}li h^{em}i^{em}ce ^{em}p^{em}l ^{em}le^{em}mz eh^{em}l^{em}e j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l HL^{em}V^{em} ^{em}Wl^{em}š^{em} ^{em}S^{em}e; j^{em}l^{em}o^{em}fl p^{em}j^{em}e d^{em}i^{em}a^{em}C ^{em}p^{em}V^{em}i AN^{em}i^{em}q^{em}l L^{em}l n^{em}i^{em}ø^{em}el j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l q^{em}a ^{em}c^{em}M^{em}a Q^{em}i^{em}C^{em}mz L^{em}i^{em}W^{em}l h^{em}i, ^{em}b^{em}l L^{em}i^{em}NS-L^{em}m^{em}j ^{em}h^{em}i L^{em}l ^{em}le^{em}u ^{em}le^{em}S HL^{em}V^{em}i Q^{em}e^{em}2 ^{em}a^{em}ill L^{em}l ^{em}le^{em}mz j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l j^{em}MI ^{em}ic^{em}l ^{em}Q^{em}u h^{em}m^{em}, ""f' j h^{em}N^{em}i"" j d^{em}p^{em}s^{em}e ^{em}ilR^{em} h^{em}ˆ^{em}h^{em}l^{em}e e;z ^{em}S^{em}e; j^{em}l^{em}o^{em}fl B^{em}p^{em}ml fh^{em}ˆ^{em}-e^{em}a -e^{em}a BE^{em}s ^{em}N^{em}m, L^{em}h^{em}N^{em}i, Q^{em}h^{em}N^{em}i, V^{em}h^{em}N^{em}i, ah^{em}N^{em}i, fh^{em}N^{em}i H^{em}a^{em}J j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l h^{em}h^{em}U ^{em}M^{em}im^{em}p^{em}i q^{em}m e;z ^{em}S^{em}e; j^{em}l^{em}o^{em}fl h^{em}m^{em}, ""f' j h^{em}Z^{em}i"" j d^{em}p^{em}s^{em}e ^{em}dk^{em}l d^{em}l Q^{em}f L^{em}l l C^{em}mz ^{em}S^{em}e; j^{em}l^{em}o^{em}fl B^{em}J^{em}s^{em}m, f, g, h, i, j, z j d^{em}p^{em}s^{em}e HI ^{em}b^{em}l HCV^{em}l ^{em}h^{em}ˆ^{em}h^{em}l^{em}e ^{em}k, i ^{em}ˆj^{em}l^{em}e h^{em}l^{em}i^{em}l^{em}z^{em}i f^{em}b^{em}j Ad^{em}l^{em}ju ^{em}b^{em}l^{em}C a^{em}l p^{em}w^{em}lq^{em}a; ø^{em}l; L^{em}l^{em}Rez H^{em}e p^{em}ju ^{em}h^{em}ˆ^{em}V n^{em}i^{em}ø^{em}el h^{em}m E^{em}W^{em}m, ""f' ; r l l w z"

eh^{em}l^{em}e Q^{em}i^{em}La q^{em}u j d^{em}p^{em}s^{em}e^{em}l L^{em}i^{em}R Q^{em}f Q^{em}f h^{em}m^{em}, ""h^{em}ˆ^{em}T^{em}IR c^{em}i; Jz'

"L^{em}f h^{em}ˆ^{em}h^{em}l^{em}e?"

"f' j h^{em}N^{em}i f' j h^{em}Z^{em}i, a^{em}l f^{em}l f' Ar l j -d^{em}p^{em}s^{em}c-ez S^{em}ˆ^{em}-N^{em}q^{em}l A^{em}a^{em} L^{em}f^{em}ju ^{em}lae^{em}V fyQ HL S^{em}ju^{em}N^{em}ju l^{em}j^{em}ˆ^{em}m^{em}Rz"

j d^{em}p^{em}s^{em}e ^{em}U^{em}l^{em}az h^{em}i^{em}f j^{em}i^{em}u e; J l^{em}M^{em}h^{em}i La q^{em}i^{em}S^{em}i l h^{em}R^{em}i B^{em}ˆ^{em}NC e; J l^{em}i^{em}z i ^{em}ˆj^{em}l^{em}e l M^{em}ia^{em}ju!

eræcl H Lf Lj™! a; f qahÜ qü öe Nm JI Sthel pwrç Aafa Claqip
pwú'a i ;oju lIQaz i ;o; ka Lj hfm, i š² aaC ths Ewmz Sthev; BN;N;si Gioh;LÉ
jšalj jez leSI hLI Efl qja hmü cMm, cqV; Aex;I -IhpNÑ-aiUa-fäfuI jpm;
lcu ail Ljeü aF;h'e mM; HLV; f;bl j'az a; fl ch I no Lb;V; HC k,
jdpçel O HLV; mrÉI Ahi Ñh qh hm fñ q'aC O Ai jhefu p; jNEI pDeiz
Aðfice qm läle HpRe ehhdL Bñü L'z HMe bL p;hd;ez Lee; Cle kic jexf;si
f;je, i jNE Lfa qhz

h^V niðæf hm, L;fL mrZ cM; lcüRz SjaL kic HM;ej paLÑej qu ihfc ths
Qmhz jdpçe Üña qü h p lCmz j'e f's Nm ihh;ql iceC fLj™ pç j'eg;I Mhl ;
BI a;I Luicel j'ðfC HC fl;I hz mrÉ üuw Bpe p;V; p; jNE, ilz' a;I c;luaM; Lj
i uwLI euz

gIh;I pju jdpçe Njls'a Üi qüC h p lCmz HL pju ehfe hm Ewm, "I h^V
niðæfL Lb; HLV; ð ihñp LII e; IeðQu J L;I; L;R bL 'aj;I p;Ü'Mhl f'üRz"

"i jll hÜ 'aj;I! kM;e ka j'jeo BRR BÑi ;N a;I Mhl Ieü eM lcR; p;S;
Lb; ilLej!"

"j'jeo S;Ih;I BNC a;I L;IV L;IV L;ü mM;I Qü HV; A'eL p;S;I! i L;je Ha
L;NS f;he L;bu, BI h^V üj;el I O Ha S;uN; qh Lje L'?"

"HL BQs q;S;IV; Lb; ImM'a S;e'ae ayl;Iz"

"Apñhz"

"k; 'aj;I hÜ'a L;mu e; a;C Apñhz i jll 'aj;I p;u;ð! HMe aLÑ' eM c;J, p;ice
J'cl h;ls bL k pl L;I H;PIRm, a;L a;Ij IeS INü X'L H'e;Z BSC, c;II L;I; e;Iz"

c;I;L WILü eh'eI j'eI Ii a;IV;A AaÉ;¹ AüÜ'h;d q'a m;Nmz g;I;V; Ha pqS, HI
pgma;V; c;I;I f'r Ha q;I;f;LI k, a;IC Ajk;I;c;u J'L m< j J Lø lcMz c;I;L
Ef;Iðbaja R;V; A'eL g;I;L A'eLh;I lc'a qüR, ilR'aj'e qu Ie; ilz' Ha L'
p;I;Sü Hah;si g;I;L N's 'a;I;I Nöe JI IöšL AöIQ L' eM lcMz

jdpš^{el} je b^L j^U HLVⁱ i jⁱ Nm^eej, Ba^Nhⁱ i jⁱ-- k^LWⁱ N^h-hⁱd
 JI İhLⁱhⁱ M^Aedİš^L L^hmC fⁱbl-Qⁱfⁱ İc^uRz L^jđ fⁱla JI je kMe j^đ aM^ei pC
 İh^qh^ajⁱ İhⁱÜ^ü İi a^q İi a^q Q^miRm msⁱCz kaC AeeNⁱa q^u L^jđ LⁱR dⁱj İc^uR,
 aaC İe^SI A^NiQ^q L^jđ 'f^q JI e^zid S^jRz Hje pju üuw eræ^ci LⁱR b^L kMe
 B^cn Hm^k, mrİ H^pRe O^q, ay^L M^hn LI^a q^h, pLm à^çAO^q İN^u JI c^qje ke
 qⁱjⁱ' a q^u E^Wm; hⁱl hⁱl Bfe j^e Bhİš LI^a mⁱNm-- mrİ, B^jiⁱC O^q mrİ,
 B^jiⁱ i j^Uİfⁱl j^ez C^qR LI^a mⁱNm-- HMeC pj^U' p^wLⁱQ i jⁱp^u İc^u L^jđ LⁱR Ü^üa
 Sⁱje^u B^p, h^m B^p, "kⁱc^u Lⁱje; i m L^q bⁱİL, Afⁱid İe^ui e^z" İL^z° BS BI pju
 e^C, h^hpⁱul i j^ePe pⁱhⁱl LⁱS HMeC Bⁱf^p R^va q^h, hⁱs^a q^u k^hi^l AhLⁱn
 f^kİ^z S^wm e^z

H İc^L pj^Uİce L^jđ j^el j^de^f e^aimfⁱs Q^mRz p^p Sⁱe Lⁱm cⁱj B^phe, nⁱİfⁱl ayⁱ
 Ap^öbz ayⁱ p^A c^mi^vi p^qS q^h İL eⁱ İeİÖQa Sⁱehⁱl S^ef^e je Ec^ühN^a q^u B^Rz eh^e
 Lⁱbⁱju LⁱS N^R, HMeⁱ Hm e^z p^p İexp^q Sⁱea BS üuw jdpš^e H^p hEⁱe^fL pLm
 İL^j f^pæ LI^h; B^Ni j^N Lⁱje; Bⁱ j^p İc^u İpⁱ Â LI^a Qⁱu e^z

BS Rⁱa h^phⁱl p^hndⁱ İRm e^z Lⁱm p^aİj b^L q^j O L^q B^R, BS c^fđ b^L İv^üİv^üf^ü
 L^q hⁱø öⁱ! qmz n^faLⁱmⁱ hⁱcmⁱ, Aİeİ^uRa Aİaİbⁱ j^ea^z j^q IP^ec, hⁱø^a dİe^ec,
 İi^S hⁱaⁱp^vi ke j^ejⁱ, p^kİ^miL^qİe BLⁱnⁱ c^ef^e fⁱb^he p^wLⁱQaz İpⁱs b^L E^WC
 hⁱhⁱl O^q vⁱL^hi^l f^b k^L YⁱLⁱ Rⁱc B^R p^cMⁱe L^jđ jⁱV^a h^pz b^L b^L Nⁱu hⁱøⁱ
 R^yV B^pRz BS HC Rⁱuⁱç^mi^e Bâİ HL^u İc^e L^jđ j^e qm, aⁱl İe^SI S^he^vi aⁱL
 ke ASN^q İ j^eaⁱ İN^m g^mR, aⁱlC L^çš^z SW^q İ İ^üaⁱl j^de^f LⁱbⁱJ HLV^jæ g^yL
 e^Cz k^e ç^ai^j J^L i m^u BS HC İeⁱfⁱju eⁱlⁱn^el j^de^f H^e g^mm aⁱl E^fq k^L Aİi j^e
 JI j^e d^yuⁱİ^uRm BS p^vi e^zİdⁱ B^{re} S^İm E^Wmz q^Wv^u â^a E^W fsmz X^u M^m hⁱ
 LI^m p^c k^Nmⁱ fⁱ fvz İİPe qⁱn^j İRV İc^u p^vi qⁱsⁱz

p^c fv BS J eø L^q g^ma Qⁱuz ke Q^evLⁱl L^q h^ma Qⁱu, e^ai^jİL Bİj HLV^đ
 İhⁿİp Lİİ e^z qⁱa Ly^fR, aⁱç Nİ^İ M^ma fⁱl^R eⁱ; VⁱeⁱVİe^a p^vi B^qi B^V q^u E^Wm,
 Adİfⁱ q^u c^ya İc^u İR^ys g^mmz Ajⁱe İQⁱfİİQa p^c j^İaİ Aeⁱh^a q^ac BI p^p bⁱL^a
 fⁱl^m eⁱ; aⁱL h^L Q^f d^q L^yc E^Wmz LⁱWⁱ g^j h^L ka hⁱS aaC B^qi hⁱn Q^f
 d^qz

Hje p^ju hⁱhⁱl O^q Hm j^đm^e h^qi^j İh^Rje; LI^az n^fa Ly^fR aⁱl qⁱaz Nⁱu HLMⁱe;
 S^Ez^N j^umⁱ İe^fi^lz jⁱbⁱu VⁱL, İN^vfⁱ, Nⁱm h^pi, İLR^Li^ml eⁱ-L^ji^ei L^yQⁱfⁱLⁱ cⁱs q^uQⁱ

MyQ; q@ EWRz AelaL;im fšhC p jÉmlluju i ANIRm, nIFl IŠ² eC hmC qu,
X;Š²;I hmiRm L;S RRS İc@ c@h k@a, İLz°İeuđ İeulaz

Lj=hm@, "nfa LI R j dmf?"

"qy j; , hijcm L@ W;TM; fS Rz"

"Nlj L;fs eC @aj;il?"

"Ma;h f;h;il İc@e j q;il;S; İc@İR@me, e;lal Myipl @hj;il q@aC X;Š²;@I Lb;u a;İL İc@İR j;iz"

Lj=HLİV f@;İ@e; R;C I@PI B@m;u;e f;@nl 0@I Bmj;il @bL @nl L@ H@e hm@,
"Bj;il HC L;fsİV @aj;İL İcm;iz"

j dmf Ns q@ hm@, "j;f L@; j; , j q;il;S; İ;N LI @hez"

Lj d j@e fS @Nm, H hijS@a cu; LIh;il fb pwLzN İLz° W;L@I L;R @bL İeSI
S@eİJ k JI cu; Q;C, fZİLjNaj;lc fbz Lj=ri@i I pÂ B@m;u;eV; j;İV@a @g@m İc@mz

j dmf q;ia S;is L@ hm@, "İ;e;f; j; , a;ij j; mrË, İ;N @;İ@; e;iz Nlj L;fS Bj;il
cl;L;il qu e;iz Bij b;İL yL;hlc;@I 0@I , @M;İe N;jm;u -@ml B-e, Bij @n Nlj
b;İLz"

Lj=hm@, "j dmf, ehfe W;Ld@f; kİc hijS H@p b;İLe ayL @XL c;Jz"

ehfe 0@ Y@aC Lj= hm@, "W;Ld@f; , @aj;İL HLİV L;S LI@aC q@hz h@m; ,
LI@?"

"İeSI Aİeø kİc qu HMeC LIh, İLz°@aj;il Aİeø q@m İLR@aC LIh e;iz"

"Bj;il BI La Aİeø q@h? Bij i u Lİl e;iz" h@m İeSI q;ia @bL @j;V; @p;e;il
h;im;S;is; M@m hm@, "Bj;u HC h;im; @Q c;ç;il S@eİ üÜtue LI@a q@hz"

"İLR@c;ll;il q@h e; , hEİ;e;f, a;ij ayL k İŠ² L@; a;ilc fZİ fİa j q@aİayl S@eİ
üÜtue q@Rz"

"W;Ld@f; , c;ç;il S@eİ BI İLR@ LI@a f;il h e;iz @Lhm kİc f;il @çaj;il à;İl ayL S@eİ
@ph; @f;İR@ @çz"

"@aj;İL İLR@LI@a q@h e; , hEİ;e;f; Bj;il; @phL BİR Lf LI@a?"

"@aj;il; Lf LI@a f;il h@m;?"

"Bj;il; f;İfù, f;İf LI@a f;İlz a;ç L@J kİc @aj;il @;İ@e; L;S m;İN a; q@m def
qhz"

"W;Ld@f; , H Lb; İe@ W;İ; @;İ@; e;iz"

"HLV@ W;İ; euz fZİ LI;il @Qu f;İf LI; A@eL nš² L;S, @çaj; kİc a; h@a f;İle
a; q@m f;İú;il @çhez"

ehf@el Lb;il i;@ @çaj;il fİa E@fr; L@fe; L@ Lj d j@e üi;ha B0;a m;İN@a
f;İa, İLz° a;il c;ç;J k j@e j@e @çaj;L nÜ; L@ e; , HC Aİ İŠ²İ 'f@ @p İ;N LI@a
f;İl e; k; R;İV; @ml ç@;il 'f@J j;İul k;je pL@aL @eq, HCİLj Afİ;@İl 'f@

JIJ ƆpC i jhz

Lj ƆHLV Ɔmje qjlp ƆqƆp hmƆm, "WjLd Ɔfi, pwpj Ɔaj l; le ƆSI ƆSj ƆLjS LI Ɔa fjl; Bjj Ɔcl Ɔk ƆpC le ƆSI ƆSjl MjVjhjl ƆSj ƆeCz kj Ɔcl i j Ɔmjhjlp AbQ ejNm Ɔj Ɔm ej, aj Ɔcl LjS LIh Lf L Ɔl? Ice Ɔk LjV ej, ƆLjbj Ɔk l; Ɔj MjS fjC Ɔez Bjj Ɔcl Lf cu; LIhjl ƆLjbj ƆLE ƆeC?"

eh Ɔel ƆQjM S Ɔm Ɔi Ɔp EWMz

"cjcj ƆL E ƆYn L Ɔl Bjj ƆL ƆLR ƆLI ƆaC q Ɔh WjLd Ɔfi, ƆLR Ɔic ƆaC q Ɔhz HC hjm; Bjj l j; Ɔul, ƆpC Bjj l j; Ɔul q ƆuC H hjm; Bjj l Ɔchaj ƆL Bjj Ɔchz"

"Ɔchaj ƆL qj Ɔa L Ɔl Ɔc Ɔa qu ej hEl jef, lale Hj le le Ɔu ƆRez c Ɔce A Ɔfr; L Ɔl; klc ƆCM lale f Ɔæ qe le, aj q Ɔm kj hm Ɔh ajC LIhz Ɔk Ɔchaj Ɔajj ƆL cu; L Ɔle ej aj ƆLJ Ɔi jN Ɔc Ɔu Bphz"

Ij Ɔe A ƆLj l q Ɔu Hm-- hjC Ɔl Ɔpjs Ɔa l ƆpC fl ƆlQa S Ɔaj l n Ɔz eh Ɔe Qj ƆL EWM, h ƆƆm cjc; Bp ƆRz fj Ɔm Ɔu ƆNm ej, pjqp L Ɔl cjcj l S Ɔef A Ɔfr; L ƆlC lCmz H Ɔc ƆL Lj Ɔd je HLj Ɔa Ɔa Ɔle l Ɔlanu pW L ƆQa q Ɔu EWMz HC Ach Ɔe Ɔh Ɔl; Ɔdl dj, j; Vj Hj e f Ɔhm Ɔh ƆN kME aj l f Ɔaf ƆL ej Ɔs ƆL Qj ƆL Ɔu a Ɔm Ɔm h Ɔs; i u qmz H fj f ƆL e aj ƆL Ha c Ɔslu hm Ɔf Ɔu h Ɔp ƆR?

qWjv Lj Ɔeh Ɔe ƆL ƆS' j; pj LI Ɔm, "WjLd Ɔfi, LjE ƆL Sje Ɔkle Bjj ƆL - l; l; j Ɔaj Ɔl Ef Ɔcn Ɔc Ɔa fj Ɔel"

"L Ɔ q Ɔh hEl jef?"

"le ƆSI je ƆL le Ɔu Ɔk Ɔf Ɔl EWR Ɔez"

"p Ɔaj j l j Ɔel Ɔc; Ɔo euz"

"lhfcv; hjC Ɔl, Ɔc; Ɔv; j Ɔel, cjcj l Lj ƆR HC Lbj hj l hj l Ɔe ƆelRz"

"aj j l cjc; Ɔaj j ƆL Ef Ɔcn Ɔc Ɔhe-- i u ƆLj Ɔl; ejz"

"pice Bjj l BI Bp Ɔh ejz"

j d Ɔp Ɔe l Ɔhouh Ɔl p ƆA aj l i j Ɔmjhjpl Bfp q Ɔu Ɔk ƆaC ƆpC i j Ɔmjhjpi j d Ɔp Ɔe l pj Ɔl LjSLj Ɔl Ef l Ɔc Ɔu Ɔc Ɔe Ef ƆR h Ɔu Ɔk Ɔa mjNmz Lj Ɔd p Ɔcl j ƆM aj l i j ƆN Ɔl hl j i u c; Ɔez fl j i h l V ƆL V kj Ɔh BSC Ɔfm aj l Bi j; pz Lj m kj l; j hl; Ɔl; ja Ɔc ƆulRm BS aj ƆlC j Ɔd ƆLE ƆLE p Ɔl Ɔg Ɔl Ɔu J ƆL ƆQ ƆW Ɔm ƆM ƆRz j d Ɔp Ɔe ƆkC aj m ƆL v; le ƆSI ejj ƆL Ɔe Ɔehj l f Ɔl; jh LI Ɔm Aj le Lj Ɔl; Lj Ɔl; j Ɔe qm, WLMj h ƆTz ƆLE ƆLE Hj eJ i jh fl; l; n LI Ɔm Ɔk, Lbj; v; BI-HLh; l ƆhQ; l LI; EIQaz

Nl qj ƆSI Af l; Ɔd Bif Ɔpl c; Ɔl; ju Ɔel A Ɔd ƆL j; Ɔpl j; Ɔc Ɔe Lj; v; iN ƆulRm, BS ƆVig Ɔel pj u j d Ɔp Ɔe l fj S Ɔs Ɔu dlh j; Ɔe j d Ɔp Ɔe aj ƆL j; Ɔf L Ɔl Ɔc Ɔmz j; Ɔf LIhjl j; Ɔe le ƆSI f ƆLV Ɔb ƆL c; Ɔl; ju Ɔel r Ɔaf ƆZ; klcQ Mj a; ju S Ɔl j; Ɔe; l Ɔu ƆNmz leu Ɔj l h Ɔafu qhjl ƆS; ƆeCz

BS ƆLI Ɔce v; j d Ɔd f Ɔr h Ɔs; B ƆQ Ɔk Ɔl Ɔce z hjC Ɔl BL; n v; j Ɔ Ɔ Ɔ Ɔm; j, Ɔv Ɔf Ɔl v Ɔf Ɔl Ɔl

hřo fs[®], ĩLz[°]H[®]a L[®] JI ĩi a[®]II Be^¾ B[®]i hĳs[®] ĩc[®]mz Bĳfp b[®]L ĩg[®] H[®]p
I[®]e Bq[®]II pj[®]ul f[®]h[®]ĳ f[®]k[®]ĳ¹ jdp[®]ŝe hĳc[®]II O[®] LĳVĳaz ĩh[®]ul f[®] Luĳce Apj[®]
ĳeu[®]JI ĩh[®]ĳ[®] A^¾xf[®] kĳhĳ ĳhmĳu ĳmĳ[®]LI c[®]ĳ[®] এডাবার Q[®] L[®] R[®]z BS pn[®]e f[®]c[®]r[®]f
hĳsp[®] phĳc[®]L[®] ke Sĳĳe[®] ĩc[®]a Qĳc[®]m[®] k, p[®] Q[®]m[®]R Lĳ[®] p[®]Ā[®] c[®]mĳ LI[®]az BS h[®]ĳ[®]R
fĳbh[®]l ĳmĳ[®]L J[®]L Do[®]ĳ LI[®]a fĳ[®] Hah[®]s; JI p[®]ĳ ĳN[®]ĳ

MĳĳeLr[®]ZI S[®]e[®]f hřo d[®]l[®] V[®]Rz aM[®]eĳ ph O[®] B[®]mĳ S[®]ĳm ĩez Bĳ^¾h[®]s d[®]e[®]Q qĳ[®]a d[®]e;
ĳc[®]u ĳhsĳ[®]R, HLVĳ QĳĳĳQ[®]L E[®]Wĳ[®]eĳ E[®]f[®]II BLĳn b[®]L m[®]eS[®]ĳmĳ A^¾xf[®]II fb f[®]k[®]ĳ¹
L[®]hmC Q[®]e²f[®]b O[®]d[®]Rz hĳĳ[®]ĳu fĳ ĳ[®]m ĳc[®]u cĳp[®]lĳ; FI[®]ĳ E[®]f[®] f[®]ĳ[®]l[®] pm[®]a fĳLĳĳ[®]Rm,
aĳsĳaĳs E[®]W[®] Q[®]ĳVĳ V[®]e[®] c[®]s ĳc[®]mz fĳ[®]ul n[®]e[®] f[®]u Oĳ b[®]L ĳĳĳ[®]u Hm n[®]ĳĳ[®]ĳ[®]l[®]ĳ, qĳ[®]a
hĳVĳ[®]a ĳRm fĳez jdp[®]ŝe Bĳfp b[®]L H[®]m ĳeu[®]ĳĳa HC fĳe p[®] hĳc[®] fĳĳ[®]u ĳcaz phĳC
Sĳ[®]e, ĳWL jdp[®]ŝe[®]l ĳĳ[®]Qĳ j[®]aĳ fĳe n[®]ĳĳ[®]ĳ[®]l[®]ĳ pĳS[®]a fĳ[®]; HC[®] Sĳeĳ j[®]d[®]e B[®]i
ĳLR[®]HLV[®] Sĳeĳ Cnĳĳ ĳRmz p[®]C[®] S[®]ĳ[®] f[®]b[®]l j[®]d[®]e n[®]ĳĳ[®]ĳ[®]l[®]ĳ j[®]d[®] pĳ[®]e hĳVĳ M[®]m hm[®]m,
"WĳL[®]d[®]fĳ, aĳĳĳ fĳe pĳSĳ B[®]R ĳe[®]u kĳJ[®]" B[®]N q[®]m HC E[®]fm[®]r c[®]Vĳ-HLVĳ Lbĳ qa,
BI p[®]C Lbĳu A[®]d[®]f HLV[®]ĳj[®]d[®] ĳ[®]p[®]l B[®]ĳS[®]J mĳN[®]az BS L[®]f q[®]m[®]L Sĳ[®]e fĳ[®]R c[®]ĳ b[®]LJ
n[®]ĳĳĳ ĳ[®]yu[®]Q mĳ[®]N p[®]C[®]V Hĳs[®]u fĳe eĳ ĳe[®]u jdp[®]ŝe a[®]Q[®]m[®] N[®]mz n[®]ĳĳĳ h[®]sĳ h[®]sĳ
QĳM[®]c[®]Vĳ Aĳĳĳ[®]e S[®]ĳm E[®]W[®]m, aĳ f[®]l[®] eĳ p[®] N[®]m Anĳ[®]S[®]ml ĳĳĳĳ ĳĳĳĳ ĳ[®]gyVĳuz A^¾kĳĳ[®]ĳ[®]
Sĳ[®]e[®] n[®]ĳĳĳ[®]l[®]ĳ jdp[®]ŝe[®]L ĳĳ[®]mĳh[®]p[®]z

jdp[®]ŝe O[®] Y[®]ĳ[®]aC eh[®]fe Lĳ[®]d[®] fĳ[®]ul d[®]mĳ ĳe[®]u E[®]W[®] cĳĳ[®]s[®]u hm[®]m, "ĳĳ[®] ĳbĳ j[®]e
ĳCm, M[®]yS L[®] c[®]Mh[®]z" cĳĳ[®]L hm[®]m, "hEĳĳe[®]f ĳĳ[®] ĳĳ[®]R b[®]L nĳ[®]ĳe-E[®]f[®]c[®]n[®] o[®]e[®]a Qĳez
Bĳĳ[®]cl ĳĳ[®]WĳL[®]d[®] B[®]Re, ĳLz[°]--"

jdp[®]ŝe E[®]ŝS[®]eĳĳ ü[®] h[®]m E[®]W[®]m, "nĳ[®]ĳe-E[®]f[®]c[®]n[®]! Bĳ[®]Rĳ p[®] c[®]Mh HMe, aĳĳ[®]ĳ[®]L ĳLR[®]
LI[®]a q[®]h eĳ"

eh[®]fe Q[®]m[®] N[®]mz

jdp[®]ŝe BS pj[®]Ü[®] fb j[®]e j[®]e B[®]hĳš LI[®]a LI[®]a H[®]pĳRm, "h[®]sĳhE, aĳĳ H[®]p[®]R
Bĳĳĳ Oĳ B[®]mĳ q[®]u[®]Rz" HĳLĳ ĳĳ[®]hĳ ĳbĳ hm[®]hĳ Aĳĳĳ[®] JI H[®]L[®]hĳ[®]ĳC[®] e[®]c[®]z aĳC ĳWL
L[®]ĳĳRm, O[®] Y[®]ĳ[®]LC ĳ[®]adĳ eĳ L[®] f[®]bĳ[®] T[®]y[®]LC p[®] hm[®]h[®]z ĳLz[°] eh[®]fe[®]L c[®]MC[®] LbĳVĳ N[®]m
W[®]Lz aĳĳ E[®]f[®] Hm nĳ[®]ĳe- E[®]f[®]c[®]n[®]l f[®]p[®]Ā, JI j[®]M ĳc[®]m H[®]L[®]hĳ[®]ĳ h[®]a L[®]ĳz A^¾ĳ[®] k[®]
B[®]uĳSeVĳ QmĳRm, HC HLV[®]mĳĳe hĳdĳ[®]aC ĳeĳÜ[®] q[®]u[®] N[®]mz aĳĳ fĳĳ Lĳ[®]d[®] j[®]M c[®]M[®]m HLVĳ
ĳ[®]ul ĳĳ[®]h, c[®]qĳ[®]eĳ HLVĳ p[®]w[®]LĳQz A[®]e[®]fĳce q[®]m HVĳ Qĳ[®]M[®] fsa eĳ BS JI j[®]e k[®] HLVĳ
B[®]mĳ S[®]ĳm[®]R aĳ[®]a c[®]Mhĳĳ nĳš² q[®]u[®]R f[®]hm, Lĳ[®] p[®]d[®]ĳ[®] ĳQ[®]ŝĳ ĳ[®]fnĳ[®]hĳd q[®]u[®]R p[®]ŝ[®]ĳ[®]
BS[®]LI ĳc[®]eJ Lĳ[®]d[®] j[®]e HC ĳhĳ[®] M[®]aĳ, HVĳ JI Lĳ[®]R ĳe[®]u[®]ĳ AĳhQĳĳ h[®]m W[®]Lmz ah[®]ĳ[®]e j[®]e
fZ LI[®]m ĳhQĳma q[®]h eĳ, ĳLz[°]kĳ p[®]q[®]S q[®]a fĳĳa p[®] BI p[®]qS ĳCm eĳ

HLV[®]Q[®]f L[®] b[®]L jdp[®]ŝe hm[®]m, "h[®]sĳhE, Q[®]m[®] k[®]a C[®]p[®]R LIR? HLV[®]z bĳL[®]h[®]
eĳ?"

jdp[®]ŝe[®]l ĳbĳ BI aĳĳ N[®]mĳĳ ü[®]l ö[®]e Lĳ[®] ĳĳ[®]hĳ[®]ĳ az hm[®]m, "eĳ, kĳh[®] Le?"

""a; j; l S e f HLIV iSlep H e i R M m c M i z" h m a; l q; a R; v; HLIV p; e; l L v; i c m z

L v; i M m L j m c M m c; c; l c J u; p c e f m; l B w i v z h l i j d e d L U L e E W m, i L L i h e; h e f m e; z

""H C B w i v a; j; j u f i l u i c a c h?"

L j m q; a h; l s u i c m z j d p s e L j d q; a L; m l E f l d e M h B u B u B w i v f l; a m; N m z C p R L e C p j u i e m H L v h i n z a; l f e l q; a i v a m d e Q e; j; M m, h m m, ""i m L e i R m j a; j; l q; a l B w i v M m i e u z a; j; l q; a L; e; j S q l a L; e; j c; j o e c z"

L j d L j; l m H l u L j i h i j a q a z R m j e o l j a; j L j d H C i h o j u l i j h c m j d p s e l m; N m i; m; z c; e; v; k p; j; e f e u L j d j m i; h a; p o f o z i L e j d p s e B e; j; i L R a q; a e M R, p c v f l; j n L i m; h m m, ""a; j; c l h; l s l L; m j m s e H p R, a; l c M a Q; j?"

L j d j m E < i n q u E W m z h m m, ""L; m e; j!"

""a; l x l i c z a; j; l; l b; h; a l L j, a a r z B i j m u B i p n z"

L a' a; j u L j d Q; m R m u R m u L e H m z

Q;V[®]SÉ Sij c;I[®]Cl p[®]Â L;im[®] f[®]d;oj[®]e[®]z;ij L p[®]žaz pj[®]Ů' ih[®]n[®]Ů'pl L;S HI q;ia ĩc[®]u[®] p[®]çfæ quz HI[®] L;e; HL f[®]h[®]f[®]d;io Q;V[®]SÉ[®]Cl S[®]e[®]f[®] S[®]m[®] M[®]V[®]Rz L;im[®]BS ĩhf[®]ç;pl q[®]u[®] HL ĩLĪŮ' p[®]e ĩc[®]u[®] ĩlpc ĩe[®]a j[®]dp[®]ç[®]e[®]l BĪf[®]p H[®]pĪRmz[®] h[®]v, N[®]h[®]Z[®] fĪl f[®]ç[®] Q;q;I; j; Dov LV; XÉ;hXÉ;h; Q;M, a;I Ef[®] T[®]çL-fs; Q;ij n L;Q;f;L; Q;j;V; i[®]d;I, j[®]Ů' Oe f;L; N;yg AbQ j;ib;I Q;m f;ju L;Q;I, pk[®]a[®]Ā[®]L;Q;I[®]e; n;I;ç[®]f[®] d[®]āa f;I; Hhw f[®]Ī[®] f[®]Ī[®]h;Q;I j[®]k[®]Īç; I r;I Ef[®]k[®]š[®] f[®]d;I[®]e; c;Ij S;Ij u;I N;I[®]uz B[®]p[®]m HLV; BwĪV-- a;I f;Ib;Iv;[®] eq;ia L; j c;Ij euz

L;im[®]0[®] f[®]Īhn L;I[®]a L;ç[®]a;I[®]L f[®]Z; j L;I[®]mz c[®]S[®]e h[®]p[®]m L;I[®]f[®]ĪVĪ Ef;Iz L;im[®]hm[®],
 "R;I[®]V; M[®]L, HC[®] a;I[®] p[®]Īce Q[®]m H[®]m ĩcĪç, ĩLç[®] j[®]e q[®]ĪR[®] ke La hvpl[®] cĪM ĩez"

"c;Iç; L; j e B[®]R B[®]N h[®]m;Iz"

"h[®]s;Ih;h[®] S[®]e[®]f[®] h[®]S; i jhe;u[®] L[®]V[®]Rz a[®]ç[®] k[®]Īce Q[®]m H[®]m a;I f[®]ĪI ĩc[®]e M[®]h h;S;Ih;I[®]S q[®]u[®]ĪRmz ĩLç[®] Ap[®]ñh[®] S;I;I[®]m; nĪfĪ ĩLe;I, c[®]M[®]a c[®]M[®]a p;I[®]ç[®] ĩe[®]mez X;š[®];I;I; B[®]ŮQk[®] q[®]u[®] N[®]Rz"

"c;Iç; L;im B[®]p[®]Re?"

"a;Iç L; b;I Rmz ĩLç[®] B[®]ç; c[®]V; ĩce c[®]ĪI q[®]h[®]z f;I[®]Z[®] j f[®]S[®]R, pL[®]m ay[®]L h;Iz L;I[®]m, L[®]f S;Ie kĪç B;h;I S[®]Ī B[®]pz[®] p[®] ke qm, ĩLç[®] a[®]ç[®] L; j e BR ĩcĪç?"

"BĪj[®] h[®]n i j;ç;C BĪRz"

L;im[®]ĪLR[®]hm[®]a C[®]ĪR L;I[®]m e;I, ĩLç[®] L;ç[®] j[®]ç[®]MĪ[®] p[®] m;IhZÉ[®] N[®]m L;I; b;Iu? Q;I[®]MĪ e[®]f[®]Q L;I[®]m[®] Le? A; j e ĩQLe IP a;I g[®]ĪL;I[®]ç[®] q[®]u[®] N[®]m L[®]f S[®]e[®]f[®]? L;ç[®] j[®]e HLV; f[®]h[®]AS;N[®], p[®]V; p[®] j[®]M g[®]V[®] hm[®]a f;I[®]R e;I, "c;Iç; B; j;L[®] j[®]e L[®] ĩL ĩLR[®]hm[®] f;I[®]ç; ĩe?" a;I p[®]ç Ah[®]š[®] f[®]Īh[®] Eš[®]ĪI j[®]a;Iç[®] ke L;im[®]hm[®], "h[®]s;Ih;h[®] B; j;I q;ia ĩc[®]u[®] a;I j;L[®] HLĪV ĩSĪep f;I[®]W[®]Rez"

L;ç[®] h[®]ÉNÉ[®] q[®]u[®] hm[®], "L[®]f f;I[®]W[®]Re, LC[®] p[®]?"

"p[®]V; h;ç[®]Ī[®] Q[®]M H[®]pĪRz"

"Be[®]m e;I Le?"

"h[®]ĪŮ' q;I[®]u[®] e;I ĩcĪç j; q;I; S;I hm[®]e, ĩale ĩe[®]S ĩe[®]u[®] B[®]p[®]hez"

"L[®]f ĩSĪep h[®]m; B; j;L[®]"

"Īe[®] k[®] B; j;L[®] hm[®]a h;Iz L;I[®]mez[®] 0[®]ĪI Q;I[®] ĩc[®]L a;I L[®]u[®] L;im[®]hm[®], "h[®]n B[®]çĪ k[®]a[®]Ā[®]a;I j;L[®] Q[®]M[®]R -- h[®]s;Ih;h[®] ĩN[®]u[®] hm[®], La M[®]h[®] q[®]hez f;I[®]ç[®] c[®]Īce a;I j;I M[®]hĪ[®] f[®]a c[®]ĪI q[®]u[®] ĩale h[®]S; RVĪçV[®] L[®]Ī[®]Rez X;ç[®]LI[®] N;I[®]m; j[®]m q[®]u[®]ĪRm, h[®]oL;I[®]m ĩae[®]V ĩQĪW HLp[®]Ā[®] f[®]mez"

Xi@LI @Nimjim qhila LijZV; @LjeMij@e Lj@a; B%is LI@a fil@m
Ljm@e@L Lj@a @M@a hm@a Qju, piqp LI@a fil@R eiz HLV@pw@Liqi p@A 'is' ipi
LI@m, "Ljm@e; HM@e; @ajji; Mijui qu le?"

"@MIR, LmLajiu p@a; fi @Mm Bjil pqe qu ei icic, aic Bjicli Ijci; p
Lihli@SI LijR @L j LI dS Bie@ MijuiRz ih@no ilR@a; gm qm eiz"

Ljm@h@TIRm, hiji; eae hE, HM@e; La@aAq;@a B@p le, jM g@V Mijuih;il Lb;
hm@a fil@h ei, @Lhm L@ fil@h

Hje pju @jilal j; cISil Bsim @L qiaRile ic@u Lj@L @XL le@m
hm@m, "ajji;@l JMie @L jM@S@j nju H@pRe, ayl S@e@f Mijui; aillz e@QI O@l ay@L
le@u H@pi, M;C@u @c@h"

Lj@aig@l H@pC hm@m, "Ljm@e; @ajji; Lihli@SI Lbi @M ci;J, @ajji;L @M@u @k@aC
q@h"

"LE ih; iV! H @k Aa@;Q;il! BS biL@ e;qu BI-HLice q@h"

"না, @p q@h ei--Q@miz"

@noL;@m BilxL;il LI; @Nm, j LI d@SI ih@no gm q@uR, r@jil @mnj;@e Ai ih fil;in
@fm eiz

Ljm@e;@L Mijui@e; @no q@aC Lj@a@h;il O@l O@m Hmz BS jeV; hiji; hiji;il hiji;il @jia@a
i I;iz Haic@e e@eN@l iMSiLI hiji;@e B@jil @him d@l R; Lp@j a Sij I;im Ni;RI amju fL@-
d;@l Q;ajim La lei @a j d@e;@q? Lj@a q;@al Efi j;bi; @M H@mi;Q@m Ri@u ic@u @u
L;iv@uR-- @j;@j;ilRI --"e jMila, R;uju B@m;ju MiQa @pC c@f@h@miz h@LI j d@e HLV;
AL;IZ h@b; m;Na, S;ea ei a;il Ab@L@z @pC h@b;ju p@a@h;il;il h@SI f@bl @N;M@-d@j@a
JI u@f@l;pi; q@u E@WRz h@f@a fil@ le @k, JI @k@h@el Afic @cip; S@m @b@m ic@uR j;ju;
@j@m, JI k@Nm I@fi Efipe;ju @pC L@R m@L;Q@l, a;@LC @ve H@eR JI iQ@SI
Amr@f@l Hpi;S j@a;@el Ij@s jRi@e;uz JI fibj-@k@h@el @pC ei-f;ju; j@el j;e@l
La Bi;ip IRm J@l @pM;eL;il hiji;il La S;uN;ju @pM;eL;il iQ@m@L;il;ju, @M;e @L @cM;
@ka N;@j;il hyL;il i;@l;il d;@l g@ml B-e-m;N;il pl@oMa, iMSiLI f;ilQ@ml d;@l @pC iYihv;
@M;@e h@p f;ilQ@ml R@j;am;fs; ph@S L;@m;ju @j;ni; e;e; @M;ju @ke @L;e@l f;@j;ae ih@j;@
L;@qefl A@f@Rih-- @c;aj;im;ju JI @h;il O@l S;e;im;ju pL;@m Oj @L E@WC c@l;il I;pi;
BL;@nl ic@L pi;ci; fim-@ni; @cM@a @fa icN@;l N;@u N;@u Q@mR @ke j@el le;@Yn-
L;je;il j@a;iz fibj- @k@h@el @pC jI @Q;L;ic p@a p@a H@pR LmLajiu JI fS;il j@e, JI
N;@el j@d@z @pC @a; @c@h;il hiji;il ভান ক@ J@k Aa;@h HC ih;@q;il gy@l j@d@e @ve
Be@mz AbQ fMI @f@a le@S @Nm Ij im@z

Ciaj@d@e j d@p@e LMe ifR@e H@p @cu;@m-@T;im;@e; Bue;ju Lj@ j@MI filaih@l ic@L
aj;L@u Icmz h@f@a fil@m Lj@ j@e @M;@e q;il @u @NR @pC Ach@ AS;e;il p@a fil@k;ilNa;
ilR@aC Qm@h eiz Aa@f ice q@m Lj@ HC Be;e; i; ih @cM@m I;N qaz BS ni;@'lho;@l p@a

Ljđ f;ñ Hᵖ hpm; hmᵐ, "Lf i jhR hᵖshE?"

Ljđ QjᵒL EWMz jđ gġ;L;ñ qᵒu ᵒNmz jđpᵖce JI qia ᵒᵒf dᵒl e;si ġcᵒu hmᵐ, "ađj ĨL ĨLRᵒac B;ji L;ᵒR d;ji ᵒch e;?"

H Lb;il EšI Ljđ ᵒᵒñ ᵒᵒm e;ᵖ ᵒLe d;ji ġcᵒa f;ilᵒR e;ᵖ ᵒᵒ f;ñAJ ᵒk ġeᵒSLJ Lᵒl; jđpᵖce kMe LġWe hġhq;il LIIRm aMe EšI pᵒS ĨRm, J kMe eġa üfL;il Lᵒl aMe ġeᵒSL ġeᵒL; LI; R;si ᵒL;ᵒe; Sh;h f;ju e;ᵖ üj;ᵒL j e-fġZ p; fġZ LIᵒa e; f;il;V; j q;f;f, H ᵒᵒᵒa Ljđ ᵒᵒᵒq ᵒeC, ahᵒJI H;e cñ; ᵒLe qm? ᵒᵒᵒc; HLġV;ᵖe mᵒÉ ᵒaf-p;ilᵒeġ qᵒu JW;ᵖ ᵒᵒC mᵒÉ qᵒa iᵒ qJu;il f;lj cᵒñᵒa ᵒᵒL ġeᵒSL h;ᵒᵒa ᵒju-- a;C BS hġLᵒm qᵒu Ljđ jđpᵖceᵒL hmᵐ, "ađj B;jiᵒL cu; Lᵒl;?"

"ĨLᵒᵒl Sᵒeġ cu; LIᵒa qᵒñ?"

"B;jiᵒL ᵒa;ᵖ;il Lᵒl e;ᵖ-- ýLj Lᵒl; n;ilᵒᵒc;ᵖ B;jiᵒl jᵒe qu Bġ ᵒa;ᵖ;il ᵒk;ñÉ eC?"

ᵒᵒe hᵒs; cᵒᵒM jđpᵖceᵒl q;lp ᵒᵒmz Ljđ ᵒᵒaf;il Lañġ LIᵒa ᵒju;ᵖ Ljđ ᵒk;ᵖ ᵒ;ᵖ;il;Z NġQZ;ᵖe qa, a; qᵒm HCVᵒLᵒ kᵒᵒᵒ qa, ĨL;ᵒᵒ Ljđ ᵒᵒk JI L;ᵒR j;ᵖfs; ᵒᵒeġ ᵒᵒu AᵒeL ᵒñ;ñ, ᵒᵒC ᵒñ;ñVᵒLᵒ f;h;il Sᵒeġ J kaC j;ñÉ q;ᵒLᵒR ᵒᵒC hġbñq;ᵒR; d;ji f;ᵒᵒ ᵒeᵒSI Mñᵒa;ᵖ Ljđ ᵒᵒA ġeᵒSI cᵒñᵒO Ap;ᵖÉ ᵒLhmC hġLᵒm;ᵖ h;ᵖsᵒu amᵒR

cᵒñᵒenᵒᵒ ᵒᵒm jđpᵖce hmᵐ, "HLġV ĨSlep kġc ġcᵒ ᵒa; Lf cᵒñ hᵒm;ᵖ?"

Ljđ ᵒᵒᵒᵒa f;ilᵒm c;ᵖ;il ᵒᵒJu;ᵖ ᵒᵒC ĨSlep, hġñᵒa;ᵖ ᵒᵒA jđpᵖceᵒl jᵒM ġcᵒL ᵒᵒu ĨCmz

"ᵒk;ᵖe ĨSlepġV a;ᵖC Ef;ᵒᵒᵒ c;ᵖ ᵒeh ĨL;ᵒᵒ," hᵒm M;ᵒVI eᵒᵒ ᵒᵒL ᵒñ;ñᵒl ᵒᵒm ġcᵒ ᵒᵒ;si HLġV Hᵒl;ᵖ ᵒñl Lᵒl a;ᵖ ᵒᵒ;ᵖLġV Mᵒm ᵒᵒmᵒmz Ljđ ᵒᵒC Ĩᵒl f;il Ĩᵒa Hᵒl;ᵖ, q;ilal c;ᵒa MġQaz h;ᵖsᵒ ᵒᵒL ᵒᵒm Bᵒh;il ᵒᵒju HCġV ᵒᵒm HᵒᵒIRmz

jđpᵖce hmᵐ, "Mñ qᵒR ᵒa;ᵖ? HCh;il c;ᵖ c;ᵖ;"

jđpᵖce Lf c;ᵖ ᵒju Ljđ ᵒᵒᵒᵒa f;ilᵒm e;ᵖ, ᵒᵒu ĨCmz jđpᵖce hmᵐ, "h;ᵖsᵒu ᵒñ;ᵖ;ᵖ B;jiᵒL;"

HV; ᵒñ;ñ ĨLRᵒeu, ahᵒhᵒs; nšᵒ c;ilhz Ljđ ᵒᵒHCVᵒ ᵒB;ᵖ;ᵖ LIᵒa ᵒᵒᵒᵒ ᵒᵒ, jđpᵖceᵒl jᵒe ᵒwñᵒeᵒal Ĩᵒ ᵒeC; HI ᵒᵒᵖ;ᵖe h;ᵖ;ᵖe;ᵖ ᵒwᵒL;ᵒ L;ᵖVᵒ ᵒa;ᵖ;ᵖ LIᵒWez Ljđ ᵒᵒM ġeᵒᵒLᵒl Hᵒl;ᵖSI RġsV; ġeᵒu e;ᵖ;ᵒ;ᵖ; LIᵒa m;ñmz jđpᵖce hmᵐ, "h;ᵖ;ᵖ-e; hᵒs;ᵖhE, B;jiᵒl ᵒᵒᵖ;ᵖ m< ᵒL;ᵒl; e;ᵖ;"

Ljđ hmᵐ, "ᵒᵒ hyd; ᵒeC?"

"ᵒa;ᵖ;ᵖl ġeᵒSI jᵒeᵒC ᵒᵒ hyd; ᵒeC, a;ᵖ hᵒm;ᵖ e;ᵖ ᵒLe?"

Lb;ᵖ;il ᵒaf;ᵒju Ljđ jᵒe aMeC ᵒᵒ m;ñm; "ᵒk;ᵖ;ᵖ ĨWL Lᵒl ĨᵖM, ᵒa;ᵖ;ᵖL BI-HLġce ᵒñ;ᵖ;ᵖ;"

"Lᵒñ ᵒñ;ᵖ;ᵖ ĨWL Lᵒl hᵒm;ᵖ L;ᵖm?"

"BᵒR;ᵖ, L;ᵖm;"

"ᵒᵒᵒᵒm;ᵖ Bġfᵒ ᵒᵒL ġᵒᵒ Hᵒm?"

"ᵒᵒ, a;ᵖ qᵒñ;"

"Hpl;SV; ƒu Mh Mh qur?"

"Mh Mh qur?"

niml li al bL HLV; Qj;si l p hI L q jdpce hm, "aj;il Sef k jš;il j;im; iLe HēIR, HV; ƒu aaM;ieC Mh qh ej?"

Hjea; j;niLml fhle IS' ip; Li;? Lj=Qf L q Hpl;SI R;sv; e;si;Q;si Li a m;Nmz

"hTIR, cIM;U'ej "d?"

Lj=Lb;V; iWL hTm ej

jdpce hm, "aj;il hLI LiR Bj;il Az;I HC cIM;U'V mVIL u ch C;R IRm-- iLz'aj; BNC iXp;ij p"

Lj p; j e j SI Efl Nue;V; iCm M;im;iz cSe LE HLIVJ Lb; hm ej bL bL Lj=kLj üf;lhø q u k;u, aj;ie q u iCmz HLV=f qe pQae q u j;im;V; aM ieu Nm;u flm, BI jdpceL fZ; j LiMz hm, "aj; Bj;il h;Se; öeh?"

jdpce hm, "qy öeh?"

"HMeC h;eh" hm Hpl;SI p h;dmz Lc;ij;u Bm;f Bln LiM; iM Nm O q LE BR, Lc;ij; bL f;R;im R;ueV z k NjeIV p i;M;h; p pC dIm, "W;is I q; j; BMeL BNz" p;I BL;h iPe R;u; gM Hm pC AfI f B;hi N;h, k;L Lj=N;e ƒuR, f;Z ƒuR, Lhm Q;M f;h;il ab; ieu k;il Sef ij;eia iQIice I u Nm-- "W;is I q; j; BMeL BNz"

jdpce pNI'al Ip h;T ej, iLz' Lj p ih;høj'a j;MI Efl k p M;IRm, Hpl;SI fcl;u fcl;u Lj p BPm-R;yu;il k R; k eQ EWIRm a;C a;il hL c;im icm, j e q'a m;Nm JL ke L hlc;e LiRz Bej e h;S;ia h;S;ia Lj=qW;iv HL p;u cM;a ƒm jdpce a;il j;MI Efl HLC; Q;u, Aj;ie q;ia Nm b; j; m< j; Hm, h;Se; hã L q icmz

jdpce el je c;irZ' Ecl;hm q u EWm, hm, "h;shE, aj; iL Q; j h;M;iz" Lj=kic hma, iLR;din dadar ph; Li'a Q;C, jdpce a;iaJ I;S q'a f;il a; Lee; BS Lj p N;aj; j;MI icL LhmC Q;u Q;u p ieuS k b;lh;in, "ei aj; Bj;il O q H; p;R, H Lf B00k;ipaf!"

Lj=Hpl;S j;iv'a q M R;is gM Qf L q iCmz

jdpce BI-HLh;il Aeeu L q hm, "h;shE, aj; Bj;il LiR iLR=Q;Jz k; Q;J tahi p;h;"

Lj=hm, "j;mf hu;il;L HLM;ej n'al L;fs ic'a Q;C?"

Lj=kic hma iLR=Q;C e, p;J IRm i;M; i, iLz' j;mf h;q;il;il Sef N;u;L Löm! k ic'a f;il j;ib;il j;L;V, a;il LiR Q;Ju; S;aj;il ig'a!

jdpce Ah;Lz I;N qm h;q;il;V;il Eflz hm, "mr;R;is; j;mf h;T aj;il ihl š;"

L@R?"

"ei, Bij BfleC J@L HLV; B@nuje ic@a @Nmj ,J lem eiz a#j klc yLj LI a@n p;qp L@ e@h"

j d@p@ce U@ q@ ICmz MjleL f@ hm@, "i@r ic@a Q;J! B;R; c@M, LC @aj;il B@nuje?"

Lj@a;il @pC A@eL ic@el fl; h;ij; I@PI B@nuje le@ Hmz j d@p@ce @pV; le@ le@SI N;@ S;imz ivf;@ul EFIL;il R;@V; O;V; h;is@ ic@a HLSe h@s c;pf Hm; a;@L hm@, " j@m@f @hq;il;@L @X@L c;Jt"

j@m@f H@p q;a @S;s L@ c;is;im; n@a J i @u a;il @S;s; q;a Lyf@Rz

"@aj;il j;is @aj;@L hLinn ic@u@Re," h@m j d@p@ce f@LV-@Lp @@L HL@h; V;L;il HLV; @e;V @h L@ a;il i;ys M@m @pV; ic@m Lj@m q;@az HILj AL;l@Z Ak;IQa c;e j d@p@ce@el @;il; Sth@e LM@e; O@V lez Ap@h h@f;f;@ j@m@f @hq;il;il i u B@; @s E@m, l@djL;Cfa @@ hm@, "yS@--"

"yS@ L@ @hV;! @h;L; @e @a;il j;@ul q;a @@Lz HC V;L; ic@u ka M@n N;il L;fs il@n n;sa"

h@f;f;ilV; HCM;@e @no qm-- @pCp@A @piceL;il BI-pjUC @ke @no q@ @Nmz @k @p;@a Lj@m j e @ p;Rm @ @Nm qW;v h@ q@, j d@p@ce@el j @e Ba@a;@NI @k @YE iQšpwLEZl@;il L;@ R;ilf@u E@WIRm a;J p;ij;e@ @hq;il;il Se@ a@R f;ib@e;u @WL iN@ Bh;il am;u @Nm @e;Jz HI f@ p@S Lb;h;ia@L LJu; c@ f@rC Ap;id@z BS p@a@l p;u @pC a;im@L-@Le; h@f;f;il le@ @m;L H@p h;ic@l O@ A@fr; LI@R, H Lb;V; j d@p@ce@el j @eC iRm e;iz HarZ f@ Qj@L E@W idL@L;il qm le@SI Ef@z E@W cy@s@ hm@, "L;S B@R, B;lpz" @a Q@m @Nmz

f@b; j @d@e n@j;ip@l@f@O@l;il p;ij @e H@p @n fl;in@ L~u@C hm@, "O@ BR?"

n@j;ip@l@f@ BS M;u le; HLV; l@f;f;il j@s ic@u @j @Su j;ic@l;il Efl Ahp@ i;@h @@ulRmz j d@p@ce@el X;il @e a;is;ai@s clS;il L;@R H@p iS' ip;il @m, "L@W;l@f;?"

"f;e ic@m e; B;il;L?"

hıCı AãLı cıSı Bsi HLİV jje HarZ cııs İRm-- qıhm Lj pıqp eı
j dıpcel kđı j a; i u L, ahıRm LıWI fa ml j a; Üı q uz pıce j dıpcel LıR
aısi MıJuı fl bL SıWıCıı LıR Bphı pñ d qu İe, j el İı al RVİbVÜL Rı BS
HC pãfı mıu Bpı İelıfc İRm eı İLz J L İhRıeıu öCıı M j; kMe OlLãı LıS Qm
NR Hje pju Lıe Hm HplıRSI pãz Lf hıSR Sıea eı, L hıSıR hãfa fıı İe,
SıWıCıı Ol bL BpR HVı İeİÖQa; SıWıj nıu pmıe eC HC aı İhnıp, Leeı, aıl
pıje LE hıSeı hıSıa pıqp Lıh H Lbı p j eC Lıa fıı eı Efıı amıu cıSıı
LıR Hp SıWıj nıul SãaıSıı cMC fıımııı Efãj Lımz İLz kMe hıCıı bL QıM
fsm Jı SıWıCıı İeS hıSıRe, ame İLRãC fıımıa fıı plm eı cıSıı Bsi m Lıı
öea mNR fııj bL C SıWıCıı L J Sıe BÖQkİ, BS İhøj ul Aı1 eCı j dıpcel Qm
kãC j el EıRııp Bı dıı İıM a fııı eı-- Ol YãLC Lıđ Lıı İNıu hıp Nmı Sıısı
dıı Lıel LıR hmı, "SıWıCıı z"

Lj aııL hãL Qıf dıı hmı, "H Lf, aıjıı qıa k Wııı! hıcmıı qıJuı mııNıR
hãT?"

qıhm Lıeı EŠı Lıı eı, i u fııı Nmz İ hı SıWıCıı HMeC hãT İhRıeıu öa
fııııı cñz Lj aııL nıııı j dıf YL İeıı İeSı cııı aıf Nıj Lıı hmı, "HMeı
öea kıı İe Nıfııı?"

"aıjıı hıSeı öea HııRmıjz Lıe Lıı hıSıa fııı SıWıCııı?"

"aıj kMe İNMe aıjı fıııı"

"BıjıL İNııı cñı?"

Hje pju cııııı jı TıSıı j aıı Ol YãLC hıı EWM, "HC hãT cıııı, HMıe m Lıı hıp!
Bıjı JıL pıııııSı MıS hııııRz H İcL pãfı mıu Olıı hıCıı cıfıı Qm a Nıı RııRııÜLı,
SıWıCııı LıR Bphıı pju İ uXı bıL eıı Qmıöea Qmıı"

qıhm LıııL BıL S dıı İ Cmz

Lj hmı, "Bıı, bıLııeı Bı-HLVı"

"Hje Lıı pıqp hıS Nııı İnoLııı İhıf c fııñz JıL öCıı Bıjı HMeC BııRı"

Lıđ hıSı CııR qm qıhmıL İLRãııı, Mıııı İLöı Mıııı İSıepz İLz cñııı j aıı İLRã
eC, aıC Jıı cıııı Mııı hmı, "BS öea kıı, mııı Rııı, Lıı cıfııııı aıjııL
hıSeı hıeıııı"

qıhm Lıııııııı Eıııııııı pã Qm Nmz

İLRZ fC Ğjİal j; İgHmz ehFēl oskR; Lf gm qm a;C S;ehİl Sēē jē AİØbl qū B®Rz Ljđ L;®R h®pC Q;®M fsm, a;İl q;®a ®pC ēfm;İl BwİVz h®m®k L;S qū®Rz Lb;V; E>İfe Lİh;İl Efmr üİF hm®m, "İcİc, ®aj;İl HC h;Se;V; ®F®m ®Lje L®İ?"

Ljđhm®m, "c;ç; f;İw® İc®Rez"

"h®s;İw;Lđ ®aj;İl H®e İc®me h®T?"

Ljđpw®r®f hm®m, "qyZ"

®jİal j; Ljđ j®Mİ İc®L a;İL®u Eōİp h; İhØj®ul İQq² M®S®F®m e;Z

"®aj;İl c;ç;İl Lb; İLR®hm®me İL?"

"e;Z"

"flö İale ®a; Bp®he, a;İl L;®R ®aj;İl k;İh;İl Lb; Ew®m e;?"

"e;İ, c;ç;İl ®L;®e;İ Lb;İ qu İez"

"a;đ İe®SC Q;C®m e;İ ®Le İcİc?"

"B;İj J;İ L;®R Bİ k;İ-İLR®Q;C®e ®Le, HV;İ f;İh e;Z"

"®aj;İl Q;İh;İl c;İL;İl q®h e;İ, a;đ AjİeC J;İ L;®R Q®m ®k®u;Z h®s;İw;Lđ İLR® hm®he e;Z"

®jİal j; HM®e;İ HLV;İ Lb;İ pçfYİh®a f;İ® İe ®k, jđpç®el Aedİma;İ Ljđ f®r pwLV qū E®WR; Hİ hc®m jđpç®e k;İ Q;İu a;İ C®R Lİ®m J Ljđİc®a f;İ® e;İ Zİ qēu qū Q®R® c®E®mz HCS®ēfC jđpç®el L;®R c;İe NİqZ L® GZ h;İs;İ®a Ha pw®L;Qz Ljđ Hje J j®e qū®R®k, c;ç;İl kİc Bİ İLR®İce c®İl L® B®p®a;İ ®p J İ;®m;Z

HLV®A®fr;İ L® ®b®L® Ğjİal j;İ hm®m, "BS j®e qm h®s;İw;L®İİ jē ®ke fİpæZ"

pwnuh;İL®m Q;®M Ljđ®Ğjİal j;İ j®M a;İL®u hm®m, "H fİpæa;İ ®Le İWL h®a fİİl®e, a;İC B;İj İ u qu; Lf Lİ®a q®h®e f;İC®ez"

Ljđ İQh®L d®İ Ğjİal j;İ hm®m, "İLR® Lİ®a q®h e;İ; HV®L®h®a f;İİR e;İ, Haİce Eİe®Lhm L;İh;İl L® H®p®Re, ®aj;İl j®a;İ ®Ğ®u®L® L;®e;İce c®Me İez HLV®HLV®L®İ kaC İQe®Re aaC®aj;İl Bcl h;İs®Rz"

"hİn c®M®m hİn İQe®he, Hje İLR® B;İj j®dē®eC İ;ç; B;İj İe®SC c®M®a f;İİ®ھ আমার ভিতরটা শূন্য®pC gyLV;İC İc®e İc®e d;İ fs®h;İ ®pCS®ēfC qw;İv kMe c®İM Eİe Mİn qū®Re, B;İj İ j®e qu Eİe h®T W®L®Rez®kC®pV;İ gyp q®h®p-C B®İ;İ®N Ew®hez®sİ® রাগটাই®k paÉ, a;İC a;İL® B;İj®aje İ u Lİl®ez"

"®aj;İl ç;İ a;đ Lf S;İe İcİc!®kİce H®cl h;İs®a H®pR, ®pCİceC®aj;İl fr®b®L® k;İc®Ju;İ qm, Hİ;İ ph;İC İj®m a;İ öd®a f;İl®h e;İ B;İj İ LaİİV®a;İ H®Lh;İ®İ j;İİu;İ, ®aj;İl S®ēē p;İNİ m®0e e;İ Lİ®a f;İl®m İØbl b;İL®a f;İl®Re e;İ B;İj kİc®aj;İ®L e;İ İ;®m;İh;İpa;İ a®h HC İe®u Jİ p®Ā B;İj İ TNs;İ qū®kaZ"

Ljđ®q;İp®m, hm®m, "La İ;İ®ē®Hje c®hİ®F®uİRz"

"BI @aj:il HC S;-IV h#T i ;NEOb;@el Ijy ej @La#"

"@aj:icI HLS@el ej LI@m BI-HLS@el ej LIh:il cIL:il qu e:z"

g:j:al j; Xje q:ia ic@u Lj# Nm; S;s@u d@ hm@m, "Bj:il HLV; Ae#;id B@R @aj:il Lj@Rz"

"Lf h@m;z"

"Bj:il p@A a#j "j@el Lb; f:aj:J!"

"p @hn Lb;, i ;c! fbj @b@L j@e j@e f:aj:@e; q@uC @N@Rz"

"ত হ@m Bj:il Lj@R iLR@ @Q@f @@M; e:z BS a#j Aje j#MIV L@ @Le BR iLR@ h#T@a f:ilIR @e:z"

Mj@eLrZ g:j:al j:il j#@MI ic@L @Qu @b@L Lj#hm@m, "iWL Lb; hmh? le@S@L Bj:il @Lje i u LI@Rz"

"p Lf Lb;! le@S@L iLR@pl i u?"

"Bij Haice le@S@L k; j@e LI a#j BS qWiv @cMIR a; eCz j@el j@d@e pj @i -iR@u le@u le@i00; q@uC H@pIRm; z c; c; i; kMe lad; L@R@e, Bij @S:il L@IC eae f@b f; h;js@uIRz iLz @k j;e@V; i lpi L@ @h@;m a;@L BS @L;b;J @cM@a f:il@R @e:z"

"a#j i ;@m;hip@a f:ilR e:z B;@R; , Bj:il Lj@R m@L@u; e; , p@a@e L@ h@m; , LjE@L iL i ;@m;h@pR? i ;@m;hip; Lj@L h@m a#j iL Sje?"

"kic him Sje, a#j q;ip@hz p#kN JWh:il B@N @kje B@m; qu Bj:il pj @i BL;in i @ i ;@m;hip; @aj@e L@IC @S@uIRmz @LhmC j@e q@u@R p#kN EWM h@mz @pC p#kN@c@ul L@f@e; j;@b;u L@IC Bij @h@i @uIR, a@b@M Sm le@u-- g@m;l p;@S p;@S@uz @k @chaj@L Haice pj @i je ic@u g@e H@pIR, j@e q@u@R ayl Evp;q @fm; z @kje L@ A;i p;@ @h@;ju @aj@e L@IC @h@i @uIRz A@L:il I;@e@L A@L:il h@m j@eC qu le, BS B@m;@a @Q;M g@e m A;@IC h; Lf @cMm; , h;C@IC h; Lf @cMIR! HMe hR@I fl hRI j;@p@N fl j;@p@N Lj@V@h Lf L@?"

"a#j iL h@s;W;l@L i ;@m;hip@a f:il@h e; j@e LI?"

"f:il a#j i ;@m;hip@az j@el j@d@e Hje iLR@H@eIRm; k;@a phC FR@j a L@ @eJu; pqS qaz @N;s;@aC @pC@V@L @aj:il h@s;W;l@L @i @P Q#j:il L@ ic@u@Rez BS ph iSlep Ls; q@u Bj:il h;S@Rz Bj:il nI@I EfIL:il elj R;imV;@L @L @ke 0o@s a@m icm, a;C Q;il ic@L phC Bj:il m;N@R, @LhmC m;N@R, k;-iLR@R@C a;@aC Qj@L EIW; HI f@L Ls; f@s @N@m @L;@e; HLice qu@a; p@u k;@h, iLz @S@h@e @L;@e;ice BI Be@ f;h e; @ai?"

"hm; k;u e; i ;Cz"

"M# hm; k;uz BS Bj:il j@e HLV;@e g;j;@ @eCz Bj:il S@h@V; H@Lh;@ lem@k I j@a; @f@ q@u @N@Rz le@S@L HLV@ @i ;m;h:il j@a; Bsim @L;b;J h;@L ICm e:z jIZ R;si g@u@cI কি আর @L;b;J e@s hph:il HLV@ @j@aga @eC? a;@cI p@p;ilV;@L leu# ihd;aj Ha B@V L@IC @aill L@R@?"

HarZ d@ Hjea@; E@S@Se;il Lb; Lj# j#@MI g:j:al j; BI-@L;@e;ice @h;@e lez ih@no

L@ BS @kice h@;WjL@L JI; Lj@ fl@a HaV; fpa L@ H@R, @pCiceC Lj@ HC
ath@ A`dkN@cM @jial j; i u @F@ @Nmz h@M majl H@Lh;@ @N;siu O; @m@R, Efl
@L AeN@qI Sm @Y@ j;mf BI H@ a;S; L@ am@a fil@h e;Z

HLV@f@ Lj@h@M EWM, "S;le, @jL@L HC @k n@;i p@A Ba@p f@Z LI@a fil@R @e H
আমার মহাপাপা কিন্নিপ ফিপও আমার @aje i u q@R e; @kje q@R n@;i qfe Ba@p f@Z
N@el Lb; j@e L@Z"

@jial j; @L;@e; ESl e; @ @ @F@ qah@U l j@a; h@p lCmz HLV@Q@f L@ @L Lj@
hm@, "a; j; l La i j;N@ i;C, La f@Z@ L@IR@M, W;L@ @f;L Hje pjU' j eV; @c@
i; @m;hip@a @f@Rz B@N j@e Lla; j, i; @m;hip;C pqS-- ph @e@ ph @jL@ @pni@
i; @m;hip;C BS @cM@a fil@R i; @m;hip@a fil;V;C ph @Q@ c@mN; , S; S; j; @ l p;de;u O@V
B;R; i; C, plaf h@m; ph @e@ @L @jL@ i; @m;hip;C?

@jial j; HLV@Q@p hmm, "i; @m; e; hip@M i; @m; @e@ qJu; k;u, eC@M pwp; l Qm@
L@L@?"

"@pC Bn@p c;J B; j; @Lz BI @LR@e; qC i; @m; @e@ @ke q@a fil;Z f@Z@ a;@aC @h;N,
@pC@VC LI@e p;de;Z"

"h;C@ @L a;@aJ h;di f@S;Z"

"A; l @L @p h;di L;V@ EWM@a fil; k;uz Bij filh, Bij q; l j;eh e;Z"

"a; j; fil@h e; @a; @L fil@h?"

h; @S; l L@ @Q@f Hmz h;aj; @p m;@C@f l B@na @L @L Q;La q@ J@Wz c; j; q;Ju;
@ke HLV; li @S @en;Q l fil@M l j@a; fil;M; T;f@V O@ l j; @d@ Y@L f@S;Z Lj@ n;flV; j eV;
@n;U@n;U@L@ EWMz @p hm@, "B; j; l W;L@ l e; j; BI @S; l fil@R @e; j; @Bh;S@ L@ k;C,
j eV; j; @l @g; l @u b;@L, @LR@a p;si; @c@a Q;u e;Z a;@aC ph @Q@ i u quz"

h;e;@e; Lb;u @j @b@ i l p; @c@a @jial j; l C@R qm e;Z @L;@e; ESl e; L@ @p Lj@L
h@L l L;@R S;S@u dl@mz Hje p;u h;C@ @L BJu;S f;Ju; @Nm, "j; @S;hEz"

Lj@M@n q@u E@W hm@, "H@p; , H@p; W;L@ @f;Z"

"p@f; @m;L; l O@ l B@m;V@L O@ @cM@a @fm; e; , a;C M@a @h; l @u;Rz"

@jial j; hm@, "q;u q;u, j;Zq; l; gZ@ k;@L h@mz"

"@L j;Z BI @L gZ@ a; Qe@ e;si; @cM@C @h;T; k;u, L@hm hEl;eZ"

"B; j; @L p;rf@ @e; e; W;L@ @f;Z"

"S;le, a; q@m B; j; WLh;Z"

"a; @a; j; l q; l;de@L a; j; EU; l L@ @e@ k;J, B; j; d@ l;Mh e;Z"

"q; l;de@l S@e@ J; @L;@e; Evp; q @eC @c;C, R@a; L@ hEl;e@l Q;Z cN@e LI@a
H@p@Re;Z"

"R@a; l @L @L;@e; c; l; l; B@R? Q;Z B;fle dl; @c@Rz ph @Q@ k; Ap;de@ a; l p;de;
LI@h @L? @S y@N @a@p pq@SC B@p; f;bh@a q;S; l q;S; l j;e@ B@R B; j; l @Q@ @k;N@e,

ah=Aje p%l fi cশানি আমিই পারলম Rya, aji; @a; fil @m eiz eh%el S%j p;blL q@
Nm ihe:j %m%z"

"Bx, Lf hm W;L%fi; a;il W%L %eCz @aj;il Hep;C;@L@f%XU; @b@L h%T--"

"Aje Lbj hm@a fil @h e; hEl;je% QIZ hm@a Lf @h;T;ju a; JI; S;je@h Lf L@? R;N@mI
M@I j@a; pl; pl; @W@L;Ju;m; S@a;il j@df mr%e%l fi Ls; @Se;e;il j@df JI; h%e% L@
@M@Rz p;C@L@f%XU;Ju;m;il p;df Lf fi@ul j@q; @h;@Tz mr%Z @;YV; hvpl @Lhm p%a;il
fi@ul ic@L a;ilL@C ieh%pe L;iv@ ic@me, a;il j;@n আম@l @c@hI @CJII;C S;@ez a;
fi@ul EfI n;ls @V@e ic@R @a; c;Jz i u @eC @aj;il, f@e p@a@hm;ju j@e b;@L h@m @a;
hl;hl j@eC b;@L e;-- Bh;il @a; fi;fis @M;@nz"

"i;C j@el Lbj, H;jea@; U@h L@C h%T W;L%fi; @aj;il je i %m@Re?"

"HLV% e; icic, i;jo Lbj; h;@S MIQ LIh;il @m;L ee Elez"

"U@hal h%T c;L;il qu e;?"

"hEl;je%, U@hal r@; @ch%l ilR@aC j@V e; c;L;il M@h B@Rz ilL;@In@hI j@a; B;ij
@a; f' jee eC, HC HLIV;je j@MI U@ha f@;e; q@ @N@R H@a Ele BI Ip fi;@Re e;?"

H;je p;ju j@mf @hu;il; H@p eh%e@L Mhl ic@m, "La@-j q;il;S; h;C@I B;ifp@ @X;L
ic@Rez"

@e eh%el je M;il;f q@ @Nmz @p @i @h;Rm j@p%e BS B;ifp @b@L ig@IC H@Lh;il
@p;S; a;il @h;h;il @ @H@p EfI@ba q@h; e;@L; h%T Bh;il @W@L @Nm Qs;uz

eh%e Q@m @N@m @j;ilal j; B@U' B@U' hm@m, "h@s;W;L% ilL;@ @aj;il i;@m;h;pe @p
Lbj j@e @M;iz"

L; j@hm@m, "pC@VC @a; B;il B@QkN@W@Lz"

"hm Lf, @aj;il i;@m;h;pe B@QkN@Le? Ele il fi;b@I?"

"B;ij J; @k;N@ e;?"

"a;ij k;il @k;N@ e; @p f@;o @L;ib;u B@R?"

"J; Lah@s; n;S?, La p@j;e, La fi;L; h%U, Ele La j@U' j;e@z B;il j@df Ele
LaV@L@f@a fi@e? B;ij @k Lf Ap@h L;Q; a; HM;e H@p c@e h@a @f@IRz @pC
S@e%k Me Ele i;@m;h;pe aMeC B;il ph @Qu @hIn i u L@z B;ij le@SI j@df @k ilR@
M;S f;C @ez Hah@ f@ki n;@ B;ij J; @ph; LIh Lf L@? L;im l;@S@ h@p h@p j@e qm
B;ij @ke @hu;ilw @mg;ig;il, B;ilL c;il ic@u le@a q@u@R, M@m @gm@mC d;il; fi;il @k li a@
iQ;WJ %eCz"

"icic q;ip;@mz h@s;W;L%I j@U@s; L;il;h;il, L;il;h;il h%U@a J; p;je @LE @eC, ph S;ile z
ilL;@ a;ij il J; L;il;h;il j@eS;il LI@a H@pR @k, @agata @eC h@m i u fi;h?
h@s;W;L% k;ic j@el Lbj @M;mp; L@ h@me a@h le@Qu hm@e, laleJ @aj;il @k;N@ eez"

"@p Lbj lale B;il @k b@m;IR@mez"

"Ihn@p qu le?"

"eiz EmV Bjil i u q'uirnz j'e q'uirn Bjil pðã i m LI'me, p i m d; fs'hz"
"Le a; j; il Hje j'e qm h'm; c'IM?"

"hmh? HC- k Bjil qWiv ih'u q'u Nm, H a; pj U' Bij leS OIV'u ammj -- ILz' Lf Aáa g'j; q, Lf R'mj; eho L'! k; -ILR'a Bjil' p'ice i m'uirn a; j' d'É pj UC IRm gylLz AbQ Hje ct' ih'n'p, Hje lhoj 'Sc k, p'ice Bjil' ILR'aC LE WL'a f; i a eiz c; c; a; iel'Qa Sje'ae h'mC h'b; h; d; i'c'me e; ; ILz' La i u f'u'Re, La Ec'uhNA q'u'Re, a; iL Bij h'a'f' a f; i l i e? h'a'f' a f' J i e'SI 'TyLV' L HLV' p; j; i m; c' i e, Hah's; Ah'f' Bijz BS 'b' L i'QI'ice Bij 'LhmC Lø f; h, Lø 'ch, BI f'la'ice j'e SjeH H pj UC Bjil i e'SI p'øz"

"j; i l a l j; i Lf k h'm' ih' ILR' e' q' f'm eiz Mj'eLrZ Q'f L' 'b' L iS' i; p; i LI'm, "BpR; i'c'ic, a'j' k ih'u LI'a j'e i'Øb l LI'm, Lf e' q'?"

"aMe iel'Qa Sje'aj, üj'f i i'm; j' k; c' q; i L-e; 'Le Øæf l paf' h' f; j; i ZI HLV; Efmrj; æz j'e HLV' p' q' IRm e; k, f'S; f'ia k; LC üj'f h'm iWL L' i'c'u'Re a; LC i i'm; h; p; h; c; z R'm' h'm; 'b' L 'Lhm j; i L 'c' MIR, f; d; z f's' i R, LbLa; ö'e' i R, j'e q'u' R ni' Øæ l p' A i e'S' L i j' i m' u Qm; M' p q Sz

"i'c'ic, E'ien hR' i Lj; i l f' l S'e'f ni'Øæ mMi; qu i'ez"

"BS h'a'f' a f' i R pwp; i i i'm; h; p; i V; Ef' i l -f; j; e; z JV' L h; i c' u d; j' i L B' L s d' i pwp; i p; j' a i i p' a q' h; z d; j' i k' i c' p l p q' u g' m e; 'c' u, g' m e; 'c' u, A; z' a ö' L' e; i q' u 'k e i i l p' u i j' m z"

"j; i l a l j; i i e'S' i h' n' o i L R' a; e; i h' m L j' f' L i' c' u L b; i h' i m' u i e' a m; i N m z

j d p s c e B i f p i n u c c m m M h l i i m i e u z j a i S I H L h s i h e i g m L q R , a i c l p A H c l L j h i l z a j l f l i e H m k , l i e i X i c l L W l a l g b l l i e i L j Q i l f j d p s c e l A S i l e a M j a i f a e O y V i O y i V L i R z H a i c e l E j d p s c e l p q l i a p i q p L l e , H L S e k c d i l u i c u R A j l e k e H L i V j z n i s z R v N m z h s i L i S I R i V i e V d i p q S , k i l i j j a i l l p e i f l a a j l i L a M Q i q i l i i a l i c u g j i V I E f l j U l L c S e a z j d p s c e h l i h l a j l e i S a c H p R - - a i c h R h R M Q i q i l L i q i e S c l f s i e z i l z o h R h R a i l c H L V i g c l h i e u p v i p i d i l z m i l i e S l a m m a j l i e S I h u l a j l g L l h m B j l i q m H i m L l a j e i z l a i c l h i T i h k , e r L i l e u c j d p s c e f i l s i c u R , e c m f i l s c J u i c q a e i , B p m L b i V i H C k L j m f j R i m z B S e r L i V i X i P i u a m g v i - m i l i h Q i l L i h i l h m i u , k i l i l e l i f c H p R O i V , a i c l N i i n E l E W R z H j e a i V l i p j i m i Q e i l e u B e i l s c l d y d i m i N i e i p q S z p i d i l Z a B e i l s c l p h d H C k , a j l i m i l i a Q i u , i h Q i l L i a Q i u e i z i l z o k i c c h i v i h Q i l L i a h p a h j i l a e l q u J w l z H C - p h h i L i c l E f l j d p s c e l l e l l a n u A h ' i - i j i n l a e z d i E c u q m z i l z o h i L i c l k M i e f d i e f p M i e a i c l p A l g i L i R i s i N i a e c z S Z N j c j Q U j Q U L e , c i m , i j p i l i u c M i u , k h i s z E f l Q s a j l H C f i u l a m i l A h m d e V i l h y i Q u Q m a c q u z l i n L l m i l b j i l a C q R L l , a i a j m l m B l i h i s h i c L b i z

n i h l i l h f c l p n i h e i c m m i p w l q e f l e S I B q i l i m i i m k i u , h e i h p i p d e a j d p s c e l p c l l j j e l A h o b i z H k a j l l e S I p i o ; H i f l a a j l k c l c p f d i e a V i L i l c l c e u z k i l l o e i n i s z B R , B f e l o e i l j d e f p l e S L C l e l h s L l f i u , p c f i J u i V i k M e i h f a q u J w a m e S h e l B l - p j U l p l c x M L j e j a p R q u k j u z L j j d p s c e l i l R i c e b l f h m V i e v e i R m , p v i q w i v B m N i q u N m z S h e i j m i h i p i l f f u i S e V i j d p s c e f l h u p M h S i l i p A A e i h L i R m z H C E f p N i k M e A L i m c M i c u a m e E Y j q u c J w l z j d p s c e l d i , j L j m i N l e , i l z o B S a j l h c e j N m l i b i u ?

e h f e o l B p a c j d p s c e i S ' i p i L i m , " B j i l f i c i v S j i M i l Q i M j a i h i c l i l i e i m i l i q i a f s R i l , S i e ? "

e h f e Q j উঠল, বলল, "প L f L b i ?

" a j i l M y S h l L i a q h M j a i l " l o l l e B e i N e j L i R i l e j "

" I l a L i z i h n i p f m i L , p i l L M e j - - "

" a j l A S i z i j y i l c l p A l e L b i Q i m i Q i m L i R h m p q l L i Z o v R z M h p i h d i e M h i V i S i e j Q i c L i l i H i j d e B R z "

QjLI H^op MhI İc^m MihjI Wj^m; q^u kⁱp^rz jdp^ŕŕe p Lbj^u je e^j İc^u ehfe^L hm^m,
"n^oİ BjiI Njİsvj; aİl L^o Be^a h^m c;Jz"
ehfe hm^m, "m^u m^u İj^o e^j? İja q^u Bp^r?"
"hⁱC^o C Mih, LjS B^rz"
ehfe j;bj^o q^v L^o i jh^a i jh^a İhİ^u Hmz^o p^o k^o L^onm L^oİRm^o g^yp^o Nm h^zTz
qWj^v jdp^ŕŕe ehfe^L İg^o X^L hm^m, "HC İQİWMj^ej Lj^z L İc^u H^opⁱz"
ehfe c^mm İhf^oİp^o İQİWz h^zm H İQİW BS pLj^omC H^op^r, p^ah^mju İe^{SI} qⁱa
Lj^z L c^h h^m jdp^ŕŕe İMİRmz Hjİe L^o f^oafLhⁱ İjme Efm^or HLVj-İLR^o A0İ
qⁱa L^o BehjI C^op^rz BS Bİf^op^o Lj^oS qWj^v a^og^e E^o a^j HC Bc^oİ B^ujSeV^oL^o
Nm X^oh^z

j;âj^oS k^o h^oİ^o g^m L^or^o p^vİl Ef^o p;djI^oZI İeİ00a B0bj İRmz a^j p^oİ^ooⁱm-
Ljçfjİel k^o kⁱN^o p^o p^oİ^o Adİr^oc^oİ hⁱ Awnc^oİ^oc^oİ Lj^oİj^o İLRj^oæ p^onu İRm e^j k^oC
Lm İhN^os Nm Ajİe A^oe^oLC hmjİm Lİ^oa Bİñ Lİ^om k^o, BjiI^o Nj^osⁱ b^oLC
WjE^oİRmj^o, Caİjİcz

pj^oİjİaL B0j^oaİ pju h^oİhpj^oL kMe HL^oSjV q^u İrjİ^o Q0j cİLjİ, p^oC pj^ouC
fİjS^oul p^oİ^o c^oİj^oİf fİhm q^u J^oW Hhw k^oİ^o fİa Lj^oİ Doİ B^or a^oİ^o L Afc0b
Lİhⁱİ Q0ju Vmj^om h^oİhpj^oL Lja L^o g^mİ quz p^oCİLj^o Q0j Qm^oh jdp^ŕŕe a^j h^oTİRmz
j;âj^oS-h^oİ^o İhf^ok^oİ^o Q0j^om-Ljçfjİel m^oİLp^oİel fİİjz^o k^o Lavⁱ cys^oİ^o HM^oe^j a^j
İeİ00a Sjehjİ pju qu İe, İLz^o jdp^ŕŕeİl fİafİš e0 Lİhⁱİ B^ujS^oe HJ k^o HLVj; jpmⁱ
SjN^oİ^o a^oİa p^oİ^oq İRm e^j k^oİ^o L, pju Mjİj^of, HMe Aeİ ph Lbj i^om HC^oV^oaC
jdp^ŕŕe^L Ljİ hyd^oa q^oh^z

İj^oe jdp^ŕŕeİl p^oİ^o Bm^of qhİl fİ ehfe İg^o H^op c^mm Lj^z p^oİ^o İjİaİ jİl aM^oe^j
Lbj Qm^or^z ehfe hm^m, "hEİjef, aajİl c;çİl İQİW B^rz"

Lj^z Qj^o L E^oW İQİWMj^ej İe^mz M^om^oa qja Lyf^oa m;Nmz i u qm qu^oa^j İLR^oAİfİ^o pwhj^oc
B^rz qu^oa^j HMe Bp^oİC q^oh e^j M^oh d^oİ^o d^oİ^o Mj^o M^om f^os c^mmz HLV^oQ^of L^o İCmz j^oİ
c^om j^oe qm k^oe Lj;bj^u h^oİb; İ^oS^or^z ehfe^L hm^m, "c;çİ BS İh^oL^om İae^oVI pju
LmLjaj^u H^op^oRez"

"BSC H^op^oRez a^jİ--"

"İm^om^oRe c^oİ-HLİce f^oİ Bphİl Lbj İRm İLz^o İh^ono Ljİ^z B^oNC Bp^oa qm?"

Lj^z Bİ İLR^ohm^m e^j İQİWİ^o İno İc^o L^oİRm, HLV^op^oİ E^oW^omC İhf^oİp^o Lj^z L c^mm^oa
Bp^oh, p^oS^oeİ Lj^z k^oe h^oİ^o hⁱ Ec^oİhN^oae^j quz HC LbjVjC B^oNLjİ İQİW^oaJ İRmz^o Le, Lf
q^ou^oR? Lj^z Lf Afİj^od L^oİ^oR? H^o ke HLİLj ØfØ L^oİC hmⁱ, aİj Bji^ocİ hİs^oa H^opⁱ
e^j C^op^r Lİm j;İV^oa m^oV^o f^os MjİeLVj^o L^oİ^o c^ouz Lj^z; Q^of fİb^oİİ j^oa^j nš^z q^u h^op
İCmz

ehfe h^zm İQİWİ j^odİ HLVj Lf LİWe jİl B^or^z Lj^z j^oİ c^om Lİ;Zju Jİ je h^oİba

q^u EWmz hm^m, "hEljef, ayl Lj^R a; LjmC^R aj jil kJuj QjCz"

"ej, Bj kjh eiz" kJle hm; Ajle BI bjl^a fil^m ej, cC qia lcu jM^R VL^R LjC
EWmz

gjalal j j^R Lj^R ej fh^A ej L^R Lj^R h^R LI Lj^R v^e le^m, Lj^R Ij^U L^R h^m EWm,
"cjc; Bj j^R L^R k^a h j l Z L^R Rez"

ehfe hm^m, "ej ej, hEljef a^j le⁰Qu i m h^R TRz"

Lj^R Mh^R Sⁱ j j b j e^s S j l e u l c^m k, p HLV^u i m h^R T l e z

ehfe hm^m, "a^j Lj b j u i m h^R TR hmh? lhfcjphj^a j^e L^R Re Bj jil cjc; a j j i^R L
aj^R cl JMⁱ e^R k^a l c^a QjC^h e e j^R Q^o; LI^a iN^u f j^R a j j i^R L Af j j l e a q^a qu, f j^R
a^j L o f j j, pC^v h y Q j h j l S^e f l a l e l e^s b^R L^R a j j i l I j^U p i S i L^R l c^u Rez"

Lj^R HL j^R p a l Ni l B l j f m z a j l i i^s Q i M l f o h e h l e l j^M l c^L a^m
i^o e t c i o^a Q f L^R Q^u l C m z e h l e l L b j v i k p C f y l p a f a j^a H L V^u p^u q l C m e j z
c j c i l o e q^L r Z L i m l S^e f J i m h^R a^R f^R h^m l e^s l E f l i d L l i q m z j^e M h
H L V i S i l f^R m z H M e C c j c i l L j^R R^v e j i N^u c j c i l B p i l S^e f p A^R f r i L I^a f i l h z
p C i j^m z

gjalal j j i^o h^L d^R Lj^R j^M a^m d^R hm^m, "hij^U, cjc; l Lbj l HLV^a Bs qjJuj
mjN^m C H^R h j^R A l i j j e l p j a E b^m J^W"

ehfe hm^m, "hEljef, Ljm a j q^m a j j i l k j h j l B^u j S e L i l N z"

"ej, a j l c l L j l e C z"

"c l L j l e C^a j l f? a j j i l c l L j l e j b j l^R a j B j j l c l L j l B^R h i l z"

"a j j i l B h j l i l e p l c l L j l?"

"h j l B j j l c j c i l^R a j j i l c j c i k j i l R^a W j J i j e p v i h^T A j l e p^u k^a q^h! B j j l
c j c i l f r l e^u B j j m s h z a j j i l L j^R q i l j j e^a f i l h e j z L j m a j j i l J y L j^R k^a c
q^u R z"

Lj^R q j p^a m j N m z

"hEljef, H W i l j l L b j e u z B j j c l h j i s l A f h i c^R a j j i l A^N h z H M e Q i M j^M H L V^a
S m l c^u H p i, M^a k j h z j f e S i l p i q^h l J M i e c j c i l B S l e j z z B j j l i h n j p l a l e
B S h j i s l i i a^R o^a B p^h e e j, c M m j h j C^R l L j j i u a y l i h R j e j a i l z"

HC MhIVi^R f^u Lj^R j^e j^e B l j f^m, a j l f l r^Z C H a v i B l j f^m h^m m < j
h j d q m z

I j^e h j h j l O^R g j a l a l j j l p^A e h l e l l L b j v i l e^u f l j n^M Q m m z g j a l a l j j h m^m,
"a^j a j l c i c^R L B n j p l c^m z a j l f^R?"

"a j l f^R B h j l l f? e h l e l k j e L b j a j l e L j S z h E l j e f^L k^a c q^h, a j l f^R k j
q u a j q^h z"

e a e - N s j i j S i c l f i l h j i l L j k l c j h j d M h C E N z H i j l e⁰ Q u i W L L^R B^R e k, i h h j q

L^Q ehhdš a;l fñl-fchfl Q^Qu A^eL Ef^Q E^QW^QRz AaHh h;f^Ql h;š h^m L;e; h;miC B^R H Lb; H^RLh;Q i m^a c^QJu;C p^WNaz H Ah^Qb;u c^Q İcL I r; L; kİc Apñh qu a^h HLV; İcL ^a; I;M^aC q^hz p^C İcLV; ^Q L;e^W; a; ehfe j^e j^e f;L; L^Q I;M^mz ^QM;e c;ç;l AİdL;l Q;J, ^QpM;e J ^QL;e;İce c;ç;l p^Å mš;C h;di^a p;qp L;^a f;İ^h H Lb; B; İLR^İce B^N ehfe ü^Qf^W i j^ha f;İ a e;z

ü;j^Qœf^a f;İ j;n^N L^Q İ^Qbl qm ^Q, L;im pL;im L; j^h HLh;İ j;æ İhf^Q;p^l p^Å İLR^İZI S^ef^Q ^QM; L^Q Bp^h, HC f^Uh j^dp^Qe^l L;R L; q^hz kİc I;š qu Hhw L; j^hL ^QpM;e f;İw;e; k;u a; q^m a;l f^Q ^QpM;e ^Qb^L c^Q;İ İc^el j^df^Q a;L e; ^Qgl;h;İ p^WNa L;İZ h;e;e; nš² q^h e;z

j^dp^Qe h;š İglm A^eL I;e, p^Å HLI;İn L;İNS^fœl ^Q;T;İz ehfe E;L ^Q ^QM^m, j^dp^Qe ö^a e; İN^Q ^Q;M Qn;İ H;V efm ^QFel^m q;^a Bİf^pQ^İ I ^QX^Q ^QL;e; cİm^m h; c;İn İc^QR, ^Qe;Vh^Q h; ^Qe;V İe^QRz ehfe p;qp L^Q Q^Q Y^QLC hm^m, ^Qc;ç;İ, B;İj İL ^a;j;İ ^QL;e; L;İS L^Q İc^a f;İİ?" j^dp^Qe p^Wr^Qf hm^m, ^Q"e;İ" h^Qİhp;u HC p^WL^QVI Ah^Qb;V;L j^dp^Qe p^Qf^Wİe^S Buš L^Q İe^a Q;u, ph;V; a;İ HL;İ ^Q;M f^İœr q;Ju; c;İL;İZ H L;İS A^eİl c;İl p;qu;a; İe^a ^QN^m İe^SL c^hİm L;İ q^hz

ehfe ^QL;e; L;İ hmh;İ İRâ e; ^Qf^Q ^Qİİ^Q ^QNmz n^Qf^Q ^Qk p^Q;İN f;İJu; k;İ^h H;e ^a; İ;İ^h ^Qİd qm e;z eh^Qel fZ, L;im pL;imC hEİ;e^L İJ;e; L^Q ^Qh;Z BS İ;œC p^Q;İa B;ç;u L;İ Q;ç;

M;İeLrZ h;ç^Q ehfe HLV; m^Q;ç^f q;^a L^Q c;ç;İ ^QVİh^Qm^l Ef^Q ^Q ^QM hm^m, ^Q"^a;j;İ B^Qİ; L; q^QRz"

j^dp^Qe Ae;İ h L;İ^m, HC İàafu m^Q;ç^f a;İ L;İS;I A^eLM;İe p^hd;İ qmz İL;ç^Q HC Ef^mr^J ^QL;e; L;İl p^Q;e; q^a f;İIm e;İ B;İl ehfe^L ^Qİİ^Q Bp^a qmz

HLV^Qf^QC j^dp^Qe^l A;İ ^Qİİ -s-İs^a a;İ;İL ^Qp^S a;İ ^Qİİİ h; f;İ^h İİp^Q emV; ^QVİh^Qm^l Ef^l B^Qİ B^Qİ a^m İ;M^mz j^dp^Qe aMec Ae;İ h L;İ^m HV;İJ c;İL;İ İRmz rZL;İm^l S^ef^Q ^QFel^mV;İ ^Q ^QM a;İ;İL V;e^a m;Nmz

HC AhL;İ^h ehfe L;İ f;İs^m, ^Qc;ç;İ, ö^a k;İ^h e;İ? A^eL İ;İ q^Qu^Rz hEİ;e^f ^a;j;İ S^ef^Q qu^a;İ ^SN h^Qp B^QRez"

^Q"^SN h^Qp B^QRe" L;İV;İ HL j^Qš^aİİ j^dp^Qe^l j^el İ;İ a^Q İN^Q m;Nmz ^QYE^Qul Ef^l İc^Q S;İq;S kMe Vm;İ m^U L;İ^a L;İ^a Q^mR, HLİV ^QR;V;İ X;İP;İ f;İİM E^S H^Qp ^Qke j;İ^Um hpm; r^Q p;š^aİ İ;İ a;İ rZL;İm^l S^ef^Q j^e H^e İc^m n^Q;İm à^Qf^l İe;İ h;e;R;İu;İ Rİh; İL;ç^Qp L;İju; j^e ^Qç;İl p;ju; eu, S;İq;S Q;İm;İ^a q^hz

j^dp^Qe Bfe j^el HCv^Q ^Qİ' ^Qm^Q İ;İ qmz aMec ^QpV;İ ç;e L^Q hm^m, ^Q"h^S;İhE^L ö^a ^Qk^a h^m;İ, BS B;İj h;ç^Q ^Qİh;Z"

^Q"a;L e;İ-qu HM;İe ^QX^Q İc^C" h^m ehfe -s-İs;İ Lm^QLV;İ^a g;İc^a m;Nmz j^dp^Qe q^Wİv ^QT;L E^Q h^Qm E^Wm, ^Q"e;İ e;İ"

ehfe a^{ia}J e^j c^{ij} hm^m, "lale k^aaj^{il} LⁱR cl^hil LI^{he} h^m h^p B^{Re}Z"
I^rü^l j d^pſe hm^m, "HMe cl^hil I p^{ju} e^CZ"

"a^{ij}il a^{ai} p^{ju} e^C c^{ij}, a^{yl}J a^{ai} p^{ju} L^jZ"

"L^f, q^uR L^f?"

"h^fc^jph^{ih}BS LmL^{ia}ju H^pRe M^{hl} f^jJuⁱ N^R, a^{ic} h^{El}je^f L^{im} p^Li^m--"

"p^Li^m k^a Q^{je}?"

"hⁱⁿr^ZI S^ef e^j, HL^hil L^{hm}--"

j d^pſe q^{ia} T^yL^{ie} i^cu E^w hm^m, "aⁱ k^{je}-e^j, k^{je}z h^{ip}l^l BI eu, a^{ij} k^jZ"

ý^Lj B^cju LⁱC ehfe Oⁱ b^L HL^csz h^{ic}l B^pa^C j d^pſe^{el} XⁱL Lⁱe H^p
f^yR^{im}, "ehfez"

i u mⁱNm B^hil h^t c^{ij} ý^Lj I^gil^u e^{uz} O^l H^p c^{ys}i^aC j c^pſe hm^m, "h^sihE
HMe iLR^{ice} a^{yl} c^{ij}l JMⁱe iN^uC bⁱL^{he}, a^{ij} a^{il} S^{ij}N^{is} Lⁱ i^cu^{iz}"

eh^fel i u mⁱNm, c^{ij}l HC f^{ij}hⁿ a^{il} j^m fⁱR H^{LV} E^{vp}q f^{il}in f^{uz} H^{je}-L^f, p
H^{LV}lad^{il} i j^h c^{im}u j^{ij} Q^mLⁱa mⁱNmz hm^m, "h^{El}je^f N^m h^{is}Vⁱ h^si M^{ij}m-M^{ij}m
w^Lh^z"

j d^pſe Lⁱe^j E^šI e^j Lⁱ -s-^{is}l em^Vi e^{ij}u^u i^m LⁱS mⁿ N^mz h^ta f^{il}m
f^hijⁱ e^{el} I^{ij} HM^e M^{ij}m B^R-- J i^cL H^LhⁱC e^z

ehfe Be^{iz}a q^u Q^m N^mz j d^pſe^{el} LⁱS Q^ma mⁱNmz iL^z L^{Me} HC LⁱSI d^{il}il fⁱⁿ
i^cu BI-H^{LV}i Em^Vi j^{ie}p-d^{il}i M^m N^R aⁱ p A^eL^rZ i^eSC h^ta f^{il} i^{ez} HL p^{ju}
e^{fm} f^elpm f^uSe n^o e^j q^aC R^{iv} i^{em}, -s-^{is}l em^Vi E^wm j^mz i^cel h^mju
j d^pſe^{el} j^eVⁱ L^jd i j^{he}j p^oa k^{Me} p^cf^z i^ex^Lia i^eu^lRm, a^{Me} B^NL^{il} i^cel j^ai
i^eSI 'f^{il} i^eSI HLⁱd^{fa} i^gl f^u j d^pſe M^h Be^{iz}a q^ulRmz iL^z ka I^{ja} q^uR
aa^C p^oc^q q^a mⁱNm k, n^ec^{an}R^s f^{im}ju i^{ez} p^sAI O^l B^R Nⁱ YⁱLⁱ i^cuz

h^{io} b^{ij} N^R, L^b.f^rl Q^{yc} h^{ij}Nⁱe^l LⁱZ HL f^{ij}Q^{fe} i^{pp}NⁱRⁱ E^fl BLⁱh E^w
B^{an} f^{ib}h^lL i^{hq}m Lⁱ i^cu^Rz qⁱJu^vi Wⁱmⁱ, j d^pſe^{el} c^qVⁱ i^hR^{je}l li a^l H^{LV}i N^{ij}
L^{ij}m o^fhⁿ S^ef c^{ij}h S^{je}a Bⁱn LⁱR^z e^{fm} f^elpm^Vi Q^of d^l M^{ia}j^fel E^fl p
T^{yl} fsm iL^z j^el Ni e^l BLⁱh H^{LV}i L^{bi} r^fZ Ab^Q o^fø B^{Ju}i^S hⁱS^R, "h^{El}je^f
q^uaⁱ Har^Z S^N h^p B^{Re}Z"

j d^pſe f^Z LⁱRm, H^{LV}i i^hno LⁱS BS I^{je}l j^de^C n^o Lⁱ I^mh^z p^vi L^{im}
p^Li^ml j^de^l p^{il}a f^{il}m k M^h hⁱⁿ A^{ph}d; q^a aⁱ e^{uz} iL^z f^Z I^{ri} Lⁱ Jⁱ h^{eh}p^{ul}
d^jle^{az} a^{il} b^L Lⁱe^j L^{il}Z k^{ic} i^o q^u a^h i^eSL r^ji Lⁱa f^{il} e^z Ha^{ice} d^jML
M^h LⁱWei i^hC I^{ri} LⁱR^z a^{yl} f^uil^J f^uR k^oz iL^z C^{je}h^{il} i^cel j d^pſe^{el} p^A
I^{je}l j d^pſe^{el} p^{il} iLR^{il}R^ag^{ia} O^v B^pR-- HL h^zju c^e a^{il} I j^aiz k^{ct} f^Z
Lⁱ X^{ul} E^fl J T^{yl} f^s h^{pi}Rm-- I^{je} k^{Me} Ni e^l q^u H^m, p^C f^zI L^{je}l H^{LV}i
g^{yl}Li li a^l i^cu H^{LV}i E^{is} i^jl j^ai i e^{li} e^lLI^a o^l Lⁱm, "h^{El}je^f q^uaⁱ S^N

h^op B^oRez'

E^o fsmz h^oja e^o le^oi u^o M^oja;fæ^o k^oje i^oRm^o a^oje i^o i^ohC^o q^om Qmm^o h^oih^oi O^oq^o I^o c^oL^o A^ozxf^o B^oPej-^oO^oi^o k^o h^oij^oic^oi^o i^oc^ou^o a^oajm^oi O^oq^o k^oa qu^o p^oC h^oij^oic^ou^o q^oim^oPI d^oi^o n^oej^oip^oic^oif^o q^oSI E^ofi h^opz Q^oyc a^oMe j^odf-BL^oi^on, a^oil B^om^oi H^op a^oi^oL i^oO^oq^oRz a^oi^oL c^oM^oi^oR^o k^oe l^ojeu^o HL N^oof^oi h^oC^oul R^oih^oi j^oaiz Ab^olv^o p^o k^oe f^olaic^oel j^oje^o eu, A^oia^oleL^oVI A^oiaf^oiIQ^oul L^oq^oil B^ohIZ^o b^oL^o k^oe HL^oV^oi c^oq^oa^oll j^ode^o h^oil^ou H^op^oRz^o p^o S^ojea j^odp^oce HC fb^o i^oc^ou^oC^o h^oih^oi O^oq^o k^oiu-- p^oC k^oJu^oil ch^of^oV^oi JI L^oi^oR A^oia a^oh^of^oh^oce^oil, p^oCS^oe^of^oC a^oil BLo^olv^oi Ha f^ohmz i^oL^oz^o o^od^oq^oeu^oV^oi^oL h^ofb^oll^o h^oce^oju i^oh^oÜ L^oi^oh^oi f^oiNm^oi^oJ C^o k^o HC f^oaf^or^oil j^ode^o B^oR a^oi eu, HI j^ode^o HL^oV^oi f^oaf^oin^oJ B^oR-- k^oic rZL^oi^om^oi j^ode^o HL^oV^oi i^oLR^o0^oV k^oiu; Ap^oñh LMe p^oñh q^ou k^oih HC B^onu f^obl d^oi^ol S^oN b^oiL^oiz

j^odp^oce JI i^oc^oL HL^oh^oi LV^oir L^oq^o E^of^o Q^om Q^omz n^oej^oip^oic^oif^o i^oe^oSI i^o i^oNE^ol E^ofi I^oiN L^oq^o q^oimw nš² L^oq^o d^oq^o a^oil E^of^o j^oib^oi W^oL^oa m^oiNmz

h^oih^oi O^oq^o i^oN^ou j^odp^oce c^om k^o L^oj^o S^oN h^op e^oCz O^oi A^oal^oil, e^oih^oi O^oq^o I^o M^oim^oi cl^oS^oi i^oc^ou A^oof HL^oV^oB^om^oi Bp^oRz j^odp^oce HL^oh^oi i^o i^ohm i^og^o Q^om k^oiC, i^oLz^o f^oi^om e^oiz N^oej^opl B^om^oiV^oi S^ollm^ou i^oc^omz L^oj^o h^oR^oje^oil j^ode^o j^osp^os i^oc^ou O^oq^oi^oR-- B^om^oi S^ollm^oa^oJ O^oj i^o i^oPm e^oiz L^oj^o HC B^oi^oj O^oq^oje^oil E^ofi JI I^oiN d^olmz A^od^ok^oll p^oA^o j^on^oil M^om d^of^oUL^o i^oh^oR^oje^oil E^ofi h^op fsmz M^oiV^oi n^oe L^oq^o l^oy^of E^oWmz

L^oj^oQ^oJ^oL E^oW hpmz BS j^odp^oce Bp^oh e^oi h^omC S^ojeaz q^oW^ov a^oi^oL c^om j^oAM H^oje HL^oV^oi i^o i^oh Hm^o k^o, a^oiC c^om j^odp^oce^oel h^oLI li al i^oc^ou k^oe HL^oV^oi h^om i^oh^odmz j^oib^oiu IŠ² Q^os^o N^om, h^om E^oWm, "B^oj^oiL^o L^oi^oej^oa^oC p^oC^oa f^oi^oR e^oi, e^oi?"

H^ojea^oi f^oñ^oll L^of Eš^ol c^oh L^oj^oa^oi i^o h^oC f^om e^oiz p^ola^of^oC q^oW^ov j^odp^oce^oL c^om JI h^oL l^oy^of E^oWIRm Ba^oz a^oMe JI j^oev^oi paL^oñIRm e^oiz k^o i^oih^oV^oi^oL J i^oe^oSI L^oi^oRJ ph^oñ^o; Q^of I^om^oa Q^oiu, k^oil f^ohma^oi i^oe^oSJ L^oj^oap^ocf^oñ^oS^oe e^oi p^oa^oMe q^oW^ov Ba^of^oñ^ol^oin L^oq^oi^oRm

j^odp^oce i^oQ^oih^ou i^oQ^oih^ou h^om^o, "c^oic^oil L^oi^oR k^oih^oi S^oe^of^o a^oij^oil cl^oh^oi?"

L^oj^oHC j^oq^oa^oñ^o JI f^oi^ou fs^oa f^oñ^oa q^ou^oIRm, i^oLz^o JI j^oAM c^oic^oil e^oij o^oe^oC nš² q^ou E^oWmz h^om^o, "e^oiz"

"a^oij k^oa Q^oiJ e^oi?"

"e^oi, B^oij Q^oiC e^oiz"

"eh^of^oe^oL B^oj^oil L^oi^oR cl^oh^oi LI^oa f^oi^oW^oJ i^oe?"

"e^oi, f^oi^oW^oC i^oel"

"c^oic^oil L^oi^oR k^oih^oi C^oq^oR a^oi^oL a^oij S^oje^oJ i^oe?"

"B^oij a^oi^oL h^om^oiRm^oj, c^oic^oil c^om^oa B^oij k^oih e^oiz"

"le^o?"

"a^oi B^oij h^om^oa f^oil e^oiz"

"h^om^oa f^oil e^oi? B^oih^oi a^oij^oil p^oC e^oñ^oñ^ol Q^oim?"

"Bij k e t e n q i c g u z"

"kij, aicli LjRC kijz kine eJ aij HmieLijz AeNiq LqIRmj, j knci hqm eiz HMe Aeajf LIa qhz"

Lj=LjW q u h p l C m, LjRei Ešl LI m eiz Lj d qia d q Apqé HLVj TyLile ic u j d p s c e h m m, "j j f Q i c a J S i e e j ?"

"IL pl S e f ?"

"a j k B j i l H i h R i e j l E f q o a f q R a j l S e f z"

Lj=awrZiv I h R i e j b o l E w f i n l O q Q m N m z

j d p s c e h i c r l l O q k i h i l f b c m m n e j j p c l e p c h i j c u E f s q u f s z j d p s c e f i n H p l e Q a q u a j l q i a d q v e a i m h i l Q o j L q h m m, "L e L I R, n e j j i ?" A j l e n e j j i E w h p j d p s c e l c e f i h e l S i s u d l m, N c l n c L r h m m, "B j i l g e g m i a j z"

j d p s c e a j l q i a d q a m c y s L i j m, h m m, "C p l a j j i l N i k H l h i W i m i l q j z Q m i a j j i l o c u i c u B i p n z" h m a j l l e S I n i m l H L A w n B h a L q X i e q i a i c u p h m Q o f d q n i h i l O q f j R u i c u H m z n e j j i Q f Q f h m m, "H L V h p h e j ?"

j d p s c e h m m, "L i S B R z"

I j a l q m i L j b i b o l i s a Q o f H a r Z j d p s c e l L i S e o L q c h i l S i N i s L q R -- B l e u z L j d L j R b o l k E f r i f u R a j l r i a f s z l i j m i l A e f L j b i J S j i B R H V L a p h e t l e m z i j m i h i p i l l i a l i c u j j e o B f e i l k f l j j m e E f m l i L q, B S l i e p c A e i h L i h i l f l u j S e j d p s c e l i R m z n e j j p c l e p j U l S h e j e i c u J l S e f A e f r i L q B R, p c B n i p v l a f u j d p s c e B S l i e L i S i S i l f m, k A j k n c i l L y V i J l j e l j d e l i h y d B R a j l n c e j A e L V i L i j u i c m z

H i c l l i e L j a k d j, i f m a j j d e l J l H L V i p i z l e i R m z k a h i l j d p s c e a j l i j m i h i p i c i m u R, a a h i l c L j d j e H L V i V i e j V i l e H p R; i j m i h i p i l j m e c H l f l a n i d L i j Q i c H C L a h e n i d J l A a f z A i o b l L q R z H m s i c u L j d S a h i l L j e i B n i i R m e z i l z o f l i j i h v i L n e, p v i l l h m c Q i f i c h i l S e f H a l c e L j a f i z f z Q o j L q R z L j m l i e p c Q i f i c J u j f l i j i h v i H L j a p a n p c f y n d i j f s N m z L j d A p a L l i A h o b j u j d p s c e o f o L q c m a f u R k L j d p j U l f l i a j d p s c e l f l i a l i h l i u; H C v l e i o q a S i e j q u N m p i j m i, a j l f l f l o f l i k i L a h e p v i A l f v i j h L i p n h q h z j d p s c e J l L j e j L q, p c M i e c p j p e j; r i i l p A J l k h S l e L i a Q i u p c M i e c p a f z p a f c j d p s c e l i h R i e j u n i h i l A i d L i l J l e c z o u J l h m c g y l l i c q R z H h i s a J l k f c p v i i h s d e z

B S l i e H C H L V i f h a h i l h i l L j d j e E w R -- L j d l e u j d p s c e l l e H a l e h l a? J a j L b i u L b i u e t e n i l Q i m l f p A a m L j d M y V i c u, a j l j i e L j d p A J c l H l h i d i a l a g i a, S i a l a g i a, i l z o j d p s c e l e a h J l i j m i h i p i S i e j u?

Hil LM^{re} pať i i^mh;pi q^a fi^l? Lj^d le0Ou ihnap, BS j d^pse k;C j^e LI;L-
ej^e Le, Lj^d L ic^u LM^{re} C JI je i l^a fi^l e; ka nfoE j d^pse a; ħi^T aaC pLm
f^r l j Amz

ehfe Ljm l^{re} c;ci l L;R^b L p^c j la le^u ka Be^z L^l o^a Nm, BS pL^m a; l
BI h^s j-ILR^a h;il l Cm e; Ljm l;oe aMe Bs;CV; j d^pse L;S^o L^l aMeC ehfe^L
X^L f;W^u iRmz yLj HC^k, Lj^d ce^L l h^f c; p l JM;e f;W^u e^c Ju; q^h, kaice
j d^pse e; Bf^{le} X^L f;W;u aaice ig^l Bph;il c l L; l e^c z ehfe h^T m HV; leh^l pec^m z

BİPe; -Ol; Q^L L; h; l; j; c; i k Awⁿ Ljm l^{re} j d^pse l p^A n^t j; l p; r; i v q^u i Rm, iWL
a; l ih^f l fa ic^L l h; l; j; c; i p w m N^a eh^f e l ħ; h; i l Olz aMe JI; üj^l e^f Lj^d p^d a^C
B^m; Qe; l l i Rmz H; e p; j u Nm; l n^e o^e g; j; l a l j; j o^l l c l S; M^m a^C S^t; v^l e; l B^m; a
j d^pse l p^A n^t j; l l j m^e l Rih e^m a f^m z h^T a f; l m Lj^d i j^l e l S; m HC l; re
lexn^e BI-HLV; n^s 2 iN^w fsmz

ehfe^L g; j; l a l j; h m^m, "iWL HC p w L^l v l p; j u iL ic^l l Q^m k; Ju; i i^m i q^u i R?"

ehfe h m^m, "Haice^a hEl; jef iR^e me e; L; ^m v; a; Hacs^l LM^{re} C Hⁿ; u lez hEl; jef
B^{re} h^m HV; o^v r^z"

"L^f h m a^l j!"

"hEl; jef k Oj^z l r^d l S; i l^u r^e a; l A^a S; i N; a f; l e le, a; c^p Aeb^l f; a l l^a
h^p r^z B; j a; h; m HC p; j u v; u JI c^l b; l; c i i^m i, a; a BI-ILR^a e; q; l A; z^a E^e
n; l; z^a b; l^a f; l ħez"

"a^h HV; iL H; j le i j^h c Qm^h?"

"k B- e e^h i; h; i l^l e; l E f; u e^c, p^v l Bf^{le} S^m R; c q; Ju; f k^l; a; j l^u e^m a
q^h z"

f l i ce pL^m q; h m^p j U^r z Lj^d p^A p^A ig^l m z - l j n; c kMe f s; i l S^e f J^l h; c^l
X^L f; W; m, J Lj^d l c^l Q; c^m z Lj^d k^l c^k a hma^a a; j J^a ka, iL^z l Lj^d ħ; q; i l^l h^m
ic^m BS q; h m^d R^v z

hd^s iLR^l c^e l S^e f h; f l h; i s k; i^r p^c p^d i v BS Lj^d k; e; l p; j u m; n m e; z H h; i s
ke J^l BS q; i l^a h^p r^z k f; i m^l M; y Q; u h^z f l l; q^u i Rm, BS ke c l S; H LV^a g; y L
l l^a c^p E^s fsm, BI ke H M; y Q; u p Y^l ħ e; z

ehfe h m^m, "hEl; jef, ig^l Bp^a c^l l^l e; l e; HC Lb; v; i ph je ic^u h m^a f; l m
ħ^l Q^k a; j, iL^z l j^m l c^u ħ^l i m e; z k; c l L; R^a a; j; l k b; b^l p^c j; e p^c M; e^c a^l j b; l; j
Nz L; e; l L; m ehfe^L k^l c^l e; l L; l z c l L; l qu o^j z l z^l e; l j z"

g; j; l a l j; j le^s l q; i^a a^l l B; j p^š a BQ; i l f^l i a H LV; q; i s^a p; i S^u f; i m l^a a^m
ic^m z ih^o iLR^a h m^m e; z iL^z l j^e a; l ħ n H LV^a Bf^š i Rmz kaice h; d; i Rm o^b s^m,
kaice j d^pse Lj^d l h; i l q^l b^l Af; j; e L^l R, g; j; l a l j; j l p; j u^l je aaice i Rm Lj^d
f^r; iL^z l k h; d; i p^š e, k; j j i Na, ih^o z L^l k; i l p w^l i le z^l u l l; l i We, a; i l c n^s 2 k

fhmaj, H Lb;V; ʒj;al j;il L;R pqS euz üj£ ʒ j;ʒaŋ f;æ qh ʒC j;ʒaŋ
Aihmõ Øæf ʒV;L ʒ; iNÉ h;m NZÉ LIh, ʒj;al j; HCvLC ü; i;hL h;m S;ez HI
hfiæzjL ʒ h;sih;is j;e L;Lz Hj e-İL, HM;e; ʒ hE;je f pð;ā ehfel clc B;R, HV;ā
a;il i;N quz Lj; f;L;āNa ĩhab; ʒ HL;j;¹AL;æj, HV; ʒ AqWL;il eu, Hj e-İL, HCv
ie;u ʒ Lj; ĩeSI p;Ā ĩeSI c;S;ū ĩh;id, p;id;ilZa ʒ;u;cl f;r HV; üfL;il L; ʒeJu;
L;Wez ʒ Qf;e ʒ;u f;il Aep;Z ĩeSI f; ĩhL;ā LI;ā Bf;š L; ĩe, ʒ klc ʒ;e
SN;ā Hj e ʒ;u B;R ʒ Bfe;il HC fcpwL;Q-f;seL üfL;il LI; Afj;eSeL h;m j;e
L; a;h ĩeŌQu ʒC L;L;L ʒ ʒ;ʒ E;S;u ʒcu, ĩeŌQu h;m JV; e;L;iljz ʒV; ĩeN;ti j;h
ü; i;hL, ʒCivLC ʒ S;e Aü; i;hLz ʒj;al j; HL;ce Lj; c;M ph ʒ;u ʒ;in c;M
ʒ;u;Rm, ʒ;id L;il ʒCS;efC BS a;il j;e Ha L;We q;ā B;ñ L;Rz f;āL;ŋ i;NÉ kMe
hl;je LI;ā B;ʒ, aMe a;il f;u j;ib; ʒ;L;u ʒ ʒ;u Aihmõ ʒ hl N;qZ LI;ā e; f;il,
a;L j;aj LI; ʒj;al j;il f;r Ap;ñh-- Hj e-İL, j;S;e; LI;jz

hijlsI pj^e Bp^aC fimlI cISi HLV^agyL L^Q Lj^aEf^QI ic^L Q^u cM^mz QⁱS
 HC pjuVj ihf^ci:p IjUⁱl di^QI hijⁱ3^u h^Qp Mh^QI LjNS fsa, BS cM^m pMⁱe^e LE
 eCz BS k Lj^aHMⁱe Bp^h Q^p Mhl H hij^sa fⁱWⁱeⁱ qu lez fimlI p^A jqiI Sijl
 aLjⁱ-flⁱ c^Qi^ue^L c^QM H hijlsI c^Qi^ue hE^U q^u EWM, h^Qm k iclcWⁱLI^Z H^Qp^R
 hijl-hijlsI BIPeⁱ fⁱl q^u Azxf^QI ic^L fiml Q^miRmz Lj^abij^Qu a^af^c hⁱC^QI ip^{ys}
 h^u Ef^QI ic^L E^W Qmmz aⁱl C^QR aⁱL BI LE cMhⁱl B^N ph fⁱb^QJC cⁱcⁱl p^A
 aⁱl c^Mi quz le^QQu Q^p Sjea, hⁱC^QI BIjⁱ-Ljⁱl^aC QⁱNEl bⁱLhⁱl h^h0^bi q^uRz JMⁱe
 Sjemⁱ Q^L hⁱNⁱe^l L^b-Q^si, Lⁱ' e J Anb NⁱRI HLIV L^apiⁱ c^Ma fⁱJuⁱ kⁱuz pLⁱml
 Qⁱcl^Q Xⁱm^fi^mi^l li al ic^u HC O^QC fⁱb^j c^Mi c^uz HC OI^{IV}C ihf^ci:pⁱl fR³z

Lj^aip^{ys}I LⁱR Bp^aC phⁱNEVj L^L R^QV H^Qp JI Nⁱul 'f^Q Tyif^Qu f^s QⁱQ^u
 mS Tⁱf^{IV}u Aⁱ0^bi L^Q ic^mz Lj^a p^A p^AC mⁱgⁱa mⁱgⁱa Q^Qi^a Q^Qi^a Vj Qmmz
 ihf^ci:p HLVⁱ j^s-a^miⁱ L^Ql if^Q Q^mi^e ic^u Bd⁻hⁱJuⁱ Ah0^bu, fⁱul EfI HLVⁱ
 IR^{VI} h^mi^Qfⁱn V^ejⁱ; HLMⁱeⁱ hC le^u Xⁱe qⁱaVⁱ ihR^ejⁱl EfI Hⁱm^u B^Q, ke L^Q1^q
 HLV^aB^N fsⁱ h^a L^QRz Qⁱul Q^fu^miⁱ BI i s^zhⁱn0^l I^{IV} p^Qa HLVⁱ ifⁱl Q^fi^h Q^{SI}
 Ef^Q f^sz Inu^QI LⁱR c^ui^{ml} Nⁱul Q^mg hC⁻Q^mi EmVfⁱmV H^mi^Q Q^mi^z lⁱ Q^e k mⁱc^f
 S^miRm Q^vi^u cⁱN Ah0^bu O^QI LⁱZ HM^ei f^s B^QRz

Lj^aihf^ci:pⁱl j^{MI} ic^L Q^u Q^jL EWMz JI H^je ihhZ^{NI}NI^Z j^{ja}ñ LM^ei c^QM lez Q^pC
 ihf^ci:pⁱl p^A HC ihf^ci:pⁱl ke La k^{NI} agⁱa! cⁱcⁱl fⁱul amⁱu jⁱbⁱ Q^QM Lj^aLyc^a
 mⁱNmz

"Lj^a k, H^QpⁱRp? Bu, HCMⁱe Buz" h^m ihf^ci:p aⁱL fⁱh^Q v^e le^u Hmz kⁱcJ
 IQ^Wa ihf^ci:p aⁱL Bp^a HLILj hijZ L^QIRm, ah^aajl j^e Bnⁱ IRm k Lj^aBp^h
 Bp^a f^QQ^Q c^QM JI j^e qm, a^h qu^ai^l Qⁱeⁱ hⁱdⁱ eC-- a^h Lj^a f^Qr aⁱl OⁱL^a
 pqS q^u N^Rz H^cl fr Q^bLC Lj^aL Behⁱl S^ef^Q f^Uh, fiml J^QmⁱL fⁱWⁱeⁱC leuj -
 - ilz^o aⁱ eⁱ qJuⁱ p^S Lj^aHm, HVⁱa JI kaVⁱ üj^dfe^ai L0^feⁱ L^Q le^m aaVⁱ
 j^dp^Qe^l O^Q ihf^ci:p H^QLhⁱIC f^laⁱnⁱ L^Q lez

Lj^aajl c^Q qⁱa ic^u ihf^ci:pⁱl Bm^Qm^Qm HLV^afⁱl fⁱIV LI^a LI^a hm^Qm, "cⁱcⁱ,
 Q^aijⁱl H L^f Q^Qiⁱ q^uRz"

"Bjⁱl Q^Qiⁱ iⁱ Q^mi qhⁱl j^ai Ccⁱe^W Q^ai Qⁱeⁱ OVeⁱ O^V le-- ilz^o aⁱl H L^f I Lj^a nEⁱ
 g^fi^lQⁱh^Q q^u NⁱRp Q^z"

Cⁱaj^Qd^f Mhl f^Qu Q^rjⁱfⁱp H^Qp Efⁱ0^{baz} Q^pCp^A cⁱSⁱl LⁱR HLCm cⁱp^f QⁱLI li s

L' S; qmz r'j;lfip' f'zj LI'ac ifip J' h' L S's' d' Lf;im Qj' M'mz
c;pc;p'f; H'p f'zj LI'mz pL'ml p' L' m'p'n;oz q'u N'm fl Lj' h'm'm, "ifip, c;c;l
Qq;l; h's; M;l;f q'u N'Rz"

"p'd q'u'R! 'aj;il q'i'al 'phi ej' f'm JI 'cq'k iLR'ac i j'm; q'a Qju e;L Laic'eL
A' epz"

ihf'c;ip hm'm, "ifip, Lj' L' M'a hm'h ej?"

"M;h ej' 'aj; L' pJ iL hm'a q'h? J'cl f;im'LI 'hq;l;-c'ju;e phi'c'L hip'u H'p'iR,
aj'cl M;C'u ic'u B'ip N'z 'aj; l; c's'e HMe N'of L'ij, B'ij Qmmjz"

ihf'c;ip r'j;lfip' Cn;l; L' L;R' X'L L;e L;e iLR'h'm ic'mz Lj' h'f'm J'cl
h;ls' 'm;L'cl L' f; i;h ihc;u LI'a q'h aj;C fl;j n'm HC fl;j 'n'm j'd'e Lj' BS Afl
fr q'u E'w'Rz JI L;e; j a 'eCz HV; JI HLV' i j'm; m;Nm e;L Lj' aj; 'h;id a'm'a
hpmz H h;ls'a aj; iQI L;iml 'b;je ig' cM'ml L;S' ol; L' ic'mz

f'bj a, c;c;l M;ep;j; 'N;L'm'L igp'igp' L' L' HLV; yLj LI'm, aj; f' m;Nm
le'SI j'eL j'a; L' OI 'N;R;az h;C' l; h;l;ju p'il'u ic'm if'iIQ 'Fu;m; m'e;Cf, M;im
p;x;-Ju;V; l; 'h;am, HLM;e; 'ha-'R;S; Q;L, 'N;V;LaL jum; 'aj;u'm Hhw 'N;'
'm'g'l Efl hC-'m; iWLj a p;S'm, c;c;l q'i'al L;R;L;R' HLM;ie iVf;C p'il'u H'e aj;
E'f' -iR'u l;M'm fsh;l hC, Lmj;c;e, h'w'f'e;X, M;h;l S'ml L;QI 'p;l;C BI 'Nm;ip,
R;V; HLIV Bue; Hhw iQI'le- h'nz

C'aj' d'e 'N;L'm HLV; i'fa'ml S'N N;j Sm, HLV; i'fa'ml iQ'm;IQ, BI p;g 'aj;u'm
'h'al 'j;sil Efl H'e l;M'mz iLR;j;e p'c;j'al A'fr; ej' 'M Lj' N;j S'm 'aj;u'm
li iS'u ihf'c;ip l; j'm-q;a j'R'u ic'u aj; Q'm B'Q;ls'u ic'm, ihf'c;ip in'ol j'a; Q'f L'
p'q'e LI'mz LMe L' J'od M;Ju;a q'h Hhw f'be'l i'eu; L' p;U' 'S'e i'eu Hje i;h -iR'u
hpm 'ke JI S'h'e BI 'L;b;J L;e; c;ilua' 'eCz

ihf'c;ip j'e j'e i;h'a m;Nm HI Ab'V; L'f? 'i 'h;Rm, 'cM; LI'a H'p'R Bh;l Q'm
k;h, iLz' 'p;l; i;h 'aj; euz n'bl'h;ls'a Lj' p'd'aV; L' l;Lj cy;ls'u'R 'p;V; ihf'c;ip
S;e'a Q;u, iLz' 'of' L' f'n'ALI'a p'w'L;Q 'h;id L'z Lj' i'e'SI j'm 'b'LC oe'h HC
Bn; L' iCmz 'Lhm B'U' B'U'HLh;l iS' i;pi LI'm, "BS 'aj;L LMe 'k'a q'h?"

Lj' h'm'm, "BS 'k'a q'h ejz"

ihf'c;ip ih'i'j a q'u iS' i;pi LI'm, "H'a 'aj;l n'bl'h;ls'a L;e; B'f;š' 'eC?"

"e; B;j;l u;j fl p'c;j'la B'Rz"

ihf'c;ip Q'f L' iCmz Lj' 'O' l; L;Zl 'V;hmV;a HLV; Q;cl ih;R'u ic'u aj; Efl
J'od l; in'in 'h;am f'i' i'a -iR'u l;M'a m;Nmz M;ieLrZ f' ihf'c;ip iS' i;pi LI'm, "'aj;L
iL a'h L;im 'k'a q'h?"

"e; HMe B'ij iLR;ce 'aj;il L;R' b;l'hz"

Vj L' L'V; L'QI e'f'Q n;Z' q'u i'aj;l p;de;u i'eks' iRm, Lj' 'aj;L Bcl L' aj;l

fīā-EpRip[®] Apwka L[®] am[®]mz p[®] mijg[®]u E[®]W Lj[®] d[®] L[®]i[®]m[®]l E[®]f[®] c[®] f[®]i a[®]m
Lmi j[®]oju EpÜ[®] Bmif BIñ L[®] ĩc[®]mz ĩhfc[®]ip h[®]ā[®] f[®]il[®] L[®]j[®] d[®]qW[®]v HC[®] N[®]mj[®]jmV[®]i p[®]i[®]
L[®] a[®]l ĩfR[®]e HLV[®]BS[®]m LI[®]m Bfe[®]j[®]L[®]

MjleL h[®]i[®]c[®] L[®]L[®] p[®]Ā[®] Mm[®]i hā[®] L[®] L[®]j[®] d[®] M a[®]m hm[®]m, "c[®]i[®]c[®]i, a[®]ij[®]l ĩl[®]m[®] M[®]h[®]ij[®]
p[®]ju q[®]u[®]R, H[®]e ĩc[®]Z"

"e[®]i p[®]ju qu ĩe" h[®]m L[®]j[®] d[®] L[®] Cn[®]ij[®] L[®] ĩhR[®]ie[®]l f[®]i[®]n[®]l Q[®]Ī[®]L[®]a hp[®]i[®]mz Bfe[®]j[®]l q[®]i[®]a a[®]ij[®]
q[®]ia a[®]m ĩe[®]u hm[®]m, "L[®]j[®] d[®] B[®]ij[®]l L[®]i[®]R M[®]m hm[®]l L[®]f[®]l L[®]j[®] Qm[®]R a[®]ij[®]cl[®]Z"

aMeC L[®]j[®] d[®] ĩLR[®]hm[®]a f[®]il[®] e[®]z j[®]ib[®]i ĩeQ[®] L[®] h[®]p[®] ICm, c[®]M[®]a c[®]M[®]a j[®] M qm m[®]jm,
ĩn[®]öL[®]i[®]n[®]l j[®]a[®]i L[®] ĩhfc[®]ip[®]l f[®]h[®]Ü[®] h[®]ā[®] LI E[®]fi j[®] M[®] Q[®] M[®] Q[®]yc E[®]Wm; hm[®]m, "c[®]i[®]c[®]i, B[®]ij[®]
phC ĩ m h[®]ā[®]TIR, B[®]ij[®] ĩLR[®] S[®]iea[®]j e[®]z"

ĩhfc[®]ip B[®]Ü[®] B[®]Ü[®] L[®]j[®] d[®] j[®]ib[®]iu q[®]ia h[®]m[®]u ĩc[®]a m[®]iNmz MjleL h[®]i[®]c[®] hm[®]m, "B[®]ij[®] a[®]ij[®]
ĩWL[®]ja ĩnr[®]i ĩc[®]a f[®]il[®] ĩez j[®]i b[®]iL[®]m a[®]ij[®]L[®] a[®]ij[®] n[®]ö[®]l h[®]ij[®]sl S[®]e[®]f[®] f[®]Ü[®]a L[®] ĩc[®]a f[®]il[®] a[®]ez"

L[®]j[®] d[®] hm[®]m, "B[®]ij[®] hl[®]ij[®]l[®] L[®]hm[®] a[®]ij[®]cl[®]C S[®]ie, HM[®]ie b[®]l Ae[®]f[®] S[®]iuN[®]i k Ha[®] ĩn[®]
ag[®]ia a[®]i B[®]ij[®] j[®]e LI[®]a f[®]ila[®]j e[®]z R[®]m[®]hm[®]i b[®]l B[®]ij[®] k[®]i-ĩLR[®] L[®]ö[®]fe[®]i L[®]Ī[®]R ph[®]
a[®]ij[®]cl[®]C R[®]Q[®] a[®]iC j[®]e HLV[®] i u qu ĩez j[®]iL[®] A[®]eL p[®]ju h[®]ij[®] L[®]ö[®] ĩc[®]u[®]Re S[®]ie, ĩL[®]z[®]
p[®] ĩRm c[®]z[®]fe[®]i, a[®]ij[®] B[®]o[®]ia h[®]iC[®], ĩi a[®] euz HM[®]i[®]e p[®]ju[®]V[®]iC A[®]z[®] A[®]z[®] B[®]ij[®] k[®]e
Af[®]je[®]z"

ĩhfc[®]ip L[®]i[®]ei L[®]b[®]i e[®]i h[®]m c[®]Ö[®]ñen[®]ip[®] g[®]m Q[®]f L[®] h[®]p[®] i ĩh[®]a m[®]iNmz j[®]d[®]p[®]ce k[®] J[®]cl[®]
b[®]l p[®]ç[®]f[®]ñ BI-HL SN[®]al j[®]eo, a[®]i p[®]c[®] ĩhh[®]iq-Ae[®]u[®]el BIñ b[®]lC h[®]ā[®] a[®]f[®]cl[®]R[®]
a[®]iC ĩhoj E[®]ch[®]n[®] J[®]i n[®]fl[®] k[®]e L[®]i[®]ej[®]a[®]c p[®]ö[®]b q[®]u E[®]WR e[®]z HC ĩc[®]P[®]le[®]NI
ö[®]b[®]m[®]Ü[®]h[®]m[®]f[®] b[®]l L[®]j[®] d[®] EÜ[®]ij[®] LI[®]h[®]ij[®] a[®]i L[®]i[®]ei E[®]f[®]ju e[®]c[®]z p[®]L[®]m[®]l Q[®]u j[®]n[®]l[®]m HC k[®],
HC j[®]eo[®]l L[®]i[®]R G[®]Z J[®]i p[®]ju[®] p[®]ç[®]f[®]š hyd[®]z HC Af[®]ij[®]lea p[®]ö[®]al d[®]i, i k[®] L[®]j[®] d[®] J[®] m[®]iNR[®]
Ha[®]ice Q[®]iNnk[®]ju ö[®]u ö[®]u ĩhfc[®]ip L[®]hm[®]C Q[®] ĩ[®]R j[®]d[®]p[®]ce[®]l HC G[®]ZI hā[®]e b[®]l Q[®]je
L[®] p[®] ĩex[®]L[®]ia f[®]i[®]nz J[®]i LmL[®]iaju B[®]ph[®]ij[®] C[®]ij[®] ĩRm e[®]i, f[®]i[®]R L[®]j[®] d[®] n[®]ö[®]l h[®]ij[®]sl p[®]Ā[®] J[®]cl[®]
pqS h[®]h[®]q[®]il Ap[®]ñh quz L[®]j[®] d[®] E[®]fi J[®]i k[®] ü[®]i ĩh[®]L[®] Ö[®]e[®]q[®]l A[®]id[®]L[®]ij[®] B[®]R, f[®]i[®]R a[®]i f[®]c[®] f[®]c[®]
m[®]ij[®] a[®] q[®]a b[®]iL[®], a[®]iC ĩWL L[®]Ī[®]Rm e[®]ā[®]eN[®]ic[®] h[®]ij[®] LI[®]nz LmL[®]iaju B[®]p[®]a h[®]id[®] q[®]u[®]R Ae[®]f[®]
L[®]i[®]ei j[®]q[®]S[®]el L[®]i[®]R b[®]l d[®]ij[®] e[®]h[®]ij[®] h[®]h[®]ö[®]b[®]i LI[®] h[®]mz S[®]ie k[®] HV[®]i Aa[®]f[®]z[®] c[®]x[®]p[®]id[®]e, a[®]iC HI
c[®]Ö[®]z[®]l[®] ĩ[®]h[®]T[®]i J[®]i h[®]ā[®]LI E[®]fi Q[®]f h[®]p[®] B[®]Rz

MjleL h[®]i[®]c[®] L[®]j[®] d[®] ĩhfc[®]ip[®]l b[®]l Ae[®]f[®] ĩc[®]L[®] 0[®]is HLV[®]ā[®]h[®]ij[®]L[®]u hm[®]m, "B[®]ij[®] c[®]i[®]c[®]i, ü[®]ij[®] ĩl[®]
'f[®]l[®] L[®]i[®]ej[®]a[®] je f[®]p[®] LI[®]a f[®]il[®]R e[®], HV[®]i ĩL B[®]ij[®]l f[®]if?"

"L[®]j[®] d[®] a[®]ē a[®]i S[®]ie[®]p, f[®]iff[®]z[®] p[®]ö[®]a B[®]ij[®]l j[®]a[®]ij[®] a[®] n[®]i[®]ö[®]el p[®]Ā[®] Q[®]m e[®]z"

Ae[®]f[®]je[®]u[®]i ĩ[®]h[®] L[®]j[®] d[®] HLV[®]i R[®]ih[®]Ju[®]m[®]i C[®]w[®]Ī[®]S j[®]ij[®]p[®]L f[®]ā[®]el f[®]ia[®]j JmV[®]i[®]a m[®]iNmz ĩhfc[®]ip
hm[®]m, "ĩi[®] ā[®] ĩi[®] ā[®] j[®]eo[®]l S[®]he a[®]ij[®] Ö[®]ve[®]ju J Ah[®]ö[®]b[®]u HaC ĩi[®] ā[®] q[®]a f[®]ij[®] k[®], i[®] ĩ[®]m[®]j[®]ā[®]
p[®]id[®]ij[®]Z ĩeuj Aa[®]f[®]z[®] f[®]ij[®] L[®] ĩ[®]hd[®] ĩc[®]m A[®]eL p[®]ju[®] p[®]v[®]i ĩeuj[®]C qu, dj[®]ñ[®]qu e[®]z"

L[®]j[®] d[®] j[®]ij[®]p[®]L f[®]ā[®]v[®]ij[®] ĩc[®]L[®] Q[®]ij[®]m ĩeQ[®]L[®] hm[®]m, "k[®]je j[®]el ĩ[®]h[®]i[®]CHI S[®]hez"

İeSI j dē Lāñē-ALāñēİ àġākMeC LİWe qū EWR, Lj aMeC rī rī j ēl jh;CHI
Lb; HL; j' j' e C; R; L rī rī LE J L j ēl jh;CHI Bcn; i i; L rī h; T u cūz

Lj aHLV; Q; L rī p; L; Q L; j; V u hm a m; Nm, "j ēl jh;C Bfej; kb; b; ū; j; L A; j; rī
j dē rī rī rī me hmC pj; SI ū; j; L je b; L r; s; ĩc a rī rī rī me, İL; pwp; l; L
R; sh; j; rī C h; s; A; d; L; İL B; j; B r;"

İhf; j; p hm, "Lj r; a; j; W; j; L a; r; a; j; p; j; ū' je ĩc u C rī rī rī r;"

"HL pj; u a; j; j' e L rī rī r; j; İL; kMe p; L; V fsm; j; aMe c; İM f; j; B; j; L r; j; e
ö; L; u N; R, Ha Q; L; İ; İ; İ; İ; L; r; a; a; j; L r; ke B; j; L; j; r; paf; L rī am; a; f; j; İ; r; e!
B; j; L; ph; Q; u c; x; M; p; C;"

"Lj r; j' e l j dē S; j; u; l; -i; y; v; M; m; z; İL; r; a; i; u; L; İ; p; e, İ; j; İ; j; j; j; T; j; j; T; B; r; p, İce a;
hm a; j; j; e; j; k; j; rī rī r; p; a; j; l; f; j; Z; l; p; A; a; j; HL q; u N; R;"

"p; C B; n; h; j; c; L rī j; a; j; L r; ke e; j; q; i; j; c; j; İec; ū; İale c; x; M; ce, İe; S; L r; c; he hm; C; c; j; j;
B; j; L; S; e; f; i; j; h; u; B; j; r; a; j; j; L; L; j; L; İ; İ; r;"

"Lj r; a; j; İ; n; ö; L; j; m; b; L; r; a; j; L; S; e; f; i; j; h; k; B; j; L; A; r; İ; p; z; B; S; k; ĩc; a; j; L; b; j; S; j; e; h; a
q; u; k; j; u, a; j; L; S; e; f; i; j; h; a; e; j; f; i; C, a; j; q; m; n; e; f; e; W; L; r; p; C; n; e; f; a; j; q; i; a; s; i; a; İ; N; u; a; j; e
L; j; q; u; f; s; r;"

Lj aİhf; j; p; l; f; i; u; q; i; a; h; m; u; ĩc; a; ĩc; a; hm, "B; j; L; S; e; f; a; j; İL; İ; L; r; r; r; r; e; j; e;
c; j; c; j; B; j; L; İ; k; l; e; İ; r; j; L; İ; he; İale; İ; a; r; C; B; r; e, B; j; L; İ; hf; c; e; C;"

"B; j; R; j; b; j; L; J; -ph; L; b; j; r; a; j; L; k; j; e; N; j; e; r; m; i; a; j; , C; j; R; L; İ; R; a; j; l; e; L; rī; B; S; a; j; L;
r; m; i; C;"

"i; j; İ; N; e; İ; n; İ; M; u; İ; R; m; c; j; j; , J; a; C; B; j; L; h; y; Q; j; u; z; İL; B; S; eu, a; j; B; N; H; L; V; S; j; l; f; j; z;
B; S; B; j; h; l; ' a; j; j; L; H; L; V; j; N; j; e; r; h; e; C;"

c; j; j; İ; İ; n; u; l; L; j; r; h; p; L; j; a; B; ū; B; ū; N; i; C; a; m; j; Nm--

İfu; Ő B; u, p; i; q; f; f; a; j; İfu; f; j; l; r; l;
j; ēl; j; L; f; İ; a; İ; İ; d; l; e; j; N; l; ,
Q; İZ; L; j; m; h; İm; q; j; l; r; l;

İhf; j; p; Q; j; M; h; S; öe; a; m; j; Nm; z; N; i; C; a; N; i; C; a; L; j; a; c; c; Q; r; a; i; r; E; W; m; H; L; A; f; l; c; n; İ; e; z;
İ; a; r; İ; B; L; j; n; B; m; j; q; u; E; W; m; İ; f; u; a; j; Ő; r; H; p; r; e, Q; İZ; L; j; m; h; a; l; j; dē; R; y; a; f; j; r; z;
A; a; f; j; l; paf; q; u; E; W; m; A; j; l; r; m; j; L, k; M; i; e; İ; j; me; Ő; v; z; N; j; e; N; i; C; a; N; i; C; a; J; p; C; M; i; e; r; y; Q; R; z;
"Q; İZ; L; j; m; h; İm; q; j; l; r; l;"--p; j; ū' S; he; i; r; ĩc; m; p; C; Q; İZ; L; j; m, A; j; l; e; C; a; j; l; --pwp; l; c; x; M;
A; f; j; e; l; S; j; u; N; i; İ; C; m; L; j; b; j; u; z; "İfu; Ő B; u" a; j; ĩn; B; İ; L; f; Q; j; C; H; C; N; j; e; L; j; e; j; ce; k; ĩc;
r; no; e; j; qu; a; j; q; m; a; j; İ; Q; İ; L; j; m; l; j; a; j; İ; r; j; r; f; u; N; m; L; j; r;

İL; r; a; İ; j; V; -v; j; Ø; V; B; İ; H; L; r; f; u; j; m; j; h; İm; İ; N; j; L; m; İ; V; f; i; C; -H; İ; E; f; l; r; m; ĩc; u; N; m; z; L; j; a; N; j; e;
b; j; l; j; u; hm, "c; j; j; , İL; r; a; ce; B; N; j; e; j; e; -İ; M; S; İ; R; m; j; , B; j; L; c; İ; L; j; l; L; f; a; j; k;

Bjil Njei jz»lcuRz"

"Ljz Bjil m< i lcp ez Bjil j@a; -I! IjUtu OjV j m, aij AefL k jz»cu
leS aij jjeC Sje eiz Ljz Laice HMje bjl@a filh iWL L l hmj cim?"

"kaice ej XjL f sz"

"a€ HMje Bp@a QuIRim?"

"ej, Bij Qic jez"

"Hi jje Lf?"

"jjei Lbij h mji eC cicz Qaj LImJ h@a filh eiz aijil LjR Bp@a f IR
HC kbøz kaice bjl@a fil pC i jmiz cicz, aijil MjUj qjR ej, Mru eJz"

QjLI Hp Mhl icm j MSj nju Hp Rez ihfcp HLV ke hEU' qru EW hm m, "X L
cjJz"

Ljm⁰ YL^aC Lj^ai^L fZj LI^m
 Ljm^{hm}, "Ri^VM^L, H^pR? HChil c;ci^L p⁰ EW^a cil qⁿ eiz"
 Lj^a QjM RmlRm^U L⁰ EWmz An^t pj^m le^u hm^m, "c;ci, ^aajjil hijm^{Pa} eh^d Ip
 cⁿ eiz?"

Ihf^Cp Ecip^{te} i⁰ qia JmVⁱ, Ab^Nv ei q^mC hi r^{ia} L^f? Lj^aSⁱe Ihf^Cp hijm^N
 M^a i^mihⁱp ei, a;C J kMeC c;ci^L hijm^N M;C^uR hijm^{Pa} eh^d Ip Hhw A0f HLV^a
 Njm;fSm IjIn^u hlg ic^u nlh^al j^ai hije^u icaz p B^uSe BS^eC, ah^aIhf^Cp
 Bfe C^uR LjE^L SjeuJ le, ki f^uR a;C Ihab;il p^A M^uRz

hijm^NWLj a^{al} L⁰ Behil S^ef Lj^aQ^m Nmz
 Ihf^Cp Ec^hNj M^{IS} ip; LI^m, "Ljm^ei, MhI L^fh^miz'

"^aajjil HLM;il p^Cu VjLj dij ic^a LE IjS qu ei, p^hi^dl pC Qjuz jⁱSjujil def^C
 LE LE ic^a fⁱ, ilL^o pVj leaiz¹ hijS^Mim;il j^ai L⁰-- Aaf^z¹ hIn p^c Qju, p
 Bji^Cl fⁱoⁱh eiz"

"Ljm^ei, p^hi^dl a;il LI^a qⁿ Bph;il S^efz BI⁰ cil LI^m ^ai Qmⁿ eiz"

"Bj;il J i^mi W^LR eiz p^hi⁰ ^aajjil p^C Bw^{IV}-h⁰i VjLj le^u kMe j^m ce;il HL
 Awn^hi^d LI^a Nm; j, jdp^{ce} le^a IjISC qm ei; aMeC h^Tmj p^hd euz le^{SI} j^{IS} a
 HLice qW;iv LMe gyp H^V dl hz"

Ihf^Cp Q^f L⁰ i j^ha m;Nmz

Ljm^{hm}, "c;ci, Ri^VM^L k qW;iv BS pLj^m Q^m Hm, IjN;iljN L⁰ B^p le ^ai;
 jdp^{ce}L QV;ih;il j^ai Ah0b; Bj;il eu, HVj j^e IjM^a q^hz"

"Lj^ahm^R JI u;ij el pCjla f^uRz"

"pCjlaV;il Qq;il; L^f ILj ei Sje^m je leI0Q^z¹ q^uR eiz La pjhd;e JI p^A h^hq;il
 LII p BI⁰ ^aajjil L^f hmh c;ci^z Ij^N ph^N AA kMe S^mR aM^ei WjTMi q^u ph p^uilR,
 N^hfnwL⁰ I f;iq;sv;il j^ai c^fl;ic⁰ J a;il hlg N^m eiz H^L jqi;Se a;ia i N^fla,
 H^L pj^m Qm;il p;S;il Lb;il!"

Ihf^Cp Lⁱe; Sh;h ei L⁰ Q^f L⁰ i j^ha m;Nmz

Lj^aHm hijm^Nie^uz Ihf^CpI j^MI Lj^R f^um; d⁰ hm^m, "c;ci, M^u eiz"

Ihf^Cp a;il i j^he; b^L qW;iv Qj^L EWmz Lj^ah^Ta f;il^m, Ni el HLV; Ec^hNI j⁰f
 c;ci HarZ X^h IRmz

Ljm^a kMe OI b^L h^{il}u Nm Lj^ai; ifRe ifRe in^u hijj;ju J^L d⁰ hm^m,

"Limej, BjiL ph Lbi hm@a qhz"

"Lf Lbi hm@a qh icic?"

"ajjici Lf HLVj leu i jhej QmRz"

"hou BR i jhej eC, pwpici HJ il LM@ej pnh qu MHL? J k Lyvinici gm, imci Q:V fcs MaJ qu, fjs@a inu phNA R@SJ kuz"

"p-ph Lbi fci qh, BjiL hmi Lfqurz"

"houLjN Lbi juci hm@a leodz"

"Bij le0Qu Sije @ajjici Lf leu Lbi qurz hmh?"

"Buri, hmiZ"

"BjiL uj fl LjR cijl dil BR, pc leuz"

Ljei Shih ei icu Limeajl hsi hsi c€ QjM pLzL ih0juqipf ih0gijl a L Lj jMI icL ajL u lCmz

"BjiL hm@aC qh, iWL hmiR il eiz"

"cijlC hie ai, Lbi ej hm@aC Lbi hT euz"

ihul fci fbj kice ihfcipl jqiSe hm j dpc B0gime Lci nijpu Lbi hmiRm, pcice bLC Lj hTIRm cijl pA uj fl pdaI ANhz fialiceC HLjzje CjR LIRm HVj ke 00 kuz ihfcipl j e HI ApCj je k ihyd BR aja Lj pLq IRm eiz pice ehfe kC ihfcipl IQWI hEiMe; LI m, Ajle Lj j e Hm pjUl j m BR HC cejfiJei pdaZ cijl nifl Le k Ha Lj, LjeL LjSI ihno ajINc cijl LmLjaju Qm Hpr, Lj pjUC 0f0 hT@a fil mZ

"Limej, BjiL LjR mHL u; ej, cijl VjLi dil LI@a Hprz"

"aj, dil LC ai dil oda qh; VjLi ai BLin bL fcs eiz LV0ci MjaL qubjLjVj ai i jmi euz"

"p ai iWL Lbi, ai VjLiL Sjnjs LI@a fR?"

"00 00 cMIR, q u kq, i u Lf"

"ei, Bij Sije, pnd LI@a fil lez"

"Buri RjVMHL, phC kic Sje, BjiL IS' ipi Li Le? Rmhmju HLice BjiL Nyg ve dci IS' ipi LIRm, Nyg qm Lje L? hmiRmj, pju hT NygI hS hmiRmj hmz aj@aC fNjil aMeC leofis q u Nmz HMe qm Shih chil SeE XjSji XjL@a qaz ph LbiC k @ajjicL 0f0 Lj Sje@a qh pwpici I Hje leuj euz"

"Bij @ajjicL hm iMIR Limej, cijl pda ph LbiC BjiL Sje@a qhz"

"Lf Lci cijl Nyg Ewm, aiJ?"

"cMj, Aje Lci Lbi Qifi ic@a fil eiz Bij cijl jM cMC hTIR VjLiL pnd LI@a fil lez"

"eic kic fci bijL, pvj Se @ajjil mi qh Lf?"

"প Bij hm@a fii e, ilz°Bj j°L Sie@aC qhz VjLj dij f j le a j?"

"ei, f jC lez"

"pq°S f j h ei?"

"f j h le0QuC, ilz°pq°S euz aj icic, আমার কথার জবাব cJuji Q0j R°S f j h i Q0ju h i j i m L j S qu@a; ilR°HNj@a f j i z B j j Qmmj z"

MjleLVj iN°uC B h i l i g i H p L j m°h m i m, "M h L, H M j e k a j B S Q i m H i m, a j j d e f a; L j e i L y V j M y Q i e C? i W L p l a e L i h m i z"

"B R i L e j a j B j j M h 0 f 0 L i S j e e z"

"u j f l p c j i a f u R?"

"e j Q i C a C l a e p c j i a i c u R e z"

"i j N L i?"

"a j B j j i W L S j e e; h m R e, x L f j w i h j l B i N B j j l k i h i l c l L j l e C z"

"p L j e i L j S i L b j e u, a j l B i N C k u j, l e S b R L C k u j z"

"N i m y L j j j e i q h e i z"

"B j R j, p B j j c M h z"

c j c j B S H C k i h o j i h f c f s R, H i p j u i A f l i d L j d, H L b j e j j e L i L j b i L a f i l m e j l e S L j j l a C j R L i, M h L i W e j j l z o e R H j e p a i p f B R k i j L V L n k i j u o u b i L, J p C I L j L i o a i j S, k i c a j a L j e i g m f i u z L j e i k i N e L j e i i p u f d o k i c J L i j u i c i m u c u a j q i m i Q i l c e a j l L j R i h i L u b i L a f i j l e 0 Q u C a j e R L E B R, i l z ° L j b j u a j l f j u j k j u? k i c g u j j e o e j q a a j q i m k j q u H L V j i l R E f j u p L i a C z i l z ° g S c j c j L f L i R e? H L m j c j c j l O j S p j u i h i T j Q i f u i c u L j e u f i z C w m h p B R e?

L j x 0 i Y L c m i h f c j p L i s L j w i l c L a j l L u Q f L i h R j e j u f s B R z H j e L i m n i f l i l p j l a f i l i h l i u i j n e l c u j j j b j L v j l a C j R L i z

c j c j l i n u l l L j R h p j j b j u q i a h m i a h m i a L j h m i m, "g S c j c j L h B p h e?"

"a j a j h m a f i l e z"

"a j L B p a m M i e j z"

"e L e h m u c i m!"

"p w p j l l p j u i c j u H L m j a j j l C O j S, H a j h C h L f L i?"

"L j i j h b i L c j h, L j i j h b i L c j u; H C c e l e u p w p j l z c j u V i L C B j j B j j l L i R, H C B j j A e f L c h R e?"

"B j j k i c f d o j j e o q a j S j l L i a j j l L j R b L L S l e a j z"

"a j q i m C a j h a a f i l i R p L j x c j u O j S e h j l H L V j m j i B R z a e l e S l e a f i l i R p e h m C a j l g S c j c j l i c u p i d g V i a Q i p z L e B j j C h j L f A f l i d L i R z"

"c j c j, a j j V j L j d i l L i a H p R?"

"İL®pI ®b®L h®İm?"

"®ajji j®M®C®MC h®TİRz BµRi, Bİj İL İLR® LI®a fiİl®e?"

"L®L® h®mij?"

"HC j®e L®i, ®Li®ej cİm®m pC L®iz Bjji pC®ul İL®Li®ej cijC®eC?"

"M®C cij B®R; ®p BjjicI Li®R, jqiS®el Li®R euz"

"®ajji fi®u fi®s cij, h®mij, Bİj L®LI®a fiİl®t"

"mr®E q®u niç! q®u biLú d®k®d® A®Fr; LIú j®e IjİMp pwpj®i® pJ HLVj jÜ® LiSz
agj®el j®M®e®Li İWL IjMjJ®kje HLVj LiS, jji İWL IjMjJ®ajİez Bjji HpljSVj
İe®u Bu, HLV®h;Siz"

"cij, Bjji h®s; C®R LI®R HLVj İLR®Lİl®t"

"h;Sj®ejVj h®T HLVj İLR®euz"

"Bİj QjC M®H HLVj nš² LiSz"

"cİm®m ej pC LIhji® Q®u HpljS h;Sj®ej A®eL®İn nš² BeúK;®iz"

HLice jdpŕce[®] L pL[®]mC[®] kje i u Lia, n[®]ejj pŕc[®] l f l J i u İRm[®] aj İez İi a[®] İi a[®] jdpŕce[®] a; l İc[®] L LM[®]e; LM[®]e; ke V[®]mR, n[®]ejj pŕc[®] l f a; B[®]ŕS L[®] İRmz İL[®]z[°] L[®] jeŭİcL İc[®] u[®] h[®]s; İXİP[®] k JI L[®]iR[®] k; Ju; kju a; W; q l L[®]İa f; l a e; z q; a[®]s q; a[®]s j; İT j; İT[®] Q[®]ø; L[®]İR, f[®]İa f[®] L[®]h; l İg[®]İR d; j, j[®] M[®]uz jdpŕce[®] HLİe[®] q[®] u h[®]İhp; N[®]s a[®]mİRm, L[®]i' e l p; İde; ju L[®]i; j e f[®] L[®] p Aa f[®]z C a p R L[®]İR, j[®] u l; p[®]C S[®]e f J[®] L Aa f[®]z C i u Lİaz İL[®]z[°] HC i[®] u l J HLv; B L o İV B[®]Rz c[®] l; c[®] l; hr Hhw p w L[®]İQa h[®]İhq; l İe[®] u C n[®]ejj pŕc[®] l f Dov HLv; Bhl[®] Zİ B s; İm j[®] j[®] e jdpŕce[®] l L[®]iR L[®]iR İg[®]İRz HL-HLh; l kMe Apa L[®]İ Ah[®]ø b; ju jdpŕce[®] J[®] L A[®] f HLv[®] f[®] İİ İc[®] u[®] R, p[®]C p j[®] u C kb; b[®] İ i[®] u l L[®]i Z O[®]V[®]R; a; l A e l a f[®]İ C İL R[®]İce d[®] İ h f l f a İc L[®] b[®] L jdpŕce[®] f; j; z Lİh; l Q[®]ø; L[®]İR JI S[®]İe j[®] u l; H[®] L h; İ C[®] Q[®]uz a; İC Ha L; İm n[®]ejj pŕc[®] l f İe[®] S[®] L M[®]İC p w ka L[®] İ[®] MİRmz

jdpŕce[®] l İh[®] u l f l b[®] L[®] p BI b; L[®]a f; l İRm e; z L j[®] L jdpŕce[®] kİc A e f p; İd; İZ j[®] u l j[®] a; İC Ah' j; Lİa, a; j q[®]m p[®]V; HLİL j p q[®] qaz İL[®]z[°] n[®]ejj; kMe[®] C[®]M[®] İ j n Bm N; İc[®] u jdpŕce[®] J[®] L[®]i; e; j[®] u L İe[®] u A[®] a[®] h[®] N[®] j[®] a EW[®]a f; İ, aMe p w k j İ r; a; l f[®] R BI p q S İ C m e; z H Luİce p; İq p L[®] kMe aMe HLv[®] HLv[®] HİN[®] B p İRm, C[®] MİRm HİN[®] B p; Q[®]m z j; İT j; İT A[®] f[®] u[®] f h; İd; f[®] u[®] R İL[®]z[°] p J[®] C[®]M[®] L[®] V k; İuz jdpŕce[®] l c[®] İİm a; d; İ f[®] S[®] R, p[®]C S[®]e f C n[®]ejj; l İe[®] S[®] l j[®] d[®] E J[®] d k[®] N[®] hyd j; e[®] a BI f; İ e; z L j[®] Q[®]m B p h; l B[®] N l; İe jdpŕce[®] n[®]ejj; l ka L[®]iR[®] V[®] e İRm H j e[®] a; BI LM[®]e; C qu İez a; l f[®] İ C JI i u q m f; İR Em[®] V; d; j, j; V; S[®]i[®] H[®] p m; İN[®] z İL[®]z[°] H V[®] L n[®]ejj; h[®] T İe[®] u[®] R[®] k, i f l; a; j kİc e; j L[®]İ a[®] h i[®] u l L[®]i Z B f İe[®] L[®] V k; İhz

pL[®]mC[®] jdpŕce[®] h[®] İİ[®] u İN[®] u İRm, C[®] m; HLv; f[®] İİ[®] u h; İs H[®] p R z C c; İe[®] A[®] e L L; İm d[®] İI Ø e; İq; İİ İe[®] u[®] İ H j e h[®] İa e[®] z O[®] V İez BS h[®] S; İC L[®]İ[®] Ahpæ q[®] u h; İs[®] a[®] k C Hm, f[®] İj L b; İC j[®] e qu, L j[®] a; l c; İ; l J M; İe Q[®]m[®] N[®] R Hhw M[®] İn q[®] u C Q[®]m[®] N[®] R z Ha L; İm jdpŕce[®] B f e; İa B f İe M; İs; İRm, LMe HL p j[®] u İYm İc[®] u[®] R, n[®] f l j[®] e l Ba[®] f a; l p j u L[®]i; e; j[®] u l i j[®] m; İh; İp; İ[®] অশ্রয় করবার সমু[®] C[®] İR; JI j[®] e E[®] W[®] R[®] S[®] N, p[®]C S[®]e f C Ae; İu; İp L j; l Q[®]m k; Ju; İa JI H j e İd L[®] L; l m; İNmz BS JI M; İh; l p j[®] u n[®]ejj pŕc[®] l f C[®] İR; L[®] İ C L[®]i R H[®] p h[®] p İe; L f S; İle L; İm l; İe İe[®] S[®] L d; İ; c[®] h; l f[®] İ jdpŕce[®] İe[®] S[®] l E f l f; İR İh l[®] s[®] z q[®] u b; İLz M; İh; l f l jdpŕce[®] h; İh; l O[®] İ H[®] p HLv[®] M; İle Q[®] f L[®]İ b; İLm, a; l f[®] İe[®] S[®] C n[®]ejj; l[®] X[®] L f; İW; İmz n[®]ejj; m; İm l[®] P l HLv; İh İm İa n; İm N; İ[®] u İc[®] u[®] ke HLv[®] p w L[®]İ Q a; İ[®] h O[®] İ Y[®] L HLd; İ e a[®] e[®] e c; İs[®] u İ C m z jdpŕce[®] X; İL[®] m, "H[®] p; HCM; İe H[®] p; h[®] p; z"

n[®]ejj; İnu[®] İ l L[®]i R h[®] p "a; j; İL[®] k h[®] S; İ; İ; İ; C[®] M; İ[®] R BS" h[®] m HLv[®] T; İL f[®] S j; İb; ju

qja hm̄u ĩc̄a m̄Nmz

j d̄p̄ŋce hm̄m, "Bx, ̄aj jil qja ĩn W̄iTMiz"

I ĩe j d̄p̄ŋce kMe ȫa Hm n̄ej j p̄ŋc ĩf Ae; q̄ŋa 0̄q̄ ȲL hm̄m, "Bqj, a ĩj HLMiz"

n̄ej j p̄ŋc ĩf HLV̄^α ke ̄f d̄ŋi p̄ĀC ̄L̄i^ē Bi BhIZ IjM̄a ĩc̄m ej ke Apw̄L̄i^Q
ph̄C̄L p̄ir̄f ̄q̄MC J Bfejl AĭdL̄i f̄L̄i L̄q̄ am̄a Q̄uz p̄ju ĩn̄ ĩeC, L̄h̄ Bh̄il
L̄j^α H̄p̄ fs̄h, aĭ j ̄d̄f̄ cMm p̄ŋf̄ŋ q̄Ju; Q̄iCz cMmV̄i f̄L̄in̄ē q̄m aĭ ̄S̄iL B̄R,
̄L̄i^ē M̄i^ē m< ĩ ĩL̄m Q̄m̄h ej Ah̄ŋb̄iV̄i ̄c̄M̄a ̄c̄M̄a c̄ip̄ŋL̄i^ē ĩ j ̄d̄f̄J S̄i^ē S̄i^ē q̄mz
j d̄p̄ŋc̄el j ̄e h̄yL̄i^{m̄l} f̄h̄i^šl B̄-e kah̄s̄i ̄S̄i^ē Q̄if̄i ĩRm, aah̄s̄i ̄S̄i^ē ĩC aĭ Ah̄iĭl a
qm, L̄iĒL ̄Luĭl L̄i^{m̄} ej; j ša; M̄h̄ Ōb̄ŋi ĩh̄C p̄w̄p̄i^ē f̄L̄in̄ L̄q̄ ĩc̄mz

eh̄ŋe ̄ej ĩlal j ĩ c̄S̄eC h̄f̄m̄ H h̄je Bi ̄W̄L̄i^ē k̄i^{h̄} ej

"ĩc̄ic̄L ĩL ̄X̄L Be^{h̄} ej? Bi ĩL ̄c̄il L̄i ĩ ĩm̄i?"

"p̄C L̄b̄iC ̄aj ĩ ĩh̄iRz c̄iĭl ŷL̄j eC̄m̄ ̄aj Ef̄ju ̄eCz ̄c̄im̄ Ōŋj L̄q̄z"

̄k̄ice p̄L̄i^{m̄} ̄L̄m̄m̄ c̄iĭl L̄i^R L̄b̄iV̄i f̄is̄h̄ hm̄ eh̄ŋe Hm, ̄c̄M̄ ̄k̄ c̄iĭl ĩh̄iĭl Se^{f̄}
f̄Ū^{h̄}, c̄iS̄iL L̄i^R N̄i^s ĩ^ā ĩlz

eh̄ŋe ĩS̄' ĩp̄i L̄i^{m̄}, "̄L̄i^{b̄i}J ĩh̄iĭR ej ĩL?"

j d̄p̄ŋce HLV̄^α p̄w̄L̄i^Q L̄i^{IV̄}u hm̄m, "p̄C NevL̄iL ĩh̄[^]V̄üjĭf̄l L̄i^{Rz}"

eh̄ŋeL̄ L̄i^R c̄h̄i^{m̄}a; Q̄if̄i ĩjM̄aC ̄Q̄uĭRmz q̄W̄iv̄ j ̄e qm J̄L p̄Ā ĩe^u N̄m̄C p̄h̄d̄i
q̄a f̄i^lz aĭC hm̄m, "Ōm̄i Bj̄il p̄Āz"

eh̄ŋe ĩ ĩh̄m̄, ph̄i^ēnz hm̄m, "̄c̄M̄ B̄ip̄ N̄ p̄ ĩj^{s̄}a B̄R ĩLeiz Bj̄il ̄aj ĩh̄id q̄R̄
p̄ ̄c̄h̄ Q̄m̄ N̄R, A^z ĩa p̄C ĩL̄j ̄aj L̄b̄iz"

j d̄p̄ŋce hm̄m, "aj ĩn̄ ̄aj, ̄c̄M̄ B̄p̄i k̄iL-eiz"

eh̄ŋe ĩel ĩf̄i^u q̄u p̄Ā Q̄mm, ĩL̄z' j ̄e j ̄e f̄iĭc̄ Ne^{m̄z}

NevL̄i^Q ĩ ĩj^{s̄}l p̄j ̄e N̄i^s c̄y^{s̄}i^aC eh̄ŋe aĭs̄i^ais̄ ̄eĭ ĩN̄u HLV̄^α EĭL ĩ^ē ĩC hm̄m,
"̄h̄id q̄R̄ ̄LE ̄ke ĩj^{s̄}a ̄eCz"

̄k̄je hm̄i, ̄p̄C j ̄q̄ŋaĭC ūuw ĩh̄[^]V̄üjĭf̄ c̄yae ĩŌ^{h̄i}a ĩŌ^{h̄i}a c̄iS̄iL L̄i^R ĩh̄i^lu Hmz
eh̄ŋe ā^æ aĭl N̄i ̄Ō^ŋo f̄Z̄j L̄q̄ hm̄m, "p̄ih̄d̄i^ē L̄b̄i L̄h̄ez"

̄p̄C H̄y^{c̄}; 0̄q̄ aš² f̄i^{h̄} ph̄iC h̄pmz eh̄ŋe h̄pm j d̄p̄ŋc̄el ĩf̄R̄ez j d̄p̄ŋce ĩLR̄^α hm̄h̄iĭl
B̄NC eh̄ŋe hm̄ h̄pm, "j q̄i^li^{S̄}l p̄ju h̄s̄i M̄i^li^f k̄i^R, L̄h̄ N̄q̄i^lz' q̄h̄ hm̄ c̄j
n̄i^Ōe^šS̄z"

j d̄p̄ŋce eh̄ŋeL̄ HC gyp-L̄q̄-̄c̄Ju; f̄ĕh̄ĀAa^ēz' ĩh̄i^šz' q̄u h̄s̄i B̄P̄m ĩc̄u aĭl F̄i^la
M̄h̄ HLV̄i ĩV̄f̄ie ĩc̄mz

̄h̄[^]V̄üjĭf̄ ĩĭn̄Ōe² ̄L̄V̄ H̄L̄h̄i^ē ̄f̄ŋC ̄c̄im̄u ĩc̄m j d̄p̄ŋc̄el deŋb̄i^ē n̄iel c̄iŋ
f̄S̄Rz

N̄q̄l ej ̄S̄e j d̄p̄ŋc̄el ̄L̄i^ē m̄i ĩeC, aĭl p̄Ā ĩh̄i^Ti^fs̄i L̄i n̄šz' k̄ k̄ j ĩe^ŋ Jĭ
p̄Ā n̄e^ai L̄i^R ̄f̄ŋ L̄q̄ aĭc̄iC f̄iĭŌu Q̄iC, h̄Z̄j ĩm̄i k̄ h̄N̄iC fs̄L̄ ej ĩh̄i L̄i^a q̄h̄z

ehfēel j nīl m HC k, p j d p s e l B i f o p l C i a h š i j i l R e S i e e j z C n i j i a J p i q i k f
M i V h e j z h v u j f j t h i d l p s e B J s i u B I j d p s e l j a m l i c l B s B s Q i u z
B S l i i c e l e j j l h m j u i l j t e p c f v z e f l h z q w i v n i d o e f h m h p m, n o e a j L I R H L S e
D o e f m j L z

ehfē q y g R s h y Q m z p c D o e f m j L i v k n e j j p c l f H C v l i e j a M i s i L i a f i l m
B I i j e j e c z j d p s e e j Q i u z n i d o e f a M e h z i j m i l h n n o i l i m z " L ' h n n n e v i h m k e
A c h e i l j t e l i c l L j e f a I c m -- L V i r c m a m j n m j d p s e l i c l z " L ' h n n o e c
j d p s e l j a m D o v H L V a Q j L i c m z J i c l i f R e b l " e j p w l a L e i h f e X i C e h y u
m i N i m O i s - e i s i z e h f e l S j e i c e c k j j a i s H p w l a l E m v j j i e z h v u j f l B I p c q
I c m e j -- S i l N m j u h m m, " L ' h n n j d p s e l j a m c m i w l h t i r m " L ' h n n f i b j h z i v i z
a j c L b i v i l B i j H L V a h e i m e i L e n i d o e f h m m, H C L u l j d e c j d p s e l p j u l z

H I f e l f e j e j S j e h i l S e f f s i f f i s e j L e h e n e q u j d p s e i s ' i p i L i m, " H I
f i a L i j ? "

h v u j f n n e l i j h h m i c m, " L V l e h L V L w -- A b i v E u j l L i h A e f H L S e
D o e f m j L z "

j d p s e Q i L a q u E W m z h v u j f j e h Q i l a e i h c f i l Q Q i L e R z
e h f e A i d b l q u i s ' i p i L i m, " u j s s, o i s c r s j q i l i s i l o i s v i i l i s a r ? "

h v u j f S i e A i d L i w n o i s i c s a e j, H L V a l q p i h l i j e L e h m i c m, " m j L p i e
c m a f i j u R z "

i l R L i m B n c j d p s e l o i s i j u i i s a i s a r z j d p s e l l i e j L b i h m h i l p j u e j
i c u j a a f z i h j o n l e h f e i s ' i p i L i m, " u j s s, B j i l L e f i v i l L e n i a q h ? " h m i
h j y m e, e h f e l L e f i e c z

h v u j f i e o u W j J i m f i e M s R z e h f e l Q q i j c m c h a m, e j u i v A a p l i e u z h m
i c m, f i e n f o e i j m h e j, A e l V i L i h e u L i a q h z

j d p s e l H L V a A h p l e j i c u f l f l c n - h i l i v i A p w N a f t h a A a a E s i h l L e
i e u e h f e h m m, " c i c j, B I l e ? H M e Q m i z "

N i l s a E w c e h f e h m E W m, " c i c j, J I p j u i Q i m i l L z i m l b i L i l ! "

" i l z o p i c e k _ "
" p i c e J B n b i L a M h l i e u i R m z "

" L j e L e S j e m k B i j B p h ? "
" B j i l c h i l i j z o i v q u R J I L i R a a j i l H e i R m j z "

s t i a o f l f a i l z i l f i j z k a c f i l, " L ' h n n L a j d p s e l j e i h y d I c m z e i h c m m
k, e r a e A e i c l L e M o i f t h a k i a j S h i h e u, i l z o B c a f t h a S h i h i m q u e j z
j d p s e k i l f a e i n i c L e i e p c c x p j u J I i h i q l p a p a c H m z H I Q u o f o f i j z L e
q h ? "

ehfe B' B' Lbi fism, "cici, c' p'q 'a; 'L' 'm, HChil hEiej' L Bie' u
ieC' "

"Le, a;si il'pi? 'M; ehfe, 'aj; 'L h'm I;Mmj BI LM'e;C H-ph Lbi Bj;il
L;R am'h e; 'kice Bj;il M'n Bij Bie' u 'eh' "

ehfe c;ci' L 'Q'e, h' 'm J Lbi;V; Maj q' u 'Nmz

ah' p;qp L' 'S' ;pi LI' m, "j 'S;hE kic hEiej' L 'cM'a kju a; q'm il' 'c;o
B'R? "

j d'p'e Ah' ; L' p' 'r' 'f hm' m, "k;L-e;il' "

hÉ:Üpj Û' q®u HLV; ®Lc;I; ®cIM®u İc®u İhfç;ip hm®m, ""Bp® ehfeh;h®; HCM;®e hp®z'
ehfe hm®m, ""Bj;il fİlQuV; f;je İe ®h;id q®Rz j®e L®I®Re Bij I;Sh;İsI ®L;jeÜBc®
®R®mz İkle Bfe;I ®R;®V; ®h;je, Bij ayI Adj ®phL, Bj;L pç;je L®I BijI Bnhİçv;
gylL ®c®he e;Z İLç°L®I®Re Lf? Bfe;I Aje nİf®I I ®Lhm R;u;İV h;İL ®I®M®Re!"

"nİfİV; paÉ eu, R;u;I, j;I®T j;I®T ®p MhİV; f;IJu;I i;I®m;Z J®a ®h®ol f;Iw HİN®u b;I®Lz"
Lj;®0®I Y®Lc hm®m, ""W;Ld®F;I, Q®m; İLR®M;I®hz"

"M;h, İLç° HLV; naİ B®Rz karZ f;Iz e;I q®h, h;İpZ Aİaİb Ai š² ®aj;I à;I®I f®S
b;I®L®hz"

"naİV; Lf öle;Z"

"Bj;I®cI h;İs®a b;I®aC cIh;I S;İle®u ®I®MİRm;I İLç° ®pM;I®e ®S;I f;Iç İez i š²®L
HLM;İle Rİh ®aj;I ju İc®a q®hz ®pİce h®mİR®m ®eC, BS a;I hmh;I ®S;I ®eC, ®aj;I c;IçI
0®I I ®cu;I®m I ®a;I p;I®eC T®m®Rz"

i;I®m; Rİh ®ç;Iv q®u b;I®L, Lj;I I RİhİV ®aj;İle ®ke ®c®hI I®e;Z Lf;I®m ®k B®m;IIV
fs®m Lj;I j®eI ®Q;I;I;IV j®M fİL;I n f;Iu, ®pC B®m;IIVC f®SİRmz mm;I®V İejİm h®İÜI cİç,
®Q;I®M Nİfİ p;I®mÉI pLİ;Za;Iz cys;I®e;I Rİhz Lj;I p®çI X;je q;IaİV HLİV n;İf®I ®İLİ q;Ia;I
Ef®Iz j®e qu ®ke p;I®e J Bfe;Ic HLV; c;I L;I®mI R;u;I ®cM®a ®f®u qW;Iv b;I®L c;I;s®u®Rz

İe®Sİ HC RİhİV Lj;I ®Q;I®M f®S İez LmL;Ia;I ®b®L RİhJu;I®m; Bİe®u İhh;I®qI Luİce
B®N JI c;Iç;I HİV a;I®m®uİRmz a;I f®I İe®Sİ 0®I RİhİV V;IIP®u®R, HC®V®a Lj;I q®eU Bāİİ
q®u ®Nmz ®g;I®V;I®f®I Lİf B®I; İeÖQu B®, a;Iç c;IçI j®Mİ İc®L Q;Iç®mz ehfe hm®m,
""h®ç®a f;I®Re İhfç;Iph;h®; hEİ;jeİI cu;I q®u®Rz ®cM®e-e;I, J;I ®Q;I®Mİ İc®L ®Q®uz A®k;I®f®
h®mC Bj;I fİa J;I HLV®İh®no Lİ;Z;Iz"

İhfç;I®p ®q®p hm®m, ""Lj;I®; Bj;I I Q;I;s;I h;I,u B®I; M;İeL®uL Rİh B®, ®aj;I
i š²®L hIç;je Lİ®a Q;I®p kİc ®a;I Ai İh q®h e;Z"

Lj;I®ehfe®L M;IJu;I®a İe®u ®N®m fİ L;I®m®Hm 0®Iz hm®m, ""B;Ij ®j ®S;Ih;I®L a;I L®I®R,
nİf®E®Q®m Bph;I S®eÉz"

"Bj;I e;I®j?"

"q®f;I, ®aj;Ic e;I®j c;Iç;Iz B;Ij S;İle, a;I®j ®no fkl;I qy-e;I Lİ®h, H İc®L p;Iu h®S;I LİWe
q®u Bp®Rz X;Iš²®I L;I®R k;I ®h;je;I ®Nm, ®aj;I Efl Ha Q;I®f pC®h e;Z"

X;Iš²;I h®m®R q®k®ç;I İhL;I®I mrZ ®cM;I İc®u®R, nİfİje n;Iç¹ I;I®m; Q;Iç; HL p;I®u
İhfç;I®pI ®k Aİaİİ š² L;I®I ®en;I İRm HV; a;Ic gm, a;I p®A®k;I®N İc®u®R j®eI Ec®h®Nz

pʰid˩ HLj ʰsɪl-amh L˩ d˩ Beɪ i j˩m; q˩h ɪL eɪ ɪhʰf˩ɪp hʰa fɪl˩m eɪ; Qɸ
L˩ i jh˩a mɪNmz Lɪmʰm˩, ʰh˩sɪhɪhɪ ɪj ɔɸ i jhR, ɪhouL˩j ɪ HLV; ʰno hɪh˩bɪ HMeC
Lɪ; QɪC, Bɪ H˩a ay˩L eɪ q˩m Qm˩h eɪz hɪ˩; fɪp˩w p˩ɸ jɪsɪuɪll qɪ˩a jɪbɪ ɪhɪL˩u
ɪc˩a fɪlh eɪz aɪɪ; Bɪhɪl c˩mɪM VɪLɪ BNɪj p˩ɸ ɪq˩p˩h ˩V ˩e˩hɪz aɪl Efl cɪmɪɪm B˩Rz

ɪhʰf˩ɪp hm˩, ʰBɪRɪ, Bp˩L pʰɪdz ɪLz˩ ʰBp˩h ˩aɪ?"

ʰkah˩sɪ pɪ˩q˩h ˩qɪL-eɪ, ˩aɪjɪl aɪl ˩f˩m ˩p eɪ H˩p bɪL˩a fɪl˩h eɪz ˩p aɪj ɪeɪl˩Qz˩
bɪ˩Lɪz ɪLz˩˩ cɪcɪ, Bɪ ˩cɪl Lɪ; eu, M˩L˩L n˩bɪhɪs fɪɪw˩u cɪJz

ɪhʰf˩ɪp MɪeLrZ Qɸ L˩ ɪCm, hm˩, ʰj d˩p˩ɸ eɪ ˩X˩L fɪwɪ˩m kɪhɪl hɪdɪ B˩Rz

ʰLe, M˩L ɪL j d˩p˩ɸ ˩el fɪVMɪVɪ; j Sɸ? ɪe˩Sɪ 0˩ ɪkɪh aɪl Bɪhɪl yLɪ ɪL˩pɪ?"

Bqɪl ˩p˩ eɦf˩e HLmɪ Hm ɪhʰf˩ɪpɪ 0˩z ɪhʰf˩ɪp hm˩, ʰLɪ ˩aɪjɪL ˩eɪq L˩ɪz

eɦf˩e hm˩, ʰaɪ L˩eɪ ˩hɪd Lɪl Bɪj A˩kɪN˩e h˩mC Jɪ ˩eɪq Ha ˩hɪnz

ʰaɪl p˩˩a ˩aɪjɪL ɪLR˩hm˩a QɪC, aɪj BɪjɪL ˩Lɪ˩eɪ Lbɪ m˩L˩u; eɪz

ʰLɪ˩eɪ Lbɪ Bɪjɪl ˩eC kɪ Bf˩e˩L hm˩a Bɪjɪl hɪd˩hɪz

ʰLɪ ˩k HMɪ˩e H˩p˩R Bɪjɪl j˩e q˩R aɪl j˩d˩ ˩ke hɪLɪ ɪLR˩B˩Rz

ʰBf˩e ɪwLc h˩T˩Reɪz kɪl Aeɪcl L˩f˩eɪ Lɪ; kɪu eɪ pwpɪ˩l aɪl J Aeɪcl 0˩Vz

ʰAeɪcl 0˩VR a˩h?"

ʰpC m˩ j u H˩pɪRz Bɪ ˩aɪ ɪLR˩ fɪll ˩e, fɪ˩ul d˩mɪ ɪe˩u j˩e j˩e jɪf QɪCz

ʰLɪ ˩kɪc BSC ˩jɪl 0˩ ɪg˩l kɪu aɪ˩a rɪa B˩R ɪL?"

ʰplaf Lbɪ hɪm, ˩k˩a hm˩a pɪq˩p Lɪl ˩eɪz

ɪwL ˩k Lf q˩u˩R ɪhʰf˩ɪp ˩p Lbɪ eɦf˩e˩L ɪS' ɪpɪ Lɪ˩m eɪz j˩e Lɪ˩m, ɪS' ɪpɪ Lɪ;
Aeɪju q˩hɪz Lɪj ˩LJ fɪh˩L˩ ˩Lɪ˩eɪ Lbɪ ˩hɪ Lɪ˩a ɪhʰf˩ɪpɪ Aɪl ɪɪlQ ˩eCz j˩eɪ j˩d˩
RVɪgVU Lɪ˩a mɪNmz Lɪm˩L ˩X˩L ɪS' ɪpɪ Lɪ˩m, ʰaɪj ˩aɪ J˩cl hɪs kɪJuɪ-Bpɪ Lɪ,
j d˩p˩ɸ ˩el p˩˩a aɪj ˩hɪd qu ɪLR˩Sɪeɪz

ʰɪLR˩Bɪ ɪp ˩f˩uɪR, ɪLz˩˩ p˩ɸf˩Vɪeɪ ˩S˩e ˩aɪjɪl Lɪ˩R ɪLR˩hm˩a QɪC ˩eɪz Bɪ c˩Vɪ ɪce
pɪh L˩ɪ, Mɪl ˩aɪjɪL ɪc˩a fɪlhɪz

Bn˩ju ɪhʰf˩ɪpɪ j e hɪɪba q˩u Ewɪz fɪaLɪl Lɪhɪl ˩Lɪ˩eɪ ɪjɪl aɪl qɪ˩a ˩eC h˩m
c˩lQz˩Vɪ; Jɪ q˩ɪf˩Vɪ˩L r˩z r˩z ɪj; ɪs ɪc˩a mɪNmz

Lj^aA^eLice^ekv; HLj;¹CuRi L^oiRm^o p^o JI f^oz^oqm; p^oC filiQa^o 0^o, p^oC JI c;ci
 Øe^oqi fili^ohø^oei j^odé Hm Ig^o, iLz^o°cM^a°f^om JI p^oC pqS SjuN;iv^o eCz HL-HLh;il
 Ali j^oe JI j^oe q^oR k;C Ig^o, Leej, J Øfø h^oā^oa fil^oR ph;IC j^oe flāice HC f^on^oiv
 l^ou^oR, "J Ig^o k;R ej^o Le, Lf q^ou^oR JI?" c;ci Ni fl Øe^oqi j^odé I HLv; EvL^o~j,
 p^oV; le^ou J^oci j^odé Øfø B^om;Qej Q^om ej, a;il ihou J le^oS, AbQ JI L;R p^oV; Q;fi
 lCmz

ih^oLm q^ou Bp^oR, q;icb^o f^oS Hmz^o h;h;il 0^oil Sje;mi;il L;R Lj^ah^opz L;L~^om;
 X;L;X;il L;R, h;C^oil I;U;ju N;isl nē BI^o m;L;im^oul e;ej Lmlhz ea^e hp^oz^o! q;Ju;
 nq^oil c;vL;w^o Efl IP dl;ā^o fil^om e;z pj^oel h;isV;L A^oeLM;ile Bs;im L^o HLv;
 f;ah;ci^oJ N;R, A;Øbl q;Ju; a;ilC Oeph^oS f;aju^o c;im m;ilN^ou Afli^oq^o! B^om;V;L
 v^oL;ij v^oL;ij L^o R;is^ou ic^oa m;Nmz HClLj pj^ou^oC f;io; q;ilZē a;il AS;ej h^oel ic^oL R^ov
 k^oa Q;u, k;ice q;Ju;il j^odé hp^oz^o! RyJu; m;N, j^oe qu f;ibh^of^o ke Evp^oL q^ou Q^ou B^oR
 efm BL;h;il c^o f^obl ic^oLz k;ilR^oQ;il ic^oL h^oS B^oR p^oCv^oLC j^oe qu ij^o b^of, BI k;il
 iWL;ej f;Ju; k;u le, k;il Rih B;L^oa N^om IP k;u BL;h;il R;is^ou, j;ā^oil E;L ic^ou f;im^o
 k;u SmØb^oml e;ej Cn;il j^odé, je a;ilC h^om ph^o Q^ou pa^oz Lj^a je q;il^of^ou E^ow BS
 f;im;C-f;im;C L;R ph-ilR^ob^oL, Bfe;il L;R b^oLz iLz^o°H Lē h^osi! BS H h;is^oaJ
 j;š^o° eCz LØfe;ju j;ā^oil j;dh L^o am^omz j^oe j^oe hm^om, L;im; k;ej;il f;il, p^oC
 L;im;h;IZ, Q^omiR a;ilC Ali p;il, ic^oel fl ic^oe-- La c^oñ fb La c^oMI fbz j^oe f^oS
 N^om, c;ci Ap^oM h^oS^oR-- ph;il LI^oa H^op B;ij Ap^oM h;is^ou^oiR, HMe B;ij k;il LI^oa k;h
 a;ā^oC Em^oV; q^oh^oz c^o q;ā^o j;M Q^of d^o Lj^aM^o M;ileLV; L;yc le^omz L;æ;il h^oN b;ij^om
 iØbl LI^om h;is Ig^o k;h, a;il k;u a;ilC q^oh-- ph pq^of LI^oh-- h^ooL;im^o a;il B^oR j;š^o,
 n^ofam Ni fl j;dhz p^oC j;ā^oil LØfe; j^oel j^odé kaC Øfø L^o B;L^oS d;lm aaC JI h;id
 qm S^oh^oel i;il H^oLh;il c^oh;il q^oh ej, -e -e L^o N;C^oa m;Nm--

fbfl Iule A;idē,
 L^o fl c^of E;isuj;ilz

c^of^oh;im; Lj^ac;ci^oL Oj f;is^ou ic^ou Q^om H^op;ilRm, Har^oZ Jod BI fb^of M;Ju;h;il
 pj^ou q^ou^oRz 0^o H^op c^oM^om ihf^oci; p E^ow h^op f;iv^og;im^ou; L;im le^ou p^oh;id^oL Cw^oiS^oa
 HL mō; iQ;iw imM^oRz i v;ipe;il p^o Lj^aa;il^o hm^om, "c;ci, BS a;ij i;im; L^o 0^oij J le^o"

ihf^oci; p hm^om, "a^o iWL L^o q^ou^oiR^o 0^oij;im^oC ih^on;ij qu! je kMe iQ;iw q^om;il c;il;il h;id

L' aMe iOiw imMamC ihnjz'

LjphTm, clLjIV; J'leuCz pj' ai Hfi' HL i j'CL h'elLm L'QR, pj' ai Jfi' BI-HL i j'CL RVlgIV' c'ch, Lf i j'NE' leuC S'jIRm ai'cl HC 'hie! c'c' L Qj-MjJu;e; q'm fl B'U' B'U'hm'm, "A'eLice 'aj q'u Nm, Hh;l h'is k;Ju; iWL L'IRz"

Ihf'c;ip Lj' j' MI ic' L 'Qu 'hiThil 'Qo; LI'm Lb;V; Lf i j'hlz Haice c'e i j'Chie'el j'd'e 'k 'of' 'hiT;fs; IRm BS BI aj 'eC, HMe j'el Lb;il S'e'e' qia'S 'hs;ia quz ihf'c;ip 'mM; ha LI'mz Lj' f'ih h'ip'u iLR'e; h'm ajl q'ial Efl d'e' d'e' qia h'm'u ic'a m;Nmz Lj'ajl i j'o; h'fmz pwp;I NI' LIWe q'u'R, iLz' i j'm;hip;l HLV' Ai jh qu iez 'Q;M ic'u Sm fs'a Q;Cm, 'S;il L' ha L' ic'mz Lj'j'e j'e hm'm, HC i j'm;hip;l Efl 'p i j'l Q;f;h eiz ajC B;il hm'm, "c;ci, B;ij k;Ju; iWL L'IRz"

Ihf'c;ip Lf Shih 'c'ch 'i 'h 'f'm e; , 'Lee; Lj' k;Ju;V;C qu'aj i j'm; , Az'a 'pV;C 'aj La'h'z Q'f L' ICmz Hje pju L'V; Oj 'b' L 'S'N Lj' 'L;ml Efl c'e' f; a'm ihf'c;ip'l f'p;c I'VI V'L'q;l S'e'e' L;L'ia S;ej'mz

Ij ul'f 'h;q;ij H'p Mhl ic'm j' M'S;ij nu H'p'Rez Lj' Ec'uhNAq'u hm'm, "BS ic'e 'aj;il Oj qu i'e, ajl Efl L;me;il p'A aL'haL'L' L' L'z' q'u fs'hz B;ij hl' k;C, iLR'k'ic Lb; b;L o'e i'eC 'N, ajl f' 'aj;l' pjuja H'p S;ejhz"

"i j'l X;S'z;l q'u'Rp a'e! HLS'el Lb; k'ic BI-HLSe o'e 'eu aj'a 'i'N'el je Mh p'obl qu 'i'Rp?"

"B;R; B;ij oeh e; , iLz' BS b;L' "

"Lj' Cw'IS Lih h'm'R, n'a pwn'fa j'd' , An'a pwn'fa j'd'alz 'aj'le n'a pwh;c L'z'LI q'a f;il , iLz' An'a pwh;c B'q; A'eL L'z'LI , AaHh Alhm'o o'e 'eJu;C i j'm;z"

"B;ij iLz' f'e'q;ij j'lev f'IC Bph, BI aM'e; k'ic 'aj;ic' Lb;h;aj' e; b;ij a'h B;ij ajl j'd'e'c h;S;h-- i fj fmn'z"

"B;R; , aj'aC i j'sz"

Bd0;V; f' Hpl;S q'ia L'IC Lj'0' Y'Lm, iLz' ihf'c;ip'l j' MI i jh 'c'm aMeC Hpl;SV; 'cu;ml 'L;Z' 'iL'u 'm c;ci f;h h'p ajl qia 'Q'f d'e' iS' ip; LI'm, "Lf q'u'R c;ci?"

Lj'Haice ihf'c;ip'l j'd'e' 'k Ai'obla; m'r'e' L'IRm ajl j'd'e' HLV; Ni el i'ho;ic IRmz ihf'c;ip'l S'h'e c'xMajf A'eL 'NR, 'LE aj'l pq'S ihQ'ima q'a 'c'm iez hc fs; , N;eh;Se; LI; , c'h'fe i'e'u ajl; 'cM; , 'Q;su Qs; , e;e; S;uNi 'b' L AS;e; N;Rf;im; i'e'u h;N;e LI; f'i' ia e;e; i'ho'uC ajl Kvp'f' b;L;ia 'p i'e'SI p'd'afu c'xML'o' L'e'SI j'd'e' LM'e; S;ja 'cu iez Hh;l 'i'NI c'h'm;aju aj'L i'e'SI 'R;V; Ni' j'd'e' h's; 'hin L' ha

L' RZ HMe p h'c' b' L' ph; J pA fih; S' e' E' M q' b' L', iQWfæ iWLj a e; f' m EcLhNÄqu, i jhe; -m; cM'a cM'a L; m; q' u J' Wz a; c c; c; l 'f' Lj d' Qeq BS ke jja' Qe' q; j' a; l' f' d' R-- a; l Aje 'dkNñfl Ba' -p; j; lq; a c; c; l j' d' L; b; b' L' ke h; m' L; i jh Hm, Ha Bhc; l, Ha Q; ' m' E', Ha 'Scz BI 'p' C' p' A' H; e Ni fl 'ho; c BI EvL' z

ILz' Lj' H' p' cM' m a; l c; c; l 'p' C' B' h' n; v; L' V' iN' u' R; z a; l Q; i' M' k' B' -e S' m' R' p' ke j' q; i' c' h; l a' b' a' u' e' e' l B' -e; l j' a; i, 'e' S; I' L; i' e; i' h' c; e; l S' e' e' eu-- 'p' a; l c; i' o' l p; j' e' i' h' n' i' l' L; i' e; i' f; i' f' L' cM' a' f; i' j; R, a; i' L' c' f' L; i; Q; i' C; L; j' d' L; b; u' L; i' e; i' E' S; l' e; i' i' c' u' p; j' e' l' c' u; i' m' A' l' e' j' o' c; i' o' 'l' e' M' i' h' f' c; i' p' Q' f' L' e' l' h' p' l' C' m; z

Lj' =BI M; j; l' L' h; i' c' B; h; i' l' i' S' ' i; p; i' L; i' m, 'c; c; i; l' f' q' u' R' h' m; i; z'

i' h' f' c; i' p' ke HL' c; j' m' r' e' l' i' c' L' c; i' o' 'l' e' M' h' m' m, 'c' x' M' H; s; i; h; i' l' S' e' e' Q' o; i' L; i' m' c' x' M' f' u' h' p; z' J' L' S; i' l' l' p' A' j' e' a' q' h' z'

"a' j' E' f' c' n' c; j, B; i; j' j' e' a' f; i' l' h' c; i; z'

"B; i; j' cM' a' f; i; j; R, 'j' u' c; l' k' A' f; j' e, 'p' B' R' p; j' u' 'p; j; i' S; i' l; i' a' e' l, 'p' L; i' e; i' -HL' S' e' 'j' u' l' e' u' z'

Lj' =i' j' m; i' L' e' l' a; l' c; c; l' L; b; i' l' j; i' e' h' f' a' f; i' l' m' e; z

i' h' f' c; i' p' h' m' m, 'h' e' b; v; i' L' B; j; i' l' C' B' f' e; i' l' j' e' L' e' l' H' a' l' c' e' L' o' f; i; j; R' m; j, BS' h' f' a' f; i' l; i' R, H; l' p' A' m; s; i' C' L; i' a' q' h, p' L' m' l' q' u' z'

i' h' f' c; i' p' l' g' e; l; i' n' n' h' z' l; j' m' l' E' f; l' m; i; m' B; i; j' H; m; z' J; l' L; i' m' l' E' f; l' q' n' j; l' L; i; S' -L; i; H; L; v; i' Q' u' L; i' h; i' m' n' i' R' m' p' v; i' L' Q' u' m' q' l; i; v' p; i' l' u' 'g' m' i' c' m; z' i' h' R; e; i' b' L' E' q' u' f; i' n' l' q; i; a; j; u; i; m; Q' u' l; l' i' E' f; l' h' p' a' k; i; j; R' m, Lj' =J; l' q; i; a' Q' u' f' d' e' l' h' m' m, 'n; i; z' 'q; j' c; c; i; E' q' u; i' e; j, 'a; j; i; l' A' p' m' h; i; s' h' z' h' m' H; L; v' a' S; i' l' L' e' i' C' i' f' e' l' i' c' e' l' i' E' Q' =L; i; h; i' m' n' l' E' f; l' i' h' f' c; i' p' L' q' i' m' u' o' c' u' i' c' m; z

i' h' f' c; i' p' N; i' u' l' L; i' f' s' v; i' L' j' a' l; i' c' u' Q' u' f' d' e' l' h' m' m, 'p' q' e' L; i; R; i; s; i' 'j' u' c; l' A' e' l' L; i' e; i' l; i; u' 'H' e' L; h; i' C' e' c' h' m' C' a; i' c; l' E' f; l' L' h' m' C' j; i' l' H' p' f' s' R; z' h' m; h; i' l' i' c' e' H' p' R' k' p' q' e' L; i' h' e; z' Lj' =; H; M; i' e' c' a; i; l' O; i' j' e' L' e' l' b; i' L' a' f; i' l' h' ? J' h; i; s' a' a; i; l' k; i; j; u; i' Q' m' h' e; z'

L; i' m' d' L; j' R' b' L' i' h' f' c; i' p' BS' A' e' l' L; b; i' o' e' R; z

n' e' j; i' p' a' l' e' l' p' A' j' d' p' s' e' l' k' p' o' a' O' v' R' a; i' l' j' d' e' A' f; i' l; i' n' f' a; i' B; i' i' R' m' e; z' J; l; i' c' e' f' r' C' A' L' f' a; z' m; i' L' J' e' l' L' A' f; i; l; i' d' e' j' e' L; i' R' j' e' L' e' i' C' J; l; i' o' f; i' d' i' a' q' u' E' q' u' R; z' H; C' p' o' a' v; i' l' j' d' e' p' s' e' L; i; S' i' L; R' e' i' R' m' e; i' h' m' C' f; i' o' f; i' l' L' H; h' w' m; i; L; j' a' l' h; y; i' Q' u' Q' m; i' J' e' l' f' e' r' i' R' m' A' e; i' h' n' e' l' z' h; i; e; i' N' R' n' e' j; i' p' a' l' e' l' j' d' p' s' e' L' M' e; i' L' M' e; i' 'j' u' c; l' J' R, n' e' j; i' k' M' e' a; i' l' u' e' l' L' m' q' L' e' l' R' a' M' e' j' d' p' s' e' a; i' l' p' L' m' l' p; j' e' c' h' m' R, 'c' j' q' u' k; i' h' < j' a, 'h; i' l' u' k; i' B; j; i' l' h; i; s' b' L' z' i' l' z' ' H' e' a' J' i' L' R' = B' p' k; i; u' i' e; z' n' e' j; i' l' p' o' a' j' d' p' s' e' B' f' e' L' a' l' a' l' p' c' f' y' n' h' S; i; u' q' u' m' R, C' q' i' R' L' e' l' j' d' p' s' e' i' e' S' a; i' l' k; i' i' c' u' R' n' e' j; i' k' M' e' c' a; i' l' h; i' n' i' L' R' a' q; i; a' i' c' a' N' R' A; j' e' q' u' R' d; j' L; z' n' e' j; i' l' C' q' i' R' i' R' m' p' w; p; i' l' L; i; S' 'j' i' l' a' l' j; i' l' S; i; u' N; i; v; i' 'p' C

cMm L^Q, İLz^o a^QaJ hⁱdⁱ F^m; jdp^çe Q^jıal jⁱL pçf^zİ İhⁿİp L^Q, n^éjⁱpçİf^L İhⁿİp L^Q eⁱz n^éjⁱı p^öâ Jİ L^öf^eju İP mⁱN İe, AbQ M^h Q^jvⁱ İL^Qı HLVⁱ Bpİš² S^y R^z ke nfaLⁱmⁱ h^yh^hq^a jumⁱ Q^SiCVⁱı j^ai, aⁱa LⁱıLⁱSⁱ pçf^zİ Ai j^h, İh^{no} kaİLİhⁱı İSİep eu, Mⁱv b^oL d^mju f^s N^mJ B^p k^{ju} eⁱz İLz^o J^a Bİj B^Rz n^éjⁱL p^jİm^u Qm^hı HLV^J cİLⁱ e^c; aⁱ Rⁱsⁱ n^éjⁱ p^jÜ' jefⁱzİ p^â J^L k^hsⁱ h^m jⁱe, Jİ S^eé ph p^Ca ph Lİ^a pⁱİS, HVⁱ İexpⁿu Sⁱeı cİ^e jdp^çeİ Baİj kİçⁱ p^öb B^Rz L^j bⁱL^a fİaİce Jİ HC Baİj kİçⁱ h^si Qⁿİn eⁱs; Q^uiRmz

jdp^çeİ HC B^deL Cİaqⁱvⁱ Sⁱehⁱı S^eé Lⁱm^QL M^h Qⁿİn p^aje Lİ^a qu İez J^cı hⁱs^a Q^miLS^eı j^dé HC İe^u k^bö hmⁱİm Q^miRm, Ah^{no} İeaⁱz' Ai İÜ' qJuⁱa hmⁱİmİ fⁱmⁱJ HLI L^j Q^{no} q^u H^pR^z

Mhİvⁱ Qⁿİehⁱı İhf^çi^pL ke B⁻eİ aİ jⁱİmz jdp^çe İLR^ıYİLhⁱı Q^öjⁱe L^Q İe, İe^Si İeİf^L fİLⁱQⁿe Af^je Lİⁱ HaC pqS-- İeİ fİa AaİQⁱı Lİ^a hⁱİq^ıı hⁱdⁱ HaC L^jz İeİf^L İeİfⁱıı İ^h üjİİ hⁱd^e Lİ^a p^ji^S qⁱSⁱı İL^j k^z»J k^zzⁱı pİö Lİⁱ q^uR, AbQ p^C nİš²q^e İeİf^L üjİİ Efâh b^oL h^yQⁱıı S^eé Qⁱe; BİnİL f^ıbⁱ İıMⁱ qu İez HİC İecⁱıZ c^xM J Apç^je 0^Q 0^Q kⁿ kⁿ L^f İL^j hⁱç^ç q^u B^R HL j^qİaİ İhf^çi^p aⁱ ke c^ma Q^mz pafaİİİjⁱı 0e f^İm^f İc^u HC h^İbⁱ jⁱıhⁱı Q^öi, İLz^o Qⁿceİ^L Apⁿh Lİhⁱı HLV^ı Q^öi eCz İeİf^miL Ha pÜⁱ, Ha AİLİ' vLİ!

İhf^çi^p hm^m, "L^j bⁱ Af^je p^q L^Q kⁱJuⁱ nš² eu, İLz^o p^q Lİⁱ Aeİuz p^jÜ' İeİf^miLİ q^u aⁱjⁱL aⁱjⁱı İe^Si pç^je cİİh Lİ^a q^h, H^a p^jiS aⁱjⁱL ka c^xM İc^a fⁱ İcLⁱ"

L^j bⁱhm^m, "cⁱcⁱ, a^ıı QⁱeİAf^jeİ L^bi hmR İWL h^ıa fİİR eİ"

İhf^çi^p hm^m, "a^ç İL a^h ph L^bi Sİep e?"

L^j bⁱhm^m, "eⁱz"

İhf^çi^p Q^f L^Q İCmz HLV^ıf^Q hm^m, "Q^uçİ Af^jeİ c^xM B^jiı h^ıLİ j^dé S^ji q^u İ^uRz Q^{Le} aⁱ Sİep?"

L^j bⁱİLR^ıe; h^m cⁱcⁱı j^ıMİ İc^L Q^u İCmz MİeL f^Q hm^m, "İQİ S^{he} jⁱ kⁱ c^xM Q^uiR^ıe Bİj aⁱ Qⁱeı^a İ^ma fİİ e, B^jiçİ djİh^ıQ^e p^jiS p^Seİ cİuİ"

HCMⁱe İç^heİ j^dé fİc B^Rz L^j bⁱaİ hⁱıL M^h Qⁿİn İı^mıhⁱpa, Sİea a^ıı q^{eu} La Q^Lj^mz p^jÜ' Afİıd Lİv^uJ aİ hⁱı; İR^ıe M^h h^si H L^bi eı j^e L^Q p^biL^a fİa eı, H^e-İL, aİ hⁱıı S^he k^Q QⁿiQeİ fİZ^j 0^VIRm p^Seİ p^aı jⁱLC j^e j^e cⁱo İc^uRz

İhf^çi^pJ aİ hⁱıL h^si h^mC İİš² L^QRz İLz^ohⁱı hⁱı 0Mm^eı àıı aİ jⁱL İale pL^mı LⁱR Apç^j İea Lİ^a hⁱdⁱ fİe İe HVⁱ p^Q Qⁱeı^a r^ji Lİ^a fİİm eı aİ jⁱJ r^ji L^Qe İe h^m İhf^çi^p j^eı j^dé N^ıh Qⁿıd Lİaz

İhfçj; p hm^m, "Bjil j; k Afj je f^uiR^{me} a^{ia} pj Ù' ØæSjial Apçj jez Lj ı aç
hfiš²Nai j^h le^{SI} Lb; i m^m pç Apçj je l İhl i^Ü çysjil^h, İLR^a qil j je^h e^z"

Lj ı j M İeQ^L B^Ü B^Ü hm^m, "hij; İLç⁰ j i^L Mh i i^mhip^ae p Lb; i mⁱ e;
çjçz pç i i^mhipj u A^eL f i^fl j i^Sİe; quz"

İhfçj; p hm^m, "a; j je, İLç⁰ Ha i i^mhipj p^SÜ İale Ha pq^S j i^{ul} pçj jeqile
LI^a f i^{ae}, p f i^f p j i^Sl z p j i^SL p^{Se}f r j i LI^a f i^h e; j, p j i^{SI} i i^mhipj
eç, B^R Lhm İhdjez"

"çjç; a^j İL İLR^a ö^eR?"

"q^y ö^eiR, p-ph Lb; aⁱL B^Ü B^Ü f^ç hmhz"

"pç i i^miz Bjil i u q^R BS^LLLj l HC-ph Lb; i a^ıı u^a j i l n l f l B^R j ç^ıı m q^u
k i^hz"

"e; Lj ı İWL a; j Em^Viz Haice ç^xMl Ahpⁱç n l f l v j^ç ke Hım^u fsıRmz BS kMe
j e hm^R, S^he l^ç no İce f k^ıı¹ msjç LI^a q^h, Bjil n l f l l İi a l^ç b^L n i^š Bp^Rz"

"İL^pl msjç çjç?"

"k p j i^S e; i^fL a; j j^mf İç^a Ha ç^ın gyl İç^uR a; j p^A msjçz"

"a^j a; j l f LI^a f i l çjç?"

"Bij a; j l e; j je^a f i l l z a; j R; j B^R j B^R j l f LI^a f i l l p B j i^L i j^ha q^h,
BS b^LC ö l; qm Lj ı HC h i s^a a; j S i u N i B^R, p pç f y^ı a; j İe^{SI}, BI-L i^ç;
p^A B f p L^ç euz HCM i^eç aç İe^{SI} Sⁱç b j l i h z"

"BıRi çjç; p q^h, İLç⁰ BI a^j Lb; i^Lı u; e; jz"

Hj e p j u Mh l Hm, ç j i l a l j i H^pRz

“hijil 09 Lj x j ilal j j l leu hpmz Lbi LCa LCa AAlil q u Hm, hqilj Hm Bmi Sjma, Lj aleod L l icmz

Lj xph Lbjc oe m; Qf L l l cmz

“j ilal j j hm m, “hils l i ja f u r hEl jef, JMie iv l b j l j c j u z a j j il k i n e j?”

“B j i l il X i l f s r?”

“e j, X i l h i l L b i h i d q u j e j e c z il l a j e j n m a i Q m h c e j?”

“B j i l L f L i h i l B r? B i j a i a j l a c l i a f i l h e j e i h c m a n m B j i l S e f c p j u i l r a q u r, A b Q l i e j E f i u i r m e j B i j k i l c a f i l a j p l a l e l e a f i l m e e j B S B i j n e f q i a i n u L f L i h?”

“h m L f h E l j e f, p w p i l k a j j i l c, p a j a j j i l q i a R i s i q m Q m h e j?”

“p w p i l h m a L f h i t i j c? O l c u i l, i S l e p f a e, m i l S e? m < j L l H L b i h m a k, a j a B j i l A i d L i l B r z j q m A i d L i l M e u l R, H M e i l l - p h h i c l i i S l e p l e u m i l l i Q m?”

“L f h m R i j c h E l j e f? 0 9 i l a j j H l h i c l i g l h e j?”

“p h L b i i j m i L l h a f a f i l i r e z B i i l R i c e B n q m W i l l i L i R p w l a Q i C a j, c h l L i R o d i a k a j z i l l a j B j i l p - p h i l p i d u j r n r z B i h p h m r z c a i i j m i i r m z h o l i e j v i c a i H L V u M i V m e j B S L a h i l h p h p e i h i r c h a i l Q u c i c i l i h Q i l E f l i l L i m H a i h f c O V a e j a h u j j e l j d e k c h a i l l e u l a d j E w r, q e u l j d e a j l H s i a f i l l e z i g l i g l p c m i e H p m i v u f i s t”

“a j j i l L b i o e k i u m i n z 0 9 i l k i h c e j?”

“L i e j L i m c k i h e j p L b i i j h i n s z, k i h c p L b i j p q S e u z”

“B i r j, a j j i l c i c i l L i R H L h i l L b i h m c m h z c i m l a l e L f h m e z a y l c n l e f i j u j k i h a i?”

“Q m i - e j, H M e c l e u k i j u r z”

ihfcj:pl 09 YLC a j l Q q i l i c m e j i l a l j j b j l c y s i m, j e q m k e i j j L c f l f l l i B m i - r e h i Q s i - i j p i j i l z l i a l H L V i A a l i l B i l e u i a j f z j L l f i u l d m i l e u j s i E f l h p m z

ihfcj:p h e u q u h m m, “H C k Q i l B r z”

“j j i l a l j j j b i e s h m m, “e j, H M i e h n B i r z”

“Q j V i l l i a l b l a j l Q i M R m u R m u L i a m i n m z h a f a f i l m c i c i l H C A h o b j u

Lj²L hēb;C h;S²Rz

Lj² f²p²AV; pqS L² ²ch;I S²eē hm²m, ""c;ci, Cīe ĩh²no L² H²p²Re ²a;ji;I ja ĩS' ĩpi LI²az"

²ġ;ġal j; hm²m, ""ei ei, ja ĩS' ĩpi f²l Lb;I, B;ġ H²p;R J;I QIZ cnīe LI²az"

Lj²hm²m, ""Eīe S;e²a Q;e, J;f²cl h;ġs²a B;ġ;L ²k²a q²h ĩL e;I"

Ĩhf²c;ġp E²W hpm; hm²m, ""²p ²a; f²l h;ġs, ²pM;e Lj²ā²IN²u b;L²h Lē L²l?" kīc ²ē²;dī p²ī hma a; q²m Lb;V;I ĩi a;L;I B-ē H;e L² S²m E²W a; e;I n;ġ² L²ūl, j²MI j²dē E²S²Se;I m²rZ ²eCz

²ġ;ġal j; Ĩgp²ġ Ĩgp²ġ L² Lē hm²mz a;I A;ġ f;ġ ĨRm f;ġh h²p Lj²ā;I Lb;I-²m; Ĩhf²c;ġp L;e ²f;ġR²u ²c²h; Lj²āp²ġ; a qm e;I, hm²m, ""a²ġ;C Nm; ²R²s h²m;I"

²ġ;ġal j; ũl BI-HLV²ā²Øf²Ø L² hm²m, ""k; J;I Bfe;I;C, ²LE a;ġL f²l L² ĩc²a f;ġI e;I, a; ²p ²k²C ²q;L-e;I"

"²p Lb;I ĨWL euz Eīe B;ġn²a j;āez J;I ĩe²SI A;ġL;ġI ²S;I ²eCz J;ġL OIR;S;I LI²m qu²a; ĩe²;ġ; LI²h, h;ġ; ²c²h e;I ka n;ġ²ġ² p;ġ²ŪC ²Lhm J;I S²eēz ah²Ae²Ĩ²q;I Bn²ġJ pqē LI; ²ka kīc a; j; q²c;ġn²ū qaz"

H;e Lb;I Lē Sh;ġh ²c²h ²ġ;ġal j; ²ġ²h ²f²m e;I ũ;ġ²ġ Bn²ū ĨhO²AOV²m ²ġ²ul f²r²I ²m;L;ġ;C ²a; f;ġ²u d;ġd;ġ L², H-²k Em²;I L;I²mz

ĨLR²ā²Z Q²f L² ²b²L hm²m, ""ĨL²ā² Bfe pwp;I e;I b;L²m ²ġ²ul; ²k h;ġ² e;I; f²ġ²ol; ²ġ² p ²h;S;ā² f;ġ², ²ġ²u²c;I ²L;ġ;ġ;I Ĩġb;ġa Q;ġ;C ²a;I"

"Ĩġb;ġa ²L;ġ;ġ;u? Ap²ġ;ġ;e;I j²dē? B;ġ ²a;ġ;ġ;L h²m Ĩc;ġ;R, Lj²ā²L Ĩkīe N²s²Re Ĩāle BN;N;S;I f;ġ; n²Ū; L² N²s²Rez Lj²ā²L Ah' ; L² H;e ²k;N²ā;I L;ġ;I ²eC, Q²ā²hā²Ĩ- p;ġ²ġ²VI J e;I"

Lj²ā²L ²ġ;ġal j; M²hC ĩ;ġ²m;ġ;ġ², ĩ²Š² L², ĨL²ā² ah²ā²L;e;I ²ġ²ul Ha j;ġ²ē b;L²a f;ġ² ²k a;I N²h ũ;ġ²ġ² R;ġ²f²u k;ġ²h H Lb;I ²ġ;ġal j;ġI L;e ĨWL m;Nm e;I pwp;ġ² ũ;ġ²ġ² p²Ā TNS;T;ġ²IV Qm²ā², Ø²ēġ² ĩ;ġ²NE Ae;ġ²-Af;ġ;e;I e;I-qu k²b²Ø OVm, H;e-ĨL, a;I ²b²L ĨēxL;ā² f;ġ;ġ;I S²eē Ø²ēġ² B;ġġ ²m²u Nm;u c;ġs Ĩc²u j²ġ² ²p;ġ² ²h;T;I k;ġ;u, ĨL²ā² a;ġ² h²m ũ;ġ²ġ² H²Lh;ġ² h;ġ² Ĩc²u Ø²ēġ² Ĩe²SI ²S;ġ² b;L²h HV;ġ² ²ġ;ġal j; Ø²f²d²ġ² h²mC j²ē L²z ²ġ²u-S;ġ²al Ha -ġ;I ²Le? j²d²p²c²e ka A²k;NE ²q;L ka Ae²ġ;u LI;L, ah²ā² ²p ²a; f²ġ²o;ġ;e²; HL S;uN;ġ;u ²p a;I Ø²ēġ² ²Q²u B²f;ġ;C h²s;I, ²pM;e ²L;e;I ĨhQ;I M;ġ²V e;I Ĩh;ġ;ġ;I p²Ā j;ġ; m; L² ĨS²ā²h ²Q²?

²ġ;ġal j; hm²m, ""HLice JM;e ²k²a ²a; q²hC, BI ²a; Ĩġ²ġ² ²eCz"

"²k²a q²hC H Lb;I ²ē²f²ac;ġ; R;S;I ²L;e;I j;ġ²ē²ol f²r² M;ġ²V e;I"

"j²ā² f²s² Ø²ēġ² ²k² ²Le; q²uC ²N²Rz p;ġa f;ġL ²kīce ²Q;ġ;I qm ²pīce ²p ²k² ²c²q;ġ² e;I h;ġ;I fsm, a;I ²a; BI f;ġ;ġ;ġ;I ²S;I ĨCm e;I H h;ġ;e ²k² j;ġ²ZI h;ġ;ġ; ²ġ²u q²u kMe S²ġ;ġ²R aMe H S²ġ;ġ² j²ā;ġ² ²ġ²ul ĩ;ġ²NE ²a; BI ĨLR²ā² EĨS²u ²ġ²ġ;ġ;e;I k;ġ;u e;I"

Ihfčip hāa fīl m gūl pčjie gūcl LīRC ph ūu Ljz aji; SīeJ eī k, HCSēf gūcl i jēŃ ŌŃ ŌŃ Afj jlea qJu; Ha pqSz aji; Bfeil Bm; Bfle lēihū hōp BŔz aji fēi LhmC jīR i ū, LhmC jīR i jheju, AkiŃē ŃmīLI qīa LhmC MīŔ jīl, BI jē LIŔ pCv eīh pqt Līac ŌēfSŃ jī pñīp Ōīl aīblāz eī-- jjeŋol Ha mī"eīL fhū cju; Ōm h eīz pjīS kīL Hacī eīj ū icm pjīS LC p flāice eīj ū icŔz

Ihfčipī MīVI fīhC gēSI Efi Lj j M lēŌL hōp īRmz ihfčip gīlal jīL ilRā eī h m Lj j jīju qīa icū hm m, "HLVī Lbī aiL hīm Lj j hīThīl ūō; Līlpz rj aī īSīepVī kMīē fēS-fīju; īSīep, kīl Līē; kīŌiC ēC, AīdLīl hSīu līMhīl Sēf kīL kīŃēaīl Līē; fījīz icā qu eī, pMīē pwpīē p LhmC qfēaīl pīŋ Lŕz H Lbī aiL AēLhīl h mīR, ai l p wūīl aē LīVīa fīll p lē, Lŋ fūlRpz aē kMē ihno Lī hīpZē jīSe Lījāp Līējīce hīdī icē lē, Lhm hīl hīl hīTīa ūō; LīŔ, AīhŌīē Līē; jjeŋol hūaī ūflīl Lī ējuīl āīl; ōd k aīlC Aīeŋ aī eu, aīa Lī pjīS hūaīl BcīŔLC MīVī Lŕz HILj Aā nūīl āīl; lēSIC jēŋāfl Anūī; Līl H Lbī ŔLE i j h eī ēLe? aē ai CwīIS pīlqāē ilRā ilRā fēSīRp, hāa fīlīRp ē, HCILj ka cmNsī nīŋēNsī lēihīLīl rj aīl ihī ū pj ūī SNā BS msīCūl qījuī EŋŔz ka-ph CūRīLā Aā cīpafl hē; eīj icū jjeŋ cŋŌlīm fīōz LīŔ, aīlC hīpī i jPhīl īce Hmz"

Lj j jībī lēŌL C hm m, "cīcī, aīj īL hm Ōēf ūj fl Aīaēz j Lī h?"

"Aēfīju Aīaēz j Lī j jē LC cīō icīpŔz ūj ēJ Ōēf L Aīaēz j Lī h eī-- HC Bīl j aī"

"kīc Lī, Ōēf īL aīc h m--"

Lj j Lbī ŋo eī qāC ihfčip hm m, "Ōēf kīc pC Aēfīju gē ēu a h pLm Ōēf mīLI flāC aīa Lī Aēfīju Lī q hz Hīē Lī flāēLI āīlC pL mī c xM S j EŋŔz AāfīŌīl fb fīlī q ūŔz"

gīlal jī HLVā A d kī ūīC hm m, "Bījīcl hēlīēf pāfmrē, Afj jē Lī m p Afj jē Jfl ŌfnīLī aī fīē eīz"

Ihfčipī L hChīl EŃSīSa q ū Eŋm, "ai l jī pāfmrēl Lbīc i j hŔz Bī k Lī fīlō aīL Ahīd Afj jē Lī hīl AīdLīl fū pVīL flāice MīVīŔ aīl cāīal Lbī i j hŔ eī ēLe?"

Lj j aMeC Eŋ cīl s ū ihfčipī Ō mī j dē BP m h mī a h mī a hm m, "cīcī, aīj Bī Lbī Lī ū eīz aīj kīL j š hm, kī j ēl āīl qu, Bījīcl lēz j dē aīl hīdīz Bīl j jēŋ L J Sīs ū bīl, īhn p L J; ilRāC aīl SV Rīsīa fīll ēz kaC Ō MīC ŌŃ īgŃ BVLī fīsz ai l j AēL Sīe aīaC ai jīcl jē Rīsī fīu, Bīl j AēL jīē aīaC Bījīcl S hēl nēf i ūz aīj kMē hīT ū cīj aMe hāa fīll qu ai Bīl i m BŔz

İLZ' h' f' a f' i' j' , BI i m R' i' s' a f' i' j' İL HLC? ma' j' B' L' i' s' i' j' a' i' B' j' i' c' i' j' j' a' l' p' h
İLR' L' C' S' i' s' u' S' i' s' u' d' e' l' , p' v' i' i' j' i' m' i' c' q' i' l' BI j' 3/4' C' q' i' l' , a' j' f' e' l' BI a' i' l' R' i' s' a
f' i' l' e' z' "

İh' f' i' c' i' p' h' m' e' m' , ""p' C' S' e' f' e' C' a' i' p' w' p' i' l' L' i' f' i' l' i' o' l' f' S' i' l' f' S' i' l' l' e' f' i' A' i' j' h' q' u' e' z' a' j' i'
S' i' e' h' i' l' e' m' i' A' f' i' h' e' l' A' f' i' h' e' h' e' m' C' S' i' e' , İLZ' j' j' e' h' i' l' e' m' i' u' a' i' l' f' i' h' e' l' j' a' i' L' e' C'
j' i' e' z' "

L' j' a' h' m' e' m' , ""L' e' L' i' h' c' i' c' i' , p' w' p' i' l' c' e' c' q' i' a' S' i' s' u' i' e' a' q' e' h' e' m' C' B' j' i' c' i' p' l' o' z' a' i' c'
B' j' i' N' i' R' L' J' B' L' e' s' d' i' l' , ö' L' e' j' L' e' v' i' L' j' z' - l' i' L' j' j' e' a' B' j' i' c' i' k' a' r' Z' m' i' e' n' , i' t' m' e' l'
j' j' e' a' J' a' a' r' Z' i' S' i' m' e' k' B' j' i' c' i' l' e' S' i' l' i' a' a' l' C' z' c' x' M' e' b' e' l' B' j' i' c' i' l' e' h' y' Q' i' e' n' e' l' ?
p' C' S' e' f' e' C' i' j' i' h' c' x' M' k' i' c' e' f' e' a' C' q' u' , a' i' l' e' j' e' i' e' u' j' a' i' l' R' i' s' u' J' W' h' i' l' E' f' i' u' L' i' e' a' q' e' z'
a' i' c' e' a' i' e' j' u' l' i' H' a' L' e' d' j' i' l' B' n' u' L' e' l' b' i' e' z' "

İh' f' i' c' i' p' İL' R' e' h' m' e' m' e' j' , Q' e' f' L' e' l' h' e' p' i' C' m' z

e' p' C' J' i' Q' e' f' L' e' l' h' e' p' b' i' L' i' v' i' j' L' j' e' l' L' e' i' c' e' m' z' L' j' a' S' i' e' L' b' i' h' m' i' l' e' u' j' H' i' i' j' i'
A' e' l' e' h' i' n' z

O' l' e' b' e' l' e' h' i' l' e' u' H' e' p' e' j' i' l' a' l' j' i' L' j' e' l' İS' i' p' i' L' i' e' m' , ""L' e' i' W' L' L' i' e' m' h' e' l' i' e' f' ?"

L' j' a' h' m' e' m' , ""k' e' a' f' i' l' h' e' z' a' i' R' i' s' i' , B' j' i' l' e' a' i' l' e' g' e' l' k' i' h' i' l' A' e' j' i' a' e' c' e' i' e' z' "

e' j' i' l' a' l' j' i' j' e' j' e' İL' R' e' i' h' l' i' s' z' C' q' m' z' n' e' b' l' h' i' s' l' f' i' l' a' J' i' n' u' j' e' k' e' h' i' n' a' i' e' u' , a' e' n'
n' o' l' h' i' s' p' e' a' c' e' o' l' i' e' m' l' j' j' a' a' h' i' d' J' i' q' e' u' l' A' i' d' L' i' l' L' e' l' B' e' r' z' e' p' m' i' e' L' i' l' e' i' h' e' e' k'
a' i' l' m' o' e' L' i' e' n' H' v' i' a' j' i' l' R' e' a' C' i' j' i' m' i' m' i' N' m' e' z' L' j' e' l' k' i' h' m' e' m' a' i' l' i' h' v' i' H' C' ,
f' i' l' o' j' j' e' o' l' f' i' l' i' a' e' a' c' l' c' L' j' B' i' a' j' A' p' w' k' j' e' h' i' n' , e' N' i' s' i' e' b' e' l' C' H' v' i' e' a' i' d' i' L' b' i' z' p' l' o'
e' a' i' B' j' i' c' i' l' q' i' e' a' e' e' C' , k' i' f' e' u' i' R' a' i' l' e' u' C' h' e' h' q' i' l' L' i' e' a' q' e' z' ""J' i' i' l' L' j' C' " h' e' m' j' e' v' i' e' l'
- a' i' l' L' e' l' i' e' u' e' k' j' e' L' e' l' e' q' i' l' p' w' p' i' l' v' i' e' l' Q' i' m' i' e' i' c' Q' i' c' z' e' L' e' e' j' p' w' p' i' l' v' i' c' e' j' u' e' c' l' z' ü' j' e'
i' j' i' m' i' c' e' q' i' l' , j' 3/4' C' e' q' i' l' , p' w' p' i' l' v' i' e' l' ü' f' l' i' l' L' e' l' i' e' a' C' q' e' z' a' i' k' i' c' H' e' l' h' i' e' l' A' p' n' h' q' u' a' i'
q' e' m' j' i' z' R' i' s' i' B' i' N' i' a' C' e' e' z'

L' j' a' e' p' h' m' e' m' , ""e' i' - q' u' a' i' c' q' u' z' j' i' e' z' i' A' f' i' j' d' L' e' f' ?"

e' j' i' l' a' l' j' i' E' c' u' h' N' a' q' e' u' h' e' m' E' W' m' , ""A' j' e' L' b' i' h' e' m' i' e' z' "

L' j' a' S' i' e' e' j' , A' d' f' i' c' e' q' m' J' e' c' i' C' f' i' s' i' e' a' H' L' i' v' p' e' a' e' l' i' h' R' e' l' i' h' e' L' i' h' n' m' L' A' e' j' i' p' X' e' m' e' u'
B' a' l' q' a' e' j' L' e' l' i' R' m' z' a' j' i' H' j' i' H' i' f' i' p' - L' i' i' ü' j' e' - - N' h' e' j' i' W' B' i' f' e' p' h' e' s' i' Q' i' L' i' l' L' e' l' z' e' a' e' f' e' M' y' f' i' u'
e' N' y' S' h' i' l' H' L' v' i' l' i' e' f' i' l' i' e' q' i' l' e' u' e' g' e' m' e' R' , j' i' l' L' i' R' e' b' e' l' H' C' e' j' i' m' n' ö' e' e' m' i' L' v' i' a' i' l'
m' i' j' b' e' j' e' l' i' R' m' z' e' j' i' l' a' l' j' i' l' e' p' C' L' b' i' j' e' f' e' s' N' i' e' u' L' y' v' i' i' c' e' m' z

H' j' e' p' j' u' e' h' e' l' e' l' f' e' h' n' z' L' j' a' M' i' n' q' e' u' E' W' m' z' h' m' m' , ""S' i' e' a' j' W' i' L' e' f' i' l' B' p' e' a' e' h' i' n' e' c' i' l'
q' e' h' e' z' "

e' h' e' e' q' e' p' h' m' e' m' , ""e' e' j' u' n' i' e' e' h' e' l' i' e' f' i' l' c' m' m' B' e' r' , B' e' n' e' c' e' m' e' R' e' n' e' j' a' f' e' d' y' u' i' e' l' , a' j' i'
e' b' e' l' n' e' j' j' e' B' e' l' B' i' h' i' i' h' i' q' e' p' h' L' i' e' a' n' s' z' e' W' e' l' i' e' z' "

e' j' i' l' a' l' j' i' h' m' e' m' , ""h' e' l' i' e' f' , a' j' i' c' J' e' l' e' i' c' i' c' e' u' h' i' s' e' u' a' e' m' R' z' J' h' e' T' i' e' u' e' R' J' e' l' e' c' m' e' m'

ađj Mñ qJ, pC cjiL--"

"BjiL cMmJ Mñ q'a fi'e ìkle, ayl ÌL Lj rja;? ìkle BjiL pìø L'®Re ìaleJ ìe®SI qì'al LjS cM Aeaif L'e, BI ìkle BjiL fiZÑqZ L'®Re ayl j'el i jh'ch; e Sjeł'¹L'²a; jeo'ix!"

"WjL'®fi, 'aj l; cS'e ìj'm Lb;LjV;LjV L'®i, a'afu h'fš'² R'®i Â LI'a Qju e; HMe Bìj Qmmj'z"

®j'ial j; hm'm, "'p ÌL Lb; i ;C! HMi'e a'afu h'fš'²V; ®L? ađj e; Bìj? Nìsi ;s; L'® J ÌL BjiL cM'a H'p'R'®i ®R?"

"e; JI S'e'f Mjh;l h'm ìcC 'Nz" h'm Lj'pQ'm ®Nmz

kjJu; qu ĩe, BI I RihV;J İgđ f;h;I Bn; IjİM  ez"

   aj;I hEI;efl S ef  N V;C  M;Ju; a kMe I;İS BR, aMe ej-qu HLM;ej RihC-h;  M;Ju; mz"

  N V; p   a p   q B R, RihV; p   a HLV j p   q İRm e;J H;e Rih  ch;v quz  k c n i m NA J;I j  MIV a mr EI f p;c p  f N e;J İRm İWL  pC  i  k;NIV I Rih a d;I f S  N Rz HL-HLİce I;İŞ I Oj  b L E W B m; S İm u I RihIV  c MİRz f   FI B m;u JI İi a;L;I I  FIV  ke B I;  h n L I  cM;I k;uz"

  c M;I, B;I;I L; R Aa h;S;h;İS LI a  aj;I HLV j i u  ec?"

 i u k c b;La a; q mC  aj;I i j;he;I Lb;J b;Laz J; L  c M B;I;I B QK İLR a i; P e;J  e L I B;I; c;I i; N E HV; p nh qm L L  I? B;I;I  k J; L hEI;ef hm a f;IİR H i;h m N; u L;V;  cuz BI E e  k p;J;ef eh  el j a; j;e  LJ q;İlp; M L; R h;I u M;IJu; a f; Ie, İhn h;I; M HJ Ha p;Q;S qm L L  I? B;I; c;I f;Iİh; I I j    ph   u qai; N E B;I;I c;I;Z k; L p;Q;S  f me a; L L We L I hyd a İN uC q;I; mez"

 h;I;  I, hEI;efl Lb;u  aj;I j  M kMe M m k;u aMe b;I; a Q;u e;I"

   S;I;hE, S;I;e  aj;I j  e HLV M;I;e h; S;I"

 e;I, LL   e;I e;I"

 q;I, A f HLV   İL;   HC Efm r HLV;I Lb;I j  e L I  u  c;Ju;I i; m;I; e; eN I   Vn e f;I;I hEI;efl c;I; L  c M  k-ph Lb;I h m;IR m Qm a i; o;u a; LJ h;S;h;İS hm;I Q mz"

 B;I;R;I, B;I;R;I, J-ph aL N;b;L   M;e L  hm a Q;I;I;R m h m;Iz"

 B;I;I İhn p BSL; m;I j   C c;I;I hEI;efl  X L f;I;W; hez hEI;ef  k Ha BNL q h; FI h;İS Q m H me, BI a;I f;I  b L Ha ce  g;I;h;I e;I  eC, H a c;I;I f  M A;I;I j;e q  R a;I S;I;ez c;I;I İLR aC h   a f; Ie e;I  p;e;I;I M;YQ; a f;I;I;M;I  Le  m;I;I  eC;I  e n d f;I;I;M, AL a' f;I;I;M!"

 a;I i; m;I;C  a;I, h S;I;W;I;L;   X LC f;I;W;I;e-e;I;I  pC Lb;I;C  a;I İRmz"

 B;I;I j  e qu, X;I;L;h;I;I B NC hEI;efl k c k;e i; m;I; qu, c;I;I I V   A;I;I j; e;I e;I-qu İSa I C;M;Z a;I R;I;S;I; İhf c;I;ph;I;h  a;I Q;I;e hEI;ef a;I;I p;w;I; I İg I k;e, B;I;I;C İe od L I İRm;I;Iz"

İhf c;I; I p  A HC İe u BS L L Lb;I q  R  j;I;I;I j;I a;I  L; e;I B;I;I;I  c m e;I hm m,   İhf c;I;ph;I;h  L; R İN u h m;I;C-e;I;I"

 a;I;C k;I;C, İa;Ie  e m M n q  ez"

H;I;e p;J;u L;I;I;S;I;I h;I;C I  b L hm m,    I Y h İL?"

 j;I;I;I j;I hm m,    aj;I;I W;I;L;  f;I;I f;I;I   u B Re;I"

 S;I;I S;I;I f;I;I   u İRm;I;I, H;C;I;I;I c;I;I  f;I;I;I;Iz"

 B;I;I W;I;L;  f;I;I! Ha Lb;I a;I;I;I h;I;e u hm a f;I;I;I L L  I?"

  e SC B QK İq u k;I;C, h   a f;I;I;I  ez"

 B;I;R;I, Q m;I HME  M a k;I;h;Iz"

"Mihji BHLhijl @ajjl cjcil pA ILR=Lbjhjañ L@ Bİp @V"

"ej, p qñ eiz"

"@Le?"

"BS cjcj A@eL Lbj hm@Re, BS BI euz"

"i j@mj Mhl B@Rz"

"aj @qjL, Ljm H@p; hl' z BS @Lj@ej Lbj euz"

"Ljm qu@a; R@V fjh ej, qu@a; hjd; OV@z @cjqc @ajjl, BS HLhijl @Lhm fyQ İjle@VI S@e@ @ajjl cjcj M@n qñe, @Lj@ej rla qñ ej aylz"

"B@Rj, B@N a@j @M@ ejJ, ajl f@l q@z"

MjJuj q@u @N@m fl Lj@ehfe@L İhf@j@pl O@ İe@u Hmz @M@m cjcj aM@ej O@j ju İez OI f@u A@Lij, B@mjl İnmj @mj@z @Mimj Sjemj İc@u ajlj @Mj kju; @b@L @b@L ý ý L@ h@C@ cİr@ZI qjJuj; O@l f@ñ, İhrjeil Tjml, Bmeju @Tjmj@ej İhf@j@pl Ljfs ej@jl Lj Rju; İh@jı L@ @Lj@f @Lj@f EWR; @Tİ Efl Mh@l LjN@SI HLVj faj kMe-aMe H@mj@j@m; E@S @nsj@Rz Bd-@njJuj Ah@bju İhf@j@p İ@bl q@u h@p@z H@Nj@a eh@el fj p@l ej f@j@pl Rju; BI @l@Nl n@Zİaj İhf@j@p@L HLVj BhIZ İc@u@R, j@e q@R J @ke pwpjl @b@L A@eL c@, @ke Aef @mj@Lz j@e qu JI j@a; Hjea@lj HLMj jje@ BI SN@a @eCz

ehfe H@p İhf@j@pl fj@ul d@mj İe@u hm@m, "İhnj@j h@j@ja LI@a QjC @ez HLİV Lbj hm@m kjhz pj u q@u@R, H@hijl hEljef@l İg@l Bp@ne hm@m Bj lj @Q@u BİRz"

İhf@j@p @Lj@ej E@l LI@m ej, İ@bl q@u h@p İCmz

MjleL f@l ehfe hm@m, "Bfejl Aej@a @f@mC JjL İe@u kjhijl h@j@h@LİLz"

Cİaj d@f Lj@d@f d@f cjcil fj@ul Lj@R H@p h@p@Rz İhf@j@p ajl j@mİ Efl cİ@ @@m hm@m, "j@e kİc Lİl p@a;lj kjhijl pj u q@u@R aj q@m kj Lj@z"

Lj@hm@m, "ej cjcj, kjh ejz" hm@m İhf@j@pl qyV@ Efl Efs q@u fsmz

OI @ñ, @Lhm @b@L @b@L cj Lj hja;@p HLVj İnlbm Sjemj Msl@Msl@Lİ@R, BI hjC@ hijNj@e Nj@Rl faj@-@mj j j@ñ @u EWRz

Lj@HLV@f@l İhrjeil @b@L E@WC ehfe@L hm@m, "Q@mj BI @cİl euz cjcj, a@j O@j jz"

@jıjal j jhİs@a İg@l H@p hm@m, "HaVj İLz@ i j@mj ejz"

"Abİv @j@m @MjQj @cju;Vj @kjle @qjL-ej, @jMVj İjPj q@u JWj H@Lhj@C i j@mj euz"

"ej @nj ej, JVj J@cl @cjLz pwpj@l J@cl @kİNE İLR@ @j@m ej, Jjı phijl Eflz"

"@Sj@hE, Hah@s; @cjL phjC@L pj@s ej, İLz@ J@cl Lbj Bmjcz"

"ajC hm@m İL Ba@u@s@el p@A RjsjRjls LI@a q@m!"

"Ba@u@s@e hm@mC Ba@u@s@e qu ej Jjı Bjı@cl @b@L p@f@Zİ BI-HL @ñZİl jje@z p@f@Lİnd@l J@cl p@A h@hqil LI@a Bjılj p@Lj@Q quz"

"İkle kah@s; @mjLC @qjL-ej @Le, ah@p@f@Lİ @Sjı B@R HVj j@e @@miz"

ehfe h@T@a fj@l@m HC B@mjQejl j@d@f Lj@z 'f@l @jıjal jıjı HLV@mıle Doñl TySJ

B[®]Rz a; R;sj HV;J pĭaĕ, f;ĭĭh;ĭĭ L hydeV;I c;j Ğ[®]u[®]cĭ L;R M[®]hC Ğ[®]ĭnz a;C ehfe H
ĭe[®]u h;ĭ aL[®]Ė; L[®] hm[®]m, ""BI ĭLR[®]ĕe Ğ[®]M;C k;L-e;ĭ c;ĭ;ĭ B[®]N[®]v;J Ğ[®]h[®]S EW[®]L, a;Ė[®]a
rĭa q[®]h e;ĭ"

j d p s e l p w p i a i l Ø b i e V i f i L i q u R h m C n e j j p c l e f l a t i n i L I a f i l a , i l z o p
 L b i A e i h L I a f i l R e z h i s l Q i L i h i L I c l ' f q J I L a f a a c i h S y R h m f b j V i
 J j e L q i R m , i l z o f c f c h a f a f i l R k a i l j J L j e j e f i f c h p i a l j i S e u z
 J L p i q p L q f i l i h e A h ' i c M i a f i l m a i l j k e h y H j l e A h Ø b i z p C S e f c n e j j
 a j c l L k M e - a M e A e j h n e L i v l b e j J A L i l Z g l j i n L q L h m C a i c l c j o e v d r l z
 i m v u i m v u L q z h i f j i a m N i m c u z i l R i c e f s h i l H C h i s a c n e j j e N Z E i R m , p C
 Ø j i a V i L p w p i l b l j R g m h i l S e f M h L s i j h j i S i Ø o i l L i S L I a i n u c m k
 p V i p u e z h i s l H L S e f a i j e j Q i L I n e j j i a S l e e j p C a f q L i S C U g i l c m z a j C
 l e u n e j j i L j i b i q v L I a q m z a i l L i Z , l e S I d e i j n e p d a j d p s e l L a L - m i A a
 p w u i l B R z k - p h Q i L I a i l B i b l E a l a l p j L i m h a l e , a i c l j a t h i f c a t i n L J
 c m i l z j e L q z A e f L i l Z C p C p j u L i l H L V i j p Ø i q a A a f z f a i j e j X ,
 A p w N a i j h B i f p Ø q i m B j m l c i j B p h i h i j i T M i e C A p w L i l f l a l u a B R , a i l
 E f q p C p i c e L i l C c u j a B I - H L V i p u i i h i m i a L i W l L m j , k L m j p a i l
 h e j h p i u l e h k a n f l b j h s i H L V i c i m m e j p C L q i R m z p C p j u L i l E s Q i L I c i d k M e
 L i S S h i h i c m j d p s e p V i N i q e C L i m e j , E m v p m i L V i l i j n e h L i n n S a v n m z
 n e j j p c l e H C l e u Q i l a l A i j j e L I a i n u c m q i m f i l e f i u e z c i d l q i l p j m a i c l
 c m a q m z n e j j i j m i l m H C j d p s e L p p l a f c i j m i h i p , a i c j d p s e l j S i S I E f l
 h i n Q i f i c a J I p i q p q u e j , p i q i n L e i l p f j j u Ø f d i u H p f y R i h M h i u i u a i l C
 B i S L q Q m z j d p s e j l e i Ø a S i e n e j j i l p d a p j u h i i j e j e Ø L i h i l c i L i l e c z
 B c l - B h c i l - Ø i V a A f h e u l f i l j z p w L i l Q L i m J c Ø i v e j B n i A Ø f z A b Ø n e j j i L
 l e u J I H L V i Ø b s m i l j j i q B R , i l z o p C j i q L R o i m i - B e j e j i n m i i n u j a i c l
 A e j u i p p j i m u Q m a f i l H C B e k j d p s e E v p i q f i u - - H I h e l a e j q m h a e i R y s
 k a z L j i l Q u j d p s e l L i R h s i i l R a e c z p C L j i l S e f J I p h Q u c i L i l
 A i h Ø i m a B a f L a f a a i l C p j j i l j d e n e j j i l L a f a a f i n n L I a f i u e j , A Ø f H L V a f i
 h i s i a i n u E y Q i v m u i g q B p z n e j j i a i c L h m C B f e j L c j e C L q , c i h L I a i n u
 W L z V i L i L i s - p i S p l " i j n e j j i i Q i l c e h i ' a - - a i l ' f q J I m i i l A z e c z H a J a i c l
 f i l j z I r i L q Q m a q u z H a h s i d e f l L i R k j A e j u i p f l a t i n i L I a f i l a a j J I
 f r c i j n i z j d p s e j i T j i T H L - H L i c e M h n q u L i f s Q i f s N q e j f a e i l R a i l R a H e
 c u , a i a J I p w N e q l r a j j v e z R i v i M i v i m i i l p j i n e B a l p i v L i h i l S e f L h m C
 q i a Q ' m q u J W z p M i e j h i d i z H C I L j i C H L V i p j j e f E f m r i l R i c e B a n J I

leñp^{el} hñh⁰b; qu; ÌL^o n^tj; j; p^À J ^{ph}; j d^ps^eel Ai ÈU¹ q^u H^piRm--
f; ea; j; ^{LI} Ai È^piC j^a; p^U AbQ f^hmz ^pV; ^a h^t0; ja OV^m j d^ps^eel L; ^SIC h^t0; ja
OV^h Bn[^]; ju Hh; iL; j; j^a; n^tj; j; cTM Ic qmz ÌL^o cTM i u j; j; Efi T^m^a m; Nmz

le^{SI} HCl Lj c^hm AïdL; ^I j^de n^tj; j; p^{el} j^e HLV; Bn[^]; ^mNC ÌRm L^h Bh; j;
Lj[±] Bfe Ìp^wq; p^e Ìg^l B^pz HC Doñl f^s^e a; j; j^e HLV[±] n; j; ¹ ^eCz S; ^e Lj[±] p^À
JI f^la^k; iNa; Qm^hC e; JI; HL ^r^e cy; s^u ^eCz Lj[±] j d^ps^eel Bu^Sl Aafa,
^pCM; ^eC a; j; Ap^f ^S; j; BI n^tj; j; a; j; Ha ^hin Bu^Sl j^de ^k, a; j; h^hq; j; B^R j^h^t
^eCz HC le^u n^tj; j; A^eL L; ^æC ^Lyc^R, Lah; j; j^e L^lR B; j; j; IZ q^mC h; j; Qz Lf; j; m
Q; f^s h^mR Ha ^hin p^U qm; ^le? a; j; f^l ^q ^hR p^U h^mC S; juN; ^fm; j; k; j; cl
^hin a; j; Bcl ^hin, ^k p^U ^p qu^a; p^U h^mC ^S^az

j d^ps^e kMe n^tj; j; ^L Nqz L^l le aMe n^tj; j; Ha Ap^q c^xM ÌRm e; j; ^p Bfe Efh; j; p^f
i; j; N^eL HL; j; L^l ^g^e le^u ÌRmz j; ^t j; ^t p; j; j^e ^M; j; L^lC k^b0 j^e qaz BS
AïdL; j; f; ju; BI e; f; ju; j; j^de p; j; "p^f ÌLR^aC OV^R e; j; q; j; C q; j; C i ^u j; e Ba^l[^]az
i; j; N^eL ^lm-^m; Ce H; j; e LyQ; L^l f; j; a; ^k, ÌX^l ^ml i uph^heC Hhw f^la j^q ^alC! ^g; j; j; l;
j; j; L; ^R j; e ^M; j; M^hm L^l p; j; ^š; e; f; j; h; j; S^ef HLh; j; ^Q; L^l ÌRmz ^p H; j; le HLV; Ty^Tl
p^À j; j; j; TyL; j; le Ìc^u f; j; n L; j; v^u ^NR ^k, a; j; HLV; ^l; ^e; p; j; w; j; l; aL ^h; j; d a^m^a f; j; l^m
HMeC a^ma, ÌL^o S; ^e pwp; j; -h^h0; b; ju j d^ps^eel L; ^R ^g; j; j; l; j; j; c; j; B^R, ^pM; ^e
HLV[±] e; j; p^C ^h e; j; ^pC Ah; j; d c^S^eel Lb; j; h^a, f; j; l; a^f^r j; ^M ^cM; ^cÌM ^eCz H; j; le L^l H
h; j; s^a n^tj; j; j; l; ⁰b; j; e f^hm ^Q^u B^l; pwlEz^lq^u ^NRz ^l; j; j; j; a; j; HLV[±] ^up^R; ^a; ^eCz

H; j; e p; j; u HLice p^a ^hm; ju ^h; j; h; j; l; ⁰l H^p ^cm ^vh^ml Efi ^cu; j; ^m qm; ^e; Lj[±]
^g; ^v; N; j; g; ^k h^SÈ; j; j; b; ju f^s^h a; j; lC Ìh^cé; v; n; M; JI ^Q; ^m H^p f^smz ^k j; j; R^L h; j; s; l; n Ìh; j; d^R
a; j; lC j^a; L^l JI h[±]LI Ìi a; lV; d; s; l; g; s; l; d; s; l; g; s; l; ^l ^a m; Nmz C; j; R; L^l R; j; h; V; ^b ^l ^Q; j; M
Ìg; j; l^u ^u, f; j; ^l e; j; HLC⁰ a; j; l^u a; j; l^u ^cm^a b; j; Lm, j; ^M Ìh; h; Z^l, c^c ^Q; ^m HLV; c; j; q,
j; ^h; j; c^t L^l h^az HLV; ÌLR^a i j^P^a, HLV; ÌLR^a ÌR^s ^gm^a Q; j; uz H ⁰l b; j; L^m HMeC ÌLR^a
HLV; ^m; j; Lp; j; e L^l ^gm^h HC i ^u R^v ^hil^u ^Nmz Bfe; j; ⁰l ÌN^u Ìh; R; j; e; j; Efi E^fs
q^u f^s Q; j; c; l; M; j; e; V^l ^l; V^l ^l; L^l ÌR^s ^gm^mz

l; j; a q^u Hmz h; j; C^l ^b ^l ^hq; j; l; j; Mh; l Ìc^m j; q; j; l; S ^h; j; h; j; l; ⁰l ^RX^L f; j; l; w^u ^Re; z hmh; j;
n; j; ^š ^eC ^k k; j; h e; j; a; j; s; j; a; j; s E^w j; ^M d^u HLV; h^v ^c; j; l Y; j; L; j; C n; j; s f^l N; j; ^u HLV[±] N^a
^g ^m ^h; j; h; j; l; ⁰l z R; j; h; V; k; j; ^a ^Q; ^m e; j; f^s HC a; j; ^Q; j; z ÌL^o ÌWL ^pC R; j; h; V; j; l p; j; ^eC
h; j; l; a-- p; j; ^U B^m; ^ke L; j; ^l; c^f c^l0 j^a; l R; j; h^l Ecl; j; l; p; a L^l B^Rz p; j; ^U ⁰l j; ^de
l R; j; h; iVC ph ^Q^u c^hÈ; j; j; e; z n^tj; j; leuj; j; a f; j; ^el h; j; v; j; le^u j d^ps^eel f; j; e Ìc^m, a; j; f^l
f; j; ^ul L; j; ^R h^p f; j; ^u q; j; a h^m^u Ìc^a m; Nmz ^k-^l; ^e; L; j; lZC ^q; j; l BS j d^ps^e f; j; p^æ ÌRmz
Ìh; m; j; l; a ^c; j; L; j; ^el ^b ^l HLV; l; ^f; j; l ^g; j; ^v; N; j; ^gl ^g; j; ÌL^e H^elRmz N^hÈl i; j; ^h n^tj; j; ^L
hm^m, "HC e; j; z" n^tj; j; ^L p; j; j; cl L; j; h; j; l E^fm^r j d^ps^e j d[±] l ^pl Aha; j; l; z; ju k^b0
L; j; f; j; z^e L^l z ^l Lee; ^p S; j; ^e J^l A⁰f HLV[±] f^hu Ìc^mC J BI j k^l; c; j; j; M^a f; j; ^l e; j; h^tE

LjN^{CS} İSlepVj; Ğjjsi İRmz B^Ü B^Ü LjN^{CS}İ ĞjjsLVj; M^m Ğ^m hm^m, "Lf qⁿ HVj?"

j d^pŝe hm^m, "Sje ej, H^a Ğ^jVjN^{ig} l;M^a quz"

n^{ij}jl h^{LI} İi aIVj^a L^{ke} Qjh^L Qj^mü İc^m, hm^m, "Ljl Ğ^jVjN^{ig} l;Mⁿ?"

"^aijjl İe^{SIz} p^{ice} p^C k RİhVj; ^aimj^e q^üRz"

"Bjil Ha ^piqi^N LjS^{eCz}" h^m p^C Ğ^jVj R^ŝ Ğ^{SI} Efl Ğ^m İc^{mz}

j d^pŝe B^ÜQk^Nq^ü hm^m, "Hl jje Lf qm?"

"Hl jje İLR^C eCz" h^m j^m qia İc^ü L^{yc} E^{Wm}, ajl f^l İhRje; b^L Ğ^{SI} Efl f^s j;bj; W^L a m;Nmz j d^pŝe i jhm, n^{ij}jl Lj c^jjl İSlep fR^¼ qu İe, JI Ğ^{id} Lİl C^qR İRm HLv; c;je Nuej f;uz pj Ü' İce Bİf^{pl} LjS^p H^p HC EfâhVj; HLv^ı i j^m; m;Nm eiz H-^k f^ü İqp^{VII} uiz İqp^{VII} ujl 'f^l JI İhoj Ah' iz Mⁿ HLv; djL İc^ü hm^m, "J^W h^mİR, HMeC J^W!"

n^{ij} j; E^W R^{AV} OI b^L Ğ^{İl}ü Q^m Nmz j d^pŝe hm^m, "H İLR^{aC} Qmⁿ eiz"

j d^pŝe n^{ij} j;L İh^{no} i j^{nc} S^{ez} İe^ÜQu Wj;J^İRm HLv^fİC İğ^l H^p f;ü l amju m^Vü f^s j;jf Q;Cⁿ-- p^C pj^ü Mⁿ n^š L^l c^v Lb; öle^ü İc^a q^{nz}

cnVj; h;Sm n^{ij} j; Hm eiz BI-HLhjl n^{ij} jl O^l cİSjl h;C^l b^L BJujS Hm, "jqil;S Ğ^{im}juiz"

n^{ij} j; hm^m, "jqil;S^L h^m Bjil Ap^m L^lRz"

j d^pŝe i jhm, B^Üf^dİ^l ^aij Lj eu, ýLj Lİ^m B^p eiz

j^e İWL L^l ^lİ^mİRm B^l j; MjleL h;C^l Bp^{nz} aij Hm eiz HN^lijVj; h;S^a İjİev f^el; h;İLz İhRje; R^s j d^pŝe âa f^c n^{ij} jl O^l İN^ü Y^Lmz c^mm O^l B^m eCz AâL^l Ğⁿ c^m j; Nm-- n^{ij} j; Ğ^{SI} Efl f^s B^{Rz} j d^pŝe i jhm H-pj Ü' Lhm Bcl-Ljshjl ^Seİz

NSİe L^l hm^m, "E^W H^p h^mİR, n^lÖİ E^W H^piz eİjLij ^lİ^l eiz"

n^{ij} j; İLR^aej h^m E^W Hmz

flīce Bīf^op k;h;I B^oN M;h;I f^ol q;h;I O^ol İhn;Ij LI^oa H^opC j d^op^oce ^oC^oM^om RİhİV
^oeCz Aefİc^oel j^oa; BS n^oİj; f;je İe^ou j d^op^oce^oel ^oph;I S^oe^of B^oN b;L^oa fİÜ^oa İRm e;I
 BS ^op Ae^ofİÜbaJz a;L^o ^oX^oL f;W;e; qmz ^ohn ^oh;T; ^oNm HLV^o L^oİ^o ai j^ohC ^op Hmz
 j d^op^oce İS' ;p; LI^om, "Vİh^omI EFl Rİh İRm, L^of qm?"

n^oİj; Aaf;İ^oİh^oÖj^oul i ;je L^ol hm^om, "Rİh! L;I Rİh?"

i ;jeI fİIj;ZV; İLR^o ^oh;In q^ou fsmz p;I d;I Za f^oİ^oo^ocl h^oİÜhİŞI 'f^ol ^oç;u^ocl AnÜ;
 B^oR h^omC HaV; p^oñh q^ouİRmz

j d^op^oce ^oz^oÜ^ol hm^om, "RİhV; ^oC^oM İe!"

n^oİj; İea;İ^oİ i ;m;je^ool j^oa; j^oM L^ol hm^om, "e; , ^ocİM İe ^oa;I"

j d^op^oce NSİe L^ol h^om E^oWm, "İj^o ^oo^of Lb; hmRz"

"İj^o ^oo^of Lb; ^oLe hmh, Rİh İe^ou Bİj LIh L^of?"

"^oL;bj;u ^ol^oMR ^oh;I L^ol İe^ou H^op; hmİRz e^oC^om i ;m; q^oh e;I"

"Jj; , L^of Bfcl^o ^oa;Ij;I Rİh Bİj ^oL;bj;u f;h^o ^ok^o ^oh;I L^ol Beh?"

^oh;Ij;L X;I L fsmz j d^oa;L hm^om, "ç;S;h;h^o ^oX^oL B^oe;Iz"

ehfe Hmz j d^op^oce hm^om, "h^oS;hE^oL Bİe^ou e;Jz"

n^oİj; j^oM h;I L^ou L;W;I f^oa^omI j^oa; Q^of L^ol h^op İCmz

ehfe MİeLrZ f^ol j;bj; Q^om^oL;^oa Q^om^oL;^oa hm^om, "c;Ij; , JMİ^oe HLh;I İL ^oa;Ij;I
 İe^oS k;Ju; EİQa q^oh e;? a;Ij; Bfİe İN^ou kİc hm a; q^om hEİjef M^oñ q^ohez"

j d^op^oce Nñİl i ;h MİeLrZ -s-İs V^oe hm^om, "B;R;I, L;Im İİh;I B^oR, L;Im k;h;Iz"

ehfe ç;İal j;I L;R H^op hm^om, "HLV; L;S L^ol ^oç;u^omİRz"

"B;Ij;I fIj;n^oİe; İe^ouC?"

"fIj;n^oİ^oeh;I p;ju İRm e;Iz"

"a; q^om ^oa; ^oC^oMİR ^oa;Ij;L fÜ^oİ^oa q^oh;Iz"

"Ap^oñh euz L^oİ^oa B;Ij;I h^oİÜ^ob;e Bİ ^oL;e;e; Nİç^o ^oeC, B^oR^oe İe^oSI Øæz HCS^oe^of
 phİç; ^oa;Ij;L q;İal L;R ^ol^oMC Qİmz h^oİf;Iv; q^oİR HC--c;Ij; BS ýL;Ij; LI^ome hEİjef^oL
 Be;e; Q;Iz Bİj; gp^ol^oL^o h^om hp^om; , a;Ij; İe^oS İN^ou kİc Lb;V; ^oa;Im i ;m; quz c;Ij; L^of
 ç;S;S İR^ome İj;S q^ou N^omez a;I fI ^oo^oLC i ;hİR HI gmV; L^of q^oh;Iz"

"i ;m; q^oh e;I İh^ofç;ph;h^o ^okİLj; i ;hM;e; ^oC^oMm;Ij; L^of hm^oa L^of hm^ohe, ^onoL;İm
 L^ofİ^oç;el ms;Iç ^oh^od k;h;Iz H;je L;S LI^om ^oLe?"

"fİb; L;Iz h^oİÜ ^oL;W;I İWL ^opC p;juV;İ^oa n^oİf İRm, a;Ij; İR^om Ae^ofæz İaafu q^oİR,

“pice hEi;ef kMe hm^{me}, "Bij kih ei', aij li aLij j^{ve}; h^{TIRmjz} aij cij l;Niz
nlEl ieu LmLia;u H^{me} ah^{Hlic^{el}} S^{ef} j qij;S c^{M^a} N^{me} ei, HC Ae;ciV; aij
j^e ph Q^u h^{SIRmz}"

ö^{ec} g^{jial} j; HLV^{Qj^L} EWm, Lbijⁱ Le^k B^N aij j^e f^s ieu HC^{VC} aij
B^{0Qk^m} m;Nmz Bp^m ieu SI A^{N;Q^l} J n^öih;isl j; qia^ñ ieu JI HLV; Aq^W Lij B^{Rz} Ae^f
pid;IZ^{m;L} j^a; j qij;S j^{d^{pe}} el J LV^{öa};l cijua^{AB^R} H Lbij aij je h^m e; z

piceLij a^{L^m} A^{is^{ul}} ef ehfe HLV^{ijle} i^{v^{ee}} ic^u hm^m, "ie^{SI} h^{U^a} Lbij;
Bjij qu^a j^e Bpa ei, a^{ij} C Bjij^L j^e Lij^u ic^u i^{R^{mz}}"

"L^f l^j öle?"

"I^k pice hm^m, LV^{öa};l cijua^{ABa} j^{k^l} c;ij^{u^a} Q^u h^siz a;C j^e LI^a
piqp qm^k j qij;Sij j^a; Aah^s; m;Lij^{ih^f} c;ij^{ph;h^L} c^{M^a} k;Ju; EⁱQaz"

g^{jial} j; qij j^e aⁱ S eu, Lbijⁱ L E^{is^u} ic^m, "Lⁱ SI pj u Ha hⁱ S Lbij hm^a
fij! L^f l^j EⁱQa HMe^{p^C} Lbij; i; h; cⁱ Mz"

"Nⁱ s; a^C pLm Lbijⁱ no f^{k^l}; i; h^a N^m WL^a quz Bö i; h; EⁱQa f^b j La^{h^e} V;
L^f p^v; q^R i^{h^f} c;ij^{ph;h^L} cijⁱ c^{M^a} k;Ju; c^{M^a} i^{N^u} aij g^m k; q^a fⁱ aij
Ef;u HMe^C i^{Q^z} lⁱ a^{h^p} aⁱ aⁱ Q^z n^f m; aij fⁱ l^{Qu} c^{Ju} q^h, i^{L^z} p^v; q^h
Aⁱ aⁱ Q^z n^f m; aij"

"L^f S; i^e, Bjijⁱ h; id q^R j^{nⁱ} Lm h; id^h z"

plice pLi^m A^eLrZ d^l Lj^aajl c;c;l 0^l h^p N;eh;Se; L^l R; pLi^mhm;Li; p^l
 le^{SI} hēiŠ²Na ^hce; ihⁿh^l iSlep q^u Apj l^l f^l c^mi ^lcuz a; l hāej i² 0^vz p;f-^lm;
 k;je jqi^lch^l SV;ju fLiⁿ f;ju i šz q^uuz hēb;il ecf-^lim hēb;il p;šā ĪN^u h^vh^v ih;ij m;ij
 L^lz a; l l^l f^l hc^m k;ju, Qi' mai m^c qu Ni el a;juz ihf^lc;ip ĩen^l p^l R^s hm^m, "pwp; l^l r^l
 L;imV;C paē q^u c^mi ^lcu Lj^a i^l l;imV; b;il BS;im; Ni^e ĩl L;imV;C B^p p;j^e, r^l
 L;imV; k;ju a^r q^u, a;^aC je j² f;juz"

Hje p;^u Mhl Hm, "j q;l i;S j d^pce H^p R^z"

HL j^ašā^l Lj^a j^m g^li;Liⁿ q^u N^m; a;C c^mi ĩh^lf^lc;ip l j^e h^si; h;Sm, hm^m,
 "Lj^a a^l h;isl ĩi a^l k; i^l qu^a; c; l; l; q^h e; i^l"

Lj^aā^laf^l Q^m N^mz j d^pce C^pR L^lC Mhl e; ĩ^uC H^p R^z H fr B^ui;S^el c^el
 Y;Li^l ch;il AhLiⁿ e; f;ju HV; a; l p^wL^l f; j^dz h^si; 0^l i^l hm^l ĩh^lf^lc;ip l j^e l j^dl
 HLV; h;ic B^r h^m j d^pce ĩh^l p^c L^l f;e;V; ^p p^ca f; i^l e; i^l a; i^c BS^p
 Hjei i^h Hm^l ke c^mi Li^a B^p ĩe, c^mi ĩ^ua H^p R^z

j d^pce^l p;SV; ĩRm ih^lQ^e, h;isl Qi;Li; c; i; p^l; Ali i šā q^h Hjea^l; hⁿz x; i; l; i;V;
 ĩh^lmiā n;^l Ef^l HLV; ĩPe g^mLi;V; J^u0V^l; Ly^dl Ef^l f; i;V-^lLi; Qi;cl, k^aā
^lQⁱ e; Li; m; f^l s; n; i; z^l f^l d^lā, h;ileh-^lLi; Li; m; c; h; i^l S^a; h^si; h^si; q^l f; i; Ju; m;
 B^wi^a B^p m T^m j m^l Li^l R^z f^l h^l; Ec^l l f; i^l d^l h^oe L^l g; i;V; p;je; l O^lsl ĩn^l L^m, q; i^a
 HLIV hⁿl Me m; i^w, a; l p;je; l q; i; am^l V q; i; al j^l BL; l e; je; Sq^l a MiQaz HLV;
 Apj; c^l e; j^l ĩ^l ā^a Bi; p^l ĩ^u Mi^l Vl f; i^hl HLV; l^l c; i; ju h^p hm^m, "Lje B^re
 ĩh^lf^lc;ip h; h^s; n^l l^l V; i^a; i^a je i^l m; c^m i^p R^z e; i^l"

ĩh^lf^lc;ip a; l^l ^l e; EŠ^l e; ĩ^u hm^m, "a; j; l n^l l^l i^l m; i^c c^m i^r z"

"ĩh^lno i^l m; k^l a; hm^a f; i^l e-- p^al ĩ^u LV; j; b; d^l, BI ĩM^l i^l m; qu e; j
 Mi; Ju; c; Ju; l A^l f^l HLV^a Aka^l q^m c^l p^ca f; i^l e; z B; i; l Ale^a; a; J j; j^l t^l i^l hⁿ, l^l v^a
 ph^l ^l c^m i^u z"

öⁿ b; i^l m; ^l l^l k^l ph^l; c; l; l; a; i^l c; i; j; l; i; f; Ju; ^l N^mz

ĩh^lf^lc;ip hm^m, "h; i; d^l Li; l Bⁱ f^l p^l Li; S^l ĩ^u h^l n^l f; i^l n; j Li^a q^l R^z"

"Hje^c L^l Bⁱ f^l p^l Li; SL; j^l Bⁱ f^l e^c Q^m k; i^p R^z, B; j; l^l h^si; ĩLR^a c^m a^l qu e; j
 j^l l^l Le^l Vel^l p; i^l q^h l Ef^l c^l h^l n^l i; jⁿ Li^l S^l i; i; l, p; i^l B^b f^l h^l XJ B; j; l^l A^e LV; p; i; q; k^l
 L^l e; i^l"

-s-^lls Hm, f; i^l e; l h; i; V; ju f; je J j p^m; ĩ^u Q; i; l H^p c; y; s; j; m, a; l^l b^l HLIV Q; i; V;

Hm;Q leu j m f m, BI ILR ale em eiz -s-isl em leu c-HLh;I j t j t v;je ic m; a;I f -s-isl emV; hy q; a l; m; E f; C d; I; C m; BI a;I h; h; q;I qm e; z A; x; f; b; L Mh;I Hm SmM; h;I f; U; z h; U; q; u; h; m; m; , "I; V; a;I f; I; h; e; z B; N; C; a;I h; m; I; R; , M; j; u; c; j; u; p; o; a; M; h; d; I; L; j; V; L; I; C; Qm; a; q; u; z"

Ihfc; p; laafuh; I; A; e; I; d; L; I; m; e; z; Q; I; L; I; L; h; m; m; , "I; f; I; p; j; I; L; h; m; i; N; , J; I; n; I; E; I; i; j; m; i; e; C; , M; a; f; I; h; e; e; z"

Ihfc; p; Q; f; L; I; C; m; j; d; p; s; e; B; n; i; L; I; R; m; , L; j; d; L; b; i; B; f; i; e; C; E; W; h; z; H; a; l; c; e; q; u; m; , H; M; e; L; j; L; n; o; I; h; i; s; a; I; g; I; u; leu k; h; i; I; f; U; h; I; h; f; c; i; p; B; f; i; e; C; E; c; U; h; N; a; q; u; L; I; h; -- I; L; z; L; j; d; e; j; J; L; e; i; k; I; i; a; I; i; a; I; H; L; V; H; L; V; L; I; N; S; j; i; a; m; i; N; m; z; i; h; m; H; p; i; m; L; I; R; z; p; j; U; e; h; e; I; L; j; m; z; H; M; e; C; I; N; u; a; I; L; M; h; H; L; V; L; s; i; n; i; U; e; h; i; I; S; e; e; j; e; v; i; R; V; I; L; I; a; m; i; N; m; z

H; j; e; p; j; u; p; i; c; i; p; d; p; I; L; i; m; i; f; e; s; H; L; M; i; e; n; i; s; f; I; j; i; b; u; Q; j; V; i; v; e; L; j; a; O; I; f; i; h; n; L; I; m; z; I; h; f; c; i; p; H; V; i; B; n; i; L; I; e; z; p; B; O; Q; k; I; q; u; m; z; f; i; b; j; u; j; e; I; , f; I; c; i; c; i; l; f; i; u; l; d; m; i; leu L; j; j; d; p; s; e; L; h; m; m; , "c; i; c; i; l; n; I; E; I; L; I; , J; I; L; h; i; n; L; b; i; L; J; u; i; a; X; i; S; i; I; I; j; e; z; a; j; H; C; f; i; h; I; O; I; H; p; i; z"

j; d; p; s; e; I; j; m; m; i; m; q; u; E; W; m; z; a; a; Q; i; L; b; L; E; W; f; s; m; z; L; i; m; b; L; -s-isl emV; j; i; v; a; f; e; s; N; m; z; I; h; f; c; i; p; I; j; m; I; i; c; L; e; i; Q; u; C; h; m; m; "B; i; R; i; , a; h; B; i; p; z"

f; i; b; j; t; y; L; V; i; qm qe; l; qe; l; L; I; N; i; s; a; E; W; h; i; s; a; Q; m; k; u; z; I; L; z; j; e; f; e; s; R; h; y; d; i; z; A; e; L; i; c; e; f; I; B; S; L; j; L; c; m; R; z; J; L; A; a; e; z; i; p; i; c; i; p; d; B; V; f; I; L; i; f; e; s; H; C; f; i; b; j; c; m; m; z; J; L; H; a; p; a; I; B; I; L; M; e; i; c; m; i; e; z; H; j; e; p; w; k; a; H; a; p; q; S; z; j; d; p; s; e; I; h; i; s; a; J; I; R; m; f; i; n; i; I; L; j; u; , k; e; h; i; c; I; I; j; u; , H; M; i; e; p; H; L; h; i; I; O; I; I; j; u; z; B; S; k; e; J; L; A; a; e; z; i; L; i; R; I; b; L; c; m; i; N; m; z; L; e; i; o; e; z; j; j; a; n; j; d; p; s; e; I; C; I; R; L; I; a; m; i; N; m; , H; L; V; c; i; I; e; i; L; I; H; M; e; C; J; L; p; A; L; I; leu k; u; z; J; B; j; i; l; , J; B; j; i; l; C; , J; B; j; i; l; O; I; I; , B; j; i; l; I; n; a; k; I; , B; j; i; l; p; j; U; e; c; q; e; I; , H; C; L; b; i; V; i; E; m; v; f; i; m; v; h; m; a; C; I; R; L; I; z

f; i; h; I; O; I; H; L; V; i; p; i; g; i; c; i; m; u; L; j; k; M; e; h; p; a; h; m; m; , a; M; e; J; L; h; p; a; C; qm z; i; e; a; z; i; k; i; c; h; i; c; I; I; O; I; e; i; q; a; a; i; q; m; L; j; L; d; I; p; i; g; i; u; B; f; e; i; l; f; i; h; h; p; i; a; z; L; j; e; i; h; p; H; L; V; i; Q; i; L; I; i; f; R; e; a; i; l; i; f; W; I; E; f; I; q; i; a; q; m; c; y; s; i; m; z; h; m; m; , "B; j; i; L; I; L; R; h; m; a; Q; j; ?"

I; W; L; H; j; e; p; I; f; i; h; i; j; d; p; s; e; I; i; j; m; i; m; i; N; m; e; i; , h; m; m; , "k; i; h; e; i; h; i; s; a; ?"

"e; i; z"

j; d; p; s; e; Q; j; L; E; W; m; -- h; m; m; , "k; e; L; b; i; !"

"B; j; i; L; a; i; j; i; l; a; i; c; I; L; i; e; C; z"

j; d; p; s; e; h; a; m; n; e; i; j; i; p; a; I; E; I; M; h; I; V; i; L; i; e; H; p; R; , H; V; i; A; i; j; e; z; A; i; j; e; v; i; i; j; m; i; C; m; i; N; m; z; h; m; m; , "L; e; k; h; m; a; i; l; I; W; L; e; C; z; c; I; L; i; e; C; a; i; L; e; ? n; e; e; I; O; I; I; L; i; j; m; i; m; i; N; ?"

H; leu L; b; i; -L; i; V; i; L; i; V; L; I; a; L; j; d; f; i; h; i; s; qm e; z; p; w; e; r; f; B; I; -H; L; h; i; l; h; m; m; , "B; i; j; k; h; e; i; z"

"j^o Lf? hⁱsl hE hⁱs^a kⁱh eⁱ--?"

L^j p^wr^of h^mm, "eⁱz"

j^dp^se pⁱgⁱ b^oL E^w c^yl^su h^mm, "L^e kⁱh eⁱ! k^ac q^hz"

L^j p^oLⁱeⁱ Shⁱh Lⁱm eⁱ j^dp^se h^mm, "Sⁱe fⁱmp x^oL aⁱjⁱL l^eu k^a fⁱl
Qⁱs d^o? "eⁱ h^mmC q^m!"

L^j p^of L^o l^cmz j^dp^se n^sl^e L^o h^mm, "cⁱcⁱl u^m e^deⁿlⁱ Lⁱucⁱ lⁿrⁱ B^hl
Bⁱn q^ur?"

L^j p^ocⁱl o^rl l^cL H^Lhⁱl L^vr^fja L^o h^mm, "o^f L^oi, A^je o^jo^u L^bi lⁱuⁱ
eⁱz"

"L^e? aⁱjⁱl cⁱcⁱL p^jm L^bi L^ca q^h eⁱl? Sⁱe H^c j^os^al^c J^oL f^o hⁱl
Lⁱa fⁱl?"

fⁱr^oz L^j p^oc^m Jⁱ cⁱcⁱ o^rl cⁱsⁱl Lⁱr^ho^p c^yl^su^rz c^ol^lu, n^fzⁱc^q, fⁱm^hzⁱ
j^m, h^osⁱ h^osⁱ oⁱm c^avⁱ Sⁱmⁱu, H^Lvⁱ jⁱvⁱ pⁱcⁱ Qⁱcl Nⁱ y^oL jⁱv^oa m^av^u f^sr,
L^j p^oL x^oL h^mm, "B^u L^j B^u B^jl o^rl"

j^dp^se o^jo^u E^wm, h^mm, "j^oe bⁱL^h aⁱjⁱl H^c B^of^dl^z aⁱjⁱl e^deⁿlⁱ e^d
jⁱs^u c^h a^h B^jl eⁱ j^dp^se^z"

o^r lⁿu i^hf^ci^p i^hr^eju o^o f^smz oⁱm h^a lⁱm, lⁱL^z o^oju e^u, L^oi^z a^j l^ozⁱuz L^j p^o
lⁿu^ol Lⁱr^ho^p fⁱmⁱ l^eu hⁱaⁱp lⁱa mⁱN^mz H^jl^e L^o A^eL^rz Lⁱv^m fⁱ r^jlⁱfⁱp
H^op h^mm, "B^S lⁱL m^oa q^h eⁱ L^j o^o h^mi k^a A^eL q^mz"

l^hf^ci^p oⁱm M^om h^mm, "L^j kⁱ m^oa kⁱz aⁱl Lⁱm^ei^L fⁱl^wu c^z"

L^j p^oh^mm, "cⁱcⁱ, aⁱjⁱl fⁱu fⁱs H^me Lⁱm^ei^L eⁱ, H^Lv^oo^oju hⁱl o^ooⁱ L^ol^z"

l^hf^ci^p lⁱL^reⁱ h^m p^alⁱ fⁱ h^oceⁱl cⁱo^oa L^j p^o j^ml l^cL o^ou l^cmz Mⁱl^eL hⁱc^o l^en^ap
o^gm B^hl oⁱm h^smz L^j p^od^l d^l hⁱl^u lⁿu cⁱsⁱ l^cm oⁱ l^suz

H^Lv^fo^c Lⁱm^oM^hl fⁱwⁱm k^a B^pa oⁱuz l^hf^ci^p E^w aⁱl^uju q^me l^cu h^pmz Lⁱm^o
h^mm, "Sⁱjⁱc H^op A^of^rz f^oc^o aⁱ o^om oⁿmz L^e q^m h^omⁱ aⁱz L^j p^oL J^ol J^ml^e l^g
l^eu kⁱhⁱl L^bi lⁱL^rh^mm lⁱL?"

"q^y h^omⁱR^mz L^j p^oaⁱl Shⁱh l^cu^r, o^p kⁱh eⁱz"

Lⁱm^oh^oj i^o f^a q^u h^mm, "h^m L^e cⁱcⁱ! H^o k^a p^hl^eh^o L^bi!"

"p^hl^en^oL B^jl i^o LⁱeⁱLⁱm i^u lⁱl^o, i^u lⁱl^o A^pc^je^oL^z"

"aⁱ q^m aⁱl q^J, Bⁱ cⁱl e^cz l^sz B^r, kⁱh lⁱb^u? Sⁱl^e aⁱ, aⁱjⁱl hⁱhⁱ
j^ei^so^vm^o t^ar lⁱa lⁿu A^za c^omⁱM VⁱLⁱ o^mi^Lpⁱe L^oi^rmez h^ol g^mu l^esⁱ
l^hf^c o^vi^ei J^o aⁱjⁱcl f^aL n^mz J^vi A^za B^jl h^wh^o e^c, aⁱc^o aⁱjⁱcl pⁱw^ol^aL
fⁱN^mi^j o^om; o^sf L^o p^ca fⁱl e^z lⁱL^z h^yo^h L^e L^o?"

l^hf^ci^p E^o h^y-q^vd E^fi X^je fⁱ a^om l^cu aⁱl^uju jⁱbⁱ o^om oⁱm h^s Mⁱl^eL^rz
i^hmz A^hh^o oⁱm M^om h^mm, "cⁱm^ol n^al^ae^pi j^dp^se R^ji^p eⁱv^p eⁱ l^cu B^jl

LjR bL VjLj cijh LIa fiL eiz Claj dE pñid Bojt jipl j dE H p fsñ-- aMe HLVi Efju q@a fiLñz"

LjmHLVñhl š2 qUc hmñm, "Efju qñ hñLz hjlañm; HL cj Lju ìeha, pCñm; H L HL i ãl Lj L l ehñz"

"hjla amju Mjfvil j dE H p SlnR, HMe k-gl in H p a;L k l Lj gñcUc ñehjL- ej-- a;a ñln qj-ya;in LIh;il ÌLRñeCz l am;lel Bñm;Vil acñhl LIa BI i iñm; m;ñN e; j, JI QQu fñl; AãLjRl pñu;ñU' fjju; k;uz"

Ljmñ hñL hñb; hjSmz p hñm HV; Apñb jjeñol Lbi, Ìhñc;ip ña; H l Lj qimR;si fñlial ñm;L euz fñLz;VjL ñWL;h;il SñE Ìhñc;ip Haice e;e;il Lj fñe LIñRmz a;l Ìhnñp ÌRm Lj;Vñu EWñz BS i jhñaj fiL e;-- Ìhnñp LIh;il J S;l ñeCz

Ljmñ ðeñcñe ña Ìhñc;ip l jñMI ìcL QQu hmñm, "ñaj;L ÌLRñi jhña qñ e; i ;C, k; LIh;il BñjC LIhz k;C HLh;il c;im;im-j qñm 0ñ Bñp ñz"

fñice Ìhñc;ip l LjR HL Cññl ÌS ÌQñW Hm- j dñpñe l ñmñz i ;o;V; J L;imña Rññl-- quñaj;h; Añ;VñeñL ìcñu ÌmñMñu Ìeñuñz ÌeñOQa Lñ Sñeña Qju Ljñ Jñl JMñe Ìgñ Bpñ ÌL e; j, a;l fñl kb;LalñE LI; qñz

Ìhñc;ip LjñL ÌS' ip; LIñm, "Ljñ i iñm; Lñ phñ ññ cñMñR?"

Ljñhmñm, "i jhe; pñfñññño Lñ ìcñuñR, a;C Bñj;l je BS Mñ ÌeñOQ; ÌWL jñe qñR k;je HMñe ÌRmñ ñaj;le BñR-- j;ñT k;ñLRñ0ñVñR pj ð' ùfñ"

"kñc ña;L S;l Lñ Ìeñu k;h;il Qñ; qu, añ S;l Lñ pjñm;ñ a; fi;lh?"

"ñaj;il Efl Evf;ja kñc e; qu ña; Mñ fi;lhz"

"HCSñE ÌS' ip; LIñR k, kñc ññoL;ñm Ìgñl kññac qu a; qñm ka cñl Lñ k;ñh aaC pñV; ÌhnñE qñu EWñz Jñl pññ pññ-pññ ña;l je Lñ L;ñb;J ÌLRñjñe SñsñuñR ÌL?"

"ÌLRñjñe e;iz ñLhm Bñj ehñeL, ñj;lal jñL, qñhmñL i iñm;h;ilpz ÌL;ñ a;l; ÌWL ñke AñE h;ñl ñm;Lz"

"cñMñLjñ; J;l Evf;ja LIñz pjñS;l Sñ;l, BCñe l Sñ;l Evf;ja LIh;il rñaj; Jñl BñRz pñCSñEñC pñV;L ANññE LI; Q;Cz LIña ññmñC mñ; j pññL;Q i u pj ð' ÌhpSñe ìcñu ñm;LpjñS;l pjñe cys;ña qñ, 0ñl -h;Cñl Qñil ìcL Ìeññl añje EWñ, a;l j;TMñe j;ñb; añm ña;l ÌWL bñLj Q;Cz"

"cñc; j, a;a ñaj;il Añeñ, ñaj;il ANññl qñ e;?"

"Añeñ ANññl LñL añ hñmp Ljññ añ kñc Apñjñe l jñE Xññ bñl Lp a;l Qñu Añeñ Bñj;l BI ÌL qñ a; fiL? kñc Sñe k, kñ 0ñ añ BñR p ña;l 0l qñu EWñ e; j, ña;l Efl kñl HLññl Añdñl p ña;l HLññl fl, añ Bñj;l fñr a;l Qñu ANññl i jhñ a;fi; ñez hñj; ña;L Mñ i iñm;h;ipñae, ÌLññ aMeL;l ìcñe Lañl; bñLñae cññ cññz ña;l fñr fs;ñeñl cñL;l BñR a; Ìale jñeC LIñae e;iz BñjC ÌeñS ññs; bñL ña;L ÌñmñuñR, ña;L jñeñ Lñ añmñR ña;l hñf-j;l Qñu Bñj ñLñe; Aññ Lj e;iz pñC jñeñ Lñ

®ajmjl cjluaÄk Lf BS aj hÄªa fjlrz a€ klc AeÉ g®ul j®aj qlap aj q®m ®LjbjJ
®ajl WLa eiz BS ®Mje®e ®ajl üjaZL® LE hÄªh ej, pCj je LIªh ej, ®Mje®e k®ajl
elLz Blj ®Ljeü fîZ®ajL® ®Mje®e lehñlpa L® bjlh? klc Bjjl ®Ri®Vi i jC qlap aj
q®m ®k je L® bjlLlap®ajle L®IC IQIice bjlLtej Bjjl LjRz"

cjcjl h®LI Lj®R Mj®VI fîZ®ajl jbj; ®M AeÉ ic®L jM Igll®u Ljªhm®, ""LZ® Blj
®ajj®cl®aj i jl q®u bjlh ej? Wl hmR?"

Ljª jbjju qja h®mje®a h®mje®a lhfcjip hm®, ""i jl ®Le qlh®hje? ®ajL Mh Mjiv®u
®hz Bjjl LjS ph®ch®ajl qi®az®Lj®ej fîC®i V®p®eVjll Hje L® LjS LIªa fjil®h ejz
Bjjl® ®ajl hjSej®hjeje®a q®h, Bjjl® QjSj®ajl IS®Cjju bjlL®hz aj RjSj Sjep Blj
®hMje®a i j®mjhjlpz®ajl j®aj Rjæf fjh®Ljbju hmÜ? HL LjS LIj k®h, A®eL ice®b®L
fjilp fshjl nM Bjjl B®Rz HLMj fs®a i j®mje mje®N ejz®ajL le®u fsh, a€ le®Qu
Bjjl® Q®u HIN®u k®jh, Blj HLV®l Iq®p Llh ej®cîMpz"

öe®a öe®a Ljª j je f®mllLa q®u EWM, HI® Q®u Sth®e pM BI ILR®q®a fjil® ejz

MjleL f®l lhfcjip Bhjl hm®, ""B®l j-HLVj Lbj®ajL h®m IjIM Ljªª Mh n®OC
Bjjl®cl Ljm hcm q®h, Bjjl®cl QjmJ hcmje®hz Bjjl®cl bjlL®a q®h Nil®hl j®ajz aMe a€
bjlLh Bjjl®cl Nil®hl I nk®l q®uz"

Ljªª Qj®M Sm Hm, hm®, ""Bjjl Hje i jNE klc qu®aj®h®Q kjcZ"

lhfcjip j d®s®el IQIW qi®a IjM®, EŠl ic®m ejz

cāce fᵀC ehfe ᵀjāal j; q;hmᵀL İeᵀ Hᵀp EfİØbaz q;hmᵀSē;W;Cj;il ᵀL;ᵀm Qᵀs a;il hᵀL j;ib; ᵀᵀᵀ ᵀLᵀc İeᵀmz L;æ;V; İLᵀpI Sᵀeē ØfØ Lᵀ ᵀm; nš²-- AaᵀaI Sᵀeē Ali j;e, e; ha;ᵀj;eI Sᵀeē Bhc;il, e; i İhoᵀaI Sᵀeē i j;he;?

Ljᵀq;hmᵀL Sİsᵀu dᵀ ᵀmᵀm, ""LİWe pwp;il ᵀN;f;im, L;æ;il A;¹ eCz Lf BᵀR B;il, Lf İcᵀa f;il k;ᵀa j;eᵀol ᵀᵀmI L;æ; Lᵀj! L;æ; İcᵀu L;æ; ᵀj;V;ᵀa Q;C, a;il ᵀnİn nİš² eCz ᵀk i;ᵀm;h;ip; Bfe;ᵀL ᵀcu a;il AİdL BI İLRᵀİcᵀa f;ᵀl e; h;R;il; ᵀpC i;ᵀm;h;ip; ᵀa;il; ᵀᵀᵀİRp; Sē;W;Cj; İOİİce b;Lᵀᵀ e; İL;ᵀ° HC Lb;V; jᵀe İjİMp, jᵀe İjİMp, jᵀe İjİMpz" hᵀm a;il N;ᵀm Qᵀj; ᵀᵀᵀmz

ehfe hmᵀm, ""hEIjeē, Hh;il İShfᵀİ ᵀfaL Oᵀ QᵀmİR; HM;jeL;il f;im; p;Ā qmz"

Ljᵀᵀhē;Lᵀᵀm qᵀu hmᵀm, ""Bİj qai jİNeē Hᵀp ᵀa;il;ᵀcI HC İhfc OV;mjz"

ehfe hmᵀm, ""İWL a;il EmᵀV;z AᵀeL İce ᵀᵀᵀLC j;eV; k;C-k;C LİİRmz ᵀᵀd-ᵀᵀd ᵀaİl qᵀu İRmj, H;e p;ju a;ᵀj Hᵀm B;ᵀcI Oᵀz OᵀI Bn Mᵀᵀ LᵀC İj ᵀVİRm, İL;ᵀ° İhd;aj;il pCm e;iz"

ᵀpİce j;ᵀᵀce İgᵀ İNᵀu a;ᵀᵀm HLv; İhᵀᵀᵀ h;İdᵀİRm a; ᵀᵀ;T; ᵀᵀmz

ehfe k;C hmᵀL, Ljᵀᵀ ᵀk JᵀcI pwp;ᵀI p;ᵀᵀ JmVf;imV Lᵀ İcᵀuᵀR ᵀjāal j;il a;ᵀa pᵀcᵀ qᵀeC, BI ᵀpC Afl;İd ᵀp pᵀs r;il Lİᵀa Q;u e;il a;il ja HC ᵀk, HMᵀe; Ljᵀᵀ ᵀᵀM;ᵀe k;ju; EİQa j;ib; ᵀᵀᵀ Lᵀ, a;il fᵀl ka m;ᵀe;ᵀc ᵀq;L ᵀᵀV; ᵀᵀe ᵀeju; Q;Cz Nm; ᵀᵀn HLvᵀLİWe LᵀC İS' ;p; Lİᵀm, ""a;ᵀj İL nİl h;İs HᵀLh;ᵀC k;ᵀᵀ e; İWL LᵀR?"

Ljᵀa;il Ešᵀ nš² LᵀC hmᵀm, ""e; k;h e;iz"

ᵀjāal j; İS' ;p; Lİᵀm, ""a; qᵀm ᵀa;il;il Nİa ᵀL;ib;ju?"

Ljᵀᵀhmᵀm, ""jᵀᵀ HC fİbhē, HI jᵀdē ᵀL;ᵀe;HL S;uN;ju B;il;J HLvᵀM;İle W;C qᵀa f;il ᵀz Sᵀᵀe AᵀeL k;ju Mᵀp, aᵀᵀ İLRᵀh;İL b;ᵀLz"

Ljᵀᵀᵀa f;il İRm, ᵀjāal j;il j;e JI L;R ᵀᵀᵀ AᵀeLM;İle pᵀ Hᵀpᵀz ehfeᵀL İS' ;p; Lİᵀm, ""W;Lᵀᵀf;il, a; qᵀm Lf Lİᵀᵀ HMe?"

""ecfl d;ᵀl İLRᵀSİj BᵀR a;il ᵀᵀᵀ ᵀj;V; i; jaJ Sᵀᵀ, İLRᵀq;ju; M;ju;J Qmᵀz"

ᵀjāal j; EØj;il pᵀĀC hmᵀm, ""JᵀN; j;nu; e; ᵀpSᵀeē ᵀa;il;ᵀL i;hᵀa qᵀᵀ e;il İj Sİfᵀİ AᵀSᵀm c;İh İjİM, ᵀp ᵀLE L;Sᵀa f;il ᵀᵀ e;il B;il; ᵀa; Ha ᵀnİn pCj;jeē ᵀm;L eC, hᵀs;W;Lᵀ a;S; İcᵀmC Ajİe İh;İNē qᵀu Qᵀm k;hz İaleC Bh;il BS h;ᵀc L;im İgİİᵀu X;Lᵀᵀe, aMe İgᵀİJ Bph, Cİaj ᵀdē phᵀ pCᵀᵀ, HC hᵀm İjMmjz"

ehfe HLvᵀr;Zİqᵀu hmᵀm, ""ᵀp Lb; S;İle ᵀᵀS;İhE, İL;ᵀ° a; İeᵀu h;S;C Lİİ ᵀe; f;eSİᵀ

klic b[®]L a[®]h pCj jef q[®]UC [®]ke S[®]j;C, a[®]i[®]a AæS[®]ml klic Vje;Vjle 0[®]V [®]pJ üfL;lz"

hÜ'a ehfe A[®]eLh;IC c;c;l BnÜ [®]R[®]s N[®]i[®]j Q;oh;ip l pwLÖf L[®]l R[®]z [®]j;lal j; j[®]M aS[®]l[®]NS[®]le L[®]l R[®], L[®]i[®]SI [®]hm;ju iLR[®]æC pq[®]S es[®]a Q;u le, ehfe[®]L h[®]i[®]l h[®]i[®]l BV[®]L [®]l[®]M[®]R[®] [®]p S[®]i[®]e i jö[®]l Efl a;l pCf[®]Y[®]l[®]c;lh B[®]R[®] i jö[®]l [®]a; n[®]b[®]l Öb;e[®]fuz a;l j[®]a i jö[®]l Ae[®]ju LI[®]a f[®]i[®]l iL[®]z[®] a[®]i[®]L Afj;e hm; Q[®]m e;L Lj[®]d f[®]l[®]a Lj[®]d üj;fl h[®]h[®]q;l [®]k;jeC [®]q;l a;C h[®]m Lj[®]üj;fl 0l AüfL;l LI[®]a f[®]i[®]l, H Lb; [®]j;lal j;l L[®]i[®]R lea;Z[®] p[®]i[®]ØR;sz

Mhl Hm X[®]iš[®]z;l H[®]p[®]R[®]z Lj[®]hm[®]m, "HLV[®]æA[®]fr; L[®]l j, ö[®]e B[®]ip X[®]iš[®]z;l Lf h[®]mz"

X[®]iš[®]z;l Lj[®]æL h[®]m [®]Nm, e;is B[®]l; M;l;jf, I;iš[®]l Öj L[®]j[®]R, [®]h;d qu [®]l;NE iWL i[®]hn[®]j f[®]i[®]R e;L

A[®]l[®]al[®]b[®]cl L[®]i[®]R Lj[®]ælg[®]l k;l[®]µRm, H;e p;ju L[®]i[®]m[®]H[®]p hm[®]m, "HLV[®]i Lb; e; h[®]m b;l[®]a f;l[®]i[®]R [®]e, S;im h[®]s; S;IVm q[®]u H[®]p[®]R, a[®]j k[®]lc HC p;ju n[®]b[®]l h[®]i[®]s i[®]g[®]l e; k;J, i[®]h[®]fc B[®]l; Öle[®]u d[®]i[®]h[®]z B[®]i[®]j [®]a; [®]L[®]i[®]e; E[®]f;ju [®]l[®]h[®] f;l[®]µR [®]e;L"

Lj[®]æQ[®]f L[®]l c[®]yls[®]u ICmz L[®]i[®]m[®]hm[®]m, "æa; j;l üj;fl JM;e [®]b[®]L a; i[®]Nc H[®]p[®]R, [®]pV; AN[®]i[®]q[®]l LI[®]h;l n[®]iš[®]z[®] iL B; j[®]i[®]cl B[®]R? B; j;l; [®]k H[®]l[®]h[®]i[®]l a;l j[®]æ;l j[®]æ[®]z"

Lj[®]æh;l;æ;ju [®]l[®]mw [®]Q[®]f d[®]l hm[®]m, "B[®]i[®]j iLR[®]æ h[®]æ[®]a f;l[®]i[®]R [®]e L[®]i[®]m;e;L f[®]i[®]Z q[®]yl[®]f[®]u J[®]W, j[®]e qu j IZ R;sz; [®]L[®]i[®]e; I;ü[®]lc B; j;l [®]M;im; [®]eCz" HC h[®]m Lj[®]ææ[®]f[®]c Q[®]m [®]Nmz

c;c;l 0[®]l kMe Lj[®]æi[®]Rm, [®]pC Ah[®]L[®]i[®]h[®] [®]r; j;l[®]f;l[®]pl p[®]Å [®]j;lal j;l iLR[®]æLb;h;ia[®]l q[®]u [®]N[®]R[®]z e;e;l Lj mrZ i[®]lm[®]u cS[®]e;lC j[®]e p[®]æ[®]q q[®]u[®]R Lj[®]æN[®]i[®] i[®]Z[®] [®]j;lal j; M[®]h[®] q[®]u E[®]Wm, j[®]e j[®]e hm[®]m, j; L[®]i[®]m[®]f LI[®]e a;C [®]ke quz H[®]Ch;l S[®]e! j; j[®]ee[®]f n[®]b[®]l h[®]i[®]s[®]L Ah[®] ; LI[®]a Q;e, iL[®]z[®]H [®]k e;is[®]a N[®]i[®]h[®] m;Nm, öd[®]æa; B[®]Q[®]m B[®]Q[®]m eu, f;im;h[®] [®]L;e L[®]l!

Lj[®]æL B[®]s;im [®]X[®]L le[®]u i[®]N[®]u [®]j;lal j; a;l p[®]æ[®]q[®]l Lb;V; hm[®]mz Lj[®]d j[®]M i[®]h[®]Z[®]N[®]q[®]u [®]Nmz [®]p q;ia j[®]æ;l L[®]l hm[®]m, "e; e; H LM[®]e;C q[®]a f[®]i[®]l e; iLR[®]æC e;L"

[®]j;lal j; i[®]h[®]l š[®]z[®] q[®]u[®]C hm[®]m, "Le q[®]a f;l[®]h[®] e; i;C? a[®]j kah[®]s; 0[®]l IC [®]j[®]u qJ-e; [®]Le, æa; j;l [®]hm;æC æa; pwp;il leuj Em[®]V k;l[®]h[®] e;L a[®]j [®]Q;o;im[®]cl 0[®]l hE æa; j, [®]Q;o;im-hw[®]nl C[®]i[®]æ[®]hai iL æa; j;l[®]l pq[®]S R[®]æ[®] c[®]he? f;im;h;l fb BN[®]m c[®]yls[®]u B[®]Re lale;L"

üj;fl p[®]Å Lj[®]d AöfL[®]i[®]ml f;l[®]Qu i[®]c[®]e i[®]c[®]e li a[®]l li a[®]l Lf ILj [®]k i[®]h[®]L[®]a j[®]æ[®]l d[®]l[®]R N[®]l[®] M[®] Bn[®]ju JI j[®]e [®]pV; M[®]h [®]Øf[®]ø q[®]u E[®]Wmz j;e[®] j;e[®] [®]k [®]l[®]cV; ph [®]Q[®]u c[®]l[®]æ[®]z[®]Z[®]fu, a;l E[®]f;ic;e[®]h[®]; A[®]eL p;ju M[®]h p[®]æ[®]z i;jo;u, i i[®]Å[®]a, h[®]h[®]q;l [®]R;l[®]V; [®]R;l[®]V; Cn;l;ju, kMe iLR[®]æ LI[®]R e; aMeL;l Ae[®]li h[®]š[®]z[®] C[®]i[®]Å[®]a, Nm;l p[®]æ, I;io[®]a, I[®]æ[®]a, S[®]h[®]ek;æ;l Bc[®]h[®]l [®]l[®]cl mrZ-i[®]m Bi j[®]p R[®]i[®]s[®]u b;l[®]Lz j[®]d[®]p[®]c[®]el j[®]d[®]æ H;e iLR[®]æ B[®]R k; Lj[®]æL [®]Lhm [®]k B0;ia L[®]l[®]R a; eu, J[®]L Ni fl m< ; i[®]c[®]u[®]Rz JI j[®]e q[®]u[®]R [®]pV; [®]ke An[®]hmz j[®]d[®]p[®]c[®]e a;l S[®]h[®]el BI[®]h HL[®]ice c[®]x[®]p[®]qi j[®]h[®]C N[®]i[®]h i[®]Rm, [®]pCS[®]e[®]l "fup;l" i j; q;ia[®]æ p[®]ö[®]a [®]p Lb;ju Lb;ju [®]k ja h[®]š[®]z[®] LI[®]a [®]pC N[®]h[®]i[®]š[®]z[®] j[®]d[®]æ a;l I[®]š[®]Na c;l[®] æ[®]l HLV[®]i q[®]æa;

İRmz HC fupj-fŞjil Lbj jdpŞe hjil hjil amma Ljđ İfaLmL MjVj Şhijl SŞeŞz JI
ŞpC üji jİhL Calaju, i joiL LLİhaju, cİİnL AŞpŞŞeŞ, phpŞ jdpŞŞeŞ ŞcŞjŞeŞ, JI
pwpjŞİ BŞİİL AŞhij eaşu fİafŞC Ljđ pjÜ' nİfİjeŞ pWİŞİa LŞ amŞRz kaC
H-ŞmŞL cİŞ ŞbŞL İÖŞİ ŞbŞL pİİŞ ŞgmŞa ŞÖŞ LŞR, aaC HIj İhfŞm BhŞİejl jŞa
Qjİl İcŞL SŞj EŞWŞRz Bfe jŞe ÖZİl i jŞİl pŞÂ LjŞ BfİeC fİZfŞZ msŞC LŞ HŞpŞRz
üjİfŞŞjil Laİİfajl pŞŞa pWİŞİVİŞL İhöÜ İjMhijl SŞeŞ JI ŞÖŞİ AŞİ İRm ej, İLŞİ
LahŞj qİl qŞUŞR aj HI BŞN Hje LŞ ŞhİŞT İez jdpŞŞeŞ pŞÂ JI İŞjİWŞpl hæ
AİhİpRæ qŞUŞNm, ajl hæİ vpaş JŞL İhoş fŞŞj İcŞmz LjŞ AafŞİ' EclİhNŞŞm Şjİlal jİŞL
İS' jİl LIŞm, "LŞLŞLŞ aŞj İeÖŞu SjeŞm?"

Şjİlal jİl i jİl İjN qm, pjŞm İeŞu hmŞm, "RŞmİ jİ Bİj, Bİj Şjeh ej Şaj ŞL
ŞjeŞn? ahŞHŞLhİŞ İeÖŞu LŞ hmşil pjş qu İez i jŞmİ cŞC LİEŞL ŞXŞL flİŞj LİİŞ
ŞCmİ i jŞmİz"

ehŞe, Şjİlal jİ, qİhmŞ kİhİl pjş qmz İLŞİ' cŞİl HC Qİj AefİŞul Lbj Rİşj LjŞ Bİ
ŞLİŞe; İLRŞa BS je İcŞa fİİRm eŞz aŞC MŞ pİdİZİ jŞC nİİhİşİl hæŞİL LİR ŞbŞL
JI İhcİş ŞeJuj qmz ehŞe kİhİl pjş hmŞm, "hEİŞeŞ, pwpjŞİ ph İŞİeŞİC Ahpİe BŞRz
İLŞİ' ŞajİŞL Şhİ Lİhİl Şk AİdLİl qWİv HLİcŞe ŞfŞİR Şp Şk Hje MİfRİşjİ jŞn qWİv
Bİ-HLİce Şno qŞa fİŞİ, Şp Lbj i jŞŞaJ fİİl Şez Bhİl ŞCmİ qŞnz" ehŞe fŞZj LIŞm,
qİhmŞİexnŞe LycŞa mİNm, Şjİlal jİ jŞİ nŞŞ LŞ İCm, HLİV LbjJ LCŞm eŞz

MhIV; ihfci@pl Lje @Nmz c;C Hm, p@q ICm ej @k Lj@ Ni Nhb; z jdp@el LjeJ
pwhic @fy@Rz jdp@ce de @QuIRm, de f@i; filj;ZC S@R, d@el Efks² @MajhJ
lj@mR, HMe le@SI jiqj;L i jhf hw@nl j@d@ flaiua LI@a fil@mC H pwp;@l a;il La@h@
Qlj m@r@E IN@ @fyR;@hz jeV; kaC M@n qm aaC Afli;@dl pjU' cijua@Lj@ EfI @b@L
pil@u @h;T;C LI@m ihfci@pl EfIz laafu HLM;ej IOIW a;@L imM@m, ol; LI@m
Whereaslc@u, @no LI@m Your obedient servantjdp@ce @o;ojm pC L@z j;TM;jeV;@a
IRm I shall have the painful necessity Caf;ic; HI Lj i u-@cm;@ej IOIW@a Q;V@S@-hw@nl
EfI Em@V; g@m g@m, ih@noa r;ial Bn^; b;L@mz ihfci;p IOIWW; @cm;@m Ljm@Lz a;il j@M
m;im q@u EWMz @p hm@m, "HI Lj IOIW@a Bj;IC j@a; pj;je@ @m;@LI @c@q H@Lh;@l h;cn;iq
j;@e;u I@S² NIj q@u J@Wz Ach@ @L;@a;ujm @hV;@L qyL ic@u @X@L hm@a C@R L@l, Inl @mJ
Ep@L;@z"

ic@el @hm; e;ejfL;l @mM;fs;l L;S IRm, @p-pjU' @no L@l paf;@hm; ihfci;p Lj@L
@X@L f;W;@mz Lj@BS p;il;ice c;ijl L;@R B@pC lez le@S@L m@L@u m@L@u @hs;@Rz

Ihfci;p IHR;ej @R@ @Q;L@a E@W hpmz @;N@l j@a; o@u b;L@m jeV; ch@m b;@Lz pj@el
ic@L Lj@ S@e@ HLv; @R;@V; @Q;L iWL L@l @@M@Rz B@m;V; O@I @L;@Z HLv@BS;im L@l
I;M; z j; b;il EfI h@S; HLv; V;ej f;M; ypl@ypl@L@l Qm@Rz hn;M-@n@ol BL;@n aM@e; NIj
S@j B@R, clr@Z q;Ju; HL-HLh;il A@f HLv@len@p @R@SC @b;@j k;@R, N;@RI f;ia;@-@m;
@ke HL;@z¹ L;e-f;ia; j@e;@k;@NI j@a; leU@z pj@al @j;@e;u NA; @KM;@e efm Sm@L ig@L
L@l ic@u@R, A@L;ilV; @ke @pCiljz c@Ihmi@a @N;@j@ml @no-B@m;V; aM@e; a;il L;imj;il
li a@l li a@l Ij;in@z h;N;@el f@L@V; R;u;u Ach@ q@u b;La, il;@M@ HLv; S;inS@m a;il
I@bl flaih@ BL;@nl A@h@m pw@L@a l j@a; a;@L le@clh L@l ic@Rz N;Ram;il e@Q ic@u
Q;Lil; r@Z r@Z m@e q;@a L@l k;aj;u;a LI@R, BI @f@; EW@R @X@Lz

Lj@ @h;id qu HLv@CaU@a L@l HLv@C@il L@lC Hmz ihfci@pl L;@R @Q;L@a h@pC
hm@m, "c;ij, Bj;il HLv@l i @m; m;N@R e;@z Bj;il @ke @L;@ju @k@a C@R LI@Rz"

Ihfci;p hm@m, "i m hmIRp Lj@ @a;il i @m;C m;N@hz BI ilR@ce f@lC @a;il je EW@h
i @l;@z"

- "il;@a; q@m--" h@m Lj@ @b;@j @Nmz
- "a; S;je-- HMe @a;il ha@e L;V;@h @L?"
- "a@h il @k@a q@h c;ij?"
- "@a;@L le@od LI@a fil; H;e AidL;il BI Bj;il @eCz @a;il p;@je@L a;il le@SI OIR;@;

Lih @LjeUØfdŃu?"

LjªA®eLrZ Qf L® h®p Icm, İhfç;ipJ İLRªhm®m eiz

Ah®no Mh j çü® LjªİS' ipi LI®m, "a; q®m Lh ®kªa q®h?"

"LjmC, BI ®cİl pC®h eiz"

"c;ci, HLV; Lbi ®hid qu hªªa f;IR, Hh;il ®Nm Ji; Bj;®L BI LM®e; ®aj;il Li®R Bpªa ®c®h eiz"

"a; Bij MhC S;iez"

"BµR; i, a;C q®hz İLç° HLV; Lbi ®aj;®L h®m IjİM, ®Li®e;ice ®Li®e; Li;®ZC aªj J®cl hijİs ®kªa f;il®h eiz S;ie c;ci, ®aj;®L ®Cmhi; S®eÉ Bj;il f;iz q;İf®u EW®h, İLç° J®cl JM;®e ®ke LM®e; ®aj;®L e; ®Cmªa quz ®p B;ij pCªa f;il h eiz"

"e; Ljªª ®pS®eÉ ®aj;®L i; jhªa q®h eiz"

"Ji; İLç° ®aj;®L İhfç® ®gmhi; ®Qø; LI®hz"

"Ji; ki LIªa f;il a; Li; ®no q®mC Bj;il Efi J®cl r;ja;J ®no q®hz aMeC B;ij qh ü;dfez a;®L a® İhfç hmlRp ®Le?"

"c;ci, ®pCİce aªj Bj;®LJ ü;dfze L® İe®u;iz aaİce J®cl ®R®mL B;ij J®cl q;ªa İc®u k;hz Hj e İLRªB®R ki ®R®ml S®eÉJ ®M;Ju;®e; k;ju eiz"

"BµR; i, B®N ®q;L ®R®m, a;il f®l hİmpz"

"aªj İhnİp LIR e; i, İLç° j;il Lbi j®e B®R ®a;? a;il ®a; q®uİRm CµR; jªaª ®pİce pwp;®l İale a;il S;juN;İV f;ilµR®me e; i, a;C a;il ®R®m j ®u®cl®L Ae;ju;®p ®g®m İc®u ®kªa ®f®l İR®mez j;jeo kMe jªš² Q;ju aMe İLRªaC a;®L ®WL;ªa f;il eiz B;ij ®aj;ilC ®h;e, c;ci, B;ij jªš² Q;Cz HLİce ®kİce hyde Li;Vh, j; ®pİce Bj;®L Bn®hİç LI®he HC B;ij ®aj;®L h®m I;Mmªjz"

Bh;il A®eLrZ cS®e Qf L® Icmz qW;v ý ý L® h;ªa;ip EWM, İvf;İul Efi İhfç;İpI fsh;il hCV;il f;ia; i-®m; gİUgİU®L® Em®V ®kªa m;Nmz h;N;je ®b®L ®hmg®ml Nªª Oİ ®Nm i®l

Ljªhm®m, "Bj;®L Ji; C®R L® cªM İc®u®R a; j®e L®i; eiz Bj;®L pªM Ji; İcªa f;il e; B;ij Hj İe L®C aİllz B;ij J ®a; J®cl f;il h e; pªMf LIªaz k;il; pq®S J®cl pªMf LIªa f;il a;®cl S;juN; SªS ®Lhm HLV; i-e; HLV; jªİlM h;id®hz a; q®m ®Le H İhs®e;? p; j;®SI Li;R ®b®L Afli;®dl p; j;®m; e; B;ij C HLM; i; j®e ®eh, J®cl Ni;®u ®Li®e; Lm~ m;N®h eiz İLç° HLİce J®cl jªš² ®ch, B;ij J jªš² ®eh; Q®m BphC H aªj ®C®M İe®u;iz İj®b®f q®u İj®b®f j®d®f b;Lªa f;il h eiz B;ij J®cl h®S;İhE, a;il İL ®Li®e; j;®e B®R kİc B;ij Ljªªe; qC? c;ci, aªj W;Lª İhnİp LI e; i, B;ij İhnİp Lİl; İae j;ip B®N ®k;Lj L® LI a; j, BS a;il ®Q®u ®hİn L®C Lİl; BS p; j;®m; İce d®C HC Lbi i; jhİR ®k, Q;İl İc®L Ha H®m; j®m; i, Ha Em®V; i-f;imV; i, ahªHC S" i®m H®Lh; i; ®V®L ®g®m İe SNV; İLz H-p; j;®m; R;İs®u İN®uJ QªpªM®L İe®u pwp;®l Li;S Qm®R, ®pC ®M;®e R;İs®u ®N®R ®pCM;®e B®R

hL^α, pCMⁱe B^{Re} Bjil WjL^z a^{ij}il Li^R H-ph Lbⁱ hm^a m[<] ; L^q--iL^z° BI
aⁱ LM^ei hmⁱ qⁿ eⁱ, BS h^m kⁱC^z eC^m Bjil S^eE^f ij iRij iR i jh^z pj UⁱIN^uJ ah^hijL
bi^L HC Lbi^Vi h^aa^a f^qiRz^z pC Bjil Ag^zje, pC Bjil WjL^z, H kⁱc eⁱ h^aaj aⁱ
q^m HCMⁱe a^{ij}il fi^u j^bi W^sL j^laj, p Nⁱl^c Y^zaj e^z cⁱcⁱ, H pwpⁱ a^{ij} Bjil
BR h^mC a^h H Lbi^ha^a f^qiRz^z HC h^mC Lj^zQ^zL b^l e^h cⁱcⁱl fi^ul Efi j^bi
q^m f^s ICmz lja^hs Qmm, ihf^cip Sje^mil hi^C Ale^zo cⁱø^z q^m i jh^a miNmz

flíce ǫ̇ j̇l̇ ĩhfč̇ip Lj̇đL ǫ̇L ḟj̇ẇmz Lj̇đHǫ̇p ǫ̇M ĩhfč̇ip ĩhṙjeju ḣp, HLIV Hpl̇ṡ ḂṘ ǫ̇l̇ṁl̇ Efl̇, BI HLIV ḟi̇ṅ ǫ̇ṅ;Ju̇ėz Lj̇đL hṁṁ, ""ė k̇żV̇j̇, Bj̇l̇j̇ ċṠė ĩj̇ṁ ḣj̇Ṡj̇č̇z" aṀėj̇ A0ḟ A0ḟ AȧL̇j̇l̇, pj̇Ů' ĩj̇l̇ėl̇ ḟl̇ ḣj̇ȧj̇p HLv̇ẇj̇ṁ; q̇u̇ Anbḟj̇ȧj̇l̇ j̇đĖ ĩṪIŮĭṪIŮL̇İṘ, L̇j̇L̇-ǫ̇ṁ; Ẋj̇L̇ȧ ö̇l̇; L̇l̇Ṙż ċṠė ĩ̇ ǫ̇l̇ẏ ĩj̇ṄŻḟȧ Ḃṁj̇ḟ ö̇l̇; L̇İṁ, Ṅñ̇ĕl̇ ṅj̇ż' pL̇İŻ; ṗȧđḣl̇q̇ k̇Mė AQ' ṁ q̇u̇ ḢṗṘ, j̇q̇i̇ċṅl̇ ǫ̇Ċi̇ceL̇j̇l̇ fl̇i̇ j̇ȧl̇ ḋĖi̇ėl̇ j̇ȧj̇ż ḣj̇Ṡj̇ȧ ḣj̇Ṡj̇ȧ ḟđḟȧ L̇ḃQ̇ṡj̇l̇ Ẋj̇ṁl̇ ĩ̇i̇ ȧl̇ ĩ̇ċu̇ Aĭ̇Ż-Ḃi̇j̇ E< ĩ̇ṅȧl̇ q̇u̇ ĖẆṁ, ṗk̇l̇ǫ̇ċṁ; ĩ̇ċṁ ḣj̇Ṅj̇ėl̇ ḟj̇Q̇ṁl̇ Ėḟl̇ż Q̇j̇L̇İl̇; ċl̇Ṡj̇l̇ L̇j̇Ṙ Ḣṗ ċẏl̇ṡu̇ ǫ̇ḃL̇ ĩ̇ġl̇ ǫ̇Nṁż Oĭ̇ ṗj̇ġ L̇l̇j̇ q̇ṁ ėj̇ż ǫ̇j̇ċl̇đ̇ Ȯl̇ ĩ̇j̇đĖ Ḣṁ, ċj̇l̇j̇u̇j̇ė ḂŮ' ḂŮ' Ḣṗ Ṁḣl̇ ĩ̇L̇j̇NṠ ĩ̇v̇ḟj̇ċu̇l̇ Ėfl̇ ǫ̇Ṁ ĩ̇ċu̇ ĩ̇ėẋṅėḟċ Q̇ṁ ǫ̇Nṁż

Aḣṅȯ ḣj̇Sėj̇ ḣȧ L̇l̇ ĩhfč̇ip hṁṁ, ""L̇j̇đ ȧč̇ j̇ė L̇il̇ṗ Bj̇j̇l̇ ǫ̇L̇ėj̇ ḋj̇ñ̇ėċż Bj̇j̇l̇ ḋj̇ñ̇L̇ L̇ḃj̇u̇ hṁȧ ǫ̇Nṁ ġñ̇l̇ ǫ̇k̇j̇u̇ ȧj̇ċ ĥ̇iṁ ėż Ṅj̇ėl̇ ṗđ̇l̇ ȧj̇l̇ ĩ̇ḟ ǫ̇ĭṀ, ȧj̇l̇ j̇đĖ Ṅi̇ ĕ̇ẋṀ Ṅi̇ ĕ̇l̇ Ḃėż HL̇ q̇u̇ ĩ̇j̇ṁ ǫ̇ṄṘ; ȧj̇L̇ ėj̇ ĩ̇ċȧ ḟj̇il̇ ėż ȧč̇ BṠ Q̇ṁ k̇j̇j̇Ṙṗ L̇j̇đ̇ Bİ q̇u̇ȧj̇ ǫ̇Ċṁ; q̇ṅ ėj̇, BṠ ṗL̇j̇ṁ ǫ̇ȧj̇L̇ ǫ̇ṗĊ ṗL̇ṁ ǫ̇hṗđ̇l̇ ṗL̇ṁ Aĭ̇j̇ṁl̇ fl̇ḟi̇l̇ ḢIṄu̇ ĩ̇ċȧ Ḣṁj̇ż ṅL̇żṁ; ḟṘṡi̇Rṗ-- ċȧḟż' Ȯl̇ k̇Mė ṅL̇żṁ; k̇j̇ė; L̇l̇ ǫ̇ñ̇il̇ ǫ̇u̇i̇Ṙṁ, L̇ėĀ̇ ĩ̇L̇Ṙėđ̇l̇ ḟk̇l̇j̇' ȧj̇L̇ ǫ̇ḟj̇Ṙu̇ ĩ̇ċṁėż ǫ̇k̇ ǫ̇ṁj̇L̇ ȧj̇L̇ ĖṧŻṄ ĩ̇L̇ȧ ĩ̇ȧl̇ė ǫ̇ñ̇il̇ ǫ̇u̇i̇Ṙṁė, ȧj̇l̇ j̇j̇Ṫṁj̇ė ĩ̇Ṙṁ ċẋṀ-Ȧḟj̇j̇ėż ĩ̇L̇ż' ǫ̇ṗĊṁėċ ḃj̇ṁ ėj̇, ȧj̇L̇ ǫ̇ñ̇il̇ ǫ̇u̇ ṅL̇żṁ; ǫ̇ḟj̇Q̇i̇Ṙṁ AQ' ṁ ṅj̇l̇ż ėż BṠ ṗL̇j̇ṁl̇ ĩ̇ ǫ̇l̇ẏ ĩ̇j̇đĖ ǫ̇ṗĊ ṅj̇l̇ż' ṗđ̇, Bj̇j̇l̇ pj̇Ů' ȦżẋL̇İŻİ Ḃṅñ̇l̇ċ ǫ̇ȧj̇L̇ ǫ̇ṗĊ ĩ̇ėj̇ṁ fl̇ḟj̇l̇ȧj̇ ĩ̇ċL̇ ḢIṄu̇ ĩ̇ċL̇; ǫ̇ṗĊ fl̇ḟj̇l̇ȧj̇ ǫ̇ȧj̇l̇ Ȧżl̇ ǫ̇ȧj̇l̇ ḣj̇l̇q̇l̇, ǫ̇ȧj̇l̇ pḣ ċẋṀ ǫ̇ȧj̇l̇ pḣ Ȧḟj̇j̇ė ḟñ̇ḣȧ L̇l̇j̇L̇ż"

L̇j̇đ̇ ǫ̇L̇ėj̇ L̇ḃj̇ hṁṁ ėż ĩhfč̇iṗl̇ ḟi̇u̇ j̇j̇ḃj̇ ǫ̇Ṁ ḟŻj̇ L̇İṁż Ṁj̇lėL̇ṙŻ Ṡj̇eṁj̇l̇ ḣj̇ċl̇ ĩ̇Ḃṁj̇l̇ ĩ̇ċL̇ ȧj̇l̇L̇u̇ ċẏl̇ṡu̇ ĩ̇Ċṁż ȧj̇l̇ ḟl̇ hṁṁ, ""ċj̇ċj̇, ǫ̇ȧj̇j̇l̇ Q̇i̇-ĭ̇IV̇ Ḃj̇j̇ ã̇il̇ L̇l̇ ĩ̇ėu̇ Ḃi̇ṗ ǫ̇Ṅż"

j̇đṗṡė BṠ ĩ̇cḣ' ǫ̇L̇ Ẋj̇l̇u̇ ö̇i̇ k̇j̇ėj̇l̇ ṁṄȦĭ̇ẆL̇ L̇l̇ ǫ̇Ṁi̇Ṙṁż ṗL̇j̇ṁ ċṅV̇j̇l̇ ĩ̇L̇Ṙȧḟl̇ż ĭ̇ẆL̇ pj̇ė Ṡĭĭĭ-L̇j̇Ṡ-L̇l̇j̇; ṁj̇ṁ ḣėj̇ȧl̇ ǫ̇V̇j̇V̇j̇ḟJ̇u̇j̇ṁ; ḟj̇ṁl̇ Ḣṁ ċl̇Ṡj̇u̇, Ḃṗi̇ṗj̇j̇ ĩ̇ėu̇ ǫ̇ṁj̇L̇Sė Ḣṁ, pj̇l̇j̇q̇ L̇l̇ L̇j̇đL̇ ĩ̇ėu̇ ǫ̇Nṁ ĩ̇j̇Ṡñ̇ḟđ̇l̇ fl̇j̇ṗi̇ċż BṠ ǫ̇ṗṀj̇ė ėq̇ḣȧ ḣj̇ṠṘ, Bİ Q̇ṁṘ ḣj̇ṗŻl̇j̇j̇Sė, ḣj̇ṗŻl̇ḣċj̇u̇l̇ Ḃu̇j̇Sėż

j̇j̇l̇ėL̇ Ḣṁ ḣj̇ṁñ̇ ǫ̇ḟu̇j̇ṁ; q̇j̇ȧ ĩhfč̇iṗl̇ Ȯl̇ż BṠ ĩhfč̇iṗ ĩhṙjeju ėċ, Ṡj̇eṁj̇l̇ pj̇j̇ė ǫ̇j̇L̇ ǫ̇V̇ė ĩ̇ėu̇ ĩ̇Ů̇ḃl̇ ḣṗ ḂṘż ḣj̇ṁñ̇k̇Mė Ḣṁ ǫ̇L̇ėj̇ ṀḣİĊ ĩ̇ėṁ ėj̇ż Q̇j̇L̇İ ĩ̇ġl̇ ǫ̇Nṁż ȧṀė ǫ̇ṙj̇j̇l̇ḟi̇ṗ Ḣṁė ḟḃĖ ĩ̇ėu̇, ĩhfč̇iṗl̇ L̇ẏđ̇ q̇j̇ȧ ĩ̇ċu̇ hṁṁė, ""ĩhḟđ̇ ǫ̇ṁj̇ q̇u̇ ǫ̇ṄṘ, ḣj̇ḣj̇ż" ĩhfč̇iṗ ǫ̇j̇L̇ ǫ̇ḃL̇ ḋĖl̇ ḋĖl̇ ĖẆ ĩhṙjeju ö̇u̇ ḟsṁż ǫ̇ṙj̇j̇l̇ḟi̇ṗl̇ ĊṗṘj̇ ĩ̇Ṙṁ ǫ̇L̇j̇ė ḋj̇ḋj̇

L@ Bcl L@ JI; Lj@L ieu @Nm a;I ihUjil a hZNe; L@ NOf L@ez iLz' ihfci@pl Ni fl ieu@i a; c@M @Li@ei Lb;C hm@a f;l@me ei, j@e qm ihfci@pl @;@MI pij@e HLV; AamOfnIn@e@a;Z

Ihfci@p kMe h@m Ewm "ifip, Ljm@L f;im@u c;J" aMe HC pij;e@f Lb;V;J Ac@oI HLV; fLi@M iexne R;u;I li aI ic@u dlea qmz ifipI Ni RjURjUL@ Ewmz

Ljm@kMe Hm, ihfci@p a;I q;@a HLM;ei IQiW ic@mz ih@m@aI IQiW, p@h;@dI @mM;Z p@h;@d im@M@R, h;@I iXejI @no ei L@C kic @p @c@n B@p a;I q@m Bh;I a;L ig@I @k@a q@h a;I @Qu @no-iXejI @p@I j;0-g;@Ne eiN;@ c@n ig@I H@m a;I p@h@d qu, Aeb@L MI@QI Bn^;J @h;@ k;uz a;I ihnap ihouL@j@M f@u;Se aaice p@h LI@a f;@Iz

BS@LI ic@e ihouL@j@M pwLV ieu ihfci@p@L f@si ic@a Ljm@f HLV@J C@R iRm e;Z Ljm@hm@m, "c;ci, HM@ei @a; V;L; a@m @eh;I @Li@ei Lb;J@W ieu, BI iLR@ce kic p;hd;@e Qim, L;E@L ei O;V;C, a;I q@m n@f@ @Li@ei Evf;@a OV@h e;Z k;C @q;L, a;@j @Li@ei i;@ei @Li@ei e;Z"

Ihfci@p hm@m, "B;jiI @Li@ei i;@ei @eC Ljm@ @mj;@e e;Z"

Ihfci@pl i;@ei Ljm@f i;@mi m;@N ei-- Ha Aa@z'lei Nhe; a;I B@I; M;I;f m;@Nz

Ihfci@p Mh@I L;NS a@m ieu fs@a m;Nm, Ljm@ h@f@m H p@@a @Li@ei B@m;@e; LI@a ihfci@pl HLV@J C@R; @eC Ae@ice L;SI Lb; @no q@mC Ljm@Q@m k;u, BS @p Q@f L@ h@p iCm, C@R; LI@a m;Nm Ae@ iLR@Lb; h@m, k; qu @Li@ei HLV; @ph;u @m@N k;uz iS' ip; LI@m, "h;C@I ic@L I S;e;m;V; ha L@ @ch iL? @;ic@h Bp@Rz"

Ihfci@p q;@a @e@s S;e;@m @k, cIL;I @eCz

Ljm@ah@ICm h@p; c;ciI O@ BS Lj@e@eC, H n@e@a; a;I h@L Q@f iCmz qW;v @e@a @f@m ihR;e;I e@Q V; L@L@V; -j@I -j@I @Lyc Ewmz Lj@L @p Q@m @k@a c@M@R, L@ HLV; h@T@R, i;@mi L@ @h;T;@a f;I@R e;Z

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষের কবিতা
১৯২৯

অমিত^১-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী “রয়” ও “রে” রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামন্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানাতে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুণীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল-- অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিক্কে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ.'র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয় ; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও খোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা টিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দেশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা “বিষবৃক্ষে”, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন ; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা “মনোমোহনের মোহনবাগানে”, নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযন্ত্রের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরন্ত দেবতা, যাক্তিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি. এ.'র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে-- সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা “ন পুনরাবর্তন্তে”।nd

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সহিতে পারত না-- বলত, “রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।” সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ. ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, “অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।” দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি !

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা ; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক্ পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো ; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না ; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আঙ্গিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা ; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাকঘড়ি ; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালো মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে ; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্মী টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে-- কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্টিঙ্গুইশ্‌ড। নিজেকে অপরাধ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপরিহার্য। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুণ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে ; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি-- ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু

খুরওয়াল জুতো, লেসওয়াল বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাস্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে ; উঁচুঃস্বরে বলে ; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি ; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি ; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চোকির হাতের উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায় ; অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে ; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহবস্ত্র থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তম্ভতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, “গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।”

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল ; কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বৃদ্ধদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, “অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।”

অমিত হেসে উঠে বললে, “তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সম্ভাব্যবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি-- বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশুকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে ; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।”

“ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশুকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।”

“কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রেণশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপক্লপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।”

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, “তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।”

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, “অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?”

অমিত বলে, “বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।”

সিসি বলে, “অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।”

অমিত বলে, “মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।”

সিসি বলে, “তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।”

অমিত বলে, “আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।”

সিসি বলে, “অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।”

অমিত বলে, “অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।”

লিসি বলে, “আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ.-তে বটানিতে ফার্স্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।”

অমিত বলে, “কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।”

লিসি রেগে উঠে বলে, “ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।”

অমিত বললে, “পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।”

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে-- ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে ; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল ; ও বলে উঠল, “বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুঞ্জো বসিয়েছে ; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রেসি পৃথিবী ছেয়ে গেল-- কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারো গাভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।”

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, “পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।”

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, “মানে কী হল।”

অমিত বললে, “যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না ; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।”

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল ; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ পরে। একজন সেকেলগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভাই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, “কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবির হা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায্যরকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চোকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে

মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন-- ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিব্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পূজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পূজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাল্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।”

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্নে করলে, “সাহিত্যে থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?”

“একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্বুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো-- গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকশো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা-- তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন-ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে-- অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিঙ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ; ডিকেন্স্কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুঞ্চ মিস্ত্র মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্ধবুদ্ধ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।”

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেলে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, “ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।”

অমিত বললে, “ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা

করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যুহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসীভর্স্ অফ স্টেটাল্ন্ প্রপার্টি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া-
- শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।”

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, “জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।”

অমিত ফস্ করে বললে, “নিবারণ চক্রবর্তী।”

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল-- “নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে?”

“আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।”

“ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।”

“তবে শুনুন।” বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যান্ডিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল--

আনিলাম

অপরিচিতের নাম

ধরণীতে,

পরিচিত জনতার সরণীতে।

আমি আগন্তুক,

আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

খোলো দ্বার,

বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।

মহাকালেশ্বর

পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,

বল্ দুঃসাহসী কে কে

মৃত্যু পণ রেখে

দিবি তার দুর্হ উত্তর।

শুনিবে না।

মৃত্যুর সেনা

করে পথরোধ।

ব্যর্থ ত্রোধ

হুংকারিয়া পড়ে বুকে,

তরঙ্গের নিষ্ফলতা

নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-’পরে
আঅঘাতী দস্তভরে ।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল ।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা ।
গূঢ় জয়টিকা ।
ছিন্ন কস্থা দরিদ্রের বেশ ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার ।
খোলো খোলো দ্বার ।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ ।
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল ।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
“ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি ।”

অস্ত্র আনো ।
বাঞ্ছনিয়া আমার পঞ্জরে হানো ।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান ।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে,
মুহূর্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে ।

শাস্ত্র আনো ।
হানো মোরে, হানো ।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
উর্ধ্বস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী ।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান ।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ--
হেরিবে আলোক ।

অগ্নি জ্বালো ।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক ।
দূর করো শোক ।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায় ।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত ।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুন্ধ মুমুকুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুকুরে ।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,

অপরিচিতের পরিচয়--
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়

ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্বজগন্ময় ।।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে বললে, “একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষকে বোকা বানাবার জন্যে।”

অমিত বললে, “অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।”

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, “আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?”

অমিত বললে, “সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট-বইয়ে লেখা আছে।”

“কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।”

“আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিশ্ব পড়ত না।”

সিসি বললে, “অমি, প্রতিবিশ্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।”

২ সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসঙ্কান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, “যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।”

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে-- দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সেই বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো-- ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই-- তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন, শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিন্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়-- নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাগুরি মোটা কন্ডলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না-- মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খাদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত-- তার মধ্যে “ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ” বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে-- আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে “দেহলীদত্তপুষ্পা” যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মানবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুচরিত্রিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো-একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে-- পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি-- চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে-- মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অব্যবহৃত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বাল। ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, “অপরাধ করেছি।”

মেয়েটি হেসে বললে, “অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।”

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প-বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট-বইখানা খুলে লিখলে, “এ যেন অম্মুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে-- নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ গন্ধ।”

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, “একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।”

অমিত বললে, “উপরওয়ালা উপরেও উপরওয়ালা আছে-- একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।”

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, “লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।”

অমিত বললে, “আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।”

“দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।”

“দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।”

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, “আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই-- বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়-- এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।”

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আশু-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে মেমে বললে, “কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।”

অমিতের ইচ্ছে হল বলে, “আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।” সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল, “পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে-- লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে; এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনেয় বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।”

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, ‘কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার পুরে, বাণী দাও, বাণী দাও!’ বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল--

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী ।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য ;
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত ।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন ললিত যত্ন ।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত ।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্কচিৎ-কিরণে দীপ্ত ।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই । পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার
বাধা হবে না ।

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক-দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ন যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফ্লেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায়, শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশিদ্ধ করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক-কলেজে পড়া, একই হোটেলে চপকাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্মার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত, প্রাগ্বন্ধিম বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অস্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দূকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু

বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন-- এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, “মা, এ-সমস্ত ত্রিয়াকর্মে জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি। দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে দুঃখ বোধ করি না। তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।”

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন ; এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল। তিনি যোগমায়াকে বলতেন, “মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।” এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিন্তুুত ভাষায় যাকে বলে “বাধ্যতামূলক”। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে ; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধ্যানে তার শিক্ষার জন্যে লাভগ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্য তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত-ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেণ্ট করে গাঁথা হয়েছে-- খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে-- বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যের ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেন্সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটারার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার-দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে। টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায় ?

এতদিন লাভণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্প্লেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাভণ্যর একটি অযত্নস্মান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাভণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাভণ্যকে বড়ো বেশি আতলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাভণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন-একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাভণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম. এ. পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাভণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত-- তার বদলে আপন পরীক্ষা-পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাভণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ। সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থবৃহৎ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাভণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মর্ডান রিভিউ থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে-- অনুদ্ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী ?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ, শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল-- নিজের উপরে, ননীগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, “পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।”

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাভগ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাভগ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাভগ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে; জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপ্ত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাভগ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাভগ্যর মত কী জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না। বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাভগ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাভগ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, “আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?”

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

“আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটতে আপনার সংকোচ নেই?”

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, “আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।”

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাভগ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত খর খর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসার অবসর যদি কোনো-একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাভগ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাভগ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাভগ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনীশ তাঁর সঙ্কীর্ণ

টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাভণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মান্বিত হয়ে বললেন, “আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাভণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ।”

লাভণ্য বললে, “আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা! যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।”

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়বার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্ভূত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ’র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল; আর সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে “জাগো”। লাভণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে-- জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল । সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো । চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে । শেলফে, পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে ; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে । সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই । চমকে উঠল যখন-টেবিলে দেখতে পেলো ইংরেজ কবি ডন'-এর কাব্যসংগ্রহ । অক্সফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল ।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা টিলে মলাটের টেকস্ট বুক । আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক । এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রন্থে ; এখানে বস্তুর ভার কম ; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে ; প্রতি মুহূর্ত বর্ণনায় হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে ; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো । মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা । তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল । সে মনে মনে বললে, ‘আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব ।’

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গস্তীর শুভ্রতা দিয়েছে । গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে । বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা ; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ ; হাসিটি স্নিগ্ধ । মোটা থান চাদরে মাথা বেঁটন করে সমস্ত দেহ সংবৃত । পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর । অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল ।

প্রথম-পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, “তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল । একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন । আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে ।”

অমিত বললে, “আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো । কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি । আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা ।”

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার মা আছেন ?”

অমিত বললে, “ছিলেন । মাসি থাকার খুব উচিত ছিল ।”

“মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা।”

“ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন ছেলেমানুষি।”

যোগমায়া হেসে বললেন, “তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।”

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, “এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি-- গাড়ি-ভাঙটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন-- এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।”

যোগমায়া হেসে বললেন, “কর্মফল কার বাবা। তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যবসা করে তাদের?”

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, “শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশেষ; নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সন্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?”

যোগমায়া লাভণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই বললেন, “বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।”

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, “মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।”

লাভণ্য বললে, “আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।”

“ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।”

লাভণ্য হেসে বললে, “ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।”

আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। ছনরতঢ়ভত্ভট্ ষপ গতলনড় প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থিথর করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।”

“আপনি সাবেহি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?”

“একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্তরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।”

“দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।”

“বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।”

লাভণ্য বললে, “সহজ নয়, সময় লাগবে।”

“সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই; ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।”

লাভণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।”

“ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।”

“সময় আর নেই, কাজ আছে” বলেই লাভণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাভণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাভণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ঠৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে শিখেছে, কিন্তু পায় নি-- লাভণ্যর মুখে ও এমন-একটি শক্তির রূপ দেখেছিল যে শক্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬ নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস। গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়; তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলং পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে--আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক, এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কতামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘন্টা এবং বিকেলে দু ঘন্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য-- এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকলাবেলাকার অনেকগুলো ঘন্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে-- তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময় চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে, বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়তে দৌড়তে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, “জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়।”

“কিসের অসুবিধা।”

অমিত বললে, “যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে। দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভূজা অসম্ভব হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।”

“না ডাকলেই চুকে যায়।”

“বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।”

“কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।”

“মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নিটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না। কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।”

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, “নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, “চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো। এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জেটে না-- সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।”

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?”

অমিত বললে, “জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন-কি, তারা গানও গায়।”

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, “আশ্চর্য !”

অমিত বললে, “হাসছেন ! আমার গভীর কথাতেও গাভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।”

লাবণ্য বললে, “আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।”

অমিত বললে, “দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝাঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে।”

“এর জবাবে খুব-একটা গভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো, ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস নতুন করে আবিষ্কার।”

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, “আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না। এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে ; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।”

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, “বের করতে পেরেছেন ?”

“হাঁ, পেরেছি।”

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, “লাইনটা কী বলুন-না।”

“For God’s sake, hold your tongue
and let me love !”

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।”

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, হাঁ।

অমিত বললে, “সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডনের বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ

লাইন আমার মাথায় আসত না।”

“আবিষ্কার করলেন?”

“আবিষ্কার নয় তো কী। বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডনের কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়, বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডনের কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি--

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর।

ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।”

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি।”

“ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব-বা। নতুন অমিত রায় কী-যে কাণ্ড করে বসবে, পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।”

“লড়াই? কার সঙ্গে?”

“সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্খুনি চোখ বুঝে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।”

“সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যিক। কমুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেশি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব ‘যুদ্ধং দেহি’-- ঐ যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়ার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।”

লাবণ্য হেসে বললে, “লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?”

“তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব, এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।-- বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশুস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।”

অমিত বললে, “আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?”

“কী, বলুন।”

“আজ খিদে বাড়ার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।”

“আচ্ছা, বেশ, তার পরে?”

“ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছাতলা পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুকখানি জল ঝির্ঝির্ করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।”

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, “কিন্তু সময় যে অল্প।”

“জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাভগ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্ক্চুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্ক্চুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে ‘ভবে এসে করলে কী’ তখন কোন্ লজ্জায় বলব, ‘ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।’ তাই তো বলতে বাধ্য হলাম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।”

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারো যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাভগ্য বললে, “চলুন।”

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাভগ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, “দেখুন আর্ঘ্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা-- একটা সাধু, আর-একটা চলতি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল-- সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা এইরকম জায়গার জন্য। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাভগ্যদেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?”

লাভগ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, “চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্টা ভদ্র, কোন্টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।”

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, “রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।”

“হাঁ, লাগে।”

“আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে; তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।”

“আপনি এত ভয় করছেন কেন ?”

“এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।”

“আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।”

“এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক--

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?

বিষয়টা দেখছেন ? না-চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষেপে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আঅবিস্মৃতির কোণে।

নিজেকেই ভুলে থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আঅবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না--
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী--
দৃষ্ট বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর--
তোর মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ

শুধু লিরিক নয়, এ নির্ধুর জীবনতত্ত্ব।”-- লাভণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে--

“হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।”

আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাভণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাভণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না।
অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাভণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭ ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, “মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।”

“পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।”

অমিত বললে, “নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।”

“তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।”

“অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রী ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।”

“আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?”

“বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যাঙ্কি করে বসি।”

“অত্যাঙ্কির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?”

“পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ করা চাই-- নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।”

“আচ্ছা নামরূপ থাক, বাকিটা?”

“বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।”

“বুদ্ধি?”

“লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।”

“বিদ্যে?”

“স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।”

“পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।”

“অল্পপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।”

“তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।”

“জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা। ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?”

“সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।”

“এ সন্দেহটা পাত্রের পরে দোষারোপ।”

“বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।”

“মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।”

“আমার লাভণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে।”

“কিরকম পরীক্ষা চান, বলুন।”

“একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাভণ্য যে তোমার হাতেই আছে এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।”

“কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।”

“যে রক্তকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।”

“মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা--জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্রমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।”

“ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাভণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব, লাভণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।”

“আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুন্দর তাক লাগিয়ে দিলেন।”

“আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে।”

“দেখছি, বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।”

“তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।”

“ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাভণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ। নইলে আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন।”

“বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।”

“মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।”

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেল না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল, আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়বার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, “অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।”

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, “পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন।”

“কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব--”

“ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।”

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, “কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে।

সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।”

“সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।”

“বলেছিলে, ‘অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদগুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।’ বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ করি নি।”

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাভণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, “কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এ উপদেশের বাজারদর বেশি, আকর্ষক মোহরের মতো; কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।”

“তেমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।”

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, “জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব করো না ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।”

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত যুক্যালিপ্টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাভণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাতে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাভণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, “সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।”

লাভণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিশ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাভণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, “যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।”

“তা দাও।”

“তোমাকে ডাকব বন্য বলে।”

“বন্য!”

“না না, এ নামটাতে হয়তো-বা তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব-- বন্যা। কী বল।”

“তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।”

“কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।”

“আচ্ছা বেশ।”

“আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি ‘ব্রহ্মপুত্র’ কেমন হয়। বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।”

“নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।”

“ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।”

“আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।”

“চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে-- বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী।”

“ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।”

“সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা!”

“কী মিতা।”

“তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?-- অনন্যা!”

“তাতে কী বোঝাবে।”

“বোঝাবে, তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।”

“সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।”

“বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো, পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব--

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।”

“তুমি কবিতা লিখবে নাকি।”

“নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।”

“এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।”

“কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই, কেবলই অক্সফোর্ড বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।”

এই বলেই লাভণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, “হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।”

“কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা!”

“কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের

আগুনে ; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে। তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিকল। সব ছ ছ শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চোঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো--

"For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাভণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, “ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই যুক্যালিপ্টস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি-চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে, হয়তো এইটেই ভালো।”

“কোনটা ভালো।”

“ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশৃঙ্খলতার অন্তরের নাড়িতে নাড়িতে।-- আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।”

লাভণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, “তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।”

লাভণ্য চোখ নিচু করেই বললে, “তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।”

“ভয় কিসের।”

“তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই-বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।”

“কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।”

“তুমি যখন বললে কর্তা-মা সন্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।”

“ধরাই তো পড়তে হবে।”

“মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন

আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না-- না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ে না।”

“বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদ্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ।”

“মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো ; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা ? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভাল্গার। ওটা বড়ো রেসপেক্টেবল্ ; ওটা শাম্বেত্র-দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।”

“বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।”

“মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না, তাতেই আমি খুশি থাকব।”

“বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।”

“আজ তুমি তার কোন্টা।”

“যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে রুচির ঢাকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ।”

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, “বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দৌঁছে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।”

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে

আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাভ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, “আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।”

অমিত বললে, “তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।”

“আমি চাই নে কবি হতে।”

“কেন চাও না।”

“জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।”

“বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাগুরী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি; ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা-- কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখে--

“ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের

স্বচ্ছ ধারা--

তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে

সূর্য তারা।

“আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই-- তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

“আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে

দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,

সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো

কলধ্বনি--

দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার

চিরন্তনী।

“তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

“আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে

মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনере জগায়,
নিজেরে চিনি।”

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, “যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।”

অমিত বললে, “কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর কিছু যদি না থাকে, আমার বাণীরূপ রয়েছে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “কোথায়। নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?”

“আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।”

“তা হলে কোনো-একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।”

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে-- খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, ‘লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাআর গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়-- কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়-- জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ। পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল। এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব ক’রে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।’

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮ লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, “মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?”

“ঠিক বুঝেছি মা।”

“অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।”

লাবণ্য একটু হেসে বললে, “ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।”

“সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।”

“সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে।”

“দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।”

“তা বাসেন।”

“তবে আর ভাবনা কিসের।”

“কর্তা-মা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।”

“আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।”

“কর্তা-মা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন নয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।”

“তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ, যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।”

“সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু, যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।”

“তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য।”

“বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তা-মা, খুঁৎখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে

স্বদ্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে-- মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো-একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।”

“লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।”

“কিন্তু, উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।”

“তোমার মনে হয় অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?”

“স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন। আমি তো তা চাই না।”

“তুমি কী চাও।”

“যতদিন পারি, নাহয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি-থেকে-বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী-- জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়-- নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।”

“সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া-রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না। তোমার কাছে অমিতও কি মায়া।” লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, “তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি, তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে; তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে-- দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।”

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যিক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, “তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ

যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।”

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে-- এও তো সূক্ষ্ম যোগমায়ার মা-ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, “কর্তা-মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সহিতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।”

যোগমায়া বললেন, “আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।”

“না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো-- কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছে। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্তা-মা।”

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেব্রুয়ার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জালনা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, “বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে।”

অমিত উত্তর করলে, “উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্বাবের তপস্যা-- খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা-- এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।”

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো-- থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প-কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাভণ্যকে বার বার বললেন, “মা লাভণ্য, মনটাকে পাষণ্ড কোরো না।”

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কস্মল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যলোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো-একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, “এ কী কাণ্ড অমিত।”

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, “আমার ঘরটা আজ অসম্বন্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।”

“অসম্বন্ধ প্রলাপ ?”

“অর্থাৎ, বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটোস্ট স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি-- ঘরের মিস্গভর্মেণ্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।”

“মূলনীতিটা কী শুনি।”

“সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন তেমন ব্যবস্থাও ভালো।”

আজ লাভণ্যর 'পরে যোগমায়া'র খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। ‘এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি! আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাভণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাভণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রাঙ্কে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাভণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন। পোড়ারমুখিকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।’

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তারপরে কী ভেবে বললেন, “একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।”

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল, লাভণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গৌর্কির ‘মা’ বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।

বললেন, “চলো একটু বেড়িয়ে আসবে।”

সে বললে, “কর্তা-মা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।”

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাভণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, যার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল, কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে, এল বুদ্ধি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাতে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাভণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল-- যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হুঁ হুঁ করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাভণ্যর কথা-- অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল! এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাগুবন্ত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ-রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে

আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে-- শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপার-গামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে। সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি-- আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাভণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল-- সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন্টন্ করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাভণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে-- নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল, ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ করে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে-একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাভণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, “সত্যি করে বলো দেখি লাভণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাসি?”

লাভণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, “এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা?”

“যদি না ভালোবাস, ওকে স্পষ্ট করেই বল-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।”

লাভণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

“এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে। ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না।”

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাভণ্য বলে উঠল, “আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব। আর কেউ কি এমন করে জেনেছে।”

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাভণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল। তাকে আঙুলে আঙুলে বললেন, “মা লাভণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে -- সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও, একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ প়েত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।” দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০ দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক ভাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো-- সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে ; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে ; তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “এ কী অন্যায় মাসিমা।”

“কেন বাবা, কী করেছি।”

“আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাভণ্য কী ভাববেন।”

“শ্রীমতী লাভণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন।”

“শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।”

“এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা।”

“নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাভণ্য-দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।”

“দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত ; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।”

“এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষা দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম্ অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই, লাইফ্‌স্ কমেণ্টারি ইন্‌ ভার্স্‌। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি, সে লেখাটা কোনো কবিসম্মানের নয়--

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

রিক্ত হাতে চাস নে তারে ;

সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়।

দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে ।

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের ধারে ।

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম । পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী । এই ভিজে খবরের কাগজগুলো ? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি । কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে ।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্যধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে ।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের-- নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা । এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন । আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলা ।”

“বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা । এ কুটিরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না । বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ ? মনে মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ ।”

এই বলে লাভণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন । লাভণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, “তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক ।”

অমিত লাভণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে । তিনি বললেন, “তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে ।”

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন । অনেকক্ষণ দুইজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল । এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাভণ্য মৃদুস্বরে বললে, “আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন ।”

অমিত উত্তর দিলে, “কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে, আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার । ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়র কাছে যাওয়া মূলতবি রেখেছে । বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা । কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ । সে অকূল কোনোকালে কি পার হব ।

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন--
ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে ?”

“হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।”

“বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে-না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল-- তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই-যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি ; একে থামায় কে।”

“মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে।”

“মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তরঙ্গ। তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম-- কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও !

O, what is this?

Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

একি রহস্য, একি আনন্দরাশি !
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম--

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন-- হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।”

“বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনসুন নেমেছে। ওয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে, এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোট্টে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।”

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, “মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।”

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, “বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।”

লাবণ্য বললে, “কী দরকার মিতা।”

“তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবির প্রিয়র মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা! ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোট্টো একটি কথার মতো। সে কথাটি শুধু এই, ‘পেয়েছি।’ আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।”

লাবণ্য বললে, “আচ্ছা, তাই থাক্।”

“কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।”

“আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।”

“আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।”

১১
মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল, আগামী অগ্রহান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, “তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।”

“এমন কড়া শাসন কেন।”

“সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।”

“এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ, এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা--

চলি যবে গেলা যমপুরে

অকালে !

শিলঙ থেকে আমিই নাহয় চললুম, কিন্তু পাঁজি থেকে অগ্রহান মাস তো ফস্ করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান।”

“কী করবে।”

“মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায়, দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ-মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন।”

লাবণ্য বললে, “প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।”

অমিত বললে, “সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বার বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।”

“মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।”

“আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামী জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।”

“দামের হিসাবটা শুনি।”

“রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহারবারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ করে ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।”

“আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল।”

“এখন কোনো দরকার নেই, সে কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে, ব্যবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে-
-জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমার মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয় ; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমার আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো ? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।”

“বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে--দশটা-পাঁচটা।”

“দোষ কী। কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।”

“কিসের কাজ, বলো। বিনা মাইনেয় ?”

“না না বিনা মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো-আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।”

“আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর ?”

“স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি--গঙ্গার ধার ; পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি-পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকা বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ-ধারে ছ্যাংলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু বসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে-সাদায় রঙকরা আমাদের ছিপ্ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম, বলে দাও তুমি।

“বলব ? মিতালি ?”

“ঠিক নামটি হয়েছে--মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল। বাগানের মাঝখানে দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।”

“রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব।”

“দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী ; আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।”

“দীপক।”

“ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব। মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই--সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বার্ট্রাঙ্ক রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহৃত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।”

“আর তোমার বাড়িতে আমি ?”

“ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।”

“নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে

বরঞ্চ আমি বুর্কা পরে যাব।”

“তা হোক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।”

“আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?”

“তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে--চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।”

“এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।”

“আচ্ছা বেশ।” পকেট থেকে একটা নোট-বই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে--

"Blow gently over my garden

Wind of the southern sea

In the hour my love cometh

And calleth me.

চুমিয়া যেও তুমি

আমার বনভূমি

দখিন-সাগরের সমীরণ,

যে শুভখনে মম

আসিবে প্রিয়তম,

ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।”

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, “এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি, তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।”

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, “না, আমার এই নোট-বইয়ে লেখো।”

লাবণ্য লিখে দিলে--

“মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্ম।”

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, “আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি, শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।”

লাবণ্য বললে, “নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?”

অমিত বললে, “সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিঝিঝি করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধ্যাবেলার রঙটা কী। মিলনের জয়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির-দাঁতে-কাজ-করা

খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে, আমি যাব সমুদ্রে।--এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাঙ্গের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত।”

“মেনে নিতে রাজি আছি।”

“মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে বন্যা।”

“তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।”

“প্রয়োজন নেই তোমার?”

“না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সহিতে পারবে; সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।”

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই। সাড়ে-তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পূব-দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেওয়াল, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আমলারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দু হাত তফাতে নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে--

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে

ওগো দক্ষিণ-হাওয়া

প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে

চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা।”

“কিছু না মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে।”

“আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধু তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিসক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।”

তোমারও হাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধু কি চিরদিনই নববধু থাকবে।”

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, “থাকবে, থাকবে থাকবে।”

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী থাকবে অমিত। আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।”

“জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায়, সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।”

“একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।”

“একদিন সময় আসবে, দেখাব।”

“বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।”

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, “কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।

“আত্মীয়স্বজনেরা কি জানে, কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব।”

“খুব জানে। নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের। তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল। এ যে যুগ-বদল! তার মাঝখানে একটা কল্পাস্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাভণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।”

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাভণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাভণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাভণ্য মৃদুস্বরে বললে, “চলো এবার।” কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাভণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, “কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে। তার আগে আর দেখা করতে আসব না।”

“কেন আসবে না।”

“আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল--ইতি প্রমথঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে-বয়ে স্বর্গ।”

লাভণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরম ক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে। রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই প্রণামটি করে; বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, “বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা-কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।”

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে--

“তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব-হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।”

“বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল। তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।”

“ভয় কিসের মিতা। এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, স্মানতা আসে না--এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে।”

“কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলো কোথায়।”

“রবি ঠাকুরের।”

“তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।”

“বইয়ে বেরোয় নি।”

“তবে পেলো কী করে।”

“একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত। বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলোই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।”

“আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।”

“সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।”

“তাকে দয়া করেছ?”

“করবার অবকাশ হল না। মনে মনে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।”

“যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি, এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।”

“হাঁ, তারই কথা বইকি।”

“তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল।”

“কেমন করে বলব। ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে--

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া

এনেছ অশ্রুজল।

এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া

দুঃসহ হোমানল।

দুঃখ যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠে,

মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।

এ তাপে শূসিয়া উঠে বিকশিয়া

বিচ্ছেদশতদল ।”

অমিত লাভণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, “বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল। ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়। কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।”

“একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যই বিদায়ের কবিতা মনে হল।”

“সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই।”

“কেমন করে বলব। কিন্তু এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।”

“বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।”

“দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।”

“তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।”

“আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।”

“রাগ কোরো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।”

“রাগ করবো কেন।”

“আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল--”

“তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি, তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্য।”

“সর্বনাশ! তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো--”

“ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যেভাবে বোঝ আমিও তাকে সেইভাবেই বুঝে নেব, এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।”

“কেন।”

“আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেল্ফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।”

“আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড়ো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।”

“কিছু খারাপ হয় নি, হওয়া ঠিক আছে।”

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল--

‘সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত-পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জগ্রত চন্দ্র।
আঁধারের বন্ধের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বপ্নতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপ্ননেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড়ো বেশি; যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লাস্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বপ্ন সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে--

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লাস্তিতে আমি অবশঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লাস্তিতেই কি ওর শেষ। ওর টিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ও পারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল--

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা

জাগরণে করো তারে পূর্ণ ।
উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ
হাতে করে এল বলে--

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য ।
আঁধারে নিজেই ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য ।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিণু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র ।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি । কাল সকালবেলা চলে যাব । কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই
নে । তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে । অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে
এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে । এর মধ্যে একটা
আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার
মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয় ।”

“রাগ কর কেন মিতা । রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বারবার বলে লাভ কী ।”

“তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি--”

“ও কথা বোলো না মিতা । আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারো সঙ্গে আমার মিল
হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ । নাহয় কথা রইল, তোমার সেই পঁচাত্তর
টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ে, আমার
কবির লেখা তোমাকে শোনাব না ।”

“কথাটা অন্যায় হল যে । পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো
বিবাহ ।”

“রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সহিবে না । রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে
চুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই ।”

“ভালো করলুম না তর্ক তুলে । আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধ্যাবেলার সুর বিগড়ে গেল ।”

“একটুও না । যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের
সুর । তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই ।”

“আজ আমার মুখের বিস্মাদ ঘোচাতেই হবে । কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না । ইংরেজি কাব্যে আমার
বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে । প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম ।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজি-বাড়ির বুল্ডগের মতো-- ধুতির কোঁচাটা দুলাছে
দেখলেই ষেউ ষেউ করে ওঠে । ধুতির মহলে কোন্টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না । বরঞ্চ খানসামার
তকমা দেখলে লেজ নাড়ে ।”

“তা মানতেই হবে । পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয় । অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে

তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না, অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমন সাহসের অভাব ঘটে। থাক্ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা--
বিনা তর্জমায়।”

“না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারো নয়।”

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, “জয় নিবারণ চক্রবর্তীর! এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।”

“তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে।”

“না থাক তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।”

“আচ্ছা, কান-মলার কথা পরে স্থির করব; এখন শুনিতে দাও।”

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল--

“কত ধৈর্য ধরি

ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।

তব পদ-অঙ্কনগুলিরে

কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।

আজ যবে

দূরে যেতে হবে

তোমারে করিয়া যাব দান

তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে

এ জীবনে

হোমায়ি উঠে নি জ্বলি,

শূন্যে গেছে চলি

হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।

কতবার ক্ষণিকের শিখা

আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা

নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।

লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন

হোমহতাশন

জ্বলেছে গৌরবে।

যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।

আমার আত্মি দিনশেষে

করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণপরিণাম।
এ প্রগতি'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে,
তোমার ঐশ্বর্য-মারে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রগতি মোর পায় যেন স্থান।”

১৩
আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাভ্যের পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আঙ্গিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাভ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল যুক্যালিপ্টাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেই এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা; কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝাঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায়, গল্পের গাঁথন ছিল, পথিক গেছে চলে। লাভ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির স্মৃতিস্মানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এখন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুম্‌দাম-শব্দে ঘরে ঢুকেই “মাসিমা” মাসিমা” করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাভ্যকে ডানেন নি; বুঝেছিলেন, আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাভ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, “কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি।”

“ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।”

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “খবর সব ভালো তো?”

লাভ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, “আজই সন্ধ্যাবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিস্তির, আর তার দাদা নরেন।”

“তা ভাবনা কিসের বাহা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না।”

“সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।”

“আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খেপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।”

“না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির

খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।”

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাভণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেলের যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাভণ্য বুঝলে, যে-বাসা এতদিন দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাভণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, “আমি হোটেলেরই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।”

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানা, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল। লাভণ্যও ভাবলে, অমিত ওকে নিয়ে বোনের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাভণ্যর কাছে বিশ্বাস ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাভণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার কি সময় আছে। বেড়াতে যাবে?”

লাভণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, “না, সময় নেই।”

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, “যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।”

লাভণ্য বললে, “কর্তা-মা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ে অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাতেই ঠিক করেছিলুম, আজ থেকে কিছুতেই আর টিলেমি করা হবে না।” বলে লাভণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাভণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, “আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।”

এই বলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, “বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক। নিশ্চয় ভেবেছে, ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকবে। দাম বেশ-একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সম্মান তো পেয়েইছিলুম, সে সম্মান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকানো থাকবে।”

লাভণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, “আর-কারো কথা অত করে তুমি ভাব কেন। নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।”

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, “বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।”

“ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি ; সেটা হচ্ছে ত্যাগের।”

“বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো ; সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই। ওরা কি একজন মাত্র। সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটি কবিতা লিখেছে--সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা--

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্রববে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরিট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতে।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না।”

“মিনতি রাখো মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের

ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু করো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা করো ।”

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্-একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাভণ্য তা বুঝেছিল ।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে । কিন্তু সেইটে যে লাভণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না । একটু নীরসভাবে বললে, “তা হলে যাই, বিশৃঙ্খলিত আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন । ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি ।”

তখন লাভণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, “দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার । যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না ।” এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল ।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল যুক্যালিপ্টাস-তলায় । দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো । দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে । জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সক্রমণ । তার পরে দেখলে, ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের ‘বলাকা’ । তার নীচের পাতাটা ভিজে গেছে । একবার ভাবলে, ফিরিয়ে নিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে । হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না ; বসে পড়ল গাছতলাটাতে । রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে । ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা ; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘননীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল । আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর ।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাভণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বুকুর ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছলছলিয়ে । কাছে এসে বললে, “মিতা, তুমি কি ভাবছ ।”

“এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো ।”

“মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না । তা তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি ।”

“তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম--কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে । আজ মনের মধ্যে জগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি--অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে । হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়াল লম্বা লাঠি, পিছে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি । তুমি চলবে সঙ্গে । তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বন্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি । ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের ।”

“ডায়মণ্ডহার্বারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল । তা যাক গে । কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে । দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে আর আমি আর-একটাতে ?”

“তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরানো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।”

“হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা।”

“তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়-- রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।”

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, “শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছা করে।”

“এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, টিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান?”

“কী, বলো।”

“প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলাম, নানা কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল। নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম, ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।”

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয়-মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, “জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।”

“কেমন করে।”

“আমি ঘর বানিয়েছিলাম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল, তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজলুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধু, ঘরে এসো। তুমি আজ বধুসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন

হবে।”

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাভণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, “মিতা, আর নয়, সময় নেই।”

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাভণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙ-সুদ্ব বাঙালি জানে। গভর্নেন্ট আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয়--তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফাস্ট ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগে নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজে--অ্যাটার্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো! সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখে নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায়-ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত, চুরিবিদ্যের মতোই। তার সার্থকতার প্রমাণ হয়, যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে, “অমিত রায়ের অমিতাচার”। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যুক্তের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাকৃত অত্যুক্তি-উদ্গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতুহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষাকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি-সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে-পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাস্যগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তি-নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিষ্ফেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বে-তার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি--কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে

উদ্ধৃত হাউয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ, কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল যুরোপে ছিল। জামিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আঅসম্মান লাভ করা যায়, এই জন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে যুরোপের অনেক বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্ঠার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ব বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোর্ফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সমতুল্য কন্টকিত করেছে, এ দিকে মাথায় বাঁকড়া চুলের প্রতি তার সমতুল্য অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামী হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো--এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিধাক্রম করতে সাহস হয় না। যুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালায় রেজিস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা, কর্পূরতলার নাম-পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অসল কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত ; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদগদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা-- বিলিতি কৌলীন্যের বাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাটা ব্যাঙাটির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্বশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ ; এখন মনে হয়, সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল এখন বারবার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুরের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত ; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলের, কখনো টেকির

হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্বেক করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুর-ওয়াল জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগল-জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিঙ্কিত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পয় নি, কিন্তু ডবল প্রমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগ্‌টগ্‌ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা-- এরও তাই। খুরওয়াল জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে হয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্টমাসের প্লাম্‌ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে, এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিস্টি নাচওয়ালির কাছে সে নাচ শিখছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাভণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার “স্পেশাল ক্রিয়েশন”। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাকে মেয়েদের সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতের উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতের ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝক্‌ঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়। এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, “দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার

দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখনকার পাইন গাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।”

অমিত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন "mute insensate things"।

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল, লাভণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ঘ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাভণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, “খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।” খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সুখীযুগলের কাছে বলে, ‘চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।’ কিন্তু প্রপাতটা কোন্‌ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্‌-অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়েদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্য কে বুঝবে।

১৫
ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়া বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল, বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাভণ্য।

কেটি টক্ টক্ করে উপরে উঠে উৎরেজিতে বললে, “দুঃখিত।”

লাভণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে “কাকে চান আপনারা।”

কেটি এক মুহূর্তে লাভণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, “মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।”

লাভণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বললে, “তঁাকে তো আমরা চিনি নে।”

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ ঠারঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা। কেটি ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, “আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him” .

ভাব দেখে লাভণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, “কর্তা-মাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।”

লাভণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার টীচার?”

“হাঁ।”

“নাম বুঝি লাভণ্য?”

“হাঁ।”

“গট ম্যাচেস?”

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, “দেশালাই।”

সুরমা দেশালাইয়ের বাস্তু নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “ইংরেজি পড়?”

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, “গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক, ম্যানার্স শেখে নি।”

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। “ফেমাস লাভণ্য! ডিল্লীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি।”

সিসি উচ্চঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ

অদ্ভুত-ধরনে-কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া। কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে।

“সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্-এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।”

এই বলে টেবিলে অ্যালুজ্জেরার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্মনহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে!

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাভণ্য হল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুই-চোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি-নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাভণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, “নটি ডগ্।”

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড় ভাবে একটু ঘাড় ঝাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাভণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাভণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, “আমি সিসি, অমির বোন।”

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, “অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা।”

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, “এসো মা, ঘরে বসবে এসো।”

সিসি বললে, “সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।”

যোগমায়া বললেন, “এখানে আসে নি।”

“কখন আসবেন জানেন?”

“ঠিক বলতে পারি নে--আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।”

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, “যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালে জানেই না।”

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, “শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের

হোটেলেরই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।”

কেটি বেশ-একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, ‘লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।’

আসল কথা, গোড়াতেই লাভগ্যাকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্ৰহস্ত--একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরা, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে। যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রুঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রুঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের। সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখ-চোরা আপত্তি লুকিয়েছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের দ্র এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুমি মারতে প্রস্তুত--that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটির। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ, একটা কাপড়ের তোরঙ্গ আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাভগ্যার শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে বিকেলে সাড়ে-চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতের ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাভগ্যাকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লাভগ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে--একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে

রেখেছ--সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি ; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে।

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে, যেমন বহুদিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দায় যে কোণটায় বসে লাভণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাভণ্যকে বলেছিল, নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাভণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা ; লাভণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল ; সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃকপাতমাত্র না করে “মাসি” বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, “মাসিমা, লাভণ্য কোথায় ?”

“কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।”

“এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।”

“বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।”

“চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।” যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চোঁচিয়েই বলে উঠল, “অপমান ! চলো কেটি, ঘরে যাই।”

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, “কোনো ফল হবে না।”

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; বললে, “হতেই হবে ফল।”

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, “চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।”

কেটি বারাণ্ডায় ধন্য দিয়ে বসে রইল। বললে, “এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।”

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাভণ্যকে। লাভণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে

একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাভণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, “মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাঙ্কর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।”

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাভির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিষ্টিং দূর হতেই অহিংস্রগর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, “সিসি, এঁরই নাম লাভণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।”

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, “আই কনগ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে। রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।”

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাভণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, “আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ। আমি বলেছিলুম, বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।”

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, “কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।”

“কী করতে হবে বলো।”

“নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায় ইংরেজিতে যাকে বলে হ্ভরধ ফষষড়ন।”

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, “মনে পড়ছে সেই গল্পটা--একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোনো পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসে ছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়। মিস লাভণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না

আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।”

সিসি উচ্চঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাভণ্যকে বললে, “অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু ; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্ করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সান্ডে স্কুলের বিধানমত ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন--এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে ? দেখো তো সিসি, কী অন্যায্য।”

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি-কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বলল, “অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সাস্তুনা থাকবে না। এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।”

সিসি বললে, “বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই।”

“মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল--এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে, অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন। সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না। এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।”

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিলড

Tender is the night

And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল “মন্ আনী”, ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে ‘বঁধু’ !

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলো না কী বলবে।

কেটি বললে, “বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।”

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেলা-করা মুখের উপর দিয়ে দর্ দর্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬ মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাভণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :

শিলঙে কাল রাতে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শান্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাভণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণা ভীর্ণতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল। আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাভণ্য চিঠিতে লিখলে :

তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি ; আজও, তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, “বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত ভয়ে ভয়েই বলেছিল ; ভেলেছিল, লাভণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাভণ্য সহজেই বললে, “চলো।”

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাভণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাভণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না ! চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাভণ্য আস্তে আস্তে বললে, “একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে

আংটি খোলালে কেন।”

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, “তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্যা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ।”

লাবণ্য বললে, “তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।”

অমিত বললে, “কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।”

“কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন। সে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি, ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো ; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক্ গে ও সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।”

“বলো, নিশ্চয় রাখব।”

“অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার, ওকে আমোদ দিতে পারবে।”

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, “আচ্ছা।”

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, “একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ে না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন ; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।”

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহের এই পৃথিবী যেমন অন্তরশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই যুক্যালিপ্টাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, “ঘর খুলে দেব কি। ভিতরে বসবেন?” অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, “হাঁ।”

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্ফ্ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা ; দু-চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্সিল টেবিলের

উপরে। পেন্সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্ধ্যমের বোবা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্মনহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান--বাছা ! সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতর এক বন্ধু ঠাটা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্রের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণাস্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড়ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুর্বে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভুতে ডাকে “কেয়া” বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের “নিরুদ্দেশ যাত্রা” কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না। যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর “নিরুদ্দেশ যাত্রা”র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, “অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?”

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, “লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে।”

“না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।”

“খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।”

যতি হেসে বললে, “এর মধ্যে ভুল বোঝার জায়গা কোথায়। বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।”

“দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।”

যতি বললে, “অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।”

“আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে--মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়; মানুষকে বাদ দিয়ে

তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।”

“তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।”

“সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব। ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যাস্ত।”

“তা হলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।”

“ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি। উপায় কী। তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।”

“তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে।”

“এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খমত করতে দোষ নেই।”

“ধরে নাও-না প্রাণের গরজেই।”

“শাবাশ, তবে শোনো।”

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহেণ সাহিত্যালোচনা এবং সায়াছে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বলে, “অস্বিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অস্বিজেন আর-এর ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার-দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?”

“সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।”

“যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।”

“তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।”

অমিত বললে, “একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।”

“কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না।”

“জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।”

“কিন্তু--”

“কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ হাঁচে ঢলাই করে জোগাতে হবে নাকি। কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্তেও ঘটা ব রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল; আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব, সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাভণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।”

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, “দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না-হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়--কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল--প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাভণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।”

যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, “কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না।”

“যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।”

“কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি--”

“তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাভণ্যর কাছে তিনি ঋণী।”

“তা হোক, শ্রীমতী লাভণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।”

“নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?”

“দেব।”

অমিতর এই চিঠি :

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সহিবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে--অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।

অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অস্তিম আগমন।

লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;

আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।

বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।
মিতা।

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্তপ্রাশনে। অমিত
গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে উইলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী
পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাভণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে
শোভনলালের সঙ্গে লাভণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের
শিখরে। অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়িয়ে ধরিল মোরে ফেরি তার জাল--
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়--
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো--কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি ।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম ।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে ।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের স্নান স্পর্শ লেগে ;
ত্বষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে ।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর ত্বষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে ।
আজো তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বেশ্বর ।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই--
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই ।

উৎকর্ষ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে ।
শুরুপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বস্তুখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথোলা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।
তোমারে যা দিয়েছি তোর
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার ।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম ।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান--
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

বন্যা

ব্যালাব্রুয়ি, বাঙ্গালোর
২৫ জুন ১৯২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুই বোন

১৯৩৩

শার্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলে বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অর্নিবচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শাস্ত চোখ ; ধীর গভীর চাহনি ; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল ; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা ; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত ; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যস্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর 'পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে পরে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সন্মেনহ তিরস্কারে বলে “আর তো পারি নে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!” যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হল, দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, “ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।”

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গাঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুণ খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে? মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, “আহা, একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।” বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রী সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্মিঙ্ক ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ করে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, “মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল সকাল খেতে এসো।” রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, “দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিল্লীর মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়িবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।”

শর্মিলা বললে, “হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা।”

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অতু্যক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনি আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে। চুপ করে মেনে যেতে হল, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায় অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হ'ল দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায় নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অঙ্করে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ-করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধ্যানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা দুর্জন মূর্তি ওদের বেদখল করবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্বিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসন্ত্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, “দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।” শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে

যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, “আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে”--শর্মিলা কানই দেয় না! অবশেষে জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহাৰ সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, “জান কতবড়ো লোকটা!” স্ত্রী বললে, “জানার গরজ নেই। যে-গাড়িটা আমাদের, সে-গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।”

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, “যদি অপমান করত?”

শর্মিলা জবাব দিলে, “তুমি আছ কী করতে?”

শশাঙ্ক শিবপুরে পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই টিলেমি থাক চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাকটিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উলটো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, “ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।” এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিশ্বাস হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হল চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে-রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তা হলে চাকরির জালটাতে আরো একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে--হয়তো বা স্বয়ং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হাউসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররা-গুলিতে শশাঙ্কের সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটে নি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্করই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের পুরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করে গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল

সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগে নি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্ফ-ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, “আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।”

দিতে পারলে অপমানের জোকটা বুকের কাছে থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্তক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম.এসসি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শিশুর শুভকর্মে বিলম্ব করেন নি--শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শিশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করে নি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয়, বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সম্মত হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্তর্পূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, “চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারই।”

শর্মিলা বললে, “তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যান্যটাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।”

শশাঙ্ক বললে, “কাজ তো করা চাই, ধুবকে ছেড়ে অধুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্ পাড়ায়।”

“সে-পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বল তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বেলুচিস্তান মরুপ্রদেশের ও পারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই কর না।”

“সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দুরবীন পাই কোন্ বাজারে।”

“মস্ত দুরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মধুরদাদা কলকাতায় বড়ো কন্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।”

“ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।”

“এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন সুদে বাড়ছে! শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।”

“সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।” বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্মিলা স্বামীর কাপড় টেনে বসিয়ে বললে, “আমিও যে তোমারই।”

তার পর বললে, “বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেন্পেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্নেশন-পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।”

“আমারও শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।”

লিখলে রেজিগ্নেশন-পত্র।

পরদিনই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, “একদিনও তো বোনের খবর নাও না।”

মেয়ে-প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, ‘তুমিও তো নাও না।’ পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে। বললে, “নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কিনা তাই ভুল হয়ে যায়। আর, তা ছাড়া তোমারাও তো দূরে দূরে বেড়াও।”

শর্মিলা বললে, “কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। তখনই মনে হল মথুরদাদাকে নিজে গিয়ে কনগ্রাচুলেট করে আসি।”

“একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।”

ব্যাপারখানা এই : নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হল যেরকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, “এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বল তুমি।”

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হল না ; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হল।

ব্যবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরেসুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কজ্জিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আঙ্গিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা-সুকতলাওআলা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা--শশাঙ্ক উঠেপড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনো ইষ্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বহিত একই খাদে, এখন হল দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর-একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কের অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, ‘বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে। কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ, বিশ্বাসের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকর্ষা সবগে উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সন্ধ্যাবেলায় সেকেণ্ডহ্যান্ড ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর--আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হল জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, “গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।”

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, “পরের হাতের আপদও একই জাতের দুঃখম।”

একদিন কোন মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সের পেরেক, হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টংকারে টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা ; বললে, “কিছুদিন থাকো শুয়ে।”

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, “কাজ।” এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, “কিন্তু”--এবার বিনা বাক্যেই ব্যাণ্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক-

কাকুতিমিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা--‘কাজ আছে।’ শর্মিলা অকারণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্‌দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের--স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া খটখটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টেটাভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, ‘চললুম, ফিরতে দেরি হবে।’ মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওআটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকোলনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চার দিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে ‘ওগো শুনে যাও কথাটা’। ওদের ব্যবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে, দস্তুরমত রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, ‘বাস রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।’

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধিমনত আশ্চর্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, ‘কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝি নে।’ আলুর খোসা ছাড়বার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, ‘আলুর দম তৈরি করবার বারো-আনা দুঃখ যাবে কেটে।’ পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈস্কর্কম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলো। সুবিধা এই যে, ইঁটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানো সাজানো-গোজানোর মহোদ্যম দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না, তবু তারই ক্লাস্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের ; ফুলদানি একটা-আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওআলা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনো ছুটোছটা কাজ

কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওআলা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটিজোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। আপিস-ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতি-কালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তু-ব্যুহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়-সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে--বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওআড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ধ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল, ঘরদুয়ার বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, “এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।”

“হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।”

“বিজ্ঞেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।”

“আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমতন্ন করে ফেলেছি।”

“দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না” এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্নে লোকজন এল। বিজ্ঞেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজ্ঞেস! আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হল। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজ্ঞেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হল, তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারো খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না,

বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা-অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহু-বন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বৈকি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সসকরণ উৎকর্ষা, আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিতমনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে 'দৃষ্টি রেখো', যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়ে শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্-এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ-তৈরির ব্যবসাতে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেন্ট-অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিন্তোৎকর্ষের আবশ্যিক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দরগস্তীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিশি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে ‘না’ বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজর্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেতে, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব করে। গবর্নেন্ট হাউসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রীপূজায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভূরিপরিমাণই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে উর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের উর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য তার চারি দিকে উৎকর্ষিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ ছিল যুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জার্মান শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অস্ত্রে কিম্বা শরীরে কোন্ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হল তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারে অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বন্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল

সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত হল সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম শোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন-পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী, নীরোদ মুখুজে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা-কাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের ‘পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে উর্মির অকস্মাৎ মনে হল, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, “দেখো তো বাবা, অল্প বয়স অথচ নিজের পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।”

বাবা বললেন, “ডাক্তারিবিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারো কারো মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।”

এদের ভক্তির শুরু হল একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়। তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, “দেখ্ উর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, ‘মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো।’ স্থির করেছি তার নামে একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।”

উর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, “খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো যুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাঁসপাতালের ভার নিতে পারি।”

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, “ঐ হাঁসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়ত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তাকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।”

বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হল না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁরছেলে বাঁচে নি, কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে

পারে। মেয়েকে বললেন, “এখানকার যুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে যুরোপে।”

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতে টলে না মন। হালের যতকিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উল্টেপাল্টে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মুর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তির লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো-একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম উর্মিকে বললেন, “ভেবে দেখলুম, আমাদের হাঁসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।”

রাজারাম আর যাই পারল হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত, মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনই করল, অভিরাচি যেমনই থাক, হেমন্তের পুরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হল।

নীরদ মুখুঞ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ পাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই, কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তের সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে উর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ, এ ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে, আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি-বা থাকে, তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, সে-সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই-সকল কারণে ওকে উর্মির উমেদার-শ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করে নি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর পুরে উর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুশি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেইসঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন,

“সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।”

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্‌বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ স্বীকার, প্রায় আঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ-উপশমের উপায়-স্বরূপে শর্ত রইল যে, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ উর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নী-রূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অশ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ উর্মিকে বললে, “পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।”

উর্মি নম্রভাবে বললে, “আচ্ছা, পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।”

নীরদ বললে, “তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারি দিকে। তা হলেই তোমার জীবনে অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম।”

উর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক উর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্টেলেক্চুয়াল।

রাজারাম গুঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে “ছেলেটা অসহ্য জেঠা ; ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেষ্টির শেষ কোণে!”

শর্মিলা হেসে বলে, “ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।”

শশাঙ্ক বলে, “ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাই বদল করলে কেমন হয়।”

শর্মিলা বলে, “তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচ, আমার কথা আলাদা।”

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃত্ব ভাবে বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, ‘ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই।’

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, “এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন

এল ।”

“ইংরেজি মতে ?”

“না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে ।”

“নতুন নামটা শুনি ।”

“বিদ্যুৎলতা । নীরদের পছন্দ হবে ! ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে, এবার ঘরে পড়বে বাঁধা ।”

মনে মনে বলে, ‘সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে ।’ ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে । ‘হায় রে, এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে ।’ কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সাস্তুনাজনক হতে পারত, বলা শক্ত ।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হল । উর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে ।

উর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো । তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝলমল করে বেড়ায় । সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য । সায়াস্পে যেমন তার মন সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয় । ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না । প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত । রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে ‘ছ্যাঃ’, কিন্তু কৌতুহলও যথেষ্ট । বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায় । জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে । বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত । টেনিস খেলে, ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ । এ-সব দাদার কাছে শিক্ষা । তন্বী সে সঞ্চরিত লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে । সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি । জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, টিল দিয়ে, আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না । গান ভালো গাইতে জানে না ; কিন্তু সেতার বাজায় । সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে । মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে । কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না । সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে । কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে ।

সবাই বলে, উর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। উর্মি জানে, ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা হাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, ‘আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।’ সময় হল না, কিন্তু উর্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। উর্মির জন্যে পাঠ্যপর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, “দেখো উর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলই চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছোবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।”

বলত, “তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মউমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।”

নীরদ সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিতে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এইরকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। উর্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়! নিজেকে কেবলই লাঞ্চিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের--কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকলপ্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। উর্মির টেবিলে গল্প কিম্বা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনই সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেলবেলায় উর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে ইংরেজি ভাষায় বলেছিল, “দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।”

শুনে উর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, ‘এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যিই তো কমে আসছে--আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে। সতর্ক হতে লাগল, কাপড়-চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হল মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেবরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গম্ভীতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশ্যে যে-সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে

তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে উর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে উর্মির যে আত্মীয়সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন উর্মিকে বললে, “দেখো উর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে, তাই কর্তব্যবোধে অপ্ৰিয় কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।”

উর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল নীরদেরই সিদ্ধিকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে উর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। উর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা উর্মির একরকম করে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বীর হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে--এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণবিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয়, যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনই ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিন্তকে মুক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব করে। বলে ‘সেন্টিমেন্টালিটি করা আমার কর্ম নয়’ উর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিবলে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক-না-কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছে দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, “দেখো উর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে-সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই-সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।”

উর্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, ‘এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো

থাকবে না ?

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্নের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরের উঁচু নিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের উর্ধ্বে ; অনতিস্ফুটে আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস ! হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্কৃমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে 'আমি কিছু মানি নে'।

ডার্মমালা

নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হল। যুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিকসমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুটল--স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হল না। কেবল এই কথাটাই বার বার করে বললে যে, “আমি চলে যাচ্ছি, এখন তোমার কর্তব্যসাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।”

উর্মি বললে, “কোনো ভয় করবেন না।”

নীরদ বললে, “কিরকম ভাবে চলতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে, তার একটা বিস্তৃত নোট দিয়ে যাচ্ছি।”

উর্মি বললে, “আমি ঠিক সেই অনুসারেই চলব।”

“তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।”

“নিয়ে যান” বলে উর্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেকে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হল, “আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে তাহলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্বল হয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ের ওরকম উৎসাহ ওরকম বুদ্ধি কম বাঙালির মধ্যে দেখেছি। ওর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলছি, ওর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।”

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠল এবং যে-সব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ভাবনার কথা নীরদ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে, ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচানো উর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। উর্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

উর্মি বললে, “আপনি কেন এত বেশি উদ্বেগ হচ্ছেন?”

“কেন হচ্ছি শুনবে ? রাগ করবে না ?”

“সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। জানি সহজ নয়, তবু সহ্য করতে পারি।”

“তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে, এ আমি লক্ষ করে দেখেছি। তাঁর মনটা একেবারে হালকা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কিনা বলো।”

উর্মি ভাবে, লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি। ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে উর্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের শাড়ি।

উর্মি বললে, “হাঁ, আমার ভালো লাগে সে কথা সত্যি।”

নীরদ বললে, “শর্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্যকর্ম, কখনো কর্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারই প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেই দিনই ওঁর যেন মুখোশ খসে পড়ে, তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেঁধে যায়, চুলে কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আলমারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার শখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।”

উর্মিকে মনে মনে মানতেই হল যে, শশাঙ্কদা এইরকম দৌরাভ্র করেন বলেই তাঁকে ওর এত ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর 'পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন, কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বললে, “যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশয় না পায় সেইখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকত না, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষণ করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা, এ আমার দ্বারা কখনোই হতে পারত না।”

উর্মি মাথা নিচু করে বললে, “আপনার কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখব।”

নীরদ বললে, “আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যে-সব চ্যাপ্টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।”

উর্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলই সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল ‘হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।’

নীরদের দাগ-দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজান-পথে।

নীরদ চলে গেলে উর্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে শুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বদ্ধ করে রাখে। সারা দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার করে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায়, তবু হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার দূরবর্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলই ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয় নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন-মনে গান গাইত গুন গুন করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হলে বাজাত সেতার। আজকাল এক-এক দিন সন্ধেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরছে এমন কোনো দিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যে দিনকে যে মানুষকে পূর্বে সে কখনোই বিশেষভাবে আমল দেয় নি। এমন-কি, সে মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্ছে, প্রজাপতির ক্ষণিক হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ-সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ততই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে। মনে মনে কেবলই জপ করে, ‘কী প্রতিভা! কী তপস্যা! কী নির্মল চরিত্র! কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য!’

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে, সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে উর্মির বিবাহের সম্বন্ধ হলে শশাঙ্ক এবং সন্দিক্শমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট। ওর আইডিয়ালিজম্ যে গোপনে ডিম পাড়ছে উর্মির টাকার থলির মধ্যে, এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস করেছে বৈকি, কিন্তু যে দেবতার কাছে তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি শিশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তার পরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জমা করবেন শিশুরের চেকবইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এইরকম কথাবার্তা অপরিহার্য। উর্মিকে বললে, ‘আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে ; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে।’ শৃশুর ওকে যুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হল না। সেজন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতেও হল। রাজারামবাবুকে জানিয়েছিল, ‘হাঁসপাতাল-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাঁসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।’

এই একান্ত নিস্পৃহতা দেখে ওর পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হল, আর উর্মি খুব গর্ব অনুভব করলে। এই গর্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্মিলার মন নীরদের পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। বললে, ‘ইস ! দেখব দেমাক কত দিন টেকে !’ তার পর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমত অত্যন্ত গভীরভাবে কথা কইত শর্মিলা আলাপের মাঝখানে হঠাৎ উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছু দূর পর্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। উর্মির খাতিরে কিছু বলত না, কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট তেজোন্তু ছিল।

প্রথম-প্রথম নীরদ প্রতি মেলে চিঠিপত্রে চার-পাঁচ পাতা ধরে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেছে। কিছুদিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরি দাবি, অধ্যয়নের প্রয়োজনে। যে গর্ব এত দিন উর্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগল বটে, কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলো। যত দিন যায় এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে ততই উর্মির পূর্বস্বভাবটা কর্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানা ছলে ফাঁকিও দেয়, অনুতাপও করে। এইরকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনাজনক।

উর্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসংকোচে বলে, “কাকাবাবু, টাকাটা--”

ম্যানেজারবাবু বলেন, “ধাঁধা লাগছে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ও পক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।”

ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

উর্মি বলে, “কিন্তু বিদেশে--” কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, “এ দেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদলে যেতে পারে সে জানি--কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কি করে।”

উর্মি বলে, “টাকাটা না পেলে হয়তো বিপদে পড়তে পারেন।”

“আচ্ছা বেশ, পাঠাচ্ছি মা, তুমি বেশি ভেবো না। বলে রাখছি এই শুরু হল, কিন্তু এই শেষ নয়।”

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হল। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের।

ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বললেন, “শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।”

উর্মি শশব্যস্ত হয়ে বললে, “আর যাই কর, দিদিরা এ খবরটা যেন না পান।”

“একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগছে না।”

“একদিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।”

“পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।”

“কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতে হবে।”

“অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারছি নে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেজের ব্যবস্থা করে পাঠানো যাক।”

ফেরবার প্রস্তুতিতে উর্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল, ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বললেন, “এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে এতে ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।”

রাধাগোবিন্দ উর্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাকার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগল, ‘দিদিকে হয়তো বলতে হবে।’ এ দিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, ‘যথোচিত দুঃখ হচ্ছে না কেন?’

এই সময়ে শর্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়। নানা ডাক্তার লাগল নানা দিক থেকে ব্যাধির আবাসগুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বললে, “সি. আই. ডি.দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।”

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বললে, “দেহটার খানাতল্লাশি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।”

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে। আর-একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারের নূতন বাগানবাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিন মাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলের কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসূত ছিল না। শর্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয়, অথচ উৎকর্ষা থাকে কাজের জন্যে।

এত দিন ওদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্মিলার হয় নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো

বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্বেগে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করছে ওর মন। কাজ কামাই করে ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, ‘কেমন আছ?’ তখনই শর্মিলা উত্তর দেয়, ‘তুমি মিথ্যে ভেবে না, আমি ভালোই আছি।’ সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বললে, ‘ডেকানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব ডাক্তার আসবার আগেই।’

শর্মিলা অনুযোগ করে বললে, ‘আমার মাথার দিব্যি রইল, তাড়াতাড়ি করে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারছি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।’

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিন-রাত জাগছে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ জিনিসটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনই যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোল যায় তখনই সর্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি। শর্মিলার শিয়রে বসে শশাঙ্কের মনে যখন উদ্বেগ চলছে সেই মুহূর্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটছে কোন্‌খানে। শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হয়ে জয়স্তু উর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত। তাই, স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে টিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হলেও ভালোই লাগে না। ওকে বার বার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এ দিকে নিজের কর্তব্য নিয়ে শর্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর-চাকররা কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্ছে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম জল দিতে ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়ছে না। ও দিকে ধোবার বাড়ির কাপড় ফর্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কিরকম উলটপালট হয় সে তো জানা আছে। থাকতে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না এ কী হল!

অবশেষে উর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বললে, ‘কিছুদিন তোর কলেজ থাক, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর বোন। নইলে নিশ্চিত হয়ে মরতে পারছি নে।’

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকে হেসে বলবেন ‘বুঝেছি’। বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তাই ঘটে, আর তাই যথেষ্ট। এমন মনে করবার হেতু নেই ভাগ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন করে শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

‘দিদির সেবা করতে চলেছি’, বলে উর্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হল। এই কর্তব্যের খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারি কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেছে।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখান্বিত করবার হুক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম. এসসি. পরীক্ষার বিষয় শারীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ, দিদির সেবার উপলক্ষে ওর কর্তব্যসূত্র যে ছিল হবে না, বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে, এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে নিয়ে ওর পড়বার বই আর খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

উর্মি ভাবলে, সে শাসনকর্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বললে, “ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চলতে হবে আমি তোমাকে বলে রাখছি।”

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, “তাই তো, হঠাৎ এত গম্ভীর হতে শিখলে কোন্ গুরুর কাছে। নতুন দীক্ষা বলেই এত বেশি উৎসাহ। আমারই কথা মেনে চলবি বলেই তোকে আমি ডেকেছি। তোর হাসপাতাল তো এখনো তৈরি হয় নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক।”

রোগশয্যার কাছ থেকে উর্মিকে জোর করেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যের প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটছে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করছেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটো বড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্মণ্য, এই সংস্কার কোনোমতেই শর্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায়, অথচ মনটা স্মনহসিক্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আঙ্গিন খানিকটা পুড়েছে, অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়ার কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েছে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থই-থই করছে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোনাটাতে প্রতিদিন জলে-স্থলে একটা পক্ষিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধাকে জটিল করে তুলতেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার, নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টেভ বানিয়ে বসল। তার এ দিকে দরজা, ও দিকে দরজা ; এ দিকে

একটা চোঙ, ও দিকে আর-একটা ; এক দিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর-এক দিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপতন--তার পরে সৈঁকবার ভাজবার সিদ্ধ-করবার জল-গরমের নানা আকারের খোপখাপ, গুহাগহুর, কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গিতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্ভাব-রক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা ! বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা-কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে মুখে ওদের মতে সায় দেওয়া এবং কাজে নিজের মতে চলা। এই স্বামী-পালনের দায় এত দিন আনন্দে বহন করে এসেছে শর্মিলা।

এত কাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জিত করে শশাঙ্কের জগৎকে শর্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝি বা। এমন-কি, ওর আশঙ্কা যে, মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে উর্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। সে কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই কিরকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই উর্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর কোয়াগুলিকে গুছিয়ে রাখে পাথরের থালার এক পাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয়, তখন শর্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্বদাই কাজের ফরমাশ করছে।

ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে-না, উর্মি।

দেখছিস নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই ?

ঐ দেখ্, জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে। বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁস নেই।

বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে-না, ভাই।

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে।

একবার আপিস-ঘরটা দেখে আসিস তো উর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন।

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হল, মনে থাকে যেন।

মালীকে বলিস গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে।

ঐ দেখ্ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে--এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও-না--উর্মি, দে তো বোন,

বুরুশ ক'রে।

উর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগছে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকছে। এই সংসারের কর্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্বেগ আছে, সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই--সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর কাছে এই কাজগুলো খেলা, একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্যোগ। ও যেখানে এত দিন ছিল এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জনী তুলে নেই; অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহি নেই। যদি বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়; যেন উর্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাভীর্ষ্য চলে গেছে; ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আলগা অবস্থা ঘটেছে। এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্ছে যেন পিকনিক চলছে। আর, উর্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব-তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই, এমন-কি, না হলেও বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে উর্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা গেল, কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেক দিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে--সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই, শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশমাত্র নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত উর্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিনরাত্তিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্মক্লাস্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপর পক্ষে শশাঙ্ক উর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই উর্মিকে আনন্দ দেয়। এত কাল সেই সুখটাই উর্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেক দিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়া-পরা অভ্যাসমত চলছে কি না, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসের জোগান হল কি হল না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েছে আজ; অমনিতেই, অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্মিলাকে সে বলে, 'তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো অসুবিধা হয় না, সে তো ভালোই লাগে।'

শশাঙ্কের মনটা এখন জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থম্‌থমে হয়ে এসেছে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুশকিল হবে, লোকসান হবে, এমনতরো উদ্বেগের কথা সদাসর্বদা শোনা যায় না। সেরকম কিছু প্রকাশ হলে উর্মি তার গাভীর্ষ্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে, মুখের

ভাবখানা দেখে বলে, “আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই সবুজ-পাগড়ি-পরা কোন্দেশী দালাল--
ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি।”

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, “তুমি তাকে জানলে কী করে।”

“আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল। আমিই
তাকে নানাকথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তার বাড়ি বিকানীয়রে; তার স্ত্রী মরেছে মশারিতে আশুন
লেগে, আর-একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।”

“তা হলে এখন থেকে হিসেব করে সে রোজ আসবে, যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যত দিন
স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জমবে।”

“আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি
পারব।”

আজকাল শশাঙ্কের মুনফার খাতায় নিরেনবইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা
মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায়
রেডিয়ার কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এত কাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল
উর্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন-
ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হল, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান
আকর্ষণ নয়। নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্মিলা মাঝে মাঝে
মাছমাংস ফলমূল শাকসবজি কিনতে সেখানে যেত। সে জানত, এ কাজটা বিশেষভাবে তারই
বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করে নি, ইচ্ছেও
করে নি। কিন্তু উর্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিসপত্র উলটেপালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়,
দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কের কাজের দরদ উর্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কের কাছে
তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে
শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। এক দিকে উর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার, অন্য দিকে অপরিহার্য
কাজের তাড়া। তাই, সংকটে পড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেস্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আসতে
চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ন পেরোলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ
দেরি করে সেদিন উর্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে। এই রুদ্ধ অশ্রুতে
কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালোমানুষটির মতো বলে, “উর্মি,
কথা কইবে না এ সত্যগ্রহ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু দোহাই ধর্ম, খেলবে না এমন পণ তো ছিল না।”
তার পরে টেনিস-ব্যাট হাতে করে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই
হারে। নষ্ট সময়ের জন্য আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো-একটা ছুটির দিনে বিকালবেলায় শশাঙ্ক যখন ডান হাতে লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উস্‌কোখুস্‌কো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে কোনো-একটা দুঃসাহ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েছে, উর্মি এসে বলে, “তোমার সেই দালালের সঙ্গে ঠিক করেছি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে। লক্ষ্মীটি।”

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, “না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।”

কাজের গুরুত্বে উর্মি একটুও ভয় পায় না। বলে, “অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ-পাগড়ি-ধারীর হাতে সমর্পণ করে দিতে সংকোচ নেই, এই বুঝি তোমার শিভলরি!”

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এইরকম উৎপাত চলছে টের পেলে শর্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা, ওর মতে পুরুষের সাধনা ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জনীয় নয়। উর্মিকে শর্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেছে। আজও সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিস-ঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই, উর্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ত্রুদ্ব কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে উর্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইশারা করে, ভাবখানা এই যে, ‘চলে এসো, আপিস-ঘরে বসে তোমাকে পোকাকার খেলা শেখাব।’ এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্ৰায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় উর্মির মনে বেদনা লাগছে, এটা তাকে যেন উর্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুন্নয়, এমন-কি, ঈষৎ তিরস্কার করে কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু শর্মিলা যে এই নিয়ে উর্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, “তুমি ওর সব আবদার এমন করে শুনলে চলবে কেন। সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।”

শশাঙ্ক বলে, “আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধূলা না পেলে বাঁচবে কেন।”

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষি। ও দিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি-তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে ‘বুঝিয়ে দাও’। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রল্লম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট কোম্পানির স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে ‘আমিও যাব’। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না! লাইন টানা, আঁক কবার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। উর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুত বেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। উর্মির ছেলেমানুষি সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সম্মেনহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছিল--সেখানে উর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, “আচ্ছা উর্মি, তোর কি ঐ-সব আঁকাজোখা, আঁক কষা, ট্রেস করা সত্যিই ভালো লাগে?”

“আমার ভারি ভালো লাগে, দিদি।”

শর্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, “হাঁঃ ভালো লাগে! ওকে খুশি করবার জন্যই দেখাস যেন ভালো লাগে।”

নাহয় তাই হল। খাওয়ানো পরানো সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুশি করাটা তো শর্মিলার মনঃপুত। কিন্তু এই জাতের খুশিটা ওর নিজের খুশির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বার বার ডেকে বলে, “ওকে নিয়ে সময় নষ্ট কর কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ-সব কী বুঝবে?”

শশাঙ্ক বলে, “আমার চেয়ে কম বোঝে না।”

মনে করে এই প্রশংসায় দিদির বুঝি আনন্দ দেওয়াই হল। নির্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল তখন শর্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব বোধ করত। তাই, ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নিচু হয়ে যায়। কেননা, মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্যে, ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্যেই, সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সে কালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্য-সাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে, অদৃশ্যে, নেপথ্যে।

হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রোগশয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্বদাই

কেমন আবিষ্টি হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই কদিনেই এত বড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। আজ স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজছে।

শশাঙ্কের আহাৰবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্ছে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান। তার কৈফিয়ত মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়তকে এ সংসার এত দিন আমল দেয় নি। এ-সব অনবধানতা ছিল অমার্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এত বড়ো যুগান্তর ঘটেছে যে, গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেব কাকে! দিদির নির্দেশমত উর্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক-ঠাকরুনের পূর্বজীবনের বিবরণগুলির পর্যালোচনাও চলছে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, “ও-সব এখন থাক্।”

“কেন, কী করতে হবে?”

“আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।”

এত বড়ো প্রলোভনে কর্তব্যে ফাঁকি দিতে উর্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্ধান আহাৰ্যের উৎকর্ষ-সাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যতটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলংকৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।

এই দিক থেকে শর্মিলারে মনে এল অশান্তি। রোগশয্যার এ-পাশ ও-পাশ ফিরতে ফিরতে নিজেই বার বার করে বলছে, ‘মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম উর্মিমালার মধ্যে নিজেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।’ জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, ‘আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।’

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসছে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। উর্মি তখন শশাঙ্কের সঙ্গে পিংপং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বললে, “উর্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।”

উর্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েছে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বললে, “ও-সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।”

“কিন্তু দিদি--”

“আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসছি।”

দিদি ছুটি দিলে, সেইসঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বললে, “দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।”

যদিও অনেক দিন পরে হঠাৎ উর্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু সহসা এক-এক দিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারই সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বেঁধেছে তার অনুশাসন আছে ওর 'পরে। ওর দৈনিক কর্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েছে। ওর জীবনের 'পরে তার চিরকালের অধিকার, এ কথা উর্মি কোনোমতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে, অথচ কর্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্ছে। কর্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে-কয়দিন ছুটি ও-সব কথা থাক। আবার হঠাৎ এক-এক দিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাস্তবজাত করে সেই বাস্তব উপর সে চেপে বসে। উর্মি বলে, “শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।”

শশাঙ্ক বলে, “তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারও সময় নষ্ট। অতএব শোধ-বোধ।”

তার পরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে অবশেষে উর্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এইরকম বাধা পেলেও কর্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ-ছয় একাদিক্রমে চলে, তার পরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে, “শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেছি।”

“অর্থাৎ?”

“অর্থাৎ, এখানে ডিগ্রি নিয়ে যুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।”

“তার পরে?”

“তার পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।”

“আর কার ভার নেবে। ঐ-যে নীরদ মুখুজে বলে একটা ইনসাফারেবল্--”

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে উর্মি বলে, “চুপ করো। এই-সব কথা বল যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।”

নিজেকে উর্মি খুব কঠিন করে বলে, ‘সত্য হতে হবে আমাকে, সত্য হতে হবে।’ নীরদের সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। উর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে, কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক-এক সময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

উর্মি অনেক কাল কন্ভেণ্টে পড়েছে। আর-কিছু না হোক ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে কথা নীরদের জানা ছিল। সেইজন্যেই, ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেচারী জানে না যে সে ইংরেজি জানে না। ভারী ভারী শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা করে, ওর বাক্যগুলোকে করে তুলত বস্তা-বোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। উর্মির হাসি আসত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত; নিজেকে তিরস্কার করে বলত, বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।

দেশে থাকতে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েছে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হত বেশি। কিন্তু লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না। কোমর-বাঁধা ভারী ভারী কথা হালকা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কমতি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল সেইটে দূরের থেকে ওকে সব চেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সব চেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ এই সেদিন হঠাৎ ঘটেছে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাস্কের তলা থেকে বেরোল পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাটাতামাশার পাগলা ঝোঁরা বইয়ে দিয়েছিল। উর্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেছে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে বলে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলই ঠাট্টা করত; বলত “দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়। ভগবান মনু বলেছেন ওতে গুরুজনের অসম্মান হয়।”

উর্মি কটাক্ষ করে বলেছিল, “ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।”

শশাঙ্ক গভীর মুখে বললে, “অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা

সুদে ভারী হয়ে উঠল।”

“মনে তো পড়ছে না।”

“পড়বার কথা নয়, তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসররজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পার নি। আর সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কান-মলাটাই রূপ গ্রহণ করেছে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগল। ওটার প্রতি আমার দাবি রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।”

দাবি শোধ হয় নি, সে জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে। তার পর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে উর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেছে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে; আজ খুলে সে আবার পড়লে--

কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েছে, সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলীয় চটি অনেকেই লক্ষ করেছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ করেছে তার হিঁদ্র ভেদ করে আমার চরণখরপঙ্ক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারতচন্দ্রের অনন্যদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে তখন আমার পদমর্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তারই অগৌরব মনে আন্দোলিত হল। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, ‘মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটিজোড়াটা গতিলাভ করেছে অন্য কোন্ অনধিকারীর শ্রীচরণে।’ সে মাথা চুলকিয়ে বললে, ‘ও বাড়ির উর্মিমাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেছেন সেইসঙ্গে ফিরে এসেছে তার একপাটি, আর-এক পাটি--’ তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, ‘ব্যস, চুপ।’ সেখানে অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকার্য। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, লোভ দুর্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ-কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু একপাটি চটি!!! ধিক্!!!

যে এ কাজ করেছে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেছি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তা হলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখ বন্ধ এখনই করতে পার একজোড়া শিল্পকার্যখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্শা!

পায়ের মাপ এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

চিঠিখানি পেয়ে উর্মি স্মিতমুখে জুতো বুনতে বসেছিল, কিন্তু শেষ করে নি। পশমের কাজে আর

তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার করে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জিলিঙযাত্রার সান্ন্যত্সরিক দিনে। সেদিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল--হায় রে, কোথায় সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হালকা পাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফঃস্বলের কাজে এ খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এদিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। উর্মি আজ তার শয়্যাগত দিদির পায়ে আবীরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেছে। তার পরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে, শশাঙ্ক আপিস-ঘরের ডেস্কে বুকু পড়ে একমনে কাজ করছে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবীর মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালি। শশাঙ্ক দিলে উর্মির শাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধরে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে উর্মির মুখে দিলে ঘষে, তার পরে দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, উর্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য-- আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় বরবর্ শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানলার কাছে উর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন উর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটির সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারিগাছের বীথিকা। উর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না--ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা?

সকালে উর্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। সকাল-বেলাকার কাজে ফাঁক পড়ল, ক্লাস্তির কথা মনে করে শর্মিলা ওকে ক্ষমা করেছে। কিসের অনুতাপে উর্মি আজ অবসন্ন। কেন মনে হচ্ছে, ওর হার হতে চলল। দিদিকে গিয়ে বললে, “দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারি নে--বল তো বাড়ি ফিরে যাই!”

আজ তো শর্মিলা বলতে পারলে না ‘না, যাস নে’। বললে, “আচ্ছা, যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে-শুনে যাস।”

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেই দিনই উর্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সেদিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক-সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। উর্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল “উর্মি গেল কোথায়।”

শর্মিলা বললে, “এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে বলে সে বাড়ি চলে গেছে।”

“কিছু দিন অসুবিধে করবে বলে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন?”

কথার সুর শুনে শর্মিলা বুঝলে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করছে। সে সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে বললে, “আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।”

উর্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে, অনেক দিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে, নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ত-স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়তটা প্রায় এসেছে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জেদ করে শর্মিলার জন্যে দিনে একজন রাতে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারে বিধান-মতে রোগীর ঘরে সর্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে। উর্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়তটাকেও গুরুতর মনে করবে না; বলবে ‘ওটা কোন কাজের কথা নয়।’ বস্তুতই কাজের কথা নয়--‘আমাকে তো দরকার হচ্ছে না’। অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে, “এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব, আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়মভঙ্গ করব না।”

চিঠি খোলবার আগে অনেক দিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটেগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু উর্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না; কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপরিচিত। আজ হাত মুঠো করে উর্মি স্থির করলে--ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজমেন্ট আংটি। সেটা বের করে পরলে। আংটিটা নিতান্ত কম দামের--নীরদ আপন অনেস্ট্‌ গরিবিয়ানার গর্বের দ্বারাই ঐ সমস্ত আংটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবখানা এই যে, ‘আংটির দামেই আমার দাম নয়, আমার দামেই আংটির দাম।’

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে উর্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যাস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই বনাবন ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, “ব্যাপারখানা কী। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি?”

“হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।”

“কিছুতেই নড়চড় হবে না?”

“কিছুতেই না।”

“তা হলে এইবেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ?”

“তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।”

“নিজেই সব করবে? ধন্য বীরাজনা। আর, কনেকে আশীর্বাদ?”

“সে আশীর্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।”

“মাছের তেলেই মাছভাজা? ভালো বোঝা গেল না।”

“এই নাও, বুঝে দেখো।”

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

লিখছে : যে রিসার্চের দুর্লভ কাজে নীরদ আত্মনিবেদন করতে চায় ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই ওর জীবনে আর-একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে নিতে হল। উর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন যুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ করে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক আর এখানেই। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায্য হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির পুরে সম্মান করাই হবে।

শশাঙ্ক বললে, “জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পার তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে খিদের জ্বালায় মরিয়্যাহয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।”

উর্মি হেসে বললে, “সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।”

শশাঙ্ক বললে, “আবার তো মন বদল হবে না ? মানিনীর অভিমান তো অটল থাকবে ?”

“বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা !”

“প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহংকার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবছি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্‌।”

উর্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল--বহু দিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সেই কাজের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জানলা থেকে আংটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, “এই পেন্সিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো হকার কিনবে।”

“নাই যদি কেনে, তার ফলাফলটা কী আগে শুনি।”

“যদি ওর মধ্যে সাবেক কালের ভূতটা বাসা করে, মাঝে মাঝে অর্ধেক রাতে তর্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।

“সে আশঙ্কা যদি থাকে হকারের অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই কিনব।”

“কিনে কী করবে।”

“হিন্দুশাস্ত্রমতে অস্ত্যেষ্টিসংকার। গয়া পর্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।”

“না, অতটা বাড়াবাড়ি সহিবে না।”

“আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।”

“আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।”

“সমস্ত দিন ?”

“সমস্ত দিনই।”

“কী করতে হয়।”

“মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।”

“দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।”

“না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে বকুনি সহাবে।”

“আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি। টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না। ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে দুটো-চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিন সত্যি দাও যে, মোটর-রথযাত্রা সাজ করে আমাদেরই বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।”

“আসব, আসব, আসব।”

মোটর-যাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজন এল, কিন্তু ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনে ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছনায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়ি বাড়ি দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকারপ্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

শশাঙ্ক

কিছু কাল এইরকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিলা হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে উর্মির সময় লেগেছে, কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে উর্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তার পরে দিদি উর্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর, অথচ শান্ত। বললে, “প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস জানিস তা?”

উর্মি ভয় পেয়ে গেল। বললে, “কী হয়েছে দিদি।”

দিদি বললে, “মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেন নি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন; সে মালমসলায় দুহাত চালিয়ে চুরি করেছে। বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা; সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মাল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম, তাই ওরা পরীক্ষা করে নি, এখন মস্ত অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়েছে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।”

উর্মির বুক ধক্ করে উঠল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে, ভালোমস্ত কিছুই বিচার করতে পারে নি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে উর্মি কেবল ভিতরে ভিতরে হট্‌ফট্‌ করত। কতদিন এমন ঘটেছে, শশাঙ্ক যখন স্নানে এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেছে; উর্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েছে, “বল্‌ গে, এখন দেখা হবে না।”

ভয়, পাছে স্নান করে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে উর্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার দুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বার বার করে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলতে লাগল, “তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে, এখনই দূর করে তাড়িয়ে দাও।”

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল, কিছুতেই উর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে উর্মিমালায় মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, “কিছু ভাবিস নে, যা হয় একটা উপায় হবে।”

উর্মি উঠে বসল। বললে, “দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারও তো টাকা আছে।”

শর্মিলা বললে, “পাগল হয়েছিস। আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেছি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর, তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।”

“মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো” এই বলে উর্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

শর্মিলা চোখের জল মুখে ক্লান্ত সুরে বললে, “কে কাকে মাপ করবে, বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।”

দিদিকে ছেড়ে উর্মি এক মুহূর্ত নড়তে চায় না--ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো, খাওয়ানো, শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হল এই যে, শশাঙ্ক বার বার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছটফটানির তাৎপর্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরছে উর্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেন্সিলের দাগ-দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই। উর্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনো বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজকর্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠছে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নীচে পড়ছে কালি। উর্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা ওকে দেখলে বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাত প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল সিকির সিকিতে। শর্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং উর্মির উচ্ছ্বাসসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্কারের কেশোদগমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগসাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু তার পর আজকাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়ছে অন্তর্বেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্মিলার উৎকর্ষা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠছে, রোগের ব্যথাকে দিচ্ছে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেহ্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এল, “যাবে উর্মি, দেখতে ? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেছি।”

উর্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই শর্মিলা বলে উঠল, “যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছটফট করছে।”

প্রশ্নয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, “সার্কাস ?”

এ প্রস্তাবে উর্মিমালার উৎসাহই দেখা গেল।

তার পরে, “বোটানিকাল গার্ডেন ?”

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে উর্মির মন সায় দিচ্ছে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হল--সারা দিন কেবল খাটছে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসা অসংগত হল না।

শর্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোওয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোওয়ানো ওর সহিবে না।

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে, কিন্তু চারি দিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না, কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিষ্ট রঙিন পেন্সিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এত দিন সেটা ছিল পোর্টফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিস-ঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনে ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ উর্মির হাত চেপে ধরে বললে, “তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি ; আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর-কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।”

এ কথা দিদি বার বার করে উর্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অবর্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে উর্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সহিতে পারত না। ব্যাবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েছে; বলেছে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই থাকায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনই আবার কাজকর্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেছে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃস্টানের মতোই ওর অস্থূলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্মিলাকে গিয়ে বললে, “দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের স্টীমলঞ্চ পাওয়া গেছে--কাল রবিবার, মনে করছি ভোরে উর্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।”

শর্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠল কুণ্ঠিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না।

শর্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, “খাওয়াদাওয়ার কী হবে।”

শশাঙ্ক বললে, “হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছি।”

একদিন এই-সমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্মিলার উপর তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্মিলা বললে, “আচ্ছা, তা যেয়ো” অমনি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বার বার করে বলতে লাগল, “আর কেন আছি বেঁচে।”

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাত্বৎসরিক। আজ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনো দিন ছেদ পড়ে নি। এবারেও স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর-কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের ঢেলি। স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে--জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা-কিছু শখের জিনিস কিনে দিত। শর্মিলা ভেবেছিল ‘এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।’

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারছে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলই বলে বলে উঠেছে, “মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! কী হবে এই খেলায়।”

রাত্রে ঘুম হল না। ভোরবেলা শুনতে পেলো মোটর-গাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্মিলা

ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে, “ঠাকুর, তুমি মিথ্যে !”

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চলল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধ্যাবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সংকেত করলে চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বললে, “জীবনে আমি যে বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েছে, মাপ করো আমাকে !”

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে, “না, কিছু বোলো না। উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।”

নার্স বাইরে থেকে বললে, “ডাক্তারবাবু এসেছেন !”

শর্মিলা বললে, “ডেকে দাও !”

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্মিলার মামা যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ধ্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বললে আর-কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরত বাবাজির ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতি শিকড়ের গুঁড়ো আর প্রচুর পরিমাণে দুধ, এই হচ্ছে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্মিলা বললে, “আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।”

দেখতে দেখতে ফল হল। নিশ্বাসের কষ্ট কমেছে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে শেষ ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল ‘এ কী আপদ ! কী করি ! শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে

দাঁড়াবে ।

ও দিকে উর্মি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে । এখানে তার পালা শেষ হল ।

দিদি এসে বললে, “তুই যেতে পারবি নে ।”

“সে কী কথা ।”

“হিন্দুসমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করে নি ।”

“ছিঃ !”

“লোকনিন্দা ! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা !”

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে, “চলো আমরা যাই নেপালে । সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল--চেপ্টা করলেই পাবে । সে দেশে কোনো কথা উঠবে না ।”

শর্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না । যাবার আয়োজন চলছে । উর্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায় ।

শশাঙ্ক তাকে বললে, “আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে কী দশা হবে ভেবে দেখো ।”

উর্মি বললে, “আমি কিছু ভাবতে পারি নে । তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে ।”

গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল । তার পর সময় যখন কাছে এসেছে উর্মি বললে, “আর দিন-সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে ।”

চলে গেল উর্মি ।

এই সময়ে মথুর এল শর্মিলার কাছে মুখ ভার করে । বললে, “তোমরা চলে যাচ্ছ ঠিক সময়েই । তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপসে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলাম । আমার সঙ্গে ওর লাভলোকসানের দায় জড়িয়ে রাখি নি । সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষে শশাঙ্ক কদিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল । দেখাগেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে । তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেছে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে ।”

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, “সর্বনাশ এত দূর এগিয়ে চলেছিল--উনি জানতে পারেন নি !”

মথুর বললে, “সর্বনাশ-জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো, যে মুহূর্তে মারে তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানান দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল ; ব্যবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে করে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দি খেলা শুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেছে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হল। হঠাৎ আজ দেখলে হাউইয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।”

শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে, অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে দিন চালাতে পারবে, এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও সসংকোচে মনে উঁকি মেরেছে যে, উর্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এত দিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবিকেও শর্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল, এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগল, তখনই যদি মরতুম তা হলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে উর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তা হলে সেই আআবমাননার ক্ষোভে উর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এ দিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়। এ কথা শর্মিলা এত দিন তাকে জানায় নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অস্ত্রে সে একদিন শর্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যবসা। আজ নষ্ট ব্যবসার অস্ত্রে সেই শর্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেছে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনো কালে শোধ হবার রাস্তা কই।

আর দিন-দশেক বাকি আছে নেপাল-যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি। ভোরবেলায় শশাঙ্ক ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপরে হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠল, “যাব না নেপাল।” দৃঢ় পণ করলে, “আমরা দুজনে উর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব--ঈকুটিকুটিল সমাজের ত্রুর দৃষ্টির সামনেই। আর, এইখানেই ভাঙা ব্যবসাকে আর-একবার গড়ে তুলব এই

কলকাতাতেই বসে।

যে-যে জিনিস সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্মিলা বসে বসে তারই ফর্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে, “শর্মিলা! শর্মিলা!” তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা করে কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “কী হয়েছে।”

বললে, “যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।”

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, কী হয়েছে।”

শশাঙ্ক বললে, “কাজ আছে।”

সেই পুরাতন কথা--কাজ আছে। শর্মিলার বুক দুরুদুরু করে উঠল।

“শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পার?”

শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললে, “কী হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলো।”

শশাঙ্ক বললে, “আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।”

শর্মিলা বললে, “আচ্ছা, বেশ।”

শশাঙ্ক বললে, “সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।”

শর্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বললে, “তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।”

বাইরে থেকে আওয়াজ এল “চিঠি”। উর্মির হাতের অক্ষরে দুখানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে--

আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখে আশব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যে ভাবনা রইল মনে।

শর্মিলার চিঠি--

দিদি, শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ কোরো। যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর, সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শালক

১৯৩৪

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগ শয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রঙ, টিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মারবেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়ার আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবার নেই ; এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বন্ধ হাওয়ায়।

পূব দিকে জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি, বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুল গাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘন্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, ‘না না থাক্’ চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্র ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায় নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায়, নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিম ধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল ; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে ; তাই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে ; শালিখ কাটবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দাঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত--“সত্যি বলছি ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।” কেউ-বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, “ওগুলো কি সূর্যমুখী?” নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, “না না, ও তো গাঁদা।” একজন বিষয়বুদ্ধি প্রবীণ একদা বলেছিল --“এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন

টগর !” সমজদারের পুরস্কার মিলল ; হলো মালীর ঙ্গকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুঞ্চ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিভ্রম, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন--তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েৎবেল--ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাস্থতুতে সব-শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, “কী মিষ্টি জল।” উত্তরে শুনত, “আমার বাগানের গাছের ডাব।” সবাই বলত, “ও, তাই তো বলি।”

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিং চায়ের বাষ্প-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হয় হয় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিন- গুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন। ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী। কোন বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ। কোন্ বিরাট পাগল। এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে।

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষ্যা করেছে সখীরা ; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, ‘লাকি ডগ।’

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকা প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের ‘ডলি’ কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বে ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজায় কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরন্ত হত স্বামিনীর তর্জনী সংকেতে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখে তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশ দ্বার। মনে হল বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিত চিন্ত--তার আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সহিতে পারছে না, এমন সময় ঘটল সন্তান-সন্তাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রঞ্জিত হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলো আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে

জননীকে বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বপ্নরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিহানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, “কেমন আছ।”

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনি সে দেখে অত্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাতপাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে স্নেহ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলবর শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্নের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু ; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘন্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

নীরজা ডাকল, “রোশনি !”

আয়া এল ঘরে। শ্রৌটা, কাঁচা-পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন-কি, নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা। ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, “জল এনে দেব খোঁখী ?”

“না, বোস।” মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, “আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।”

আয়া কিছু বললে না ; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, “কবে না শোনা যায়।”

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, “সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন ?”

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগল, “আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।”

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বললে, “ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে ?”

নীরজা আপন মনে বলে চলল, “নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।”

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বললে, “আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলাম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।”

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, “সেদিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু হাতে।”

“সত্যি নাকি।”

“আমি কি মিথ্যা বলছি। কলকাতার নতুন বাজারে ক'টা ফুলই বা পৌঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।”

“এরা কেউ দেখে না ?”

“দেখবার গরজ এত কার।”

“জামাইবাবুকে বলিস নে কেন।”

“আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো ? তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।”

“হোক না, হোক না, বেশ তো। চলুক না এমনই কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক না।”

“কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ওই হল মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।”

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে এই কারণটাই সব চেয়ে গুরুতর।

নীরজা বললে, “মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সহিতে পারবে কেন। ওদের হল সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হল ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নাশিশ করে। আমি বলি কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক্।”

“সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।”

“কেন, কী জন্যে।”

“ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, ‘গোরু তাড়াস নে কেন।’ ও মুখের উপর জবাব করলে, ‘আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই।’

শুনে হাসলে নীরজা, বললে, “ওর ঐরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরী।”

“জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।”

“চুপ কর রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হল মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।”

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?”

হলা বললে, “আছে বৈকি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।”

“কী রকম, শুন।”

“ঐ-যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে ঐখান থেকে ইটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম। আমি বললুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।”

“বাবুকে বলিস নে কেন।”

“বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্। বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।”

“তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।”

“বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।”

“আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে হুঁটসুকরি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে?”

“দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।” ব’লে মাথা চুলকোতে লাগল।

নীরজা বললে, “না, মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।” এই বলে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাস্তু থেকে টাকা বের করে দিলে।

“আবার কি।”

“বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।” এই বলে পানের ছোপে কালো-বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, “রোশনি, দে তো ওকে আলনার ঐ কাপড়খানা।”

রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বললে, “সে কি কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি।”

“হোক-না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।”

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বললে, “না, সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্ হলো, খোঁখীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস বাবুকে বলে তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।”

হলো নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, “আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।”

“কেন রে, কী হয়েছে তোর।”

“আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলোকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগড়া। কোরো দোষ নয় আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলোকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প’ড়ে।”

“ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্বা দিয়ে পড়ে থাকবে।”

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলো সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।” সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলো প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, “আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন।”

“নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া। টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।”

“আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওয়া ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্জাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।”

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অর্কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রঙ, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খন্দের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথবন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না, সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, “কে আনতে বলেছে।”

“আদিতদা।”

“নিজে এলেন না যে ?”

“নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।”

“এত তাড়া কিসের।”

“কাল রাতে আপিসের তালা ভেঙে ঢাকা-চুরির খবর এসেছে।”

“টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না।”

“কাল রাতে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।”

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রদান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, “জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।” বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, “জান এ ফুলের নাম?”

বললেই হত, জানি নে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল, বললে, “এমারিলিস।”

নীরজা অন্যায উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, “ভারি তো জান তুমি; ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।”

সরলা মৃদুস্বরে বললে, “তা হবে।”

‘তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে?’

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামদিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, ‘শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে।’

“অর্কিডের ঘরে।”

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, “অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।”

“পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিত্য আমাকে বলে গিয়েছিলেন।”

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে, “আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না।”

এর উপর জবার চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকুর ভিতরটা টনটন করছে।

নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, “দাও, বন্ধ করে দাও এ জানলা।” সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি।”

“না, কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।”

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, “মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।”

“না, দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি।”

“গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।”

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, “তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে শুনি।”

সরলা মৃদুস্বরে বললে, “মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।”

“বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, ডেকে দাও হল মালীকে।”

এল হল মালী। নীরজা বললে, “বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি। বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।” মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হল মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হল প্রশ্নের হাসিতে মুখ ভরে বললে, “বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।”

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “এর দাম কত।”

জিভ কেটে হল বললে, “এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে যে মানুষ।”

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখে হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।”

নীরজা বললে, “আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।” হল চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, “রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ওই হল মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।”

আয়া বললে, “ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি!”

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, “আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি নে আমাকে হল আজ কী চোখে দেখছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।”

আয়া যখন হলকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, “থাক্ থাক্, আজ থাক্।”

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, “বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেল খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।”

নীরজা হেসে বললে, “খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো! কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?”

“তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি। বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।”

“ওগো মিষ্টি ছড়াছ অস্থানে, এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে। তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।”

“কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।” এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুশি হয়ে বললে, ‘অশ্রু-শিকল’, এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালখের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বল তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী! কি সোহাগ গো।”

রমেন হঠাৎ বললে, “আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।”

“কী কথা।”

“সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার বগড়া হয়ে গেছে।”

“কেন বলো তো।”

“দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম ‘মন কোন্ দিকে।’ ও বললে, ‘যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।’ আমি বললুম, ‘ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।’ সে বললে, ‘সব কথাই ভাষা আছে?’ আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল ‘কাহার বচন দিয়েছে বেদন’।”

“হয়তো তোমার দাদার বচন।”

“হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হংকার দিতে পারে। কিন্তু ‘পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ’ এও কি সম্ভব হয়।”

“আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।”

“পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।”

“তা হলে বাধাটা কোথায়। ওর কি মন নেই।”

“সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে সংসারের দোসর

হবে না !”

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, “কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।”

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, “বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।”

“আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।”

“আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষটি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল্ নেই।”

“এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে ?”

“না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।”

হরলিক্স দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, “যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটেগ্রাফটা কার। চিনতে পার ?”

সরলা বললে, “ও তো আমার।”

“তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জেঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠী মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।”

“এ তুমি কোথা থেকে পেলো।”

“দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়া নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।”

রমেন বললে, “তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল। অন্তত আমি তাকে জানতুন না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে।”

নীরজা বললে, “ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্য ঘন হয়ে ভরে

উঠেছে--যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরিঝরি

করছে--একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো ?”

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, “সরলা একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।”

রমেন বললে, “সমস্তটাই একসঙ্গে।”

“নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো ; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।”

“তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু

কমতি নেই।”

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, “ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?”

রমেন হেসে বললে, “আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রুঢ় শোনাবে।”

“অমন-দুটি হাতের পরে দাবি করবে না?”

“চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।”

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, “একটা কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব।”

“কী, বলো।”

“আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা--এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।”

সরলা সহজ সুরেই বললে, “আচ্ছা, এসো তুমি।”

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, “তবে আসি বউদি।”

“আর থাকবার দরকার কী। বউদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।”

রমেন চলে গেল।

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো-আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, “আমার রঙমহলের সাকী!” দশ বছরে রঙ একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, “সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে-পথে তোমার পা পড়ে, তারি দুধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা!” কথায় কথায় সে বলত, “তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান ব্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী!” হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভারতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়। সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর। আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন।

“রোশনি, শুনে যা!”

“কী খোঁখী!”

“তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত ‘রঙমহলের রঙ্গিনী’। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রঙমহল?”

“যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ের হাত বুলিয়ে দিই!”

“রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে!”

“একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে!”

“আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে!”

“ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়!”

“মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তা হলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?”

“তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি!”

“ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ ?”

“হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।”

“হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফটিপিনের বাস্কেটটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।”

“যাচ্ছি, কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।”

“থাক্ পড়ে খাব না।”

“দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।”

“তোমার বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।”

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরম্ভ হয়ে এসেছে রোদুরের রঙ, ছায়া হেলে পড়েছে পুবদিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রঙের দেশী ল্যাবার্নম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, “আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।” শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, “মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।”

“অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে।”

“দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।”

“আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।”

“অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।”

“আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয়?”

“ভুলতে ফুরসৎ দাও কই।”

“বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে।”

“উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।”

“সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?”

“কী কথা বল তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।”

“কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পাদুটো বিছানায় তোলো।”

“বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই!”

“হাঁ, বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।”

“মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ করো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।”

“না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে। তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার!”

“আমিই তা হলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।”

“তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।”

“যাই বল আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে'।”

“কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমার দিতে হবে না--নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।”

“দণ্ড কিসের জন্য। রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।”

“যদি কোনোদিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।”

“অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।”

আয়া ঘরে এল। বললে, “জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।” বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, “এবার তবে আমি রাগ করি?”

“হাঁ, করো, খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।” আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, “সরলা, সরলা।”

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন ঝন করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, “নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?” নীরজা বলে উঠল, “ওকে বকছ কেন। ওর দোষ কী। আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে।”

“যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিক্‌স্‌ মিল্ক তৈরি করে আনুক।”

“আহা, সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার, তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো না।”

“আয়া কি ঠিকমত পারবে এ-সব কাজ।”

“ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।”

“কিন্তু--”

“কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া।”

“অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।”

“আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি” বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথা যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে।

ওষুধপথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, “সরলাদিদিকে ডেকে দাও।”

“কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বোচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।”

“কাজের কথা আছে।”

“থাক্-না এখন কাজের কথা।”

“বেশিক্ষণ লাগবে না।”

“সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলো মালীকে ডাকো না।”

“তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা খীসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।”

“সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে-বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে ছড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে তাই তো পোড়োবাড়িতে ভূতের বাসা হল।”

“সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, “অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?”

“হাঁ, হয়ে গেছে।”

“সবগুলো?”

“সবগুলোই।”

“আর গোলাপের কাটিং?”

“মালী তার জমি তৈরী করছে।”

“জমি! সে তো আমি আগেই তৈরী করে রেখেছি। হল মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতন কাঠির চাষ হবে আর কী।”

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, “সরলা, যাও তো কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটা আদার রস দিয়ো, আর মধু।”

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে, যেমন আমরা রোজ উঠতুম?”

“হাঁ, উঠেছিলুম।”

“ঘড়িতে তেমনি এলার্মের দম দেওয়া ছিল?”

“ছিল বৈকি।”

“সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?”

“রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।”

“দুটো চৌকিই পাতা ছিল।”

“পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আয় ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।”

“অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন?”

“ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমী চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।”

“সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে।”

এর উত্তরে বললেই হত, তোমার আসনে আর কাকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী তা না বলে বললে, “সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপুজনহীন স্লেচ্ছ তো নয়।”

“চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?”

“হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।”

“আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও-না কেন।”

“ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা।”

“না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়।”

“পাত্র আছে এক দিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝকানটাতে মন আছে কি না সে-খবর নেবার ফুরসত পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।”

একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে নীরজা, “কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।”

“বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো না।”

“কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।”

“শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্সরে আর কি।”

“মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।”

“এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল নাকি।”

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রক্ষণ গলায় বললে, “কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।”

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল, “আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!”

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, “সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়।”

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, “সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।”

“বল কী! সরলা জানে না? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরই বাগানে আমার হাতেখড়ি। জেঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।”

“আর তুমি ছিলে সঙ্গী।”

“ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।”

“সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনই ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখ না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন! মেয়েমানুষের পুরুষালী বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।”

“তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু। কী কথা বলছ। মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও

তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুন তখনি তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।”

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, “এখানে রেখে যাও।” রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলই না।

“সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।”

“শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।”

“মনেও আসে নি! এই বুঝি তোমার কবিত্ব!”

“জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলাম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।”

“কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী।”

“এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি ক্ষুক্ষু, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।”

“সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।”

“সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে-তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।”

“আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?”

“নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনে ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি। ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।”

আদিত্যের কথা চাপা নিয়ে নীরজা বললে, “থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেডমিসট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।”

“বারাসতের মেয়ে ইস্কুল? কেন, আশুমানও তো আছে।”

“না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু এ অর্কিডের ঘরের কাজ দিতে পারবে না।”

“কেন, হয়েছে কী।”

“আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।”

“আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অর্কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি, চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।”

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ।

“আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে, এমন-কি, তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে--” কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তুভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে বাছাই-করা ফুলে কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা করে ও বলেছিল, “কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না”, তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, “ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।” আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; “ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলো মালী বলতে পারত।”

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাত ধরে বললে, “কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি।”

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, “কিছু চাই নে, কিছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী।”

“নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে।”

“যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত-কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি।”

“নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছে, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবিলেবুর সঙ্গে কলম্বালেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।”

“তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো

তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে, ও এত জানে, ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে। আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন। মাপে সমান হব কী নিয়ে।”

“নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর-কেউ।”

“না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এত দিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সব চেয়ে শক্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সহিতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান আমার দিনরাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।”

“জানি বৈকি। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।”

“ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়। আমি হলে কি এমন করতে পারতুম।”

“কী করতে তুমি।”

“বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে--সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হতে পারল, বলব?”

“বলো।”

“তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।”

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বল কণ্ঠে বললে, “নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্গারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ে।”

দিঘির ও পারের পাড়িতে চলতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রূপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, “আসতে পারি কি।”

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, “এসো।” রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, “কোথায় বসলে রমেনদাদা, উপরে এসো।”

রমেন বললে, “জান দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।”

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, “সম্রাজ্ঞীর আভিবাদন গ্রহণ করো।”

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবিঁর নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

“এ আবার কী।”

“জান না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।”

“তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন গুস্তাদি নেই আমার।”

“কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।”

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, “রমেনদাদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।”

“জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টাঁকতে দিল না।”

“না, আমি ঠাটা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।”

“ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।”

“বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিতদার মুখখানা দেখতে পেতে।”

“আভাসে কিছু দেখেছি।”

“আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলাম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুল গাছের ছবি দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলাম পাতা উলটিয়ে; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিতদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে

ঘুরে ; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে, তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি ; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনই হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আঙুল আঙুল পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, ‘ক্যাটালগ দেখছ বুঝি?’ আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনই কী একটা বলাই চাই। আবার তখনই পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, ‘দেখেছ সরি, কতবড়ো ন্যাসটার্শিয়াম।’ কণ্ঠে গভীর ক্লাস্তি। তারপর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, ‘যাবে না বাগানে?’ আদিতদা বললেন, ‘না ভাই, বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে’ বলেই তাড়াতাড়ি নিজেই যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।”

“আদিতদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন ; কী আন্দাজ কর তুমি।”

“বলতে এসেছিলেন, আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।”

“তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।”

সরলা স্মলান হেসে বললে, “তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি। সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলসা রাখবেন।”

“তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে। এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।”

“কী করবে তুমি।”

“তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি, কালাপানির পার পর্যন্ত।”

“তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আর সেটা তোমাকে বলব, কিছুমানে কোরো না।”

“না বললে মনে করব।”

“ছেলেবেলা থেকে আদিতদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাই-এর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জেঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে-বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ করে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিতদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা

গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।”

“সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।”

“তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিতদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই-- আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তারপর থেকে আদিতদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে-নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলাম যখন, তখন আমাদের যে-বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।”

“কথাটা শেষ করে ফেলো।”

“হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি।”

“তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।”

“আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।” বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, “যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।”

“অন্যায় কার উপরে।”

“বউদির উপরে।”

“দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের; তখন কোথায় ছিল বউদি।”

“কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা। আদিতদার কথাও তো ভাবতে হবে।”

“হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি।”

“রমেন নাকি।” পিছন থেকে শোনা গেল।

“হাঁ দাদা।” রমেন উঠে পড়ল।

“তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।”

রমেন চলে গেল, সরলাও তখন উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, “যেয়ো না সরি, একটু বোসো।” আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবল পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল

হালভাঙা চেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, “আমরা দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি।”

“অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিত্য।”

“সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের

’পরে।”

“জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।”

“সইতে পারবে সরি?”

“সইতেই হবে।”

“মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।”

“তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।”

“তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।” --ব’লে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হল।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, “ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।”

“তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সে চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের ’পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনই জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, ‘মনে করেছ আমাকে জন্দ করবে?’ ব’লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ কচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, ‘এ কী কাণ্ড।’ তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, ‘বড়ো গরম লাগে।’ তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জেঠামশায়!”

সরলা হেসে বললে, “তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জন্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জন্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।”

“খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে

আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি।

আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে--”

“থাক্, আর বলতে হবে না আদিতদা” ব’লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, “সে-সব দিন আর আসবে না” বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

“আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, “না যেয়ো না, এখনি যেয়ো না, কখন এক সময়ে যাবার দিন আসবে তখন---”

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, “কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল, তারই এই পরিণাম? কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।”

“তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি। সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।”

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, “অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।”

“কথা বলো না আদিতদা, দুঃখ আর বাড়িয়ে না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।”

“ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিডুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে। তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।”

“পায়ে পড়ি, দুর্বল কোনো না আমাকে। দুর্গম কোনো না উদ্ধারের পথ।”

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, “উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীৰুতা, সে হবে অধর্ম।”

“চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।”

“সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলাম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো করনি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।”

“জ্যেষ্ঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো--”

“না না--তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।”

“থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে। কী হবে মিথ্যে ছটফট করে। কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।”

“আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।”

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু না কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, “আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন।”

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাতে ধরে, তার মুখের দিকে তারিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, “কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।”

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদির পরে। চাকর এসে খবর দিল “খাবার এসেছে”। আদিত্য বলল, “আজ আমি খাব না।”

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, “বউদি, ডেকেছ কি।” নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, “এসো।”

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর, বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানালার বাইরে। সেদিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে খালায় বরফি আর কিছু আবিব। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে ‘পিয়ুকাঁহা’ পাখির চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে--

“এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জেঠামশায়ের প্রসাদে; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্মনহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।”

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ করো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জেঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেচি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে।

এতবড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরানীগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলাম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনো দিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার 'পরে'। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।”

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, “কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।”

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, “অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে।”

“কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।”

“এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের। তার 'পরে' আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস! সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর খালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেন তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো-বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলাম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলাম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।”

“বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।”

“মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।”

“দরকার কী বউদি। আপনাকে এতদিন তো চেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়। যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন। এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।”

“বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা

বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।”

“সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।”

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সাস্তুনা দেবার চেষ্টামাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে, “আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।”

“ছকুম করো বউদি।”

“বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।”

“তুমি তো জান বউদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।”

“ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।”

“বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার--‘দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি’--সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনি বলো--‘দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে’।”

“আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা- কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব সব দেব আমার--আর দেরি নয়, এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।”

“আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।”

“না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানি ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না--এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।”

“সময় হয় নি বউদি, আজ থাক্।”

“সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষনি ডেকে আনো।” পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে বললে, “বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি আপত্তি কোরো না।

“কী বলো।”

“একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।”

“আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।”

“আয়া।”

“কী খোঁখী।”

“ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।”

“সে কী কথা। ডাক্তারবাবু--”

“ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?”

“আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও, ভয় নেই, ভালোই হবে।”

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময়ে আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, “এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন।”

“এখনি আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।”

“ঠাকুরঘরে! ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।”

“শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।”

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে, অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে-লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বলতে এসেছিল-- আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্নারাত্রি ঘাটে বসে বারবার করে বলেছে-- জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির; ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

“রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান আমি জানি।”

“হাঁ, জানি।”

“আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে।”

“তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ও দিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।”

“তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?”

“মানি বৈকি।”

“সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ।”

“কে বলে দোষ।”

“আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।”

“গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক’টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।”

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুজদগদ কণ্ঠে বললে, “মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।” আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, “নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।” নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, “সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।”

“তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে।”

“এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন। এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে।”

“অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।”

“কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শান্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল--ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন।”

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে যা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিত হয়। বললে, “রাত হয়েছে, এখন থাক্।” এমন সময় নীরজা বলে উঠল, “ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।”

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, “এসো বোন, আমার কাছে এসো।”

“সরলার হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, “একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ

হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় প'রে থেকে শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।”

“অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।”

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, “ঐ মালাটা আমাকে দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।”

নীরজা বললে, “আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিত হয়ে মরতে পারি।”

“ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।”

“সে কী কথা।”

“আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরা না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনেই বলছি। ভাগ্য যে-দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।”

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, সেও গেল চলে।

“ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।”

“এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।”

“কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না।”

“বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে, মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।”

“কিছুতে বিশ্বাস হল না আমার মন! এত মার খেয়েও! কে বিশ্বাস করে দেবে। ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি।”

“আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।”

“ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।”

“চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।”

“যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।”

“আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, “কেন এলে। ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।”

“তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।”

“সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।”

“আমাদের এই বাগানে আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা--”

“আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।”

রমেন এসে বললে, “যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।”

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, “শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?”

“আছে।”

“তুমি যাবে না?”

“যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।”

“কেন।”

“সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।”

“তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।”

“যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বৈকি।”

“তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।”

“আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।”

“আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।”

“বুঝেছি।”

“পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।”

“আচ্ছা বাধা দেব না।”

“এই রইল কথা?”

“রইল।”

“আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।”

“হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।”

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, “ও কী, এখনি এলে যে বড়ো!”

“দুই-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।”

রমেন বললে, “আমার কাজ আছে চললুম।”

সরলা হেসে বললে, “বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।”
“কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।” এই বলে সে চলে গেল।

সরলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, “যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।”

“কিছু বলব না, ভয় নেই।”

“আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই তুমি শোনো। বোলো, কথা রাখবে।”

“অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।”

“বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।”

“আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।”

“না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার। কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।”

আদিত্যের হাত ধরে বললে, “আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কাঁটা দিন দাও তোমার দক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।”

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

“কথা দাও ভাই।”

“দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বোলো রাখবে।”

“তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।”

“না, হবে না।”

“আচ্ছা, বোলো।”

“যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে।”

“জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।”

“বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি। সেই কথাটা বোলো আগে।”

“কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।”

“আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।”

“আর ফিরে তাকাবে না এখন?”

“না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার সীলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।”

“যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।”

“আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কি করবে, থাকবে কোথায়।”

“সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।”

“রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে! সে-লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি।”

“ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।”

“আমি জানতে পারব তো?”

“নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।”

“তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?”

“যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারবে না।”

“আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে?”

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

“রোশনি !”

“কী খোঁখী !”

“কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন !”

“সে কী কথা, জান না, সরকার বাহদুর যে তাকে পুলিশপোলাও চালান দিয়েছে ?”

“কেন, কী করেছিল !”

“দারোয়ানের সঙ্গে যড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল !”

“কী করতে !”

“মহারানীর সীলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকুর পাটা !”

“লাভ কী !”

“ঐ শোনো ! সেটা পেলেই তো সব হল। লাট সাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যখানা চলছে !”

“আর ঠাকুরপো ?”

“সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ি ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিনবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পাঁচশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানী রঙের দামী শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, ‘তোমার ছেলের বউকে দিয়ো !’ চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো ?”

“ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে, নিয়ে আয় !”

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এতবড়ো খবরটাও দেয় নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক’রে। জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।

“রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি ? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে--”

আয়া বললে, “মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর ডাকাতের বাড়া। ছি ছি !”

“ওর সব তাতেই গায়ে পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না !”

আয়ার মনে পড়ল জাফরানী রঙের শাড়ির কথা। বললে, “কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ !”

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিলে। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, “ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে !”

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, “চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?”

গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, “পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিশের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।”

নীরজা পড়ে শোনালে, “ধন্য তোমার মহত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।”

গণেশ বললে, “ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।”

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, “ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।”

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, “এ আবার কী।”

আদিত্য বললে, “ডাক্তার বলে গেছে ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।”

“ওষুধ খাওয়ার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না! না হয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্বেগ থাকে।”

“সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন।”

“তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”

“হোক-না নষ্ট। সেরে ওঠ আগে, তার পরে সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।”

“সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কি? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ে না।”

“লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।”

“অমন করে আক্ষেপ করছ কেন। বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।”

“পাখাটা কি চালিয়ে দেব।”

“বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক’রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হাটিকালচারিস্ট ক্লাব আছে।”

“তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজেছিলুম, একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।”

“কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে সরষের খোলার বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।”

“তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।”

“বলতে ওর রুচবে কেন। ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ। কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানীকে যেরকম গ্রাহ্য করে না সেইরকম আর কি।”

“হলা মালীর সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপরিহার্য হয়ে উঠবে।”

“আচ্ছা, আমি বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কিনা। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ে। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি ম্যাপে

পেনসিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।”

“আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?”

“না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের ঐ বটল-পামগুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ে না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্টা আমি রাখব না, ওখানে মারবেলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।”

“বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে। একটু যেন --যাকে বলে সজ্জা নবাবি।”

“চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তরপরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।”

“আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব।”

“তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।”

“তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ?”

“হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি, তাতে লাভ কি।”

“আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনই আসব। ডেকে পাঠিয়ে আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্যে গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।” ব'লে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাতে ধরে বললে, “না, যেয়ো না, একটু বোসো।” ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, “জান এ ফুলের নাম?”

আদিত্য জানে কি জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, “না, জানি নে।”

“আমি জানি। বলব? পেটুনিয়া। তুমি মনে কর আমি কিচ্ছু জানি নে, মুখুঁ আমি!”

আদিত্য হেসে বললে, “সহধর্মিণী তুমি, যদি মুখুঁ হও অস্তত আমার সমান মুখুঁ। আমাদের জীবনে মুখুঁতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।”

“সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ-যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ঐ-- যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।” আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, “একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।”

“যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর! যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোই নি।”

“বলো -না, তুমি কী মনে কর। একটুও থাকব না? এতটুকুও না।”

“এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।”

“নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যাবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুর্লবে সুপরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?”

আদিত্যকে বলতে হল, “হ্যাঁ, মনে করব।” কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, “তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভাল করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।”

বিছানায় শুয়ে ছিল নীরজা ; উঠে বাসিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে, “আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক’রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?” নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, “নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।”

“যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না,” বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, “সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবাসো, ভালোবাসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।”

আদিত্য বললে, “শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছে।”

“শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।”

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন গুণছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের ‘এষা’। বালিশের নীচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, “চিঠি”, ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে “কার চিঠি, কী খবর।”

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতে। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, “তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।”

“ও কী। কী হল। নীরু! নার্স, ডাক্তার আছেন?”

“আছেন বাইরের ঘরে।”

“এখনই নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।”

ডাক্তার নাড়ি দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, “ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে--শেষ আশীর্বাদ।”

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠল, “ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।”

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, “কখন আসবে সরলা।”

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, “রোশনি!”

আয়া বলে, “কী খোঁখী।”

“ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।” একবার আপনি বলে উঠল, “কী হবে আমার ঠাকুরপো! দেব দেব দেব, সব দেব।”

রাত্রি তখন নটা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা করে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, “সরলা এসেছে।” চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, “তুমি যাও”--একবার ডেকে উঠল, “ঠাকুরপো!” কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, “পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।”

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে-- চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে

ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, “জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।”

হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, “পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।” বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଫାର ଅଧ୍ୟାୟ

୧୯୭୪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য--চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকলেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহ্যান্ড। কিছু আছে যুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিশের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর। সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভুতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলটোকির অসম্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবান্ড। চায়ের পাত্রের অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল-- তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এজায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ যুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন, বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়াস্বে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; যুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। যুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিলে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওআলার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই। বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাত্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবনীলা সংবরণ করবেন, নিজেই এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেক্টর ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, “এলা, তুমি যে এখানে?”

এলা বললে, “আপনি আমার বাড়িতে ওদের নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।”

“সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।”

“কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন?”

“ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্যে। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।”

“আপনি লিখেছেন? আপনার কলমে বেনামি চলে না; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।”

“বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।”

“কী রকম?”

“তুমি লিখছ-- ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সন্ধান আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ--দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হক। বলেছ-- তোমরা মায়ের জাত; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক-- তোমরা মায়ের জাত, ওই কথাটাকে লবণাম্মুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।”

“আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি-- অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা--পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চৌঁচিয়ে ডেকেই ভালোমানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী-- তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রঙটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যবহারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো--কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারও সুরে মধুর রস লেগেছে--কেনই বা লাগবে না? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মুগ্ধা করবার দিকে ঝাঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য--”

“অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়--”

“হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটো আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালো ঝাঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অক্ষশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।”

“বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাঙারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক-- মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্ততই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমারা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।”

“এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সহিবে না।”

“দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে।

তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।”

“আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।”

“আচ্ছা। তাহলে এখানে নয়, চলো ওই পিছনের ঘরটাতে।”

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

“আপনি একটা অন্যায় করছেন--এ-কথা না বলে থাকতে পারলুম না।”

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন

আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে।

যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারও কাছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, “কী অন্যায়?”

“আপনি উমাকে বিয়ে করতে ছকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।”

“কে বললে চায় না?”

“সে নিজেই বলে।”

“হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।”

“সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।”

“তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনাই ভাঙত, আমি ভাঙলুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।”

“প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না হয় ভাঙত, না হয় করত অপরাধ।”

“ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।”

“ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।”

“তাহলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না-- কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।”

“কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।”

“মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাবে মেঘডম্বরং।”

“আপনি নিষ্ঠুর!”

“কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।”

“আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।”

“সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।”

“ভালোবাসার শাস্তি?”

“ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তাহলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।”

“সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।”

“সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?”

“ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় ?”

“অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচু দরের পুরুষের মনে বিব্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ ;--সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে ?”

“রাগ করব কেন ? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায়বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের ছকুম সেই ভোগীলালের মত কী ?”

“সেই নিস্কটক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ও-রকম মুঞ্চ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।”

“এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন ?”

“শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে--দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।”

গভীর মুখে এলা বলে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, “আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।”

“এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন ?”

“আপনি জানেন না।”

“জানি নে কে বললে ? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রঙ লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন্ পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা করো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।”

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, “তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো ? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।”

“আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।”

“সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।”

“কিন্তু--”

“এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই--তুমি কিছুতেই নিস্কৃতি পাবে না।”

“আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।”

“তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনের কাজ করতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।”

“আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।”

“কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা

চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশুর--মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ করো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে।”

“কিন্তু তবে আপনি যে ওই উমা--”

“উমা! কালু!-- ভালোবাসার শুষ্ক রত্নরূপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসংস্কার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি।--সে-কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।”

“হা, ঢুকেছিল।”

“তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?”

“আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।”

“মনটার ভিতর আহা উছ করে ওঠে নি?”

“করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।”

“চিনতে পেরেছিলে সে কে?”

“অন্ধকারে দেখতে পাই নি।”

“যদি পেতে তাহলে জানতে, সে অনাদি।”

“আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ।”

“আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।”

“আপনিই! কেন এমন কাজ করলেন?”

“তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।”

“কী নিষ্ঠুর।”

“ছিলুম নিচের ঘরে, তখনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তাহলে তখনই তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ?”

“পেরেছি।”

“যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস?”

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

“যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?”

“তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।”

“যদিই সম্ভব হয়?”

“মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি?”

“জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।”

“আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।”

“আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।”

“মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।”

আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো

কালেই মিটেবে না, রুচিতে যা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।”

“লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না?”

“করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু-রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।”

ভারি গলায় আওয়াজ এস, “কী হে ভায়া।”

“কানাই বুঝি? এস এস।”

কানাইগুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কন্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দেরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অল্পসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, “ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাকসংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।”

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, “কথা না-বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের পুরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।”

“কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।”

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, “যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন-কি, এমন কথাও বলেছি, যে, একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরও কিছু ভাঙবে।”

“বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন? কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।”

“থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হয়।”

“মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।”

“অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকে এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।”

“ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে করো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ে বৎসে, বলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভূজা দেবীর দুঃসাধ্য।”

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, “মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।”

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, “তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই?”

“সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ওই সামনের টেবিলেই বসে গোটাটিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বৃষভেরই পুষি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিশে রিপোর্ট করে দিয়েছি।”

“আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই?”

“বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তাহলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তাহলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চিত অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়াকাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পাঁচশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো আস্পর্শ্য তোমার। এখনই ধরিয়ে দেব পুলিশের হাতে।--সময় হাতে একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফণ্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।”

“তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে--মাছির আমদানি শুরু হল।”

“সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনই ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলো দূরে দূরে--ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। *Ostensible means of livelihood* প্রত্যেকেরই থাকা চাই।”

“চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?”

“অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো- আনা কুইনী। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যান্সিসের ব্যাগ হাতে ওই গুটিকা প্রচার করবার কাজে। তোমার নিবারণ ফাস্ট ক্লাস এম. এসসি লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক তৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরও গোটাকতকি নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সন্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ওই সাবডিভিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের প’ড়ো ভিটের প’রে। তোমাদের ক্যান্সেলি ডাক্তার তারিণী সাগুেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেয়ে মাথা উঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ের টাকা দিয়ে রাখতে হবে-- কেউ বা ওদের বোকা বলুক, কেউ বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।”

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, “তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ের লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকোলজি অনুশীলন করবার জন্যে।”

কানাই বললে, “তুমি যে-ব্যবসায়ের লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হোক বা কাল হোক নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়--দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সান্নাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না--এ-কথা মান কি না?”

“মানি বৈকি !”

“তাহলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে ?

“কানাই, এতদিন আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আশুনকে যে ভয় করে সে আশুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আশুনকে বাদ দিতে চাই নে।”

“অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হোক বা না হোক, তুমি কেয়ার কর না।”

“সৃষ্টিকর্তা আশুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না ;

অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ওই যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে, -- ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।”

“ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তাহলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।”

“জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন ?”

“ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসার্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিকে থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আশুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করো না, ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।”

“আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি

আছি, --এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারদিকে এসে জুটল ; সে তো তুমি দেখতে পাছ কানাই। কেন ? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই ? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মানুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।”

“ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্রাক্টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।”

“আমি কাণ্ডালের মতো করে কিছই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুণ্ণমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তার ধুলোয় মিলিয়ে গেছে, --তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘন্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে ? আমি তা কখনোই করি নে।

বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।”

“তবে !”

“তবে ! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক উর্ধ্বে--

আআর অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও ।”

“আর আমরা !”

“তোমরা কি খোকা ! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে ?”

“না যদি পারি তবে ?”

“তবে কী । তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি । এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত । রসাতলে যাবার জন্য যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে । তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল । হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা-- বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে । তার পরে ? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।”

“তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয় ।”

“কোন কথাটা ?”

“তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি !”

“রাগ কার পরে ?”

“ইংরেজের পরে ।”

“যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি ।

রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি ।”

“তা হোক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক ।”

“সমস্ত যুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি । যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত । রিপূর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না--লজ্জা পায় । ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয় ;-- ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায় । ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না ।”

“অদ্ভুত তুমি ।”

“ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত । সেটা ওরা পারলে না । আমি ওদের মানুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই । পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে । এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে ।”

“সে ওরা বুঝবে । কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে ।”

“অত্যন্ত ভুল । আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর ।”

“শত্রুকে যদি শত্রু বলে তাকে দ্বेष না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে ?”

“রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন করে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে । ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয় । ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আঅলোপ করছে-- এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি ।”

“কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই ।”

“নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না--সামনে মৃত্যুই যদি সব-চেয়ে নিশ্চিত হয়

তবুও । পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে ।
আমি তো মনে করি এইটাই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য ।”
“ওরা আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ । ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে । সেই সঙ্গে স্পষ্টভাষায়
খবরও দেব যে, পুলিশকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে । তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঙ্ক করে
না বসে ।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনও চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দেরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরঙ-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাঙ্গীর্য। খদ্দেরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে রুটিং প্যাড; তার একপাশে কলম-পেনসিল সাজানো দোয়াতদান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটেগ্রাফের প্রেতাআ, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দেরের পর্দাটা সরিয়ে দিতে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, “এলী।”

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, “অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।”

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, “জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মাঝাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।”

“আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনও।”

“ভালোই। তাহলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে-- এরকম দ্বন্দ্ব মনুর নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলাম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?”

“অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।”

“কী বলে তবে?”

“শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ওই যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?”

“ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি--ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আঅসম্মানবোধ আছে।”

“আমাকে দিলে না কেন?”

“নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার?”

“ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল?”

“যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।”

“তার অর্থ?”

“তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।”

“কী বল তুমি অস্ত্র! বিশুসংসারে তোমার ওই একটি বৈ জামা আর নেই?”

“বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বঙ্কতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যিকের

অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনও তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যিকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাৱশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেবারেষি চলছিল, -- কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।”

“সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?”

“আশ্চর্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চারণ করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের পরে তাহলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।”

“ছি ছি অস্তু, কেন আমাকে বললে না?”

“দুঃখ করো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যিকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরও দুটো আছে আপদ্বর্মেৰ্জনের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিক্ত সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।”

“সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ওই চেহারাতেই--সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।”

“স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যাঙ্কি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?”

“হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপর সাহিত্যিক রঙ চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই সামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।”

“এ-ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।”

“আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?”

“হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।”

“অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।”

“একটু ভেবে বলো কার রচনা--

তোমার চোখে দেখেছিলাম

আমার সর্বনাশ।”

“কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।”

“পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?”

“চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেছে কোথায়?”

“আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনিই তোমার মনে আসবে।”

“তোমার মুখে যদি একবার শুনি তাহলে নিশ্চয় মনে আসবে।”

“তবে শোনো--

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা

সেদিন চৈত্রমাস,

তোমার চোখে দেখেছিলাম

আমার সর্বনাশ।”

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, “আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছে তুমি?”

“সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে

এলুম--কাজের ক্ষতি করব।”

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেজের উপর ফেলে দিয়ে এলা বললে, “থাক্ পড়ে আমার কাজ। আলোটা জ্বলে দিই।”

“না থাক্--আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনও আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারাটাকে সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনও দেহে মনে শৌখিনতার রঙ লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফাস্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্বর্তী অগোচরতার থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন?-- মনে পড়ছে?”

“খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।”

“আমি আজ সেদিনের পুনরুজ্জ্বল করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।”

“শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধূয়ো, পুনঃ পুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।”

“তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তাহলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাতায় পৌঁছিয়ে দিত না-- ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশলাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদৃশ্য, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত তাহলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার-- ও একটা ছুতো, সত্যি কিনা বলো।”

“ওগো, কতবার বলেছি-- অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলাম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।”

“আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।”

“আমার উপায় ছিল না অস্ত্র। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্দস্তা।”

“অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র যা অস্তুর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।”

“অস্ত্র, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা,

তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মস্তপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চাঞ্চল্য জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি--বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।”

“আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিণীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।”

“অস্ত্র, ফাস্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনও জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন-কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব,--তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।”

“কেন স্বীকার করলে?”

“নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ওই স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।”

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, “কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?”

“ছি, ছি, এমন কথা মনেও করো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।”

“যথেষ্ট ভালোবাস নি?”

“ওই যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অস্ত্র। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ে না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।”

“কেন হত না?”

“রাগ করো না অস্ত্র, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!”

“স্পষ্ট করেই বলো।”

“অনেকবার বলেছি।”

“আবার বলো, আজ সব বলা-কওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।”

বাইরে থেকে ডাক এল, “দিদিমণি।”

“কী রে অখিল, আয় না ভিতরে।”

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টিমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়াঝাঁকড়া, কচি শামলা রঙ, চঞ্চল চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা বুক বের করা; শর্টের দুইদিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিকে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওআলা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বেদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া-যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপ-মা-মরা ছেলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে।

কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, “তোমার অস্ত্রদাদাকে প্রণাম করবি নে?”

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি করো না ভাই, উদ্ভুই বেশি।”

এলা অখিলকে বললে, “তোমার কী কথা আছে বলে যা।”

অখিল বললে, “কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।”

“তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস?”

“কাউকে না।”

“তবে কী চাস?”

“পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।”

“কী করবি ছুটি নিয়ে?”

“খরগোশের খাঁচা বানাব।”

“খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?”

অতীন হেসে বললে, “খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাঁদের ভীষণ শখ।”

“আচ্ছা, অখিল যা তোর ছুটি।”

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, “ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুনিয়াল হয়ে উঠেছে, অস্ত্র-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।”

“ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?”

“মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?”

“একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?”

“কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।”

“আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নির্ধূম জ্বলছে। এখনও তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।”

“এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা বলো না আমার জীবনে এখনও অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত সুর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?”

“ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।”

“কেন ? কী ক্ষতি হত তাতে ?”

“আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি ; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি ! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে ? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে ; তারা ট্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না ; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।”

“এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।”

“নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অস্ত। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জেগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।”

“মাথায় বড়ো।”

“হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্ আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।”

“কোনো নীচ উৎপাত করে নি ?”

“করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নিচের তলায়, তারা বিশী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নিচে টেনে আনবার একটা সাধারণ যড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।”

“বোকাদের ভোলাবার জন্যে ?”

“হাঁ গো, তোমরা বোকা ! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।”

“এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না।

তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শাশুড়ীর অসহ্য অন্যায আধিপত্য। শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।”

“হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে--তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।”

“এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ীর নিন্দার ভূমিকা করে রেখে না। নববধূর 'পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ী। কিন্তু

শাশুড়ীকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে ? সে তো ওই মায়ের খোকারা ।
অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে
করবার বয়স হয় ? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে । যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল
সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে । আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বেড়ো-কিছু
করাবর সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়--মেয়েকে ভয় করে সেই স্ট্রেশন কাপুরুষেরা ।
সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায়
তোমার মেয়েলি প্রভাবে । যথার্থ পুরুষ যারা, তার যথার্থ মেয়ের জেরেই চরিতার্থ হবে--বিধাতার
নিজের হাতের এই ছকুমনামা আছে আমাদের রক্তে । যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের
যোগ্য নয় । পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন ?”

“অন্ত, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না । কেননা, জানি তুমি নিতান্ত
ক্ষোভের মুখে এই সব কুযুক্তি পেড়েছ । আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না ।”

“না ভুলতে পারব না । তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই
তোমার ভয় ! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না । তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ । হতভাগা যেপ
রুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত ।”

“অন্ত, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই--সেটা বড়ো ইচ্ছা ।”

“এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয় ।
সেই কল্পনার তুলির হোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে
আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করেছে । এটা সহজ শক্তির
কর্ম, সেইজন্যেই এটা সহজ নয় । ওই যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা
দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি । আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস
জোগাতে পারল না, এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিনীপনা করে সেই মুখরা ; নয়
তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে । সংসারে এই সব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই ।”

“সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্ত । লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদের ? বঞ্চনা করে কেন
তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয় ? পৃথিবীতে সব-চেয়ে জঙ্ঘ্য যে স্পাইয়ের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে
মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি এ-কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে
বলেছি সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই । আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে
তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে । যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার
টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই । তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে ।
আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না । আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন,
ওদেরই মেয়ে--এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার । নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া
মেয়েদের মুখে বাধে--কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা তোমাদের সেবা করা আমার
সার্থকতা । আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে ।”

“ভালোই তো ; তোমার সেই ভক্তির জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন ? ভক্তি না
হলেও আমার চলবে । মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা
বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে ।”

“তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্ত । আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে
তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে । যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার
কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে । তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব । তাই আমার সমস্ত
দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে । সেখানে তোমার শক্তি স্থানসং
কোচে দুঃখ পাবে না ।”

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ । পায়চারি করে এল ঘরের

এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি দেশের কাছে হোক যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পারো; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ-- দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।”

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, “কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।”

“আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিজুত, তার প্রসার যদি বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই,--সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তোমাদের দলের বানানো দেশে--অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সেকথা ভুলিয়ে দিলে?”

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, “তুমি ভুললে কেন, অন্ত?”

“ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।”

“তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?”

“কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজন। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।”

“সরকারি কর্তব্য?”

“হাঁ তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে--এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে বাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমন করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে--একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওআলা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষপুতুল।”

“অন্ত, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।”

“গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তাহলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুক টানতে।”

“অন্ত, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না? কেন আমাকে অপরাধী করলে?”

“সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে-- ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।”

“পায়ে পড়ি, অমন করে বলো না।”

“বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে পাওয়া বলে! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!”

“আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অস্ত্র।”

“কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তুপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশখগাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অস্ত্র চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমতো চিনবে সে-আশা আর রইল

না--তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলায় বড়ের মধ্যে!”

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, “তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চরিত্রী পল্লবিণী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন?”

“সেইজন্যই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হতে তাহলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।”

“ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।”

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, “চলো অস্ত্র, ঘরে চলো।”

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে “ভয়! এতদিন পরে শুরু হল ভয়! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনও মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বলে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।”

“দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।” এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল

অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।
জানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, “সর্বনাশ! ওই দেখতে পাচ্ছ?”

“কী বলো দেখি?”

“ওই যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু--এখানেই আসছে।”

“আসবার যোগ্য জয়গা সে চেনে।”

“ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি
ক্লোদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে।
অশুচি, অশুচি ওই মানুষটা।”

“আমিও ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।”

“ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শাস্ত করবার অনেক চেষ্টা করি--কোনোমতেই
পারি নে। ওর ড্যাভা ড্যাভা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।”

“ওর প্রতি ক্রম্বেপ করো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না?”

“ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই
কুৎসিত অক্টোপস জন্তুর মতো। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে
আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে--কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ
মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে।
শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরও ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা
সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।”

“এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও
সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।”

“দেখো অস্ত, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু
একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।” অস্তর হাত চেপে ধরলে,
যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

“জানো অস্ত, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে
জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে--
এ যেন কিছুতে না ঘটে।”

“আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি?”

“না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ওই শোনো পায়ের শব্দ।
উপরে উঠে এল বলে।”

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, “বটু, এখানে নয়, চলো নিচে বসবার ঘরে।”
বটু বললে, “এলাদি--”

“এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নিচে।”

“কাপড় ছাড়তে? এত দেরিতে? সাড়ে আটটা--”

“হাঁ হাঁ, আমি দেরি করিয়ে দিয়েছি।”

“কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।”

“তিনি সন্মানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।”

“আপনি?”

“আমি ছাড়া।”

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, “আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ
নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্ষপ্রয়োগে। এক্সেসেশন পিছল পথের আশ্রয়,
বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।” বলে তর তর করে নেমে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, “চিঠি !” ওর অসমাপ্ত
সৃষ্টিকাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে।

“তোমার দিদিমণির ?”

“না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।”

“কে ?”

“চিনি নে।” বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রঙ দেখেই অতীন বুঝলে, এটা
ডেন্‌জর সিগন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি পড়ে দেখলে--“এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না
জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।”

কর্মের যে-শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আঅসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই
জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার
ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে।

জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে
হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণ। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বসল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে-ওঠা ডোবা ; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুর গাড়ির চাকায় বিক্ষত । ওল, কচু, ঘেঁটু মনসা, মাঝে মাঝে আসশেওড়ার বেড়া । কচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে । গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে ! সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ । অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি । দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুঞ্জের দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা । কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায় ।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত । চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না ।”

“আপনি যে !”

কানাই বললে, “গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি ।”

“ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন ।”

“ঠাট্টা নয় । আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন । চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে ; বেড়িয়ে পরলুম । সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি । শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম । নিমতালা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকুর উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান ।”

“চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন ?”

“বানালে এ ব্যবসা চলে না । বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয় । যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই । তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাছল্য খবরটা আমি দিয়েছি । সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায় ।”

“এবার বুঝি আমার পালা ?”

“ঘনিয়ে এসেছে । কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু । আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে । সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল । মনে আছে ?”

“খুব মনে আছে ।”

“সেটা পুলিশের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল ।”

“আপনি !”

“হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায় । একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে । সেই সময়ে সরিয়েছি ।”

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, “সবটা পড়েছেন ?”

“নিশ্চিত পড়েছি । পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা । বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না । ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বৈকি । কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয় ।”

“কাজটা কি ভালো করেছেন ?”

“কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নি। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মস্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তাহলে ওই খাতাখানাই তোমার গ্রন্থসম্ভারের কাজ করত।”

“বলেন কী। সবটাই পড়েছেন ?”

“পড়েছি বৈকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তাহলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।”

“আপনার এই ব্যবসার কথা দলের সবাই জানে ?”

“কেউ না।”

“মাস্টারমশায় ?”

“বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।”

“আমাকে বললেন যে !”

“এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারে তাহলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নয়, তাই ডায়ারি রাখি নি, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।”

“মাস্টারমশায়--”

“মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও করো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝাঁটিয়ে ফেলে পুলিশের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে করো না যেন। তোমার এবা ডিতে আসার খবর বটুই প্রথম থানায় কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেকা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘন্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তাহলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি--এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিশের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুঘে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুঁতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দায় বলে মনে করো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রুঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র করো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না। বাইসিকলটা রইল বাইরে। ইশারা যখনই পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে বসো। এস বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।” কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোয় ; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই ; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে ; একদিন হঠাৎ পথের

একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক ; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে ; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়ত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে । সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল বাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকসমুদ্র কখনো উঠবে না । আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে । পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই যার অস্ত নেই । দিনের আলো স্তান হয়ে এল । ঝাঁঝি পোকাকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায় ।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলো, আত্মহত্যার জন্যে একঝাঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুখালু অন্ধবেগে । অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে বাঁপিয়ে পড়ল । বাস্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, “অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে ।”

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল । বললে, “এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি ?”

সে বললে, “কিছু জানি নে, কী করেছি ।”

“এ ঠিকানা কমন করে জানলে ?”

এলা গভীর অভিমানে বললে, “তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি ।”

“যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয় ।”

“তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে । শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয় । কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি ?”

“ধন্য তুমি !”

“তুমি ধন্য অস্ত ! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে !”

“ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা । প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না । ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি । ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার আমোঘশক্তি ।”

“মাস্টারমশায়ও তা জানেন ।”

“এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি ।”

“তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি ।”

“কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ ।”

“জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও । প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে । সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে । বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছে !”

“এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্য বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি ।”

“না না, তোমার কেন হবে বিপদ । যা হয় তা আমার হোক । তাহলে আমি যাই অস্ত ।”

“কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ওই মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই পোড়ো ঘরটার মধ্যে। এস, আরও কাছে।”

“রসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।”

“হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!”

এলা একবার চারিদিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বাদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরোনো ক্যাশিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসী মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল-উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো-এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পজ্বা গন্ধ। ঠিক এমন না হোক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় পোড়ো চালের খড়বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গরে আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্ভিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, “আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে। তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়--দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বসতি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হজুরশ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গরু আছে দুখ জুগিয়ে থাকে।”

“অস্ত, কোণে ওই যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি?”

“অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যবসা। এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বসতির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ওই যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে; ওগুলোতে রঙ গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ওই বাস্তুর ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বসতির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস;--বেলোয়ারি চুড়ি চিরুনি ছোটো আয়না পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাআর উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হই নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্ব-পুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দ-আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।”

“এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?”

“আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘন্টা। ওই আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের

পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনও বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।”

“তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা?”

“ছকুম নেই বলবার।”

“তাহলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায়?”

“কল্পনা করতে দোষ কী। মানস-সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।”

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, “এতদিন এগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তা-গলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।”

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, “মাপ করো, অস্তু, আমাকে মাপ করো।”

“তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।”

“যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।”

অতীন হেসে উঠে বললে, “নিজেরই পাগলামির ফুল স্টীমে এই অস্থানে পৌঁচেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেবে এস; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো-- এস এস বাঁধু এস আধো আঁচরে বসো।”

“হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন?”

“খেপব না? বললে কিনা ভুজমৃগালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ!”

“সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন?”

“সত্যি কথা হল? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অস্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালী-সন্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ় তবে জাঁক করে বলব সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদন্ত প্রতিভা।”

“অস্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বকো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।”

“এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হয়, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার খালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলোটিক্যাল ঠ্যাণ্ডার গুঁতি সেখানে আলুখালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।”

“এত কথাও বলতে পার, অস্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।”

“মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝোড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তু গাঁথতে বেরিয়েছে কেবল গায়ের জোরে।”

“তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বুকিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?”

“ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্চার। ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা। যদি দুঃখ

না মানতুম তাহলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।”

“দেশ এর মধ্যে নেই অস্ত্র ?”

“দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অল্পপূর্ণা।”

“আমারা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সহিতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরও আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ করো না। জানি তোমার খুবই দরকার।”

“খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।”

“আমি মানছি, অস্ত্র, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অক্ষ আসক্তি। ভীতু আমরা।”

“ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।”

“আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে বাঁচি।”

“কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাতে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছে। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই ; কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না ! মনে মনে বললুম, আরও বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।”

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, “আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অস্ত্র ! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না ? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা ? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অস্ত্র, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।”

“বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্ত মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে ; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা করো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।”

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁসে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্ত্রে আস্ত্রে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, “যে-দিন মোকামার খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল

পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?”

“একটুও না।”

“তাহলে শোনো। ভারি মাল নিচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস--এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাত ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।--হাঁ হাঁ করেন কী, করেন কী, বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাস্কাটা ওই আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।--তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারি। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিন্ধের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অউহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।”

“হী হী, বলো না, বলো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কি বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?”

“থাক বা না থাক তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিল সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্‌স্‌ নয়, লজিক্‌ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদগরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্ৰগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?”

“আমাকে জানতে দাও না কেন অস্ত্ব?”

“বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?--আলো কমে গিয়েছে, এস আরও কাছে এস। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন? ওই যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড়-দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটাই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটা অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে দ্রুত করে ঘিরে আছে বড়োনাওআলা বড়োছায়াওআলা বিকৃতি।”

“কী বলছ, অস্ত্ব!”

“অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায় আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক্‌ পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাঁকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সহিবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যত্নেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যত্নেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না।

দেখো নি তোমাদের পাড়ার খ্রীস্টশিষ্যকে, ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।”

“কী হয়েছে তোমার অস্ত্র ! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও ?”

“রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও ; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশ্যে এপ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্স চর্চা করতে বলেন নি।”

“শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অস্ত্র ?”

“অনেকদিন আগেই কানে কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার পুরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী ! সবাই দেবী তোমরা। নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।”

“দেখো অস্ত্র, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি ?”

“তাহলে বলি। অনেক কথা জনাতুম না অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব বা, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।”

“তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল ?”

“শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায় ; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল, --অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মানুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো--নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন ? নির্বুদ্ধিতার আঅঘাতের জন্যে ?--আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কত জনই বা !”

“তখনও ওদের ছাড়লে না কেন ?”

“আর কি ছাড়তে পারি ? তখন যে শক্তির নির্ধূর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মানুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।”

“কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অস্ত্র। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।”

“সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃত্যু বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অস্তুত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।”

“সব বুঝতে পারছি, তবু অস্তুত আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন থিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।”

“তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।”

“তবু বলো।”

“আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে, --তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানোকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিসাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।”

“আচ্ছা অস্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি আমাদেরই দেশে?”

“তা বলি নে। দেশের আত্মকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে--এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মতো লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।”

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, “ফিরে এস অস্তু।”

“আর ফেরবার পথ নেই।”

“কেন নেই?”

“অজয়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।”

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, “ফিরে এস, অস্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও। --অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অস্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।”

“উপায় নেই।”

“কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।”

“তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তুণে ফিরতে পারে না।”

“আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অস্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না-- গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।”

“বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্মনষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।--থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্। এ-জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনও বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।”

“কী বলব?”

“বলো, তুমি ভালোবেসেছ।”

“হাঁ বেসেছি।”

“বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনও।”

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাস্পরুদ্ধ গলায় বললে, “আমার বলছি, অস্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে--নাও এই আমার গলার হার।”

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

“কিছুতেই না।”

“কেন, অভিমান?”

“হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়--আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।”

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, “নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।” “লোভ দেখিয়ে না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।”

“তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এস, ফিরে এস।”

“পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।”

“অন্ত, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ-কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।”

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হৃইস্লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, “চললুম।”

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, “আর-একটু থাকো।”

“না।”

“কোথায় যাচ্ছ?”

“কিছু জানি নে।”

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, “আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।”

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হৃইস্লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, “ছেড়ে দাও।” বলে নিজেই ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলায় ডাক শুনতে পেল, “এলা।”

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “ফিরিয়ে আনুন অন্তকে।”

“সে-কথা থাক্। এখানে কেন এলে?”

“বিপদ আছে জেনেই এসেছি।”

তীব্র ভর্সনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, “তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে?”

“বটু।”

“তবু বুঝলে না মতলব?”

“বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।”

“তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্সি আছে বাইরে।”

চতুর্থ অধ্যায়

“আবার অখিল !--পালিয়েছিস বোডিং থেকে ! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই । বারবার বলছি, এ-বাড়িতে খবরদার আসিস নে । মরবি যে ।”

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে, “একজন দাড়িওয়ালা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল । তাই তোমার এ-ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম ।--ওই শোনো পায়ের শব্দ ।” অখিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল ।

এলা বললে, “ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ । দে বলছি ।” ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে ।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, “ভয় নেই, আমি অস্ত্র ।”

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল--বললে, “দে দরজা খুলে ।”

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, “সেই দাড়িওয়ালা কোথায় ?”

“দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই । যাও খোঁজ করো গে দাড়ির ।” অখিল চলে গেল ।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল । বললে, “অস্ত্র, এ কী চেহারা তোমার ?”

অতীন বললে, “মনোহর নয় ।”

“তবে কি সত্যি ?”

“কী সত্যি ?”

“তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে ।”

“নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে ।”

“নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি ।”

“ও কথাটা থাক্ । সময় নষ্ট করো না ।”

“কেন এলে, অস্ত্র, কেন এলে ? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে ।”

“ওদের নিরাশ করতে চাই নে ।”

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, “কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে । এখন উপায় কী ?”

“কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব । ইতিমধ্যে যতক্ষণ পারি ওই কথাটাই ভুলে থাকতে চাই । নিচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে ।”

খানিক পরে উপরে এসে বললে, “চলো ছাদে । নিচের তলাকার আলোর বল্‌বগুলো সব খুলে নিয়েছি । ভয় পেয়ো না ।”

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে । বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে ।

“এলা, মন সহজ করো । যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লক্ষাকাণ্ড আরস্ত হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে । তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন ? কাঁপছে যে । দাঁও গরম করে দিই ।”

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নিচে বুকের উপর চেপে রাখলে । তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে ।

“ভয় করছে, এলী ?”

“কিসের ভয় ?”

“সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।”

“ভয় তোমার জন্যে, অস্ত্র, আর কিছুর জন্যে নয়।”

অতীন বললে, “এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি এক-শ বছর পরেকার এমনি এক নিস্তন্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে--যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যাঙ্কি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?”

“তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অস্ত্র, --তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন, --তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।”

“ভীরা, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব-চেয়ে নিশ্চিত--জীবনের সব গতিশ্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাতের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে--মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন-

Upwards

Towards the peaks,

Towards the stars,

Towards the vast silence."

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বললে, “পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলছে অস্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?”

“খুব মনে আছে।”

“তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাতপা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন-- আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, হী হী অতীনবাবু, বক্তৃতার ঙ্গহত্যা?--নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে, --কিছুতে রঙ ধরল না।”

“অস্ত্র, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।”

“তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্পেনহয়ত্র কুশলসম্ভাষণ বিশেষ মন্ত্রণা আনাবশ্যক উদ্বেগ মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও

তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারী ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে হেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ তবু বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাশের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।”

“আঃ চুপ করো, চুপ করো অস্ত্র।”

“অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং-- সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।”

“মানছি, মানছি এক-শবার মানছি। তুমিই সে সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন?”

“কোন মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি তুমি ভাবছ, এতটা কী করে সম্ভব হল।”

“হাঁ অস্ত্র, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না--জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।”

“তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ওই আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্থলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমাত্রীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জল হেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হোক।”

“বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া করো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়-- তোমাকে বোঝাবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।”

“থাক, থাক, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।”

“সেইজন্যে?”

“হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।”

“না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া-আগুনের মধ্যে? জানি, জানি বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তাহলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।”

“কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুখ! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশুঁয়া দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!”

“সত্য হারাও নি অস্ত্র। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।”

“হারিয়েছি, হারিয়েছি।”

“বলো না বলো না অমন কথা।”

“আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।”

“অস্ত্র, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিস্কাভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।”

“স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি,

সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণ্ডিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?”

“অস্ত্র, মন দিতে পারছি নে।”

“আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ওইরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বহুবিস্তর।”

“আচ্ছা, বলো অস্ত্র।”

“জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আউড়িয়ে গেল--

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,

বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে, হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না। --তোমার ঘরে ওই পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? যত বলি থামো সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাঅবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধু বিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ্য করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।”

“কোনটা লক্ষ্য কোনটা উপলক্ষ্য বাইরে থেকে বিচার করো না অস্ত্র। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অস্ত্র? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অস্ত্র নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।”

“সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যেষ্ঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে?”

অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্মেনহের কণ্ঠে অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।”

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, “পায়ের শব্দ শুনছি যেন।”

এলা বললে, “অখিল।”

আওয়াজ এল, “দিদিমণি।”

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, “কী।”

অখিল বললে, “খাবার।”

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়।

এলা বললে, “অস্ত্র, চলো খেতে।”

“খাওয়ার কথা বলো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিকত না।

ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নের সমাপয়েৎ--দৌড় দিয়ো যত পার।”

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। “সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি জ্বা জ্বা ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা

থেকে উঠে। --প্রশ্ন উঠল, ‘কটা বেজেছে?’ উত্তর ‘সাড়ে দশটা।’ সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। --কোথায়? না, মেথরদের বস্‌তিতে; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে। --সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী। --বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল-- আপনি কি তবে বলতে চান--তীব্রস্বরে বলে উঠলুম--কিছু বলতে চাই নে। --এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারি করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে, আমিই খুঁজে আনছি-- বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।”

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, “কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, “কে এল?”

অতীন বললে, বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।” অখিল জোরের সঙ্গে বললে, “না, দেব না।”

অতীন বললে, “ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন; অনেকবার দেখেছ।”

“না চিনি নে।”

“খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।”

এলা বললে, “অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।”

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, “বটু এসেছে না কি?”

“না বটু নয়।”

“বলো না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।”

“থাক্‌ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।”

“অস্ত, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।”

“এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।--তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাত দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অস্তুর জীবননীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাঙ্গীর্ষ্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে, এই নাও জন্মদিনের উপহার--সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।”

অখিল এসে বললে, “বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।”

“ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ওইখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।”

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, “সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।”

অতীন বললে, “অখিল আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো

কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। বলো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।” এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, “আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।”

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, “আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।” আদেশের স্বরে অতীন বললে, “না, কিছুতেই না।”

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল--কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাতে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে।

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, “কী হল, অন্তু?”

অতীন বললে “অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।”

“আর সেই লোকটি?”

“তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে। সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?”

“তোমাকে ভয়, কী যে বল।”

“কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুণ্ঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক--খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। হৃদ্ববেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আঅধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজারার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় করো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আআর কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।”

“কেন, তুমি আছ।”

“আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?”

“নেই বা বাঁচালে।”

“তোমারই আপন মগুনীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই--ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর--তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।”

“তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি?”

“অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।”

“কখনোই না।”

“কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।”

এলা চমকে উঠে বললে, “সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?”

“একটা খবর পেয়েছি আমরা।”

“কী খবর?”

“আজ ভোররাত্রে পুলিশ আসবে তোমাকে ধরতে।”

“নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিশ আমাকে ধরতে আসছে।”

“কেমন করে জানলে ?”

“কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিশ আমাকে ধরবে, লিখেছে--সে এখনও আমাকে বাঁচাতে পারে।”

“কী উপায়ে ?”

“বলছে, যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।”

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, “কী জবাব দিলে তুমি ?”

এলা বললে, “আমি সেই চিঠির উপর কেবল লিখে দিলুম পিশাচ। আর-কিছু নয়।”

“খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।”

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, “মারো আমাকে অস্ত্র, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।” মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে বললে,

“মারো এইবার মারো।” ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, “একটুও ভেবো না অস্ত্র। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার-- মরণেও তোমার।

নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।”

অতীন কঠিন সুরে বললে, “যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।”

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।--“অস্ত্র, অস্ত্র আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।”

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, “শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।”

“ঘুম হবে না।”

“ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।”

“কিছু দরকার নেই অস্ত্র। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্ম এনেছ ? দাঁও ওটাকে ফেলে। ভীরা নই আমি ; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অস্ত্র। অস্ত্র।”

দূরের থেকে হইস্লের শব্দ এল।
